بسم الله الرحمن الرحيم

প

পাগ্‌ড়ী (پگڑی) পাগ্‌ড়ী মুসলিম প্রাচ্যের পুরুষদের শিরঃপরিচ্ছদ। ইহার দুই অংশঃ একটি টুপি, অপরটি ঐ টুপির উপর ভাঁজ করিয়া নির্দিষ্ট নিয়মে পেঁচানো একটি লম্বমান বস্ত্রখণ্ড। ইহার ইংরাজী প্রতিশব্দ হইতেছে টারব্যান (Turban)। এই টারব্যান নামটি এই গঠনে শুধু য়ুরোপীয় ভাষাতেই পরিদৃষ্ট হয়। (ইংরাজীতে Turban, Turband, ফরাসীতে Turban, Tulban, জার্মানীতে Turban, ইটালী, স্পেনীয় এবং পর্তুগীজ ভাষায় Turbante, ওলন্দাজ ভাষায় Tulband এবং রুমানিয়ান ভাষায় Tulipan। 'আরবীতে সর্বাধিক প্রচলিত শব্দটি হইতেছে 'ইমামাঃ, (عمامة)। ইহা সঠিক অর্থে টুপির বেষ্টনকারী পেঁচানো কাপড়টিকেই বুঝায়। কালক্রমে অবশ্য সমগ্র শিরঃপরিচ্ছদটির অর্থেই উহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। তুর্কী ভাষায় পাগ্‌ড়ীর প্রতিশব্দ 'স'ারিক''। পাগ্‌ড়ী বা Turban বলিতে মোটামুটিভাবে আমরা যে পরিচ্ছদকে বুঝি, বিভিন্ন মুসলিম দেশে উহার আরও বহু নাম রহিয়াছে।

পাগ্‌ড়ীর গোড়ার কথা

এই প্রকার শিরঃপরিচ্ছদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য সম্ভবত পুরাতন প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। কতিপয় আসীরীয় এবং মিসরীয় পুরাকীর্তির স্মৃতিচিহ্নে পাগ্‌ড়ী-সদৃশ এক প্রকার শিরঃপরিচ্ছদের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়। (তু. Reimpell, Geschichte der babylonischen und assyrischen Kleidung, p. 40; Josef von Karabacek, Abendlandische Kunstler zu Konstantinopel, Denkschr. Ak. Wien. lxii., 1918, p. 87 প., and von Hammer, GOR, vii. 268 and Staatsverfassung, p. 441)। 'আরব দেশে জাহিলী যুগে বেদুঈনরা পাগড়ী পরিধান করিত বলিয়া কথিত আছে। ইহাও ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, পাগ্‌ড়ীর দুই অংশের প্রথম উঁচু টুপিটি পারস্যের এবং দ্বিতীয় অংশ উহার বেষ্টনকারী বস্ত্রটি খাঁটি 'আরবীয় (Jacob, Altarabisches Beduenleben, p. 44, 237)। কালক্রমে ইসলামের ইতিহাসে পাগ্‌ড়ী তিন প্রকার তাৎপর্য ধারণ করিয়াছেঃ ১। 'আরবীয়দের জন্য জাতীয় পোশাক, ২। মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় পোশাক এবং ৩। সামরিক কর্মচারীদের বিপরীত বেসামরিক কর্মচারীদের জন্য পেশাগত পোশাক(অবশ্য পরে উহা ধর্মীয় পদ ও প্রশাসনিক পদের জন্য পৃথক আকারে বিভক্ত হইয়া পড়ে—ওয়াজা'াইফ দীনীয়াঃ ওয়া দীওয়ানীয়াঃ)।

রাসূল কারীম (স')-এর পাগ্‌ড়ী

রাসূল কারীম (স')-এর পাগ্‌ড়ী সম্পর্কে তথ্যাবলী হ'াদীছ' গ্রন্থের মাধ্যমে পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত এইরূপ এক হ'াদীছে' বলা হইয়াছে, পাগ্‌ড়ী হইতেছে "মু'মিনের মর্যাদার প্রতীক এবং 'আরবীয় শক্তি প্রতাপের নিদর্শন" (ওয়াক'ার লিল্-মুস্‌লিম ওয়া 'ইয্‌য লিল-'আরাব), আর নবী (স') তাঁহাদের জন্য শ্রেষ্ঠ (স'াহি'বু'ল-'ইমামাঃ) পাগ্‌ড়ী শিরোভূষণধারী। তুরস্কের পাগ্‌ড়ী প্রস্তুতকারিগণ (দুলবিন্দজিআন) তাহাদের পাগ্‌ড়ী কাটতির জন্য রাসূল কারীম (স')-কে তাহাদের পৃষ্ঠপোষক পূর্বসুরিরূপে গ্রহণ করেন। কারণ কথিত আছে, নবী হওয়ার পূর্বে তিনি সিরিয়ায় পাগ্‌ড়ীর ব্যবসা করেন (Ewliya, i, 590)। পাগ্‌ড়ী সম্পর্কে যে একটিমাত্র বিশ্বস্ত হ'াদীছ' পাওয়া যায় তাহাও নেতিবাচক। উহা এই যে, হ'াজ্জ সম্পাদনকালে মুহ্‌'রিমের জন্য পাগ্‌ড়ী, ক'ামীস, সারাবী'ল প্রভৃতি পরিধানের অনুমতি নাই। এই হ'াদীছ'টি বুখারীর 'বাবু'ল-'আমাইম-এ (পাগ্‌ড়ী পরিচ্ছেদে) (লিবাস, অধ্যায় ১৫) রহিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত অধিকাংশ দুর্বল হ'াদীছে'র সহিত ইহার পার্থক্য লক্ষণীয়। একটি হ'াদীছ' অনুসারে আদাম ('আ) বেহেশ্‌ত হইতে তাঁহার বিতাড়নকালে পাগ্‌ড়ী পরিধান করিয়াছিলেন। জিব্‌রাঈল ('আ) সেই সময় তাঁহার মাথায় উহা পরাইয়া দিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি তাঁহার মাথায় মুকুট (তাজ) পরিধান করিতেন। ইহার পর শাহ সিকান্দার, (যু'ল-ক'ারনায়ন) তাঁহার মাথার শিং দুইটি ঢাকিয়া রাখার উদ্দেশ্যে পাগ্‌ড়ী পরিধান করেন। আর একটি সদা উদ্ধৃত হ'াদীছ' এইরূপঃ পাগ্‌ড়ী হইতেছে 'আরব দেশের মুকুট (আল-'আমা'ইম তীজানু'ল-'আরাব)। ইহার তাৎপর্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, যথাঃ ১। অন্যান্য জাতির মধ্যে মুকুট যেমন দুর্লভ, তেমনি 'আরবদের পাগ্‌ড়ীও দুর্লভ; কারণ অধিকাংশ বেদুঈন শুধুমাত্র টুপি (ক'ালানীস) ব্যবহার করে অথবা কোন শিরঃপরিচ্ছদই পরিধান করে না; ২। পারস্যবাসিগণ যেখানে মুকুট পরিধান করে, আরববাসিগণ সেখানে পাগ্‌ড়ী পরিধান করে। ফলে পারসিকদের মুকুটের ন্যায় পাগ্‌ড়ী 'আরবদের জাতীয় পরিচয় নির্দেশক। এই মর্মে নিম্নলিখিত একটি হ'াদীছ'ও রহিয়াছেঃ "পাগ্‌ড়ী পরিধান করিয়া পূর্ববর্তী জাতিসমূহ হইতে ভিন্ন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ কর" (ই'তাম্‌মু খালিফু'ল-উমাম ক'াব্‌লাকুম)।

ইহাছাড়া এমন অসংখ্য হ'াদীছ' রহিয়াছে যে সব হ'াদীছ' পাগ্‌ড়ীকে কাফিরদের সঙ্গে মুসলিমদের প্রভেদ নির্দেশকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইসব হ'াদীছে'র অংশবিশেষ নিম্নরূপঃ

১। পাগ্‌ড়ী ইসলামের চিহ্ন (আল-'আমা'ইমু সীমা'ল-ইস্‌লাম);

২। পাগ্‌ড়ী মু'মিনদিগকে কাফির ও মুশ্‌রিকগণ হইতে পৃথক করিয়া দেয় (আল-'ইমামাঃ হ'াজিযাঃ বায়না'ল-কুফ্‌র ওয়া'ল-ঈমান

অথবা বায়না'ল-মুস্‌লিমীন ওয়া'ল-মুশ্‌রিকীন);

৩। আমাদের এবং মুশ্‌রিকদের পার্থক্যের পরিচিতি হইতেছে টুপির উপর পরিহিত পাগড়ী (ফারক' মা বায়নানা ওয়া বায়না'ল-মুশ্‌রিকীন আল-'আমাইমু 'আলা'ল-ক'লানিস);

৪। অথবা এই ভবিষ্যদ্বাণী : আমার উম্মত যতদিন টুপির উপরে পাগড়ী পরিধান করিতে থাকিবে, ততদিন তাহারা ধর্মপথে থাকিবে (লাতাযালু উম্মাতী 'আলা'ল ফিত্‌'রাঃ মা লাবিসু'ল-'আমা'ইমা 'আলা'ল-ক'লানিস) এবং

৫। বিচার দিবসে পাগড়ী পরিধানকারী তাহার মাথা অথবা টুপির উপর পাগড়ীর প্রতিটি ভাঁজের জন্য আলোকপ্রাপ্ত হইবে।

সুতরাং পাগড়ী পরিধান করার অর্থ হইতেছে 'ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ'। এসব সত্ত্বেও ইসলামে পাগড়ী পরিধান করাকে কোন স্তরেই ফর্‌য বা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। ইহা শুধু অনুমোদিত (মুস্তাহ'াব, সুন্নাত, মানদূব)-রূপে গৃহীত হইয়াছে। একটি সাধারণ সুপারিশ এইরূপ : পাগড়ী পর এবং তোমার মর্যাদা বাড়াও (ই'তাম্মু তায়দাদু হি'ল্‌মান)।

বিশেষ করিয়া স'লাতে এবং মস্‌জিদসমূহের দিকে যাত্রাকালে পাগড়ী পরিধান কার্যকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে : পাগড়ী মাথায় স'লাত আদায় করিলে অধিক ছ'াওয়াব পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি শুক্রবার জুমু'আর স'লাতে পাগড়ী পরিধান করে আল্লাহ্ এবং ফিরিশতাগণ তাহাকে (যথাক্রমে) অনুগৃহীত ও আশীর্বাদ করেন। অতিরিক্ত গরমের সময় এবং স'লাতের পর পাগড়ী খুলিয়া ফেলার অনুমতি রহিয়াছে। কিন্তু স'লাত আদায়ের সময় নহে; অপর পক্ষে পাগড়ীর অভাবে স'লাত আদায় হইতে বিরত থাকা চলিবে না, বাদ বাকী সময়ে অত্যধিক উষ্ণ আবহাওয়ায় অথবা গৃহে অবস্থানকালে কিংবা প্রয়োজনকালে পাগড়ী খুলিয়া রাখা যাইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে আরবগণ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাগড়ী পরিধান করিয়া চলিতেন (দ্র. Wensinck, Handbook, দ্র. Turban, Clothes and Headdresses। পরবর্তীকালেও ইসলাম প্রচারে পাগড়ীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে—দৃষ্টান্তস্বরূপ সূদানে ইসলাম প্রচারের উল্লেখ করা যাইতে পারে (দ্র. A. Brass, in Isl. x., 22, 27, 30, 33; MSOS As., vi. 191 প.)।

শুধু মুসলিমগণই পাগড়ী পরিধান করিবে ইসলামে চিরদিন এই প্রথা ছিল না। অবশ্য পরবর্তীকালে এই বিধান জারী করা হয় যে, কেবলমাত্র মুসলিমগণই পাগড়ী পরিতে পারিবে। অমুসলিমদিগকে শুধু টুপি (ক'লানসুওয়াঃ) পরিতে হইবে। কিন্তু পূর্ববর্তীকালে শুধু এই পার্থক্য ছিল যে, তাহারা অন্য রঙের পাগড়ী পরিতে পারিবে অথবা তাহাদের পাগড়ীতে অন্য কোন পার্থক্য চিহ্ন থাকিবে। যে সব শাসনকর্তা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিশেষ খুশী ছিলেন না তাঁহারা পোশাক সম্পর্কে কঠোর বিধি-নিষেধের ব্যাপারে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। কিন্তু মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া বিধি-নিষেধের প্রতিপালন ক্রমশ শ্লথ হইতে শ্লথতর হইতে থাকে। ফলে অধিকতর কঠোরতার সহিত উহা পুনঃপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীকালে প্রথম 'উমার (রা) কর্তৃক জারীকৃত বলিয়া কথিত পোশাক সম্পর্কীয় ফরমানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ-পূর্বক প্রায়শ আবেদন জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত ফরমানের কথাটি সম্ভবত পরবর্তীকালের একটি আবিষ্কার এবং মনে হয় দ্বিতীয় 'উমার হইতে প্রথম 'উমারের প্রতি আরোপিত। কথিত হয় যে, প্রথম 'উমার (রা) (দ্বিতীয় খলীফা 'উমার ইবনু'ল-খাত্'ত'াব) খৃস্টানদিগকে পাগড়ী পরিতে অথবা মুসলিমদের অনুরূপ পোশাক পরিধান করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ জারী করেন (দ্র. Tritton, Islam and the Protected Religions, JRAS, 1927, p. 479-484)। পোশাক সম্পর্কে আরও কতিপয় আইন-কানুন জারীর কথা হারূনু'র-রাশীদের প্রতিও আরোপ করা হয়। তাঁহার সম্বন্ধেও একথা বলা হয় যে, দ্বিতীয় 'উমারের ন্যায় তিনিও খৃস্টানদিগকে মুসলিমগণের খাস পোশাক পরিধান করিতে নিষেধ করিয়া এক ব্যাপক ফরমান জারী করেন। মুতাওয়াক্কিল সম্পর্কে কথিত হয় যে, তিনি বিধর্মিগণকে পাগড়ীসহ অন্যান্য মুসলিম পোশাক—যদি তাহারা পরিধান করিতে চায় পরার অনুমতি দেন, কিন্তু শর্ত এই যে, উহা হলুদ রঙের হইতে হইবে। অপরপক্ষে ফাতি'মী বংশের হ'াকিম তাহাদের জন্য কাল পোশাক নির্দিষ্ট করিয়া দেন, কারণ উহাই ছিল ঘৃণিত 'আব্বাসীগণের রঙ। কোন এক সময় খৃস্টানগণের জন্য লাল পোশাক পরা নিষিদ্ধ ছিল, অপর এক সময় সাদা পোশাক পরিধানের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হইত (?)। হিজরীর অষ্টম শতাব্দীতে মিসর এবং সিরিয়ায় খৃস্টানগণ নীল, য়াহূদীগণ হলুদ এবং সামিরীগণ লাল পোশাক পরিত। তাহারা উক্ত রঙসমূহের রেশমী কাপড়, পাগড়ী এবং গলবস্ত্রও (হ'ারীর, 'ইমামঃ, ত'ায়লাসান) পরিধান করিতে পারিত (ক'াল্‌ক'াশানদী, সু'বহ'ল-আ'শা', ১৩খ, ৩৬৪)।

পোশাক সম্পর্কে তুরস্কের নিজস্ব একটি পূর্ণ নিয়ম-কানুন ছিল। সর্বপ্রথম বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত হয় ওরখানের শাসনামলে 'আলাউ'দ্-দীন পাশা (মৃ. ৭৩২/১৩৩১) কর্তৃক। তিনি সুলত'ানের রাজকর্মচারীদের জন্য চোখা মাথার শ্বেত পশ্‌মী টুপির ব্যবহার প্রবর্তন করেন। অপরাপর রায়তগণের খুশীমতে পোশাক পরিধানের আপাত-স্বাধীনতা ছিল। বিজয়ী মুহ'ম্মাদের আমলের (১৪৫১-৮১) রাজকর্মচারীদের মর্যাদা, পদবী এবং পোশাক সম্পর্কে নব বিধান জারী করা হয়। আইনদাতা সুলায়মানের আমলে মর্যাদা ও পেশার সুনিপুণ শ্রেণীবিভাগ নিষ্পন্ন করা হয়। ১৫৮০ খৃস্টাব্দের দিকে প্রকাশিত লুক্'মান ইব্‌ন সায়্যিদ হ'সায়নের 'শামাইল নামে-ই-আল-ই-'উছ'মান'-এ উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে (v. Hammer, GOR, iii, 17; Karabacek, p. 4)। এতদিন পর্যন্ত পাগড়ীর ব্যবহারে কোন নিয়ন্ত্রণমূলক বিধি ছিল না। সুলায়মান উহা নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি পাগড়ী প্রস্তুতকারকদের ব্যবসায়ের উপর কতিপয় নিয়ম-কানুন জারী করিলেন (v. Hammer, Staatsverfassung, i., 443)। অমুসলমানদিগকে লাল, হলুদ এবং কাল পাগড়ী পরার অনুমতি দেওয়া হয়, আর সাদা পাগড়ী 'উছ'মানী তুর্কীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।

অন্যান্য দেশেও পাগড়ীর রঙ একরূপ ছিল না। প্রত্যেক রঙের সমর্থনে রাসূল কারীম (স')-এর পাগড়ী ব্যবহার সম্পর্কীয় হ'াদীছে'র বরাত দেওয়া হইত। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এতদসংক্রান্ত সমুদয় হ'াদীছ'ই দ'াঈফ (দুর্বল)। পাগড়ীর সাধারণ রঙ হইল সাদা। রাসূল কারীম (স')-এর নিকট এই রঙটি প্রিয় ছিল বলিয়া কথিত হয়, আর ইহাই বেহেশ্‌তের রঙরূপে মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে নবী (স')-এর পাগড়ী সাদা ছিল বলিয়া কোন হ'াদীছ' নাই। সাদা স্বাভাবিক রঙ, হয়ত এইজন্যই উক্তরূপ ধারণার উদ্ভব ঘটিয়াছে। বাদ্‌র যুদ্ধে যে সব ফিরিশ্‌তা মুসলমানদের সহায়তা করিয়াছিলেন

তাঁহারা সাদা পাগ্‌ড়ীধারী ছিলেন বলিয়া বিবরণ পাওয়া যায়।

রাসূল কারীম (স') মক্কায় বিজয়ীবেশে প্রবেশকালে এবং কা'বার তোরণদ্বারে ভাষণদানের সময় কালো জোব্‌বা এবং কাল পাগ্‌ড়ী পরিধান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। অন্যান্য সময়েও, যথাঃ মিম্বরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা প্রদানকালে, হ'দায়্‌বিয়ার দিবসে এবং তাঁহার রোগের সময়ে কৃষ্ণ পাগ্‌ড়ী পরিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, কৃষ্ণের ভিতর কর্তৃত্বের একটি সূক্ষ্ম সঙ্কেত রহিয়াছে। তদুপরি কাল রঙ সকল রঙের ভিত্তি। 'আব্বাসীগণের দাবী যে, মক্কায় প্রবেশকালে হযরতের পরিধানে যে কৃষ্ণ পাগ্‌ড়ীটি ছিল উহা তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। শুরুতে কাল রঙের রেশ্‌মী বস্ত্রের পাগ্‌ড়ী পরিধান হযরত (স')-এর অনুমোদিত ছিল, কিন্তু পরে নিষিদ্ধ করা হয় বলিয়া কথিত আছে। তথাকথিত হ'ার্‌ক'ানিয়্যার পাগ্‌ড়ী কৃষ্ণবর্ণ। (হ'ার্‌ক'ানিয়্যাঃ শব্দটির উদ্ভব সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য অনিশ্চিত। সুয়ূত'ীর মতে উহা ح - ر - ق অর্থ দাহন করা হইতে ব্যুৎপন্ন)। কথিত আছে, রাসূল কারীম (স') তাঁহার যুদ্ধাভিযানসমূহে কাল রঙের পাগ্‌ড়ী পরিধান করিতেন। ইসলামের ইতিহাসে অনেক মহৎ ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ পাগ্‌ড়ী পরিধান করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হ'াসান বাস্'রী, ইব্‌ন যুবায়র, মু'আবিয়াঃ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। সুয়ূত'ী কৃষ্ণবর্ণ পোশাকের উপর একখানা গ্রন্থই রচনা করিয়াছেন, ছ'ালাজু'ল-ফু'আদ ফী লুব্‌সি'স-সাওয়াদ। পরবর্তী লেখকগণ প্রায়শ দাবী করিয়া থাকেন যে, কাল পাগ্‌ড়ী খাত'ীব এবং ইমামগণের খাস মস্তকাবাস।

একথাও বলা হয় যে, নবী (স') প্রথমে নীল পাগ্‌ড়ী পরিধান করিতে পসন্দ করিতেন, কিন্তু পরে উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। কারণ বিধর্মীরা উহা পরিয়া থাকে। লাল রঙ সম্বন্ধে বলা হয়, ফিরিশতাগণ উহ'দে (অথবা হু'নায়্‌নেও) উহা পরিধান করিয়াছিলেন। অপর মতে জিবরা'ঈল ('আ) বদ্‌রে এবং কেবল এক উপলক্ষে 'আইশার (রা)-এর সম্মুখে লাল পাগ্‌ড়ী পরিহিত অবস্থায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নবী (স')-এর পরিহিত তথাকথিত কি'ত্'রীয়াঃ পাগ্‌ড়ীও লাল ছিল। কোন কোন সময় একাধিক রঙের ডোরাদার কাপড়ও তিনি পাগ্‌ড়ীরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, যথাঃ হলুদ ও লাল অথবা সবুজ ও লাল।

ইসলামের ইতিহাসে সবুজ পাগ্‌ড়ী হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বংশধরগণের সুপ্রসিদ্ধ পরিচয় চিহ্নরূপে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে। নবী (স') কখনও সবুজ পাগ্‌ড়ী পরিধান করেন নাই, আইনে এবং ঐতিহ্যে সবুজ রঙের কোন সমর্থন নাই—এ সম্পর্কে হ'াদীছ' সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু সবুজ বেহেশতের রঙ, আবার একথাও কথিত যে, সবুজই ছিল নবী (স')-এ এর প্রিয় রঙ এবং কেহ কেহ বলেন যে, হু'নায়্‌নে (কিংবা বাদ্‌রে) ফিরিশতারা সবুজ পাগ্‌ড়ী পরিহিত ছিলেন। শারীফগণের (দ্র. শারীফ) পরিচয়-চিহ্নরূপে সবুজ পাগ্‌ড়ী গ্রহণ অনেক পরবর্তীকালের কথা। 'আব্বাসীয় খালীফাঃ আল-মা'মূন সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি অষ্টম শী'ঈ ইমাম 'আলী আর-রিদ'াকে তাঁহার স্থলাভিষিক্তরূপে ঘোষণা করার সময়ে তাঁহাকে সবুজ বস্ত্রে ভূষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু 'আলী আর-রিদ'া উত্তরাধিকারী হওয়ার সুযোগ লাভের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। 'আব্বাসীগণ কাল রঙকেই পুনঃবরণ করিয়া লন, এমন কি 'আলী (রা)-র বংশধরগণকে কাল পোশাক পরিধানে বাধ্য করার জন্য তাঁহাদিগকে নির্যাতনের আশ্রয়ও লইতে হয় (তু. ইবন 'আব্‌দুস, কিতাবু'ল-উযারা', ed. Mzik, পৃ. ৩৯৫ প.)। অবশ্য তাঁহারা কাল পাগ্‌ড়ীতে এক টুক্‌রা সবুজ কাপড় তাঁহাদের বিশেষ চিহ্নরূপে (শাত্'ফাঃ) রাখিতেন বলিয়া মনে হয়। সবুজ রঙ তাহাদের প্রিয় ছিল, বিশেষ করিয়া বিবেকের স্বাধীনতা যুগে ৭৭৩ হিজরী সালে মাম্‌লূক সুল্‌ত'ান আশ্‌রাফ শা'বান এই হুকুম জারী করেন যে, 'আলী (রা) বংশীয়দের পাগ্‌ড়ীর কাপড় (আল-'আস'া'ইব 'আলাল-'আমা'ইম) সবুজ হইতে হইবে। ১০০৪ হিজরী হইতে মিসরের 'উছ্'মানী গভর্নর আস-সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ আশ্‌-শারীফের নির্দেশক্রমে তাহাদের পাগ্‌ড়ীর সমস্তটাই সবুজে রূপান্তরিত হয়। মিসর হইতে এই ফ্যাশন অন্যান্য মুসলিম দেশে ছড়াইয়া পড়ে। প্রথম প্রথম ইহা একটি নবাবিষ্কৃত (বিদ্'আত) বস্তুরূপে মনে করা হইত, কখনও কখনও ইহা লইয়া বাক-বিতণ্ডাও চলিত। কিন্তু কালক্রমে এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে এবং এখন উহা সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের সমর্থন লাভ করিয়াছে। বর্তমানকালে ইহা আইনের মর্যাদায় স্বীকৃত যে, 'আলী (রা) বংশীয় ছাড়া অপর কেহই সবুজ পাগ্‌ড়ী পরিতে পারিবে না। এমন কি রাসূল কারীম (স')-এর সহিত মাতার দিক দিয়া সম্পর্কিত যাহারা, তাহারাও না। তবে এই শেষোক্ত বিধি-নিষেধ খুব কঠোরতার সঙ্গে প্রতিপালিত হয় না।

পাগ্‌ড়ীর কেবলমাত্র রঙই নয়, তৎসম্পর্কিত অন্যান্য 'আদাব'ও ধর্মীয় বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যথাঃ ১। কোন বালক কোন্ বয়সে পাগ্‌ড়ী পাইতে পারে? যখন তাহার গণ্ডদেশে শ্মশ্রু দেখা দেয়, যখন সে সাবালক হয় অথবা সে যখন ৭ হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যখানে। যদিও দেশবিশেষের অনুসৃত প্রথার উপর ইহা নির্ভর করে, তবু শ্মশ্রু দেখা দেওয়ার পূর্বে পাগ্‌ড়ী পরিধান নির্লজ্জতার পরিচায়ক; ২। দ্বিতীয় প্রশ্ন, পাগড়ী কিভাবে মাথায় জড়াইতে হইবে? এখানেও ধর্মীয় বিধান এই যে, দেখিতে হইবে রাসূল কারীম (স') কিভাবে উহা জড়াইয়া বা প্যাঁচাইয়া বাঁধিয়াছিলেন। উহা দণ্ডায়মান অবস্থায় বাঁধিতে হইবে (কিন্তু পাজামা বসিয়া পরিতে হয়), ডান হাতে ডান দিক হইতে মাথার চতুর্দিকে প্যাঁচাইয়া আনিতে হইবে; মাথার উপর বসাইয়া দিলে চলিবে না, পাগড়ীর শেষ মাথা ('আয'বাঃ) চিবুকের (তাহ্'নীক) নীচ পর্যন্ত টানিয়া আনিতে হইবে এবং পাগ্‌ড়ীর আকার প্রভৃতি সম্বন্ধেও কঠোরভাবে সুন্নাতের অনুসরণ করিতে হইবে। পাগ্‌ড়ী পরিধানের সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়িতে হইবে। তবে যে কোন নূতন কাপড় পরার সময় 'আল্‌-হ'াম্‌দু লিল্লাহ্' পড়িতে হয়। যদি সম্ভব হয় নূতন পাগ্‌ড়ীর প্রথম পরিধান শুক্রবারে হওয়া বাঞ্ছনীয়। আয়নার সম্মুখে সাবধানতার সহিত নিজের পাগ্‌ড়ী নিজেই পরিধান করিতে হয়, কিন্তু এই ব্যাপারে কাহারও বেশী সময় নষ্ট করা উচিত নহে। পদস্থ ও মর্যাদাবান লোক দুইজন খাদিমের সাহায্যে পাগ্‌ড়ী পরিতে পারে। পাগ্‌ড়ী প্যাঁচানোর অগণিত পদ্ধতি রহিয়াছে। তন্মধ্যে ৬৬টির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাই শেষ নহে; ৩। পাগ্‌ড়ীতে স্বর্ণ অথবা রৌপ্যালংকার ব্যবহার চলিবে কিনা, এই প্রশ্নের জওয়াব সাধারণত নেতিবাচক। শিরোভূষণের ক্রমোন্নয়নে দেখা যায় বিশেষ করিয়া মহিলাগণই তাহাদের পাগ্‌ড়ী সদৃশ মস্তকাবরণকে এইভাবে অলংকৃত করিত। অপরদিকে কতিপয় নিয়ন্ত্রণসহ রেশমী কাপড় ব্যবহারের অনুমতি প্রদত্ত হইত; ৪। মুসলিম প্রাচ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জনের প্রতীকরূপে যথার্থ অর্থে মুকুট বা রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নাই; সেই হেতু পাগ্‌ড়ী সমাবর্তন উৎসবের একটি প্রতীকরূপে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। মূলত ইহা

হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আদর্শ। এক বিবরণ মতে তিনি 'আলীকে খুমম্ পুকুরের (গাদীর-ই-খুমম্) ধারে এবং পুনরায় ১০ হিজরীর রামাদান মাসে তাঁহাকে য়ামানের শাসনকর্তা নিয়োগকালে পাগড়ী পরাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক শাসনকর্তা নিয়োগকালেই তাঁহাদের আদাব শিক্ষাদান এবং মর্যাদা আরোপের উদ্দেশ্যে পাগড়ী পরাইয়া দিতেন। তাঁহার এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলীফাগণ তাঁহাদের মন্ত্রী এবং পরে প্রদেশের শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত সুলতানগণের মাথায় পাগড়ী পরাইতেন। উদাহরণস্বরূপ কালকাশান্দী, ৩খ, ২৮০ ও প. পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, মিসরের 'আব্বাসী খলীফা দ্বিতীয় হাকিম কর্তৃক হি. ৭৪২ সালে মিসরের মামলূক সুলতান আবূ বাক্র ইব্ন আন-নাসির যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন খলীফা সাদা ডোরা (মারকূমাঃ বিল-বায়াদ)-সহ কাল গ্রীবা আবরণী (তারহ) পরিধান করিয়া সুলতানের মাথায় একটি কাল পাগড়ী ('ইমামাঃ সাওদা') পরাইয়া দেন। ইহা ছাড়া আমরা মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক ৮০১ হি. সালে নাসির ফারাজের অভিষেক অনুষ্ঠানের বিবরণে অনুরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাই। সেখানে আছেঃ 'ইমামাঃ সাওদা' মারকূমাঃ, ফাওকাহা তারহাঃ সাওদা' মারকূমাঃ—ডোরাকাটা কৃষ্ণ পাগড়ী—তাহার উপর ডোরাকাটা কাল আবরণ।

পাগড়ী পদমর্যাদার (খিল'আত্) পোশাকসমূহের মধ্যে অবশ্যই একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য পোশাক। মুসলিম শাসনকর্তাগণ উহা দ্বারা তাঁহাদের উযীর এবং আমীর-উমারা'কে পদমর্যাদানুসারে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পাগড়ীর বিভিন্নতার মূলীভূত কারণ এইখানেই পাওয়া যাইবে। এই পার্থক্য এত স্পষ্ট ছিল যে, একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি পাগড়ী দেখিয়াই পাগড়ীধারীর পেশা ও মর্যাদা বলিয়া দিতে পারিতেন। মোট কথা এই যে, সর্ববৃহৎ পাগড়ীর অধিকারী ছিলেন সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক সম্মানিত শ্রেণী; বিশেষ করিয়া যাঁহারা ধর্মীয় নেতৃত্ব পদে বরিত ছিলেন। কতক লোকের মতে পাগড়ীর বর্ণ অপেক্ষা উহার আকারই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বৃহত্তম পাগড়ী লাভের উদ্যম ও উদ্যোগ এই মনোবৃত্তির সহিত সম্পৃক্ত। আর ইহার বিরুদ্ধে ধর্মকে সংগ্রামও করিতে হয়। ব্যয়বহুল বলিয়া অত্যধিক বড় পাগড়ী পরিধানের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্মীয় 'আলিমগণের উপর এই হুঁশিয়ারী প্রযোজ্য নহে; বরং তাঁহাদের দীর্ঘ সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁহাদের বাহ্য পোশাক এমন কিছু অবশ্যই হওয়া চাই যদ্দ্বারা তাঁহাদের দেখামাত্রই যোগ্যতার পরিমাপ করা সম্ভব হয়। কাজেই বিদ্বজ্জনের পোশাক নিন্দনীয় বিদ'আত নহে, যদিও সেই পোশাক পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ পরিধান না করিয়া থাকেন। আবার পাগড়ীর দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বহুবিধ মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে ১৬ হাত বা ২২½ হাতের মত সুনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের উল্লেখ নবী (স)-এর দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থিত প্রমাণ করার প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়।

মোটামুটি বলিতে গেলে, আমরা ইতিপূর্বে যেরূপ বলিয়াছি, পাগড়ী বেসামরিক আমলাদের পরিচয় চিহ্নে পরিণত হয়। পাগড়ী পরিধানকারী (সাহিবু'ল-'ইমামাঃ, ইব্ন শীহ্', মা'আলিমু'ল-কিতাবাঃ পৃ. ৩৪, অথবা রাব্বু'ল-'ইমামাঃ) ও বেসামরিক চাকুরীজীবী সমার্থ্যবোধক শব্দে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ভাব প্রকাশনীয় যোগ্যঃ "তিনি শাসকের পাগড়ী পরিত্যাগ করিলেন এবং তৎপরিবর্তে টুপি (শারবুশ) এবং আমীরদের পোশাক গ্রহণ করিলেন" (মাকরীযী, ed. Blochet, p. 335, টীকা)। তুরস্কের পুরাতন শাসনামলে রাজকর্মচারীদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য উচ্চপদস্থ অফিসারগণ তাঁহাদের পাগড়ীতে বিশেষ চিহ্ন তুররাঃ (চূড়া) ও পালকগুচ্ছ ব্যবহার করিতেন (Supurge and balikdjil) আর সৈনিকগণ নিজেদের বীরত্বের জন্য পুরস্কৃত মেডেল প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের পাগড়ী সজ্জিত করিতেন (Sorghuc and Celenk; v. Hammer, Staatsverfassung, i., 446)। Fesquet বলেন যে, সেক্রেটারী এবং পণ্ডিতমণ্ডলী বহু প্যাঁচবিশিষ্ট উঁচু পাগড়ী পরিধান করিতেন। বণিক ও কারিগরগণ চিলা ও প্রশস্ত এবং ক্রীতদাসগণ ক্ষুদ্রাকৃতির পাগড়ী পরিতেন।

পাগড়ীর এই আকার ও প্রকারে আমরা বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করিয়া প্রাচ্য (সিরিয়া, ইরাক, মিসর, পারস্য) ও প্রতীচ্যের (স্পেন, উত্তর আফ্রিকা) মধ্যে পার্থক্য অবলোকন করি। কালকাশান্দী এবং মাসালিকু'ল-আবসার গ্রন্থে পশ্চিম দেশীয় পোশাকের বিবরণ লক্ষণীয়। অপর পক্ষে মরক্কোবাসী কাত্তানীপ্রদত্ত প্রাচ্যবাসীদের পোশাকের বিবরণ তুলনীয়। মুসলিম স্পেনে পাগড়ী অতি অল্পই ব্যবহৃত হইত। তৎপরিবর্তে গ্রীবা-ভূষণই (তায়লাসান, মাসালিক, পৃ. ৪২; কালকাশান্দী, ৫খ, ২৭১) প্রচলিত ছিল। আলগা দোদুল্যমান প্রান্ত ('আযাবাঃ) এবং চিবুক পেটি (তাহনীক) মূলত পাশ্চাত্য ফ্যাশন বলিয়া প্রতীয়মান। ১৫৯৬ সনে পারস্যের রাষ্ট্রদূতের মাথায় ডোরাকাটা রেশমী কাপড়ের সংকীর্ণ পাগড়ী দেখিয়া তুরস্কবাসীদিগকে আমরা চমকিত হইতে দেখিতে পাই (GOR, iv. 275)।

পাগড়ী সম্বন্ধে আধুনিক মনোভাবের বিরুদ্ধে নিম্নে প্রমাণপঞ্জীতে উল্লিখিত যে সব বিশেষ প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কাত্তানী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মতে, কোন দেশে যে ব্যক্তি পাগড়ীর মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সফলকাম হইবেন তিনি একটি উত্তম সুন্নাঃর পুনর্জীবন দানের (ইহ্য়া' উ'স-সুন্নাঃ) ছাওয়াব লাভে ধন্য হইবেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আধুনিক প্রবণতার গতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, একশত বৎসর পূর্বে ফেয টুপী সরকারীভাবেই পাগড়ীর স্থান দখল করে।

পাগড়ী ব্যবহারের বাঞ্ছিত মূল উদ্দেশ্য ছাড়াও আরও কতিপয় কাজে আকস্মিক প্রয়োজনে উহার ব্যবহার দেখা যায়। আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করিতেছিঃ

সা'দীর বুস্তাঁ গ্রন্থে ১৫৬ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, একটি লোক মরু অঞ্চলে পিপাসায় মুমূর্ষু একটি কুকুরকে পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে তাহার টুপী (কুলাহ্)-টিকে কূয়া হইতে পানি উত্তোলনের জন্য (বালতিরূপে) এবং তাহার পাগড়ীটিকে (দেস্তার বা মায়যাব) দড়ি হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। অনেক সময় পাগড়ীকে পকেটের কাজেও ব্যবহার করা হইত। অপরাধী বা ফৌজদারীর আসামীদিগকে বাঁধিবার জন্যও রশিরূপে উহা কাজে লাগান হইত। ঘোড়ার জিন শক্তরূপে বাঁধিবার জন্য কিংবা গলায় ফাঁস লাগানোর জন্যও ইহার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।

গ্রন্থপঞ্জীঃ বিশেষভাবে পাগড়ী সম্পর্কে লিখিত 'আরবী গ্রন্থসমূহঃ

১। আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্নু'ল-ওয়াদ্দাহ আল-আন্দালুসী আল-মালিকী, (মৃ. ২৭৬/৮৮৯), (১) কিতাব ফাদ্'ল লিবাসি'ল-'আমা'ইম ইনি বাকী ইব্ন মাখলাদ-এর সমসাময়িক ছিলেন, GAL, i, 172; (২) নাসিরু'দ-দীন মুহাম্মাদ ইব্ন আবী

রাক্র 'আলী ইব্ন আবী শারীফ আল-মাক্'দিসী আশ্-শাফি'ঈ, (মৃ. ৯০৬/১৫০০) স'াওবু'ল-গি'মামাঃ ফী ইর্সাল ত'ারাফি'ল-'ইমামাঃ GAL, ii. 122, বার্লিন নং ৫৪৩৩; (৩) জালালু'দ-দীন আস্-সুয়ূত'ী, (মৃ. ৯১১/১৫০৫), আল-আহ'াদীছু'ল-হি'সান ফী মা ওয়ারাদা ফি'ত'-ত'ায়লাসান, অথবা ফী ফাদ্'লি'ত'-ত'ায়লাসান, তু. GAL, S. ii, 189; (৪) ঐ, ত'াইউ'ল্-লিসান 'আন য'াম্মি'ত'-ত'ায়লাসান; (৫) ঐ, জাওয়াব ফী সীমাতি'ল-মালাইকাঃ ওয়া ফি'ল-'আয'াবা (ওয়া হাল য়াজুয 'আন য়ুক'াল লি'ল-আহ'াদীছ' কালা-মুল্লাহ), GAL, ii, 190, 118, Berlin, No. 2509; (৬) মুহ'া-ম্মাদ ইব্ন য়াহ্'য়া আল-বুখারী, (মৃ. ৯৩৪/১৫২৭), রিসালাঃ ফী ফাদ'াইলাতি'ল-'ইমামাঃ ওয়া সুনানিহা, বার্লিন, নং ৫৪৫৯; (৭) 'আল ওরানু'ল-হ'ামাব'ী (মৃ. ৯৩৬/১৫৩০), মান্জু'মাঃ ফি'ল-কালাম 'আলা'ল-'ইমামাঃ, GAL, ii, 437; (৮) শিহাবু'দ-দীন আহ'মাদ ইব্ন হ'াজার আল-হায়ত'ামী আল-মাক্কী, (মৃ. ৯৩৭/১৫৬৫) কিতাব দার্রা'ল-গি'মামাঃ ফী দুর্রি'ত'-ত'ায়লাসান ওয়া 'আলা-'আয'াবাঃ ওয়া'ল-ইমামাঃ, GAL, ii, 509; (৯) মুহ'াম্মাদ ইব্ন সুলত'ান মুহ'াম্মাদ আল-ক'ারী, (মৃ. ১০১৪/১৬০৬), রিসালাঃ ফী মাস'আলাতি'ল-'ইমামাঃ ওয়া'ল-'আয'াবাঃ, Berlin, No. 5460; (১০) মুহ'াম্মাদ হি'জাযী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্-দিল্লাহ 'আল-ওয়া'ইজ' (আশ-শা'রাব'ী ত'ারীক'াতান, আল-ক'াল্ক'াশান্দী বালাদান আশ্-শাফি'ঈ মায্'হাবান). (মৃ. ১০৩৫/১৬২৬), আল-মাওয়ারিদু'ল-মুস্তা'য'াবা বি মাস'াদিরি'ল-'ইমামাঃ ওয়াল-'আয'াবা ঃ; (১১) আহ্'মাদ ইবন মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ্'মাদ আল-মাক্'ক'ারী (মৃ. ১০৪১/১৬৩২) আয্হারু'ল-কুমামাঃ ফী আখ-বারি'ল-'ইমামাঃ, তু. GAL, ii, 381; (১২) আবু'ল-ফাদ্'ল মুহ'া-ম্মাদ ইব্ন আহ্'মাদ 'ইব্নু'ল-ইমাম', (মৃ. ১০৬২/১৬৫২) তুহ'-ফাতু'ল উম্মাঃ বি আহ্'কামি'ল-'ইম্মাঃ, হ'াজ্জী খালীফাঃ, নং ২৫৫১; (১৩) শিহাবু'দ্-দীন আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-খাফাজী আল-এফেন্দী, (মৃ. ১০৬৯/১৬৫৯), (শারিহু''শ-শিফা), আ'ছ'-হি'মামাঃ ফী সি'ফাতি'ল-'ইমামাঃ, তু. GAL ii. 368; (১৪) আস্-সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাওলায়া জা'ফার আল-কাত্তানী, আদ-দি'আমাহ্ লি মা'রিফাত আহ্'কাম সুন্নাতি'ল-'ইমামাঃ, আধুনিক, দামিশক ১৩৪২ হি'; (১৫) শিব্লী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী ১৩৬৯ হিং ২খ, ২২৮ পৃ.; (১৬) দা. মা. ই., ১৪/২, ১৭৭-১৯৬।

(২) য়ুরোপীয় লেখকগণের মধ্যে (১৭) Dozy (Les noms des vetements en Arabe), Karabacek ও উপরে উদ্ধৃত Brunot ছাড়া পোশাক সম্বন্ধে অল্প কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়; (১৮) Rosenberg, Geschichte des Kostums, 5 vols plates 297 on the turban; (১৯) J.v. Falke, Kostumgeschichte der Kulturvolker; (২০) Alb. Kretschmer, Die Trachten der Volker; (২১) Katalog der Lipper-heideschen Kostumbibliothek.—Fesquest কর্তৃক ১৬ প্রকার পাগ্ড়ীর চিত্র; Niebuhr ৪৪টির এবং Michael Thalman ২৮৬টির বর্ণনা; (২২) Eelonchus librorum or. mss., Vienna 1702, vi. 29 প. on Cod. truc., vii., Bologna; তু. Victor Rosen, Remarques sur les mss. orientaux de la Collection Marsigli a Bologne (Atti della Real Acc. dei Lincei, 281, 1883—1884), p. 182.

W. Bjorkman (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহমান

পান্ধুলু (پنكولو) (জাভা), পাঙঘুলু (সুন্দা), প্যাঙ্গোলো (মাদুরা) আভিধানিক অর্থ 'কর্তা, মাতব্বর, পরিচালক', ইন্দোনেশিয়ায় জাগতিক এবং ধর্মীয় ব্যাপারে প্রধান কার্যনির্বাহকের নাম; জাভা ও মাদুরা দ্বীপে মস্জিদের কর্মচারীর নাম। তিনি তাঁহার এলাকায় প্রধান। সেখানে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মচারীবৃন্দের ন্যায় সরকারী ধর্মীয় প্রতিনিধিদলও একই নিয়মে সংগঠিত হয়। সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা রাজ-প্রতিনিধির পাশাপাশি ধর্মীয় প্রশাসক হইল ঐ এলাকায় পান্ধুলু। জিলার প্রধান কর্মকর্তার পাশাপাশি জিলার পান্ধুলু। ইহাকে পান্ধুলু নায়িব বা সংক্ষেপে নায়িব বলা হয়। এইভাবেই অন্যান্য কর্মচারীর মর্যাদা নির্ধারিত। মস্জিদের কর্মচারিগণ পদমর্যাদার তারতম্য অনুসারে বিভক্ত। শাসন-সংস্থার প্রধান নগরীর পান্ধুলু প্রদেশের অন্তর্গত সকল মস্জিদের কর্মচারীবৃন্দের উপরিস্থ প্রধান। স'ালাত পরিচালনার জন্য গ্রামীণ কর্মচারী স্বতন্ত্র। তিনি গ্রামের প্রশাসক দলের একজন সদস্য, মসজিদের কর্মচারী নহেন। শুধু বান্তেন অঞ্চলে (পশ্চিম জাভায়) তিনি পান্ধুলু নামে পরিচিত; অন্যত্র তাঁহাকে অন্য উপাধিতে অভিহিত করা হয়।

পান্ধুলু মস্জিদের পরিচালক এবং মসজিদের কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। 'আদাত' বিধান অনুসারে মস্জিদের অপরাপর কর্মচারিগণের ন্যায় তিনিও রাজ-প্রতিনিধি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সচরাচর সেই মস্জিদ অথবা অন্য কোন মস্জিদের কর্মচারিগণের মধ্য হইতে একজনকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে সর্বদা বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত হন না (নিম্নে দ্র.)।

পান্ধুলুর কর্তব্য বিভিন্ন প্রকার: একই শাসনকর্তার শাসনাধীন এলাকায় সর্বত্র তাঁহার কর্তব্য এক ধরনের নয়। মস্জিদ পরিচালকের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বড় বড় গ্রামে এবং প্রধানত রাজধানী এলাকায় মস্জিদ কর্মচারীর সংখ্যা বিরাট। সেই স্থলে পান্ধুলুর উপর বিবাহ সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যস্ত এবং উহা তাঁহারই উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ত'ালাক' ও রুজু' ঘোষণা করেন এবং বিবাহাদি রেজিস্ট্রি করেন। কেবলমাত্র বড় বড় পরিবারের ক্ষেত্রেই রাজ্যের প্রধান পান্ধুলু স্বয়ং বিবাহাদি অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ তদ্দেশীয় প্রথানুযায়ী পারিবারিক গৃহে আঞ্জাম দেওয়া হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যার ওয়ালী তাঁহাকে উকীল নিযুক্ত করেন। ইহাই প্রচলিত প্রথা। অধিকাংশ লোকই যুক্তিযুক্ত কোন কারণ অনুসন্ধান না করিয়াই উহা নিয়মিতভাবে পালন করেন। জনসাধারণের ধারণা পান্ধুলুই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি বিবাহবন্ধন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। কাজেই মস্জিদে পান্ধুলু দ্বারা বিবাহ সম্পাদন এতদ্দেশের প্রাচীন রীতি। উক্ত প্রচলিত প্রথা সরকারী বিধানের মারফত আইনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে (১৮৯৫ খৃ. হইতে, যদিও বিধানটি ১৯২৯ খৃ. লিপিবদ্ধ)। প্রাচীন রীতিনীতির ভিত্তিতে এই বিধান বিবাহ সম্পাদন, ত'ালাক' এবং রুজু' ঘোষণা ইত্যাদির জন্য দেয় ফী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছে।

পান্ধুলু এবং তাঁহার অধীন কর্মচারীমণ্ডলীর আয়ের প্রধান অংশ উক্ত ফী মারফত আহরণ করা হয়, কর্মচারীবৃন্দ অর্জিত অর্থের একটা অংশ পায়। যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে তাহাদিগকে পান্ধুলুর সহকারী হিসাবে অনেক সময় বিবাহ কার্য সম্পাদন করিতে দেওয়া হয়। যে সকল রমণীর কোন ওয়ালী বর্তমান থাকে না, ওয়ালী হ'াকিম হিসাবে পান্ধুলু তাহাদের বিবাহ দেন। ওয়ালী হ'াকিম হইবার যোগ্য পান্ধুলুর সংখ্যা কেবলমাত্র বিবাহ সম্পাদক

পাঙ্গুলুর সংখ্যার চাইতে অনেক কম। কোন কোন জিলায় রাজ-প্রতিনিধি স্বয়ং ওয়ালী হা'াকিমের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেও কার্যত পাঙ্গুলুর হস্তে কর্তব্য সম্পাদনের ভার অর্পণ করা হয়।

যাকাত ('আরবী যাকাত) জাভা ও মাদুরাতে শাসন কর্তৃপক্ষ আদায় করেন না। উহা ধার্য করা হইলেও ইচ্ছাধীন দান এবং অনেক অঞ্চলে নগণ্য বলিয়া বিবেচিত। কোন এক সময় পশ্চিম জাভায় যাকাত আদায় ব্যবস্থা সংগঠন করা হইয়াছিল এবং উহার পরিচালনার দায়িত্ব মস্‌জিদের কর্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কর্মচারীবৃন্দ উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতেন। অদ্যাবধি বিশেষ করিয়া পশ্চিম জাভায় যাকাতের মাধ্যমে পাঙ্গুলুর বেশ কিছুটা অর্থাগম হয়।

পাঙ্গুলুরাই কাযী হন, কিন্তু শুধুমাত্র রিজেন্‌সীর পাঙ্গুলুই কাযীর পদ লাভ করিতে পারেন। তাঁহার কর্তব্যের গণ্ডী পারিবারিক আইন এবং ওয়াক'াপ ('আরবী ওয়াক্'ফ) সম্পত্তি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। কাযীর কর্তব্য সম্পাদন তাঁহার কার্যকলাপের প্রধান ক্ষেত্র। বিচার কার্য তাঁহার উপর ন্যস্ত হইবার কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস আছে। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ মসজিদ-কর্মচারীদের সরকারী মর্যাদাদৃষ্টে তাঁহাদিগকে ধর্মযাজক বলিয়া ভাবিতেন। পাঙ্গুলু অধীনস্থ সহকারী-দের সঙ্গে একত্রে বসিয়া তাঁহাদের সহায়তায় বিচারকার্য পরিচালনা করিতেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকে একটি বিচারক-সংঘ মনে করেন। এই ধারণা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব হইতেই ঔপনিবেশিক আইন বা কানুনে অবিরত চালু রহিয়াছে। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি পদে, পাঙ্গুলুকে নির্বাচন করা হয়। তাঁহার অধীন কর্মচারী এবং জন-সাধারণের মধ্য হইতে দক্ষ আইনজীবিগণকে শাসন কর্তৃপক্ষ বিচার-সহকারী পদে নিযুক্ত করেন। এই প্রকারে নিম্নক্রমের পাঙ্গুলু যাজকীয় বিচারক-সংঘের সভ্যপদে বরিত হন। প্রাচীন অবস্থা পুনঃ প্রবর্তন করার একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে, 'বিচারক-সংঘ' উঠাইয়া দিয়া পাঙ্গুলুর বিচারালয় তৎস্থলে প্রবর্তিত হইবে এবং পাঙ্গুলু বিচার-সহকারীসহ নিজেই প্রধান বিচারক হইবেন। এই আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে; কিন্তু কার্যকরী করা হয় নাই। পাঙ্গুলুর বিচারক-সংঘের অধিবেশন মসজিদের কোন প্রকোষ্ঠে অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ মোকদ্দমা নারীরা আনয়ন করে। পশ্চিম এবং মধ্যজাভায় স্বামী প্রায়শ বিবাহের অব্যবহিত পরেই তা'লীক', অতিরিক্ত দায়-দায়িত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, আর ঠিক এমনভাবে তাহা স্বীকার করিতে হয় যে, আইনের দৃষ্টিকোণ হইতে যাহা আপত্তিমুক্ত নয়। তা'লীক' সূত্রানুসারে স্বামী যে সকল দায়িত্ব পালন করিতে স্বীকার করেন কোন-ক্রমে তাহা লঙ্ঘন করিলে এবং পরিণীতা স্ত্রীর দাবী পরিপূরণ না করিলে স্ত্রী এবংবিধ ঘটনা বিচার-সংঘের সম্মুখে উত্থাপন করেন এবং সংঘ এক ত'ালাক' হইয়া গিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সকল অতি সাধারণ মোকদ্দমায় পূর্বজাভা এবং মাদুরাতে তা'লীকে'র পরিবর্তে সহজতর ফাস্‌খ প্রচলিত আছে। জাভার অন্যান্য অঞ্চলে বিচার-সংঘ ফাস্‌খ প্রশ্নের মীমাংসা করে। যে সকল নারীকে নাফাক'াঃ (ভরণ-পোষণের খরচ) না দেওয়া হয় তাহারা সংঘের নিকট আবেদন করে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকাকালীন অধিকার-প্রাপ্ত সম্পত্তি ত'ালাকে'র পর বণ্টন সম্পর্কের কোন অসুবিধা দেখা দিলে অথবা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিগণ সাধারণ পাঙ্গুলুর রায় মানিতে অস্বীকার করিলে উক্ত মামলা সংঘের নিকট রায় দানের জন্য উত্থাপন করা হয়। সম্পত্তি কি প্রকারে শারী'আঃ অনুসারে বণ্টিত হইবে সেই সম্বন্ধে সংঘ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। উভয়পক্ষ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিলে মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু সকলে উহা না মানিলে সেই রায় রাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের কর্তৃত্বে আইনত কার্যকরী করা হয়। বিচার-সংঘের রায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুদ্ধ হইলে উহা সর্বদাই কার্যকরী করা হয় এবং রায়ের বস্তুগত শুদ্ধতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করা হয় না। বিচার-সংঘ সমক্ষে দরখাস্ত করিতে হইলে ফী জমা দিতে হয়। সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কীয় মোকদ্দমায় যথেষ্ট অর্থাগম হয়। এই সকল ক্ষেত্রে বিবদমান সম্পত্তির একটি অংশ সংঘ পাইয়া থাকে। প্রায়শ উহা শতকরা দশভাগ—আর এই কারণেই উহা 'উসূর' ('উশ্‌র দ্র.) নামে পরিচিত। পারিবারিক আইনের অপরাপর বিষয় সম্পর্কেও সংঘের সহিত পরামর্শ করা হয়। কিন্তু এই ব্যাপারটি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পরিশেষে রহিয়াছে ওয়াক্'ফ ব্যবস্থা। উহার প্রতিষ্ঠাতাগণ ওয়াক্'ফের আয় মসজিদ, ধর্মীয় বিদ্যালয় বা কবরস্থানের জন্য ব্যয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিচার-সংঘের কাজ হইল এই ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিবাদ-বিসংবাদ শারী'আত অনুসারে মীমাংসা করা এবং সাধারণভাবে উহার প্রশাসনিক ব্যবস্থার তদারক করা।

দেশীয় রাজ্যসমূহে সেই রাজ্যের শাসনকর্তা পাঙ্গুলুকে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার কার্যক্ষেত্র একইরূপ হয়। নূতন পাঙ্গুলু নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে কাযী হিসাবেও নিয়োগ প্রদান করা হয়। এইরূপ নিযুক্তির ফরমান এই মর্মে জারী করা হয় যে, উক্ত নিয়োগ আমার বাচনিক স্বীকৃতির সমর্থনে শারী'আর বিধান প্রতিপালনার্থে করা হইয়াছে। ফরমানের এই বাক্য-বিন্যাস অনুসারে অনুধাবন করা যায় যে, শাসনকর্তা স্বীয় ক্ষমতা পাঙ্গুলুর নিকট স্থানান্তর করিতেছেন।

ওলন্দাজ-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ঔপনিবেশিক আইন-কানুন অনু-সারে কোন মুসলমান দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে সরকারী বিচারালয়ে নীত হইলে সেখানে পাঙ্গুলুর উপস্থিতি অবশ্য কর্তব্য। প্রয়োজনবোধে বহু সংখ্যক এ্যাসেসর একই বিচারালয়ে সংশ্লিষ্ট থাকেন। সরকার তাঁহাদিগকে নিয়োগ করেন এবং তাহারা মসজিদের কর্মচারিগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হন। ব্যবস্থাক্রমে মসজিদের পরিচালকও একজন এ্যাসেসর হন। নিম্ন-কর্মচারীবৃন্দের মধ্য হইতে সচরাচর পাঙ্গুলু নির্বাচিত হন। সেই কারণেই এই সকল নিম্নকর্মচারী নিয়োগে সরকার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। কেননা পরবর্তীকালে তাহারাই পাঙ্গুলু হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবে। উদ্দেশ্য হইল যথাসম্ভব যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করা এবং তাহাদের মাধ্যমে মুসলমান সমাজে পাঙ্গুলুর মর্যাদা বৃদ্ধি করা। বিচারালয়ে তাঁহাদের এ্যাসেসর পদের মর্যাদা লাভ ব্যাপারে এইরূপ ব্যবস্থা প্রযোজ্য নহে। ঔপনিবেশিক কানুনের উদ্দেশ্য বিচারপতিকে 'আদত' (traditional) আইন সম্পর্কে এ্যাসে-সরগণ উপদেশ দান করিবেন। সুতরাং পাঙ্গুলুকে এ্যাসেসর নির্বাচন করা ভুল; কারণ পাঙ্গুলু ফিক্'হশাস্ত্রের নির্দেশ মুতাবিক উপদেশ দিবেন।

জাভা এবং মাদুরা দ্বীপের বহিঃস্থ অঞ্চলেও পাঙ্গুলুর মস্‌জিদ-কর্মচারী নাম অবিদিত নয়। অন্যান্য দেশেও পাঙ্গুলু পদ প্রচলিত আছে। সেখানেও জাভার পাঙ্গুলুর সমান তাঁহার দায়িত্ব এবং কর্তব্য যেমন প্যালেমব্যাঙ্গের (Palembang, সুমাত্রা) পূর্বতন সুলত'ানাতের কেন্দ্রস্থলে। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ পাঙ্গুলু নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। তাহারা জিলায় জিলায় বিচারালয়ে নিযুক্ত এ্যাসেসরগণকে

উক্ত নামে আখ্যায়িত করিয়াছে। পূর্বে এ সকল ক্ষেত্রে উক্ত নাম প্রয়োগ করা হইত না।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, iv/i. 279 প., 89 প.; iv/ii, 366 প.; (২) C. van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandsch—Indie, ii. 160 প.

R. A. kern (S. E. I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

পানজ পীর : (پنج پیر) (পাঁচো পীর, পাঞ্জ পিরিয়্যা সম্প্রদায়), 'পাঁচ পীর' (বৃদ্ধ) ভারতীয় উপমহাদেশে বহুল বিস্তৃত একটি বিশেষ ধর্মীয় মতবাদের (cult) বিষয়বস্তু। প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম দিকে এই পাঁচ-পীর দ্বারা বুঝান হইত হযরত মুহ'াম্মাদ (স') 'আলী (রা), ফ্যাতি'মাঃ (রা), হ'াসান (রা) এবং হ'সায়ন (রা)—এই পাঁচজনকে। এই নামগুলি একটি 'আরবী কবিতার চরণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শ্লোকটি নিম্নরূপ :

لی خمسة اطفی بها حـر الوباء الحاطمة
المصطفی و المرتضی و ابناهما و الفاطمة

আমার সহায় আছেন পাঁচজন,
তাঁদের দয়ায় আমি নিভাই
মহামারীর দাব-দাহ।
(তাঁরা হচ্ছেন), মুস্'ত'াফা, মুরতাদ্'া,
তাঁদের পুত্রদ্বয় আর ফা়াতি'মাঃ।

এই সকল নামের পরিবর্তে বিভিন্ন দেশে ও কালে অন্যান্য নাম বসান হইয়াছে। বস্তুত R. C. Temple-এর মতে—যে কোন পাঁচজন পীর, যাঁহাদের কথা লেখকের স্মরণ আছে অথবা যাঁহাদিগকে তিনি শ্রদ্ধা করেন, "পাঁচ পীর" বলিয়া গণ্য করিতে পারেন। বেনারসের মত এত ক্ষুদ্র একটি জিলায় W. Crooke পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন তালিকা আবিষ্কার করেন। উক্ত তালিকাগুলিতে মোট এগারজনের নাম উল্লেখ আছে। E. A. H. Blunt-এর মতে অধিকাংশ ভারত উপমহাদেশের মুসলমান পাঁচজন নিম্নতর স্তরের পীরের উল্লেখ করেন যথা : বাহা'উ'দ্দ-হ'াক্'ক', শাহ্ শাম্স তাব্রীয, মাখ্দূম জাহাঁানীয়া জাহানকুশ্ত; ইঁহারা সকলেই মুলতানবাসী; লক্ষৌর শাহ্ রুক্ন 'আলাম হ'াদ্'রাত্, পাক পাত্তানের বাবা শায়খ ফারীদু'দ্-দীন; অন্যরা চারিজনের নাম বলেন; 'আলী, খাজা হ'াসান বাস্'রী, খাজা হ'াবীব 'আযমী এবং 'আব্দু'ল-ওয়াহি'দ কূফী। অন্যান্য নাম নীচে উল্লেখ করা হইবে।

Blunt-এর মতে পান্জ পীরের প্রতি ৫৩টি সম্প্রদায় শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাহাদের মধ্যে ৪৪টি সম্প্রদায় পুরাপুরি অথবা আংশিকভাবে হিন্দু। ১৯০১ খৃস্টাব্দের আদম শুমারীতে তাহাদের সংখ্যা ছিল সাড়ে সতেরো লক্ষ। তিনি বলেন যে, ১৯৩১ খৃস্টাব্দে পান্জ-পীরের সকল হিন্দু ভক্তের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষে। W. Crooke তাঁহার লিখিত Tribes and Castes of Bengal পুস্তকে এইরূপ ২৮টি সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেন। R. Greeven তাহাদের এইরূপ পীর পূজার দুইটি মূল কারণ উল্লেখ করিয়াছেন : (১) নিম্নশ্রেণীর যে সকল লোক ইসলামে নব দীক্ষিত হইয়াছে তাহারা ইসলামের বিশুদ্ধ তাওহ'ীদভিত্তিক ধর্মীয় মতবাদের অধঃপতন ঘটাইয়া ইহাকে তাহাদের কাছে অধিকতর বোধগম্য পৌত্তলিকতায় রূপান্তরিত করিয়াছে; (২) হিন্দুদের কতিপয় নিম্ন-শ্রেণীর সম্প্রদায় ভীতির প্রভাবে কোন ভূতপূর্ব মুসলিম বিজয়ীকে দেবত্বে উন্নীত করিয়াছে। ইহাদের প্রতি ভক্তি নিবেদন করিতে গিয়া সাধারণ নবদীক্ষিতগণ পূর্ণভাবে পৌত্তলিকতা বিমুক্ত হইতে পারে নাই এবং এইজন্য উত্তরকালে তাহারা সহজেই পৌত্তলিকতা পুনঃগ্রহণ করে। তাহাদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত দুইটি মতের কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই : ১। এই পূজারীরা নিম্নশ্রেণীর লোক। জনৈক গ্রন্থকার বলেন, তাহারা প্রায় সকলেই ঝাড়ুদার; ২। পাঁচ-পীরের হিন্দু ভক্তগণও ইহা সম্যক্ জানে যে, পাঁচ পীরে বিশ্বাস ইসলামের প্রভাবে উদ্ভূত। এইরূপে গ্রামবাসীরা পাঁচ পীরকে বলে মুসলমানদের দেবতা (মুসলমানী দেবতা) এবং বিনা ব্যতিক্রমে মুসলিম ঢোলবাদকগণ (দাফালী) দ্বারাই এই সকল উৎসব সম্পন্ন করাইয়া লয়। এই ঢুলীরাই পুরুষানুক্রমে এই সকল অনুষ্ঠানের পেশাদার পুরোহিত।

গ'াযী মিয়াঁকে কেন্দ্র করিয়া এই পাঁচ পীরের বিশ্বাস গড়িয়া উঠে। তিনি সায়্যিদ সালাার মাস'উদ নামে পরিচিত এবং মাহ'মূদ গ'ায্নাব'ীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ১০৩৪ খৃস্টাব্দে অষ্টাদশ বৎসর বয়ক্রমকালে তাঁহার বিবাহের দিন 'বাহ্রাইচ-এ এক বিদ্রোহী হিন্দু জনতার আক্রমণে তিনি নিহত হন এবং 'সুলত'ানু'শ্-শুহাদাা" (শহীদদের বাদশাহ্—Greeven) হিসাবে শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করেন। তিনি পান্জ পীরের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে স্থানে স্থানে এককভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা হয়। পান্জ পীরের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ বিশেষ অর্ঘ্য দান করা হইত। কোন কোন তালিকায় পাঁচের পরিবর্তে ছয়টি নামও পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে দুইজন নারী স্পষ্টতই হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর মাতা এবং কন্যা। সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে ঢুরিহর নামে অভিহিত এক সম্প্রদায়ের পান্জ পীরের মধ্যে মহিলা পীর ছিলেন সাহ্জা মাই।

'বেলদার'গণ পান্জ পীরকে পাগ্ড়ী (পাটুকা) এবং দেশী মোটা কাপড়ের চাদর (পাটাও) আর মাঝে মাঝে মুরগী উপহার দেয়। চাদরগুলি অর্পণ করিবার পূর্বে লাল রেখায় রঞ্জিত করা হয়। অন্য যে সব অর্ঘ্য প্রদান করা হয় সেগুলি হইল শরবত, ফুলের মালা, সুগন্ধি দ্রব্য এবং চিনি ও ঝালমিশ্রিত পদার্থ (মিরচেওয়ান)। এই মিশ্রণের কিছুটা বেদীর উপর ঢালিয়া ফেলিয়া অবশিষ্টাংশ ভক্তগণ (Dabgar) পান করেন। যবের ছাতু, শশা এবং তরমুজও প্রদান করা হয়। ধুনিয়াগণ এক বিশিষ্ট প্রথা অনুসরণ করে, উহার নাম 'পিয়ালা'। অগ্রহায়ণ মাসের কোন এক মঙ্গলবার নর-নারী সকলে নদী-তীরে গমন করিয়া পান্জ পীরের অন্যতম সাহজা মাই-এর উদ্দেশ্যে মদ এবং মিষ্টান্ন সামগ্রী প্রদান করে। 'পাসী'গণ ঘরোয়াভাবে পান্জ পীরের যে পূজা করে তাহার প্রতীক হইল উঠানে প্রোথিত একটি ত্রিশূল অথবা পাঁচটি কাঠের খুঁটি। 'রংগরেয'গণ বিবাহের পর গ'াযী মিয়াঁর পূজা দেয়। উহার উপাচার ভাত, দধি এবং মুরগী—একত্রে উহার নাম কান্দুরী। প্রকৃতপক্ষে কান্দুরী বিশিষ্টভাবে 'গাতিমা' পূজার একটি বিশিষ্ট নাম। কোন পুরুষকে এই খাদ্যসামগ্রী দেখিতে দেওয়া হয় না।

বিহারের 'কুর্মী'গণ পূজার জন্য বসত বাড়ীর বাহিরে মাটির বেদী নির্মাণ করে। 'হালুয়াঈ'গণ তাহাদের পারিবারিক পূজামণ্ডপে সাতখানা প্রস্তরের উপর অর্ঘ অর্পণ করে।

R. C. Greeven কৃত 'The Heroes five an attempt to collect some of the songs of the Pachpiriya Ballad mongers in the Benares Division, Allahabad 1898'

গ্রাছে এই সম্প্রদায়ের গ্রাম্যগাথার নমুনা প্রদান করিয়াছেন। এই গানগুলি প্রধানত ভারতীয় মহাকাব্যিক আখ্যানসমূহের সহিত মুসলিম ধ্যান-ধারণার অভিযোজন। ইহা সায়্যিদ সালার এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনের গুণগানে পরিপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) R. C. Temple, Legends of the Punjab, Bombay 1884 ; (২) W. Crooke, Tribes and Castes of Bengal, Calcutta 1896 ; (৩) J. N. Bhattacharya, Hindu Castes aud Sect, Calcutta 1896 ; (৪) E. A. H. Blunt, The Caste system of Northern India, Oxford 1931.

D. S. maryaliauth (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

পাসান্ত্রেন (پسنترن) জাভা ভাষায় 'সান্ত্রিস্থান', জাভা ও মাদুরা দ্বীপে ধর্মশাস্ত্র (সান্ত্রি) শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়, মাদুর ভাষায় পানজান্ত্রেন, সুন্দ ভাষায় সাধারণত পোন্‌ডোক অর্থাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবাসসমূহ (পোন্‌ডোকে গমন করা পাসান্ত্রেনে অধ্যয়ন করা)। প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ কু'রআন শারীফ পঠন এবং আনুষ্ঠানিক আইন-কানুন (মাস্'আলাঃ-মাসাইল) সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান। যে সব পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মুসলিমগণ বাস করেন সেখানে শিক্ষকগণ তাহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে থাকিয়া কেবল এই সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। জাভা ও মাদুরায় বড় বড় গ্রামে ও শহরে শিক্ষকগণ মস্‌জিদে অথবা নিজ বাড়ীতে বা কোন নির্দিষ্ট গৃহে ছাত্র সমবেত করিয়া শিক্ষা দান করেন। শিক্ষায়তন এবং শিক্ষকগণের খ্যাতি প্রসার লাভ করিলে দূরদূরান্তর হইতে ছাত্র আসিয়া এবং সাময়িকভাবে সেখানে থাকিয়া বিদ্যার্জন করার সুযোগ গ্রহণ করে।

পাসান্ত্রেনগুলি উন্নত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেকটি পাসান্ত্রেনে অনেকগুলি ঘরবাড়ী থাকে। পৃথক স্থানে পাসান্ত্রেন নির্মিত না হইলে যে গ্রামে উহা তৈয়ার করা হয় সেখানে এক বিশেষ এলাকা জুড়িয়া উহার ঘরবাড়ী থাকে। জাভার রাজন্যবর্গ সময় সময় বহু গ্রাম 'করমুক্ত' বলিয়া নির্দেশ জারী করেন। সেই অঞ্চলের আয় এবং সুবিধাদি রাজার জন্য দাবী না করিয়া সেই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত পাসান্ত্রেনের শিক্ষকমণ্ডলীর ভোগের জন্য স্থায়ীভাবে প্রদান করা হয়। (ইহা এতদ্দেশীয় মুসলিম শাসনকর্তাদের প্রদত্ত আয়মার ন্যায়)। বহু ধর্মপ্রাণ লোক উক্ত পাসান্ত্রেনের উপকারার্থে ওয়াক্'ফ দ্বারা সম্পত্তি দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগতভাবে স্থাপিত হয় এবং কোন কোন পণ্ডিত লোক উদ্যোগী হইয়া পাসান্ত্রেন স্থাপন করত নিজেই সেখানে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের খ্যাতির উপর এই সকল প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব এবং উন্নতি-অবনতি নির্ভরশীল। যে সকল প্রতিষ্ঠান জনগণের বিধিবদ্ধ ওয়াক্'ফের সাহায্যে গড়িয়া উঠে সেইগুলির মর্যাদাও শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতির দ্বারা সমভাবে প্রভাবিত হয়।

পাসান্ত্রেনগুলিতে থাকে শিক্ষক এবং তাঁহার সহকারিগণের জন্য গৃহাদি, শিক্ষাদানের জন্য প্রকোষ্ঠ, মসজিদ এবং কদাচিৎ জুমু'আর মসজিদ, ছাত্রাবাস (পোনডোক), ধানের গোলা প্রভৃতি। ঐ সকল ঘরের জন্য প্রচুর স্থানের দরকার। পোন্‌ডোক নির্মাণের স্বতন্ত্র স্থাপত্য-কৌশল প্রচলিত আছে, যাহা অন্যান্য দালান-কোঠায় প্রয়োগ করা হয় না। পোন্‌ডোক সাধারণ উপাদান দ্বারা নির্মিত একটি চতুষ্কোণ অট্টালিকা। অট্টালিকার অভ্যন্তর ভাগ দুইটি দীর্ঘ দেয়াল দ্বারা তিনটি সমপ্রস্থ প্রকোষ্ঠে পরিণত। মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠটি অট্টালিকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমনাগমনের জন্য দরদালানরূপ। দুই পার্শ্বস্থ কামরা দুইটি বাসগৃহরূপে ব্যবহার করা হয়; প্রতিটি কামরা পার্টিশন-দেয়াল দ্বারা ছোট্ট ছোট্ট কুঠরিতে বিভক্ত। পোন্‌ডোকে প্রবেশ পথ একটি হ্রস্বতর বহির্দেয়ালের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং ঐ পথ দরদালানের সহিত যুক্ত। অট্টালিকায় প্রবেশ করিলে ডানে-বামে শুধু শূন্য দেয়াল দেখা যায়; তৎপর দেখা যায় যে, দেয়ালে আছে অত্যন্ত নীচু ছোট্ট ছোট্ট দরজা। দেয়ালগুলি যে উপাদানে নির্মিত, দরজাগুলিও সেই উপাদান দ্বারাই প্রস্তুত। এই সকল দরজা-পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করা যায়। দেয়ালের গায়ে দরজাগুলি নিয়মিত অন্তরালে অবস্থিত এবং দুই বিপরীত দেয়ালের দরজাগুলি মুখোমুখি। কুঠরিগুলির মধ্যে দেয়ালের ছোট ছোট জানালা পথে আলো-বাতাস প্রবেশ করে। কুঠরিগুলি এত নীচু যে, সেখানে যে থাকে সে শুধু মেঝেতে বসিতে বা শুইতে পারে, আর ছাত্রগণ হেলান দিয়া অর্ধ-শয়ান অবস্থায় অধ্যয়ন করে। এক কুঠরিতে কয়েকজন ছাত্র বাস করে। কোন কোন প্রখ্যাত পাসান্ত্রেনে দোতলা পোন্‌ডোক আছে। ছাত্র সংখ্যা শত শত হইতে পারে, আবার কোন ক্ষেত্রে খুব কমও হইতে পারে। দেশে শত শত পোন্‌ডোক রহিয়াছে। প্রত্যেকটি পোন্‌ডোকে হয় বয়স্ক ছাত্র নতুবা নিম্নপদস্থ শিক্ষক শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি অধিকতর মনোযোগের প্রয়োজন। পোন্‌ডোকের প্রধান কর্মকর্তাই শিক্ষক এবং তিনি ছাত্রদিগকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন। মহিলাগণও পোন্‌ডোকে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্যে অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহারা সেখানে বাস করেন না।

পাসান্ত্রেনে জীবন-যাত্রা নিজস্ব ধারামতে চলে। প্রভাত আলো বিকশিত হইবার পূর্ব হইতেই কর্মচঞ্চলতা আরম্ভ হয়। ফাজ্‌রের সা'লাতে শিক্ষক নিজেই ইমাম হন। উক্ত সা'লাতের পর যি'ক্‌র করা হয়। তৎপর অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। তিনি নূতন শিক্ষার্থিগণকে একজন একজন করিয়া পাঠ দান করেন এবং পাঠ গ্রহণ সমাপ্ত করিয়া তাহারা পোন্‌ডোকে প্রত্যাবর্তন করে। তখন তাহারা নূতন সবক নিজেরা শিক্ষা করে, কখনও কখনও পাঠে অগ্রগামী ছাত্রের অথবা পোন্‌ডোক প্রধানের সাহায্যে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উক্ত পাঠ আয়ত্ত করে। তাহার পর তাহারা মধ্যাহ্নের আহার গ্রহণ করে। প্রত্যেক পোন্‌ডোকের ছাত্ররা একই মেসে খায়, আর বলিতে গেলে একই খাবার খায়। তৎপর তাহারা মস্‌জিদে গিয়া জু'হ্‌রের সা'লাত আদায় করে। এতদ্ব্যতীত আরো তিনবার তাহাদিগকে সা'লাত আদায় করিতে ডাকা হয়। দুই সা'লাতের মধ্যবর্তী সময় পঠন-পাঠনে ব্যয় করা হয়। উচ্চস্তরের শিক্ষার্থিগণকে সমবেতভাবে শিক্ষক পাঠদান করেন। শিক্ষক স্বয়ং মূল 'আরবী পাঠ প্রদান করেন, উহা অনুবাদ করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা, টীকা ও সমালোচনার অবতারণা করেন। 'ঈশার সা'লাতের পর দিনের কর্মসূচী সমাপ্ত হইলে নৈশ বিশ্রামের জন্য ছাত্রগণ চলিয়া যায়। কোন কোন ছাত্র তখনও সামান্য সামান্য কাজকর্মে লিপ্ত থাকে যাহাতে তাহাদের কিছু আয় হয়। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই সকল-কার্য বন্ধ হয় এবং সর্বত্র নীরবতা নামিয়া আসে। শুক্রবার দিন এই প্রকার একঘেয়ে জীবনের পরিবর্তন দেখা যায়, সকলেই নিকটবর্তী মস্‌জিদে জুমু'আর সা'লাত আদায় করিতে যায়। সান্ত্রিগুলিতে ফসল কাটার দিনগুলিও ছাত্রদের জন্য বেশ কর্মমুখর। অনেক ছাত্র তখন ধানের ক্ষেতে কাজ-কর্ম করে অথবা যাকাত আদায় করে।

রামাদ'ান মাসে বহু ছাত্র বাড়ী যায়।

পাসান্ত্রেনগুলিতে পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ফিক্'হ মুখ্য; অন্যান্য শাফি'ঈ অঞ্চলে যে সকল 'আরবী মূল পুস্তক পড়ান হয় এখানেও সেই সকল গ্রন্থ পড়ান হয়। জাভা ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ পড়ান হয়। যে সকল পুস্তক মূল 'আরবী পুস্তকের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত বা যে সকল পুস্তকে 'আরবী হইতে গৃহীত ধর্মীয় জ্ঞান লিপিবদ্ধ সেইগুলিকে কিতাব বলা হয়। পাসান্ত্রেনে জাভা ভাষা প্রচলিত, সুন্দানী ভাষাভাষী জিলাগুলিতে (পশ্চিম জাভায়) জাভা ভাষার পরিবর্তে সুন্দানী ভাষায় লিখিত পুস্তক ক্রমশ প্রবর্তন করা হইতেছে। ফিক্'হ ব্যতীত উস্'লে দীন বা ধর্মনীতিও এখানে পাঠ্য-সূচীর অন্তর্গত। এখানে কোন বিশেষ মায্'হাব অনুসরণ করা হয় না অথবা শুধু শাফি'ঈগণ কর্তৃক রচিত পুস্তকই পড়ান হয় না। গোঁড়া সূ'ফী মতের আলোচনা হয় খুবই কম। অদ্বৈতবাদের ছাপ লাগান প্রচলিত সূ'ফীবাদের অস্তিত্ব আছে বটে তবে উহা পড়ান হয় না বলিলেই চলে। ছাত্রগণ প্রধান ফিক্'হ্ পুস্তককে 'কিতাব পেকিহ' বলে এবং অন্য কোন নাম ব্যবহার করে না (সে প্রায়ই উহার প্রকৃত নাম জানে না)। আর 'ইল্মে কালাম বিষয়ক গ্রন্থকে 'কিতাব উস্'ল' বলে। ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ এবং মূল বিশ্বাস সম্বন্ধীয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত ছোট ছোট পুস্তককেও তাহারা 'কিতাব উস্'ল' বলে।

পাসান্ত্রেনে শিক্ষাদান পদ্ধতি উহার নিজস্ব। প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক পড়া সমাপ্ত হইবামাত্র ছাত্রগণ অধিকতর প্রয়োজনীয় 'আরবী পুস্তক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একটি একটি বাক্য ধরিয়া বইগুলি পড়িয়া ফেলে। শিক্ষক হয়ত নিজেই ভাল করিয়া 'আরবী ভাষা পড়েন নাই; তিনি কেবলমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া (হ'ার্কাতসহ) মুখস্থ পড়িতে পারেন। 'আরবী বাক্য-গুলি জাভা ভাষায় তর্জমা করা হয় এবং শিক্ষক উহার ব্যাখ্যা করেন। এইভাবে দীর্ঘকাল পড়াশুনা করিতে করিতে ছাত্রগণ যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করে এবং সহজ ভাষায় লিখিত 'আরবী পাঠসমূহ জাভায় অনুবাদ করিতে সক্ষম হয় [ব্যবহৃত পাঠ্য-পুস্তকের একটি তালিকা TBGKW, xxxi. (1886), p. 518 প.-তে প্রদত্ত]। এইভাবে শিক্ষা লাভ করিতে দীর্ঘ সময় লাগে। ছাত্রের জ্ঞান দিন দিন বাড়িতে থাকে এবং সে যে 'আরবী মূল পাঠ্য পুস্তক পড়িতে পারে এই চেতনা তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে উৎসাহী করিয়া তোলে। তবে মক্কা এবং হাদ্'রামাওতের প্রভাবে এই প্রকার পঠন-পাঠন পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং প্রথমে 'আরবী ব্যাকরণের পাঠ প্রবর্তিত হইতেছে। ব্যাকরণ মুতাবিক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু উহার একটি অসুবিধা এই যে, ইন্দোনেশিয়ায় 'আরবী অধ্যয়ন অত্যন্ত জটিল ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইবার ফলে পাঠ্য পুস্তক পাঠে সামর্থ্য অর্জনের পূর্বেই অনেক ছাত্র হতাশ হইয়া পড়ে।

পাসান্ত্রেনে সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলিত। কোন ডিপ্লোমা (সানাদ) চাওয়াও হয় না, দেওয়াও হয় না। ছাত্রগণ ইচ্ছানুসারে ভর্তি হয় এবং চলিয়া যায়। অধিকাংশ ছাত্রই বাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সেখানে ভর্তি হয়। ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির স্পৃহা, ধনবান ও প্রভাবশালী পরিবারের অন্ততপক্ষে একজনকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার ইচ্ছা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জনের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে যুবকগণ পাসান্ত্রেনে প্রবেশ করে। প্রত্যেক ছাত্রই বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী শিক্ষকগণের পাঠদানের শ্রেণীতে যোগদান করে। সুতরাং তাহাদিগকে জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত বিদ্যালয়ে যোগদান করিতে হয়, কেহ কেহ সারা জীবন অধ্যয়নের জন্য প্রবাস জীবন যাপন করে। যাহারা মনে করে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছে—তাহারা অনেকেই স্ব স্ব জিলার বাহিরে শিক্ষক পদে যোগদান করে, কেহ কেহ সহকারী শিক্ষক পদে অথবা স্বাধীন 'আলিম' হিসাবে জীবন কাটান। পাসান্ত্রেনের শিক্ষাগত যোগ্যতা অফিসের কোন পদের জন্য দরকার হয় না। ধর্মশাস্ত্র-বিশারদগণ সাধারণত রাষ্ট্রীয় অফিসে বা অন্যান্য অফিসে চাকুরী করিতে অনিচ্ছুক। কেবলমাত্র মসজিদের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাগণ সাধারণত পাসান্ত্রেনে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন।

বেতন ধার্য করিয়া ধর্মীয় শিক্ষাদান ঘৃণার্হ বলিয়া বিবেচিত। তবে শিক্ষকগণের অনেকেই সঙ্গতিপন্ন। জাভার সামাজিক জীবনে বহু ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করা হয়। শিক্ষকগণ এই সকল উৎসবে সমাদৃত অতিথি। তাঁহাদের দু'আ লাভের জন্য লোকে প্রচুর মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী উপহার দেয়। শিক্ষকের সুপারিশের জন্য তাঁহার নিকট সকল সময় সকল প্রকার আবেদন করা হয় এবং আবেদনের সঙ্গে মূল্যবান দানসামগ্রী উপঢৌকন প্রদান করা হয়। অবস্থায় স্কুলা-ইলে ছাত্রগণ প্রবেশকালে উপহার দিয়া থাকে; ধনীদের ছেলেরা বাড়ী গেলে আসার সময় উপহার লইয়া আসে, আর গরীবের ছেলেরা শিক্ষ-কের ক্ষেতে কাজ করিয়া দেয়।

অধিকাংশ ছাত্রই গরীব এবং তাহারা জনসাধারণের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। তাহারা কোন নির্দিষ্ট দিনে গ্রামাঞ্চলে সাহায্যের জন্য যায়, তাহাদের এই ধরনের সাহায্য প্রার্থনা কদর্য বলিয়া বিবেচিত নহে। যেহেতু তাহারা পবিত্র ধর্মজ্ঞান অর্জন করে সেইজন্য সকলেই তাহাদিগকে মুক্ত হস্তে দান করে আর তাহা দিগকে দান করিলে ছ'াও-য়াব হাসিল হয়। ক্ষেতের কাজ করিয়া, কু'রআন নকল করিয়া মিতাচারী জীবন যাপনের উপযোগী যৎসামান্য অর্থ তাহারা আয় করে। সরকার পাসান্ত্রেনগুলির সাধারণ তদারকভার গ্রহণ করে মাত্র; নূতন পাসান্ত্রেন প্রতিষ্ঠা করিলে সরকারকে অবহিত করিতে হয়। প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের নাম এবং নির্বাচিত পুস্তকের তালিকা লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেন।

বর্তমান যুগে য়ুরোপীয় আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপন ও সম্প্রসারণের ফলে পাসান্ত্রেনগুলি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় কেবলমাত্র পাসান্ত্রেনগুলিতেই ধর্মশিক্ষা দান করা হয়। সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদিগকে শুধু দৈনন্দিন জাগতিক জীবন যাপনের শিক্ষা দান করা হয়। ফলে উভয় প্রকার শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বহু বেসরকারী বিদ্যা-লয় স্থাপন করা হইয়াছে। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিকে মাদ্‌রাসা বলা হয় এবং সর্বসাধারণের জন্য উহার দ্বার উন্মুক্ত। মাদরাসা-গুলির সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চশিক্ষা দান করা হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ভূমিকা প্রধান। আধুনিক ভাবধারায় প্রভা-বিত গোষ্ঠীর দ্বারা স্থাপিত হওয়ার ফলে সেখানে য়ুরোপীয় আদর্শে শিক্ষা দান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তাহা সত্ত্বেও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপ্তি প্রাচীন পাসান্ত্রেনের শিক্ষা-পদ্ধতি অপেক্ষা প্রশস্ত নয়। মাদরাসাঃ নামটি মিসর অথবা সম্ভবত আরবের স্মারক, কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য দিক হইতে এই সকল প্রতিষ্ঠান সরকারী বিদ্যালয়ের আদর্শে সংগঠিত।

মিনাংকাব মালয় (মধ্য সুমাত্রা)-এর গ্রামাঞ্চলে বহু ধর্মীয় বিদ্যালয়

আছে; বিদ্যালয়গুলি মোটামুটি পাসান্ত্রেনের অনুরূপ। উহাদিগকে 'সুরাউ' নামে অভিহিত করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়, মসজিদ, মানুষের বাসস্থান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃথক পৃথক ইমারতগুলিও সুরাউ নামে অভিহিত। ছাত্রদের আবাসগৃহ ছোট ছোট কুঠরিতে বিভক্ত নহে এবং বসবাসকারিগণ একই গৃহে অধ্যয়ন করে ও নিদ্রা যায়।

আচেহ্ (Atjeh) অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিকেও জাভার বিদ্যালয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জাভাতে যে শিক্ষা দান পদ্ধতিকে নূতন বলিয়া গণ্য করা হয় এখানে সেই পদ্ধতিতেই শিক্ষা দান করা হয়। এখানে জাভার ভাষার পরিবর্তে মালয়ের ভাষা ব্যবহার করা হয়। আচেহ্তে ছাত্রগণের জন্যও উক্ত ভাষা অপরিহার্য। এখানকার ছাত্রদের বাসস্থান (রাংকাং) জাভার পোনডোকেরই অনুরূপ। আচেহ্-এর রাংকাং-এর নাম জাভার পোনডোকের নামের মতই সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির স্মারক, ঠিক যেমন পোনডোক বলিলে জাভায় পাসান্ত্রেনও বুঝায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C. Snouck Hurgronje, De Atjehers, Batavia 1894, ii, 1 প.; (২) ঐ লেখক, De Islam in Nederlandsch-Indie, in Verspr. Geschriften, iv/ii, 377 প.; (৩) De masdjids en inlandsche godsdienstscholen in de Padangsche bovenlanden, in Ind. Gids 1888, 318 প.; (৪) G. F. Pijper, Fragmenta islamica, Leiden 1934, p. 19 প., 107 প.।

R. A. Kern (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

পার্সী (پارسی ঃ পারসী) (পাহ্লাবী ভাষায় পার্সীক, আধুনিক ফার্সী ভাষায় পার্সী, আভিধানিক অর্থ ফার্স-এর অধিবাসী)। যোরোয়াস্ত্রীয় মতাবলম্বী ইরানীগণ এই নামে অভিহিত। আরবগণ পারস্য বিজয় করার পর ইহারা ইসলাম কবুল করিতে নারাজ হইয়া দেশত্যাগ করে এবং নানা বিপর্যয়ের পর ভারতের গুজরাটে বসতি স্থাপন করে; সেখানে তাহারা বর্তমানে ১,০০,০০০ জন অধিবাসীর একটি মানবীয় এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসাবে গণ্য (১৯২১ খৃস্টাব্দের আদমশুমারী অনুসারে ১,০১,৭৭৪ জন)। অধুনা ইরানে বসবাসকারী অবশিষ্ট যোরোয়াস্ত্রীয় মতাবলম্বিগণও 'গেবের' নামের পরিবর্তে পার্সী নামে অভিহিত। ইরানে পরমতসহিষ্ণুতা ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে এখন আর তাহাদিগকে হীনতাসূচক 'গেবের' নামে আখ্যায়িত করা হয় না।

পার্সীগণ ভারতে আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করিবার পূর্বে এখানে-সেখানে যাযাবর জীবনযাপন করিত। প্রধানত দুইটি বিবরণী হইতে তাহাদের এরূপ জীবনযাপন সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি। প্রথমত কি'স্সাঃ-ই-সান্জান'। এই পুস্তকখানি পদ্যে লিখিত। নাওসারী নামক স্থানের বাহমান কায়কাবাদ নামে এক যোরোয়াস্ত্রীয় ধর্মযাজক ৯৬৯ য়ায্দ্গির্দ সনে (১৬০০ খৃস্টাব্দে) উহা রচনা করেন। দ্বিতীয়ত 'কি'স্সাঃ-ই-যারতুশ্তিয়ান-ই-হিন্দুস্তান ওয়া বায়ান-ই-আতাশ বাহরাম-ই-নাওসারী', অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে দাস্তুর শাপুরজী মানোকজী সান্জানা (১৭৩৫-১৮০৫) পুস্তকখানি রচনা করেন।

উল্লিখিত পুস্তক দুইখানি পাঠে অবগত হওয়া যায়, প্রথম দলটিতে সেই সমস্ত যোরোয়াস্ত্রীয় ধর্মাবলম্বী ছিল, যাহারা আরবগণ পারস্য বিজয় করার প্রায় এক শতাব্দী পরে নিজেদের আশ্রয়স্থল খুরাসান পরিত্যাগ করে। তাহারা খুরাসান ত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করে এবং পারস্যোপসাগরের মুখে অবস্থিত হরমুয দ্বীপে উপস্থিত হয় (৭৫১ খৃস্টাব্দে)। সেখানে স্বল্পকাল বসবাস করিবার পর তাহারা কাথিওয়াড়ের দক্ষিণ উপকূলে ক্যাম্বে উপসাগরের তীরে দিউ নামক স্থানে আগমন করিয়া (৭৬৬ খৃ.) তথায় উনিশ বৎসরকাল বাস করে। পরে আরো দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে করিতে তাহারা সান্জান নামক স্থানে উপনীত হয় (৭৮৫ খৃ.) এবং সেখানে তাহাদের পবিত্র অগ্নি-উপাসনাগার প্রতিষ্ঠিত করে। পার্সী যাজকগণের কিংবদন্তি অনুসারে জানা যায় যে, সেখানে বসবাস করিবার অনুমতি লাভের পূর্বে তাহারা দিউর অধীশ্বর জাদী রানানাহ্-এর জন্য ষোলটি শ্লোকগুচ্ছে তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের মূলনীতিগুলি লিপিবদ্ধ করে। উক্ত শ্লোকসমূহের কয়েকটির অনুবাদ সংস্কৃত ও গুজরাটি ভাষায় মওজুদ আছে এবং উহাতে হিন্দু ধর্ম এবং যোরোয়াস্ত্রীয় ধর্মের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা কৌশলে প্রকাশ করা হয়। সান্জানে তাহাদের সহিত আশ্রয়প্রার্থীর আরও দুটি দল যোগদান করে। তাহারা সম্মিলিতভাবে একটি সম্প্রদায় গড়িয়া তোলে। সম্প্রদায়টি দ্রুত উন্নতি লাভ করে এবং ক্যাম্বে, বারিআও, বাংকানের এবং অংক্লেশ্বর প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃতি লাভ করে। খৃস্টীয় ১০০০ সনের পরে উত্তর ভারতেও পার্সীদের বসতি দেখা যায়। সম্ভবত এই সকল লোক বিচ্ছিন্নভাবে ইরান হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিল।

যে সকল পার্সী হিন্দুদের সহিত হাতে হাত মিলাইয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করে, সুল্তান মাহ্মূদ বীগারার সেনাবাহিনী ১৪৯০ খৃস্টাব্দে তাহাদিগকে সান্জান পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের পবিত্র অগ্নিসহ বারুত্তের পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। মুসলিমগণের চাপ হ্রাস পাইলে যোরোয়াস্ত্রীয় সম্প্রদায় আবার আত্মোন্নতির কার্যে লিপ্ত হয়। 'কিস্সাঃ-ই-সান্জান'-এ প্রদত্ত তারিখ অনুসারে সান্জান আক্রান্ত হইবার পর ১৪৯১ খৃস্টাব্দে পবিত্র অগ্নি নাওসারীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বারুত ও বান্সদাহে সংক্ষিপ্ত সময় অতিবাহিত হইবার পর ১৫১৬ খৃস্টাব্দে উহা পুনরায় সানজানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পিণ্ডারীদের আক্রমণের ফলে সুরাতে ১৭৩৩ খৃস্টাব্দে পবিত্র অগ্নি প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু শহরে পার্সীগণের বসবাস শুরু হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। ভারতে পার্সী সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই শহরে কখন হইতে তাহারা বসবাস আরম্ভ করিয়াছে তাহার নিশ্চিত তারিখ আমাদের অজ্ঞাত।

কোন প্রকার বিরোধিতা ব্যতিরেকেই তাহারা ভারত উপমহাদেশে বসবাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। উহার প্রধান কারণ আবেস্তায় উল্লিখিত মায্দাকীয় ধর্মের উৎকৃষ্ট নৈতিক রীতিনীতিগুলি এবং ঐগুলি তিনটি প্রধান নিয়মের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ঃ 'হুসতা, হুক্সতা এবং হুভর্শতা' অর্থাৎ সুচিন্তা, সুবাক্য এবং সুকর্ম। অন্য ধর্মাবলম্বিগণকে তাহাদের ধর্মমতে দীক্ষিত করিবার প্রচেষ্টা হইতে সর্বদা বিরত থাকিলেও সৌভাগ্যক্রমে সম্রাট আকবরের মনোযোগ মায্দাকীয় ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পার্সীগণ বিশ্বাসী এবং কর্মঠ। অধিকন্তু সামাজিক বৈশিষ্ট্যে পাশ্চাত্য জীবন যাপন পদ্ধতির সহিত বিরোধ না থাকায় তাহারা বর্তমান জগতে একটি সুপরিচিত, শ্রীবৃদ্ধিশীল, সুপরিচালিত সম্প্রদায় এবং উন্নত মর্যাদা ও জীবন মানের জন্য সর্বত্র সমাদৃত।

যোরোয়াস্ত্রীয় ধর্মমতে প্রাচীন ঐতিহ্য পার্সীগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সংরক্ষণ করিয়াছে। ষোড়শ শতকে নাওসারীর দেশাই 'চাঙ্গা আসা'র উদ্যোগে পারস্যে বাসকারী যোরোয়াস্ত্রীয় ধর্মাবলম্বীদের নিকট হইতে বিশদ তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত একটি ধর্ম প্রচারকদল প্রেরিত হয়। ফলে আবেস্তার পাণ্ডুলিপি এবং ব্যাখ্যামূলক সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। অধুনা পার্সী পণ্ডিতগণ প্রাচীন পুস্তকাদির প্রকাশনা ব্যাপারে প্রশংসনীয় উদ্যোগ প্রদর্শন করিতেছেন।

পার্সী সম্প্রদায়ে যাজক শ্রেণী অদ্যাবধি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে। যাজক সম্প্রদায় (দাস্তুর, মোবায', হিরবায) বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য করে।

সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থে একটি সংসদ আছে (পঞ্চায়াত ইহা ছয়জন দাস্তুর এবং বারজন মোবায' লইয়া গঠিত); কিন্তু ভারতীয় জনসমাজে পার্সীদের অন্তর্ভুক্তির ফলে উক্ত সংসদের গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পাইতেছে।

বিশ্বাসী জনগণ (বেহাদীন) আধুনিক যুগের জীবন যাত্রার খাতিরে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার সত্ত্বেও যোরোয়াস্ত্রীয় ধর্মের ব্যবস্থাপিত রীতিনীতিগুলি পূর্ণভাবে মানিয়া চলে। শিশুর জন্ম ঘরের মেঝেতেই হয় এবং ইহা দ্বারা পার্থিব বস্তুর প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ পায়। সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে 'কুস্তী' দান করা হয়। ইহা হইল বাহাত্তর তারের পবিত্র সূতা। ঐ সূতা জীবনে তিনবার জড়ান হইয়া থাকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে মৃতদেহ নিঃশব্দ বুরুজে উন্মুক্ত করিয়া রাখা হয়। যেখানে শকুনিদল আসিয়া থাকে। শকুনি মাংস খাইয়া ফেলিলে অস্থিগুলি বুরুজস্থ কূপে নিক্ষেপ করা হয়। বিবাহোৎসবে হিন্দু প্রথার প্রভাব প্রবল। বিবাহে স্ত্রী পূর্ণ অধিকার লাভ করে এবং পার্সী সমাজে এক বিবাহ প্রথা প্রচলিত।

পবিত্র প্রাকৃতিক উপাদান অগ্নি, পানি এবং মাটি। এইগুলি অপবিত্র ও কলুষিতকরণ ব্যাপারে বিধি-নিষেধ অদ্যাবধি যত্নসহকারে প্রতিপালন করা হয় এবং অপবিত্র বস্তু, বিশেষত মৃতদেহ স্পর্শ করিলে পবিত্রতা ও শুচিতা লাভের জন্য বিশেষ সচেতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যোরোয়াস্ত্রীয় নৈতিক রীতিনীতি জীবনের প্রতিক্ষেত্রে নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হয়; মিথ্যাকথনের প্রতি ঘৃণা, সর্বপ্রকার আচরণে সততা, দরিদ্রকে সাহায্য দান প্রভৃতি নিয়মিত পুণ্যকর্ম বলিয়া স্বীকৃত।

ভারতে বসবাসকারী অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায় ইরানের স্বধর্মাবলম্বিগণের ভাগ্য সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহশীল। "Persian Zoroastrian Amelioration Fund"-এর অনুরোধেই পারস্য সরকার য়াযদ এবং কিরমানের অগ্নি উপাসক সম্প্রদায়ের উপর ধার্য জিয্‌য়া কর ১৮৮২ খৃস্টাব্দে রহিত করেন। পারস্যে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা হ্রাস প্রাপ্তির ফলে সেখানে বসবাসকারী অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায়ের সহিত অধিকতর যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং ভারতের অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায় ইরানী মুসলমানদিগকে প্রাচীন ধর্মমতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বারবার আবেদন জানাইয়াছে।

মৌলিক মতবাদ সম্পর্কে সম্প্রদায়ের সকলেই সম্পূর্ণ একমত, কিন্তু ব্যবহারিক অনুষ্ঠানাদিতে বিভিন্ন মত ও পথ উক্ত সম্প্রদায়ের ভিতর দেখা যায়। নাওসারী এবং সান্‌জানের যাজকদের মধ্যে অগ্রাধিকার কাহার—১৬৮৬ খৃস্টাব্দে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। আরো একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় এবং এই প্রশ্নটি ষোড়শ শতক হইতে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রশ্নটি হইল পাদান ব্যবহার সম্পর্কে। পাদান মুখের এক প্রকার আবরণ। এই আবরণের মধ্য দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা পবিত্র অগ্নি অপবিত্র হওয়া বন্ধ হইবে। মরোণোন্মুখ ব্যক্তির মুখেও পাদান ব্যবহার করা হইবে কিনা, ইহাই প্রশ্ন। এক্ষেত্রে এবংবিধ আবরণ ব্যবহার সদাচারের খেলাফ।

আর একটি মতভেদ ইহা অপেক্ষাও গুরুতর। উহা পঞ্জিকা ব্যবহার সম্পর্কে। অষ্টাদশ শতকে এরূপ মতবিরোধ আরম্ভ হয় এবং অগ্নি-উপাসক সম্প্রদায়কে শাহেনশাহী এবং ক'দীমী এই দুই দলে বিভক্ত করে।

আবেস্তার পঞ্জিকা পার্সীগণ ব্যবহার করেন। প্রতি বৎসর এক-চতুর্থাংশদিনের কমতি পূরণের জন্য প্রতি এক শত বিশ বৎসরে একটি অতিরিক্ত মাস যোগ করা হয়। মুসলিমগণের পারস্য বিজয়ের পর হইতে এই প্রথা প্রতিপালিত হয় নাই। ১৭৪৫ খৃস্টাব্দে একদল বিশ্বাসী পঞ্জিকা সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করে। এই দলটির নাম ক'দীমী। বিরোধী দলটি শাহেন্‌শাহী। দ্বিতীয় দলটি হিন্দুদের গণনা পদ্ধতি অনুসারে পঞ্জিকা প্রচলিত রাখার উদ্দেশ্যে প্রথম দলটির সংস্কার আন্দোলনের বিরোধিতা করে। ফলে শাহেন্‌শাহী দলের পঞ্জিকা ক'দীমীদের পঞ্জিকা হইতে একমাস পিছনে থাকে। পার্সীগণ য়াযদ্‌গির্দ বৎসর মুতাবিক দিনকাল গণনা করে এবং ঐ গণনা সর্বশেষ সাসানী বাদ্‌শাহ য়াযদ্‌গির্দের সিংহাসনারোহণ কাল হইতে (জুন ১৬, ৬৩২ খৃ.) শুরু করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কি'স'সা-ই-সান্‌জান সম্পর্কে তু. E. B. Eastwick in JRAS, Bombay Branch, i., (1842), p. 167—191 and J. J. Modi, A few Events in the Early History of the Parsis and their Dates; (২) in Zartoshti I (1273 Yazdigird), ii. (1274 Yazdigird)—কি'স'সা-ই-যারতুশ্‌তিয়ান-ই-হিন্দুস্তান, তু. J. J. Modi, Journal of the K R Cama Oriental Institute, xvii. (1930), p. 63; xix (1931), p. 45-57; xxv. (1933), p. 1-155; (৩) Bomandji Byramdji Patell, Parsi Prakash, being a Record of important Events in the Growth of the Parsi Community in Western India, Bombay 1878—1888 (গুজরাটি), ser. ii., 1891; (৪) The Gujarat Parsis from their Earliest Settlement to the Present Time, Bombay 1898; (৫) D. Menant, Les Parsis histoire des communautes zoroastriennes de l'Inde Annales du Musee Guimet, Paris 1898; (৬) Parsis et Parsisme, পৃ, দ্র., Paris 1904; (৭) art. Parsis, in Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics; (৮) J. J. Modi, Parsees at the Court of Akbar and Dastur Meherji Rana, Bombay 1903, (৯) Menant, Les Parsis a la Cour d'Akbar, in RHR, I. (1904), p. 38 প.; (১০) G. Bonet-Maury, La religion d'Akbar et ses rapports avec l' islamisme et le Parsisme, in RHR. li (1905), p. 153 প.; (১১) K. Inostrantsev, The Emigration of the Parsis to India and the Musulman World in the midst of the viii th. Century, transl. by L. Bogdanov, in Journal of the KR Cama

Oriental Institute, i., (1922), p. 33 প.; (১২) J. J. Modi. A Parse High Priest (Dastur Azar Kaiwan 1529-1614 A.D.) with his Zoroastrian Disciples in Patna, in the 16th and 17th Century A. C., পূ. গ্র., xx. (1932), p. i. প.।

A. Payliars (S. E. I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

ফ

ফকীর (فقير : ফাক'ীর) যাহার স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক অভাব বা প্রয়োজন আছে। ইহার বিপরীত শব্দ (غنى) গ'নী যাহার অর্থ অভাবহীন, স্বাবলম্বী, ধনী। 'গ'নী' শব্দটি 'মিস্‌কীন' শব্দেরও বিপরীত। মিস্‌কীন অর্থ দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি। ভিক্ষুককে 'আরবীতে সা'ইল (سائل) বলা হয়। সূরা ফাতি'র (৩৫ : ১৫)-এ বলা হইয়াছে, "তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট অভাবগ্রস্ত (ফুক'ারা')। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ (গ'নী) এবং প্রশংসিত।" সুতরাং (فقر)-এর অর্থে নিহিত আছে আল্লাহ্‌র মালিকানার প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণরূপে অভাবী থাকা এবং সব কিছুর জন্য আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা (তাওয়াক্কুল)। 'আরবী ভাষাভাষী দেশগুলিতে ভিক্ষাজীবী দরবেশ (দ্র.)-কে ফাক'ীর বলা হয় (তু. Goldziher, Vorlesungen. p. 154)। হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর উক্তিরূপে কথিত "الفقر فخرى" অর্থাৎ "দারিদ্র্য আমার গৌরব" কথাটিতে ফাক'ীরের উপরিউক্ত অর্থের সমর্থন রহিয়াছে। হ'াদীছ'টি কৃত্রিম বলিয়া চিহ্নিত হইলেও খুবই প্রচলিত এইজন্য যে, মুহ'াম্মাদ (স)-এর জীবন ধারণ ও দর্শনের সহিত কথাটির পূর্ণ মিল রহিয়াছে। সংসার ত্যাগী ফাক'ীরগণ ইত্যাকার বচনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং পূর্ণ তাওয়াক্কুলের অজুহাতে জীবিকা অর্জনের প্রয়াস এবং কোন সম্পত্তির মালিকানা পরিহার করেন। এই অর্থে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসী এবং মুসলিম ফাক'ীর-দরবেশ নির্বিশেষে এক শ্রেণীর ভারতীয় সাধককে ইংরেজীতেও Fakir বলা হয়। এই শ্রেণীর ফাক'ীর সন্ন্যাসিগণ প্রাচ্য সমাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং এখনও তাঁহাদের প্রভাব বিদ্যমান। মৃত ফাক'ীরদের সমাধি তীর্থস্থানে পরিণত হওয়া খুবই সাধারণ ব্যাপার। সাধারণ্যে ফাক'ীর শব্দটি ওয়ালী (ولى দ্র.) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অন্য পক্ষে সাধারণ ভিক্ষুকগণও আপনাদিগকে 'ফাক'ীর' নামে আখ্যায়িত করে।

D. B. Macdonalae (S. E. I.)/মুহম্মদ আবদুর রহিম

ফকীহ (فقيه : ফাক'ীহ) ফিক্'হ (فقه) শব্দ হইতে গঠিত। এই শব্দের প্রাথমিক অর্থ 'জ্ঞানী' অথবা কোন বিষয় সম্বন্ধে অনুধাবনক্ষম হওয়া। উহার সম-অর্থ জ্ঞাপক শব্দ হইতেছে 'আলিম, ফাহিম (فهم)। পরবর্তী পর্যায়ে ফিক্'হ শব্দটি 'ইল্‌ম্ শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে (যেমন ফিক্'হ'ল-লুগা':)। অতঃপর উহা ধর্মীয় জ্ঞান ('ইল্‌মু'দ-দীন) অর্থে ব্যবহৃত হয়। তারপর উহা ধর্মীয় (শারী'আঃ) আইনের অর্থে এবং পরিশেষে ইসলামী আইনের বিস্তারিত ব্যবহার বিধি (فروع শাখা-প্রশাখা) সম্বন্ধে জ্ঞানী অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ফাক'ীহ শব্দটি বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মতত্ত্ববিদ, ধর্মীয় আইনজ্ঞ এবং সর্বশেষ ন্যায়-অন্যায়, হ'ালাল, হ'ারাম প্রভৃতি বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচারক অর্থে পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয় (লিসানু'ল-'আরাব, ১৭খ, ৪১৮)। আবু হ'ানীফাঃ (র)-এর রচনারূপে পরিচিত গ্রন্থ আল-ফিক্'হু'ল-আক্‌বার (উচ্চতর ফিক্'হ অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বশাস্ত্র) ফিক্'হ শব্দের অর্থের বিবর্তনকালের মাঝামাঝিতে দাঁড়ায়। এই পুস্তকে ফিক'হ্ শব্দটি (সম্পা. ইলাহাবাদ, পৃ. ২) সাধারণ অপারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দটির অর্থের এবংবিধ সংকোচন প্রয়োজন হইয়াছিল রোমান আইনের (jurisprudcns) শব্দের অনুবাদ করিবার জন্য এই ফিক্'হ্ শব্দটির ব্যবহারের দরুন (তু. Fikh and Goldziher in Kultur der Gegenwart, i. 3, p. 102)। 'ফাক'ীহ' এবং 'মুজ্‌তাহিদ' শব্দদ্বয়ের পার্থক্য 'ইজ্‌তিহাদ' প্রবন্ধে দ্র., আরও দ্র. Dict. of tech. Terms, p. 30 প., 198 প., 1157. মিসরে ফাক'ীহ-এর বিকৃত রূপ 'ফিকী' শব্দে পাঠশালার শিক্ষক এবং পেশাদার কু'রআান পাঠককে বুঝায়; তদ্রূপ খাত'ীব (خطيب) বলিতে সিরিয়ায় অধুনা পাঠশালার শিক্ষককে বুঝান হইতেছে।

D. B. Macdonald (S. E. I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

ফজলুল হক, আবুল কাসেম (فضل الحق، ابو القاسم : আবু'ল-ক'াসিম ফাদ'লু'ল-হ'াক্'ক') [১৮৭৩—১৯৬২ খৃ]। সাধারণত তিনি শেরে বাংলা, হক সাহেব ও এ. কে. ফজলুল হক নামে পরিচিত। পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত জননেতা, রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, জনদরদী ও সংগ্রামী পুরুষ হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ।

১ কার্তিক, ১২৮০ বাংলা/২৬ অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃস্টীয় সনে বরিশাল (বাকেরগঞ্জ) জিলার পিরোজপুর মহকুমার রাজাপুর থানার অন্তর্গত সাতুরিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস বানরীপাড়া থানার চাখার গ্রামে। তাঁহার পূর্বপুরুষদের আদি বাসস্থান ছিল বাউফল থানার বিলবিলাস গ্রামে।

তাঁহার পিতার নাম কাযী ওয়াজেদ আলী। তিনি ছিলেন তৎকালীন বঙ্গপ্রদেশের আইন গ্রাজুয়েটদিগের অন্যতম এবং বরিশালের প্রসিদ্ধ সরকারী উকিল। তাঁহার মাতার নাম সায়্যিদু'ন-নিসা। ফজলুল হক তাঁহার পিতার তিন সন্তানের দ্বিতীয় এবং একমাত্র পুত্র সন্তান।

শৈশবে তিনি স্বীয় গৃহে 'আরবী ও ফারসী ভাষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে তিনি মধ্য-ইংরেজী পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। বরিশাল জিলা স্কুল হইতে তিনি প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স (১৮৮৯ খৃ.) এবং কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ এফ. এ. (১৮৯১ খৃ.) পাস করেন। পদার্থ-বিদ্যা,

রসায়ন ও গণিতে কৃতিত্বের সহিত উক্ত কলেজ হইতে তিনি বি. এ. অনার্স (১৮৯৪ খৃ.) এবং গণিতে এম. এ. (১৮৯৫ খৃ.) পাশ করেন।

ছাত্রজীবনে খেলাধূলার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ঝোঁক ছিল। ফুটবল, দাবা এবং সাঁতারে তিনি ছিলেন খুবই পারদর্শী। পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন তিনি কলিকাতার বিখ্যাত মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

ফজলুল হক ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে নওয়াব আবদুল লতীফ (র.) সি. আই. ই.-র দৌহিত্রী নওয়াব সায়্যিদ মুহাম্মাদ আযাদের কন্যা খুরশিদ তা'লা'আত বেগমকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে দুইটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়।

প্রথমা স্ত্রীর সাথে তিক্ততা সৃষ্টি হইলে তিনি দ্বিতীয়বার হাওড়া জিলা নিবাসী ইব্ন আহ্মাদের কন্যা যীনাতু'ন-নিসা'কে বিবাহ করেন। তবে প্রথমা স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হয় নাই। কিছুকাল পর দ্বিতীয়া স্ত্রী ইন্তিকাল করেন।

১৮৯৭ খৃস্টাব্দে ডিস্টিংশনসহ আইন পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি স্যার আশুতোষ মুখার্জির সহিত শিক্ষানবিসী শুরু করেন। শিক্ষানবিসী শেষ করিয়া ১৯০০ খৃস্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে তিনি স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯০১ খৃস্টাব্দে পিতা ওয়াজেদ 'আলী ইন্তিকাল করেন। ফলে তিনি কলিকাতা হইতে বরিশাল আসিয়া আইন ব্যবসা শুরু করেন। ইহার কিছুদিন পর বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখার্জির অনুরোধে উক্ত কলেজে সাময়িকভাবে গণিতের অধ্যাপনা করেন (১৯০৩ খৃ.)। এই সময় তিনি বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটি এবং বরিশাল জিলাবোর্ডের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়লাভ করেন (১৯০৩ খৃ.)।

১৯০১—১৯০৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ফজলুল হক 'বালক' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'ভারত সুহৃদ' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। উভয় পত্রিকাই বরিশাল হইতে প্রকাশিত হইত (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, ঢাকা, ১৯৭৭খৃ., পৃ. ৪৩৩)। কাজী নজরুল ইসলাম (র.)-এর সম্পাদনায় কলিকাতার বিখ্যাত 'নবযুগ' পত্রিকার (১৯২০ খৃ.) প্রকাশনায় তিনি আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিয়াছেন।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলন আহ্বানের জন্য নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ (র.)-এর আমন্ত্রণে ফজলুল হক ও নওয়াব ওয়াকা'রু'ল-মুল্ক প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই বৎসরই তদানীন্তন ভারতের বড়লাট (Viceroy) Lord Curzon-এর আমলে বঙ্গদেশ বিভক্ত হয় অর্থাৎ পূর্ববঙ্গকে আসামের সহিত যুক্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হয়। নূতন প্রদেশের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় মুসলিমগণ অধিকতর প্রভাবশালী হইবে ইহাই ছিল তাঁহাদের ধারণা। অন্যপক্ষে হিন্দুভারত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রবল সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়িয়া তোলে। অবশেষে ১৯১১ খৃস্টাব্দের দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রহিত করিয়া ঘোষণা প্রদান করেন এবং পূর্ববঙ্গ পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হয়।

এই সময় চিন্তাশীল মুসলিম জনগণ এবং নেতৃবর্গের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণার উদ্রেক হইয়াছিল যে, তাঁহারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে মুসলিমদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিবেন না; সুতরাং মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। 'বঙ্গ-ভঙ্গ রদ' ফজলুল হক এবং সাধারণভাবে মুসলিম জনগণের মধ্যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের ধারণা ইহাতে জোরদার হইয়াছিল। ফজলুল হক ভারতীয় রাজনীতির এই প্রেক্ষাপটে রাজনীতির অংগনে প্রবেশ করেন।

৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ খৃস্টাব্দে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ্-র নেতৃত্বে ঢাকার শাহবাগে সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবর্গের সহিত যোগাযোগের জন্য ফজলুল হক ব্যাপকভাবে নানা স্থান সফর করিয়াছিলেন। ঢাকায় ঐ শিক্ষা সম্মেলনের সময়েই 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' গঠিত হয়।

এক পর্যায়ে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুদিন ঢাকায় চাকুরী করার পর তাঁহাকে জামালপুরে বদলী করা হয়। ১৯১১ খৃস্টাব্দে ফজলুল হক মাদারীপুর এস. ডি. ও. হিসাবে ও ইহার পর সমবায় বিভাগের এসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হিসাবে চাকুরী করেন। কর্তৃপক্ষের সহিত মত-বিরোধ হওয়ায় তিনি সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া পুনরায় কলিকাতায় আইন ব্যবসা শুরু করেন (১৯১২ খৃ.) এবং তাঁহার রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য বিজয় সূচিত হয় যখন তিনি তাঁহার প্রভাবশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রায় বাহাদুর মহেন্দ্রকুমার মিত্রকে প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে পরাজিত করিয়া ঢাকা বিভাগের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইলেন (১৯১৩ খৃ.)। পরবর্তীকালেও তিনি কোন নির্বাচনে পরাজিত হন নাই।

তদানীন্তন বাংলার উৎপীড়িত এবং বঞ্চিত কৃষকদের অবস্থা তাঁহার মনকে আন্দোলিত করে। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে ফজলুল হক জামালপুরের কুমারচরে প্রথম কৃষক প্রজা সম্মেলনে এবং এই বৎসরের ১৩ এপ্রিল ঢাকায় বঙ্গীয় মুসলিম লীগ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে তিনি কৃষক প্রজাদের শক্তিশালী আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। এই সময় তিনি 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন করেন।

১৯১৩—১৯১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকরূপে এবং ১৯১৬—১৯২১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সভাপতির পদে দায়িত্ব পালন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯১৪ খৃস্টাব্দ হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরও সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৩৩ প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণের বিধানসম্বলিত ঐতিহাসিক 'লক্ষ্ণৌ চুক্তি' (১৯১৬ খৃ.) সম্পাদনে তাঁহার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। কলিকাতায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য 'টেইলর হোস্টেল' এবং 'কারমাইকেল হোস্টেল' নামে দুইটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠায় তাঁহার যথেষ্ট অবদান ছিল।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে 'Epiphony' নামক খৃস্টানদের এক ধর্মীয় পত্রিকায় জনৈক পাদ্রী এক প্রবন্ধে নবী (স')-এর চরিত্র সম্পর্কে কতগুলি আপত্তিকর মন্তব্য করেন; ফলে মুসলমানদের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া উক্ত ঘটনার প্রতিবাদ করিলে কলিকাতার জাকারিয়া স্ট্রীটের বড় মসজিদের নিকট মুসলিম মিছিলের উপর গুলী চালান হয়। সেইদিন ফজলুল হক বৃটিশ সৈন্যদের কামানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, "আমার বক্ষ ভেদ না করিয়া আর একটি গুলীও কোন মুসলিমের গায়ে লাগিতে দিব না। তোমারা আমার বুকে গুলী কর। বৃটিশের রাজত্ব আজ এইখানেই খতম হইয়া যাইবে।"

ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের কন্ঠরোধের জন্য বৃটিশ সরকার 'ভারতীয় প্রেস এ্যাক্ট' নামক একটি আইন জারী করিলে তিনি উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন (১৯১৭ খৃ.)।

অবিভক্ত ভারতে এই সময় ফজলুল হক অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি যুগপৎভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯১৮ খৃ.)। দিল্লীতে পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশনে তিনি যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির ভাষণ দেন (১৯১৯ খৃ.)। এই সময় 'খিলাফাত আন্দোলন' এবং গান্ধীজীর 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন দমন করার জন্য বৃটিশ সরকার 'রাউলাট এ্যাক্ট' (Rowlatt Act.) নামক একটি আইন পাস করেন। ফজলুল হক এই কুখ্যাত আইনের প্রতিবাদে কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে সভাপতির ভাষণে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের মেদিনীপুর অধিবেশনে এবং ১৫ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন (১৯২০ খৃ.)। এই সময় তিনি 'মন্টেগু চেম্‌স ফোর্ড (Montagu Chelms ford) শাসন সংস্কার অনুসারে গঠিত প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন (১৯২০—১৯৩৫ খৃ.)।

১৯২১ খৃস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে ফজলুল হকের যথেষ্ট অবদান ছিল। সর্ব-ভারতীয় মুসলিম নেতৃবর্গের সঙ্গে তিনিও ছিলেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফাউণ্ডেশন মেম্বার অব দি ফার্স্ট কোর্ট'। ১৯২২ খৃস্টাব্দে খুলনার উপ-নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়া তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হন। ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ১ জানুয়ারী তিনি অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁহার প্রচেষ্টায় কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দরিদ্র মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের সাহায্যার্থে তিনি মুসলিম এডুকেশন ফাণ্ড স্থাপন করেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষা বিভাগের অধীনে কয়েকটি বিশেষ পদ সৃষ্টি করেন। সেই সময় শিক্ষাগত পশ্চাৎ-পদতার কারণে বাংলাদেশের স্কুলসমূহে মুসলিম শিক্ষক প্রায় দেখাই যাইত না; তদুপরি 'আরবী শিক্ষাদানের জন্য কোন শিক্ষকও নিয়োগ করা হইত না, যদিও সিলেবাসে 'আরবী ও ফার্সী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ফলে মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত পড়িতে বাধ্য হইত। ফজলুল হক সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলসমূহে 'আরবী শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন (১৯২৪ খৃ.)।

নানা কারণে মুসলমান ছাত্রদের স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়া খুবই কঠিন ছিল। শিক্ষাদরদী ফজলুল হক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য 'রিজার্ভ সিটের' ব্যবস্থা করেন।

১৯২৭ খৃস্টাব্দে প্রধানত ফজলুল হকের উদ্যোগে বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা পার্টি গঠিত হয়। তিনি পার্টির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ভারতের মুসলমানদের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে তিনি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'গোলটেবিল বৈঠক'-এ দুইবার (১৯৩১ ও ১৯৩২ খৃ.) যোগদান করেন এবং বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের বিধান সভায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবী করেন। তিনিই কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হন (১৯৩৫-৩৬ খৃ.)।

তিনি অবিভক্ত ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদেরও সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯৩৫—১৯৩৭ খৃ.)। এই সময় তিনি বিভিন্ন আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বাংলার কৃষককুলকে জমিদারদের উৎপীড়ন হইতে মুক্তি দেন এবং মহাজনদের নিকট হইতে গৃহীত ঋণের বোঝা লাঘব করেন।

১৯৩৭ খৃস্টাব্দে বঙ্গীয় আইন সভার পটুয়াখালী নির্বাচনে তদানীন্তন প্রভাবশালী মন্ত্রী ও উক্ত এলাকার জমিদার খাজা নাজিমুদ্দীন (র.)-কে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করেন। অতঃপর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে এগার সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং তিনি উহার প্রধান মন্ত্রী হন। এই সময় তাঁহারই উদ্যোগে মুসলিম ছাত্রীদের জন্য কলিকাতায় লেডী ব্রাবোর্ন (Brabourne) কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি আধুনিক ভাবধারার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষা পুনর্গঠন করার উদ্দেশ্যে 'মাওলা বখ্‌শ কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা পুনর্গঠিত হয়। ফজলুল হকের প্রচেষ্টায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়। এই বৎসরই তিনি তেজগাঁয়ে অবস্থিত বেঙ্গল এগ্রিকালচার ইনস্টিটিউটের আরও উন্নতি করেন (ডঃ মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৬ খৃ. পৃ. ২৪৮—৪৯)।

২৩ মার্চ, ১৯৪০ খৃস্টাব্দে কা'ইদ-ই-আ'জাম মুহাম্মাদ 'আলী জিন্নাহ' (র.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' তিনিই উত্থাপন করেন। এই লাহোর প্রস্তাবে ভারতের দুই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী করা হইয়াছিল। একই বৎসর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফজলুল হক হল'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং বরিশালের চাখারে 'চাখার কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতকে যুদ্ধে বিজড়িত করে এবং তদানীন্তন Viceroy যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতীয় নেতৃবর্গের সহযোগিতা কামনা করেন। মুসলিম লীগ সহযোগিতার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে; কিন্তু অন্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুসলিমের সহিত ফজলুল হক ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম লীগের অনুমোদন ব্যতিরেকে Viceroy-এর War Council-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ইহাতে এবং সম্ভবত আরও কিছু রাজনৈতিক কারণে মুসলিম লীগের সহিত সাময়িকভাবে ফজলুল হকের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ইহার ফলে তাঁহার মন্ত্রীসভার লীগপন্থী সদস্যগণ তাঁহার প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেন। তিনি তখন তদানীন্তন হিন্দু মহাসভা প্রধান শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সহিত মিলিত হইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন (১৯৪১ খৃ.) যাহা সাধারণ্যে 'শ্যামা-হক' মন্ত্রী সভা নামে পরিচিত। ফলে ফজলুল হক লীগপন্থীদের বিরাগভাজন হন। ১৯৪২ খৃস্টাব্দে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু হয়। এই সময় গভর্নর স্যার হারবার্টের সহিত নীতিগত মতানৈক্য হওয়ায় তিনি ২৮ মার্চ, ১৯৪৩ খৃস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে ইস্তফা দেন।

১৯৪২ খৃস্টাব্দে তিনি মীরাটের (ভারত) অধিবাসী খাদীজাঃ খাতুনকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার একমাত্র পুত্র ফায়জুল হক জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সনে বরিশাল সদর দক্ষিণ ও খুলনার বাগেরহাট কেন্দ্র হইতে তিনি প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং দুইটি কেন্দ্র হইতেই নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ খৃ. তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। মুহাম্মাদ 'আলী জিন্নাহ'-র অনুরোধে ফজলুল হক পুনরায় মুসলিম লীগে যোগদান করেন

(১৯৪৮ খৃ.) (বাংলা বিশ্বকোষ, ৩খ, ২৮১)। এই বৎসর তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ঢাকায় আগমন করেন এবং ঢাকা হাই-কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। চার বৎসর পর তিনি পূর্ব বাংলার অ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন (১৯৫২ খৃ.)। কিছুদিন পর এই পদ ত্যাগ করিয়া তিনি 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' গঠন করেন এবং পুনরায় সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন (১৯৫৩ খৃ.)। তাঁহারই নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক পার্টি, আওয়ামী লীগ ও নেজামে ইসলাম পার্টির সমবায়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করিয়া প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচনে মাত্র ১০টি আসন ব্যতীত সবগুলি আসন লাভ করে। তখন ফজলুল হক হইলেন পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী (১৯৫৪ খৃ.)। কিন্তু অচিরেই যুক্তফ্রন্টের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং মুসলিম লীগ শাসনাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত প্রাদেশিক সরকারের মন কষাকষি চলিতে থাকে।

মন্ত্রীসভা গঠনের কিছুদিন পর ফজলুল হক কলিকাতা গমন করেন। সেইখানে অবস্থানকালে সংবাদপত্রে তাঁহার এক বক্তব্য সম্পর্কে কতগুলি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই সকল রিপোর্টের মর্মকথা ছিল, ফজলুল হক পূর্ববাংলার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা চাহেন এবং পশ্চিম বাংলার সাথে ঘনিষ্টতর সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী। এই সকল রিপোর্টের ভিত্তিতে পাকিস্তান সরকার মাত্র মাসাধিক কাল পূর্বে তাঁহার নেতৃত্বে গঠিত পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করিয়া দেন (পূ. প্র., পৃ. ২৮২) এবং শেরে বাংলা নিজ গৃহে অন্তরীণ হন (৩০ মে, ১৯৫৪ খৃ.)। কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী মুহাম্মদ আলী (বগুড়া) ফজলুল হককে 'পাকিস্তানের আত্মস্বীকৃত রাষ্ট্রদ্রোহী' (self-confessed traitor) বলে আখ্যা দেন (পূ. প্র., পৃ. ২৮২)।

১৯৫৫ খৃস্টাব্দে যখন দ্বিতীয় গণ-পরিষদ (Constituent Assembly) গঠিত হয়, তখন কেন্দ্রীয় সরকার ফজলুল হক-এর সহায়তার প্রয়োজন বোধ করেন এবং তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য আহবান জানান। ফজলুল হক দেশের বৃহত্তর স্বার্থে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এই সময় ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় ফজলুল হককে সম্মানসূচক 'ডক্টর অব-ল' ডিগ্রী প্রদান করে। ফজলুল হক-এর মনোনীত আবু হোসেন সরকার ১৪ অক্টোবর, ১৯৫৫ খৃ. পূর্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইহার কয়েক মাস পর ফজলুল হক নিজে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন (২৩ মার্চ, ১৯৫৬ খৃ.)। প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যদের দলাদলির ফলে আবু হোসেন মন্ত্রীসভার পতন হয়। অতঃপর আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর ফজলুল হক মনে করেন যে, আতাউর রহমান খান আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আস্থা হারাইয়াছেন। সেই কারণে তিনি তাঁহার মন্ত্রীসভা বরখাস্ত করেন। তখন আওয়ামী লীগ প্রভাবিত কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী ফীরূয খান নূন প্রাদেশিক গভর্নর ফজলুল হককে ১ এপ্রিল, ১৯৫৮ খৃ. পদচ্যুত করেন। অতঃপর ফজলুল হক রাজনৈতিক জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

আজীবন দেশ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ পাকিস্তানের সাবেক প্রেসি-ডেন্ট ফীল্ড মার্শাল মুহাম্মাদ আয়ূব খানের সরকার তাঁহাকে 'হিলাল-ই-পাকিস্তান' খিতাবে ভূষিত করেন। ১৯৬২ খৃস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল পূর্বাহ্নে ঢাকা মেডিকেল কলেজে বাংলার এই মহান ব্যক্তির কর্মময় গৌরবোজ্জ্বল জীবনের অবসান ঘটে। ঢাকা শহরের ময়মনসিংহ রোডের পার্শ্বে পুরাতন হাইকোর্ট সংলগ্ন ঐতিহাসিক হাজী শাহবায মসজিদের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বাংলা বিশ্বকোষ, ৩খ, নওরোজ কিতা-বিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৩ খৃ.; (২) খোন্দকার আবদুল খালেক, এক শতাব্দী, ১ম সংস্করণ, ঢাকা, ১৩৬৯ বাং.; (৩) মুহাম্মদ আবদুল খালেক, শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, ১ম সংস্করণ, জ্যোতি বরকত প্রকাশনী, ঢাকা ১৩৮২ বাং.; (৪) মোহাম্মদ মোদাব্বের, ইতিহাস কথা কয়, ১ম সংস্করণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮১ খৃ.; (৫) এম. এ. রহিম, বাংলার মুসল-মানদের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৭৬; (৬) মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ খৃ.।

মোহাম্মদ সিরাজুল হক

ফজলুল হক (فضل الحق : ফাদ্‌লুল-হাক্‌ক) সেলবর্সী আনুমানিক ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে সিলেট জিলার সুনামগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সেলবরস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুহাম্মদ জাহান 'আলী। জাহান 'আলী যুক্তপ্রদেশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাংসারিক ও পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণে তিনি অযোধ্যার এক অপুত্রক নবাবের পোষ্যপুত্ররূপে প্রতি-পালিত হন। যৌবনে জীবিকার সন্ধানে তিনি বাংলাদেশে আসেন এবং সিলেট জিলার সেলবরস গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত তালুকদার পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাকী জীবন তিনি এখানেই থাকেন।

জাহান 'আলী স্বাস্থ্যবান, তেজস্বী ও সুদর্শন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হাফিজ-ই-কুরআন ছিলেন এবং 'আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তারীকাতের শিক্ষা তাঁহার ছিল। তিনি ছিলেন সংসারের প্রতি উদাসীন। তাঁহার তেজস্বিতা ও পৌরুষ এবং সংসারের প্রতি বৈরাগ্য পুত্র ফজলুল হকের জীবনে বহুল পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

ফজলুল হক বাল্যকালেই মেধার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বাড়ীতে কুরআন ও কিছু 'আরবী-ফারসী কিতাব পড়ার পর সুনামগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। ছাত্র হিসাবে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিনয়ী ও চরিত্রবান বলিয়া তাঁহার খুব খ্যাতি ছিল; দশম শ্রেণীতে অধ্যয়ন-কালে এক আকস্মিক ঘটনায় তাঁহার জীবনের মোড় ফিরিয়া যায়। সুনামগঞ্জ স্কুলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফজলুল হক এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে 'সাজাহান' নাটকে মুসলিম বিরোধী উক্তি রহিয়াছে এবং তাহা স্থানীয় মুসলিম জনগণের ও ছাত্র সাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে বিধায় তিনি অন্য কোন নাটক নির্বাচনের কথা বলেন। প্রধান শিক্ষক তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গী মুসলিম ছাত্রদের এই প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া ফজলুল হককে স্কুল হইতে বাহির করিয়া দেন; ইহার পর তিনি আর কোনদিন কোন স্কুলে পড়েন নাই।

ছাত্র জীবন হইতেই ফজলুল হক বিপ্লবী চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। তদানীন্তন ভারতের ইংরেজ শাসনের সমাপ্তি ঘটাইয়া মুসলিমদের হাতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা। তখন বিশ্বময় মুফ্‌তী মুহাম্মাদ 'আব্দুহ ও জামালুদ্দীন আফগানীর আদর্শে মুসলিমগণ অনুপ্রাণিত।

জামালুদ্‌-দীন আফগানীর 'প্যান ইসলামিক' মতবাদে ফজলুল হক মনেপ্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন। আতাতুর্ক কামাল পাশা এবং আনওয়ার পাশার কর্মতৎপরতা তাঁহার জীবনকে বহুলাংশে প্রভাবিত করিয়াছিল। সুনামগঞ্জ তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র নয় দেখিয়া ১৯১৫ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি কলিকাতা চলিয়া যান। সেখানে তিনি জীবিকার জন্য সাংবাদিকতা গ্রহণ করেন এবং সাংবাদিকতার অন্তরালে তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ চলিতে থাকে। ছাত্র জীবনে তাঁহার কিছু কিছু লেখা সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অপরিচিত কলিকাতায় এই সূত্রে তিনি প্রথমে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার পত্রিকায় শিক্ষানবিশী শুরু করেন। ১৯২০ খৃ. হইতে তিনি প্রকৃত-প্রস্তাবে সাংবাদিক জগতে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তিনি এ. কে. ফজলুল হক (র.) সাহেবের প্রথম পর্যায়ের দৈনিক নবযুগের সম্পাদনা বিভাগে যোগদান করেন। কবি নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ দৈনিক নবযুগের সম্পাদনার সাথে যুক্ত ছিলেন (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭ খৃ., পৃ. ৪৩৮)।

সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক বিপ্লব—এই দুই-ই তিনি একই সাথে চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময় তিনি 'আনোয়ার পাশা ছাত্র সমিতি' নামে তরুণদের একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী, আর ফজলুল হক নিজে ছিলেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। ইহার অধীনে একটি নৈশ বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়ে প্রতি রবিবারে এই সমিতির বিতর্ক সভা বসিত। বৃটিশ বিরোধী প্রচার চালানোই ছিল এই সভার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই সময়েই কলিকাতায় 'জিহাদ পার্টি' নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দল গঠিত হয়। এই দলেরও প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন তিনি। প্রতিষ্ঠার সময় হইতে ১৯২১ খৃ. পর্যন্ত ইহার শাখা বাংলা, বিহার, আসাম ও পাটনা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। 'আনোয়ার পাশা ছাত্র সমিতি'-তে যাহারা যোগদান করিত, তাহাদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া যাহাদিগকে যোগ্য মনে করা হইত, তাহাদিগকে 'জিহাদ পার্টি'-তে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইত। খিদিরপুর কবর-স্থানে অবস্থিত ষোলহাজারী মস্‌জিদে এক হাতে আল-কু'রআন ও অন্য হাতে পিস্তল লইয়া সদস্যদের শপথ গ্রহণ করিতে হইত।

ফজলুল হক বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেবল সংবাদপত্রে লিখিয়া এই নিদ্রিত জাতিকে জাগানো যাইবে না। তাই তিনি ধর্ম-সংস্কৃতি-শিক্ষা-তাহযীব-তামাদ্দুন সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়াও মুসলমান-দিগকে জাগাইবার চেষ্টা করিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার আদর্শ ছিলেন মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ, মাওলানা ইসমা'ঈল হোসেন সিরাজী, মুনীরুয্‌যামান ইসলামাবাদী প্রমুখ। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে এবং খিলাফাত আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি বাংলা, আসাম ও বিহারের বহু জায়গায় বক্তৃতা দিয়া বেড়াই-য়াছেন। সুনামগঞ্জের এক বিরাট জনসভায় ব্রিটিশ-বিরোধী বক্তৃতা দিয়া তিনি জেল-হাজতে নীত হন। এই সময়ে সাহিত্যিক ও দুহা-লিয়ার ধনাঢ্য জমিদার আহবাব চৌধুরী তাঁহাকে পাঁচ হাজার টাকার যামিনে মুক্ত করিয়া আনেন।

পরাধীন দেশে বসিয়া সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়ার পথে বহু অন্তরায় দেখিয়া ফজলুল হক মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদের ইঙ্গিতে ১৯২২ খৃস্টাব্দে দেশ ত্যাগ করিয়া স্থলপথে তুরস্ক রওয়ানা হন। ইহার আগেই তাঁহার নামে হুলিয়া ছিল। আফগানি-স্তানের পথে ছদ্মবেশে যাওয়ার সময় পেশাওয়ারে 'শবে কদর' নামক স্থানের এক পুলের উপর তিনি গ্রেফ্‌তার হন এবং বিভিন্ন জেলে বহু-দিন কাটাইয়া অবশেষে আসামের জোরহাট জেলে থাকাকালীন ১৯২৯ খৃ. তিনি মুক্তিলাভ করেন (দৈনিক আজাদ, বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৭ খৃ.)।

এইবার কলিকাতায় ফিরিয়া ফজলুল হক সাপ্তাহিক মোহাম্মদীর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এখানে একাধারে তিনি চার বৎসর কাজ করেন। এই সময় সরকার-বিরোধী সম্পাদকীয় লেখার অপরাধে তাঁহার ছয়মাসের জেল এবং পাঁচ শত টাকা জরিমানা হয়।

১৯২৯ খৃ. 'আল-মুসলিম' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি তিন বৎসর চালু ছিল। তিনি দৈনিক 'তকবীর' নামেও একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। অর্থের অভাবে পত্রিকাটি বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। তাঁহার সাংবাদিক জীবনের এক পর্যায়ে তিনি দৈনিক আজাদের সহিত জড়িত ছিলেন। তিনি নয়া বাংলা, সাপ্তাহিক মুসলিম, সাপ্তাহিক যুগভেরী, অর্ধ সাপ্তাহিক পয়গাম ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদনার সহিত যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানোত্তর কালে তিনি ঢাকার দৈনিক সংবাদ, দৈনিক নাজাত, দৈনিক বুনিয়াদ, মাসিক তর্জমানুল হাদীস প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনায় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় 'ইসলামিস্তান' নামে একটি অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার উদ্যোগও তিনি গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়াও তিনি মোসলেম ভারত, আল-ইসলাম, সওগাত, নূর, সাম্যবাদী, সোনার বাংলা, ইসলাম দর্শন, আজ, দিশারী, মাহে নও প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

ফজলুল হক প্রথম জীবনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় প্রতি-ষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত হওয়ার এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পর তিনি পুরাপুরি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে তিনি 'দি মুসলমান', সম্পাদক মাওলানা মুজিবু'র-রহমান, মাওলানা মুহাম্মাদ 'আলী, মাওলানা শাওকাত 'আলী, মুহাম্মাদ 'আলী জিন্নাহ্‌', আবদুল মতিন চৌধুরী, এ. কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দীন, হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী, হাসরাত আহমাদ মাদানী, মোহন দাশ করমচাঁদ গান্ধী প্রমুখের সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ফজলুল হক 'ধূমকেতু' ছদ্মনামে রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাঁহার বিপ্লবী মনের অনল প্রবাহ দর্শনে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁহাকে 'ফজলুল তুমি জগলুল-সম' বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার ও কবি বে-নজীর আহমদের চেষ্টায় 'আজাদ পার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফজলুল হক সেলবর্সীর সাহিত্যকর্ম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। তিনি গদ্যে-পদ্যে সমান দক্ষ ছিলেন। তাঁহার রচিত 'সেন্ট হেলেনা' শীর্ষক কবিতা এবং মহাকবি ইক্‌বাল রচিত 'তারানা-ই-মিল্লী' কবিতার বঙ্গানুবাদ বাঙ্গালী পাঠকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। 'ওকবা' তাঁহার অন্যতম বৃহত্তম কবিতা। ঐতিহ্যের মর্যাদার প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোষহীন। বাগ্মী বিপীন চন্দ্রপাল প্যান ইসলামী ভাবধারার তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিতেন, ফজলুল হক কঠোর ভাষায় তাঁহার জবাব দিতেন। আনন্দ বাজার পত্রিকা, The Am-

rita Bazar, The Servant, The Englishman, The Forward ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁহার ঐ সকল জবাব প্রকাশিত হইত।

ফজলুল হক যে সকল জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন, তাহা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ভুলবশত সময় সময় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নামে মুদ্রিত হইত। ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইত। তখন ইহা নিরসনের জন্য তিনি তাঁহার নামের শেষে 'সেলবসী' শব্দ যুক্ত করেন।

তিনি বিলাতে গিয়া ব্যারিস্টারী পড়িবার সংকল্প লইয়া তদানীন্তন বিখ্যাত ব্যারিস্টার মুহ'ম্মাদ 'আলী জিন্নাহ' (পরে ক'াইদ-আ'জ'ম)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া একটি বৃত্তির আবেদন করেন। কিন্তু তখন বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তাঁহার বিদেশে যাওয়া হয় নাই।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতিশয় ভদ্র, বিনয়ী ও দৃঢ়চেতা ছিলেন। তিনি অন্যায়ের সহিত কখনও আপোষ করেন নাই। তাঁহার চরিত্র ছিল নিষ্কলুষ। তিনি ছিলেন চিরকুমার। শেষ বয়সে ফজলুল হক সেলবসী নানা রোগ-শোক ও দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে জীবন যাপন করেন। আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁহার চিরসাথী ছিল। শেষের দিকে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের দেড়শত টাকা এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের পঞ্চাশ টাকা মাসিক বৃত্তিই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। নানা দুঃখ-কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বাগ্মী এবং আযাদী আন্দোলনের সংগ্রামী নেতা অগ্নিপুরুষ ফজলুল হক সেলবসী ১৯৬৮ খৃ. ৮ নভেম্বর পচাত্তর বৎসর বয়সে ময়মনসিংহের বারহাট্টা থানার রামারখালি গ্রামে ভগ্নিগৃহে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) পাকিস্তান লেখক সংঘ পত্রিকা, ১৯৬৮-৬৯; (২) দৈনিক আজাদ, বিশেষ সংখ্যা, আগস্ট, ১৯৬৭ খৃ.; (৩) আবু সুফিয়ান, বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস, ঢাকা ১৯৭০ খৃ.; (৪) আল-ইসলাহ, সিলেট, ১৯৬৯ খৃ.; (৫) ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪ খ, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ.।

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ

ফতওয়া (فتوى : ফাত্ওয়া) ধর্মীয় আইন-বিশেষজ্ঞ অথবা মুফ্তী (jurisconsult) কর্তৃক প্রদত্ত বা প্রকাশিত বিধানকে ফাত্ওয়া বলা হয়। বিচারক অথবা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দান ফাত্ওয়ার উদ্দেশ্য। এই ফাত্ওয়ার অনুসরণে বিচারক মোকদ্দমার বিচার করেন এবং ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিগত জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করেন। ফাত্ওয়া অবশ্য পূর্ববর্তী নজীর (Precedent) অনুসরণে দেওয়া হয়। মুফ্তী কেবলমাত্র তাঁহার নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি অনুসারে কোন ফতওয়া দিতে পারেন না যদিও তাঁহার বিচার-বিশ্লেষণে নিজস্ব মত প্রকাশের অবকাশ থাকে। কোন বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফত্ওয়ার প্রয়োজন হয় যখন শারী'আঃ সম্পর্কিত বিধান-গ্রন্থগুলিতে কোন প্রশ্নের সম্যক্ মীমাংসা পাওয়া না যায়। বিধান আছে কিন্তু প্রশ্নকারী সে সম্বন্ধে অবহিত নহে—সাধারণ মুসলিমগণ এমতাবস্থায় মুফ্তীর শরণাপন্ন হন এবং উত্থাপিত প্রশ্নে মুফ্তীর সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করেন। জীবন ধারণ সংক্রান্ত বিধি-বিধানের উৎস চারিটি : কু'রআন, সুন্নাঃ, ইজ্মা' এবং কি'য়াস (এই চারটি প্রবন্ধ দ্র.)। কি'য়াস মুসলিম জীবন-বিধানকে গতিশীল রাখে। মুসলিম জনগণ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইমামগণের কোন একজনের ফাত্ওয়া—যাহা ফিক্'হের গ্রন্থসমূহে সংকলিত, মানিয়া চলেন। ইমামগণ তাঁহাদের অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবলে ইজ্তিহাদ (দ্র.) করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন এবং মুসলিম জগতের ধর্মীয় নেতারূপে স্বীকৃতি পাইয়াছেন। মুফ্তী মুজ্তাহিদ নাও হইতে পারেন; কিন্তু ফাক'ীহ (ফিক্'হ দ্র.) হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তবেই তিনি ফাত্ওয়া দানের যোগ্যতা অর্জন করিবেন এবং তাঁহার ফাত্ওয়া জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হইবে। ইসলামের আদি যুগ হইতে বিভিন্ন ইমাম ও মুফ্তীগণের প্রদত্ত ফাত্ওয়ার বহু সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সমষ্টিগতভাবে এই সংকলনগুলি ফিক্'হ্ নামে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন কতকগুলি ফাত্ওয়া গ্রন্থও মুসলিম জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, যথা : এই উপমহাদেশে ফাতাওয়া 'আলামগ'ীরিয়্যাঃ।

মুসলিম বিশ্বের বেশ কিছু দেশে হ'ানাফী মায্'হাবের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়; অন্যত্র শাফি'ঈ, মালিকী অথবা হ'াম্বালী মায্'হাবের অনুসারীর সংখ্যা বেশী। যে অঞ্চলে যে ইমামের প্রভাব বেশী সে অঞ্চলের রাজশক্তি সেই ইমামের অনুসারিগণের মধ্য হইতে ক'াদ'ী এবং মুফ্তী নিযুক্ত করেন। অন্য মায্'হাব অবলম্বী মুফ্তীকেও মনোনয়ন দান করা হয় যাহাতে ভিন্ন মায্'হাবের অনুসারিগণও তাঁহাদের অবলম্বিত মায্'হাব অনুযায়ী ধর্মীয় নির্দেশ লাভ করিতে পারেন। ঔপনিবেশিক যুগে বহু মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল য়ুরোপীয়দের ক্ষমতাধীন হইয়া পড়ে। তখন ক'াদ'ী এবং মুফ্তীদের আওতা তথাকথিত মুসলিম Personal law-এর গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়। এই গণ্ডিতে ছিল বিশেষত মুসলিম বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং উত্তরাধিকার আইন। অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদেশী শক্তি তাহাদের প্রবর্তিত আইনের মাধ্যমে দেশের লোকের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে। সাম্প্রতিককালে সদ্যস্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে শারী'আত-আইন প্রবর্তনের প্রবণতা দেখা যায়। সেই সকল দেশে পুনরায় মুফ্তীদের ফাত্ওয়া মর্যাদাপ্রাপ্ত হইবে। ফাত্ওয়ার অপব্যবহারে মুসলিম জগতে বহু অনর্থেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণ মতানৈক্যের কারণে কিংবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বা ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'আলিম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কুফরের ফাতওয়া জারী করিয়াছেন। রাজনৈতিক কারণে, দেশীয় বা বিদেশী রাজশক্তির প্ররোচনায় কতিপয় প্রতিপক্ষের বা কোন সংস্কার-পন্থী দলের বিরুদ্ধে জিহাদের ফাত্ওয়া প্রচার করিয়াছেন। শী'আঃ, সুন্নী, খারিজী, মু'তাযিলা, ওয়াহ্হাবী ইত্যাদি মতবাদের পক্ষে বিপক্ষে বহু ফাত্ওয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই সকল ফাত্ওয়ার প্রভাব সাধারণ মুসলিম জনগণের মধ্যে বিস্তৃত হওয়ার দরুন বিস্তর হানাহানি হইয়াছে এবং মুসলিম সমাজ বহু দলে উপদলে বিভক্ত হইয়াছে, অথচ ইসলামের বুনয়াদী (fundamentals) ব্যাপারসমূহে সকল দলের মধ্যে মোটামুটি মতৈক্য রহিয়াছে। বর্তমান কালের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নানা অবস্থার চাপে মুসলিম দেশগুলি ক্রমে বুনয়াদী মতৈক্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদানের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Juynboll, Handbuch d. Islamischen Gesetzes, p. 54 প., 320, 339; (২) Lane, Modern Egyptians, chapt. iv.; (৩) Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr. ii., 378 প.; (৪) Macdonald, Development of Muslim Theology etc., 115 প., 227 প.।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

ফয়জুন্নেসা (فيض النساء : ফায়দু'ন-নিসা') নওয়াব, ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জিলার লাকসামের অন্তর্গত পশ্চিমগাঁও

গ্রামে এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মিরযা হ'সায়ন 'আলী চৌধুরী এবং মাতার নাম আফরু'ন-নিসা। তাঁহার ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ আমীর মিরযা আগাওয়ান খাঁ দিল্লীর বাদশাহ 'আলাম (বাহাদুর শাহ)-এর নির্দেশে প্রজা-বিদ্রোহ দমনের জন্য বাংলাদেশে আসেন। আগাওয়ান খাঁ বীরত্ব ও বিচক্ষণতার পারিতোষিকস্বরূপ পূর্বজাহাঙ্গীর নগরের অধীন ত্রিপুরার অন্তর্গত হ'মনাবাদ (হুমায়ূনাবাদ) পরগণার জায়গীরদারী লাভ করেন এবং পুত্র আমীর মিরযা আবরু খাঁ-কে জমিদারীর ভার দিয়া এই দেশে রাখিয়া দিল্লী ফিরিয়া যান।

ফয়জুন্নেসা বাল্যকালে পিতৃগৃহে তাজু'দ-দীন নামক এক উস্তাদের কাছে লেখাপড়া শিখেন। তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা ছিল প্রবল। কোন স্কুল-কলেজে না গিয়া পর্দার অন্তরালে থাকিয়াও নিজের কঠোর সাধনাবলে তিনি 'আরবী, ফারসী, উর্দূ, বাংলা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

১৮৪৪ খৃস্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ইহার কয়েক বৎসর পর সম্ভবত ১৮৫০ খৃস্টাব্দে তাঁহার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বাউক সারের জমিদার মুহ'ম্মাদ গ'াযী চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিছুদিন ঘর-সংসার করার পর তিনি দুইটি কন্যা সন্তান লাভ করেন। পরে পারিবারিক কারণে সম্ভবত ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদ ঘটিলে তিনি পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু স্বামীর প্রতি তাঁহার ভক্তি ও ভালবাসা কোনদিন ম্লান হয় নাই।

পিতার লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারীর মালিক হইয়া তিনি জনহিতকর কার্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি ছিলেন শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত, সুসাহিত্যিক, প্রজারঞ্জক ও জনকল্যাণে উৎসর্গকৃত-প্রাণ। প্রজাদের পানির কষ্ট দূরীকরণার্থে দীঘি-পুষ্করিণী খনন, চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, শিক্ষা প্রসারের জন্য মাকতাব ও মাদ্রাসা স্থাপনার্থে তিনি বিস্তর অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরার তদানীন্তন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস সাহেব বহু জনহিতকর কার্যে হাত দেন এবং এতদঞ্চলের ধনী ও জমিদারদের কাছে সাহায্য চাহিয়া ব্যর্থ হন। ফয়জুন্নেসা ডগলাসের জনহিতকর কাজের জন্য অকাতরে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেন। তাঁহার জনকল্যাণমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে নওয়াব খিতাবে ভূষিত করেন। তদানীন্তন ভারতের অন্য কোন মহিলা নিজ গুণে এই খিতাব লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি শারী'আতের অনুসারি ও পরহেযগার ছিলেন। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা বদরুন্-নিসা, জামাতা ও নাতিসহ হ'জ্জ পালন করেন। তিনি 'আরব দেশে মকতব, মাদ্রাসা ও মুসাফির খানাহ নির্মাণ করেন এবং মক্কার মাদ্রাসা-ই-স'াওলাতিয়্যাঃ ও ফুরক'ানিয়্যাঃ মাদ্রাসার জন্য মাসিক সাহায্যও বরাদ্দ করেন।

যে কালে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি মুসলিম সমাজ বীতশ্রদ্ধ ছিল, সেই সময় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ফয়জুন্নেসা ইংরেজী শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ, ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মকতব-মাদ্রাসা এবং স্ত্রী শিক্ষার জন্য মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথমে পশ্চিমগাঁও-এ নিজ বাড়ীর মসজিদে ইসলামী শিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পরে তাহা Reformed Madrasah (যাহাতে 'আরবী ও ইসলামিয়্যাতের সহিত ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল)-য় রূপান্তরিত হয় এবং আরও পরে উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে উন্নীত হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি ফয়জুন্নেসা ডিগ্রী কলেজরূপে বিদ্যমান। পশ্চিমগাঁও-এ একটি মধ্য ইংরেজী স্কুল স্থাপন করা হয়। ১৯০১ খৃ. ইহা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার নামে বদরুন্-নিসা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। পশ্চিমগাঁও-এর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কুমিল্লার নানুয়া দীঘির পাড়ের ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয় তাঁহারই কীর্তি। শেষোক্ত স্কুলটি বর্তমানে শৈলরাণী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগরূপে পরিচালিত হইতেছে। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও নওয়াব ফয়জুন্নেসা সেইদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে 'ফয়জুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' নামে কুমিল্লা শহরে সর্বপ্রথম মহিলা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। হোস্টেলে থাকিয়া শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়ার জন্য ইহার সংগে মুসলিম মেয়েদের জন্য একটি হোস্টেলও প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছাত্রীদিগকে মাসিক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। উল্লেখযোগ্য যে, যেই যুগে মুসলিম ছেলেরাই ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত ছিল না, সেই যুগে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন নিঃসন্দেহে দুঃসাহস ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। শিক্ষা, সৎকর্ম ও গরীব-দুঃখীর সাহায্যে ফয়জুন্নেসার প্রকাশ্য দানের চেয়ে অপ্রকাশ্য দান ছিল আরও বেশী। ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে কুমিল্লা কলেজ স্থাপনের সময়ও তিনি বহু অর্থ দান করিয়াছেন।

লাকসাম দাতব্য চিকিৎসালয় তাঁহারই দানে স্থাপিত ও পরিচালিত। তিনি মহিলাদের চিকিৎসার জন্য 'ফয়জুন্নেসা জেনানা হাসপাতাল' নামে কুমিল্লার চর্থায় একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। বর্তমানে ইহা নওয়াব ফয়জুন্নেসা ফিমেল ওয়ার্ড নামে কুমিল্লা সদর হাসপাতালের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে।

তিনি নিজ বাড়ীতে 'ফয়জুন্নেসা পুস্তকালয়' নামে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন এবং তাহাতে দেশ-বিদেশের বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তিনি ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক। তাঁহার রচিত গদ্য-পদ্যমিশ্রিত কাহিনী-কাব্য 'রূপজালাল' পৌণে পাঁচশত পৃষ্ঠার একটি বৃহৎ গ্রন্থ, ইহা ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের বিড়ম্বনা ও বঞ্চনারই একটি আলেখ্য তিনি রূপ ও জালালের কাহিনীর মাধ্যমে অঙ্কিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির ভাষা-সৌকর্য্য ও রচনা-শৈলী প্রশংসনীয়। সমালোচকের দৃষ্টিতে ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপাল কুণ্ডলা' উপন্যাসের সহিত তুলনীয়। গ্রন্থখানিতে তাঁহার 'আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, উর্দূ ও বাংলা জ্ঞানের পরিচয় পরিস্ফুট। ইহা ছাড়াও তাঁহার রচিত 'সঙ্গীত লহরী' ও 'সঙ্গীত সমীক্ষা' নামে দুইখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে এই বিদুষী, জনহিতৈষী ও মহীয়সী মহিলা ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা. ১৯৭৬ খৃ., ৪থ, ২৮৩; (২) কৈলাস চন্দ্র সিংহ. রাজমালা, কলিকাতা, পৃ. ৪৩৫, ৫৩৪; (৩) ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী, রূপ জালাল, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লণ্ডন (ক্রমিক নং ১৪১৮), ১৮৭৬ ইং.; (৪) বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১৯৭১—৭২; (৫) শাহ সৈয়দ এমদাদুল হক, হোসনাবাদের ইতিহাস, ১৯০৮ খৃ.; (৬) কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় শত বার্ষিকী স্মরণিকা, কুমিল্লা ১৯৭৩ খৃ.; (৭) মোহাম্মদ মনসুর-উদ-দীন, বাংলা সাহিত্যে

List>

 ফররুখ আহমদ, কবি

মুসলিম সাধনা, ঢাকা ১৯৮০ খৃ. পৃ. ১৪৩ ; (৮) ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩ খ, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ২২৯ ; (৯) আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা পৃ. ১৯৫ ; (১০) নীলুফার বেগম, নবাব ফয়জুন্নেসা, ঢাকা, ১৯৮০ খৃ.।

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ

ফররুখ আহমদ (فروخ احمد : ফাররূখ আহ'মাদ) ইসলামী রেনেসাঁর কবি। তাঁহার জন্ম যশোহর জিলার মাঝআইল গ্রামের এক সায়্যিদ পরিবারে ১৯১৮ খৃ. ১০ জুন ও মৃত্যু ১৯৭৪ খ. ১৯ অক্টোবর ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেন কলোনীতে। তাঁহার কবর ঢাকার শাহজাহানপুরে কবি বে-নজীর আহমদের পারিবারিক গোরস্থানে। তিনি তাঁহার ভাইদের মধ্যে দ্বিতীয়। তাঁহার পিতা খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী অবিভক্ত বাংলার একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম রওশন আখ্তার জাহান।

শিশু বয়সেই তাঁহার মাতার মৃত্যু ঘটিলে দাদীর কাছে তিনি লালিত-পালিত হন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা-জীবনের সূত্রপাতও তাঁহার হাতেই। পরে কিশোর বয়সেই তিনি (১৯২৭ ইং, সাল) কলিকাতায় যান। সেখানে তালতলা মডেল স্কুলে তিনি কিছুদিন পড়াশুনা করেন। ১৯৩৭ খৃ. খুলনা জিলা স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতার রিপন কলেজের ছাত্র হিসাবে তিনি আই. এ. পাস করেন ১৯৩৯ খৃ.। অবশ্য তিনি কিছুকাল কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং সিটি কলেজেরও ছাত্র ছিলেন। আই. এ. পাশ করার পর প্রথমে তিনি দর্শন ও পরে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সে ভর্তি হন। কিন্তু নানা কারণে পড়াশুনা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। তাঁহার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-জীবনের শেষ এইখানেই।

স্কুল জীবনেই তাঁহার কবি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ফররুখ আহমদের শিক্ষক কবি আবুল হাশিমের মতে তাঁহার প্রথম কবিতাটি প্রকাশিত হয় খুলনা জিলা স্কুল 'ম্যাগাজিনে। কলেজ জীবনেই তিনি একজন তরুণ প্রতিভাবান কবি হিসাবে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হইবার পর পরই তাঁহার কবিখ্যাতির বিস্তার ঘটে ব্যাপক-ভাবে। পরবর্তীকালে 'সাত সাগরের মাঝি' শিরোনামেই ফররুখ আহমদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ খৃ.। ইহার প্রকাশক ছিলেন কবি বে-নজীর আহমদ। ইসলামের ঐতিহ্যই ছিল ফররুখ আহমদের কাব্য-ভাবনার উৎস এবং ইসলামের শাশ্বত বাণীকেই তিনি পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাইয়াছেন তাঁহার সমগ্র কাব্যকর্মের মাধ্যমে।

কবিতার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রজ কবি নজরুল ইসলামের অনুসারী হইলেও তাঁহার প্রকাশ ভঙ্গি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁহার প্রতীকী-শব্দ এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার ছিল আলাদা ধাঁচের। 'আরবী ও ফারসী শব্দের বহুল এবং সার্থক সুন্দর ব্যবহার ফররুখ আহমদের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ক্ষেত্রে পুথি সাহিত্য তাঁহার সহায়ক হইয়াছিল।

ত্রিশ দশকে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলিম তরুণ কবি-সাহিত্যিক-দের মধ্যে ফররুখ আহমদ ছিলেন সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আকালের প্রেক্ষিতে রচিত ফররুখ আহমদের 'লাশ' এবং রাসূল (স')-এর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত তাঁহার 'সিরাজাম মুনীরা' কবিতা দুইটি বাংলা কাব্যে এক অনন্য সংযোজন। তাঁহার ব্যঙ্গ-নাটক 'রাজরাজড়া', কাব্য-নাটক 'ঐতিহাসিক-অনৈতি-হাসিক', 'নসিহত নামা' এবং 'তসবির নামা' এক সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। একজন শক্তিশালী সনেট রচয়িতা হিসাবেও তিনি পরিচিত।

১৯৪১ খৃস্টাব্দের দিকে ফররুখ আহমদ 'কাব্যে আমপারা' রচনায় হাত দিয়াছিলেন কিন্তু ইহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। মাসিক মোহাম্মদী এবং সওগাত-এ তাঁহার কিছু কিছু সূরার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। কাব্যে কুরআন (ভাবানুবাদ) শিরোনামে মাসিক মোহা-ম্মদীর ১৫ শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় (পৌষ, ১৩৪৮) আমপারা হইতে মোট ১১টি সূরা স্থান পায়। সেইগুলি হইতেছে—সূরা নাস, ফালাক', ইখ্লাস', লাহাব, নাস্'র, কাফিরূন, কাওছ'ার মা'উন, কু'রায়শ, ফীল ও হুমাযাঃ। ইহাছাড়া সূরা আর্-রাহ্'মানের কাব্যানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল একই মাসিকে।

তাহা ছাড়া সওগাত, ফাগুন, ১৩৪৮ সংখ্যায় সূরা 'আলাক' ও সূরা ইন্শিরাহ' এবং সওগাত, চৈত্র, ১৩৪৮ সংখ্যায় সূরা দে'াহ'া ও সূরা শাম্স-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

প্রথম জীবনে বেশ কয়টি ছোট গল্পও তিনি লিখিয়াছিলেন। 'সিকান্দর শাহ্র ঘোড়া' নামে তিনি একখানি উপন্যাস রচনা শুরু করিয়াছিলেন। উপন্যাসটির কিছু অংশ কাজী আফসার উদ্দিন সম্পাদিত 'মৃত্তিকা'য় আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৫৩, ৬ষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শিশু-কিশোরদের জন্যও অসংখ্য লেখা তিনি লিখিয়াছেন। ইহার কিছু কিছু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি একজন সফল গীতিকারও ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি গান জন-প্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। অনেকের অভিমত, 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্য গ্রন্থটিই ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ রচনা। কাহারও কাহারও মতে 'হাতেম তায়ী' কাব্য গ্রন্থটিই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার।

১৯৪৩ খৃস্টাব্দে ফররুখ আহমদ প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ করেন আই. জি. প্রিজন্স অফিসে। ১৯৪৪ খৃ. তিনি সিভিল সাপ্লাই অফিসে কাজ করেন। অতঃপর 'মোহম্মদী' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে তিনি যোগদান করেন। বিভিন্ন কারণে সেখানে তিনি নিজকে বেশী দিন যুক্ত রাখেন নাই।

জলপাইগুড়ি জিলার একটি ফার্মেও তিনি কিছুদিন কাজ করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে তিনি ঢাকা রেডিওতে যোগ দেন স্টাফ আর্টিস্ট হিসাবে। প্রথমে অনিয়মিত ও পরে নিয়মিতভাবে তিনি এই চাকুরী করেন। ফররুখ আহমদ ছিলেন ঢাকা রেডিওর শিশুদের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং পরিচালক। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি রেডিওর স্টাফ আর্টিস্ট হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।

ব্যক্তি জীবনে ফররুখ আহমদ ছিলেন সাদাসিধা, যদিও প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী। যৌবনে বামপন্থী আন্দোলনের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। পরবর্তীকালে ইসলামের শাশ্বত বাণী ফররুখ আহমদের জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটায়। বিখ্যাত ওয়ালী মরহূ'ম অধ্যাপক 'আব্দুল খালেক-এর সান্নিধ্যে আসিবার পরে ইসলাম সম্পর্কে তাঁহার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফররুখ আহমদ ছিলেন অত্যন্ত নীতিনিষ্ঠ ব্যক্তি। শেষ জীবনে তিনি চরম আর্থিক অনটনে নিপতিত হন।

ফররুখ আহমদের প্রকাশিত গ্রন্থ : সাত সাগরের মাঝি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৪৪ ইং. ; সিরাজাম মুনীরা, তমদ্দুন প্রেস, ঢাকা ১৯৫২ খৃ. ; নওফেল ও হাতেম, লেখক সংঘ পাকিস্তান, ১৯৬১ খৃ. ; পাখীর বাসা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৫ খৃ. ; মুহূর্তের কবিতা,

List>

বার্ডস এ্যাণ্ড বুক্স, ঢাকা ১৯৬৩ খৃ.; হাতেম তায়ী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৬ খৃ.; নতুন লেখা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৬৯; হরফের ছড়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০ খৃ.; ছড়ার আসর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭০ খৃ.; শ্রেষ্ঠ কবিতা, ফররুখ স্মৃতি তহবিল, চট্টগ্রাম, ১৯৭৫ খৃ.; নয়া জামাত (সংকলন), আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৭৯ খৃ.; ফররুখ রচনাবলী, বাংলা একাডেমীর পক্ষে আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭৯ খৃ.; কাফেলা, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা বিভাগ, ১৯৮০ খৃ.; চিড়িয়াখানা, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী, ১৯৮০ খৃ.; হাবেদা মরুর কাহিনী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮১ খৃ.; ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী ১৯৮১ খৃ.; আজাদ কর পাকিস্তান, মৃত্তিকা সাহিত্য সদনের পক্ষে কাজী আফছার উদ্দিন আহমদ, কলিকাতা, তা. বি.।

কবি স্বীকৃতির পুরস্কার: কবিতার জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬০ খৃ. ও একই বৎসর ফেলো নির্বাচিত; প্রাইড অব পারফরমেন্স প্রেসিডেন্ট পুরস্কার, ১৯৬৫ খৃ. মহাকাব্য হাতেম তায়ীর জন্য আদমজী পুরস্কার, ১৯৬৬ খৃ.; পাখীর বাসা-র জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার, ১৯৬৬ খৃ.; মরণোত্তর ২১শে পদক, ১৯৮১ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ফররুখ রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৯ খৃ.; (২) ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ফররুখ স্মৃতি তহবিল ১৯৭৫ খৃ.; (৩) মোহাম্মদ মাহ্ফুজ উল্লাহ্, সাহিত্য ও সাহিত্যিক, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৮ খৃ.; (৪) ঐ লেখক, সাহিত্যের রূপরেখা, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৮১ খৃ.; (৫) সাজ্জাদ হোসাইন খান, সোনালী শাহজাদা, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৮২ খৃ.; পৃ. ৯৭; (৬) সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, কবি ফররুখ আহমদ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৬৯ খৃ.; (৭) মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, বইঘর, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৫২২ খৃ., (৮) ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৩৪৪; (৯) হাসান হাফিজুর রহমান, আধুনিক কবি ও কবিতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৩ খৃ., পৃ. ২২৫—২৪২।

সাজ্জাদ হোসাইন খান

ফরাইয (فرائض : ফারাা'ইদ'), (فريضة ফারীদ'া শব্দের বহুবচন)-এর অর্থ আল্লাহ্র নির্ধারিত ব্যবস্থা বা বখ্রা। শারী'আতের পরিভাষায় 'ফারাাইদ'' শব্দে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে উত্তরাধিকারিগণের জন্য নির্দিষ্ট অংশসমূহ বুঝায়। কু'রআনে উত্তরাধিকারী আইনবিষয়ক আয়াতগুলিতে (৪ : ১১, ১২, ১৭৬) ছয় প্রকার অংশের উল্লেখ রহিয়াছে। উহা হইতেছে ১/২, ১/৪, ১/৮, ২/৩, ১/৩ ও ১/৬। যে সকল উত্তরাধিকারীর জন্য উল্লিখিত নির্দিষ্ট অংশ কু'রআনে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদিগকে ذو و الفروض বা ذو و الفرائض বলা হয় এবং ذوو-এর স্থলে اصحاب শব্দের ব্যবহার আছে, যথা: اصحاب الفروض। ইসলামী জ্ঞানের যে শাখায় এই নির্দিষ্ট অংশগুলির ভিত্তিতে উত্তরাধিকার বণ্টন পদ্ধতি আলোচনা করা হয় তাহাকে 'ইলমু'ল-ফারাা'ইদ' বা উত্তরাধিকার বিজ্ঞান বলা হয়।

কু'রআনে মৃত ব্যক্তির কন্যা, স্বামী, মাতা-পিতা, স্ত্রী, বৈপিত্রেয় ভ্রাতা-ভগিনী এবং আপন ভগিনী অর্থাৎ মাতা-পিতা উভয়ের দিক হইতে ভগিনীদের জন্য নির্ধারিত অংশ উল্লেখ করা হইয়াছে। হ'াদীছ' দ্বারা অবস্থা বিশেষে কন্যার বিধানটি পুত্রের কন্যার প্রতি, মাতার বিধানটি 'দাদী' ও নানী'র প্রতি এবং পিতার বিধানটি 'দাদা'র প্রতি প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকেও আস্'হ'াবু'ল-ফুরূদ'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বারটি শ্রেণীর উত্তরাধিকারী আস্'হ'াবু'ল-ফুরূদ'রূপে গণ্য। তাহারা হইতেছে: ১। পিতা; ২। দাদা, দাদার পিতা, দাদার দাদা এইভাবে উর্ধ্বতন পুরুষ; ৩। বৈপিত্রেয় ভাই; ৪। স্বামী; ৫। স্ত্রী; ৬। কন্যা; ৭। পুত্রের কন্যা, পুত্রের পুত্রের কন্যা, এইভাবে অধঃস্তন পুরুষযোগে কন্যা; ৮। আপন ভগিনী; ৯। বৈমাত্রেয়ী ভগিনী; ১০। বৈপিত্রেয়ী ভগিনী; ১১। মাতা; ১২। নানী, নানীর মা—এইভাবে স্ত্রীলোক যোগে উর্ধ্বতন নানী ও পিতার মা, এইভাবে পুরুষযোগে উর্ধ্বতন দাদী।

আস্'হ'াবু'ল-ফুরূদ'কে তাহাদের নির্ধারিত অংশ দিয়া যদি সম্পূর্ণ সম্পত্তি নিঃশেষ না হয় তবে বাকী সম্পত্তি যাহাদিগকে দিবার বিধান রহিয়াছে তাহাদিগকে 'আস'াবাঃ عصبة (Residuary) বলা হয়। তাহারা হইতেছে: (১) মৃতের পুত্রগণ, (পুত্রের সহিত কন্যা থাকিলে পুত্র ও কন্যা অংশের যথাক্রমে অনুপাত হইবে ২ : ১ (অর্থাৎ و للذكر مثل حظ الانثيين : পুরুষের অংশ স্ত্রীর অংশের দ্বিগুণ)। পুত্রের অবর্তমানে পুত্রের পুত্রগণ, (পুত্রের পুত্র ও কন্যা উভয়ই থাকিলে অংশের অনুপাত ২ : ১), এইভাবে পুরুষযোগে পুত্রের অবর্তমানে অধঃস্তন পুত্র-কন্যাগণ, ইহারা প্রথম শ্রেণীর 'আস'াবাঃ; (২) মৃতের পিতা, পিতার অবর্তমানে দাদা, এইভাবে পুরুষযোগে নিকটতম দাদার অবর্তমানে পুরুষযোগে উর্ধ্বতন দাদা; ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর 'আস'াবাঃ; (৩) আপন ভাই (আপন ভাইয়ের সহিত আপন ভগিনী থাকিলে অংশের অনুপাত ২ : ১ হইবে); আপন ভাইয়ের অবর্তমানে বৈমাত্রেয় ভাই (বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সহিত বৈমাত্রেয়ী ভগিনী থাকিলে অংশের অনুপাত ২ : ১ হইবে); এতদুভয়ের অবর্তমানে আপন ভাইয়ের কেবলমাত্র পুত্র বা পুত্রগণ এবং তাহাদের অবর্তমানে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কেবলমাত্র পুত্রগণ 'আস'াবাঃ হইবে, ইহারা তৃতীয় শ্রেণীর 'আস'াবাঃ। (৪) পিতার আপন ভাই (ভগিনী নহে): তাহার অবর্তমানে পিতার বৈমাত্রেয় ভাই। এতদুভয়ের অবর্তমানে পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র (কন্যা নহে) 'আস'াবাঃ হইবে, ইহারা চতুর্থ শ্রেণীর 'আস'াবা। অবশ্য মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে প্রথমে তাহার কাফন-দাফন প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে, অতঃপর তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, তাহার কোন ওয়াসি'য়্যাঃ (وصية-Will) থাকিলে বাকী সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশে যতটা সম্ভব ওয়াসি'য়্যাঃ পালন করিবার পরে অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা শারী'আতের বিধান। বণ্টন-নীতি নিম্নরূপ:

মৃতের যদি পুত্র না থাকে এবং একটি মাত্র কন্যা থাকিলে সে অর্ধেকের অধিকারিণী হইবে; দুই জন অথবা ততোধিক কন্যা থাকিলে সম্পত্তির ২/৩ অংশ তাহাদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা হইবে। মৃতের পুত্র-কন্যা যদি না থাকে তবে মৃতের পুত্রের কন্যাগণ এবং মৃতের পুত্রের কন্যাগণও যদি না থাকে তবে মৃতের আপন ভগ্নি, আপন ভগ্নি না থাকিলে মৃতের বৈপিত্রেয়ী ভগ্নি পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে অংশ পাইবে (৪ : ১১ এবং ১৭৬)। মৃতের সন্তানাদি বা মৃতের পুত্রের সন্তানাদি না থাকিলে মৃতের মাতা সম্পত্তির ভাগ ১/৩ পাইবে। মৃতের সন্তান বা পুত্রের সন্তান থাকিলে অথবা মৃতের দুই বা ততোধিক ভ্রাতা ও ভগ্নি থাকিলে মাতা ১/৬ পাইবে (৪ : ১১)। তদ্রূপ মৃতের সন্তানাদি থাকিলে তাহার পিতা ১/৬ পাইবে, অন্যথায় পিতা হইবে 'আস'াবাঃ অর্থাৎ যথাযথ বণ্টনের পর পিতা বাকী সব

List>

সম্পত্তি লাভ করিবে। মৃতের পুত্র-কন্যা বা পুত্রের পুত্র-কন্যা বা দাদা না থাকিলে বৈপিত্রেয় ভ্রাতা বা বৈপিত্রীয় ভগিনী একজন থাকিলে সে $\frac{1}{6}$ পাইবে এবং দুই বা ততোধিক থাকিলে সম্পত্তির $\frac{1}{3}$ অংশ তাহাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করা হইবে। মৃত নারীর পুত্র বা কন্যা না থাকিলে স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তির $\frac{1}{2}$ পাইবে, কিন্তু সন্তান-সন্ততি থাকিলে স্বামী $\frac{1}{4}$ ভাগ পাইবে। অনুরূপভাবে মৃত স্বামীর পুত্র বা কন্যা থাকিলে স্ত্রী $\frac{1}{8}$ এবং স্বামীর সন্তানাদি না থাকিলে স্ত্রী $\frac{1}{4}$ পাইবে। মৃতের একাধিক স্ত্রী থাকিলে উক্ত অংশ ($\frac{1}{8}$ বা $\frac{1}{4}$) তাহাদের মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত হইবে।

আস'হ'াবু'ল-ফুরূদ'-এর জন্য কু'রআানে নির্ধারিত অংশ তাহাদিগের মধ্যে বন্টন করার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা মৃতের উল্লিখিত চারি প্রকার 'আস'াবার প্রথম শ্রেণীর 'আস'াবার মধ্যে "পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান" এই নীতিতে বিভক্ত হইবে। প্রথম শ্রেণীর 'আস'াবাঃ না থাকিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর আস'াবা বাকী সম্পত্তি পাইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর 'আস'াবাঃ না থাকিলে বাকী সম্পত্তি তৃতীয় শ্রেণীর 'আস'াবাঃর মধ্যে এবং তৃতীয় শ্রেণীর 'আস'াবাঃও যদি না থাকে তবে চতুর্থ শ্রেণীর 'আস'াবার মধ্যে বাকী সম্পত্তি বিতরিত হইবে। ইহারাও যদি না থাকে এবং মৃত ব্যক্তি যদি কাহারও আযাদ করা দাস হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার আযাদকারী এবং আযাদকারীর অবর্তমানে আযাদকারীর 'আস'াবাঃ বাকী সম্পত্তি পাইবে। তাহারা না থাকিলে মৃতের সহিত স্ত্রীলোকের মধ্যস্থতায় সম্পর্কিত আত্মীয়দের (ذوى الارحام) মধ্যে, তাহারা না থাকিলে মৃতের আযাদকৃত দাস বা তাহার 'আস'াবাদের মধ্যে এবং তাহারাও না থাকিলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় নহে এমন কোন ব্যক্তির সহিত মৃত ব্যক্তি যদিও কোন সম্পর্ক স্থাপন করিয়া থাকে তবে সে অথবা তাহার আত্মীয় পাইবে। এইরূপ কোন ব্যক্তিই না থাকিলে সম্পত্তি ইসলামী হ'কূমাতের বায়তু'ল-মালে জমা হইবে। সম্পত্তির মালিক জীবিত থাকিতে তাহার কোন পুত্রের মৃত্যু হইলে ও সেই পুত্রের কোন সন্তান থাকিলে সেই সন্তান মালিকের অপর পুত্র বা পুত্রগণের বর্তমানাবস্থায় মৃতের উত্তরাধিকারী হয় না। এরূপ পৌত্র-পৌত্রীকে মালিক জীবিত থাকিতে কিছু দান করিয়া অথবা মৃত্যুকালে সম্পত্তির $\frac{1}{3}$ পর্যন্ত ওয়াসি'য়্যাত করিয়া যাইতে পারে। তাহাকে মালিকের অপর পুত্র বা পুত্রগণের সহিত অংশীদাররূপে গণ্য করা শারী'আতবিরুদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হ'াদীছ' ও ফিক্'হ গ্রন্থসমূহের ফারাাই'দ' সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি ছাড়াও Th. W. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes (Leyden 1910), p. 237 and 356 প.; (২) E. Sachau, in Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften, 1894, i. 159-210; (৩) L. W. C van den Berg. in Bijdragen tot de Taal, Landen Volkenkunde van Nederl—Indie, series 5, vii 500 প.; (৪) Bergstrasser, Grundzuge des islamischen Rechts (Berlin—Leipzig 1935), p 91 প.; (৫) F. Peltier and G. H. Bousquet, Les Successions agnatiques mitigees, Paris 1935. মীরাাছ' প্রবন্ধও দেখুন।

ফাতিমা (فاطمة ঃ ফাতি'মাঃ) (রা) হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এবং তাঁহার প্রথমা পত্নী খাদীজাঃ (রা)-এর কন্যা। সম্ভবত ৬০৫ খৃস্টাব্দে মক্কা নগরীতে তাঁহার জন্ম হয়। 'আরবী ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থগুলিতে তাঁহার জীবনকাল সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। H. Lammons তাঁহার রচিত Fatima et les filles de Mahomet (Rome 1912) প্রবন্ধে এই উক্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া (যদিও তাঁহার পরীক্ষা বস্তুতাত্ত্বিক মনোভাব হইতে বহু দূরে) মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিজ্রাতের পর 'আলী (রা) অথবা যায়দ ইব্ন হ'ারিছ'াঃ (রা) তাঁহাকে মদীনায় লইয়া আসেন এবং বদ্রের যুদ্ধের পর হযরত 'আলী (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মতান্তরে উহ'দের যুদ্ধের পর এই বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র হ'াসান এবং হ'সায়ন সম্ভবত চতুর্থ এবং পঞ্চম হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শী'আঃ জনশ্রুতি অনুসারে মুহ'াস্সিন নামক তৃতীয় পুত্রটি শৈশবেই মারা যায়। তাঁহাদের দুইটি কন্যার নাম যায়নাব এবং উম্মু কুল্ছূ'ম। উম্মু কুল্ছূ'ম ফাতি'মাঃ (রা)-এর জীবনাবসানের অব্যবহিত পূর্ব বৎসরে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপ কয়েকটি কথা ব্যতীত তাঁহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। উত্তর হি'জাযের মরূদ্যান বিজয়ের পর হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার স্ত্রী (রা)-গণের জন্য যেমন বাৎসরিক ভাতা নির্ধারণ করিয়াছিলেন, ফাতি'মাঃ (রা)-এর জন্যও সেইরূপ নির্ধারণ করেন। তাঁহার ভাগে পড়িয়াছিল ৮৫ বস্তা গম। অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়কালে ফাতি'মাঃ (রা) মুহ'াম্মাদ (স')-এর সঙ্গে ছিলেন। দশম হিজরীতে বিদায় হ'াজ্জে এবং পিতার মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার নিকট ছিলেন। একটি হ'াদীছে' বর্ণনা পাওয়া যায়, সূরাঃ আন-নাস্'র নাযিল হওয়ার পর হযরত (স') তাঁহার কন্যাকে বলিলেন যে, তাঁহার ইন্তিকাল সন্নিকট। হযরত ফাতি'মাঃ কাঁদিতে লাগিলে নবী (স') তাঁহাকে চুপে চুপে বলিলেন ঃ "আমার পরিজনের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সহিত (পরজগতে) মিলিত হইবে।" ইহাতে হযরত ফাতি'মাঃ কান্না ভুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

অধিকতর নির্ভরযোগ্য মতে—নবী (স')-এর ইন্তিকালের পর হযরত ফ'াতি'মাঃ (রা) কেবল ছয়মাসকাল জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। ১১/৬৩৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পিতার ইন্তিকালের পর ১ম খালীফাঃ হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর নিকট 'ফাদাক' নামক মরূদ্যানের অন্যতম উত্তরাধিকারীরূপে তিনি তাঁহার প্রাপ্য অংশ দাবী করিয়াছিলেন। খলীফা তাঁহার উত্তরাধিকারের দাবী নাকচ করিয়া দেন, কারণ হযরত (স')-এর নিজ উক্তি অনুযায়ী [বুখারী ও মুসলিম ঃ (দ্র.) মিশ্কাত, বাব ওফাাতি'ন-নাবী "আমার উত্তরাধিকারিগণ কোন দীনার (অর্থসম্পদ) বন্টন করিবে না; আমি যাহা ছাড়িয়া গেলাম তাহা হইতে আমার স্ত্রীগণের এবং আমার 'আামিল-এর খরচ নির্বাহের পর যাহা বাকী থাকিবে তাহা হইবে স'াদাক'াঃ"] উত্তরাধিকারের দাবি চলে না। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাথমিক যুগের মূল গ্রন্থগুলিতে হযরত ফাতি'মাঃ (রা)-এর সম্বন্ধে অতি সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়, আর যাহা পাওয়া যায় তাহাও সুসংবদ্ধ নহে। তাঁহারা বলেন, হ'াদীছ' সংকলকগণও তাঁহার অতি অল্প সংখ্যক হ'াদীছ'ই উল্লেখ করিতে সক্ষম হইয়াছেন দৃষ্টান্ত ঃ ইব্ন হ'াম্বালের সংকলন গ্রন্থে তাঁহার বর্ণিত হ'াদীছ' মাত্র এক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, অথচ হযরত 'আা'ইশাঃ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হ'াদীছ' ২৫০ পৃষ্ঠায় ব্যাপ্ত। ইহার কারণ এই যে, হযরত ফাতি'মাঃ (রা) রাসূল কারীম (স')-এর ইন্তিকালের অল্প-

List>

কাল পরেই ইন্‌তিকাল করেন। অথচ হ'াদীছ' সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ শুরু হইয়াছিল অনেক বৎসর পরে। এইজন্য তিনি হ'াদীছ' বর্ণনার সুযোগ খুব কমই পাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত 'আ'ইশাঃ (রা) তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহু হ'াদীছ' বর্ণনার সুযোগ পাইয়াছিলেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর অপরাপর কন্যা সম্বন্ধে বিবরণ আরো স্বল্প। কারণ ইঁহারা হযরত (স')-এর জীবদ্দশায়ই ইন্‌তিকাল করেন। পরবর্তীকালে হযরত ফাতি'মাঃ (রা)-এর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যে পরিমাণ সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত হিজরী প্রথম এবং দ্বিতীয় শতকের দলগত কোন্দলের কিছু সম্পর্ক রহিয়াছে। 'আলী (রা) ও ফাতি'মাঃ (রা)-এর বংশের পক্ষে ও প্রথম তিন খলীফা ও তাঁহাদের সমর্থকগণের বিরুদ্ধে শী'আদের প্রচারণায় হযরত ফাতি'মাঃ (রা) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন করেন। অন্য পক্ষে শী'আঃ-বিরোধিগণ বিশেষত 'আব্বাসীয় দাবি সমর্থকগণ হযরত ফাতি'মাঃ (রা)-কে বেশী গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। পক্ষান্তরে প্রথম যুগের শী'আগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদল ফাতি'মাঃ (রা)-এর বংশীয় খলীফাগণের পক্ষ সমর্থন করে এবং অন্যদল, যাহারা হযরত 'আলী (রা)-এর বংশধর—অথচ ফাতি'মাঃ (রা)-এর বংশীয় নহেন—তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন (কায়সানীয়াঃ, হাশিমীয়াঃ প্রভৃতি) করে। শী'আঃ মতবাদকে ভিত্তি করিয়া যে ধর্মীয় তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহাতে বহু আখ্যানের উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই সকল আখ্যান হযরত ফাতি'মাঃ (রা)-এর প্রতি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর স্নেহ, মমতা ইত্যাদি অবলম্বনে বিরচিত। এই সব আখ্যানের মধ্যে ভাগ্যবান اصحاب الكساء-এর আখ্যানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত হইয়াছে, একদা মুহ'াম্মাদ (স') ফাতি'মাঃ (রা), 'আলী (রা), হ'াসান এবং হ'সায়ন (রা)-কে যুগপৎভাবে তাঁহার পরিহিত জামা (كساء) দ্বারা আবৃত করিয়া বলিয়াছিলেন, "এরাই আমার পরিজন।" পরিজনদের মধ্যে এই চারিজনকেই সঙ্গে করিয়া হযরত (স') নাজ্‌রানবাসী খৃস্টানদের প্রতিনিধি সংঘের সহিত মুবাহালায় (مباهلة) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন (৩ ঃ ৬০)। সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ফাতি'মাঃ (রা)-ই হযরতের জীবনাবসান পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্রকে পরম পরিজনরূপে বিবেচনা করা হযরত (স')-এর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক—ইহাতে কোন পক্ষের প্রচারণার ধারণা অবান্তর। হযরত (স') কর্তৃক লালিতা এবং তাঁহার হাতে শিক্ষা-প্রাপ্তা ফাতি'মাঃ (রা) নারী জাতির আদর্শস্থানীয়া, সর্বপ্রকার বেহেশ্‌তী গুণাবলীতে বিভূষিতা এবং মানব কল্পলোকের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মহিলা (Syed Amir Ali), ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। শী'আগণের মতে তাঁহার জন্ম এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা এবং হযরত 'আলী (রা)-এর সহিত তাঁহার দাম্পত্য এক অলৌকিক সম্পর্ক যাহা ঐশী বিধানে নির্ধারিত। তিনি রাসূল কারীম (স')-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলেন, সেজন্য পিতার মৃত্যুতে তিনি শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। হযরত (স') তাঁহার সম্বন্ধে বলেন "নারীগণের মধ্যে ফাতি'মাঃ (রা) বেহেশ্‌তের নেত্রী হইবেন।" তিনি বাতূল (بتول; অর্থাৎ পবিত্র নারী, যে কেবল আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক বাদে অন্য সমস্ত ছিন্ন করে) উপাধিতে ভূষিতা ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়া'কূ'বী, ২খ; (২) ত'াবারী, ১ও ৩খ; (৩) আগ'ানী, ১১খ, ৬৭; ১৪খ, ১৬৪; ১৮খ, ২০৪; (৪) মাস্'উদী, মুরূজ, ৪খ, ১৪৬, ১৫৭, ১৬১—১৬২, ১৯০, ৪৫০; ৫খ, ১৪৮; ৬খ, ৫৫—৫৬; ঐ লেখক, তান্‌বীহ; (৫) ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-বার্‌র, ইস্তী'আব (Hydarabad), পৃ. ৭৭০-৭৭৩, ৭৯৫; (৬) ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১২১ ৭৭৬; (৭) ইব্‌ন সা'দ, ৩/১ ঃ ১১, ১২, ১৩-১৬; ৮ ঃ ১১-১৯; (৮) ইব্‌ন কু'তায়বাঃ, মা'আরিফ (ed. Wustenfeld), পৃ. ৭০, ১০৬; (৯) নাওয়াব'ী, পৃ. ৮৫০-৮৫১; (১০) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দু'ল-গ'াবাঃ, ৫খ, ৫১৯—৫২১; (১১) ঐ, কামিল (ed. Tornberg), ২খ; (১২) ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবাঃ (কলিকাতা), ৪খ, ৭২৩—৭৩০; (১৩) দিয়ারবাক্‌রী, তা'রীখু'ল-খামীস (কায়রো ১৩০২), ১খ, ৩০৭, ৩০৮, ৩১০, ৩১৩, ৪০৭—৪০৯, ৪৬২-৪৬৪ ৪৭১; (১৪) ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুস্‌নাদ, ১খ, ৭৯; ২খ, ২১, ১৮২-১৮৩, ২৬৩; ৩খ, ১৫০—১৫২; ৪খ, ১০৭, ৩২৬; ৫খ, ২৬; ৬খ, (হযরত 'আ'ইশা (রা)-এর মুসনাদ, স্থা.) ২৯-২৮২, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৯০-৩৯১; (১৫) ওয়াকি'দী (ed. Kremer), পৃ. ২৪৫-২৪৬, ২৮৩, ৩০৩; (১৬) আবু'ল-ফারাজ, মাক'াতিলু'ত'-ত'ালিবিয়্যীন, পৃ. ১৮, ১৯; (১৭) বালাযু'রী ফুতূহ'; (১৮) ঐ, আন্‌সাবু'ল-আশ্‌রাফ (ms. Paris) ২৫৮-২৬০; ৩৪০-৩৪১ ৩৮৪, ৩৯৭—৩৯৯, ৪৩১, ৪৩৯-৪৪২, ৫৯১-৫৯২; (১৯) H. Lammens Etudes Sur le regne du calife Omaiyade Mo'awia Ier, index; (২০) do, Fatima et les filles Mahomet; notes critiques pour l'etude de la Sira, Rome 1912; (২১) do., Le Triumvirat Abou Bakr, 'Omar et Abou 'Obaida, in Mel. Fac. Orientale de Beyrouth, iv, 113-144; (২২) Sprenger, Mohammed, i. 199, 203; (২৩) Caetani, Annali, i. 173-174, 640, ii. 137, 687-689; (২৪) F. Buhl, Das leben Muhammads (Leipzig 1930), 250, 282, 294; (২৫) G. H. Stern, Marriage in Early Islam (London 1939).

ফাতিহ'াঃ (الفاتحة ঃ আল-ফাতিহ'াঃ) কু'রআন শারীফ-এর সর্বপ্রথম এবং সর্বজনপরিচিত সূরাঃ। ফাতিহ'াঃ ফাত্‌হ' (فتح) শব্দ হইতে উদ্ভূত; অর্থ খোলা, উন্মুক্ত করা। সুতরাং আল-ফাতিহ'াঃ অর্থ উদ্বোধনী সূরাঃ। ইহাতে সাতটি আয়াত আছে। কু'রআন মাজীদের অন্যান্য সূরায় যেমন (৯ম সূরাঃ আল-বারাআ'ত বাদে) এই সূরার শিরোভাগেও بسم الله الرحمن الرحيم বিদ্যমান। অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টে সূরাটিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যথাঃ (১) فاتحة الكتاب, বুখারী (১০ ঃ ৯৫)-তে বলা হইয়াছে, "ফাতিহ'াতু'ল-কিতাব ব্যতিরেকে কোন স'ালাত (পূর্ণ) হয় না", প্রত্যেক রাক'আতে এই সূরাঃ একবার পড়িতে হয়। সুতরাং ইহাকে কু'রআন মাজীদে সর্বপ্রথম (فاتحة) সূরার মর্যাদা দান করা হইয়াছে। (২) سورة الدعاء এইজন্য যে, সূরাটি পরম মহিমময় আল্লাহ্‌র সমীপে একটি প্রার্থনার আঙ্গিকে রচিত। (৩) ام الكتاب এইজন্য যে, কু'রআনের যাহা মূল কথা তাহা অতি সংক্ষেপে এই সূরায় বিধৃত। প্রথমে অনবদ্য কয়েকটি বিশেষণে বিভূষিত আল্লাহ্‌র স্তুতি, তারপর সেই একমাত্র বিশ্বপালকের দাসত্বের স্বীকৃতি এবং শেষে তাঁহারই কাছে সরল পথের নির্দেশ প্রার্থনা; তিনটি মাত্র বাক্যের সমন্বয়ে অতি সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত ব্যাপক এই প্রার্থনা। সূরাটির এমনই আরও কয়েকটি আখ্যা রহিয়াছে। এই সূরাঃ পাঠ করার শেষে 'আমীন' বলিতে হয়, কিন্তু ইহা সূরার অংশ নহে। কু'রআনের ১৫ ঃ ৮৭ আয়াতে সূরাতু'ল-ফাতিহ'াকে السبع المثاني অর্থাৎ পুনঃপুনঃ পঠিত সাতটি আয়াতরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ "আমরা তোমাকে দিয়াছি পুনঃপুনঃ পঠিত সাত আয়াত এবং মহাগ্রন্থ

কু'রআন।" সুতরাং যে সময় পঞ্চদশ সূরাঃ মক্কায় অবতীর্ণ হয় তৎপূর্ব হইতে প্রত্যেক স'লাাতে সূরাতু'ল-ফাাতিহ'ার আবৃত্তি চালু হইয়া গিয়াছিল।

সূরাতু'ল-ফাাতিহ'াঃ কু'রআানের প্রাচীনতম সূরাঃগুলির মধ্যে অন্যতম। Noldeke এই মত সমর্থন করেন না। তিনি বলেন যে, কু'রআানের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাঃগুলির বাক্য-বিন্যাসের সহিত ফাাতিহ'ার ভাষার সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। আল্লাাহ্‌র গুণবাচক নাম الرحمن এবং الرحيم এই সূরাতে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। সূরাঃ ফাাতিহ'াঃ অন্যান্য সূরার বহু পূর্বে অবতীর্ণ এবং মক্কায় প্রথম পর্যায়ের সূরাগুলির শেষভাগে অবতীর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সূরাঃ ফাাতিহ'ার উল্লেখ যে পঞ্চদশ সূরায় রহিয়াছে সেই সূরাটি দ্বিতীয় মাক্কী যুগের। সূরা ফাাতিহ'ার প্রথম আয়াত "সকল প্রশংসা আল্লাাহ্‌র নিমিত্ত, যিনি বিশ্বের প্রভু"—এই আয়াতটি ৩৭ তম সূরারও সর্বশেষ আয়াত, এই ৩৭ তম সূরাটি দ্বিতীয় যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আল-বায়দ'াব'ীর তাফসীরে (ed. Fleischer, p. 3) উদ্ধৃত একটি মত অনুযায়ী এই সূরাটি একবার মক্কায় এবং আর একবার মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল।

পূর্বে বলা হইয়াছে সূরাতু'ল-ফাাতিহ'া স'লাাতের প্রত্যেক রাক'আতের অবিচ্ছেদ্য অংগ। শাাফি'ঈ মায্‌'হাব অনুসারে এই সূরাঃ পাঠ করা ফার্‌য বা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর মতে ইহা পাঠ করা ওয়াাজিব। ধর্মানুরাগী অসংখ্য মনীষী এমন কি অমুসলিম পণ্ডিতগণও অতি সংক্ষিপ্ত অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রার্থনারূপে এই সূরার গুণাবলী ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Thomas Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, i. p. 110 প.; (২) d'Ohsson, Tableau general de l'Empire Othoman, ii, 79, 88; কু'রআানের তাফ্‌সীরসমূহ।

ফানাা' (فناء) ইহা সূ'ফীবাদের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পারিভাষিক শব্দ। উহার অর্থ বিলোপপ্রাপ্তি বা ধ্বংসপ্রাপ্তি। যিনি পরিপূর্ণ সূ'ফী হইতে পারিয়াছেন, তিনি অবশ্যই নিজের সত্তার বিলোপ সাধনরূপ অবস্থায় উপনীত হন।

মুসলিম মরমিয়াবাদ সম্বন্ধে খৃস্টান লেখকগণ সূ'ফীবাদের 'ফানাা'কে বৌদ্ধগণের 'নির্বাণ' লাভের সহিত তুলনীয় মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে এইরূপ তুলনা সম্পূর্ণ অনুপযোগী, কারণ বৌদ্ধ মতের নির্বাণ আল্লাাহ সম্বন্ধীয় ধারণা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; বরং নির্বাণের সহিত আত্মার দেহান্তরবাদ (Transmigration of souls) অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরবাদের সংশ্রব আছে। সেই নির্বাণ লাভের ফলে পুনর্জন্মের পরিসমাপ্তি ঘটে। অন্যপক্ষে মুসলিম মরমিয়াবাদের সহিত জন্মান্তরবাদের কোন প্রশ্ন জড়িত নাই, বরং তাহাতে সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান একটি একক সত্তার ধারণা প্রবলরূপে প্রতীয়মান।

ফানাা' শব্দের মুসলিম ধারণার সদৃশ ধারণা খৃস্ট ধর্মেও পাওয়া যায়। খৃস্টান লেখকদের মতে খৃস্ট ধর্মের মধ্যে এই ধারণার উৎসমূল খুঁজিতে হইবে। ফানাা'র অর্থ মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে আল্লাাহ্‌র ইচ্ছাতে বিলুপ্তকরণ। এবংবিধ ধারণা খৃস্ট ধর্মের মরমিয়াবাদের মর্মবাণী।

প্রাচীনতম অদ্বৈতবাদী সূ'ফীবাদের সুবিন্যস্ত ব্যাখ্যাসম্বলিত আল-হুজ্‌ব'ীরীকৃত 'কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌'জূব' (গুপ্ত রহস্যের প্রকাশ) গ্রন্থে ফানাা' শব্দের যতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা হইতে পারে তাহা বিন্যস্ত করা হইয়াছে।

তাস'াওউফে 'দারিদ্র্য' গুণ বলিতে যাহা বুঝায় উহা এই যে, সূ'ফী সমস্ত সৃষ্ট বস্তু হইতে দৃষ্টি পরিহার করিয়া তাহার লক্ষ্য একমাত্র আল্লাাহ্‌র প্রতি তাহা নিবদ্ধ রাখিবেন। এইভাবে সাকুল্যে আত্মবিলোপ সাধনের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি অনন্ত জীবনের পূর্ণতা-প্রাপ্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হন (নিকল্‌সনের অনুবাদ, পৃ. ২০)। মরমিয়াবাদ অনুসারে দারিদ্র্য অর্থ মানবের আমিত্ববোধ (ego) যতগুলি মানবীয় গুণ (সি'ফাত) সমন্বয়ে গঠিত হয়, সেই সি'ফাতগুলির বিলোপ সাধন করা, যাহাতে সূ'ফী একমাত্র আল্লাাহ্‌র মাধ্যমে এবং আল্লাাহ্‌তে পরমধন্য হইতে পারেন। প্রকৃত সূ'ফী বলিতে তাঁহাকেই বুঝায় যাঁহার নিজস্ব বলিতে কিছুই নাই এবং তিনি নিজেও কাহারও মালিকানাধীন নহেন। ইহাই আত্মবিলুপ্তির (ফানাা') সারমর্ম। এইরূপ অনুভূতি যখন চরম পরিপূর্ণতা লাভ করে তখন ইহাকে ফানাা'-ই-কুল্লী অর্থাৎ পরিপূর্ণ আত্মবিলুপ্তি বলে।

ফানাা' শব্দটি প্রায়শ 'স'াফাা' অর্থাৎ পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূ'ফী নিজ আত্মাকে সৃষ্ট বস্তুর প্রতি সর্বপ্রকার আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত রাখিবেন, ইহাই স'াফাার অর্থ। ফানাা' শব্দটি বাক'াা' (بقاء) অর্থাৎ স্থিতি বা নিত্যতা শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। যিনি স্বকীয় ইচ্ছার বিলোপ সাধন করিতে পারিয়াছেন, অতঃপর তিনি আল্লাাহে জীবিত থাকেন। মানবের ইচ্ছা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আল্লাাহ্‌র ইচ্ছা চিরস্থায়ী। 'কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌'জূব' প্রণেতা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন (পৃ. ২৪৩) যে, কোন কোন অজ্ঞ সূ'ফী মনে করেন, ফানাা' অর্থ সত্তার লোপ এবং ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন, কিন্তু ইহা সত্তা এবং ব্যক্তিত্ব ধ্বংস নহে; বরং মানবীয় কতকগুলি প্রবৃত্তি, যাহা জীবনের পূর্ণত্ব লাভের পরিপন্থী সেইগুলির বিলোপ সাধনই ফানাা'। এই গ্রন্থ প্রণেতা বলিয়াছেন: ভারতবর্ষে জনৈক ব্যক্তির সহিত আমার বিতর্ক হইয়াছিল। তিনি কু'রআানের ব্যাখ্যা এবং ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার জ্ঞানের দাবি যাচাই করিয়া দেখিলাম যে, তিনি ফানাা' সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই (পৃ. ২৪৩) অর্থাৎ তিনি মাত্র দার্শনিক অর্থে ফানাা' শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-হুজ্‌ব'ীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌'জূব, (নিকল্‌সন কর্তৃক অনূদিত) লণ্ডন, ১৯১১ খৃ.; (২) Carra de Vaux, Gazali (Paris 1902), Index দ্র. 'aneantissement"; তু. জুরজাানী, কিতাবু'ত-তা'রীফাাত; (৩) R. A. Nicholson, The Mystics of Islam, p. 17-19; (৪) ঐ লেখক, The Idea of Personality in Sufism, p. 14; (৫) I. Goldziher. Vorlesungen uber den Islam, 2nd ed. p. 162; (৬) L. Massignon, Essai sur les origines du lexique., Paris 1922, by Index.

B. Carra de Vaux (S.E.I.)/মুহ'ম্মদ আবদুর রহীম

ফাযালী (الفضالى : আল-ফাদ'ালী) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন শাাফি'ঈ আশ্‌-শাাফি'ঈ কায়রোর একজন শায়খ (বিশিষ্ট ব্যক্তি) ছিলেন। তিনি মিসরীয় বদ্বীপ 'সামানূদ'-এর নিকটবর্তী 'মুন্‌য়াত ফাদ'াালা'-তে জন্মগ্রহণ করেন (খিত'াত' জাদীদাঃ, ix. 2, xvi. 80; বাজূরী, তাহ্‌'ক'ীকু'ল-মাক'াম 'আলা কিফাায়াতি'ল-'আওয়াম,

কায়রো ১৩১৬ সংস্করণ, পৃ. ৯)। তিনি ১২৩৬/১৮২১ সালে ইন্তিকাল করেন (Cat. of khediv Library, ii. p. 39)। তিনি কেবল কিফায়াতু'ল-'আওয়াম মিন্ 'ইল্মি'ল-কালাম' নামক ধর্মীয় পুস্তকের রচয়িতা হিসাবে এবং অধিকতর ধী-শক্তিসম্পন্ন 'বাজুরী'-এর শিক্ষক হিসাবেই পরিচিত বলিয়া মনে হয়। বাজুরী তাঁহার শিক্ষককৃত উপরোল্লিখিত পুস্তকের উপর টীকা লেখেন। পাণ্ডুলিপিতে এবং মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে মূল গ্রন্থ এবং তাহার টীকা সর্বদাই একত্রে আছে মনে হয়। D. B. Macdonald-কৃত Development of Muslim Theology etc., পৃ. ৩১৫-৩৫১ পুস্তকে মূল গ্রন্থের অনুবাদ দেওয়া আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) GAL. ii., 489, Suppl. ii. 744; (২) Ahlwardt's Berlin Cat., iv., p. 459, No. 5148; (৩) Die Katechismen des Fudali und Sanusi. Muh. Glaubenslehre, ubers. u. erl. von M. Horten, Berlin 1916; (৪) Ellis, Cat. of Arabic printed Books in British Museum, পুস্তকে দেখুন মুহাম্মাদ ইব্ন শাফি'ঈ আল-ফাদ'দালী; কিন্তু খিতা'ত' জাদীদা তে নিস্বাত (সম্বন্ধবাচক নাম) পূর্বোল্লিখিতের অনুরূপ।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহম্মদ রিযাউর রহীম

ফায়' (فيء) অর্থ প্রত্যাবর্তন। ইসলামী পরিভাষায় বিনা যুদ্ধে অমুসলিমদের যে ধন-সম্পদ মুসলিমদের হস্তগত হয় এবং বিজিত দেশসমূহের যে ভূ-সম্পত্তি মুসলিমদের অধিকারে আসে তাহাকে ফায়' বলা হয়। কু'রআনে ৫৯ : ৬ ও ৭ আয়াতে বর্ণিত 'মা আফা' আল্লাহু 'আলা রাসূলিহী' (আল্লাহ তাঁহার রাসূলের উপর যাহা বিনা যুদ্ধে অর্পণ করিয়াছেন) হইতে এই পারিভাষিক শব্দটি গঠিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে তাহাদের যাহা কিছু মুসলিমদের হস্তগত হয় তাহাকে ইসলামী পরিভাষায় 'গ'নীমাত' বলা হয়। বাদ্র যুদ্ধে কাফিরদের যে-সব মাল মুসলিমদের হস্তগত হয় তাহা ছিল গ'নীমাত এবং গ'নীমাত বণ্টনের নীতি কু'রআনে ৮ : ৪১-এ বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, গ'নীমাতের মালের পাঁচ ভাগের একভাগ আল্লাহর জন্য থাকিবে অর্থাৎ ইহার প্রাপক হইবেন—(ক) রাসূল (স'); (খ) রাসূল (স')-এর আত্মীয়গণ—বানী হাশিম এবং বানী 'আব্দি'ল-মুত্'তালিব, যাঁহাদের জন্য যাকাত বৈধ ছিল না; (গ) য়াতীমগণ; (ঘ) মিসকীনগণ ও (ঙ) ইবনু'স-সাবীল অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত মুসাফিরগণ। ঐ আয়াতের নির্দেশমত রাসূলুল্লাহ (স') বাদ্র যুদ্ধে লব্ধ গ'নীমাত বণ্টন করেন। তারপর মদীনা হইতে মাত্র দুই মাইল দূরের বাসিন্দা বানূ নাদ'ীর নামক য়াহূদী গোত্রটি মুসলিমদের সহিত চুক্তি ভঙ্গ ও রাসূলুল্লাহ (স')-কে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করিলে এবং মক্কার কু'রায়শ দলপতিদের সঙ্গে আঁতাত করিয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলে রাসূলুল্লাহ (স') তাহাদিগকে তাহাদের বাসস্থান ত্যাগ করিবার আদেশ করেন। তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্য অস্থাবর সম্পত্তি যথাসম্ভব লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। এইভাবে বিনা যুদ্ধে বানূ নাদ'ীর গোত্রের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রাসূল কারীম (স')-এর অধিকারে আসিলে উহা বণ্টনের বিধান ব্যবস্থা ৫৯ : ৭ দ্বারা রাসূল কারীম (স')-কে জ্ঞাত করা হয়। উহাতে বলা হয়, "আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে জনপদসমূহের অধিবাসীদের মাল, যাহা ফায়' হিসাবে দান করিয়াছেন—তাহাতে অধিকার আল্লাহর, তাঁহার রাসূলের, (রাসূলের) আত্মীয়দের, য়াতীমদের, মিস্কীনদের ও অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের, যাহাতে ঐ সম্পদ পর্যায়ক্রমে ধনীদের কবলে না যায়; আল্লাহর রাসূল তোমাদিগকে যাহা দেন তাহা গ্রহণ কর এবং তিনি যাহা হইতে তোমাদিগকে বিরত করেন তোমরা তাহা হইতে বিরত থাক।" ফায়' হইতে যোদ্ধাগণকে কোন অংশ না দেওয়ার যুক্তি পূর্ববর্তী ৫৯ : ৬ আয়াতে দেওয়া হইয়াছে। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে, "আল্লাহ উহাদের (বানূ নাদ'ীরের) সম্পদ হইতে যাহা কিছু নিজ রাসূলকে বিনা যুদ্ধে অর্পণ করিয়াছেন, তাহার জন্য তোমরা ঘোড়াও দৌড়াও নাই এবং উটও চালাইয়া যাও নাই; বরং আল্লাহ তাঁহার রাসূলদিগকে যাহাদের উপর ইচ্ছা, ক্ষমতাপন্ন করেন।" সুতরাং বিনা যুদ্ধে লব্ধ মালে যোদ্ধাগণের কোন অংশ রহিল না, বরং সম্পূর্ণ সম্পদ জনকল্যাণে ব্যয়িত হইবার বিধান প্রবর্তিত হইল। বস্তুত রাসূল (স')-এর অংশও তিনি জনকল্যাণে ব্যয় করিতেন এবং নিজে অত্যন্ত দীন অবস্থায় জীবন যাপন করিতেন।

পরবর্তী যুগে হযরত 'উমার (রা) বিশিষ্ট সা'হাবীদের সহিত একমত হইয়া স্থির করেন যে, বিজিত প্রদেশসমূহের ভূ-সম্পত্তির ব্যাপারে ফায়' নীতি অর্থাৎ জনকল্যাণে রাষ্ট্রায়ত্ত করার নীতি প্রয়োগ করা হইবে। তদনুযায়ী তিনি আদেশ করেন যে, অমুসলিমদের যে অস্থাবর সম্পত্তি যুদ্ধে মুসলিমদের হস্তগত হইবে তাহার পাঁচ ভাগের চারিভাগ ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। কিন্তু অমুসলিমদের স্থাবর সম্পত্তি জয়ী মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে না, ভূ-সম্পত্তি কেবলমাত্র সমকালীন মুসলিম জাতির জন্য নয়; বরং ফায়' হিসাবে সর্বকালের মুসলিম জনসাধারণের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে। স্থানীয় অধিবাসিগণ জমি চাষ করিয়া উৎপন্ন শস্যের অংশবিশেষ কর (خراج) হিসাবে জমা দিবে এবং এই ব্যবস্থায় তাহারা জমিতে চিরস্থায়ী স্বত্ব লাভ করিবে। ইহাও বিধিবদ্ধ হইল যে, যে সমস্ত অধিবাসী ফায়' জমি চাষ করিবে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলেও খারাজ দিতে বাধ্য থাকিবে। ইহাতে বিজিত দেশের ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা তথা অর্থনৈতিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রহিল। মরুবাসী 'আরবগণ চাষাবাদে ছিল অনভিজ্ঞ। বিজিত দেশে জমি ক্রয় করিয়া তাহারা জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হইতে পারিত। হযরত 'উমার (রা) সে পথ বন্ধ করিলেন। তাঁহার বিধানে 'আরবগণ বিজিত দেশের জমি ক্রয় করিতে পারিত না। ফায়' ব্যবস্থায় একদিকে যেমন 'আরবদের 'আরবীয় ঐতিহ্য বজায় রহিল অর্থাৎ তাহারা বিজিত দেশের জনস্রোতে মিশিয়া নিজের স্বকীয়তা হারাইল না—তেমনি মুসলিম সাম্রাজ্যের সাধারণ তহবিল সমৃদ্ধ হইল। এই তহবিল ছিল মুসলিম অমুসলিম সকলের। যে সমস্ত দেশের অধিবাসিগণ বিজয়ী 'আরব বাহিনীর আগমনে তাহাদের ভূ-সম্পত্তি তাঁহাদের হাতে থাকার শর্তে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিল সেই সমস্ত দেশের (অর্থাৎ দারু'স-সু'লহ') ভূ-সম্পত্তি ফায়'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হইত না।

হিজরী প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই যখন বিজিত প্রদেশসমূহের অধিবাসিগণ ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল তখন তাহারা খারাজ না দিয়া 'আরব মুসলিমদের ন্যায় ভূমি রাজস্বস্বরূপ 'উশর (উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ) দিতে লাগিল। এইরূপে বিজিত অঞ্চলসমূহের ভূমি আইনত ফায়'-রূপে পরিগণিত হওয়া ক্রমশ রহিত হইয়া গেল।

এই বিষয়ে পরবর্তী মুসলিম ইমামগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। শাফি'ঈ মতে—বিজিত জমি ও ভূ-সম্পত্তি গ'নীমাত হিসাবে

বিজেতাগণের মধ্যে অবশ্যই বণ্টন করিতে হইবে। অন্যপক্ষে মালিকী মতে—উহা সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পত্তি অর্থাৎ উহা ফায়' হিসাবে গণ্য হইবে। কিন্তু হানাফী মতে উহা ইমামের (খলীফার) হস্তে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য। তিনি সাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ফায়' হিসাবে উহার তত্ত্বাবধান করিতেও পারেন অথবা গানীমাত হিসাবে বিজেতাগণের মধ্যে তাহা বা উহার অংশবিশেষ বণ্টন করিয়াও দিতে পারেন। রাষ্ট্রের স্বার্থ যাহাতে সর্বাপেক্ষা অধিক সুরক্ষিত হয় তিনি তাহাই করিতে বাধ্য।

ভূমি ব্যতীত খারাজ, জিয্য়াঃ ইত্যাদি যাহা কিছু অমুসলিমদের নিকট হইতে মুসলিমদের হস্তগত হয় তাহাকেও পরবর্তীকালে ফায়' বলা হইতে থাকে। যথাঃ মুসলিম দেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভের জন্য প্রদত্ত করও ফায়'-এর অর্থের শামিল হয়। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতে ফায়'-এর এক-পঞ্চমাংশ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে এবং গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ যে পাঁচ শ্রেণীর প্রাপকের জন্য বায়িত হইবার নির্দেশ কু'রআনে রহিয়াছে ফায়'-এর এক-পঞ্চমাংশও সমান পাঁচ ভাগে উক্ত পাঁচ শ্রেণীর প্রাপ্য হইবে। বাকী চার-পঞ্চমাংশ ব্যয়িত হইবে স্থায়ী সৈন্যদলের বেতনে, মসজিদ, রাস্তা এবং পুল ইত্যাদি সংরক্ষণে এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্যে। পক্ষান্তরে অপর মায্‌হাবগুলির মতে—ইমাম (খালীফাঃ) সর্বদাই ফায়'-এর সম্পত্তির সমস্তই মুসলিম রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী ব্যয়-ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ফিক্'হ পুস্তকসমূহের জিহাদ অধ্যায় এবং এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিতগুলি: আবূ য়ূসুফ ও য়াহ্'য়া ইব্‌ন আদাম লিখিত খারাজ সম্বন্ধীয় পুস্তকদ্বয়। (২) আল-মাওয়ারদী, আল-আহ্'কামুস-সুলত'ানীয়াঃ (সম্পা. M. Enger, Bonn 1853), p. 217 প., 237 প., 293 প.; (৩) দিমিশ্‌ক'ী, রাহ্'মাতু'ল-উম্মাঃ ফী ইখ্‌তিলাফি'ল-আ'ইম্মাঃ (বূলাক' ১৩০০), পৃ. ১৫১ প. এবং (৪) Th. W. Juynboll-এর Handbuch des Islam Gesetzes (Leyden 1910), p. 352 প.-এ উল্লিখিত পুস্তকাবলী।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/মুহম্মদ রিয়াউর রহীম

ফায়য (فيض: ফায়দ') অর্থ প্রবল নির্গমণ, নিঃসরণ শব্দটি নব্য-আফলাতূনী মতবাদ সম্পর্কিত 'আরবী ঐতিহ্যে বহুলভাবে ব্যবহৃত। ইহার অর্থ আল্লাহ হইতে দৃঢ় ও স্থিরভাবে অবরোহী—বিশেষত সৃজনমূলক শক্তির ক্রমবিকাশ এবং তাঁহার নির্ধারণ অনুযায়ী উহার রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতার ফল। আল্লাহ্‌র সত্তার এবং ঐ সত্তার সৃজনকার্যের কোন সংজ্ঞা (حد) দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু ইহা অন্য শব্দযোগে (رسم) প্রকাশ করা সম্ভব। যথাঃ বলা যাইতে পারে তিনিই একমাত্র সত্তা—যাহা হইতে সব কিছু নির্গত হয় (فيض)। এই কারণে দার্শনিকগণ সাধারণত কু'রআন ও হ'াদীছে' ব্যবহৃত শব্দগুলিকে (খালক'; ইব্‌দা'-ابداع ইত্যাদি) আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যাখ্যা (تاويل) করিয়া থাকেন। কিন্তু এতদ্‌সঙ্গে তাঁহারা নব্য-আফলাতূনী মতবাদের অনুসারিগণের ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া একটি পরিভাষা ব্যবহার করিবার প্রয়াস পান, যদিও তাঁহারা স্বীকার করেন যে, এই পরিভাষাও রূপকভাবে ব্যবহৃত হয় (ইহা আল-ফারাবী কর্তৃক পরিষ্কারভাবে বিবৃত হইয়াছে, "Abhandlungen", ed. Dieterici, p. 30 and 51)।

ফায়দ' সম্বন্ধে 'আরবী ঐতিহ্যের মোটামুটি বিবরণ দিবার পূর্বে এই মতবাদটি স্পষ্টভাবে বুঝিবার জন্য Plotinus-এর Enneads-এ এই মতবাদের যে আলোচনা রহিয়াছে তাহা জানা প্রয়োজন। Plato-র মতবাদের ন্যায় Plotinus-এর মতবাদে ঐ সম্বন্ধে দুইটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত অথচ প্রায়ই পরস্পর বিরোধী। (১) একটি দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা। কি উপায়ে অতি পরিপূর্ণ সত্তা (আল্লাহ) হইতে আকাশমণ্ডলের মধ্যবর্তিতায় অপেক্ষাকৃত কম পরিপূর্ণ পার্থিব জগতের বিকাশ ঘটে তাহার বর্ণনা প্রয়োজনীয় অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ হইতে আসিয়াছে এবং নিম্নতর পর্যায়ে হইলেও প্রত্যেক বস্তু নিজ নিজ অবস্থায় ভাল এবং প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট কর্তব্য (Function) আছে; যথাঃ আত্মা একটি সংগঠক মূল হিসাবে দেহকে গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে। (২) একটি ধর্মীয় উদ্দেশ্যও থাকিতে হইবে, যথাঃ পার্থিব জগতের যাত্রাপথ অতিক্রমের পর আত্মার কি পরিণতি হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় যে, আত্মা আত্মিক জগত হইতে ছিটকাইয়া এই জড় জগতে পতিত অবস্থায় অনুভব করে যে, ইহা যেন একটি গুহায় কিংবা একটি কারাগারে অথবা একটি কবরে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং ঊর্ধ্ব জগতের কথা চিন্তা করিয়া সাগ্রহে দেহবন্ধন হইতে মুক্তি কামনা করে। Plotinus-এর আলোচনায় এই দুইটি মতবাদ একে অন্যের সহিত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত; কিন্তু দ্বিতীয় মতবাদটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতবাদটির দার্শনিক অর্থ অপেক্ষা ধর্মীয় অর্থই অধিকতর আদৃত হইয়াছে। ফায়দ' সম্বন্ধীয় চিন্তাধারাকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করা হউক আর না হউক, ইহা একটি সৃষ্টিতাত্ত্বিক বা সৃষ্টির রহস্যমূলক মতবাদ বটে। বর্তমান প্রবন্ধটি এই দৃষ্টিকোণ হইতে লিখিত।

নব্য-আফলাতূনীগণ, বিশেষত Plotinus আল্লাহ হইতে বিশ্বের উৎপত্তির বর্ণনা দিতে গিয়া 'নির্গমন', 'নিঃসরণ' প্রভৃতি অর্থবাচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা দার্শনিক অধিবিদ্যা সংক্রান্ত (metaphysical) ধারাটিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপমাসমূহ দ্বারা অধিকতর বোধগম্য করার চেষ্টা করিয়াছেন। যথাঃ জগতের আদি বিকাশকে সূর্যরশ্মির বিকিরণের সহিত (যেমন Enn. v. 1, 6.) অথবা পানির সবেগ নির্গমন বা প্লাবনের সহিত (iii. 8, 10) অথবা প্রজননের (v. 4, 1) সহিত তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ প্রজনন করেন না বলিয়া শেষোক্ত কল্পনাটি নিষ্ঠাবান মুসলিমগণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। অপর দুইটি তুলনা ব্যাপক প্রসার লাভ করে, কেবল প্রজ্ঞাবাদিগণের (gnostics) মধ্যে নহে, বরং দার্শনিকগণ ও অতীন্দ্রিয়বাদী ধর্মতাত্ত্বিকগণের মধ্যেও ফায়দ' শব্দটি এবংবিধ আলোচনায় মূলত পানির প্রবাহ বা প্লাবন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও উহা আলোকের বিকিরণ অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

নিঃসরণ মতবাদের প্রসার ঘটে প্রধানত Theology of Aristotle এবং Liber de causis-এর মাধ্যমে। Theology-এর বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ হইতে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে কয়েকটি আধ্যাত্মিক সত্তা নিঃসরিত হয় (আল্লাহ হইতে 'আক্'ল, 'আক্'ল-এর মাধ্যমে আত্মা এবং আত্মার মাধ্যমে প্রকৃতি)। আল্লাহ হইতে শুধু ইহাদের অস্তিত্বের জন্যই শক্তি নিঃসরণ হয় না, বরং ইহাদের সংরক্ষণের জন্যও শক্তি প্রবাহিত হয়। এ ব্যাপারে সৃষ্টি ও সংরক্ষণকে যেমন ভিন্ন করিয়া দেখা হয় নাই, সেইরূপ সত্তাদান (Substantialism) ও শক্তি দানের (energism) মধ্যেও কোন প্রভেদ করা হয় নাই। শক্তি অর্থাৎ জাগতিক যাবতীয় শক্তি (قوة)

আল্লাহ হইতে নিঃসৃত হয়, এই মতবাদটি প্রাধান্য লাভ করে (এখানে قوة শব্দটি গ্রহণ-শক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; বরং ইহা দ্বারা কার্যের (فعل) মাধ্যমে প্রকাশিত প্রকৃত শক্তিকে বুঝান হয়)। অতএব এই নিঃসরণবাদকে একটি গতিশীল বা শক্তিশীল সর্বেশ্বরবাদ বলা যাইতে পারে।

Theology পুস্তকে আল্লাহ হইতে এই জগতের বিকাশকে সাধারণভাবে 'খুরূজ' বা 'জু'হূর' শব্দে অর্থাৎ ভিতর (বাতি'ন) হইতে যে বহিঃপ্রকাশ (জা'হির)-রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে, তু. Dieterici's edition, p. 49 প., 111, 136। ফায়দ' শব্দটি প্রায় এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার الانبجاس-ইনবিজাস (পৃ. ১৩৬) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সাধারণত পানির প্রবাহকে 'ইনবিজাস' বলা হয়। যাহা হউক, (ইনসান আওওয়াল-ইনসান 'আক্'লী বা ইন্সান কামিল, পৃ. ৫১, ১৫০, প্রসঙ্গে) ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, এই প্রতিপাদ্যের ক্ষেত্রে ফায়দ' এবং 'ইশ্রাক' (সূর্য রশ্মির বিকিরণ) একার্থবোধকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। আরও লক্ষণীয় যে, 'ফায়দ'' শব্দটি যেমন উন্নততম অর্থে আল্লাহ্র কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় তেমনি আবার নিম্ন পর্যায়ের আধ্যাত্মিক সত্তাসমূহের এবং আদি মানবের কার্যাবলীকেও ফায়দ' বলা হয়। তবে আল্লাহ্ সম্পর্কে ফায়দ'-এর ব্যবহার সর্বোচ্চ মানের অর্থে হইয়া থাকে। Liber de causis পুস্তকে 'ফায়দ''-এর তাৎপর্য কতকটা অস্পষ্ট রহিয়াছে। এখানে ইহার অর্থ 'প্রভাব' অর্থের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। মোটের উপর এই পুস্তকে বর্ণিত মতবাদ এবং Theology পুস্তকের মতবাদ প্রায় একই। 'নূর' সম্বন্ধীয় ধারণার সহিত এই মতবাদকে জড়িত করা যায়, কিন্তু ইহাতে সব কিছুই অধিকতর শৃংখলাপূর্ণ। ইহা Plotinus-এর মত নহে, Proclos-এর মত। Theology পুস্তকে আত্মাকে লইয়া আলোচনা আরম্ভ হয়; কিন্তু Liber de causis পুস্তকে জগতের উৎস হিসাবে আল্লাহ্কে নিয়া আলোচনার সূচনা করা হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থে আত্মা একটি সৃষ্টিতাত্ত্বিক পরিমাণ (Cosmological quantity) হিসাবে নিঃসরণমালার অন্যতম। আত্মার কর্ম হইল জাগতিক বস্তুসমূহের গঠন ও পরিচালন। Theology পুস্তকের ন্যায় ইহাতেও আল্লাহ্কে জগতের আদি কারণ (First cause) বলা হইয়াছে। তাঁহার প্রভাব (ফায়দ') শুধু আদি কারণই নয়; বরং উহার পুনঃপুনঃ বিচ্ছুরণ ও বিকিরণ সত্ত্বেও সমুদয় জগতে যাহা কিছু আছে সে সবেরই জন্য ঐ ফায়দ' সর্বাধিক শক্তিশালী ও নিকটতম কারণ অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদিগ হইতে দূরে নহেন; সবকিছু তাঁহা হইতেই আসিয়াছে। আরও খোলাসা করিয়া বলিলে কথাটি এই দাঁড়ায়—যাহা কিছু সৎ, সকল সত্তা এবং উহাদের পরিপূর্ণতা সবই তাঁহা হইতেই আসে, বিশেষভাবে বলিতে গেলে 'আক্'লের মাধ্যমে জ্ঞান এবং আত্মার মাধ্যমে জীবন নিঃসৃত হয়। সমগ্র নিঃসরণ ব্যাপারটি Theology পুস্তকের ন্যায় ইহাতেও আল্লাহ্র দান বা প্রেরণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। Liber de causis পুস্তকে এই কথার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হইয়াছে (সম্পা. Bardenhewer, 17) যে, আল্লাহ্র কার্য হইল ইব্দা' (ابداع) বা আদি সৃষ্টি প্রকৃতিবিশিষ্ট, কিন্তু অধঃস্তন আত্মিক সত্তাসমূহের কার্য হইল গঠন প্রকৃতিবিশিষ্ট। মূল গ্রীক গ্রন্থে কিন্তু এই কথাটি নাই।

ইখ্ওয়ানু'স-সা'ফা গোষ্ঠীর মতে সব কিছু আত্মার পরিণতিকে কেন্দ্র করিয়া চলে এবং ঐ মতবাদকে আধ্যাত্মিক আলোতে ভূষিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নব্য আফ্লাতূ'নী নিঃসরণবাদের সহিত বহু নব্য পিথাগোরীয় ও প্রজ্ঞাবাদী উপকরণ তাহাতে যুক্ত করেন। ইহাতে নিঃসরণক্রমকে ত্রিতনামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং নব্য আফ্লাতূ'নী ত্রয়ী Atiud-এর পরিবর্তে পিথাগোরীয় চতুর্বিধ (fuarternad) ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুনিরপেক্ষ (abstract) নিঃসরণক্রমে আল্লাহ্ হইতে নিঃসৃত হয়ঃ সত্তা (وجود), স্থিতি (بقاء), পূর্ণতা (تمام) ও গুণে পরিপূর্ণতা (كمال)। বাস্তব (Concrete) নিঃসরণক্রমে আল্লাহ্ হইতে নিঃসৃত হইয়াছেঃ 'আক্'ল (সাক্ষাতভাবে আল্লাহ্ হইতে নিঃসৃত এবং অগ্রে পরিচালিত), বিশ্ব আত্মা (প্রকৃতি, নব্য আফ্লাতূ'নীক্রমে তৃতীয় এবং আত্মার একটি শক্তি বলিয়া কথিত), আদি বস্তু এবং অবিমিশ্র পদার্থ যাহাকে দ্বিতীয় বস্তুও বলা হয়। 'এক' হইতে যেমন সংখ্যারাজি নির্গত হয় তদ্রূপ সব কিছুই আল্লাহ হইতে আসে (দ্র. রাসাইল, নং ২৯, ৩২, ৩৫)। উপরে উল্লিখিত তুলনাসমূহ ইখ্ওয়ানু'স-সা'ফাও ব্যবহার করিয়াছেন। 'সারায়ান' (سريان) এবং 'সুদূর' (صدور) শব্দ দুইটি ফায়দ'-এর প্রতিশব্দসমূহের অন্তর্ভুক্ত। শেষোক্ত শব্দটি আল-ফারাবী এবং পরবর্তী যুগের দার্শনিকদের দর্শন বিষয়ক আলোচনায় পাওয়া যায়।

ফারাবী, ইব্ন সীনা ও ইব্ন রুশ্দ নিঃসরণ মতবাদে মৌলিক কিছু যোগ করেন নাই। তাঁহাদের লেখায় কেবলমাত্র তাঁহাদের চিন্তার ছকে ইহার সংযোজন ও পরিভাষা ব্যাপারে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। ফারাবী এবং ইব্ন সীনা 'ফায়দ'' ও 'সুদূর' শব্দটিকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে এই কথাটি অনুধাবনের প্রয়োজন এইজন্য যে, পরবর্তী যুগের অতীন্দ্রিয়বাদী সাধকগণ এই দুইটি শব্দের অর্থে পার্থক্য করিয়াছেন (তু. Horten, Die Philosophie des Islam, 1924, p. 162)।

ফারাবী এই কথাটির উপর জোর দিয়াছেন (Abhandlungen ed. Dieterici, p. 58) যে, আল্লাহ্ হইতে বিশ্ব জগতের নির্গমন (সুদূর صدور এবং হু'সূ'ল حصول) হইয়াছে। কিন্তু এই নিঃসরণের মূলে প্রকৃতিগত প্রয়োজন নাই; বরং উহা আল্লাহ্র জ্ঞান ও সম্মতি অনুসারে হইয়াছে, খামখেয়ালীভাবে বা অনৈশ্বরিক উদ্দেশ্যে হয় নাই অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁহার অন্তর্নিহিত কল্যাণের ফলশ্রুতিতে (তু. Plato's Timaios) এবং তাঁহার পরম প্রাচুর্য হইতে সৃষ্টি করেন। জগতের সৃজন আল্লাহ্র জন্য একটি চিরন্তন প্রয়োজনীয়তা, এই মতবাদের উপস্থাপনা করিতে গিয়া ইব্ন সীনা উপরিউক্ত কথাটির উপর জোর দিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে গা'যালী তাঁহার তাহাফুতু'ল-ফালাসিফাঃ পুস্তকে (সম্পা. Bouyges, p. 90 প., 214 প.) প্রতিবাদ করেন। তাঁহার মতে দার্শনিকগণ এইভাবে আল্লাহ্র কর্মকাণ্ডকে প্রাকৃতিক কার্যকারণ পর্যায়ে নামাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু দার্শনিকগণ এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। গা'যালীর মতে আল্লাহ নৈর্ব্যক্তিক আদি কারণ নহেন, বরং তিনি হইলেন ফা'ইল (فاعل) যিনি জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছানুসারে যখন এবং যেভাবে ইচ্ছা জগতকে গঠন করেন। এই মতবাদ পোষণ করা সত্ত্বেও গা'যালী দার্শনিক পরিভাষাগত শব্দ 'ফায়দ'' এবং ইব্ন সীনার 'নাজাত'-এ (পৃ. ৭৬) ব্যবহৃত 'ফায়দা'ন' (فيضان) ও 'সুদূর'-এর ব্যবহারে কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই (তু. যেমন মাদ'নূন স'গী'র, পৃ. ৯০ প.) তিনি যেই ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক মানুষের মধ্যে আত্মার (من روحه) কিছু অংশ ফুঁকিয়া (النفخ) বা (نفخ) দেওয়ার ব্যাপারটিকে পাত্র হইতে পানি ঢালার সহিত বা নিঃশ্বাস প্রবাহের সহিত তুলনা না করিয়া (পানি ও বাতাস পৃথিবীর অস্তি

নিকটে) সূর্যরশ্মির বিকিরণের (ফায়দ'ানের) সহিত তুলনা করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে এবংবিধ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন বিনা দ্বিধায়।

ইব্ন রুশ্দ (তু. v. d. Bergh, Epitome, p. 131 প.) প্রধানত নিঃসরণ মতবাদের বক্তব্যটি ফারাবী এবং ইব্ন সীনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং গ'াযালীর বিপক্ষে এই মতবাদটি সমর্থন করিয়াছেন (তাহাফুতু'ত-তাহাফুত, সম্পা. Bouyges, p. 438 প.)। তিনি বলিয়াছেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা প্রয়োজন ও স্বাধীন ইচ্ছা সম্পর্কীয় বিতর্কের উর্ধ্বে। এতদ্ব্যতীত টলেমীয় পদ্ধতির সহিত সম্পর্কিত হয় যে, নিঃসরণ মতবাদ, উহার সম্যক প্রমাণ সম্ভব নহে, কিন্তু উহা একটি সম্ভাব্য অনুমানমাত্র।

নব্য আফ্লাতূ'নীগণ আধ্যাত্মিক সত্তাসমূহের (আল্লাহ হইতে প্রকৃতি পর্যন্ত) বংশপরম্পরাতেই প্রায় সম্পূর্ণরূপে মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু ফারাবী হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী মুসলিম এরিস্টটল-পন্থিগণ (তু. Abhandlungen, ed. Dieterici, p. 39 প. and Musterstaat, p. 19) আরও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিভাবে বিশুদ্ধ আত্মাসমূহের ('উকূ'ল)-এর সহিত নৈসর্গিক স্বতন্ত্র আত্মা ও দেহসমূহের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। উপরিউক্ত তিন বা চার পর্যায় বিশিষ্ট নিঃসরণমালার সঙ্গে সঙ্গে একটি দশ পর্যায় (Aristotle-এর ধারণা অনুযায়ী) বা এগার পর্যায় (Ptolemy-এর ধারণা অনুযায়ী) নিঃসরণমালারও উদ্ভাবন করা হয় জগত সম্বন্ধে এরিস্টটলীয় এবং টলেমীয় ধারণার প্রেক্ষিতে। ইব্ন সীনা এই মতবাদের একটি সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যা দিয়াছেন (দ্র. M Horten, Die Metaphysik Avicennas p. 595 প.)। উহা এইরূপঃ চরম ও পরম ঐক্য আল্লাহ যাঁহাতে চিন্তন, চিন্তা ও ভাব যুগপৎ ঘটে, তাহা হইতে কেবল একটি অবিমিশ্র অতি-জাগতিক অশরীরী সত্তার ('আক্'ল) নিঃসরণ হইতে পারে (নব্য আফ্লাতূ'নী মতবাদ)। মূলত এই মতবাদটি সরল বটে কিন্তু একটি উদ্ভূত সত্তার কল্পনায় ইহার মধ্যে বহুত্ব, বিশেষত ত্রিত্ব বিদ্যমান। অতঃপর উহা যখন নিজের কারণ (আল্লাহ্) সম্বন্ধে চিন্তা করে তখন ইহা হইতে একটি দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক সত্তা নিঃসরিত হয়। ইহা যখন নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং নিজেকে একটি নির্ভরশীল (Contingent) বস্তু মনে করে তখন ইহা হইতে ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ মণ্ডলের আত্মা ও দেহ নির্গত হয়। আবার এই দ্বিতীয় সত্তা হইতে তৃতীয় সত্তা এবং নিশ্চল তারকামণ্ডলের দেহ ও আত্মা নির্গত হয়। এইরূপে ইহা সপ্তগ্রহমণ্ডলের মধ্য দিয়া শনি গ্রহ হইতে চন্দ্র পর্যন্ত চলিতে থাকে। এই নিঃসরণমালার শেষ সত্তা চন্দ্রের সত্তা হইতে বাহির হয় (অথবা ইহা হয়ত চন্দ্রেরই সত্তা, দ্র. গ'াযালী, তাহাফুত, সম্পা. Bouyges, p. 114 প.) এবং চন্দ্রের সত্তাকে বলা হয় "আক্'ল ফা'আল — فعال" (কর্ম সম্পাদক) কারণ ইহা হইতে অথবা ইহার মধ্যবর্তিতায় পার্থিব জগতের সকল আকার-আকৃতি নির্গত হয়। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি আলোকরশ্মি বিকিরণের ন্যায় আবহমানকাল সংঘটিত হইতে থাকে।

ইব্ন রুশ্দ মতবাদটির এই ব্যাখ্যাতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। তাঁহার মতে ইব্ন সীনার প্রথম 'আক্'ল প্রক্ষিপ্ত এবং গ্রহসমূহের আত্মা ও তাহাদের মনন শক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ কল্পনার অবকাশ নাই। একক হইতে এককের 'উদ্ভব' এবং নির্ভরশীলতার ধারণা (idea of contingency) নব্য আফলাতূ'নীদের এই প্রতিপাদ্যগুলি ইব্ন রুশ্দের মনঃপূত হয় নাই (তু. S.v.d. Bergh, Die Epitome des Averroes, p. 116, 132 প.)। সূফী মুসলিমদের নিকট নিঃসরণ মতবাদ স্বীকৃত নহে। তাঁহাদের মতে আল্লাহ্র ইচ্ছাশক্তিতেই সব কিছু সৃষ্টি হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) নব্য আফ্লাতূ'নী সম্বন্ধে, দ্র. W. R. Inge. The Philosophy of Plotinus, 2 vol., London 1918; (২) E. Breheir, La Philosophie de Plotin, Paris 1928; দ্র. ক'াদিমাত'ী, খাল্ক', নাফ্স, নূর, তাস'াওউফ প্রবন্ধসমূহ।

Tj. de Boer (S. E. I.)/মুহম্মদ রিযাউর রহীম

ফায়সা'ল ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয [فيصل بن عبد العزيز (১৯০৫—১৯৭৫ খৃস্টাব্দ)] ছিলেন আধুনিক সা'উদী 'আরবের রূপকার, দেশের বৈপ্লবিক উন্নয়ন-চেতনার একজন অগ্রনায়ক, মুসলিম উম্মার ঐক্য ও সংহতির পথিকৃৎ এবং অনাড়ম্বর সহজ সরল জীবনাদর্শের বলিষ্ঠ প্রবক্তা।

শাওওয়াল, ১৩২৪/এপ্রিল, ১৯০৫ সনে বর্তমান সা'উদী 'আরবের রাজধানী রিয়াদে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন সা'উদের পুত্র সন্তানদের মধ্যে ফায়স'াল ছিলেন দ্বিতীয়। বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। খ্যাতনামা কতিপয় য়ুরোপীয় পণ্ডিতের নিকট রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম 'আলিমগণের নিকট হইতে ইসলামী শিক্ষা লাভ করার ফলে তাঁহার সম্মুখে ইসলামী জ্ঞানের সুবিস্তৃত দিগন্ত উন্মোচিত হইয়া যায়।

সামরিক দক্ষতায় ফায়স'াল ছিলেন অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী। মাত্র সতর বৎসর বয়সে হি'জাযের বৃটিশ সমর্থনপুষ্ট বিদ্রোহী শারীফ হু'সায়নের বিরুদ্ধে তিনি ওহ্হাবী সৈন্যদলের সার্থক নেতৃত্ব দান করেন। ইহা ছাড়া সা'উদী রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যে সকল অভিযান পরিচালিত হইয়াছিল, অপরিণত বয়স্ক হইলেও তাঁহাকে তদ্রূপ কতিপয় অভিযানের সহিত সম্পৃক্ত করা হয়। এইরূপ প্রতিটি অভিযানে কামিয়াবী হাসিল করিয়া একদিকে যেমন তিনি কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই পিতা 'আবদু'ল-'আযীয ইব্ন সা'উদের পরম আস্থাভাজন হইয়া উঠেন।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব অসামান্য। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সেই ফায়স'াল সম্রাট পঞ্চম জর্জের সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য প্রেরিত এক বিশেষ কূটনৈতিক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বদানের সুযোগ লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও প্রজ্ঞার ফলেই উক্ত কূটনৈতিক মিশন সফল হয়। এই অল্প বয়সেই রাজনীতিতে তিনি এমনই দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সা'উদ ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীযের আমলে তাঁহার মন্ত্রীসভায় ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ হইতে ১৯৬১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় তাঁহাকে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য প্রায় প্রতিটি দেশই সফর করিতে এবং বহু দেশে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠকে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। এইভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়।

১৯৬১ খৃস্টাব্দে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রীত্ব হইতে পদচ্যুত হন। কিন্তু স্বীয় রাজনৈতিক মেধার গুণে তিনি ১৯৬২ খৃস্টাব্দে সা'উদী রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পদের দায়িত্বভার প্রাপ্ত হন। ভ্রান্ত অর্থনীতি অবলম্বনের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সা'উদ ইব্ন

'আবদি'ল-'আযীয সিংহাসনচ্যুত হইলে ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ২রা নভেম্বর ফায়সা'ল ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয সা'উদী 'আরবের বাদশাহ হন।

বাদশাহ হইয়া ফায়সা'ল প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি প্রধান মন্ত্রী পদের বিলোপ সাধন করেন এবং নিজকে সা'উদী 'আরবের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। কর্মহীন জীবনের সুযোগে রাজপরিবারের কেহই যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতায় মাতিয়া উঠিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে ফায়সা'ল শাহযাদাদের প্রত্যেককেই এক-একটি সরকারী কাজে নিয়োজিত করেন। প্রশাসনিক সংস্কারের অপর এক পর্যায়ে ফায়সা'ল প্রধান কা'দা'ীর উপর বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার ভার ন্যস্ত করেন। প্রধান কা'দা'ী বাদশাহ কর্তৃক মনোনীত হইতেন। প্রজাসাধারণের সুখ-সুবিধার প্রতি বাদশাহ ফায়সা'ল সকল সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি জনসাধারণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বাদশাহ ফায়সা'লের চেষ্টায় দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়। তাঁহার উদ্যোগে কতিপয় নূতন তৈলখনি আবিষ্কৃত হয়। ইহা ছাড়া কতিপয় স্বর্ণ খনি, মার্বেল খনি, তামা, দস্তা ও সীসার খনি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সা'উদী 'আরবের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের প্রতি তিনি মনোযোগ দেন। দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি শিল্প উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সার, পেট্রোলিয়াম, সিমেন্ট, ইস্পাত, জিপসাম, সাবান, দিয়াশলাই, চামড়া, এ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক প্রভৃতির কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে তিনি দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহারই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় S. A. R. C. (Saudi Arab Refinery Co.), A. D. C. (Arab Drilling Co. (A. A. O. C.) Arabian American Oil Company) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আজও সা'উদী 'আরবে সাফল্যের সহিত কাজ করিয়া চলিয়াছে।

কৃষি সম্পদে স্বনির্ভরতা আনয়নের জন্য বাদশাহ ফায়সা'লের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। তিনি সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেন। বিখ্যাত 'আদম বাঁধ' ও 'ওয়াদী জিজান বাঁধ'-এর সাহায্যে তিনি লক্ষাধিক একর জমি সেচব্যবস্থার আওতায় আনয়ন করেন। ইহা ছাড়া ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা, আধুনিক কৃষি প্রকৌশল, উন্নত মানের বীজ, সার, ঔষধ সরবরাহ, বিনা সুদে ঋণদান প্রভৃতি অনুকূল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নে তিনি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

কিন্তু সুমিষ্ট ও সুপেয় পানির অভাব এবং পানির লবণাক্ততা সা'উদী 'আরবের জন্য ছিল অভিশাপসদৃশ। ফায়সা'ল পানির লবণাক্ততা দূরীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ভূগর্ভে অনুসন্ধান চলে এবং রিয়াদের মৃত্তিকা গর্ভে সুমিষ্ট পানির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার প্রচেষ্টায় বর্তমানে সা'উদী 'আরবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পানির সরবরাহ ব্যবস্থা কায়েম হইয়াছে। ইহা ছাড়া আল-হা'সা' ও হাবাদ এলাকায় সুমিষ্ট পানির সেচপ্রকল্পসমূহ ফায়সা'লের কৃতিত্ব ও দেশদরদের নিদর্শন বহন করে। এইরূপ সেচ ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পেরও অভূত অগ্রগতি সাধিত হয়।

সা'উদী 'আরবের আধুনিক সভ্যতার রূপায়ণ বাদশাহ ফায়সা'লের আর এক কৃতিত্বের নিদর্শন। তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাজপথ, রেল সড়ক, বিমান বন্দর ও নৌবন্দর নির্মাণ করান। তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সহিতই বিমান পথে সা'উদী 'আরবের সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ইহা ছাড়া তিনি বহুতল গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে দেশের আবাসিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

বাদশাহ ফায়সা'ল মক্কা ও মদীনার সুযোগ্য খাদিম ছিলেন। পবিত্র ভূমি মক্কা ও মদীনার উন্নয়ন সাধনের প্রতি তাঁহার অকপট আন্তরিকতা ছিল। হা'জ্জ যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি তিনি সুদৃষ্টি রাখিতেন। তিনি হা'জ্জ রাজস্ব প্রথার উচ্ছেদ সাধন করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় মিনা, 'আরাফাত ও মুযদালিফায় হা'জ্জযাত্রীদের গমনাগমনের পথ-ঘাটের সংস্কার সাধিত হয়। ইহা ছাড়া তিনি হা'জ্জযাত্রীদের সুবিধার্থে কোয়ারান্টাইন বিল্ডিং, হা'াজ্জী ক্যাম্প, হাসপাতাল, লাইব্রেরী প্রভৃতি নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

বাদশাহ ফায়সা'ল উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতিকে উন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়া যায় না। সেই উপলব্ধিতে তিনি শিক্ষাকে সকলের জন্য অবৈতনিক ঘোষণা করেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যেই দেশে প্রাথমিক শিক্ষা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। ফায়সা'লের চেষ্টায় দেশে কতিপয় বয়স্ক শিক্ষা-কেন্দ্র, নারী কল্যাণ কেন্দ্র, কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নির্মিত হয়। ইহাতে সা'উদী জনগণের জন্য শিক্ষার পথ সুগম হইয়া উঠে।

জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফায়সা'ল কতিপয় চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সেনিটারী এবং কোয়ারান্টাইন ব্যবস্থা, ল্যাবরেটরী, ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রভৃতি কায়েম করিয়া এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

বাদশাহ ফায়সা'লের জনকল্যাণ ব্যবস্থায় মহিলারাও পর্দা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিভিন্ন চাকুরী করিতে পারিতেন। বিধবা ও য়াতীমদের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা হইয়াছিল। জাতির মন-মানসিকতার বিকাশের জন্য তিনি সুরুচিসম্পন্ন নির্মল সংস্কৃতি চর্চার প্রচলন করেন।

জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতিতে ফায়সা'ল ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয-এর যথেষ্ট দূরদর্শিতা ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে ইসরাা'ঈলীদের কবল হইতে তিরান প্রণালী পুনরুদ্ধার, য়ামানে রাজতান্ত্রিক সংঘর্ষের সময় 'আরববিশ্বকে সুষ্ঠু নীতিতে পরিচালন, শান্তিপূর্ণ 'আরব সমস্যার সমাধান, ইরাক-ইরান বিরোধ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা, ফিলিস্তিনীদের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট ও আপোষহীন মনোভাব ব্যক্ত করা প্রভৃতি। তিনি য়াহূদীকবলিত মাসজিদু'ল-আক'স া-কে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ় আশা পোষণ করিতেন।

তিনি সা'উদী সেনাবাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করিয়া আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মুসলিম জাহানেরও তিনি ছিলেন দরদী বন্ধু। য়াহূদী হামলা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, জর্ডান এবং পি. এল. ও (Palestine Liberation Organisation)-কে বিভিন্ন সময়ে সামরিক সাহায্য দান করেন। 'আরব বিশ্ব তথা মুসলিম জাহানের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নে তিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে ইস্রাা'ঈল মিসর আক্রমণ করিলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের বাগদাদ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইস্রাা'ঈলের সাহায্যকারী শক্তিবর্গের তৈল সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে ফায়সা'লের ভূমিকাই ছিল সক্রিয়। এই অভূতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ এক মারাত্মক হুমকির

List>

সম্মুখীন হইয়া পড়ে। তখন হইতে 'তৈল অস্ত্র' একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত হয়।

মুসলিম উম্মার ঐক্য, সংহতি, ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি মুসলিম জাহানকে সংঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন এবং একটি সংগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৭০ খৃস্টাব্দে জেদ্দায় O. I. C. (Organisation of Islamic Conferences) গঠিত হয় এবং ইসলামী সেক্রেটারিয়েট কায়েম করা হয়। পরে মুসলিম উম্মার বহুমুখী উন্নয়নের লক্ষ্যে উহাকে স্থায়ী ইসলামী সেক্রেটারিয়েটে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৭৫ খৃস্টাব্দে ২৫ মার্চ, পবিত্র 'ঈদু মীলাদি'ন-নাবী-র আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী বাস্তবায়নকালে ভ্রাতুষ্পুত্র ফায়সা'ল ইব্ন মুসাইয়িদ-এর গুলীতে মুসলিম জাহানের সার্বিক কল্যাণের স্বপ্নদ্রষ্টা ফায়সাল ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) মহীউদ্দীন খান, শহীদ ফয়সল, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৭৫; (২) মুহ'াম্মাদ আসাদ, Road to Mecca, Max Reinhard, London 1954; (৩) শেখ ফজলুর রহমান, মুসলিম ঐক্যের স্বপ্ন, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮০; (৪) Adam and Charles Block, Who's Who, London, 1969, 12lst Annual Edu; (৫) বাংলা বিশ্বকোষ, ফয়সল ইব্ন আবদুল আযীয (নিবন্ধ), তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৩; (৬) K. S. Twitchell, Saudi Arabia with an Account of the Development of its Natural Resources, Greenwood Press, Newyork, 1969.

শেখ ফজলুর রহমান

ফারা'ইযীয়া (فرائضية : ফারা'ইদি'য়্যাঃ) [আরবী ফারীদ'াঃ (অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য) শব্দের ব-ব-ফারা'ইদ' হইতে গঠিত] একটি মুসলিম সম্প্রদায়। ১৮১৮ খৃস্টাব্দে হ'াজী শারী'আতুল্লাহ এই দলটির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল আব্দু'ল-জলীল তালুকদার। বাকেরগঞ্জ (পরে ১৮৭৩ খৃ. হইতে ফরিদপুর) জেলার অন্তর্গত মাদারীপুর মহকুমার বর্তমান শামাইল গ্রামে বাসকালে ১৭৮১ খৃ. তাঁহার পুত্র শারী'আতুল্লাহ্‌র জন্ম হয়। পরে তাঁহার পরিবার ঐ জিলার বাহাদুরপুর গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন। আট বৎসর বয়সে শারী'আতুল্লাহ্‌র পিতৃবিয়োগ হয়। তৎপূর্বে তাঁহার মাতা ইন্তিকাল করেন। কাজেই তাঁহার চাচা 'আজ'ীমু'দ-দীনের পরিবারে তিনি প্রতিপালিত হন। তাঁহার বয়স যখন আঠার বৎসর মাত্র তখন তিনি হ'াজ্জ করিতে মক্কা শরীফ যান (১৭৯৯ খৃ.), কিন্তু অন্য হ'াজ্জীগণের মত তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করিয়া সেখানে তদানীন্তন শাফি'ঈ মায্'হাবের নেতা আশ্-শায়খ ত'াহির আস্-সুনবুল আল-মাক্কীর শিষ্যরূপে বসবাস করিতে থাকেন। প্রায় বিশ বৎসর মক্কা শরীফে অবস্থান করার পর ১৮১৮ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তখন 'আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত এবং ধর্মশাস্ত্রে সুনিপুণ তার্কিক। কথিত আছে, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি একদল ডাকাতের হাতে পড়েন। তাহারা তাঁহার যথাসর্বস্ব, এমন কি 'আরবে অবস্থানকালে যাহা কিছু মূল্যবান বস্তু তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন সব কিছুই লুট-তরাজ করিয়া লয়। নিজের হাতে সংগৃহীত পুস্তকাদি এবং স্মারকচিহ্নগুলি ব্যতীত জীবন যাপন দুর্বিষহ হইবে মনে করিয়া তিনি ডাকাতদলের সহিত যোগদান করিয়া তাহাদের সংগে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য এবং অকৃত্রিম ধর্মবিশ্বাস দুর্বৃত্ত ডাকাতগণকে মুগ্ধ করে; তাই কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তাহারা তাঁহার অনুগত অনুসারী হইয়া পড়ে। এই মহাপুরুষের অপর ধর্মাবলম্বিগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিতকরণ সম্বন্ধে যে সব আখ্যান প্রচলিত আছে এইটিই সেইগুলির সূত্রপাত। তাঁহার নিজস্ব জন্মভূমি ফরিদপুর জেলায় তিনি তাঁহার মতবাদ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া নীরবে প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে তিনি ঘোর বিরোধিতা এবং নিন্দাবাদের সম্মুখীন হইয়া পড়েন; কিন্তু তাঁহার কয়েকজন অনুরক্ত ভক্তের সাহায্যে তিনি বিরোধী দলকে পরাভূত করেন। কালক্রমে তিনি একজন আদর্শ ধার্মিক ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত হন।

তিনি দুইটি বিষয়ে অভিনবত্ব আনয়ন করেন। যেহেতু তদানীন্তন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল, সেই কারণে এই দেশকে দারু'ল-হ'ারব্ বলিয়া শুক্রবার জুমু'আর স'ালাত এবং দুই 'ঈদের স'ালাত বন্ধ করেন। তিনি আরও আদেশ করেন যে, যেহেতু উস্তাদ ও শাগরিদ শব্দ দুইটি দ্বারা শেষোক্তের প্রথমোক্তের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য বুঝায় না, এইজন্য উস্তাদ এবং শাগরিদ শব্দ দুইটি পীর এবং মুরীদ শব্দদ্বয়ের স্থলে ব্যবহার করিতে হইবে। অথচ পীর ও মুরীদ শব্দদ্বয় ধর্ম-উপদেষ্টা এবং তাহার ছাত্র বুঝাইবার জন্য বহু যুগ হইতে প্রচলিত।

পূর্বে কোন ব্যক্তি প্রথম মুরীদ হইলে তাহাকে পীরের হাতে হাত মিলাইতে হইত, তিনি এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন; কিন্তু প্রত্যেক নূতন অনুসারীকে অবশ্যই তাওবাঃ করিতে হইত অর্থাৎ অতীতে কৃত পাপকার্যের জন্য অনুশোচনা করিতে হইত এবং ভবিষ্যতে ন্যায় পথে থাকিয়া ধর্মভীরুরূপে জীবনযাপনের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতে হইত। পীর-মুরীদীকে আশ্রয় করিয়া পাঁচ পীর, মানিক পীর, মাদার পীর, সত্য পীর, পীর বদর প্রভৃতি স্থানীয় পীরদের মাযার পূজা এদেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল এবং সেই উপলক্ষে বার্ষিক 'উরস ও ফাতিহ'াঃ এবং মুহ'াররামের তা'যিয়া অনুষ্ঠিত হইত। হ'াজী শারী'আতুল্লাহ্ এই সব অনুষ্ঠানকে শির্ক ও বিদ্'আত্ ঘোষণা করিয়া তাঁহার শাগরিদগণকে তাওহ'ীদপন্থী খাঁটি মুসলিম হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলেন। তাঁহার প্রচারিত উপরিউক্ত শিক্ষাগুলি নির্বিবাদে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মতে—নবজাত শিশুর নাভিরজ্জু ধাত্রী দ্বারা ছেদন গুরুতর পাপকার্য; উহা হিন্দুদের অনুকরণমাত্র। সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে, নাভিরজ্জু ছেদন পিতার কর্তব্য। এই মতবাদ প্রচারের ফলে বিদ্'আতপন্থী তথাকথিত মুসলিমগণই তাঁহার ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠে। হ'াজী শারী'আতুল্লাহ্‌র আদেশে তাঁহার শাগরিদগণ জমিদারদের প্রবর্তিত শির্কমূলক কালীবৃত্তি, ঈশ্বরবৃত্তি নামক পূজার চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে এবং গরু কুরবানী করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে হিন্দু জমিদারগণ তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করিয়া তাঁহাকে জব্দ করিতে চেষ্টা করে। হ'াজী শারী'আতুল্লাহ্‌র প্রচারের ফলে মুসলিম কৃষকগণ সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল এবং তাহাদের ধর্মবিশ্বাসও দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল। ইহাতে জমিদারগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। ১৮৩১ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বন্দ্ব শুরু হইবার কারণে তাঁহাকে পুলিশ হিফাজতে রাখা হয় এবং ঢাকা জিলাস্থ নয়া বাড়ীর বাসস্থান হইতে তাঁহাকে বিতাড়িত করা হয়। তিনি বাধ্য হইয়া স্বীয় জন্মভূমি ফরিদপুর জিলায় প্রত্যাবর্তন করেন। নিজ এলাকায় তিনি ধর্মগুরুর মর্যাদা ও আসন লাভ করেন। অসাধারণ

ব্যক্তিত্ব, অকপট সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ও নিষ্কলঙ্ক আদর্শ ও চরিত্র-গুণে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মুসলিম জনগণের সহানুভূতি এবং সমর্থন লাভে কৃতকার্য হন। তাঁহার প্রভাব ছিল অসীম। কেহ তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে এতটুকু সাহস পাইত না। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ এবং অত্যধিক সতর্ক, তাই তিনি গ্রহণ করিলেন শুধুমাত্র ধর্ম-সংস্কারকের ভূমিকা। তিনি যে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন তাঁহার জীবদ্দশায় তাহা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাসে তাঁহার নামোল্লেখ কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা অবশ্য অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন। হা'জী শারী'আতুল্লাহ্ ১৮৪০ খৃস্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে তাঁহার জন্মস্থান শামাইল গ্রামে ইন্তিকাল করেন এবং বাড়ীর আঙ্গিনায় তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হয়। মৃত্যুর কিছুকাল পরে আড়িয়াল খাঁ (পদ্মা) নদীর ভাঙ্গনে তাঁহার কবরটি নদীগর্ভে পতিত হয়। কবরগাত্রস্থ 'আরবী শিলালিপিটি ঢাকায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে। দ্র. History of the Faraidi Movement in Bengal (1818—1906) by Dr. Muinuddin Ahmad Khan, Pakistan Historical Society, 1965.

তাঁহার পুত্র মুহ'ম্মাদ মুহ'সিন ছিলেন পিতা অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তাঁহার ডাক নাম ছিল দুদু মিয়া। যদিও তিনি পিতার ন্যায় অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, তথাপি তিনি পিতা অপেক্ষা বহু গুণে অধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, বাকেরগঞ্জ এবং নোয়াখালী জিলার প্রতি ঘরে ঘরে তাঁহার নাম সুপরিচিত। তাঁহার অনুসারীদের বর্ধিত জনসংখ্যা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি এবং তাঁহার মরহুম পিতা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮১৯ খৃস্টাব্দে দুদু মিয়া জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি পিতার নিকট 'আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। সুশিক্ষার জন্য ১২ বৎসর বয়সেই তাঁহাকে মক্কা শরীফ পাঠান হয়। তিনি নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার শিষ্যগণ সে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন যে, মক্কা শরীফে অবস্থানকালে তিনি যে ভবিষ্যত জীবনে একজন মহান ব্যক্তি হইবেন সে সম্বন্ধে বহুবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। মক্কাতে পাঁচ বৎসরকাল শিক্ষা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পিতার ধর্মমত প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং তাহা বহুল পরিমাণে প্রচলন করেন। ১৮৪০ খৃস্টাব্দে হা'জী শারী'আতুল্লাহ্‌র মৃত্যু হইলে ফারা-ইযী'গণ দুদু মিয়াকে তাহাদের "উস্তাদ" বা নেতা মনোনীত করেন।

কর্মজীবনে দুদু মিয়া সমাজ সংগঠন কার্যে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেন। তিনি পূর্ববঙ্গকে কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি এলাকার জন্য একজন করিয়া খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। কেন্দ্রীয় সংঘের উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত তাঁহারা জনসাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করিবার ভার লাভ করিলেন। তাঁহারা দুদু মিয়াকে পীর এবং কখনও কখনও মৌলভী আখ্যায় ভূষিত করিতেন। তাঁহাদের এলাকায় যে সব ঘটনা ঘটিত সে সম্বন্ধে তাঁহাকে ওয়াকিফহাল করিতেন। পীর দলের কোন ব্যক্তির উপর কোন অত্যাচারী জমিদার কোন মামলা-মোকদ্দমা চালাইলে অথবা কোন অত্যাচার করিলে বিচারালয়ে মোকদ্দমা পরিচালনার নিমিত্ত অর্থ সরবরাহ করা হইত। এইভাবে তাঁহারা অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। দুদু মিয়া জনসাধারণকে ইহাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলেন।

অধিক সংখ্যক কৃষক এবং গ্রাম্য সাধারণ লোক তাঁহার অনুসারী হইয়াছিল। তিনি প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, সকল মানুষেরই অধিকার সমান এবং সমাজ জীবনে উচ্চ মর্যাদাবান ও ধনবানদের যেরূপ সুখ-সুবিধার প্রয়োজন, জনসাধারণ এবং নিঃস্ব দরিদ্রগণেরও সেইরূপ প্রয়োজন।

তিনি এবং তাঁহার অনুসারিগণ তদানীন্তন হিন্দু, প্রাচীনপন্থী মুসলমান এবং য়ুরোপীয় নীলকর ও জমিদারগণের নিকট ভীষণ আতংকের কারণ হইয়া উঠিলেন। কারণ কোন অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাইত না। জমিদারগণের অযৌক্তিক কর ধার্যকরণের বিরুদ্ধে দুদু মিয়া রুখিয়া দাঁড়াইলেন। এই বিষয়ে তিনি অবশ্য ন্যায্য পথই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ অতিরিক্ত কর আদায় প্রচলিত রাখা ছিল জমিদারদের চিরাচরিত প্রথা এবং তাহারা সেই প্রথা জনগণের উপর চাপাইয়া রাখিতে আগ্রহান্বিত ছিল। দুদু মিয়া এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি আরও অগ্রসর হইয়া ঘোষণা করিলেন: এই পৃথিবী আল্লাহ্‌র, উত্তরাধিকারবলে এখানে কাহারো একচেটিয়া কায়েমী স্বত্ব নাই; কাহারো কর ধার্য করার অধিকার নাই। তাঁহার উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া কৃষকগণ সরকারী খাসমহল জমিতে বসবাস স্থাপন করিল, সরকারী খাজনা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কর দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল। দুদু মিয়ার এবংবিধ প্রচেষ্টায় দ্রুত সফলতা দর্শনে তৎকালীন অত্যাচারী জমিদারগণের ঈর্ষার উদ্রেক হইল এবং তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে বহু মিথ্যা মোকদ্দমা চালাইতে লাগিল। ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে কতকগুলি বাড়ী লুটপাট করার উস্কানী দেওয়ার অপবাদে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হয়; ১৮৪১ খৃস্টাব্দে খুনের অভিযোগে তাঁহাকে দায়রায় সোপর্দ করা হয়; কিন্তু তিনি বেকসুর খালাস পান। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে বহুবার বহু ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি প্রতিক্ষেত্রেই সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পান। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে দুদু মিয়াকে কলিকাতায় লইয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে মুক্তি পাইয়া বাহাদুরপুর পৌঁছিলে আবার পুলিশ তাঁহাকে ফরিদপুরে লইয়া গিয়া বিনাবিচারে আটক করিয়া রাখে। ১৮৬০ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাঁহার নিজ বসতবাটী বাহাদুরপুরে তিনি প্রায় অধিকাংশ সময় বাস করিতেন, সেখানে প্রত্যেকটি আগন্তুক মুসলমান মেহমানকে পরিতৃপ্তির সহিত আহার করাইতেন। সমগ্র পূর্ব বাংলায় তাঁহার গুপ্ত সংবাদ সংগ্রাহকগণ পরিভ্রমণ করিত। নিকটস্থ সমগ্র অঞ্চলের জনগণের স্বার্থরক্ষার বিষয়বস্তু তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি ঘরোয়া বিবাদ-বিসংবাদ আপোষে মীমাংসা করিয়া দিতেন এবং বিচার-আচার করিতেন। কোন হিন্দু, মুসলমান বা খৃস্টান তাঁহাকে না জানাইয়া ঋণের টাকা আদায়ের জন্য কোন মোকদ্দমা মুন্সেফী আদালতে দায়ের করিলে তিনি তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতেন। গুপ্তচরগণ তাঁহার আদেশ-নির্দেশ দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে বহন করিত। তিনি চিঠিতে 'আহ'মাদ নাম নামা'লূম' (অজ্ঞাত নাম আহ'মাদ) সহি করিতেন এবং সন্দেহ নিরসনের জন্য হিন্দুদের মত শিরোনামা লিখিতেন। তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, যাহারা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম-মতবাদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে অথবা যাহারা সমাজের এবং সমাজপতির আদেশ

List>

অগ্রাহ্য করিয়া সরকারী বিচারালয়ে মোকদ্দমা করে তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিলে দোষ হয় না। দুদু মিয়া ছিলেন দীর্ঘকায়, সুশ্রী, সপুরুষ, কাল লম্বা দাড়ি; মাথায় একটা বড় পাগড়ী পরিধান করিতেন। ১৮৬২ খৃস্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ঢাকার ১৩৭ নং বংশাল রোডস্থ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার নশ্বর দেহ সেখানেই পশ্চাৎআঙ্গিনায় দাফন করা হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দলটির সংঘবদ্ধতা রক্ষা করিতে না পারায় দলীয় লোকসংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে। তাঁহার নেতৃত্বে সংগঠিত দলটিকে ফারাইযি'য়্যা সম্প্রদায় নামে অভিহিত করা হইত। যাহারা তাঁহার মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা শুক্রবার জুমু'আর স'লাতের পরিবর্তে জু'হ্রের ফরয স'লাত আদায় করিতেন। অন্য মুসলিমগণ সনাতন প্রথামত জুমু'আর স'লাত আদায় করিতেন।

১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হইয়া পাকিস্তান ঘোষিত হইলে তদানীন্তন পীর ঘোষণা করেন যে, যেহেতু পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র, এইজন্য এখন হইতে তাঁহার মুরীদগণকে জুমু'আঃ ও দুই 'ঈদের স'লাত যথারীতি সম্পন্ন করিতে হইবে।

দুদু মিয়া তিন পুত্র রাখিয়া ১৮৬২ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করিলে এই সম্প্রদায়ের দুর্দিন আরম্ভ হয়। তাঁহার পর জ্যেষ্ঠ পুত্র গি'য়াসু''দ-দীন হ'ায়দার নেতা হন এবং কিছুকাল পরেই সম্ভবত ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুদু মিয়ার দ্বিতীয় পুত্র 'আবদু'ল-গ'াফূর ওরফে নয়া মিয়া নেতা হন।

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর ফারদপুরের হিন্দু জমিদারগণ ফারা'ইযী সম্প্রদায় ও তাঁহার পরিবারের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করেন। জমিদারদের লোকজন রাত্রিকালে তাঁহার বাহাদুরপুরের বাড়ী আক্রমণ করিয়া অগ্নিসংযোগে ঘর-দুয়ার ও সম্পত্তি ভস্মীভূত করে। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র মাওলানা কারামাত 'আলীর তৎপরতায় অনেকেই এই সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া তাঁহার দলভুক্ত হন।

নয়া মিয়াকে বার বৎসর বয়সে ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে ফারা'ইযী সম্প্রদায় নেতৃত্বে বরণ করে। অপরিণত বয়স্ক বলিয়া দুদু মিয়ার বিশ্বস্ত সহযোগী মুরীদ মুন্শী ফায়দু''দ-দীন মুখ্তার, বানী য়ামীন মিয়া এবং খলীফা 'আবদু'ল-জাব্বার নাবালক নেতার অভিভাবক হন। অভিভাবকগণের সহযোগিতায় ও নয়া মিয়ার চেষ্টায় ফারা-'ইযী সম্প্রদায়ের হৃতগৌরব অনেকাংশে ফিরিয়া আসে। তিনি গভর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে নয়া মিয়া মক্কায় হ'াজ্জ করিতে যান এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের ছয় মাস পরে বত্রিশ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

নয়া মিয়ার মৃত্যুর পর দুদু মিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র সা'ঈদ'দ-দীন আহ'মাদ ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে নেতা নির্বাচিত হন। তিনি ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে বাহাদুরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। নয়া মিয়ার ন্যায় তিনিও গভর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করেন এবং ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে 'খান বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার নেতৃত্বকালে মাওলানা কারামাত 'আলীর সহিত জুমু'আঃ ও 'ঈদ জামা'আত বৈধ কিনা—এই বিষয়ে বহু বাহ'াছ'-সভা অনুষ্ঠিত হয়। খান বাহাদুর সা'ঈদু'দ-দীন আহ'মাদ ১৯০৬ খৃস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আবু খালিদ রাশীদু'দ-দীন আহ'মাদ ওরফে বাদ্শা মিয়া নেতা হন। তিনি ১৯১৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত গভর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতা করেন। তৎপর য়ুরোপীয় শক্তিবর্গ তুরস্কের খলীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় তিনি সহযোগিতা হইতে বিরত হন এবং ১৯২২ খৃস্টাব্দে খিলাফাত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ফলে ধৃত হইয়া কারাবরণ করেন। ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মুহ'সিনু'দ-দীন আহ'মদ ওরফে দুদু মিয়া নেতা নির্বাচিত হন। তিনিই বর্তমানে ফারা'ইযী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করিতেছেন। ফারা'ইযী নেতৃবৃন্দের বংশ তালিকা নিম্নরূপ :

(১) হ'াজী শারী'আতুল্লাহ (ইব্ন 'আবদি'ল-জালীল তালুকদার) (১৭৮১ খৃ.—১৬ই জানুয়ারী, ১৮৪০ খৃ. ১০ই যু'ল-কা'দাঃ ১২৫৫)।

(২) মুহ'াম্মাদ মুহ'সিন ওরফে দুদু মিয়া
(১৮১৯—১৮৬২ খৃ.)

(৩) পুত্র, গি'য়াসু''দ-দীন হ'ায়দার (মৃ. ১৮৬৪ খৃ.)

(৪) পুত্র 'আবদু'ল-গ'াফূর ওরফে নয়া মিয়া (১৮৫২—১৮৮৪ খৃ.)

পুত্র (৫) খান বাহাদুর সা'ইদু'দ-দীন আহ'মাদ (১৮৫৫—১৯০৬ খৃ.)
|
পুত্র
(৬) আবু খালিদ রাশীদু'দ-দীন আহ'মাদ ওরফে বাদ্শা মিয়া (মৃ. ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৫৯)
↓
পুত্র
(৭) মুহ'সিনু'দ-দীন আহ'মাদ ওরফে দুদু মিয়া

ফাসিক (فاسق : ফ্যাসিক') ইহার মাস'দার فسق এবং ইহার শাব্দিক অর্থ ন্যায়ের পথ হইতে বিচ্যুতি, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা, তাঁহার অনুশাসন লঙ্ঘন, ব্যভিচারের অপবাদ, অশালীন আচরণ, সত্যকে এড়াইয়া চলা এবং সত্য প্রচারে বাধা সৃষ্টি—এই সকল অর্থে ফিস্ক্'-এর ব্যবহার কু'রআনে লক্ষণীয়। কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল :

(১) ইব্লীস আদামকে সিজদা করিতে অস্বীকার করিল; তাহার এই অবাধ্যতা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ (১৮ : ৫০)।

(২) তাওরাত ও ইঞ্জীলের বিধান লঙ্ঘনের এবং কু'রআনের বিধান প্রচারে বাধা সৃষ্টির অপরাধে য়াহূদী এবং খৃস্টানগণকে বলা হইয়াছে 'কাফিরূন' (৫ : ৪৪) 'জ'ালিমূন' (৫ : ৪৫) এবং তেমনি 'ফাসিকূ'ন' (৫ : ৪৭) প্রতিটি ক্ষেত্রে তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ অর্থাৎ তাঁহারা আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা দেয় নাই অথবা অভিযোগ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ (৫ : ৪৯) আল্লাহ্ যাহা তোমার (নবীর) প্রতি নাযিল করিয়াছেন তাহার প্রচারে বিপত্তি সৃষ্টি করে।

(৩) বানী ইস্রাঈল জেরুযালেম (الارض المقدسة)-কে শত্রু-মুক্ত করিবার প্রয়োজনে হযরত মূসা ('আ)-এর সহিত জিহাদে অংশ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইল। এই কারণে তাহাদিগকে 'ফাসিক'' বলা হইয়াছে (৫ : ২৫–২৬)।

(৪) মুসলিমদের জন্য অভক্ষ্য অপবিত্র খাদ্য সম্বন্ধে (মৃত প্রাণী, প্রবহমান রক্ত, শূকর, দেবদেবীর নামে বধ করা প্রাণী ইত্যাদি) সমষ্টিগতভাবে বলা হইয়াছে ذٰلِكُمْ فِسْقٌ (৫ : ৩) অর্থাৎ এই সবই অপবিত্র বা رِجْس (৫ : ৯০) হ'ারাম। আল্লাহ্‌র নামোচ্চারণ না করিয়া যে প্রাণীকে বধ করা হয় তাহাও 'ফিস্‌ক'' (৬ : ১২১)।

(৫) বিবাহিতা মহিলার প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ রটনাকারী অপবাদ প্রমাণ করিতে না পারিলে বেত্রদণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না—এইরূপ অপরাধীকে 'ফাসিক'' বলা হইয়াছে (২৪ : ৪)।

(৬) মৃত্যুর সময় পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থামূলক ওসি'য়্যাত (وصية)-এর সম্বন্ধে সাক্ষ্যদানকালে সাক্ষীরা সাক্ষ্যে হেরফের করিলে বা সাক্ষ্য গোপন করিলে তাহাদিগকে ফাসিক' বলা হইয়াছে (৫ : ১০৮)। চুক্তিপত্রের সাক্ষী বা দলীল লেখককে অযথা হয়রান বা ক্ষতিগ্রস্ত করাও 'ফিস্‌ক'' (২ : ২৮২)।

فاسق এর মাস'দার فسوق-ও হয়। কু'রআন মাজীদে ইহার ব্যবহার, যেমন : (ক) হ'াজ্জের মধ্যে فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ অশালীন কথা, গালাগালি, বিবাদ-বিসম্বাদ নিষিদ্ধ (২ : ১৯৭)।

(খ) ৪৯ : ৭ আয়াতে রহিয়াছে وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ আল্লাহ কুফ্‌র, ফুসূক'' এবং 'ইস্‌'য়ান (অবাধ্যতা)-এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন তোমাদের মধ্যে।

(গ) কাহাকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক নামে অভিহিত করা ঈমানের পরিপন্থী কর্ম بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ (৪৯ : ১১)।

ফলকথা কু'রআনে 'ফাসিক'' এবং ইহার মাস'দার 'ফিস্‌ক'' ও 'ফুসূক'', কুফ্‌র হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ অশালীন কথাবার্তা পর্যন্ত গুরু (كبيرة) এবং লঘু (صغيرة) সকল রকম গুনাহ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ফিক্‌হের পরিভাষায় কুফ্‌র কখনো ফিস্‌কে'র পর্যায়ভুক্ত হয় না, বরং ফিস্‌ক' নিম্ন পর্যায়ের অবাধ্যতাকে বুঝায়। সুন্নীদের মতে 'কাবীরাঃ' গুনাহে লিপ্ত মুসলিম ফাসিক' বটে, কিন্তু তাহাকে কাফির বলা যাইবে না। অন্য পক্ষে কোন মুসলিমের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ফিসক' বা গুনাহমুক্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। জোর চেষ্টায় মু'মিন সজ্ঞানে 'কাবীরাঃ' হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু 'সা'গ'ীরাঃ' হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকা মানুষের সাধ্যাতীত। এই সা'গ'ীরাঃ-কে কু'রআনে سيئات রূপে অভিহিত করা হয় এবং মু'মিনদের প্রতি আশ্বাসবাণীরূপে বলা হইয়াছে : যদি তোমরা কাবীরাঃ গুনাহগুলি হইতে দূরে সরিয়া থাক আমরা তোমাদের سيئات গুলি মুছিয়া ফেলিব (৪ : ৩১)। 'সৎকর্মসমূহ (حسنات) পাপকে (سيئات) দূর করিয়া দেয়' (১১ : ১১৪)।

'আল্লাহ্‌ তাহাদের পাপগুলিকে মুছিয়া তদস্থলে সৎকর্মকে স্থান দিবেন' (২৫ : ৭০)। যাহারা ক্রমাগতভাবে কোন লঘু পাপ করিয়া যায় তাহাও কাবীরাতে পরিণত হয় এবং সম্পাদনকারী ফাসিক'রূপে গণ্য হয়।

প্রায় সমার্থবাচকরূপে ফাসিক'কে ফাজিরও (فاجر) বলা হয় এবং ইহার মাস্'দার হয় فجور (৭৫ : ২৭, ৯১ : ৮)। ইহাদের বহুবচন যথাক্রমে فساق এবং فجار فسقة এবং فجرة হয়।

ইহাদের বিপরীতার্থক এবং খুবই ব্যাপক অর্থে কু'রআনে ব্যবহৃত শব্দ হইল بر (لن تنالو البر) : ইহার অর্থ কল্যাণ বা মঙ্গল। আল্লাহ্‌তে ঈমান হইতে আরম্ভ করিয়া বিপদে ধৈর্য ধারণ পর্যন্ত অনেক কিছুই এই শব্দটির অর্থের অন্তর্ভুক্ত (২ : ১৭৭)। ইহার শাব্দিক অর্থ সৎকর্ম, বিশ্বস্ততা, উপকার, মাতাপিতার আনুগত্য (بر الوالدين) ইত্যাদি। ইহা হইতে উৎপন্ন بر অথবা بار অর্থ সৎকর্মশীল এবং বহুবচন ابرار এবং بررة।

গ্রন্থপঞ্জী : কু'রআনের প্রামাণ্য তাফসীরসমূহ; উস্'ল ফিক্‌হের গ্রন্থসমূহ।

ফিক্‌হ

ফিক্‌হ (فقه ফিক্‌হ) অর্থ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, জ্ঞান। ইসলামের আইনসমষ্টি (jurisprudence) ফিক্‌হ নামে পরিচিত। কু'রআনে ফিক্‌হ শব্দ হইতে গঠিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায় (যথাঃ ৫৯ : ১৩ ৬৩ : ৩ এবং ৭), যেখানে ষড়যন্ত্রকারী য়াহূদী ও তাহাদের মিত্র মুনাফিক'দের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহারা হিতাহিত বিবেচনা করিতে এবং তাহাদের কর্মের পরিণাম বুঝিতে (لا يفقهون) পারে না—সেই বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা তাহাদের নাই। বুখারী এবং মুসলিমে (মিশ্‌কাত, কিতাবু'ল-'ইল্‌ম দ্র.) اذا فقهوا যখন তাহারা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং يفقهوا فى الدين। আল্লাহ তাহাকে ইসলামী বিধানের সূক্ষ্ম এবং গভীর জ্ঞান দান করেন—এইরূপ অর্থে فقه শব্দোদ্ভূত ক্রিয়াপদের ব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়। রোমানদের Jurisdrudentia-র মত ইহাকে rerum divinarum atque humanarum notitia বলা যায় এবং ব্যাপক অর্থে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও পৌর জীবনের সকল দিকই ইহার আওতাধীন। আনুষ্ঠানিক ও ধর্মীয় কাজ ('ইবাদাত) যাহা করণীয় এবং যে সমস্ত কাজ বর্জনীয়—এই সকল ছাড়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়, পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার আইন, সম্পত্তি ও চুক্তি-বিষয়ক আইন, এক কথায় সামাজিক জীবনের সহিত সম্পর্কিত সমুদয় আইনগত ব্যাপার (মু'আমালাত) ইহার অন্তর্ভুক্ত। অপরাধ সংক্রান্ত আইন ও ইহার প্রয়োগ-পদ্ধতি, শাসনতান্ত্রিক আইন, প্রশাসনিক আইন এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত আইন এই সমস্তও ফিক্‌হের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল দিক এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ধর্মসম্মত আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই যাবতীয় আইনের বিন্যাসকেই ফিক্‌হ বলা হয়। বস্তুত ইসলাম মানুষের জীবনকে সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দান করে। সুতরাং ইসলামের বিধানে মু'আমালাত ও 'ইবাদাতরূপে গণ্য হয় যদি উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ। এই কারণে ইসলামী ফিক্‌হ এত ব্যাপকতা অর্জন করিয়াছে। প্রাচীনতর ইসলামী সাহিত্যে ফিক্‌হ শব্দের অর্থ এত ব্যাপক ছিল না। 'ইল্‌ম' এবং 'ফিক্‌হ' এই দুইটি শব্দ দুইটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হইত। 'ইল্‌ম বলিতে তখন কু'রআন ও উহার ব্যাখ্যা এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (স) ও স'াহ'াবাঃ (রা) হইতে প্রাপ্ত আইন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহের নির্ভুল জ্ঞান বুঝাইত। (ইব্‌ন সা'দ ২/২ : ১২৭; ১৬ : العلم و الرواية সমার্থক হিসাবে); পক্ষান্তরে ফিক্‌হ শব্দ দ্বারা বুদ্ধির স্বাধীন প্রয়োগ বুঝাইত এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করে—এইরূপ হ'াদীছে'র অভাবে বা এইরূপ হ'াদ'ীছ' জানা না থাকিলে নিজ বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে আইনঘটিত ব্যাপারসমূহের সমাধান করাও ফিক্‌হরূপে গণ্য করা হইত। এইরূপ স্বাধীন বিচার-বিবেচনার ফলে 'রা'য়' (رأى)-এর উৎপত্তি হয় এবং এই কারণে কখন কখন 'রা'য়'এর অর্থেও 'ফিক্‌হ' ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে 'ইল্‌ম' ও 'ফিক্‌হ' ধর্মজ্ঞানীর স্বতন্ত্র গুণ বলিয়া গণ্য হইত

(আন-নাওয়াব'ী, পৃ. ৭০৩, ৮)। সূরা ২ঃ ২৬৯-এর من يؤت الحكمة।" আয়াত অংশের ব্যাখ্যায় হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর বিশিষ্ট ছাত্র মুজাহিদ বলেন ঃ الحكمة-এর মধ্যে সাকুল্যে এই বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ঃ আল-কু'রআন ওয়া'ল-'ইল্‌ম ওয়া'ল-ফিক্‌'হ (ত'াবারী, তাফসীর, ৩খ, ৫৬)। হারূনু'র-রাশীদ তাঁহার শাসনকর্তা হারছ'আমাঃকে সন্দেহজনক ক্ষেত্রে 'উলী'ল-ফিক্‌'হ' ফী দীনিল্লাহ' ফিক্‌'হ জ্ঞানের অধিকারী এবং 'উলীল-'ইল্‌ম বি কিতাবিল্লাহ্‌' কিতাব সম্পর্কে 'ইল্‌মের অধিকারীদের সহিত পরামর্শ করিতে আদেশ দেন। (ত'াবারী, ৩খ, ৭১৭, ১০)। Goldziher-এর Muh-Stud ii. 176, note 6-এতে আরও উদ্ধৃতি রহিয়াছে।

এই হিসাবে 'আলিম (ব. ব. 'উলামা') এবং ফাক'ীহ (ব. ব. ফুক'াহা')-এর মধ্যে পার্থক্য করা হইত। একই ব্যক্তির মধ্যে উভয় জ্ঞানের সমাবেশ হইলে তাহার সম্বন্ধে পৃথকভাবে এতদুভয় জ্ঞানের উল্লেখ হইত অথবা ইহাদের প্রতিশব্দের ব্যবহার চলিত। ইব্‌ন 'উমার (রা) জায়্যিদু'ল-হ'াদীছ' (হ'াদীছে' পারদর্শী) ছিলেন ; কিন্তু জায়্যিদু'ল-ফিক্‌'হ্‌ ছিলেন না (ইব্‌ন সা'দ, ২/২খ, ১২৫, ৫) ; ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) ছিলেন আ'লাম (أعلم-শ্রেষ্ঠ 'আলিম) এবং আফক'াহ (أفقه-শ্রেষ্ঠ ফাক'ীহ) উভয়ই। হ'াদীছে' প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহে বিজ্ঞ হিসাবে তিনি আ'লাম্‌ এবং যে সকল ব্যাপারে হ'াদীছে' কোন নজীর ছিল না এবং সেখানে নিজ বিচার-বুদ্ধি ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল সেইক্ষেত্রে তিনি 'আফক'াহ' (বা أفقه وأرأى অর্থাৎ প্রজ্ঞাপূর্ণ অভিমত প্রদানের সর্বাপেক্ষা যোগ্য) ছিলেন (ঐ, পৃ. ১২২, ১২৪), যায়দ ইব্‌ন ছ'াবিত সম্বন্ধেও এইরূপ মন্তব্য (ঐ, পৃ. ১১৬) করা হয় যে, তিনি 'ফাক'ীহ্‌ ফি'দ্‌-দীন এবং 'আলিম ফি'স-সুন্নাঃ' অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ও সুন্নাঃ-র জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন (ঐ, ৩/১, ১১০)। সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব সম্বন্ধে বলা হয় তিনি যেমন ছিলেন ফাক'ীহু'ল-ফুক'াহা'—শ্রেষ্ঠ ফাক'ীহ্‌, তেমনি 'আলিমু'ল 'উলামা'—শ্রেষ্ঠ 'আলিম (ঐ, ২/২খ, ১২৯ ; ১৩০ ; ৫খ, ৯০)। তাবি'ঈদের মধ্যে অনেক ফুক'াহা' ও 'উলামা' (বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিদ্বান) ছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা হ'াদীছ' ও আছ'ারের বর্ণনাসূত্রের জ্ঞানও ('ইল্‌ম্‌) রাখিতেন এবং স্বাধীন মীমাংসা বা ফাত্‌ওয়া দানের (ফিক্‌'হ্‌) উপযুক্তও ছিলেন (ঐ, ২/২ ঃ ১২৮)। আবু ছ'াওর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, তিনি ছিলেন 'আহ'াদু আ'ইম্‌মাতি'দ্‌-দুন্‌য়া ফিক্‌'হান্‌ ওয়া 'ইল্‌মান' অর্থাৎ ফিক্‌'হ ও 'ইল্‌মে পৃথিবীর অন্যতম ইমাম (য'াহাবী, ত'াবাক'াতু'ল-হ'ফ্‌ফাজ', ৮খ, ১০৬)।

ইসলামের উন্নতির প্রাথমিক যুগে বিচার ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় জীবন পরিচালনার জন্য কু'রআনে ও হ'াদীছে' বিধিবদ্ধ অনুশাসনের অভাবে কিংবা পূর্ববর্তী কোন নজীরের অবর্তমানে অনেক সময় ব্যক্তিগত রা'য়ের (অভিমতের) আশ্রয় লইতে হইত ; সকলেই ইহাকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তিগত অভিমতকে যথাসম্ভব 'ইল্‌ম-এর ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে পারিলেই স্বভাবত সন্তুষ্ট হইতেন। 'আত'া' ইব্‌ন আবী রাবাহ' (মৃ. ১১৪/৭৩২) কোন বিষয়ে মীমাংসা দান করিবার সময় তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, "ইহা কি 'ইল্‌ম না রা'য় ?" ঐ মীমাংসা পূর্বের কোন নজীর (আছ'ার) অনুযায়ী হইয়া থাকিলে এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেন ঃ 'ইল্‌ম (ইব্‌ন সা'দ, ৫খ, ৩৪৫)। কিন্তু তাই বলিয়া 'রা'য়'কেও হীন মনে করা হইত না। আইন সংক্রান্ত কোন বিষয়ের জন্য ইহাও 'ইল্‌মের একটি যথার্থ উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইত। পরবর্তীকালে ইহা প্রাচীন বিশেষজ্ঞগণের নির্ভুল অভিমত বলিয়া গৃহীত হয় এবং বস্তুত পরবর্তী যুগে ইহা 'ইল্‌মের একটি উপাদানরূপে স্বীকৃত হয়, প্রথম হইতেই 'ইল্‌মের অভাব হইলেই ফিক্‌'হই ছিল অবলম্বন। কথিত আছে যে, হযরত মু'আবি'য়াঃ (রা) একটি আইনগত ব্যাপারে উপস্থিত স'াহ'াবীদের নিকটে বা নিজের স্মৃতিতে কোন হ'াদীছ' না পাইয়া (لم يوجد عندهم أو عنده فيها علم) অবশেষে যায়দ ইব্‌ন ছ'াবিত (রা)-এর শরণাপন্ন হন। তখন যায়দ (রা) স্বীয় স্বাধীন রা'য় অনুসারে সিদ্ধান্ত দেন (ত'াবারী, তাফ্‌সীর ২খ, ২৫০)। মিসরের কাযী কোন এক বিষয়ে খলীফা দ্বিতীয় 'উমার-এর নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন। হ'াদীছে' এই বিষয়ের কোন উল্লেখ ছিল না। খলীফা তাঁহার নিকট লিখেন, "এই বিষয়ে আমি কিছু পাই নাই। অতএব আপনি এ বিষয়ে আপনার নিজ অভিমত অনুসারে রায় দিবেন।" (কিন্‌দী, Governors and Judges of Egypt, ed, Guest, p. 33—Gottheil's, ed., p. 29) দ্র. [ইজ্‌তিহাদ]।

রা'য় এইভাবে আইনের একটি সর্ববাদীসম্মত উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স') এবং প্রাথমিক খলীফাগণও বিজিত প্রদেশসমূহে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রেরিত কর্মচারিগণকে কু'রআন ও হ'াদীছে'র মধ্যে বিধানের অবর্তমানে নিজ নিজ রা'য় অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতেন। এই সকল বিচারক যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন তাহা স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের নীতি অনুযায়ী হইত (Goldziher, Zahiriten, p. ৪ প. ; ইবনু'ল-আছ'ীর, উসদু'ল-গ'াবাঃ, ১খ, ৩১৪ ; মুবার্‌রাদ, কামিল, পৃ. ৯ প. ; ইবন কু'তায়বাঃ, 'উয়ূনু'ল-আখ্‌বার, পৃ. ৮৭)। এইভাবে রা'য় প্রয়োগের সূচনা হয় এবং আইন সংক্রান্ত যে সকল সংক্ষিপ্ত সংকলন গ্রন্থ রচিত হয় তাহাতে অনুরূপ পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞ বিচারক এবং প্রশাসক কর্মচারীদের সিদ্ধান্তের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উল্লেখ দেখা যায় (আল-আশ্‌বাহ ওয়া'ন-নাজ'া'ইর ; দ্র. 'উয়ূনুল-আখ্‌বার, পৃ. ৭২)। ইহাই হইল কি'য়াস (সদৃশ ঘটনা হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নীতি)-এর প্রয়োগ। علة الشرع (আইনের অভিপ্রায় বা ratio legis)-এর অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্ভূত সন্দেহপূর্ণ ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা প্রসঙ্গে 'রা'য়' প্রয়োগের নীতি রীতিমত বৈধতা লাভ করে। প্রাথমিক যুগেও ইহার বৈধতা স্বীকৃত ছিল। এইরূপে আইন-বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সম্মিলিত অভিমত ইজ্‌মা' নামে অভিহিত হয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের পর সেই সকল এলাকায় রোমীয় আইনের প্রভাবের ফলে ইসলামী আইন রোমীয় আইন দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল—(Muh. Stud., ii, 75)। কথাটি আংশিক সত্য। এই সকল দেশে ভূমি এবং রাজস্ব ব্যবস্থা-স্বরূপ যাহা প্রচলিত ছিল, তাহা বিজেতা মুসলিম শাসকগণ যথাসম্ভব স্থির রাখিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনমত কু'রআন ও সুন্নাঃ-র আলোকে সংশোধন করিয়া লইয়াছিলেন। বহু পুরাতন সভ্যতার আবাসভূমি মেসোপটেমিয়ার ব্যবহারিক ও সমাজ-জীবনে যাহা প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে যাহা কু'রআন-সুন্নার পরিপন্থী নহে তাহা মুসলিম আইনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। I. Goldziher মনে করেন যে, আইনবিদ্যা

সম্বন্ধীয় ইসলামী পরিভাষাগত নামগুলি পর্যন্ত (যথাঃ ফিক'হ-বুদ্ধি এবং ফাক'ীহ-বুদ্ধিমান) অনুরূপ রোমীয় নামগুলির (যথাঃ Jurisprudentia এবং Juris prudentes) অনুরূপ, প্রতিপাদ্য হইল এই যে, মুসলিম আইনবেত্তাগণ সাকুল্যে রোমীয় আইন দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে দেখানো হইয়াছে যে, فقه ও فقيه শব্দের উদ্ভবের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কু'রআান ও হ'াদীছে' রহিয়াছে; অন্য কোন ভাষায় সমার্থবাচক শব্দের প্রচলন কিছুই বিচিত্র নহে। বস্তুত ইসলামী আইন কু'রআানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতালীয় পণ্ডিত C. A. Nallino ইসলামী আইনের উপর রোমীয় আইনের প্রভাবের সম্ভাবনা অস্বীকার করিয়াছেন (Islamic Rev. Dec., 1933, tr. M. Hamidullah); তিনি বলিয়াছেন ঃ "ইসলামী আইনের উপর রোমীয় আইনের প্রভাব প্রসঙ্গে বলা হয় যে, হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভেই মুসলিমদের আইন অধ্যাপনা ও এই বিষয়ের সাহিত্য-রচনা অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল; পূর্বসৃষ্ট রোমীয় আইন সাহিত্যকেই তাঁহারা অনুসরণ করিয়াছিলেন—ইহা স্বীকার করিয়া না লইলে এই অভূতপূর্ব উন্নতির আর কি কারণ দর্শান যাইতে পারে? কিন্তু কারণ দর্শাইতে গিয়া তাঁহারা এই কথাটি ভুলিয়া যান যে, ইসলামী আইনের এই অভাবনীয় উন্নতির কারণ সহসা আইনের প্রতি মুসলিমদের অত্যধিক আকর্ষণ সৃষ্টি নহে। বস্তুত সেই সময়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে আইন-মানসিকতার একান্ত অভাব ছিল। খৃস্ট ধর্মের পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগে আইন পুস্তকাদির রচনার যে তৎপরতা তাহার মূল ভিত্তি হইল আইন সম্বন্ধে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এবং তাঁহার স'াহ'াবীগণের যে ধারণা ছিল তাহাই। তাঁহারা আইন (ফিক্'হ)-কে ধর্ম-বিজ্ঞানের একটি অঙ্গ মনে করিতেন, তাঁহাদের নিকট ইহা ধর্ম বহির্ভূত শুধু একটি ব্যবস্থা মাত্র ছিল না। ফিক্'হের যে দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল তাহা ধর্ম-সম্বন্ধীয় অধ্যাপনার একটি দিকমাত্র। কু'রআানের তাফ্সীর এবং হ'াদীছে'র সংগ্রহ এবং ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা হইতেই ফিক্'হের সূচনা হইয়াছিল।"

ইসলামী আইনের মূল বা উৎস চারিটি ঃ (১) কু'রআান, (২) সুন্নাঃ (৩) কি'য়াস এবং (৪) ইজ্মা'। 'রা'য়' এবং 'কি'য়াস' যখন স্বীকৃতি লাভ করে, অনুমান করা যায় তখন হইতে ফিক'হ্ ও ফুক'াহা' শব্দ দুইটির অর্থে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়। পূর্বে কু'রআান ও হ'াদীছে' যে প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যাইত না সেরূপ প্রশ্নে বিধান দেওয়াই ফিক্'হের আওতাধীন অর্থাৎ ফাক'ীহের দায়িত্ব ছিল। অতঃপর ফিক্'হ বলিতে উক্ত চারি উৎস হইতে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে যে প্রজ্ঞা অর্জিত হইত তাহাই সূচিত হইতে থাকে এবং যাহারা উৎস চতুষ্টয়ের বিশেষজ্ঞ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন তাঁহাদিগকে ফুক্'াহা (এ. ব. ফাক'ীহ) বা আইনজ্ঞ বলা হইতে থাকে। ফিক্'হ শব্দটি উক্ত উৎসসমূহ হইতে গৃহীত সিদ্ধান্তকেও বুঝাইতে থাকে, যথাঃ বলা হয় و فـي هـذا الحديث ضروب من الفقه (এই হ'াদীছে'র মধ্যে কয়েক রকমের ফিক্'হ রহিয়াছে—মুবার্‌রাদ, কামিল, পৃ. ৫২৯ তু. WZKM, iii, 84)। আরও ব্যাপক অর্থে ফিক্'হ বলিতে সমগ্র ধর্মবিদ্যাকে বুঝান হইয়া থাকে,—যথা ঃ (ক) কিতাবু'ল-আগ'ানী, ৭ খ, ৫৫, ২২ লাইনে কবিতা ও কাব্যের বিপরীত অর্থে উল্লিখিত হইয়াছে আল-কু'রআান ওয়া'ল-ফিক্'হ; (খ) আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মুসনাদ, ১ খ, ১০৫-এ উল্লিখিত হইয়াছে ঃ ليس لهم رغبة فى الدين و لا رغبة فى الفقه অর্থাৎ ধর্মের প্রতিও তাহাদের কোন অনুরাগ নাই এবং ফিক্'হের প্রতিও তাহাদের কোন অনুরাগ নাই। প্রথমোক্ত উদাহরণে কু'রআান ব্যতীত অন্য সকল ইসলামী জ্ঞানকে এবং পরবর্তী মন্তব্যে কু'রআানসহ সকল ইসলামী জ্ঞানকে ফিক্'হের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে ফুক'াহা শব্দটিও (কেবলমাত্র আইন-চর্চাকারীকে না বুঝাইয়া) ধর্মচর্চাকারী ও ধর্মতাত্ত্বিকগণকেও বুঝাইতে থাকে। যেমন ত'াবারী, তাফসীর, ১২খ, ৭৩, ১৩খ, "ফুক'াহাউনা ওয়া মাশা'ইখুনা" (আমাদের ধর্মতাত্ত্বিকগণ ও ধর্মগুরু-গণ)-এর উল্লেখ দেখা যায়; ঐ, পৃ. ১১২, ৮, যেখানে আবূ 'উবায়দাঃ মা'মার কর্তৃক কু'রআানের একটি শব্দের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিপরীত ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে আবূ 'উবায়দ আল-ক'াসিম ইব্ন সাল্লাম বলেন, "اعلم بالتأويل منه الفقهاء" অর্থাৎ ইহার তাফসীর সম্পর্কে ফাক'ীহগণ তাঁহার (আবূ 'উবায়দার) চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী (আবূ 'উবায়দাঃ ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন না; বরং ভাষাতত্ত্ববিদ ছিলেন মাত্র); তু. আরও Zahiriten, p. 19।

উমায়্যাঃ যুগে হ'াদীছ' সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা চালান হয় তাহার ফলে তৎকালীন সংগৃহীত উপাদানের ভিত্তিতে সুশৃঙ্খল এবং পূর্ণাঙ্গ ফিক্'হ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভব হয় নাই। 'আব্বাসী খিলাফাতের সময়কার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। 'আব্বাসীগণ সরকারী নীতি হিসাবে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হওয়ার কারণে হ'াদীছ' ও ফিক্'হ চর্চা জোরদার হয়। প্রারম্ভ হইতেই ধর্মতাত্ত্বিকগণ উক্ত নীতি চতুষ্টয়কে আইনের উৎসরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্বপ্রথম হিজরী ২য় শতাব্দীর প্রারম্ভে মদীনা, সিরিয়া ও ইরাকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আইন-ব্যবস্থা রচনা করিতে চেষ্টা করেন। হ'াদীছে'র বিভিন্ন রিওয়ায়াতের গ্রহণ ও বর্জনজনিত কতেক অমৌলিক ব্যাপারে তাঁহাদের মধ্যে মতপার্থক্যেরও সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক যুগের প্রচেষ্টার ফলে উদ্ভূত সাহিত্যের মধ্যে অনেক কিছুই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র রচয়িতাদের নামই জানা যায়। পক্ষান্তরে যে সকল ধর্মতাত্ত্বিক তাঁহাদের সংগৃহীত সুনান অর্থাৎ হ'াদীছ'গুলিকে, 'আবদুল্লাহ ইবনু'ল-মুবারাকের কথায়, বিভিন্ন পরিচ্ছেদে সাজাইয়া তাহা হইতে ফিক্'হী সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হন (دون العلم فى الابواب و الفقه) অথবা আবূ হা'ওর-এর কথায় صنف الكتب و فرع على السنن অর্থাৎ পুস্তক রচনা করেন এবং হ'াদীছে'র শাখা-প্রশাখা তথা ফিক্'হী সিদ্ধান্তসমূহ নির্ণয় করেন (দ্র. য'াহাবী, তায্'কিরাতু'ল হুফ্ফাজ', যথাক্রমে ১ খ, ২৫০ এবং ২ খ, ৯৫), তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা আরবী মূল পুস্তকসমূহ হইতে জানা যায় (আরও দ্র. Muh. Stud., ii. 211)। হিশাম ইব্ন 'উর্ওয়াঃ বলিয়াছেন যে, 'হ'ার্‌রা'-এর দিন তাঁহার পিতার অনেক কুতুবু'ল-ফিক্'হ্ অগ্নিসাৎ হইয়াছিল (Biographien, ed. Aug Fischer, p. 41)। 'উরওয়াঃ ৯৪/৭১২-তে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই বৎসরকে 'ফুক'াহা' বৎসর বলা হয়। কথিত আছে, এই বৎসর অনেক ফাক'ীহ ইনতিকাল করেন (ইব্ন সা'দ, ৬খ, ১৩৫)। ঐ প্রাচীন সময়ে যথার্থ অর্থে 'কুতুবু'ল-ফিক্'হ' বা পূর্ণাঙ্গ ফিক্'হের পুস্তকাবলী বিদ্যমান থাকা সন্দেহজনক। সম্ভবত তিনি কুতুব অর্থে ছোট ছোট পুস্তিকা বা বিক্ষিপ্ত রচনাবলী বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অনুরূপভাবে ইমাম যুহ্রীর এবং হ'াসান আল-বাস্'রীর বিক্ষিপ্ত কতগুলি ফাত্ওয়ার উল্লেখ করা যায়। যুহ্রীর ফাত্ওয়াগুলি পরবর্তীতে তিন খণ্ডে এবং হ'াসান আল-বাস্'রীর ফাত্ওয়াগুলি সাত খণ্ডে (আস্ফারে) সংকলিত এবং আবওয়াবু'ল-ফিক্'হের ক্রমে

List>

বিন্যস্ত হইয়াছিল (ইব্‌ন ক'য়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ, اعلام, কায়রো ১৩২৫, ১খ, ২৬)। মিলান-এর এমব্রোসিয়ান লাইব্রেরীতে রক্ষিত দক্ষিণ 'আরবীয় মূল্যবান গ্রন্থ-ভাণ্ডার হইতে শী'আঃ সম্প্রদায়ের যায়দিয়্যাঃ শাখার প্রতিষ্ঠাতা যায়দ ইব্‌ন 'আলী, (মৃ. ১২২ হি.) কর্তৃক লিখিত বলিয়া কথিত 'মাজ্‌মূ'আঃ' নামক ফিক্‌'হের সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থখানি E. Griffini কর্তৃক Corpus Juris di Zaid ibn 'Ali, (Milan 1919) নামে প্রকাশিত হইয়াছে। G. H. Bousquet and J Berque কর্তৃক উহার আংশিক অনুবাদ Recuiel de la Loi Musulmane de Zaid ben 'Ali, Algor 1941 পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। ইহাই সম্ভবত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আইন-গ্রন্থ প্রণয়নের প্রাচীনতম প্রচেষ্টা। যাহা হউক, ইহাকে প্রাথমিক যুগের ফিক্‌'হ সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহা যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে যায়দ ইবন 'আলীরই শিষ্যদের প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হইয়া থাকে তবে ফিক্‌'হ সাহিত্যের যে গ্রন্থাবলী ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে তন্মধ্যে এই ফিক্‌'হ সাহিত্যের বিকাশে শী'আঃ (যায়দী) সম্প্রদায়ের অগ্রণী ভূমিকা স্বীকার করিতে হয়।

প্রথম যুগের গ্রন্থগুলির মধ্যে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষিত সুন্নীগণের প্রাচীনতম যে গ্রন্থখানি (Corpus juris) বিদ্যমান আছে তাহা মদীনার শিক্ষক ইমাম মালিক ইবন আনাস (র)-এর (৯৭-১৭৯/৭১৫-৭৯৫) আল-মুওয়াত্ত্বা' (الموطأ বহু পদ-ক্ষিত পথ)। এই পুস্তকের দরুন তিনি অনায়াসে তাঁহার সমসাময়িক সকলের উর্ধ্বে স্থান লাভ করেন। এই পুস্তকের 'ব্যক্তিগত আইন' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলিতে তিনি মূল চতুষ্টয়ের একটি সুসংবদ্ধ সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। হি'জাযের ধর্মীয় কেন্দ্র মদীনাতে ফিক্‌'হ গ্রন্থ প্রণয়ন যে স্তরে উন্নীত হইয়াছিল তাহাই তাঁহার পুস্তকে রূপ-লাভ করে। প্রায় এই সময়েই মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশেও ফিক্‌'হশাস্ত্রের সুসংবদ্ধ সংকলনগ্রন্থ তৈরী হইতে থাকে। সিরিয়ায় 'আবদু'র-রাহ্‌মান আল-আওযা'ঈ (মৃ. ১৫৭/৭৭৪) ফিক্‌'হ ব্যাপারে তাঁহার নিজস্ব পদ্ধতি শিক্ষা দিতে থাকেন।

মদীনার ইমাম মালিক (র)-এর শিষ্যগণের প্রচেষ্টায় মালিকী পদ্ধতির বিস্তার এবং প্রাধান্য লাভের পূর্ব পর্যন্ত এমন কি স্পেনেও আওযা'ঈর পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল (al-Dabbi, ed. Codera, No 751)। ইসলামী আইনকে সুসংবদ্ধ করার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রচেষ্টা তখন ইরাকেই চলিতেছিল। প্রায় একই সময়ে সেইখানে আইন ব্যতীত অপরাপর বিষয়েও (যথাঃ ভাষাতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান এবং ধর্মমত) অধ্যবসায়ের সহিত গবেষণা চলিতেছিল। যদিও হি'জাযী 'আলিম সম্প্রদায় অবাধভাবে 'রা'য়'-এর বৈধতা স্বীকার করেন এবং আইনবিষয়ক নীতি নির্ধারণে ইহার ব্যাপক ব্যবহার করিতে থাকেন, কিন্তু ইরাকী 'আলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে তাহাদিগের অপেক্ষা আরও অনেক দূর অগ্রসর হন। হ'াম্মাদ ইবন আবী সুলায়মানকে (মৃ. অনু. ১২০/৭৩৮) এই ক্ষেত্রের একজন অগ্রদূতরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি প্রথম তাঁহার শিষ্যগণকে এমন ধারার ফিক্‌'হ শিক্ষা দেন যাহাতে রা'য়কে সবিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। ইরাকী ফাক'ীহ গোষ্ঠীর প্রধান ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) তাঁহারই শিষ্যবর্গের অন্যতম ছিলেন। ইমাম আবূ হ'ানীফার দুই শিষ্য আবূ য়ূসুফ (মৃ. ১৮২/৭৯৫) এবং মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হ'াসান আশ-শায়বানী (মৃ. ১৮৯/৮০৪) তাঁহার ফিক্‌'হ ব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন, অধিকন্তু তাঁহার এই দুই শিষ্য শাসন-সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন, (C. Brockelmann, GAL, i. 176 প., Suppl, i. 284 প.)। রাজ্য শাসন ব্যাপারে শারী'আঃ আইনের স্বীকৃতির সহিত ইমাম আবূ য়ূসুফ-এর নাম বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। খলীফা হারূনু'র-রাশীদের অনুরোধে আবূ য়ূসুফ তাঁহার 'কিতাবু'ল-খারাজ' লিখেন। এই পুস্তকের নামে যাহা বুঝা যায়, তাহা ছাড়া আরও বহু বিষয়বস্তু ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। শারী'আঃ আইনের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র শাসন ব্যবস্থাই ইহার মধ্যে আলোচনা করা হইয়াছে। পরবর্তী শাসনামলের লেখকগণ এই পুস্তকের অনুকরণে বহু পুস্তক লিখেন। খলীফা আল-মুহ্‌তাদী (২৫৫-৬/৮৬৯-৭০) আইনবেত্তা আল-খাস্‌সা'ফকে অনুরূপ একটি পুস্তক রচনার ভার দেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, রাজ্য-শাসন ব্যবস্থাকে নীতিগতভাবে শারী'আঃ আইনের সহিত সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। স্বভাবত সর্বদাই কু'রআন ও সুন্নাঃ ছিল এইরূপ প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি। ইহাতে বহুলভাবে অপ্রামাণিক হ'াদীছ'কেও সা'হ'ীহ'-রূপে গ্রহণ করা সত্ত্বেও স্বভাবত রা'য় ব্যবহারের যথেষ্ট অবকাশ থাকিয়া যায়। ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর সম্প্রদায় রা'য়ের ব্যবহারে কোন বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করেন নাই। অন্যপক্ষে বাস্তব অবস্থার বিবেচনায় কি'য়াসের (বা সদৃশ ঘটনা হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম) বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ব্যক্তিগত অভিমতেরও কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছিল। ইসলামী আইনের ভাষায় ইহাকে 'ইস্‌তিহ্‌'সান' (استحسان) বলা হয়। যোগ্য বিচারক কি'য়াসপ্রসূত সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করিয়া বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁহার বিবেচনায় যাহা অধিকতর যুক্তিযুক্ত এই-রূপ যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন ইস্‌তিহ্‌'সানের নীতিতে। ইমাম আবূ য়ূসুফ-এর কিতাবু'ল-খারাজ-এ ইস্‌তিহ্‌'সানের প্রাথমিক যুগীয় কতিপয় উদাহরণ রহিয়াছে। কিতাবু'ল-খারাজ (বুলাক ১৩০২) পৃ. ১০৯, ১১২, ১১৭ঃ ইস্‌তিহ্‌'সান-এর নীতি অবলম্বনের বেলায় বিচারকের ভাষার নমুনা এইরূপঃ ... الاني استحسنت والقياس كان অর্থাৎ কি'য়াস অমুক সিদ্ধান্তে উপনীত করে, তবে আমি অমুক সিদ্ধান্ত শ্রেয় মনে করি; শায়বানী, আল-জামি'উ'স-স'াগ'ীর (খারাজের হ'াশিয়াঃতে মুদ্রিত, পৃ. ১৭) অথবা ভাষা হয় এইরূপঃ اجزاهم فى القياس و لا يجزئهم فى الا ستحسان অর্থাৎ ইহা কি'য়াসের চাহিদায় যথেষ্ট (বিচারসম্মত) হইলেও ইস্‌তিহ্‌'সানের দিক হইতে বিচারসম্মত নহে, পৃ. ৭২; (বুখারী, কিতাবু'ল-ইক্‌রাহ, নং ৭, সম্পা, Juynboll. পৃ. ৩৩৮)। মালিকী মতেও 'রা'য়' সম্বন্ধে অনুরূপ একটি অধ্যাত্মীয় (Subjective) উপকরণকে বৈধ বলিয়া স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে; ইহাতে ইস্‌তিস্‌'লাহ'' (استصلاح কল্যাণকর ও যুক্তিসঙ্গত অর্থাৎ مصلحة বিবেচনা করা) অথবা مراعاة الاصلح বলা হয়। আইনবেত্তা বিচারক কর্তৃক প্রয়োজনবোধে কি'য়াস মাধ্যমে উপনীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে অধিকতর কল্যাণকর বিবেচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই ইস্‌তিস্‌'লাহ'।

ইরাকী মতবাদ পোষণকারীদের মধ্যে আর একজন বিখ্যাত ফিক্‌'হশাস্ত্রবিদ ছিলেন বসরা নগরের ফাক'ীহ সুফ্‌য়ান আছ্‌'-ছ'াওরী (মৃ. ১৬১/৭৭৮)। তাঁহার ফিক্‌'হ ব্যবস্থা "মাগ'রিব"-এর মুসলিমদের মধ্যেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত

(ইব্ন তাগ্'রীবির্দী, সম্পা. Popper, p. 120)। কিন্তু উল্লিখিত আওযাʼঈ-এর ব্যবস্থার ন্যায় তাঁহার ব্যবস্থাও সমগ্রভাবে ধ্বংসের হাত এড়াইতে পারে নাই। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষত যেখানে অন্যদের ব্যবস্থাদির সহিত তাঁহার ব্যবস্থার অনৈক্য (اختلافات) রহিয়াছে, সেইরূপ ব্যবস্থাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়।

উপরে বর্ণিত ইসলামী আইনের ভিত্তিগুলি মুসলিম জাহানের প্রামাণিক বিদ্বানমণ্ডলীর সমর্থন লাভ করিলেও প্রথম হইতেই একটি বৈরী খাভাপন্ন ক্ষুদ্র দল ইহার বিরোধিতা করিতে থাকে যাহারা আইনের সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের জন্য 'রাʼয়'-কে উপযোগী ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ইরাকী আইনবেত্তাগণ 'রাʼয়' ব্যবহারের (তু. Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, p. 67, প.) পক্ষে যে সকল সূক্ষ্ম যুক্তির (كمنت ابى يوسف ومحمد, কাʼযবীনী, সম্পা. Wustenfeld, ii, 151-53, 211) অবতারণা করেন, তাহাই ছিল তাহাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। 'আরবী ভাষায় প্রচলিত এবং কু'রআন ও হা'দীছে' ব্যবহৃত 'ارأيت' (যাহার একটি মাস'দার হইল رأى বা মত) শব্দটিকে অবলম্বন করিয়া ইরাকীগণ 'রাʼয়'-এর পক্ষে তাঁহাদের যুক্তিজাল রচনা করিতেন। ارأيت শব্দের অর্থ সংক্ষেপে 'তোমার মত কি?' এবং কোন প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কাহারও বিচার-বুদ্ধি যাচাই করিবার অভিপ্রায়ে (কিতাবু'ল-খারাজ, পৃ. ৩৬, মুওয়াত্'তা', ২ খ, ৩৭, ৩৩০; ৩ খ, ১৯) বক্তা এই শব্দটি যোগে প্রতিপাদ্য বিষয়টি উত্থাপন করিয়া থাকে। প্রতিপক্ষ দলটি এই "ارأيت" ফরমুলাটিকে অত্যন্ত বিষ নজরে দেখিতেন; এই জাতীয় যুক্তি প্রয়োগকে আইনজ্ঞদের আইনগত কলা-কৌশলের অপব্যবহার বলিয়া মনে করিতেন (দ্র. Zahiriten, p. 17; তু. ইব্ন সা'দ, ৬ খ, ৬৮-৯২)। তাঁহারা বলিতেন اصحاب ارأيت ارأيت। لا تقاعد অর্থাৎ ارأيت ওয়ালাদের সহিত উঠা-বসা করিও না। এই বিষয়ে সুনানু'দ্-দারিমীতে (পৃ. ৩৭) এবং আবু দাউদে (১ খ, ১৭) বর্ণিত বহু সংখ্যক হা'দীছ'ও তাহাদের আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। যদিও হি'জাযী ফাক'ীহ্-গণ 'রাʼয়'-এর ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে পরিহার করেন নাই; কিন্তু ইরাকীগণের তুলনায় তাঁহারা সীমিতভাবে ইহার ব্যবহার করিতেন। অনেক বিষয়ে ইরাকীদের সিদ্ধান্তের সহিত হি'জাযীদের সিদ্ধান্তের মিল হইত না, এতদ্ব্যতীত ইরাকীরা হা'দীছ' ব্যবহারের যে নীতি-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে হি'জাযীদের নানা প্রকার অভিযোগ ছিল (তু. Muh. Studien, ii, 78-83)। ইরাকীগণকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার জন্য হি'জাযীগণ এই মতভেদের সময় নির্দেশ করিবার বেলায় এমন সময়ের উল্লেখ করেন যখন এইরূপ মতভেদের উদ্ভবই হয় নাই, এমন কি খলীফা 'আব্দু'ল-মালিককেও মদীনার আইন সম্প্রদায়ের সমর্থনে ইরাকী আইন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীরূপে দেখান হইয়াছে (ইব্ন সা'দ, ৫খ, ১৬০, ১৭৩ প.)।

কতিপয় 'আলিম কেবল রাসূল কারীম (স') ব্যতীত অপর কোন মানুষের অভিমতকে আইনের উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দান করিতে রাযী ছিলেন না। তাঁহাদের মতে ইহা অকল্পনীয় যে, আল্লাহ এবং রাসূল (স') যে কোন সম্ভাব্য ক্ষেত্রের জন্য আইনের ব্যবস্থা করেন নাই। "আমরা কিতাবে কিছুই বলিতে বাকী রাখি নাই" (সূরাঃ ৬ঃ ৩৮) এবং যদি কু'রআনে কোন বিষয় পরিষ্কারভাবে বলা না হইয়া থাকে তবে রাসূল (স') নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র আদেশক্রমে হা'দীছে' তাহার ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা "الكتاب و الحكمة" কু'রআনে এই যুগ্ম শব্দের বহুল ব্যবহার উল্লেখ করেন (তু. ZDMG, lxi, 869 প.)। এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষকগণের মতে 'কিতাব ও হি'ক্মাঃ'র অর্থ কু'রআন ও সুন্নাঃ (ত'াবারী, তাফ্সীর, ২খ, ২৭৫; ২২ খ, ৭)। বিভিন্ন দলীয় মতের পোষকতায় কিছু সংখ্যক হা'দীছ' জালও হইয়াছিল, কিন্তু মুহা'দ্দিছ'গণ বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া জাল হা'দীছে'র স্বরূপ উদ্ঘাটনে ব্রতী হন এবং তাঁহাদের এই প্রচেষ্টার স্বাক্ষর বহন করে "উসূ'লে হা'দীছ'" এবং 'রিজাল' নামের ইসলামী জ্ঞানের দুইটি শাখার উৎপত্তি।

এইরূপে আস্'হা'াবু'ল-হা'দীছ' ও আস'হা'াবু'র-রাʼয়-এর প্রভেদ গড়িয়া উঠে। ইমাম আবূ হা'নীফাঃ (র) প্রমুখ রাʼয়-পন্থীকে আস্'-হা'াবু'র-রাʼয় এবং রাʼয়-বিরোধীদিগকে আস্'হা'াবু'ল-হা'দীছ' বলা হইতে থাকে। এই দুইটি পন্থার মধ্যস্থরূপে ইমাম মুহা'ম্মাদ ইব্ন ইদ্-রীস আশ্-শাফি'ঈ (র) (মৃ. ২০৪-৮২০) আবির্ভূত হন। তাঁহার প্রসিদ্ধি লাভের ভিত্তি হইল: তিনি শারী'আতের উৎসগুলি হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রণালী (উসূ'লু'ল-ফিক্'হ) সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত করেন এবং প্রতিটি উৎসের প্রয়োগ সম্পর্কে সঠিক সীমাও নির্ধারিত করেন। ইসলামী আইন বিজ্ঞানের যে রূপ আমরা এখন দেখি, তিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ইমাম শাফি'ঈ (র) তাঁহার রিসালাঃ পুস্তকে (এ. এম. শাকির, কায়রো ১৯৩৮) কু'রআন ও হা'দীছে'র অবিসংবাদিত বিশেষ অধিকার ও গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি'য়াস সূত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালাকে জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে রূপদান করেন এবং যথাযথ নিয়ম ও শর্ত দ্বারা এইগুলির নির্বিচার ব্যবহার সীমাবদ্ধ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি ব্যক্তিমত প্রভাবিত ইস্তিহ্'সান সমর্থন করেন নাই (সম্পা. শাকির পৃ. ১৩৪)। পক্ষান্তরে ইস্তিস্'হা'াব (استصحاب) নীতির প্রবর্তন করিয়া তিনি আইনগত সিদ্ধান্ত গঠনের একটি সম্ভাবনাময় উৎসমূলের সন্ধান দেন। তাঁহার অনুসারিগণকে আহ্লু'র-রাʼয় এবং আহ্লু'ল-হা'দীছ' দুইয়েরই অন্তর্গত বলা চলিত। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে হইতে একদল ক্রমে আহ্লু'ল-হা'দীছে'র দ্বারা অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে এবং ফলে হা'দীছে'র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ফিক্'হের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই ধারার ফিক্'হ্ সর্বপ্রথম ইমাম আহ্'মাদ ইব্ন হাম্বাল (র) (মৃ. ২৪১/৮৫৫)-এর মায্'হাবে রূপ গ্রহণ করে। দাউদ ইব্ন 'আলী আল-ইসফাহানী (মৃ. ২৭০/৮৮৩) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'জ'াহিরী' মায্'হাবে এই হা'দীছ' প্রবণতা অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। তাঁহারা চিন্তামূলক পদ্ধতি বাদ দিয়া কু'রআন ও সুন্নাঃ হইতে গ্রহণ ব্যবস্থাটি চরম মাত্রায় অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে অচিরেই স্বীকার করিতে হয় যে, কি'য়াসের পরিমিত ব্যবহার ব্যতীত এই পদ্ধতি অচল।

এই সময়ে যাঁহারা কি'য়াসের বিরোধী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে য়াহ্'য়া ইব্ন আক্ছ'ামের (২৪২/৮৫৬) নাম উল্লেখ করা হয়। তিনি ছিলেন ইমাম দাউদের একজন প্রাচীনতর সমসাময়িক, বিখ্যাত শাফি'ঈ পণ্ডিত এবং খলীফা মা'মূনের অধীনে বাগ্দাদের ক'াদ'ী (বিচারক)। তিনি তাঁহার পুস্তকে (কিতাবু'ত-তাম্বীহ) আগাগোড়া ইরাকপন্থীদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি প্রায়ই দাউদ ইব্ন 'আলীর সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতেন (ইব্ন খাল্লিকান, নং

৮০৩)। এই প্রকার আক্রমণের গুরুত্ব শুধু নীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এগুলির কোন প্রভাব ছিল না।

এইভাবে তৃতীয় শতকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত আইন অনুশীলনের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফলে আইন বিজ্ঞানের দুইটি বিভাগের উৎপত্তি হইয়াছিল। যথাঃ

(১) উস্‌ূলু'ল-ফিক্‌হ (اصول الفقه) বিজ্ঞান অর্থাৎ মূল উৎসগুলি সম্বন্ধে মতবাদ এবং উহার প্রয়োগ প্রণালী। (২) ফুরূ'উ'ল-ফিক্‌হ (فروع الفقه) বিজ্ঞান শাখাসমূহের আলোচনা অর্থাৎ ব্যবহারিক ফিক্‌হ। ইহাতে বিভিন্ন শিরোনামের অধীনে রচিত স্পষ্ট আইনের সুসমৃদ্ধ বিন্যাস রহিয়াছে। এই শেষোক্ত বিভাগের প্রাথমিক লেখকগণের পুস্তকসমূহ বিদ্যমান আছে। তাঁহাদের মূল্যবান ফুরূ' পুস্তকসমূহ তাঁহাদের শিষ্যগণ কর্তৃক প্রকাশিত হয় অথবা তাঁহাদের দ্বারা সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া তাঁহাদের উস্তাদগণের বক্তৃতা হিসাবে যুগে যুগে হস্তান্তরিত হইতে থাকে।

সুন্নী ইসলামের ফিক্‌হ চারিটি শাখায় বিকাশপ্রাপ্ত হয়। ইহাদের প্রত্যেকটি শাখাতেই হিজরী দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের আইনবেত্তাগণের উদ্ভাবিত নীতির ভিত্তির উপর স্বতন্ত্র আইনগ্রন্থসমূহ রচিত হয়। এই শাখা চতুষ্টয় বা মায্‌হাবগুলির (মাযাহিব-এক বচনে মায্‌হাব, এইগুলিকে Sect বলা চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক) পরস্পরের মধ্যে সামান্যই অমিল দেখা যায়। এই মায্‌হাবগুলি যাঁহাদের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাঁহাদের নামে পরিচিত হইয়া জগতের বিভিন্ন স্থানে বিরাজ করিতেছে। যথাঃ

১। হ'নাফী ঃ মুসলিম জগতের অধিকাংশ স্থানে অনুসৃত হয়, যেমন তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারত।

২। শাফি'ঈ ঃ মিসর, দক্ষিণ 'আরব, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা ও সিরিয়া।

৩। মালিকী ঃ মাগ'রিব, উত্তর মিসর, পশ্চিম আফ্রিকা।

৪। হ'াম্বালী ঃ ৮ম/১৪শ শতক পর্যন্ত ইরাক, মিসর, সিরিয়া, ফিলিস্তীন-এ ইহার প্রভাব প্রবলভাবে বিরাজ করে। (দ্র. আহ্‌মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল), বর্তমানে আরবে সীমাবদ্ধ (দ্র. ওয়াহ্‌হাবী) এতদ্ভিন্ন আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ' নামক একটি মায্‌হাব বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের প্রায় সর্বত্র বিচ্ছিন্নভাবে বিরাজিত। বর্তমানে আরব ও মিসরেও ইহাদের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা পূর্বোক্ত আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ' ও জ'াহিরীগণেরই ঐতিহ্যবাহী। ইঁহাদের সিদ্ধান্তসমূহ প্রায়ই হ'াদীছ' হইতে গৃহীত এবং হা'ম্বালী মায্‌হাব হইতে এই মায্‌হাবের পার্থক্য এই যে, অপর তিন মায্‌হাবের অনুসারিগণও কোন এক ইমামের তাক্‌লীদ (تقليد) বা অনুসরণ করা প্রয়োজনীয় মনে করেন। কিন্তু ইঁহারা তাহা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। এই কারণে ইঁহারা 'গা'য়র মুক'াল্লিদ' (غير مقلد) নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। 'উছ্‌মানী সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশে নাগরিক জীবনে এবং বিচার ব্যাপারে হ'নাফী মায্‌হাবের ফিক্‌হ একমাত্র সরকারী আইনরূপে প্রচলিত ছিল।

উপরিউক্ত চারিটি প্রধান সুন্নী মায্‌হাব ছাড়া অপর মায্‌হাবগুলি কিছুকাল প্রচলিত থাকিবার পরে বিলুপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ আওযা'ঈর মায্‌হাব, সুফয়ান ছ'াওরীর মায্‌হাব (৪০৫/১০১৪) পর্যন্ত সুফয়ান ছ'াওরীর মায্‌হাবের শেষ মুফ্‌তী শিক্ষা দান করেন। দেখুন ইব্‌ন আব্‌দি'ল-বার্‌র আ'ত-তাবারী, সম্পা. Popper, p. 120)। জ'াহিরী মায্‌হাব এবং জারীরিয়্যাঃ নামে পরিচিত ঐতিহাসিক ত'াবারীর মায্‌হাব (তিনি তাঁহার কতিপয় পুস্তকে তাঁহার মায্‌হাবের বিস্তারিত বিবরণ দেন, কিন্তু তাঁহার ঐ পুস্তকগুলি এখন আর পাওয়া যায় না), এই কয়টির নাম করা যাইতে পারে। এই অপ্রচলিত মায্‌হাবগুলির মতামত সুন্নী ইসলামের ইজ্‌মা'-এর ব্যাপারে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয় না। অধিকাংশের মতে উপরিউক্ত চারিটি অর্থাৎ হ'ানাফী, শাফি'ঈ, মালিকী ও হাম্বালী মায্‌হাবের প্রত্যেকটি সমভাবে প্রামাণ্য। এই চারি মায্‌হাবের পরস্পরের মধ্যে ফুরূ' ব্যাপারে কিছু কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইস্‌লামে এই মতভেদগুলিকে মৌলিক বলিয়া গণ্য করা হয় না। বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কায়রোর জামি' আয্‌হারে 'উছ্‌মানী অভ্যুদয়ের পূর্বের ন্যায় এখনও চারি মায্‌হাবের ছাত্র ও শিক্ষক আছেন। 'উছ্‌মানী আমলে হ'ানাফী মায্‌হাবই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ইসলামের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে চারিটি মায্‌হাবের বিচারকগণ গুরুত্বপূর্ণ মুক'াদ্দামাসমূহে তাঁহাদের সম্মিলিত অভিমত ব্যক্ত করিতেন। এই মায্‌হাবগুলির যে কোনটিরই অনুসরণকারিগণ যে যে দেশে রহিয়াছেন তাঁহারা সেই সেই দেশে সেই সেই মায্‌হাব অনুযায়ী আইন গ্রন্থ, আইনের সারগ্রন্থ, সংকলন এবং টীকামূলক বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

যে সকল বিষয় ঐ জাতীয় আইন গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয় নাই এবং আইনের যে সকল নূতন প্রশ্ন পরে দেখা দেয় সেগুলির সমাধান পারদর্শী আইনবেত্তাগণ ফাত্‌ওয়ার আকারে দিতে থাকেন। এইরূপ ফাত্‌ওয়াসমূহের যথেষ্ট সংখ্যক সংকলন ইতিপূর্বেই হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। প্রাচ্যের কোন কোন দেশ য়ুরোপিয়ানদের অধিকারে বা তত্ত্বাবধানে আসার ফলে ঐ দেশগুলির মুসলিম সম্প্রদায় তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। এই কারণে ঐ সকল দেশে প্রচলিত মায্‌হাবের ফিক্‌হের পুস্তকসমূহ য়ুরোপীয় ভাষাতেও প্রকাশিত হয়। শুধু তাহাই নহে, ফিক্‌হের শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি য়ুরোপীয়গণ কর্তৃক সম্পাদিত এবং অনূদিতও হয়।

উল্লিখিত চারি মায্‌হাবের বিরোধী খারিজী ও শী'ঈ সম্প্রদায়গুলিও সুন্নীগণের ফিক্‌হের সম্পূর্ণ অনুরূপ নিজস্ব আইন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন। সুন্নীগণের সহিত এই সম্প্রদায়গুলির সর্বাপেক্ষা মৌলিক বিভেদ হইল শাসনতন্ত্রের (খিলাফাতের) প্রশ্নে। শী'ঈগণ বিবাহ সংক্রান্ত আইনের কোন কোন ধারায় (যথাঃ মুত্'আঃ বিবাহ এবং কিতাবধারী মহিলাদের সহিত বিবাহ) সুন্নীদের সহিত একমত নহেন এবং তাঁহারা কাফিরগণের সহিত মেলামেশার ব্যাপারে অধিকতর কঠোর। শী'আঃ আয্'ান সুন্নী আয্'ান হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন। বাৎসরিক উৎসবসমূহের মধ্যে তাঁহাদের কয়েকটি বিশেষ উৎসব আছে। এইগুলি ছাড়া শী'ঈ ইসলাম ও সুন্নী ইসলামের মধ্যে যে প্রভেদ রহিয়াছে তাহা সুন্নী মায্‌হাবসমূহের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদের মতই নগণ্য, (তু. Vorlesungen uberden Islam, p. 237—239)। শী'ঈদিগের মধ্যে ইমামী ইছ্‌না' 'আশারিয়্যাগণ এবং দক্ষিণ 'আরবের যায়দীগণ বিপুল ফিক্‌হ সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। R. Strothmann ইহার একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন, তু. Isl., i. 364—368; ii. 49—78; Das Staatsrecht der Zaiditen (Strassburg 1912).

ফিক্‌হের যথোচিত গুণ উপলব্ধি প্রসঙ্গে একথা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আইন-

গ্রন্থ প্রণয়নের মাধ্যমে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আইন-সংগ্রহ, একটি বাস্তব ব্যবস্থা এবং মানব কর্তব্য সম্বন্ধে একটি আদর্শ মতবাদ রূপ লাভ করিয়াছে। ফিক্‌হশাস্ত্র বিকাশের ঐতিহাসিক ধারার সমালোচক Snouck Hurgronje ফিক্‌হের এই কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসাই বিবরণ দান করিয়াছেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য, প্রাচীনকালে যেমন ঘটিয়াছিল বর্তমানেও তেমনি প্রচলিত রীতি কোন কোন ক্ষেত্রে শারী'আত আইন হইতে ভিন্ন হয়। ফিক্‌হের কোন কোন অংশের প্রয়োগের প্রয়োজন কয়েক শতাব্দী ধরিয়া হয় নাই। পক্ষান্তরে কোন কোন ক্ষেত্রে জাহিলী যুগের রীতি হইতে উদ্ভূত ও ইসলামে অনুমোদিত প্রচলিত প্রথা আইনরূপে বিরাজ করিতে থাকে (দ্র. 'উর্‌ফ, 'আদাত আইন)। আধুনিকতার কিংবা ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে অনেক মুসলিম দেশে আইন সংস্কার সাধিত হইতেছে। ইহার ফলে শারী'আঃ আইনের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ এক আইন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতেছে। বিচার পরিচালনার এই দ্বৈত নীতি পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে; Zahiriten, p. 205, Note 4, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর মিসরের একটি উদাহরণ; ইব্‌ন ক়ায়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ الطرق الحكمية فى السياسة و الشريعة (কায়রো ১৩১৭), পৃ. ২১৮; সিরিয়ায় দ্বৈত আইন ব্যবস্থা Massignon, Mission en Mesopotamie, ii. (কায়রো ১৯১২), পৃ. ৩০; ইরাক মোঙ্গল শাসন আমলে ক়াদী'য়্যা শার্‌ঈয়্যাঃ-এর পাশাপাশি ক়াদী'য়্যা য়ারগু'জিয়্যাঃ কার্যকর ছিল; ইব্‌ন বাত্‌তূতাঃ (প্যারিস), ৩খ, ১১, খাওয়ারিয্‌ম হইতে।

আধুনিক পদ্ধতিতে মুসলিম আইন লিপিবদ্ধকরণ প্রচেষ্টার জন্য দেখুন Snouck Hurgronje, Politique musulmane de la Hollande, (Verspr, Geschr., iv. ii. p. 253 প.); C. H. Beaker, in AR, xv. (1912), p. 549; H. Bruno, Le Regime de Eaux en Droit Musulman (Paris 1913), p. 183 প.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মির্‌যা কাযিম বেগ, Notice sur la marche et le progres de la Jurisprudence parmiles sectes orthodoxes muselmanes in Journal Asiatique, 1850 (কোন কোন অংশ অকেজো); (২) Ed. Sachau, Zur 'altesten Geschichte des muhammedanischen Rechtes, in Sitzungsber. K. Ak. d. Wiss. zu Wien, phil. hist. Kl. vol. 65 (1870); (৩) A. von Kremer, Culturgeschichte des Crients unter den Chalifen, i (Vienna 1875) p. 470 প.; (৪) C. Snouck Hurgrnnje, Nieuwe Bijdragen tot de kennis van den Islam এবং versper. Geschr. ii.-এ লিখিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধসমূহ; (৫) C. Suouck Hurgronje, Mekka, ii. (The Hague 1889), 200 প.; (৬) I. Goldziher, Die Zahiriten (Leipzig 1884), (৭) I. Goldziher, Muhammedanische Studien, ii. (Halle 1890), p. 66—87; (৮) ঐ লেখক, Muhammedanisches Recht in Theorie und Wirklichkeit, in Zeitschr. fur vergleichende Rechtswissenschaft, vii. (1888); (৯) Th. W. Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes (Leyden 1910) 4th ed. (Dutch) Leiden 1930; (১০) G. Bergstrasser, Grundzuge des islamischen Rechtes (Berlin-Leipzig 1935); (১১) J. Schacht, The Origins of Muhammeden Jurisprudence (Oxford 1950); (১২) N. P. Aghnides, Muhammedan Law and Finance, (New York 1916), ইহার ভূমিকা ও গ্রন্থপঞ্জী অংশ।

ফিক্‌হের বিভিন্ন মায্‌হাবের রচনাবলী এবং ইহাদের য়ুরোপীয় সম্পাদনার জন্য দেখুন Juynboll, l. c., p. 350—363 এবং Brockelmann, GAL and Suppl.-এ প্রাসঙ্গিক অংশসমূহ।

I. Goldziher (S.E.I.)/মুহম্মদ রেযাউর রহীম

ফিত্‌রত (فطرة ঃ ফিত্‌রাঃ) শব্দ ধরন-বোধক বিশেষ্য (noun of kind, Wright 3, i, 123a); ইহার মাস্‌দার (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য) হইল ف - ط - ر (ফ ত্‌ র)। কাজেই ফিত্‌রাত-এর অর্থ সৃজনের অথবা সৃজিত হওয়ার ধরন বা পন্থা। ক়ুর'আনে ইহার উল্লেখ (৩০ ঃ ৩০) আছে এবং বায়দা'বী ইহার অর্থ করিয়াছেন خلقة অর্থাৎ সৃষ্টি। এই অর্থে আল্লাহ্ নিজেকে فاطر-خالق অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা বলিয়াছেন (৩৫ ঃ ১)। সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করা (اسلام) মানবের প্রকৃতিগত প্রবণতা। ইহা তাঁহার সত্তার অন্তর্নিহিত. এই অর্থে ক়ুর'আনে (৩০ ঃ ৩০) فطرة শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ক়ুর'আনে ১৪ বার এই শব্দটি হইতে গঠিত বিভিন্ন রূপের ব্যবহার পাওয়া যায়। কথিত আছে, ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) ক়ুর'আনের এই অর্থ প্রথমে বুঝিতেন না। পরে তিনি এক বেদুঈনের মুখে কূপ-খনন সম্পর্কে এই শব্দের ব্যবহার শুনিয়া ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, বেদুঈন এই শব্দটি شق (বিদারণ) অর্থে ব্যবহার করেন (লিসান, ৬খ, পৃ. ৩৬২)। একই মাস্‌দার হইতে গঠিত ক্রিয়াপদ فطر-এর অর্থ সৃষ্টি বা অভূতপূর্বভাবে সৃষ্টি করাও হইয়া থাকে।

ইসলামী ধর্মতত্ত্বে এই শব্দটি হযরত (স)-একটি হ'াদীছে ব্যবহৃত হওয়ার কারণেও গুরুত্ব লাভ করে। হযরত (স) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক শিশু জন্মগ্রহণ করে স্বভাব-ধর্মের (على الفطرة) উপর (অর্থাৎ আল্লাহ যেমন তাহাকে সৃজন করিয়াছেন তেমনি আল্লাহর অভিপ্রায় অনুসারে; দ্র. Macdonald, Reilgious Attitude in Islam, p. 243); অতঃপর তাহার মাতা-পিতা তাহাকে য়াহুদী অথবা খৃস্টান অথবা মাজূসীতে পরিণত করে।" ক়ুর'আনে ও হ'াদীছে'র কথায় দেখা যায় যে, প্রত্যেক শিশু স্বাভাবিকভাবেই আত্মসমর্পণ (اسلام) প্রবণতাসম্পন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু জন্মের পর প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে অনেকেই বিপথগামী হয়, মু'তাযিলীগণ এই মতই সমর্থন করিয়াছেন (তু. কাশ্‌শাফ, সম্পা. Lees ii., p. 1094)। এই মতবাদ হইতে কতেক ধর্মতত্ত্বগত এবং আইনগত বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক নবজাতককে জন্মগত-ভাবে 'মুসলিম' বলিয়া স্বীকার করিলে (১) আল্লাহর মাশিয়্যাত ও হিদায়াত, (ইচ্ছা ও পথ-নির্দেশ) ক্ষুণ্ণ হয়। ইহার উত্তরে সুন্নীরা বলেন যে, মাতা-পিতা গৌণ (سبب) কারণমাত্র; আল্লাহ্ই সৎ বা অসৎ পথে চালিত করার প্রকৃত মালিক। (২) যদি নবজাতক মুসলিম হয় এবং অমুসলিম মাতা-পিতা তাহার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে শিশুটি মাতা-পিতার উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না; তদ্রূপ যদি শিশুটির মৃত্যু হয় তবে তাহার অমুসলিম মাতা-পিতাও তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কারণ উক্ত মতবাদের প্রেক্ষিতে শিশুটি বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম থাকিবে এবং শারী'আঃ আইনে মুসলিম ও অমুসলিমের

মধ্যে উত্তরাধিকার হইতে পারে না (আবু শুজা' লিখিত মূল পুস্তক ইব্‌নু'ল-ক'াসিম লিখিত টীকা, আল-বাজুরী লিখিত হ'াশিয়াঃ, সংস্করণ কায়রো ১৩০৭, ২খ, ৭৪ প. এবং Sachau, Muhammedanisches Recht, p. 186,204,206)। এই বিতর্কের দুইটি উত্তর দেওয়া হয় : (১) মুহ'াম্মাদ (স')-এর এই উক্তিটিকে যদি একটি সিদ্ধান্ত (হ'ক্‌ম) হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধানের দরুন ইহা রদ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা সিদ্ধান্ত নহে ; বরং একটি বর্ণনা (খাবর) এবং বর্ণনা রদ হয় না। (২) শিশুর স্বভাব-ধর্মে জন্মগ্রহণ কথাটি বাস্তব অর্থাৎ আইনগত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, আইনত শিশুর ধর্ম তাহার মাতা-পিতার ধর্ম যাহা, তাহাই—যদিও সে তাহার বুদ্ধির পূর্ণতার পরই কোন ধর্মকে নিজের ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মত এই যে, ফিত্‌'রাত অনুযায়ী সৃষ্ট হওয়ার অর্থ হইল নিখুঁত পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরূপে সুস্থ মানসিকতা লইয়া জন্মগ্রহণ করা। ফলে যথাসময়ে সে ঈমান অথবা কুফ্‌র-এই দুইয়ের একটিকে বাছিয়া লওয়ার শক্তি লাভ করে। তৃতীয় মত এই যে, আত্মার জগতে ('আলাম আর্‌ওয়াহ') থাকাকালীন আদাম সন্তানকে সম্বোধন করিয়া আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : "الست بربكم, আমি কি তোমাদের প্রভু নহি ?" উত্তরে তাহারা বলিয়াছে, "بلى, হাঁ।" আদাম সন্তানের স্বীকৃতি, আল্লাহর সহিত একটি "ميثاق" বা চুক্তি ঘটে। সেই চুক্তির প্রেক্ষিতে শিশুর জাগতিক জন্ম হইয়া থাকে। চতুর্থ মতে, আল্লাহ মানুষকে ঈমান অথবা কুফ্‌র অবলম্বনের শক্তি দিয়া সৃষ্টি করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মালিক ইবন আনাস, মুওয়াত্‌ত'া' (সংস্করণ, কায়রো ১২৭৯—১২৮০ যুরক'ানীসহ), ২খ, ৩৫ ; (২) Dict. of Tech. Terms, R. 1117 প. ; (৩) LA, vi, 362 প. ; (৪) ঈমানের উপর আবু মানসু'র মুহ'াম্মাদ আস-সামার্‌ক'ান্দী-কৃত রিসালাঃ। ইহা ইমাম আবু হ'ানীফা (র)-এর ফিক্‌হু'ল-আক্‌বারের হায়দরাবাদ সংস্করণের সহিত সংযুক্ত, পৃ. ২৫ প. ; (৫) আল-কায়ালী, মিস্‌বাহ' ; (৬) Krehl. Beitrage z. muh. Dogm., p. 235 ; (৭) Hughes, Dict. of Islam, under. Infants ; (৮) Wensinck, The Muslim Creed, General Index ; (৯) রাযী, মাফাতিহু'ল-গ'ায়ব, (কায়রো ১৩০৮ হি.) ৪ খ, ১৬ ; ৬খ, ৪৮০ ; (১০) ত'াবারী, তাফসীর, ২১খ, পৃ. ২৪।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহম্মদ রেযাউর রহীম

ফিদ্‌য়া (فدية : ফিদ্‌য়াঃ), মুক্তিপণ। ف - د - ى এই মূল হইতে গঠিত مصدر গুলির (فدى ، فدى ، فداء এবং فدية) অর্থ হয় মুক্তিমূল্য (ransom) যাহা দাসকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করা, বন্দীকে বন্ধনমুক্ত করা, স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত করা কিংবা কোন ব্যক্তিকে সম্ভাব্য অশুভ পরিণতি বা কোন বাধ্য-বাধকতা হইতে মুক্ত করার জন্য দেওয়া হয়। বলা হয় : فداك ابى و امى অর্থাৎ আমার পিতামাতা তোমার মুক্তিপণ হউক বা তোমার জন্য উৎসর্গীকৃত হউক কিংবা نفسى فداك অর্থাৎ আমি তোমার মুক্তিপণ রহিলাম ইত্যাদি।

শারী'আত-ই-ইসলামে কোন অনুষ্ঠান পালনে অসমর্থ হইলে ফিদ্‌য়া-র ব্যবস্থা আছে যথাঃ (১) রামাদ'ানের সি'য়াম পালন অত্যন্ত কষ্টকর হইলে প্রতিদিনের সি'য়ামের বদলে একজন লোককে একদিনের আহার্য দান করা (২ খ, ১৮৪) (২) হ'াজ্জ বা 'উম্‌রার ইহ্‌'রাম (দ্র.) হইতে মুক্ত হইবার জন্য মস্তক মুণ্ডনে অপারগতায় যথাসম্ভব ফিদ্‌য়াঃ (যথা স'াদাক'াঃ, সি'য়াম কিংবা কু'র্‌বানী) প্রদানের ব্যবস্থা (২ খ, ১৯৬) রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনিচ্ছাকৃত-ভাবে হত্যা করা, রামাদ'ান মাসের সি'য়াম ভংগ করা, জি'হার (দ্র.) করা, শপথ ভঙ্গ করা ইত্যাদি অবৈধ কর্মের পাপ মোচনের জন্য যে دية (দিয়াঃ দ্র.) এবং كفارة (কাফ্‌ফারা : দ্র.)-এর ব্যবস্থা আছে এইগুলিও ফিদ্‌য়ার নামান্তরমাত্র (তু. Juynboll Handbuch des islam, Gesetzes, p. 122)। জাভা এবং সুমাত্রাতে জীবনভর সা'লাত পরিত্যাগ করিলে যে ফিদ্‌য়াঃ দিতে হয় তৎসম্বন্ধে দেখুন Snouck Hurgronje, the Atchehnese, 1. 435 প.।

সিরিয়া এবং জর্দানের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসিগণ কু'রবানী করাকে ফিদ্‌য়া বা ফেদু বলে। সন্তান-সন্ততি, ধনসম্পত্তি, ঘর-বাড়ী, গবাদি-পশু ইত্যাদি সম্পদকে দুর্ঘটনা অথবা ধ্বংস হইতে রক্ষা করার আশায় অথবা মৃতের আত্মার মুক্তি কামনায় তাহারা ফিদ্‌য়াঃ দিয়া থাকে। তু. S. I, Curtis, Ursemitische Religion, Index, দ্র. fedu, fidje ; Jaussen, Coutumes des Arabes, p. 357 প. and 361 প. ; do., Mission arch, en Arabic. i., 472.

মরক্কো দেশে ফিদ্‌য়াঃ বিচিত্র এক রকম উৎসব। আলজিরিয়ার কোন কোন অঞ্চলে ফেদ্‌ওয়া নামে এক প্রকার উৎসব করা হয়। উৎসবের অনুষ্ঠানকারী পরজগতে শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় সমাধিস্থ হইবার সর্বপ্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ইহার পর কিছু সংখ্যক তু'লাবা' (ছাত্র) মৃতকে দাফন করিবার পূর্বে কু'রআনের যে সব অংশ পড়া হয়, এই অনুষ্ঠানেও সেইসব অংশ পাঠ করে ; তু. W. Marcais, Textes arabes de Tanger, p 409 (golssary)।

Anonynous (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

ফিদাঈ (فدائى : ফিদাঈ) (কথ্য আরবী ভাষায় فداوى) শব্দের অর্থ আত্মোৎসর্গকারী (ফিদ্‌য়া দ্র.)। ইস্‌মা'ঈলী সম্প্রদায়ের লোকদিগকে, বিশেষত যে সকল আততায়ী বধ্য ব্যক্তিগণকে বধ করিবার জন্য নিযুক্ত হইত (দ্র. হ'াশিশীন) তাহাদিগকে ফিদাঈ বলে (ইব্‌ন বাত্‌'তু'তাঃ, ১ খ, ১৬৭ ; v. Hammer, Fundgruben des Orients, iii. 204. do, Assassinen, p. 88)। ক্ষেত্রবিশেষে এই শব্দটিকে ভাল অর্থেও ব্যবহার করা হয় ; যেমন দিগ্বিজয়ী বীর, knight, সাহসী ব্যক্তি, মহাবীর নির্ভীক ব্যক্তি (Quetremere, Mongols, p. 124a ; তু. v, Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf, ii. 100) আলজিরিয়াতে فداوى-এর অর্থ বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলীর কথক বা বিবরণ প্রদানকারী এবং فداوية শব্দের অর্থ বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্বন্ধে রচিত গল্প বা গান। পারস্য দেশে বিপ্লবের সময় فداوى শব্দ দ্বারা প্রথমত প্রজাতন্ত্রী দলের সদস্যগণকে এবং পরবর্তীকালে উদারপন্থীদের সমর্থক এবং সংবিধানের সমর্থনকারিগণকে বুঝান হইত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন খাল্‌দুন, মুক'াদ্দিমাঃ (transl. of de Slane), i, 122, 5 ; (২) Lane, Modern Egyptians, ii, 147 ; (৩) H. d' Allemagne, Du Khorassan au pays des Backhtiaris (Paris 1911), iv. 304 (Photogr., p. 294, 299) ; (৪) E. G. Browne, Literary Hist. of Persia, ii, 206 প. ; (৫) ঐ লেখক, Persian Revolution, p. 127

151; (৬) RMM, 1. 49; iv. 176; v. 361; xii 217.
Cl. Huart. (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

ফুতুওওয়া (فتوة ; ফুতুওওয়াঃ) এই শব্দটির সাধারণ ব্যবহারিক অর্থ যুবকসুলভ প্রশংসনীয় গুণাবলী, বিশেষত উদারতা ও বদান্যতা (سخاء ، كرم)। কু'রআনে فتى শব্দের অর্থ যুবক (اذ قال موسى (৬০ : ১৮)، اذ اوى الفتية الى الكهف (১০ : ১৮ (سمعنا فتى يذكر هم يقال له ابراهيم (৬০ : ২১) لفتاه যুবক অর্থে মিসরে বিক্রিত হযরত য়ূসুফ ('আ)-এর (দাস অর্থে নহে) প্রতিও এই فتى শব্দের প্রয়োগ (১২ : ৩০ تراود فتاها عن نفسه) দেখা যায়। লিসানু'ল-'আরাবে (২০ : ৪) উদ্ধৃত একটি হ'াদীছে' উক্ত হইয়াছে যে, রাসূল কারীম (স') বলিয়াছেন : "তোমরা কাহারও সম্পর্কে 'আমার দাস' (عبدى) কথাটি বলিও না, বরং বল 'আমার যুবক' (فتاى), (বুখারী, 'ইতক', বাব ১৭। মুসলিম আলফাজ'; হ'াদীছ' ১৩-১৫)। দাসত্ব প্রথার গ্লানি হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে রাসূল কারীম (স') দাস শব্দের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে فتى শব্দের ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত একটি উক্তি لا فتى الا على، و لا سيف الا ذو الفقار। অর্থাৎ 'যুবকদের সেরা 'আলী আর তরবারীর সেরা হইল যু'ল-ফাক'ার' (তু. Chronique de Tabari, ed. Zotenberg iii, 27); একটি বর্ণনা অনুসারে এই উক্তিটি বেহেশ্ত হইতে এক ফিরিশ্তা কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল, (তু. মুহি'ব্বু'দ-দীন আত'-ত'াবারী, আর-রিয়াদু'ন-নাদি'রাঃ, (الرياض النضرة), কায়রো ১৩২৭] অথবা ইহা ছিল উহু'দের যুদ্ধক্ষেত্রে কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির ঘোষণা (তু. ইব্ন হিশাম, সীরাঃ, কায়রো ১৩৪৬, ২খ, ৮৯)। হ'াদীছ'রূপে বর্ণিত এই উক্তিটি সাধারণত কিভাবে ব্যবহৃত হইত সে সম্বন্ধে দেখুন Reinaud, Monumens, ii., 153, 307; Tijdschr. voor Ned.—Indie, 1873, ii., 333 প.। নিজেদের পূর্বপুরুষের মুখ-নিঃসৃত উক্তিতে উল্লিখিত এই فتوة শব্দের অবলম্বনে রাসূল কারীম (স')-এর বংশধরগণ আপনাদিগকে ফুতুওওয়ার প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেন। কালক্রমে 'ফুতুওওয়া' বীরত্ব (chivalry, knighthood) অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য একটি বর্ণনায় দেখা যায় যে, খলীফা আন-নাসি'র লি দীনিল্লাহ (৫৭৫—৬২২/১১৮০—১২২৫), যিনি 'কিতাবু'ল-ফাখ্রী' অনুসারে ইমামিয়্যাঃ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কতিপয় রাজকুমার এবং সম্মানিত ব্যক্তিকে 'ফুতওওয়া'-এর মর্যাদা দান করিয়াছিলেন এবং তৎসহ 'রাম্য়ু'ল-বুন্দুক''-এর মর্যাদাসূচক সুবিধাও দান করেন। এই পদমর্যাদা যাহাদিগকে প্রদান করা হইত তাহাদের জন্য একটি উৎসবের আয়োজন হইত। উক্ত উৎসবে পদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে 'সারাব'ীলু'ল-ফুতুওওয়া' অথবা 'লিবাসু'ল-ফুতুওওয়া' নামে একটি পাজামা দান করা হইত এবং কা'সু'ল (كاس)-ফুতুওওয়াঃ অর্থাৎ ফুতুওওয়ার পানপাত্র হইতে পানীয় দান করা হইত। যে সমস্ত বীর বংশ পরম্পরাক্রমে এই মর্যাদা লাভ করিতেন তাঁহাদের চালের উপর তাঁহারা লব্ধ পেয়ালা ও পাজামার প্রতিকৃতি অথবা যে কোন একটির প্রতিকৃতি ব্যবহারের অধিকার লাভ করিতেন। কিতাব 'উম্দাতু'ত'-ত'ালিব অনুসারে 'আব্বাসী বংশীয় আল-মু'আয়্যা খলীফা আন-নাসি'রের পরবর্তী সময় হইতে ফুতুওওয়া দানের অধিকারী ছিলেন। এই পরিবারের উদ্ভুত নাক'ীব তাজু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ 'খিরক'াতু'ত-তাস'াওউফ' (আধ্যাত্মিক মর্যাদাসূচক জামা)-ও প্রদান করিতেন।

ইবন জুবায়র (১৯০৭ খৃ. এর সংস্করণ, পৃ. ২৮০, এই ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপির পাঠ 'নাহ্যিমূনাহ' গ্রহণীয়) সিরিয়ায় কর্মরত এক সম্প্রদায়ের কথা বলেন, যাহার সদস্যরা 'রাফিদ'ী'গণের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাইয়া তাহাদের ফুতুওওয়ার কর্তব্য পালন করিত। ফুতুওওয়ার নামে যে শপথ গ্রহণ করা হইত উহার মর্যাদা যে-কোন অবস্থায় রক্ষা করা হইত।

ইব্ন বাত্'তূ'তাঃ এশিয়া মাইনরে একটি ভ্রাতৃসংঘের সাক্ষাত পাইয়াছিলেন। ইহার সভ্যগণ (فتيان) প্রায় একই ব্যবসায় করিতেন এবং একত্রে বসবাস করিতেন। তাঁহারা একজন প্রধানের (আখী- اخى) তত্ত্বাবধানে খানক'াঃ (যাবি'য়াঃ)-তে নিজেদের কায়িক পরিশ্রম লব্ধ আয়ের উপর নির্ভর করিয়া বসবাস করিতেন। একত্রে আহারের পর তাঁহারা সন্ধ্যায় নৃত্যগীত করিতেন। তাঁহাদের পরিধেয় ছিল একটি আলখাল্লা (ক'াবা') এবং একটি পশমী টুপী (ক'ালান্সুওয়াঃ)। টুপীর উপরিভাগে ৪৫ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি ফিতা বাঁধা থাকিত। তাঁহারা জুতা (আখ্ফাফ) ব্যবহার করিতেন এবং কোমরবন্ধে একটি দীর্ঘ ছোরা ধারণ করিতেন। তাঁহারা পথিকদিগের প্রতি অতিথিপরায়ণ ছিলেন এবং অত্যাচারী রাজন্যবর্গ এবং তাহাদের সহযোগীবৃন্দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন (সং. Paris, ii., 260 প.)। লেখক 'কো'নীয়া'তে ক'াদ'ী ইব্ন ক'ালাম শাহের খানক'াতে অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানকার সকল ফিত্য়ান সারাব'ীল পরিধান করিতেন এবং তাহাদের ফুতুওওয়ার নিয়মাবলী হযরত 'আলী (রা) হইতে লব্ধ বলিয়া দাবী করিতেন। তাঁহারা আতিথেয়র জন্য বিখ্যাত ছিলেন (পৃ. গ্র, ii, 281 প.)। ইব্ন বাত্'তূ'তাঃ এইরূপ অনেক ফিত্য়ানের খান্ক'াতে বাস করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন (পৃ. গ্র., ii., 270—368, স্থা.)।

সূ'ফী সাহিত্যের শব্দসম্ভারে 'ফুতুওওয়া' একটি বহুমুখী কর্মপ্রেরণাময় মানসিক অবস্থার নাম। তাই একটিমাত্র প্রতিশব্দে ইহার অর্থ প্রকাশ করা যায় না। সাধারণত ফুতুওওয়ার অর্থ 'নিজের উপরে অন্যকে স্থান দেওয়া'—'ايثار على نفسه'। আল-গ'াযালীর মতে ইহাই বদান্যতার (سخاء) সর্বোচ্চ স্তর। উদারতা, পরার্থপরতা, আত্মবঞ্চনা, নিরাশা হইতে মুক্তি, অন্যের দোষত্রুটির প্রতি সহনশীলতা ইত্যাদি চারিত্রিক গুণে উক্তরূপ মানসিকতার অভিব্যক্তি হয়। কু'শায়রী বহুবিধ বর্ণনা ও গল্পের সাহায্যে এই মানসিকতার কতকাংশ নির্দেশ করিয়াছেন। চারিত্রিক সদ্গুণাবলী (مكارم الاخلاق) মরমিয়াবাদের ফুতুওওয়ার অন্যতম উপাদান। ফুতুওওয়া ও মরমিয়াবাদের ফুতুওওয়া (তু. আস-সুলামী, কিতাবু'ল-ফুতুওওয়া পাণ্ডুলিপি আয়া সূফিয়া, নং ২০৪৯, fol. ৮০) এই দুইয়ের মধ্যে নিকট সম্পর্ক রহিয়াছে। অন্যপক্ষে গোঁড়া নীতিবাদী আত-তুস্তারীর অভিমত এই যে, ফুতুওওয়ার অর্থ কেবল মাকারিমু'ল-আখলাকে' সীমাবদ্ধ (তু. পাণ্ডুলিপি দারু'ল-কুতুব, কায়রো, তাস'াওউফ ওয়া আখ্লাক' দীনিয়্যাঃ, নং ৯১৪ fol. ৯)।

ফলকথা, ফুতুওওয়া এক শ্রেণীর ইসলামী সংঘের একটি অত্যাবশ্যক উপকরণ। ইহা মরমিয়াপন্থী ভ্রাতৃসংঘগুলি হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Hemmer-Purgstall, JA. 1849, p. 5—14; 1855, p. 282—290; (২) Quatremere, Histoire des sultans mamlouks. i., 58, N. 83 ('উম্দাতু'ত-

তা'লিব হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি ইহার বোম্বাই ১৩১৮ হি. সংস্করণে পৃ. ১৫০-তে পাওয়া যাইবে); (৩) Dozy, Suppl., sub. voce ; (৪) আল-কুশায়রী, রিসালাঃ, কায়রো ১৩১৮, পৃ. ১২২ প. ; (৫) আল-জুরজানী, তা'রীফাত, সম্পা. Flugel, পৃ. ১৭১ ; (৬) Dict. of Techn. Terms, ed. Sprenger, ii., 1156 ; (৭) তাজু'ল-'আরূস, ২য় সং, ১০খ, ৩৭৬ প. ; (৮) B. Faris. L'honneur chez les Arabes avant L'Islam, Paris 1932; (৯) F. Taeschner, Die islamischen Futuwwabunde, in ZDMG, lxxxvii (1933); বীরত্ব অর্থে ফুতুওওয়া : Goldziher, in ZDMG, lxxiii (1919), 127—8 ; (১০) J. Schacht, in Festschrift Jacob, Leipzig 1932, p. 277 প. ; (১১) ইবনু'স-সা'ঈ, আল-জামি'উ'ল-মুখ্তাসা'র, সম্পা. এম. জাওয়াদ এবং P. Anastase, বাগদাদ ১৯৩৪, ৯খ, ২২১-৬ ; (১২) P. Kahle, in Arch. fur Orientforschung, Berlin 1933. p. 52—58 ; (১৩) F. Taeschner, Beitrage zur Arabistik etc., Leipzig 1944, p. 340—385. মরমিয়াবাদের ফুতুওওয়াঃ (১৪) সুহ্‌রাওয়ার্দী, কিতাব 'আওয়ারিফু'ল-মা'আরিফ, কায়রো ১৩৮৪, ৩খ, ৩১-২ ; (১৫) F. Taeschner in Isl. xxiv (1937) ; (১৬) L. Massignon, Salman pak. Paris 1933, p. 28—9. সংঘ প্রতিষ্ঠানের ফুতুওওয়া সম্বন্ধে : (১৭) H. Thorning, Beitrage zur kenntnis des Islamischen Vereinwesens, Berlin 1913 (Turk. Bibl. vol. 16) ।

C. Van Arendonk (S.E.I.)/মুহম্মদ রিযাউর রহীম

ফুর্‌কান (فرقان) 'আরবী فرق ক্রিয়াপদের মাস্‌দার, ইহার অর্থ—পার্থক্য প্রদর্শন, পৃথকীকরণ, প্রকাশকরণ ; 'আরবী সাহিত্যে ফুর্‌কান শব্দটি মূল 'আরবী শব্দরূপে পাওয়া যায়।

কু'রআনে ফুর্‌কান শব্দটির বহুল প্রয়োগ রহিয়াছে। তাফসীরকারগণ ইহার অর্থ করিয়াছেন—'সত্য ও মিথ্যার (الحق و الباطل) মধ্যে পার্থক্য'। হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর পূর্বে অবতীর্ণ ফুরকান কিতাব সম্পর্কেও শব্দটি কু'রআনে ব্যবহৃত হইয়াছে। যামাখ্‌শারীর ভাষ্য অনুসারে যাবতীয় অবতীর্ণ গ্রন্থ অর্থে কু'রআন শারীফ-এ ৩ : ৩ ও ২১ : ৪৮ আয়াতদ্বয়ে এই শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু কু'রআনের ২৫ : ১ আয়াতে ইহা 'কু'রআন' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে : "কত মহান তিনি যিনি তাঁহার বান্দার উপর ফুর্‌কান অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হইতে পারে।" এই আয়াতটি 'ফুর্‌কা'ন' নামক সূরাটির প্রথম বাক্য। 'হা'ক্‌ক' এবং 'বাতি'ল'-এর মধ্যে পার্থক্যমূলক কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা এই সূরাটিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বদ্‌রের যুদ্ধের দিনটিকে 'য়াওমু'ল-ফুরকা'ন' يوم الفرقان (৮ : ৪১) বলা হইয়াছে; কারণ সেই দিন কুফরের পরাজয় ও ইসলামের জয় দ্বারা নিশ্চিতভাবে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হয়। আরামায়ী ভাষায় ফুরকা'ন শব্দের অর্থ মুক্তি এবং হিব্রু ভাষায় ইহার প্রতিশব্দ Yesha অর্থাৎ মুক্তি। কেহ কেহ মনে করেন—আরামায়ী ভাষা হইতে এই শব্দটি 'আরবীতে অনুপ্রবেশ করে। তাঁহাদের মতে ৮ : ২৯ আয়াতে ব্যবহৃত ফুর্‌কান শব্দটির অর্থ মুক্তি। ইহার অর্থ সত্য এবং অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা বা অন্তর্দৃষ্টিও হইতে পারে। দলীল-প্রমাণ অর্থেও ফুর্‌কা'ন শব্দের ব্যবহার হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A. Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenomen ? p. 55 প. ; (২) Schwally, ZDMG, lii, 134 প. ; (৩) Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, i., 34 ; (৪) Noldeke, Neue Beitrage zur semitischen Sprachwissenschaft, p. 23 প. ; (৫) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 76 প. ; (৬) তু. তাহানব'ী, কাশ্‌শাফ ইস্‌'তি'লাহা'তি'ল-'উলূম ওয়া'ল-ফুনূন, কলিকাতা, ২খ, ১১৩০।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ রিযাউর রহীম

ফেরদাউস (فردوس : ফির্‌দাওস), ফিরদাওস শব্দটির অর্থ বাগান, শস্যপূর্ণ উপত্যকা, একটি বিশেষ বেহেশ্‌ত। ইহার বহু বচন فراديس (ফারাদীস), শব্দটি গ্রীক Paradeisos শব্দ হইতে গৃহীত (G. Hoffmann, ZDMG. xxxii. 761)। ফিরদাওস শব্দ 'আরবী ভাষায় সুপ্রচলিত এবং কু'রআনে দুই স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে (১৮ : ১০৭ ; ২৩ : ১১)। প্রাচীন 'আরবী কাব্যে ফিরদাওস শব্দ 'উর্বর ভূমিখণ্ড' অর্থে ব্যবহৃত (Bakri, Geogr. Worterb., ed. Wustenfeld, p. 514 ; য়াকু'ত, iii, 870 প.)। একথা লক্ষণীয় যে, যেন্দ ভাষায় 'পাইরিডাইযা' (Pairidaeza) অর্থে বুঝায় 'একটি প্রাকারবেষ্টিত স্থান' ; এই অর্থ 'আরবীতে রূপান্তরিত ফিরদাওসেও বিদ্যমান। আভিধানিকগণ ফিরদাওসকে সংকীর্ণতর অর্থে হা'দীকা'ঃ (حديقة : উদ্যান) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহার অন্য অর্থ আঙ্গুর গাছ ও খেজুর গাছও হয় (বায়দাবা'ী, সূরাঃ ১৮ : ১০৭ দ্র.)। অন্য অর্থে বলা হয় ইহা হইল উদ্যানের সর্বাপেক্ষা উত্তম, সুন্দর, প্রশস্ত এবং উচ্চ স্থান ; ইহা তাঁহাদের বাসস্থান যাঁহারা জীবনে দয়া প্রদর্শন শিক্ষা দিয়াছেন এবং অপ্রিয় কার্য নিষেধ করিয়াছেন। রাসূল কারীম (স') বলিয়াছেন যে, ইহা জান্নাতের উচ্চতম স্তর এবং ঐ স্থান হইতে জান্নাতের চারিটি নদী বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছে ইত্যাদি। এ শেষোক্ত বিষয়ের বিশদ আলোচনার জন্য দেখুন আল-কু'র্‌তু'ব'ীর তায্‌কিরাঃ পুস্তকের আশ-শা'রানীকৃত সংক্ষেপ (সং কায়রো ১৩২৪), পৃ. ৮৩, এবং ফিরদাওস সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনার জন্য ঐ পুস্তকের পৃ. ৮৪ ও পৃ. ৮৬। সায়্যিদ মুরতাদা তৎকৃত ইহ্‌য়া'-এর টীকাতে (১০ম খণ্ড, পৃ. ৫২৫) বলিয়াছেন যে, ইহা আল্লাহ্‌র 'আরশের নীচে বেহেশ্‌তের দ্বিতীয় তল এবং ইহার উপরে স্থাপিত জান্নাত 'আদ্‌ন (عدن)। আবার কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'ইল্লিয়ূন (عليون) হইল সর্বোচ্চে। বেহেশ্‌তে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ এবং হযরত মুহ'ম্মাদ (স') এবং তাঁহার সহচরগণের জান্নাতে অধিবাস সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দেখুন আহ'মাদ ইবনু'ল-মুবারাককৃত ইব্‌রীয (সং. কায়রো ১৩১৬, পৃ. ২৭৭ প.)। ফলকথা, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌তে দৃঢ়বিশ্বাসী সৎকর্মে নিবেদিতপ্রাণ মু'মিনদের পুরস্কারস্বরূপ পরকালে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পরম পরিতৃপ্ত অনন্ত জীবনের যে অংগীকার আল্লাহ কু'রআনের মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করিয়াছেন মুসলিমগণ সেই জীবন যাপন করিবেন যে মনোরম স্বর্গোদ্যানসমূহে তাহাদের মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট আবাসের নাম ফিরদাওস।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহম্মদ রিযাউর রহীম

ফেরাউন (فرعون ফির্‌'আওন) প্রাচীন মিসরের রাজাদের উপাধি, যেমন রোমক রাজাদের উপাধি ছিল কা'য়সা'র (قيصر) এবং পারস্যের রাজাদের উপাধি ছিল কিস্‌রা (كسرى)। হযরত য়ূসুফ ('আ)-এর সহিত মিসরের যেই রাজার সম্পর্ক ঘটিয়াছিল, কু'রআনে তাহাকে حاكم (রাজা)-রূপে অভিহিত করা হইয়াছে।

বাইবেলে তাহাকেও Pharaoh আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কু'রআান এবং বাইবেলের বর্ণনায় দেখা যায়, য়ূসুফ ('আ) তাঁহার পিতা (হযরত য়া'কূ'ব ('আ) (অপর নাম ইস্রাা'ঈল) মাতা এবং ভাইগণকে كنعان হইতে মিসরে আনাইয়া সেই দেশের অধিবাসীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বাইবেলের বর্ণনানুযায়ী তাঁহাদের বংশধর বানী ইস্রাা'ঈল-এর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন তাঁহারা পরবর্তী ফির্'আওনের কোপে পতিত হন। মিসরীয় জনগণও এই 'হিব্রু' জনগোষ্ঠীকে ঘৃণার চোখে দেখিতে থাকে। ফির্'আওনের আদেশে তাহাদের পুত্র-সন্তানগণকে জন্মলগ্নে হত্যা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল (২ঃ৪৯) যাহাতে ইস্রাা'ঈলীগণ শক্তিশালী হইতে না পারে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাহাদিগকে দাসরূপে (২৬ঃ২২) অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমে দিবারাত্র নিয়োজিত রাখা হইত এবং সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাহাদিগকে অমানুষিক নির্যাতন এবং লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত ফির্'আওন কর্তৃক নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারিগণের (آل فرعون ২ঃ৪৯) হাতে। এই অত্যাচারী (ظالم), উদ্ধত (متكبر), প্রবল প্রতাপশালী (جبار), ফির্'আওনের কবল হইতে ইস্রাা'ঈলীগণকে উদ্ধার করার ভার অর্পিত হইয়াছিল দুই নবী হারূন ও মূসাা ('আ)-এর উপর (দ্র. মূসাা)।

কু'রআানের কয়েকটি সূরায় বিচ্ছিন্নভাবে ফির্'আওন এবং মূসাা ('আ)-এর আখ্যান কোথাও বিস্তারিত এবং কোথাও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের আখ্যানের উল্লেখমাত্র করা হইয়াছে। ঔদ্ধত্যের প্রতীক ফির্'আওন আর সংগ্রামী নবীর প্রতীক মূসাা ('আ)। কিভাবে ফির্'আওনের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ ইস্রাা'ঈল বংশে জন্মলাভ করিয়া ফির্'আওন নিয়োজিত মৃত্যুদূতের হাত এড়াইয়া তাহারই আদর-যত্নে লালিত হইয়া মূসাা ('আ) তাহার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন এবং পরিণামে ফির্'আওন ডুবিয়া মরিল আর হযরত মূসাা ('আ) বানী ইস্রাা'ঈলকে উদ্ধার করিলেন—মুহ'াম্মাদ (স')-এর মাধ্যমে এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে মানব জাতির সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রত্যাখ্যানকারিগণকে সাবধান করিয়া দেওয়াই কু'রআানের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের তাগিদে ফির্'আওন এবং তৎ-সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে যতটা তথ্য পরিবেশনের প্রয়োজন ছিল তাহার বেশী কু'রআানে পাওয়া যায় না—Genesis এবং Exodus জাতীয় বিস্তারিত বর্ণনা কু'রআানে নাই; ক্ষেত্রবিশেষে কু'রআানে অধিকতর তথ্য পাওয়া যায়; অপর ক্ষেত্রে বাইবেলে প্রদত্ত তথ্য বিস্তারিত ও ব্যাপকতর। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু সংঘাতও লক্ষণীয়, তবে মোটামুটিভাবে এই দুই গ্রন্থের মধ্যে বর্ণিত মূসাা ('আ) ও ফির্'আওনের আখ্যান একে অপরের পরিপূরক। তাফসীর ও ইতিহাস রচনাকারিগণ অনেক ক্ষেত্রে বাইবেল এবং ঈদৃশ সূত্রের সাহায্যে ইহাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে এবং আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কাঠের বাক্সে (تابوت) নীলনদে ভাসমান শিশু মূসাা ('আ)-কে তুলিয়া আনিল ফির্'আওনের পরিজন (آل) এবং তাহার স্ত্রী (امراة, বাইবেলের মতে কন্যা)। শিশুর লালনের জন্য ধাত্রী নিযুক্ত করিল ঘটনাচক্রে মূসাা ('আ)-এর মাতাকেই (২৮ঃ ৯, ১৩)। স্ত্রীর অনুরোধে ফির্'আওন এই ইস্রাা'ঈলী জাতকের প্রাণরক্ষা করিল। কিন্তু যখন যুবক মূসাা ('আ)-এর হাতে (তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বে ও ভুলক্রমে) এক ইস্রাা'ঈলীর সহিত কলহরত একজন মিসরীয় নিহত হইল, তখন ফির্'আওন মূসাা ('আ)এর প্রাণ সংহারের সংকল্প করিল। মূসাা ('আ) মিসর হইতে পলাইয়া মাদ্য়ান (مدين) নামক স্থানে হযরত শু'আয়ব ('আ) (বাইবেলের Jethro)-এর আশ্রয়ে তাঁহারই এক কন্যার স্বামী-রূপে অনধিক দশ বৎসর বসবাস করিয়া সপরিবারে দেশে ফিরিবার পথে ফির্'আওনকে আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য আহ্বান করিবার এবং ইস্রাা'ঈলীগণকে দাসত্বমুক্ত করিবার প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হইলেন। ফির্'আওন মূসাা ('আ)-এর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল এবং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার হুমকি দিল, তাঁহার অলৌকিক নিদর্শনদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দেশের সেরা যাদুকরগণকে আহ্বান করিল। পরাজিত যাদুকরগণ ফির্'আওনের বিনানুমতিতে মূসাা ('আ)-এর আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলে ফির্'আওন তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিবার সংকল্প ঘোষণা করিল। ইস্রাা'ঈলীগণকে মুক্তি দেওয়া (বাইবেলের মতে তিন দিনের পথ অতিক্রম করিয়া [বিয়াবানে Wilderness]-এ যাইয়া তীর্থভোজ [pilgrim-feast] অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতি এবং কর্মবিরতি দেওয়া) ত দূরের কথা; বরং তাহাদের উপর কর্তব্যের চাপ ও অত্যাচারের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপাত্মক ভাষায় ফির্'আওন মূসাাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে আসমান ও যমীনের রাব্ব (رب)?" দাম্ভিকতাভরে উপস্থিত জনগণকে বলিল, "আমিই ত তোমাদের সর্বপ্রধান রাব্ব" (৭৯ঃ২৪); সভাসদগণকে বলিল, "আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্য আছে বলিয়া ত জানি না।" অমাত্য 'হাামান'-কে আদেশ করিল একটি উচ্চ সৌধ (صرح) নির্মাণ করিতে যাহার চূড়ায় আরোহণ করিয়া "আমি মূসাার ইলাহ্ (اله)-এর খবর সংগ্রহ করিতে পারি; আমার ত নিশ্চিত ধারণা, সে (মূসাা) মিথ্যাবাদীদের অন্যতম" (২৮ঃ৩৮)।

ফির্'আওন যখন কিছুতেই বিশ্বাস করিল না, ইস্রাা'ঈলীগণকে মুক্তি দিতেও সম্মত হইল না, তখন তাহার এবং তাহার অনুসারিগণের উপর একের পর এক শাস্তি আপতিত হইতে লাগিল। আল্লাহ্ তাহাদের শাস্তির জন্য ব্যবস্থা করিলেন। "الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم" (৭ঃ১৩৩) অর্থাৎ যথাক্রমে বন্যা, ফড়িং, কীট, ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদির প্রাদুর্ভাবজনিত উপদ্রব। বাইবেলেও আরও পাঁচ রকমের শাস্তির কথা বলা হইয়াছে, যথা ঃ flies, boils, darkness, cattle অর্থাৎ পশুর মড়ক, death of the first born অর্থাৎ মানুষ এবং পশু উভয়ের প্রথম জাতকের মৃত্যু। যখনই কোন শাস্তি আপতিত হইত, যথা ঃ নদী-নালা এবং সর্বপ্রকার জলাধারের পানি যখন রক্তে পরিণত হইল অথবা জনস্থলে যখন অগণিত ব্যাঙের প্রাদুর্ভাব হইল—অথচ ইস্রাা'ঈলীগণ বিপদমুক্ত রহিল, তখন ফির্'আওন অব্যাহতির জন্য বিনয়নম্রভাবে মূসাা ('আ)-কে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করিবার অনুরোধ জানাইত, ঈমানের এবং ইস্রাা'ঈলীগণকে মুক্তিদানের প্রতিশ্রুতি দিত, কিন্তু শাস্তি মাওকূ'ফ করা হইলে প্রতিশ্রুতি ভংগ করিয়া আবার রুদ্রমূর্তি ধারণ করিত (৭ঃ১৩৫-১৩৬)। অবশেষে আল্লাহ্ রাত্রিযোগে ইস্রাা'ঈলীগণকে লইয়া মিসর পরিত্যাগ করিতে মূসাা ('আ)-কে আদেশ করিলেন (যথা ঃ ২৬ঃ৫২)। সূর্যোদয়ের সময় ফির্'আওন সদলবলে তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। সম্মুখে লোহিত সাগর,—পশ্চাতে স্বয়ং ফির্'আওনের নেতৃত্বে বিরাট শত্রুসৈন্য; এই উভয় সংকটে মূসাা ('আ)-এর অনুসারিগণ বিব্রত (২৬ঃ৬০—৬১)। এমন সময় মূসাা ('আ)-এর নিকট ওয়াহ্'য়ি আসিল, "তোমার লাঠি দিয়া সাগরকে আঘাত কর।" অতঃপর সাগরের পানি দুইভাগে বিভক্ত হইল, প্রত্যেক ভাগ যেন এক-একটি সুউচ্চ পর্বত (كالطود العظيم—২৬ঃ৬৩), মধ্যখানে একটি শুষ্ক

রাস্তা (طريقا في البحر يبسا) ২০ : ৭৭)। এই পথে মূসা ('আ) ইস্রা'ঈলীগণকে লইয়া পার হইয়া গেলেন, কিন্তু ফির্'আওন তাহার দলবলসহ যখন মাঝপথে পৌঁছিল তখন দুই দিকের অপসৃত পানি আসিয়া তাহাদিগকে ডুবাইয়া ফেলিল। নিমজ্জমান অবস্থায় ফির্'আওন বলিল, "আমি ঈমান আনিলাম, বানূ ইস্রা'ঈল যেই الله-এ বিশ্বাসী, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই এবং আমি মুসলিম।" (আল্লাহ্ বলিলেন,) (الئن) "এখন কেন? وقد) (عصيت قبل ইতিপূর্বে তুমি ত অবাধ্যতাই করিয়াছ।" অতঃপর কু'রআান একটি অশ্রুতপূর্ব তথ্য পরিবেশন করিল : اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية "অদ্য আমরা তোমার দেহটি রক্ষা করিব যাহাতে তুমি (তোমার দেহ) তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শনরূপে বিরাজ করিতে থাক" (১০ : ৯০—৯২)। ফির্'আওন লোহিত সাগরে ডুবিয়া মরিল—বাইবেলের বর্ণনায় কেবল এইটুকুই পাওয়া যায় (Exodus 14: 28-29, Psalms 136 : 15), তাহার দেহ রক্ষিত থাকিল—এই তথ্য বাইবেলে বা অন্য কোন সূত্রে পাওয়া যায় না। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে Loret এই ফির্'আওনের enbalmed দেহের mummy (অন্য ফির্'আওনদের মমিসহ) আবিষ্কার করেন। বর্তমানে এই 'দেহ' Royal Mummies Room of the Egyptian Museum, Cairo-তে রক্ষিত এবং দর্শকদের জন্য দৃশ্যমান রহিয়াছে। যাহারা মনে করেন, কু'রআান মুহ'ম্মাদ (স')-এর রচনা এবং বাইবেল হইতে তিনি অনেক ধার করা তথ্যকে তাঁহার উপর অবতীর্ণ ওয়াহ্'য়ি (وحى)-রূপে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুসন্ধানে কু'রআান ব্যতীত এই তথ্যটির অন্য কোন সূত্র পাওয়া গিয়াছে কি? বাইবেলে Israel এবং তাঁহার পুত্র Joseph-এর দেহদ্বয়ের enbalming-এর কথা রহিয়াছে (Genesis 50 : 2 এবং 26); কিন্তু ফির্'আওনের দেহের রক্ষা-ব্যবস্থার কথা উল্লিখিত হয় নাই। বাইবেলের খৃস্টান ভাষ্যকারগণ (ইচ্ছাকৃতভাবে) ফির্'আওনের মৃত্যুর ঘটনাটিকে এড়াইয়া যান। Father Couroyer কু'রআানের বরাত দিয়া ফির্'আওনের মৃত্যুর তথ্যটি উল্লেখ করিয়া তাহার সহিত একটি অলীক কাহিনী জুড়িয়া দেন যে, ফির্'আওন সাগরের তলদেশে সমুদ্র-মানবের (men of the sea i. e. seals) উপর রাজত্ব করিতেছেন [তু. Translation of the Bible directed by the Biblical School of Jerusalem, L'Exode (Exodus) 1968, p. 73, pub. Les Editions du cerf. Paris। এই ভাষ্যকার এই কথাও বন্ধনীতে এতদ্‌সংগে বলিয়াছেন, "এই ঘটনাটি (অর্থাৎ ফির্'আওনের সলিল সমাধির ঘটনাটি) Holy Text-এ উল্লিখিত হয় নাই।" তবে কি Father Couroyer-এর হাতে Holy Text-এর অন্য কোন সংকলন আছে? বাইবেলের অনুমোদিত version-এর মধ্যেও ফির্'আওনের লোহিত সাগরে ডুবিয়া মরিবার কথাটি সবিস্তার বর্ণিত আছে (উপরে দেখুন) এবং কু'রআানে এতদুপরি শুধু এই কথাটি আছে যে, ফির্'আওনের দেহটি রক্ষিত থাকিবে। উনবিংশ শতকের শেষভাগে পৃথিবীবাসী এই সত্যটি আবিষ্কার করিল। ইতোপূর্বে কেহই এই তথ্য জানিত পারিল না। তাহা হইলে ওয়াহ্'য়ি (وحى) ব্যতীত সপ্তম শতকে মুহ'ম্মাদ (স') এই কথাটি কেমন করিয়া কু'রআানে সন্নিবিষ্ট করিলেন?

ফির্'আওনের নাম সম্পর্কে বহু বিতর্ক দেখা যায়। মূসা ('আ) যাহার ঘরে লালিত হন এবং ইস্রা'ঈলীগণ যাহার হাতে নির্যাতিত হইয়াছিল এবং যাহার দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ ছিল তাহার নাম Ramses II ছিল। মূসা ('আ) যখন মাদ্‌য়ানে (مدين) বাস করিতেছিলেন তখন এই Ramses মৃত্যুবরণ করে এবং তাহার পুত্র Merneptah মিসরের রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়। ইহারই রাজত্বকালে মূসা ('আ) তাহার নিকট রাসূলরূপে আগমন করেন এবং এই ফির্'আওনই নিমজ্জিত হয়। কু'রআানে এবং বাইবেলে এই দুই Pharaoh-এর মধ্যে কাহারও নাম উল্লিখিত হয় নাই, তবে বাইবেলে Ramses এবং Pithom নামক দুইটি নগর Pharaoh-এর আদেশে ও নির্যাতিত ইসরা'ঈলীদের কায়িক পরিশ্রমে নির্মিত হইয়াছিল, এই কথাটির উল্লেখ রহিয়াছে। বাইবেলের ভাষ্যকারগণের এবং মিসরবিদ (Egyptologist) পণ্ডিতগণের মতামত বিশ্লেষণ করিয়া আধুনিক যুগের গবেষকগণ ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, হযরত মূসা ও হারূন ('আ)-এর সহিত সম্পর্কিত দুই ফির্'আওন হইল Ramses II এবং তৎপুত্র ও উত্তরাধিকারী Merneptah। 'আরবীতে 'ফির্'আওন' 'আমালিক'া (عمالقة) বংশীয় মিসররাজদের উপাধি হিসাবে (علم) এবং অনআরবী (عجمى) শব্দ বিধায় (غير منصرف)-রূপে ব্যবহৃত হয় এবং ইহার বহুবচন হয় فرا عنة। কু'রআানে ফির্'আওনকে ذو الاوتاد (৩৮ : ১২) বলা হইয়াছে। وتد অর্থাৎ তাঁবুর কীলক। বিচক্ষণ অমাত্য বা শক্তিশালী সেনাবাহিনীকেও اوتاد البلد বলা হয় (লিসান)। এই অর্থে ফির্'আওন ছিল সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাজ্য-রাজত্বের মালিক। চূড়ান্ত দাম্ভিকতা ও স্বৈরাচারিতা প্রকাশের জন্য فرعون শব্দ হইতে تفرعن-রূপে ক্রিয়াপদ গঠনের প্রচলন হইয়াছে। মুসলিম লেখকদের সূত্রে প্রাপ্ত আখ্যানসমূহে ফির্'আওনগণের পূর্ণ বিবরণী পাওয়া যায়। ইব্রাহীম ('আ) এবং য়ূসুফ ('আ)-এর সমসাময়িক ফির্'আওনগণের নামেরও উল্লেখ আছে। বলা হইয়াছে যে, প্রথম ফির্'আওনের নাম ছিল আর-রায়্য়ান ইবনু'ল-ওয়ালীদ এবং তাহার স্থলাভিষিক্তের নাম ছিল ক'াবূস ইবন মুস্''আব। কাহারও মতে য়ূসুফ ছিলেন আল-ওয়ালীদ (অথবা দারিম) ইবনু'র-রায়্য়ানের প্রধান মন্ত্রী; (২ : ৪৬, ৪৯ আয়াত সম্বন্ধে ত'াবারী ও বায়দ'াবী'র তাফ্সীর দ্র.)।

ইব্ন ইস্‌হ'াক' Exodus ১ : ৮-এর হুবহু অনুসরণ করিয়াছেন (ত'াবারী, সম্পা. de Goeje, ১ : ৪৪৩ প.)। তাঁহার বিবরণে দেখা যায়, য়ূসুফ এবং তাঁহার সমসাময়িক ফির্'আওন আর-রায়্য়ান পরলোকগমন করিলে 'আমালিক'ী ফির্'আওনগণ সিংহাসন দখল করে এবং আল-ওয়ালীদ ইবন মুস্'আব সিংহাসনে আরোহণ করার পূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করে। মূসা ('আ) এই ইবন মুস্'আবের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই ফির্'আওন অত্যন্ত উদ্ধত ও নির্মম ছিল এবং অন্য রাজন্যগণ অপেক্ষা দীর্ঘকাল রাজত্ব করে (য়া'কূ'বী, ১খ, ২১১; মাস'ঊদী, ২খ, ৩৯৭ এবং যামাখ্‌শারীর কাশ্‌শাফে আলোচিত সূরা ৭ : ১০৩)। মূসা ('আ) ও

ফির্‘আওনকে কেন্দ্র করিয়া নিম্নবর্ণিত কিংবদন্তীগুলির উদ্ভব হইয়াছে : (১) জ্যোতিবিদগণ অথবা পুরোহিতগণ ফির্‘আওনকে বলিল অথবা ফির্‘আওন নিজে স্বপ্নে দেখিল, ইসরাঈল বংশে এমন এক সন্তান জন্মিবে, যে তাহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিবে। ফির্‘আওন ইস্রাঈল বংশে পুত্র সন্তান জন্মিলে তাহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিল। ফলে যখন ভৃত্যের অভাব দেখা দিল, তখন সে পরিবর্তিত নির্দেশ জারী করিল যে, এক বৎসর অন্তর অন্তর এই পুত্র সন্তান হত্যা সমাধা করিতে হইবে। ইহাতে মূসা (‘আ)-এর বড় ভাই হারূন (‘আ) রক্ষা পাইয়াছিলেন। কু'রআনে বর্ণিত হইয়াছে, ফির্‘আওনের পরিজনের মধ্যে এক ব্যক্তি মূসা (‘আ)-এর ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মূসা (‘আ)-কে বধ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য ফির্‘আওনকে বিস্তারিত উপদেশ দিয়া এই দুষ্কর্মের অবশ্যম্ভাবী অশুভ পরিণাম সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন (৪০ : ২৮—৩৪)। কু'রআনে এই ব্যক্তির নাম নাই। (২) কিংবদন্তীতে তাঁহার নাম খিয্ক'ীল, শিম্‘আন অথবা হ'াবীব। কাহারো মতে তিনি ছিলেন ফির্‘আওনের ভ্রাতুষ্পুত্র। কাহারও মতে তিনি ছিলেন একজন সূত্রধর এবং তিনিই মূসা (‘আ)-এর মাতাকে যে কাঠের বাক্সটি তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে শিশু মূসা (আ)-কে নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যে সৌধটি (صرح) নির্মাণের জন্য হামানকে আদেশ করা হইয়াছিল তাহার উদ্দেশ্য ছিল ফির্‘আওনের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করা; কারণ ফির্‘আওনের মনে এমন একটা শংকার উদ্রেক হইয়াছিল—কি জানি যদি তাহার প্রজাগণ মূসা (আ)-এর অনুসরণ করে। এই কারণে ফির্‘আওন মূসার খোদার নিকট পৌঁছিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিল। সেই সৌধ নির্মিত হইয়াছিল কিনা তাহা কু'রআনে নাই। না হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কারণ ফির্‘আওন সংগে সংগে এই কথাও বলিয়াছিল (وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا) “আমি মূসাকে মিথ্যুক বলিয়া মনে করি” (৪০ : ৩৭) অর্থাৎ رب পদবাচ্য কেহই ঊর্ধ্বাকাশে নাই; সুতরাং সৌধ নির্মাণ নিরর্থক। কিন্তু কিংবদন্তীতে দেখা যায়, (৩) ফির্‘আওন সৌধ-চূড়ায় আরোহণ করিয়া তীর নিক্ষেপ করে এবং তীরটি রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইহাতে ফির্‘আওন মনে করে তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু জিব্রাঈল (‘আ) আসিয়া সৌধটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তখন ইহা তিনটি খণ্ডে বিভক্ত হয়; এক খণ্ড ভারতে পতিত হয়, এক খণ্ড সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয় এবং ৩য় খণ্ড গিয়া মাগ্‌রিবে পড়ে। যামাখশারীর মতে, (সূরা: ২৮ : ৩৮-এর ব্যাখ্যা দ্র,) এক খণ্ডের পতনে ফির্‘আওনের অনেক সৈন্য নিহত হয়। সৌধ চূড়াটি নাকি এত উচ্চ ছিল যে, ইহার পূর্বদিকে সূর্যের উদয় হইলে পশ্চিম দিক অন্ধকার হইয়া যাইত এবং সূর্য পশ্চিম আকাশে গেলে পূর্বদিকে অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িত। (৪) লোহিত সাগরের তীরে হামান ছিল ফির্‘আওনের সেনাবাহিনীর পুরোধা। সৈন্যদের কেহই যখন সলিল পথে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না, তখন জিব্রাঈল (‘আ) এক ঘোটকীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অগ্রদূতরূপে অগ্রসর হইলেন। এই ঘোটকীর আকর্ষণে মিসরীয় ঘোটকগুলি ধাবিত হইল, তাহাদিগকে সংযত রাখা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। ফলে সৈন্য-সামন্তসহ অশ্বগুলি ইস্রাঈলীদের গমনপথে নামিয়া পড়িল এবং ক্ষণকাল মধ্যে সকলেই ডুবিয়া মরিল।

তাফসীর এবং ইতিহাস রচনাকারিগণ অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ বহু জনশ্রুতিও তাঁহাদের রচনায় নিরপেক্ষভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইস্রাঈলী এবং যিন্দীক' (ধর্মদ্রোহী) সূত্রে এইরূপ বহু জনশ্রুতি প্রচার লাভ করে। বাইবেলেরও প্রক্ষেপের প্রমাণ রহিয়াছে। সুতরাং প্রামাণিকতার বিচারে এই জাতীয় কিংবদন্তীর কোন মূল্য নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ফির্‘আওন সংক্রান্ত কু'রআনের আয়াতগুলির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসীর, ত'াবারী, ১খ, ৩৭৮ প. ৪৪২ প.; (২) য়া'কূ'বী, ১খ, ৩০ প., ২১১ প.; (৩) মাস্‘উদী, মুরূজ, ১খ, ৯২ প. ২খ, ৩৬৮ প., ৩৯৭ প., ৪১০—৪১৪; ৩খ, ২৭৩; (৪) আল-কিসাঈ, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া', সম্পা. Eisenberg, পৃ. ১৯৫; (৫) আছ'-ছ'া‘লাবী, কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া', (কায়রো ১২৯০), পৃ. ১৪৬ প.; (৬) আবু'ল-ফিদা (সম্পা, Fleischer), পৃ. ৯৮ প.; (৭) মাক্'রীযী, খিত'াত', ১খ, ১৪২, ৩০ প.; ২খ, ৪৬৫, ৪৬৬; (৮) Grunbaum, Neue Beitrage z. sem. Sagenkunde p. 152 প.; (৯) G. Weil, Bibl. Legenden der Muselmanner, p. 126 প.; (১০) Wustenfeld, Die alteste aeg. Gesch. nach den Zauberu. Wunderzahl. d. Araber in Orient u. Occident, i. (1862), p. 336 প.; (১১) J. Horovitz. Koranische Unter suchungen p. 130 প.; আধুনিক গবেষণার জন্য দ্র. (১২) Maurice Bucaille, The Bible, The Qur'an and Science, p. 211—241 (English Tr.)—American Trust Publications Indianapolis, 1978.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

ব

বহীরা (بحيرا : বাহ'ীরা) জনৈক খৃস্টান সন্ন্যাসীর নাম। কথিত আছে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃব্য আবূ ত'ালিব তাঁহাকে লইয়া বাণিজ্য কাফেলার সহিত সিরিয়ায় যান। সন্ন্যাসী বাহ'ীরা বুস্'রায় তাঁহার নির্জন প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। বণিকদল সেখানে বা উহার নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি দেখিতে পান যে, তাঁহাদের একজনের সঙ্গে একখণ্ড মেঘ আসিতেছে এবং তিনি যে বৃক্ষনিম্নে উপবেশন করেন উহার শাখাগুলি তাঁহাকে ছায়াদানের জন্য পত্র বিস্তার করিতেছে। এই সব দেখিয়া সন্ন্যাসী সমগ্র দলকে তাঁহার সহিত ভোজনের দা‘ওয়াত করিলেন। তাঁহারা দা‘ওয়াত রক্ষা করিতে গেলেন, কিন্তু উষ্ট্রদল পাহারা দানের জন্য মুহ'াম্মাদ (স')-কে পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে শেষ পয়গ'াম্বরের চেহারার বিবরণ লিখিত ছিল,

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি তাঁহারা সকলে আসিয়াছেন কিনা জানিতে চাহিলেন। একটি বালককে রাখিয়া আসা হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহাকে আনাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার জন্য লোক প্রেরিত হইল। তিনি আসিলে তিনি অপলক নেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন; এবং আল্-লাত ও আল্-'উয্যার নামে তাঁহার প্রশ্নের জবাব দানের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মুশ্রিকদের দেবতাদের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখাইলেন এবং বাহ'ীরা কর্ত্ক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দ্বারা তিনিই যে প্রতিশ্রুত পয়গাম্বর, এ বিষয়ে বাহ'ীরার আস্থা জন্মিল। সন্ন্যাসী তখন বালকটিকে য়াহূদীদের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য আবূ তা'লিবকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

ইহা ইব্ন হিশাম (পৃ. ১৫৫ প.) প্রদত্ত কাহিনীর বিবরণ। অন্যান্যের বর্ণনা মতে আবূ বাক্র (রা)-ও সেই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন। মাস্'উদী (মুরূজ, ১খ, ১৪৬) বলেন যে, সন্ন্যাসীটির নাম ছিল সার্জিয়াস এবং তিনি ছিলেন 'আবদু'ল-কা'য়স গোত্রের লোক; হ'লাবীর (১খ, ১৫৭) মতে তাঁহার নাম ছিল জর্জিয়াস বা সার্জিয়াস। এই উপাখ্যান ভিন্ন ১২ বৎসর পরে প্রায় অনুরূপ আর একটা সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার বিবরণ পাওয়া যায়। হযরত মু'হাম্মাদ (স') তখন বিবি খাদীজাঃ (রা)-এর অংশীদার ব্যবসায়ীরূপে তদীয় ভৃত্য মায়সারাঃসহ সিরিয়া অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। বুস্'রায় তিনি নস্তূরা (নেস্টর) নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সাক্ষাত পান। কতক-গুলি চিহ্ন দ্বারা তিনি ভাবী পয়গাম্বরকে চিনিতে পারেন। গ্রীসের (রূমের) কয়েকজন লোক ভাবী নবীর খোঁজে এই সকল সভার একটিতে উপস্থিত ছিলেন বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনতম বিবরণে সন্ন্যাসীর নাম পাওয়া যায় না (ইব্ন হিশাম, পৃ. ১১৯ প')। পরবর্তী মুসলিম ও খৃস্টান উৎসগুলিতে তিনি সার্জিয়াস বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বাহ'ীরাকে ('আরামীয় ভাষায় বাহ'ীরা "মনোনীত") উপাধি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স') যে পয়গাম্বর হইবেন কিতাবীগণ পূর্বাহ্নেই তাহাদের কিতাব হইতে তাহা জানিতে পারিয়াছিল (তু. A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, p. 54—60)। সার্জিয়াস নামে বাহ'ীরার চিত্র অতি প্রাচীনকালেই বায়যান্টাইন সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাহার সহিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মুসলিম কিংবদন্তীগুলির ঐক্য রহিয়াছে (তু. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, ii. 384)। দৃষ্টান্তস্থলে, থিওফানেস (সম্পা. Classen ১খ, ৫১৩) ও জর্জিয়াস হ্যাম্টোলেস (সম্পা. Bekker, পৃ. ২৯৫ প.) বর্ণনা করিয়াছেন যে, জিব্রা'ঈলের প্রথম আবির্ভাবের ও প্রথম ওয়াহ্'য়ি নাযিলের পরে খাদীজাঃ (রা) অস্থির হইয়া সার্জিয়াস নামক একজন ধর্মভ্রষ্ট খৃস্টান সন্ন্যাসীর নিকট গমন করেন; তিনি তাঁহাকে এই আশ্বাস দিয়া সান্ত্বনা দান করেন যে, সমস্ত পয়গাম্বরের নিকটই ফিরিশতা প্রেরিত হইয়া থাকেন। হ'াদীছে' এই ব্যক্তির নাম ওয়ারাকা'া ইব্ন নাওফাল্।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ১১৫ প., ১১৯ প.; (২) ইব্ন সা'দ, ১ক, পৃ. ৭৬, ৮২ প.; (৩) ত'াবারী, ১খ, ১১২৩ প.; (৪) আল-হ'লাবী, আস-সীরাতু'ল-হ'লাবিয়্যাঃ (কায়রো ১২৯২), ১খ, ১৫৬ প., ১৭৭ প.; (৫) তিরমিযী (কায়রো ১২৯২), পৃ. ২৮২; (৬) আদ-দিয়ারবাক্রী, তা'রীখু'ল-খামীস (কায়রো ১২৮৩), ১খ, ২৫৭ প., ২৬২ প.; (৭) ফিহ্রিস্ত (ed. Flugel), p. 22; (৮) Nolde: :, in ZDMG, xii. 699 প.; (৯) Sprenger, ঐ, p. 238 প.; (১০) আরও ঐ iii. 454; iv. 188 প.; vi. 457 প.; vii. 413 প. 580; viii 557 প., ix, 779 প., x. 807; (১১) Sprenger, Leben und lehre des Mohammad, i. 178 প.; (১২) ইব্ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, ১খ, ৩৫৭ প.; (১৩) Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 118.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

বাক্লিয়্যা (بقلية : বাক্'লিয়্যাঃ) ক'ারমাতি'য়া সম্প্রদায়ের একটি শাখা। ২৯৫/৯০৮ সালে জনৈক আবূ হ'াতিমের নেতৃত্বে ওয়াসিতে'র সাওয়াদে ইহার অভ্যুদয় ঘটে। তিনি পশু হত্যা নিষেধ করেন এবং তাঁহার লোকজনকে নিরামিষাশী হইতে উপদেশ দেন; এ ছাড়া রসুন, পিঁয়াজ ও শালগম ভক্ষণ তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। সম্ভবত ইহাই বাক্'লিয়্যাঃ নামের ব্যাখ্যা। তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি বাতিল করিয়া নিজেই একটি ব্যবস্থা দেন, যাহা সঠিক-রূপে জানা যায় না। মাস'উদ ইব্ন হ'রায়ছ' ও অন্যান্যের অধীনে বাগ্দাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বেদুঈনদের সহিত মিলিত হইয়া বাক্'লিয়্যারা লুটপাট আরম্ভ করিলে খলীফা তাহাদের বিরুদ্ধে হারূন ইব্ন গা'রীবকে প্রেরণ করেন; ৩১৬/৯২৮ সালে তিনি তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া তাহাদের অনেককে নিহত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাস'উদী, তান্বীহ (ed. de Goeje) পৃ. ৩৯১; (২) 'আরীব (ed. de Goeje), পৃ. ১৩৭; (৩) ইব্নু'ল-আছ'ীর (ed. Tornberg) ৮খ, ১৩৬; (৪) de Sacy, Expose de la religion des Druzes, Introduction. p. 210; (৫) Friedlander in JAOS, xxix, 110 প.।

Anonymous (S.E.I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

বাকী'উল গার্কাদ (بقيع الغرقد : বাক'ী' আল-গা'র্কা'দ) (সংক্ষেপে আল-বাক'ী' বলিয়াও অভিহিত হয়), মদীনার গোরস্তান। এই নামে এখন একটা মাঠ বুঝায়—যাহা প্রথমে এক প্রকারের লম্বা কাঁটা গাছের ঝোঁপ দ্বারা আবৃত ছিল; মদীনায় এরূপ কয়েকটি বাক'ী' ছিল। স্থানটি শহরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বর্তমান নগর প্রাচীরের বহির্ভাগে অবস্থিত ছিল। শহর প্রাচীরের মধ্যস্থ একটি দ্বার দিয়া গোরস্তানে প্রবেশ করা যায়; ইহার নাম বাবু'ল-বাক'ী' (মদীনার মানচিত্র Caetani, Annali, II, i. p. 73-তে এবং Rutter, Holy Cities, p. 201-তে দ্র.)। আল-বাক'ী'তে স'াহ'াবী 'উছ'মান ইব্ন মায'উন (রা)-কে প্রথম কবর দেওয়া হয়; হযরত (স')-এর কন্যাগণ, শিশু ইব্রাহীম এবং পত্নীদেরও এখানে দাফন করা হয়। ক্রমশ এখানে অন্তিম বিশ্রামস্থান লাভ সম্মানের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। কারণ হযরত (স')-এর আত্মীয়গণ, স'াহ'া-বীগণ এবং ওয়ালী-দরবেশগণ এখানে সমাহিত আছেন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের বংশধরেরা তাঁহাদের কবরের উপরে স্মৃতিস্তম্ভ ও গম্বুজ নির্মাণ করিতেন। ইব্ন জুবায়রের বর্ণনায় জানা যায় যে, হ'াসান ইব্ন 'আলী (রা)-এর সমাধির উপর নির্মিত গম্বুজটি বেশ উঁচু ছিল। ওয়াহ্হাবী আক্রমণের পরে Burckhardt স্থানটি পরিদর্শন করিয়া দেখিতে পান যে, প্রাচ্যের যাবতীয় গোরস্তানের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত; দ্বিতীয় ওয়াহ্হাবী অধিকারের অল্পকাল পরে ১৯২৬ খৃ. Rutter ইহা পরিদর্শন করিয়া ইহাকে কোন ভূমিকম্পবিধ্বস্ত শহরের

ভগ্নাবশেষের সহিত তুলনা করেন। উহ্‌দ প্রান্তরে হ'াম্‌যাঃ (রা)-এর কবরের ন্যায় 'আল-বাক'ী" মদীনার একটি যিয়ারাতগাহ্‌; সেখানে হ'াজ্জীগণ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করেন ও প্রার্থনা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন জুবায়র (ed. de Goeje), p. 195 প.; (২) Burckhardt, Travels (London 1829), ii. 222—226; (৩) Burton, Pilgrimage to al-Madinah and Meccah (London 1857), ii, 31 প.; (৪) Wustenfeld, Geschichte der Stadt Medina (Gottingen 1864), p. 140 প.; (৫) আল-বাত'ানূনী, আর-রিহ্‌লাতু'ল-হি'জাযিয়্যাঃ, পৃ. ২৫৬; (৬) A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, Leiden, 1908. p. 15; (৭) Eldon Rutter, The Holy cities of Arabia, London and New York 1928, ii, 256 প.।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

আল-বাগদাদী (البغدادي : আল-বাগ'দাদী) আবূ মানসূ'র 'আবদু'ল-ক'াহির ইব্‌ন ত'াহির; মুসলিম ধর্মশাস্ত্রবিদ পিতার সঙ্গে নিশাপুরে আগমন করিয়া সেখানে বিবিধ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি পাটিগণিতে তাঁহার দক্ষতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন; এই বিষয়ে তিনি একখানা পুস্তকও রচনা করেন, কিন্তু ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নই ছিল তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয়। এই সকল বিষয়ে আবূ ইসহ'াক' আল-ইস্‌ফারা'ইনী ছিলেন তাঁহার শিক্ষক। ৪১৮/১০২৭ খৃস্টাব্দে শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার স্থলবর্তী হন, কিন্তু তুর্কোমানদের বিদ্রোহের দরুন ৪২৯/১০৩৭ খৃস্টাব্দে সেই শহর ত্যাগে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি ইস্‌ফারা'ইনে গমন করিয়া অচিরে সেইখানেই মৃত্যুবরণ করেন। কিতাবু'ল-ফিরাক' নামে অভিহিত মুসলিম সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে তাঁহার গ্রন্থ ১৩২৮/১৯১০ সনে কায়রোতে এবং তাঁহার উসূ'লু'দ-দীন-এর ১ম খণ্ড ১৯২৮ খৃ. ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, নং ৩৬৫; (২) Wustenfeld, Die Schafi'iten, নং ৩৪৫; (৩) Brockelmann, GAL, Suppl., 1, 666 প.; (৪) Friedlander, in JAOS, xxviii. 26 প.।

Anonymous (S.E.I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

বাতিনীয়া : (باطنية : বাতি'নিয়্যাঃ) কতকগুলি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি প্রযোজ্য একটি নাম। বাতি'ন (অভ্যন্তরীণ) শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহা দ্বারা ঐ দলগুলিকে বুঝায় যাহারা কু'র-আনের বাহ্যিক ও প্রকাশ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উহার অভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক অর্থের সন্ধান করে এবং তা'বীল (তাফসীর দ্র.) নামক রূপক ব্যাখ্যা-পদ্ধতি অবলম্বন করে। সুন্নী গ্রন্থকারগণ বিবিধ দলের জন্য নামটি অবমাননাসূচক শব্দরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ক'ারমাতিয়্যাঃ (দ্র.) ও ইস্‌মা'ঈলিয়্যাঃ (দ্র.) দলগুলিকে বাতি'নিয়্যাঃ আখ্যা দেওয়া যথার্থ ও সঙ্গত হইলে খুর্‌রামিয়্যাঃ (দ্র.) প্রভৃতি কতিপয় দলকে এই আখ্যা দেওয়া সম্ভবত সঙ্গত হয় না। কারণ ক'ারমাতি'য়্যাঃ ও ইস্‌মা'ঈলিয়্যাঃ আন্দোলনের সহিত তাহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। যে সকল চরমপন্থী শী'আঃ দল লইয়া এই দুইটি দল (উহাদের উপদলগুলিসহ) গঠিত হয়, তাহাদের (ইমামের প্রতি) আনুগত্যের ব্যাপারে পার্থক্য থাকিলেও সাধারণত তাহারা তা'বীল নীতিতেও দিব্যজ্ঞানী (নাতি'ক') ইমামের মতবাদে একমত। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌র নূর এই সকল 'নাতি'ক'' ইমামে রূপান্তরিত বা মূর্ত হয় এবং অন্য নাতি'ক' ইমামের আবির্ভাব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে নীরব (স'ামিত) ইমাম দ্বারা তাঁহাদের শিক্ষা চালু থাকে। ষষ্ঠ শী'আঃ ইমাম জা'ফার আস'-সা'াদিক' (দ্র.)-এর নিন্দিত অনুচর আবু'ল-খাত'ত'াব (১৩৮/৭৫৫ খৃস্টাব্দে ফাঁসিতে মৃত্যু) শেষোক্ত নীতির (নীরব ইমামাতের) প্রবর্তক। বাতি'নিয়্যারা গুপ্ত প্রচার কার্যও চালাইত। এই কারণে ও তাহাদের উপসম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্যের দরুন এবং প্রধানত বিরুদ্ধমত পোষণকারী সুন্নী উৎসের মারফতেই তাহাদের বিষয় জানিতে হয় বলিয়া এই প্রচারণার বিশদ বিবরণ প্রায়ই অস্পষ্ট। পরবর্তীকালে বাতি'নিয়্যাঃ ধর্মমত দার্শনিক মতবাদ দ্বারা অনেকটা প্রভাবান্বিত হয়। আশ-শাহ্‌রাস্তানী (পৃ. ১৪৭-১৫৩,) ঐ সব দার্শনিক মতবাদের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রণয়ন করেন। বাতি'নী শব্দটি কখনও কখনও কোন বিশেষ সূ'ফীর বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী : ক'ারমাতি'য়্যাঃ এবং ইস্‌মা'ঈলিয়্যাঃ প্রবন্ধদ্বয়ের গ্রন্থপঞ্জী দ্র.।

Carra de Vaux (S.E.I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

বাতিল (باطل : বাতি'ল) অসার, নিরর্থক। ইহাতে হ'াক্'ক'-এর বিপরীত অর্থ বুঝায়। হ'াক্'ক' অর্থ সত্য ও বাস্তব। কু'র্‌আন ও ইসলামী পরিভাষায় বাতি'ল নিরর্থক ও অবাস্তব অর্থ প্রকাশ করে (সূরা ২২ : ৬২, ৩১ : ৩০, ৩৪ : ৪৯)। কাজেই যাহারা ধর্মে অনুমোদিত নহে এমন লক্ষ্যের অনুসরণ করে, তাহারা মুবতি'লূন (ভ্রান্ত) বলিয়া অভিহিত হয়। ন্যায়শাস্ত্রের পরিভাষায় ইহার অর্থ মিথ্যা ও ভ্রান্ত (খাত'া'); আইনশাস্ত্রের পরিভাষায় ইহার অর্থ নিষ্ফল, আইনত অগ্রাহ্য (তু. শারী'আঃ)। অন্যান্য মায্‌'হাব অপেক্ষা হ'ানাফী-দের মধ্যে এই পরিমাণের বিশদ বিবরণ আরও পরিবর্ধিত করা হইয়াছে। অন্যান্য মায্‌'হাবে তুলনামূলে বাতি'লের বিপরীত শুধু স'াহ'ীহ' (বিশুদ্ধ), কিন্তু হ'ানাফীগণ অন্যান্য অবস্থার মধ্যেও বৈধতার মাত্রা অনুযায়ী পার্থক্য করিয়া থাকেন; ১। স'াহ'ীহ', যদি আইনের (মাশ্‌রূ') সহিত বস্তু (আস্'ল) ও গুণ-বর্ণনা (ওয়াস্'ফ) উভয়ের সঙ্গতি থাকে; ২। ফাসিদ—অসম্পূর্ণ, যদি আইনের সহিত আস্'লের সঙ্গতি থাকে, কিন্তু ওয়াস্'ফের না থাকে; ৩। বাতি'ল, যদি আইনের সহিত কোনটিরই সঙ্গতি না থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে পূর্ণ আইনানুগ ফল ঘটে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কার্যের অবস্থা অনুযায়ী সীমাবদ্ধ আইনগত ফল ঘটে। দৃষ্টান্তস্থলে, ক্রয়-বিক্রয়ের বেলায় দখল (ক'াব্‌দ') লওয়া হইলে তথাকথিত 'সম্পত্তির মন্দ স্বত্ব' (মিল্‌ক খাবীছ') মাত্র লব্ধ হয় এবং পুনঃবিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি নাকচ করা (ফাস্‌খ) সম্ভবপর। তৃতীয় ক্ষেত্রে ঘোষণা অকার্যকর (লাগ্'ও) বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় আদৌ আইনত কোন ফল নাই। সুতরাং ফাসিদ কার্যত বাতি'ল-যোগ্যের অনুরূপ। উপাসনার ('ইবাদাত) সহিত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের বেলায় দুইটির কোন ক্ষেত্রেই আইনগত দায়িত্ব পূর্ণ করা হয় না বলিয়া হ'ানাফীদের মতেও ফাসিদ ও বাতি'ল সমার্থক। কারবার বিষয়ে সম্ভবত আইনের দাবী হইতে সামান্য একটি মাত্র বিচ্যুতির দরুন আরও কয়েকটি পরম্পরাগত কারবার পণ্ড হইতে পারে, তাহা বন্ধ করার জন্য ফাসিদের ধারণা প্রথমে বাণিজ্যিক আইনে প্রবর্তিত হয়। সম্ভবত সাধারণ স্বার্থের খাতিরেই বিবাহ আইনেও ইহা চালু করা হয়। কিন্তু হ'ানাফীগণও দুইটি ধারণার ভিতর কখনও কঠোর পার্থক্য করিতে পারেন নাই। আস্'ল ও ওয়াস্'ফের কোন সঠিক সংজ্ঞা

নাই এবং বাতি'ল ও ফাসিদ স্বীকৃতিযোগ্য কোন পার্থক্য ব্যতিরেকেই পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কাসানী, বাদাই'উ'স'-স'নাই', কায়রো ১৩২৭ হি., ৫খ, ২৯৯ প.; (২) ইব্ন নুজায়ম, আল-বাহ্'রু'র-রাইক', ৬খ, ৯ প.; (৩) আস-সুয়ূত'ী, আল-ইশবাহ ওয়া'ন-নাজ'াইর, কায়রো ১৩৫৯ হি., পৃ. ২২২; (৪) Bergstrasser, Grundzuge des Islamischen Rechts p. 32; (৫) Chafik Chehata, Essai d'une theorie generale de l'obligation en droit musulman, vol. 1, p. 132.; (৬) Hooper, The Civil Law of Palestine and Trans-Jordan, vol, ii., p. 140 প.।

J. Schacht (S.E.I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

বাদা (بداء : বাদা') আবির্ভাব, প্রকাশ, আরম্ভ; শী'আঃ সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় পরিভাষায় আল্লাহ্‌র আবির্ভাব। Dozy (Essai sur. l'histoire de l'Islamisme, পৃ. ২২৩) ইহার অনুবাদ করিয়াছেন 'mutabilite de Dieu' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পরিবর্তনশীলতা, ইহাতে শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক হইয়াছে; শব্দটি আল্লাহ্‌র জ্ঞান, ইচ্ছা বা আদেশ (বাদা' ফি'ল-'ইল্ম, ফি'ল-ইরাদাঃ, ফি'ল-আম্‌র) বুঝায় বলিয়া তিন রকমে তাহার তারতম্য করা হইয়াছে (শাহ্‌রাস্তানী, পৃ. ১১০)। বাদা' সম্পর্কে নিষ্ঠাবান সুন্নীগণ অত্যন্ত স্বতন্ত্র মত পোষণ করিয়া থাকেন। ইহার সম্ভাবনা বরাবরই শী'আঃ ধর্মনীতির খোদাঈ জ্ঞান ('ইল্ম) অধ্যায়ে আলোচিত হয়; তবে এ সম্পর্কে কোন এক প্রকার বিবরণ পাওয়া যায় না। ব্যাপকতম অর্থে ইহা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পরিবর্তনের অনুমান বুঝায় এবং কেবল উগ্র (বাদাইয়্যা) শী'আঃ সম্প্রদায়গুলিতেই ইহা শিক্ষা দেওয়া হয়। মধ্যমপন্থী ইমামিয়্যাগণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সযত্নে পরিহার করে, অন্তত ইহার সংযত ব্যাখ্যা দেয় (নিম্নে দ্র.)। প্রথমোক্ত দলও শী'ঈ মুতাকাল্লিম হিশাম ইব্নু'ল-হ'াকামের মত উদ্ধৃত করে; এতদনুসারে বিষয়টি বাস্তবে পরিণত হইলেই কেবল আল্লাহ্‌র জ্ঞান উপস্থিত হয়। যাহার এখনও কোন অস্তিত্ব নাই (আল-মা'দূম), তাহা তাঁহার জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। এইগুলি দৃশ্যমান বস্তুতে পরিণত হওয়া মাত্রই জ্ঞানহীনতার অবসান ঘটে (আল-বাগ্'দাদী, পৃ. ৪৯)। আধুনিক যুগে শী'আঃ পন্থী সমাজের ধর্মনৈতিক দর্শনেও এই সকল জটিলতা আলোচিত হইয়াছে [তু. RMM, xi (1910), 435—438]। এই ধারণায় আল্লাহ্‌র জ্ঞান নূতন অভিজ্ঞতার অনুরূপ হওয়ার এবং তাঁহার নির্ধারিত ইচ্ছা পরিবর্তন করার অবকাশ থাকে। শী'আঃ সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে একমত যে, মুখ্‌তারই বাদা' নীতির প্রথম ব্যাখ্যাদাতা; তৎপরে ইহা কায়সানিয়্যা শী'আঃদলের গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় (আল-বাগ্'দাদী, পৃ. ৩৬; তু. আহ'মাদ ইব্ন য়াহ্'য়া ইব্নি'ল-মুর্‌তাদ'া in M. Horten, Die philos. Probleme der spekulat. Theologie im Islam, Bonn 1910, p. 124)। সময় সময় 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নাওফও এই নীতির জনক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন (তু. Welhausen, Die religios-politischen Oppositions-parteien im alten Islam, p. 88)। যে যুদ্ধে তাহার অভিযানের ভাগ্য নির্ধারিত হওয়ার কথা, মুখ্‌তারকে যখন তাহাতে মুস্'আব ইব্ন যুবায়রের সংখ্যাধিক সৈন্যদলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হয় তখন তিনি (অথবা 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন নাওফ) ঘোষণা করেন যে, তাঁহার জয়লাভ নিশ্চিত বলিয়া আল্লাহ্ তাঁহার নিকট ওয়াহ্'য়ি পাঠাইয়াছেন। তাঁহার পরাজয়ে এই দৈববাণী মিথ্যা প্রমাণিত হইলে তিনি (বা 'আব্দুল্লাহ ইব্ন নাওফ) সূরা ১৩ : ৩৯ আয়াতের বরাত দিয়া বলেন যে, এমন কিছু ঘটিয়াছে, যাহার ফলে আল্লাহ্ তাঁহার ইচ্ছার পরিবর্তন করিয়াছেন (বাদা'লাহ)। শী'আঃ সম্প্রদায়ের পরাজয়ের পরে পরাজিত ইমামের আশা ও বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যর্থতার কৈফিয়ত হিসাবে এই মত গ্রহণ করিতে হয়। আল্লাহ্ কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে বৈধ ইমামের মুক্তি (ফারাজ) ও জয়লাভ ঘটিবে বলিয়া স্থির করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্য কোন সুবিধাজনক বিবেচনায় তিনি তাঁহার সংকল্প পরিবর্তন করেন। যখন পূর্ব নির্ধারিত ইমাম ইস্‌মা'ঈলের স্থানে তাঁহার ভ্রাতা মূসা আল-কাজি'ম শী'আদের ইছ্'না 'আশারিয়্যাঃ শাখায় সপ্তম ইমামরূপে জা'ফার আস'-স'াদিকে'র উত্তরাধিকারী হন, তখন এই নীতির দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক চিরতরে নির্দিষ্ট ইমামদের বৈধ উত্তরাধিকারিত্বের এই পরিবর্তনের ব্যাখ্যা দানের সুবিধা হয়। তাহা'রা জা'ফারের প্রতি এই উক্তি আরোপ করে : "আমার পুত্র ইস্‌মা'ঈলের ক্ষেত্রে ভিন্ন আল্লাহ কখনও তাঁহার ইচ্ছা পরিবর্তনের জন্য এইভাবে নূতন বিবেচনা দ্বারা চালিত হন নাই (মা বাদা'আ লিল্লাহি কামা বাদা'আ ফী ইস্‌মা'ঈল ইব্নী)। অনেক শী'আঃ ধর্মশাস্ত্রবিদের নিকট বাদা'নীতির এই নির্বোধ প্রয়োগ সমর্থনের অযোগ্য বিবেচিত হইতে পারিত; তজ্জন্য ইব্নীকে আবীতে পরিবর্তন করিয়া জা'ফারের উক্তি মোলায়েম করা হয়। এই পাঠের দ্বারা আল্লাহ্‌র মন পরিবর্তন পুত্রের পরিবর্তে ইমামের পূর্বপুরুষ ইব্‌রাহীম (আ)-এর পুত্র ইস্‌মা'ঈলের প্রতি আরোপিত হয়; ইনি ছিলেন পূর্ব নির্ধারিত য'াবীহ', আল্লাহ প্রথমে তাঁহাকে কু'র্‌বানী দেওয়ার জন্য ইব্‌রাহীমের প্রতি নির্দেশ দেন, কিন্তু পরে তাঁহাকে এই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দান করা হয় (দিলদার 'আলী, ১খ, ১১১)।

বাদা'-এর পক্ষে শী'আঃদের উপস্থাপিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগুলি এই : (ক) প্রথমত কু'রআনের আয়াত সূরাঃ ১৩ : ৩৯; ১৪ : ১০, অবশেষে (এইগুলিই দৃঢ়তম প্রমাণ) ৫৫ : ২৯; পাপীদের অনুতাপের দরুন আল্লাহ তাহাদিগকে শাস্তিদানের জন্য তাঁহার দৃঢ়সংকল্প পরিবর্তন করিবেন বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত নিশ্চয়তা, ৭ : ১৫৩। ইহার সমর্থনে কু'রআনের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা হইল ধ্বংসের জন্য নির্বাচিত য়ূনুস ('আ)-এর লোকদের বিশেষভাবে রক্ষা করার কথা, ১০ : ৯৮, ইব্‌রাহীম ('আ)-এর প্রতি তাঁহার পুত্রকে কু'র্‌বানী করার আদেশ রদ, ৩৭ : ১০২-৭; আল্লাহ্‌র সহিত হযরত মূসা ('আ)-এর তূর পাহাড়ে 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যে অবস্থানের মিয়াদ ৩০ হইতে ৪০ রাত্রিতে বৃদ্ধি, ৭ : ১৪২। (খ) যে সকল হ'াদীছে'র মতে কতকগুলি পুণ্যকার্যের (মাতাপিতার প্রতি সম্মান) দ্বারা মূলে বরাদ্দকৃত হ'ায়াত বর্ধিত হইতে পারে ও সৎকার্য দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য (আল-ক'াদ'া'উ'ল-মুব্‌রাম) পরিবর্তিত হইতে পারে। দণ্ডনীয়দের তালিকা হইতে তাহার নাম কাটিয়া তাহা আশীর্বাদপ্রাপ্তদের তালিকাভুক্ত করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হযরত 'উমার (রা)-এর প্রার্থনা (ইব্ন কু'তায়বা, কিতাব তা'ব'ীল মুখ্‌তালিফি'ল-হ'াদীছ', কায়রো ১৩২৬, পৃ. ৭)। (গ) কতকগুলি ধর্মীয় উপাখ্যান যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এমন কার্য দ্বারা পূর্ব নির্দিষ্ট দুর্ভাগ্য পরিহার করা যাইতে পারে; (ঘ) কু'রআনের একটি আয়াত বা হুকুম অন্য আর একটি আয়াত বা হুকুম দ্বারা রাদ্দের (নাস্‌খ) মতবাদ; ইহা সুন্নী ধর্মনীতিরও মত। তবে সুন্নীগণ নাস্‌খের অর্থে বাদা' ব্যবহার করেন না।

শী'আঃ ধর্মশাস্ত্রবিদগণ সাধারণত মু'তাযিলী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত, তাই বাদা'-এর ব্যাপারেও মু'তাযিলী প্রভাব দেখা যায়। আস্'লাহ' নীতির সহিত মু'তাযিলী ভিত্তির নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে; আস্'লাহ' এই যে, আল্লাহ সুযোগ-সুবিধা ও সাধারণ মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মানুষ সম্পর্কে তাঁহার কার্য নিরূপণ করিয়া থাকেন। কাজেই তাহারা বাদা' যে অর্থে বুঝে তাহা এই যে, "মঙ্গলের উদ্দেশ্য পরিবর্তনের ফলে বস্তু সম্পর্কে (ইলাহী—ঐশী) সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটিতে পারে (তাক্'দীরাতু'ল-উমূর তাতাবাদ্দাল বি তাবাদ্দুলি'ল-মাস'ালিহ')। সাধারণত মু'তাযিলী মতবাদে আল্লাহ্‌র নিরংকুশভাবে সর্বজ্ঞ হওয়ার বিশ্বাস একান্ত প্রয়োজনীয়। তাঁহার সত্তার সহিত তাঁহার জ্ঞান অভিন্ন। মধ্যপন্থী শী'ঈ শাস্ত্রবিদগণ ধর্মীয় মতবিরোধগুলিতে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যথেষ্ট উদ্ভাবন শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আল্লাহ্‌র জ্ঞানে নূতনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মুহূর্তগুলির আবির্ভাবজনিত ধারণা (যাহা তাহাদের মতে বাদা' দ্বারা অনুমিত হয়) ও আল্লাহ্‌র নিরংকুশভাবে সর্বজ্ঞ হওয়ার বিশ্বাসের সঙ্গে সমন্বয় সাধন। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের নিত্যতার সঙ্গে তাঁহার জ্ঞানেরও নিত্যতায় বিশ্বাস মু'তাযিলী মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুন্নী শাস্ত্রবিদগণের এই ব্যাপারে প্রশ্ন হইল—বাদা' সম্পর্কে উক্ত ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে ফল দাঁড়ায় যে, আল্লাহ কাজের পরিণাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নহেন যাহা মু'তাযিলীদের উক্ত মতবাদের পরিপন্থী। বাদা' অস্বীকারকারী সুন্নীগণের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ উত্থাপন করা ছাড়াও শী'ঈ শাস্ত্রবিদগণ এই সমস্ত আপত্তি ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ও সুন্নী প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে তাহাদের বাদা'-এর ভুল সংজ্ঞা প্রদানের কারণে দোষারোপ করার জন্য কিছু নিয়ম-প্রণালী প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহাদের পরবর্তী যুক্তি হইল, বাদা' শব্দের হুবহু আভিধানিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া রূপক (মাজাযী) অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী বাদা' ঐশী জ্ঞানে পরিবর্তন বুঝায়, তাঁহারা এই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেন। সংক্ষেপে, সুন্নী কালাম সম্পর্কে ইমামী ধর্মশাস্ত্রবিদগণ যে বিরোধিতা প্রদর্শন করেন, তাহা নিরর্থক বাক-যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছু নহে। কারণ ইমামী শাস্ত্রবিদগণও বাদা'-এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, ভবিষ্যতে হস্তক্ষেপ বিষয়টিও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র চিরন্তন দিব্যদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত—যাহা সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারকে শামিল করে ('আলা ওয়াজ্‌হি'ত্ তাফ্‌স'ীল)। কু'র্‌আনে যে 'লাওহ' মাহ'ফুজ''-এর বর্ণনা রহিয়াছে তাহার সঙ্গে বাদা'-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য বিধানের একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য পন্থা হইল দুইটি ভাগ্যলিপি ধরিয়া লওয়া; প্রথমটি লাওহ' মাহ্'ফূজ' যাহাতে সুনির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় ভাগ্যলিপি লিখিত থাকে, আর দ্বিতীয়টি হইল লাওহ' মাহ্'ফূজ' ওয়া'ল-ইছ'বাত (সূরাঃ ১৩ : ৩৯ অনুযায়ী) যাহা নূতন কারণের আবির্ভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে (দিলদার 'আলী, ১খ, ১১৪ নিম্নে)। ইহা সুন্নীদের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ও গূঢ় ধারণার উদ্ভব ঘটাইয়াছে (ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী, মাফাতীহ''ল-গ'ায়ব, ৫খ, ৩১০)। এতদনুসারে দুইটি ঐশী জ্ঞানের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করিতে হইবে: 'ইল্‌ম মাহ্'তূম (অপরিবর্তনীয় জ্ঞান) যাহার বিষয়সমূহ আল্লাহ্ পয়গ'াম্বর ও ফিরিশতাদের নিকট প্রকাশ করেন ও 'ইল্‌ম মাখ্‌যুন, যে জ্ঞান আল্লাহ কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন না অর্থাৎ ইহা অমীমাংসিত ও অনিশ্চিত বিষয় সংক্রান্ত (উমূর মাওকূ'ফ 'ইনদাল্লাহ; তু. কুলিনী, পৃ. ৮৫)।

উপরিউক্ত কারণে শী'আঃগণ বাদা'র ধারণা রক্ষার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করিলেও (তাহারা তাহাদের একজন ইমামকে বলিতে দেয়: "বাদা' স্বীকার করার চাইতে আল্লাহ্‌র বড় খিদমত আর নাই; কেননা কেবল বাদা'র প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া লইলেই তাওবাঃ, স'লাত এবং পাপের ক্ষমা বা ভাগ্য পরিবর্তনের জন আল্লাহ্‌র নিকট দীনতা-হীনতা প্রকাশ অর্থপূর্ণ হইতে পারে")। এই নীতি শী'আঃ বিরোধীদের নিরত আক্রমণের বস্তু। এমন কি যায়দী শী'আঃদের একজন ভক্ত সুলায়মান ইবন জারীরও তাকি'য়া (দ্র.) নীতি ও বাদা'র প্রস্তাবনা, এই দুইটি ভ্রান্ত ধারণা গ্রহণের জন্য ইমামীদের আক্রমণ করেন (শাহরাস্তানী, পৃ. ১১৯, পূর্বোক্ত), শেষোক্ত নীতির বড় শত্রু হইল য়াহূদীরা; তাহারা এই যুক্তিতে আল্লাহপ্রদত্ত আইনের পরিবর্তন (নাসখু'শ্-শারী'আঃ) প্রত্যাখ্যান করে যে, এই প্রস্তাবনা বাদা'র স্বীকৃতি বুঝায়: য়াহূদী ধর্মশাস্ত্রবিদ য়াহ্'য়া ইব্‌ন যাকারিয়্যা আল-কাতিব আত'-ত'াবারানী ফিলিস্তীনে আল-মাস'উদীর সহিত তাঁহার তর্কবিতর্কে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন (কিতাবু'ত্-তানবীহ ওয়া'ল-ইশরাফ, ed. de Goeje. in BGA. viii, 113, 15; اعبدا স্থলে পাঠ البداء হইবে)। বাদা' এমন একটি জটিল বিষয়ে পরিগণিত হইয়াছিল যে, কেবল সূক্ষ্ম যুক্তি দ্বারাই ইহা ব্যাখ্যা করা চলিত, তজ্জন্য তৃতীয় (৯ম) শতকে যে সব বিষয় দ্বারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মৌলিকতার পরীক্ষা করা যাইতে পারিত এই বিষয়টি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। জাহি'জ' Tria Opuscula, ed. van Vloten. p. 133, 7 (correcting البدا to البداء) হইতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ইব্‌ন মানজু'র, লিসানু'ল-'আরাব শব্দটির ধাতুর অধীন বিবরণ: আর-রাযী, তাফসীর কাবীর, ৫খ; (২) শাহ 'আব্দু'ল-ক'াদির, মূদি'হ''ল-কু'রআান, করাচী ১৯৫৯; (৩) আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ আল-কুলীনী, আল-উসূ'ল মিনা'ল-জামি-'ই'ল-কাফী (বোম্বাই ১৩০২), পৃ. ৮৪—৮৬; (৪) দিলদার 'আলী, মিরআতু'ল-'উকূ'ল ফী 'ইল্‌মি'ল-উসূ'ল (লক্ষ্ণৌ ১৩১৮-১৩১৯), ১খ, ১১০-১২১; (৫) I. Friedlander, The Heterodoxies of the Shi'ites according to Ibn Hazm (New Haven 1909, JAOS, xxix, 72)।

J. Goldziher (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

বাদাল (بدل)—আভিধানিক অর্থে পরিবর্তন, বিনিময়, স্থলবতী, সূ'ফী পরিভাষায় স্থলাভিষিক্ত' প্রতিনিধি। আব্‌দাল (বাদাল এর ব.ব.; ফারসী ও তুর্কীতে ব.ব. আবদাল প্রায়ই একবচনরূপে ব্যবহৃত হয়) ও বুদালা' (বাদীল-এর ব. ব.) শব্দ ৩য় (৯ম) শতকের একটি সূ'ফী মতবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই মতবাদ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকজন সাধু পুরুষের দ্বারা জাগতিক শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়; তাঁহাদের কোন একজন সাধুর মৃত্যু হইলে তাঁহার স্থানে তৎক্ষণাৎ একজনকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়। কতিপয় লেখক বাদাল শব্দ দ্বারা এমন ব্যক্তি বুঝান, যিনি যখন কোন স্থান ত্যাগ করেন, তখন সেখানে তাঁহার রূহ'ানী সত্তা (শাখ্‌স' রূহ'ানী) রাখিয়া যাইবার ক্ষমতা রাখেন অথবা বাদাল এমন ব্যক্তি "যাঁহার আধ্যাত্মিক বিবর্তন ঘটিয়াছে"। কু'ত্'ব বা 'মেরু' হইতেছেন আব্‌দাল-নেতা। আব্‌দালের সংখ্যা এবং সাধু মহলে তাঁহাদের মর্যাদা সম্পর্কে প্রদত্ত বিবরণে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। ইব্‌ন হ'াম্বালের মুসনাদে তাঁহাদের সংখ্যা ৪০ বলিয়া উল্লেখ

আছে ; আল্লাহ তাঁহাদিগকে সিরিয়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন (১খ, ১১২)। তাহাতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, মুসলিম সমাজে তাঁহাদের সংখ্যা ৩০ (৫খ, ৩২২)। আল-মাক্কী সি'দ্দীক্'ন, শুহাদা' ও স'লিহ্'ন (কু'তু'ল-কু'লূব, ২খ, ৭৮, তু. সূরা ৪ : ৭১) লইয়া ৩০০ আব্দালের উল্লেখ করিয়াছেন ; হুজ্ব'ীরীর মতে তাঁহাদের সংখ্যা ৪০ ; তাঁহারা ৪র্থ শ্রেণীর দরবেশ এবং ৭ জন আব্রার, ৪ জন আওতাদ ও ৩ জন নুক'বাবার অধীন (কাশ্ফু'ল-মাহ্'জূ'ব, ed. Schukovski, p. 269; transl. Nicholson, 214)। ইবনু'ল-'আরাবী (ফুতুহ'াত, ২খ, ৯) তাঁহাদের সংখ্যা ৭ জন বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে আওতাদের অধীনে ও নুক'বাদের উপরে স্থান দান করিয়াছেন (ইবনু'ল-ফারিদি'রও একই মত, তাঈয়াতু'ল-কুব্রা, ৫খ, ৫০১)। তিনি তাঁহাদের প্রত্যেককে কোন নির্দিষ্ট পয়গ'াম্বরের (ইব্রাহীম, মূসা, হারূন, ইদ্রীস, য়ূসুফ, 'ঈসা ও আদাম) সহিত যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, তাঁহাদের প্রত্যেকে পৃথিবী যে স'ত ইক'লীমে বিভক্ত তাহার এক একটির উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন। ইহা 'আরবী ব্যাকরণেরও একটি পারিভাষিক শব্দ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) লিসানু'ল-'আরাব, মুহ'াম্মাদ 'আলা' আত-তাহানব'ী, কাশ্শাফ, পৃ. ১৪৫; (২) E. Blochet, Etudes sur l'esoterisme musulman, in JA, xix (1902), p. 528 প. and xx (1902), p. 49 প.; (৩) L. Massignon, Passion, 754, and Essai sur les origines du lexique de la mystique musulmane, p. 112 প.; (৪) D. Haneberg, Ali Abulhasan Schadheli, in ZDMG, vii. 21 প.; (৫) G. Flugel, Scha'rani und sein Werk uber die Muhammedanische Glaubenslehre, in ZDMG, xx. 37 প.।

R. A. Nicholson (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

বানূ নাযীর (بنو النضير : বানূ নাদ'ীর) মদীনার তিনটি য়াহূদী গোত্রের মধ্যে একটি। ইহারা য়াহূদী যুদ্ধের পরে রোমীয় হুমকির ফলে কোন এক অজ্ঞাত সময়ে ফিলিস্তীন হইতে য়াছ'রিব (পরবর্তীকালে মদীনা)-এ আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। য়া'কূ'ব'ী (২খ, ৪৯) বলেন, তাহারা ছিল জুয'ামী 'আরবদের একটি সম্প্রদায় যাহারা য়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। প্রথমে তাহারা আন-নাদ'ীর নামক পার্বত্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। এই কারণেই তাহাদের ঐ নাম হয়। সীরাতু'ল-হ'ালাবিয়াঃ (কায়রো ৩খ, ২)-এর মতে তাহারা আদিতে য়াহূদী এবং খায়বারস্থিত য়াহূদীদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল। এই মতটি সর্বাপেক্ষা বেশী সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়, তবে তাহাদের মধ্যে কিছু 'আরব রক্তের সংমিশ্রণ থাকাও সম্ভব। মদীনার অন্যান্য য়াহূদীদের ন্যায় তাহারা 'আরবী নাম গ্রহণ করিত ; কিন্তু নিজেদের স্বকীয়তাও বজায় রাখিত এবং একটি স্বতন্ত্র উপ-ভাষায় কথা বলিত। তাহারা কৃষিকাজ, ঋণদান, অস্ত্রশস্ত্র ও অলংকারের ব্যবসার দ্বারা নিজেদের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল।

তাহারা মদীনার আওস গোত্রের সহিত সন্ধিবদ্ধ ছিল এবং খায্রাজদের সহিত বিবাদের সময় আওসের পক্ষে যোগ দিত। হিজরী প্রথম সনে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') প্রদত্ত মদীনা সনদে আওস ও খায্রাজ উভয় দল এবং মদীনার অন্য য়াহূদী গোত্রের সহিত নাদ'ীরও একই সঙ্গে স্বাক্ষর দান করিয়াছিল। কিন্তু মদীনায় ইসলামের দ্রুত প্রসারের ফলে য়াহূদীদের ধর্মীয় প্রভাব ও সামাজিক প্রতিপত্তি লোপ পাইতে লাগিল এবং তাহাদের সুদের ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ইহাতে অন্যান্য য়াহূদীগোত্রের মত বানূ নাদ'ীরও প্রথমে গোপনে এবং পরে প্রকাশ্যে মদীনা সনদের শর্ত ভংগ করিয়া হযরত মুহ'াম্মাদ (স') ও তাঁহার অনুসারিগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বানূ নাদ'ীরের তদানীন্তন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গোত্রপতি ছিল হ'য়ায় ইব্ন আখ্ত'াব যাহার কন্যা স'াফিয়্যাঃ (রা)-এর সহিত ৭ম হিজরীতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বিবাহ হয়। বানূ নাদ'ীরের মধ্যে হযরত (স')-এর শত্রুর তালিকার জন্য ইব্ন হিশাম, সীরাত পৃ. ৩৫১-৩৫২ দ্র.।

তাহাদের দুর্গ মদীনা হইতে অর্ধ দিনের পথ এবং তাহাদের ভূ-সম্পদ ছিল ওয়াদী বুত্'হ'ান ও বুওয়ায়রাতে, আর শহরের দক্ষিণ প্রান্তে ছিল তাহাদেরর বসস্থান। বাদ্র যুদ্ধের পর হইতে মদীনার য়াহূদীরা কু'রায়শ ও অন্যান্য 'আরব গোত্রকে বদ্রের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল। উহ'দের পর বানূ নাদ'ীর ধর্মীয় আলোচনার অজুহাতে হযরত (স')-কে তাহাদের পল্লীতে আহ্বান করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহারের ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই ধরনের বিপজ্জনক প্রতিবেশীর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হযরত (স') মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাস্লামাঃ আল-আওসীর মারফত তাহাদিগকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করিতে আদেশ দেন এবং তাহাদের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি সংগে লইয়া যাওয়ার অনুমতি দেন। খুবই উদারভাবে হযরত (স') তাহাদের যাওয়ার অনুমতি দেন। তাহাদিগকে তিনি বৎসরান্তে আসিয়া তাহাদের উৎপন্ন খেজুর সংগ্রহ করিবারও অনুমতি দিয়াছিলেন। মুনাফিক' দল, কু'রায়শ এবং অন্য য়াহূদীদের সাহায্যের আশায় বানূ নাদ'ীর হযরত (স')-এর আদেশ অমান্য করিল। সম্ভাব্য অবরোধের মুকাবিলার জন্য তাহারা তাহাদের সুরক্ষিত দুর্গগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাহায্যের প্রতীক্ষায় প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাইয়া গেল।

কপট শিরোমণি 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উবায়্যি আল-খায়রাজী তাহাদিগকে ২,০০০ লোক দিয়া সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পক্ষ হইতে কোন সাহায্য আসিল না। সর্দার হ'য়ায় ইব্ন আখ্ত'াব তাহার দলের উদারপন্থীদের বাধা সত্ত্বেও বানূ কু'রায়জ'ার সাহায্য লাভের আশায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিল এবং দুর্গাভ্যন্তর হইতে অবরোধকারী মুসলিমদলের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছিল। এই অবরোধ এক পক্ষকাল স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু য়াহূদী গোত্র বানূ কু'রায়জ'াও তাহাদিগকে সাহায্য করিল না। অগত্যা তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। পূর্ব শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন এবং সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাহাদের স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে অস্ত্র ব্যতিরেকে যে পরিমাণ উষ্ট্রের পিঠে বোঝাই করা সম্ভব তাহাতেই তাহাদের অধিকার দেওয়া হইল। দুইদিনের চুক্তির মেয়াদে তাহারা ছয় শত উটের বোঝাই সম্পদ লইয়া মহাসমারোহে প্রস্থান করিল। কেহ গেল সিরিয়ায়, আবার কেহ গেল খায়বারে।

বানূ নাদ'ীর হইতে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ ও জমি মুহাজিরদের (দ্র.) মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল যেন আনস'ার (দ্র.)-এর উপর তাহাদের ভরণ-পোষণের ভার লাঘব হয়। উহার কিছু অংশ হযরত (স') বায়তু'ল-মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার)-এ রাখিয়া দিলেন।

বানূ নাদ'ীরের বিতাড়নের কারণ, মুনাফিক'দের আচরণ এবং লব্ধ সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে সূরাঃ হ'াশ্র (৫৯)-এর প্রথম দুই রুকূ'-এর আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছিল।

৫ম হিজরীর যু'ল-কা'দাঃ মাসে খায়বারে থাকিয়া নির্বাসিত নাদ'ীর নেতারা কু'রায়শের সহযোগিতায় মদীনা অবরোধের পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছিল এবং ইহার সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Caetani, Annali dell' Islam, প্রথম হিজরী, ৩৮, ৩৯, ৫৮, ৪র্থ হিজরী, ১০-১৪ ; (২) ইব্ন হিশাম, পৃ. ৬৫২-৬৬১ ; (৩) Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, ১খ, ২০৬ ; (৪) য়াকূ'ত, মু'জাম, Wustenfeld সম্পা., ১খ, ৬৬২—৬৬৩, ৭৫৫ ; (৫) Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, পৃ. ২২, ২৩ প., ১৫৬ প. ; (৬) R. Leszynski, Die Juden in Arabien, বার্লিন ১৯১০ ; (৭) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, পৃ. ২৬৪ প., (৮) শিবলী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ১ম খণ্ড ; (৯) মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত ; (১০) তাফ্সীর গ্রন্থসমূহে সূরাঃ হা'শ্রের ব্যাখ্যা এবং হা'দীছ' গ্রন্থসমূহে বানূ নাদ'ীরের বহিষ্কার অধ্যায় দ্র.।

V. Vacca (S.E.I.)/নুরুদ্দীন আহমদ

বাব (باب : বাব) একটি 'আরবী শব্দ, অর্থ দ্বার ; সূ'ফীদের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায়ই ইহা 'প্রবেশদ্বার—যাহা ভিতরে আছে তাহার সহিত যোগাযোগের উপায়' অর্থে গৃহীত হয়, ইহা বিখ্যাত শায়খদের প্রতি প্রযুক্ত হইত (Nicholson অনূদিত হুজ্ব'ীরী, কাশ্ফু'ল-মাহ্'জূব, পৃ. ২৩৪)। আসাস বা ধর্মের গূঢ় তত্ত্বে দীক্ষাদাতা শায়খ বা আধ্যাত্মিক নেতার প্রতীকরূপে শব্দটি ইস্মা'ঈলীদের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (Guyard, Fragments, p. 106)। নুস'ায়রীদের মতে সাল্মান আল-ফারিসী (রা) ছিলেন বাব (R. Dussaud, Nosairis, p. 62 n, 4)। দুরূযগণ সাবিক প্রজ্ঞার (মাওলানা 'আক্'ল "Monseigneur l' esprit", তু. Sacy. Druzes, ii, 59) উৎস তাহাদের প্রথম আধ্যাত্মিক গুরুকে এই নামে অভিহিত করেন। শীরাযের সায়্যিদ 'আলী মুহ'াম্মাদ নিজেকে খোদায়ী সত্যের জ্ঞানের দ্বার বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্বয়ং বাব উপাধি গ্রহণ করিলে (৫ জুমাদা'ল-ছ'ানিয়্যাঃ, ১২৬০/জুন ১১, ১৮৪৪) নামটি বিখ্যাত হইয়া দাঁড়ায়। ১২৩৬ হিজরীর ১ মুহ'ার্‌রাম (মার্চ ২৬, ১৮২১) এক সওদাগরের ঔরসে তাঁহার জন্ম। পিতৃহীন হইলে তাঁহার মাতুল তাঁহার অভিভাবক হন। তিনি তাঁহার পিতার ব্যবসায় চালাইতেন। তৎসঙ্গে ধর্মনৈতিক সমস্যাগুলিরও আলোচনা করিতেন। অতঃপর তিনি কারবালায় তীর্থযাত্রা করিয়া সেখানে শায়খীদের উপদেশ গ্রহণ করেন। শীরায প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নিজেকে সংস্কারক বলিয়া ঘোষণা করেন এবং কর্মকারদের মসজিদে সরকার নিয়োজিত মোল্লাদের কঠোর সমালোচনা করিয়া কয়েকটি বক্তৃতা দেন। বুশ্‌রুয়ার হু'সায়ন নামক জনৈক শায়খ্ তখন সদ্যমৃত রেশ্‌তের সায়্যিদ কাজি'ম-এর একজন উত্তরাধিকারীর খোঁজ করিতেছিলেন। তিনি এই কার্যের জন্য 'আলী মুহ'াম্মাদকে নির্বাচিত করিলেন এবং তাঁহার প্রথম মুরীদ হইলেন। অতঃপর 'আলী মুহ'াম্মাদ বূশীর মাস্‌ক'াতে'র পথে মক্কা যাত্রা করেন এবং হা'জ্জ যাত্রার অবসরে বিবিধ পুস্তিকা রচনা করেন। এইগুলি খোদায়ী প্রত্যাদেশ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি একটি ধর্মবিশ্বাসের স্বীকৃতি প্রকাশ করেন, তাহাতে শী'আঃ কালিমার সহিত "নেবীলের পূর্ব 'আলী (অর্থাৎ 'আলী মুহ'াম্মাদ, বাবীগণ নবী (স')-কে নেবীল উপনামে অভিহিত করিত) আল্লাহ্‌র নিঃশ্বাসের দর্পণ" এই ঘোষণা যোগ করা হয়। ফলে একটা দাঙ্গা বাঁধে এবং শাসনকর্তা বাবের প্রচারকদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। দারাবের সায়্যিদ য়াহ্'য়া এই মতবাদ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে প্রেরিত হইয়া নিজেই ইহাতে দীক্ষিত হন। ইতিমধ্যে বিসূচিকা দেখা দেওয়ায় যাহাদের সাধ্যে কুলাইল, তাহাদের সকলেই শীরায পরিত্যাগ করিল। ইস্ফাহানে 'আলী মুহ'াম্মাদ শাসনকর্তা মু'তামাদু'দ্-দাওলাঃ মানুচেহ্‌র খানের হিফাজতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় উত্তরাধিকারী বাবকে আযারবায়জানের মাকূ দুর্গে রাখিবার আদেশপ্রাপ্ত হইলেন ; তদনুসারে তাঁহাকে সেখানে আটক রাখা হয়।

ইতিমধ্যে বুশ্‌রুয়ার হু'সায়ন তাঁহার প্রচার কার্য চালাইয়া যান। তিনি তেহরানে মির্যা য়াহ্'য়া নূরী (পরে সুব্হ'-ই-আযল নামে অভিহিত) ও মির্যা হু'সায়ন 'আলী নূরী (তিনি বাহা'উল্লাহ্ হন) নামক দুই ভ্রাতাকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। ক'াযব'ীনে যার্‌রীন তাজ ওরফে কু'র্‌রাতু'ল-'আয়ন নামে মোল্লা স'ালিহ্' বারাকানীর এক অসামান্যা সুন্দরী ও প্রতিভাশালিনী যুবতী কন্যা ছিল। বাবের সহিত পত্রালাপের ফলে তিনি নিজেকে নবধর্মের অনুসারিণী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার খুল্লতাত মুহ'াম্মাদ তাক'ী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুজতাহিদ, তাঁহার হত্যাকাণ্ডের পরে তাহাতে জড়িত থাকার অপরাধে অভিযুক্তা হওয়ায় তিনি শহর ত্যাগে বাধ্য হন এবং রাত্রিকালে পলায়ন করিয়া খুরাসানের বেদেশ্‌তে আশ্রয় গ্রহণ করেন ; এখানেই সংস্কারকের শিষ্যদের প্রথম সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়।

মাকূ-তে দীর্ঘকাল অবস্থানের পর শায়খ তাবার্‌সী-তে ও যেন্‌জানে হাঙ্গামার দরুন 'আলী মুহ'াম্মাদকে চাহ্‌রীকে স্থানান্তরিত করা হয় ; সেখান হইতে তিনি তাব্‌রীযে নীত হন ও তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। বাহাদুরানের খ্রীস্টান সৈন্যদলের উপর তাঁহার হত্যা করার ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা তাঁহার শিষ্য য়াযদের মুহ'াম্মাদ 'আলীসহ তাঁহাকে গুলী করে ; কিন্তু প্রথমবারের গুলীতে তাঁহার বন্ধন রজ্জুগুলিমাত্র ছিন্ন হয়। কাজেই আবার গুলী ছোঁড়ার দরকার হইয়া পড়ে (শা'বান ২৭, ১২৬৬/জুলাই ৩, ১৮৫০)। হত্যার পর তাঁহার দেহ শহরের পরিখায় নিক্ষিপ্ত হয় ; কিন্তু ভক্ত শিষ্যেরা তাহা তেহরানে লইয়া যান। সেখানে ২৯ বৎসর সমাহিত থাকার পর বাহা'উল্লাহ্‌র আদেশে গুপ্ত স্থান হইতে তাহা তুলিয়া লইয়া একটা মৌলিক কিংবদন্তী অনুযায়ী সেন্ট জাঁ দা অ্যাকরে ('আক্কা) নীত হয়।

তাঁহার মতবাদ : ইসলামের বাহ্য সংস্কারের আড়ালে বাব একটা নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার নিজস্ব বিশ্বাস, ধর্মনীতি এবং সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজস্ব নূতন ধারণা রহিয়াছে। আল্লাহ্ এক এবং 'আলী মুহ'াম্মাদ যাঁহার দর্পণ ; আল্লাহ্ তাহাতে প্রতিফলিত হন এবং প্রত্যেকেই সেখানে আল্লাহ্‌কে দেখিতে পাইবে। 'আরবী বায়ানে (Nicholson-কৃত অনুবাদ, পৃ. ১৩৩) আছে, "তোমাদের উচিত তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের কার্যাবলীকে দর্পণে পরিণত করা ; তাহা হইলে তোমরা এই সকল দর্পণে তোমাদের প্রিয় সূর্যকে কেবল দেখিতে পাইবে।", আল্লাহ্ সাতটি গুণ দ্বারা জগত সৃষ্টি করেন ; এইগুলিকে সত্যের অক্ষর বলে ; এইগুলি হইতেছে তাক্দ'ীর, পূর্ব নির্ধারণ, সংকল্প, ইচ্ছা, অনুমতি, মৃত্যু ও প্রত্যাদেশ। (ক'াদার, ক'াদা, ইরাদাঃ, মা'শিয়্যাঃ, ইয্'ন, আজাল, কিতাব)। গূঢ় অর্থপ্রদ গণনা পদ্ধতিকে (Cabbaistic) ইহাতে বিশেষ গুরুত্ব দান করা হয়। ১৯ সংখ্যাটি পবিত্র ; ইহা পাওয়া

বায় ওয়াহি'দ (واحد এক) ও ওয়াজুদ (وجود) অস্তিত্ব শব্দের সংখ্যাগত মূল্যে। বৎসরকে ১৯ মাসে (বায়ান, পৃ. ১৪৬) ও মাসকে ১৯ দিনে (বৎসরে ৩৬১ দিন) বিভক্ত করা হয়। ১৯ জন সভ্য লইয়া গঠিত একটা পরিষদ সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবে; সম্পত্তির মূল্যের $\frac{1}{5}$ ইহার হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। ইতোমধ্যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া না থাকিলে প্রতি বৎসর মূলধনের উপর ইহা ধার্য করা হয় (১৮৮ পৃ.)। বিশ্বাসীরা ইহা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; কিন্তু আধ্যাত্মিক বা পার্থিব বিষয়ের কর্মকর্তাগণ ইহা আদায়ের জন্য তৎপ্রতি বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না। জরিমানা ও দীর্ঘ বা স্বল্পকালের জন্য বিবাহিতদের মধ্যে সঙ্গমের নিষেধাজ্ঞা ভিন্ন সর্বপ্রকার শাস্তি রহিত এবং ব্যবসায় ও চুক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে (পৃ. ১৫৫)। ধারে বিক্রীত জিনিসের উপর সুদ দেওয়ার অনুমতি আছে।

প্রতি বৎসর সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (১৯ দিন) উপবাসের বিধান আছে; ১১ হইতে ৪২ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইহা বাধ্যতামূলক। ওযূর (উদূ') সুপারিশমাত্র করা হইয়াছে, আনুষ্ঠানিকভাবে বিধান দেওয়া হয় নাই। প্রত্যেক স্থানে একটা হা'ম্মাম থাকা উচিত। সমস্ত স্ত্রীলোককেই খোলা মুখে দেখা যাইতে পারে। যে কোন ব্যক্তি অবাধে তাহাদের সহিত কথা বলিতে পারে, কিন্তু গায় পড়িয়া নহে; তবে বাক্যালাপের শব্দ সংখ্যা ২৮টিতে সীমাবদ্ধ থাকাই বিধেয় (পৃ. ১৮২)। ব্যবসায়ের খাতিরে ভিন্ন সাধারণত অন্য সফর বিধেয় নহে; হা'জ্জযাত্রী ও সওদাগর ভিন্ন অন্যান্যদের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। মসজিদে ধর্ম প্রচারের সুপারিশ করা হইলেও জানাযায় সা'লাত ভিন্ন আর কোন সা'লাত জামা'আতে পড়িতে হইবে না (পৃ. ২০০)।

'আলী মুহা'ম্মাদ কয়েকখানা গ্রন্থ রচনা করেন; ইহাদের সবগুলিই পাণ্ডুলিপি। এইগুলি হইল, ('আরবী ও ফারসী) দুইখানা বায়ান, কিতাব বায়না'ল-হা'রামায়ন ও সূরাঃ য়ুসুফের একখানা ভাষ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Cte de Gobineau, Les Religions et les Philosophies dans l' Asie centrale, (Paris 1865), p. 141—172; (২) Mirza Kazim Beg, Bab et les Babis, in JA, series vi., vol vii, p. 129 প.; (৩) Cl. Huart, La Religion de Bab (Paris 1889); (৪) E. G. Browne, A Traveller's Narrative, p. 1—45, 226 প.; (৫) ঐ লেখক, A Year amongst the Persians, p. 58, 320 প.; (৬) A. L. M. Nicolas, Seyyed Ali Mohammed dit le Bab (Paris 1905, চিত্র সহ); (৭) Le Beyan arabe, transl. Nicolas (Paris 1905); (৮) Geiger and Kuhn, Grundr. der iran. Philol., ii. 367, 602 প.।

Cl. Huart (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

বাবী (بابی বাবী)—বাবের অনুচরদের উপাধি; তবে তাহারা তাহাদিগকে আহ্‌ল-ই-বায়ান বলিতেই সমধিক ভালবাসে। পারস্যের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচারক পাঠাইয়া ধর্মনীতি প্রচারের সূচনা করা হয়। কিন্তু তাহাদের শিক্ষার দরুন শী'আঃ অধিবাসীদের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠে ও পীড়ন আরম্ভ হয়; বাবীরা ইহার প্রতিরোধ করে। তাহারা ছিল প্রথমে একটি সম্পূর্ণ ধর্মনৈতিক সংঘ; ইহার ফলে তাহারা রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। বেদেশ্‌তে একটি আলোচনা সভার পর বুশ্‌রুয়ার মোল্লা হু'সায়ন শহরে আর আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া ক্ষুদ্র একটা দল লইয়া বার্‌ফুরূশ যাত্রা করেন। সেখানে শায়খ ত'াবাসীর সমাধিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহাকে দুর্গে পরিণত করেন। রাজসৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া তিনি কয়েকবার বাহিরে আসিয়া সফলতার সহিত আক্রমণ পরিচালনা করেন, কিন্তু শেষ যুদ্ধে নিহত হন। দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পড়িয়া বাবীরা আত্মসমর্পণপত্রে স্বাক্ষর দান করে। তথাপি ১২৬৫ হি. (জুলাই-আগস্ট, ১৮৪৯ খৃ.) তাহাদের সকলকে হত্যা করা হয়। খাম্‌সা প্রদেশের প্রধান শহর যান্‌জানে বাবীরা শহরের পথ রুদ্ধ করে ও 'আলী মার্দান খাঁর দুর্গ অধিকার করে। কিন্তু নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের পর স্থানচ্যুত ও পরাজিত হয় (মে, ১৮৪০—ফেব্রু, ১৮৫০)। নায়রিজের অধিবাসীরা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া সায়্যিদ য়াহ্'য়া দারাবীকে তাহাদের নেতৃত্ব দানের জন্য আহ্বান করে। সেখানে তিনি প্রাচীন দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কয়েকদিন আত্মরক্ষা করেন (জানু, ১৮৫০)। বাবীরা নাসি'রু'দ্-দীন শাহ্‌র বিরুদ্ধে একটা আক্রমণ পরিচালনা করে (২৮ শাওওয়াল, ১২৬৮/১৬ আগস্ট, ১৮৫২) তাহাতে তিনি আহত হওয়ায় ব্যাপক নির্যাতনের সূচনা হয়; ইহা সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। মীর্যা য়াহ্'য়া নূরী ওরফে সু'বহ্'-ই-আযাল নিজেকে বাবের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন; তিনি তখন পারস্য ত্যাগ করিয়া বাগদাদে প্রস্থান করেন। কিন্তু তুর্ক সরকার তাঁহাকে ঐ শহর হইতে সাইপ্রাসে লইয়া গিয়া ফামাগুস্তায় আটক করেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্যা হু'সায়ন 'আলী ওরফে বাহা'উল্লাহ্ গেরেফ্‌তার হন। কিন্তু তদন্তের পরে খালাস পাইয়া কার্‌বালায় তীর্থযাত্রার অনুমতি পান। পরে তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন (বাহা'উল্লাহ্ দ্র.) কিছু সংখ্যক বাবী রুশ সাম্রাজ্যের আশ্‌কাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখানে একটা মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পায়। সু'বহ্'-ই-আযাল-বাহা' উল্লাহ্‌র মধ্যে বিরোধের ফলে বাবীরা আযালী ও বাহায়ী নামে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রথমোক্ত দল তাহাদের প্রভুর বিশুদ্ধ নীতির অনুগামী; তাহারা এখন সংখ্যায় অল্প কয়েকজন মাত্র। শেষোক্ত দল বাবকে শুধু বাহা' উল্লাহ্‌র পূর্বসূরি বলিয়া মনে করে। তাহারা এখন জগতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং পারসিক ভিন্ন কিছু সংখ্যক য়ুরোপীয় ও আমেরিকানকে স্বধর্মে দীক্ষা দান করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Cte de Gobineau, les Religions et les Philosophies dans l'Asie centrale, p. 175—307; (২) Mirza Kazem Beg, Bab et les Babis, in JA, vi/vii; (৩) E. G. Browne, A Traveller's Narrative, p. 64 প.; (৪) ঐ লেখক, The Babis of Persia, in JRAS, 1889, p. 485-526; 881—1009; (৫) ঐ লেখক, A Year amongst the Persians, p. 58 প., 514, 562; (৬) Andreas, Die Babi in Persien (Leipzig and Berlin 1896); (৭) Grundriss der iran. Philol., ii., 602 প.; (৮) H. Roemer, Die Babi-Beha' is, die jungste Mohnmmed-anische Sekte, Potsdamm 1912.

Cl. Huart. (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

বায়' (بيع) ('আ)-'আরবীতে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বর্ণনার জন্য দুইটি ধাতু ش - ر - ى ও ب - ى - ع ব্যবহৃত হয়; প্রথম ক্রিয়ারূপ (বা'আ ও শারা) সাধারণত বিক্রয়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে ক্রয়ের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ৮ম রূপ (বাব ইফ্‌তি'আল) বিক্রয় (ইবতা'আ ও ইশতারা) কেবলমাত্র ক্রয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। পারস্প-

রিক চুক্তির দুই দিক বুঝাইতে এই শব্দ দুইটি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রাচীন আইন সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। বায়'আত-এর মূল অর্থ চুক্তি সমাপ্তির নিদর্শনস্বরূপ হস্ত ধারণ। ش - ر - ى অর্থ বোধ হয় বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যস্ততা। বিক্রয়ের জন্য আমরা পাই সাধারণত বাা'আ ও ক্রয়ের জন্য ইশ্‌তারা। বিক্রয় চুক্তির জন্য সচরাচর ব্যবহৃত শব্দ হইল বায়', ইহা বাা'আর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু বা উপাদান সাধারণত তিন প্রকার হইয়া থাকে। বস্তুর পরিবর্তে বস্তু, বস্তুর পরিবর্তে মুদ্রা ও মুদ্রার পরিবর্তে মুদ্রা। মুদ্রার পরিবর্তে মুদ্রার লেনদেনকে বলা হয় স'রফ্ (exchange) বায়' বলা হয় না। বাকী দুই প্রকার লেনদেনকে 'আরবীতে বায়' ও শিরা বলা হয়। বস্তুর পরিবর্তে মুদ্রার লেনদেনের বেলায় যে পক্ষ মুদ্রা দেয় সে ক্রেতা এবং যে পক্ষ বস্তু দেয় সে বিক্রেতা, ইহা অবধারিত। কিন্তু বস্তুর পরিবর্তে বস্তুর লেনদেনের ক্ষেত্রে (Barter system) উভয় পক্ষকেই ক্রেতা ও বিক্রেতা দুইই বলা চলে। প্রাচীন সমাজে বহুকাল মুদ্রার প্রচলন হয় নাই। সেকালে বস্তু বিনিময়ই ছিল ক্রয়-বিক্রয়ের একমাত্র পন্থা। এখনও ক্ষেত্র বিশেষে ঐ পন্থা অবলম্বন করা হয়। এই কারণে প্রাচীন 'আরবী ভাষায় বায়' ও শিরা দুইটি শব্দ দ্বারাই ক্রয় ও বিক্রয় উভয়ই বুঝাইতে এবং তাহাই 'আরবী সাহিত্যে এখনও প্রচলিত আছে।

জাহিলী 'আরবে বাণিজ্য-আইন উন্নতির উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়া থাকিবে। কেননা বাণিজ্যের উপরেই 'আরবের শহরগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করিত। ইহা 'আরবদেশে এত অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করে যে, কু'রআনে আদ্যন্ত শুধু যে ইহাতে কেবল উৎসাহ দান করা হইয়াছে এমন নহে, বরং ধর্মনৈতিক ধারণা প্রকাশের জন্য বাণিজ্যের ভাষার শব্দরাজিও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রাচীন 'আরব বাণিজ্য-আইনে বিদেশজাত উপাদান না থাকিয়া পারে না। যথাঃ ইসলামী আইনে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ রিবাা চুক্তিসমূহ, ধারে ক্রয়-বিক্রয়, ঝুঁকি লইয়া ক্রয়-বিক্রয় ও ফটকা ব্যবসায় (উহাদের নামগুলি কিন্তু ইসলামী) সম্ভবত এই শ্রেণীভুক্ত। বস্তুত প্রস্তাব (ঈজাব) ও গ্রহণের স্বীকৃতির (ক'াবুলের) উপর প্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক মতৈক্য হিসাবে চুক্তির আইনসঙ্গত ধারণা ও কতিপয় পরিভাষা, যথাঃ বায়' ও শিরা, মিয়াদসহ ('সালাম') বিক্রয়, 'ঈজাব' ও 'ক'াবুল' হযরত (স')-এর আবির্ভাবের পূর্বের ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। ক্রয়-বিক্রয়ে পরিপূর্ণ ওজন ও মাপ দেওয়ার স্পষ্ট আদেশ, চুক্তি কার্যে পরিণত করার জন্য এবং মেয়াদী চুক্তি লিপিবদ্ধ করার জন্য জোর তাকীদ, (সূরা ২ঃ ২৮২; ফিক্'হ-তে এই অনুজ্ঞাকে বাধ্যতামূলক বলিয়া গণ্য না করিয়া ইচ্ছাধীন বলা হইয়াছে) এবং সুদ গ্রহণ ও জুয়া খেলা (মায়সির) হ'ারাম করিয়া উহা পরিত্যাগের জন্য কঠোর আদেশ (সূরাঃ ২ ঃ ২৭০; ৫ ঃ ৯০) বাণিজ্য আইনের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। ফিক্'হশাস্ত্রে এই সব বিষয়ের আলোচনা বিস্তারিতভাবে করা হইয়াছে। ব্যবসায় সম্পর্কে মোটামুটি-ভাবে এবং বিশেষভাবে সাধু বণিকের কর্তব্য ও দুষ্ট বণিকের শাস্তি সম্পর্কে হ'াদীছে' বিবরণ আছে। কয়েক প্রকার লেনদেন বিষয়েও (সাধারণত সুদ গ্রহণ ও ফটকাবাজি) হ'াদীছে' নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে। আইনের বিধান হিসাবে যে সকল নূতন নীতি ইসলামে সর্ব-প্রথম স্থান লাভ করে তাহা এখানে উল্লেখ করা হইতেছে ঃ ১। প্রত্যাহা-রের অধিকারের (খিয়ার) স্বীকৃতি (ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা চলিতে থাকাকালে শর্তহীনভাবে এবং চুক্তি সম্পাদিত হইবার পরে পূর্ব স্বীকৃত অথবা আইনে নির্ধারিত কতকগুলি শর্তে); ২। আইনগত নীতি—'আল্-খারাজ বি'দ'-দ'ামান (যেখানে দায়িত্ব সেইখানেই লাভ); ৩। বিপরীত শর্ত আরোপ করা না হইলে বিক্রেতাই বিক্রয়ের মুহূর্তে বিদ্যমান মুনাফার মালিক এই নীতি; ৪। যে বিক্রয়ের পণ্য-দ্রব্য সঠিকভাবে নির্ধারিত না হওয়ার কারণে অন্তর্নিহিত ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহা নিষিদ্ধকরণ (যথা, বৃক্ষস্থ পাকা ফল বিক্রয়। কিন্তু ঐরূপ স্থলে আনুমানিক হিসাব দ্বারাই প্রচলিত রীতির সহিত ঐক্য সাধন করা হয়); ৫। (চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে) কোন খাদ্যদ্রব্য অথবা অন্য কোন পণ্যদ্রব্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে (সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার দরুন) উহার বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ এবং সচ-রাচর যে সকল জিনিস এখনও ক্রেতার সম্পত্তি হয় নাই, তাহার বিক্রয় নিষিদ্ধকরণ; ৬। ইসলামী শারী'আতে নাপাক ও হ'ারাম (ভোজন নিষিদ্ধ) বস্তুসমূহ এবং প্রবহমান পানির ন্যায় যাহা সাধারণের সম্পত্তি, এইরূপ কতকগুলি জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের আওতার বাহিরে রাখা; ৭। যে ক্ষেত্রে দুগ্ধবতী ছাগী ইত্যাদির বিক্রেতা অধিক দুগ্ধ দেখাইবার উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের পূর্বে কিছুকাল দোহন বন্ধ রাখে সেক্ষেত্রে ক্রেতা পরে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়া উহা ফেরত দিতে চাহিলে তিনদিনের মধ্যে উহার সহিত এক সা' (তিন সের তের ছটাক) খোরমাও বিক্রেতাকে দিবে।

ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির ভিত্তির উপরে ইসলামী চুক্তি আইন (Law of Contract) গড়িয়া উঠে। (হ'ানাফী মায্'হাব অনুযায়ী চুক্তি আইনের বিবরণ নিম্নরূপ), চুক্তি আইনের প্রত্যেকটা দফার বিস্তারিত বিবরণ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এমন কি কোন কোন কারবারের লেনদেন, কার্যত ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বলিয়া গণ্য *না হইলেও, যথাঃ ভাড়া (ইজারাঃ), উহাকে ক্রয়-বিক্রয়রূপে ব্যাখ্যা* করা হয়। বিক্রয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয় পণ্যের বিনিময় বলিয়া; ফলে সকল প্রকার বিনিময়ই বিক্রয়ের আওতায় পড়ে।

সুতরাং যে সকল জিনিস পণ্যদ্রব্যের (মাাল) অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা বিক্রয় চুক্তির বিষয়ই হইতে পারে না (যদিও ক্ষেতে নিযুক্ত মজুরের শ্রম চুক্তির বিষয়বস্তু হইতে পারে)। যথাঃ ১। যে সকল জিনিসকে শারী'আতে বৈধ মাাল হইতে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়, যেমন, শরী'আতের বিধান মুতাবিক যবেহ্ করা হয় নাই এমন মৃত জন্তু (মায়তাঃ দ্র.), রক্ত; ২। যে সকল জিনিসে মালিকী স্বত্ব নাই, যথাঃ ওয়াক্'ফ্ (দ্র.) সম্পত্তি অথবা যাহা জনসাধারণের সম্পত্তি অথবা যাহা এমন সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত যাহাতে কোন পৃথক ব্যক্তিগত স্বত্ব বিদ্যমান থাকে না; ৩। যে ক্রীতদাসে সীমাবদ্ধ মালিকানা থাকে, বিশেষত উম্মু'ল-ওয়ালাদ (দ্র.); ৪। যে সকল বস্তু বিক্রয়ে ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা আছে অর্থাৎ যে সকল বস্তুকে শারী'আতে অপবিত্র ঘোষণা করা হইয়াছে, যথাঃ মদ্য, শূকর প্রভৃতি এবং যে সকল বস্তুর কোন মূল্য বাজারে স্বীকৃত হয় না (মাাল গ'ায়র মুতাক'াওবি'ম)। (বস্তুত দেশ-কালভেদে 'মাাল গ'ায়র মুতাক'া-ওবি'ম' বলিতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হইতে পারে বলিয়া ইহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হয় নাই, যথা-মাটি, পানি ইত্যাদি); ৫। যে সকল বস্তুতে কোন মালিকী স্বত্ব নাই, যথাঃ হারান বস্তু, বল-পূর্বক অধিকৃত বস্তু ও পলাতক ক্রীতদাস; ঝুঁকি এড়াইবার জন্য এরূপ সম্পত্তি বিক্রয়ের অধিকার অস্বীকার করা হয়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় অসিদ্ধ (গ'ায়র স'াহ'ীহ্' বা গ'ায়র জা'ইয); হ'ানাফীগণ এই প্রকারের সকল চুক্তিকে বাতি'ল (দ্র.) গণ্য করেন না (উপরিউক্ত ১ম, ২য়, ও ৩য়ই শুধু বাতি'ল);

বরং কোন কোন অবস্থায় ইহা শুধু ফাসিদ (অসিদ্ধ। অন্যান্য মাযহাব ফাসিদ ও বাতি'লকে সমার্থক বলিয়া বিবেচনা করেন)। এমন কি তাঁহাদের মতে বিনিময় সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকিলে এই শ্রেণীর লেনদেনে আইনের চোখে ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা (মিল্ক খাবীছ') লাভ হয় এবং আরও অধিকতর সুনির্দিষ্ট ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত উহা রাদ্দ (ফাস্খ্) করা যাইতে পারে। কোন এক পক্ষের অনুকূলে বা প্রতিকূলে কোন অতিরিক্ত অর্থ ও সুবিধাদির শর্ত আরোপ অবৈধ এবং উহাতে চুক্তি ফাসিদ হয়। এইরূপ চুক্তিতে সময়ের মিয়াদ ও শর্ত আরোপ সঙ্গত নহে। পূর্ণ মানসিক বৃত্তির অধিকারী ('আাকি'ল), বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি (বালিগ'), লেনদেন সম্পাদন করার যোগ্য স্বাধীন (হুর্র) ব্যক্তি এবং অভিভাবক বা প্রভুর অনুমতিতে যথাক্রমে নাবালক ও (সা'বী, কেবল হা'নাফী ও হা'ম্বালীদের মতে কয়েকটা শর্তাধীনে) ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি করিতে পারে। বিশেষ ব্যবসায়ে অথবা যে কোন ব্যবসায়ে শেষোক্ত ব্যক্তিকে অর্থাৎ ক্রীতদাসকে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিনিধিত্ব (ওকালাঃ)-ও সম্ভব। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতিনিধিকে অনুরূপ স্বত্ব ও দায়িত্বসহ আসল চুক্তিকারী পক্ষ বলিয়া গণ্য করা হয়, কিন্তু প্রকৃত মালিকানা সরাসরি মুখ্য মালিকেরই। প্রস্তাব (ঈজাব) ও উহার স্বীকৃতি (ক'াবূল) দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য অনুরূপ কারবারে চুক্তি (স'াফকা, শাব্দিক অর্থ হস্ত ধারণ) সম্পন্ন হয়। এই প্রস্তাব ও গ্রহণের স্বীকৃতি উভয়ই একই বৈঠকে (মাজ্লিস) অবশ্যই সমাধা করিতে হইবে। এই-ভাবেই মালিকানার (মিল্ক) হস্তান্তর ঘটে, কিন্তু ইহা পরিপূর্ণতা লাভ করে তখনই, যখন দখল লওয়া হয় (সমর্পণ—তাসলীম, গ্রহণ—ক'াব্দ'); কিন্তু স্থাবর সম্পত্তির বেলায় ইহা করা হয় না। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয়ে প্রত্যাহারের অধিকার বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত দখল লওয়া হইলেও কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট মালিকানা স্বত্বের হস্তান্তর বৈধ নহে। হানাফী ও মালিকীদের মতে কেবলমাত্র গ্রহণের স্বীকৃতির পূর্বেই এবং শাফি'ঈ ও হা'ম্বালীদের মতে গ্রহণের স্বীকৃতির পরেও একই মজলিসে (খিয়ারু'ল-মাজ্লিস) প্রস্তাবের প্রত্যাহার সম্ভব। ক্রেতা যখন পণ্যদ্রব্য দর্শন করিবে তখনও তাহার পক্ষে 'খিয়ারু'র-রু'য়া বা দর্শনকালীন প্রত্যাহারের অধিকার রহিয়াছে। আবার ক্রেতা পণ্যদ্রব্যে কোন ত্রুটি দেখিলেও তাহার ত্রুটিজনিত প্রত্যাহারের (খিয়ারু'ল-'আয়ব) অধিকার রহিয়াছে। চুক্তিকালে এক পক্ষের জন্য অথবা উভয় পক্ষের জন্য অথবা তৃতীয় কোন পক্ষের জন্য সাধারণভাবে কোন চুক্তি প্রত্যাহারের অধিকারের শর্ত (খিয়ারু'শ-শারত) আরোপ করা যাইতে পারে; হা'নাফী ও মালিকীদের মতে এই শর্তের মিয়াদ ঊর্ধ্বপক্ষে তিনদিন। বিক্রেতার অসম্পূর্ণ মালিকানার দরুন ক্রেতা মালিকানা সম্পূর্ণ করিবার জন্য যাহা ব্যয় করিতে বাধ্য হয় সেই পরিমাণ অর্থ ক্রেতাকে দিবার জন্য বিক্রেতা দায়ী হইবে (ইস্তিহ্'ক'াক', তথাকথিত 'দারাক')। রিবার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে রিবা প্রবন্ধ দ্র'। ঝুঁকির (গ'ারার) ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিলে দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, পক্ষগুলির দায়িত্ব, বিশেষত বিক্রয়ের, পণ্যদ্রব্য, মূল্য ও চুক্তির শর্ত অবশ্যই পরিজ্ঞাত (মা'লূম) থাকিতে হইবে; যে সকল বস্তুর প্রতি রিবার নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য, সেই সকল বস্তু সম্পর্কে প্রথম শর্তটি (অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের সঠিক ধারণা চুক্তির পূর্বে অবশ্য জ্ঞাত হইতে হইবে) বিশেষভাবে কঠোর। সুতরাং এইক্ষেত্রে এমন কি প্রতিটি বস্তুর মূল্যের হার উল্লেখ থাকিলেও মোট বস্তু বিনা মাপে, ওজনে বা গণনায় অনির্দিষ্টভাবে (জুযাফ) লেনদেনের অনুমতি নাই। মুদ্রার পরিবর্তে মুদ্রার বিনিময়কে ক্রয় বলা হয় না। ক্রয় বিশেষ অর্থে ঐ বিনিময়কে বলা হয়, যাহার একদিককে বলা হয় সাল'আঃ বা পণ্য ও অপর দিককে বলা হয় 'ছ'ামান' (স্থিরীকৃত মূল্য) বা ক'ীমাঃ (বাজারে প্রচলিত মূল্য)। যখন প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্য পৃথকভাবে নির্ধারিত না হয় (পৃথকভাবে মূল্য নির্ধারিত বস্তুর বিপরীত) উহার ব্যবহার কোনরূপ মূল্য বা খেসারত প্রদান ব্যতীত বৈধ, এমন কি ঐ লেনদেন পরে রদ করা হইলেও। আর এক প্রকার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ রহিয়াছে, তাহা হইতেছে পরে দেয় পণ্যের মূল্য অগ্রিম দেওয়া। ইহাকে সময়ের মিয়াদসহ বিশেষ প্রকারের ক্রয় (সালাম অথবা সালাফ) বলা হয়। মূল্য অর্থে রা'সি'ল-মাল (মূলধন) শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কারবারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য এবং কারবারে বিক্রেতার অর্থ বিনিয়োগের গুরুত্ব বেশ বুঝা যায়।

সূদের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ের সহিত 'সালাম' চুক্তি জড়িত হওয়ার সম্ভাবনার দরুন 'সালাম' অত্যন্ত যত্ন সহকারে আলোচিত হয় এবং ইহাকে বহু বিশদ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ইমাম আবূ হা'নীফাঃ (র) 'সালাম' চুক্তির বৈধতার জন্য সাতটি শর্ত আরোপ করেন। প্রদত্ত পণ্যের মূল্য স্থগিত রাখাও চলে, কিন্তু মুসলিম আইনে এই ধরনের বিক্রির গুরুত্ব অধিক নয়। রিবার নিষেধাজ্ঞা এড়াইবার জন্য ধারে বিক্রয়ের স্থলে লোক বায়'উ'ল-'ঈনা-এর সাহায্য গ্রহণ করে। 'ঈনাতে কোন বস্তু নির্দিষ্ট মিয়াদে বাকী বিক্রয় করিয়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে কিনিয়া লয়। ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে সূদ না হইলেও পরোক্ষভাবে সূদের কাছাকাছি হয়, সেইজন্য এইরূপ বিক্রয় ('ঈনাঃ) মাক্রূহ। বিক্রয় হইতে পণ্য বিনিময়কে (মুক'ায়াদ'াঃ) কদাচিৎ পৃথক করা হয়। সূদের নিষেধাজ্ঞার দরুন মুদ্রা বিনিময় (স'ারাফ) গুরুত্বপূর্ণ; ইহাকে মূল্যের বদলে মূল্যের বিক্রয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়।

মুসলিম মধ্যযুগে বাণিজ্যের বাস্তব পরিচালনা এই সকল নিয়ম দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিয়ন্ত্রিত হইত না; বরং সূদ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি শারী'আতের প্রধান প্রধান নীতি মোটামুটি পালন করিয়া প্রচলিত রীতি-পদ্ধতিগুলি যথাসম্ভব অনুসরণ করা হইত। এই প্রথাগত নিয়মগুলি ইসলামী শারী'আতে অনুমোদিত হইয়া এইরূপভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, ঐ নিয়মগুলিকে পৃথক করিয়া দেখান একরূপ অসম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) Torrey, the Commercial-Theological terms in the Koran; (২) Wensinck, Handbook দ্র. Barter; (৩) Juynboll, Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet (3rd ed.), p. 265 প.; (৪) Bergstrasser, Grundzuge des islamischen Rechts, p. 47 প., 60 প., 69 প.; (৫) Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, দ্র. index. ইমাম মালিক, মুওয়াত্ত'া, কিতাবু'ল-বুয়ু', ইমাম শাফি'ঈ, কিতাবু'ল-উম্ম, মারগি'নানী, হিদায়াঃ।

J. Schacht (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আল-বায়দাবী (البيضاوى : আল-বায়দ'াব'ী) 'আবদু-ল্লাহ ইব্ন 'উমার, কু'রআানের প্রসিদ্ধতম তাফসীরকারকদের একজন। আল-বায়দ'াব'ী ফার্স প্রদেশের আতাবেগ আবূ বাক্র

ইব্ন সা'দ (৬১৩-৬৫৮/১২২৬-১২৬০)-এর অধীনস্থ প্রধান বিচারপতির পুত্র ছিলেন। তিনি নিজেও শীরাযের কাযী ছিলেন এবং তাব্রীজে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। এখানেই তিনি স'ফাদীর মতে ৬৮৫/১২৮২ সালে এবং সুব্কীর মতে ৬৯১/১২৯১ খৃ. ইন্তিকাল করেন (তু. সুয়ূত'ী, বুগ্'য়াতু'ল-উ'আত, পৃ. ২৮৬)। তবে সম্ভবত ৭১৬/১৩১৬ সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন (তু' Rieu, Suppl. to the Cat. of Arab MSS. in the British Museum, No. 116)। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ 'আনওয়ারু'ত-তান্যীল ওয়া আস্রারু'ত-তা'বীল' নামক কু'রআনের তাফসীর যামাখ্শারীর কাশ্শাফের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। তবে উহা অন্যান্য সূত্র হইতে গৃহীত তথ্য দ্বারা যথেষ্ট বিস্তৃততর। এই গ্রন্থখানি সুন্নীগণ কর্তৃক সর্বোৎকৃষ্ট এবং প্রায় পবিত্র গ্রন্থরূপে গৃহীত। তবে আল-বায়দ'াবী যে সমস্ত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, আভিধানিক, ব্যাকরণগত, ভাষাতাত্ত্বিক প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেন তাহার সবগুলি ত্রুটিপূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ (তু. Noldeke-Schwally, Gesch. des Qorans, ii, 176)। এই গ্রন্থখানি H. O. Fleischer (Leipzig, 1846—1848, 2 vols.; with indices by W. Fell) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। প্রাচ্যদেশে এই গ্রন্থ বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি মাদ্রাসাগুলিতে পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কাজেই বহু গ্রন্থকার ইহার ব্যাখ্যা ও (হ'াশিয়াঃ) টীকা লিখিয়াছেন। এই সমস্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থের মধ্যে মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুস্'ত'াফা আল-কূ'জাব'ী শায়খযাদাঃ (মৃ. ৯৫০/১৫৪৩) কর্তৃক ৪ খণ্ডে রচিত ও ইস্তাম্বুলে ১২৮৩ হিজরীতে মুদ্রিত গ্রন্থ প্রসিদ্ধতম।

অপর কতিপয় ব্যাকরণ ও ফিক্'হ সম্পর্কীয় গ্রন্থ ছাড়াও আল-বায়দ'াবী মিন্হাজু'ল-উসূ'ল ইলা' ইল্মি'ল-উসূ'ল (منهاج الوصول الى علم الأصول) নামে উসূ'লে ফিক্'হের একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা কায়রোতে ১৩২৬ হিজরীতে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা আল-উর্মাব'ী (মৃ. ৬৫৬/১২৫৮)-এর কিতাবি'ল-হ'াসি'ল-এর [ইহা ইমাম ফাখরু'দ-দীন আর্-রাযীর (মৃ. ৬০৬/১২০৯) কিতাবু'ল মাহ্'সূ'লের সংক্ষিপ্তসার] উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। তাঁহার অধিবিদ্যা সম্পর্কিত 'ত'াওয়ালি'ল-আন্ওয়ার মিন্ মাত'ালি'ল-আন্জ'ার'ও খুবই ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্বশেষে তিনি ফার্সী ভাষায় 'নিজ'ামু'ত-তাওয়ারীখ' নামে হযরত 'আদাম ('আ) হইতে ৬৭৪ হি/১২৭৫ খৃ. পর্যন্ত একখানি বিশ্ব-ইতিহাস প্রণয়ন করেন (তু. de Sacy, in Notices et. extraits, iv., p. 672—695; Rieu, MSS. Brit. Mus., ii. 823, হায়দরাবাদে ১৯৩০-এ মুদ্রিত)। এই গ্রন্থে প্রথমে চীনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অংশ রাশীদু'দ-দীনের বিশ্ব-ইতিহাস অনুসরণ করিয়া লিখিত (তু. Hamburg MS. Orient No. 187 তু. Katalog der Orient. HSS. der Stadt-Bibliothek zu Hamburg mit Ausschluss der hebr., pt. i. by C. Brockelmann, No. 231); ইহা Abdallae Beidavaei Historia Sinensis persice c gemino manuscripto এই ভুল নামে Andrea Mullero Greifenhagio কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৬৮৯ খৃস্টাব্দে জেনায়-তে (Jenae) মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সুবকী-ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ঈয়াঃ, কায়রো ১৩২৪, ৫ম, ৫৯; (২) সুয়ূত'ী, বুগ্'য়াতু'ল-উ'আত, কায়রো ১৩২০, পৃ. ২৮৬; (৩) খাওয়ান্দামীর, হ'াবীবু'স-সিয়ার, বোম্বাই ১৮৫৭, ৩য়, ৭৭; (৪) Elliot, History of India, ii. 252 প.; (৫) Brockelmann, GAL.[2] i. 530; Suppl. i. 738; (৬) C. A. Storey, Persian Literature, sect. ii. fasc. I, 70—71.

C. Brockelmann (S.E.I.)/আ. কা. মু. আদমুদ্দীন

বায়্রাম (بيرام) : বায়্রাম) একটি 'উছ'মানিয়া-তুর্কী শব্দ, ইহা দ্বারা দুইটি প্রধান মুসলিম পর্ব বুঝায়। একটি হইল কূচুক বায়্রাম বা ছোট পর্ব; তখন এ উপলক্ষে মিঠাই বিতরণের রেওয়াজ ছিল বলিয়া ইহাকে শাকর-বায়্রাম বা মিঠাইয়ের উৎসবও বলে। ইহা রোযা ভঙ্গের উৎসব ('ঈদু'ল-ফিত্'র) ও তিনদিন স্থায়ী হয়। আর একটা হইল বুয়ুক-বায়্রাম বা বড় উৎসব; ইহা সাধারণত কু'রবান বায়্রাম বা কু'র্বানীর উৎসব বলিয়াও অভিহিত হয়। ইহা 'ঈদু'ল-আদ্'হ'া এবং ইহা ১০ই যু'ল-হি'জ্জাঃ তারিখে আরম্ভ হইয়া চারিদিন স্থায়ী হয়। এই পর্ব দুইটির প্রতিটি উপলক্ষে সুলত'ানের প্রাসাদে একটি রিক'আব-ই-হুমায়ুন বা সরকারী অভ্যর্থনা অনুষ্ঠিত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দীওয়ান লুগ'াতি'ত-তুর্ক, ১ম, ১০৪; ৩য়, ১৩৩; (২) হিদি'র ইল্য়াস; (৩) তারীখ 'আনদরূন, ১২৭৬ হি. পৃ. ২৫, ৩৫—৪০; (৪) D'ohsson, Tableau general de l'Empire Othoman, Paris 1788, 2 : 222—231, 423—436.

Cl. Huart (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

বায়্রামিয়্যাঃ (بيرمية) আঙ্কারায় হ'াজ্জী বায়্রাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি দরবেশ সংঘ; ৮৩৩ হি./১৪২৯-৩০ খৃ. এ সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই মন্দিরের প্রাচীরেই রহিয়াছে Monumentum Ancyranum নামক বিখ্যাত স্মৃতি-ফলক। Roma ও Augustus-এর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সন্নিধানেই তাঁহার কবর অবস্থিত। বায়্রামী সংঘ নাক্'শবন্দীদের একটি শাখা; কন্স্টান্টিনোপলের ইস্তাম্বুল, আইয়ুব, আয়ুব, ও ক'াসিম পাশায় তাহাদের উপনিবেশ ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Gibb, Ottoman poetry, i. 299, remark; (২) Depont and Coppolani, Confreries religieuses, p. 532; (৩) হ'াজ্জী খালীফাঃ, জিহান্নুমা, পৃ. ৬৪৩; (৪) J. P. Brown, The Dervishes, দ্র. Index.

Cl. Huart (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

আল-বায়হাক'ী (البيهقي) পূর্ণ নাম আবু বাক্র আহ'মাদ ইব্ন আল-হ'সায়ন ইব্ন 'আলী ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মূসা আল-বায়হাক'ী আল-খুস্রাওয়াজির্দী, বিখ্যাত মুহ'াদ্দিছ' ও শাফি'ঈ ফাক'ীহ। ইনি ৩৮৪ হিজরীর শা'বান মাসে ইরানের বায়হাক্'ক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত মুহ'াদ্দিছ' আল-হ'াকিম আবু 'আবদিল্লাহ আন্-নায়সাবুরীর নিকট হ'াদীছ' অধ্যয়ন করেন। তিনি হ'াদীছ' শাস্ত্র অধ্যয়নেই বেশী মনোযোগী হন এবং মুহ'াদ্দিছ হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেন। আল-বায়হাক'ী হ'াদীছ' অধ্যয়নের জন্য ইরাক, আল-জিবাল, খুরাসান, হিজায প্রভৃতি দেশে গমন করেন এবং তথাকার বিখ্যাত মুহ'াদ্দিছ'গণের নিকট হ'াদীছ অধ্যয়ন করেন। তিনি আবু'ল-ফাত্হ' নাসি'র ইব্ন মুহ'াম্মাদ আন-নায়সাবুরীর নিকট ফিক্'হ অধ্যয়ন করেন।

আল-বায়হাক'ী নিম্নলিখিত গ্রন্থরাজি রচনা করেন : ১। ১ খণ্ডে ইমাম শাফি'ঈর দলীল-প্রমাণাদির সংগ্রহ, ২। আস-সুনানু'ল

কাবীর ; ৩। আস-সুনান আস'-স'াগ'ীর, (শেষোক্ত ২ খানি হ'াদীছ মুদ্রিত), ৪। দালাইলু'ন-নুবুওয়াঃ ; ৫। আস-সুনান ; ৬। আল-আছার ; ৭। শু'আবু'ল-ঈমান ; ৮। মানাকি'বু'শ-শাফি'ঈ ; ৯। মানাকি'ব আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল ইত্যাদি। তিনি সম্ভবত অতি অল্পেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইমামু'ল-হ'ারামায়ন বলেন, "এমন কোন শাফি'ঈ নাই যাঁহার উপর ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর কোন ইহ্'সান নাই, শুধু আল-বায়হাক'ী ইহার ব্যতিক্রম। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর উপরই তাঁহার ইহ্'সান রহিয়াছে। আল-বায়হাক'ী নায়সাবুরে জ্ঞান বিস্তারের জন্য আহূত হন ও সেখানে গমন করেন। তিনি প্রাচীন মনীষীদের পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিতেন। জাহির আশ-শাহামী, মুহ'ম্মাদ আল-ফারাবী, 'আব্‌দু'ল-মুন্'ইম আল-কুশায়রী প্রমুখ তাঁহার শিষ্য ছিলেন। আল-বায়হাক'ী ১০ জুমাদা'ল-উলা, ৪৫৮ হিজরীতে নায়সাবুরে ইন্‌তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান (কায়রো ১৯৪৮), ১খ, ৫৯ ; (২) শায়খ ওয়ালিয়্যু'দ-দীন, ইক্‌মাল (মিশ্‌কাতু'ল-মাস'াবীহ'-এর শেষে), ৫৭৫ ; তায্'কিরাতু'ল-হুফ্‌ফাজ'।

আবুল কাসিম মুহম্মদ আদমুদ্দীন

বায়ূমিয়্যাঃ (بيومية ঃ বায়য়ূমিয়্যাঃ) সীদী 'আলী ইব্‌ন আল-হি'জাযী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মীয় সংঘ। ১১০৮/১৬৯৬ সালে মিসরের বায়য়ূমে তাঁহার জন্ম। এই সংঘ খালওয়াতিয়্যার শাখা। তিনি বাদাবিয়্যাঃ (দ্র. আহ'মাদ আল-বাদাব'ী) অনুষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত করিয়া আরও কঠিন অনুশীলনের দ্বারা উহাকে আরও উদ্দীপনাময় ও কঠোরতর করেন। 'আরবে (জিদ্দাঃ ও মক্কা) এবং ফুরাত ও সিন্ধু নদীর উপত্যকায় এই সংঘের উপনিবেশ আছে (বা ছিল); প্রধান যাবি'য়াঃ কায়রোর নিকটস্থ একটা গ্রামে অবস্থিত। এই সংঘের লোকেরা প্রথমে মাথা ঝুঁকাইয়া ও আড়াআড়িভাবে বুকে হাত রাখিয়া অতঃপর মাথা তুলিয়া ও হাত-তালি দিয়া 'ইয়া আল্লাহ্' বলিয়া যি'ক্‌র করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Depont and Coppolani, Confreries Religiouses, পৃ, ৩৩৬ ; (২) Lane. Modern Egyptians, i. 332 ; (৩) ii. 208.

Cl. Huart (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

বার্‌যাখ্ (برزخ) (ফার্‌সী ও 'আরবী), অর্থ ঃ বাধা, প্রতিবন্ধক, ব্যবধান। (সম্ভবত ফার্‌সী 'ফার্‌সাখ' প্রায় তিন মাইল-দূরত্ব পরিমাণ হইতে অভিন্ন)। কু'রআানে ইহা তিনবার (২৩ ঃ ১০০, ২৫ ঃ ৫৩ ও ৫৫ ঃ ২০) পাওয়া যায় এবং কখনও রূপক, কখনও বা বাস্তব অর্থে ব্যবহৃত হয়। ২৩ ঃ ১০০ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, যাহারা জীবনে পুণ্যকার্য করে না, তাহারা যখন মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে তখন তাহারা পুণ্যকার্য সম্পাদনের জন্য পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের অর্থাৎ আরও কিছুকাল জীবিত থাকার জন্য প্রার্থনা জানায়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন, তাহাদের পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত তাহাদের সম্মুখে একটি 'বারযাখ্' (বিরাট ব্যবধান) রহিয়াছে। যামাখ্‌শারী এখানে শব্দটির অর্থ হ'া'ইল বা প্রতিবন্ধক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং ইহাকে রূপক অর্থে গ্রহণ করেন অর্থাৎ আল্লাহ উহা মান্‌জু'র করিবেন না। অন্য তাফ্‌সীরকারগণ ইহাকে বাস্তব অর্থে গ্রহণ করেন এবং ইহার তাৎপর্য বলেন, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি প্রতিবন্ধক অথবা ইহকাল ও পরকালের মধ্যবর্তী কবর। কু'রআানের অপর দুইটি আয়াতে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা এমন দুইটি সমুদ্র বা বিশাল বারিরাশিকে সংযুক্ত করিয়াছেন যাহার একটি সুমিষ্ট ও অপরটি লবণাক্ত এবং উভয়ের মধ্যে করিয়াছেন একটি বার্‌যাখ ; তাহা দুই প্রকার পানির একত্র মিশ্রণে বাধা দান করে। ২৭ সূরাঃ-র ৬১ আয়াতেও একই কথা উল্লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু এই আয়াতে বার্‌যাখের স্থলে হ'াজিয বা প্রতিবন্ধক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শাত্'তু'ল-'আরাবের সুমিষ্ট পানি লবণাক্ত সমুদ্রের পানির সহিত না মিশিয়া বহু দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। ভাষ্যকারদের মতে এই আয়াতগুলিতে তৎপ্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। এখানে প্রতিবন্ধকের তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটা প্রাকৃতিক নিয়মের প্রকাশ। পরকাল-তত্ত্বে আকাশ, পৃথিবী ও পাতাল লইয়া গঠিত মানব জগতের সীমাকে পবিত্রাত্মা (ফিরিশতা) ও আল্লাহ্‌র জগত হইতে পৃথকীকরণের জন্য বার্‌যাখ্ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইব্‌রাহীম হ'াক্'ক'ীর মা'রিফাত-নামায় (বুলাক' ১২৫১, ১২৫৫) এই ধারণাত্মক চিত্রাবলী দেখুন, আরও দেখুন Carra de Vaux, Fragments d'eschatologie musulmanee। 'আব্‌দু'র-রায্‌যাক'-এর মতে সূ'ফীগণ এই শব্দটিকে জড় জগত ও পবিত্রাত্মার জগতের মধ্যবর্তী স্থান অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, ফলে ইহার কয়েক রকমের অর্থ উদ্ভূত হইয়াছে। (তু. C. E. Wilson, in the Masnavi, book ii, vol. ii, note 20)।

'উদ্ভাসনবাদ' (আল-হি'কমাতু'ল-মাশ্‌রিকি'য়্যাঃ) নামে পরিচিত দর্শনেও এই শব্দ পাওয়া যায়। সেখানে ইহা দ্বারা অন্ধকার বস্তু অর্থাৎ কায়া বুঝায়। বার্‌যাখ বা দেহ স্বভাবত অন্ধকার এবং আত্মার জ্যোতি পাইয়াই উহা জ্যোতির্ময় হয়। খগোল হইতেছে 'প্রাণপ্রাপ্ত' বা 'জীবন্ত' বারযাখ ; পক্ষান্তরে অপ্রাণীবাচক দেহগুলি 'মৃত' বারযাখ (তু. C. de Vaux, La Philosophie illuminative d'apres Suhrawardi Meqtoul, in JA, Jan.-Febr. 1902)। খৃস্টানদের পাপক্ষালনকারী মতবাদের অনুকরণে কখনও কখনও 'বারযাখ' শব্দটির অর্থ পাপক্ষালনকারী করা হয়, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইহা Limbo অর্থাৎ মৃত্যুর পরে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে আত্মাসমূহ অবস্থান করিবে, সেই স্থান বুঝাইতেও ব্যবহৃত হয়। (দ্র. থানাব'ী, কাশ্‌শাফ, ইস্'তি'লাহ'াতি'ল-ফানূন, বৈরুত ১৯৬৬ খৃ. বারযাখ শব্দ)।

B. Carra de Vaux (S.E.I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

বাসৃত' (بسط) ঃ সূ'ফীদের একটি পারিভাষিক শব্দ ; আধ্যাত্মিক অনুশীলনের একটি পর্যায় (হ'াল)। ইহা আশা (রাজা')-এর একটি অবস্থানের স্থান (মাক'াম) ও ক'াব্‌দ' (দ্র.)-এর বিপরীত। এই সকল শব্দের জন্য সাধারণত কু'রআানের উদ্ধৃত আয়াত এই ঃ "এবং আল্লাহ সংকুচিত (য়াক্'বিদু') ও প্রসারিত (য়াবসুতু') করেন" (২ ঃ ২৪৫)। বাসৃত' একটি হ'াল বলিয়া ব্যক্তিগত, মানসিক বা আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই, বরং ইহা আল্লাহ কর্তৃক সূ'ফীকে প্রদত্ত আনন্দ ও উল্লাসের একটি ভাব। এজন্য অনেক সূ'ফী ইহাকে ক'াব্‌দ' অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিতেন। তাঁহাদের যুক্তি এই, যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌কে পাওয়া না যায় এবং মানুষের ব্যক্তিত্ব তাঁহাতে বিলুপ্ত না হয় সে পর্যন্ত ক'াব্‌দ' ভিন্ন অন্য যে কোন অনুভূতি অসঙ্গত। জুনায়দের উল্লিখিত বাক্য হইতে এই ব্যাপার স্পষ্ট বুঝা যায় ঃ

"আল্লাহ্‌র ভয় আমাকে সঙ্কুচিত (ক'ব্‌দ') ও তাঁহার আশা আমাকে প্রসারিত (বাস্‌ত') করে। তিনি যখন আমাকে ভয় দ্বারা সংকুচিত করেন, তখন আমাকে আমিত্ব হইতে সরাইয়া লন; কিন্তু যখন আমাকে আশার মধ্য দিয়া প্রসারিত করেন, তখন আমাকে আমিত্বে ফিরাইয়া দেন" (কু'শায়রী, রিসালাঃ, পৃ. ৪৩)। ইব্‌নু'ল-ফারিদে'র এই ছত্রগুলি (আত-তা'ঈয়া'ল-কুবরা, ২ খ, ৬৪৬-৭) সূ'ফী মতবাদের চমৎকার সংক্ষিপ্তসার; "প্রসারণের করুণায় আমার সমগ্রটাই একটা বাসনা, তদ্দ্বারা সমগ্র জগতের আশা প্রসারিত হয় এবং সংকোচনের আতঙ্কে আমার সমগ্রটাই আতঙ্ক হইয়া দাঁড়ায় এবং যাহারই প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করি, তাহাই আমাকে ভক্তি করে (tr. Nicholson, Studiesin Islamic Mysticism, p. 256) হজ্‌ব'ৗরী লিখিয়াছেন, (Nicholson-কৃত অনুবাদ, ৩৭৪ পৃ.) ক'ব্‌দ' 'প্রচ্ছন্ন হওয়ার অবস্থায় অন্তরের সংকোচন বুঝায় এবং বাস্‌ত' প্রত্যাদেশের অবস্থায় অন্তরের প্রসারণ নির্দেশ করে। সাধক প্যাক্যাল যে অবস্থায় চীৎকার করিয়া বলেন, "বিশ্ব তোমাকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আমি তোমাকে চিনিয়াছি। আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ! আনন্দাশ্রু!"

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আর-রিসালাতু'ল-কু'শায়রিয়্যাঃ; (২) কাশ্‌ফু'ল-মাহ্‌'জুব, তেহরান, পৃ. ৪৮৯; (৩) থানাব'ী, কাশ্‌শাফ ইস্‌'তি'-লাহ'াতি'ল-ফানূন, বৈরুত ১৯৬৬ খৃ., ১খ, পৃ. ১২৬, ১২৭।

A. J. Arberry (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

বাস্‌মালাঃ (بسملة) بسم الله الرحمن الرحيم-বিস্‌মি-ল্লাহি'র-রাহ'মানি'র-রাহ'ীম-বাক্যটিকে বাস্‌মালাঃ বা তাস্‌মিয়াঃ বলা হয়; সাধারণত ইহা "পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে" বলিয়া অনুবাদ করা হয়। যামাখ্‌শারীর পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মদীনা, বস্‌রা ও সিরিয়ার ক'ারী ও আইনজ্ঞেরা ইহাকে ফাতিহ'াঃ বা অন্যান্য সূরাঃ-র প্রারম্ভে একটি আয়াত বলিয়া মনে করেন না, যদিও উহা কু'রআনের অংশ। তাঁহাদের মতে—ইহা শুধু সূরাঃ-গুলিকে পৃথক করার জন্য ও স্বস্তিবচনরূপে সেখানে স্থাপিত হইয়াছে। ইমাম আবু হ'ানীফাঃ (র)-এরও ইহাই মত; এজন্যই তাঁহার অনুগামিগণ সা'লাতে ইহা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে না। পক্ষান্তরে মক্‌কা ও কূফার ক'ারী ও আইনজ্ঞেরা বাসমালাকে ফাতিহ'াঃ ও অন্যান্য সূরাঃ-র প্রথমে একটি আয়াত বলিয়া গণ্য করেন এবং ইহা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করেন। ইহা শাফি'ঈ (র)-এর ও মত। কারণ যে সকল পাতায় কু'রআনের পাঠ লিখিত হইয়াছিল এই শব্দগুলিও সেখানে লিখিত হইয়াছিল, অথচ 'আমীন' শব্দটি লিখিত হয় নাই।

আল্লাহ্‌র নামে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য আরম্ভ করার প্রথা সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, প্রাচীন 'আরবেরা বিবাহের দা'ওয়াতের ভূমিকায় বি'র-রিফা' ওয়া'ল-বানীন, (মিলন হউক ও বহু সন্তান হউক) অথবা বি'ল-য়ুম্‌ন (মঙ্গল হউক) শব্দ-গুলিও ব্যবহার করিত। যামাখ্‌শারী অনুমান করেন যে, পৌত্তলিক আমলে তাহারা বলিত, "আল্-লাতের নামে" বা "আল-'উয্‌যার নামে।" কু'রআনের ১১ সূরাঃ-র ৪১ আয়াতে নূহ' ('আ) বলেন, "আল্লাহ্‌র নামে ইহার যাত্রা আরম্ভ হউক ও নোঙ্গর ফেলুক।"

ধার্মিক লোক ও যাদুকরদের দৃষ্টিতে বাস্‌মালা-র অনেক গুণ রহিয়াছে; শেষোক্ত ব্যক্তিরা ইহা তা'ব'ীয-এ ব্যবহার করে। তাহাদের বিশ্বাস, ইহা আদাম ('আ)-এর পার্শ্বে, জিব্‌রা'ঈল ('আ)-এর পাখায়, সুলায়মান ('আ)-এর সীলমোহরে ও 'ঈসা ('আ)-এর জিহ্‌বায় লিখিত ছিল (তু. Doutte, Magie et Religion dans l' Afrique du Nord p. 211)। পাণ্ডুলিপিতে ও স্থাপত্যের প্রসাধনে এই সূত্রটি শিল্পের সৌন্দর্যবর্ধক উপাদানরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বস্তিবচন আমীনের ন্যায় বাস্‌মালাঃ যে পূর্ববর্তী ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থের প্রবচন তাহা সূরাঃ নাম্‌ল-এর ৩০ আয়াতে উল্লিখিত হযরত সুলায়মান ('আ)-এর পত্রের প্রারম্ভ হইতে প্রতীয়মান হয়।

গ্রন্থপঞ্জীঃ (১) আহ'মাদ, আল-মুসনাদ, ২খ, পৃ. ৩৫৯; (২) আস্‌-সুয়ূত'ী, আল-ইত্‌ক'ান ফী 'উলূমি'ল-কু'র'আন, মাত'বা-'ই-আহ'মাদী, পৃ. ৯৩ প.; (৩) আল-মার্‌গ'ীনানী, হিদায়াঃ, লাখনৌ, পৃ. ১০৫ প; (৪) আজ-জাস্‌'স'াস', আহ্‌'কামু'ল-কু'রআন, ইস্তাম্বুল ১৩৩৫ হি. ১খ, ৬ প.।

B. Carra de Vaux (S.E.I.)/ডঃ এম আবদুল কাদের

বাহাউল্লাহ (بهاء الله : বাহা' উল্লাহ্) (আল্লাহ্‌র প্রভা) মীর্‌যা হু'সায়ন 'আলী নূরীর উপনাম। ১৮১৭ সনের ১২ই নভেম্বর মাযান্দারানের অন্তর্গত নূর নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। মীর্‌যা য়াহ্‌'য়া ওরফে সুব্‌হ'-ই আযাল-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। প্রায় ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বাব (দ্র.) প্রচারিত নূতন ধর্মমতে দীক্ষিত হন। তখনও তাঁহাকে দেখিতে না পাইলেও তিনি তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত হন, অধিকাংশ বাবীই তাঁহাকে বাবের উত্তরাধিকারী বলিয়া মানিয়া লয়। শাহের প্রাণ-নাশের চেষ্টার পর তিনি তেহরানে কারারুদ্ধ হন। অতঃপর ১৮৫২ সনে বাগদাদে নির্বাসিত হইয়া সেখানে বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তিনি বাব কর্তৃক রহস্যময় ভাষায় বিঘোষিত, "মান্ য়ুজ্‌'হিরুহ আল্লাহ্"—"আল্লাহ্ যাহাকে প্রকাশ করিবেন", সেই ব্যক্তি বলিয়া দাবী করেন। তিনি সুলায়মানিয়ার বাহিরে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতেন। এখানেই তিনি তাঁহার কার্যের প্রধান পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন; ইহার উদ্দেশ্য বাবের ধর্মের আংশিক পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাকে বিশ্বধর্মে পরিণত করা। অতঃপর তিনি আদ্রিয়ানোপলে অন্তরীণ হন (১৮৬৪)। পরে (আগস্ট, ১৮৬৮) একর-এ অন্তরীণ থাকাকালে ১৮৯২ খৃস্টাব্দের ২৯শে মে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আব্বাস এফেন্দী ওরফে 'আবদু'ল-বাহা' (মৃ. নভেম্বর, ১৯২০) তাঁহার আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারী হন।

তাঁহার মতবাদঃ পরের অনিষ্ট না করা, পরস্পরকে ভালবাসা, কেবল মঙ্গল বিবেচনা করিয়া বিনা আপত্তিতে অবিচার সহ্য করা, বিনীত হওয়া এবং নিজেকে রোগীর সেবায় নিয়োজিত করা। স্পষ্টত ইহা খৃস্ট ধর্মের প্রতিধ্বনি। এই ধর্ম গ্রহণের চরম লক্ষ্য হইল বিশ্বজনীন শান্তি আনয়ন। ইহাতে কোন পাদ্রী বা ধর্মানুষ্ঠান নাই। প্রত্যেক শহরে ৯ জন সভ্য লইয়া গঠিত 'বায়তু'ল-'আদল' নামক একটি পরিচালক সমিতি থাকিবে, ইহার জন্য একটা সম্মেলন স্থান নির্দিষ্ট করিতে হইবে। তাঁহাদের আয়ের প্রধান উৎস হইল দলীয় ধনাগারে উইল দ্বারা দান, জরিমানা-আদায় এবং মূলধনের উপর একটি কর; ইহা মূলধনের $\frac{1}{19}$ ভাগ এবং জীবনে একবার মাত্র দেয়। মানুষ সুখ-ভোগের জন্য, কাজেই কৃচ্ছ্র সাধন নিষিদ্ধ। উহার প্রধান গ্রন্থ এই: কিতাবু'ল-আক্‌'দাস (বোম্বাই ও সেন্টপিটার্সবুর্গে সং), কিতাবু'ল-ঈক'ান (Trans. by H. Dreyfus and Habibullah Shirazi, Paris 1904), ত'ারাযাত, কালিমাত-ই-ফিরদাওসিয়্যাঃ, ইশ্‌রাক'াত, তাজাল্লিয়াত, Transl. in the

Preceptes du Behaisme, Paris 1906) ও কালিমাত-ই-মাক্নূন (Hidden Words, Paris 1905)। Toumanski (St. Petersburg 1892) তাঁহার অন্তিম বাণী সম্পাদন করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) H. Dreyfus, Essai sur le Behaisme, son histoire, sa portee sociale, Paris 1909; (২) E. G. Browne, A Year amongst the Persians, p. 60, 300 প.; (৩) ঐ লেখক, in Hasting's Encyclopaedia of Religions and Ethics, ii. 299-308; (৪) ঐ লেখক, Literary History of Persia, iv. 198—220; (৫) H. Roemer, Die Babi-Behais, Potsdam 1912.

Cl. Huart. (S. E. I)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

বাংলাদেশে ইসলাম : বাংলাদেশে কিভাবে ইসলাম প্রচারের সূচনা হইয়াছিল এই বিষয়ে তেমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। সাধারণত জনশ্রুতি, অনুমান ও এই দেশে আগত ওয়ালীগণ সম্পর্কে যে সমস্ত কাহিনী প্রচলিত আছে ইহার উপরই আমাদের সর্বাধিক নির্ভর করিতে হয়। সাহাবীদের যুগেই বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার শুরু হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। ডঃ হাসান জামান উল্লেখ করেন :

'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে (হি. ১৩—১৪) কয়েকজন প্রচারক (মু'মিন) বাংলাদেশে আসেন। তাঁহাদের নেতা ছিলেন মা'মূন ও মুহায়মিন। এই যুগেই দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন হামীদু'দ্-দীন, হুসায়নু'দ্-দীন, 'আবদুল্লাহ ও আবু তালিব। এই রকম পাঁচটি দল পর পর বাংলাদেশে আসেন। তাঁহাদের সাথে কোন অস্ত্রশস্ত্র বা বই-কিতাব থাকিত না। তাঁহারা রাজক্ষমতার সাহায্যও লইতেন না। তাঁহাদের প্রচার-পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল এই যে, তাঁহারা এই দেশের চলিত ভাষা শিখিয়া ইহার মাধ্যমেই ধর্ম প্রচার করিতেন। অল্প সংখ্যক খাঁটি মুসলমান তৈয়ার করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে ইসলাম প্রচার ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। তাঁহারা গ্রামে বাস করিতেন এবং বিভিন্ন স্থানে সফর করিয়া প্রচারকার্য চালাইতেন। ইহার পর আরও পাঁচটি দল মিসর ও পারস্য হইতে বাংলাদেশে আসিয়াছিল। তাঁহাদিগকে বলা হইত 'আবিদ। তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে খানকাহ বা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিতেন (সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য, পৃ. ২১২)।

৮ম—১০ম খৃস্টীয় শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ৮৭৪ খৃ. আবু য়াযীদ বিস্তামী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে। কিন্তু ইহার কোন নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নাই।

১০৪৭ খৃ. সুলতান মাহমূদ মাহী-সাওয়ার মহাস্থানগড় এলাকায় ইসলামের প্রচার কার্য চালান। সম্ভবত ইনিই শাহ সুলতান বাল্খী নামে পরিচিত।

১০৫৩ খৃ. শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রূমী ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা এলাকায় ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। আজও সেখানে তাঁহার মাযার বিদ্যমান।

বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (খৃ. ১১৫৮—১১৭৯) বাবা আদাম শহীদ এই দেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন।

১১৭৭—১২৬৯ খৃ. ফারীদু'দ্-দীন শাকরগঞ্জ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

১১৮৪ খৃ. শাহ মাখদূম রূপোশ রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন।

খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মাখদূম শাহ মাখদূম গাযনাবী তাঁহার ১৭ জন সঙ্গীসহ পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গলকোটে ইসলাম প্রচারকার্য চালান। প্রায় এই সময়েই শাহ তুরকান শহীদ বগুড়া অঞ্চলে ও শাহ তাকিয়্যু'দ্-দীন 'আরাবী রাজশাহী জিলার মহিসন্তোষ এলাকায় ইসলামী শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় জালালু'দ-দীন তাব্রীযী পাণ্ডুয়া অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকার্য চালান।

কথিত আছে, শাহ নি'মাতুল্লাহ বুতশিকান মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ঢাকা অঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন।

১২০১ (১২০৩?) খৃ. ইখ্তিয়ারু'দ্-দীন মুহাম্মাদ বাখতিয়ার খাল্জী (র.) কর্তৃক বাংলাদেশ মুসলিম রাজ্যভুক্ত হয়। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন। এই মাদ্রাসাসমূহে ইসলাম ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করা হইত।

গিয়াছু'দ্-দীন ইল্য়াস শাহ (১২১৩—১২২৬ খৃ.) মুসলমানদের ধর্মীয় প্রেরণার উৎসরূপ ছিলেন। এই সময় জালালু'দ্-দীন তাব্রীযী পাণ্ডুয়া এলাকায় ইসলামের প্রচারকার্য চালান। রাজনৈতিক শাসনকর্তা নাসিরু'দ্-দীন মাহমূদ (১২২৬—১২২৮ খৃ.) ছিলেন ইসলামের একনিষ্ঠ খাদিম। মাখদূম শাহ (১২৪০—১২৭০ খৃ.) পাবনা জিলা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। বাংলার শাসনকর্তা মুগীছু'দ্-দীন তুগরাল খান (১২৭১ খৃ.) ইসলাম প্রচারে বিপুল উৎসাহ প্রদান করেন। একবার কেবল এই উদ্দেশ্যে তিনি পাঁচ মণ স্বর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন।

শারফু'দ্-দীন আবু তাওয়ামাঃ (১২৭৮ খৃ.) তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনার গাঁয়ে হাদীছ শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে একটি উচ্চমানের মাদ্রাসা, খানকাহ ও লংগরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। শারফু'দ্-দীন আবু তাওয়ামার ছাত্র শায়খ শারফু'দ্-দীন য়াহ্য়া মুনীরীও ব্যাপকভাবে ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটান।

শাহ সূফী (১২৯০ খৃ.) হুগলী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। উলুগ-ই-আ'জাম জা'ফার খান গাযী (১২৯৮ খৃ.) উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম বংগে ইসলাম প্রচারে বিপুল অবদান রাখেন।

সুলতান শামসু'দ-দীন ফীরূয শাহ (১৩০২—১৩২২ খৃ.) তাঁহার শাসনামলে ইসলাম প্রচারকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই আমলে শাহ জালাল (র)-এর আগমন ঘটে ও সিলেট মুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই যুগে সায়্যিদ নাসিরু'দ্-দীন শাহ নেক মারদান বরেন্দ্র অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

শাহ জালাল (র.) (১৩০৩ খৃ.) ও তাঁহার তিনশত বাটজন শিষ্য পূর্ববঙ্গ ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারে বিপুল অবদান রাখেন। সায়্যিদ আহ্মাদ কল্লা শহীদ এই সময় কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

শাহ জালাল (র)-এর সমসাময়িক সায়্যিদ হাফিজ মাওলানা আহ্মাদ তান্নূরী ওরফে মীরান শাহ নোয়াখালী জিলায় ইসলাম প্রচারে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেন।

মাওলানা 'আতা' (১৩০৫—১৩৫০ খৃ.) নামক একজন বিখ্যাত 'আলিম দিনাজপুর জিলায় এবং মাখদূম শাহ জালালু'দ্-দীন জাহাঁগাশ্ত বুখারী (১৩০৭ খৃ.) রংপুর জিলায় ইসলাম প্রচার করেন।

সায়্যিদ 'আব্বাস 'আলী মাক্কী (১৩২৪ খৃ.) ও তাঁহার ভগ্নী শাহ্‌শান আরা্যা বাংলার দক্ষিণাংশে, বিশেষ করিয়া চব্বিশ পরগণা ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

শায়খ আখী সিরাজু'দ্-দীন (১৩২৫ খৃ.) তৎকালীন বাংলার কেন্দ্রভূমি গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় ইসলাম প্রচার করেন। তৎসময়ে তাঁহার শিষ্য শায়খ 'আলা'উ'ল হা'ক্'ক'ও ইসলাম প্রচারে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তিনি পাণ্ডুয়ায় দরিদ্রদের জন্য একটি লংগরখানাও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শায়খ 'আলা'উ'ল হা'ক্'ক'-এর প্রসিদ্ধ শাগ্‌রিদ সায়্যিদ আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী ও শায়খ হু'সায়ন জুক্‌কারপুশ ও অন্যতম 'আলিম শায়খ বাদ্‌রু'ল-ইসলাম শহীদ সেই সময়ে ইসলাম প্রচারে খ্যাতি অর্জন করেন।

সোনার গাঁও-এর সুলত'ান ফাখরু'দ্-দীন মুবারাক শাহ (১৩৩৮—১৩৫০ খৃ.) তাঁহার রাজত্বকালে মুসলিম দরবেশগণকে ইসলাম প্রচারে সহায়তা দান করেন। ১৩৪০ খৃ. শাহ বাদরু'দ্-দীন 'আল্লামাঃ চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। এই সময় কা'ওওয়াল পীর, শাহ মুল্লা মিসকীন, শাহ্‌নূর, শাহ্ আশ্‌রাফ কাবুলী, শাহ বাদ্দারী সাঁই ও শাহ মুবারাক 'আলী প্রমুখ দরবেশগণ চট্টগ্রামে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

সায়্যিদ রিদ'া' য়ামানী (১৩৪২—১৩৫৮ খৃ.) উত্তর বংগের একজন প্রভাবশালী ইসলাম প্রচারক ছিলেন।

লাখনৌতির সুলত'ান শামসু'দ্-দীন ইলয়াস শাহ (১৩৪২—১৩৯১ খৃ.) ও তাঁহার পুত্র সিকান্দর শাহ ইসলাম প্রচারে অত্যন্ত সহযোগিতা করেন। শেষোক্ত জনের সময় পাণ্ডুয়ায় বিখ্যাত আদিনা মাস্‌জিদ নির্মিত হয়।

নূর শাহ কু'ত'বু'ল-'আলাম (১৩৫০—১৪০৭ খৃ.) বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁহার খানকা'হ্‌র সংগে একটি বিরাট লংগরখানাও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সময় শায়খ আনওয়ার শহীদ ও শায়খ যাহিদ প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক ছিলেন।

হযরত রাসাতী শাহ (১৩৫১—১৩৮৮ খৃ.) ও তাঁহার সমসাময়িক শাহ মুহ'ম্মাদ বাগ'দাদী কুমিল্লা ও নোয়াখালী জিলায় ইসলাম প্রচার করেন।

সুলত'ান গিয়াছু'দ্-দীন আ'জ'ম শাহ (১৩৯৯—১৪১০ খৃ.) তাঁহার রাজ্যে ইসলামী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে মক্কার উম্মু হানী ফটকে এবং মদীনার বাবু'স্-সালামে দুইটি মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন এবং মক্কাতে একটি সরাইখানা ও 'আরাফাতে একটি খাল খনন করান।

খৃস্টীয় চতুর্দশ শতকের শেষে সায়্যিদু'ল-'আরিফীন পটুয়াখালী জিলায় ও শাহ লংগর ঢাকা এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন।

শাহ নূর কু'ত'বু'ল-'আলাম (১৪১৮—১৪৩৩ খৃ.)-এর প্রেরণায় রাজা গণেশের পুত্র যদু ইসলাম গ্রহণ করেন ও জালালু'দ্-দীন নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বাংলার বর্ণ হিন্দুদের মুসলিম-বিরোধী চক্রান্ত বানচাল করিয়া দেন। তাঁহার সময়ে বহু পৌত্তলিক ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি গৌড়ে একটি মস্‌জিদ, সরাইখানা ও বহু ইসলামী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। মক্কা শারীফেও তিনি একটি মাদ্‌রাসা নির্মাণ করেন। তিনি 'খালীফাতুল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করেন ও মুদ্রায় পবিত্র কালিমাঃ উৎকীর্ণ করেন।

পঞ্চদশ খৃস্টীয় শতকের মধ্যভাগে যায়নু'দ্-দীন বাগ'দাদী ও চিহিল গা'যী রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

সুলত'ান রুক্‌নু'দ্-দীন বারবাক শাহ (১৪৫৫—১৪৭৬ খৃ.) তাঁহার রাজত্বকালে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি নিজেও একজন বিজ্ঞ 'আলিম ছিলেন।

খান জাহান 'আলী (১৪৩৭—১৪৫৮ খৃ.) ও তাঁহার শিষ্যগণ ইসলাম প্রচারে খুলনা, যশোহর ও বরিশালে বিপুল অবদান রাখেন।

১৪৪০ খৃ. বাদ্‌রু'দ-দীন বাদ্‌রে 'আলাম শাহিদী এই অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। শাহ মাজলিসও বর্ধমান অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

১৪৭৭ খৃ. নূর কু'ত'বু'ল-'আলামের সুযোগ্য শিষ্য শায়খ হু'সাম্'দ-দীন মানিকপুরী এদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন।

হ'াজ্জী বাবা স'ালিহ' (১৪৮২—১৫০৬ খৃ.) নারায়ণগঞ্জে ও শাহ সাল্লাহ সোনারগাঁও অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

১৪৮৯ খৃ. শাহ 'আলী বাগ'দাদী ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

একদিল শাহ সুলত'ান হু'সায়ন শাহের আমল (১৪৯৩—১৫১৯ খৃ.)-এর প্রথম দিকে চব্বিশ পরগণা জিলায় ইসলাম প্রচার করেন। সুলত'ান হু'সায়ন শাহ নিজেও ইসলাম প্রচারের জন্য বহু মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।

শাহ দানিশমান্দ (১৫১৯—১৫৩২ খৃ.) সুলত'ান নাস'ীরু'দ-দীন নুস'রাত শাহের আমলে রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। সুলত'ান নাস'ীরু'দ্-দীন নুস'রাত শাহ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ সুলত'ান ছিলেন। এই সময়ে সম্রাট শেরশাহও এদেশে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা দান করেন।

১৫৫৬—১৬০৬ খৃ. আকবরের শাসনকালে শাহ জামাল জামালপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন ও তাঁহার নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম রাখা হয় জামালপুর। একই সময়ে খাওয়াজাঃ শারফু'দ্-দীন ওরফে খাওয়াজাঃ চিশ্‌তী ঢাকায় ইসলাম প্রচার করেন।

১৫৬৩—১৫৭২ খৃ. আফগ'ান সুলত'ান সুলায়মান ফারূক'ী ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে 'আলিম ও সূ'ফীগণের বিপুলভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন ও শারী'আতের বিধান কার্যকর করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

১৫৭৬—১৭২৭ খৃ. মুগল শাসনের এই যুগে ইসলাম খান, শায়েস্তা খান বিশেষ করিয়া সম্রাট আওরঙ্গযেবের আমলে ইসলামের প্রচার ও কুসংস্কার দূরীকরণে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সময় শাহ আদাম কাশ্মীরী ইসলাম প্রচারের জন্য সন্তোষে (টাঙ্গাইল) আসেন।

১৫৫৯—১৬০০ খৃ. ক'াদ'ী মু'আক্কিল ও শাহ নি'মাতুল্লাহ এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

নাওওয়াব মুরশিদকু'লী খান (১৬৭০—১৭২৭ খৃ.) নিজে ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং ইসলামের একজন উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইসলামী চেতনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

১৭১৫ খৃ. খাওয়াজাঃ আনওয়ার শাহ শহীদ বর্ধমানে, মাওলানা শাহ 'আবদু'র-রাশীদ ঢাকা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

১৭৫৭ খৃ. পলাশীর যুদ্ধ ও মুসলিম রাজত্বের পতন ঘটে।

১৭৬৩—১৭৮৭ খৃ. ফাক্বীর মাজনু শাহ উত্তর ও পূর্ব বংগের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী আন্দোলন সংগঠিত করেন ও বৃটিশ বিরোধী ফাক্বীর আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করেন।

১৭৭৯—১৮৩১ খৃ. শহীদ সায়্যিদ আহ্মাদ বেরেলব্ী ও ইসমা'ঈল শহীদের নেতৃত্বে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (১৭০৩—১৭৬৪ খৃ.)-এর বৈপ্লবিক কর্মসূচী অনুসারে ইসলামী খিলাফাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়। বালাকোটের ময়দানে বহু বাংগালী মুসলিম মুজাহিদ তখন শাহাদত বরণ করেন।

বাঁশের কেল্লার নায়ক শহীদ নিছার 'আলী তিতুমীর (র.) ইসলামী খিলাফাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন।

১৭৮১—১৮৬০ খৃ. হাজ্জী শারী'আতুল্লাহ ও তৎপুত্র মুহ্সিনু'দ্-দীন (দুদু মিয়া র.)-এর নেতৃত্বে ফারায়েজী আন্দোলন বাংলার মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। ইহাতে বহু কুসংস্কারের মূলোৎপাটন হয়।

১৮০০—১৮৭৩ খৃ. শহীদ সায়্যিদ আহ্মাদ বেরেলব্ীর শাগির্দ মাওলানা কারামাত 'আলী জৌনপুরী বিদ'আত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা প্রসারে বিপুল অবদান রাখেন।

১৮৫৭ খৃ. ইসলামী খিলাফাতও আযাদীর উদ্দেশ্যে মুসলিমদের নেতৃত্বে বিখ্যাত সিপাহী বিপ্লব ঘটে।

১৮৬৭ খৃ. দেওবান্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও ইহার প্রভাবে বাংগালী মুসলিম সমাজের ধর্মীয় জাগরণে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

১৮৭৭ খৃ. আলীগড় কলেজ (পরে বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা বাংগালী মুসলিম সমাজ চেতনায় যথেষ্ট অবদান রাখে।

এই যুগে হাজ্জী মুহাম্মাদ মুহ্সিন (র.), নওয়াব 'আবদুল-লাতীফ (র.), সায়্যিদ আমীর 'আলী (র.), মাওলানা শাহ 'আবদু'ল-কারীম, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ প্রমুখ মনীষী মুসলিম জাগরণে যথেষ্ট অবদান রাখেন।

১৯০৫ খৃ. বংগভংগের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলে মুসলিম-প্রধান নূতন প্রদেশ গঠিত হয়।

১৯০৬ খৃ. ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১১ খৃ. ভারতীয় হিন্দুদের দাবীর অনুকূলে বংগভংগ রহিত হয়।

১৯১৯—১৯২৪ খৃ. মাওলানা মুহাম্মাদ 'আলী ও মাওলানা শাওকাত 'আলীর নেতৃত্বে খিলাফাত আন্দোলন চলিতে থাকে।

১৯২১ খৃ. পূর্বাঞ্চলের জনগণ ও মুসলমান নেতাদের দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২০—১৯৪৭ খৃ. বাংলাদেশে মুসলিম রেনেসাঁর ফলে এই যুগে ইসমা'ঈল হোসেন সিরাজী, মৌলবী মুজিবুর রহমান, মুন্সী জমীরু'দ্-দীন, শেখ আবদুর রহীম, মোজাম্মেল হক, কবি কায়কোবাদ, মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ, মাওলানা মুনিরুয্যামান ইসলামাবাদী (র.), কাজী নজরুল ইসলাম, কবি শাহাদাত হোসেন, আবু নসর ওহীদ, মাওলানা আকরম খাঁ, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, কবি গোলাম মোস্তফা, কুরষ্টিয়ার (ময়মনসিংহ) চাঁদ মিয়া, আবু বক্র সিদ্দীকী (পীর সাহেব, ফুরফুরা), মাওলানা রূহুল-আমীন, মাওলানা সফিউল্লাহ, মাওলানা নিছারুদ্দীন, শেরে বাংলা ফজলুল হক, ডাঃ আবুল খায়ের, মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকী, মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী, মোবিনুদ্দীন আহমদ জাহাংগীর নগরী, এয়াকুব আলী চৌধুরী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলানা শামসুল হুদা পাঁচবাগী, ফররুখ আহমদ নিজামপুরী, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, আবুল মনসুর আহমদ, হাবীবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ আবদুর রব, আব্বাস উদ্দীন, ফজলুল হক সেলবর্সী, মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী, নওয়াব আলী চৌধুরী, মাওলানা মোয়েজ্জুদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক ও মনীষীর মাধ্যমে ইসলামী চেতনার নবজাগরণ হয়। এতদ্ব্যতীত খাদেমুল ইনসান সমিতি, আনজুমানে মুফীদুল-ইসলাম, কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ, বংগীয় মুসলিম সাহিত্য পরিষদ, মুসলিম সাহিত্য সমাজ, দৈনিক আজাদ, কোহিনূর, বুলবুল, রেনেসাঁ সোসাইটি, সাহিত্য সংসদ, মাসিক মোহাম্মদী, মোসলেম ভারত, নবনূর, হানাফী, সওগাত, নবযুগ, আল-ইসলাহ্, আল-ইসলাম, ছোলতান, কুরআন প্রচার সমিতি, জমিয়ত উলামা বাংলা ও আসাম প্রভৃতি সংস্থা ও পত্রিকার অবদানও অনস্বীকার্য।

১৯৪৭—১৯৭০ খৃ. পাকিস্তান আমলে মাওলানা আত্হার আলী (র.), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা তাজুল ইসলাম, মাওলানা মুশাহিদ, মাওলানা মুফ্তী দীন মুহাম্মাদ প্রমুখের ইসলামী সংস্কার-প্রচেষ্টাও বিপুল প্রভাব সৃষ্টি করে। মাওলানা আকরম খাঁ, কবি গোলাম মোস্তফা, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ইব্রাহিম খাঁ, কবি ফররুখ আহমদ, ডঃ এনামুল হক, এস. ওয়াজেদ আলী, ডঃ হাসান জামান, মাওলানা ফজলুল করীম, মাওলানা নূর মোহাম্মদ 'আজমী প্রমুখের রচনাও ইসলামী চেতনা সৃষ্টিতে কার্যকরী প্রভাব ফেলে। এতদ্ব্যতীত 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস,' জমিয়তে আহলে হাদিছ,' নেজামে ইসলাম,' 'জামা'আত-ই-ইসলামী,' 'তাবলীগ জামাত,' 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ইসলামী চেতনা জাগায়।

১৯৭১ খৃ. পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সাখাবী, আদ্-দাওউ'ল-লামি', তায্কিরাই-দামীর-এর আত্হার মুবারাকপুরী লিখিত ভূমিকার বরাতানুসারে, চট্টগ্রাম হি. ১৩৭৬; (২) সায়্যিদ আবু'ল-হাসান 'আলী নাদাবী তারীখ-ই-দা'ওয়াত ওয়া 'আযীমাত, লক্ষ্ণৌ, ৪র্থ সং., ১৯৭৮, ৩খ, ১৮০—৮২; (৩) মাখ্দূম শাহ শু'আয়ব ফিরদাওসী, মানাকি'বু'ল-আস্ফিয়া', কলিকাতা, পৃ. ১৩২; (৪) সায়্যিদ 'আবদু'ল-হায়্যি, নুয্হাতু'ল-খাওয়াতি'র, ২খ, হায়দরাবাদ ১৯৬২; (৫) Muin-ud-Din Ahmad Khan, Muslim Struggle for Freedom in Bengal, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1982; (৬) M. Mujeeb, The Indian Muslims, George Allen and Unwin Ltd, London, 1969; (৭) মুহাম্মাদ কাসিম, তারীখ-ই-ফিরিশ্তা, translated into English by John Briggs, Calcutta 1966; (৮) Khondkar Mahbubul Karim, The Provinces of Bihar and Bengal under Shajahan, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka 1974; (৯) 'আবদু'ল-কাদির ইব্ন মুলূক শাহ আল-বাদাউনী, মুন্তাখাবু'ত্-তাওয়ারীখ, translated into English by W. H. Lowe, Delhi 1973; (১০) Enayetur Rahim, Provincial Autonomy in Bengal (1937-1943), The Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, Rajshahi 1981; (১১) Shila Sen, Muslim

Politics in Bengal (1937—1947), Imdex India, New Delhi, 1976 ; (১২) Momtazur Rahman Tarafdar, Husain Shahi Bengal, Asiatic Society of Pakistan, Dacca 1965 ; (১৩) R. C. Majumdar, History of the Freedom Movement in India, Calcutta 1971 ; (১৪) Jadu Nath Sarkar, The History of Bengal, II, University of Dacca, 1948 ; (১৫) Syed Abdul Latif, An Outline of the Cultural History of India, Oriental Reprint, New Delhi 1974 ; (১৬) C. H. Philips, The Evolution of India and Pakistan (1858—1947), Select Documents, the English Language Book Society, 1965 ; (১৭) আবদুর রহিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৮১ ; (১৮) আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশে ইসলাম, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৮০ ; (১৯) বাংলা বিশ্বকোষ, সম্পা. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭৬ ; (২০) এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা ১৯৬১ ; (২১) A. Karim, Social History of the Muslims in Bengal, Dacca 1954 ; (২২) 'আল্লামাঃ, আবু'ল-ফাদ'ল, আঈন-ই-আকবারী, Fr. Blochmann, কলিকাতা ১৯৪৮ ; (২৩) 'আবদু'ল-হ'ামীদ লাহোরী, বাদশাহ-নামাহ, সম্পা. আকবর উদ্দীন আহমদ ও আবদুর রহিম, কলিকাতা ১৮৬৭ ; (২৪) 'আলা'উদ্-দীন ইস'ফাহানী, বাহারিস্তান-ই-গ'ায়বী, tr. M. I. Borah, গৌহাটি ১৯৩৬ ; (২৫) খাফী খান, মুন্তাখাবু'ল-লুবাব, সম্পা. কাবীরু'দ্-দীন আহ'মাদ, কলিকাতা ১৮৬৯ ; (২৬) খাওয়াজাঃ নিজ'ামু'ল-মুলক, সিয়াসাত—নামাহ, অনু. Hubert Darke, London 1960 ; (২৭) হাসান জামান, সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮০ ।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ

বি'ত্‌র (وتر), আভিধানিক অর্থ বিজোড়। হ'াদীছ' ও ফিক্'হশাস্ত্রে আনুষ্ঠানিক বিধান (আহ্'কাম) সম্পর্কিত একটি পারিভাষিক শব্দ, রাত্রে 'ইশার স'ালাত বাদ যে বিজোড় সংখ্যক রাক্'আতের (ওয়াজিব) স'ালাত আদায় করিতে হয়, তাহার নাম।

১। (ক) বি'ত্‌র (ব'াত্‌র রূপও স্বীকৃত) শব্দটি কু'রআন শারীফে এই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু হ'াদীছে' প্রায়ই শব্দটি পাওয়া যায়। হ'াদীছে' বি'ত্‌র অনুষ্ঠানের কিছুটা ইতিবৃত্ত প্রকাশ পাইয়াছে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্'ত স'ালাত (নামায) ফরয হওয়ার পর এই স'ালাতের হ'ুক্‌ম হয়। কোন কোন হ'াদীছে' বলা হইয়াছে যে, বি'ত্‌র বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব) ধরনের অতিরিক্ত স'ালাত বলিয়া অভিহিত (ইহাই হ'ানাফীদের গৃহীত মত)। মু'আয্' ইব্‌ন জাবাল (রা) সিরিয়ায় উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, সেই দেশের লোকজন অনেকেই বি'ত্‌রের স'ালাত পড়ে না; সুতরাং তিনি এই বিষয় সম্পর্কে মু'আবি'য়ার সহিত আলোচনা করেন। মু'আবি'য়াঃ (রা) তাঁহাকে প্রশ্ন করেন ঃ তবে কি উক্ত স'ালাত বাধ্যতামূলক? মু'আয' উত্তরে বলেন ঃ হাঁ, আল্লাহ্‌র রাসূল বলিয়াছেন ঃ আমার প্রভু আমার জন্য নির্ধারিত স'ালাতের অতিরিক্ত আরও এক প্রকার স'ালাত নির্দিষ্ট করিয়াছেন, উহার নাম বি'ত্‌র ; 'ইশা' (তু. মীক'াত) এবং ফাজ্‌রের মধ্যে উহার সময় (আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, ৫খ, ২৪২)। এই হ'াদীছ' অনুযায়ী বর্ণিত আছে যে, বি'ত্‌রের স'ালাত সময়মত আদায় করিতে ভুলিয়া গেলে বা পরিত্যাগ করিলে ক'াদ'া পড়িতে হইবে (আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ২খ, ২০৬ ; ইব্‌ন মাজাঃ, ইক'ামাঃ, ব, ১২২)। পক্ষান্তরে 'উবাদাঃ ইব্‌নি'স'-স'ামিত (রা) অন্য একটি ভিন্ন মর্মের হ'াদীছে'র বরাতে উহার বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করেন (আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৫খ, ৩১৫ এবং প. ৩১৯)।

বি'ত্‌র সম্পর্কে আরও কিছু হ'াদীছ' বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, 'হযরত মুহ'াম্মাদ (স') জনগণকে বি'ত্‌র স'ালাত পড়িতে উপদেশ দিয়াছেন। কারণ আল্লাহ বি'ত্‌র (বিজোড় অর্থাৎ এক) এবং তিনি বি'ত্‌র পসন্দ করেন' (আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১খ, ১১০)।

আরও কিছু হ'াদীছ' রহিয়াছে যাহার মর্মানুযায়ী বি'ত্‌র স'ালাত সুন্নাত বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহা হ'ানাফী মায্'হাব ব্যতীত অন্যান্য মায্'হাবের মত বলিয়া গৃহীত। এই ধরনের হ'াদীছ'সমূহে স্পষ্টত উহার বাধ্যতামূলক বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করত বিতর্ক সৃষ্টি করা হইয়াছে; এই সকল হ'াদীছ' হযরত 'আলী (রা) হইতে বর্ণিত বলিয়া প্রায়ই কথিত হয় (আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১খ, ৮৬, ৯৮, ১০০, ১১৫, ১২০, ১৪৫, ১৪৮ ইত্যাদি)। সম্ভবত অপরাপর অনুষ্ঠান সম্পর্কিত সমস্যার ন্যায় বি'ত্‌রের প্রশ্নটিও প্রাচীন শী'আঃ সম্প্রদায়ের বিতর্কের তালিকাভুক্ত।

(খ) হ'াদীছে' বি'ত্‌রের স'ালাত পড়িবার সময় সম্বন্ধে রাত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কথা উল্লিখিত আছে। "বি'ত্‌রের স'ালাত কয়েক জোড়া রাক'আত পড়িবার পর ফাজ্‌র হইতেছে বলিয়া আশংকা হইলে এক রাক'আত যোগ করিয়া পূর্ণ সংখ্যা বিজোড় করিবে" (আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ২খ, ৫, ৯, ১০, ৭৫)। অন্যান্য হ'াদীছে' ফাজ্‌রের পূর্বে আদায় করার উদ্দেশ্যে দ্রুত করার নিমিত্ত তিনি রাক'আতের উল্লেখ আছে (ফা-বাদির আস'-সু'ব্‌হ' বি-রাক'আতায়ন, আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ২খ, ৭১), আবার তের রাক'আতের কথাও উল্লিখিত আছে (তির্‌মিয'ী, বি'ত্‌র, বাব ৪)। আর সাধারণভাবে ফাজ্‌রের পর বি'ত্‌র পড়ার নির্দেশ নাই (তু. মালিক, মুওয়াত্ত'া', বি'ত্‌র, হ'াদীছ' ২৪—২৮ এবং ত'ায়ালিসী, নং ২১৯২ ঃ যে ব্যক্তি বি'ত্‌র, সু'ব্‌হে'র পূর্বে পড়ে নাই তাহার জন্য আর বি'ত্‌র নাই)।

রাত্রের প্রথমভাগেও বি'ত্‌র পড়া সম্বন্ধে উল্লেখ আছে (নীচের ২ দ্র.)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নির্দেশানুসারে আবূ হুরায়রাঃ (রা) ঘুমাইবার পূর্বে বি'ত্‌র পড়িতেন (তির্‌মিয'ী, বি'ত্‌র, বাব ৩)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') স্বয়ং রাত্রের যে কোন সময় বি'ত্‌র পড়িতেন (তির্‌মিয'ী, বি'ত্‌র, বাব ৪)। 'ইশা' এবং ফাজ্‌রের মধ্যবর্তী এই প্রশস্ত সময়ে বি'ত্‌র পড়িতে হ'াদীছে' বলা হইয়াছে (আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৫খ, ২৪২)। এক রাত্রে একবারের অধিক বি'ত্‌র স'ালাত পড়া নিষিদ্ধ (আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৪খ, ২৩)।

হ'ানাফী মতে শুধু তিন রাক'আত বি'ত্‌রের স'ালাত পড়া ওয়াজিব। ফাজ্‌রের পূর্বে বি'তর পড়িতে না পারিলে সূর্য উঠার পর বা অন্য সময় ক'াদ'া পড়িতে হয়, কিন্তু ফাজ্‌রের স'ালাতের পর সূর্য উঠার পূর্বে কোন প্রকার স'ালাতই সিদ্ধ নহে।

(গ) হ'াদীছে' প্রায়ই বি'ত্‌র সম্পর্কে রাকা'আত, দু'আ, দরূদ উল্লিখিত হয়। বি'ত্‌রে এইগুলির অনুসরণ করা হয় (দ্র. নাসা'ঈ, কি'য়ামু'ল-লায়ল, বাব ৫১, ৫৪ ; আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১খ, ১৯৯, ৩৫০)।

২। বিভিন্ন মায্'হাব কর্তৃক নিরূপিত বি'তুরের স'ালাতের প্রধান প্রধান নিয়ম-ক'ানূনে অতি সামান্যই পার্থক্য দেখা যায় (দ্র. শা'রানী, পৃ. ১৯৮ প.), উহাতে একটিমাত্র পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। হ'ানাফীগণ বলেন, উহা ওয়াজিব আর অন্যান্য মায্'হাবের মতে সুন্নাত [তু. উপর ১(ক)]। শাফি'ঈ মতানুসারে নিয়মগুলি নিম্নরূপঃ

রাক'আতের সংখ্যা এক হইতে এগারো পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যায় পড়া যায়; নিয়্যাত্ (দ্র.) অবশ্যই করিতে হয়; প্রত্যেক দুই রাক'আতের পর এবং সর্বশেষে তাশাহ্হুদ ও সালাম পড়িতে হয়। যাহারা রাত্রির প্রথম তৃতীয়াংশে বি'তুরের স'ালাত পড়ে না, তাহাদের জন্য এই স'ালাতের উৎকৃষ্ট সময় ঠিক তাহাজ্জুদের (দ্র.) পর রামাদ'ানের দ্বিতীয়ার্ধে (দ্র. তারাবি'হ') বি'তুর স'ালাত কু'নূত দ্বারা দীর্ঘায়িত করা হয়। হ'ানাফী মতে সকল সময়েই বি'তুর স'ালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ'-তে যাইবার পূর্বে দু'আ কু'নূত (দ্র. কু'নূত) পড়িতে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হ'াদীছ' সংগ্রহসমূহের 'বি'তুর' সম্পর্কিত অধ্যায়; (২) A. J. Wensinck, Handbook দ্র.; (৩) আল-মারগি'ন্যানী, আল-হিদায়াঃ ওয়া'ল-কিফায়াঃ, বোম্বাই ১৮৬৩, ১খ, ১৫২ প.; (৪) Fatawi 'Alamgiri, কলিকাতা ১৮২৯ খৃ., ১খ, ১৫৫ প.; (৫) আশ-শাফি'ঈ, কিতাবু'ল-উম্ম, কায়রো ১৩২১ হি., ১খ, ১২৩ প.; (৬) আবূ ইস্হ'াক' আশ-শীরাযী, তান্বীহ, ed Juynboll, p. 27; (৭) আল-গ'াযালী, কিতাবু'ল-ওয়াজীয, কায়রো ১৩১৭ হি., ১খ, ৫৪; (৮) ঐ, ইহ্'য়া', কায়রো ১৩০২ হি., ১খ, ১৭৭ প.; (৯) ইব্ন হ'াজার আল-হায়তামী, তুহ্'ফাতি'ল-মুহ্'তাজ বি-শার্হি'ল-মিন্হাজ, কায়রো ১২৮২ হি., ১খ, ২০৩—২০৫; (১০) আবু'ল-ক'াসিম আল-মুহ'াক্'কি'ক', কিতাব শারা'ই'ল-ইসলাম, কলিকাতা ১২৫৫ (১৮৩৯), পৃ ২৫; (১১) আবু ত'ালিব আল-মাক্কী, কূ'তু'ল-কুলুব, কায়রো ১৩১০ হি., ১খ, ৩১; (১২) আশ-শা'রানী, কিতাবু'ল-মীযান আল-কুব্রা, কায়রো ১২১৯ হি., পৃ. ১৯৮ প.; (১৩) Lane, Manners and Customs, Index দ্র. Taraweeh Prayers; (১৪) C. Snouck Hurgronje, Mr. L. W. C. v. d. Berg's beoefening v. h. moh, recht, p. 402 প. (Verspreide Geschriften, ii. 101 প.); (১৫) Th. W. Juynboll, Handleiding tot de kennis der mohaammedansche wet, Leyden 1925, p. 75.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

বিদ্'আত্ (بدعة : বিদ্'আঃ), ইহার অর্থ ঐ মত, বস্তু বা কর্মপ্রণালী যাহার অনুরূপ কোন কিছু পূর্বে বর্তমান ছিল না বা সম্পাদন করা হয় নাই; নব প্রবর্তন বা অভিনবত্ব। ধর্মের স্বীকৃত উৎসগুলির (উস'ূল) সহিত যে সকল নব-প্রবর্তিত ধর্ম-নৈতিক বিশ্বাসের কোন সামঞ্জস্য নাই এবং মুসলিম সমাজে এমন যে সব নূতন ধারণা ও রীতিনীতির উদ্ভব হয় যাহা রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর জীবন যাপন প্রণালীর সহিত খাপ খায় না তাহা বুঝাইতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাজেই ইহা বাস্তব অবিশ্বাস (কুফ্র) না হইলেও ধর্মদ্রোহিতার নিকটবর্তী ব্যক্তিগত মতানৈক্য ও স্বাধীন মত বটে।

বিদ্'আতের ক্রমবিকাশ ব্যাপারে বড় বড় দুইটি দলের উদ্ভব হয়। একটি হইতেছে রক্ষণশীল দল। অতীতে প্রধানত হ'াম্বালীগণ এবং বর্তমানে ওয়াহ্হাবীগণ এই দলের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের মতে মু'মিনদের কর্তব্য হইল তাবেদারী (ইত্তিবা'), সুন্নার অনুসরণ—নূতন কিছু করা (ইবতিদা') নহে। অপর দলটি পারিপার্শ্বিকতা ও অবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপার স্বীকার করেন এবং শিক্ষা দেন যে, বিভিন্ন মাত্রায় ও বিভিন্নভাবে ভাল ভাল বিদ্'আত্ এবং এমন কি প্রয়োজনীয় বিদ্'আত্ও রহিয়াছে। আশ্-শাফি'ঈর মতে যাহা কিছু অভিনব এবং কু'রআন, সুন্নাঃ, ইজ্মা' বা স'াহ'াবীদের কথা ও কাজের (আছ'ার) পরিপন্থী তাহাই বিদ্'আত এবং উহাই বিপথে চালিত করে। কিন্তু কোন ভাল অভিনবত্ব, যাহা ঐগুলির প্রতিকূল নহে, তাহা প্রশংসনীয় বিদ'আত্। আরও বিশদ শ্রেণীভেদ অনুযায়ী নব প্রবর্তনগুলিকে ধর্মীয় অনুশাসনের পাঁচটি নিয়মে (আহ্'কাম) বিভক্ত করা হয়।

যথা ঃ ১। কোন কোন নব-প্রবর্তন মুসলমান সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য, (ফার্দ' কিফায়াঃ)। তাহা হইল কুর'আন ইত্যাদি বুঝিবার জন্য 'আরবী ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন, যোগ্য সাক্ষীর ('আদিল) সাক্ষ্য গ্রহণ ও অযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য বর্জন, জাল হ'াদীছ' হইতে স'াহ'ীহ' হ'াদীছ'গুলি পৃথকীকরণ, ধর্মীয় আইন (ফিক্'হ) লিপিবদ্ধ-করণ ও ধর্মবিরোধীদের মতবাদ খণ্ডন; ২। ইসলামের বিধান বিরোধী সমস্ত ধর্মবিরুদ্ধ পদ্ধতি (মায'াহিব) অনুসরণ নিষিদ্ধ (হ'ারাম); ৩। মুসলিমদের জন্য ধর্মালয় (রিবাত'াত) ও বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্য প্রশংসনীয় (মান্দূব); ৪। মসজিদ ও কু'রআন অলংকৃত করা না-পসন্দ (মাক্রূহ); ৫। উত্তম পানাহার প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয় জাইয (মুবাহ')।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আত-তাহানব'ী, কাশ্শাফ, কলিকাতা ১৮৫৪ খৃ. হইতে ১৮৬২ খৃ., পৃ. ১৩৩ প.; (২) আর-রাগি'ব, আল-মুফ্রাদাত, শব্দটির ধাতুর অধীন বর্ণনা; (৩) আবূ বাক্র আত'-ত'ারতূ'শী, কিতাবু'ল-হ'াওয়াদিছ' ওয়া'ল-বিদ্'আঃ, তিউনিসিয়া ১৯৫৯ খৃ.; (৪) Goldziher, Muh. Studien; (৫) Macdonald, Development of Muslim Theology, index, দ্র. bid'a and mubtadi'.

D. B. Macdonald (S.E.I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

বির্গেব'ী বা বির্গীলী (برکوی ، برگیلی) মুহ'ম্মাদ ইব্ন পীর 'আলী; জনৈক তুর্কী ধর্মতত্ত্ববিদ; ৯২৮/১৫২২-এ বালিকেসরীতে জন্ম; ঐ শহরেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন; পরে কনস্টান্টি-নোপলে অধ্যয়ন করেন; সেখানে বায়রামিয়্যাঃ (দ্র.) সংঘভুক্ত হন। এডির্নে কিছুকাল অবস্থানের পর কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিতে চাহেন; কিন্তু 'আত'া'উল্লাহ এফেন্দী কর্তৃক বির্গের মাদ্রাসার মুদার্রিস নিযুক্ত হইয়া আমরণ (৯৮১/১৫৭৩) সেখানে কাজ করেন। প্রধানত 'আরবীতে লিখিত অনেক পুস্তক তাঁহার সাহিত্যিক কার্যতৎপরতার সাক্ষ্য। এগুলির অধিকাংশই ব্যাপকতম অর্থে ধর্মশাস্ত্র, কু'রআন পাঠের ক'া'ইদাঃ, ধর্মমত প্রচারণা বিদ্যা ও ওয়াক্'ফ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ধর্মনৈতিক ব্যাপার লইয়া লিখিত। ওয়াক্'ফ প্রতিষ্ঠা লইয়া তাঁহার সমসাময়িক প্রধান মুফ্তী আবু'স-সু'উদের সহিত তাঁহার বিতর্ক হয়। তাঁহার অন্যান্য পুস্তক 'আরবী ব্যাকরণ সংক্রান্ত। Brockelmann এই সকল পুস্তকের একটি তালিকা (GAL. ii. 583 প.; Suppl. ii., 654 প.) দিয়াছেন। তাঁহার তুর্কী প্রশ্নোত্তরমালার জন্যই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত; ইহা সচরাচর সংক্ষেপে রিসালা-ই-বির্গেব'ী নামে পরিচিত এবং ওয়াসি'য়্যাত-নামাহ্ নামেও অভিহিত হয়। পুস্তকখানা পুনঃপুনঃ মুদ্রিত ও অনূদিত হইয়াছে।

(তু. Zenker, Bibliotheca Orientalis, i, No. 1463 প.; ii., No. 1192 প.; JA, 1843, ii. 32, 55; 1859, i. 524; Dieterici, Chrestomathie Ottomane, p. 38 প.; অনুবাদগুলির মধ্যে Garcin de Tassy-এর L' Islamisme d'apres le Coran etc. 3rd ed. (1874)-এর ফরাসী অনুবাদই এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরিউল্লিখিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত ঃ (১) 'আলী ইব্ন বালী, আল-ইক্'দু'ল-মানজু'ম ফী যি'ক্র আফাদি'লি'র-রূম, পৃ. ৪৩০ প. (ইব্ন খাল্লিকানের কায়রো ১৩১০ সংস্করণের হ'াশিয়ায়)।

Anonymous (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

বি'রদ্ (ورد) বহুবচনে আওরাদ। পরিভাষা হিসাবে বি'রদ (আভিধানিক অর্থ "পানি পান করিবার বা করাইবার জন্য ঘাটে নামা", উহার উচ্চারণ ওয়ারুদ হইবে না) শব্দের অর্থ সেই নির্দিষ্ট সময়টুকু (ওয়াক্'ত) যাহা ধার্মিক বিশ্বাসী ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতে অতিবাহিত করেন (ইহা নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্'ত স'ালাতের উপর অতিরিক্ত)। এই প্রসঙ্গে যে সব দু'আা-কালাম পড়া হয় তাহাকেও বি'রদ বলে, কিন্তু উহার জন্য যথার্থ শব্দ হইল হি'য্‌ব (দ্র.) (বহুবচনে আহ'যাব, তু. মাক্কী, কূ'তু'ল-কু'লূব, ১ খ, ৮১-৮৪ এবং ১ খ, ৪-২২)। সহজতম বি'রদ চারি রাক'আত স'ালাত যাহাতে কু'রআন শারীফের এক সপ্তমাংশ আবৃত্তি করা হয়; কিন্তু প্রথম দিকে ছিল উহা ব্যক্তিগতভাবে ও নির্জনে সম্পন্ন শ্রদ্ধাজ্ঞাপক দু'আা (দু'আা' দ্র.) (সুন্নী এবং শী'ঈ তু. কুলায়নী, কাফী, শেষভাবে—এবং খারিজী, তু. জায়তা'লী, ক'নাতি'রু'ল-খায়রাত, ৩খ. ৩৯৭—৪১৬) উহাতে প্রার্থনা বাক্যও সংযুক্ত ছিল, তাহা হয় বিচ্ছিন্ন উক্তি (বাসমালা' তাহ্‌লীল, তাক্‌বীর, তাস্‌বীহ', তাস্‌লিয়াঃ, ইস্'তিগ্'ফার, ইস্তি-'আযা'ঃ) অথবা বিচ্ছিন্ন শব্দসমষ্টি (আল্লাহ্‌র 'আরবী নামসমূহ ঃ আল্লাহ্, হুওয়া এবং উদ্ভাবিত বা গোপনীয় নামসমূহ), কারণ এই সকল শব্দ ফলপ্রসূ বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

যখন মুসলিমদের মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন পদ্ধতির ভিত্তিতে নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল তখন উহাদের কতক সম্প্রদায় শী'আঃ মতবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া নব দীক্ষিতের জন্য সম্প্রদায় ভুক্তির প্রথম সোপান হিসাবে বায়'আতের প্রথা প্রবর্তন করে এবং প্রথম দিনে নব দীক্ষিতকে একটি বিশেষ বি'রদ (তাল্‌ক'ীন আশ্‌খি'"ল-বি'রদ) শিক্ষা দিতে থাকে, যাহা তাহাদের সম্প্রদায়গত বিশিষ্ট যি'ক্‌ররূপে গণ্য হইত, (প্রথম প্রচার সম্বন্ধে তু. L. Massignon, Recueil, 1929, p. 107) ও পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে প্রত্যেক জামা'আতের বিশিষ্ট যি'ক্‌র-এ পরে যাহা পরিণত হয়। কার্যত বি'রদ্ দুই ভাগে বিভক্ত ঃ বি'রদ্ 'আাম (যি'ক্‌র জ'াহিরী), উহা শব্দ করিয়া যি'ক্‌র করার একটি নিয়ম, উহা কোন কোন সময়ে কিছুটা দীর্ঘও হয় (কয়েক শতবার ইস্‌তিগ'ফার প্রভৃতি প্রতিদিন কয়েকবার ঃ 'আলাবি'য়্যাদের মধ্যে ইহা ফাজ্‌র ও মাগ্'রিব বাদ), এবং বি'রদ্ খাস' (যি'ক্‌র সিরুরী) আল্লাহ্‌র গুপ্তনাম, গূঢ় রহস্য (যথাঃ য়্যা লাত'ীফ, সানূসীয়াদের মধ্যে), এই সকল যি'ক্‌র শায়খরূপে নবদীক্ষিতদের নিকট প্রকাশ করেন (তু. হ'াসান ক'াদিরী, ইরশাদু'র-রাগি'বীন, পৃ. ২৭-২৮, ইব্‌ন 'আলীওয়া-এর ক'াওল মাক'বূল-এর শেষে প্রকাশিত, তিউনিস, নাহ্‌দ'া, ১৩৩৯)। সমবেত আবৃত্তিতে ব্যবহৃত বিশেষ সম্প্রদায়ের বি'রদ্‌কে প্রেয়ত হি'য্‌ব্ বা যি'ক্‌র বলা হইত (প্রাচীন নাম সামা', বর্তমানে ওয়াজ'ীফাঃ)।

মুহ'াদ্দিছ'গণের হ'াদীছ' সংকলনের ন্যায় খৃস্টীয় চতুর্দশ শতক হইতে আওরাদের বিশেষ সংকলন প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহাতে দীক্ষাদান পরম্পর ইস্‌নাদসহ প্রধান প্রধান সূফী ত'ারীক'ার আওরাদ আছে। এই বিষয়ের গ্রন্থসমূহের মধ্যে আবাবক্'হের হ'াফিজ' কুব্‌রাব'ী আহ'মাদ ইব্‌ন আবি'ল-ফুতূহ' ত'াউসীর রিসালাঃ সর্বপ্রাচীন। ইহা ৮২২/১৪১৯-এর কিছু পরে সংকলিত হইয়াছে (তু. কু'শাশী, সিম্‌ত', পৃ. ৭৫, ১০৯ এবং কাত্তানী, ফিহ্‌রিস্‌ত, ১খ, ৩৩৭; ২খ, ২৭৪—২৭৫, ৩০৬—৩১১)। শাত্'ত'ারী গ'াওছ' হিন্দী' (মৃ. ৯৭০/১৫৬২), তাঁহার সময় পর্যন্ত প্রচলিত সকল বি'রদ্ পুনর্বিন্যাস করতঃ (জ'াওয়াহির এবং দারাজাত গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; আবু'ল-মাওয়াহিব শিন্নাবা'ী (মৃ. মদীনায় ১০২৮/১৬১৯; শারহ' 'আলা'ল-জ'াওয়াহির গ্রন্থে) আহ'মাদ কু'শাশী (মৃ. ১০৭০/১৬৬১; তু. তাঁহার সিম্‌ত' মাজীদ, লিথো হায়দ্‌রাবাদ ১৩২৭) এবং হ'াসান উজায়মী (রিসালাঃ; তু. 'আয়্যাশী; রিহ্'লাঃ, লিথো ফাসে তা. বি., কাত্তানী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ১খ, ৩৩৬—৩৩৭; ২খ, ১৫০, ১৯৩—১৯৫, ৩৯৬) গ'াওছ' হিন্দীর অনুসরণে বি'রদ্‌সমূহ সংকলন করিয়াছেন। উহার চরম উৎকর্ষ ঘটে সানূসী কর্তৃক রচিত আস্‌-সাল্‌সাবীলু'ল-মু'ঈন নামক প্রখ্যাত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে, উহা অদ্যাবধি অপ্রকাশিত (তু. ত'ারীক'াঃ প্রবন্ধ এবং L. Massignon, Recueil, 1921, পৃ. ১৬৯—১৭১), এই পুস্তকে সব কিছু পাওয়া যায় এমন কি হিন্দু যোগীদের বি'রদ্‌ও। এই সকল বি'রদ্‌ের সংগ্রহ ইজাযাত্ গ্রহণ পূর্বক হ'াজ্জীগণ মক্কা হইতে আনয়ন করিয়াছেন এবং সমগ্র মুসলিম জগতে ছড়াইয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ এ সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থ 'আবদু'ল-হ'ায়্যি কাত্তানী প্রণীত ফিহ্‌রিস্তি'ল-ফাহারিস, ফাস ১৩৪৩, দুই খণ্ড।

L. Massignon (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

বিল্‌ক'ীস (بلقيس) সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী এক মহিলা, যিনি মুসলিমগণের মধ্যে প্রচলিত 'সাবাা' রাজ্যের রাণী ছিলেন। এই রাণী সম্বন্ধে বাইবেলের পুরাতন টেস্টামেন্টে I kings অধ্যায়ের ১০ম পরিচ্ছেদে ১-১০ ও ১৩ বচনে প্রদত্ত কাহিনী হইতে আরও উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছিল।

কু'রআনের ২৭ সূরাঃ, ২০-৪৪ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাবাার পৌত্তলিক রাণী সূর্যের উপাসনা করিতেন; সুলায়মান ('আ) তাঁহাকে প্রকৃত স্রষ্টার 'ইবাদাত করার আদেশ দিয়া হুদ্‌হুদ্ পাখীর মারফতে পত্র প্রেরণ করেন। রাণী আতংকে সুলায়মান ('আ)-এর নিকট উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন, কিন্তু উহা সাদরে গৃহীত হয় নাই। তিনি নিজে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসার পূর্বেই সুলায়মান ('আ) কিতাবের জ্ঞান ছিল এমন এক ব্যক্তির দ্বারা (কাহারও মতে ইনি ছিলেন সুলায়মান ('আ)-এর উযীর আস'াফ) তাঁহার সিংহাসনখানা আনাইয়া লন। তিনি আগমন করিলে পর সিংহাসনটি চিনিতে পারেন কিনা তাহা পরীক্ষা করাই ছিল সুলায়মান ('আ)-এর উদ্দেশ্য। পরে তিনি তাঁহাকে একটি কাঁচমণ্ডিত কক্ষে লইয়া যান। ভাষ্যকারদের মতে তাঁহার পা সত্যই লোমশ ছিল কিনা তাহা পরখ করাই ছিল সুলায়মান ('আ)-এর মতলব। সুলায়মান ('আ) যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই হয়; রাণী চক্‌চকে মেঝেকে পানি মনে করিয়া পরিধেয় বস্ত্র উত্তোলন করেন; পরিশেষে তিনি সুলায়মান ('আ)-এর ধর্মে দীক্ষিতা হন।

কু'রআনে বিল্‌ক'ীসের নাম পাওয়া যায় না। এই নামকরণ

সম্পর্কে কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে ; একটি হইল গ্রীক পাল্লাকিস। তাহাতে সুলায়মান ('আ) ও সাবার রাণীর বিবাহের গল্প পাওয়া যায়। য়াহূদীদের মধ্যে অতি প্রাথমিক অবস্থায়ই এই গল্প ব্যাপকরূপে প্রচলিত ছিল অথবা ইহা 'নাওকালিসের' অপভ্রংশ ঃ যোসেফাস সাবার রাণীকে এই নামেই অভিহিত করিয়াছেন ; তিনি তাঁহাকে মিসর ও ইথিওপিয়ার রাণী বলিয়া বিবেচনা করেন। 'আরবীতে নাওকালিস বিলক'ীসে রূপান্তরিত হইয়াছে মনে হয়। তাঁহার সম্পর্কে মুসলিম উপাখ্যানের ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট নহে, তবে এই উপাখ্যান অনুযায়ী বিল্ক'ীসকে দক্ষিণ 'আরবের রাজবংশের তালিকায় স্থান দেওয়া হইয়াছে। Hammer-Purgstall in Rosenol and G. Weil, Biblische Legenden der Musulmanner, ২৪৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বিশদ বিবরণ কেবল ভারতীয় ও পারসিক প্রভাবেই ইহার চূড়ান্ত রূপলাভ করিয়া থাকিতে পারে ; গল্পটি অন্যত্র ভিন্ন আকারে পরিদৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্থলে ত'াবারীর ফারসী উদ্ধৃতিতে (Zotenberg অনূদিত, ১খ, ৪৪৩ পৃ.) বিল্ক'ীসের জন্মের মনোরম গল্প পাওয়া যায়। তদানুযায়ী তিনি ছিলেন আবু শারহ' নামক জনৈক চীনা ভূপতি ও এক পরীর কন্যা। পক্ষান্তরে যামাখ্শারীর মতে, তিনি ছিলেন শুরাহি'লের পুত্র হি'ম্য়ারী তুব্বা'র পরিবারভুক্ত এবং মা'রিবের প্রাসাদে বাস করিতেন। খৃস্টান আবিসিনিয়ায় সাবার রাণীকে মাকেদা বলা হয় ; তথায় প্রচলিত উপাখ্যান হইতে জানা যায়—সাবার রাণীর সহিত সুলায়মান ('আ)-এর বিবাহ হইতে তথাকার রাজবংশের উদ্ভব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) যামাখ্শারী, আল-কাশ্শাফ ; (২) আল-আলূসী, রূহ'ল-মা'আনী, মিসর, ১৯খ. ; (৩) Grunbaum, Neue Beitrage zur semitischen Sagenkunde, p. 211—221 ; (৪) Salzberger, Die Solomosage (diss., 1907) ; (৫) for the Abyssinian legend see Praetorius, Fabula de regina Sabaea apud Aethiopes ; (৬) E. Littmann, The legend of the Queen of Sheba in the tradition of Axum (Bibliotheca Abessinica, i.) ; (৭) J. Horovitz, Koranische Unter—suchungen, p. 102 ; (৮) Jones and Monroe, Histoire de l'Abyssinie, French transl., Paris 1935, p. 31.

A. Carra de Vaux (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

বিলায়ত (ولاية ঃ বি'লায়াঃ), যে কোন আইনগত যোগ্যতার অর্থে একটি সাধারণ পরিভাষা।

১। শাসনতান্ত্রিক বিধানে উহার অর্থ সার্বভৌম কর্তৃত্ব, ক্ষমতা [সুল্ত'ান ; ইবনু'স-সিক্কীত (মৃ. ২৪৩/৮৫৭), লিসান গ্রন্থ দ্র.] অথবা সার্বভৌম অধিপতি কর্তৃক ন্যস্ত ক্ষমতা, শাসনকর্তা বা ওয়ালীর পদ। বি'লায়াঃ-এর শাব্দিক উৎপত্তি 'ওয়ালিয়া'-কর্তৃত্ব করা হইতে, কিন্তু ইহার ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে কু'রআনের সূরাঃ নিসার ৫৯ আয়াত হইতে ঃ "হে বিশ্বাসিগণ ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূল (স') এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাহাদের আনুগত্য কর।" বি'লায়াঃ আল্লাহ্ মঞ্জুর করেন বলিয়া স্বীকৃত এবং উহা ফারদ' 'আলা'ল-কিফায়াঃ। সাধারণ ও বিশেষ বি'লায়ার মধ্যে পার্থক্য করা হয়। ইমাম (দ্র.) অথবা খালীফাঃ (দ্র.) সাধারণ বি'লায়াঃ-র অধিকারী। মাওয়ারদীর মতে উযীর এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ সাধারণ বি'লায়ার অধিকারী। শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ প্রদেশের পক্ষান্তরে সেনাপতিগণ, বিচারকগণ, ইমামগণ (উদাহরণত স'ালাতের ইমাম), হ'াজ্জের ইমাম, অর্থ দফতরের কর্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য আরো অনেকে বিশেষ বি'লায়াঃর অধিকারী। বি'লায়াঃ-র অধিকারিগণ অবশ্য পূর্ণ বয়স্ক (বালিগ') পুরুষ, সুষ্ঠু মানসিক বৃত্তিসমূহের অধিকারী, শারীরিক ত্রুটিবিহীন, 'আদল (ন্যায়বান) এবং শিক্ষা ও জ্ঞানে উক্ত পদের যোগ্য হইবেন। বিশেষ বিশেষ পদের জন্য আরও শর্ত রহিয়াছে (যথা ঃ ক'াদ'ী অবশ্যই স্বাধীন ব্যক্তি হইবেন)।

বি'লায়াঃ-র অন্য অর্থ কোন কর্মচারীর নিয়োগ এবং নিয়োগ-পত্র। পরবর্তীকালে উহার প্রচলিত অর্থ প্রশাসনিক বিভাগ বা অঞ্চল।

২। ব্যক্তিগত আইন অনুযায়ী প্রত্যেক স্বাধীন ব্যক্তি বি'লায়াঃ-র (সাধারণ উচ্চারণ ওয়ালায়াঃ ; তু' লিসান), স্বীয় কার্যনির্বাহ ক্ষমতার অধিকারী (তু. উদাহরণত সারাখ্সী, মাব্সূত', ২৪ খ, ১৫৭ প.)। কোন ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা অপরের নিকট হস্তান্তর করা যায় এবং অবশ্যই করিতেও হয়। এতদসত্ত্বেও ইসলামী আইন-বিশারদগণ শুধু একটি ওয়ালায়াঃ সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আমরা এবংবিধ ওয়ালায়াঃ-র সাক্ষাত পাই ওয়াক্'ফ সম্পত্তির ক'র্য নির্বাহের ক্ষেত্রে উইল সম্পাদনকারীর বেলায়, নাবালক শিশুর সম্পর্কে পিতার ক্ষেত্রে, বিশেষত ওয়ালায়তু'ন-নিকাহ্' (নিকাহ' দ্র.) এবং ওয়ালায়াতু'ল-মাল অর্থাৎ অভিভাবকত্বের (বি'লায়াঃ)। শেষোক্তটির সম্বন্ধেই শুধু এখানে আলোচনা করা হইবে।

(ক) হযরত মুহ'াম্মাদ (স') সর্বদা অনাথদিগকে আশ্রয়দানে আগ্রহান্বিত ছিলেন। মক্কায় অবতীর্ণ কিছু আয়াতে উক্ত হইয়াছে ঃ "য়াতীম যতদিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হয় ততদিন তাহার মঙ্গল সাধন উদ্দেশ্য ব্যতীত তাহার সম্পত্তি স্পর্শও করিবে না (১৭ খ, ৩৪ ; ৬ খ, ১৫২)। মদীনার যুগের আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ অনাথদের সঙ্গে ন্যায় ব্যবহার কর (৪ খ, ১২৭), তাহাদের প্রতি সদয় হও (৪ খ, ৩৬ ; ২ খ, ৮৩, ২১৫), তাহাদিগের সহিত ভ্রাতার সদৃশ ব্যবহার কর (২ খ, ২২০), এবং আল্লাহ্র মুহ'াব্বাতে য়াতীমদিগকে অর্থদান কর (২ খ, ১৭৭)। যুদ্ধে প্রাপ্ত ধন-সম্পদের (গ'ানীমাতের) এক-পঞ্চমাংশ অন্যান্য প্রাপকের সহিত অনাথদের জন্য সংরক্ষণ করা হইত (৮ খ, ৪১ ; তু. ৫৯ খ, ৭)। প্রধান উৎস সূরা ঃ ৪ খ, ২ ও প. ; "(অনাথদিগকে বালিগ' হইলে) তাহাদের সম্পত্তি দিয়া দাও ; যাহা ভাল তাহার পরিবর্তে মন্দ কিছু দিও না এবং নিজের সম্পদের সহিত সংযুক্ত করিয়া পরে তাহাদের সম্পদ ভোগ করিও না ; কারণ উহা মহা-অন্যায় . . . ; যে সম্পদ আল্লাহ্ তোমাদের হাতে ভরণ-পোষণের জন্য দিয়াছেন, সেই সম্পদ নির্বোধদের হাতে ছাড়িয়া দিও না (অর্থাৎ যাহারা অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে অক্ষম, সুফাহা'), উহা দ্বারা তাহাদের ভরণ-পোষণ কর, তাহাদিগকে পরিধেয় দাও এবং তাহাদের সঙ্গে ভাল কথা বল। বিবাহযোগ্য বয়সে না পৌঁছা পর্যন্ত তাহাদিগকে পরীক্ষা কর ; যদি দেখ তাহাদের সুষ্ঠু বিচার-বুদ্ধি (রুশ্দ) জন্মিয়াছে, তবে তাহাদের ধনসম্পদ তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া দাও, তাহাদের সম্পদ অপব্যয় করিয়া ভোগ করিও না বা তাড়াতাড়ি খরচ করিও না, (এই ভয়ে) যে তাহাদের বয়োবৃদ্ধি হইতেছে। ধনবান অভিভাবকগণ যেন (য়াতীমের ধন ভোগ করা হইতে) বিরত থাকে ; যে নিঃস্ব সে যেন ন্যায়সঙ্গত-ভাবে তাহার নিজের ভরণ-পোষণের জন্য উহা হইতে খরচ করে।

যখন তোমরা তাহাদের সম্পদ তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে, তখন উহার জন্য সাক্ষী রাখিবে। অনুধাবন করিয়া দেখ, যাহারা অন্যায়ভাবে অনাথদের সম্পদ গলাধঃকরণ করে, তাহারা উদরে শুধু অগ্নি ভর্তি করে এবং জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় তাহারা পুড়িতে থাকিবে" (৪ ঃ ৫, ৬, ১০)।

ইহার সহিত সম্পর্কিত হা'দীছ'সমূহে ও কুর'আন শারীফে উল্লিখিত ভাব বিকাশ পাইয়াছে (তু. Wensinck, Handbook, দ্র. Wali and Orphans)।

(খ) ফিক্'হশাস্ত্রে প্রধান প্রধান মতবাদ ঃ (১) রক্ষণাধীন ব্যক্তি (মাহ্'জুর অর্থাৎ আবদ্ধ) হইবে হয় নাবালিগ', অনাথ কিংবা মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি (মাজ্নূন) অথবা অপব্যয়ী ব্যক্তি (সাফীহ বা মুবায্'যি'র)। সাফীহ শব্দটি হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভে অথবা প্রথম শতকের শেষভাগে প্রচলিত হইয়াছে। কু'রআনে (উপরে তু.) অবশ্য সাফীহ শব্দটি পাওয়া যায়; কিন্তু তখনও পরবর্তী পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; কু'রআনের প্রাচীনতম ভাষ্যকারগণ মুজাহিদ (মৃ. ১০০/৭১৮), আল-হা'কাম (মৃ. ১১৫/৭৩৩), কা'তাদাঃ (মৃ. ১১৭/৭৩৬), আস-সুদ্দী (মৃ. ১২৭/৭৪৪) উহার দ্বারা বুঝিয়াছেন শুধু নারী এবং শিশু, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণী। ত'াবারী এইরূপ ব্যাখ্যার দীর্ঘ সমালোচনা করেন এবং সাফীহ-এর সংজ্ঞা দান এইভাবে করেন, "যে ব্যক্তিকে সম্পদের অপব্যয়, নীতিহীনতা, সম্পদের অনিষ্ট এবং অব্যবস্থাপনার জন্য সংযত করা (হা'জ্র) প্রয়োজন সেই সাফীহ (তাফ্সীর, ৪ ঃ ১৫৩)।" ইমাম আবূ হানীফাঃ (র) সাফীহ্কে অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না।

২। আইনত বাপ বা দাদা অভিভাবকরূপে নিযুক্ত হইবার অধিকারী। ইঁহারা ওয়াসি'য়্যাত দ্বারা অন্যকে ওয়ালী (ওয়াসি'ী) নিযুক্ত করিতে পারেন (ইনি মাতাও হইতে পারেন)। অপরাপর ক্ষেত্রে কা'াদি'ী অভিভাবক (কা'য়্যিম) নিযুক্ত করিবেন। অভিভাবক অবশ্যই মুসলিম হইবেন যিনি আইনত বয়ঃপ্রাপ্ত, সুস্থ মানসিক শক্তিসম্পন্ন, ন্যায়নিষ্ঠ ('আদ্ল) এবং অভিভাবক পদে কাজ করিবার যোগ্য। অভিভাবকত্ব একটি ধর্মীয় কর্তব্য; কা'াদি'ী দ্বারা অনুমোদিত যুক্তিযুক্ত কারণ দর্শাইয়াই শুধু অভিভাবকত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা চলে।

৩। অভিভাবকের উপর আরোপিত বাধ্য-বাধকতা ঃ রক্ষণাধীন ব্যক্তির সম্পত্তি ওয়াকীল হিসাবে পরিচালনা করা তাঁহার কর্তব্য। বিবাহ বা তা'লাকে'র ব্যবস্থা করা এবং উইল ইত্যাদি সম্পাদন করা তাঁহার আওতার বাহিরে। তদীয় নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষণে তিনি যত্নবান হইবেন, তাহার সম্পদ তিনি (অভিভাবক) ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন, কিন্তু কোনক্রমেই নিজের ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিবেন না। কা'াদি'ীর অনুমোদন লাভ করত তাঁহার জমিজমা ও ঘরবাড়ী বিক্রয় করিতে পারিবেন। তিনি রক্ষণাধীন ব্যক্তির ও নিজের মধ্যে কোনরূপ ব্যবসায় করিতে অথবা তাহার সম্পত্তি দান করিতে পারিবেন না।

৪। অভিভাবকত্ব সমাপ্ত হয় অভিভাবক অথবা রক্ষণাধীন ব্যক্তি মারা গেলে, অভিভাবক বিশ্বাসভঙ্গজনিত কর্মের জন্য পদচ্যুত হইলে অথবা রক্ষণাধীন ব্যক্তি আইনত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে (বালিগ' সাধারণত ১৪ বৎসর বয়সে), অথবা রাশীদ অর্থাৎ নিজের সম্পত্তি নিজে পরিচালনা করিতে সমর্থ হইলে (শাফি'ঈ মতানুসারে সত্যধর্ম বুঝিবারও ক্ষমতা অর্জন করিলে)। অভিভাবককে তখন তদীয় অভিভাবকত্ব সময়ের হিসাব রক্ষণাধীন ব্যক্তিকে দিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রথম অনুচ্ছেদের জন্য ঃ (১) মাওয়ার্দী, আল-আহ্'কামু'স-সুল্ত'ানিয়্যাঃ ed. Enger, Bonn ১৮৫৩; দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের জন্য ঃ ফিক্'হ গ্রন্থসমূহের কিতাবু'ল-হা'জ্র ছাড়া ঃ (২) Th. W. Juynboll, Hnndbuch des, islam. Gesetzes, Leyden 1910, 44, 3rd (Dutch) ed., Leyden 1925, 52; (৩) D. Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, Rome 1926. i. 232 প.; (৪) M. Morand, Etudes de droit musulman algerien, Alger 1910, p. 135 প.।

W. Heffening (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

বিলাল ইব্ন রাবাহ্' (بلال بن رباح) প্রথম মুআয্'যি'ন, হা'বশী ক্রীতদাস। জুমাহ্' ইব্ন 'আম্র গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল তাঁহার প্রভু। প্রাথমিক অবস্থায়ই হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-এর প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র অনুচর দলে যোগদান করেন। তজ্জন্য হযরত (স')-এর শত্রুদের দ্বারা নির্যাতিত হন। কিন্তু এক আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অটল থাকে। আবূ বাক্র (রা) তাঁহাকে ক্রয় করিয়া স্বাধীনতা দান করেন। হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-এর সঙ্গে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। সেখানে তিনি তৎক্ষণাৎ সা'দ ইব্ন খায়ছা'-মার নিকট অভ্যর্থনা লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি আবূ বাক্র (রা)-এর গৃহে বাস করিতেন। হযরত 'উমার (রা) যে পাঁচজন আনসারকে বৃত্তি দান করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ইবন ইস্'হা'াকে'র মতে রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহাকে খাছ্'আমী আবূ রুওয়ায়হা'র ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করেন, তজ্জন্য নামের তালিকাসমূহে আবূ রুওয়ায়হা'র সহিত তাঁহার নাম উঠে। অন্যান্যদের মতে এই বন্ধন হয় 'উবায়দাঃ ইব্নু'ল-হা'রিছ' ইবনি'ল-মুত্'ত'ালিবের সঙ্গে। হযরত (স') যখন আয'ান-এর (দ্র.) প্রবর্তন করেন তখন বিলাল (রা)-কে তাঁহার মু'আয'যি'ন নিযুক্ত করেন। প্রধান প্রধান পর্ব উপলক্ষে, যথাঃ দুই 'ঈদের জামা'আতের সা'লাতে হযরত (স')-এর অগ্রে তাঁহার 'আনাযাঃ নামক বর্শাগ্র জাতি লইয়া যাওয়ার কার্যও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। হযরত (স.)-এর সমস্ত অভিযানে তিনি তাঁহার অনুগমন করেন। তিনি বদ্রের যুদ্ধে যোগদান করেন। এই যুদ্ধে উমায়্যাঃ ইব্ন খালাফ তাঁহার হাতে নিহত হয়। মক্কা জয়ের পর তিনি কা'বার ছাদ হইতে সা'লাতের আয'ান দেওয়ার গৌরব লাভ করেন। কয়েকটি বিবরণে দেখা যায়, সফরের সময় রসদ সরবরাহের প্রতি লক্ষ্য রাখা ছিল তাঁহার অন্যতম কর্তব্য। আবূ হাজার তাঁহাকে হযরত (স')-এর ভাণ্ডারী (খাযিন) আখ্যা দিয়াছেন।

হযরত (স')-এর ইন্তিকালের পরে জিহাদে যোগদানের ইচ্ছা করিলে, একটি বর্ণনা অনুযায়ী, খলীফা আবূ বাক্র (রা) তাঁহাকে এই অনুমতি দেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হযরত 'উমার (রা)-এর অনুমতিক্রমে তিনি আবূ 'উবায়দাঃ (রা)-এর সঙ্গে সিরিয়া অভিযানে গমন করেন। হযরত 'উমার (রা) যখন বিজিত দেশগুলি পরিদর্শন করেন, তখন তিনি পুনরায় একবার আয'ান দানে আদিষ্ট হন। কথিত আছে, তাঁহার সেই আয'ান শুনিয়া শ্রোতাদের সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। ২০/৬৪১, অন্যান্যদের মতে ২১ বা ২৮ হিজরীতে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে দামিশ্কে' তাঁহার মৃত্যু হয় এবং সেখানে বা নিকটবর্তী দারাইয়্যাতে (অন্যান্যদের মতে আলেপ্পোতে)

তাঁহাকে দাফন করা হয়। তিনি দীর্ঘকায়, ছিপছিপে ছিলেন ও কিঞ্চিৎ সামনে ঝুঁকিয়া চলিতেন। তাঁহার বর্ণ ছিল কাল। মুখমণ্ডল সরু ও চুল ঘন, এইগুলি কড়া লাল খেজাবে রঞ্জিত থাকিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ২০৫, ৩৪৫—৩৪৭, ৪১৪, ৪৪৮; (২) ওয়াকি'দী (Wellhausen কর্তৃক অনূদিত), পৃ. ৪০১ প.; (৩) ত'াবারী, ১খ, ১৩২৬, ২৫২৫, ২৫৭৪; (৪) বালাযু'রী, ২খ, ৪৫৫; (৫) ইব্ন সা'দ, ৩/১ : ১৬৫—১৭০; (৬) ইব্ন হ'াজার, আল-ইসাবাঃ, ১খ, ৩৩৬ প.; (৭) নাওয়াবা'ী, পৃ. ১৬৭-১৭৮; (৮) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 216.

F. Buhl (S.E.I.)/ড. এম. আবদুল কাদের

আল-বিস্তামী (البسطامى) আবূ য়াযীদ (বায়াযীদ) ত'ায়ফুর ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সুরূশান (অনুরূপ নামের দরবেশ আবূ য়াযীদ ত'ায়ফুর আল-বিস্তামী আল-আস্'গার বলিয়া যেন ইঁহাকে ভুল করা না হয়)। তিনি কুমিস প্রদেশের বিস্তামের অধিবাসী এবং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সূ'ফী। তাঁহার পিতামহ সুরূশান জরথুস্ত্রের ধর্ম হইতে ইসলামে দীক্ষিত হন বলিয়া অনুমিত হয়। বায়াযীদের জীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না বলিলেই হয়। প্রাচীন জীবন-চরিত লেখকেরা বিশদ বিবরণ অতি অল্পই দিয়াছেন। 'আত্'ত'ার প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা যে অতিরঞ্জিত বিবরণ দান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে না হইলেও প্রধানত উপাখ্যানের পর্যায়ভুক্ত। তাস'াওউফ গ্রহণের পূর্বে তিনি হ'ানাফী ফিক্'হ অধ্যয়ন করেন; ইহার মূলনীতিগুলি তিনি আবূ 'আলী আস্-সিন্দীকে শিক্ষা দান করেন এবং প্রতিদানে তাঁহার নিকট হইতে মরমীবাদের উচ্চতম সত্য (আত-তাওহ'ীদ ওয়া'ল-হ'াক'াইক') ও ফানা' মতবাদ সম্পর্কে উপদেশ লাভ করেন। এই সকল মতবাদের জন্য সুন্নী ধর্মশাস্ত্রবিদদের বিরোধিতার দরুন কিছুকালের জন্য তিনি নির্বাসন বরণে বাধ্য হন; এতদ্ভিন্ন তিনি বিস্তামে নির্জনবাসী হিসাবে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করেন। প্রায় এক শতাব্দী পরে ত'ায়ফূরী নামে অভিহিত তাঁহার অনুচরবর্গ একটি সূ'ফী সংঘ গঠন করেন। হুজ্ব'ীরীর কাশ্ফু'ল-মাহ্'জুবে (ed. Schukovski, p. 228. penult. et প. transl. Nicholson, p. 184 প.) প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী তাঁহারা জুনায়দের বিপরীত মতাবলম্বী ছিলেন, কারণ তাঁহারা আধ্যাত্মিক প্রশান্তির (স'াহ্'ও) অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্মাদনাকে (সুক্র) শ্রেয় মনে করিতেন। ২৬১/৮৭৪ সনে বায়াযীদের মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধি ছিল শহরের মধ্যস্থলে যাহা হুজ্ব'ীরী, নাসি'র খুস্রাও ও য়াকু'ত প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত পর্যটককে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ৭১৩/১৩১৩ সালে সুল্'তান উল্জায়তু মুহ'াম্মাদ খুদাবান্দার আদেশে ইহার উপর একটি গম্বুজ নির্মিত হয়; তাঁহার আধ্যাত্মিক গুরু শায়খ আবু'ল-দীন এই দরবেশের (আল-বিস্তামীর) বংশধর ছিলেন বা এইরূপ দাবী করিতেন (সাফারনামাঃ, অনুবাদ Schefer, p. 7, note 3)।

বায়াযীদ কোন লিখিত পুস্তক রাখিয়া যান নাই, তাঁহার 'শাত'াহ'াত'-এর (জায্'বাকালীন উক্তি) প্রাথমিক সংকলনের খানিকটা অংশ আমাদের হস্তগত হইয়া থাকিলেও পরবর্তীকালের সংকলনসমূহে তাঁহার প্রতি যে সকল উক্তি আরোপিত হয়, তাহার সত্যতার প্রমাণ নাই। কঠোর যোগ ও ধর্মনৈতিক আইনের প্রতি ভক্তির সঙ্গে তিনি অসাধারণ মানসিক ও কল্পনাত্মক অনুমান-শক্তির সংযোগ সাধন করেন। চিন্তাধারায় একটা অদ্বৈতবাদী ঝোঁক সুস্পষ্ট (লুমা', ৩৮০/৩৯৩)। Massignon তাঁহার নীতির চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন (Essai sur les origines du lexique techniqe de la mystique musulamane, p. 245-256)। গভীর চিন্তাশ্রয়ী নেতিবাচক প্রক্রিয়ায় (তাজ্রীদ, ফানা' বি'ততাওহ'ীদ) ঐশী সত্তার সঙ্গে পূর্ণ মিলনের সাধনায় তিনি নিরন্তর সমাহিত থাকেন। এই প্রচেষ্টার ফলে তিনি এই পর্যায়ে পৌঁছান যে, সর্প যেমন তাহার খোলস দূরে নিক্ষেপ করে, তিনিও সেইভাবে নিজের খুদীকে বিসর্জন দিয়া আল্লাহ্র গুণাবলী ধারণপূর্বক চীৎকার করিয়া উঠেন, "সুবহ'ানী, মা আ'জ'ামা শা'নী! (আমারই গৌরব, আমার মর্যাদা কত বিরাট) ইত্যাদি। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—"যদি আমি অকপটে বলিতে পারিতাম, আল্লাহ্ ভিন্ন মা'বূদ নাই, তাহা হইলে আমি কোন কিছুরই পরওয়া করিতাম না (হি'ল্য়াতু'ল-আওলিয়া', লাইডেন পাণ্ডুলিপি, ২ খ, ২২০ পৃ.)। চার বৎসর আমি ছিলাম আমার প্রবৃত্তির (নাফ্স) কর্মকার (হ'াদ্দাদ) এবং পাঁচ বৎসর ছিলাম আমার অন্তরের (ক'াল্ব) দর্পণ। তৎপরে এক বৎসর আমি আমার প্রবৃত্তি (নাফ্স) ও আমার অন্তরের বিষয় চিন্তা করিলাম এবং আমি আমার কোমরে (কুফ্রের) বাহ্য কোমরবন্দ দেখিতে পাইলাম। ইহা কর্তন করার জন্য আমি বার বৎসর মেহনত করিলাম, তৎপরে তাকাইয়া আমার অভ্যন্তরে একটা কোমরবন্দ দেখিতে পাইলাম; কিরূপে উহা কর্তন করিব, সেই চিন্তায় আরও পাঁচ বৎসর অতিবাহিত করার পর ইহা খুলিয়া গেল। আমি আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে মৃত বোধ করিলাম এবং তাহাদের উপর চারি তাক্বীর উচ্চারণ করিলাম (কু'শায়রী, রিসালাঃ, কায়রো ১৩১৮, হি., পৃ. ৫৭, ১. ২৩; তু. 'আত্'ত'ার, তায্'কিরাতু'ল-আওলিয়া', ১ খ., ১৩৯ এবং JRAS, ১৯০৬ খৃ., পৃ. ৩২৭)। যেইমাত্র আমি একত্ব (ওয়াহ্'দানিয়্যাঃ) লাভ করিলাম তখন ঐক্যের (আহ'াদিয়্যাঃ) দেহ ও চিরস্থায়িত্বের পাখাসহ পক্ষী হইয়া আমি গুণের (কায়্ফিয়্যাঃ) বায়ুমণ্ডলে দশ বৎসর উড়িতে থাকিলাম। অবশেষে আমি গুণের (কায়্ফিয়্যাঃ) দশ কোটি গুণ বৃহৎ বায়ুমণ্ডলে পৌঁছিলাম; চিরস্থায়িত্বের (আযালিয়্যাঃ) প্রান্তরে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত আমি উড়িতে থাকিলাম এবং সেখানে ঐক্যের বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম।" তৎপরে ইহার মৃত্তিকা, মূল, শাখা, পাতা ও ফলের বর্ণনা দিয়া তিনি বলেন, "আমি দৃষ্টিপাত করিলাম ও বুঝিতে পারিলাম এ সমুদয়ই মায়া (লুমা', পৃ. ৩৮৪)।" তিনি ইহাও বলিয়াছেন : "শেষ কথা হইল প্রকৃত সত্তা সম্পর্কে প্রদত্ত প্রত্যেকটি বর্ণনাই ভ্রান্তিমূলক।" তিনি ইহা উপলব্ধি হয়ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার এই আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত ভাবাবেগকে কিছুটা মি'রাজ (দ্র.) সদৃশ বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে (লুমা' পৃ. ৩৮২-৩৮৭; Islamica, vol. 2. fasc. 3, p. 402 প., a iv-th century Arabic version, ed. and transl. by R.A. Nicholson; আত্'ত'ার, তায্'কিরাতু'ল-আওলিয়া', ১খ, ১৭২-১৭৬)। পক্ষান্তরে শাত'হ'াত-এর ভাষ্য-লেখক জুনায়দের পক্ষে তাঁহার পূর্বগামীর অসম্পূর্ণতার সমালোচনা করা একান্তভাবে স্বাভাবিক (লুমা', পৃ. স্থা.)। হিরাতের 'আব্দুল্লাহ্ আল-আন্স'ারীর (মৃ. হি. ৪৮১) মতে, তাঁহার উপর যে সকল কাল্পনিক ব্যাপার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে মি'রাজ উহাদের অন্যতম (Nassau ও Lees সম্পা. নাফাহ'াতু'ল-উনস, পৃ. ৬৩)। পরবর্তী-

কাদের ফার্সী সাহিত্যে হ'াল্লাজের ন্যায় বায়াযীদকেও অদ্বৈতবাদী উৎসাহের প্রতীকরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে, কারণ পার্সিকদের জাতীয় প্রকৃতির ইহা অনুকূল। আমরা তাঁহাকে সজ্ঞান অদ্বৈত-বাদিতার হাত হইতে অব্যাহতি দান করিলেও তাঁহার স্বদেশবাসিগণ, মনে হয়, তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা করে নাই বা তাঁহার ধর্মনীতির ঝোঁক ভুল বুঝে নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত Massignon, Essai, p. 243 প.।

R. A. Nicholson (S. E. I.) ডঃ এম. আবদুল কাদের

আল-বীরূনী (برهان الحق ابو الريحان محمد بن احمد البيروني ঃ বুরহান্'ল-হ'াক্'ক' আবু'র-রায়হ'ান মুহ'াম্মাদ ইব্ন আহ'মাদ আল-বীরূনী)। আস-সাম'আনী তৎপ্রণীত কিতাবু'ল-আনসাব-এ আল-বীরূনী নামের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, بيرون شهر অর্থাৎ শহরের বাহিরে বসবাস করিতেন বলিয়া সাধারণভাবে তিনি এই নামে পরিচিত। য়াক্'ত-এর মতে (উয়ুনু'ল-আনবা') সিন্ধুর একটি পল্লীর নাম হইতে এই নামের উৎপত্তি। কতিপয় ঐতিহাসিক তাঁহার সম্বন্ধবাচক (نسبة) নাম 'আল-খাওয়ারিয্মী' বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। খাওয়ারিয্মের রাজধানী কাছ' (Kath, বর্তমানে শহরটি নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে, রুশীয় তুর্কিস্তানের খীওয়া-য় ইহা অবস্থিত ছিল, এখন এই স্থানটি আল-বীরূনী শহর নামে অভিহিত, দা. মা. ই., ৫খ, ২৬২)-এর উপকণ্ঠে অখ্যাতনামা এক ইরানী পরিবারে ৩ যু'ল-হি'জ্জাঃ, ৩৬২/৪ সেপ্টেম্বর, ৯৭৩ তাঁহার জন্ম।

আল-বীরূনী ছিলেন মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ মুসলিম পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান গবেষক। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মৌলিক ও গভীর চিন্তা-ধারার অধিকারী, বড় দার্শনিক, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, পদার্থ, রসায়ন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পারদর্শী, প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক, পঞ্জিকাবিদ, চিকিৎসাবিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং দেশাচার ও ধর্ম-তত্ত্বের নিরপেক্ষ বিশ্লেষক। স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত বুদ্ধি, সাহসিকতা, নির্ভীক সমালোচনা ও সঠিক মতামতের জন্য তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর শেষার্ধ ও ৫ম শতাব্দীর প্রথমার্ধকে আল-বীরূনীর (ইব্ন সীনার নয়) কাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (G. Sarton, Introduction to the History of Science, Baltimore 1927, I, 707—709)। তিনি 'আল-উসতায' (মহামান্য শিক্ষক) নামে পরিচিত ছিলেন।

আল-বীরূনী তাঁহার জীবনের প্রথম ২৫ বৎসর তাঁহার নিজ জন্মভূমিতে অতিবাহিত করেন। তিনি সেইখানে অঙ্কশাস্ত্র আবূ নাস'র ইব্ন 'আলী ইব্ন 'ইরাক' জীলানী (প্রাচীন খাওয়ারিয্ম শাহী পরিবারের সদস্য যাঁহার কথা আল-বীরূনী নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন) এবং তদ্রূপ আরও কিছু বিদ্বান ব্যক্তির নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। অধ্যয়নকালেই তিনি তাঁহার কিছু প্রাথমিক রচনা প্রকাশ করেন এবং প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ইব্ন সীনা (দ্র. যিনি তাঁহার সাত বৎসরের ছোট ছিলেন। মৃ. ৪২৮/১০৩৭)-এর সহিত পত্র বিনিময় করেন।

'আব্বাসী খিলাফাত দুর্বল হইয়া পড়িলে সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক গোলযোগ সৃষ্টি হয়। আর তাহারই ফলে খাওয়ারিয্ম প্রদেশেও দুইটি রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয় ঃ উত্তরাংশে মুহ'াম্মাদ ইব্ন মা'মূনের এবং দক্ষিণাংশে 'ইরাক'ী বংশীয় আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদের নেতৃত্বে। আল-বীরূনীর বয়স যখন ২৩ বৎসর তখন এই দুই নৃপতির মধ্যে যুদ্ধ বাধে (৩৮৫/৯৯৫)। মুহ'াম্মাদ ইব্ন মা'মূন যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল গুরগাঞ্জ (প্রাচীন উরগাঞ্জ—জুরজানিয়্যাঃ), জায়হ'ন (جيحون) নদীর অপর তীরে। বিজয়ী নৃপতির ইচ্ছানুসারে আল-বীরূনীকে জুরজানিয়্যাঃ গমন করিতে হয়। এইখানে তিনি মান-মন্দির স্থাপন করাইয়া জ্যোতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ চালাইতেন। কিছুকাল পর নৃপতির কোপ-দৃষ্টির ফলে দেশ ত্যাগ করিয়া ৩৮৭/৯৯৭ সালে তাবারিস্তানের শাসনকর্তা ইস্পাহ্বায' মারযাবান ইব্ন রুস্তাম-এর দরবারে গমন করেন। তিনি তাঁহার প্রথম গ্রন্থ মাক'ালীদ 'ইল্মি'ল-হায়'আঃ মা য়াহ'দাছু' ফী বাসীতি'ল-কুরা্রা ঃ (مقاليد علم الهيئة ما يحدث في بسيط الكرة) এই শাসনকর্তার নামে উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন। তিনি সামানী সুলত'ান মানসূ'র (২য়) ইব্ন নূহ' (৩৮৭-৮৯/৯৯৭-৯৯)-এর সঙ্গেও দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি এই সুলত'ানকে তাঁহার প্রথম পৃষ্ঠপোষক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল সুলত'ান ও আমীরগণ সঙ্কটে পতিত হইলে আল-বীরূনীকেও কিছুকাল অশান্তি ও আর্থিক অসুবিধার মধ্যে কালাতিপাত করিতে হয়। এই সময়ে তিনি কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে 'রা'য়' পৌঁছেন। তাঁহার আছ'ারু'ল-বাকি'য়াঃ গ্রন্থে তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও অভাব-অনটনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যিয়্যারী সুলত'ান আবু'ল-হ'াসান ক'াবূস ইব্ন ওয়াশ্মগীর শামসু'ল-মা'আলী ১৭ বৎসর নির্বাসনে থাকার পর পনরায় তাবারিস্তানের হারানো রাজ্য ফিরিয়া পাইলে আল-বীরূনী জুরজান গমন করেন। জুরজানে অবস্থানকালে তিনি ভূ-গোলকের অক্ষরেখা (arc)-এর পরিমাপ নির্ণয় করেন। এইখানেই তিনি রচনা করেন তাঁহার দ্বিতীয় বৃহৎ গ্রন্থ আল-আছ'ারু'ল-বাকি'য়াঃ 'আনি'ল-কু'রূনি'ল-খালিয়্যাঃ যাহা তিনি ক'াবূস-এর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রথম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (রচনাকাল সম্ভবত ৩৯০-৯১/১০০০-১)। এই গ্রন্থে যুগ ও বর্ষপঞ্জী, গণিত, খগোল বিজ্ঞান, আবহাওয়া এবং আরও নানা বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। Chronologie Orientischer Volker, Edward Sachua কর্তৃক প্রকাশিত, Leipzig 1878, heliplan পদ্ধতিতে পুনঃমুদ্রিত, Leipzig 1923; ইংরেজী অনু. The Chronology of Ancient Nations, London 1879)। তাঁহার তাজ্রীদু'শ-শু'আ'আত গ্রন্থটিও তিনি ক'াবূসের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

তাঁহার মাতৃভাষা ছিল খাওয়ারিয্মের আঞ্চলিক ইরানী ভাষা। কিন্তু তিনি তাঁহার রচনাবলী 'আরবীতে লিখিয়াছেন। 'আরবী ভাষায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি 'আরবীতে কিছু কবিতাও রচনা করিয়াছেন। অবশ্য শেষের দিকের কিছু গ্রন্থ ফারসীতে অথবা 'আরবী ও ফারসী উভয় ভাষাতেই রচনা করিয়াছেন (যথাঃ কিতাবু'ত-তাফহীম 'আরবী ও ফারসী ভাষায়)। তিনি গ্রীক ভাষাও জানিতেন, হিব্রু ও সিরীয় ভাষায়ও তাঁহার কিছু জ্ঞান ছিল।

তিনি ৩৯৪/১০০৪ সালে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও শাহ্ আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্ন মা'মূন কর্তৃক সসম্মানে গৃহীত হন। তিনি 'আলী ইব্ন মা'মূনের ইন্তিকালের পর তাঁহার ভ্রাতা মা'মূন ইব্ন মা'মূন-এর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং অনেক নাজুক রাজনৈতিক কার্যকলাপ ছাড়াও রাজকীয় দৌত্য

কার্যের দায়িত্বেও নিয়োজিত থাকেন। মা'মূন তাঁহার সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ৪০৭/১০১৬—১৭ সালে নিহত হওয়ার পর সুলত'ান মাহ'মূদ, খাওয়ারিয্ম দখল করিয়া লইলেন। আল-বীরূনী ৪৫ বৎসর বয়সে অংকশাস্ত্রজ্ঞ আবূ নাস্'র মান্সূ'র ইব্ন 'আলী ও চিকিৎসক আবু'ল-খায়র আল-হ'সায়ন ইব্ন বাবা্া আল-খাম্মার আল-বাগ'দাদীর সংগে গযনী চলিয়া যান (৪০৮/১০১৭) (ইহার পূর্বেও খাওয়ারিয্ম শাহ-এর দূত হিসাবে তিনি গযনী গমন করিয়াছিলেন)। এইখানেই তাঁহার জ্ঞানচর্চার স্বর্ণ-যুগের সূচনা হয়। তখন হইতে তিনি গযনী শাহী দরবারে সম্ভবত রাজজ্যোতির্বিদ হিসাবে অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি কয়েকবার সুলত'ান মাহ'মূদের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গমন করিয়াছিলেন। গযনীর সুলত'ানদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ভারতে প্রায় ১২ (বার) বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। এইখানে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখেন এবং হিন্দু ধর্ম, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, দেশাচার, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। অনুমিত হয়, তিনি ভারতীয় কিছু আঞ্চলিক ভাষায়ও জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এই এক যুগের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা রচনা করেন তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবু তা'রীখি'ল-হিন্দ (ইহার ফলে আর একটি নাম তাহ'ক'ীকু'-মাা লি'ল-হিন্দি মিন্ মাকূ'লাতিন মাক'বুলাতিন ফি'ল-'আক'লি আও মারয়ূ'লাতিন [تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل او مرذولة] দা. মা. ই., ৫খ, ২৬৩; Al-Beruni's India, সম্পা. E. Sachau, London 1887; ইংরেজী অনু., ২খ, London 1888, 2, 1910)। ইহারও এক বৎসর পূর্বে তিনি খাওয়ারিয্ম-এর এক মহিলা রায়হ'ানাঃ বিন্ত হ'াসান-এর জন্য কিত'াবু'ত-তাফহীম লি-আওয়াইলি সি'না'আতি'ত-তানজ'ীম গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জ্যামিতি, পাটিগণিত, খগোল বিজ্ঞান ও জ্যোতিবিজ্ঞান বিষয়াদির সারসংক্ষেপ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে (টেক্সটসহ ইংরেজী অনু., R. Ramsay Wright, London 1934)। গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিষ, খগোল বিজ্ঞান ও ভূগোল সম্পর্কিত তাঁহার তৃতীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-ক'ানূনু'ল-মাস'উদী ফি'ল-হায়'আঃ ওয়া'ন-নুজূম (১১ খণ্ডে বিভক্ত)। সুলত'ান মাহ'মূদের পুত্র মাস'ঊদ (রাজত্বকাল, ৪২১/১০৩০—৪৩২/১০৪১)-এর নামে ইহা উৎসর্গীকৃত (Canon Masudicus, Hayderabad [Deccan], 1954-56, ৩ খণ্ডে)। ইহাতে জ্যোতি-বিজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে ত্রিকোণমিতিকে উচ্চস্তরে উন্নীত করিবার প্রচেষ্টায় তিনি যে সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। মাস'ঊদের অনুরোধে অতি সরল পদ্ধতিতে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় তিনি দিবারাত্রির পরিমাপ বিষয়ক একটি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুলত'ান মাওদূদ ইব্ন মাস'ঊদ (রাজত্বকাল ৪৩২/১০৪১—৪৪১/১০৪৯)-এর আমলে তিনি খনিজ-বিজ্ঞানের উপর কিতাবু'ল-জামাাহির ফী মা'রিফাতি'ল-জাওয়াাহির রচনা করেন (সম্পা. F. Krenkow, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৯৩৬ খৃ.)।

আল-বীরূনী ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বেশ কিছু রচনায় এইগুলির বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় কিছু গ্রন্থের 'আরবীতে অনুবাদ করিয়াছেন। তন্মধ্যে রহিয়াছে (১) পাতানজালী ('আরবী অনুবাদের নাম, তারজামাতু কিতাবি বাাতান্জালী ফি'ল-খালাাস' মিনা'ল-ইর্তিবাক, দ্র. H. Ritter, Latraduction du Livre de Patanjali par Beruni, Communication in Persian in the Livre du Millanaire d' Avicenne, ii, 134-148, Tehran, 1955), (২) বরাহ মিহির (Veraha Mahira)-এর বৃহৎ সংহিতা ও লঘুজাতকম, (৩) ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত, (৪) বিজ্ঞানন্দ বানারসীর কিরণতিলক ('আরবী নাম গু'ররাতু'য-যীজাাত, ইহাতে তিনি মূল গ্রন্থের বিষয়বস্তু উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন; পাণ্ডুলিপি আহমাদাবাদ-এর শাহ পীর মুহ'াম্মাদ গ্রন্থা-গারে রক্ষিত আছে)। কথিত আছে, তিনি ভগবদগীতার একজন আগ্রহী পাঠক ছিলেন। তিনি টলেমী (Ptolemy)-র কয়েকটি গ্রন্থের এবং তাঁহার নিজের গ্রন্থ স'ান'আতু উস্তু'রলাব-এর সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এই মহান জ্ঞান-তপস্বী গযনীতে শুক্রবার ২ রাজাব, ৪৪০/১১ সেপ্টেম্বর, ১০৪৮ সনে ৭৭ বৎসর ৭ মাস বয়সে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার কিতাব 'আস'-স'ায়দালাঃ' (স'ায়দানাঃ)-এর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, চান্দ্র বৎসর হিসাবে আমার বয়স ৮০ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। এই হিসাবে তাঁহার মৃত্যু সন ৪৪২/১০৫০ হয়।

ঐতিহাসিক য়াকূ'ত তাঁহার সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন, "যাঁহার হাত লিখন হইতে, চক্ষু দর্শন হইতে এবং অন্তর চিন্তা হইতে কখনও বিরত ছিল না"। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা বেশ দীর্ঘ। তিনি তাঁহার রিসালাঃ ফী ফিহরিস্তি কুতুবি মুহ'াম্মাদ ইব্ন য'াকারিয়্যাঃ আর-রাযী (সম্পা. P. Kraus, প্যারিস ১৯৩৬ খৃ.) পুস্তকে (৪২৭ পৃ.) তাঁহার নিজস্ব রচনার তালিকা প্রদান করিয়াছেন। সম্পূর্ণ হইয়াছে এমন ১০৩টি এবং অসম্পূর্ণ ১০টি গ্রন্থের উল্লেখ উহাতে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আবূ নাস'র মান্সূ'র ১২টি, আবূ সাহল আল-মাসীহ'ী ১২টি, আবূ 'আলী আল-হ'াসান ইব্ন 'আলী আল-জীলী ১টি পস্তক তাঁহার নামে আরোপিত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে গ্রন্থের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩৮। উপরিউক্ত রিসালাঃ রচনার পরে তিনি আরও কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার রচিত গ্রন্থের সর্বমোট সংখ্যা ১৮০ (D. J. Boilot, L'Oeuvre d' al-Beruni Essai Bibiliographique, in MIDEO, ii, 161-256 and iii, 391-396, 1956; H. Suter and E. Wiedemann, Uber al-Biruni und seine Schriften in SBPMS Erlangen, Beitrage, 1920-21, pp. 52-53, 55-96)। এইগুলি তথ্য, তত্ত্ব ও পরিসরের দিক হইতে বিভিন্ন। কোনটি পুস্তিকা, কোনটি গবেষণামূলক সন্দর্ভ, আবার কোনটি বৃহদাকার গ্রন্থ, যাহাতে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিধৃত। উপরে যেই সকল গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে ঐগুলি ব্যতীত গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর চারিটি রিসালাঃ (১) كتاب فى افراد المقال فى امر الاظلال; (২) فى راشيكات الهند [দ্র. E. Wiedemann, uber die Lehre von den Proportionen nach al-Biruni in SBPMS, Erlg. Beitrage 1916, p. 48]; (৩) التمهيد المستقر لتحقيق معنى الممر (ইংরেজী অনু. E. S. Kenedy); (৪) مقالة فى استخراج الاوتاد فى الدائرة بخواص الخط المنحنى فيها (অনু. ও টীকা H. Suter in Bibliotheca Mathematica, iii, পত্র XI, 11-78, Leipzig, 1910-11), হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য) রাসা'ইলু'ল-বীরূনী নামে প্রকাশিত (১৯৪৮ খৃ.) হইয়াছে। রাসাইলু আবী নাস্'র ইলা'ল-বীরূনী নামে আর

একটি গ্রন্থ ১৯৪৮ সালে হায়দরাবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতেও গণিত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর আবূ নাস্'র-এর ১৫টি নিবন্ধ স্থান পাইয়াছে। সেইগুলির অধিকাংশ আল-বীরূনীর রচনা বলিয়া কথিত। আল-বীরূনী বিরচিত গ্রন্থের বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ইহাদের কিছু সম্পূর্ণ অথবা আংশিক সম্পাদিত হইয়াছে। তদ্রূপ আরও কয়েকটি গ্রন্থ হইল : (১) كتاب تحديد نهايات الاما كن تصحيح مسافات المسا كن (Geographical extracts in Biruni's Picture of the world by A. Zaki Velidi Togan in Memoirs of the Archaeological Survey of India, no. 53, New Delhi 1941 ; the MS. Fatih [فاتح] 3386 completed at Ghazna in 416 A. H. is possibly in his own hand ; (২) كتاب في استيعاب الوجوه الممكنة في صنعة الاسطرلاب (তু. E. Wiedemann and J. Franks, Allge meine Betrachtungen von al-Biruni in Seinem Werk uber die Astrolaben, in SBPMS Erlg., Beitrage, 1920-22, pp. 52-3, 97—121); (৩) مقالة في النسب التي بين الفلزات الجواهر في الحجم (তু. E. Wiedemann Uber Bestimmung der Spezifischen Gewichte, in SBPMS Erl. Beitrage 1906, pp, 38, 163-166)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জ'াহীরু'দ-দীন 'আলী ইব্ন যায়দ আল-বায়হাক'ী, তা'রীখু হ'কুমাা'ই'ল-ইসলাম, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ., পৃ. ৭২ (=তাতিম্মাতু সি'ওয়ানি'ল-হি'কমাঃ, মুদ্রণ মুহ'াম্মাদ শাফী', লাহোর ১৯৩৫ খৃ., পৃ. ৬২-৪) ; (২) আল-গ'াফিক'ী, কিতাবু'ল-মুফরিদাত, মুদ্রণ Max Meyerhof ও সু'বহ'ী, কায়রো ১৯৩২ খৃ., পৃ. ২১-২৮ ; (৩) আস-সুয়ূত'ী, বুগ'য়াতু'ল-উ'আঃ, মিসর ১৩২৬ হি., পৃ. ২০ ; (৪) য়াকূ'ত, ইরশাদু'ল-আরীব, সম্পা. Margoliath, ৬খ, ৩০৮—১৪ ; (৫) ইব্নু আবী উস'ায়বি'আঃ, 'উয়ূনু'ল-আন্বাা', মিসর ১২৯৯/১৮৮২, ২খ, ২১-২৩ ; (৬) আস-সাম'আনী, কিতাবু'ল-আনসাাব ; (৭) আল-ফিহরাসু'ত-তামহীদী, মুদ্রণ আল-ইদাারাতু'ছ'-ছ'াক'াফিয়্যাঃ, মিসর, পৃ. ৪৮৭ ; (৮) জুরজী যায়দাান, তা'রীখু আদাাবি'ল-লুগ'াতি'ল-'আরাবিয়্যাঃ, মিসর, ২খ, ৩৯৬-৯৮ ; (৯) আল-গ'াদ'ান্ফার আত-তাবরীযী, কিতাবু'ল-ফিহরিস্ত মা'আ'ল-মুশাাত'াঃ, মুদ্রণ Max Krouse, Paris 1836 ; (১০) নিজ'ামী 'আরূদ'ী সামারক'ান্দী, চাহাার মাক'াালাঃ, মুদ্রণ ক'াযব'ীনী, লাইডেন ১৯০৯ খৃ. ; (১১) আয-যারকালী, আল-আ'লাাম, ২য় মুদ্রণ, ৬খ, ২০৫ ; (১২) আল-হাাশিমী, নাজ'ারিয়্যাতু'ল-ইক'তিস'াদি 'ইনদা'ল-বীরূনী, in MMIA. 15, pp. 456-65 ; (১৩) 'আলী আকবার দেহ্খুদাা, আবূ রায়হ'াান, তেহরান ১৩২৪ হি. ; (১৪) সায়্যিদ হ'াসান বারানী, আল-বীরূনী, ২য় মুদ্রণ, 'আলীগড় ১৯২৭ খৃ. ; (১৫) হ'ামীদ 'আসকারী, নাামওয়ার মুসলিম সাইনস্দাান, মাজলিস-ই-তারাক্'ক'ী-ই-আদাব, লাহোর ১৯৬২ খৃ. ; (১৬) আবূ রায়হ'ান আল-বীরূনী, সান্গে মীল পাবলিকেশন্স, লাহোর ১৯৬৫ খৃ. ; (১৭) 'আবদুল্লাহ খান, মাশাাহীর-ই-'আলাম, লাহোর ১৯২৬ খৃ. ; (১৮) আবূ জ'া'ফার নাদব'ী, আবূ রায়হ'ান বীরূনী কী এ্যাক নাঈ কিতাব, মা'আরিফ, আ'জ'ামগাঢ়, ২২/৩ : ২১৪ ; (১৯) সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ, ক'াদীম 'আরাবী তাস্'ানীফ মেঁ হিন্দুস্তানী আল-ফাাজ', Oriental College Magazine, লাহোর, মে ১৯৪৩, পৃ. ৪২-৪৩ ; (২০) সায়্যিদ হ'াসান বারানী, Ibn Sina and al-Beruni, A Study in Similorition and Conrasts, Avicenna Commemoration Volume, কলিকাতা ১৯৬৫ খৃ. ; (২১) Iran Society, Al-Biruni Commemoration Volume, কলিকাতা ১৯৫১ খৃ. ; (২২) মুক'াদ্দামাঃ-ই-কিতাবু'স'-স'ায়দানাঃ, 'আরবী টেক্সট ও টীকা, জার্মান অনু., Max Meyerhof, Berlin 1937 ; (২৩) A. Zeki Velidi Togan, Neue geographische und ethnographische Nachricten. and in Geographische Zeitschrift, 1934, 363 প. ; (২৪) M. Meyerhof Etudes de Pharmacologie arabe, in BIE, 1940, pp. 22, 133-52 ; (২৫) Wustenfeld, in Luddes Zeitschr, i, 36, in Dic. Arab. Arzte no. 129 and in Dic. Geschichtsschreiber der arber no. 195 ; (২৬) M. Krause, Albiruni ein iranischer Forscher, in Isl, 26, 1-15 ; (২৭) Academy of Sciences of the U.S.S.R., history and philosophy section, Biruni, Moscow—Leningrad, 1950 ; (২৮) E. Weidemann, Astronomische Instrumente Uber trignometrische Grossen, Geodatische Messungen, in SBPMS Erlg., Beitrage 1909, 41, 26-78 ; (২৯) ঐ, Ein Instrument, das die Bewegung von Sonne und Mond darstellt nach al-Biruni, in Isl., 1913, iv, 5-13 ; (৩০) ঐ লেখক, Uber die verschiedenen, bei der Mondfinsternis auftreteden Farben nach al-Biruni, in Eders Jahr buch fur Photographie, 1914 ; (৩১) ঐ লেখক, Uber Erscheinungen bei der dammerung und bei Sonnenfinsternissen nach arabischen Quellen, in Archiv fur Geschichte der Medizim 1923, xv, 43—52 ; (৩২) ঐ লেখক, Meteorolog. Zeitschr., 1922, pp. 199—203 ; (৩৩) ঐ লেখক, Uber Gesetzmassigkeiten bei Pflanzen nach al-Biruni, in Biolog. Zentalblatt, 1920, XI, 413-16 ; (৩৪) ঐ লেখক, Geographisches on al-Biruni, in SBPMS Erlg., 1912, 44, 1—26 ; Brockelmann, I, 475, SI, 870—1 ; (৩৫) E. Wiedemann, Uber die Verbreituug der Bestimmungen des Spezifischen Gewichtes nach Biruni, in SBPMS Erlg., Beitrage, 1913, 45. 31—4 ; (৩৬) H. Suter, Uber die Projektion der Sterbilder und der Lander von alBiruni تسطيح الصور و تبطيح الكوار, in Abhandlungen zur Gesch der Naturw. u. Medizin, 1922, iv, 79—93 ; (৩৭) C. Schoy, Aus der Mathematischeh Geographie der Araber (nach dem Kanun a (Mas'udi) etc. in Isis, v, 922, pp. 51—7 ; (৩৮) E. Sachau, Indo-arabische Studien Zur Aussprache und Geschicte des Indischen, in der I. Halfte des XI. Jahrh., Abh. d. Beal., AK., 1888 ; (৩৯) এম. আকবর আলী, আলবেরূনী, ঢাকা ১৯৮০ খৃ. ; (৪০) দা. মা. ই., ৫খ, ২৬১—৭০ ; (৪১) E. I., Leiden, 1979, PP, 1236—37.

এ. টি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

আল-বুখারী (البخاري) আবু 'আবদুল্লাহ মুহ'ম্মাদ ইব্ন ইস্মা'ঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মুগ'ীরাঃ ইব্ন বার্দীয্বাহ ইব্ন বায্যাঃ। তাঁহার প্রপিতামহ মুগ'ীরাঃ য়ামান জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাকে আল-জু'ফী বলা হয়। তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুহ'াদ্দিছ' ও ইমাম। আল-বুখারী ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল (মুতাবিক ৮১০ খৃীস্টাব্দের ২১ জুলাই) বুখারাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সমগ্র কু'রআন মাজীদ মুখস্থ করেন। একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকাল হইতেই তিনি হ'াদীছ'শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ষোড়শ বর্ষ বয়সে হ'াজ্জ সমাপ্ত করিয়া মক্কা ও মদীনার হ'াদীছ'শাস্ত্রের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট হ'াদীছ' শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি হ'াদীছে'র অনুসন্ধানে মিসর গমন করেন। পরবর্তী ষোল বৎসর উক্ত কার্যে ব্যাপৃত থাকেন; এই ষোল বৎসরের এগারো বৎসর তিনি সমগ্র এশিয়া পর্যটন করেন এবং পাঁচ বৎসর বসরায় অতিবাহিত করেন। ইহার পরে তিনি জন্মভূমি বুখারাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর সামারকান্দ যাত্রাকালে পথিমধ্যে খার্তাঙ্গ নামক স্থানে ২৫৬ হিজরীর ১ শাওয়াল (মুতাবিক ৮৭০ খৃীস্টাব্দের ৩১ আগস্ট) তারিখে বাষট্টি বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। সামারকান্দ হইতে ৭ মাইল দূরবর্তী এই খারতাঙ্গ নামক স্থানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। তদীয় হ'াদীছ' সংকলন 'আল্-জ়ামি'উ'স'-স'াহ'ীহ'' তাঁহার খ্যাতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। বুখারায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁহার বিভিন্ন পর্যটনে সংগৃহীত বিপুল উপকরণকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করেন। ৩ লক্ষ হ'াদীছ' সনদসহ তাঁহার ক'ণ্ঠস্থ ছিল। ৬ লক্ষ হ'াদীছ' হইতে তিনি তাঁহার আল্-জ়ামি' আস'-স'াহ'ীহ' গ্রন্থ সংকলন করেন। ইহাতে তিনি ৭২৭৫টি হ'াদীছ' লিপিবদ্ধ করেন। প্রতিটি হ'াদীছ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি গু'সল ও ওযূ করিয়া দুই রাক্'আত নফল স'ালাত আদায় করিতেন। তাঁহার গ্রন্থটি ফিক্'হে'র অধ্যায়মালার অনুকরণে সজ্জিত। গ্রন্থের অধ্যায় বিন্যাসে তিনি একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সকল অধ্যায়ের জন্য তিনি যথাযোগ্য হ'াদীছ' পান নাই বলিয়া বহু অধ্যায় হ'াদীছ'শূন্য রহিয়া গিয়াছে। হ'াদীছ' নির্বাচন ব্যাপারে তাঁহার সূক্ষ্মতম সমালোচনামূলক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং হ'াদীছে'র মূল বচন উদ্ধৃতি করা সম্পর্কে তিনি নিরতিশয় সতর্কতা ও সততার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্ত টীকার মাধ্যমে উপকরণের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যাদানে তিনি কোথাও তিলমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। এই টীকাগুলি মূল বচন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। স'াহ'ীহে'র হ'াদীছে'র মূল বচন বর্ণনা (রিওয়ায়াত) প্রথম হইতেই অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করা হইয়াছিল। তবে তাঁহার ছাত্রগণের লিখিত বিভিন্ন অনুলিপিতে এবং ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা পুস্তকে ক্ষেত্রবিশেষে নগণ্য পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা প্রচলিত গ্রন্থটি সুবিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ইব্ন মালিক (মৃ. ৬৭২/১২৭৩)-এর সহায়তায় 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল্-য়ূনীনী (মৃ. ৭০১/১৩০২) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। ফরাসী ভাষায় একমাত্র পূর্ণাংগ অনুবাদ হইতেছে : El Bokhari, Les tradition islamiques (O. Houdas এবং W. Marcais কর্তৃক টীকা এবং সূচীপত্রসহ হ'াদীছে'র মূল বচনের অনুবাদ ৪ খণ্ডে, প্যারিস, ১৯০৩ খৃ.)। তাঁহার স'াহ'ীহ'-এর বহু সংখ্যক ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যে যাকারীয়্যা আল্-আন্স'ারীর (মৃ. ৯২৬/১৫২০) তুহ্'ফাতু'ল-বারী, আহ্'মাদ মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র আল-ক'াস্তাল্লানীর (মৃ. ৯২৩/১৫১৭) 'ইর্শাদু'স-সারী ফী শার্হি''ল-বুখারী, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ইব্ন হ'াজার আল-'আস্ক'ালানী (খৃ. ১৩৭২—১৪৪৯)-কৃত ফাত্হ''ল-বারী ফী শার্হি''ল-বুখারী এবং আল্লামাঃ বাদ্রু'দ-দীন 'আয়নীকৃত শার্হ' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। বুখারীর স'াহ'ীহ' সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত হ'াদীছ' গ্রন্থরূপে স্বীকৃত। কু'রআনের পরেই ইহার স্থান নির্ধারিত হয়। তাঁহার স'াহ'ীহ'-এর ভূমিকাস্বরূপ প্রথমবার হ'াজ্জ করিবার সময় মদীনায় অবস্থানকালে তিনি হ'াদীছ' বর্ণনাকারিগণের জীবনী সম্পর্কে 'আত-তা'রীখু'ল-কাবীর' নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কতিপয় পুস্তিকাসহ তান্ব'ীরু'ল-'আয়নায়ন বি রাফ্'ই'ল-য়াদায়ন ফি'স'-স'ালাত (কলিকাতা ১২৫৬ হি., উর্দূ অনুবাদসহ) তাঁহার লিখিত বলিয়া বলা হয়। উহা এবং 'খায়রু'ল-কালাম ফি'ল-কি'রা'আতি খাল্ফা'ল-ইমাম' পুস্তিকার হ'াশিয়াতে 'কু'র্রাতু'ল-'আয়নায়ন' নামে যে পুস্তিকা (কায়রো ১৩২০ হি.) প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অভিন্ন। খায়রু'ল-কালাম পুস্তিকাটিও তাঁহার বলিয়া মনে করা হয়। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও তিনি রচনা করেন : ১। আল্-আদাবু'ল-মুফ্রাদ; ২। আত-তা'রীখু'ল-আওসাত'; ৩। আত-তা'রীখু'স'-স'াগ'ীর; ৪। খাল্কু' আফ্'আলি'ল-'ইবাদ; ৫। কিতাবু'দ'-দু''আফা'; ৬। আল-জ়ামি'উ'ল-কাবীর; ৭। আল-মুস্নাদু'ল-কাবীর; ৮। কিতাবু'ল-আশ্রিবাঃ; ৯। কিতাবু'ল-হিবাঃ; ১০। আসামু'স'-স'াহ'াবাঃ; ১১। কিতাবু'ল-'ইলাল; ১২। কিতাবু'ল-বি'জ্দান; ১৩। কিতাবু'ল-মাব্সূত' ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু'ন-নাদীম, আল-ফিহ্রিস্ত, পৃ. ২৩০; (২) ইব্ন আবী য়া'লা, ত'াবাক'াতু'ল-হ'ানাবিলাঃ, ১৩৭১ হি., ১খ, ২৭১-২৭৯; (৩) ইব্ন হ'াজার আল-'আস্ক'ালানী, হুদা'স-সারী (মুক'াদ্দামাঃ ফাত্হ''ল-বারী), মিসর ১৩৪৭ হি.; (৪) আহ'মাদ আমীন, দু'হ'া'ল-ইসলাম, কায়রো ১৯৩৮ খৃ., ২খ, ১১০-১১৯; (৫) Goldziher, Muhammedanische Studien, p. 234-245; (৬) Brockelmann, GAL, i. 163-166; (৭) Suppl., i. 260-5.

C. Brockelmann (S.E.I.)/আবুল কালাম মুস্তাফা

বুরাক' (براق) বার্ক' বা বিদ্যুৎ (ইহার শব্দতাত্ত্বিক আলোচনা সম্পর্কে দ্র. Horn, Grundriss der neupersischen Etym., Strassburg 1893, পৃ. ৩৬ প.)-এর সহিত সংযুক্ত এই নামটি পরম্পরাগত কিংবদন্তী দ্বারা হ'াদীছে' বর্ণিত একটি বিশেষ পশুর প্রতি প্রযুক্ত, যাহার পৃষ্ঠে বিশ্বনবী (স') মি'রাজ (দ্র.) রজনীতে আরোহণ করিয়াছিলেন। অন্য হ'াদীছে' উক্ত হইয়াছে যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') বায়তু'ল-মাক্'দিস পর্যন্ত বুরাকে' এবং সেখান হইতে আসমান পর্যন্ত একটি সিঁড়ি দ্বারা গমন করেন (তাফসীর, ইব্ন কাছ'ীর)। কু'রআন শারীফের ১৭ : ১ এবং ৫৩ : ১—১৮ হইতে জানা যায় যে, মহানবী (স')-কে মক্কা শারীফ হইতে জেরুযালেমে এবং তথা হইতে ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। যে বস্তুটি তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল কু'রআন শারীফে তাহার কোন বর্ণনা বা নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু ভাষ্যকারগণ বলেন যে, উক্ত রাত্রে মহানবী (স') পবিত্র কা'বার হি'জ্র্ (হ'াত'ীম) সংলগ্ন জায়গায় অবস্থান করিতেছিলেন। এই সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশতা জিব্রাঈল ('আ) তাঁহার সকাশে বুরাক' আনয়ন করেন। বুখারীতে বলা হইয়াছে যে, বুরাক' আকৃতিতে গাধা অপেক্ষা বড় এক

খচ্চর অপেক্ষা ছোট ছিল (কিতাবু'ল-মানাকি'ব)। 'আল্লামা যুরক'ানীর মতে, এই ঘটনাটি ৪৫ জন সা'হা'বী বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে (সুলায়মান নাদ্‌ব'ী, সীরাতু'ন-নাবী, ৩খ, পৃ. ৪০৪)। ঘটনাটি কবিগণের এবং চিত্রকারদের নিকট একটি জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। কিংবদন্তীতে বলা হয় যে, দেখিতে উহা ঘোটকীর অনুরূপ, তবে উহার মস্তকটি মানবীর মস্তকের ন্যায় এবং লেজটি হইল ময়ূর-পুচ্ছসদৃশ। ইহার সচিত্র বিবরণের জন্য T. W. Arnold-এর Painting in Islam (Oxford, ১৯২৮), পৃ. ১১৭-১২২ এবং ৫৩-৫৬ প্লেট চতুষ্টয় দ্র.। হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) মক্কায় নির্বাসিত তদীয় পুত্র ইস্‌মা'ঈল ('আ)-কে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে যে কয়েকবার সফর করিয়াছিলেন সেই সময়েও বুরাক' ব্যবহৃত হইয়াছিল (দ্র. ত'াবারী, Persian Chronicle, অনুবাদ, Zotenburg, ১খ, ১৬৫)। তীর্থযাত্রীদিগকে জেরুযালেমের আস-সাখ্‌রাঃ মসজিদে একটি অদ্ভুত অথচ চমৎকার সুন্দর প্রস্তর দেখান হয় এবং উহা বুরাকে'র জিন বলিয়া উল্লেখ করা হয়; দ্র. Gerardy-Saintine, Trois ans en Judee, প্যারিস, ১৮৬০ খৃ.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Thorning, Beitrage z. Kenntnis d. isl, Vereinswesens (Berlin 1913), p. 25, note 2; (২) Blochet, in RHR, XL., 203 প.; (৩) Arnold, পূ. স্থা.।

B. Carra de Vaux (S.E.I.)/আবুল কালাম মুস্তাফা

বেক্‌তাশিয়াহ (بكتاشية), তুরস্কের একটি দরবেশ সংঘ। হ'াজ্জী বেক্‌তাশ ওয়ালী এই সংঘের মুরুব্বী। এই সংঘের কিংবদন্তীমূলক লেখায় তাঁহার যে জীবনী (ইহার প্রথম বিবরণ পাওয়া যায় প্রায় ১৫শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) পাওয়া যায়, তাহা নিছক উপাখ্যানমূলক। এই উপাখ্যান উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য হইল যে, এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতাকে বিখ্যাত ধার্মিক ব্যক্তিদের সমতুল্য দেখান এবং এই কথিত প্রতিষ্ঠাতার কৃতিত্বের পুনঃপুনঃ উল্লেখের মাধ্যমে বেক্‌তাশিয়াহ্‌ সংঘের পরবর্তীকালীন রাজনৈতিক গুরুত্ব ও কর্মতৎপরতার ব্যাখ্যা প্রদান। 'উছ্‌'মান ও ওর্‌খানের সহিত বেক্‌তাশের কখনও কোন সম্পর্ক ছিল এবং তিনি জানিসারী সৈন্যদলের (প্রথম মুরাদের আমলে প্রথম প্রতিষ্ঠিত) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—এই মর্মের বেক্‌তাশী কিংবদন্তী অথবা তাঁহাদের প্রভাবে রচিত তথাকথিত ঐতিহাসিক বর্ণনা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে ইহা নিশ্চিত যে, ১২শ শতাব্দীতে আনাতোলিয়ার দরবেশদের মধ্যে খুরাসানের জনৈক হ'াজ্জী বেক্‌তাশের অভ্যুদয় ঘটে। ১২৩৯ খৃ. যে বাব্বা ইস্‌হ'াকে'র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, বেক্‌তাশ তাঁহার মুরীদ ছিলেন কিনা তাহা সঠিকরূপে বলা যায় না; কারণ এই তথ্যটি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মাওলাব'ীয়াঃ ত'ারীকা'র লোকদের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে। বেক্‌তাশিয়াহ্‌ সংঘের উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত-ভাবে কিছু বলা কঠিন; হয়ত বা তাঁহার শিষ্যগণ সংঘটির জন্য এই নাম গ্রহণ করেন অথবা তাঁহার নামানুসারে পরবর্তীকালে সংঘটির এই নাম দেওয়া হয়। হ'াজ্জী বেক্‌তাশের মাকা'লাত প্রথমে 'আরবীতে লিখিত হয়। ১৪১০ খৃ.-এ খাত'ীব ওগ'লু তুর্কীতে ইহার কাব্যানুবাদ করেন। পরে ইহা তুর্কী গদ্যে অনূদিত হয়। তাহাতে বেক্‌তাশিয়াদের বিশিষ্ট গু'ত ধর্মনীতি ও অনুষ্ঠানগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই। এই সংঘটি ইতিপূর্বেই অন্তত ১৫শ শতাব্দীর প্রথমে বিদ্যমান ছিল; ইহার অব্যবহিত পূর্বপুরুষেরা আবদালান-ই-রূম ছিলেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এক শতাব্দী পরে এই সংঘের 'দ্বিতীয় পীর' নামে পরিচিত বালিম সুলত'ান ইহাকে ইহার নির্দিষ্ট রূপ দান করেন।

তুর্কী দরবেশ প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ পশ্চিম তুর্কিস্তানের আহ'মাদ য়াসাব'ী (মৃ. ৫৬২/১১৬৬) দেয়া বৈশিষ্ট্যসমূহ হইতে লাভ করিয়াছিল। আনাতোলিয়ায় এইগুলি খুবই প্রসার লাভ করে; কিন্তু তৎসঙ্গে তাহাদের মধ্যে ধর্মবিরোধ-প্রবৃত্তিও ঢুকিয়া পড়ে। বেক্‌তাশিয়ারা প্রচুর পরিমাণে জাহিলী যুগীয় ও সন্ন্যাসবাদী উপকরণ সংরক্ষণ করে। যে সকল অঞ্চলে বেক্‌তাশিয়ারা মুসলমান ও খৃস্টান উভয় সম্প্রদায়ের লোককে দলভুক্ত করে, সেখানে অধিবাসীদের এক বৃহদাংশ এই সংঘের হইয়া যায়। দৃষ্টান্তস্থলে, দক্ষিণ আনাতোলিয়ায়, বিশেষত আল্‌বেনিয়ায় ইসলামী ও খৃস্টানী উপাদানের সমবায়ে এক প্রকার মিশ্র ধর্মের উদ্ভব হয়। ধর্মনীতি ও অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে এমন কিছু সম্প্রদায়ের ইহার সহিত মিলন ঘটে, বিশেষত কিযিলবাশ নামে গঠিত দলগুলির সঙ্গে ইহার কিছুটা সম্পর্ক ছিল।

বেক্‌তাশীয়াদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ঃ ইহাতে জনপ্রিয় সূ'ফীবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান, ইসলাম ধর্মের কর্তব্যের প্রতি এমন কি সা'লাতের প্রতিও সুদূরপ্রসারী উপেক্ষা ইহাতে দৃষ্ট হয়। তাহাদের গোপন ধর্মনীতিতে তাহারা শী'আঃ, বিশেষত জা'ফার আস-সা'াদিকে'র প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা খুবই বেশী। 'আলী (রা) তাহাদের 'ইবাদাতের কেন্দ্র; তাহারা তাঁহাকে আল্লাহ ও মুহ'াম্মাদ (স')-এর সহিত একত্র করিয়া এক ত্রিত্ববাদ গঠন করে। ১ হইতে ১০ মুহ'াররাম পর্যন্ত তাহারা শোকরাত্রি (মাতেম গেজেলেরী) উদ্‌যাপন করিয়া থাকে। 'আলী বংশীয় অন্যান্য শহীদ, বিশেষত মা'সূ'ম-ই-পাক (যাহারা শৈশবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়) তাহাদের নিকট উচ্চ সম্মান লাভ করে। ১৫ শতাব্দীতে হু'রূফীর বাতি'নী সংখ্যার মতবাদ তাহাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। ফাদ্‌'লুল্লাহ হু'রূফীর 'জাব'িদান'-এর ফারসী সং. এবং ফিরিশ্‌তা ওগ'লু লিখিত ইহার তুর্কী সং. যাহা 'আশ্‌ক'নামাঃ নামে অভিহিত, তাহাদের নিকট ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা পাইয়া থাকে; তদুপরি তাহারা আত্মার পুনরাবর্তনে বিশ্বাস করে।

বেক্‌তাশীয়াদের আনাতোলিয়া নিবাসী পূর্বপুরুষদের মধ্যে ইতি-পূর্বেই খৃস্টানী উপাসনা আংশিকভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারে; যে সকল খৃস্টান তাহাদের দলভুক্ত হইয়াছিল উহা তাহাদের নিকট হইতেই গৃহীত। নূতন সভ্যদের অভ্যর্থনা উপলক্ষে মদ্য, রুটি ও পনির বিতরিত হয়; ইহা সম্ভবত আর্টোরাইটদের (Artorytes) আচরিত পবিত্র সম্মিলনের স্মৃতি। তদুপরি বেক্‌তাশিয়ারা তাহাদের আধ্যাত্মিক নেতার নিকট নিজেদের পাপ স্বীকার করে, তিনি তাহাদিগকে (পাপ হইতে) অব্যাহতি দেন। মহিলারা অনাবৃত বদনে তাহাদের ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করে। একটি ক্ষুদ্রতর দল চির-কৌমার্যের হলফ লয়; চিরকুমারেরা তাহাদের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক চিহ্নস্বরূপ কর্ণাভরণ ব্যবহার করে। বেক্‌তাশিয়াদের মধ্যে প্রথম অবস্থায়ই চিরকৌমার্যব্রত বর্তমান ছিল, না বালিম সুলত'ান ইহা প্রথম প্রবর্তন করেন তাহা এখনও পরিষ্কার বুঝা যায় নাই।

বেক্‌তাশিয়ারা প্রায়ই বিখ্যাত তীর্থস্থানে বসতি স্থাপন করে; তাহারা নিজেদের কিংবদন্তীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই সকল স্থানের পবিত্রতাকে স্বীকার করে বলিয়া কৈফিয়ত দিয়া থাকে;

দৃষ্টান্তস্থলে সায়্যিদ গা'যী ও আল্‌বেনিয়ার কয়েকটি স্থানের নাম করা যাইতে পারে। তাহাদের দরবেশদের প্রতি আরোপিত কারামাতে অনেক সময় যাদুকরী বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়।

সমগ্র সংঘ চেলেবি দ্বারা শাসিত হইত। তিনি (কির্‌শেহির ও কায়সারীয়ার মধ্যবর্তী) হা'াজ্জী বেক্‌তাশের মূল তাকিয়ায় (পীর এব'ী) অবস্থান করিতেন। ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে এই পদ পিতা হইতে পুত্রের নিকট হস্তান্তরিত হইত। তবে ইহা বরাবর মৌরসী ছিল না। চিরকুমারদের নিজস্ব অধ্যক্ষ বা দেদে আছে। একটিমাত্র তাকিয়ার অধ্যক্ষকে বাবা, পূর্ণ দীক্ষিত সভ্যকে দরবেশ, মাত্র প্রথম গ্রহণকারী সভ্যকে মুহি'ব্ব ও অদীক্ষিত ভক্তকে 'আশিক' বলে। শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় প্রধানত মুরশিদের সহিত তাঁহার ছাত্র ও শিক্ষানবিশের সম্বন্ধ দ্বারা।

বেক্‌তাশিয়ারা চারি বা বার ভাঁজওয়ালা সাদা টুপি পরিধান করে। চারি সংখ্যা ইঙ্গিত করে চারি দ্বারের, আর তাহা হইল শারী'আত, ত'ারীক'াত, মা'রিফাত্‌ ও হা'াক'ীক'াত্‌ এবং ইহার অনুরূপ মানুষও চারি শ্রেণীর, যথা ঃ 'আবিদ, যাহিদ, 'আরিফ ও মুহি'ব্ব। বার সংখ্যায় বার ইমাম বুঝায়। এই সংঘের আরও দুইটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল, কিছুটা উপরে উঠানো গোল বারটি রেখা আছে এমন পাথর (তাসলীম তাশি) যাহা গলদেশে পরিহিত হয় ও তেবের (ডবল কুঠার)। J. K. Birge-এর গ্রন্থে উহাদের প্রতিকৃতি পাওয়া যাইবে (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)।

বড় তেকিয়াগুলি নিম্নলিখিত অংশগুলি লইয়া গঠিত ঃ মায়দান এবি--ধর্ম-কার্যালয়সহ মূল আশ্রম, এক্‌মেক্‌ এবি বা রান্নাঘর ও মেয়ে মহল, আশ্‌এবি বা খাদ্যশালা ও মেহমান এবি বা অতিথিশালা।

সংঘের বহু প্রাথমিক উপনিবেশের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ রুমেলিয়ায় দিমেতোকা ও কা'লক'ান্দেলেন; আনাতোলিয়ায় 'উছ্‌'মান জিক এবং লিসিয়ায় এল্‌মালি; কায়রোর নিকটে প্রথমে কাসরু'ল-'আয়ন এবং অত্যল্পকাল পরে মুক'াত্‌ত'াম শৈলের ঢালু স্থানে। এই শেষোক্তটি ১৫শ শতাব্দীতেও বর্তমান ছিল; আরও দূরে বাগদাদ ও কারবালায়।

দরবেশ-ধর্মের বেক্‌তাশিরূপ দ্বারা ধর্মপ্রাণ তুর্কী জাতির ভাবভঙ্গি গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়। সংঘের বিধিসঙ্গত রহস্যাত্মক রচনার পরে বেক্‌তাশী কবিদের উৎসাহপূর্ণ গীতি কবিতারও অভ্যুদয় ঘটে।

জানিসারীদের সহিত সম্পর্ক সংঘের রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণ। অন্যান্য প্রাথমিক 'উছ্‌'মানিয়্যাঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় জানিসারীরাও প্রথম হইতেই ধর্মনৈতিক সংঘগুলির প্রভাবে আসে। খুব বিলম্ব করিয়া হইলেও ১৫শ শতাব্দীর শেষার্ধে বেক্‌তাশিয়ারা তাহাদের উপর নিরংকুশ প্রভুত্ব লাভ করে। খৃস্টান জাতি হইতে অভ্যুদয় জানিসারীদের বেক্‌তাশিয়া মত গ্রহণের হেতু বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কঠোরভাবে সংগঠিত এই সংঘের সহিত সম্পর্ক জানিসারীদিগকে একটি নিবিড় সমিতির রূপ দান করে। 'উছ্‌'-মানিয়্যা শক্তির বিরুদ্ধে ক'ালান্দার ওগ্‌লুর বিদ্রোহ (১৫২৬-৭) প্রভৃতি কতিপয় বিদ্রোহেও বেক্‌তাশিয়ারা যোগদান করে। ১৮২৬ খৃ. ২য় মাহ'মূদ জানিসারীদিগকে ধ্বংস করিলে তাহাদের সহিত যোগাযোগ থাকার দরুন বেক্‌তাশিয়ারাও দুর্দশাপন্ন হয়, এই সময় বহু তেকিয়া বিধ্বস্ত হয়। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে সংঘের পুনরভ্যুদয় ও তেকিয়াগুলির পুনঃনির্মাণ আরম্ভ হয়। বেক্‌তাশিয়া নব-জাগরণের ফল দৃষ্ট হয় ১৯শ শতাব্দীর শেষে, এমন কি ১৯০৮ খৃস্টাব্দেরও পরে তাহাদের সাহিত্যিক কার্য-তৎপরতায়।

১৯২৫ খৃস্টাব্দের শরৎকালে তুরস্কের অন্যান্য দরবেশ সংঘের ন্যায় বেক্‌তাশিয়া সংঘও ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু ইহাও সত্য যে, বেক্‌তাশিয়ারাই তুর্ক গণতন্ত্র কর্তৃক প্রবর্তিত বহু ব্যবস্থার (গোঁড়া মুসলিমের সহিত সম্পর্ক, নারী-মর্যাদা প্রভৃতি) পথ পরিষ্কার করে। বর্তমানে বল্কান উপদ্বীপ, বিশেষত আলবেনিয়ায় বেক্‌তাশিয়াদের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়; তাহাদের প্রধান তেকিয়া তিরানায় অবস্থিত। কায়রোর নিকটেই মুক'াত্‌ত'াম শৈলে কায়গু'সুয 'আব্‌দাল্লের বিখ্যাত তেকিয়া অদ্যাপি বর্তমান আছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) John Kingsley Birge, The Bektashi Order of Derwishes, London and Hartford (Conn.) 1937; (২) H. H. Schaeder in OLZ 31 (1928), 1038—1057; (৩) H. Jansky in OLZ 29 (1926), 553—559; (৪) F. Babinger, Das Bektashikloster Demir Baba, in MSOS As. XXXIV (1931); (৫) Eise Kohn, Vorislamisches in einigen vorderasiatischen Sekten und Derwischorden, in Ethn, Studien i., 295—345, und Kleine Beitrage zur Kenntnis Islamischer Sekten und Orden auf der Balkanhalbinsel, in Mitteilungsb. der Ges. fur Volkerkunde 1931.

R. Tchudi (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (بیگم رقیۃ سخاوت حسین ঃ বেগম রুক'ায়্যাঃ সাখাওয়াত হু'সায়ন) ১৮৮০ খৃস্টাব্দে রংপুর জিলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামে বিখ্যাত সা'াবির পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুহ'াম্মাদ নূহ' সা'াবির আবু'ল-কাসু সা'াবির জা'হিরু'দ্‌-দীন মুহ'াম্মাদ আবু 'আলী হা'য়দার সা'াবির (বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা)। তাঁহার মাতার নাম রাহা'তু'ন্‌-নিসা' সা'াবিরাঃ চৌধুরাণী। তাঁহার পিতামহের নাম জা'হিরু'দ্‌-দীন মুহ'াম্মাদ আবু'ল-সা'াবুর সা'াবির। তাঁহার মাতামহ ঢাকা জিলার বলিয়াদীর জমিদার হু'সায়নু'দ্‌-দীন চৌধুরী। সা'াবির পরিবারের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ বাবুর 'আলী আবু'ল-বাবুর সা'াবির তাব্‌রীযী ইরানের তাব্‌রীয নগরের অধিবাসী ছিলেন। জীবিকার সন্ধানে অনেকের ন্যায় তিনিও হিন্দুস্তানে আসিয়া প্রথমে বিহারের কাটপ মাংপুর স্থানে এবং পরে ৯১০ বঙ্গাব্দে বাংলাদেশের রংপুরের পায়রাবন্দ এলাকায় বসবাস করিতে থাকেন। কালক্রমে তিনি পায়রাবন্দের জমিদারীর মালিকানা লাভ করেন।

রোকেয়ার দুই সহোদর, জ্যেষ্ঠ আব'ল-আসাদ মুহ'াম্মাদ ইব্‌রাহীম সা'াবির ও কনিষ্ঠ খালীলু'র-রাহ'মান আবু দা'য়গা'ম সা'াবির এবং দুই সহোদরা, জ্যেষ্ঠা কারীমু'ন্‌-নিসা' ও কনিষ্ঠা হুমায়রাঃ। কারীমু'ন্‌-নিসা'র বিবাহ হয় দিলদুয়ারের গায'নাব'ী পরিবারে। তাঁহার দুই পুত্র স্যার 'আবদু'ল-কারীম গায'নাব'ী ও স্যার 'আবদু'ল-হা'লীম গায'নাব'ী। কারীমু'ন্‌-নিসা' সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় বাংলা 'আরবী ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বেগম রোকেয়ার শিক্ষা লাভে ও সাহিত্য চর্চায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্‌রাহীম সা'াবির ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কারীমু'ন-নিসা'র অবদান যথেষ্ট।

রোকেয়ার পরিবার ছিল গোঁড়া রক্ষণশীল। তাঁহার পিতা স্ত্রী-শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফলে কোন স্কুলে রোকেয়ার লেখা-পড়া শিক্ষার সুযোগ হয় নাই। রোকেয়া পাঁচ বৎসর বয়সে কলিকাতা

আসেন। এইখানে একজন গৃহশিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে তাঁহার বিদ্যা-শিক্ষা আরম্ভ হয়। ঘরেই তাঁহার বড় ভাই ইব্রাহীম স'াবিরের কাছে তিনি ইংরেজী ও বাংলা অধ্যয়ন করেন। পরে পিতার ইচ্ছায় ষোল বৎসর বয়সে ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাখাওয়াত হু'সায়নের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি দুই কন্যা সন্তানের জননী। কন্যাদ্বয় শৈশবেই মারা যায়। বড় ভাই ইব্রাহীম স'াবির ও বড় বোন কারীমু'ন্-নিসা'র চেষ্টাতেই যে তাঁহার আধুনিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্ভবপর হয়, সেই কথা তিনি নানা স্থানে নানাভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'পদ্মরাগ' উপন্যাস অগ্রজের নামে উৎসর্গ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন ঃ "দাদা, তুমিই আমাকে হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ।" রোকেয়া তাঁহার 'মতিচুর' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড জ্যেষ্ঠা ভগ্নী কারীমু'ন্-নিসা'র নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎসর্গপত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, বাল্যে তাঁহার বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে তিনি আনুকূল্য করিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর কাল ভাগলপুরে ও এগার বৎসরকাল কলিকাতার উর্দু-স্কুলের পরিচালনাকালে বাংলা ভাষার পরিবেশ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিয়াও তিনি যে বাংলা ভাষার অনুশীলন অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছেন তাহা কেবল ভগ্নী কারীমু'ন্-নিসা'র প্রেরণায়।

স্বামী খান বাহাদুর সায়্যিদ সাখাওয়াত হু'সায়ন বি. এ., এম. আর. এ. এস.-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, বেগম রোকেয়া ইংরেজী ও বাংলায় বিশেষ বুৎপন্না ও সুগৃহিণী ছিলেন এবং পারিবারিক জীবনে সুখী হইয়াছিলেন।

১৯০৯ খৃস্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুর পর রোকেয়া মাত্র পাঁচটি ছাত্রী লইয়া ভাগলপুরে প্রথম সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে ১৯১০ খৃস্টাব্দের শেষভাগে তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলিকাতার ওলীউল্লাহ লেইনের একটি ছোট বাড়ীতে আটজন ছাত্রী লইয়া নূতনভাবে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই স্কুল লোয়ার সার্কুলার রোডের ৮৬ নং বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। অল্পদিনেই তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় এই স্কুলটি একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়।

১৯৩২ খৃস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর ৫৩ বৎসর বয়সে এই মহীয়সী মহিলা ইন্তিকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন, "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল আজও দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু মিসেস রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আর নাই। যে নারী অবলীলায় সকলের আক্রোশ অগ্রাহ্য করিয়া, সমাজের নানা মলিনতার কথা, নারীর নানা দুঃখের কথা তীব্র ভাষায় প্রকাশ করিবার সাহস করিতেন, তিনি আর নাই। তাঁহার স্মৃতির উপরে আজ বাংলার মসলমান সমাজ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছেন, বাংলার কোন মুসলমান পুরুষের মৃত্যুতে সেইরূপ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। ইহা শুধু মুগলক্ষণ নহে, ইহা আমাদের জাগরণের লক্ষণ।" উক্ত সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতির অভিভাষণে কাজী আবদুল ওদুদ বলিয়াছেন, "এ যুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ গৌরবের আসন এই তিনজনের—মিসেস আর. এস. হোসেন, কাজী ইমদাদুল হক ও লুৎফর রহমান। মিসেস আর. এস. হোসেন-এর প্রতিভা একালের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য যেন এক দৈব আশ্বাস। নিবাত নিষ্কম্প মুসলমান অন্তঃপুরে যদি এহেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জিত রুচি, আত্মনির্ভরতা ও লিপিকুশলতার জন্ম হয়, তবে ভয় কেন বাংলার মুসলমানদের ঘোচে না? তবে কেন আজও নিজেকে পরিবেষ্টনের সন্তান ও জগতের অধিবাসী বলে পরিচিত করবার সাহস তার হয় না?"

রোকেয়া যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেকালে ইংরেজদের শাসন এই দেশে শিকড় গাড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে ইংরেজের সভ্যতা, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বাঙালী মানসে সাড়া জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। বাঙালীর সম্মুখে এক অতি মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল। এই জাগরণের প্রাথমিক যুগে মুসলিমরা পশ্চাতে পড়িয়াছিল। কিন্তু বিলম্বে হইলেও যখন তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিল, তখনকার দিনে আত্মবিস্মৃত মুসলিম জাতির সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিতে যাঁহারা সচেষ্ট হইলেন, সে সকল মনীষী ধর্মীয় চিন্তা-চেতনায়, সাহিত্য চর্চায়, সমাজ গঠনে, লেখায় ও বক্তৃতায়, নবজীবনের সন্ধান দিয়া জাগরণী মন্ত্রে জাতিকে উজ্জীবিত করিবার প্রয়াস পাইলেন, বিশেষ করিয়া নারী সমাজের কল্যাণ ও অগ্রগতির প্রেরণায় যাঁহারা সহায়ক হইয়াছিলেন, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সেই অগ্রগামী মনীষীদের অন্যতমা। সামগ্রিকভাবে এদেশীয় মুসলিম সমাজের অবস্থা, বিশেষ করিয়া নারী সমাজের অধোগতি, শিক্ষা-দীক্ষায় তাহাদের পশ্চাৎপদতা রোকেয়াকে পীড়িত করিয়াছিল। তাঁহার নিজ পরিবার ও সমাজের কঠোর গোঁড়ামী ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তি পরবর্তীকালে তাঁহার কর্মচিন্তা এবং সমাজ-সংস্কার ও সাহিত্য সাধনার পথে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি সম্পূর্ণ নিজের সাধনা, অসীম সাহস ও চরিত্র-বলে এই সমস্ত বাঁধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, নানা বিরূপ সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া সমাজ সংস্কারের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই আধুনিক মুসলিম বাংলার নারী জাগরণের ইতিহাসে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।

বেগম রোকেয়া সমাজ সংস্কারের সকল ক্ষেত্রে নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। মুসলিম নারী জাতির উন্নতির জন্য তিনি নবনূর, নব-প্রভা, নবযুগ, মহিলা, অন্তঃপুর, আল-ইসলাম, সওগাত, মোহাম্মদী, ভারত মহিলা, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা প্রভৃতি সাময়িকীতে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নারীর অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নারী পর্দা অর্থাৎ সুরুচি ও শালীনতা বিসর্জন দিক, ইহা তিনি কাম্য মনে করেন নাই। সমাজ সংস্কারমূলক কাজে সমসাময়িক কালের মহিলা সমাজে তাঁহার জুড়ি নাই। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ছাড়াও তিনি আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলামু নামে একটি মহিলা কল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

সাহিত্যকর্ম ঃ গ্রন্থ ঃ মতিচুর, ১ম খণ্ড (১৩১২), মতিচুর, ২য় খণ্ড (১৩২৮), পদ্মরাগ (উপন্যাস, ১৩২৮), অবরোধবাসিনী (৪৭টি প্রবন্ধের সংকলন, ১৩৩৫), Sultana's Dream (১৯০৮)।

প্রবন্ধ ঃ রসনা পূজা, ঈদ সম্মিলন, সিসেম ফাঁক, চাষার দুক্ষু, এণ্ডিশিল্প, রাং ও সোনা, বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি, লুকান রতন, রাণী ভিখারিণী, উন্নতির পথে, বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ, সুবহে সাদিক, ধ্বংসের পথে, বঙ্গীয় মুসলিম, হজ্জের ময়দানে, বায়ুযানে পঞ্চাশ মাইল, নারীর অধিকার।

ছোট গল্প ও রস রচনা ঃ ভ্রাতাভগ্নী, তিন কুড়ে, নারীবিবি, বলিগর্ত, পরিশ্রম মণ খানা, বিয়ে পাগলা বুড়ো।

কবিতা ঃ বাসিফুল, শশধর, নলিনী ও কুমুদ, কাঞ্চন জংঘা,

সওগাত, আপীল, নিরূপম বীর।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ., ৪খ, ৩২১; (২) মুহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ১৯৫৭ খৃ., পৃ. ৩২৭; (৩) মুহম্মদ মনসুরুদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ঢাকা ১৯৮০ খৃ., ৩খ, ২৫; (৪) মুঃ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা ১৯৫৬ খৃ., পৃ. ১৭৬; (৫) বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, রোকেয়া জীবনী, ঢাকা ১৯৪৮ খৃ.; (৬) আবদুল কাদির (সম্পা.), রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৮০; (৭) আবদুল কাদির, বেগম রোকেয়ার সাহিত্য কীর্তি, মাসিক মোহাম্মদী, ঢাকা, মাঘ, ১৩৩৯; (৮) কাজী আবদুল ওদুদ, মিসেস আর. এস. হোসেন, মাসিক সঞ্চয়, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬; (৯) আবুল হুসেন, মতিচুর, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক, কলিকাতা, ১৩২৮; (১০) আবুল হুসেন, Sultana's Dream, সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮; (১১) মিসেস, এস. রহমান, মতিচুর, আষাঢ়, ১৩২৯; (১২) শাহাদাত হোসেন, দরদী আম্মা, মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৩৯; (১৩) গোলাম মোস্তফা, দুঃসাহসিকা, মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৩৯; (১৪) ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ঢাকা, ১৩৭৫, পৃ. ৪৮—৮২; (১৫) আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ১৩৭১, পৃ. ৪১৮; (১৬) সুফী মোতাহার হোসেন, পুণ্যময়ী বেগম রোকেয়ার কর্মময় জীবন ও সাহিত্য সাধনা, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা ১৩৭৭, পৃ. ৮৭—১১৮।

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ

বে-নজীর আহমদ (بے نظير احمد : বে-নাজ'ীর আহ্'মাদ) কবি, জন্ম ১৯০৩ ইং সালে তদীয় মাতুলালয়ে, ঢাকা জিলার ধানুয়া গ্রামে; মৃত্যু ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ খৃস্টাব্দে ঢাকার হলি ফ্যামিলী হাসপাতালে। তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ঢাকা জিলার আড়াই হাজার থানার ইলমদী গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম মওলবী সাজিদুর-রহমান এবং মাতার নাম মাহমুদা খাতুন।

ধানুয়া গ্রামের একটি পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা জীবন আরম্ভ হয়। পরবর্তীকালে তিনি আড়াই হাজার হাই স্কুল, শিমুলিয়া এম. ই. স্কুল, এক দুয়ারী এম. ই. স্কুল এবং শিবপুর হাই স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। ১৯২২ খৃস্টাব্দে তিনি শিবপুর হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। অতঃপর তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। এই সময় তিনি বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। ফলে তিনি দীর্ঘ দিন আত্মগোপন করিয়া কাটান। তখন হইতে তাঁহার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

কৈশোর হইতেই বে-নজীর ছিলেন স্বাধীনচেতা ও সংস্কৃতিমনা। পারিবারিক পরিবেশ তাঁহার এই চিন্তা-চেতনাকে আরও প্রখর করিয়া তোলে। এই সময় তাঁহার মাতুলালয়কে কেন্দ্র করিয়া 'ধানুয়া মুসলিম ছাত্র সমিতি' নামে একটি সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এতদ্‌সংগে একটি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনকার দিনের বাঙালী মুসলিম সাহিত্যসেবীদের প্রায় সকল পুস্তক এই পাঠাগারে সংগৃহীত হইয়াছিল। বে-নজীর আহমদ ছিলেন এই পাঠাগারের একনিষ্ঠ পাঠক। তাঁহার সাহিত্য জীবনের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎসস্থল ছিল এই পাঠাগার। এই সমিতি ও পাঠাগারকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসরই একটি বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হইত। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতেন সুসাহিত্যিক ও বিপ্লবী ইসমাঈল হোসেন সিরাজী। এই উপলক্ষে তিনি সপ্তাহকাল বে-নজীরের মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন। বে-নজীর আহমদ এই মহাপুরুষের কাছাকাছি আসিবার সুযোগ পান। সিরাজীর ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে। পরবর্তীকালে তাঁহার সাহিত্য জীবন ও কর্মজীবনে ইহার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

স্কুল জীবনেই বে-নজীর আহমদ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে জড়িত হইয়া পড়েন। শিবপুর হাই স্কুলের ছাত্র থাকাকালে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য তাঁহাকে দুইবার কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। প্রতিবারই তাঁহাকে দীর্ঘমেয়াদী শাস্তি প্রদান করা হইলেও তিনি দুই/তিন মাসের মধ্যেই কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। এই অল্পকালের কারাজীবনে বে-নজীর আহমদ অনেক সন্ত্রাসবাদী নেতার সংস্পর্শে আসেন। তিনি জেল হইতে বাহির হইয়া এই সকল নেতার প্রভাবে 'যুগান্তর পার্টি' নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দলে যোগদান করেন। কিন্তু এই দলের কার্যকলাপের সংগে তাঁহার মতবিরোধের জন্য কিছুদিন পর তিনি দল ত্যাগ করেন। স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম কিশোর বে-নজীরকে কবিতা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। স্কুল-জীবনেই তাঁহার কাব্য চর্চা শুরু হয়। ১৯২০ খৃস্টাব্দে ইসমাঈল হোসেন সিরাজী কর্তৃক সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সোলতান'-এ তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়।

বে-নজীর আহমদ ফজলুল হক সেলবর্সী (দ্র.)-র সহায়তায় ১৯২৫ খৃস্টাব্দে মুসলিম তরুণ যুবকদিগকে লইয়া 'আজাদ পার্টি' নামে এক নূতন দল গঠন করেন। দলের বৈপ্লবিক কার্যোপলক্ষে তিনি ব্রহ্মদেশ ও চীন সীমান্ত হইতে মিসরের পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ান। এই সময় তিনি কয়েকবার গ্রেফতার হন। কিন্তু কখনও অল্পকাল কখনও দীর্ঘকাল হাজতবাসের পর তিনি প্রমাণাভাবে প্রতিবারই মুক্তিলাভ করেন। কারার অন্তরালেও তিনি আন্দোলন-বিমুখ হন নাই। বন্দী জীবনে প্রত্যক্ষ আন্দোলন হইতে দূরে থাকিলেও তাঁহার বিপ্লবী লেখনী অব্যাহত থাকে। তাঁহার প্রথম কাব্য সংকলন 'বন্দীর বাঁশী'-র প্রতিটি কবিতাই তাঁহার কারা-জীবনের রচনা। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে আফজালুল হকের সম্পাদনায় বে-নজীর আহমদ তাঁহার দলের মুখপত্রস্বরূপ 'নওরোজ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশ করেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের কোপদৃষ্টির ফলে কয়েক মাস পরেই পত্রিকাটি বন্ধ হইয়া যায়।

বিংশ শতকের চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরিয়া আসেন। তিনি সংবাদপত্র সেবা ও সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'বৈশাখী'-র অধিকাংশ কবিতা এই সময়ে রচিত। এই সময়ে তিনি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দৈনিক আজাদ-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। ইহার কয়েক বৎসর পর অখণ্ড বাংলার তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হকের আহ্বানে তাঁহার নব প্রতিষ্ঠিত দৈনিক নবযুগ-এর বার্তা সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত সরকারের নিয়ন্ত্রণাদেশের ফলে বে-নজীরের গতিবিধি কেবলমাত্র কলিকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় এই নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা আরও বৃদ্ধি পায়। অতঃপর তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নির্দেশে তাঁহার উপর হইতে নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়া বে-নজীর একজন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ হিসাবে মুসলিম লীগে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্যপদ লাভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইলে আরাকানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মগেরা তথাকার সংখ্যালঘু মুসলিমগণকে নির্বিচারে হত্যা করিতে থাকিলে বে-নজীর আহমদ মুসলিম লীগ বেসামরিক প্রতিরক্ষা কমিটি (Muslim League Civil Defence Committee)-র প্রাদেশিক সংগঠকরূপে তথায় প্রেরিত হন এবং দীর্ঘদিন সহায়-সম্বলহীন আরাকানী মুসলিমদের সেবায় ব্যাপৃত থাকেন। ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন নাই।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বে-নজীর আহমদ স্বাভাবিক সংসার জীবনে ফিরিয়া আসেন এবং ঢাকার শাহজাহানপুর এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৯৬২ খৃস্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসাবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ খৃস্টাব্দে তিনি সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

বে-নজীর আহমদ মূলত একজন বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী হইলেও তাঁহার সমধিক প্রসিদ্ধি একজন কবি হিসাবেই। কাব্যজগতে বে-নজীর আহমদ ছিলেন কবি নজরুল ইসলাম (র.)-এর একজন সার্থক উত্তরসূরি। তাঁহার কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহের সুর। স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম তাঁহার কাব্য-চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। বে-নজীর আহমদের ব্যক্তি-জীবনে যে জ্বালাময়ী-উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল পরবর্তীকালে তাহাই তিনি ছড়াইয়া দিয়াছেন তাঁহার কবিতায়। তিনি ভাল কবিতার রচয়িতা হইলেও তাঁহার প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র দুইটি। প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'বন্দীর বাঁশী' কবির নিজস্ব প্রকাশনায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। তাঁহার অপর কাব্যগ্রন্থ 'বৈশাখী' প্রকাশিত হয় ১৩৫১ বঙ্গাব্দে (কলিকাতা)। বিভাগোত্তর কালে 'ইসলাম ও কমিউনিজম' নামে তাঁহার একখানি প্রবন্ধের বইও প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি 'জিন্দেগী' ও 'হৈমন্তিকা' নামে আরও দুইখানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়াছিলেন, কিন্তু কাব্য দুইটি আর প্রকাশিত হয় নাই। তিনি কিছু শিশুতোষ কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।

১৯৬৪ খৃস্টাব্দে বে-নজীর আহমদ বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। তিনি বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্য এবং পাকিস্তান লেখক সংঘের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। ১৯৭২ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার তাঁহাকে 'একুশে পদক'-এ সম্মানিত করেন। বার্ধক্যজনিত রোগে আশি বৎসর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। ঢাকার শাহজাহানপুরস্থ পারিবারিক কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কবির জীবন সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব বিবরণ (পাণ্ডুলিপি) তাঁহার পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত ; (১) ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ., ৩খ, ৪৮.৫৩—৪৮.৫৪ ; (২) ডঃ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৩৫৪ ; (৩) হাসান হাফিজুর রহমান, আধুনিক কবি ও কবিতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৩ খৃ. ; (৪) মুস্তফা নূর-উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭ খৃ. ; (৫) সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, কবি বেনজীর আহমদ (প্রবন্ধ), সচিত্র বাংলাদেশ, ৪র্থ বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ঢাকা ১৬ মে, ১৯৮৩ ; (৬) শামসুল আলম, কবি বে-নজীর আহমদের বিপ্লবী জীবন (প্রবন্ধ), মাসিক মদীনা, ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা ১৯৮০ খৃ.।

সাজ্জাদ হোসাইন খান ও এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

বেলায়েত হোসেন (ولايت حسين : বি'লায়াত হু'সায়ন) শামসু'ল-'উলামা', মাওলানা, এই উপমহাদেশের একজন স্বনামধন্য 'আলিম। ইসলামী শিক্ষার চরম অবক্ষয়ের দিনে যে সকল মনীষী ত্যাগ, নির্লোভ সাধনা, ঐকান্তিক পরিশ্রম এবং পরিপূর্ণ নিষ্ঠা দ্বারা এই উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্যের দিগন্ত সম্প্রসারিত এবং ইহার প্রভাব জনমানসে সুদৃঢ় করিবার ব্যাপারে কালজয়ী স্বাক্ষর রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, শামসু'ল-'উলামা' মাওলানা বেলায়েত হোসেন তাঁহাদের অন্যতম।

তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর ছাত্র, আদর্শ শিক্ষক, সুসাহিত্যিক, বাগ্মী, শারী'আতের বিশেষ পাবন্দ, স্পষ্টবাদী এবং মানবদরদী হিসাবে সুপরিচিত।

তাঁহার জন্ম ১২৯৪ বাং/১৮৮৭ খৃ. সালে পশ্চিম বাংলার বীরভূম জিলার অন্তর্গত লাভপুর থানাধীন শান্ত গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম সায়্যিদ মিস্'বাহ'''দ-দীন। তাঁহার প্রপিতামহ সায়্যিদ 'আলা'উ'দ্দীন বীরভূমের নগর নামক পাঠান রাজার একজন কাদী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র মীর মুহ'াম্মাদ কাবিল তদানীন্তন পাঠান রাজার শিক্ষক ছিলেন। এইজন্য পাঠান রাজা তাঁহাকে উপ-ঢৌকনস্বরূপ কয়েক শত বিঘা নিষ্কর জমি প্রদান করিয়াছিলেন। মাওলানা বিনয়বশত নিজের নামের পূর্বে 'সায়্যিদ' শব্দ ব্যবহার করিতেন না।

প্রাথমিক শিক্ষা তিনি তাঁহার পিতার নিকট লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট ফার্সী ও 'আরবী পুস্তকাদি অধ্যয়ন করেন। তাঁহার পরবর্তী শিক্ষাস্থল হইল বর্ধমানের বিখ্যাত গ্রাম মংগলকোটের ইশা'আতু'ল-'উলূম মাদ্‌রাসা। তিনি এই মাদ্‌রাসায় 'আরবী ব্যাকরণের উচ্চমানের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন ও কয়েকটি মুখস্থ করেন। ইহার পর তিনি বিভিন্ন শিক্ষকের নিকট মান্‌তি'ক'শাস্ত্রের প্রাথমিক এবং ফার্সীর মাধ্যমিক স্তরের গ্রন্থগুলি এবং ঢাকায় আসিয়া (১৯০৫ খৃ.) ব্যক্তিগতভাবে মান্‌তি'ক', হি'ক্‌মাত, 'আরবী ব্যাকরণ, ফিক্'হ, উস্'ল-ই-ফিক্'হশাস্ত্রের উচ্চমানের পুস্তকাদি অধ্যয়ন করেন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে তিনি ঢাকার মুহ'সিনিয়াঃ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন এবং সিনিয়ার সাম-ই-সুওম-এর সরকারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে তৎকালীন প্রচলিত 'আরবী মাদ্‌রাসার সর্বশেষ পরীক্ষায় (সিনিয়ার সাল-ই-চাহারাম) তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই বৎসরেই তিনি কিছুদিনের জন্য ঢাকার হাম্মাদিয়াঃ মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করেন।

১৯১০ খৃস্টাব্দে তিনি ইউ. পি. (বর্তমানের উত্তর প্রদেশ)-এর রামপুর গমন করিয়া বিভিন্ন বিখ্যাত উস্তাদের নিকট উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি রামপুরের মাদ্‌রাসা-ই-'আলিয়ার হা'দীছ' বিভাগে ভর্তি হন এবং পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। হা'দীছ'-

শাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি উপরিউক্ত মাদ্‌রাসার তাক্‌মীল (উচ্চতম পর্যায়) বিভাগে ভর্তি হইয়া অনন্যসাধারণ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ সর্বোচ্চ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১৩ সনের ১লা মে তিনি ঢাকা মাদ্‌রাসায় শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৯২২ খৃস্টাব্দে তিনি ঢাকা মাদ্‌রাসা হইতে চট্টগ্রাম সরকারী মাদ্‌রাসায় বদলী হন। পরবর্তী বৎসর তিনি পুনরায় ঢাকা মাদ্‌রাসায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯২৬ খৃস্টাব্দের ৯ জুলাই তিনি কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় বিশেষ সহকারী মাওলাব'ী পদে যোগদান করেন। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে তিনি এই মাদ্‌রাসায় প্রভাষক পদে উন্নীত হন। কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় তৎকালীন অধ্যক্ষ শামসু'ল-'উলামা' কামালু'দ্‌-দীন আহ'মাদ তাঁহার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে মাওলানা বেলায়েত হোসেন কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসার অতিরিক্ত হেড মাওলাব'ী পদে এবং ১৯৪২ খৃস্টাব্দে হেড মাওলাব'ী পদে উন্নীত হন। এই পদ হইতে তিনি ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৬ জুন অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খৃ. তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে মাওলানা পদে যোগদান করেন এবং সাত বৎসর পর্যন্ত অসাধারণ দক্ষতা, বিপুল উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত এই পদে কার্যরত ছিলেন।

১৯৬৪ খৃস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি পাকিস্তানের ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদ (Advisory Council for Islamic Ideology)-এর সদস্য মনোনীত হন ও ১৯৬৯ খৃ. পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই পরিষদের সদস্য হিসাবে তিনি অতুলনীয় দক্ষতা, অগাধ পাণ্ডিত্য, নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন।

ছাত্র জীবনেই তাঁহার মধ্যে সাহিত্য-অনুরাগ জন্মে। তিনি সেই সময়ে ফার্সী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। এই ভাষায় তাঁহার কয়েকটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল। এই ধরনের কবিতার মধ্যে একটি তাঁহার শিক্ষক ও শ্বশুর মারহ'ম মাওলানা ফাদ্‌লু'ল-কারীম বর্ধমানীর মারছি'য়াঃ (শোকগাঁথা), অপরটি রচিত হইয়াছিল তাঁহার উস্তাদ ও ঢাকা মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ আবু নাস্‌'র ওয়াহ'ীদ-এর শামসু'ল-'উলামা' উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে।

তিনি 'আরবীতেও বেশ কিছু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৯১৫ খৃ. নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্‌-র ইন্‌তিকালে রচিত আর-রাছ'া (শোকগাঁথা) এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (স')-এর প্রশংসায় রচিত আল্‌-বিত'াক'াঃ ও আল-বিত'াক'াতু'ল-উখ্‌রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য (মুদ্রিত ১৯৬১ খৃ.)। শেষোক্ত কবিতাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম. এ. (প্রথম পর্ব) শ্রেণীর পাঠ্য তালিকাভুক্ত। ইহা ব্যতীত তিনি কয়েকটি পাঠ্য পুস্তকও রচনা করেন, যথাঃ কিতাবু'ল-ইরশাদ ইলা তারবিয়্যাতি'ল-আওলাদ, রায়হ'ানাতু'ল-আদাব, মা'ইদাতু'ল-আদাব প্রভৃতি।

ইহা ছাড়া তিনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ হইতে প্রকাশিত আল-কু'রআনের বাংলা তারজামাঃ 'আল-কুরআনুল করীম'-এর সম্পাদনা পরিষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এবং অনুবাদ সম্পর্কে বিতর্কিত বিষয়ে তাঁহার মতকে প্রাধান্য দেওয়া হইত। বাংলা একাডেমী হইতে প্রকাশিত তাজ্‌রীদু'ল-বুখারী-র বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা সংঘের সভাপতি হিসাবে তিনি অসাধারণ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন।

তিনি মুশা'আরাঃ (কাব্য প্রতিযোগিতা)-য় অংশ গ্রহণ করত উপস্থিতভাবে 'আরবীতে চমৎকার কবিতা রচনা করিয়া এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 'আরবীতে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন।

যোগ্যতা, কর্মনিষ্ঠা এবং পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তদানীন্তন ভারত সরকার ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে বেলায়েত হোসেনকে শামসু'ল-'উলামা' খিত'াবে ভূষিত করেন।

শিক্ষক হিসাবে শামসু'ল-'উলামা'র জীবন ছিল সাফল্যের মহিমায় চিরভাস্বর। আল্লাহ্‌প্রদত্ত প্রতিভার সহিত তাঁহার নিরলস, ঐকান্তিক ও কঠোর পরিশ্রম এবং সুদক্ষ ছাত্র তৈয়ারীর লক্ষ্যে অক্লান্ত প্রয়াসই তাঁহার এই সাফল্যের চাবিকাঠি। শিক্ষকতাকে তিনি শুধু পেশা হিসাবেই নহে, বরং ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য তিনি জীবনের সকল রস-মাধুর্য ও কর্মোদ্যম অকাতরে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ফলে তিনি ছাত্রদের মনের মণিকোঠায় পাইয়াছিলেন অকুণ্ঠ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের স্থায়ী আসন।

তিনি রাজনীতি হইতে চিরদিন দূরে থাকা সত্ত্বেও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করিতেন এবং পাকিস্তান আমলে সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চলীয় জনগণের স্বার্থের প্রতি সজাগ ও সচেতন ছিলেন। ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট আয়্যুব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী সদস্য মাওলানা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

ব্যক্তিগত জীবনে শামসু'ল-'উলামা' ছিলেন পরম সৌজন্য-পরায়ণ, মহানুভব, শান্তিপ্রিয়, সদালাপী, আড়ম্বরহীন ও নিরহংকার। তিনি অতি উচ্চস্তরের মুত্তাক'ী, 'আবিদ এবং শারী'আতের নিষ্ঠাবান অনুসারী ছিলেন। সামাজিক জীবনে ছিলেন তিনি পরম শালীন ও সর্বজনপ্রিয়। সহকর্মীদের সংগে তিনি একান্ত সৌহার্দ্য ও প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন। বন্ধু মহলে তিনি অত্যন্ত সুহৃদ, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

এই প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি গত ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ বাং/১৫ রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ১৪০৫ হি./৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ খৃ. রবিবার ঢাকায় ইন্‌তিকাল করেন। তাঁহার সা'লাত-ই-জানাযাঃ ও দাফন কাজে দেশের বহু বিশিষ্ট 'আলিম, জ্ঞানী-গুণীসহ অনেক লোক অংশ গ্রহণ করেন। বংশালের মালিবাগ মস্‌জিদ সংলগ্ন হাজী বাড়ী কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যা এবং অনেক নাতী-নাত্‌নী রাখিয়া যান।

তাঁহার অগণিত যোগ্য ও দেশবরেণ্য ছাত্র এই উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া আছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাওলানা 'আবদু'স-সাত্তার, তারীখ-ই-মাদ্‌রাসা-ই-'আলিয়া, ঢাকা ১৯৫৯ খৃ., ২খ, ১৫৬; (২) মুহাম্মদ আবদুল মালেক, 'শামসুল-উলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন', ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, বিংশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৩ প., ২য় সংখ্যা, পৃ. ৩৮ প., ১৯৮০ খৃ.; (৩) দৈনিক ইত্তেফাক, ডিসেম্বর ১৫, ১৯৮৪/অগ্রহায়ণ ২৯, ১৩৯১ সংখ্যা; (৪) এতদ্ব্যতীত শামসু'ল-'উলা'মার মৌখিক উক্তি হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

মুহাম্মদ আবদুল মালেক

বোহরা (بوهره; বোহরাহ, বোহোরাহ) (গুজরাটি বোহোরবুন, ব্যবসায় করা' হইতে) ভারতীয় ইস্‌মা'ঈলীদের নাম; ইহারা এই সম্প্রদায়ের 'মুস্‌তা'লিয়াঃ শাখার (ইস্‌মা'ঈলী দ্র.) অন্তর্ভুক্ত ও মূলত হিন্দু ধর্ম হইতে দীক্ষিত। পশ্চিম ভারতে অল্প সংখ্যক হিন্দু বোহরা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়, অল্প কয়েকজন সুন্নী বোহরাও আছে। তবে অধিকাংশই ইসমা'ঈলী বোহরা এবং তাহাদের সংখ্যা প্রায়

List>

দুই লক্ষ বলিয়া অনুমিত হয়। তাহাদের প্রায় সকলেই বণিক ও শহরবাসী। তাহাদের অনেকে পূর্ব-আফ্রিকায় বাস করে। পশ্চিম ভারতের প্রত্যেকটি শহরেই কিছু বোহরার সাক্ষাত পাওয়া যায়। প্রধান অংশ গুজরাট (সুরাট, আহ্মদাবাদ, সিদ্ধপুর), করাচী, উজ্জাইন ও বুরহানপুর এবং বিশেষত বোম্বাইয়ে বাস করে। তাহাদের ধর্মাধ্যক্ষ—যিনি প্রধান পুরোহিত বা মোল্লাজী সা'হিব বা দা'ঈ-মুত'লাক' নামে অভিহিত—বোম্বাই-এ থাকেন। ধর্মনৈতিক ঐক্যবোধ এখন তাহাদের মৌলিক বর্ণবোধ ও বর্ণসংস্কার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। য়ামানের 'আরব স্বধর্মাবলম্বীদের সহিত তাহাদের অন্তর্বিবাহ (প্রকৃত-পক্ষে নিতান্ত বিরল) কখনও কখনও হইয়া থাকে।

উত্তর আফ্রিকায় ফাতি'মীদের জয়লাভের পূর্বে ক'রামাতি'য়্যাঃ ও ইস্মা'ঈলিয়্যাঃ প্রচারকেরা সিন্ধু প্রদেশে ও সাধারণত পশ্চিম ভারতে অজস্র অনুচর সংগ্রহ করে। ফাতি'মী খালীফাঃ মু'ইয্য-এর আমলে তাহাদের সংখ্যা সিন্ধুতে বেশ বৃদ্ধি পায়। বোহরাদের কিংবদন্তীতে কিন্তু এই প্রাথমিক যুগের স্মৃতি রক্ষিত হয় নাই। আহ'মাদ, 'আব্দু-ল্লাহ্ প্রভৃতি কয়েকজন প্রচারকের সহিত তাহাদের ইতিহাসের সূচনা; ক্যাম্বেতে ইহাদের কবর অদ্যাপি ভক্তির সহিত যিয়ারাত করা হয়। খুব সম্ভব তাঁহাদের কার্য তৎপরতা ৫ম হিজরীর (১১শ খৃ.) শেষভাগে আরম্ভ হয়; তখন তাঁহারা তাঁহাদের মূল সম্প্রদায় মুস্তা'লিয়ার অনুকূলে প্রচারকার্য চালান।

স্পষ্টত এই সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থানীয় হিন্দু রাজাদের হাতে নির্যাতিত হয় নাই; ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানেরা গুজরাট জয় করার পূর্বেই তাহারা তথায় যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে এবং এই সময় গুজরাটের বোহরাগণ য়ামানের মূল সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। এই অবস্থায় তাহাদের ধর্মনৈতিক নেতা বা দা'ঈরা ভারতে তাঁহাদের বাসস্থান সরাইয়া আনিতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য যে, ৫২৪/১১৩১ সালে ফাতি'মী খালীফাঃ আল-আমিরের হত্যার পর তাঁহার তথাকথিত শিশু উত্তরাধিকারী ত'য়্যিব 'প্রচ্ছন্ন' হন। ধর্মীয় কর্তব্য পর্যায়ক্রমে দা'ঈদের উপর ন্যস্ত হয়। যু'আয়ব ইব্ন মূসা ছিলেন প্রথম দা'ঈ। এই সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রত্যেক দা'ঈ হইতে তাঁহার উত্তরাধিকারীর নিকট হস্তান্তরিত হইত। অবশেষে ৯৯৯/১৫৯১ অব্দে ষষ্ঠবিংশ দা'ঈ দাঊদ ইব্ন 'আজাব শাহ-এর মৃত্যুতে সম্প্রদায়টি দ্বিধাবিভক্ত হয়। ভারতীয়রা দাঊদ ইব্ন কু'তু'ব শাহকে সমর্থন করে (এবং দাঊদী নামে পরিচিত হয়), পক্ষান্তরে অধিকাংশ য়ামানী (সুলায়মানিয়্যাঃ) সুলায়মান ইব্ন হ'াসানের পক্ষাবলম্বন করে। ভারত উপমহাদেশে ও য়ামানে অদ্যাপি উভয় দল বর্তমান আছে; য়ামানে সুলায়মানিয়্যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু ভারত উপমহাদেশে তাহারা নগণ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ। এই সম্প্রদায়ের দীর্ঘ ক্রমবিকাশে অনেক ভাঙন দেখা দেয় এবং সময় সময় কিছু লোক সুন্নীমতে দীক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে—জা'ফারীদের (১৫শ শতকের প্রথমে গুজরাটের মুসলমান রাজাদের আমলে) উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'আলিয়্যাঃ (ইহারা ১৬২৪ সনে পৃথক হয়), বোরদার নাগুশী বা নিরামিষাশী (১৭৮৯ হইতে), উজ্জাইন-এর হিবাতী বা হিপ্তীয়্যা (১৮শ শতকের শেষভাগ), নাগপুরের মাহ্দীবাগ'ওয়াল্লা (১৮৯৭ হইতে) প্রভৃতি কয়েকটি খাঁটি উপদল অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তাহাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

বর্তমানে দাঊদীদের মধ্যে 'মোল্লাজীর পক্ষপাতী' ও 'মোল্লাজী বিরোধী' এই দুইটি দল গঠিত হইতে চলিয়াছে। প্রথমোক্ত দলকে রক্ষণশীল বলা চলে; ইহাদের মধ্যে বহু লোকের ভাবভঙ্গি বরং উদাসীন। শিক্ষা ক্ষেত্রে ও জীবন যাপন পদ্ধতি প্রভৃতি ব্যাপারে বর্তমান কালোপযোগী বিভিন্ন সুবিধার জন্য জিদ ধরে বলিয়া অন্য দলকে প্রগতিবাদী বলা চলে। লক্ষণীয় যে, দা'ঈদের উত্তরাধিকারিত্ব ভিন্ন এই ব্যাপারে কোন ধর্মনৈতিক বা ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত নাই। মোল্লাজীর বিরোধীরা ১৮৪০ খৃস্টাব্দের ৪৭তম দাউদী দা'ঈ হিসাবে নাজ্মু'দ-দীনের উত্তরাধিকারকে বেআইনী বলিয়া মনে করে এবং তাহাকে ও তাহার উত্তরাধিকারিগণকে যথাযথ দা'ঈ বলিয়া স্বীকার করে না। তাহারা সাম্প্রদায়িক তহবিলের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষানীতির পরিবর্তন প্রভৃতি দাবী করে। আজ পর্যন্ত আধুনিক দল দলত্যাগের প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই। তবে তাহাদের আন্দোলন বেশ জনপ্রিয় এবং যাহারা বাহ্যত মোল্লাজীপন্থী তাহাদের অনেকেই কার্যত বিরোধী দলকে সাহায্য করে এবং অবিরত মামলা-মোকদ্দমার খরচ যোগায়। ধর্মাধ্যক্ষের প্রধান অস্ত্র হইল সমাজচ্যুত করা। পূর্বে ইহাকে খুবই ভীতির চক্ষে দেখা হইত। এক্ষণে ইহা অনেকটা দুর্বল হইয়া গিয়াছে। কারণ সাধারণভাবে উপমহাদেশের মুসলিমগণের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্তির পথে।

বোহরারা কড়াকড়িভাবে নীতিগত ধরনে পরিচালিত। সরকারের আইন দ্বারা যে সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রিত নহে, সেই সকল মোল্লাজীর অথবা তাঁহার অনুমোদিত প্রতিনিধির ('আমিল) নির্দেশ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। ইঁহাদের কাজ শুধু ধর্মীয় ব্যাপারগুলির নিয়ন্ত্রণই নহে, ইঁহারা সমাজের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করেন এবং চাঁদা ও এককালীন দান প্রভৃতিও আদায় করেন। ভারত উপমহা-দেশের বোহরা সম্প্রদায়ের ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই এবং ইহা লিখিবার উপকরণও বাহ্যত খুবই কম। সুলায়মানী ও দাউদী শাখার দা'ঈদের নামের তালিকার জন্য দ্র. এ. এ. এ. ফায়যী A. Chronological List of the Imams and Da'is of the Musta'lian Isma'ilis (JBBRAS, 1934, p. 8-16)। ইহাদের ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কে 'ইস্মা'ঈলিয়্যাঃ' প্রবন্ধ দ্র.। W. Ivanow, A Guide to Isma'ili Literature (London 1933) গ্রন্থে ইঁহা-দের সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা আছে।

সুলায়মানিয়্যারা দাউদীগণ হইতে শুধু পৃথক দা'ঈ পরম্পরার দাবী ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে পৃথক নহে। অল্প কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাদের দা'ঈ য়ামানে বাস করিতেন ও তাঁহারা সকলে 'আরব ছিলেন। কিন্তু ১৯৩৬ খৃ.-এর শেষে ৪৫তম দা'ঈ 'আলী ইবন মুহ'সিনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভারতীয় উত্তরাধিকারী গু'লাম হ'সা-য়ন বোম্বাইতেই বাস করিতেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : পূর্বোল্লিখিত সূত্রগুলি এবং 'ইস্মা'ঈলিয়্যাঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্রগুলি ছাড়াও দ্র. (১) The Gazetteer of the Bombay Presidency, vol. ix., Part II., p. 24 প.; (২) D. Menant, Les Bohoras du Guzarate (RMM, x., p. 465 প.), (৩) H. F. Hamdani, The history of the Isma'ili Da'wat and its Literature etc., in JRAS, 1932, p. 126 প.; (৪) ঐ লেখক, Some unknown Isma'ili authors, in JRAS, 1933, p. 359 প.।

W. Ivanow (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের ও আ. কা. মু. আদমুদ্দীন

ম

মক্কা (مكة : মাক্কাঃ) হিজরতের প্রাক্কালে হযরত মুহাম্মাদ (স')-এর জন্মের (৫৭০-৫৮০ খৃস্টাব্দের মধ্যে) পর হইতেই মক্কা হঠাৎ অতীতের তিমির হইতে বহির্গত হইয়া ঐতিহাসিকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ভূগোলবেত্তা Ptolemy এই জায়গাটিকে Macoraba নামে জানিতেন, কিন্তু তাঁহার সময়ের বহুপূর্ব হইতে এই স্থান বিদ্যমান ছিল। মক্কা সম্ভবত 'সুগন্ধি পথ'-এর একটি স্টেশন ছিল, যে পথ বাহিয়া প্রাচ্যের উৎপন্ন দ্রব্য, বিশেষত মূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্য, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আসিত। বড় বড় বাণিজ্য পথের সংযোগস্থলে অবস্থিতির কারণে মক্কার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যম্‌যাম্‌ কূপ এবং পবিত্র কা'বার চতুর্দিকে যে শহরের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার সুবিধাজনক অবস্থান ছিল শ্বেতবর্ণ অধিবাসীর আবাসস্থল এশিয়া এবং কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসীর আবাসস্থল আফ্রিকার প্রান্তদেশে 'সারাাত' গিরিশ্রেণীর ভাংগনের অর্থাৎ গিরিপথের নিকটে, ব্যাবিলনিয়া এবং সিরিয়া হইতে য়ামানের মালভূমির দিকে এবং ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের তীরের দিকে যাইবার সড়কের সংযোগস্থলে। লোহিত সাগরপথে রহস্যময় আফ্রিকা মহাদেশের সহিত মক্কার যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।

দেখা যায় প্রাচীনকাল হইতে মক্কার অধিবাসিগণ নিকটবর্তী রাজ্যগুলির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। অন্য রাষ্ট্রগুলির কাফিলাকে নির্বিঘ্নে চলাচল করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া মক্কাবাসীরা সন্ধিসূত্রে নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা আদায় করিত। ইহাকেই ঐতিহাসিকগণ 'সিজার ও খাস্‌রু'-র নিরাপত্তা ও চুক্তি আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহারা আবিসিনিয়ার নাজাশী, নাজ্‌দের প্রধান শাসকগণ, য়ামানের 'ক'য়ল'গণ এবং গ'াস্‌সান ও হ'ীরার সামন্তদের সংগেও চুক্তি সম্পাদন করেন। গ্রীক ও পারসিকদের সহিত চুক্তিতে 'মুক্তদ্বার' নীতি স্বীকার করা হইত না। সীমান্তের কয়েকটি কেন্দ্রে এবং বিশেষভাবে নির্ধারিত কয়েকটি শহরে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সম্পাদিত হইত। ফিলিস্তীনে আলা ঃ এবং গ'ায্‌যাঃ বন্দর এবং সম্ভবত জেরুযালেমও এইজন্য নির্দিষ্ট ছিল। সিরিয়াতে বুস্‌রাাই ছিল প্রধান যাতায়াত পথ এবং বৃহৎ বাজার।

সূরাঃ ১০৬ ঃ ২ আয়াতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে 'শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের দুইটি যাত্রা' (رحلة)-এর কথা উল্লিখিত আছে: নাস্‌সাবাঃ অর্থাৎ কুলপঞ্জীকারগণ যে সকল কু'রায়শ দলপতিগণ চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায় করিবার অনুমতি লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইভাবে বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত অঞ্চলকে وجه বা দিক متجر বা বাণিজ্যিক অঞ্চল বলা হইত। বহুবিধ বাধা-নিষেধ এই বাণিজ্যে সুবিধার প্রসারকে সীমিত করিত। পূর্বাঞ্চলের সরকারগুলি অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি দিত না। বায়যান্টীয় (Byzantium) শাসকগণ বণিকদিগকে এমন কি স্বদেশীয়গণকেও অবিশ্বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহারা বিদেশী বণিকদিগকে, বিশেষত বেদুঈনদিগকে অত্যন্ত বেশী সন্দেহ করিতেন। এই কারণে বেদুঈনগণ গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করিতে, অত্যধিক কর দিতে, অনবরত শুল্ক এবং টোল দিতে বাধ্য হইত অথবা চুক্তির কথাবার্তা শুরু করিবার পূর্বাহ্নে যি'ম্মাস্বরূপ প্রতিভূ প্রেরণ করিতে হইত। মক্কাবাসীরাও অপেক্ষাকৃত উদারমনা নীতি গ্রহণ করিবার প্রেরণা লাভ করে নাই; ক্ষতি পোষাইবার জন্য তাহারা বিদেশী বণিকদের উপর নানা প্রকার করভার চাপাইত, যথাঃ নগরশুল্ক, থাকিবার ছাড়পত্র খরচা এবং ভ্রমণ ও ব্যবসায় করিবার কর ইত্যাদি। মক্কায় প্রবেশ করিবার পূর্বেই নগরশুল্ক আদায় করিতে হইত। Palmyra-তে যেমন ছিল, তেমনই মক্কায়ও 'বহির্গমন' কর দিতে হইত। সংক্ষেপে বলা চলে, বিদেশী বণিকগণ একটি জটিল শুল্কব্যবস্থার জালে জড়াইয়া পড়িত, চাই কি তাহারা মক্কায় বাস করুক অথবা মক্কার উপর দিয়া যাতায়াত করুক, বিশেষত যাহারা স্থানীয় কোন গোত্রের বা গণ্যমান্য প্রধানের নিকট হইত جوار বা রক্ষা ব্যবস্থা লাভ করিত না, তাহাদের সকলকেই নানাবিধ কর প্রদান করিতে হইত।

মক্কার অধিবাসিগণ ঃ মক্কা এবং সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীদের আদি পুরুষ ছিলেন হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর পুত্র হযরত ইস্‌মা'ঈল ('আ)। মক্কার কু'রায়শ দাবী করিত যে একই পূর্বপুরুষ হইতে তাহারা উদ্ভূত; তাঁহার নাম ছিল কু'রায়শ্‌ বা ফিহ্‌র; কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম আন্‌-নাদ্‌'র, ডাকনাম কু'রায়শ। মক্কার পবিত্র অঞ্চলের চতুর্দিকের রুক্ষ পার্বত্য প্রদেশে তাহারা বসবাস করিত। উত্তর হি'জাযের অধিবাসী কু'স'ায় (قصى) নামীয় এক দলপতি বাহুবলে মক্কায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি খুযাা'আঃ (خزاعة) গোত্রের নিকট হইতে ক্ষমতা অধিকার করেন। উহাদের মধ্যে দশটি গোত্র সমধিক প্রসিদ্ধ ঃ হাাশিম, উমায়্যাঃ, নাওফাল, যুহ্‌রা, আসাদ, তায়ম, মাখ্‌যুম্‌, 'আদী, জুমাহ্‌' এবং সাহ্‌ম। এই গোত্রগুলি শহরের কেন্দ্রস্থল, উপত্যকার তলদেশ, আল-বাত্‌'হ'া' (البطحاء), যেখানে যাম্‌যামের পানি জমা হইত, যেখানে নীচু স্থানে কা'বা গৃহ অবস্থিত, তাহা দখল করিয়াছিল। এই অঞ্চলে বসবাস করার কারণে তাহাদের আখ্যা হইল قريش البطحى বা بطاحى বা البطاح; শহরের কেন্দ্রস্থান অভিজাতবর্গের এবং প্রাচীন কু'রায়শ পরিবারের আবাসস্থলরূপে গণ্য হয়। এই দশটি গোত্রের মধ্যে কয়েকটি ইসলামের কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল; পূর্বে তাহাদের এমন কোন খ্যাতি ছিল না। তায়ম (تيم) ও 'আদী (عدى) গোত্রদ্বয় আবু বাক্‌র ও 'উমার (রা)-এর দরুন খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। অন্য গোত্রগুলি বিতাড়িত হইয়া মক্কার বহিঃসীমায় পাহাড়ের নিম্ন ঢালুতে অথবা পাহাড়ের খাদ (شعب)-এর মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে। তাহাদিগকে বলা হইত শহরতলীর কু'রায়শ (قريش الظواهر)। বাত্‌'হ'ার অধিবাসী স্বগোত্রীয়দের অপেক্ষা মর্যাদায় খাট হইলেও উপকণ্ঠবাসীরা বীরত্ব-গৌরবে প্রসিদ্ধি লাভের সুযোগ গ্রহণ করে। কু'রায়শ সমাজে তাহারাই বরাবর উৎকৃষ্ট যোদ্ধা সরবরাহ

করিয়াছে এবং কেন্দ্রের অধিবাসীদের নিকট তাহারা কখনও এই প্রাধান্য ন্যস্ত বা হস্তান্তর করে নাই।

শাসন ও প্রশাসন ব্যবস্থা ঃ শাসন ও প্রশাসন রীতিনীতির নিয়ম-ক'ানুন সুনির্দিষ্টভাবে আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নয়। অবশ্য খুবই নিম্ন পর্যায়ের একটি দফতরখানা চালু হইয়াছিল, যেখানে মৈত্রী-চুক্তি, বাণিজ্যিক অঙ্গীকার-পত্র প্রভৃতি দলীল সংরক্ষণ করা হইত। পরবর্তীকালে অফিসসদৃশ একটি প্রতিষ্ঠানের উপর বিদেশী বণিকদের নিকট হইতে কর আদায়ের দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়। কোন প্রকার প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কোনরূপ সুস্পষ্ট বরাত কুত্রাপি পাওয়া যায় না। একটি কিংবদন্তীতে দেখা যায়—কতকগুলি অবৈতনিক আমলার পদ বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সেই আমলাদের দায়িত্বের ক্ষেত্র নির্ধারিত ছিল না। উঁহাদের সংখ্যা বা কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে সে কিংবদন্তীতে কোন ঐকমত্য পাওয়া যায় না। একমাত্র মদীনার কবি হ'াস্সান ইব্ন ছ'াবিত-এর কয়েকটি চরণে উহার উল্লেখ রহিয়াছে। "তাঁবু ও লাগাম"-এর দফতর যুদ্ধবিদ্যার সহিত সম্পর্কিত—এইরূপ অনুমান সত্য নহে। উক্ত মর্যাদাসূচক দফতরটি প্রাচীনকালে বিদ্যমান ছিল। উহা ছিল পৌত্তলিক 'আরবের ধর্মানুষ্ঠানিক শোভাযাত্রার স্মৃতিবাহক। কু'ব্বাঃ নামক একটি তাঁবুতে বা স্থানান্তরযোগ্য একখানি আসনে প্রতিষ্ঠিত হইত এক-একটি গোত্রের কাল্পনিক এবং ভৌতিক রকমের উপাস্য; ভক্তি-শ্রদ্ধা ও জাঁকজমকের সহিত উষ্ট্র-পৃষ্ঠে করিয়া এই কু'ব্বাটিকে বহন করা হইত। পর্যায়ক্রমে এই মহামূল্যবান বস্তু বহনকারী পশুর লাগাম ধরিয়া চলিত প্রধানগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

অন্য কোন উপযুক্ত আখ্যা না পাইয়া Lammens মক্কাকে একটি 'বণিক সাধারণতন্ত্র' আখ্যা দিয়াছেন। আবূ সুফ্য়ানকে কু'রায়শদের 'শায়খ' এবং প্রধান বলা হইলেও তাঁহার সমসাময়িক বহু ব্যক্তিকে সমমর্যাদাসম্পন্ন উপাধি দেওয়া চলে। তিনি কু'রায়শকুলের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন—এইরূপ ধারণার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। হিজরী সনের প্রথম আট বৎসরের ঘটনাসমূহ যেভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে মক্কার শাসন ক্ষমতা আবূ সুফ্য়ানের উপর ন্যস্ত ছিল—এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কু'রায়শ গোত্রের অপরাপর সমকক্ষ প্রধানগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা ধীশক্তিসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তি। আল-ফাসী যথার্থভাবেই মন্তব্য করিয়াছেন যে, উহারা সকলেই ছিল পরস্পর সমান; কাহাকেও কোন ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদান না করা হইলে অথবা ক্ষমতা প্রয়োগের স্পষ্ট আদেশ না দেওয়া হইলে কেহই ক্ষমতার অধিকারী হইত না। ঘটনা দৃষ্টে মনে হয়, এই সরদারসমষ্টিকে একটি নিয়মতান্ত্রিক সংস্থারূপে গণ্য করা হইত। دار الندوة নামে মক্কায় একটি পরামর্শ পরিষদ ধরনের প্রতিষ্ঠান ছিল। কোন অসাধারণ অবস্থার উদ্ভব হইলেই ইহার অধিবেশন বসিত। সাধারণত কা'বার অংগনে অথবা অংগন সংলগ্ন পারিবারিক বা গোত্রীয় মিলনায়তনে এই পরিষদের অধিবেশন বসিত এবং তথায় আলোচনান্তে সাধারণ ব্যাপারগুলি মীমাংসা করা হইত।

গোত্রীয় প্রধানগণের (ملأ) উপরিউক্ত পরিষদ বা সংঘ মক্কা নগরীর উপর কর্তৃত্ব করিত বলিয়া মনে হয়। মরু এলাকায় যাযাবর গোত্রগুলির শায়খগণ, তাহাদের পৃথক পৃথক পরামর্শ পরিষদের সাহায্যে এই দায়িত্ব পালন করিত। ধনবান প্রভাবশালী পরিবারসমূহের প্রধানগণই ছিল এই পরিষদের সভ্য। এই কারণে বেশীর ভাগ সময়ে উমায়্যাঃ এবং মাখযূমীদের নাম সাধারণত এই পরিষদের সভ্যরূপে উল্লেখ করা হয়। এই পরিষদের সভ্য হওয়া নির্বাচন বা জন্মভিত্তিক ছিল না; বরং সম্পদ, কর্মক্ষমতা এবং খিদমতই ছিল সদস্যপদ লাভের মানদণ্ড। এই কারণে তায়ম-এর ন্যায় সাধারণ গোত্রের এক বিরাট ধনাঢ্য ব্যক্তি ইব্ন জুদ'আন-কে এই পরিষদে সাদরে গ্রহণ করা হইয়াছিল। প্রচলিত রীতি ছিল, এই পরিষদের সদস্য হওয়ার জন্য সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠ হইতে হইবে। উহার আনুগত্য ছিল জনগণের নৈতিক দায়িত্ব—বাধ্যতামূলক নহে। কার্যক্রম সীমিত ছিল উপদেশ, দান, পর্যবেক্ষণ, উন্নতির পথ প্রদর্শন এবং বণিক সম্প্রদায়কে বয়স্ক পিতৃস্থানীয়গণের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বিতরণের মধ্যে। জবরদস্তি করিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করার পরিবর্তে অনুরোধ-উপরোধের মাধ্যমে তাঁহারা পরিষদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিতেন। প্রতিটি পরিবার এবং প্রত্যেক গোত্র নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবীদার ছিল বলিয়া এইরূপ পরিবেশে বাগ্মিতার গুরুত্ব ছিল সমধিক। এই আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবীর কারণে অনবরত শান্তির পথে বিঘ্ন ঘটিত। জনস্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন হইলে গোত্রীয় ক্ষমতা লংঘন না করিয়া সংঘ বা পরিষদ নৈতিক চাপ প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য হইত। এবংবিধ পদ্ধতি কতক পরিমাণে Palmyra এবং Venice-এর রাষ্ট্র সংগঠনের তুল্য।

অবস্থান এবং জলবায়ু ঃ শহরটি আকারে ছিল দ্বিতীয়ার চাঁদের ন্যায়। ইহার দুইটি অগ্রভাগ قعيقعان (কু''আয়কি''আন) পাহাড়ের পার্শ্বদেশের দিকে ফিরান এবং অনাবৃত ও খাড়া দুই প্রস্থ পাহাড়ের শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। কেন্দ্রস্থলে ছিল আলো-বাতাসবিবর্জিত নাবাল ভূমি। প্রাচীনকালে শহরটি ছিল এই নিম্নভূমিতে; ইহাই ছিল সেই وادى বা উপত্যকা, বাত্'ন মক্কা بطن مكة বা মক্কার উদর। উহার কেন্দ্র ছিল খাদের সর্বনিম্ন স্থান; উহাকে আল-বাত্'হ'া' (البطحاء) বলা হইত। এই অংশের কতকগুলি দালান পবিত্র কা'বার এত কাছাকাছি ছিল যে, সকালে এবং বিকালে উহাদের ছায়া এই পবিত্র গৃহের ছায়ার সহিত মিলিয়া যাইত। ঐ বাড়ীগুলি এবং কা'বার মধ্যস্থলে চারিপাশের ভূমির নিম্নতর সমতলে সংকীর্ণ فناء বা আঙিনা রহিয়াছে। উক্ত উন্মুক্ত ক্ষেত্রের উপর প্রাচীনতম মসজিদ অবস্থিত ছিল, ইহার উপরিভাগ খোলা ছিল। প্রাচীনকালে ইহাই ছিল বাত্'হ'া'। ছোট ছোট রাস্তার শেষপ্রান্ত যেখানে আসিয়া ঐ উন্মুক্ত স্থানে মিলিয়াছে সেই প্রান্তকে 'হ'ারামের দরজা' (باب الحرام) বা মসজিদের ফটক বলা হইত। কা'বার চারিধারে যেই সকল গোত্রের লোক বাস করিত তাহাদের নামানুসারে ঐ সমস্ত ফটকের নামকরণ করা হইত, যেমন ঃ একটিকে বলা হইত বানূ জুমাহ' বংশের ফটক (باب بنى جمح)। তথায় বসবাসকারী গোত্রসমূহের বাড়িগুলির প্রাচীর মসজিদের সীমারেখা নির্দেশ করিত। কা'বা সংলগ্ন বাড়ীগুলির নীচের তলায় প্রধান পরিবারগুলির মাজলিস বা ندى-এর অধিবেশন বসিত।

শহরতলী (ظواهر)-তে, পরবর্তীকালে পাহাড়গুলির পার্শ্বদেশে এবং জলস্রোতে ক্ষয়প্রাপ্তিজনিত খাদে (شعب) কতকগুলি নীচু ঘরবাড়ী ও ভাঙ্গাচোরা কুঁড়েঘর ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত ছিল। ভূগোলবিদ মাক'দিসী এই শহরের বর্ণনায় 'শ্বাসরুদ্ধকর তাপ, মারাত্মক হাওয়া এবং মেঘাবরণের মত মাছির ঝাঁক'-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সার্বক্ষণিক অসুবিধা হইল পানির অভাব। অধিবাসীরা যামযাম কূপের পানির উপর নির্ভরশীল ছিল। আরও কূপ ছিল,

অংশীর ভাগ শহরের বাহিরে। শহরের অভ্যন্তরস্থ কূপগুলির উপর নির্ভর করা চলিত না। হাজার হাজার হ'জ্জযাত্রীকে পানি সরবরাহ করার নিমিত্ত যেই পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করা হইত তাহা হইতে পানির বিশেষ অভাবের বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যাইত। এমতাবস্থায় কাহারও পক্ষে কল্পনা করা মুশকিল হয় না, দীর্ঘ দিন-গুলিতে مرض مكة, অর্থাৎ মক্কার প্রজ্বলিত উত্তাপ কেমন ক্লান্তিজনক হইয়া উঠে এবং কেন মক্কার বড় বড় পরিবারগুলি তাহাদের ছেলেমেয়েদিগকে লালন-পালনের জন্য উন্মুক্ত মরু অঞ্চলে পাঠাইয়া দেওয়া শ্রেয় মনে করে। সীরাঃ (سيرة)-র গ্রন্থগুলিতে মক্কার প্লেগ (و باء مكة) এবং বসন্ত রোগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃষ্টিপাত কদাচিৎ ঘটে। কোন কোন সময় চার বৎসর যাবত খরা স্থায়ী হয়। কিন্তু যখন শীতকালে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায় তখন সময় সময় অভূতপূর্ব বেগে বৃষ্টিপাত ঘটিয়া থাকে। মক্কার পূর্বদিকে কংকরময় খাড়া প্রাচীর অর্থাৎ সারাাত গিরিমালার স্তর ও চূড়ার সারিবদ্ধ শ্রেণী প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান। এই খাঁজকাটা পাথর-গুলির পার্শ্বদেশের খাঁজগুলিতে বর্ষা সমাগমে বৃষ্টির পানি সঞ্চিত হইয়া থাকে, যাহার ফলে যামান অঞ্চলের ভূমি উর্বর হয়। ঢালু-গুলিতে কোন গুল্ম জন্মায় না বলিয়া প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয় না; ফলে প্রতিটি খাদে একটি سيل বা প্রবাহ সৃষ্টি হয়। নালা-উপনালার পানিপ্রবাহ আরও বিরাট আকার ধারণ করিয়া মক্কার নিম্নভূমিতে (বাত্'ন মক্কা) নামিয়া আসে। এখানেই নীচু খাদে কা'বা অবস্থিত। পানি প্রবলবেগে খাদে নামিয়া আসিয়া মসজিদের প্রবেশ পথ বহিয়া পবিত্র স্থানের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিতে প্রবাহিত হয়। খাদ ভর্তি হইয়া গেলে কা'বাগৃহে পানি প্রবেশের উপক্রম হয়। হিজ-রতের পূর্বে কু'রায়শদিগের পৌরসভা এই প্রবাহের প্রতি মোটেই মনোযোগ দেয় নাই অথবা তাহারা বলিত যে, তাহারা উহা নিবারণ করিতে অসমর্থ। খলীফাগণ যে প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভ হয় নাই।

এই কারণে মক্কার ইতিহাস প্লাবনের ধ্বংসলীলায় পরিপূর্ণ। কয়বার প্রচণ্ড বন্যার ফলে কা'বা গৃহ ভূমিস্মাৎ হইয়াছে এবং মসজি-দের প্রাঙ্গণ হ্রদে পরিণত হইয়াছে। বন্যার কারণে মহামারী দেখা দিত। পানি বিধৌত আবর্জনা কূপগুলিকে দূষিত করিয়া ফেলিত। যে সকল মৃতদেহ সমাধিস্থ করা যাইত না সেগুলি সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু কেন্দ্র হইত। ভূমির অনুর্বরতার ফলে দুর্ভিক্ষের উৎপাত দেখা দিত। সিরিয়া অথবা সারাাত অঞ্চল হইতে শস্য আমদানীতে সামান্য অনিয়ম ঘটিলে দুর্ভিক্ষ ঘটিত। মক্কা নগরীর অতীত ইতিবৃত্তে দুর্ভিক্ষ, বন্যা ও মহামারীর ধ্বংসলীলা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অর্থনৈতিক জীবন ও আর্থিক ব্যবস্থা ঃ সীরাত এবং হাদীছে'র গ্রন্থাদি মনোনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করিলে এই ধারণা জন্মে যে, মক্কার সংকীর্ণ এবং অনুর্বর উপত্যকা হইতে উদ্দাম গতিতে বাণিজ্যিক কর্ম-প্রবাহ চলমান ছিল। কু'রআান এবংবিধ ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করিয়া দেয়। রাসূল কারীম (স')-ও নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কু'রায়শকুলের এই ঐতিহ্য বহন করিয়াছেন। প্রতি স্তরে মক্কাবাসীর জীবনে এই মৌলিক বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান।

শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যে লিখন ও গণনার গুরুত্ব অপরিমেয়, কিন্তু মক্কায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল কিনা জানা যায় না। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বালাযু'রী অক্ষরজ্ঞানের অধিকারী মাত্র পনরজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার মতে তাহারা ছাড়া হিজরতপূর্ব যুগের কু'রায়শবর্গ সকলেই ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন। মক্কার দোকান-গুলিতে হিসাবের 'বহি'র পাশাপাশি ছিল দাঁড়িপাল্লার স্থান। পণ্যদ্রব্যের ওজন করিবার জন্য দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার যত হইত তাহা অপেক্ষা বরং নগদ মূল্য পরিশোধ্য সামগ্রীর পরিমাণ নির্ধারণের জন্য ইহার ব্যবহার হইত অধিকতর। মক্কার বাজারে মুদ্রার প্রচলন অপ্রচুর ছিল। মুদ্রার সাথে সাথে মূল্যবান ধাতু, স্বর্ণ-রৌপ্যের তাল এবং স্বর্ণের গুঁড়া (تبر) ব্যবহৃত হইত। দাঁড়িপাল্লার সাহায্যেই উহার মূল্যমান নিরূপণ করা সম্ভব হইত। অধিকতর সূক্ষ্ম পরিমাপের ক্ষেত্রে পেশাদার ওজনকারী (وزان) নিয়োগ করা হইত। এতদ্ব্যতীত শস্যাদি মাপের জন্য رطل — صاع ইত্যাদি পরিমাপ-পাত্র ব্যবহৃত হইত। পাত্র সাহায্যে পরিমাপকে কায়ল (كيل) ও পরিমাপ-কারীকে কায়্যাল (كيال) বলা হইত।

মক্কী সমাজে পুঁজির যত প্রাধান্য ছিল, তৎকালে এমন আর একটি সমাজ কল্পনা করা কঠিন ছিল। মক্কার ব্যবসায়ীরা ধন সংগ্রহ করিয়া শুধু সিন্দুকে জমা করিত না; বরং পুঁজি বিনিয়োগের সীমাহীন উৎপাদনী শক্তিতে তাহারা ছিল দৃঢ় বিশ্বাসী। তাহাদের অনেকেই ছিল দালাল এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। আর বেশীর ভাগ লোক লগ্নি ব্যবসায়ের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করিত। নিষ্ক্রিয় অংশীদারিত্ব (مضاربة) অনেকেই পসন্দ করিত, বিশেষত লভ্যাংশের অর্ধেক পাইবার শর্তে অংশীদারিত্ব ছিল তাহাদের কাম্য। এই প্রকার বাণিজ্য রীতির কল্যাণে একটি মাত্র দীনার এমন কি অর্ধেক দীনারের মত স্বল্প পুঁজিরও বিনিয়োগ চলিত। ইহাতে অতি দরিদ্র ব্যক্তিও বাণিজ্য উদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহ লাভ করিত।

মককায় ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মুদ্রা আসিত। তন্মধ্যে বায়যান-টাইন denarius aureus এবং সাাসানীয় ও হিম্য়ার-এর রৌপ্য drachm (দিরহাম) উল্লেখযোগ্য। প্রায়শ ক্ষয়প্রাপ্ত, নিপুণভাবে খোদাই করা, ওজনে এবং ছাঁচে অসম, বিবিধ প্রকার মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন টাকশাল হইতে আসিত। কেবলমাত্র মুদ্রাবদলকারিগণ তাহাদের অভিজ্ঞ চোখের দৃষ্টির সাহায্যে উহাদের আকার-আকৃতি দেখিয়া এসকল মুদ্রার মধ্যে কোন্‌টির কি মান এবং মূল্য তাহা নির্ধারণ করিতে পারিত। মুদ্রামানের অসমতা এবং মুদ্রামূল্যের উঠানামাও যথেষ্ট গোলযোগ সৃষ্টি করিত। বায়যান্টাইন অধিকৃত সিরিয়া এবং মিসর প্রদেশ ছিল আহ্‌লু'য-য'াহাব (اهل الذهب) অর্থাৎ স্বর্ণ-মুদ্রামান এলাকা আর ব্যাবিলনিয়া ছিল আহ্‌লু'ল-ওয়ারিক' (اهل الورق) অর্থাৎ সাাসানীয় রৌপ্য মুদ্রামান এলাকা। সিরিয়া অভিমুখে গমনের পূর্বে যাত্রীদল দীনার তল্লাশীর জন্য নিয়মিত সন্ধানী নিযুক্ত করিত। মক্কার তাাজির (تاجر) আর পুঁজি সরবরাহকারীর মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। মক্কায় কোন পণ্য উৎপন্ন হইত না। এই কারণে মক্কাবাসীর ব্যবসায়ের একমাত্র পণ্য ছিল অর্থ। সময় হইলে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য তাহারা বড় বড় যাত্রীদল সংগঠনে লাগিয়া যাইত। যাত্রীদলের পুরোধা ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণকে ব্যবসায় চালাইবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তহবিল সরবরাহ করিত।

মক্কা মূলত লেন-দেন পরিশোধ গৃহ এবং অর্থ আদান-প্রদানের শহর ছিল। এখানে তদুপযোগী শুল্ক ব্যবস্থা এবং অর্থ আদান-প্রদানের প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্ষেত্র বিশেষে রিবাা (ربا) অর্থাৎ উচ্চ সুদ নির্মমভাবে আদায় করা হইত দীনাারের বদলে দীনাার, দির-হামের বদলে দিরহাম অর্থাৎ শতকরা একশত ভাগ সুদ। কু'রআানে

সুদকে দণ্ডনীয় অপরাধ ঘোষণা করা হইলে কু'রায়শ এই বলিয়া প্রতিবাদ করিল যে, তাহারা রিবা-কে এক প্রকার বিক্রয় ছাড়া আর কিছু মনে করে না (সূরা ২ : ২৭৫), তাহাদের মতে উহা মূলধনের 'ভাড়া' বিশেষ। জোর ফট্‌কা বাজারীও প্রচলিত ছিল; বিনিময় হার, যাত্রীদলের সমুদয় পণ্য এক সঙ্গে ক্রয়, ক্ষেত্রের শস্য ক্রয়, মেষপাল খরিদ, এমন কি শহরে প্রয়োজনীয় খাদ্যাদি সরবরাহ ব্যাপারেও ইহা চলিত। তাহারা কল্পিত বা বেনামী বাণিজ্য-সংঘ গঠন করিত। এই সকল সংঘের নামে ক্রয়-বিক্রয় চলিত এবং ধার গ্রহণ করা হইত। Strabo-এর মতে, 'আরবের প্রতিটি অধিবাসী হয় ব্যবসায়ী না হয় দালাল। যুদ্ধ যাত্রাকালে নাগরিকেরা পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইত। সিরিয়া হইতে প্রত্যাগমনকারী আবূ সুফ্‌য়ানের বাণিজ্য কাফিলার নিরাপত্তা বিধান করিবার জন্য অভিযান কালে মক্কার কু'রায়শরা পণ্য লইয়া গিয়াছিল। মক্কা হইতে মুহাজিরগণ মদীনা পৌঁছিয়া সর্বপ্রথম বাজারে যাইবার পথের সন্ধান লইয়াছিলেন। রমণিগণের মধ্যেও এইরূপ ব্যবসায়ী মনোভাব ছিল। আবূ জাহ্‌লের মাতা সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় করিত। হযরত খাদীজাঃ (রা)-এর ব্যবসার কথা সর্বজনবিদিত। আবূ সুফ্‌য়ানের স্ত্রী হিন্দ সিরিয়ার অধিবাসী 'কালব' গোত্রের নিকট পণ্যসম্ভার বিক্রয় করিতেন। স্বামীদের ন্যায় মক্কার রমণীকুলও বিদেশগামী যাত্রীদলের বাণিজ্যে অর্থ খাটাইত। পণ্যবাহী কাফিলা প্রত্যাবর্তন করিলে তাহারা আবূ সুফ্‌য়ানকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া জানিয়া লইত তাহাদের প্রদত্ত অর্থে কত অর্থ অর্জিত হইয়াছে এবং তাহাদের নিজ নিজ লভ্যাংশ বুঝিয়া লইত।

বাণিজ্য বহর : কা'বাঃ গৃহের চতুর্দিকে نادى অর্থাৎ গোত্রীয় মজলিসগুলিতে বাণিজ্য কাফিলা গঠন সংক্রান্ত আলোচনা অবিরতভাবে চলিত। কাফিলার বাণিজ্য যাত্রা ও প্রত্যাবর্তনের সহিত জনগণের স্বার্থ তথা সমগ্র অধিবাসীবৃন্দের স্বার্থ বিজড়িত ছিল। পথিমধ্যে যে সকল বেদুঈনের সাক্ষাত ঘটিত তাহাদের অথবা বিশেষ বার্তাবাহক মারফত অবিরামভাবে কাফিলার গতিবিধি সংক্রান্ত সংবাদ মক্কায় পাঠান হইত। একজন বার্তাবাহক মারফত আবূ সুফ্‌য়ান তাহার নেতৃত্বে সিরিয়া হইতে প্রত্যাগমনকারী বাণিজ্য কাফিলার সম্ভাব্য বিপদের সংবাদ মক্কায় পাঠাইয়াছিল এবং ইহাতে বিশ দীনার খরচ হইয়াছিল। খরচের পরিমাণ প্রভূত হইলেও কাফিলার পণ্যসামগ্রীর মূল্যের অনুপাতে বেশী ছিল না। সেইবারের বাণিজ্যে মক্কাবাসীদের মূলধনের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার দীনার। মক্কার বাণিজ্য বহরগুলি আকারে বিরাট হইত। ইহাতে ঘোড়া বা খচ্চর ব্যবহার করা হইত না। সময় সময় উষ্ট্রের সংখ্যা হইত ২৫০০; বণিক, পথ-প্রদর্শক (دليل) এবং প্রহরী সমেত জনসংখ্যা ১০০ হইতে ৩০০ পর্যন্ত থাকিত। ডাকাত (صعلوك) বা শত্রু অধ্যুষিত অঞ্চল অতিক্রমকালে কাফিলার সহিত সহগামী প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইত। বদ্‌র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বের বাণিজ্য বহর এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্য কোন বাণিজ্য অভিযানে এত বেশী অর্থ খাটান হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কু'রায়শ মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি এবং অর্থ সংগ্রহ প্রয়াস হিসাবে এই বাণিজ্য অভিযানকে শক্তিশালী করিয়াছিল। উমায়্যাঃ গোত্রভুক্ত সা'ঈদ ইবনু'ল-'আস' পরিবার এই বাণিজ্য অভিযানে মূলধনের সিংহভাগ সরবরাহ করিয়াছিল। এই পরিবার একটি পারিবারিক বাণিজ্য-সংঘ গড়িয়াছিল। উহা 'আবূ উহ'য়হ'াঃ' বাণিজ্য দফতর নামে অভিহিত ছিল। নিজস্ব মজুদ তহবিলের সহিত নিষ্ক্রিয় অংশীদারগণের দত্ত তহবিল সংযুক্ত করিয়া উক্ত উমায়্যাঃ প্রতিষ্ঠান এই বাণিজ্য অভিযানের জন্য দিয়াছিল ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) দীনার; অন্যান্য উমায়্যাঃ প্রতিষ্ঠান উহার সহিত ১০,০০০ (দশ হাজার) দীনারের যোগান দিয়াছিল। বদ্‌র যুদ্ধের পূর্ববর্তী বাণিজ্য অভিযানের মূলধনের মধ্যে একা উমায়্যাদের ছিল চার-পঞ্চমাংশ। ইহাতেই বুঝা যায়, কি কারণে এই বাণিজ্য কাফিলার নেতৃত্ব আবূ সুফ্‌য়ানের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। হাশিমী নবীর প্রচারে উমায়্যাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থার নায়ক আবূ সুফ্‌য়ানের ব্যক্তিগত এবং গোত্রগত স্বার্থ এই বিরাট অভিযানের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ছিল।

মক্কার কাফিলার পণ্য-সামগ্রীর মধ্যে প্রথম ছিল কাঁচা এবং পাকা চামড়া, কখনও ত'াইফের যাবীব (زبيب) অর্থাৎ শুষ্ক আঙ্গুর, তারপর সোনা-রূপার তাল যাহা বানূ সুলায়মের খনি হইতে আংশিকভাবে আসিত এবং আফ্রিকার তিব্‌র অর্থাৎ স্বর্ণচূর্ণ। 'আরবী সাহিত্যে ইহাকে লাত'ীমাঃ (لطيمة) অর্থাৎ সুগন্ধি ও দুষ্প্রাপ্য মসলাদি বোঝাই উটের বহর বলা হয়। অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য হিজায হইতে নহে বরং দক্ষিণ আরবের সুগন্ধি ভূভাগ—এমন কি ভারত এবং আফ্রিকা হইতেও আসিত। উক্ত পণ্যাদির সহিত যুক্ত হইত সুগন্ধি কষ এবং মক্কার Senna জাতীয় ঔষধও। এই সকল দ্রব্য পরিমাণে ছোট বটে, কিন্তু সভ্য দেশসমূহের সৌখিন ব্যক্তিরা উহা উচ্চ মূল্যে খরিদ করিত।

য়ামান হইতে মক্কার বাণিজ্য বহর লইয়া আসিত ভারতীয় পণ্য, চীনের রেশম, আদনের অতি সুন্দর মূল্যবান পোশাক। স্বর্ণগুঁড়া ব্যতীত ক্রীতদাস এবং গজদন্ত ছিল আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ রফ্‌তানী দ্রব্য। আফ্রিকা হইতে মক্কার জন্য আনা হইত জন-মজুর এবং আবিসিনিয়ার ভাড়াটে সৈন্য। মিসর এবং সিরিয়াতে কু'রায়শ বণিকেরা খরিদ করিত সৌখিন দ্রব্যাদি এবং ভূমধ্যসাগর অঞ্চলীয় শিল্পজাত সামগ্রী, প্রধানত তুলাজাত দ্রব্য, লিনেন এবং রেশমী বস্ত্র এবং বিভিন্ন প্রকার রংগীন বস্ত্র। বসরা ও সিরিয়া হইতে আসিত অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য এবং তৈল। বেদুঈনগণ ঐ সকল দ্রব্য খুব পসন্দ করিত। বাণিজ্য বহর চলিত মন্থর গতিতে—কিন্তু বাহিত দ্রব্যাদি যথাঃ চামড়া, ধাতু, সুগন্ধ কাঠ ইত্যাদি দীর্ঘ সফরের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। খরচের মধ্যে ছিল : জানোয়ার ভাড়া, পথপ্রদর্শক ও প্রহরীদের বেতন, শুল্ক এবং বিভিন্ন গোত্রের প্রধানদিগকে প্রদত্ত উপঢৌকন। এবংবিধ স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ বাণিজ্য আয়োজনে বর্ণনাকারীদের সাক্ষ্যানুযায়ী শতকরা একশত ভাগ মুনাফা হইত প্রায়ই। বদ্‌র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বাণিজ্য অভিযানের বেলায় এইরূপ লাভ হইয়াছিল, প্রতিটি দীনারে একটি করিয়া দীনার মুনাফা অর্জন করিয়াছিল। কু'রায়শদের এই লাভজনক ব্যবসায়ের দুই বৎসর পর নবী কারীম (স')-এর স'াহ'াবী (রা) যাঁহারা মদীনাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা উক্ত অঞ্চলে ঐরূপ লাভজনক ব্যবসায় পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; প্রতি দিরহামে এক দিরহাম লাভ হইয়াছিল।

মক্কার ধন-সম্পদ : ইহাতেই আমরা অনুধাবন করিতে পারি কিরূপে মক্কার সঞ্চয়প্রবণ অর্থশালিগণের সিন্দুক পরিপূর্ণ হইত। মাখযূমীদের সম্পদও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী উমায়্যাঃদের অর্থ-সম্পদ অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। তায়ম গোত্রের 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন জুদ্‌'আন ছিল লক্ষ লক্ষ দীনারের মালিক। বদ্‌র যুদ্ধ-বৎসরের বাণিজ্য সফরের উদ্যোক্তাগণও কোটিপতি ছিল। তাহারা যে

হাজার হাজার দীনার ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিয়াছিল উহাই তাহাদের সমগ্র সম্পদ ছিল না। সঞ্চিত অর্থের বাকী অংশ তাহারা সুদে লগ্নি খাটাইত অথবা ফটকা ব্যবসায়ে নিয়োগ করিত। অপর কোটি-পতিদের মধ্যে মাখ্‌যূমী ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগ'ীরাঃ এবং কবি 'উমার ইব্‌ন আবী রাবী'আর পিতা 'আবদুল্লাহ্‌র নাম করা যাইতে পারে।

এই সকল ধনাঢ্য পুঁজিপতিদের পরেই স্থান হইত সচ্ছল মক্কা-বাসিগণের, যথাঃ 'আবদু'র-রাহ্'মান ইব্‌ন 'আওফ, আল-হ'ারিছ' ইব্‌ন 'আমির এবং উমায়্যাঃ ইব্‌ন খালাফ। ইব্‌ন 'আওফের পুঁজি ছিল ৮,০০০ দীনার। ইব্‌ন 'আমির এবং খালাফ্ যথাক্রমে ১,০০০ এবং ২,০০০ দীনার উক্ত বদ্‌র বাণিজ্য-বহরে বিনিয়োগ করিয়াছিল। ছোট ছোট ব্যবসায়ী, দালাল এবং দোকানদারগণের সমন্বয়ে শহরের ক্ষুদ্র অভিজাত সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এক দল শিল্প-পর্য-বেক্ষক এই সকল ব্যবসায়ীদের সহিত সংযুক্ত থাকিত, যেমন একজন লোহার কারখানা বা কাঠের কারখানা পর্যবেক্ষক। এই প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন ভাবী খলীফা, খুচরা বস্ত্র-বিক্রেতা (بزاز) আবু বাক্‌র (রা)। তিনি আবু জুদ'আানের ন্যায় অনুন্নত গোত্র তায়ম-এর লোক ছিলেন। তাঁহার ৪০,০০০ দিরহাম পুঁজি ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। নবী (স')-এর চাচা 'আব্বাস (রা)-ও মক্কার একজন ধনী মহাজনরূপে উল্লিখিত হন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে বেশী বিবরণ পাওয়া যায় না। হাশিম বংশীয় অপরাপর অনেকেই প্রায় দারিদ্র-সীমায় অবস্থান করিত। বদ্‌রের যুদ্ধে বন্দীকৃত আত্মীয়-স্বজনের মুক্তিপণরূপে প্রচুর অর্থ যাহারা অকুণ্ঠ চিত্তে আদায় করিয়াছিল, মক্কার সেই সকল অধিবাসীও বিত্তশালী ছিল বলিতে হইবে। বদ্‌র যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের আয়ো-জনে অনুদানস্বরূপ মক্কার প্রধানগণ বদ্‌র যুদ্ধ বৎসরের বাণিজ্য সফরে অর্জিত এবং তাহাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ প্রায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) দীনার সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়াছিল। বিপুল পুঁজির মালিক বড় বড় ঝুঁকি লইতে অভ্যস্ত বিত্তবানগণ খুশী মনে (طيب النفس) এই মোটা অংকের অর্থ দান করিয়াছিল। অপরপক্ষে স্বল্প অর্থের বিনিয়োগকারীদের নগণ্য লভ্যাংশে হাত দেওয়া হয় নাই। তাহারা সকলে সেই সংকটকালে হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-কে ধ্বংস করিয়া নিজেদের প্রাধান্য রক্ষার উদ্দেশ্যে গোত্রগত সংহতি বিধানের জন্য এইরূপ অপূর্ব গণতান্ত্রিকতা প্রদর্শন করিয়াছিল।

হিজরতের পূর্বে মক্কাবাসীদের জাহাজ বা সামুদ্রিক বন্দর ছিল না। কচিৎ কোন বিদেশী জাহাজ এক মরুভূমির সৈকতে শু'আয়বাঃ উপসাগরে নোঙ্গর ফেলিত। এখানেই একটি বায়যানটাইন জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং ইহার কাঠ কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণের কাজে লাগান হইয়াছিল। দুইখানা বাণিজ্য জাহাজ শু'আয়বাঃ বন্দরে ভিড়িয়াছে শুনিয়া মুসলিম দেশত্যাগীদের প্রথম দল এখান হইতে আবিসিনিয়া রওয়ানা হইয়াছিল। মক্কা হইতে অধিকতর নিকট-বর্তী পরিত্যক্ত জিদ্দা বন্দর হইতে কদাচিৎ জাহাজ যাতায়াত করিত। হযরত 'উছ'মান (রা)-এর খিলাফতকালে জিদ্দা শু'আয়বার মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। হযরত মুহ'ম্মাদ (স') মদীনায় বসবাস করিতে আরম্ভ করিলে সিরিয়া গমনের পথ বিপন্ন বিবেচিত হইলেও মক্কার নেতাগণ কোন দিন সমুদ্র পথের কথা চিন্তা করে নাই; বরং তাহারা নাজ্‌দ-এর মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ বাঁক অতিক্রম করাকে নিয়তির লিখনরূপে গ্রহণ করে। আরব নৌবহর সৃষ্টি আমীর মু'আাবি'য়াঃ (রা)-এর কৃতিত্ব।

২। মক্কা : হিজরতের পর : হিজরী প্রথম আট বৎসরের ঘটনাবলীর পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। নবী কারীম (স')-এর সহিত ক্রমাগত লড়াই এবং শেষ পর্যন্ত মক্কার পতন উভয় ঘটনাই মক্কার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উপর মারাত্মক আঘাত হানে। মক্কার প্রসিদ্ধ বড় বড় পরিবার একের পর এক ইসলামের নূতন রাজধানী মদীনায় প্রস্থান করে। প্রথম তিন খলীফার আমলে মক্কা পরিত্যাগ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, কেননা খলীফাগণ আনসারদের আবাসস্থানকে খিলাফতের কেন্দ্রস্থলরূপে গ্রহণ করেন। 'আলী (রা) 'আরব পরিত্যাগ করিয়া কূফাবাসী হইলেন। কু'রায়শের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন প্রদেশে সেনাপতি এবং শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন এবং বাণিজ্যে তাঁহাদের উৎসাহ হ্রাস পাইল। ইহার পর হিজায অথবা মক্কাবাসীর বাণিজ্য-বহর বা মেলার কথা শোনা যায় নাই, শুধু হ'াজ্জের সময় মক্কা আবার সজীব হইয়া উঠিত এবং হ'াজ্জীদের পুরোধা হিসাবে খলীফাকে আবার সেখানে দেখা যাইত। ইরাক বিজয়ের পর পশ্চিম 'আরবের অর্থনৈতিক অবনতি চরমে পৌঁছে। ভারতের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য আবার পারস্যোপসাগর এবং ফুরাত উপত্যকার পুরাতন পথে চালু হয়। মধ্যপ্রাচ্যের বাজারগুলির সহিত স্থলপথে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উমায়্যাঃ যুগে মক্কা : উমায়্যাঃ বংশের ক্ষমতাসীন হইবার পরে অন্যান্য শহরের ন্যায় মক্কারও উন্নতি হইল। মু'আাবি'য়াঃ (রা) নিজ আদিবাসভূমির উন্নতির প্রতি সক্রিয় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সেখানে বহু 'ইমারত নির্মাণ করিলেন, সন্নিহিত এলাকার উন্নতি বিধান করিলেন, কৃষিকর্মের এবং পানি সঞ্চয়ের জন্য কূপ খনন এবং বাঁধ নির্মাণ করিলেন। তাঁহার পরবর্তিগণের, বিশেষত মার্‌ওয়ান বংশীয় খলীফাদের কালে মক্কা সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের কেন্দ্রে পরিণত হইল। নবী কারীম (স')-এর স'াহ'াবীদের সন্তান-সন্ততিদের গৌরবোজ্জ্বল সমাজের আকর্ষণে সেখানে কবি, সাহিত্যিক ও বিদ্যার্থীদের সমাগম হইল। অনেকেই বিভিন্ন বিজিত প্রদেশে শাসন ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া সম্পদ সঞ্চয় করিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া মক্কায় বসবাস করিতে লাগিলেন। বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁহারা উন্নত ধরনের জীবনযাপনে আকৃষ্ট এবং রুচিবান হইলেন। তাঁহারা হ'াম্মাম ব্যবহারে অভ্যস্ত হইলেন যাহার জন্য প্রয়োজন হইল প্রচুর পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সুতরাং সারাত অঞ্চলের পাহাড় হইতে পানি সংগ্রহের প্রয়োজন দেখা দিল। ইহাতে মক্কার চেহারা পরিবর্তিত হইল এবং এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের সহিত খালিদ আল-ক'াস্‌রীর নাম সংযুক্ত। বন্যা রোধের উদ্দেশ্যে খলীফাঃ 'উমার (রা) এবং 'উছ'মান (রা) খৃস্টান ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা উর্ধ্বাঞ্চলে ব্যারাজ নির্মাণ করেন এবং বাঁধ-পাড় বাঁধিয়া কা'বাগৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার নিরাপত্তা বিধান করেন। প্রবাহ (سيل)-পথে নূতন অব-বাহিকা খনন করিয়া তাঁহারা ইহার গতিবেগ প্রশমিত করিবার জন্য বিভিন্ন স্তরে প্রতিরোধক নির্মাণ করেন। যে নিম্নভূমি (بطحاء)-তে কা'বাগৃহ অবস্থিত ছিল তাহাকে রক্ষা করাই তাঁহাদের প্রচেষ্টার প্রধান লক্ষ্য ছিল। ভূ-সংস্থানজনিত অসুবিধা দূর এবং শীতকালীন বৃষ্টিধারার অনিষ্ট রোধ করিতে সেই যুগের ইঞ্জিনিয়ারগণ সমর্থ হন নাই। ভূমির খাড়া ঢালু অবস্থান তাঁহাদের প্রচেষ্টাকে পর্যুদস্ত করিয়াছিল এবং বাত্'হ'া-র পানি-নির্গমন পথবিহীন অসাধারণ আকৃতি তাহাদের প্রচেষ্টাকে আরো দুরূহ করিয়া তুলিয়াছিল। প্রবাহ-পথের ধারে

অবস্থিত বাড়ীঘরগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল এবং কা'বার সংলগ্ন সরু গলিঘুঁজি অপসারিত হইয়াছিল। পরিকল্পনায় যতই পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে ততই অধিক সংখ্যক বাড়ীঘর ভাঙ্গিতে হইয়াছে। পানি প্রবাহের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া রোধের জন্য সংস্কারমূলক ব্যবস্থাসমূহ ক্রমাগত মক্কার পুরাতন আকার-আকৃতির পরিবর্তন সাধন করিয়াছে।

বন্যা-রোধ ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে কা'বার চতুর্দিকস্থ সংকীর্ণ চত্বর বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। দূর-দূরান্তরে পরিব্যাপ্ত ইসলামের জন্য এমন একটি মসজিদের প্রয়োজন অনুভূত হইল যাহা ইহার চাহিদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। হযরত 'উমার (রা)-এর আমল হইতে প্রথম ওয়ালীদ-এর সময় পর্যন্ত একাধিক ভূমি দখল করা হয় এবং কা'বার চতুর্দিকে প্রশস্ত অংগনসম্বলিত বিরাট মসজিদ (আল-মাস্‌জিদু'ল-হ'ারাম), যাহার বিশাল অংগনের কেন্দ্রস্থলে কা'বা অবস্থিত—নির্মাণ করা হয়। উহার পরিকল্পনা উক্ত উমায়্যাঃ খলীফা ওয়ালীদের কৃতিত্ব। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার নিমিত্ত তিনি সিরিয়া এবং মিসর হইতে স্থপতি আনয়ন করেন। মদীনা, মক্কা এবং তা'ইফ—এই তিনটি শহরসহ হি'জাযের দায়িত্বপূর্ণ শাসনকর্তার পদ পূরণের জন্য নীতিগতভাবে শাসক পরিবারের মধ্য হইতে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হইত। উমায়্যাদের সময়ের সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন হি'জাযে শাসনকর্তা ছিলেন সা'ঈদ ইব্‌নু'ল-'আস' এবং আরও দুইজন, যাঁহারা পরে খলীফা হইয়াছিলেন ঃ মারওয়ান ইব্‌নু'ল-হ'াকাম এবং 'উমার ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-'আযীয। যখন উমায়্যাঃ বংশের কোন ব্যক্তিকে হি'জাযের শাসনকর্তার পদ পূরণের জন্য পাওয়া যাইত না, তখন অভিজ্ঞ কর্মচারীদের মধ্য হইতে সুদক্ষ কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হইত, যেমন হ'াজ্জাজ এবং খালিদ আল-ক'াসরী। প্রথমত তাঁহাদিগকে তা'ইফের শাসনভার প্রদান করা হইত এবং পরে মক্কায় বদলী করাইয়া আনা হইত। শিক্ষানবিশীর পর তাঁহাদিগের উপর এই তিনটি নগরীর শাসন ক্ষমতা অর্পণ করা হইত। তখনও হি'জাযের প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র ছিল মদীনা। রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে এবং নবোদ্ভূত মুসলিম অভিজাতদের বাসস্থান হিসাবে উমায়্যাঃ শাসনাধীনে মদীনার প্রাবল্যে মক্কা কতকটা গুরুত্বহীন হইয়া পড়িল।

প্রথম য়াযীদ-এর শাসনকালে 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নু'য-যুবায়র (রা)-এর বিদ্রোহের ফলে সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী মক্কায় প্রবেশ করে। আল-মাসজিদু'ল-হ'ারামের প্রাঙ্গণে ইব্‌নু'য-যুবায়র (রা) তাঁহার ঘাঁটি করিলেন। খড়কুটা দ্বারা আবৃত কাষ্ঠভারা ব্যবহার করা হইল কা'বাকে রক্ষা করার জন্য। মক্কার জনৈক সৈন্যের অসাবধানতার কারণে উহাতে আগুন ধরে। ইব্‌নু'য-যুবায়র-(রা) উক্ত পবিত্র কা'বার পুনর্নির্মাণ করেন এবং হি'জ্‌রকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করেন। ইব্‌নু'য-যুবায়র (রা)-কে পরাস্ত করিবার পর হ'াজ্জাজ পূর্ববর্তী আয়তনে কা'বার পুনর্নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে ইহার আর পরিবর্তন ঘটে নাই। ১২৯/৭৪৭ খৃস্টাব্দে য়ামানের এক খারিজী বিদ্রোহী বিনাবাধায় মক্কা অধিকার করে, তবে সে অনতিবিলম্বে পরাজিত হয় এবং খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ানের সৈন্যগণ তাহাকে নিহত করে। ১৩২/৭৫০ খৃস্টাব্দে 'আব্বাসীদের খিলাফাত শুরু হয় এবং মক্কাও তাঁহাদের শাসনাধীন হয়।

১। 'আব্বাসী যুগ হইতে শারীফী শাসনের ভিত্তি স্থাপন পর্যন্ত মক্কা (১৩২—৩৫০/৭৫০—৯৬১) ঃ

মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক কেন্দ্র যদিও বাগদাদে স্থানান্তরিত হইল, তথাপি প্রথম দিকে ঠিক উমায়্যাঃ আমলের ব্যবস্থাই প্রায় বহাল রহিল। মক্কা ও মদীনা (حرمان) যথাবিধি 'আব্বাসী খলীফাদের সন্তানগণ অথবা তাঁহাদের ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শাসনাধীন থাকিত (Die Chroniken der Stadt Mekka, ed. Wustenfeld, ii. 181 প.)। কোন কোন সময় মক্কা এবং তা'ইফ একজন শাসকের শাসনাধীন ছিল এবং তিনিই হ'াজ্জে নেতৃত্ব করিতেন। আর মদীনার নিজস্ব পৃথক শাসনকর্তা ছিল।

যাহা হউক, হিজরী প্রথম শতাব্দী হইতে 'আরবে হযরত 'আলী (রা)-এর সমর্থনকারী বহু দল বিদ্যমান ছিল। তাহারা সর্বদা গোলযোগের সুযোগে তাহাদের তৎপরতা চালাইত। কখনও দস্যুরূপে হ'াজ্জী কাফিলা লুটিয়া লইত এবং প্রবল বাধার সম্মুখীন না হইলে নিজেদের পতাকা উত্তোলন করিত। আল-মানসূ'র 'আরবের পশ্চিমাঞ্চলে এইরূপ উৎপাতের সম্মুখীন হন (১৩৬-১৫৮/৭৫৪-৭৭৪)। আল-মাহ্‌দীর আমলের শেষের দিকে (১৫৮-১৬৯/৭৭৪-৭৮৫) হ'াসান পক্ষীয় হ'সায়ন ইব্‌ন 'আলী মদীনা আক্রমণ এবং বিধ্বস্ত করেন; মক্কার নিকটবর্তী ফাখ্‌খ নামক স্থানে 'আব্বাসী হ'াজ্জী-নেতা তাঁহাকে তাঁহার বহু অনুগামীসহ হত্যা করেন। যেখানে তাঁহাদিগকে সমাধিস্থ করা হয় সেই স্থানটি বর্তমানে 'আশ-শুহাদা' নামে অভিহিত। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহাকে 'ফাখ্‌খের শহীদ'রূপে সম্মান করা হয় (তা'বারী, ৩খ, ৫৫১ প.; Chron. Mekka, ১খ, ৪৩৩, ৫০১ প.)।

হারূনু'র-রাশীদ নয়বার হ'াজ্জ পালন করেন এবং মক্কায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। 'আব্বাসী খলীফাদের এইরূপ অজস্র অর্থ বিতরণের কুফল মক্কাবাসীদের চরিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছিল। মক্কায় তখন কোন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান-সন্ততি বাস করিত না। জনসাধারণ অপরের অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল এবং যে কোন অজুহাতে হাঙ্গামা বাধাইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। রাজনৈতিক অবস্থা প্রায়শ এই মনোভাবে ইন্ধন যোগ করিত।

আল-মা'মূনের আমলে (১৯৮-২১৮/৮১৩-৮৩৩) পুনরায় 'আলী দলীয় হ'সায়ন আল-আফ্‌ত'াস এবং ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা মদীনা, মক্কা এবং য়ামানে তাঁহাদের কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন (তা'বারী, ৩খ, ৯৮১ প.; Chron. Mekka. ২খ, ৩২৮)। তাঁহারা 'আরবের পশ্চিমাঞ্চলে লুটতরাজ এবং কা'বার মূল্যবান সামগ্রী অপহরণ করেন। 'আলী দলীয়দের প্রভাব তখন এত প্রবল ছিল যে, বাধ্য হইয়া মা'মূন 'আলী দলীয় দুই ব্যক্তিকে মক্কার শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেন (তা'বারী ৩খ, ১০৩৯; Chron. Mekka, ২খ, ১৯১ প.)।

মা'মূনের মৃত্যুর পর 'আব্বাসী খিলাফাতে অবনতি দেখা দিলে ইসলামের পবিত্র ভূমিতে অরাজকতার যুগ সূচিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ এবং অন্নাভাব দেখা দেয়। বিভিন্ন শাসনকর্তার পক্ষে তাঁহাদের মনোনীত প্রতিনিধিরা হ'াজ্জের সময় 'আরাফাত ময়দানে উপস্থিত থাকিয়া নিজ নিজ পতাকা উত্তোলন করিতেন, কিন্তু পবিত্র নগরী এইরূপ অবস্থাতেও যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে কদাচিত রেহাই পাইত। হ'াজ্জী কাফিলার নিরাপত্তা প্রভূত পরিমাণে বিঘ্নিত হইত। 'আলী দলীয় ব্যক্তিরাও হ'াজ্জী কাফিলা লুণ্ঠনের খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

এই সময় তা'বারিস্তানে হ'াসানীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠার ফলে 'আলী দলের শক্তি বহু গুণ বৃদ্ধি পায় (তা'বারী, ৩খ, ১৫২৩—১৫৩৩,

১৫৮৩ প., ১৬৮২—১৬৮৫, ১৬৯৩ প., ১৮৪০, ১৮৮০, ১৮৮৪ প., এবং ১৯৪০)। মক্কায় এই ঘটনার প্রভাবে দুই হ'াসানীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হয়। তাঁহারা হইলেন ইসমা'ঈল ইব্ন য়ূসুফ ও তাঁহার ভ্রাতা মুহ'াম্মাদ (Chron. Mekka, ১খ, ৩৪৩; ২খ, ১০, ১৯৫, ২৩৯ প.)। ইহারাও তৎকালীন রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী মদীনা ও জিদ্দা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন।

ক'ারমাতী (দ্র.)-গণের উপস্থিতি শরীফ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে ৫০ বৎসর যাবত আরও বিপর্যয় আনয়ন করে (ত'াবারী, ৩খ, ২১২৪—২১৩০)। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে প্রবল চাপের মুখে 'আব্বাসী খলীফাগণ নিজেরাই এত বিব্রত হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা পবিত্রভূমির রক্ষাকল্পে সক্রিয় চিন্তা-ভাবনারও অবকাশ পাইতেন না; অধিকন্তু তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের হাতে প্রয়োজনীয় সৈন্য-সামন্ত বা ক্ষমতাও ছিল না। ৩০৪/৯১৬ হইতে ক'ারমাতীগণ হ'াজ্জী কাফিলার গতিপথ অবরুদ্ধ করিতে শুরু করে। ৩১৭/৯৩০ সনে ১৫০০ ক'ারমাতী যোদ্ধা মক্কা আক্রমণ করিয়া হাযার হাযার নাগরিকের জীবন বিনাশ করে এবং কৃষ্ণ প্রস্তরখানি বলপূর্বক 'বাহ'রায়ন-এ লইয়া যায়। তাহারা যখন বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের এবংবিধ ক্রিয়াকলাপ সুন্নী উৎখাতের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক নহে—কেবল তখন হইতেই তাহাদের উদ্যম শিথিল হইতে লাগিল। এমন কি ৩৩৮/৯৫০ সনে আবার তাহারা কৃষ্ণ প্রস্তরখানা স্বস্থানে আনিয়া রাখিল। তখন হইতে মক্কা অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইল। পরবর্তী বৎসরগুলিতে পশ্চিম আরবে 'আলী (রা) দলীয়গণের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় পূর্বাঞ্চলে ফাতি'মী শাসন এবং বাগদাদে বুওয়ায়হী শাসন প্রতিষ্ঠার অগ্রগতিতে। এই সময় হইতে মক্কার 'আলী (রা) সমর্থকগণ 'শারীফ' আখ্যা লাভ করেন; পরবর্তীকালেও তাঁহারা এই নামে পরিচিত থাকেন।

২। শরীফদের আমল হইতে ক'াতাদাঃ পর্যন্ত (৩৫০-৫৯৮/৯৬০-১২০০): (ক) মূসাব'ী (موسوى) গণ—জা'ফারের মক্কা অধিকারের সন সম্বন্ধে মূল পুস্তকগুলিতে মতানৈক্য বিদ্যমান। ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮ সন এবং ৯৫১ হইতে ৯৬১ সনের মধ্যবর্তীকালের উল্লেখ দেখা যায় (Chron. Mekka, ii, 205 প.)। 'আলী বংশীয়রা ইতিপূর্বেই মক্কায় কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। জা'ফারের সময় হইতে মক্কায় হ'াসানীগণের শাসন শুরু হয়। তাঁহারা সম্মিলিতভাবে শারীফ নামে অভিহিত হইতেন। মদীনাতে ক্ষমতাসীন শাসক হ'সায়নীগণ এই উপাধিতে আখ্যায়িত হইতেন।

শরীফদের উত্থান এবং শাসন ক্ষমতায় ক্রমাগত অধিষ্ঠিত থাকাতে ইহাই সূচিত হয় যে, 'আরবের পশ্চিমাঞ্চল মুসলিম জাহানের অপরাপর অঞ্চল হইতে অপেক্ষাকৃত অধিকতর রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল। শরীফগণ ক্ষমতাসীন হইবার সময় হইতে মদীনার পরিবর্তে মক্কার প্রাধান্য লাভ ঘটে।

মক্কার শরীফগণ: মক্কায় স্বাধীনতা বহাল রাখিতে শরীফগণ চেষ্টার যে ত্রুটি করেন নাই তাহা দুইটি ঘটনা হইতে স্পষ্ট হয়। ৩৬৫/৯৭৬ সনে মক্কা ফাতি'মী খলীফার আনুগত্য অস্বীকার করে। অবশ্য অনতিকাল মধ্যে ফাতি'মী খলীফা নগরী অবরোধ করেন এবং মিসর হইতে সর্বপ্রকার সরবরাহ বন্ধ করেন। ফলে মক্কাবাসিগণ বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, কারণ হি'জায ছিল খাদ্য সরবরাহের জন্য মিসরের উপর নির্ভরশীল (ইবনু'ল-আছ'ীর, কামিল, ৮খ, ৪৯১; Chron. Mekka, ii., 246)।

আবু'ল-ফুতূহ' (৩৮৪-৪৩২/৯৯৪-১০৩৯) নিজেকে খলীফারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন ৪০২/১০১১ সালে (Chron. Mekka, ii, 207; ইবনু'ল-আছ'ীর, কামিল, ৯খ, ২৩৩, ৩১৭)। মিসরে আল-হ'াকিম-এর নূতন ধর্মবিরোধী ব্যবস্থাদি অবলম্বনের ফলে আবু'ল-ফুতূহ' খুব সম্ভব এই কাজে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। হ'াকিম অনতিবিলম্বে এই নূতন খলীফার প্রভাব-ক্ষেত্র সংকুচিত করিতে সক্ষম হন; ফলে তিনি অতি তাড়াতাড়ি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। মক্কায় আসিয়া তিনি দেখিলেন ইতিমধ্যে তাঁহার এক আত্মীয় ক্ষমতা দখল করিয়াছেন। এই আত্মীয়কে অপসারণ করিবার উদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে আল-হ'াকিমের সহিত আপোষ করিতে হয়।

তাঁহার পুত্র শুক্র-এর (৪৩২—৪৫৩/১০৩৯—১০৬১) পর মূসাব'ী অর্থাৎ মূসা ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন মূসা ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্ন হ'াসান ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী ত'ালিবের বংশের অবসান ঘটে। শুক্র কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই। ইহাতে পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে মক্কা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বানূ শায়বাঃ পরিবার আল্লাহ্র ঘরের মূল্যবান ধাতুগুলি আত্মসাৎ করে, তখন য়ামানের শাসনকর্তা আস'-সু'লায়হ'ী (Chron. Mekka, ii, 208, 210 প.; ইবনু'ল-আছ'ীর, কামিল, ৯খ, ৪২২; ১০খ, ১৯, ৩৮) এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং মক্কায় শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। একটি বহিঃশক্তির এই হস্তক্ষেপ হ'াসানীগণের নিকট তাহাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা অধিকতর অসহ্য বোধ হয়। তাহারা সু'লায়হ'ীর নিকট প্রস্তাব করে, তিনি যেন হ'াসানী বংশের কোন ব্যক্তিকে শাসনকর্তারূপে অধিষ্ঠিত করিয়া মক্কা পরিত্যাগ করেন। এই প্রস্তাবের জবাবে সু'লায়হ'ী আবূ হাশিম মুহ'াম্মাদকে (৪৫৫—৪৮৭/১০৬৩—১০৯৪) নিযুক্ত করিলেন প্রধান শরীফ পদে। ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইল হাশিমীদের (هواشم) রাজবংশ (৪৫৫—৫৯৮/১০৬৩—১২০০)। প্রথম শরীফ জা'ফারের ভাই আবূ হাশিম মুহ'াম্মাদের নামানুসারে এই বংশের নামকরণ হয়। এই দুই ভাই ছিলেন মূসাব'ীদের পূর্বপুরুষ দ্বিতীয় মূসার অধস্তন চতুর্থ পুরুষের বংশধর।

তাঁহার রাজত্বের প্রথম দিককার বৎসরগুলিতে আবূ হাশিমকে সুলায়মানী বংশের সহিত অবিরত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইত। তাহারা আবূ হাশিমের ক্ষমতালাভে নিজদিগকে অবনমিত মনে করে। তাহারা উক্ত দ্বিতীয় মূসার ভাই সুলায়মানের বংশধর।

আবূ হাশিমের রাজত্বকাল ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, তিনি অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে তাঁহার আনুগত্য নীলামে তুলিয়াছিলেন অর্থাৎ ফাতি'মী খলীফা এবং সালজূক' সুলত'ান এই দুইয়ের মধ্যে যিনি অধিকতর অর্থ প্রদান করিতেন তাঁহার নাম খুত্'বায় উল্লিখিত হইত এবং তাঁহার মতানুযায়ী আযা'ান-এর শব্দবিন্যাস করা হইত (Chron. Mekka, 253; ইবনু'ল-আছ'ীর, ১০খ, ৬৭)।

ফাতি'মীদের নামোল্লেখের পরিবর্তে বাগদাদের 'আব্বাসী খলীফার নাম খুত্'বায় স্থান লাভ করার দরুন মিসরীয় দ্রব্যাদির আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। ফলে মক্কাবাসিগণ গভীর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এইরূপ পরিবর্তন বহুবার সংঘটিত হওয়াতে সালজূক'রা এইরূপ নাটকীয় ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া কয়েকবার তুর্কী সৈন্য মক্কায় প্রেরণ করেন।

সুল্‌ত'ান এবং শরীফের মধ্যে বিবাদ থাকার কারণে 'ইরাকী হ'াজ্জীগণ অশেষ দুর্দশা ভোগ করেন। যেহেতু ইরাকী হ'াজ্জী কাফিলার নেতৃত্ব ক্রমে 'আরী দলীয় ব্যক্তিবর্গ হইতে তুর্কী কর্মচারী ও সৈন্যদের নিকট হস্তান্তরিত হয় সেইজন্য আবু হাশিম হ'াজ্জীগণকে মাঝে মাঝে আক্রমণ ও লুন্ঠন করিতে ইতস্তত করেন নাই (Chron. Mekka, ii, 254; ইবনু'ল-আছ'ীর, ১০খ, ১৫৩)।

তাঁহার উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালও লালসা এবং লুন্ঠনের জন্য কুখ্যাত। স্পেনের হ'াজ্জ যাত্রী ইব্‌ন যুবায়র ৫৭৯/১১৮৩ এবং ৫৮১/১১৮৫ খৃ. মক্কা গমন করেন এবং লোমহর্ষক ঘটনার কয়েকটি উদাহরণ বর্ণনা করেন। তখন কিন্তু হাশিমীগণ নিজেদের দেশে আর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন না। কারণ পূর্ববর্তী দশ বৎসরের অধিককাল যাবত আয়্যূবী বংশ কেবলমাত্র মিসরে ফাতি'মীদের ক্ষমতাই দখল করেন নাই, বরং নিকটবর্তী এশিয়ার সমগ্র ভূখণ্ডে তাঁহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন।

'আরবের দক্ষিণাঞ্চলে যাইবার পথে সুল্‌ত'ান স'ালাহ''দ-দীনের ভ্রাতা মক্কায় গমন করেন। তিনি মক্কার শরীফদিগকে উচ্ছেদ করিবার বাসনা পরিত্যাগ করেন। তবে মক্কার কর্তৃত্ব বাস্তবে আয়্যূবীদের হস্তে চলিয়া গিয়াছিল এবং খুত্‌'বায় 'আব্বাসী খলীফা এবং শরীফদের নামের পর তাঁহাদের নামোল্লেখ করা হইত (ইব্‌ন যুবায়র, পৃ. ৭৫, ৯৫)। এই আয়্যূবীগণ ৫৮১/১১৮৬ খৃ. আয'ান-এর শী'ঈ (শী'ঈ অর্থাৎ যায়দী, কারণ শরীফগণ এতদিন ছিলেন যায়দী)-রূপের অবসান ঘটায়। তাঁহারা স'ালাহু'দ-দীনের নামে মুদ্রা অংকিত করেন এবং শরীফদের দেহরক্ষী সৈন্যগণকে, যাহারা তখনও লুটতরাজ এবং অপরাধমূলক কর্ম হইতে বিরত হয় নাই—কঠোর শাস্তি দান করিয়া তাহাদের অন্তরে আইনের ভীতি সঞ্চার করেন। আয়্যূবী প্রাধান্যের দরুন শাফি'ঈ মায্‌'হাব প্রবল হয়।

গ'াযী স'ালাহ''দ-দীন মক্কার শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যাপারে কিছুটা সফল হইলেন বটে, কিন্তু মক্কার সাধারণ অবস্থা পূর্ববৎ রহিয়া যায়।

৩। ক'াতাদা (قتادة) এবং তাঁহার অনুবর্তিগণের শাসনকাল হইতে ওয়াহ্‌হাবী যুগ পর্যন্ত (১২০০-১৭৮৮):

ইতিমধ্যে এক বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতেছিল। পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলি অপেক্ষা এই বিপ্লবের পরিণাম অধিকতর সুদূরপ্রসারী হইবে, ইহাই ছিল নিয়তির বিধান। মূসাব'ী এবং হাশিমীদিগের পূর্বপুরুষ মূসা-র এক বংশধরের নাম ছিল ক'াতাদাঃ, যিনি ধীরে ধীরে তাঁহার অধিকৃত অঞ্চলের পরিধি এবং প্রতিপত্তি য়ান্‌বু' (ينبع) হইতে মক্কা পর্যন্ত প্রসারিত করেন এবং শহরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুগামী সংগ্রহ করেন। কোন কোন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার পুত্র হ'ান্‌জ'ালাঃ (حنظلة) পবিত্র নগরীর উপর চরম আঘাত হানিবার জন্য আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। অন্যান্যদের বর্ণনা মতে ক'াতাদাঃ অতর্কিতে নগরী দখল করেন রাজাব মাসের ২৭ তারিখে যখন নাগরিকগণ 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নু'য-যুবায়র কর্তৃক কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ সমাপ্তির স্মরণার্থে উম্‌রাঃ সম্পাদনের জন্য গিয়াছিলেন। উক্ত 'উম্‌রাঃ মুহ'াম্মাদ (স')-এর মি'রাজের তারিখে মি'রাজ উৎসবের সহিত পালন করা হইত। নাগরিকদের উৎসবে ব্যাপৃত থাকার সুযোগে তিনি মক্কা অধিকার করেন। যেভাবেই মক্কা দখল করুন না কেন, মক্কায় একজন সক্ষম এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাসকের আবির্ভাব ঘটিল এবং তিনিই ছিলেন পরবর্তী শরীফদের পূর্বপুরুষ। তিনি অবিচলিতভাবে তাঁহার একটি মাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা তথা তাঁহার অধিকৃত অঞ্চলকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য অনুসরণ করিলেন। সব কিছুই তাঁহার অনুকূলে ছিল, কিন্তু হি'জাষ পুনরায় বিভিন্ন রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রে পরিণত হইবার দরুন তিনি সফলতা অর্জন করিতে পারেন নাই।

দুই বৃহৎ শক্তির সহিত সমঝোতার সম্ভাবনা ক'াতাদাঃ প্রারম্ভেই বিনষ্ট করিলেন। প্রথমত তিনি আয়্যূবী আল-মালিকু'ল-'আদিলের (৫৪০—৬১৫/১১৪৫—১২১৮) পুত্রের সহিত অমানুষিক ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়ত, ইরাকী হ'াজ্জগামীদের প্রতি তাঁহার মনোভাব খলীফার ক্রোধ উদ্রেক করে। যাহা হউক, তিনি খলীফার রোষ প্রশমিত করিতে সমর্থ হন এবং বাগদাদে প্রেরিত তাঁহার দূত খলীফার নিকট হইতে উপহারাদি লইয়া প্রত্যাবর্তন করেন। খলীফা তাঁহাকে বাগদাদ ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। কোন কোন ঐতিহাসিকের বিবরণ মতে ক'াতাদাঃ বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাগদাদ পৌঁছিবার পূর্বেই স্বদেশের দিকে রওয়ানা হন। কথিত আছে, এই উপলক্ষে তিনি হি'জাযের গৌরবময় স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার বিষয় কবিতায় প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার ওয়াসি'য়্যাতনামায়ও এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়াছিলেন (দ্র. Snouck Hurgronje, Qatadah's Policy of Splendid Isolation etc. in Verspr. Geschr. iii. 355 প.)।

অপরপক্ষে বলা হয় হ'াসানী বংশোদ্ভূত ইমামাতের দাবীদার এক ব্যক্তিকে য়ামানে রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ক'াতাদাঃ প্রবল সমর্থন দান করেন। আল-'আদিলের দৌহিত্র উক্ত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিবার পর খলীফা এবং শরীফের নামের সংগে মিসর, সিরিয়া এবং দক্ষিণ 'আরবের আয়্যূবীগণের নামও মক্কাতে খুত্‌'বায় উল্লিখিত হইতে থাকে।

নিজেকে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতামুক্ত করিবার জন্য ক'াতাদার পুত্র হ'াসান পরিবারের মধ্যে যে হত্যাকাণ্ড চালান তাহাতেই ক'াতাদার জীবনের অবসান হয় (Chron., Mekka, ii. 215, 265 প.; ইবনু'ল-আছ'ীর, কামিল, ১২খ, ২৬২ প.)। যাহা হউক, আয়্যূবী আমীর মাস্‌'উদ অল্পদিনের মধ্যে ক'াতাদার পুত্রের উচ্চাভিলাষ খর্ব করেন এবং তাঁহার সেনাপতিদের মাধ্যমে মক্কার শাসন পরিচালনা করেন। মাস্‌'উদের মৃত্যুর পর আবার শরীফদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়া আসে। তখন য়ামানের শাসকবর্গ মিসরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির গরজে শরীফগণকে কিয়ৎ পরিমাণ স্বাধীনতা মঞ্জুর করেন।

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে কয়েকজন ব্যক্তির অভ্যুদয়ে এবং কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রেক্ষিতে মুসলিম জাহান নূতন আকার ধারণ করে। ১২৫৮ সনে হুলাগু বাগদাদ অধিকার করিয়া খিলাফাতের অবসান ঘটায়। বাগদাদের পতনের কারণে ইরাকের হ'াজ্জী কাফিলার রাজনৈতিক গুরুত্ব আর রহে নাই। মিসরে আয়্যূবীদের শাসন ক্ষমতা মাম্‌লূকদের হাতে চলিয়া যায়। অল্পকালের মধ্যে মুসলিম জাহানে সুল্‌ত'ান বায়বার্‌স (৬৫৮-৬৭৬/১২৬০-১২৭৭) সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসনকর্তা হইয়া উঠেন। তিনি শরীফের হাতে মক্কার শাসনভার ন্যস্ত করিতে সমর্থ হন, কারণ তখনকার শরীফ আবু নুমায়্য় ছিলেন একজন কর্মিতকর্মা তেজস্বী পুরুষ এবং তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দৃঢ় হস্তে শাসন পরিচালনা করেন (১২৫৪—১৩০১)। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে ক'াতাদার বংশধরদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এতদসত্ত্বেও তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী প্রথম অর্ধশতককাল সিংহাসনের দাবীদারদের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহে পরিপূর্ণ। 'আজলান-

এর রাজত্বকাল রাজনৈতিক অস্থিরতায় এতই পরিপূর্ণ ছিল যে, কথিত আছে, তখনকার মাম্লূক সুলত়ান কোন ঘটনা উপলক্ষে শরীফ বংশকে নিশ্চিহ্ন করিবার শপথ গ্রহণ করেন। ‘আজ্লান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি নূতন নিয়ম প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁহার পুত্র এবং ভাবী উত্তরাধিকারী আহ্‌মাদকে ১৩৬১ সনে এই আশায় সহ-শাসক (co-regent) নিযুক্ত করেন যে, ইহাতে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে অথবা পরে ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ এড়ান যাইবে।

‘আজলানের দ্বিতীয় কর্মপন্থাটিও উল্লেখযোগ্য। তিনি যায়্দী সম্প্রদায়ের মু’আয্‌যিন এবং ইমামের প্রতি কঠোর ব্যবহার করেন। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ক্ষমতাসীন শরীফগণ আশ-শাফি‘ঈর মায্‌হাব অবলম্বন করেন এবং তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের গৃহীত যায়দী মতবাদ পরিত্যাগ করেন।

‘আজলানের পুত্র এবং উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে হ়াসানের নাম (১৩৯৬—১৪২৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ঊর্ধ্বতন মিসরীয় রাজশক্তিকে তাঁহার ক্ষমতায় হস্তক্ষেপের কোন অজুহাত না দিয়া সমগ্র হি়জাযের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে এবং আর্থিক স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। তথাপি ১৪২৫ খৃস্টাব্দ হইতে তিনি এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ শুল্ক-বণ্টন নিয়ন্ত্রণের একটি নিয়মিত ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য হন।

হ়াসানের সময় হইতে ব্যক্তিগত খাদিম এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের দ্বারা সংগঠিত দেহরক্ষীদল ছাড়াও বেতনভুক সৈন্যের নিয়মিত বাহিনীর নামোল্লেখ পাওয়া যায় এবং এই বাহিনী এক শাসকের পর অন্য শাসকের কর্তৃত্বে চলিয়া যাইত। কিন্তু শরীফদের রীতি ছিল অপর প্রাচ্য শাসকগণের রীতি হইতে স্বতন্ত্র, অনাড়ম্বর এবং তাঁহাদের ‘আরব পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। মিসরের সুলত়ানের সামন্ত হিসাবে শরীফ প্রতি বৎসর সুলত়ানের নিকট হইতে “তাওক়ী” (توقيع) এবং সম্মানসূচক পরিচ্ছদ লাভ করিতেন। শরীফদের শাসনভার গ্রহণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবাদির বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Snouck Hurgronje, Mekka, i, 97 প.।

পিতার জীবদ্দশায় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কলহে লিপ্ত হ়াসানের তিন পুত্রের মধ্যে (প্রথম) বারাকাত সহ-শাসকরূপে সুলত়ানের মনোনয়ন লাভ করেন। বিশ বৎসর পর পিতার মৃত্যু হইলে তিনি পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং স্বল্পকালীন ছেদ সত্ত্বেও মৃত্যুকাল (১৪৫৫) পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি সুলত়ান কর্তৃক একজন আমীরের নেতৃত্বে মক্কায় প্রেরিত পঞ্চাশ জন তুর্কী অশ্বারোহী সৈন্যের একটি স্থায়ী রক্ষীদল গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। রক্ষীদলের এই আমীর ছিলেন পরবর্তীকালের গভর্নরদের অগ্রদূত-স্বরূপ। তুর্কী আধিপত্যের আমলে এই গভর্নর কোন কোন সময় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিত।

বারাকাতের পুত্র মুহ়াম্মাদের শাসনাধীনে মক্কায় সমৃদ্ধির যুগ আসে (Chron. Mekka, ii. 341 প.; iii, 230 প.)। তাঁহার শাসনকাল (১৪৫৫—১৪৯৭) মিসরের ক়াইত বায়-এর ক্ষমতার সমকালীন ছিল। ক়াইত বায় কর্তৃক মক্কায় বহু প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্মিত হয়।

মুহ়াম্মাদের পুত্র (দ্বিতীয়) বারাকাত (১৪৯৭-১৫২৫) আত্মীয়-স্বজনের সহিত তৎকালীন রীতিসিদ্ধ ঝগড়া-বিবাদের সময় মিসর হইতে আশানুরূপ সমর্থন না পাওয়া সত্ত্বেও (Chron. Mekka, ii. 342 প.; iii. 244 প.) বিপুল সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার শাসনকালে ১৫১৭ খৃস্টাব্দে তুর্কী সুলত়ান সালীম কর্তৃক মিসর বিজয়ের দরুন মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করে।

মক্কার শাসন-কর্তৃত্বে বাগদাদের যে সম্পর্ক ইতিপূর্বে ছিল তাহা যদিও কনস্টান্টিনোপল-এ স্থানান্তরিত হইল এবং যদিও তুর্কী ও ‘আরবদের মধ্যে বাস্তব সমঝোতা ছিল খুবই নগণ্য, তথাপি শরীফ মুহ়াম্মাদ আবূ নুমায়্য় (১৫২৫—১৫৬৬) এবং হ়াসানের (১৫৬৬—১৬০১) শাসনাধীনে মক্কায় প্রথমবারের মত কিছুকাল যাবত শান্তি বিরাজ করিতেছিল। তুর্কীদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকাকালীন শরীফ-দের শাসন ক্ষমতা উত্তরে খায়বার, দক্ষিণে হ়ালী এবং পূর্বে নাজ্দের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। অবশ্য তখনও খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে হি়জায মিসরের শস্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যপক্ষে ধর্মীয় এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তুরস্কের সুলত়ানগণ।

শরীফগণ শাফি‘ঈ মায্‌হাব অনুসরণ করার ফলে এতদিন শাফি‘ঈ ক়াদ়ী ছিলেন প্রধান বিচারক। কয়েক শত বৎসর পর্যন্ত একই পরিবারের ব্যক্তিবর্গ এক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তুর্কীদের আমলে এই পদের জন্য কনস্টান্টিনোপলে মনোনীত হ়ানাফী কর্মচারী মক্কায় প্রেরণ করা হইত।

হ়াসানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মক্কায় বিশৃঙ্খলা এবং গৃহযুদ্ধের এক নূতন যুগ শুরু হয়। সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখলের লড়াইতে প্রবৃত্ত আবূ নুমায়্য়-এর বংশধরদের বিভিন্ন শাখা অনেক সময় নিজেদের স্বতন্ত্র এলাকায় প্রধান শরীফের আধিপত্য হইতে কিছুটা স্বাধীনভাবে ক্ষমতা পরিচালনা করিত। তবে বংশের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং রক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে ধ্বংসের হাত হইতে পরিবারটি রক্ষা পায় (Snouck Hurgronje, Mekka, i., 112 প.)।

সপ্তদশ শতকে প্রাধান্য লাভের এই লড়াই প্রধানত ‘আবাদিলাঃ, যায়দ এবং বারাকাত এই তিন শাখার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। ফাঁকে ফাঁকে তুর্কী সুলত়ানের কর্মচারীদের সহিতও সংঘর্ষ বাধিত।

যায়দ (১৬৩১—১৬৬৬) ছিলেন তেজস্বী ব্যক্তি। তুর্কী কর্ম-চারিগণ যাহাই করিতেন তাহা তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। অনেক সময় তুর্কীদের প্রবর্তিত ব্যবস্থা তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্য না হইলেও তিনি উহাতে বাধা দিতে সক্ষম ছিলেন না। সুলত়ান মুরাদ পারস্যবাসীদিগকে পবিত্র নগরী হইতে বহিষ্কারের এবং তাহাদিগকে ভবিষ্যতে হ়াজ্জ করিতে অনুমতি না দিবার ফরমান জারী করেন। উহার ফলে সুন্নী-তুর্কী এবং শী‘ঈ পারস্যবাসীর মধ্য-স্থিত বিদ্বেষ মক্কা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মক্কার শরীফগণ এবং উচ্চ শ্রেণীর নাগরিকগণ কেহই উক্ত ফরমানে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; বাস্তবে এই ফরমান জনতাকে ধনী পারসিকদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠনের একটি অজুহাত যোগাইয়াছিল। তুর্কী গভর্নর পারস্যবাসিগণকে নগর ত্যাগ করিবার আদেশ দানের সঙ্গে সঙ্গে শরীফগণ পূর্ববৎ তাহাদিগকে হ়াজ্জ করিতে এবং শহরে অবস্থান করিতে অনুমতি দেন। অনুরূপভাবে তুর্কীরা যায়দীগণকে মক্কায় আসিতে বার বার নিষেধ করেন, কিন্তু শরীফগণ ইহা সমর্থন করেন নাই।

ওয়াহ্‌হাবীদের আবির্ভাব পর্যন্ত মক্কার পরবর্তী ইতিহাস একদিকে শরীফ পরিবারবর্গের (ذوى زيد، ذوى بركات এবং

(ذوى مسعود) মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের, অন্য দিকে মক্কায় অথবা জিদ্দায় কর্মরত তুর্কী আমলাদের সহিত তাহাদের কলহ-কোন্দলের একঘেয়ে কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

৪। ওয়াহ্হাবী যুগের পূর্ব পর্যন্ত শরীফী শাসন ও ইহার অবসান; ওয়াহ্হাবী রাজত্ব :

যদিও গ'ালিব-এর পূর্ববর্তিগণের আমল হইতেই ওয়াহ্হাবী-(দ্র.)-গণের প্রভাব অনুভূত হইয়া চলিয়াছিল, কিন্তু গ'ালিবই (১৭৮৮—১৮১৩) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি লক্ষ্য করিলেন যে, ওয়াহ্হাবী আন্দোলন তাঁহার রাজ্যে বন্যার বেগে অগ্রসর হইতেছে। এই বিপদ রোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তিনি তিনদিকে—দক্ষিণ, পূর্ব এবং উত্তরে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার ভ্রাতাগণ এবং শ্যালকগণ সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক হ'জ্জের সময় সিরিয়া এবং মিসরের হ'াজ্জী কাফিলার নেতাদের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ১৭৯৯ খৃ. গ'ালিব দারইয়ার আমীরের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তিটিতে উভয়ের রাজ্যের সীমা নির্ধারণ করা হয় এই শর্তে যে, ওয়াহ্হাবী-দিগকে পবিত্র অঞ্চলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। কিন্তু ভুল বুঝাবুঝি কলহে রূপান্তরিত হয় এবং ১৮০৩ খৃ. আমীর সা'উদের সৈন্যবাহিনী মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হয়। গ'ালিব জিদ্দাভিমুখে পশ্চাদপসরণ করিলে সা'উদ এপ্রিল মাসে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং মক্কাবাসিগণ তাঁহার প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। কু'ব্বাগুলি বিনষ্ট করা হয়। ধূমপান এবং সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।

জুলাই মাসে গ'ালিব মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন; কিন্তু ক্রমে ক্রমে শত্রুগণ তাঁহাকে কোণঠাসা করিতে থাকে। আগস্ট মাসে অবরোধ শুরু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী দেখা দেয়। পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি নিজের পদবীটি বাঁচাইয়া ওয়াহ্হাবী কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

তখন পর্যন্ত তুর্কী খালীফা এই সব ব্যাপারে প্রায় নিষ্ক্রিয় ছিলেন। ওয়াহ্হাবীগণ ১৮০৭ খৃ. যখন মাহ্'মালসহ সিরিয়া এবং মিসরের হ'াজ্জী কাফিলাকে মক্কা প্রবেশের অনমতি না দিয়া ফেরত পাঠাইয়া দিল তখন মিসরের গভর্নর মুহ'াম্মাদ 'আলীকে নির্দেশ দেওয়া হইল তিনি যেন মিসরের ব্যাপার সমাধার পর পরই হি'জাযের প্রতি মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘকাল পরে ১৮১৩ সনে মুহ'াম্মাদ 'আলী মক্কা অধিকার করিলেন এবং সেইখানে গ'ালিবের সহিত তাঁহার দেখা হইল। শীঘ্রই গ'ালিব মুহ'াম্মাদ 'আলী এবং তাঁহার পুত্র তুসুন কর্তৃক পাতা ফাঁদে পড়িলেন। তাঁহাকে স্যালোনিকায় প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি ১৮১৬ খৃস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে মুহ'াম্মাদ 'আলী গ'ালিবের ভ্রাতুষ্পুত্র য়াহ্'য়া ইবন সারূরকে (১৮১৩—১৮২৭) শরীফ পদে অধিষ্ঠিত করেন। এইভাবে মক্কায় ওয়াহ্হাবী শাসনের প্রথম যুগের অবসান ঘটে এবং হি'জায পুনরায় মিসরের অধীনতা স্বীকার করে। মক্কায় মুহ'াম্মাদ 'আলীকে সম্মানের সহিত স্মরণ করা হইত; কারণ তিনি ধ্বংসোন্মুখ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, শস্যাদি আমদানী পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং যাহারা ধর্মজ্ঞানে বা অন্য কোন উপায়ে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বৃত্তিদান করেন।

মুহ'াম্মাদ 'আলীকে পুনরায় ১৮২৭ খৃ. শরীফদের নিজস্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। জনৈক আত্মীয়ের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কারণে য়াহ্'য়া যখন তাঁহার অবস্থানকে সংকটাপন্ন করিয়া তুলিলেন তখন মুহ'াম্মাদ 'আলী এই য'াব'ী যায়দ-কে পদচ্যুত করিয়া 'আব্বাদিলাঃ বংশোদ্ভূত, সাধারণত মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আওন (১৮২৭—১৮৫১) নামে পরিচিত এক ব্যক্তিকে উক্ত পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি প্রথমেই প্রচলিত রীতিমাফিক আত্মীয়দের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হন। মুহ'াম্মাদ 'আলীর প্রতিনিধির সহিত বিবাদের ফলে ১৮৩৬ খৃ. উভয়কে বরখাস্ত করিয়া কায়রোতে প্রেরণ করা হয়।

১৮৪০ খৃ. পর্যন্ত মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আওন মিসরেই থাকেন। উক্ত সনে মু'হাম্মাদ 'আলী এবং তুরস্কের সুল্ত'ানের মধ্যে সম্পাদিত এক চুক্তির ফলে যখন হি'জায পুনরায় সরাসরিভাবে তুরস্কের কর্তৃত্বাধীন হয়, মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আওন তখন স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পূর্ব মর্যাদা লাভ করেন। জিদ্দার ওয়ালী (والى)-র মাধ্যমে হি'জাযের উপর তুরস্কের আধিপত্য পরিচালিত হইত। তাঁহার সহিত মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আওনের সংঘর্ষ যখন অনিবার্য হইয়া উঠে তখন মুহ'াম্মাদ 'আলীর সহিত মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আওনের পূর্বে সৌহার্দ্য বিশেষ উপকারে আসে। রিয়া'দে'র ওয়াহহাবী প্রধান ফায়স'াল এবং 'আস'ীর গোত্রগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া তিনি তুর্কীদের কৃতজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁহার য়ামান রাজ্য আক্রমণের ফলে সেখানে তুর্কী শাসনের পথ প্রস্তুত হয়।

ইতিমধ্যে য'াব'ী যায়দ-নেতা 'আব্দু'ল-মুত্'ত'ালিব (১৮৫১—১৮৫৬) প্রধান উযীরের বন্ধুত্বের সুযোগে য'াব'ী যায়দ-এর অনুকূলে 'আব্বাদিলার পতন ঘটান। যে দুই পাশার সহিত সরকারী কাজকর্ম প্রসঙ্গে 'আব্দু'ল-মুত্'ত'ালিবের সম্পর্ক রাখিতে হইত তাঁহাদের মধ্যে একজনের সহিত তাঁহার মনোমালিন্যের ফলে তিনি তাঁহাদের সমর্থন হারান। ১৮৫৫ খৃ. কনস্টান্টিনোপলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, তাঁহার নিয়োগ বাতিল করিয়া মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আওনকে পুনর্নিয়োগ করা হউক। 'আবদু'ল-মুত্'ত'ালিব প্রথমে এই নির্দেশের সত্যতা অস্বীকার করেন। তুর্কীরা দাসত্ব প্রথা নিষিদ্ধকরণের আদেশ জারী করিবেন, এই সংবাদে জনমনে তুর্কী বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ইহার সুযোগে 'আব্দু'ল-মুত্'ত'ালিব জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু অবশেষে 'আবদু'ল-মুত্'ত'ালিব পরাজয় বরণ করেন এবং ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে ইব্ন 'আওন দ্বিতীয় বার শরীফ পদে বহাল হন। তাঁহার রাজত্বকাল কেবল দুই বৎসর স্থায়ী হয়। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং ঐ সনের অক্টোবর মাসে 'আব্দুল্লাহ শরীফ নিযুক্ত হন।

'আবদুল্লাহ্-র শাসন প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সময় কিছু সুদূর-প্রসারী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও অন্যত্র সংঘটিত হইয়াছিল। সুয়েজ খাল (১৮৬৯ খৃ.) উন্মুক্ত করার ফলে একদিকে হি'জায মিসরের কর্তৃত্ব হইতে মুক্তি পায়। অন্যদিকে কন্স্টান্টিনোপলের সহিত হি'জাযের অধিকতর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। হি'জাযের সহিত জগতের অন্যান্য অঞ্চলের টেলিগ্রাফ যোগাযোগ প্রবর্তনও সমভাবে উল্লেখযোগ্য। তুর্কীদের য়ামান বিজয়ের সংবাদ মানুষের মনে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল করিল যে, 'আরবদেশ চিরদিনের জন্য তুর্কী রাজ্যে পরিণত হইল।

তাঁহার জনপ্রিয় ভ্রাতা হ'সায়ন ১৮৭৭ হইতে ১৮৮০ খৃ. পর্যন্ত রাজত্ব করেন। একজন আফ্গ'ান হ'সায়নকে হত্যা করিয়াছিল। অতঃ-

পর কনস্টান্টিনোপল হইতে হ'সায়নের উত্তরাধিকারীরূপে শা'ব'ী-মায়দ বয়স্ক 'আবদু'ল-মুত্'ত'ালিব প্রেরিত হইলে মানুষের মনে কিছু সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

নিম্ন শ্রেণীর জনগণ যদিও এই বৃদ্ধকে পুণ্যাত্মা মনে করিত, কিন্তু অচিরেই তাঁহার শাসন ব্যবস্থা এত বেশী উৎপীড়নমূলক হইল যে, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ তাঁহার উচ্ছেদের আবেদন জানাইলেন (Snouck Hurgronje, Mekka, i. 204 প.)। ফলে ১৮৮১ খৃ. 'উছ্'মান নূরী পাশার নেতৃত্বে হি'জাযে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। তিনি 'আবাদিলাকে পুনরায় শরীফ পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। 'আবদু'ল-মুত্'ত'ালিব পরাজিত হইয়া বন্দী হন। তাঁহাকে মক্কায় তাঁহারই একটি ভবনে প্রহরীর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। সেখানেই ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

'উছ'মান পাশা ১৮৮২ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে ওয়ালী (প্রাদেশিক শাসক) নিযুক্ত হন। তিনি তাঁহার জনৈক বন্ধু 'আবাদিলা পরিবারের 'আব্দিল্লাহকে তাঁহার পাশাপাশি প্রধান শরীফরূপে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান, কিন্তু বাস্তবে 'আওনু'র-রাফীক (১৮৮২-১৯০৫) ঐ পদে নিযুক্ত হন (Portrait in Snouck Hurgronje, Bilder aus Mekka)। 'উছ্'মান সর্বদাই জনহিতকর কাজ করিতেন। অন্যপক্ষে 'আওন ছিলেন উৎপীড়ক এবং অসামাজিক। তাঁহাদের মধ্যে তাই দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। কাহার কি ক্ষমতা, ইহাও দুইজনের মধ্যে বিরোধের কারণ হয়। যেমন বিচার ব্যবস্থার এবং হ'াজ্জীদের গমনাগমন পথের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে ক্ষমতার পরিধি অনির্দিষ্ট ছিল। সংঘর্ষের পর ১৮৮৬ খৃ. 'উছ্'মানকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁহার পরবর্তী ব্যক্তি জামাল পাশা স্বল্পকাল এই পদে বহাল ছিলেন এবং স'াফ্ওয়াত পাশা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। একমাত্র আহ'মাদ রাতিবই 'আওনের সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে এবং চাকুরী বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন, কারণ তিনি অনেক কিছু দেখিয়াও দেখিতেন না এবং কতক সুবিধা ভোগে সন্তুষ্ট থাকিতেন। 'আওনের মৃত্যুর পর 'আবদুল্লাহকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হয়; কিন্তু কনস্টান্টিনোপল হইতে মক্কার পথে যাত্রা করিবার আগেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং 'আওনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র 'আলী (১৯০৫—১৯০৮)। তুর্কী বিদ্রোহের ফলে ১৯০৮ খৃস্টাব্দে আহ'মাদ রাতিব এবং 'আলী উভয়েই চাকুরী হারাইলেন।

'আওনের আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র হ'সায়ন (১৯০৮—১৯১৬—১৯২৪) ছিলেন সর্বশেষ শরীফ। প্রথম মহাযুদ্ধ না বাধিলে হয়ত তাঁহার শরীফ পদের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইত। তুরস্ক পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে তিনি ১৯১৬ খৃ. স্বাধীনতা ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হন। যতদূর সম্ভব স্বীয় ক্ষমতার পরিধি বৃদ্ধির জন্য তিনি যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালান; প্রথমত 'আরবদের মুক্তিদাতা (মুনকি'য')-রূপে এবং তৎপর (জুন ২২, ১৯১৬ খৃ.) হি'জাযের বাদশাহ বা আরবের বাদশাহরূপে এবং সর্বশেষে খলীফারূপে। অপরদিকে অনতিবিলম্বে নিয়তির এই লিখন সুস্পষ্টভাবে দেখা গেল যে, নাজ্দের সুল্ত'ান 'আবদু'ল-'আযীয আস-সা'উদ তাঁহার ওয়াহ্হাবী পূর্বপুরুষদের ন্যায় 'আরব-দেশের নিয়ন্ত্রণে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করিবেন। ১৯২৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার বাহিনী ত'াইফ এবং অক্টোবর মাসে মক্কা অধিকার করে। বাদশাহ হ'সায়ন প্রথমে 'আক'াবা-য় পলায়ন করেন, পরে সেখান হইতে ১৯২৫ খৃস্টাব্দের মে মাসে সাইপ্রাসে যান। তাঁহার পুত্র 'আলী জিদ্দায় পলায়ন করেন। ইব্ন সা'উদ জিদ্দা ও মদীনা এক বৎসর যাবত অবরোধ করিয়া রাখেন। তিনি রক্তপাত এবং য়ুরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত সম্পর্কের জটিলতা এড়াইয়া চলেন। ১৯২৫ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উভয় নগরী তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে।

১৯২৬ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইব্ন সা'উদ হি'জাযের বাদশাহ হন। তাঁহার রাজ্যের সরকারী নাম প্রথমত ছিল হি'জায, নাজ্দ এবং কর্তৃত্বাধীন এলাকা—বর্তমানে উহার নাম সা'উদী 'আরব (المملكة العربية السعودية)। এইরূপে এই একক রাষ্ট্র গঠিত হইল। শরীফদের শাসিত রাজ্য অপেক্ষা ইহা বহু গুণ বড়। 'আব্বাসী শক্তির পতনের পর 'আরব আর কখনও এত অধিক অভ্যন্তরীণ শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই।

নাজ্দের যোদ্ধাগণকে (اخوان) কৃষিজীবীরূপেও সংগঠিত করিয়া, বেদুঈনদের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলা কায়েম করিয়া এবং ভীতিসঞ্চারক একটি সামরিক পুলিশ বাহিনী গঠন করিয়া ইব্ন সা'উদ এই রাষ্ট্রে একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'আরবে ইহার নজীর বহুদিন দেখা যায় নাই। যাতায়াতের, বিশেষ করিয়া হ'াজ্জীগণের যাতায়াতের নিরাপদ ব্যবস্থাও সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। এখনও ইব্ন সা'উদ পরিবারই এই রাষ্ট্রের রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইব্ন সা'উদ সংস্কারক মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দি'ল-ওয়াহ্হাবের অনুসারী ছিলেন এবং ওয়াহ্হাবী (দ্র.)-রূপে খ্যাত।

জিদ্দায় অবস্থিত বিদেশী সরকারের প্রতিনিধিবর্গের সহিত সা'উদী সরকারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রহিয়াছে। বহু রাষ্ট্র তাঁহাদের কনসুলেট-গুলিকে দূতাবাসে উন্নীত করিয়াছে। কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রের সহিত নানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

আদি যুগ হইতেই মক্কা নগরীর ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা হ'াজ্জ (দ্র.) এবং আল-মাসজিদু'ল-হ'ারাম (দ্র.)-কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইসলামের প্রধান নগরী হিসাবে মক্কার বৈশিষ্ট্য তাহার বিভিন্ন ধরনের জনসংখ্যায় প্রতিফলিত। মক্কার আদি বাসিন্দা সমষ্টি ছাড়াও বহু 'আরববাসী (ইহাদের মধ্যে হ'াদ্'রামীগণ শক্তি-সামর্থ্যে উল্লেখযোগ্য) সেখানে বাস করিতেছে এবং মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশ হইতে আগত বিদেশী-দের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা ধর্মীয় বা জাগতিক আকর্ষণে সেখানে আসিয়া স্থায়ীভাবে আবাস নির্মাণ করিয়াছেন। মালয় উপদ্বীপ হইতে আগতদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। তাঁহারা সমষ্টিগতভাবে 'জাওয়া' নামে পরিচিত। তাঁহারা নিছক ধর্মীয় মনোভাব লইয়াই মক্কায় আসিয়া স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছেন।

ক্রীতদাস : প্রধানত আফ্রিকার ক্রীতদাস মক্কার জনসমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। আবিসিনিয়ার ক্রীতদাসী বালিকারা হারেমে সহচরী হিসাবে সমাদৃতা ছিল। ক্রীতদাসের বাজারের আজ আর তেমন নাম নাই। ক্রীতদাসজাত হইতে স্বাধীন ব্যক্তিরা জন্মলাভ করিতেছেন। তাহাদের কুটিরগুলি নানা উপাদানে নির্মিত এবং নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত।

কারিগরগণ খৃস্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক হইতেই সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিল। এই সংঘগুলির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি হইল হ'াজ্জীদের পথ প্রদর্শকদের (مطوف) সংঘ। তাঁহাদের প্রতি-নিধি জিদ্দায় এবং 'আরবের বাহিরেও ছড়ান থাকে এবং এককালে

তাঁহারা কেবল হা'জ্জ মৌসুমের উপার্জনের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। সা'উদী 'আরব এখন তৈল সম্পদে সমৃদ্ধি লাভ করার ফলে মক্কাবাসীর দৈন্য ঘুচিয়াছে।

মক্কার অধিবাসীদের অনেকেই হা'জ্জীদের নিকট বাড়ী ভাড়া দিবার ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। চান্দ্র বৎসরের অষ্টম মাসেই হাজার হাজার আগন্তুক আসিয়া শহরে ভিড় করে। বৎসরের শেষ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তাহাদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আবার বৎসরের প্রথম মাস মুহাররামে মক্কা সাবেক জনবিরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বিগত কয়েক শত বৎসরে, বিশেষত ওয়াহ্হাবী অভ্যুত্থানের পূর্বে মক্কায় ওয়ালী-দরবেশদের প্রভাব বাড়িয়াছিল এবং নানা প্রকার বিদ্'আত প্রচলিত হইয়াছিল। মক্কার বিভিন্ন স্থান মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁহার পরিবারবর্গের এবং খ্যাতনামা মুহাজিরগণ এবং পরবর্তীকালে দরবেশগণের স্মৃতি বিজড়িত। তাঁহাদের সমাধির উপর বহু কুব্বা নির্মিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সম্মানার্থে মাওলিদ, 'উরস প্রভৃতিতে বহু শারী'আতবিরুদ্ধ কর্ম অনুষ্ঠিত হইত। ওয়াহ্হাবীগণ নগরী দখল করিয়া উহাদের অনেকগুলি, বিশেষত যেগুলিতে অত্যধিক শির্ক-বিদ্'আতের প্রচলন ঘটিয়াছিল—সেইগুলি ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন।

মক্কা সরকারী রাজধানী, কিন্তু মালিক (ملك) বা বাদশাহর প্রাসাদ রিয়াদ'-এ অবস্থিত। সরকারী পত্রিকা উম্মু'ল-কুরা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। মক্কায় বহু ছাপাখানা আছে। সেখানে প্রধানত ওয়াহ্হাবী অথবা হাম্বালী সাহিত্য ছাপান হয়। সাম্প্রতিককালে মক্কায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Die Chroniken der stadt Mekka পুস্তকে আল-আযরাকী এবং আল-ফাসী লিখিত বিবরণ, সম্পা. Wustenfeld; (২) আল-য়া'কূবী, ২খ; (৩) আল-ওয়াকিদী, কিতাবু'ল-মাগাযী, সম্পা. Kremer; (৪) আত-তাবারী; (৫) ইবনু'ল-আছীর, আল-কামিল; (৬) আহমাদ ইব্ন যায়নী দাহলান, খুলাসাতু'ল-কালাম ফী উমারাই'ল-বালাদি'ল-হারাম, কায়রো ১৩০৫ হি.; (৭) আল-মাকদিসী, আহসানু'ত-তাকাসীম, BGA iii, এবং অন্যান্য ভৌগোলিক; (৮) আল-মাস'উদী, মুরূজু'য-যাহাব, ৩খ; (৯) ইব্ন 'আব্দি রাব্বিহী, আল-'ইকদু'ল-ফারীদ, ২খ; (১০) ইব্ন জুবায়র, রিহলাঃ; (১১) J. L. Burckhardt, Travels in Arabia, London 1829; (১২) C. Snouck Hurgronje, Mekka, 2 vols., The Hague 1889 (English translation by J. H. Monahan, Leiden 1931 under the title Mecca in the latter part of the 19th century); (১৩) Gaudefroy-Demombynes, Le pelerinage a la Mekke, Paris 1923.

প্রথম অংশের জন্য : বুখারী, মুসলিম, ইব্ন হাম্বাল, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজাঃ এবং আল-বাগাবীর মাসাবীহু'স-সুন্নাঃ; (১৪) হাস্সান ইব্ন ছাবিত, দীওয়ান, সম্পা. Hirschfeld; (১৫) ইব্ন হিশাম, সীরাঃ, সম্পা. Wustenfeld; এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক লিখিত রাসূল (স)-এর জীবনীসমূহ; (১৬) আল-বালাযুরী, ফুতূহু'ল-বুলদান, সম্পা. de goeje; (১৭) ইব্ন দুরায়দ, কিতাবু'ল-ইশতিকাক, সম্পা. Wustenfeld; (১৮) ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, সম্পা. Sachau; (১৯) আল-জাহিজ, Tria opuscula, ed. van Vloten, p. 61 প.; (২০) H. Lammens: a. La Mecque a la veille de l'Hegire (Mel. Univ. St. Joseph, Beyrouth, ix. 3); (২১) b. Etudes sur le regne du calife omaiyade Mo'awiya I (MFOB, i-iii); (২২) c. Le califat de Yazid I (MFOB, v-vii); (২৩) d. Les chretiens a la Mecque a la veille de l'Hegire (BIFAO, xix); (২৪) e. Les Juifs a la Mecque a la veille de l'Hegire (Recherches de science religieuse, viii); (২৫) f. Fatima et les filles de Mahomet, Rome 1912; (২৬) g. Les Ahabis et l'organisation militaire de la Mecque au siecle de l'Hegire (JA 1916); (২৭) h. Les culte des betyles et les processions religieuses chez les Arabes preislamites (BIFAG, xvii); (২৮) i. Le berceau de l'Islam; (২৯) l'Arabie. occidentale a la veille de l'Hegire, Rome 1914; (৩০) k. La cite arabe de Taif a la veille de l'Hegire (Mel. Univ. St. Joseph, Beyrouth, viii); (৩১) l. la republique marchande de la Mecque vers l'an 600 de notre ere (BIE 1910); (৩২) A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens; (৩৩) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums; (৩৪) Caetani, Annali dell' Islam.

দ্বিতীয় অংশের জন্য : (৩৫) Wustenfeld, Die Scherife von Mekka im xi. (xvii). Jahrhundert (Abh. G. W. Gott. xxxii, 1885); (৩৬) 'আলী বে, Travels, London 1816; (৩৭) R. Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to al-Medinan and Meccah; (৩৮) T. F. Keane, Six months in Mecca, London 1881; (৩৯) Hadji Khan and W. Sparroy, With the Pilgrims to Mecca, London and NewYork 1905; (৪০) Ibrahim Rif'at Basha, Mir'at al-haramayn, vol. i, Cairo 1925; (৪১) E. Rutter, The Holy Cities of Arabia, London and NewYork 1928, 1930; (৪২) Amin al-Raihan, Tarikh Nadjd, Beyrouth 1928; (৪৩) ঐ লেখক, Muluk al-'Arab, Beyrouth 1924; (৪৪) H. St. J. B. Philby, The Heart of Arabia, London 1922; (৪৫) ঐ লেখক, Arabia, London and New York 1930; (৪৬) C. Snouck Hurgronje, The Revolt in Arabia (Verspr. Geschr. iii, 311 প.); (৪৭) ঐ লেখক, Prins Faisal bin Abdal-Aziz al-Saoed (Verspr. Geschr. vi, 405 প.); (৪৮) Oriente Moderno, স্থা.।

N. Scheltema মক্কার ভৌগোলিক অবস্থান মোটামুটি ৩৯° ৬০´ পূ. দ্রা., এবং ২১°২৫´ উঃ অঃ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন (Determination of the geographical latitude and longitude of Mecca and Jidda, executed in 1910—1911, in Verh. Ak. Amst. 1912)।

H. Lammens and A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

মজুস (مجوس : মাজূস) Zoroaster-এর ধর্মের অনুসারিগণকে বলা হয়। গ্রীক Magos শব্দটি (শব্দটি ইরানী শব্দের অনুবাদ ; তু. প্রচীন ফার্সী মাগুশ এবং আধুনিক ফার্সী মুগ্‌) আরামী ভাষার মাধ্যমে ‘আরবী ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। ‘আরবী আভিধানিকগণের মতে মাজূস শব্দটি য়াহূদ শব্দটির ন্যায় সমষ্টিবাচক বিশেষ্য , এক বচনে মাজূসী ; মাজূসের ধর্মের নাম আল-মাজুসিয়্যাঃ। আভিধানিকগণ বলেন, উহার মূল ধাতু م-ج-س হইতে ক্রিয়ারূপ مجس এবং تمجس হয়। লিসান এবং তাজু’ল-‘আরূস গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি কবিতায় ‘নারু মাজূস্’ (نار مجوس) ব্যাক্যাংশটি পাওয়া যায়। এই কবিতাটি বাস্তবিকই (যেমন লিসান গ্রন্থে স্বীকৃত) ইম্‌রু’উ’ল-ক’ায়স এবং আত-তাওআম আল-য়াশ্‌কুরীর যুগ্ম রচনা, এই কথাটি নিশ্চিতভাবে জানা গেলে বুঝিতে হইবে যে, অদ্যাবধি বিদ্যমান প্রাচীন ‘আরবী সাহিত্যে শব্দটির ব্যবহার হইত।

কু’রআানে মাজূস শব্দটি একবার মাত্র ব্যবহৃত হ্ইয়াছে (২২ : ১৭); এই আায়াতটির সহিত ২ : ৬২ এবং ৫ : ৬৯ তু.। উক্ত তিনটি স্থলেই আহ্‌লু’ল-কিতাাব (দ্র.) কথাটির উল্লেখ আছে। শুধু ২২ : ১৭ আায়াতে মাজূস নামটি পাওয়া যায়, অথচ এই আায়াতে ‘মুশ্‌রিক’দেরও উল্লেখ আছে যাহা অপর দুইটি আায়াতে পাওয়া যায় না। মুশ্‌রিকগণ নিশ্চয়ই কোনক্রমেই আহ্‌লু’ল-কিতাাবের অন্তর্ভুক্ত নহে। মুসলিম আইন অনুযায়ী মাজূস জিয্‌য়াঃ দেওয়ার ব্যাপারে আহ্‌লু’ল-কিতাাবের ন্যায় আচরণ পাইয়া থাকে, কিন্তু এই আচরণের ভিত্তি কু’রআানের ২২ : ১৭ আায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ভাষ্যকারগণও (আল-বায়দ’াাবী, ed. Fleicsher, পৃ. ৬২৯; আয-যামাখ্‌শারী, কাশ্‌শাাফ, পৃ. ৯০১; আর-রাাযী, মাফাাতীহ’’ল-গ’ায়ব, ৪খ, ৫৫৪; আন-নায়সাাবূরী, হ’াশিয়াঃ, আত’-ত’াবারী, তাফ্‌সীর, কায়রো, ১৭খ, ৭৪ প্রভৃতি) এমন কোন কথা বলেন নাই যাহা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, মাজূস নীতিগতভাবে আহলু’ল কিতাাবের অন্তর্ভুক্ত। আর-রাাযীর অভিমতে মাজূসীরা কোন সত্য নবীর অনুসারী নহে; বরং কোন মুতানাব্বী (متنبى) অর্থাৎ নুবূওয়াতের মিথ্যা দাবীদারের অনুসরণ করে; সুতরাং অনুমান করা যায়, তিনি মাজূসীকে আহ্‌লু’ল-কিতাাব এবং মুশ্‌রিক্‌দের মাঝামাঝি একটি সম্প্রদায় মনে করেন। আন-নায়সাবূরীও বলেন, দ্বিত্ববাদী মাজূসীদের নবী বাস্তবপক্ষে নবী ছিলেন না, একজন ভণ্ড নবী ছিলেন; পক্ষান্তরে মুশ্‌রিকদের কোন নবী বা কিতাাব আদৌ ছিল না। ‘আরবী ভাষায় রচিত ইতিহাস সাহিত্যে যোরোয়স্ত্রীয় ধর্মাবলম্বী পারসিকদিগকে স্থানে স্থানে মুশ্‌রিক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে; উদাহরণ, যথাঃ আল-বালাাযু’রী, ৩০২, ৩০৩, ৩৮০ এবং ৩৮৭ পৃষ্ঠাতে তাহাদিগকে মুশ্‌রিক এবং ৪০৭ পৃষ্ঠাতে কুফ্‌ফার বলা হইয়াছে।

মুসলিম আইনের অন্যতম উৎস হ’াদীছে’ মাজূস সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু পাওয়া যায় না (তু. A. J. Wensinck, Handbook, দ্র. Madjus)। হ’াদীছে’র মর্ম অনুসারে মাজূসীদিগকে আহ্‌লু’ল-কিতাাব বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, ফলে তাহারা জিয্‌য়াঃ কর ধার্যের উপযুক্ত পাত্র। কার্যত বধিষ্ণু মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি এই পথই অবলম্বন করে। একটি হ’াদীছে’ বাহ্‌’রায়্‌নের যোরোয়স্ত্রীয়দিগকে ইসলাম ও যুদ্ধের মধ্যে যে কোন একটি নির্বাচন করিতে দেওয়ার বিবরণ থাকিলেও অন্য হ’াদীছে’ উক্ত আছে যে, ‘আব্‌দু’র-রাহ্‌’মান ইব্‌ন ‘আওফ (রা) বলিয়াছেন যে, নবী (স’) স্বয়ং এই মাজূসীদের নিকট হইতে জিয্‌য়াঃ আদায় করিয়াছেন। পরবর্তীকালে এই হ’াদীছ’টিই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অন্য যে হ’াদীছে’ উক্ত আছে যে, নবী (স’) মাজূসকে মুশ্‌রিক ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া বিবেচনা করেন নাই, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে (আবূ দাাউদ, খারাাজ, পৃ ২৯)। কোন এক ঘটনা প্রসংগে খালীফাঃ ‘উমার (রা) দ্বিধা প্রকাশ করিতেছিলেন যে তিনি ইরানবাসীদের নিকট হইতে জিয্‌য়াঃ আদায় করিবেন কি না। তখন ‘আবদু’র-রাহ্‌’মান ইব্‌ন ‘আওফ (রা) তাঁহার উক্তিটি বিবৃত করেন [তু. আল-বালাাযু’রী, পৃ. ২৬৭; ‘আবদু’র-রাহ’মান বলেন, নবী (স’) বলিয়াছেন : সুন্‌না বিহিম্‌ সুন্নাতা আহ্‌লি’ল-কিতাাব]। একটি হ’াদীছে’ উক্ত আছে, ‘উমার (রা) তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে জায’ ইব্‌ন মু‘আাবি’য়াঃকে মাজূস সম্বন্ধে লিখিত উপদেশ দেন, তিনি যেন যাদুকরদিগকে (সাাহি’র) হত্যা করেন, প্রত্যেক মাজূসীকে বিবাহ অবৈধ বলিয়া স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন করেন এবং যাম্‌যামা করিতে নিষেধ করেন (যাম্‌যামা যোরোয়স্ত্রীয় প্রার্থনা উচ্চারণ, নূতন ফার্সী ‘বাাজ’ অথবা বায) । জায’ এই কড়া হুকুম প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন এবং ‘উমার (রা) মাজূস-এর নিকট হইতে জিয্‌য়াঃ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন ‘আব্‌দু’র-রাহ’মান ইব্‌ন ‘আওফ (রা) উক্তি করেন যে, নবী (স’) বাহ্‌’রায়নের মাজূস-এর নিকট হইতে জিয্‌য়াঃ আদায় করিতেন; তারপর এই নীতি অনুসরণ করা হয় (আবূ দাাউদ ; আহ্‌’মাদ ইব্‌ন হ’াম্বাল, মুস্‌নাদ, ১খ, ১৯০, ১৯৪ ; আল-বুখারী, স’াহ’ীহ’, জিয্‌য়াঃ বাাব ১)। অধিকন্তু বুখারী (২খ, ১৪৫) একজন পারস্য দূতকে নিম্নোক্ত উত্তর দানের কথা উল্লেখ করেন, “আমাদের নবী (স’) আমাদিগকে হুকুম করিয়াছেন তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র, একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করিতে কিংবা জিয্‌য়াঃ দিতে স্বীকার না কর।” সুতরাং এইক্ষেত্রেও মাজূস আহ্‌লু’ল-কিতাাবের ন্যায় একই পর্যায়ভুক্ত। মুসলিম রাষ্ট্রে যোরোয়স্ত্রীয়দের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নিরূপণ করা তাহাদের সম্পর্কে হ’াদীছে’র বর্ণনাসমূহের প্রধান আলোচ্য বিষয় তু.; ক’াদারিয়াঃ প্রবন্ধ।

যোরোয়স্তার সম্বন্ধে মুসলিম লেখকদের মধ্যে আত’-ত’াবারী বলেন, ‘যারাাদুশ্‌ত’ ইব্‌ন ইস্‌ফীমান (যোরোয়স্তারের পরিবারের পূর্বপুরুষের নাম, আবেস্তীয় স্পিতামা, spitama শব্দ হইতে গৃহীত) রাজা ‘বিশ্‌তাাস্‌ব’-এর রাজত্বের তিন বৎসর পর নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন (১ খ, ৬৭৫ প.)। হিশাাম ইব্‌ন মুহ’াম্মাদ আল-ক’াল্‌বী-এর অনুসরণে এই ঐতিহাসিক বলেন যে, যারাাদুশ্‌তকে মাজূসীগণ তাহাদের নবী বলিয়া স্বীকার করিত। কিতাাবধারী বিদ্বান ব্যক্তিদের অভিমত অনুসারে তিনি ফিলিস্তীনের অধিবাসী ছিলেন এবং “জেরেমিয়া” (Jeremiah) নবীর জনৈক শিষ্যের ভৃত্য ছিলেন। তিনি মনিবের সহিত প্রতারণা করিলে মনিব তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন, ফলে তিনি কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত হন, অতঃপর তিনি আযারবায়জানে গিয়া মাজূসিয়্যাঃ নামে একটি ধর্মমত প্রচার করেন। অতঃপর তিনি বাল্‌খ চলিয়া যান, সেখানে রাজা বিশ্‌তাাস্‌ব বাস করিতেন। রাজা স্বয়ং যারাাদুশ্‌তের ধর্ম গ্রহণ করেন এবং প্রজাদিগকেও ঐ ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন (১ খ, ৬৪৮ ; তু. আছ’-ছ’া‘আালিবী, Histoire des rois des Perses, ed. Zotenberg, p. 256)।

আত’-ত’াবারীর গ্রন্থে অনুরূপ আর একটি বর্ণনা স্থান পাইয়াছে। উহাতে উক্ত আছে, যারাাদুশ্‌ত য়াহূদী প্রত্যাদেশ-বাহক s—m—y

(উচ্চারণ অনিশ্চিত)-এর সহিত মিলিত হন। s—m—y রাজা বিশ্তাস্‌বের নিকট প্রেরিত হন এবং রাজদরবারে যারাদুশ্‌ত এবং জ্ঞানী 'জামাস্‌ব' (আবেস্তীয় জামাসপা, ইনি বিশ্‌তাস্‌পা-এর মন্ত্রী এবং যোরোয়স্তারের জামাতা ছিলেন)-এর সাক্ষাত লাভ করেন। য়াহূদী উপদেষ্টা হিব্রু ভাষায় যে সকল উপদেশ দান করেন যারাদুশ্‌ত তাহা ফার্‌সী ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। s—m—y এবং যারাদুশ্‌ত তাঁহাদের ধর্মমত ঘোষণা করিবার পূর্বে বিশ্‌তাস্‌ব এবং তাঁহার পিতা লুহরাস্‌ব (আবেস্তী আওরওয়াতাসপা) সাবিঈ ধর্মাবলম্বী ছিলেন (তাবারী, ১খ, ৬৮১, ৬৮৩)। এই বর্ণনাদ্বয়ে দেখা যায়, যোরোয়স্ত্রীয় ধর্মমত য়াহূদী ধর্মের সহিত কিছুটা সম্পর্কিত ছিল। এক বর্ণনায় যোরোয়স্‌তার ছিলেন একজন য়াহূদী ধর্মত্যাগী ব্যক্তি; অপর বর্ণনায় তিনি জনৈক হিব্রু প্রত্যাদেশবাহীর সংগে মতৈক্যে উপনীত হইয়া ধর্ম প্রচারে লিপ্ত হন। হাদীছে ইব্‌ন 'আব্বাসের একটি উক্তিতে বলা হইয়াছে: "পারসিকদের নবীর মৃত্যু ঘটিলে ইব্‌লীস তাহাদিগের জন্য মাজূস ধর্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করে" (আবূ দাউদ, খারাজ, বাব ২৯)।

কোন কোন 'আরব গ্রন্থকার যোরোয়স্তার এবং তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান রাখিতেন, দ্র. আল-বালাযু'রী, পৃ. ৩৩১; ইহাতে উক্ত আছে, মাজূস সম্প্রদায়ের মতে যারাদুশ্‌ত উরুমিয়া-র সহিত সম্পর্কিত। আশ-শাহ্‌রাস্‌তানীর কিতাবুল-মিলাল (ed. Cureton, পৃ. ১৮২ প.) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত একখানি গ্রন্থ। ফাকীহ্‌গণের মধ্যে যোরোয়স্ত্রীয় ধর্মমত সম্বন্ধে যে সকল ধারণা প্রচলিত ছিল, উক্ত গ্রন্থে উহার অধিক কিছু পাওয়া যায় না। একটি কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, শাহ্‌রাস্তানীর তথ্যগুলির উৎস ইরানী গ্রন্থাবলী। তবে তিনি সংক্ষেপে সহজ ভাষায় যোরোয়স্তার এবং মাজূস সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সত্য বিবরণী প্রদান করেন। মাজূস সম্প্রদায়কে তিনি তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেন: কায়্যূমারছিয়্যাঃ, যারওয়ানীয়াঃ এবং যারাদুশ্‌তীয়াঃ। শেষোক্ত শ্রেণী তাঁহার মতে যোরোয়স্তারের যথাযথ অনুগামী। মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি যথার্থই বলেন যে, মাজূস আসলে আহ্‌লু'ল-কিতাব নহে, বিত্ববাদীদের ন্যায় তাহাদের কাছেও ছিল একটা অনুপ্রেরণাজাত ধর্মগ্রন্থের মত কিছু (শুব্‌হাতু কিতাব, পৃ. ১৭৯) এবং মাজূসীয় ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে পারসিকগণ হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর ধর্মমত অনুসরণ করিত (পৃ. ১৮০)।

ঐতিহাসিক সূত্র হইতে জানা যায় (বিশেষত বালাযু'রী) যে, আরব দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় যে সকল যোরোয়স্ত্রীয় য়ামান, 'উমান এবং বাহ্‌রায়নে বাস করিত অথচ ইসলাম কবুল করে নাই, তাহারা জিয্‌য়াঃ দিবার অনুমতি লাভ করে। এইভাবে যে সকল মাজূস আর্মেনিয়াতে বাস করিত, তাহাদের সম্বন্ধেও খৃস্টান এবং য়াহূদীদের ন্যায় একই রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

যে সকল অঞ্চল মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে, সেই সকল স্থানে জিয্‌য়াঃ এবং খারাজ (خراج) প্রবর্তন করা হয়। পারস্যের কোন কোন স্থানে সীমিত সংখ্যক লোক সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী আমান (নিরাপত্তা) লাভ করে। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে যোরোয়স্ত্রীয়গণ দলে বেশ ভারী থাকিয়া যায় এবং তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করিতে দেওয়া হয়, যদিও ইসলামের বিজয় যুগে বহু মাজূস ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিল (তু. T. W. Arnold, The Preaching of Islam, p. 177 প.)। ক্ষেত্রবিশেষে ইসলাম ধর্মে নবদীক্ষিত মাজূস তাহাদের পূর্ব নাম পরিবর্তন করত 'আরবী নাম ধারণ করিয়াছিল (আল-বালাযু'রী, পৃ. ৩৩৯, ৩৪৪)।

মুসলমানগণ উদারতা ও সহনশীলতার পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও খৃস্টীয় অষ্টম শতকের দিকে যোরোয়স্ত্রীয়গণ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। সর্বপ্রথম স্বদেশত্যাগী দলটি খৃ. ৭৫০ সনের দিকে খুরাসান পরিত্যাগ করে এবং খৃ. ৭৬৬ সনে ক্যাম্বে উপসাগরের তীরস্থ দিউ বন্দরে উপনীত হয়।

কালক্রমে ইরানে যোরোয়স্ত্রীয়গণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ হইয়া পড়ে। নাদির শাহের মৃত্যুর পর (১১৬০/১৭৪৭) দেশে গোলযোগের কারণে আফ্‌গানীরা কির্‌মান প্রদেশে অবস্থিত মাজূসী এলাকা ধ্বংস করে, ফলে তাহাদের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতে থাকে। আগা মুহাম্মাদ খান কাজার এবং লুত্‌ফ 'আলী খানের মধ্যে সংগ্রামের ফলেও তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পায়। v. Houtum-Schindler (1879)-এর হিসাব মতে আধুনিককালে পারস্য দেশে যোরোয়স্ত্রীয়দের মোট জনসংখ্যা ৮,৪০০; Browne (১৮৮৭-৮)-এর হিসাব অনুসারে শুধু কির্‌মান, য়ায্‌দ্ এবং সন্নিহিত অঞ্চলে যোরোয়স্ত্রীয় অধিবাসীর মোট জনসংখ্যা ৭,০০০—৮,০০০। উনবিংশ শতকের জনসংখ্যা সম্পর্কীয় বিবরণগুলি খুবই অনৈক্যপূর্ণ (তু. Karaka, History of the Parsis, 1884, 1.55); The Middle East 1948-এর ২১৭ পৃষ্ঠায় পারস্যদেশে যোরোয়স্ত্রীয়দের মোট জনসংখ্যা ১০,০০০ বলা হইয়াছে।

উনবিংশ শতকে কোন কোন স্থানে, বিশেষত য়ায্‌দ অঞ্চলে মাজূসীদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ১৮৯২ খৃ. ভারতবর্ষে অবস্থানকারী পারসিকগণ 'Persian Zoroastrian Amelioration Fund'-এর মাধ্যমে য়ায্‌দ এবং কির্‌মানের যোরোয়স্ত্রীয়গণের উপর নির্ধারিত জিয্‌য়াঃ কর বিলোপের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর বিংশ শতাব্দীতে ইরানের অতীত ঐতিহ্য পুনরায় জনগণের নিকট সমাদৃত হইবার দরুন তাহাদের মধ্যে ক্রমাগত অধিকতর সহনশীলতার লক্ষণ দেখা দেয়। ঘৃণাসূচক 'গাবার' নামটি একেবারে বিলুপ্ত হয়।

যে সকল যোরোয়স্ত্রীয় স্বদেশ পরিত্যাগ করত ভারতবর্ষে আগমন করে তাহারা (পারসিক বা পার্‌সী) একটি উন্নতিশীল সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে; অষ্টাদশ শতকে বোম্বাই তাহাদের প্রধান কর্মক্ষেত্রে পরিগণিত হয়। নাওসারী (১৬০০) হইতে গৃহীত বাহ্‌মান কায়কাবাদ কর্তৃক প্রণীত কিস্‌সা-ই-সান্‌জান এবং দাসতূর শাপুরজী মানকজী সালজান (১৭৩৫-১৮০৫) কর্তৃক রচিত যারতুশ্‌তিয়ান-ই-হিন্দুস্তান গ্রন্থদ্বয়ে তাহাদের ইতিহাস ও দেশভ্রমণ বর্ণিত আছে (তু. J. J. Modi, Journal of the K. R. Cama Oriental Institute, XVII (1930) XIX (1931), XXV (1938))।

যোরোয়স্ত্রীয় ধর্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, এমন লোক যাহারা য়াহূদী, খৃস্টান বা নও-মুসলিম নহে, তাহাদিগকেও জাগতিক প্রয়োজনে মাজূস সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহাদের উপর জিয্‌য়াঃ ধার্য করা হইয়াছে। বাহ্‌রায়নের মাজূসীদের নিকট হইতে রাসূল কারীম (স) জিয্‌য়াঃ আদায় করিতেন—পূর্বোক্ত এই হাদীছের ভিত্তিতে আওযা'ঈ, মালিকী এবং হানাফী মায্‌হাব অনুসারিগণ উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনে তাহাদের নিকট হইতে উক্ত কর আদায় করিত। এই হেতু 'বার্‌বার্' সম্প্রদায়কে মাজূস নামে অভিহিত করা হইত। যে সকল স্ক্যান্‌ডিন্যাভিয়াবাসী খৃ. ৮৪৪ সন হইতে স্পেনের উপকূলে আক্রমণ চালাইত এবং যাহাদের

সহিত সময় সময় শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হইত, তাহাদিগকেও মাজূস বলা হইত (তু. R. Brunschvig in Annale de l'Institut d'Etudes Orientales, Alger, t. VI. 1942—47, p. 112 ; Dozy, Recherches, ii. 250 প., Rerum Normannicarum, fontes Arabici .... Collegit et ed. A. Solppel, I, Christiania 1896)।

আল-মদীনা (المدينة : আল-মাদীনাঃ) আল-মদীনা 'আরব দেশের একটি নগরী, হিজ্‌রতের পর হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বাসস্থান, প্রথম তিন খলীফার সময় খিলাফাতের কেন্দ্র। ইহার খাঁটি আরবী নাম য়াছ্'রিব (يثرب) ; Ptolemy এবং Stephan Byzontinus-এর য়াছ্'রিপ্পা (বিশুদ্ধ পাঠ), মিনিয়ান লিপিতে উহার নাম Yathrib (M. Hartmann, Die arabisch Frage, p. 253. প.)। পক্ষান্তরে আল-মদীনা শব্দটি বর্ণনামূলক, অর্থ 'নগরীটি', আরামাইক ভাষা হইতে গৃহীত। উক্ত ভাষায় 'মেদীন্‌তা' শব্দটির যথাযথ অর্থ 'এলাকাভুক্ত ক্ষেত্র'; সুতরাং মদীনা অর্থ বেশ কিছুটা আয়তনবিশিষ্ট শহর। নবী কারীম (স')-এর হিজ্‌রতের পর ইহা 'মাদীনাতু'ন্-নাবী (مدينة النبي) এবং সংক্ষেপে 'মাদীনাঃ' নামে খ্যাত হয়। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাঃসমূহে মাদীনা শব্দটির বহুবচন 'আল-মাদাইন'-এর ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু মদীনায় অবতীর্ণ সূরায় 'আল-মাদীনাঃ' স্থানবাচক বিশেষ্যরূপে নবী কারীম (স')-এর নূতন বাসস্থান অর্থে ব্যবহৃত (৯ : ১০১, ১২০; ৩৩ : ৬০, ৬৩ : ৮) হইয়াছে। পক্ষান্তরে পুরাতন নাম য়াছ্'রিব কেবল একবার মাত্র কু'রআনে উল্লিখিত হইয়াছে (৩৩ : ১৩)। মদীনার কবিগণের মধ্যে ক'ায়স ইব্‌নু'ল-খাত'ীম কেবল য়াছ্'রিব শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু হ'াস্‌সান ইব্‌ন ছ'াবিত এবং কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) দুইটি নামই ব্যবহার করিয়াছেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মদীনার নগর রাষ্ট্র পত্তনের সনদপত্রে উভয় নামই ব্যবহার করিয়াছেন (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩৪১ প.)।

মদীনা হি'জায অঞ্চলের সমভূমিতে অবস্থিত। এই সমভূমি উত্তর দিকে ক্রমশ ঢালু হইয়া নামিয়াছে। নগরীর কেন্দ্র হইতে প্রায় চারি মাইল দূরবর্তী সমভূমির উত্তর এবং পশ্চিম সীমারেখা নির্দেশ করে উহু'দ এবং 'আয়র-এর পাহাড়, এই গিরিমালার দুইটি বহিঃ-শাখা আরবের উচ্চভূমি এবং সাগর উপকূলবর্তী নিম্ন ভূভাগের (তিহামাঃ) মধ্যে সীমারেখারূপে দণ্ডায়মান। পূর্বে ও পশ্চিমে এই সমভূমির সীমারেখায় রহিয়াছে 'হ'ার্‌রাঃ' অথবা 'লাবা' নামক গিরিমালার বৃক্ষ-লতাদিশূন্য কৃষ্ণ প্রস্তরাবৃত ঊষর অঞ্চল, কিন্তু পূর্ব হ'ার্‌রাঃ অধিকতর দূরত্বে অবস্থিত। এই গিরিমালা এবং শহরটির মধ্যবর্তী স্থানে অধিক সংখ্যক উর্বর ভূমিখণ্ড বিরাজমান। বস্তুত সমভূমির পূর্ব সীমান্ত কতিপয় অনুচ্চ কৃষ্ণবর্ণ শৈলশ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত। দক্ষিণ দিকে সমভূমিটি দৃষ্টিসীমার বাহির পর্যন্ত দিগন্ত বিস্তৃত। এই প্রান্তের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ইহার পানিসম্পদ, যাহা 'আরবে সচরাচর পাওয়া যায় না। পানি প্রবাহের সব ধারা দক্ষিণ দিক হইতে অথবা হ'ার্‌রাঃ হইতে বহির্গত হইয়া উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় এবং যাগ'াবাঃ নামক স্থানে ইহাদের সঙ্গমস্থলে মিলিত হয়, অতঃপর ওয়াদী ইদ'াম-এর মধ্য দিয়া উপকূলের দিকে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হয়। কেবল বৃষ্টির পরেই এই জলাধারগুলি পানি ধারণ করে, কিন্তু উহারা ভূগর্ভস্থ পানির লেভেল বেশ উঁচুতে তোলে। এই কারণে বহু সংখ্যক কূপ এবং প্রস্রবণ সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবল বারি বর্ষণের পর আল-মুনাখার উন্মুক্ত চতুষ্কোণ ক্ষেত্রটি (নিম্নে দ্র.) হ্রদের আকার ধারণ করে। সেখানে গুরুতর রকমের বন্যা মোটেই বিচিত্র নহে, এমন কি কখনও কখনও তাহা নগরীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত ঘরবাড়ীর পক্ষে বিপজ্জনক হইতে দেখা গিয়াছে। খালীফাঃ হয্‌রত 'উছ্'মান (রা)-এর খিলাফাতের সময় একবার এইরূপ একটি প্লাবন সমগ্র অঞ্চলটিকে সঙ্কটাপন্ন করিয়াছিল। উহার কবল হইতে নগরী রক্ষার জন্য তিনি একটি বাঁধ বাঁধিবার ব্যবস্থা করেন (বালাযু'রী, পৃ. ১১)। ৬৬০ এবং ৭৩৪ হিজরীর প্লাবনদ্বয় পূর্বেকার প্লাবনটি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুদ্গারের ফলে নিমিত প্রাকারটি ভাঙ্গিয়া বন্যার পানি প্রবাহিত হইয়াছিল (সাম্‌হূদী-Wustenfeld, পৃ. ২৩)। ঐ স্থানের পানি কোথাও কোথাও লবণাক্ত এবং বিস্বাদ। এইজন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন শাসনকর্তা নগরী পর্যন্ত নালা নির্মাণ করাইয়া সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত মিঠা পানির কূপ হইতে সুপেয় পানি আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জলধারাগুলির বিভিন্ন নাম যথা : পশ্চিমাঞ্চলে উহার নাম আল-'আক'ীক', ওয়াদী বুত্‌'হ'ান এবং রানুনা উহার সহিত সংযুক্ত; পূর্বাঞ্চলে উহার নাম ওয়াদী ক'ানাত, মাহ্‌যুর ও মুয'ানিব উহার সঙ্গে যুক্ত। ঐ স্থানের মৃত্তিকা লবণাক্ত বালু, চুনা এবং এঁটেল কাদা সমন্বয়ে গঠিত; সর্বত্র এবং বিশেষভাবে দক্ষিণভাগের ভূমি অত্যন্ত উর্বরা, প্রচুর ফসল প্রসবিনী। সেখানে খেজুর অত্যধিক ফলে, তেমনি ফলে কমলা লেবু, ডালিম, কলা, পিচ, আখ্‌রোট, ডুমুর এবং আঙ্গুর। শীত মৌসুমে অঞ্চলটি শীতল এবং আর্দ্র থাকে, গ্রীষ্মকালে উষ্ণ কিন্তু কদাচিৎ গুমোটপূর্ণ। আধুনিক যুগের পরিব্রাজকগণ বলেন, মদীনার আবহাওয়া প্রীতিকর বটে, কিন্তু খুব স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। অতীত এবং বর্তমানকালে সব সময়েই জ্বর সেখানকার সাংঘাতিক করাল ব্যাধি, বিশেষভাবে নবাগতদের জন্য। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর অনুগামিগণ প্রায়ই জ্বরে আক্রান্ত হইতেন (বালাযু'রী, পৃ. ১১ ; ফারায্‌দাক', ed. Boucher, পৃ. ৯ ; Burckhardt, Reisen in Arabien, p. 482 প., 605 ; Burton, A Pilgrimage, p. 176 প. ; Wensinck, Mohammed en de Joden, p. 31 ; H. Lammens, Fatima, p. 54 ; Goldziher, Muhammedanische Studien, ii. 243)। নগরীটির সম্মানার্থে নবী কারীম (স') উহাকে আল-মাদীনাঃ আত'-ত'ায়্যিবাঃ নামে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন।

প্রকৃতির আনুকূল্যপুষ্ট মদীনার সহিত কংকরময় উপত্যকায় অবস্থিত অনুর্বর শস্যবিহীন (সূরাঃ ১৪ : ৩৭) মক্কার বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট। আদিতে মদীনা যথার্থ নগরী ছিল না; বরং ইহা ছিল বাগান এবং আবাদী জমি দ্বারা পরিবেষ্টিত অনেকগুলি বাড়ী এবং কুটিরের সমষ্টি; ইহাদের অধিবাসিগণ ছিল কৃষির প্রতি অনুরক্ত এবং এইজন্য বেদুঈনগণ তাহাদিগকে ঘৃণাব্যঞ্জকভাবে 'নাবাতিয়্যূন' (نبات-উদ্ভিদ) বলিত। এই সকল বিচ্ছিন্ন আবাস ক্রমে অতি ধীর গতিতে একাত্মতা লাভ করিয়া সমষ্টিগতভাবে একটি শহরের রূপ লাভ করিল; তবে উহা পরবর্তীকালীন মদীনা নগরী হইতে উত্তরদিকে কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। সাম্‌হূদী-র মতে (Wustenfeld, Geschichte der Stadt Medina, p. 37) হযরত হ'াম্‌যাঃ (রা)-এর কবরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত হ'ারিছ' গোত্রের আবাস ভূমির সহিত য়াছ্'রিব (يثرب) নামটি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল।

এইরূপে যে নগরীটির উদ্ভব হইল, উহার চারিদিকে প্রাচীর ছিল না। সুতরাং গৃহগুলির চারিধারে ঘনভাবে সন্নিবেশিত খেজুরকুঞ্জ এবং ফলের বাগানগুলিই নগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থারূপে বিরাজমান ছিল। উত্তর এবং পশ্চিমদিকের বাগানগুলি অপেক্ষাকৃত কম ঘন সন্নিবেশিত ছিল বিধায় এই দুইদিকে শত্রুপক্ষীয় আক্রমণের ভয় ছিল। প্রতিরোধ ব্যবস্থাস্বরূপ যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছোট ছোট দুর্গ (اجام اجم অথবা اطام اطم) নির্মাণ করা হইয়াছিল ঐগুলিই প্রাচীরের বিকল্প-রূপে কাজ করিত এবং বিপদ-আপদের সময় নাগরিকগণ ঐ সকল দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত।

মদীনার উৎপত্তি এবং আদি ইতিহাস সম্বন্ধে পরবর্তীকালে কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিকগণ এই শূন্যতা পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও জুর্‌হুম (দ্র. Krauss, in ZDMG, lxx. 352) এবং 'আমালিক'াঃ গোত্রদ্বয়কে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ করিয়াছেন (তু. হ'াস্‌সান ইব্‌ন ছ'াবিত, সম্পা. Hirschfeld, No. 9, Verse 6.)। য়াহূদীরা মদীনায় আগমন করিবার পর হইতে মদীনার ইতিহাস সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বেশী নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। তবে ঐতিহাসিকগণ য়াহূদীদের বসতি স্থাপনের সঠিক সময় সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত নহেন বলিয়া কখনও তাহাদিগকে হযরত মূসা ('আ)-এর সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন, কখনও Nebuchadnezzar-এর কর্তৃত্বাধীনে য়াহূদীদের নির্বাসনের সহিত সম্পর্কিত করিয়াছেন, আবার কখনও বলিয়াছেন গ্রীক অথবা রোমানদের ফিলিস্তীন বিজয়ের সময় য়াহূদী বসতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। য়াহূদীদের সম্পর্কে তাল্‌মূদ-এর বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায়, খৃস্টীয় অব্দের প্রথম দিককার কতক শতাব্দীতে 'আরব দেশে, অবশ্যই 'আরবের উত্তরাঞ্চলে য়াহূদীদের বসতি ছিল (দ্র. Hirschfeld, Beitrage zur Erklarung des Koran, p. 49 প.)। তাহারা সংখ্যায় ছিল বহু, ইহার প্রমাণ, ত'ায়মা', হি'জ্‌র (Jaussen and Savignac, Mission, p. 150, 242) খায়বার, ওয়াদি আল-কু'রা', ফাদাক, মাক্‌'না প্রভৃতি মরূদ্যানগুলিতে বাসরত য়াহূদী সম্প্রদায় যাহাদের সহিত মদীনাবাসী য়াহূদী সম্প্রদায়ের যোগাযোগ ছিল, এই মরূদ্যানগুলি দখল করিয়া তাহারা প্রতিটিতে কৃষির বিকাশ সাধন করিয়াছিল এবং খুব সম্ভব তাহাদেরই কারণে এই বিচ্ছিন্ন বসতিগুলি একটি নগরীতে পরিণত হয়। য়াছ্‌'রিবের আরামায়িক নাম 'মাদীনা' হইতে এই কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। হ'াস্‌সান ইব্‌ন ছ'াবিত-এর কবিতা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে জানা যায় (No. 9, verse 8 in Hirschfeld) যে, তাহারা এই মদীনা নগরীতে ছোট ছোট বহু দুর্গ নির্মাণ করিয়া-ছিল; তবে তাহারা এই কাজে অগ্রণী নহে,—তাহাদের পূর্বে এই স্থানে দুর্গ নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই তথ্যটি হইতে বুঝা যায়, খুব সম্ভব মদীনার আদি অধিবাসীরা খাঁটি বেদুঈন ছিল না (Lammens-এর মতানুসারে, ত'া'ইফ, পৃ. ৭২, এই দুর্গগুলি য়ামানের আদর্শ অনুযায়ী নির্মিত)। ক'য়নুক'া' নামক য়াহূদী গোত্র মদীনায় আগমনের ব্যাপারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। কারণ পরবর্তী সময়ে পশ্চিমাঞ্চলের একটি প্রধান বাজারের নাম এই গোত্রের নামানু-সারে রাখা হয়। ক্রমে ক্রমে মদীনায় য়াহূদীদের মধ্যে কু'রায়্‌জ'াঃ এবং নাদ'ীর নামক দুই গোত্রের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। কু'রায়জ'াঃ গোত্রটি ওয়াদী মাহ্‌যূরে বাহ্‌দাল গোত্রের সংগে বাস করিত এবং নাদ'ীর গোত্র বুত্‌'হ'ান অঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল (কিতাবু'ল-আগ'ানী, ১৯খ, ৯৫ পৃষ্ঠায় য়াহূদী গোত্রগুলির এবং য়াহূদী ধর্মে দীক্ষিত 'আরব গোত্রগুলির বিবরণী পাওয়া যায়)। উক্ত গ্রন্থের বিব-রণে কু'রায়জ'াঃ এবং নাদ'ীর গোত্রদ্বয়কে সাধারণ রীতি অনুযায়ী খাঁটি য়াহূদীদের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। অপরপক্ষে ঐতিহাসিক য়া'কূ'বীর একটি বিবৃতি অনুসারে (ed. Houtsma, 2 : 49, 52) তাহারা খাঁটি য়াহূদী নয়; বরং য়াহূদী ধর্মাবলম্বী 'আরব এবং জুয'াম গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইঁহাকে একটি খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া Noldeke বার বার জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন। ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, সেই সময় বহু নবদীক্ষিত য়াহূদী তথায় ছিল (তু. ইব্‌ন কু'তায়বাঃ, কিতাবু'ল-মা'আরিফ, পৃ. ২৯৯)। ইহা সত্ত্বেও এই বিশ্বাসের সুনিশ্চিত কারণ আছে যে, মদীনার য়াহূদী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এইভাবে হয় নাই। কু'রায়্‌জ'াঃ এবং নাদ'ীর গোত্রদ্বয়কে সচরাচর كاهنان অর্থাৎ পুরোহিত গোষ্ঠীদ্বয়রূপে অভিহিত করা হইত। এই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আখ্যায় ইহা প্রমাণিত হয় যে, য়াহূদীগণ তাহাদের কুলজী জানিত এবং উচ্চ বংশোদ্ভবরূপে তাহারা গৌরব বোধ করিত (তু. যথাঃ ইব্‌ন হিশাম, ৬৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত উক্তি : "তুমি দুইটি পবিত্র পুরোহিত গোষ্ঠীকে ভর্ৎসনা করিতেছ।")। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') বানূ নাদ'ীর গোত্রের মেয়ে স'াফিয়্যাঃকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং স'াফিয়্যাঃ হযরত হারূন ('আ)-এর বংশোদ্ভূত বলিয়া কথিত হন, ইহাতেও পূর্বোক্ত কথাই প্রমাণিত হয় (ইব্‌ন সা'দ, ৮৮৬)। য়াহূদীদের সম্পর্কে কু'রআনের মাদানী সূরাঃগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই চূড়ান্ত মীমাংসা। কু'রআনে তাহাদিগকে "হে ইস্‌রাঈল সন্তানগণ" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আল্লাহ তাহাদিগকে পৃথিবীবাসীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করিয়াছিলেন (২ : ৪৭, ১২২)। মদীনার য়াহূদী-গণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে : نَجَّيْنٰكُم مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ (২ : ৪৯ প.) অর্থাৎ আমরা তোমাদিগকে ফির্‌'আওন গোষ্ঠীর কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলাম। যেন এই য়াহূদীরাই বাইবেলে বর্ণিত Exodus-এ শামিল ছিল প্রাচীন ইস্‌রাঈল বংশীয়দের সহিত। আরো বলা হইয়াছে : মূসা ('আ)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেন, যাহাতে তাহারা সৎপথে চালিত হয় (২ : ৫৩), আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত যে বিধানগুলি পালন করিতে তাহারা চুক্তিবদ্ধ ছিল তাহা তাহারা ভঙ্গ করিয়াছিল (২ : ৮৩ প.) ইত্যাদি। ইত্যাকার উক্তিগুলিতে প্রমাণিত হয় যে, তাহারা প্রকৃতই প্রাচীন ইস্‌রাঈলী বংশোদ্ভূত ছিল। সুতরাং ধর্মান্তরিত 'আরব য়াহূদী ছাড়াও মদীনায় কিছু সংখ্যক খাঁটি য়াহূদী গোষ্ঠী অবশ্যই ছিল। অন্যপক্ষে একথাও সত্য যে, এই শ্রেণীর খাঁটি য়াহূদী না থাকিলে দীক্ষাপ্রাপ্ত 'আরব য়াহূদীই বা কোথা হইতে আসিবে? Wellhausen যথার্থই বলিয়াছেন যে, 'আরবের য়াহূদীগণ তাহাদের ভাষা, ধর্মপুস্তকের জ্ঞান, জীবনযাত্রা পদ্ধতি, বিদ্বেষাত্মক বিদ্রূপের প্রতি আকর্ষণ, গোপন কলা-কৌশল, বিষ প্রয়োগ, যাদুবিদ্যা, অভিসম্পাত এবং মৃত্যু ভয়—এই সকল চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট এবং একটি অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হইয়া আছে যে, 'আরবদের য়াহূদী ধর্মে দীক্ষালাভের কথা বলিয়া এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। পক্ষান্তরে একথা ভুলিলেও চলিবে না যে, 'আরবের য়াহূদীগণ পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল এবং বিশেষ স্বকীয়তা অর্জন করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে,

'আরবদের ন্যায় তাহারাও গোত্র এবং পরিবারে বিভক্ত ছিল এবং দলগত ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনে যথারীতি তৎপর ছিল। এই য়াহূদী গোত্রগুলির নাম সম্পূর্ণ 'আরবী প্রকৃতিবিশিষ্ট, প্রাচীন য়াহূদী নামের সহিত তাহাদের সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। ব্যক্তির নাম সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে, Samaw'al এবং Sara জাতীয় নাম খুবই বিরল। য়াহূদীদের রচিত বলিয়া কথিত কবিতায় এই 'আরব্যায়ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়; তাহাদের প্রায় সব কবিতা বেদুঈন কবিদের রচনারই সদৃশ (দ্র. Noldeke, Beitrage zur Kenntniss der poesie der alten Araber, p. 52 প.)।

যদিও খায়বার, আল-ফাদাক প্রভৃতি স্থানে য়াহূদীদের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু মদীনায় তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। 'আরবদের মতে মা'রিব-এর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় দক্ষিণ'আরবের কতকগুলি গোত্র দেশান্তরিত হইয়া মদীনায় আগমন করিলে এই অবস্থার উদ্ভব হয়। এইভাবেই তথাকথিত দুইটি ক'য়লাঃ গোত্র, আওস এবং খাযরাজ, (আনস'ার দ্র.) মদীনায় আগমন করে। তাহাদের আগমন সম্বন্ধে কোন লিখিত বিবরণী পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইব্ন খুর্দাযবিহ (BGA, vi. 128)-এর একটি উল্লেখযোগ্য চরণে এবং য়াকূত-এর (iv. 460) একটি বিবরণে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা বহুদিন যাবৎ য়াহূদীদের প্রজা ছিল এবং তাহাদিগকে কর দিত। তখন উত্তর 'আরবের এই অংশ পারস্যের শাসনাধীন ছিল এবং য়াহূদীগণ তাহাদের নীতি অনুযায়ী পারস্যের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিত। পরবর্তীকালে ক'য়লাঃ 'আরবগণ য়াহূদীদের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত এবং তাহাদিগকে শাসনাধীনে আনিতে সক্ষম হইয়াছিল।

য়াছ্'রিবের নূতন মালিকগণ য়াহূদীদের দুর্গগুলি দখল করে এবং আরও বহু নূতন নূতন দুর্গ নির্মাণ করে (সাম্হূদী, পৃ. ৩৭)। তাহারা য়াহূদীদের নিকট নাবাতীদের শিল্প শিক্ষা করে, খেজুর বাগানের পত্তন করে এবং কৃষিকার্য অবলম্বন করে। খাযরাজীগণ সর্বাধিক পরাক্রমশালী গোত্ররূপে নেতৃত্ব অর্জন করে। খাযরাজী গোত্রের প্রধান পরিবারটির নাম হইল নাজ্জার (বা তায়মু'ল-লাত)। এই পরিবার নগরীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি দখল করিয়া লয়। তাহাদের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে খাযরাজ গোত্রের অন্য শাখাগুলি বসবাস করিত, পূর্বদিকে ছিল হ'ারিছ'-দের আবাস ভূমি। আওস বংশীয়দেরও বহু পরিবার ছিল, তাহারা তাহাদের জ্ঞাতিগণের বাসভূমির দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে বাস করিত। উত্তর-পূর্ব দিকে বাসরত নাবীত বংশীয়গণ মধ্যখানে হ'ারিছ'দের অবস্থানের দরুন তাহাদের আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। য়াহূদীদের দুইটি প্রধান গোত্র বানূ নাদ'ীর এবং বানূ কু'রায়জ'াঃ কিছুটা স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল এবং আওস বংশীয়দের অধীনে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকস্থ তাহাদের জমিজমার দখল বজায় রাখিয়াছিল। অন্যপক্ষে য়াহূদী বানূ ক'য়নুক'া' দক্ষিণ-পশ্চিম দিকস্থ জমাজমির উপর দখল অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল যদিও তাহাদের প্রধান কর্ম ছিল স্বর্ণকার বৃত্তি। সাম্হূদীর গ্রন্থে (Wustenfeld, p. 29 প., 37 প.) এই সকল গোত্র এবং পরিবারের অধিকৃত অঞ্চলের বিস্তৃত বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু এইগুলি বর্তমানে কেবল আংশিকভাবে সনাক্ত করা যায়। এতদ্ব্যতীত মদীনায় য়াহূদী এবং বহিরাগত ক'য়লাঃ গোত্র ছাড়াও বহু 'আরব গোষ্ঠী বসবাস করিত, যাহাদের কোন কোন বংশ ক'য়লাদের আগমনের পূর্ব হইতে সেখানে বাস করিত। য়াহূদীগণের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তাহারা আংশিকভাবে য়াহূদীতে পরিণত হইয়াছিল। এইভাবে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার ফলে নগরীতে কিছুকাল যাবৎ শান্তি বিরাজ করিয়াছিল, কিন্তু ক'য়লাঃ গোত্রের দুই শাখার মধ্যে ক্রমবর্ধমান শত্রুতা সৃষ্টির দরুন এই শান্তি ভঙ্গ হয়, স্বগোত্রীয় 'আরব পরিবারগুলির মধ্যে এইরূপ শত্রুতা বিচিত্র কিছু নহে। প্রথমদিকে এক পরিবার অন্য পরিবারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইত। ক্রমে ছোট-খাট ঝগড়া দাবানলের মত চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিত এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র নগরীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইত। সুমায়র নামক একজন আওসীর নামানুসারে 'সুমায়র বিবাদ' নামে কথিত বিবাদটি আরম্ভ হয়। একজন মীমাংসাকারী বিবাদটির নিষ্পত্তি করিল, কিন্তু অনতিকাল মধ্যে নূতন বিবাদের সূত্রে নবতর সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটিল। এই সকল বিবাদের মধ্যে 'হ'াতিবের দ্বন্দ্ব' নামে কথিত বিবাদটি ছিল অত্যন্ত মারাত্মক। আওস গোত্রীয় আন-নাবীত পরিবারের কবি ক'য়স ইব্ন খাত'ীমের কবিতার মাধ্যমে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবাদ সম্বন্ধে জানা যায়। যুদ্ধে আওসীদের ভাগ্যে একটানা বিপর্যয় ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত নাবীতগণ তাহাদের অধিকারভুক্ত এলাকা হইতে বিতাড়িত হয়। অবস্থার চাপে আওসীগণ প্রধান প্রধান য়াহূদী গোত্রের সাহায্য প্রার্থনা করে। প্রথমে তাহারা সাহায্যদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। পরে খাযরাজী গোত্র কয়েকজন য়াহূদী আশ্রিতকে নিহত করায় তাহারা বাধ্য হইয়া আওসীদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং তাহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করে। তখন মাত্র কয়েকটি পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে উক্ত বিবাদ আর সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং দুইটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে আরম্ভ হয় বড় রকমের যুদ্ধ এবং য়াছ্'রিবের অন্যান্য অধিবাসী, এমন কি চতুর্দিকের বেদুঈনগণও পক্ষাবলম্বন করিতে শুরু করে। দীর্ঘ প্রস্তুতির পর বু'আছ' নামক স্থানে শেষ পর্যন্ত একটি ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথমদিকে আওসীদের পরাজয়ের লক্ষণ দেখা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাযরাজীগণই নির্মমভাবে পরাজয় বরণ করে। এই যুদ্ধে খাযরাজ গোত্রের 'আব্দুল্লাহ ইব্ন উবায়্য সংকল্পহীনতা ও দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিল। সে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধ করে নাই এবং 'আস-সারারাঃ' যুদ্ধের দিন সে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল। বু'আছে'র যুদ্ধের ফলে প্রধান প্রধান গোত্রের মধ্যে শক্তিসাম্য ফিরিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে নগরবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা বাড়িয়াছিল। তদুপরি তিক্ততাপূর্ণ মনোভাবের অবিরাম বহিঃপ্রকাশে নগরবাসীদের জীবন হইয়াছিল দুর্বিষহ। অতঃপর একটি যুগান্তকারী ঘটনায় অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হইল। মদীনাবাসিগণের তখন প্রয়োজন ছিল একজন বলিষ্ঠ নেতার, অন্যপক্ষে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') নির্বিঘ্নে ইসলাম প্রচারের জন্য একটি নিরাপদ কেন্দ্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। মক্কাবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাও মক্কায় শান্তিতে বাস করিতে পারিতেছিলেন না। এমনই সময়ে কতিপয় মদীনাবাসীর সহিত হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর শুভ যোগাযোগ ঘটে।

য়ামান হইতে হিজ্রত করিয়া ক'য়লাঃ গোত্রের লোকজন যখন য়াছ্'রিবে আসে তখন তাহারা অধিকাংশ 'আরববাসীর ন্যায় পৌত্তলিক ছিল। তাহাদের প্রধান আরাধ্য ছিল 'মানাত' দেবী। অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে তাহারা 'লাত' দেবীর প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত (তু. পূর্ববর্ণিত নাম তায়মু'ল-লাত)। য়াহূদীদের কিছুটা

প্রভাব তাহাদের উপর পড়িয়াছিল, কিন্তু নবী কারীম (স')-এর তথায় গমনের পূর্বে তাহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ ছিল, অদ্যাবধি তাহা সম্যক্ জানা যায় নাই। বেদুঈন পদ্ধতি অনুযায়ী কবি ক'য়স কেবলমাত্র গোত্রে গোত্রে এবং পরিবারে পরিবারে ঝগড়া-বিবাদের বিবরণী দান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের ধর্ম সম্পর্কে বেশী কিছু বলেন নাই। তিনি স্থানীয় দেবদেবীর কথাও কোথাও উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু আল্লাহ্র কথা বলিয়াছেন (নং ৬, শ্লোক ২২) এবং তাঁহাকেই সৃষ্টিকর্তা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন (৫, ৬; তু. Goidziher, in ZDMG, lvii, 398)। 'আরবগণ যে হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর বংশীয় এবং সুদূর অতীতে তাঁহারা একত্ববাদী ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, এই সকল উক্তি তাহারই প্রমাণ। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তিনি নং ১১, ৮ম শ্লোকে বলেন, "আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন", শ্লোক ১৩ এবং ১২-তে বলেন : "আল্লাহ্র জন্য প্রশংসা, তিনি প্রভু, এই ঘরের প্রভু" অর্থাৎ (رب البيت) মক্কায় অবস্থিত, কা'বার প্রভু (৫, ১৪)। ৪, ৪ শ্লোকে হযরত ইব্রাহীম ('আ) প্রবর্তিত হ'জ্জের অন্যতম অনুষ্ঠান মিনায় তিনদিন وقوف (অবস্থান) সম্বন্ধে উক্তি আছে। এই সব ব্যাপারে য়াহূদী এবং খৃস্টানদের কোন প্রভাব তাঁহার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। অবশ্য মক্কার পৌত্তলিক-দের সমতালে তিনি ৬, ২২ শ্লোকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন অস্বীকার করেন। তাঁহারই ন্যায় আরও কয়েকজন মক্কায় ইব্রাহীমী ধর্মমতের প্রতিনিধিত্ব করিতেন। তাঁহাদিগকে হ'নীফ (দ্র.) নামে অভিহিত করা হইত; কারণ তাঁহারা সেকালের প্রচলিত দেবদেবীর পূজা বর্জন করত কঠোর সংযমী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর সংগে পরিচয় হইবার পূর্বেই আবু'ল-হায়ছ'াম এবং আস্'আদ ইব্ন যুরারাঃ এক আল্লাহ্র 'ইবাদাতের কথা প্রচার করেন (ইব্ন সা'দ, ৩/২, ২২, ১৩৯)। মদীনায় য়াহূদীদের পাশাপাশি বসবাস করার ফলে ইহাদের মধ্যে লিখন শিক্ষার প্রসার হইয়াছিল (তু. ইব্ন কু'তায়বাঃ, কিতাবু'ল-মা'আরিফ; পৃ. ১৩২ প., ১৬৬; বালাযু'রী, পৃ. ৪৭৩ প. ; ইব্ন সা'দ, ৩/২, স্থা.)। য়াহূদীরা ছিল কুসীদ ব্যবসায়ী; তাহারা মদীনার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্থ, অস্ত্র এবং কুমন্ত্রণা যোগাইয়া মদীনার দুই প্রবল গোত্র আওস এবং খায্রাজ-এর মধ্যে বিবাদ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ জিয়াইয়া রাখিয়াছিল বহুকাল যাবৎ।

হ'নীফদের মত য়াহূদীরাও পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী ছিল। অন্যপক্ষে তাওরাত এবং ইঞ্জীলে যে নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, য়াহূদী সূত্রে সে ভবিষ্যদ্বাণীও মদীনাবাসীরা শুনিয়াছিলেন। মক্কা এবং অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণকালে তাঁহারা যে সকল মৌলিক ধর্মীয় ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর প্রচারে এই মৌলিক ভাবধারার প্রতিফলন দেখিয়া তাঁহারা উহা নির্দ্বি-ধায় গ্রহণ করিলেন। কিরূপে হযরত মুহ'ম্মাদ (স') এবং মদীনা-বাসীদের প্রতিনিধি হ'জ্জযাত্রীদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইল, যাহাতে তাহারা হযরত (স')-কে তাহাদের সমাজে সাদরে গ্রহণ করিতে এবং স্বজন জ্ঞানে তাঁহাকে বিপদে আপদে রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিলেন, কিভাবে এই চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি অনুসারিগণসহ মদীনায় হিজ্রত করেন ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. 'মুহ'ম্মাদ' প্রবন্ধ। কু'বা-র দক্ষিণ উপকণ্ঠে স্বল্পকাল অবস্থানের পর হযরত (স') মদীনা নগরীতে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা হওয়া অবধি আবু আয়্যুব খালিদ ইব্ন যায়দ নামক একজন খায্রাজীর গৃহে বাস করিলেন। মদীনার অধিবাসী-দের মধ্যে তখন ছিল বহু পরস্পর বিরোধী জনগোষ্ঠী, যথাঃ মদীনার আদি অধিবাসী, বহিরাগত অথচ ক্ষমতাশালী ক'য়লাঃ গোত্রসমূহ, বহিরাগত য়াহূদী, ধর্মান্তরিত 'আরব য়াহূদী এবং মক্কা হইতে আগত মুহাজির গোষ্ঠী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানে গঠিত মদীনাবাসীদের মধ্যে হযরত (স') একতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে সামাজিক সনদ ঘোষণা করিয়াছিলেন ইব্ন হিশাম (পৃ. ৩৪১ প.) উহা সংরক্ষণ করিয়াছেন (Book of the weregeldes, তু. ত'াবারী; দ্র. প্রবন্ধ 'আক্'ল)। Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, iv. 67 প. এবং তাঁহার অনুসরণে—Caetani, Annali dell' Islam, i, 395 প. and Wensinck, Mohammeden de Joden te Medina, p. 78 প.-তে এই সনদের ধারাগুলি আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম এবং গোত্র নির্বিশেষে—মুসলিম, য়াহূদী, পৌত্তলিক—মদীনার সকল নাগরিককে একটি ঐক্যবদ্ধ 'উম্মাত'-এ পরিণত করিয়া মদীনার অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা এই সনদের মূল লক্ষ্য ছিল। সুতরাং প্রতিটি ধর্মসম্প্রদায় এবং প্রতিটি জনগোষ্ঠীর দায়িত্ব এবং কর্তব্য এই সনদের অন্তর্ভুক্ত হইল। স্বাধীনভাবে সকল ধর্ম সম্প্রদায়কে তাহাদের ধর্মানুষ্ঠান পালনের অধিকার দেওয়া হইল—ইসলাম গ্রহণের কোন শর্ত সনদে ছিল না। বৈধভাবে রক্তপণ আদায়ের গোত্রগত অধিকার বহাল রাখা হইল, কিন্তু নরহত্যা 'হ'রাম' বা অবৈধ ঘোষণা করা হইল। উৎপীড়িতকে রক্ষা করা সকলের দায়িত্বরূপে ঘোষিত হইল। খুবই লক্ষণীয়, এই সনদে ঘোষিত হইল, কোন নাগরিক কোন অপরাধ করিলে তাহা তাহার ব্যক্তিগত অপরাধ-রূপে গণ্য করিতে হইবে। চিরাচরিত গোত্রগত রীতিতে অপরাধী ব্যক্তির গোত্রের উপর নির্বিচারে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার উচ্ছেদ করা হইল। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দান করা অবশ্য কর্তব্য গণ্য হইল, কিন্তু মদীনা সমাজের শত্রুদের, বিশেষত মক্কার কু'রায়শদের কাহাকেও আশ্রয় দান বা তাহাদের সহিত স্বতন্ত্রভাবে কোন চুক্তি সম্পাদন, গোপনে বা প্রকাশ্যে এবং তাহাদের সহিত কোন ব্যাপারে সহযোগিতা নিষিদ্ধ হইল। সনদের অন্তর্ভুক্ত কোন গোত্র বা সম্প্রদায় তাহাদের শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সনদভুক্ত সকলেই সমবেত শক্তিতে তাহা প্রতিহত করিবে। মদীনা আক্রান্ত হইলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে মিলিয়া যুদ্ধ করিবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের যুদ্ধব্যয় নিজেরাই বহন করিবে। হযরত মুহ'ম্মাদ (স') মদীনা সমাজের নেতা নির্বাচিত হইলেন। যে সকল বিবাদ-বিসংবাদ সাধারণভাবে মীমাংসিত হওয়া সম্ভবপর হইবে না, তাহার মীমাংসার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইবে। সনদভুক্ত সম্প্রদায়সমূহের মিত্র গোত্রদের অধিকারের মর্যাদা রক্ষা করা হইবে। হযরত মুহ'ম্মাদ (স') প্রদত্ত এই সনদটি ছিল দুনিয়ার প্রথম লিখিত রাষ্ট্রীয় সংবিধান। বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্রে শান্তিপূর্ণ উদারনৈতিক সহ-অবস্থানের নীতি প্রবর্তনে ইহা ছিল অতুলনীয় এবং ইহার রচয়িতার অনুপম প্রজ্ঞা ইহাতে অত্যুজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত। হযরত মুহ'ম্মাদ (স') মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার এবং মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী কয়েকটি পৌত্তলিক গোত্রের স্বাক্ষরও লাভ করিয়াছিলেন এই চুক্তিপত্রে। কিন্তু চক্রান্তকারী য়াহূদীরা তাঁহার সদুদ্দেশ্যের কোন গুরুত্ব দেয় নাই।

য়াহূদীগণ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর উপর অবতীর্ণ বাণীর বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা শুরু করিল, তাঁহার নুবুওয়াত সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করিতে লাগিল। মদীনার কর্তৃত্বাভিলাষী প্রবল খাযরাজ গোত্রের সদস্য কপট মুসলিম মুনাফিক'দের সর্দার 'আবদুল্লাহ ইবন উবায়্যকে শিখণ্ডীরূপে ব্যবহার করিয়া মুসলিমগণের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিল। য়াহূদীরা ক'য়লাঃ গোত্রের দুই শাখা আওস এবং খাযরাজ-এর মধ্যে পুরাতন শত্রুতা পুনরুজ্জীবিত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিল (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৮৫ প., দেখুন সূরাঃ ৩ ঃ ১১৮ প.)। অধিকন্তু তাহারা মুহ'াম্মাদ (স')-কে ধ্বংস করিবার জন্য গোপনে মক্কার কু'রায়শের সহিত মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। য়াহূদীদের চক্রান্তে সেই আদর্শ সনদ বানচাল হইয়া গেল ; শান্তির বদলে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') পাইলেন অশান্তি ; গৃহ শত্রু এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ আশংকায় তাঁহাকে দিবারাত্রি সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। কু'রায়শগণ মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত চারণভূমি হইতে উট, ছাগ প্রভৃতি পশু লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতে এবং সুযোগ পাইলেই মুসলিমগণের প্রাণ সংহার করিতে লাগিল। এমন কি মদীনা আক্রমণের কল্পনাও তাহারা করিয়াছিল। তিনবার তাহারা চড়াও হইয়া আসিল। প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার মুহ'াম্মাদ (স') শহরের বাহিরে যথাক্রমে বদ্‌র এবং উহ'দ নামক দুই প্রান্তরে শত্রুর মুকাবিলা করিলেন। বদ্‌র-এ গুরুত্বপূর্ণ বিজয় লাভ করিলেন, কিন্তু উহ'দের প্রথম দিককার বিজয় পরে আংশিক বিপর্যয়ে পরিণত হইল (পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্র. 'মুহ'াম্মাদ (স')')। তৃতীয় যুদ্ধে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মদীনায় থাকিয়াই শত্রুকে প্রতিহত করিলেন। 'আরবের সম্মিলিত শক্তি (الأحزاب) মদীনা আক্রমণ করিতে আসিয়া দেখিল শহরের অরক্ষিত সীমানায় রক্ষা ব্যবস্থারূপে পরিখা (خندق) খনন করা হইয়াছে। সাল্‌মান ফারসীর (রা)-এর পরামর্শে হযরত (স') এই অভূতপূর্ব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শত্রু সুবিধামত আক্রমণ চালাইতে পারিল না ; পরিখা অতিক্রম করিয়া আক্রমণের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। গোপন চুক্তি অনুযায়ী য়াহূদী গোত্র কু'রায়জ'াঃ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর রক্ষা ব্যবস্থার নিপুণতায় পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রমণে সাহসী হইল না। মুনাফিক'গণ যে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল সে সুযোগও আসিল না। মিত্র শক্তি মনোবল হারাইল। একদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ শত্রু শিবির লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল, রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া তাহারা পলাইল। ইহার পর মক্কার কু'রায়শগণ আর মদীনা আক্রমণের সাহস করে নাই। ষড়যন্ত্রকারী য়াহূদীরা শাস্তি ভোগ করিল। বদ্‌রের যুদ্ধের পর বিদ্রোহী য়াহূদী গোত্র বানূ ক'ায়নুক'া'কে নগরী হইতে বহিষ্কৃত করা হইল। হযরত (স') তাহাদের প্রাণভিক্ষা মঞ্জুর করিলেন, তাহাদের ধন-সম্পদ, দুর্গ এবং প্রচুর অস্ত্র রাসূল (স')-এর হস্তগত হইল। উহ'দের যুদ্ধের পর বিদ্রোহী য়াহূদী গোত্র বানূ নাদ'ীরকে দশ দিনের মধ্যে মদীনা ত্যাগ করিতে আদেশ করা হইল, হযরত (স') কাহাকেও বধ বা বন্দী করিলেন না ; বরং ছয় শত উট বোঝাই করিয়া ধনসম্পদ লইয়া তাহাদিগকে যাইতে দিলেন। উহ'দের যুদ্ধের পর রাসূল (স') তাহাদের সহিত পুনঃশান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা আলোচনার বাহানায় আমন্ত্রণ করিয়া উপর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। অতঃপর তাহারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হযরত (স') তাহাদের পল্লী অবরোধ করিলেন এবং মদীনা ত্যাগে বাধ্য করিলেন। তৃতীয় য়াহূদী গোত্র বানূ কু'রায়জ'াঃ ষড়যন্ত্রের অপরাধ স্বীকার করিয়া পুনরায় হযরতের সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করে, কিন্তু খন্দকে'র যুদ্ধে কু'রায়শদের পক্ষে যোগদান ও যুদ্ধ চলাকালে ভিতর হইতে আক্রমণের চক্রান্ত করে। ফলে যুদ্ধের পর তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিয়া তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করা হয়। তাহারা সা'দ ইব্ন মু'আয' (রা)-এর উপর তাহাদের বিচারের ভার অর্পণ করে। হযরত (স') তাহাতে রাযী হইলেন। সা'দ (রা) কেবল তাহাদের যোদ্ধাগণকে হত্যা করিবার রায় দান করেন। নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় ইহাদের সংখ্যা ৩০০। অবশিষ্ট নারী-পুরুষকে বন্দী করা হয় এবং পরে তাহদিগকে সিরিয়ায় চলিয়া যাইতে দেওয়া হয় (ইব্ন 'আসাকির, কানযু'ল-'উম্মাল এবং কু'রআনের সূরা হ'াশ্‌র দ্র.)। এইভাবে মদীনার য়াহূদীদের ষড়যন্ত্র হইতে রাসূল (স') মুক্তিলাভ করিলেন। ষড়যন্ত্র পরিহার না করিলেও মুনাফিক' দলও হীনবল হইয়া পড়ে।

হযরত (স') মু'মিনগণকে লইয়া 'উম্‌রাঃ করিবার ইচ্ছায় মক্কা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সংবাদ পাইলেন, কু'রায়শগণ তাঁহাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না ; বরং যুদ্ধ করিবে। হু'দায়বিয়াঃ নামক স্থানে তিনি যাত্রা বিরতি ঘোষণা করিলেন এবং মক্কাবাসীদের সহিত শান্তি চুক্তির প্রস্তাব করিলেন ও হযরত (স') দূতরূপে 'উছ্‌মান (রা)-কে পাঠাইলেন। সংবাদ রটিল, কু'রায়শ্‌গণ দূতকে হত্যা করিয়াছে। সা'হ'াবীগণ হযরত (স')-এর হাতে হাত রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহারা আমরণ সংগ্রাম করিয়া দূত হত্যার প্রতিশোধ লইবেন। হযরত (স') তাঁহাদিগকে শান্ত করিলেন— দূত হত্যার জনরব মিথ্যা প্রমাণিত হইল। অবশেষে কু'রায়শদের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল এবং দশ বৎসরের জন্য যুদ্ধ-বিরতি স্থির হইল। সেই যাত্রা 'উম্‌রাঃ পালন স্থগিত থাকিল। সন্ধির কয়েকটি শর্ত হযরত (স')-এর জন্য আপাতদৃষ্টিতে অপমানজনক হইলেও হযরত (স') তাহা শান্তির খাতিরে মানিয়া লইলেন।

হু'দায়বিয়াঃ হইতে মদীনায় ফিরিয়া হযরত (স') পারস্য সম্রাট খুস্‌রু পারভেজ, রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস, আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী, মিসরাধিপতি মুক'াওকি'স এবং সন্নিহিত এলাকার শাসকগণের কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বানমূলক পত্র প্রেরণ করিলেন। হ'াওরানের রাজার কাছে প্রেরিত দূত 'মু'তা' নামক স্থানে শুরাহ'বীল নামক এক খৃস্টান সামন্তের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। 'আরবের মুসলিম শক্তিকে অংকুরে বিনাশ করা খৃস্টান শক্তির অভিপ্রায় ছিল। এই দূত হত্যার পিছনে সেই শক্তি কার্যকরী ছিল। চিরাচরিত আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী শুরাহ্'বীলকে শিক্ষা দিবার জন্য হযরত (স') মু'তায় তিন সহস্র মুসলিম মুজাহিদের এক অভিযান প্রেরণ করেন। অপরদিকে লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া খৃস্টান শক্তি তাহাদের মুকাবিলা করে। উভয়পক্ষের বিস্তর লোক ক্ষয় হইলেও হযরত (স')-এর এই অভিযান স্পষ্ট সফলতা লাভ করিয়াছিল।

কু'রায়শগণ একতরফাভাবে হু'দায়বিয়ার যুদ্ধ-বিরতিমূলক সন্ধি ভংগ করিলে অষ্টম হিজরীতে রক্তপাতহীন অভিযানে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মক্কা অধিকার করিলেন। তখন মদীনাবাসীদের মনে এই আশংকা হইল হয়ত তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমিতে থাকিয়া যাইবেন। তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহাদেরই সঙ্গে মদীনায় বাস করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবেন (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৮২৪)। হু'নায়নের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মক্কাবাসীকে দান করিয়া তাহাদের মন

জয় করিবার চেষ্টা করিলে আনসারদের মধ্যে কেহ কেহ একই রকমের আশংকা প্রকাশ করিলেন। মুনাফিক'দের এই কান কথায় কোন কোন আনসার যুবক মক্কাবাসীদের প্রতি এই পক্ষপাতিত্বের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। হযরত (স') মক্কাবাসীদের প্রতি এই করুণার কারণ বুঝাইয়া দিলেন, একটি ছোট বক্তৃতায় আনসারের ত্যাগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন এবং তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, যখন তাঁহারা পরস্পর শত্রু ছিলেন তখন তিনি তাঁহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি বলিলেন যে, অন্যান্য লোক সন্তুষ্ট চিত্তে যুদ্ধলব্ধ পশু লইয়া ঘরে ফিরিবে, কিন্তু তাঁহারা সঙ্গে লইয়া যাইবে আল্লাহ্‌র নবী কারীম (স')-কে। এই কথায় তাহারা কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং পরে অতি সন্তুষ্ট চিত্তে নবী (স')-কে লইয়া মদীনায় ফিরিয়া গেলেন (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৮৮৫ প.)।

হ'দায়বিয়ার সন্ধিতে মদীনার মুসলিম শক্তি সর্বপ্রথম কু'রায়শ তথা 'আরব পৌত্তলিকদের স্বীকৃতি লাভ করে। য়ামানের শাসনকর্তা বাযা'নের এবং আবিসিনিয়ার রাজা নাজাশীর ইসলাম গ্রহণ এবং পরবর্তীতে মক্কা বিজয়ে মদীনার শক্তি বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। উত্তর 'আরব এবং সিরিয়া অঞ্চলের খৃস্টানগণ তখন মুসলিম শক্তি বিনাশের জন্য রোম সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং সম্রাট এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। লাখ্‌ম, গা'স্‌সান প্রভৃতি খৃস্টান 'আরবগণ তাহাদের সহিত যোগদান করে। সংবাদ আসিল, রোমের এই বিরাট বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছে এবং তাহাদের অগ্রবর্তী সৈন্যদল 'বাল্‌কা'া' পর্যন্ত পেঁৗছিয়া গিয়াছে। হযরত (স') যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিলেন। মদীনায় তখন দুর্ভিক্ষ, দারুণ গরম এবং পানির অভাব; তদুপরি তখন ফসল তোলার সময়; অধিকন্তু পথের দূরত্ব। এই সকল অজুহাতে মুনাফিক'গণ অভিযানে যোগ দিল না, বরঞ্চ মুজাহিদগণকে হতোদ্যম করিবার গোপন ষড়যন্ত্রে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু তবুও হযরত (স') ৩০ হাজার (ভিন্ন মতে ৪০ হাজার) মুজাহিদ লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। সিরিয়ার 'তাবূক' নামক স্থানে আগমনের পর অবস্থাদৃষ্টে রোমক বাহিনী বিনা যুদ্ধে ফিরিয়া গেল; হযরত (স') তখন 'আরবীয় খৃস্টানদের ধৃষ্টতার শাস্তি দিতে পারিতেন। হযরতের আহ্বানে তাবূক অঞ্চলের বিভিন্ন খৃস্টান গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিল। যাহারা করিল না, তাহাদের সহিত পূর্ণ ধর্মীয় এবং সামাজিক স্বাধীনতার বিনিময়ে সামান্য কর প্রদানের চুক্তি সম্পাদন করিয়া হযরত (স') মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন।

কয়েকজন লোক মদীনার এক প্রান্তে 'আম্‌র ইব্‌ন 'আওফের জমির উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল। নবী কারীম (স') উহা সমর্থনও করিয়াছিলেন। পরে দেখা গেল শত্রুদের মিলন ক্ষেত্ররূপে এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উক্ত মসজিদ (مسجد ضرار ; অর্থাৎ ক্ষতিকর মসজিদটি) নির্মিত হইয়াছিল (৯ : ১০৭)। এই কারণে তিনি উহা ধ্বংস করিতে আদেশ দেন।

রাসূল কারীম (স') তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরণ মদীনায় বাস করেন এবং সেখানেই ৬৩২ খৃস্টাব্দের ৮ জুন তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার ওফাতের পর খিলাফাতের প্রশ্নে কিছুটা মতভেদের সৃষ্টি হয়। এক জরুরী পরামর্শ সভায় আনসার খায্‌রাজ গোত্র প্রধান সা'দ ইব্‌ন 'উবাদাকে তাঁহাদের নেতা মনোনীত করেন। কেহ কেহ প্রস্তাব করেন, আনসার এবং মুহাজিরগণ সম্মিলিতভাবে দুই নেতার নেতৃত্বে মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের দায়িত্ব পালন করিবেন। আবূ বাক্‌র (রা)-এর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এই প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। 'উমার (রা) আবূ বাক্‌র (রা)-এর হাত ধরিয়া তাঁহার আনুগত্য-শপথ (بيعة) গ্রহণ করেন। সমবেত জনগণ উল্লাসভরে 'উমার (রা)-এর অনুসরণ করেন। হযরত আবূ বাক্‌র (রা) এবং পরবর্তী দুইজন খলীফা মদীনায় থাকিয়া খিলাফাত পরিচালনা করেন। সুতরাং মদীনা দ্রুত বর্ধনশীল মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। রাসূল কারীম (স')-এর ন্যায় আবূ বাক্‌র (রা) এবং 'উমার (রা)-কেও মদীনার মসজিদ সংলগ্ন 'আা'ইশাঃ (রা)-এর ভূতপূর্ব হ'জ্‌রাঃ (কক্ষ)-তে দাফন করা হয়।

এতদিন পর্যন্ত কেহ রাজধানীর রক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার কথা ভাবেন নাই। এমন কি নবী (স')-এর ওফাতের পর রিদ্দাহ্ (ردة) যুদ্ধের সময় কিংবা পরবর্তীকালে অন্য দেশের ভূমিতে যখন জিহাদ চলিতেছিল তখনও এই রক্ষা ব্যবস্থার কথা কাহারও মনে স্থান পায় নাই। 'উছ্‌'মান (রা)-এর খিলাফাতে তাঁহার সহকারী মার্‌ওয়ানের কার্যকলাপের ফলে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং পরিণামে স্বয়ং খলীফা শহীদ হন। সুদৃঢ় রক্ষা ব্যবস্থার অভাব ইহার জন্য আংশিকভাবে দায়ী।

হযরত 'আলী (রা)-এর খিলাফাতের সময় মদীনার অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। 'আলী (রা) এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধকালে যে সকল যুদ্ধ 'আলী (রা) এবং মুসলিম রাষ্ট্রের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করিয়াছিল, সেগুলি বিভিন্ন প্রদেশের ভূমিতে ঘটিয়াছিল। তখন তিনি দেখিলেন, মুসলিম সাম্রাজ্যের এক সুদূর প্রান্তে অবস্থিত মদীনা হইতে এত বড় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করা অসম্ভব। তাঁহার পূর্ববর্তী খলীফাগণ নিজেরা রাজধানীতে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন স্থানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিতেন। 'আলী (রা) স্বয়ং সেনাধ্যক্ষরূপে ৩৬/৬৫৬ সনে সৈন্যবাহিনী লইয়া মদীনা পরিত্যাগ করত চলিয়া গেলেন, আর ফিরিলেন না। তিনি কূফায় খিলাফাতের কেন্দ্র স্থাপন করেন। অতঃপর মু'আবি'য়াঃ (রা) খিলাফাত লাভ করিলে দামিশ্‌ক কূফার স্থান দখল করে। মদীনা ইহার ভূতপূর্ব প্রতিদ্বন্দ্বী মক্কার ন্যায় ম্লান হইয়া একটি প্রাদেশিক নগরীতে রূপান্তরিত হয় এবং পৃথিবীর ঘটনা-প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ধর্মভীরু বয়োবৃদ্ধগণ এই পরিবর্তন সম্পর্কে যেরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন তাহা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কিংবদন্তীতে প্রকাশিত হয় (দীনাওয়ারী, পৃ. ১৫২ প.)। উহাতে বলা হইয়াছে, বিশিষ্ট কয়েকজন আনসা'ার 'আলী (রা)-কে মদীনা পরিত্যাগের পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে অনুরোধস্বরূপ বলিয়াছিলেন, "নবী (স')-এর মসজিদে স'লাত আদায়ের সুযোগ এবং তাঁহার সমাধি হইতে মিম্বার পর্যন্ত গমনাগমনের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনি যাহা হারাইতেছেন তাহা আপনি 'ইরাকে যাহা পাইবার আশা করিতেছেন তাহার অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। একবার ভাবিয়া দেখুন, 'উমার (রা) কিভাবে সেনাপতিদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করিতেন, তখনকার ন্যায় অদ্যাবধি আমাদের মধ্যে তদ্রূপ শক্তি-সামর্থ্যবান লোক রহিয়াছে।" প্রত্যুত্তরে খালীফাঃ বলিলেন, "রাষ্ট্রের সম্পদ এবং সৈন্যবাহিনী 'ইরাকে প্রাপ্তব্য; সিরিয়ার দিক হইতে আক্রমণের আশংকা দেখা দিয়াছে, সুতরাং আমাকে তাহাদের নিকট বাস করিতে হইবে।"

ভক্তি-শ্রদ্ধাবিজড়িত ঘটনাবলীর স্মৃতি এবং রাসূল (স')-এর সমাধি বক্ষে ধারণ করার জন্য মদীনা কখনও হৃত গৌরব হইতে পারে না। পক্ষান্তরে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ব্যক্তিত্ব মুসলমানদের

দের ধ্যান-ধারণায় যতই সুস্পষ্ট হইল, তাঁহাদের চক্ষে মদীনার পবিত্রতাও ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু যে বাস্তব জগতে মানব জাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, মদীনার জীবন উহা হইতে ক্রমে ক্রমে দূরবর্তী হইয়া পড়িল। যাঁহারা রাজনৈতিক ঘটনা-বৈচিত্র্যের গোলযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে চাহিতেন তাঁহারাই এখানে নিভৃতে জীবন যাপন করিতে আসিতেন। খিলাফাতের সমস্ত দাবী-দাওয়া বিসর্জন দিবার পর 'আলী (রা)-এর পুত্র হ'াসান (রা) এখানে আসিয়া বসবাস করেন (ত'াবারী, ২খ, ৯, দীনাওয়ারী, পৃ. ২২৩)। হ'সায়ন (রা) কূফা পরিত্যাগ করত এখানে বসবাস করিতে আসেন বটে, কিন্তু স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে কূফাবাসীদের একান্ত আগ্রহে আবার মদীনা পরিত্যাগ করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মদীনার কোন আন্‌স'ার অধিবাসীই তাঁহার সঙ্গে যান নাই (Wellhausen, Die Oppositions parteien, p. 69)। তিনি শহীদ হইবার পর তাঁহার স্ত্রীগণ এবং পুত্র মদীনায় নীত হইলেন এবং তাঁহারা এখানে সুখে-শান্তিতে বাস করেন। 'আলী (রা)-এর পুত্র মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ মদীনায় বাস করিতেন (দীনাওয়ারী, পৃ. ৩০৮)। নবী (স')-এর আত্মীয়-স্বজন এবং ভক্ত অনুগামিগণ এখানে বাস করা পসন্দ করিতেন, উমায়্যাগণের মধ্যেও অনেকেই দামিশ্‌কের পরিবর্তে এইখানকার অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন (Lammens, Etudes sur le regne de Mo'awia, p. 35)। এইরূপে মদীনায় নূতন লোকের বসতি স্থাপিত হইল। এই সকল লোক যুদ্ধার্জিত ধন-সম্পদ স্বাচ্ছন্দ্যে এবং নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে চাহিতেন। ক্রমে ক্রমে নাগরিক জীবনে বিলাসপ্রিয়তা প্রবেশ করে। শেষ পর্যন্ত এককালে উহার দুর্নাম রটিয়া যায় (কিতাবু'ল-আগ'ানী ২১খ, ১৯৭)। এখানে কতিপয় ধনবান কু'রায়শ সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ওয়াদি'ল-'আক'ীকে' অদ্যাবধি সেইগুলির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় (তু. বাতানুনী, রিহ্'লাঃ, পৃ. ২৬১ প.; Lammens, Mo'awia, p. 228)।

মদীনার অধিবাসীদের অপর একটি অংশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়ার কারণে সেখানকার শান্তিপূর্ণ নিরিবিলি জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পার্থিব ভোগ-লালসা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তাঁহারা নগরীর পবিত্র অতীত স্মৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং রাসূল (স')-এর প্রবর্তিত আইন-কানুন এবং ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কিত বিধানসমূহ সংগ্রহ, মদীনায় সুন্নাহ ও স'াহ'াবীগণের ইজ্‌মা'ভিত্তিক গবেষণায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। মদীনাবাসীদের এই অংশের খ্যাতনামা প্রতিনিধি ছিলেন মালিক ইব্‌ন আনাস (র) (মৃ. ১৭৯/৭৯৫); মুওয়াত্'ত'া' নামক প্রসিদ্ধ হ'াদীছ' গ্রন্থের সংকলক ও মালিকী মায্'হাবের প্রতিষ্ঠাতা। বহু ছাত্র তাঁহার কাছে হ'াদীছ' অধ্যয়নের জন্য আসিত (Goldziher, Muhammedanische Studien, ii, 213)। তাঁহাদের অন্যতম ইব্‌ন যাবালাঃ মদীনা নগরীর সর্বপ্রথম ইতিহাস রচনা করেন (১৯৯/৮১৪), কিন্তু উহা কাল প্রবাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত শাসনকর্তাগণ তখন মদীনার শাসন পরিচালনা করিতেন। ত'াবারী এবং ইব্‌নু'ল-আছ'ীর তাঁহাদের নামের তালিকা দিয়াছেন। হযরত (স')-এর ইন্‌তিকালের পর প্রথম হিজরী শতকে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রভাব হইতে মদীনা সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। য়াযীদের প্রতি মদীনাবাসীর, এমন কি উমায়্যাদেরও অন্ধ-বিশ্বাস বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল এবং অনেকেই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মক্কাবাসী 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নু'য-যুবায়রের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই কারণেই য়াযীদের নির্দেশানুযায়ী মদীনার শাসনকর্তা 'আম্‌র ইব্‌ন যায়দ-এর অভিযান। ৬৩/৬৮২-৩ মদীনাবাসিগণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন হ'ান্‌জ'ালাকে তাঁহাদের নেতা নিযুক্ত করেন এবং নগরীর উত্তর দিক রক্ষাকল্পে প্রাচীর নির্মাণ করত উহার পার্শ্বে পরিখা খনন করেন। মুস্‌লিম ইব্‌ন 'উক্'বার নেতৃত্বে খলীফা একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা নগরীর উত্তর-পূর্ব দিকস্থ হ'ার্‌রাতে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া যুদ্ধ করেন। মদীনাবাসিগণ এই যুদ্ধে পরাজিত হন। প্রচলিত ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় যে, বানু হ'ারিছ'ার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই এই পরাজয় ঘটে। মদীনাবাসীদের প্রতি সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী অমানুষিক দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, এই বর্ণনায় উমায়্যাদের প্রতি সাধারণ বিরাগপ্রসূত কিছুটা অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা আছে (Wellhausan, Das arabische Reich, p. 98 প.)। উমায়্যা শাসনের সমাপ্তি ভাগে ১৩০/৭৪৭-৮ সনে আবূ হ'াম্‌যার নেতৃত্বে খারিজীগণ মদীনাবাসিগণকে কুবায়দের যদ্ধে পরাজিত করে; কিন্তু মার্‌ওয়ানের বাহিনী তাহাকে অতর্কিতভাবে নিহত করে (ত'াবারী, ২খ, ২০০ প., BGA, ৮: ৩২৭)। 'আব্‌বাসীগণের ক্ষমতা লাভের পর 'আলী বংশীয় দুই ভাই মুহ'াম্মাদ এবং ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ তাঁহাদের হৃত অধিকার উদ্ধারের জন্য সংগ্রামের প্রচেষ্টা চালান। মুহ'াম্মাদ নিজকে মাহ্‌দীরূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ১৪৫/৭৬২-৩ সনে মদীনায় উপনীত হইয়া মালিক ইব্‌ন আনাস এবং আবূ হ'ানীফাঃ (র) সমেত বেশ কিছু সমর্থক লাভ করেন। বিভিন্নভাবে তিনি রাসূল (স')-এর অনুকরণ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার তরবারী ব্যবহার করেন এবং তৎকর্তৃক খনন করা পরিখাগুলির সংস্কার করেন। উমায়্যাঃ খলীফা তাঁহার এক আত্মীয় 'ঈসা ইব্‌ন মূসাকে ৪,০০০ সৈন্যসহ মাহ্‌দীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। 'ঈসা যখন পরিখার উপর দুইটি দরজা ফেলিয়া সেতু নির্মাণ করত নগরীতে প্রবেশ লাভ করেন, তখন আল-মাহ্‌দীর অধিকাংশ অনুগামী 'আলী বংশীয়দের সমর্থকগণের স্বভাবসুলভ রীতিতে হতোদ্যম হইয়া পড়েন। পুনরায় এই নিষ্ফল সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িলে মাহ্‌দী মারাত্মক আঘাতে প্রাণ বিসর্জন দেন। বিশ বৎসর পরে (১৬৯/৭৮৬) 'আলী বংশীয় হ'সায়ন ইব্‌ন 'আলী নামক অপর এক ব্যক্তি 'আব্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আবার মদীনা বিধ্বস্ত হইবার পর তিনি বিতাড়িত হন এবং পরে মক্কার সন্নিকটে ফাখ্‌খ্ নামক স্থানে তিনি নিহত হন। যদিও তিনি নবী (স')-এর প্রতিষ্ঠিত নগরীর অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, তথাপি 'আলী (রা) দলীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে শহীদরূপে গণ্য করেন (ত'াবারী, ৩খ, ৫৫১ প.; ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ৬খ, ৬০ প.)। ওয়াছি'ক'-এর খিলাফাতের সময় সুলায়ম এবং বানু হিলালের আক্রমণে মদীনা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পরবর্তী কয়েক শতাব্দী যাবত বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ব্যাপারে মদীনার নাম ইতিহাসে উল্লিখিত হয় নাই। ফাতি'মী বংশীয়গণ মিসরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিবার পর হি'জায-এর দুইটি পবিত্র নগরীর উপর তাহাদের আক্রমণ আশংকায় মদীনার চতুর্দিকে একটি প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। বুওয়ায়হ্‌ বংশীয় সুলত'ান 'আদু'দু'দ-দাওলাঃ ৩৬৪/৯৭৪-৭৫ সনে এই প্রাচীর নির্মাণ করেন। তবে উহা দ্বারা কেবল নগরীর কেন্দ্রীয় অংশের রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যাঙ্গীর পুত্রদের মধ্যে একজনের মন্ত্রী ৫৪০/১১৪৫-৬ সনে উহার সংস্কার সাধন

করেন। নগরবাসীদের অনেকেই প্রাচীরের বাহিরে বাস করিত এবং বেদুঈনদের আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার মত ব্যবস্থা ছিল না। সিরিয়ার আতাবেগ নূরু'দ-দীন মাহ্'মূদ ইব্ন যাংগী ৫৫৭/১১৬২ সনে অধিকতর জায়গা ঘিরিয়া দ্বিতীয় একটি প্রাচীর নির্মাণ করেন এবং উহাতে দুর্গচূড়া এবং প্রবেশ পথ সংযোগ করেন। তুর্কী সুল্‌তা'ন মহানুভব সুলায়মান ইব্ন সালীম (১৫২০—১৫৬৬) ব্যাসাল্ট এবং গ্রানাইট প্রস্তর দ্বারা ৩৫—৪০ ফুট উচ্চ একটি প্রাচীর নির্মাণ করেন (সাম্‌হূদী, ed. Wustenfeld, p. 126)। উহার চতুষ্পার্শ্বে একটি পরিখাও খনন করা হইয়াছে। উক্ত সুল্‌তা'ন নগরীর উত্তর ভাগ হইতে একটি আচ্ছাদিত পয়ঃপ্রণালীও নগরীর মধ্যে আনয়ন করেন। সর্বশেষে সুল্‌তা'ন 'আবদু'ল-'আযীয প্রাচীরটিকে ৮০ ফুট উচ্চ করেন। অদ্যাবধি উহার উচ্চতা ঐরূপই রহিয়াছে।

তুর্কী সুল্‌তা'নদের শাসনকালে মদীনায় শান্তি বিরাজ করিত, অমুসলিম জগত উহার কোন খবরও রাখিত না। অমুসলিমগণ নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেও পারিত না। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এই নগরীতে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ১৮০৪ খৃস্টাব্দে ওয়াহ্‌হাবীগণ নগরী অধিকার করে এবং হা'জ্জীদিগকে হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর সমাধি যিয়ারাত করিতে বাধা দেয়। ১৮১৩ খৃ. মুহ'ম্মাদ 'আলীর পুত্র তূ'সূন নগরটি পুনরায় দখল করেন। অতঃপর ১৮১৫ খৃস্টাব্দের শান্তি চুক্তিতে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সা'উদ হি'জাযের সকল পবিত্র স্থানের উপর তুর্কীদের আধিপত্য স্বীকার করেন। তুর্কী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের ফলে এখানে অন্তত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে অর্থাৎ ১৯০৮ খৃস্টাব্দে দামিশ্'ক হইতে মদীনা পর্যন্ত হি'জায রেলপথ নির্মিত হয়। মুখ্যত হা'জ্জযাত্রীদের সুবিধার জন্য এই রেলপথ স্থাপিত হইয়াছিল বটে কিন্তু উহার সামরিক গুরুত্বও ছিল যথেষ্ট এবং এইজন্যই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় উহা নষ্ট হয়। মহাযুদ্ধের অবসানে যে শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহার পর ১৯১৮ খৃস্টাব্দে তুর্কীরা মদীনা পরিত্যাগ করে। ইত্যবসরে হু'সায়নের বিরুদ্ধে একজন সবল প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইলেন, তিনি 'আব্দুল-'আযীয ইব্ন সা'উদ। ইনি ওয়াহ্‌হাবীগণকে পুনরায় উচ্চ মর্যাদা দান করেন। 'আরব প্রধান-গণ হু'সায়নের খলীফা উপাধি ধারণের দাবী সমর্থন করিলেন না এবং জনগণ তাঁহাকে শাসনভার ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। এই সুযোগে ইব্ন সা'উদ ১৯২৪ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মক্কা প্রবেশ করিয়া হু'সায়নের পুত্র 'আলীকে নগরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। সুতরাং পবিত্র দুইটি নগরীই ওয়াহ্‌হাবীদের করতলগত হয় এবং ১৯৩২ খৃ. হইতে সা'উদী রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ক্রমে ওয়াহ্‌হাবী-গণ উদার হইয়া উঠেন। রাসূল কারীম (স')-এর রাওদা'ঃ এবং অন্যান্য পবিত্র স্থান দর্শনের অনুমতি দান করেন, তবে শারী'আত-বিরুদ্ধ আচরণ নিষিদ্ধ করিয়া দেন।

পর্যটকদের বিবরণী হইতে মদীনার স্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যায়। যে সমতলের উপর মদীনা অবস্থিত, ভূমির আকৃতি অনুযায়ী উহাকে উচ্চ দক্ষিণাঞ্চল (আল-'আলিয়্যাঃ) এবং নিম্ন উত্তরাঞ্চল (আস-সাফিলাঃ)—এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাচীনতম লেখকগণের লেখায়ও এই দুই নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আল-'আলিয়্যাঃ তিন মাইল দূরে অবস্থিত কু'বা' পল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত; আস-সাফিলাঃ উহ'দ পাহাড় পর্যন্ত প্রসারিত। সাবেক প্রাচীরটি শুধু নগরীটিকেই বেষ্টন করে, পূর্বোল্লিখিত আংশিক ভগ্ন দ্বিতীয় প্রাচীরটি পশ্চিম উপকণ্ঠের বিস্তৃত আল-'আনবারীয়াঃ এবং নগরী ও উপকণ্ঠের মধ্যস্থলে অবস্থিত ৪০০ গজ প্রসারিত 'উষ্ট্রশালা' (বারু'ল-মুনাখাঃ)-কে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এইখানে হা'দীছে' উল্লিখিত 'মুস'াল্লা (দ্র.) বা ঈদগাহ ছিল বলিয়া নির্ধারিত হয়। প্রাচী-রের দক্ষিণ পার্শ্বে সংলগ্ন মৃতদেহ দাফনকারীদের গমনাগমনের রাস্তাটি (দারু'ল-জানাযাঃ) নগরীর পূর্ব দিকস্থ সর্বসাধারণের প্রাচীন সমাধি ক্ষেত্র বাকী'উ'ল-গা'রক'াদ (দ্র.) পর্যন্ত গিয়াছে; এখানে অন্তিম শয্যায় শায়িত হাজার হাজার ব্যক্তি মধ্যে রহিয়াছেন ঃ নবী কারীম (স')-এর শিশু পুত্র ইব্‌রাহীম, তাঁহার স্ত্রীগণ (তাঁহার কন্যা ফাতি'মাঃ সম্বন্ধে মতভেদ আছে), সা'হাবীদের অনেকে, আল-'আব্বাস, মুহ'ম্মাদ আল-বাকি'র, জা'ফার আস্'-সা'াদিক', হা'দীছ'-বিশারদ আইনজ্ঞ মালিক ইব্ন আনাস এবং আরো অনেকে। উত্তর-পশ্চিম কোণে নগরীর প্রাচীর পর্যন্ত টানা দুর্গটি অবস্থিত। পূর্বদিকে বাবু'ল-জুমু'আঃ এবং পশ্চিমদিকে বাবু'ল-'আনবারীয়াঃসহ প্রাচীরটিতে অনেকগুলি সদর দরজা রহিয়াছে। কু'বা' পল্লীতে অবস্থিত সুপেয় পানির একটি প্রস্রবণ হইতে নগরীর অভ্যন্তর ভাগ পর্যন্ত একটি পয়ঃ-প্রণালী নীত হইয়াছে। মদীনার শাসনকর্তা থাকাকালীন মারওয়ান উহা নির্মাণ করেন। পয়ঃপ্রণালীটি প্রায়ই অসংস্কৃত অবস্থায় অকেজো হইয়া পড়িত। বিভিন্ন তুর্কী সুল্‌তা'ন উহার সংস্কার সাধন করেন। ওয়াহ্‌হাবীগণ উহা বিনষ্ট করিলে সুল্‌তা'ন 'আবদু'ল-হা'মীদ শেষ-বারের মত উহা সংস্কার করেন। মাঝে মাঝে বন্যাতেও উহার বিশেষ অনিষ্ট ঘটিত। ৭৩৪ খৃস্টাব্দে মদীনাবাসিগণ বন্যার কারণে ছয়মাস যাবত হযরত হা'ম্‌যাঃ (রা)-এর কবর যিয়ারাত করিতে যাইতে পারেন নাই। সাম্প্রতিককালে মদীনার অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু ইতিপূর্বে মদীনার বড় বড় রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলেও স্বল্প পরিসর ছিল। প্রধান প্রধান রাস্তা ছিল পাকা। বাড়ীগুলি পাথর দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত এবং কোন কোন বাড়ী ত্রিতল; বহু বাড়ীর চারিধারে বাগান। দক্ষিণ ভাগে শাক-সব্জীর বাগান, ফলের বাগান, খেজুর বাগান এবং শস্যক্ষেত্রের পাশাপাশি একটির পর একটি বাড়ী অবস্থিত। এখানে ৭০ প্রকারের খেজুর ফলে। প্রাচীন যুগের ন্যায় অদ্যাবধি খেজুরই অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। তেলের খনির বিস্তর আয় হস্তগত হইবার পূর্ব পর্যন্ত হা'জ্জযাত্রীদের নিকট হইতে অর্জিত অর্থই এখানকার অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। তাঁহারা আগন্তুকদিগকে থাকিবার জন্য বাড়ী ভাড়া দেন, পথ-প্রদর্শকরূপে তাহাদিগকে পবিত্র স্থানসমূহে লইয়া যান এবং আনুষ্ঠানিক কর্ম সম্পাদনে সাহায্য করেন। মদীনার মুযাওবি'র (مزوّر) অর্থাৎ যিয়ারাতের পথপ্রদর্শক মক্কার মুত'াওবি'ফ (مطوف) অর্থাৎ তা'ওয়াফ পরিচালকদের ভূমিকা পালন করেন। Burton (ii, 189) মদীনার অধিবাসীদের সংখ্যা নির্ধারণ করিয়াছেন ১৬,০০০—১৮,০০০ হাজারের মধ্যে, ইহা ছাড়াও ৪০০ সৈন্য দুর্গে বাস করে। ১৯০৮ খৃ. Wavell (p. 63) উক্ত সংখ্যা ৩০,০০০ বলিয়া নির্ণয় করেন, তবে সৈন্য এবং হা'জ্জযাত্রিগণ এই সংখ্যার অন্তর্গত নয়। বাতানূনী বিদেশী পর্যটকসহ লোক সংখ্যা ৬০,০০০ নির্ধারণ করিয়া-ছেন। মদীনার জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; কারণ বহু আগন্তুক পবিত্র নগরীতে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিতেছে। সাবেক আনসা'র বংশধরদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই এখানে বাস করেন; Burckhardt বলেন, তাঁহার সময় মাত্র দশটি প্রাচীন আনসা'র পরিবার সেখানে বাস করিত। নগরীর উপকণ্ঠে কিছু সংখ্যক শী'আঃ বাস করেন।

কা'বার ন্যায় প্রাচীনকাল হইতে সম্মানিত কোন পবিত্র স্থান মদীনায় না থাকিলেও রাসূল কারীম (স') এবং তাঁহার দুই খলীফার সমাধিসম্বলিত হযরত (স') ও তাঁহার ভক্ত সা'হাবী (রা)-এর নির্মিত মুসলিমগণের নিকট অতি সম্মানিত মদীনা মুনাওওয়ারাঃ-এর মসজিদ মদীনায় রহিয়াছে। মক্কায় হা'জ্জ করা ফর্য, কিন্তু মদীনার এই পবিত্র মসজিদ এবং হযরত (স')-এর রাওদা'ঃ (روضة= বাগান) যিয়ারাত ফর্য নহে; তবুও ভক্ত যিয়ারাতকারীদের ভিড় থাকে সারাটি বৎসর। নবী কারীম (স')-কে উম্মু'ল-মু'মিনীন 'আইশাঃ (রা)-এর প্রকোষ্ঠেই দাফন করা হইয়াছিল এবং এইখানেই প্রথম দুই খলীফা তাঁহাদের অন্তিম শয্যা লাভ করেন। সর্বসম্মত উক্তি অনুযায়ী হযরত মুহা'ম্মাদ (স') মদীনায় আগমন করার অব্যবহিত পরেই এই মসজিদটি নির্মাণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের পর উহার আয়তন বৃদ্ধি করেন। নবী কারীম (স')-এর স্ত্রীদের থাকিবার ঘরগুলিও উহার সন্নিকটে ছিল; সুতরাং হযরত 'আইশা (রা)-র গৃহটি কবরসহ সহজেই মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব। আদি মসজিদ ছিল একটি সাধারণ কাঁচা ইটের তৈরী গৃহ, উহার খুঁটিগুলি ছিল খেজুরের গুঁড়ি এবং ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডালপাতায় তৈরী। হযরত 'উমার (রা) উহা বর্ধিত করেন এবং পরে হযরত 'উছ্'মান (রা) উহার আয়তন আরও বৃদ্ধি করেন। তিনি উহার সংস্কারে পাথর এবং চুন-সুরকি এবং ছাদে শাল কাঠের ব্যবহার করেন। মারওয়ান যখন মদীনার শাসনকর্তা তখন তিনি রঙ্গিন পাথরের একটি মাক্'সূরাঃ নির্মাণ করেন। ইহার পর হইতে ওয়ালীদ-এর আমল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নাই। ওয়ালীদ মদীনার তদানীন্তন শাসনকর্তা 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীযকে ৮৭/৭০৬ সনে 'ইমারাতটি আরও মর্যাদাসম্পন্নভাবে সুশোভিত করিতে নির্দেশ দান করেন। 'উমার একাজে গ্রীক এবং কপ্টিক স্থপতি নিয়োগ করেন। এই সময় চারি কোণায় চারিটি মিনার স্থাপন করা এবং ছাদটি সীসার পাতে মণ্ডিত করা হয়। মাহ্দীর 'আমল পর্যন্ত মসজিদটির আর কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। খলীফা মাহ্দীর মদীনা দর্শনের পর ১৬২/৭৭৮-৯ সনে মসজিদের পুনর্নির্মাণ এবং আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। তখন উহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৩০০ এবং প্রস্থে ২০০ ell (১¼ গজে এক ell) হয়। পরবর্তী শতকে আবার উহার পুনর্গঠন দরকার হয়। ২৪৭/৮৬১-২ সনে আল-মুতাওয়াক্কিল এই পুনর্গঠন কার্য সমাধা করেন।

মসজিদের আকার-আকৃতির পূর্ণ বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে। ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহী (মৃ. ৩২৮/৯৪০), মুকা'দ্দাসী, (মৃ. ৩৭৫/৯৮৫), ইব্ন জুবায়র (ইনি ৫৭৮-৮১/১১৮২-৮৬-এই সময়ের মধ্যে প্রাচ্য দেশসমূহ ভ্রমণ করেন) এবং য়াকূ'ত প্রমুখ উহার বিবরণ দান করিয়াছেন। দেখা যায়, মসজিদের আকার হইল: বালি ও পাথর দ্বারা আবৃত একটি খোলা চত্বর (صحن) যাহার চারিদিকে রহিয়াছে সারি সারি স্তম্ভ এবং এই আকারেই উহা বরাবর রহিয়াছে। পূর্ব পার্শ্বের দক্ষিণ দিকের স্তম্ভঘেরা বড় প্রকোষ্ঠটিই পবিত্রতম স্থান; এখানেই নবী কারীম (স')-এর সমাধি এবং আবূ বাক্র (রা) এবং 'উমার (রা)-এর সমাধিদ্বয় অবস্থিত। য়াকূ'ত বলেন, (৪খ, ৪৫৮) 'ইমারাতটি উচ্চ, শীর্ষদেশে স্তম্ভযুক্ত, হলটি একটু স্থান ফাঁক রাখিয়া পৃথকীকৃত। তিনটি সমাধির অবস্থান সম্বন্ধে তাঁহার সময় বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। কোন কোন বর্ণনা মতে উহাদের উত্তরদিকে হযরত ফাতি'মাঃ (রা)-এর কবর অবস্থিত। অন্যান্য বর্ণনানুযায়ী তাঁহার কবর সর্বসাধারণের কবরস্থানে অবস্থিত। কবরগুলির পশ্চিমদিকের স্তম্ভঘেরা অংশটুকুকে নবী (স')-এর উক্তি অনুযায়ী আর-রাওদা'ঃ (الروضة) বলে; স্তম্ভগুলির মোট সংখ্যা ২৯০। রাওদা'ঃ-এর দক্ষিণ পার্শ্ব ধরিয়া একটি বেষ্টনী নির্মিত, এই স্থানের সহিত বহু প্রাচীন পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত। হযরত মুহা'ম্মাদ (স') খুত্'বার সময় যে গাছটির গুঁড়িতে হেলান দিতেন, সেই গুঁড়ির ধ্বংসাবশেষ এবং নবী (স')-এর মিম্বরটিও সেখানে রক্ষিত। মিম্বরের বর্ণনায় দেখা যায়, উহার আটটি ধাপ ছিল। আসনের উপর একটি আবলুস কাঠের ফলক স্থাপিত ছিল। মদীনার মসজিদের বিভিন্ন সম্পদের মধ্যে কু'রআনের একটি অনুলিপি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'উছ্'মান (রা) কু'রআনের বিশুদ্ধতা রক্ষার তাকীদে যে অনুলিপিগুলি তৈরী করাইয়াছিলেন তন্মধ্যে ইহা অন্যতম। মসজিদের ১৯টি দরজা ছিল, তন্মধ্যে দুইটি পূর্বদিকে এবং দুইটি পশ্চিমদিকে মাত্র চারিটি, উন্মুক্ত থাকিত। তিনটি মিনার ছিল, দুইটি উত্তর পার্শ্বের দুই কোণে এবং অপরটি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।

মসজিদটি ৬৫৪/১২৫৬ সনে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু জনৈক তত্ত্বাবধায়কের অসতর্কতার ফলে সেই বৎসরই অগ্নিকাণ্ডে উহার একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাগদাদের খলীফার নিকট বিধ্বস্ত অংশ পুনঃনির্মাণের জন্য সাহায্যের আবেদন করা হইল, কিন্তু তখন 'আব্বাসী বংশের পতনের পূর্বাবস্থা। সুতরাং খলীফা আবেদনে সাড়া দেন নাই (ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে 'আব্বাসী ক্ষমতার পতন ঘটে)। আগুন লাগার এক বৎসর পর কেবলমাত্র ছাদটি কাজ চালাইবার মত করিয়া পুনর্গঠিত হইয়াছিল। পবিত্র সমাধি ক্ষেত্র সম্পর্কে মাম্লূক সুলতা'নগণ কিছুটা উৎসাহ প্রদর্শন করেন। মুজীরু'দ-দীনের (কায়রো ১২৮৩, পৃ. ৪৩৪) মতে সুলতা'নদের মধ্যে প্রথম বায়বার্স রাসূল কারীম (স')-এর রাওদা'ঃ-টিকে রেলিং দিয়া ঘিরিয়া দেন এবং উপরে সোনালী ছাদ নির্মাণ করেন। অন্যান্য সুল্তা'ন প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য কর্মী এবং মাল-মসলা প্রেরণ করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আল-মান্সূ'র কা'লা'উন ৬৭৮/১২৭৯ সনে রাওদা'-র স্থানটি চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে উহার উপর সীসার পাত দ্বারা আবৃত একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন। আশরাফ সায়ফু'দ-দীন কা'ইতবায় (৮৭৩—৮৯০/১৪৬৮—১৪৯৫) সর্বপ্রথম বিশেষ উৎসাহে মসজিদের কাজে হাত দেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব কোণের আর-রাইসিয়্যাঃ মিনারটি ভাঙ্গিয়া পুনরায় নির্মাণ করেন। ৮৮৬/১৪৮১ সনে ভীষণ বজ্রপাতের ফলে মসজিদের একটি অংশের ক্ষতি সাধিত হয়। কিছু অংশ মূল্যবান হস্তলিখিত কিতাবের গ্রন্থাগার কু'রআন মাজীদের প্রতিলিপিসহ বিনষ্ট হয়। এই ঘটনায় সাম্হূদীর নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহও বিনষ্ট হয় এবং তিনি এই ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডের একটি বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। অক্লান্ত কর্মী সুলতা'ন তখন বহু সংখ্যক মিস্ত্রী, যন্ত্রপাতি এবং মাল-মসলা সরবরাহ করেন। ৮৮৯/১৪৮৪-এ তিনি 'ইমারাতটির সংস্কার সাধন করেন। অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্যে রাওদা'-র উপরিভাগস্থ গুম্বজটির পরিবৃদ্ধি অন্যতম। তিনি মাক'সূরার চতুর্দিকে পিতলের বেষ্টনী সন্নিবেশ করেন। সেইবার সুলতা'ন শহরে গোসলখানা, গৃহমধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ড পয়ঃপ্রণালী এবং পানি-চালিত কল প্রতিষ্ঠিত করেন। বিনষ্ট পুস্তকগুলির শূন্যস্থান পূরণের জন্য তিনি গ্রন্থাগারে বহু নূতন নূতন গ্রন্থও দান করেন। মসজিদটির

বিপদাপদের তখনও সমাপ্তি ঘটে নাই। ৮৯৮/১৪৯২ সনে উহার উপর আবার বজ্রপাত ঘটে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের মাইযিনাঃটি বিধ্বস্ত হইলে উহা পুনর্নির্মিত হয়। উত্তরদিকে পরিবর্ধন করত মসজিদটি বর্তমান আকারে গঠিত হইয়াছে। এই পরিবর্ধন ১২৭০/১৮৫৩-৪ সনে সুলত'ান 'আব্দু'ল-মাজীদ সম্পাদন করেন। বার্টন (Burton) ঐ কার্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। দেওয়াল গাত্রে বিভিন্ন সূরাঃ, কালিমা এবং আল-বূসীরীর মরমী কবিতা ক'াস'ীদাতু'ল-বুরদাঃ উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

নবী কারীম (স')-এর এই নগরীর উপকণ্ঠে সুসমৃদ্ধ তাঁহার জীবনের নানা স্মৃতি বিজড়িত বহু স্থান বিরাজ করিতেছে। উহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল উহ'দ পাহাড়, যেখানে সত্য ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের কবর বিদ্যমান। উহার সমপর্যায়ভুক্ত স্থান কু'বা' পল্লী, যেখানে হযরত মুহ'াম্মাদ (স.)-এর মদীনা আগমনের প্রথম পর্যায়ে সোমবার হইতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত তিনি অবস্থান করেন এবং ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন (ইবন হিশাম, পৃ. ৩৩৫)। 'আমর ইবন 'আওফের কর্তৃত্বাধীনে ছিল পল্লীটি। 'আরব ভূগোলবিদগণের মতে মদীনা হইতে দুই মাইল দূরে ইহা অবস্থিত, (Burckhardt-এর মতে মদীনা হইতে ৩/৪ ঘন্টার পথ) যথার্থ দূরত্ব তিন মাইল। সেই স্থানটিতে নবী কারীম (স.)-এর উষ্ট্রটি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছিল (المبرك) সেখানেই তাক্'ওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত (সূরাঃ ৯ : ১০৮) মসজিদে কু'বা' বিদ্যমান। অনতিদূরে নির্মিত হইয়াছিল হযরত (স')-এর শত্রুদের মিলন কেন্দ্র 'মাসজিদ দি'রার' যাহা তাঁহার আদেশক্রমে ধ্বংস করা হয় (তু. ওয়াকি'দী—Wellhausen, পৃ. ৪১১; ইবন সা'দ, ৩/১, ৭২)। এক সময়ে কু'বা'র মসজিদটি উহার মামুলী ধরনের মিনারসহ নষ্ট হয়। অতঃপর সেখানে একটি প্রস্তরের 'ইমারাত মসজিদটির জন্য তৈয়ার করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সামহূদী, ওয়াফা'উ'ল-ওয়াফা'; (২) ঐ, খুলাসাতু'ল-ওয়াফা', বূলাক' ১২৮৫; (৩) বালাযু'রী, ed. de Goeje, পৃ. ৫ প.; BGA, ed. de Goeje, ১খ, ১৮; ২খ, ২৬; ৩খ, ৮০—৮২; (৪) য়াকূ'ত, মু'জাম, ed. Wustenfeld, ৪খ, ৪৫৮—৬৮; (৫) ইবন জুবায়র, ed. de Goeje, পৃ. ১৮৯ প.; (৬) ইবন বাত্'তূ'-তা'হ, তুহ'ফাতু'ন-নুজ্'জ'ার, ed. Defremery and Sanguinetti, ১৮৫৩—১৮৫৮; (৭) Eijub Sabri, মিরআত-ই-মাদীনাঃ, Der-i-Se'adat ১৩০৫। মসজিদ নাবাব'ী সম্পর্কে দ্র.; (৮) ইবন 'আব্দ রাব্বিহি, আল-'ইক্'দ, কায়রো ১৩৩১, ৪খ, ২৭২ প.; (৯) Burckhardt, Reisen in Arabien, p. 480—607; (১০) Burton, A pilgrimage to El-Medinah and Meccah, ii. (1855), ১ প; (১১) Wavell, A modern Pilgrim in Mecca, 1912, p. 72 প.; (১২) আল-বাতানূনী, আর-রিহ'লাতু'ল-হি'জাযিয়্যাঃ, কায়রো, ২য় সংস্করণ ১৩২৯, পৃ. ২৩৬ প.; (১৩) ইব্রাহীম রিফ্'আত পাশা, মির'আতু'ল-হ'ারামায়ন, কায়রো ১৯২৫ খৃ., ১খ, ৩৮৩; (১৪) K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture, vol. i, (Oxford 1932); (১৫) J. Sauvaget, La Mosquee Omeyyade de Medine, Paris 1947 (fundamental)। কু'বা' সম্পর্কে দ্র.; (১৬) BGA, i. 28 iii. 83; (১৭) য়াকূ'ত, মু'জাম, ৪খ, ২৩ প.; (১৮) Burckhardt, Reisen in Arabien, p. 54, 558—561; (১৯) Burton, A Pilgrimage, ii. 195—223; (২০) J. F. Keane, My Journey to Medinah, London 1881; (২১) E. Rutter, The Holy Cities of Arabia, London and New York 1928, 1930, ii. 189 প.; (২২) Lady Evelyn Cobbold, Pilgrimage to Mecca, London, n.d., p. 31 প.; (২৩) Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, iv. 1 প.; (Medina vor dem Islam, Die Gemeindeordnung Muhammeds); (২৪) Wensinck, Mohammed en de Joden le Medinah, 1908, p. 9 প.; (২৫) Hirschfeld, Essai sur l'histoire des Juifs de Medine, in REJ, vii. 167—193; x. 10—31; (২৬) D. S. Margoliouth, The Relations between Arabs and Israelites prior to the Rise of Islam, 1924, p. 57 প., শহরের অত্যাধুনিক ইতিহাস সম্পর্কে দ্র. (২৭) Musil, Zur Zeitge schichte von Arabien, 1918; (২৮) R. Hartmann, Die Wahhabiten in ZDPV, N.S., iii. 176 প.।

F. Buhl (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

মসজিদ (مسجد : মাস্জিদ)

(ক) উৎপত্তি।

(খ) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ওফাতের পর মসজিদসমূহ প্রতিষ্ঠা।

(গ) ধর্মীয় কেন্দ্ররূপে মসজিদ।

(ঘ) মস্জিদ ভবন ও উহার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র।

(ঙ) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে মসজিদ।

(চ) মসজিদের ব্যবস্থাপনা।

(ছ) কর্মচারীবৃন্দ।

(ক) মস্জিদের উৎপত্তিঃ

মস্জিদ (مسجد), স্থানবাচক বিশেষ্য, ধাতু س ج د ধাতুগত অর্থ কাহাকেও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে স্বীয় মস্তক অবনত করা, মসজিদ শব্দটির অর্থ সিজদা করার স্থান অর্থাৎ উপাসনালয়। অন্যান্য সেমিটিক ভাষায়ও ইহার সদৃশ শব্দ পাওয়া যায়, যথাঃ অরামীয় ও নাবাতীয়তে মসজিদ অর্থ উপাসনালয় ও পবিত্র স্তম্ভ. ইথিওপীয়তে 'মেসজাদ' অর্থ মন্দির, গির্জা।

কু'রআনে শব্দটি বিশেষরূপে মক্কার পবিত্র গৃহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে (আল-মাসজিদু'ল-হ'ারাম, সূরাঃ ২ : ১৪৪, ১৪৯; ৫ : ২; ৮ : ৩৪; ১৭ : ১ প্রভৃতি)।

হ'াদীছ' অনুসারে আল-মাস্জিদু'ল-আক্'সা'র (সূরা ১৭ : ১) অর্থ জেরুযালেমের পবিত্র গৃহ, তবে ইহা বেহেশ্তের একটি উপাসনালয়কেও (বায়তু'ল-মা'মূর) বুঝাইতে পারে। ইবন খালদূন শব্দটিকে যে কোন ধর্মের মন্দির অথবা ভজনালয়ের সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

মক্কার উপাসনালয় সর্বদা মহানবী (স')-এর নিকট প্রধান মসজিদ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বেও ইহা বায়তুল্লাহ নামে পরিচিত ছিল। মহানবী (স') অষ্টম হিজরীতে মক্কা জয় করেন এবং কা'বাঃ ও ইহার প্রাঙ্গণ হইতে সকল দেবদেবীর মূর্তি ও ছবি অপসারণ করেন। নবম হিজরীতে অমুসলিমদের জন্য এই মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয় (৯ : ১৭)। সীরাত অনুসারে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')

ও তাঁহার অনুসারীবৃন্দ অন্যান্য মক্কাবাসীর ন্যায় নিয়মিত-ভাবে কা'বাঃ গৃহের চতুর্দিকে ত'ওয়াফ এবং কৃষ্ণ প্রস্তরকে চুম্বন করিতেন ; ইহাও বারবার বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একাকী অথবা একজন স'াহ'াবীসহ অথবা কোন এক বিরুদ্ধবাদীর সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সমগোত্রীয়ের ন্যায় মসজিদে উপবেশন করিয়া থাকিতেন। হযরত ইব্রাহীম ('আ) কা'বাঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র হুকুমে হ'াজ্জ অনুষ্ঠান তিনিই প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই 'ইবাদাতগাহ্ ও হ'াজ্জ (দ্র.) সংক্রান্ত তাঁহার প্রবর্তিত সুন্নাতগুলি পরবর্তীকালে মুশ্‌রিকগণ বিকৃত করিয়াছিল। পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর প্রবর্তিত অনুষ্ঠানগুলিকে উহাদের আসলরূপে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মক্কাতে প্রাথমিক মুসলিম সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ উপাসনালয় ছিল না। মহানবী (স') তাঁহার শিষ্য 'আলী এবং অন্যান্য প্রাথমিক স'াহ'াবীসহ মক্কার সংকীর্ণ গলিসমূহে গোপনে স'ালাত আদায় করিতেন। কখনও কা'বার পার্শ্বে, কখনও স্বীয় বাসভবনে মহানবী (স')-এর একাকী স'ালাত আদায়ের উল্লেখ রহিয়াছে। বিশ্বাসিগণ একটি গৃহে একত্রে প্রার্থনা করিতেন। কথিত আছে যে, 'উমার (রা)-ও কখনও কখনও অন্যদের সঙ্গে কা'বার পার্শ্বে স'ালাত অনুষ্ঠান পরিচালনা করিয়াছিলেন (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ২২৪), কারণ 'উমার (রা) কু'রায়শগণকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখিতেন।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কর্তৃক প্রচারিত ধর্মমতে উপাসনালয় একটি মৌলিক প্রয়োজন নহে। প্রতিটি জায়গা আল্লাহ্‌র নিকট সমান। আল্লাহ্‌র সম্মুখে বিনয়ী ভাব, ধর্মানুষ্ঠানমূলক প্রার্থনার মাধ্যমে যাহা ব্যক্ত করা হয়, যে কোন স্থানে তাহা প্রকাশ করা যায়। তাই মহানবী (স') এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সমগ্র পৃথিবী মস্জিদরূপে প্রদান করা হইয়াছে। অথচ পূর্বের নবীগণ কেবল গির্জা ও সিনাগগ্‌সমূহে প্রার্থনা করিতে পারিতেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "যেখানেই স'ালাতের সময় হইবে সেখানেই তুমি স'ালাত আদায় করিবে এবং উহাই একটি মস্জিদ (মুসলিম মস্জিদ, ২ : ১)। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি ঐতিহ্যবাহী কা'বার উপাসনালয়ের সহিত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মদীনাতে যখন তিনি নিজের ইচ্ছামত কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করেন, তখন একটি স্থান নির্মাণ করিতে উদ্বুদ্ধ হওয়া তাঁহার পক্ষে অতি স্বাভাবিক ছিল, যেখানে তিনি তাঁহার শিষ্যবৃন্দসহ বিনা উপদ্রবে একত্রে স'ালাত আদায় করিতে পারিবেন।

২। **মদীনায় মস্‌জিদ নির্মাণ :** হ'াদীছ' অনুসারে মহানবী (স') মদীনায় মস্‌জিদ নির্মাণকল্পে দুইজন অনাথ হইতে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। এক হ'াদীছে' আছে, ইহা সেই জায়গায় ছিল, যেখানে তাঁহার উট নগরে প্রবেশ করার পর থামিয়া গিয়াছিল। স্থানটি সমাধি, ধ্বংসাবশেষ এবং খর্জুর বৃক্ষে আচ্ছাদিত ছিল এবং উট বাঁধিবার ও খেজুর শুকাইবার স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। জায়গাটি পরিষ্কার করা হয় ও খেজুর গাছগুলি কাটিয়া ফেলা হয়, অতঃপর প্রাচীর নির্মিত হয়। দালানের উপাদান ছিল রৌদ্রে উত্তপ্ত ইট (লাবিন); মস্‌জিদটি ছিল পাথরের ভিত্তির উপর; তিনটি প্রবেশ পথসহ একটি ইটের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত অঙ্গন ; প্রবেশ পথের স্তম্ভসমূহ পাথরের ছিল। কি'ব্‌লার (বায়তু'ল-মাক্'দিস তখন কি'ব্‌লা ছিল) দিকে (অর্থাৎ উত্তর প্রাচীর) অনতিকাল পরেই খেজুর গাছের গুঁড়ির স্তম্ভের উপর খেজুর পাতা ও কর্দম দ্বারা একটি ছাদ নির্মাণ করা হয়। পূর্বদিকে মহানবী (স')-এর পত্নী সাওদাঃ (রা) ও 'আইশাঃ (রা)-এর জন্য অনুরূপ উপাদানের দুইটি কুটির নির্মিত হয়। কুটির দুইটির দরজা মস্‌জিদের অঙ্গনের দিকে ছিল এবং পরে মহানবী (স')-এর পত্নিগণের জন্য তথায় আরও নয়টি ছোট ছোট ঘর নির্মিত হয়। কি'ব্‌লাঃ দক্ষিণ দিকে (কা'বার দিকে) পরিবর্তিত হইলে উত্তর প্রাচীরের ছাদটি অবশিষ্ট থাকে; এই ছাদের নীচেই সু'ফ্‌ফাঃ অথবা জু'ল্লাঃ অবস্থিত, যেখানে গৃহহীন স'াহ'াবীগণ আশ্রয় লইতেন। দক্ষিণে, পরে কি'ব্‌লার দিকেও সম্ভবত একটি ছাদ নির্মিত হইয়া থাকিবে, কারণ মহানবী (স') একটি খেজুর গাছের গুঁড়ির সহিত হেলান দিয়া খুত্'বাঃ প্রদান করিতেন এবং ইহা নিশ্চয়ই কি'ব্‌লার দিকে হইবে। ছাদগুলি কত বড় ছিল তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না। মস্‌জিদটি মহানবী (স')-এর ঘরের অঙ্গন এবং যুগপৎভাবে বিশ্বাসীদের সভা-সমিতির স্থান ও সাধারণ প্রার্থনার জায়গা ছিল।

মদীনায় একটি মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা মহানবী (স')-এর প্রারম্ভ হইতেই ছিল; পরবর্তী সময়ের একটি হ'াদীছ' অনুসারে জিব্‌রাঈল ('আ) আল্লাহ্‌র জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিতে আল্লাহ্‌র নামে তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, মদীনার এই মস্‌জিদটির 'ইমারাত প্রথম অবস্থায় ছিল অতি সাধারণ। তৎকালীন মন্দির, গির্জা ইত্যাদি উপাসনালয়ের ন্যায় ইহাতে বাহ্যিক কোন আড়ম্বর ছিল না। এই মতের সমর্থনে হ'াদীছ' ও সীরাঃ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসিগণ স্বাধীনভাবে মস্‌জিদে যাতায়াত করিত, প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে তাঁবু ও কুটির তথায় নির্মিত হইয়াছিল, কোন বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে তাহার মীমাংসা এখানেই হইত। মুসলিম মুজাহিদগণের মিলনকেন্দ্র ছিল এই মসজিদ। এই মসজিদে বিশ্বাসিগণ 'ইবাদাতের জন্য মহানবী (স')-এর চতুর্দিকে একত্র হইতেন, সেখানে তিনি ভাষণ দিতেন যাহাতে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি আহ্বান ছাড়াও সমাজ জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য বিবিধ বিধি-বিধানের উল্লেখ থাকিত (দ্র. বুখারী, স'ালাত, বাব ৭০, ৭১); এখান হইতেই তিনি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করিতেন। কা'বাতেও জনসাধারণ প্রাত্যহিক কার্যাবলীর আলোচনাকল্পে এবং গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের জন্য একত্রিত হইত। কা'বার পার্শ্বে দারু'ন-নাদ্‌ওয়াঃ অবস্থিত ছিল। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচিত এবং বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হইত। মদীনার মস্‌জিদ হইতে সাধারণ ধরনের মুসলিম-মস্‌জিদ বিকাশ লাভ করে।

৩। **মহানবী (স')-এর সময়কার অন্যান্য মস্‌জিদ :** হ'াদীছ' অনুসারে কু'বা' নামক স্থানে আরেকটি মসজিদ মদীনার মসজিদের পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মদীনায় হিজরাত করিয়া আসার সময় যখন কু'বায় পৌঁছিয়াছিলেন তখন তথায় তিনি উহা স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহানবী (স')-এর জীবদ্দশায় আরও যে মসজিদ ছিল তাহা কু'রআন হইতে বুঝা যায়, (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা রক্ষা কর এমন গৃহসমূহে, যেগুলি সম্বন্ধে আল্লাহ্ বিধান দিয়াছেন যে, উহাদের সম্মান করা হউক এবং উহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হউক, ঐগুলিতে সকাল ও সন্ধ্যা এমন সব লোক আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকে যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে এবং স'ালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হইতে বিরত রাখে না ; ২৪ : ৩৬)। যেহেতু

এই আয়াত মদীনা যুগে অবতীর্ণ হয়, তাই ইহা য়াহূদী ও খৃস্টানদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিতে পারে না। কু'রআনে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণের তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। এই ধরনের মসজিদকে মাসজিদ দি'রার (অনিষ্টকারী মসজিদ) নামে অভিহিত করা হইয়াছে (৯ঃ১০৮)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর তাবূক অভিযানের সময় বানূ সালীম গোত্র কু'বায় এইরূপ একটি মস্জিদ নির্মাণ করিয়াছিল। ৯ঃ১০৮ আয়াতে এই এই মস্জিদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

(খ) মহানবী (স')-এর পরে মস্জিদ নির্মাণ ঃ

১। প্রধান মস্জিদসমূহ ঃ মুসলিমগণের শাসনকার্য ও উপাসনার কেন্দ্ররূপে মদীনার মস্জিদ কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল তাহা এই তথ্যটি হইতে সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, দেশ জয়ের পর মুসলিম সেনাপতিদের প্রথম চিন্তাই ছিল সম্মিলনী কেন্দ্ররূপে একটি মস্জিদ নির্মাণ।

নব প্রতিষ্ঠিত নগর ও পূর্বেকার শহরসমূহের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবেশগত পার্থক্য বিরাজমান ছিল। বস্রা, কূফা, ও ফুস্ত'াত' প্রথম শ্রেণীর উত্তম নিদর্শন। বাস'রা 'উত্বাঃ ইব্ন গ'াযওয়ান কর্তৃক ১৪/৬৩৫ (অথবা ১৬ কিংবা ১৭ হি.) সালে শীতকালীন সেনানিবাস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরের মাঝখানে মস্জিদ, তাহারই সামনে দারু'ল-ইমারাঃ (প্রশাসন ভবন), যাহাতে ছিল প্রধান সেনাপতির বাসস্থান, কারাগার ও দীওয়ান। প্রথমত চতুর্দিক বেড়াযুক্ত উন্মুক্ত ময়দানে স'ালাত সম্পাদিত হইত; পরবর্তী সময় সম্পূর্ণটুকু নল-খাগড়া দ্বারা নির্মিত হয় এবং যখন লোক যুদ্ধে গমন করিত তখন নল-খাগড়াগুলি তুলিয়া দূরে সরাইয়া রাখা হইত। হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে আবূ মূসা আশ্'আরী (রা) ছিলেন বসরার (ওয়ালী) শাসনকর্তা। তিনি সূর্যতাপে শুষ্ক কর্দম নির্মিত ইট (লাবিন) দ্বারা মস্জিদের 'ইমারাত নির্মাণ করেন এবং ছাদের জন্য ঘাস ব্যবহার করেন। অনুরূপভাবে কূফাতেও ১৭/৬৩৮ সালে সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্'ক'াস' কর্তৃক একটি মস্জিদ নির্মিত হয়। মস্জিদটি কেন্দ্রস্থলে ছিল এবং উহার পার্শ্বে দারু'ল-ইমারাঃ স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমে মস্জিদটি ছিল সাধারণভাবে চতুর্দিকে পরিখা দ্বারা চিহ্নিত করা একটি চতুষ্কোণ উন্মুক্ত জায়গা (স'াহ্'ন)। এখানেও প্রথমে দেওয়াল নির্মাণকল্পে নল-খাগড়া ব্যবহৃত হইয়াছে এবং পরে লাবিনও ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে (এবং একমাত্র এখানেই) একটি ছায়াছন্ন (জু'ল্লাঃ) নির্মিত হইয়াছিল। হযরত 'উমার (রা)-এর নির্দেশে মস্জিদ পার্শ্বস্থ দারু'ল-ইমারাঃ পরে মস্জিদের সহিত সংযুক্ত করা হয়। সুতরাং পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণরূপে মদীনার মস্জিদের অনুরূপ ছিল। শহরের কেন্দ্রস্থলে মস্জিদের স্থান নির্বাচন এবং মস্জিদের পার্শ্বেই সেনাপতির বাসভবন নির্মাণ হইতেই মসজিদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ফুস্ত'াতে'ও ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই, একটি প্রাচীন নগরী হওয়া সত্ত্বেও উহা সম্পূর্ণ নূতন ছাউনি হিসাবে স্থাপিত হয়। ২১/৬৪২ সালে আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর একটি বাগানের মধ্যে মস্জিদ স্থাপিত হয়। সেখানে 'আম্র (রা) তাঁহার পতাকা স্থাপন করিয়াছিলেন। মধ্যবর্তী স্থানটি সম্পূর্ণ সাদাসিধা ছিল, উহা প্রাচীরবেষ্টিত ছিল এবং উহাতে বাড়ন্ত গাছও ছিল; একটি সাধারণ ছাদেরও উল্লেখ আছে; ইহা এবং উল্লিখিত জু'ল্লাঃ অথবা সু'ফ্ফাঃ এক ও অভিন্ন হইবে। 'আম্র ইব্নু'ল-'আস' মস্জিদের ঠিক পার্শ্বেই বাস করিতেন এবং যাহাদের মতামতের উপর তিনি আস্থাশীল ছিলেন (আহ্লু'র-রা'য়) তাঁহারাও মস্জিদের চতুর্দিকে বসবাস করিতেন। মহানবী (স')-এর বাসভবনের ন্যায় সেনাপতির গৃহ পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল, মস্জিদ ও সেনাপতির বাসভবনের মাঝখানে কেবল একটি রাস্তা বিদ্যমান ছিল। দক্ষিণেরটি ব্যতীত প্রত্যেক প্রাচীরে দুইটি করিয়া দ্বার ছিল। অনুরূপ ব্যবস্থা মাওসি'লেও ২০/৬৪১-এ গৃহীত হইয়াছিল।

অপরক্ষেত্রে মুসলিমগণ বিজয় অথবা সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন নগরসমূহে নিজদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তথায় সন্ধি দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের মস্জিদের জন্য একটি জায়গা লাভ করেন, কিন্তু অনতিকালের মধ্যে বিজিত ও সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত নগরসমূহের মধ্যকার পার্থক্য লোপ পায় এবং সাধারণত উহাদের মর্যাদা সুস্পষ্ট থাকে না। যে সকল প্রাচীন নগরে মুসলিমগণ নিজদিগকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন উহাদের উদাহরণস্বরূপ আল-মাদাইন, দামিশ্ক ও জেরুযালেমের নাম উল্লেখ করা যায়। সা'দ (রা) ইব্ন আবী ওয়াক্'ক'াস' ১৬/৬৩৭ সালে আল-মাদা'ইন বিজয়ের পর কিস্রার প্রাসাদে স'ালাতু'ল-ফাত্হ' অনুষ্ঠান করার পর উহাকে একটি মস্জিদে রূপান্তরিত করেন। ১৪ হি. বা ১৫ হি. সালে সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত দামিশ্কের সেন্ট জনের গির্জা, কিংবদন্তী অনুসারে মুসলিম ও খৃস্টানদের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করিয়া পূর্বের অংশ মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট হয়। এখান হইতেই এই মর্মে আর একটি কিংবদন্তী সৃষ্টি হয় যে, নগরটি আংশিক বিজিত এবং আংশিক সন্ধিসূত্রে অধিকৃত হয়। সে যাহা হউক, মুসলিমগণ এখানে গির্জার ঠিক পার্শ্বেই তাঁহাদের নিজস্ব মস্জিদ তৈয়ার করেন এবং পুনরায় উহার সংলগ্ন স্থানে প্রধান সেনাপতির প্রাসাদ (খাদ্'রা) নির্মিত হয়। প্রাসাদ হইতে পরে মাক্'সূরার (সংরক্ষিত স্থান) দিকে সরাসরি প্রবেশ পথ প্রস্তুত হয়। মুসলিম ও খৃস্টানদের এক 'ইমারাতে উপাসনা করার বিষয়টি যেরূপ কিংবদন্তীতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হয়ত অবিশ্বাস করা যায় না; কারণ অন্যত্র উহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ হি'ম্সে' মুসলিম ও খৃস্টানগণ একই সময় একটি দালানকে মস্জিদ এবং গির্জা হিসাবে ব্যবহার করিত। আল-ইস্'ত'াখ্রী ও ইব্ন হ'াওক'ালের বর্ণনাতে ইহা সুস্পষ্ট যে, তাঁহাদের উভয়েরই উস্তাদ আল-বাল্খীর (৩০৯/৯২১) সময়ও এইরূপ অবস্থা বিরাজমান ছিল এবং অনুরূপ একটি বন্দোবস্তের কথা আর্মেনিয়ার দাবীলের সম্পর্কেও উল্লিখিত আছে।

জেরুযালেমে বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা ছিল। মুসলিমগণ তথাকার উপাসনালয়কে স্বীকৃতি দিয়াছিল, যেমন ইহা তাহাদের প্রাথমিক কি'বলাঃ ছিল এবং ১৭ঃ১ আয়াতে (সুন্নী ব্যাখ্যায়) ইহার স্বীকৃতির স্পষ্ট প্রমাণও পাওয়া যায়। সুতরাং নগর সমর্পিত হইলে স্বীকৃত পবিত্র স্থানের অনুসন্ধান করা বিজেতাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। ইহা বিদিত যে, হযরত 'উমার (রা) ১৭/৬৩৮ সনে জেরুযালেমে সুলায়মান ('আ)-এর উপাসনালয়ের প্রাঙ্গণে একটি মস্জিদ নির্মাণ করেন। 'উমার (রা)-এর মস্জিদের স্থানে নির্মিত কু'ব্বাতু'স্'-স'াখ্রাঃ (দ্র.) নিঃসন্দেহে উপাসনালয়ের পুরাতন জায়গায় স্থাপিত। কিরূপে তিনি জায়গাটির সন্ধান পান তাহা বিভিন্নরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. আল-কু'দস্)। হযরত 'উমার (রা)-এর সময়কার অন্যান্য মস্জিদের ন্যায় দালানটি নেহায়েত অনাড়ম্বর ছিল। Arculf যিনি ৬৭০ খৃ. সালের দিকে জেরুযালেম সফর করিয়াছিলেন, বলেন ঃ 'আরবগণ চতুষ্কোণবিশিষ্ট একটি ভজনালয়ে (domus orationis, অর্থাৎ মস্জিদ) স'ালাত পড়ে, একদা যেখানে মন্দির সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই প্রসিদ্ধ

স্থানে ধ্বংসাবশেষের উপর প্রশস্ত ও বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা তাহারা উহা নির্মাণ করিয়াছিল (Itinera Hierosolymitana, ed. P. Geyer, 1898, p. 226 প.)। এই অনাড়ম্বর মস্জিদটিও অন্যগুলির ন্যায় চারিকোণবিশিষ্ট ছিল ; Arculf-এর মতানুসারে ইহাতে ৩,০০০ লোকের স্থান সংকুলান হইত।

অনুরূপভাবে মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর রাজত্বের শেষভাগে ক'য়রা-ওয়ান নামক একটি নূতন শহর পুরাতন পরিকল্পনা অনুযায়ী সামরিক কেন্দ্র হিসাবে কেন্দ্রস্থলে একটি মস্জিদ ও দারু'ল-ইমারাঃ-সহ স্থাপিত হইয়াছিল। মুসলিম বিজেতাগণ, এমন কি পরবর্তীকালেও, সর্বদা নূতন বিজিত শহরের কেন্দ্রস্থলে মস্জিদ নির্মাণ করিতেন। প্রথমত তাঁহারা প্রতি শহরে একটি করিয়া অনাড়ম্বর মস্জিদ নির্মাণ করিতেন। ইহাতে মহানবী (স')-এর মদীনার অনাড়ম্বর মসজিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। ইহার ব্যতিক্রমস্বরূপ যে সকল শহরে পূর্ব হইতেই অট্টালিকা বিদ্যমান থাকিত, সে সকল স্থানে সেগুলিকেই নূতনভাবে ব্যবহারোপযোগী করা হইত। কিন্তু অনতিকাল পরেই বহু সংখ্যক অতিরিক্ত মস্জিদও নির্মাণ করা হইয়াছিল।

২। গোত্রীয় মস্জিদ এবং দলীয় মস্জিদ ঃ সম্ভবত ইসলাম-পূর্বকালেও মক্কাবাসীদের ন্যায় বিভিন্ন গোত্রের নিজস্ব মাজলিস অথবা নাদী অথবা দারু'স-শূরা ছিল যেখানে তাহারা সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা করিত ; অতএব স্বাভাবিক-ভাবেই গোত্রীয় মস্জিদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

ইসলামেও যে গোত্রের স্বাধীনতা বজায় ছিল, গোত্রীয় মসজিদ উহার একটি নিদর্শন। উপরোল্লিখিত কু'বা' মস্জিদ 'আম্র ইব্ন 'আওফ্ গোত্রের মসজিদ ছিল। প্রতিটি স্থানেই গোত্রীয় মস্জিদ ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ মদীনার আশেপাশে যেমন বানূ কু'রায়জা'র মস্জিদ, বানূ হা'রিছা'র মস্জিদ, বানূ জা'ফা'রের মস্জিদ, বানূ ওয়াাইলের মস্জিদ, বানূ হা'রামের মস্জিদ, বানূ যুরায়কে'র মস্জিদ, (হিজরাতের পরে শিক্ষক হিসাবে মুস''আব ইব্ন 'উমায়র (রা) কর্তৃক সর্বপ্রথম কু'রআন যেখানে সাধারণ্যে পঠিত বলিয়া অভিহিত) সেই বানূ সালিমার মস্জিদ ইত্যাদি ; 'দুই কি'ব্লার মস্জিদ' বানূ সাওয়াদ ইব্ন গ'নাম ইব্ন কা'ব ইব্ন সালিমার অধিকারে ছিল। মদীনায় তখন এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। গোত্রসমূহের সাধারণত নিজস্ব মস্জিদ ছিল এবং একটি মস্জিদ ছিল প্রধান মস্জিদ। গোত্রীয় মস্জিদগুলিতে সাধারণত ওয়াক্তিয়া সা'লাত আদায় করা হইত এবং মস্জিদে নাবা-ব'ীতে জুমু'আর সা'লাত আদায় করা হইত। এইরূপে পরবর্তীকালে বাগদাদে হা'ম্বালীদের পৃথক মস্জিদ ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া সুন্নী এবং শী'ঈদের স্বাভাবিকভাবেই পৃথক মস্জিদ ছিল। কোন কোন অঞ্চলে হা'নাফী এবং শাফি'ঈদেরও ভিন্ন ভিন্ন মস্জিদ থাকিত, তবে তাহাতে অন্য মায্হাবের লোকদেরও সা'লাত আদায়ের অধিকার থাকিত। এই সকল বিশেষ বিশেষ মস্জিদ ইসলামে বিভেদ সৃষ্টির একটি প্রধান উৎসের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল এবং আমরা জানিতে পারি যে, এমন সময়ও আসিয়াছিল যখন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সকল মস্জিদকে অনুমোদন দেওয়া অনুচিত মনে করিতেন।

৩। প্রাচীন উপাসনালয়সমূহকে ইসলামের ব্যবহারোপ-যোগীকরণ ; স্মৃতিসম্বলিত মস্জিদসমূহ ঃ প্রাচীন ঐতিহাসিক গণের মতে মুসলিমদের সহিত সন্ধিস্থাপনকারী শহরবাসিগণ নিজেদের গির্জা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত (বালাযু'রী, পৃ. ১২০ প. ; ত'বারী ১খ, ২৪০৫, ২৪০৭)। কোন কোন সময় ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, কিছু সংখ্যক গির্জা খৃস্টানগণ মুসলিমদের হাতে অর্পণ করিয়াছিল ; যেমন একটি বর্ণনা অনুসারে দামিশ্কে পনরটি গির্জা প্রদান করা হয়। মুসলিমগণ কালের আবর্তনে অনেক গির্জাকেই নিজেদের ব্যবহারে লাগাইয়াছিলেন। ইহা বিপুল সংখ্যক লোকের ইসলাম গ্রহণের স্বাভাবিক পরিণতি ছিল। মুসলিমগণ কর্তৃক দেশের পরিত্যক্ত গির্জাসমূহ সময় সময় বাসগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত ; পরবর্তীকালে এইগুলি সরকারী অফিসরূপেও ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছে ; যেমন মিসরে ১৪৬/৭৬৩ সনে এইরূপ হইয়াছিল (মাক্'রিযী, ৪খ, ৩৫ ; কূফার জন্য দ্রষ্টব্য, বালাযু'রী, পৃ. ২৮৬)। দামিশ্কে 'উমায়্যাঃ খলীফা আল-ওয়ালীদ ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক ৮৬/৭০৫ সনে খৃস্টানদের নিকট হইতে সেন্ট জনের গির্জা লইয়া পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইহার বিনিময়ে তিনি খৃস্টানদিগকে অন্য একটি গির্জা দান করিয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে জনগণের ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের গির্জাগুলি মস্জিদে রূপান্তরিত হইয়াছিল। মিসরীয় গ্রামসমূহে ইসলামের প্রথম যুগে কোন মস্জিদ ছিল না। কিন্তু আল-মা'মূন যখন কি'ব্ত'ীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন অনেক গির্জা মস্জিদে রূপান্তরিত হয় (মাক্'রীযী, ৪ খ, ২৮ প., ৩০)।

অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের ফলে কারবালার নিকটে মাস'ী-সা'তে ও দিল্লীতে প্রাচীন কিছু মন্দির মস্জিদে রূপান্তরিত হইবার কথা জানা যায় (বালাযু'রী, পৃ. ১৬৫ ; তু. ইব্ন বাত্'তূ'তা'ঃ, ৩খ, ১৫১ ; Goldziher, Muh. Stud., ২য়, ৩৩১ প.), বিশেষ করিয়া 'অগ্নিপূজকদের মন্দিরসমূহ' যেমন মাস্'ঊদী বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ ইসলামেও পুরাতন প্রথার জের চলিতে থাকে অর্থাৎ পবিত্র স্থানসমূহ ধর্মের পরিবর্তন সত্ত্বেও পবিত্র বলিয়াই বিবেচিত হয় ঃ যেমন, দামিশ্কের সেন্ট জনের গির্জা, ফিলিস্তীনের বহু সংখ্যক পবিত্র স্থান এবং শেখ সা'দ পল্লীতে আয়্যুব ('আ)-এর মস্জিদ যাহা সূরা ; ২১ ঃ ৮৩ ; ৩৮ ঃ ৪১-এর সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যতম নিদর্শন ; এখানে সিলভিয়ার আমলে (চতুর্থ শতাব্দী) নবী আয়্যুব ('আ)-এর (Job) একটি উপাসনালয় ছিল (মাস্'ঊদী, ১খ, ৯১)।

কিন্তু ইসলাম নিজেই ঐতিহাসিক পটভূমি সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা শীঘ্র নূতন মস্জিদ নির্মাণের উপযোগী পরিবেশ প্রস্তুত করে। কথিত আছে যে, এমন কি মহানবী (স')-এর জীবদ্দশায় বানূ সালিম তাঁহার অনুমোদন লাভের জন্য তাঁহাকে তাহাদের মস্জিদে সা'লাত আদায়ের অনুরোধ করিয়াছিল। মহানবী (স')-এর ইন্তিকালের পর যে সকল স্থানে তিনি সা'লাত সম্পাদন করিয়াছিলেন সে সকল স্থান বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। তাঁহার সা'হা'বীগণ যাঁহারা প্রতি বিষয়ে তাঁহার অনুকরণ করিতে পসন্দ করিতেন, সা'লাত আদায়ের জন্য এইরূপ জায়গাকে অগ্রাধিকার দান করিতেন। কিন্তু এই ধারণা তাঁহার জীবদ্দশায় যাহা বিদ্যমান ছিল তাহারই শক্তিশালী প্রকাশ মাত্র ছিল, সুতরাং তাঁহার আরব্ধ প্রার্থনার জায়গা সম্পর্কীয় কাহিনী-গুলি পরবর্তী অবস্থাকে কতটুকু প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহা মীমাংসা করা সহজসাধ্য নহে।

পুরাতন একটি নীতি হইল, ধর্মের পরিবর্তন সত্ত্বেও পবিত্র স্থানসমূহের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। তাওরাত ও বাইবেলে যে সব নবী, রাসূল ও ধার্মিক ব্যক্তির নামের উল্লেখ আছে এবং কু'রআন ও

হ'াদীছে'ও যাঁহাদের স্বীকৃতি বর্তমান, তেমন ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে জড়িত প্রাচীন কিছু উপাসনালয় মুসলিম শাসনামলেও উপরিউক্ত নীতি অনুসারে পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যথাঃ ফিলিস্তীনের বহু পবিত্র স্থান, শেখ সা'দে আয়্যুব ('আ)-এর মস্‌জিদ, সিলভিয়ার আমলে (চতুর্থ শতাব্দী) যেখানে আয়্যুব ('আ)-এর একটি 'ইবাদাতখানা ছিল, (মাস্‌'উদী, ১ম, ৯১)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') যেসব স্থানে জামা'আতে স'ালাত কায়েম করিয়াছিলেন সেসব স্থান মুসলিমগণের নিকট পবিত্র। ফলে সেই সব স্থানে পরবর্তীকালে মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। স'াহ'াবীগণ ঐ সব স্থানে স'ালাত আদায় করিতে পসন্দ করিতেন। বানূ সালিম তাঁহাদের মস্‌জিদে রাসূলুল্লাহ (স')-কে স'ালাত আদায় করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন যাহাতে তাহাদের মসজিদটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (স')-এর ওফাতের পর তাঁহার স্মৃতির সঙ্গে জড়িত স্থানসমূহের গুরুত্ব ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস হিসাবে আরও বৃদ্ধি পায়। মক্‌কা ও মদীনার মধ্যবর্তী রাস্তার যে সকল স্থানে স'াহ'াবীদিগের সাক্ষ্য অনুসারে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') স'ালাত আদায় করিয়াছিলেন সে সকল জায়গায় অতি শীঘ্র মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়; হি. ৯ম সনে তিনি যে পথে যাত্রা করিয়াছিলেন সে রাস্তার নানা স্থানে, (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৯০৭; ওয়াকি'দী, ed. Wellhausen, পৃ. ৩৯৪, ৪২১) ফাদাক, খায়বার, ত'াইফের বাহিরে প্রভৃতি স্থানে অনুরূপভাবে বহু মসজিদ নির্মিত হয়। ঐ একই কারণে মদীনা ও উহার আশেপাশে অনেক মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (Wustenfeld, Gesch. d. stadt Medina, p. 31, 38, 132 প.)। 'পরিখার যুদ্ধ' যে স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল এখন সেখানে বহু মসজিদ দণ্ডায়মান আছে। কথিত আছে, এই সব জায়গাতে যুদ্ধে থাকাকালীন মহানবী (স') স'ালাত আদায় করিয়াছিলেন (ওয়াকি'দী, ed. Wellhausen, পৃ. ২০৮)।

মহানবী (স')-এর সহিত কোন না-কোন উপায়ে মসজিদগুলির সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, মদীনাতে মাসজিদু'ল-বাগ্‌'লাঃ যেখানে একটি পাথরে মহানবী (স')-এর খচ্চরের পদচিহ্ন প্রদর্শিত হইত, মাসজিদু'ল-ইজাবাঃ যেখানে মহানবী (স')-এর প্রার্থনা গৃহীত হইয়াছিল; মাসজিদু'ল-ফাতহ্' যাহা মক্‌কাবাসীদের উপর বিজয় লাভের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ইত্যাদি (দ্র. Wustenfeld, Medina, p. 136 প.)। আল-গ'ায্‌যালী বলেন, মদীনাতে এইরূপ ৩০টি জায়গা যিয়ারাত করা হইত (ইহ্‌'য়াঃ, ১খ, ১৮৩)। মক্‌কাতে স্বাভাবিকভাবেই মহানবী (স')-এর সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত বহু সংখ্যক জায়গা ছিল, সেইগুলি অতঃপর স'ালাতের জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হইত। হযরত খাদীজাঃ (রা)-এর গৃহ মহানবী (স')-এর জন্ম স্থান; যে গৃহে তাঁহার প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, শহরের বাহিরে যেখানে তিনি স'ালাত আদায় করিতেন, যেখানে জিনগণ তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়াছিল প্রভৃতি অনুরূপ জায়গা। তাঁহার স'াহ'াবীগণ যেমন হাম্‌যাঃ, 'উমার এবং 'আলী, তাঁহার পুত্র ইব্‌রাহীম, তাঁহার স্ত্রী 'আইশাঃ, তাঁহার দাসী পত্নী মারিয়াঃ, ইঁহাদের স্মৃতি নির্দেশ করে এমন আরও জায়গা আছে। Chron. Mekka-তে এই সকল স্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে।

এইরূপে আল-হি'জাযে বহু সংখ্যক মসজিদ রহিয়াছে যাহা মহানবী (স'), তাঁহার পরিবার ও স'াহ'াবীগণের সংসর্গের কারণে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে এবং মুসলিম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। প্রাক্তন খৃস্টান দেশে উপাসনালয়গুলিকে কোন কোন ক্ষেত্রে বাইবেলে উক্ত নবী-রাসূলদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মস্‌জিদে রূপান্তরিত করা হয় (দেখুন, Le Strange, Palestine, স্থা.)। বাইবেলীয় ও মুসলিম ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট কিছু মসজিদের উল্লেখ করা যায়, যথাঃ জেরুযালেমে গির্জার প্রাঙ্গণে হযরত 'উমার (রা) কর্তৃক নির্মিত মস্‌জিদ, ১৭শ ১ম আয়াতে উল্লিখিত আল-মাসজিদু'ল-আক্‌'স'া নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। পূর্বকালে আল-মাসজিদু'ল-আক্‌'স'া নাম জেরুযালেমের সমগ্র হ'ারাম এলাকার জন্য ব্যবহৃত হইত। জেরুযালেমে মুসলিম ইতিহাসের কোন ঘটনার স্মৃতি বহন করে এমন মস্‌জিদও আছে; যেমন যায়তুন পাহাড়স্থিত (Mount of Olives) 'উমার (রা)-এর মস্‌জিদ—যেখানে তিনি ফিলিস্তীন ভ্রমণকালে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন (BGA, iii. 172)।

মিসরে যেখানে মূসা ('আ) আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছিলেন, সেখানে ইব্‌ন তু'লূনের মস্‌জিদ নির্মিত হয় বলিয়া উল্লেখ আছে (মাক্‌'রীযী, ৪খ, ৩৬); আল-কু'দা'ঈর মতানুসারে মিসরে মূসা ('আ)-এর চারটি মসজিদ ছিল (ইবন দুক্‌'মাক্‌', ed. Vollers, পৃ. ৯২) য়া'কূ'ব ও য়ূসুফ ('আ)-এর নামে একটি মসজিদ (BGA., iii, 200) এবং য়ূসুফের একটি কারাগার সেখানে নিশ্চিতরূপে খৃস্টানদের সময় হইতেই ছিল (মাক্‌'রীযী, ৪খ, ৩১৫)। মুন্‌য়াত ইবনু'ল-খাসীবে ইবরাহীম ('আ)-এর একটি মসজিদ ছিল (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ৫৮)। স'ান্‌'আর প্রধান মস্‌জিদ নূহ' ('আ)-এর পুত্র সাম কর্তৃক নির্মিত হয় (BGA. vii, 110)। মস্‌জিদে রূপান্তরিত ইস্‌ত'াখ্‌রের নিকটবর্তী প্রাচীন উপাসনালয় সুলায়মান ('আ)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট (মাস'উদী, মুরূজ, ৪খ, ৭৭; য়াকূ'ত, ১খ, ২৯৯)। কথিত আছে, কূফার মস্‌জিদে হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) ছাড়া আরও এক সহস্র নবী ও এক সহস্র ওস'ী উপাধিপ্রাপ্ত দরবেশ স'ালাত আদায় করিয়াছিলেন, এখানেই য়াক্‌'তীন বৃক্ষ ছিল (সূরাঃ ৩৭ঃ ১৪৬); এখানেই য়াগু'ছ' ও য়া'উক' প্রমুখ মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন এবং এই মসজিদই ইব্‌রাহীম, নূহ' ও ইদ্‌রীস ('আ)-এর ব্যক্তিগত উপাসনালয় ছিল (য়াকূ'ত, ৪র্থ, ৩২৫, ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ২১১ প.)। বহু সংখ্যক মসৃজিদ মহানবী (স')-এর স'াহ'াবীগণের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। এইরূপ সংসর্গের উপর কতটুকু গুরুত্ব প্রদান করা হইত তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, 'উমার (রা) জেরুযালেমের Charch of the Resurrection-এ এই ভয়ে স'ালাত আদায় করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন যে, পরে হয়ত গির্জাটি মসজিদরূপে দাবী করা হইবে।

৪। ধর্মীয় গৃহরূপে মস্‌জিদ ঃ প্রাথমিক যুগে মস্‌জিদ নির্মাণ সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে শাসনকর্তার এবং গোত্রসমূহের একটি সামাজিক কর্তব্য ছিল। ইসলামের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শাসকমণ্ডলী প্রদেশসমূহে মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, সিরিয়ার এক শাসনকর্তা ৩৯১/১০০০ সনের দিকে ৩,০০০ মসজিদ ও মেহমানখানা নির্মাণ করিয়াছিলেন (Mez, Renaissance des Islams, p. 24)। অনতিকালের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে নির্মিত কতকগুলি মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। গোত্রীয় ও দলীয় মস্‌জিদ ছাড়াও প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দ মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন যেগুলি তাঁহাদের কর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল, উদাহরণত মস্‌জিদ 'আদী ইব্‌ন হ'াতিম (ত'াবারী, ২খ, ১৭০) প্রভৃতি। একটি হ'াদীছ'

অনুসারে মস্‌জিদ নির্মাণ একটি ধর্মীয় কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়, "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যে একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ্‌ বেহেশতে তাহার জন্য একটি বাড়ী নির্মাণ করিবেন ;" কেহ কেহ ইহার সঙ্গে যুক্ত করে "যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনাই তাহার লক্ষ্য হয়" (Corpus Juris di Zaid b. 'Ali, ed. Griffini, No. 276; বুখারী, স'ালাত, বাব ৬৫ ; মুসলিম, মাসাজিদ, হ'াদীছ' ৪ ইত্যাদি)। অন্যান্য উপাসনালয়ের ন্যায় মস্‌জিদ কখনও স্বপ্নেপ্রাপ্ত বাণীর ফলে নির্মিত হইত। মস্‌জিদ মহানবী (স')-কে দর্শনের কৃতজ্ঞতাস্বরূপও নির্মিত হইয়া থাকিত (মাক্‌'রীযী, ৪খ, ২০৯)। প্রাচীন লিপি সংগ্রহ এবং ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে, কত দ্রুত মস্‌জিদের সংখ্যা সেখানে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মিসরে আল-হ'াকিম ৪০৩/১০১২-৩ সনে কায়রোর মস্‌জিদের একটি শুমারী গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহাতে দেখা গিয়াছে, সেখানে আট শত মস্‌জিদ ছিল (মাক্‌'রীযী, ৪খ, ২৬৪); ইব্‌ন জুবায়র (পৃ. ৪৩) অবহিত ছিলেন যে, আলেকজান্দ্রিয়াতে ১২,০০০ অথবা ৮,০০০ মস্‌জিদ ছিল। য়া'কূ'বীর সময় বাগদাদের মস্‌জিদের সংখ্যা ৩০,০০০ দেখা যায় (BGA, vii, 250), বসরাতে যিয়াদ ৭টি মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন (BGA, v, 191), এই সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য অতিরঞ্জিত বলিয়াও ধারণা করার কারণ আছে (BGA, vii, 361)। দামিশ্‌কে ইব্‌ন 'আসাকির (মৃ. ৫৭১/১১৭৬) নগরের মধ্যে ২৪১টি এবং বাহিরে ১৪৪টি মস্‌জিদ গণনা করিয়াছেন, (JA, Ser. 9, vii. 383)। পলের্মোতে ইব্‌ন হ'াওক'াল তিন শতের উপরে এবং একটি গ্রামে আরও ২০০ মস্‌জিদ গণনা করিয়াছেন। প্রত্যেকে নিজের জন্য একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করিতে চাহিতেন, (য়াকূ'ত, ১খ, ৭১৯ ; ৩খ, ৪০১, ৪১০)। য়া'কূ'বী উল্লেখ করিয়াছেন, বাগদাদে ট্যাক্স অফিসের আনুবারী কর্মচারীদের জন্য একটি মস্‌জিদ ছিল (BGA, vii, 245) এবং কতিপয় খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিজস্ব মস্‌জিদ ছিল। এইরূপ নির্মিত মস্‌জিদগুলির নাম প্রায়ই সেগুলির প্রতিষ্ঠাতাদের নামানুসারে রাখা হইত। কখনও মস্‌জিদে অবস্থানকারী কোন ওয়ালী-দরবেশের নামানুসারে উহার নাম রাখা হইত (মাক্‌'রীযী, ৪খ, ৯৭, ২৬৫ প.)। কখনও মস্‌জিদ উহার স্থান অথবা দালানের কোন বৈশিষ্ট্য হইতেও নাম গ্রহণ করিয়া থাকিত।

(গ) 'ইবাদাতের কেন্দ্ররূপে মস্‌জিদ

১। মস্‌জিদের পবিত্রতা ঃ ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলির মস্‌জিদের ইতিহাস উহার পবিত্রতার নিদর্শন প্রদর্শন করে; কারণ মস্‌জিদ স'ালাতের স্থান হিসাবে উহাকে পবিত্র জ্ঞান করা ও পবিত্র রাখার প্রচেষ্টাই স্বাভাবিক। বায়তুল্লাহ্‌ "আল্লাহ্‌র ঘর" বাক্যাংশটি প্রথমে কেবল কা'বার জন্য ব্যবহৃত হইত, কিন্তু পরবর্তীকালে যে কোন মস্‌জিদের প্রতি উহার প্রয়োগ হইতে দেখা যায়।

মসজিদে মিহ্‌'রাব ও মিম্বার (নীচে দেখুন) বিশেষ পবিত্রতার অধিকারী, বিশেষত মদীনার মসজিদ নাবাব'ীতে। কোন কোন মস্‌জিদে প্রায়ই বিশেষ ধরনের পবিত্রতার অধিকারী কিছু জায়গা ছিল। যথাঃ কু'বা' ও মদীনার মস্‌জিদদ্বয়ে—যেখানে মহানবী (স') স'ালাতের সময় দাঁড়াইতেন, সেই স্থানগুলিকে বিশেষভাবে পবিত্র মনে করা হয় ও যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয় (বালাযু'রী, পৃ. ৫; বুখারী, স'ালাত, বাব ৯১ ; Wustenfeld, Medina, p. 65; তু. ঐ. ৮২, ১০৯)। অন্যান্য মস্‌জিদের যে সকল স্থানে কোন সূ'ফী-সাধক উপবেশন করিতেন অথবা যেখানে কোন স্বর্গীয় অন্যান্য সাধারণ দৃশ্য সংঘটিত হইত, যেমনঃ 'আম্‌রের মস্‌জিদ এবং আয্‌হার মস্‌জিদ (মা'করীযী, ৪খ, ১৯, ৫২) অথবা জেরুযালেমের মস্‌জিদ (মাক'দিসী, BGA, ৩খ, ১৭০); সে সকল জায়গা বিশেষরূপে বিয়ারত করা হইত। ধর্মপ্রাণ দর্শকবৃন্দ মস্‌জিদের এরূপ জায়গাসমূহের ত'াওয়াফ (দ্র.) করিত।

মস্‌জিদের পবিত্রতা সংক্রান্ত বিশ্বাসের স্বাভাবিক পরিণতি এইরূপ আকার ধারণ করে যে, কেহ মস্‌জিদে যেভাবে খুশী সেভাবেই প্রবেশ করিতে পারিত না। উমায়্যাদের প্রাথমিক যুগে খৃস্টানদের জন্যও মস্‌জিদে প্রবেশের অনুমতি ছিল (দ্র. ল্যামেন্‌স, মু'আবি'য়াঃ পৃ. ১২ প.)। পরবর্তীকালে খৃস্টানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

কতিপয় হ'াদীছ' অনুসারে শাস্ত্রীয় পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকে (নাপাকী অবস্থায়) কোন ব্যক্তি মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে পারে না এবং একমাত্র পবিত্র ব্যক্তিই মস্‌জিদে প্রবেশ দ্বারা ছ'াওয়াব (পুণ্য) লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে পারে এবং ইহা বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মস্‌জিদে বসিয়া উযূ ও ক্ষৌরকর্ম করা যাইবে না।

মস্‌জিদে থুথু ফেলা উচিত নয়, যদিও কতিপয় হ'াদীছ' মুতাবিক 'কি'ব্‌লার দিকে ফেলিবে না, প্রয়োজনে কেবল নিজের বাম দিকে ফেলা যায়' (বুখারী, স'ালাত, বাব ৩৩ প.)। মস্‌জিদের অভ্যন্তরে জুতা খুলিয়া প্রবেশের প্রথা হযরত 'উমার (রা)-এর সময় প্রবর্তিত হয় (ত'াবারী, ১খ, ২৪০৮)।

যাঁহারা জুতা খুলিয়া মস্‌জিদে প্রবেশের বিধান দেন, তাঁহারা সূরাঃ ত'াহা-র ১২ আয়াতের উপর নির্ভর করেন—"অতএব তোমার জুতা জোড়া খোল, নিশ্চয় তুমি পবিত্র তু'ওয়া প্রান্তরে আছ।" মস্‌জিদে প্রবেশকালে ডান পা আগে রাখা এবং নির্ধারিত প্রার্থনা (দু'আ) বাক্য উচ্চারণ করা [যাহা হযরত মুহ'াম্মাদ (স') করিতেন বলিয়া হ'াদীছে' আছে] বিধেয় এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া দুই রাক'আত স'ালাত আদায় করা বিশেষ ছ'াওয়াবের কাজ (বুখারী, স'ালাত, বাব ৪৭ এবং অন্যান্য)। মস্‌জিদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কিছু বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত হয়, যাহার উদ্দেশ্য ছিল স'ালাতের স্থান 'আল্লাহ্‌র গৃহের' মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা। হারান পশু সম্পর্কে কেহ মস্‌জিদের অভ্যন্তরে সাধারণ ঘোষণা করিতে পারিবে না, যেরূপ বেদুইনগণ তাহাদের পরিষদ ভবনে করিত এবং কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে পারিবে না যাহাতে কাহারও 'ইবাদাতে ব্যাঘাত ঘটে (বুখারী, স'ালাত, বাব ৮৩ এবং অন্যান্য)। শুক্রবারের জুমু'আর স'ালাতের জন্য উত্তম বস্ত্র পরিধান, দেহে তৈল মর্দন এবং সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের নির্দেশ আছে (বুখারী, জুমু'আঃ, বাব ৩, ৬, ৭, ১৯)।

নৈতিকতাবাদীদের মনে মহিলাদের মস্‌জিদে প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে, অনেকেই মস্‌জিদে তাহাদের প্রবেশ পসন্দ করিতেন না। একটি হ'াদীছে'র মর্মানুযায়ী অপ্রীতিকর পরিস্থিতি (ফিত্‌নাঃ) সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকিলে তাহাদিগকে মস্‌জিদে যাইতে বাধা দেওয়া যাইবে না, কিন্তু তাহারা সুগন্ধি দ্রব্য লাগাইয়া কখনও মস্‌জিদে প্রবেশ করিবে না (মুসলিম, স'ালাত, বাব ২৯ ; বুখারী, জুমু'আঃ, বাব ১৩), স'ালাতের পরে পুরুষের আগে তাহাদিগকে মস্‌জিদ ত্যাগ করিতে হইবে (আন-নাসা'ঈ, সাহ্‌ও, বাব ৭৭ ; তু. আবু দাঊদ, স'ালাত, বাব ১৪, ৪৮)। কোন কোন সময় মস্‌জিদের

একটি বিশেষ অংশ তাহাদের জন্য ঘিরিয়া পৃথক রাখা হইত। মহিলাগণ তাহাদের রজঃস্রাবকালে মসজিদে অবশ্যই প্রবেশ করিতে পারিবে না (আবূ দাঊদ, ত'াহারাত, বাব ৯২, ১০৩ এবং অন্যান্য)।

যদিও মসজিদ পবিত্র স্থান, তবু সাধারণ সমাবেশের জায়গা হিসাবে ইহার পুরাতন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় নাই, ফলে 'ইবাদাত ছাড়াও অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করা হয়। মস্‌জিদে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। পথিকগণ মস্‌জিদে বসিয়া একে অপরের সহিত কথোপকথন করিতে পারিত এবং তাহাদের মস্‌জিদে রাত্রি যাপনের অধিকার ছিল (নীচে দেখুন গ, ২য়)। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকেরা মস্‌জিদে আহারাদিও করিত এবং উহাতে শারী'আতসম্মত ভোজন দেওয়া হইত (যেমন—মাক্‌রীযী, ৪খ, ৬৭, ১২১ প.; তু. ইব্‌ন মাজাঃ, আত্‌'ইমাঃ, বাব ২৪, ২৯; আহ্‌'মাদ ইব্‌ন হা'ম্বাল, ২খ, ১০৬, ১০ নিম্ন হইতে)। আশ্‌-শীরাযীর (মৃ. ৪৭৬/১০৮৩) বিশেষ ধর্মানুরাগের নিদর্শনস্বরূপ ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি প্রায়ই মস্‌জিদে খাদ্য আনয়ন করিতেন এবং সেখানে তাঁহার শিষ্য সমভিব্যাহারে তাহা গ্রহণ করিতেন (Wustenfeld, Der Imam Schafi'i, iii. 298)।

২। স'ালাতের জায়গারূপে মস্‌জিদ; জুমু'আঃ মস্‌জিদঃ 'ইবাদাতের স্থানস্বরূপ মস্‌জিদগুলি প্রথমত 'এইরূপ গৃহ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা উহা নির্মাণ করিতে এবং উহাতে তাঁহার নাম স্মরণ করিতে অনুমতি দিয়াছেন' (সূরাঃ ২৪ঃ ৩৬) অর্থাৎ শারী-'আতের বিধান মুতাবিক আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতের জন্য, উপাসনার অনুষ্ঠানাদির জন্য (মানাসিক), স'ালাত কায়েম কল্পে সমাবেশের জন্য (জামা'আত) এবং অন্যান্য ধর্মীয় কার্য সমাধা করার জন্য (দ্র. Chron. Mekka. ৪র্থ ১৬৮)। মস্‌জিদসমূহ মা'আবিদ (মাক্‌রীযী, ৪খ, ১১৭, ১৪০) বা 'ইবাদাতের স্থান। রাসূল কারীম (স') সফর হইতে আসিয়া প্রথমে মস্‌জিদে গমন করিয়া দুই রাকা'আত স'ালাত আদায় করিতেন। ইহা একটি সুন্নাত, অনেকেই অন্যান্য সুন্নাতের ন্যায় ইহাও পালন করেন (বুখারী, স'ালাত, বাব ৫৯ প.)। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত স'ালাত, যাহা অন্যত্র যে কোন স্থানে আদায় করা যাইত, মস্‌জিদে আদায় করা হইলে অধিক ছ'ওয়াব লাভ করা যায়। জামা'আতের সহিত এক রাকা'আত স'ালাত বাড়ী কিংবা দোকানে একাকী আদায়কৃত স'ালাত অপেক্ষা বিশ অথবা পঁচিশ গুণ বেশী ছ'ওয়াবের যোগ্য (মুসলিম, মাসাজিদ, হ'াদীছ' ২৪৫; বুখারী, স'ালাত, বাব ৮৭, বুয়ূ', বাব ৪৯)। এমন হ'াদীছ'ও রহিয়াছে যাহা ঘরে অথবা একাকী ফরয স'ালাত আদায়ের নিন্দা করে ঃ "যাহারা তাহাদের গৃহে স'ালাত আদায় করে তাহারা নিজেদের নবীর সুন্নাঃ পরি-ত্যাগ করে" (মুসলিম, মাসাজিদ, হ'াদীছ' ২৫৭; তু. বুখারী, স'ালাত, বাব ৫২)। অতএব জামা'আতে ফরয স'ালাত কায়েমের জন্য মস্‌জিদে গমন করা বিশেষ ছ'ওয়াবের কাজ, কারণ যে কেহ এই উদ্দেশ্যে মস্‌জিদের দিকে অগ্রসর হইবে সে তাহার প্রতি পদক্ষেপের জন্য গুনাহ্‌ হইতে মুক্তি লাভ করিবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে শেষ বিচারের দিনে আশ্রয় দান করিবেন এবং ফিরিশ্‌তাগণও তাহার সহায়তা করিবেন (মুসলিম, মাসাজিদ, হ'াদীছ' ৪৯-৫১; বুখারী, স'ালাত, বাব ৮৭ এবং অন্যান্য)।

বিশেষ করিয়া শুক্রবারের জুমু'আর স'ালাতের (স'ালাতু'ল-জুমু'আঃ) জন্য জামা'আত অপরিহার্য এবং উহা মসজিদেই আদায় করা যায় এবং প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন পুরুষ মুসলিমের জন্য এই স'ালাত অবশ্য কর্তব্য (দ্র. Juynboll, Handbuch, p. 86; Guidi, Sommario del Diritto Malechita, i. 125 প.)। এই স'ালাতের উল্লেখ সূরাঃ ৬২ঃ ৯-এ রহিয়াছে। প্রাথমিক যুগে জুমু'আর গুরুত্ব এই তথ্য হইতে জানা যায় যে, সাধারণত গোষ্ঠীয় বা নির্দিষ্ট মস্‌জিদে ওয়াক্তিয়্যাঃ স'ালাত আদায় করিলেও জুমু'আর স'ালাতের জন্য সকলে এলাকার প্রধান মস্‌জিদে একত্র হইত এবং খালীফা কর্তৃক নিযুক্ত ইমামের পিছনে স'ালাত আদায় করিত। এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মস্‌জিদ বৃহদায়তনের হইত এবং উহার একটি বিশিষ্ট নাম দেওয়া হইত। ইহাকে বলা হইত ঃ আল-মাস্‌-জিদু'ল-আ'জ'াম, আল-মাস্‌জিদু'ল-আক্‌বার, আল-মাস্‌জিদু'ল-কাবীর, মাস্‌জিদু'ল-জুমু'আঃ, মাস্‌জিদ লিল্‌-জামা'আঃ, আল-মাসজিদু'ল-জামি' এবং সংক্ষিপ্তরূপে আল-জামা'আঃ ও বিশেষত আল-জামি'। যেহেতু এই স'ালাতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল খুত্‌'বাঃ, তাই এই মস্‌জিদকে মাস্‌জিদু'ল-খুত্‌'বাঃ, জামি'উ'ল-খুত্‌'বাঃ অথবা মাস্‌জিদু'ল-মিন্‌বারও বলা হইত। নামের এই বিভিন্নতা কেবলমাত্র শাব্দিক, হযরত 'উমার (রা)-এর সময় শুক্রবারের অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিটি শহরে মাত্র একটি করিয়া আল-মাস্‌জিদু'ল-জামি' ছিল। কালে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল তখন শুক্রবারের (জুমু'আর) অনুষ্ঠানের জন্য বহু সংখ্যক মস্‌জিদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ফলে গ্রামে অন্তত একটি এবং শহরে কয়েকটি করিয়া জুমু'আঃ মস্‌জিদের প্রয়োজন অনুভূত হয়। উভয় ক্ষেত্রে ইহার অর্থ পুরাতন অবস্থার একটি বড় রকমের পরিবর্তন। প্রথম দিকে গ্রামে জুমু'আঃ প্রতিষ্ঠা ও শহরে একাধিক মস্‌জিদে জুমু'আঃ আদায়ের প্রশ্নে কিছু পরিমাণ অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইয়াছিল। শুক্রবারের জুমু'আঃ অনুষ্ঠান মুসলিমগণের শাসনকর্তাকে বা তাঁহার প্রতিনিধিকে পরিচালনা করিতে হইত।

গ্রাম সম্পর্কে কথা এই যে, মিসরে 'আম্‌র ইব্‌নু'ল-'আস' গ্রামের (আল-কু'রা) অধিবাসীদিগকে জুমু'আঃ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন (মাক্‌রীযী, ৪র্থ, ৭)। পরবর্তীকালে গ্রামসমূহে মিম্বার ব্যতীত একমাত্র যষ্ঠি হাতে লইয়া জুমু'আর খুত্‌'বাঃ দেওয়া হইত। তারপর মারওয়ান ১৩২/৭৪৯-৫০ সালে মিসরীয় কু'রাতেও মিম্বার প্রবর্তন করেন (ঐ, পৃ. ৮) এবং মিম্বারসহ একটি গ্রামকে ক'র্‌য়াঃ জামি'আঃ বলা হইত (বুখারী, জুমু'আঃ, বাব ১৫)। মারওয়ান মিসরীয় গ্রামে মিম্বার প্রবর্তন দ্বারা বাহ্যত অন্যান্য এলাকার অনুকরণ করিয়াছেন। চতুর্থ শতাব্দীতে ইব্‌ন হা'ওক'াল ইস্‌'ত'াখ্‌র জিলায় বহু সংখ্যক মিম্বারের (BGA. ii. 182 p.) এবং মার্‌ও-এর নিকটে (ঐ, পৃ. ৩১৬) ও ট্রান্সঅক্সানিয়ায় (ঐ, পৃ. ৩৭৮; তু. পৃ. ৩৮৮) কিছু সংখ্যক মিম্বারের উল্লেখ করেন। আল-মাক্‌দিসী পারস্যের অন্যান্য জিলা সম্পর্কেও অনুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন (BGA, iii. 309, 317) এবং তিনি নিশ্চিতরূপে বলেন যে, ফিলিস্তীনের (কু'রা) গ্রামগুলি ম'াত্তু মানাবির (মিম্বারযুক্ত) (ঐ, পৃ. ১৭৬; তু. ১খ, ৫৮), বালাযু'রী (পৃ. ৩৩১) হি. ২৩৯ খৃ. নির্মিত একটি গ্রাম্য মস্‌জিদের জন্য 'মিম্বার' নামও ব্যবহার করিয়াছেন; সাধারণত কেহ কু'রা সম্পর্কে বলিতে গেলে মানা-বিরের (মিম্বারসমূহের) কথা বলিয়া থাকে, জাওয়ামি'-এর [জামি' মাস্‌জিদসমূহের] নহে (দ্র. BGA, i. 63)। পরে 'মাস্‌জিদ জামি'' নামটি গ্রাম্য মস্‌জিদের জন্যও ব্যবহৃত হইয়াছে (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ২১৭)। হ'ানাফী ফাক'ীহগণ বড় বড় শহরেই কেবল শুক্রবারের

জুমু'আঃ পড়ার অনুমতি দিয়া থাকেন, কারণ প্রথম যুগে এই ব্যবস্থাই চালু ছিল (দ্র. আল-মাওয়ার্দী, আল-আহ্'কামু'স্-সুল্ত'ানিয়্যাঃ, ed. Enger, পৃ. ১৭৭)।

শাফি'ঈগণ প্রতিটি শহরে মাত্র একটি করিয়া মস্জিদে শুক্রবারের অনুষ্ঠান পরিচালনার অনুমতি দিয়া থাকেন (দ্র. জুমু'আঃ প্রবন্ধ; আল-মাওয়ার্দী, পৃ. ১৭৮ প.) কিন্তু এই শর্তে যে, মস্জিদে সমস্ত লোকের স্থান সংকুলান হইতে হইবে। ৫৬৯/১১৭৪ সালে স'ালাহ'দ্-দীন মিসরের শাসনকর্তা হইলে তিনি একজন শাফি'ঈকে প্রধান ক'াদ'ী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, অতঃপর সর্ববৃহৎ হিসাবে একমাত্র হ'াকিম মসজিদেই শুক্রবারের জুমু'আর স'ালাত অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু ৬৬৫/১২৬৬ সালে আল-মালিকু'জ'-জ'াহির বায়বার্স্ হ'ানাফী-দিগের মতামতের প্রাধান্য দিয়াছিলেন, ফলে অনেক মস্জিদই জুমু'আঃ মস্জিদ হিসাবে ব্যবহৃত হইত (মাক্'রীযী, ৪র্থ, ৫২ প.; আস্-সুয়ূত'ী, হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ২খ, ১৪০; Quatremere, Hist. Sult. Maml., 1/ii. 39 প.)। উমায়্যাঃ যুগে এবং 'আব্বা-সিয়াঃ যুগের কিয়দংশে শহরে শহরে জ্বামি' মস্জিদের সংখ্যা নেহাত অল্প ছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের ভৌগোলিকগণ সাধারণভাবে শহরের বর্ণনায় একমাত্র 'জ্বামি''র উল্লেখ করেন। শহর পরিকল্পনার পুরাতন পদ্ধতির সহিত মিল রাখাতে ইহা প্রায়ই শহরের মধ্যখানে ব্যবসায় কেন্দ্র পরিবেষ্টিত থাকিত এবং দারু'ল-ইমারাঃও প্রায়শ প্রধান মস্জিদ সংলগ্ন হইত (BGA, ii. 298, 314; iii. 426)।

কিন্তু বসরাতে আল-মাক্'দিসী (৩৭৫/৯৮৫) তিনটি জ্বামি' মস্-জিদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (BGA, iii. 117)। য়া'কূ'বী (২৭৮/৮৯১) বাগদাদের দুইটি জ্বামি'র উল্লেখ করিয়াছেন; একটি শহরের পূর্বাংশে আর একটি শহরের পশ্চিমাংশে। ২৮০/৮৯৩ সালের পরে খলীফার পূর্বদিকস্থ প্রাসাদের জ্বামি' উহাতে যোগ হয় (Mez. Renaissance, p. 388)। আল-খাত'ীবু'ল-বাগ্দাদী ৪৬০/১০৫৮ সালে পশ্চিম বাগ্দাদে ৪টি এবং পূর্বাংশে ২টি জ্বামি' মস্জিদের বর্ণনা দিয়াছেন। ইব্ন জুবায়র ৫৮১/১১৮৫ সালে পূর্বাংশে ৩টি এবং সমগ্র বাগ্দাদে ১১টি জ্বামি' মস্জিদের বর্ণনা দিয়াছেন। কায়রোতে ইস্'ত'াখ্রী দুইটি জ্বামি', 'আম্র ও তূ'লূন মস্জিদের বর্ণনা দিয়াছেন (BGA, i. 49)। তাহা ছাড়া আল-ক'ারাফাতে, যাহাকে একটি পৃথক শহর মনে করা হয়, একটির কথা লিখিয়াছেন। আল-মাক্'দিসী ফাতি'মী বিজয়ের অল্পকাল পরেই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন (৩৭৫/৯৮৫)। তিনি 'আম্র ও তূ'লূন মস্জিদদ্বয়, আল-ক'াহিরার নূতন মস্জিদ (আল-আয্হার), আল-জাযীরাঃ, জীযাঃ ও আল-ক'ারাফার একটি জ্বামি' মস্জিদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (BGA, iii. 190-200, 209)। যেহেতু এই জায়গাগুলির সমস্তই মূলত পৃথক শহর ছিল, তাই এক শহরে কেবল একটি জ্বামি', এই নীতির বরখেলাফ হয় নাই। ফাতি'মীগণ জ্বামি' মস্জিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং পূর্বোল্লিখিত মস্জিদসমূহ ছাড়াও জ্বামি'উ'ল-হ'াকিম, আল-মাক'স ও রাশিদায় জুমু'আঃ প্রতিষ্ঠিত করেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ২ প.)। নাসি'র-ই-খুসরাও ৪৩৯/১০৪৭ সালে কায়রোর চারিটিসহ মিসরের সাতটি ও সর্বমোট পনেরটি জ্বামি'র উল্লেখ করিয়াছেন (ed. Schefer, p. 134 প., 147)। ইহা ৫৬৯/১১৭৪ সালে স'ালাহ'দ্-দীন কর্তৃক পরিবর্তিত হয় (উপরে দেখুন), কিন্তু সেনাবাহিনীর ছাউনিসমূহ পৃথক শহর হিসাবে গণ্য হওয়ায় সেখানে তাহাদের নিজস্ব জ্বামি' মস্জিদ কায়েম থাকে।

জুমু'আর স'ালাত কেবল একটি মস্জিদে আদায় করার যে হুকুম ছিল তাহা কিছুটা শিথিল করা হইলে মিসর ও সিরিয়ায় জুমু'আ মস্জিদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়।

ইব্ন দুক্'মাক' (প্রায় ৮০০/১৩৯৮ সালে) কায়রোর মাত্র আটটি জ্বামি' মস্জিদের একটি তালিকা দিয়াছেন, কিন্তু এই তালিকা স্পষ্টত অসম্পূর্ণ (সর্বশুদ্ধ তিনি বিশের কিছু উপরে, তাঁহার গ্রন্থের যে অংশ এখনও বর্তমান আছে, উহাতে উল্লেখ করিয়াছেন); আল-মাক্'রীযী (মৃ. ৮৪৫/১৪৪২) ১৩০টি জ্বামি' মস্জিদের বর্ণনা দিয়াছেন (৫খ, ২ প.)। দামিশ্কে ইব্ন জুবায়র শুধু একটিমাত্র 'জ্বামি'র' কথা বলেন, কিন্তু আন-নু'আয়মী (মৃ. ৯২৭/১৫২১) বিশটি জ্বামি' মস্জিদের বর্ণনা দিয়াছেন (JA, ser, 9, vii. 231 প.); ইব্ন বাত্'তূ'ত'ার মতানুসারে দামিশ্ক অঞ্চলের সকল গ্রামে মস্জিদ জ্বামি'আঃ ছিল (১খ, ২৩৬)। মাক্'রীযীতে সর্বদা জ্বামি' শব্দ এইরূপ মস্জিদের অর্থ প্রকাশ করে যেখানে জুমু'আর স'ালাত অনুষ্ঠিত হইত (৬খ, ৭৬, ১১৫ প.), কিন্তু তাঁহার সময় ইহা দ্বারা যে কোন বৃহদাকার মস্জিদ বুঝাইত। ৭৯৯ হি. হইতে আল-আকমারে জুমু'আর স'ালাত অনুষ্ঠিত হইত, যদিও আর একটি জ্বামি' উহার পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল, তিনি স্বয়ং ইহার সমালোচনা করিয়াছেন (৪খ, ৭৬; তু. ৮৬)।

জ্বামি' মস্জিদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি ভাষাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। ৮ম শতকের শিলালিপিতে বৃহৎ মস্জিদকেও মস্জিদ বলা হইয়াছে, নবম শতকে উহাদের অধিকাংশই জ্বামি' নামে অভিহিত হইয়াছে (সমগ্র প্রশ্নটির উপরে দ্র., van Berchem, Corpus, i. 173 প.); এবং যেহেতু এখন মাদ্রাসাঃ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে শুরু করিয়াছে এবং মাঝে মাঝে জ্বামি' নামেও অভিহিত হইতেছে, সুতরাং মস্জিদ শব্দের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে যদিও ইহা যে-কোন মস্জিদকে বুঝাইতে পারে, তবুও ইহা বিশেষরূপে ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন মস্জিদের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেখানে ইব্ন দুক্'মাক' জাওয়ামি', মাদারিস, ইত্যাদি ছাড়া ৪৭২টি মস্জিদের উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে আল-মাক্'রীযী মাত্র উনিশটির বর্ণনা দিয়াছেন। অবশ্য তিনি ইহাতে আল-ক'ারাফাকে গণনা করেন নাই, যাহাতে সম্ভবত ইহাই বুঝায় যে, সেগুলি তাঁহার নিকট তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় নাই। আধুনিক 'আরবী ভাষায় জ্বামি' যে কোন আকারের মস্জিদকেই বুঝায়, অন্তত মিসরে ইহাই প্রচলিত। অনেক জুমু'আঃ মস্জিদের মধ্যে একটি সাধারণত প্রধান মস্জিদ হিসাবে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইতে দেখা যায়। ফলে আল-জ্বামি'উ'ল-আ'জ'াম পরিভাষাটির প্রচলন শুরু হয় (ইব্ন বাত্'তূ'ত'াঃ, ২খ, ৫৪, ৯৪; তু. পুরাতন আল-মাস্জিদু'ল-আ'জ'াম, ঐ, পৃ. ৫৩)।

৩। মস্জিদে অন্যান্য ধর্মীয় কার্য: মস্জিদে 'আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা' কেবল নিয়মিত স'ালাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কু'রআন তিলাওয়াত প্রথম হইতেই একটি আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় কার্যরূপে বিবেচিত হইত। আল-মাক্'দিসী নায়সাবূর ও কায়রোর মস্জিদসমূহের তিলাওয়াতের হ'াল্ক'ার কথা বলিয়াছেন (BGA, iii. 205, 328) এবং ইব্ন জুবায়র দামিশ্ক সম্পর্কেও অনুরূপ বিবরণ দিয়াছেন। কু'রআন তিলাওয়াত ব্যতীত সেখানে আল্লাহ্র গুণগান ইত্যাদি হইত, এই সকলই যি'ক্র শ্রেণীভুক্ত এবং বিশেষরূপে সূফীরা এই ধরনের কার্যের অনুশীলন করিত। এই ধরনের যি'ক্র অতীতে মস্জিদেও অনুষ্ঠিত হইত (আল-মাক্কী, কূ'তু'ল-কু'লূব, ১খ, ১৫২)। উমায়্যাদের মস্জিদে এবং দামিশ্কের অন্যান্য মস্জিদে

শুক্রবার ভোরে যি'ক্র অনুষ্ঠিত হইত (মাক্'রীযী, ৪খ, ৪৯)। মিসরে আহ্'মাদ ইব্ন তু'লূন এবং খুমারাওয়ায়হ্ দ্বাদশ ব্যক্তিকে মিনারের সন্নিকটস্থ এক স্থানে আল্লাহ্র যি'ক্র করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং পালাক্রমে রাত্রিকালে তাহাদের চারিজন কু'রআন ও ধর্মীয় ক'াস'ীদাঃ আবৃত্তিসহ আল্লাহ্র যি'ক্র করিতে থাকিত। স'ালাহ্'দ-দীনের সময় হইতে রাত্রিকালে মু'আয্'যি'নগণ কর্তৃক একটি সুন্নী 'আক'ীদাঃসম্বলিত দু'আ' পঠিত হইত (ঐ, ৪খ, ৪৮)। মস্জিদ এবং বিশেষত মাযারে নিয়মিতরূপে নিযুক্ত কু'রআন পাঠক থাকিত। এতদ্ব্যতীত হেব্রোন এবং দামিশ্কের মসজিদে একজন শায়খ থাকিতেন যাহাকে তিন মাসের জন্য বুখারী (অথবা মুসলিমও) পাঠ করিতে হইত (Sauvaire, Hist. Jersu. Hebr., p. 17; JA, ser. 9, iii. 261)।

ধর্মীয় বক্তৃতা কেবল স'ালাতু'ল-জুমু'আর সময়ই প্রদত্ত হইত না, কথিত আছে যে, ইরাকে, এমন কি আল-মাক'দিসীর সময়েও, ইব্ন 'আব্বাসের সুন্নাঃ অনুসারে প্রতিদিন ভোরে একটি করিয়া বক্তৃতা প্রচারিত হইত, (BGA, iii, 130)। ইব্ন জুবায়র বাগদাদের নিজ'ামিয়্যাতে শুক্রবার 'আস্'রের পর শাফি'ঈ অধ্যক্ষকে মিম্বারের উপর ওয়া'জ' করিতে শুনিয়াছেন। তাঁহার ধর্মীয় বক্তৃতার সহিত চেয়ারে উপবেশনরত ক'ারীদের কু'রআন তিলাওয়াতও চলিত। তাঁহারা সংখ্যায় বিশজনের বেশী ছিলেন (ইব্ন জুবায়র, পৃ. ২১৯—২২২)। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নয় এমন ওয়া'জ' যাহা কেবল মস্জিদে প্রদত্ত হইত না, সাধারণত কু'স্'স'াস্' (ক'াস্'স'-এর বহুবচন) নামক একটি বিশেষ শ্রেণী দ্বারা প্রদত্ত হইত (এ সবের জন্য তু. Goldziher, Muh, Stud. ii. 161 প.; Mez, Die Renaissance des Islams, p. 314 প.)। কু'স্'স'াস' আধ্যাত্মিক ভাষণ দান করিত এবং জনপ্রিয় কাহিনী বলিয়া থাকিত। তাহাদিগকে মস্জিদে এই ধরনের বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুমতি দেওয়া হইত।

তামীম আদ্-দারী সম্বন্ধে কথিত হয় যে, তিনিই প্রথম মদীনায় হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাত আমলে খলীফার জুমু'আর স'ালাতের জন্য মস্জিদে প্রবেশের পূর্বে এইরূপ ভাষণ দান করিতেন এবং হযরত 'উছ্'মান (রা)-এর শাসনকালে তাঁহাকে মস্জিদে সপ্তাহে দুইবার করিয়া ওয়া'জ' করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। কায়রোর 'আম্রের মসজিদে হি. ৩৮ অথবা ৩৯ সালে (খৃ. ৬৫৮-৬৬০) একজন ক'াস'স' নিযুক্ত হন। ইনি ক'াদ'ীও ছিলেন (কিন্দী, উলাতু মিস্র, ed. Guest, পৃ. ৩০৩ প.)। সম্মিলিত দুইটি পদের আরও উদাহরণ রহিয়াছে যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ক'াস'স' পদটি পূর্ণ সরকারী ছিল। ফাতি'মীদের আমলেও মস্জিদে কুস্'স'াস' নিযুক্ত হইত (মাক্'রীযী, ৪খ, ১৮ প্রাগুক্ত)। 'আব্বাসী যুগে ইরাকের মস্জিদগুলিতেও কু'স্'স'াস্' নিয়োগের প্রমাণ রহিয়াছে (য়াকু'ত, উদাবা', ৪খ, ২৬৮; ৫খ, ৪৪৬)। ক'াস'স' প্রথমে দাঁড়াইয়া কু'র-আনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করিতেন, তারপর উহার ব্যাখ্যা ও ধর্মীয় আলোচনার জন্য বসিয়া পড়িতেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মনে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি করা (মাক্'রীযী, ৪খ, ১৮)। কু'স্'স'াস' 'আস্'হ'াবু'ল-কারাসী' নামে অভিহিত হইতেন, কারণ তাঁহারা কুরসীতে বসিয়া ভাষণ দান করিতেন (আল-মাক্কী, কু'তু'ল-কু'লূব, ১খ, ১৫২; ২খ, ২৮৮, ইবনু'ল-হ'াজ্জ, মাদ্খাল, ১খ, ১৫৯; তু. মাক্'রীযী, ৪খ, ১২১)। তাঁহাদের বক্তৃতা যি'ক্র অথবা ওয়া'জ' কিংবা মাও'ইজ'াঃ নামে কথিত ছিল, তাই ক'াস্'স'-কে মু্য'াক্কির (BGA, iii, 205) বা ওয়া'ইজ'ও বলা হইত। ইব্ন 'আব্দি রাব্বিহী কর্তৃক তাঁহাদের ভাষণের নমুনা প্রদত্ত হইয়াছে (আল-'ইক্'দু'ল-ফারীদ, কায়রো ১৩২১ হি., ১খ, ২৯৪ প.)। যাহারা সরকারীভাবে নিয়োজিত ছিলেন কেবল তাঁহারাই মস্জিদে এরূপ ভাষণ দিতেন না; সূ'ফীগণও বিভিন্ন মস্জিদের জনসমাবেশে বক্তৃতা দিতেন এবং নিজেদের চারিদিকে আগ্রহী শ্রোতা সংগ্রহ করিতেন (তু. মাক্'রীযী, ৪খ, ১৩৫)। অতঃপর ক'াস্'সে'র দায়িত্ব জনপ্রিয় সূ'ফী-বক্তাগণ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্তী লেখকবৃন্দ কদাচিৎ মুতাকাল্লিমূনের (কালামশাস্ত্রবিদ) মধ্যে 'কাহিনীকারদিগকে' হিসাব করিয়াছেন (আল-মাক্কী, কু'তু'ল-কু'লূব, ১খ, ১৫২)। কালক্রমে সমগ্র প্রথাটি প্রায় গল্পের আসরে পরিণত হইয়াছিল, যেমন মাক'ামাঃ সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় (দ্র. য়াকু'ত, উদাবা', ৬খ, ১৬৭, প. আরও দেখুন Mez and Goldziher. পূ. গ্র.)। এই কারণে আল-মাক্'রীযী আল-ক'াস'াসু'ল-খাস্'স'াঃ, (মসজিদের নিয়মিত ধর্মোপদেশ) এবং আল-ক'াস'াসু'ল-'আম্মাঃ (সাধারণ শ্রোতাদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে বর্ণিত কাহিনী), এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন এবং শেষোক্তটিকে 'মাক্রূহ' বলিয়াছেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ১৭; তু. আল-গ'াযালী, ইহ্'য়া', ১খ, ২৬, ১৩৪)। অন্যরাও কুস্'স'াসে'র (কাহিনীকারদের) প্রতি আপত্তি উত্থাপন এবং মস্জিদে তাহাদের কার্যাবলী সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করিয়াছেন। ৫৮০/১১৮৪-৫ সালের দিকেও বাগদাদের মস্জিদে ওয়া'জ'কারীদের প্রভাব ছিল, ইব্ন জুবায়রের রিহ্'লাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, (পৃ. ২১৯ প., ২২৪)। হিজরী নবম শতকে আয্হার মস্জিদে মাজালিসু'ল-ওয়া'জ' এবং হ'ালক'াঃ-ই-যি'ক্র অনুষ্ঠিত হইত (মাক্'রীযী, ৪খ, ৫৪; আরও দেখুন J. Pedersen, The Islamic Preacher. in Goldziher Memorial Volume, i. Budapest 1948, pp. 226 প.)।

সংসারের কাজকর্ম ত্যাগ করিয়া মস্জিদে 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করা সুন্নাত, যাহাকে ই'তিকাফ (দ্র.) বলা হয়। মহানবী (স') রামাদ'ান মাসের শেষ দশদিন মদীনার মস্জিদে ই'তিকাফের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিতেন (বুখারী, ই'তিকাফ, বাব ১; ফাদ'লু লায়লাতি'ল ক'াদ্র, বাব ৩), এবং যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেন সেই বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফে কাটাইয়াছিলেন, (ঐ, ই'তিকাফ, বাব ১৭)। যায়দ ইব্ন 'আলীর মতানুসারে একমাত্র প্রধান মস্জিদে (জামি') ই'তিকাফ পালন করা যায় (মুস্নাদ, যায়দ ইব্ন 'আলী, সংখ্যা ৪৪৭)। সূ'ফীদের মধ্যে প্রথাটি অব্যাহত এবং সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ কতক ধর্মপ্রাণ লোকও রহিয়াছেন যাঁহারা জীবনের কিয়দংশ অথবা সারাটি জীবন মস্জিদে অতিবাহিত করেন (আক'াম্ ফীহি, মাক্'রীযী, ৪খ, ৮৭, ৯৭)। মস্জিদে রাত্রিকালে জাগরিত থাকিয়া উপাসনা করার প্রথা প্রাথমিক যুগ হইতেই ইসলামে প্রবর্তিত হয়। হ'াদীছ' অনুসারে মহানবী (স') প্রায়শ স'াহ'াবী সমভিব্যাহারে মস্জিদে রাত্রিকালীন স'ালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করিতেন (বুখারী, জুমু'আঃ, বাব ২৯) এবং তাঁহার নির্দেশক্রমে 'আবদুল্লাহ্ ইবন উনায়স আল-আনস'ারী (রা) তাঁহার মস্জিদে 'ইবাদাতের মধ্য দিয়া একাদিক্রমে তেইশটি রাত্রি যাপনের নিমিত্ত মরুভূমি হইতে আসিয়াছিলেন (ইব্ন কুত'ায়বাঃ, মা-'আরিফ, ed. Wustenfeld, পৃ. ১৪২ প.)।

রামাদ'ান মাসের রাত্রিকালে মস্জিদে অনেক ধর্মীয় উৎসব হয়

এবং অন্য সময়ও যেমনঃ নববর্ষ, কখনও নূতন চাঁদ উঠাকালে এবং মাসের মধ্যখানে উৎসব হইয়া থাকে। এই সব উপলক্ষে মস্জিদকে সাজান হয়; সেখানে পানাহার চলে, সুগন্ধি দ্রব্য (লোবান আগরবাতি) পোড়ানহয় এবং যি'ক্র ও কি'রাআত অনুষ্ঠিত হয়।

জুমু'আর স'লাতের ফায'ীলাত পবিত্র রামাদ'ান মাসে অত্যধিক বিবেচিত হয়। ফাতি'মী যুগে খলীফা স্বয়ং জুমু'আর খুত'বাঃ দিতেন (মাক্'রীযী, ২য়, ৩৪৫ প.; ইব্ন তাগ্'রীবির্দী ২/২, সম্পা. Juynboll, পৃ. ৪৮২-৪৮৬ এবং ২/৭ সম্পা. Popper পৃ. ৩৩১—৩৩৩ দ্র.)। কোন ওয়ালী সংশ্লিষ্ট মসজিদে পূর্বে এবং বর্তমানে তাঁহার মাওলিদের (দ্র.) বিশেষ উৎসব পালিত হয়; সেসবও যি'ক্র, কি'রাআঃ ইত্যাদি দ্বারা উদ্যাপিত হয় (তু. Lane, Manners and Customs, ২৪ অধ্যায় প.)।

বিপদাপদের সময় মুসলিমগণ মস্জিদে গিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে কোন বড় বিপদের সময় প্রায় সকল মুস'ল্লী মস্জিদে গিয়া গুনাহ মাফের জন্য দু'আ' করিত, কান্নাকাটি করিত এবং কু'রআান সঙ্গে লইয়া মিছিল বাহির করিত। কথিত আছে, এই ধরনের মিছিলে য়াহূদী ও খৃস্টানগণও কোন কোন সময় অংশ গ্রহণ করিত (ইবন তাগ্'রীবির্দী, ২/২, সম্পা. Popper, p. 67; ইবন বাত্'তূ'ত'াঃ, ১ম, ২৪৩ প.; তু. Quatremere, Hist. Sult. Maml, ২/১ ৩৫, ৪০, ২/২, ২৯৯) অথবা মস্জিদে কিছুদিনের জন্য কোন পবিত্র গ্রন্থ, যথাঃ বুখারীর স'হ'ীহ' আবৃত্তি করা হইত (Quatremere, পৃ. গ্র., ২/২, ৩৫; আল-জাবারতী, 'আজাা'ইবু'ল-আছ'ার, ফরাসী অনুবাদ, ৬ষ্ঠ, ১৩)। মস্জিদে বসিয়া শপথ গ্রহণ করিলে তাহা বিশেষভাবে অলংঘনীয় বলিয়া গণ্য করা হইত। বিবাহ অনুষ্ঠানও ('আক্'দু'ন-নিকাহ') অনেক সময় মসজিদে হইয়া থাকে (খালীল, মুখ্তাস'ার, অনুবাদ Santillana, ii. 548; মাদ্খাল, ২খ, ৭২ প.; Snouck Hurgronje, Mecca, ii. 163 প.)

মৃতদেহ মস্জিদের অভ্যন্তরে আনয়ন করিয়া তথায় স'লাতু'ল-জানাাযাঃ আদায় করা যাইবে কিনা তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। হযরত 'আাইশাঃ (রা) বলিয়াছেন, মহানবী (স') সুহায়ল ইবন বায়দ'াা'র জানাাযার স'লাাত মসজিদে পড়িয়াছিলেন (মুসলিম, জানাা'ইয, হ'াদীছ' ৯৯; তু. ইব্ন সা'দ, ১/১, ১৪ প.)। আশ-শাাফি'ঈ ইহার অনুমতি দিয়াছেন; কিন্তু অন্যান্যরা ভিন্ন মত পোষণ করেন (দ্র. Juynboll, Handbuch, পৃ. ১৭০; খালীল, মুখ্তাস'ার, অনুবাদ Guldi, ১ম, ১৫১)।

৪। তীর্থকেন্দ্ররূপে মস্জিদ ঃ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর পবিত্র সমাধি মদীনার মস্জিদে নাবাব'ীতে অবস্থিত, উহা পরিদর্শন বিশেষ ছ'াওয়াবের কাজ। ওয়ালী-দরবেশগণের স্মৃতি যে সব মস্জিদে বিদ্যমান অথবা যে সব মস্জিদের পার্শ্বে তাঁহাদের মাযাার রহিয়াছে সেগুলি দর্শন করাও পরবর্তীকালে ছ'াওয়াবের কাজ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। যদিও একটি হ'াদীছে'র মর্মানুযায়ী মক্কার আল-মাস্জিদু'ল-হ'ারাম, মদীনার মাস্জিদু'ন-নাবাব'ী ও জেরুযালেমের আল-মাস্জিদু'ল-আক্'স'াা ব্যতীত অন্য কোন মস্জিদ-মাযাার ইত্যাদির জন্য সফ্র ইখ্তিয়াার করা ছ'াওয়াবের উদ্দেশ্যে উচিত নয় (বুখারী, ফাদ্'লু'স'-স'লাাত ফী মাস্জিদ মাক্কাঃ ওয়া'ল-মাদীনাঃ, বাব ১, ৬)।

মক্কার পথে তীর্থযাত্রা কু'রআানে হ'াজ্জের নির্দেশ দ্বারা কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হইয়াছে। কু'রআানে আল-মাস্জিদু'ল-আক্'স'ারও উল্লেখ আছে এবং উহা মুসলিমদের প্রথম কি'ব্লাঃ ছিল। রাসূল কারীম (স')-এর রাওদ'াঃ মুবাারাক যিয়াারাত করার উদ্দেশ্যেই মদীনা যাইতে হয়। মক্কা এবং মদীনার মস্জিদদ্বয় মুসলিমদের নিকট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। অবশ্য এই তিনটির মধ্যে মক্কার কা'বাঃ ও জেরুযালেমের আল-মাস্জিদু'ল-আক্'স'াা প্রাচীনতম বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে (মুসলিম, মাসাজিদ, হ'াদীছ' ১; Chron. Mekka, i. 301; JAOS, xv. 52)।

যদিও এই তিনটি মস্জিদ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল তথাপি আরও কিছু মস্জিদের গুরুত্বও স্বীকৃত ছিল, যেমন ঃ মদীনার কু'বাার মস্জিদ, কুফার মস্জিদ (আল-মদীনা দ্র.)। মক্কার কা'বাঃ হ'াজ্জের কারণে সর্বদা প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

(ঘ) মসজিদের সাজ-সরঞ্জাম

১। অট্টালিকার উন্নয়ন ঃ মক্কা ব্যতীত সকল প্রাচীন মস্জিদ যেমন উপরে বর্ণিত হইয়াছে (খ-১), প্রথমে একটি জু'ল্লাঃ (শামিয়ানা)-সহ সাধারণভাবে খোলা জায়গায় অবস্থিত ছিল। উক্ত জায়গা কখনও, যেমন আল-ফুস্ত'াতে ছিল, বৃক্ষ পরিবেষ্টিত এবং সাধারণত নুড়ি আচ্ছাদিত থাকিত। 'আরবগণ যতদিন তাহাদের আড়ম্বরহীন বাসস্থানে মিলিতভাবে অবস্থান করিয়া নিজেদের প্রাচীন ব্যবস্থাগুলিকে কায়েম রাখিয়াছিল ততদিন মাত্র এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। পরে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়।

হযরত 'উমার (রা) মদীনা ও মক্কার উভয় মস্জিদেই পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি ঐগুলির এলাকা পরিবর্তন করিয়া মানব দেহের পরিমাণ উচ্চ রৌদ্রে শুষ্ক ইটের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টন করেন। ফলে মদীনার মস্জিদের ন্যায় কা'বাতে ফিনাা' বা উন্মুক্ত অঙ্গনের সৃষ্টি হয় (বালাাযু'রী, পৃ. ৪৬; Chron. Mekka i. 306 প.; Wustenfeld, Medina, p. 68 প.)। হযরত 'উছ্'মান (রা)-ও এই মস্জিদদ্বয়ের পরিবর্ধন করেন। তিনি কর্তিত প্রস্তর ব্যবহার এবং প্রাচীর ও স্তম্ভে পলেস্তারা (জাস্'স') দ্বারা একটি গুরুত্বপূর্ণ নূতন জিনিসের প্রবর্তন করেন। চালাঘরের স্থানে, যাহা হযরত 'উমার (রা) কর্তৃক পরিবর্ধিত হইয়াছিল, তিনি স্তম্ভসহ হলঘর (আরবি'ক'াঃ, এক বচন রিওয়াাক') প্রতিষ্ঠা এবং প্রাচীরগুলিকে পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত করেন (বুখারী, স'লাাত, বাব ৬২; বালাাযু'রী, পৃ. ৪৬; Wustenfeld, Medina, p. 70)। সা'দ (রা) ইব্ন আবী ওয়াক্'কাাস'ও কুফার মস্জিদকে পুরাতন অনাড়ম্বরতা হইতে অব্যাহতি দান পূর্বক অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। হযরত 'উমার (রা)-এর নির্দেশক্রমে তিনি মস্জিদটিকে এইরূপ পরিবর্ধন করেন যে, উহা দাারু'ল-ইমাারাঃ (প্রশাসনিক দফতর)-র সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যায়। পারস্যের স্থপতিগণ দালানের জন্য ইট (আজুর্র্) ব্যবহার করিত, সা'দ (রা) ইব্ন আবী ওয়াক্'কাাস' পারস্যের অট্টালিকাসমূহ হইতে মস্জিদে ব্যবহারের জন্য এই সব ইট আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি হ'ীরা' অঞ্চলের গির্জাসমূহ হইতে সংগৃহীত স্তম্ভসমূহ মস্জিদে ব্যবহার করিয়াছিলেন, এই সকল স্তম্ভ পার্শ্বে না লাগাইয়া কেবল কি'ব্লাঃ প্রাচীরের বিপরীতে লাগান হইয়াছিল। সুতরাং মস্জিদের মূল পরিকল্পনাটি বজায় ছিল, যদিও স্তম্ভযুক্ত হলঘর এবং মূল জু'ল্লাঃ

(২০০ গজ প্রশস্ত) এক ও অভিন্ন। ইহা সাধারণ চালাঘরের পরিবর্তে নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহার উপাদান সকল দিক দিয়াই উচ্চমানের ছিল (ত'াবারী, ১খ, ২৪৯৪, ২৪৯৮ প.)। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, প্রাথমিক খলীফাগণের আমলেই উন্নত ধরনের স্থাপত্যের বিকাশ ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

উমায়্যাদের আমলে এই সকল প্রবণতা অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পায়। এমন কি মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর শাসনামলে তদীয় গভর্নর যিয়াদ কর্তৃক কূফার মস্‌জিদ পুনঃনির্মিত হইয়াছিল। তিনি জনৈক অমুসলিম স্থপতিকে, যিনি কিস্‌রার্‌ও কাজ করিয়াছিলেন, কার্যে নিয়োগ করেন। শেষোক্ত জন আল্-আহ্‌ওয়ায হইতে স্তম্ভ আনয়ন করিয়া ৩০ যি'রা' (গজ) উঁচু রাখিয়া সেগুলিকে সীসা ও লোহার বন্ধনী দ্বারা যুক্ত করেন এবং উহাদের উপরে একটি ছাদ নির্মাণ করেন। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীরের সঙ্গে স্তম্ভের নিমিত অনুরূপ হল (সু'ফ্‌ফাঃ, ও জু'লাঃ, বহুবচন জি'লাল) তিনি সংযুক্ত করিয়াছিলেন (ত'াবারী ১খ, ২৪৯২, ৬ প., তু. ২৪৯৪, ৭; য়াকূ'ত, মু'জাম, ৪খ, ৩২৪, ১প. বালাযু'রী, পৃ. ২৭৬)। অতঃপর আল-হ'াজ্জাজও মস্‌জিদের সহিত কিছু অংশ সংযুক্ত করিয়াছেন (য়াকূ'ত, ৪খ, ৩২৫ প.)। যিয়াদ বস্‌রাতেও অনুরূপ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি কি'ব্‌লাঃ দিকের সন্নিহিত স্থানে দারু'ল-ইমারাঃ নির্মাণ করেন। আল-হ'াজ্জাজ তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন, অন্যগণ পুনঃনির্মাণ করেন এবং পরিশেষে হারূনু'র-রাশীদ উহাকে মস্‌জিদে রূপান্তরিত করেন (বালাযু'রী, পৃ. ৩৪৭ প.; য়াকূ'ত, ১খ, ৬৪৩ প.)। মক্কাতেও ঐ সময় অনুরূপ কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। ইব্‌নু'য-যুবায়র এবং আল-হ'াজ্জাজ উভয়ই মস্‌জিদ সম্প্রসারণ করিয়াছেন এবং ইব্‌নু'য-যুবায়র প্রথম ব্যক্তি, যিনি প্রাচীরের উপর ছাদ নির্মাণ করেন; স্তম্ভগুলিকে 'আবদু'ল-মালিক সোনালী পদার্থ দ্বারা গিল্‌টি করান আর সেগুন কাঠের একটি ছাদ নির্মাণ করেন (Chron. Mekka, i. 307, 309)। 'আম্‌রের মসজিদ ৫৩/৬৭৩ সনে মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর অনুমতিক্রমে তদীয় গভর্নর মাস্‌লামাঃ ইব্‌ন মুখাল্লাদ্ কর্তৃক পূর্ব ও উত্তর দিকে সম্প্রসারিত হয়। প্রাচীরগুলিকে পলেস্তারা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ছাদগুলিকে নক্‌শা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়; ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এখানেও দক্ষিণ দিকের মূল চালাঘরটি উমায়্যা শাসনের প্রথম পর্যায়ে আচ্ছাদিত হলঘরে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ৭৯ হি. 'আব্‌দু'ল-মালিকের শাসনামলে ইহা আরও পরিবর্ধন সাধিত হয় (মাক্'রীযী, ৪খ, ৭, ৮; ইব্‌ন দুক্'মাক', ৪খ, ৬২)। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, উমায়্যা যুগের প্রথম দিকে প্রাথমিককালের অনাড়ম্বর মস্‌জিদসমূহের কিছু পরিবর্ধন এবং কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। উচ্চতর সভ্যতার অধিকারী বিভিন্ন দেশের শিল্পকলার সহায়তায় মহানবী (স')-এর মস্‌জিদের পুরাতন অনাড়ম্বর চালাঘরখানি ক্রমে পরিবর্ধিত এবং স্তম্ভযুক্ত হলঘরে পরিবর্তিত হয়। এইরূপে মূলে যাহা সমাবেশের উন্মুক্ত স্থান ছিল তাহা প্রয়োজনের তাকীদে প্রায় অজান্তে স্তম্ভযুক্ত বা প্রাচীর পরিবেষ্টিত হল বা অঙ্গনে উন্নীত হয়। অল্পকাল পরেই অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি ঝরনা সৃষ্টি করা হয় এবং এখন আমরা মস্‌জিদের সাধারণ রূপ দেখিতে পাই অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্তম্ভশ্রেণীতে এবং রাজপ্রাসাদের অনুরূপ পরিকল্পনায় (Herzog-Hauch, Realencyclopaedia, 3, x. 780)।

উমায়্যাঃ বংশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতা 'আব্‌দু'ল-মালিক এবং তৎপুত্র প্রথম আল-ওয়ালীদ এক্ষেত্রে মূলগত অগ্রগতি সাধন করেন। প্রথমোক্ত জন জেরুযালেমের আসল মস্‌জিদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া বায়যান্টীয় স্থপতিদের দ্বারা বায়যান্টীয় অট্টালিকার ন্যায় পাথরের গম্বুজ (কু'ব্‌বাতু'স-সাখ্‌রাঃ) নির্মাণ করেন (তু. Sauvaire, Jerus. et Heborn, পৃ. ৪৮ প.)। অনুরূপভাবে আল-ওয়ালীদ মস্‌জিদের পুরাতন পদ্ধতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। তিনি দামিশ্‌কে সেন্ট জনের গির্জা বায়যান্টীয় স্থপতিদের দ্বারা উমায়্যাদের মস্‌জিদে রূপান্তরিত করেন। আল-মাক্'দিসী স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, তাহারা খৃস্টীয় গির্জার জাঁকজমকের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চাহিয়াছিল (BGA, iii. 159)। সুতরাং এই সময়ের প্রতিষ্ঠিত নূতন মস্‌জিদসমূহ কেবল যে আড়ম্বরপূর্ণ ছিল তাহাই নহে, বরং সেগুলি খৃস্টান ও অন্যান্য শিক্ষিত কারিগরের সাহায্যে প্রাচীন অট্টালিকার উপাদান দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল কোন কোন ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত গির্জার স্তম্ভরাশি এখন মস্‌জিদে ব্যবহৃত হইতে থাকে (যেমনঃ দামিশ্‌কে—মাস'উদী, মুরূজ, ৩খ, ৪০৮; রামলাঃ BGA, iii. 165; বালাযু'রী, পৃ.; ১৪৩ প.; মিসরের জন্য মাক্'রীযী, ৪খ, ৩৬, ১২৪ প. দ্র.)। আল-ওয়ালীদের নির্মাণকার্য আল-ফুস্‌ত'াত', মক্কা ও মদীনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল (দ্র. BGA, v. 106 প.), এ সকল স্থানে কোন ভিত্তিগত পরিবর্তন সংঘটিত না হইলেও পূর্ণ মেরামতের কাজ সম্পাদিত হইয়াছে। এই শাসকদের কারণে মস্‌জিদের কাঠামো প্রাচীন স্থাপত্যের সীমায় পৌঁছিতে সক্ষম হয় এবং শিল্পের ইতিহাসে একটি স্থান লাভ করে। এক এলাকা হইতে অন্য এলাকায় নির্মাণ প্রণালীর স্থানান্তর হইতে দেখা গিয়াছে; সাহিত্যে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ যেমন ইস্‌ত'াখ্‌রে সিরীয় মস্‌জিদের পদ্ধতিতে নির্মিত গোলাকার স্তম্ভযুক্ত একটি জামি' ছিল (BGA, iii, 436 প. শীরায-এর জন্য পৃ. ৪৩০)। আল-ওয়ালীদ মহানবী (স')-এর মস্‌জিদও আংশিক দামিশ্‌কের পদ্ধতিতে পুনঃনির্মাণ করিয়াছিলেন (BGA, iii. 80, ক'াযব'ীনী, ed. Wustenfeld, ii. 71)।

বিজিত দেশের স্থাপত্য শিল্পের অনেক কিছুই মুসলিমগণ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে বিরোধিতাও কম হয় নাই। বিদ্'আঃ-র (দ্র.) ন্যায় স্থাপত্যের নূতন নূতন পদ্ধতিও প্রথম দিকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছে। খৃস্টান স্থপতিগণ মার্বেল, মোজাইক, শেল (shell), স্বর্ণ ইত্যাদি দ্বারা মহানবী (স')-এর মস্‌জিদকে সুসজ্জিত করার পর আল-ওয়ালীদ হি. ৯৩ খৃস্টাব্দে কার্য পরিদর্শন করিতে গেলে জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বলিয়াছিল: "আমরা মস্‌জিদের কায়দায় নির্মাণ করিয়া থাকি; কিন্তু আপনি গির্জার কায়দায় নির্মাণ করেন" (Wustenfeld, Medina. p. 74)। এই বিষয়ের আলোচনা হ'াদীছে' প্রতিফলিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, হযরত 'উমার (রা) মহানবী (স')-এর মস্‌জিদ পরিবর্ধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "লোকদিগকে বৃষ্টি হইতে আশ্রয় দাও, কিন্তু মস্‌জিদকে লাল অথবা হলুদ রঙ্গে রঙ্গিন করা হইতে সতর্ক থাকিবে, কারণ ইহাদ্বারা মানুষ বিপথে পরিচালিত হইতে পারে।" অথচ ইব্‌ন 'আব্বাস বলিয়াছেন: ইহাদিগকে স্বর্ণ দ্বারা অলংকৃত করিবে যেরূপ য়াহূদী ও খৃস্টানগণ করে" (বুখারী, স'ালাত, বাব ৬২)। সুতরাং মস্‌জিদের কোনরূপ পরিবর্ধন অথবা উন্নয়ন একমাত্র কঠোর বাস্তব কারণের ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য ছিল। সুন্নী দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকভাবেই হ'াদীছে' প্রতিফলিত। কথিত আছে যে, অত্যধিকরূপে মস্‌জিদকে অলংকৃত করা কি'য়ামাতের একটি নিদর্শন। আল-ওয়ালীদের কার্যাবলী একমাত্র ফিত্‌নার (গোলযোগের) ভয়ে বরদাশ্‌ত করা হইয়াছে (ইব্‌ন হ'াম্বাল,

মুসনাদ, ৩খ, ১৩৩, ১৪৫, ১৫২, ২৩০, ২৮৩ ; আন-নাসাঈ, মাসাজিদ, বাব ২ ; ইব্‌ন মাজাঃ, মাসাজিদ, বাব ২ ; তু. আল-কাস্তাল্লানী, ইহ্‌য়া', ১খ, ৬১ ; ২খ, ৬৪ ইত্যাদি)। অত্যধিক সুসজ্জিত মস্‌জিদে সুন্নীদের আস্থার অভাব একটি হাদীছে প্রতিফলিত, যদনুসারে মহানবী (স) (আনাস (রা)-এর প্রমুখাত বর্ণিত) বলিয়াছেন : "আমার উম্মার উপরে এমন এক সময় আসিবে যখন তাহারা মস্‌জিদের সৌন্দর্যের জন্য একে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে, অতঃপর তাহারা সেগুলিতে খুব কমই গমন করিবে" (আল-'আস্‌কালানী, ফাত্‌হু'ল-বারী, ১খ, ৩৬২)। ফিক্‌হেও আমরা দেখিতে পাই, চতুষ্কোণবিশিষ্ট মস্‌জিদের পুরাতন গঠন পরিত্যাগের নিন্দা করা হইয়াছে (খালীল, মুখতাসার, অনুবাদ Guidi, i. 71)। পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত মস্‌জিদ নির্মাণ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে 'ঝুলন্ত পদ্ধতি' (মু'আল্লাক) অন্যতম, অর্থাৎ উপরের তলায় মস্‌জিদ আর নিম্নতলা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত, যেমন দামিশ্‌কে, (JA, ser, ix, vol. v. 409, 415, 422, 424, 427, 430)। আরও দেখুন J. Sauvaget, La Mosquce omeyyade Medina (প্যারিস ১৯৪৭ খৃ.)।

২। মস্‌জিদের সরঞ্জামাদির বিস্তৃত বিবরণ : (ক) মানারাঃ (মিনার), প্রাচীন মস্‌জিদগুলিতে কোন মিনার ছিল না। আযান প্রথা প্রবর্তিত হইলে হযরত বিলাল (রা) সালাতের জন্য মস্‌জিদ সন্নিকটস্থ সর্বোচ্চ গৃহের ছাদের উপর হইতে আযান দিতেন বলিয়া কথিত আছে (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩৪৮ ; Wustenfeld, Medina, p. 75); মক্কা বিজয়ের দিনে মহানবী (স) বিলাল (রা)-কে কা'বাঃ হইতে আযান দিতে বলিয়াছিলেন ; আল-আয্‌রাকীর মতানুসারে ছাদ হইতে (Chron. Mekka, i. 193 ; তু. ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৮২২)। ইসলামের প্রথম যুগে মু'আয্‌যিন কোন উচ্চ স্থান হইতে আযান দিতেন না (দ্র. নিম্নে ছ-৪)। মিনারের প্রবর্তন কখন হইতে শুরু হয় তাহা নিশ্চিতরূপে বলা মুশকিল।

মিনারের ইতিহাসে উমায়্যাঃ খলীফা আল-ওয়ালীদের (৮৬-৯৬/৭০৫-১৫) নিঃসন্দেহে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রহিয়াছে, যদিও তাঁহার রাজত্বের পূর্বে কায়রাওয়ানের সীদী 'উক্‌বাঃ মস্‌জিদ একটি মিনারসহ ৮৪/৭০৩ সালে হাস্‌সান ইব্‌ন নু'মান কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল (বাক্‌রীর মতে : H. Saladin, La Mosquee de Sidi Okba, 1899, p. 7, 19)। দামিশ্‌কের উমায়্যাঃ মস্‌জিদেও একটি মিনার ছিল। বর্তমানে মস্‌জিদটিতে ৩টি মিনার রহিয়াছে, যেরূপ ইব্‌ন জুবায়র (রিহ্‌লাঃ, পৃ. ২৬৬) ও ইব্‌ন বাত্‌তূতাঃর (১খ, ২০৩) সময় ছিল। প্রাচীনতম লেখকবৃন্দের অন্যতম ইব্‌নু'ল-ফাকীহ্‌ (মৃ. ২৮৯/৯০২) মাত্র একটি মিনারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, গ্রীকদের আমলে ইহা সেন্ট জন গির্জার প্রহরা বুরুজ (Watch Tower) ছিল, আল-ওয়ালীদ ইহাকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছেন (BGA, v. 108 ; আল-মাক্‌দিসীর বিভিন্ন কিংবদন্তী, BGA, iii. 159 ; য়াকূত, মু'জাম, ২খ, ৫৯৬ এবং ইব্‌ন বাত্‌তূতাঃ, ১খ, ২০৩ ; তু. Le Strange, Palestine under the Muslims, পৃ. ২২৯)। মক্কাতেও আল-ওয়ালীদ কতকগুলি চূড়া (শুরুফাত ; Chron. Mekka, i. 310) ও মিনার নির্মাণ করিয়াছিলেন (যেমনঃ ঐ, পৃ. ৩১০, ৩১১ সাক্ষ্য বহন করে)। পরবর্তীকালে উহা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, কুত্‌বু'দ্‌-দীন ৭টি মিনারের উল্লেখ করিয়াছেন (ঐ, iii. 424-426)। আস-সাম্‌হূদী যেখানে বলেন, আল-ওয়ালীদের পূর্বে মদীনায় কোন মিনার ছিল না, পক্ষান্তরে তিনিই আবার দাবী করেন যে, হযরত 'উমার (রা) পূর্বের মস্‌জিদের চারিকোণে উঁচু জায়গা নির্মাণ করাইয়াছিলেন (Wustenfeld, Medina, p. 75 ; তু. ইব্‌ন বাত্‌তূতাঃ, ১খ, ২৭২)। ইব্‌ন জুবায়রের সময় (৫৮০ হি.) সেখানে তখন মাত্র তিনটি মিনার ছিল (রিহ্‌লাঃ, পৃ. ১৯৫)। ৭০৬/১৩০৬-৭ সালে মুহাম্মাদ ইব্‌ন কালা'উন চতুর্থ মিনারটি পুনঃনির্মিত করেন (Wustenfeld, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬)।

আল-ওয়ালীদের পর মিনারের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং সম্ভবত আল-ওয়ালীদই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি সিরিয়া ও হিজাযে মিনারের প্রবর্তন করেন। কিন্তু তিনি যে ইহা মস্‌জিদে প্রথম প্রবর্তন করিয়াছেন (তু. Schwally, in ZDMG, liii. 1898, p. 143 প.) তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না। বালাযুরীর (মৃ. ২৭৯/৮৯২) মতানুসারে যিয়াদ বসরাতে যখন ৪৫/৬৬৫-৬ সালে গভর্নর ছিলেন, তখন ইটের মসজিদ নির্মাণ করার সময় পাথরের মিনারও তৈয়ার করিয়াছিলেন (পৃ. ৩৪৮)। পাথরের মিনার নির্মাণের উল্লেখ এ কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সেখানে পূর্ব হইতেই একটি অন্য কিছু দ্বারা নির্মিত মিনার বিদ্যমান ছিল। মিসরীয় ঐতিহাসিকগণের মতে মাস্‌লামাঃ ইব্‌ন মুখাল্লাদ মু'আবিয়াঃ-র নির্দেশক্রমে ৫৩/৬৭৩ সালে আল-ফুস্‌তাতে 'আম্‌রের মসজিদের প্রতি কোণে একটি করিয়া উঁচু জায়গা (সাওমা'আঃ) নির্মাণ করিয়াছিলেন, যাহা পূর্বে কখনও করা হয় নাই (মাক্‌রীযী, ৪খ, ৭ প., ৪৪ ; ইব্‌ন তাগ্‌রীবির্‌দী, ১খ, ৭৭)। মিনারে উঠিবার সিঁড়ি আদিতে মস্‌জিদের বাহিরে ছিল, কিন্তু পরে তাহা ভিতরে স্থাপিত হয়। মাসলামাঃ আল-ফুসতাতের অন্যান্য মস্‌জিদেও মিনার প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে (অর্থাৎ তুজীব ও খাওলান ব্যতীত সবগুলিতে ; মাক্‌রীযী, ৪খ, ৪৪ ; ইব্‌ন তাগ্‌রীবির্‌দী, পৃ. স্থা.)।

মিনারের তিনটি নাম সাধারণ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। মা'যানাঃ অথবা মি'যানাঃ, 'আযানের জায়গা', যাহা বর্তমানে মিসর ও সিরিয়ায় বহুল প্রচলিত, সাহিত্য ও প্রাচীন লিপিতে প্রায়শ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আফ্রিকায় সর্বশেষ প্রচলিত সাওমা'আঃও (Marcais, Les Monuments arabes de Tlemcen 1903, p. 45) আশ্রম অথবা ক্ষুদ্র কক্ষের অর্থ প্রকাশ করে এবং প্রাচীন সাহিত্যে দায়রের অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইত (সূরাঃ ২২ : ৪০ প.)। মানারাঃ সাহিত্যের বহুল প্রচলিত শব্দ। ইহা সিরীয় মা'নারুতার অনুরূপ। দীপাধার, বাতিঘরও, সীমা-নির্দেশক প্রস্তর, চিহ্ন দণ্ড ('আলাম) অথবা প্রহরীর টাওয়ারও মানারাঃ-র অর্থ। উদাহরণস্বরূপ যেমনঃ হারাম এলাকার সীমা-নির্দেশক প্রস্তরগুলিকে মানারু'ল-হারাম বলা হয় এবং ইব্‌রাহীম ('আ)-কে যু'ল-মানার নামে অভিহিত করা হয়, তিনি সীমা-নির্দেশক দণ্ডগুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। লম্বা ও চতুষ্কোণ স্তম্ভকেও, যাহা উপরের দিকে ক্রমশ সরু হইয়া যায়, মানার বলা হয়। সম্ভবত নির্দেশক দণ্ডগুলি প্রহরার টাওয়ার হইতে তাহাদের নাম গ্রহণ করিয়াছে। সমুদ্র উপকূলে বহু সংখ্যক মানারের অবস্থান এবং প্রত্যেক মানারাঃ যে আলোক সংকেত দ্বারা শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিত সে সম্পর্কে প্রমাণ রহিয়াছে (BGA, iii, 177)। আল-বালাযুরীর মতে (পৃ. ১২৮ : মানাজির) অনুরূপ ব্যবস্থা হযরত 'উমার (রা)-র সময়ও

প্রচলিত ছিল এবং খুব সম্ভব তাহা বায়যান্টাইন হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বস্তু। বায়যান্টাইন আমলে দেশাভ্যন্তরে অনুরূপ প্রহরার টাওয়ার (Semanterion) ব্যবহৃত হইত, যেমনঃ হ়'ওরাানে। পারস্যবাসীরাও সীমান্ত এলাকায় অনুরূপ টাওয়ার নির্মাণ করিয়াছিল, (ত'াবারী ১খ, ৮৬৪, ৮৭৮; তু. 'ইরাকের জন্য ইব্ন জুবায়র, পৃ. ২১০ ; BGA, v. 167; মাগ্'রিবের জন্য JA, ser. 4, xx. (1852). 99, 144)। খুব সম্ভবত এই টাওয়ারগুলি অগ্নিসংকেত দান করিত এবং মুসি'লের ইদোম ভূভাগে অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল বলিয়া সাক্ষ্য পাওয়া যায় (Arabia Petraea, ii, 2, 232)। ৮ম/১৬শ শতাব্দীতে পুনরায় আল-'উমারী (তা'রীফ বি'ল-মুস'ত'ালাহি'শ-শারীফ, কায়রো ১৩১২ হি., পৃ. ১৯৯ প.) দামিশ্‌কের উমায়্যাঃ মস্‌জিদের অন্যতম মিনার মা'য'নাতু'ল-'আরাসসহ আলো সংকেতের জন্য বহু সংখ্যক উচ্চ স্থান ও টাওয়ার ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (সমগ্র বিষয়টির জন্য দেখুন R. Hartmann, in ZDMG, lxx., 1916, p. 486, 505; Memnon, iii, 221; Isl., i. 388 প.)। ফাসে মিনারের বাতি দ্বারা প্রার্থনার সময় নিরূপিত হইত (JA., Ser, 11, xii, 1918, p. 341)।

ইব্নু'ল-ফাক'ীহ্‌ এবং অন্যান্যদের মতে উমায়্যাদের মসজিদে মিনার এইজন্য সংযুক্ত হয় যে, ইহা গির্জার একটি অংশরূপে আগে হইতেই সেখানে মওজুদ ছিল (উপরে দ্র.)। de Vogue-এর মতে ৪র্থ এবং ৫ম শতাব্দীতে সিরিয়ার গির্জা ও বৃহৎ বেসরকারী অট্টালিকায় টাওয়ারের ব্যবহার প্রচলিত ছিল (La Syrie centrale, I. 57) এবং বসরা মস্‌জিদের মিনার মনে হয় গির্জার টাওয়ার ছিল (তু. Diez, Die Kunst der islamichen Volker, p. 19 প.)। ইহাতে মনে হয়, সিরিয়ায় মিনার স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের সাথে সাথে মসজিদের অংশ হইয়াছিল। কিন্তু প্রবর্তনের অল্পকাল পরেই তাহা মু'আয্‌যি'নের দাঁড়াইবার জায়গারূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। যাহাই হউক, মিনারে উঠিয়া আয'ান দেওয়ার প্রথাটি সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত হয় নাই। ত'াবারী ও অন্যান্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বহুকাল পরেও রাস্তায় আয'ান উচ্চারিত হইত এবং আল-ফারায়্‌দাক'ও (মৃ. প্রায় ১১০/৭২৮), যিনি মানারু'ল-মাসাজিদের অবস্থিতির প্রতি নির্দেশ করিয়াছেন (কামিল, পৃ. ৪৮১; আগ'ানী, ২য় সংস্করণ, কায়রো, ১৯খ, ১৮), নগর প্রাচীরের উপর মু'আয্‌যি'নদের আয'ান দেওয়ার কথা বলিয়াছেন (ত'াবারী, ২য়, ১৩০২; নাক'া'ইদ, পৃ. ৩৬৫; দেখুন J. Horovitz, in Isl. xvi, 1927, p. 253, 255)। ইহার সঙ্গে এই কিংবদন্তীরও তুলনা করা যায় যে, মহানবী (স') মদীনার দুর্গের উপর স'ালাতের আয'ান উচ্চারণ করিতে অনুমতি দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করিয়াছিলেন (তু. ইব্‌ন সা'দ, ১ম, ৭)।

অন্য কোন স্থানে ভিন্ন কারণে মিনারের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে। যদি আমরা আল-মাক্‌রীযী ও অন্যান্যের বিবরণের প্রতি আস্থা রাখি (উপরে দেখুন), তাহা হইলে মিসরে মু'আবিয়াঃ-র নির্দেশে কোণের মিনাররূপে মিনারের প্রবর্তন হয়। ইহা যেমন আয'ানের জন্য ব্যবহৃত হইত, তেমনি রাত্রি জাগরণ করত ইহাতে 'ইবাদাতও করা হইত, সেখানে মু'আয্‌যি'নগণ প্রার্থনা-সঙ্গীত বারবার উচ্চারণ করিত (মাক্‌রীযী, ৪খ, ৪৪ মধ্যভাগ) এবং ইহার স্থপতি মাস্‌লামাঃ ইব্‌ন মুখাল্লাদ্‌ ই'তিকাফের জন্য উহা ব্যবহার করিতেন (ঐ, পৃ. ৪৪)। ইহাতে বুঝা যায়, মিনারের অন্যতম অর্থ সাও-মা'আঃ যাহা দ্বারা সাধকের হু'জ্‌রাঃ অর্থ প্রকাশিত হয়। মিনারের এহেন ব্যবহার ইসলামের স্বর্ণযুগে প্রচলিত ছিল (দ্র. ইব্‌ন জুবায়র, রিহ্‌লাঃ, পৃ. ২৬৬, য়াকৃ'ত, মু'জাম্‌, ২খ, ৫৯৬ ও অন্যান্য)।

মিনারের মূল উৎস যেমন এক নহে ইহার গঠন ও তদ্রূপ একই নমুনার নহে। যিয়াদ বসরাতে পাথরের মিনার নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে। গির্জার টাওয়ার হইতে গৃহীত চতুষ্কোণবিশিষ্ট সিরিয়ার উমায়্যাঃ প্রণালীর মিনারও (BGA, iii, 182) পাথরের ছিল। পক্ষান্তরে মিসরে, আল-মাক্‌রীযীর মতে, বহু শতাব্দী যাবত মিনার কেবল ইট দ্বারা নির্মিত হইত এবং সর্বপ্রথম পাথরের মিনার হি. ৭০০ সালের কিছুদিন পূর্বে আল-মান্‌সূ'রিয়্যাঃ ও আল-আক্‌বুগ'াবিয়্যাঃ-তে নির্মিত হয় (মাক্‌রীযী, ৪র্থ, ২২৪)। উত্তর আফ্রিকায়, যেখানে উমায়্যা-সিরীয় স্থাপত্য পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ১৮৪/৮০০ সালে ক'ায়রাওয়ানের দক্ষিণে "আব্বাসিয়্যাঃ"-তে স্তম্ভসহ ৭ তলাবিশিষ্ট ইটের একটি গোলাকার মিনার নির্মিত হয় (য়াকৃ'ত, মু'জাম্‌, ৪খ, ১১৯)।

ইন্দোনেশিয়ার মস্‌জিদের (সেখানে 'মেসিজিত' নামে অভিহিত) সঙ্গে অন্যান্য দেশের মস্‌জিদের মৌলিক বৈসাদৃশ্য বর্তমান। ইহাতে সাধারণত কোন মিনার নাই। কোন ক্ষেত্রে থাকিলেও উহা উচ্চ নহে, যদিও প্রাচীন মসজিদসমূহের (১৬শ শতাব্দী) কোন কোনটিতে বৃহদায়তনের টাওয়ার রহিয়াছে; আধুনিক মস্‌জিদসমূহের আবার মিনারের প্রচলন দেখা যায়। যেখানে মিনার নাই সেখানে ছাদ হইতে আয'ান দেওয়া হয়, এই ছাদগুলি ঐতিহ্যানুসারে প্যাগোডার ন্যায় কয়েকটি তলায় বিভক্ত এবং সর্বশেষে বিন্দুটি অদ্ভুতপূর্ব অলংকারে সুসজ্জিত (তু. G. F. Pijper, The Minaret in Java, India Antiqua, Leiden 1947)।

(খ) হু'জ্‌রা : প্রাচীন মস্‌জিদ অঙ্গন এবং প্রাচীর বরাবর উন্মুক্ত হল ঘর সমন্বিত ছিল; এইগুলিকে আল-মুগ'াত্‌ত'া বলা হইত (BGA, iii. 82, 158, 165, 182), কারণ এইগুলি ছাদ দ্বারা আবৃত ছিল। হলগুলি বিশেষরূপে কি'ব্‌লাঃ-র দিকে সম্প্রসারিত ছিল, কারণ মুস'ল্লীগণ জামা'আতে স'ালাত আদায়ের জন্য এখানে একত্র হইত। স্তম্ভগুলির দুইটি সারির মধ্যবর্তী স্থানকে রিওয়াক', বহুবচনে আর্‌বি'কা: অথবা রিওয়াক'াত বলা হইত (BGA, iii. 158, 159; মাক্‌রীযী, ৪খ, ১০, ১১, ১২, ৪১)। অনেক সময় সম্প্রসারণ দ্বারা আর্‌বি'কাঃ-র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। কোন কোন স্থানে স'ালাতের সময় রৌদ্র হইতে আশ্রয়ের জন্য উন্মুক্ত স্থানে শামিয়ানা খাটানো হইত (BGA, iii. 205, 430)।

অঙ্গনকে স'াহ্'ন বলা হইত, কা'বাঃ-র চতুর্দিকস্থ উন্মুক্ত স্থান ফিনা'উ'ল-কা'বাঃ নামে অভিহিত। মস্‌জিদের চতুষ্পার্শ্বস্থ খোলা জায়গার নামও ফিনা' প্রদত্ত হইয়াছে (মাক্‌রীযী, ৪খ, ৬)। অঙ্গনে অনেক সময় বৃক্ষরোপণ করা হইত, যেমন 'আম্‌রের মসজিদে (মিসরে)। ইব্‌ন জুবায়রের সময়ও এইরূপ ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে অঙ্গন প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল (উপরে খ-১ দেখুন); কিন্তু পরে ইহা স্থাপত্যের আরও মার্জিত রীতি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। অনেক সময়, যেমন রামলাঃ-তে, হলগুলি মার্বেল এবং অঙ্গন সমতল পাথরে আচ্ছাদিত থাকিত (ঐ, পৃ. ১৬৫)। হলের মধ্যেও মেঝে মূলত অনাবৃত ছিল অথবা ক্ষুদ্র পাথরে আচ্ছাদিত ছিল; উদাহরণস্বরূপ 'আম্‌রের মসজিদ মাস্‌লামাঃ ইব্‌ন মুখাল্লাদ কর্তৃক মাদুর দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মামলুক আমলে সেই মসজিদের সম্পূর্ণ মেঝেটি

মার্বেল পাথরে আচ্ছাদিত করা হয় (মাক্‌রীযী, ৪খ, ১৩ প.; তু. শীরাযে ঃ ইব্‌ন বাত্‌তূতা ঃ, ২খ, ৫৩)। কিন্তু মক্কার মসজিদের সাহ্‌ন্ তখনও ক্ষুদ্র পাথরে আচ্ছাদিত ছিল (বাতানূনী, রিহ্‌লাঃ, পৃ. ৯৯ নিম্ন; তু. Chron. Mekka, ii. 10 প.)। মদীনাতেও ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছিল (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ১৯০; ইব্‌ন বাত্‌তূতা ঃ, ১খ, ২৬৩)।

প্রথমে হলগুলিতে দেওয়ালবেষ্টিত কক্ষ ছিল না। মাক্‌সূরাঃ (শব্দটির জন্য দ্র. Quatremere Hist. Sult-Maml., 1. i, p. 164, note 46), মিহ্‌রাবের নিকটে শাসনকর্তার জন্য নির্মিত দেওয়ালবেষ্টিত কক্ষ প্রবর্তনের সঙ্গে এক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। আস্‌-সামহূদী মদীনার মাক্‌সূরাঃ-র ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন (Wustenfeld, Medina, p. 71 প., 89 প.)। সমস্ত কিংবদন্তী একমত যে, শাসনকর্তাকে বিরোধী আক্রমণ হইতে রক্ষাকল্পে মু'আবিয়াঃ (রা) অথবা মারওয়ান কর্তৃক মাক্‌সূরাঃ-র প্রবর্তন হয়। এতটুকু সুনিশ্চিত যে, মাক্‌সূরাঃ যেভাবেই হউক উমায়্যাঃ শাসনের শুরুতেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইব্‌ন খাল্‌দূন বলিয়াছেন, মুসলিম জগতের সর্বত্র ইহা ছড়াইয়া পড়ে (মুকাদ্দিমাঃ, ফাস্‌ল্ ৩৭)। গভর্নরগণ প্রদেশের প্রধান মসজিদগুলিতে নিজেদের জন্য কক্ষ নির্মাণ করিতেন; যেমন ঃ কূফাঃ এবং বস্‌রাঃ-তে যিয়াদ (বালাযুরী, পৃ. ২৭৭, ৩৪৮) এবং সম্ভবত আল-ফুস্‌তাতে কুর্‌রাঃ ইব্‌ন শারীক (মাক্‌রীযী, ৪খ, ১২)। ১৬১/৭৭৭-৮ সালে আল-মাহ্‌দী প্রদেশসমূহের মাকাসূরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং আল-মা'মূন মসজিদ জামি'আঃ হইতেও সমস্ত মাক্‌সূরাঃ বিদূরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ উহাদের ব্যবহার মু'আবিয়ার প্রবর্তিত একটি প্রথা ছিল (মাক্‌রীযী, ৪খ, ১২; য়া'কূবী, ed. Houtsma, ii. 571)। কিন্তু এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। বিপরীত পক্ষে উহাদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। ইব্‌ন খাল্‌দূনের মতে মাক্‌সূরাঃ ইসলামের ইতিহাসে একটি নূতন প্রচলন ছিল। মাক্‌সূরাঃ অথবা যাবিয়াঃ নামে একটি বিশেষ কক্ষ অন্য কারণে, যথাঃ কুররা' ছাত্র অথবা ফাকীহদের জন্য, হয়ত বিরাট হলের এক অংশ কিংবা পৃথক অট্টালিকায় নির্মাণ প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। একইভাবে 'আম্‌রের মসজিদের হলসমূহে শিক্ষার জন্য মাক্‌সূরাঃ ও যাবিয়াঃ নামে অভিহিত কতকগুলি কক্ষ ছিল যেখানে বিদ্যানুশীলন চলিতে থাকিত (মাক্‌রীযী, ৪খ, ২০, ১৬, ২৫)। আয্‌হার মসজিদে ফাতিমীদের সময় একটি মাক্‌সূরাতু ফাতিমাঃ প্রস্তুত হয়। আমীরগণও পরবর্তী সময়ে অনুরূপ বহু সংখ্যক মাকাসূরার প্রতিষ্ঠা করেন (ঐ লেখক, পৃ. ৫২, ৫৩)। মাসজিদু'ল-আক্‌সায় প্রায় ৩০০/৯১২ সালে মহিলাদের জন্য তিনটি মাক্‌সূরাঃ ছিল (BGA, v. 100)। মসজিদে এইরূপ কক্ষ ইত্যাদি প্রবর্তনের ফলে শুক্রবারের জুমু'আর জামা'আতের সময় উপদ্রব সৃষ্টির আশংকা থাকায় আল-মাহ্‌দী ১৬১/৭৭৮ সালে মাস্‌জিদু'ল-জামা'আত হইতে উহাদিগকে বিদূরিত করিতে চাহিয়াছিলেন (তাবারী, ৩খ, ৪৮৬)।

মু'আয্‌যিনগণ মিনারে বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে বাস করিতেন এবং অন্তত তুলূনীয় যুগে বিনিদ্র রজনী যাপন করত প্রহরা দিতেন (মাক্‌রীযী, ৪খ, ৪৮)। তাঁহাদের জন্য ছাদের উপরও কক্ষ গুরাফ (এক বচনে গুরফাঃ) ছিল এবং কক্ষগুলির সংখ্যা পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পাইয়াছিল (ঐ লেখক, পৃ. ১৩, ১৪)। খাতীব, ঐ পৃ. ১৩) কাদী ও বিদ্যানুরাগীদের জন্য মসজিদ সংলগ্ন তৈরি দালানে অনেক কক্ষ স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সেখানে কেবল কর্মচারীদের জন্যই নহে; বরং অন্যান্যদের জন্যও বাসগৃহ ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ ই'তিকাফকালে বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য মস্‌জিদে বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় মস্‌জিদে বাস করিতে পারিত। অতঃপর মস্‌জিদে স্থায়ীরূপে বাস করা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নিকট সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। সূফীগণ প্রায়ই মিনারে বাস করিতেন (উপরে দেখুন), অন্যান্যরা মস্‌জিদ অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র কক্ষে অথবা মস্‌জিদের পার্শ্ববর্তী কক্ষসমূহে বাস করিত। উদাহরণত উমায়্যাদের মসজিদে অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ২৬৯; ইব্‌ন বাত্‌তূতাঃ, ১খ, ২০৬)। হেব্রনের মস্‌জিদের ন্যায় যেই সব মসজিদকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করা হইত উহাদের হল ঘরের চতুর্দিকে ই'তিকাফকারীদের জন্য গৃহ নির্মিত ছিল (Sauvaire, Hist. Jerus. et Hebron, p. 11 প.)। সুতরাং প্রয়োজনীয় শস্য চূর্ণনের কল এবং রুটি প্রভৃতি সেঁকার চুল্লীসহ রান্নাঘরও তথায় নির্মিত হয় এবং তথায় অবস্থানকারী ও আগমনকারীদের মধ্যে রন্ধনকৃত খাদ্য (জাশীশাঃ) ও ১৪-১৫,০০০ পাউণ্ড রুটি (রাগীফ) দৈনিক বিতরণ করা হইত (Sauvaire, p. 20 প.; তু. Quatremere, Hist. Sult-Maml, 1/i., 231)। যাহারা মস্‌জিদ অভ্যন্তরে ও পার্শ্বে বাস করিত তাহাদিগকে মুজাবিরূন (প্রতিবেশী) বলা হইত (তু. BGA, iii. 146); দামিশ্‌কে, উত্তর আফ্রিকাবাসিগণ যেরূপ একজন আমীনের অধীনে ছিল, তদ্রূপ তাহারা একজন কাদ্দীমের অধীনে সংগঠিত ছিল (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ২৭৭ প.)। তাহারা ছিল ধর্মপ্রাণ সূফী, ছাত্র এবং কখনও পর্যটক। ছাত্রগণ সাধারণত মাদারিসে বাস করিত; কিন্তু উমায়্যাঃ মস্‌জিদ অথবা আল-আয্‌হার মস্‌জিদের ন্যায় বৃহৎ মস্‌জিদেও সর্বদা বহু সংখ্যক ছাত্র বসবাস করিত। হলসমূহের নাম রিওয়াক, বহু বচনে আর্‌বিকাঃ, যাহা পরে ছাত্র বাসস্থান অর্থে ব্যবহৃত হয় (তু. v. Berchem, Corpus, i. 43, note 1, সম্ভবত, মাক্‌রীযী, ৪খ, ৫৪, ২৩)। ছোট ছোট শহরের মস্‌জিদে পর্যটকদের রাত্রি যাপন এবং আহার্য লাভ স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল (য়াকূত, ৩খ, ৩৮৫; ইব্‌নু'ল-ফিক্‌হী, তা'রীখু'ল-হুকামা', ed. Lippert, পৃ. ২৫২)। নাসির-ই-খুসরাও, ইব্‌ন জুবায়র, ইব্‌ন বাত্‌তূতাঃ এবং আল-'আবদারীর ন্যায় পর্যটকবৃন্দ (JA. ser., 5, iv., 1854, p. 174) এক মস্‌জিদ (অথবা মাদ্‌রাসাঃ অথবা রিবাত) হইতে অপর মস্‌জিদ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জগত ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মস্‌জিদে অবস্থানকারীদের জন্য বহু সংখ্যক বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. প্র., ইব্‌ন তাগ্‌রীবির্‌দী, ২/২, ১০৫ প.)।

বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারোপযোগী সকল প্রকার দ্রব্য রাখার মালখানারূপেও মস্‌জিদ ব্যবহৃত হইত। ৬৬৮/১২৬৯-৭০ সালে উমায়্যাদের মস্‌জিদ হইতে অনুরূপ সমস্ত দ্রব্য সরাইয়া ফেলা হয়; উদাহরণস্বরূপ, যেমন অঙ্গনে যুদ্ধের সরঞ্জামাদির স্টোর। যাম্নু'ল-'আবিদীনের যাবিয়াঃ একটি নিয়মিত পান্থশালা (খান) ছিল (JA. ser. 9. vol. vii. 225 প.)।

(গ) মিহ্‌রাব্ ঃ মহানবী (স) মদীনার মস্‌জিদে কিব্‌লাঃ নির্দেশক নিদর্শন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না।

আল-ফুস্‌তাতে 'আম্‌র (রা) আত সতর্কতার সহিত অন্যান্য অনেক বস্তুর সহায়তায় কি'ব্‌লাঃ নির্ণয় করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (মাক্‌রীযী, ৪খ, ৬ পূর্বোদ্ধৃত, BGA, viii. 359; ইব্‌ন তাগ্‌রী-বির্‌দী, ১খ, ৭৫ প.), কিন্তু কিরূপে উহা নির্দেশিত হইয়াছিল তাহা জানা নাই, সম্ভবত কোন খুঁটি অথবা অনুরূপ কোন বস্তুর সাহায্যে তাহা হইয়া থাকিবে। প্রথমে তাঁহারা সম্ভবত আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর একটি হ'াদীছে'র মর্মানুযায়ী একটি মোটামুটিভাবে সঠিক দিক-নির্দেশক কিছু দ্বারা সন্তুষ্ট ছিলেন। সে হ'াদীছ'টির মর্ম হইল, কি'ব্‌লাঃ সাধারণভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অবস্থিত (তির্‌মিযী, মাওয়াক'ীতু'স-স'ালাত, বাব ১৩৯; মাক্‌রীযী, ৪খ, ২৪)। কিন্তু পরে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। মাক্‌রীযী মিসরে উহার বিভিন্ন সমাধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (৪খ, ২১-৩৩)। নক্ষত্র দ্বারাও দিক নির্ণীত হইত। আল-মা'মূনের আমলে বহু সংখ্যক গির্জার মস্‌জিদে রূপান্তরের পর উহাদিগের পূর্বদিকের দ্বারটি মিহ্‌রাবে পরিণত করা হয় (মাক্‌রীযী, ৪খ, ৩০)। জাহিলী যুগে এবং পরে ইসলামী যুগেও মিহ্‌রাব শব্দ প্রথমত প্রাসাদ অথবা প্রাসাদের এক অংশ বুঝাইত। দ্বিতীয়ত একটি কুলুঙ্গী, যেখানে মানুষের আবক্ষ মূর্তি থাকিত, বিশেষত কোন খৃস্টান তাপস প্রতিমূর্তি ('উমার ইব্‌ন রাবী'আঃ, পৃ. ২৬২, ৯)। সম্ভবত প্রাসাদের যে অংশে সাধারণ একটি কুলুঙ্গিতে সিংহাসন থাকিত তাহাই মিহ্‌রাব নামে অভিহিত হইত, দ্র. মুফাদ্‌দ'ালীয়াত, পৃ. ২১, ১৩। শব্দটির অনুরূপ ব্যবহার কু'রআনে দেখিতে পাওয়া যায়। সূরাঃ ৩৮ : ২১-এ ইহার অর্থ প্রাসাদের সেই অংশ, যেখানে রাজা রহিয়াছেন, ৩৪ : ১৩—ইহা একটি প্রাসাদ এবং ৩ : ৩৭ প. ১৯ : ১১—ইহা মন্দির অথবা মন্দিরের এক ক্ষুদ্র কক্ষ যেখানে কেহ প্রার্থনা করে। মিহ্‌রাব্‌—হ'ার্‌বাঃ 'বর্শা', এবং দক্ষিণ 'আরবীয় মিক্‌রাব্‌, Ethiop, mekwrab 'মন্দির' হইতে ব্যুৎপন্ন; কিন্তু শব্দটির এই মূল ব্যুৎপত্তিগত ধারণা নিশ্চিত নহে (সমগ্র প্রশ্নটির জন্য দেখুন, J. Horovitz, in Isl., xvi., 1927. p. 260 প.)।

মস্‌জিদে কি'বলার দিকে সংস্থাপিত কুলঙ্গি অর্থে মিহ্‌রাব্‌ শব্দের প্রয়োগ এবং উহার সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, মিহ্‌রাব আসলে মস্‌জিদের অংশ নহে (দেখুন Lammens, যিআদ, পৃ. ৩৩, নোট ৭; ৯৪, নোট ১) এবং ইহা প্রামাণ্য যে, এই প্রবর্তিত বস্তুটি শুধু স্থাপত্য পথে মস্‌জিদে প্রবেশ করে। মিহ্‌রাব সাধারণভাবে স'ালাতের সময় ইমামের দাঁড়াইবার স্থানস্বরূপ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি মস্‌জিদের অংশে দাঁড়ান এবং মিহ্‌রাবে সিজদা করেন।

মস্‌জিদে মিহ্‌রাব প্রবর্তনের কোন সর্বসম্মত তারিখ পাওয়া যায় না। মু'আবিয়াঃ (রা) ইহার প্রথম প্রবর্তক বলিয়া সময় সময় উল্লিখিত হইয়া থাকে (BGA. v. 109. 2), তবে সম্ভবত আল-ওয়ালীদই ইহা প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার গভর্নর কু'র্‌রাঃ ইব্‌ন শারীক' (৯০-৯৬/৭০৯-১৪) মিসরে মিহ্‌রাব (মিহ্‌রাব্‌ মুজাওওয়াফ) প্রবর্তন করেন (মাক্‌রীযী, ৪খ, ৬. ১৪, ৯, ৯ এবং অন্যান্য)। ভিন্ন মতে মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর গভর্নর মাস্‌লামাঃ ইব্‌ন মুখাল্লাদ্‌ (৪৭-৬২/৬৬৭-৮২) অথবা 'আবদু'ল-'আযীয ইব্‌ন মারওয়ান (৬৫-৮৫/৬৮৫-৭০৪) এই নবপ্রতিষ্ঠিত বস্তুটির প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে (মাক্‌রীযী, ৪খ, ৬)। যাহা হউক, মিহ্‌রাব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় নাই বলিয়া কথিত আছে (দেখুন, Lammens, যিআদ, পৃ. ৯৪, নোট ১); পক্ষান্তরে ত'াবারী মিহ্‌রাব দাউদের সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া দাবী করেন (ত'াবারী, ১খ, ২৪০৮, ৭, ১২; BGA, ii. 112 প.; অন্য নবীগণেরও জেরুযালেমে নিজস্ব মিহ্‌রাব ছিল, ঐ)। মিহ্‌রাব কাঠের দ্বারা নির্মিত হইত, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উহা পাকা এবং স্তম্ভসহ অলংকৃত হইত। প্রায়শ উহাতে অলংকরণের প্রাচুর্য দেখা যায়। জনৈক ফাতি'মী 'আম্‌রের মস্‌জিদে একটি মিহ্‌রাব সুসজ্জিত করিয়াছিলেন এবং আয্‌হার মস্‌জিদে আরেকটি মিহ্‌রাব ৫,০০০ দির্‌হাম ওজনবিশিষ্ট একটি রৌপ্যবেষ্টনী দ্বারা অলংকৃত করা হইয়াছিল (মাক্‌রীযী, ৪খ, ৫২)।

মসজিদ সাজানোর সাধারণ আপত্তি মিহ্‌রাবেও প্রযোজ্য। *গির্জার উত্তরাধিকার হিসাবে একটি হ'াদীছে' ইহাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। কথিত আছে, ইহাকে গির্জার বেদীর সহিত তুলনা করা হয় (দেখুন, Lammens, যিআদ্‌, পৃ. ৩৩, নোট ৭)। কিন্তু ইব্‌নু'ল-হ'াজ্জের ন্যায় একজন গোঁড়া ব্যক্তিও নীতিগতভাবে মিহ্‌রাব্‌কে অস্বীকার করেন না, তিনি কেবল উহার সাজসজ্জার নিন্দা করেন (মাদখাল, ২য়, ৪৮)। আসলে মিহ্‌রাব মস্‌জিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিল। ইহা উহার উপর কু'ব্‌বা নির্মাণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে (যেমন—মাক্‌রীযী, ৪খ, ৯১; তু. V. Berchem, Corpus, i. No. 79)। আমরা অবহিত যে, পবিত্র ব্যক্তিগণ 'নিজেদের মিহ্‌রাবে' বসিতেন (আল-গ'াযালী, ইহ্‌য়া, ২য়, ২৪৭)। স'ান্‌'আর প্রধান মস্‌জিদে মিহ্‌রাবের নীচে একজন নবীর সমাধি ছিল (BGA. vii. 110)। মিহ্‌রাব শব্দটি যে কোন উপাসনালয়ে প্রার্থনার পবিত্র স্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন প্রাক-খৃস্টীয় মন্দিরে (JA. Ser. 9, vii. 371)।

(খ) মিন্‌বার (মিম্বার) : মিম্বার স্বয়ং মহানবী (স')-এর জীবদ্দশাতেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। শব্দটি 'আরবী, ইহা মিম্বার উচ্চারিত হয়, ন-ব-র (نبر-'উচ্চ') ধাতু হইতে ইহার উৎপত্তি। দণ্ডায়মানের উচ্চ স্থান অর্থ প্রকাশ করে, সম্ভবত শব্দটি ইথিওপীয় ভাষা হইতে গৃহীত (Noldeke, Neue Beitrage z. sem. Sprachw, 1910 p. 49)। সুতরাং মিম্বার শব্দটি প্রায় মস্‌জিদ শব্দের অনুরূপ। 'বসার জায়গা, চেয়ার' আরোহণযোগ্য পশুর পৃষ্ঠস্থিত গদি এবং শয্যাযুক্ত শিবিকা অর্থেও ইহা ব্যবহার হয়। অতএব ইহা এবং মাজ্‌লিস, সারীর, তাখত্‌ অথবা কুরসী এক ও অভিন্ন। মস্‌জিদের বেদী অর্থে শব্দটির ব্যবহার উহার ইতিহাস হইতে নিঃসৃত।

'আরব দেশে খাত'ীব্‌ (দ্র.) সাধারণত দাঁড়াইয়া ভাষণ দান করিতেন। প্রায়শ ধনুক ও বর্শা দ্বারা মাটিতে আঘাত করিতেন অথবা তিনি তাঁহার আরোহিত পশু পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া ভাষণ দিতেন, যেমন কুস্‌স ইব্‌ন সা'ইদাঃ করিয়াছেন (আল-জাহি'জ' বায়ান, ১খ, ২৫, ৩১; ২খ, ১৪১)। 'আরাফাতে খুত্‌'বাঃ দানকালে নবী কারীম (স') স্বীয় উটের পিঠে বসা ছিলেন এবং অন্যান্য সময় প্রাথমিককালে যখন তিনি মুসলিমদের মধ্যে বক্তৃতা দিতেন, এমন কি মক্কা বিজয়ের দিনেও, তখন তিনি দাঁড়াইয়া দিতেন (দ্র. সূরাঃ ৬২ : ১১)। জনসাধারণ তাঁহার চতুর্দিকে মাঠে বসিত (বুখারী জুমু'আঃ; বাব ২৮; 'ঈদায়ন, বাব ৬)। মদীনার মস্‌জিদে স্তম্ভরূপে ব্যবহৃত খর্জু'র বৃক্ষের শাখার পাশে তাঁহার একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। পরবর্তীকালে হ'াদীছে' কখনও পার্শ্বের পরিবর্তে

(সাধারণত ক'ামা ইলা ; বুখারী, বুয়ু', বাব ৩২ ঃ 'ইনদা) 'উপর' (ক'ামা 'আলা ; বুখারী, জুমু'আঃ, বাব ২৬) উল্লিখিত দেখা যায় এবং স্তম্ভ অথবা শাখার পরিবর্তে একটি কর্তিত বৃক্ষমূলের উল্লেখ আছে যাহার উপর তিনি দাঁড়াইতেন।

মিম্বার প্রবর্তনের ইতিহাস বিভিন্ন গ্রন্থে বিদ্যমান (S. Wensinck, Handbook, দ্র. Pulpit ; উস্দু'ল-গ'াবাঃ, ১খ, ৪৩ infra, ২১৪ ; Wustenfeld, Medina, পৃ. ৬২ প. ; দিয়ার বাক্রী, খামীস, ১খ, ১২৯ ; ২খ, ৭৫ প. এবং সীরাতু'ল-হ'ালাবী, ২খ, ১৪৬ প.)। উহার বিস্তৃত বিবরণ বিভিন্নরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার প্রস্তুতকারী বাকূ'ম অথবা বাকূ'ল্ নামে অভিহিত একজন বায়যান্টীয় অথবা কি'বৃত'ী ছিল, অবশ্য ইব্রাহীম এবং অন্যান্য নামেরও উল্লেখ রহিয়াছে। সে ছিল একজন সূত্রধর, কিন্তু আন্স'ার অথবা মুহাজিরনের কাহারও স্ত্রীর ক্রীতদাস (বুখারী, হিবাঃ, বাব ৩)। বহু সংখ্যক বর্ণনায় এরূপ মত রহিয়াছে যে, মিম্বার প্রথমত খুত্'বার জন্য নির্মিত হয় ; কয়েকটি এরূপ রহিয়াছে যে, ইহার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে বিরাট জনতা তাঁহার কথা শুনিতে সক্ষম হয় (ইব্ন সা'দ, ১/১খ, ১০, ১১)। ইহাও বলা হইয়াছে যে, মহানবী (স') উহার উপর স'ালাত আদায় করিতেন এবং সিজ্দার সময় নীচে নামিয়া আসিতেন। তিনি ইহা এইজন্য করিয়াছিলেন, যেন মানুষ তাঁহার স'ালাত দেখিতে এবং তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে (বুখারী, স'ালাত বাব ১৮ ; জুমু'আঃ, বাব ২৬)।

ইব্নু'ল-আছ'ীরের এক হ'াদীছ' অনুসারে বহু সংখ্যক প্রতিনিধি আসার দরুন স'াহ'াবীগণ মহানবী (স')-কে একটি উচ্চ স্থানে আরোহণের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন (উস্দু'ল-গ'াবাঃ, ১খ, ৪৩)। ইহা অন্য একটি হ'াদীছে'র সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায়। ঐ হ'াদীছ' অনুসারে মহানবী (স')-এর দরবারে একদা তামীম নামক গোত্রের লোকদের আগমন হইলে তিনি একটি কুর্সীর উপর বসিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়াছেন (ঐ, পৃ. ২১৪)। উচ্চস্থান গ্রহণ অথবা কুরসীতে উপবেশন মিম্বারের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ধরিয়া লওয়া যায়। উত্তর সামীদের (Semitic) মধ্যে সাধারণভাবে উচ্চাসনের ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং 'আরবগণ সাধারণত মাঠে গদিতে হেলান দিয়া বসিত। উচ্চাসন শাসনকর্তা অথবা বিচারপতির বিশেষ চিহ্ন ছিল। উদাহরণস্বরূপ আল-হ'াজ্জাজ্ জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে (কদাচিৎ মস্জিদে) নিজস্ব চেয়ারে উপবেশন করিতেন (কুরসী লাহ ঃ ত'াবারী ২খ, ৯৫৯), আর যখন বিচার করিতেন অথবা শত্রুদের নিন্দা করিতেন তখন তাঁহার জন্য একটি সারীর স্থাপন করা হইত (ঐ, পৃ. ১১১৯), অনুরূপভাবে যুদ্ধ ঘোষণাকালে স্বামীদের জন্য একটি কুরসী স্থাপিত হইত (ঐ, পৃ. ১১০৭ ; আরও দ্র. Becker, Islamstudien, i. 450 প.)।

মিম্বার হি. ৭, ৮ অথবা ৯ সালে প্রবর্তিত হইয়াছিল (ত'াবারী, ১খ, ১৫৯১ খামীস্, ২খ, ৭৫ ; উস্দু'ল-গ'াবাঃ, ১খ, ২৩)। গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা, যেমন মদ্য নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি প্রকাশের জন্য মহানবী (স') ইহার ব্যবহার করিতেন। এই নূতন আসন হইতে তিনি যে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়া থাকিবেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

মহানবী (স')-এর মিম্বার কাঠের ছিল বলিয়া উহাকে প্রায়ই আ'ওয়াদ (এক বচন 'উদ্-কাঠ) বলা হইত। উহা দুইটি ধাপ ও একটি আসনসম্বলিত ছিল। মহানবীর (স') পর আবু বাক্র, 'উমার ও 'উছ'মান (রা) কর্তৃক উহা সমভাবে ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে যে, ৫০/৬৭০ সালে মু'আবি'য়াঃ (রা) ঐটি নিজের সঙ্গে সিরিয়ায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে উহা করিতে দেওয়া হয় নাই।

উমায়্যাদের নিজস্ব একটি মিম্বার ছিল। মু'আবি'য়াঃ (রা) তাহা মক্কা ভ্রমণকালে নিজের সঙ্গে আনিয়াছিলেন (Chron. Mekka, i. 333)।

মক্কায় মু'আবি'য়াঃ (রা) কর্তৃক নীত মিম্বারটি হারূনু'র-রাশীদের সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। হি. ১৭০ অথবা ১৭৪ সালে হ'াজ্জ উপলক্ষে শেষোক্ত জনের মক্কা ভ্রমণকালে মিসরের শাসনকর্তা ('আমিল) তাঁহাকে ৯ ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বারের মান্কূশ (নকশাখচিত) উপহার দিয়াছিলেন এবং তখন পুরাতনটি 'আরাফাঃ-তে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল (Chron. Mekka, I. 333, iii. 114)। মক্কার মিম্বারটি স্থানান্তরযোগ্য ছিল। সাধারণত উহা মাক'ামের পার্শ্বে থাকিত, কিন্তু খুত্'বাঃর সময় কা'বার পার্শ্বে সংস্থাপিত হইত (ইব্ন জুবায়র, পৃ. ৯৫, ৯৭ ; তু. Chron. Mekka, iii. 429)। আল-বাতানূনীর মতে সুল্ত'ান প্রথম সুলায়মান কর্তৃক (৯২৬-৯৭৪/১৫২০-৬৬) মাক'ামের উত্তর দিকে একটি মার্বেলের মিম্বার প্রস্তুত করান পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল (আ'র রিহ'লাতু'ল-হি'জাযিয়্যাঃ, পৃ. ১০০)।

প্রদেশসমূহের মস্জিদে মিম্বার স্থাপিত হইবে কিনা তাহা প্রথম দিকে বিতর্কের বিষয় ছিল বলিয়া মনে হয়। আল-কু'দ'া'ঈর মতে 'আম্র (রা) আল্-ফুস্ত'াতে' একটি মিম্বার তৈয়ার করিয়াছিলেন ; কিন্তু হযরত 'উমার (রা) তাহা সরাইবার জন্য নির্দেশ দেন, নির্দেশনামায় ইহাও ছিল যে, মুসলিমদের উপর নিজেকে নিজে এরূপ উন্নীত করা চলিবে না যাহাতে তাহাদিগকে নিজেদের পায়ের গোঁড়ালির নীচে বসিতে হয় (মাক্'রীযী, ৪খ, ৬ প. ; তাগ্'রীবির্দী, ১খ, ৭৬ ; সুয়ূত'ী, হ'স্নু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ১খ, ৬৩ ; ২খ, ১৩৫)। হযরত 'উমার (রা)-এর মৃত্যুর পর 'আম্র (রা) একটি মিম্বার ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (মাক্'রীযী, ৪খ, ৮, ২৭)। আল-হ'াকিম কর্তৃক ৪০৫/১০১৪ সালে 'আম্রের মস্জিদে একটি নূতন বৃহৎ মিম্বার স্থাপিত হইয়াছিল (মাক্'রীযী, ৪খ, ৮ ; ইব্ন তাগ্'রীবির্দী, ১খ, ৭৮ প.)।

অন্যান্য স্থানে শহরগুলির জামি' মস্জিদে মিম্বার স্থাপনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় নাই। মিম্বার ছিল শাসনের প্রতীক এবং শাসনকর্তার প্রতিনিধি হিসাবে গভর্নর উহার উপর উপবেশন করিতেন। ইহা মাস্জিদু'ল-জামা'আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য হইত যেখানে জনগণের সম্মুখে সরকারীভাবে ভাষণ দেওয়া হইত। সুতরাং ৬৪/৬৮৩-৪ সালে সকল প্রদেশের মসজিদেই মিম্বার ছিল। এই বৎসর মারওয়ান ইব্নু'ল-হ'াকামের প্রতি আনুগত্য কেবল রাজধানীতেই প্রদর্শিত হয় নাই ; বরং হি'জায্, মিসর, সিরিয়া, জাযীরাঃ, ইরাক, খুরাসান এবং অন্যান্য প্রদেশের মিম্বারসমূহেও হইয়াছিল (BGA, viii. 307)।

প্রথম শতক ও দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভে ছোট ছোট শহরে শাসনকর্তাগণকে আমরা একমাত্র যষ্ঠিহাতে দাঁড়াইয়া খুত'বাঃ দিতে দেখিতে পাই। কিন্তু ১৩২/৭৪৯-৫০ সনে মিসরের গ্রামসমূহে (কু'রা) গভর্নর 'আবদু'ল-মালিক ইব্ন মারওয়ান অনেক মিম্বার স্থাপন করিয়াছিলেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ৮, ১৭ প. ; ইব্ন তাগ্'রীবির্দী, ১খ, ৩৫০ প.)। খুত্'বাঃ যখন পুরাপুরি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয় এবং শাসনকর্তা খাত'ীব (দ্র.)-এর পদ হইতে সরিয়া

পড়েন তখন মিম্বার খুত্'বাঃদানের বেদীর রূপ পরিগ্রহ করে এবং যে সকল মস্‌জিদে শুক্রবারের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হইত উহার প্রতিটিতে একটি করিয়া মিম্বার নির্মিত হয়। আর-রাশীদের পর পরিবর্তন পূর্ণতা লাভ করে এবং খাত'ীব মিম্বারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ভাষণ দিতে থাকেন, কারণ মহানবী (স') শুক্রবার উপলক্ষে দাঁড়াইয়া দুইটি খুত'বা প্রদান করিতেন, 'ঠিক আজ যেরূপ করা হয়' (বুখারী, জুমু'আঃ বাব, ২৭, ৩০; এবং 'উমার, ঐ, বাব ২)।

প্রাচীন মিম্বারের সবগুলিই কাষ্ঠনির্মিত ছিল। উমায়্যাঃ যুগে একটি লৌহের (ইব্‌ন তাগ্'রীবির্‌দী, ১খ, ৭৮, ৮ঃ আল-মিম্বা-রি'ল-হ'াদীদ, তু. ৭৯, ৪) এবং একটি পাথরের মিম্বার নির্মিত হইয়াছিল (Goldziher, Muh. Stud., ২য়, ৪২, নোট ৫); পরবর্তীকালে ঐগুলি ইট দ্বারাও নির্মিত হয় (Wustenfeld, Medina, পৃ. ৬৪, ৯৬)। নিয়ম অনুসারে মিম্বার কি'ব্‌লাঃ প্রাচীরের বিপরীত দিকে মিহ্'রাবের পার্শ্বে থাকিত। আল-মাহ্‌দী মানাবিরকে (মিম্বারের বহু বচন) উহাদের মৌলিক ক্ষুদ্র আকারে পরিণত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন (ত'াবারী, ৩খ, ৪৮৬, ১২; মাক্'রীযী, ৪খ, ১২, ১৩ প.)। বড় বড় মসজিদে কয়েকটি মিম্বারও স্থাপিত হইত।

মহানবী (স')-এর সময় মিম্বারের যে গুরুত্ব ছিল তাহাই উহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের কারণ হইয়া দাঁড়ায় এবং মস্‌জিদের পবিত্রতা মিহ্'রাব ও ইহার চতুর্দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। মিম্বার বারাকাতের জন্য স্পর্শ করা হইত এবং শপথ, বিশেষরূপে মিম্বারের উপরে কিংবা পার্শ্বে, গ্রহণ করা হইত (ইব্‌ন সা'দ, ১/১; ১০ প. ১২, ১৯ প.; ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, ২য়, ৩২৯; তু. Johs. Pedersen, Der Eid, p. 144, 147)।

কা'বাঃ যেরূপে আচ্ছাদিত (কাসা) করা হয়, সেরূপ মিম্বারের উপরেও অল্পকালের মধ্যে একটি আচ্ছাদন রাখা হয়। কথিত আছে যে, হযরত 'উছ্'মান (রা) সর্বপ্রথম মহানবী (স')-এর মিম্বার একটি ক'াত'ীফাঃ (চাদর) দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন (খামীস্‌, ২খ, ৭৫. নিম্ন হইতে)। মু'আবি'য়াঃ (রা)ও অনুরূপ করিয়াছিলেন-যখন তাঁহাকে উহা সঙ্গে লওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল (ঐ,পৃ. ৭৬৪; ত'াবারী, ২খ, ৯২, ৪)। 'আব্বাসীদের আমলে প্রতি বৎসর মহানবী (স')-এর মিম্বারের জন্য বাগদাদ হইতে একটি নূতন কিস্‌ওয়াঃ প্রেরিত হইত; সুলত'ানগণ পরে মাঝে মাঝে অনুরূপ করিতেন (Wustenfeld, Medina, p. 64); বিশেষ বিশেষ সময়ে মিম্বার আচ্ছাদনের নিয়ম প্রচলিত ছিল (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ১৪৯, ১৬)।

(ঙ) দাক্‌কাঃ, কোন কোন অঞ্চলের বড় মস্‌জিদে সাধা-রণত মিম্বারের কাছে সিঁড়িযুক্ত একটি মঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মঞ্চ (দাক্‌কাঃ, লৌকিকরূপে প্রায়শ দিক্‌কাঃ) শুক্রবারের অনুষ্ঠানে মস্‌জিদে খুত্'বার পূর্ববর্তী আয'ান ও ইক'ামাত দেওয়ার সময় মুআয্'যি'নের স্থানরূপে ব্যবহৃত হয়। মস্‌জিদ সরঞ্জামের এই অংশ অনুষ্ঠানটির উন্নয়নের সহিত সম্পর্কযুক্ত (দ্র. নিম্নে ছ-৪ এবং C. H. Becker, Zur Geschichte des Islamischen, Kultus, in Islamistudien, i, 472-500; E. Mittwoch, Zur Entstehungsgeschichte des Islamishen Gebets und Kultus, in Abh. pr. AK. W., 1913, phil.-hist. Kl. No. 2)। প্রথম আয'ান মিনার হইতে উচ্চারিত হয়, আর দ্বিতীয় (খাত'ীব যখন মিম্বারে উঠেন) ও তৃতীয়টি (স'ালাতের পূর্বে, ইক'ামাত) মসজিদ অভ্যন্তরেই সম্পন্ন হয়। মুআয্'যি'ন প্রথমে এই আহ্‌বানগুলি মস্‌জিদ অভ্যন্তরে দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিতেন। পরবর্তীকালে তাঁহার জন্য উচ্চাসন নির্মিত হয়।

মক্‌কাতে এক সময় মুআয্'যি'নগণ ছাদ হইতে দ্বিতীয় আয'ান (মিম্বারের উপর যখন খাত'ীব আরোহণ করেন) উচ্চারণ করিতেন (Chron., Mekka. i. 332 প.)। কায়রোর 'আম্‌রের মস্‌জিদেও অনুরূপ অবস্থা ছিল। এখানেও আয'ান ছাদের উপর একটি কক্ষ (গু'র্‌ফাঃ) মধ্যে উচ্চারিত হইত এবং ৩৩৬/৯৪৭-৮ সালে উহার পরিবর্ধনের উল্লেখ রহিয়াছে। ইব্‌ন তু'লূনের মস্‌জিদে আয'ান স'াহ্'ন মধ্যস্থিত গম্বুজ হইতে উচ্চারিত হইত (মাক্'রীযী, ৪খ, ১১, ৪০)। চতুর্থ শতাব্দীতে আল-মাক্'দিসী খুরাসান সম্পর্কে একটি বিশেষ বিষয় হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সেখানে মুআয্'যি'নগণ মিম্বারের সম্মুখে একটি খাটিয়ার উপর দাঁড়াইয়া আয'ান উচ্চারণ করেন (BGA, iii. 372)।

৮ম শতাব্দীতে ইব্‌নু'ল-হ'াজ্জ দাক্‌কার সাধারণ ব্যবহার বিদ্'আঃরূপে অভিহিত করিয়াছেন, যাহা অকারণে মসজিদ অভ্যন্তরে চলাফেরার স্বাধীনতাকে প্রতিহত করে বলিয়া নিন্দা করা উচিত (মাদ্‌খাল, ২খ, ৪৫ উপরে)। কায়রোর ৯০০ হিজরীর পূর্বের ও পরের শিলালিপিতে দাক্‌কার উল্লেখ রহিয়াছে।

(চ) কুর্‌সী, কু'র্‌আন ও স্মৃতিচিহ্নসমূহঃ কোন কোন মাস্‌জিদে সাধারণত একটি কুর্‌সী অর্থাৎ একটি আসন ও ডেস্কসহ কাঠের মঞ্চ থাকে। ডেস্ক কু'রআনের জন্য, আর আসন বক্তা, পাঠক বা ক'ারীর জন্য। বক্তাকে এজন্য আল-মাক্‌কী আস্'হ'াবি'ল-কারাসী নামে অভিহিত করিয়াছেন (কু'তু'ল-কু'লূব ১খ, ১৫২; কিতাবু'ল-মাদ্‌খাল, ১খ, ১৫৯-এ উদ্ধৃত)। এক মস্‌জিদে অনেক কুর্‌সীর উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায় ('আম্‌রের মস্‌জিদের জন্য দ্র. মাক্'রীযী, ৪খ, ১৯)। পূর্বকালের কারাসীতে সর্বদা ডেস্ক থাকিত কিনা তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। Van Berchem কর্তৃক তাঁহার Corpus গ্রন্থে বর্ণিত তারিখ সম্বলিত লিপিসহ কুরসীর সবগুলিই ৯ম/১৫শ শতকের (সংখ্যা ২৬৪, ৩০২, ৩৩৮, ৩৫৯ উভয় দিকে, ৪৯১)।

মস্‌জিদে কুর্‌সীর উপর সংরক্ষিত একটি কু'রআনের পার্শ্বে বহু সংখ্যক কু'রআন থাকিত। কোন কোন মস্‌জিদ হযরত 'উছ'মান (রা) কর্তৃক সংকলিত কু'রআনের অধিকারী বলিয়া দাবী করিয়াছে (তু. Noldeke, Gesch d. Qorans 2. iii. 8, note 1)। মূল্যবান কু'রআন, যাহা স্মৃতিচিহ্নের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, মস্‌জিদের সম্পদের মধ্যে গণ্য। সেগুলি প্রায়ই সিন্দুকের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। ইব্‌নু'ল-ফাক'ীহ্ জেরুযালেমের মস্‌জিদে কু'রআন ভর্তি ১টি সিন্দুকের উল্লেখ করিয়াছেন (BGA. v. 100)। মস্‌জিদে অন্যান্য দ্রব্য রাখার জন্য স'ানাদীক' (স'ান্‌দূক'-এর বহুবচন) ছিল, যেমন বাতি (মাক্'রীযী, ৪খ, ৫৩; Wustenfeld, Medina, p. 82; ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ১৯৪), সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত দ্রব্য (কিতাবু'ল-মাদ্‌খাল, ২খ, ৪৪, infral.) এবং বায়তু'ল-মাল অথবা মস্‌জিদের সম্পত্তির জন্য পৃথক পৃথক সিন্দুক ছিল। উহাতে বিশেষ কর্মচারীর অধীনে তাস্‌বীহে'র সিন্দুকও থাকিত (মাদ্‌খাল, ২খ, ৫০ পৃ.)।

মস্‌জিদে প্রতিকৃতি ও প্রতিমার প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ (বুখারী, স'লাত, বাব ৪৮, ৫৪ ; দ্র. Becker, Islamstudien, i. 445 প.)। কোন কোন মহল ছবির বিরোধিতার ন্যায় বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন, যথাঃ রাসূলুল্লাহ (স')-এর পাদুকা, আলখিল্লা, দাঁড়ির কেশ, কোন তাপসের কিছু চিহ্ন ইত্যাদি রাখারও বিরোধিতা করেন। জেরুযালেম ও দামিশ্‌কের মস্‌জিদে প্রদর্শিত মহানবী (স')-এর পদচিহ্নে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনকে ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ (রা) নিন্দা করিয়াছেন (Quatremere, Hist. Maml. 11/ii. 246)।

(ছ) গা'লীচা ঃ মস্‌জিদের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য গা'লীচাঃ ব্যবহৃত হয়। গা'লীচার উপর স'লাত আদায়ের প্রথা স্বয়ং মহানবী (স') হইতে প্রচলিত বলিয়া হ'াদীছে' জানা যায়। সাধারণত তিনি একটি খেজুরপাতার মাদুর, (খুম্‌রাঃ) ব্যবহার করিতেন (বুখারী, স'লাত, বাব ১৯, ২০, ২১ ও অন্যান্য) বালাযু'রীর (পৃ. ২৭৭, ৩৪৮) বিবরণ মুতাবিক মস্‌জিদে প্রথম মাটির উপর এবং পরে কংকরের উপর স'লাত আদায় করা হইত। পরে যখন হলগুলি বিস্তৃতি লাভ করে তখন মেঝে মাদুর দ্বারা পরিবৃত হয়।

সর্বপ্রথম 'আম্‌রের মসজিদের মেঝে নুড়ির পরিবর্তে চাটাই দ্বারা যিনি আবৃত করেন তিনি হইলেন মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর গভর্নর মাস্‌লামাঃ ইব্‌ন মুখাল্লাদ (মাক্‌'রীযী, ৪খ, ৮ ; হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ২খ, ১৩৬ ; ইব্‌ন তাগ্‌'রীবিরদী, ১খ, ৭৭)। মস্‌জিদে যাঁহারা প্রায়ই যান তাঁহাদের বিভিন্ন দলের জন্য মাদুরের উপর জায়গা নির্ধারিত ছিল (আল-কিন্দী, উলাত্‌, পৃ. ৪৬৯)। পরবর্তীকালে প্রধান মস্‌জিদ-গুলির মেঝে বহু সংখ্যক ব্যয়বহুল গা'লীচাঃ দ্বারা আবৃত করা হয় এবং কোন পর্বদিনে সেগুলিকে বিশেষ ধরনের বিলাসবহুল কারু-কার্যখচিত গা'লীচাঃ দ্বারা সুসজ্জিত করা হইত (দ্র. ইব্‌ন তাগ্‌'-রীবিরদী, ed. Juynboll, ২খ, ৪৮৩)। কঠোর সুন্নাঃপন্থিগণ এগুলিকে বিদ্‌'আঃরূপে অভিহিত করিয়া বাতিল বলিয়া ঘোষণা করত নগ্নভূমিকেই অগ্রাধিকার দিয়াছেন (মাদ্‌খাল, ২খ, ৪৬ ; ৪৯, ৭২, ৭৪, ৭৬)।

(জ) আলোকিতকরণ ঃ মাগ্‌'রিব ও 'ইশার স'লাতের জন্য আলোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় ছিল। আল-আয্‌'রাক'ী মক্‌কার মসজিদে আলো সরবরাহের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্‌'বাঃ ইবনু'ল-আয্‌'রাক' সর্বপ্রথম কা'বাঃ আলোকিত করেন, তিনি মস্‌জিদ সংলগ্ন তাঁহার গৃহে একটি বিরাট বাতি (মিস্‌'বাহ') স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে কা'বার চতুর্দিকে তৈলবাতিসহ লণ্ঠন সরবরাহ করা হয় (Chron. Mekka, i. 200 প., তু. 458 প.)। ইবনু'ল-ফাক'ীহের (৩০০-র পূর্বে) মতে, জেরুযালেমে প্রতি সন্ধ্যায় ১,৬০০ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইত (BGA, iii. v. 100) এবং উহার পরের শতাব্দীতে আল-মাক্‌'দিসীর মতে, ফিলিস্তীনের জনগণ সর্বদা তাহাদের মসজিদে মক্‌কার ন্যায় শিকলে ঝুলন্ত কি'ন্দীল (ঝাড় লণ্ঠন) প্রজ্জ্বলিত করে (BGA, iii. 182)।

মস্‌জিদে আলো সরবরাহের এই প্রচেষ্টার ভিত্তি একেবারে বাস্তব প্রয়োজনের উপর রচিত ছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আলোর গুরুত্ব পূর্ব হইতেই ছিল। ২২৭/৮৪২ সনে খলীফা আল-মু'তা-সি'ম মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জন্য বাতি ও ধূপসহ (বি'শ-শাম্‌' ওয়া'ল-বাখুর) স'লাত আদায় করিতে হইবে (ইব্‌ন আবী উসায়'বি'আঃ, ১খ, ১৬৫ ; তু. ২খ, ৮৯)। একটি বাতি বিশেষরূপে মিহ্‌'রাবে ব্যবহৃত হইত। অতঃপর মক্‌কাতে, মিহ্‌'রাবে ইমামের সম্মুখে বাতি দেওয়া হইত এবং এসব মিহ্‌'রাব-বাতির জন্য বহুল পরিমাণে বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল (ইব্‌ন জুবায়র, রিহ্‌'লাঃ, পৃ. ১০৩, ১৪৪)।

কোন আনন্দোৎসবে বিরাট আকারের আলোক-সজ্জা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। ইব্‌ন জুবায়র বলেন, রামাদ'ান মাসে নূতন গা'লীচাঃ সরবরাহ এবং বাতির পরিমাণ এরূপ বৃদ্ধি করা হইত যে, সমগ্র মস্‌জিদ আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইত (রিহ্‌'লাঃ, পৃ. ১৪৩) ; কোন কোন সন্ধ্যায় বহু সংখক বাতি দ্বারা আলোক-বৃক্ষ প্রস্তুত হইত এবং মিনারগুলিতে আলোক-সজ্জা রচিত হইত (ঐ, p. 149-151, 154, 155)।

(ঝ) ধূপধুনা, চন্দন প্রভৃতি দাহ্য সুগন্ধি দ্রব্য ঃ কতিপয় হ'াদীছ' অনুসারে স্বয়ং মহানবী (স') মস্‌জিদে ধূপ পোড়াইতেন (তির্‌-মিয'ী, ১খ, ১১৬, দেখুন Lammens, Mo'awia, p. 367, note 8) এবং হযরত 'উমার (রা)-এর সময় তাঁহার আযাদকৃত গোলাম (মাওলা) 'আব্‌দুল্লাহ্‌ তাঁহার মিম্বারে বসার সময় ধূপ জ্বালাইয়া মসজিদ সুরভিত করিতেন বলিয়া জানা যায়। একই ব্যক্তি সিরিয়া হইতে হযরত 'উমার (রা) কর্তৃক আনীত ধূপাধার (মিজ্‌মার ঃ তু. Lammens, পূ. স্থা.) রামাদ'ান মাসে স'লাত আরম্ভকালে হযরত 'উমার (রা)-এর সম্মুখে আনিতেন বলিয়া কথিত আছে (A. Fischer, Biographie von Gewahrsmannern etc. p. 55, note)।

উমায়্যাদের আমলে ধূপ মস্‌জিদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অন্যতম ছিল (ত'ীবু'ল-মাস্‌জিদ ঃ ত'াবারী, ২খ, ১২৩৪)। মু'আবি'য়াঃ (রা) সর্বপ্রথম কা'বাঃকে সুগন্ধি দ্রব্য (খালূক') ও ধূপ (মিজমার ঃ BGA, v. 20, 12) দ্বারা সুরভিত করিয়াছেন। কা'বাঃকে মিশ্‌ক্‌ ও ত'ীব্‌ (সুগন্ধি দ্রব্য) দ্বারা লেপনের প্রথাও ক্রমে প্রচলিত হয় (Chron, Mekka, i. 150, 10 ; ইব্‌ন জুবায়র, রিহ্‌'লাঃ, পৃ. ১৯১, ৯)। মুর্দা দাফনের কালে ধূপ ও মোমবাতি ব্যবহৃত হইত (de Goeje, ZDMG, 1905, p. 403 প. ; Lammens, Mo'awia, p. 436, note 9) মস্‌জিদে বিশেষত পর্বের সময় ধূপ খরচ ক্রমে বৃদ্ধি পায় (ফাতি'মী আমলের জন্য দেখুন ইব্‌ন তাগ্‌'রীবিরদী, ১/১খ, ৪৮৪, ১২ ; ২/২, ed. Popper, p. 106, 3 ; মাক্‌'রীযী, ৪খ, ৫১)। ধূপ রাখার পাত্রের জন্য গ্রন্থপঞ্জী দেখুন in Isl. xvii., 1928, p. 217 প.।

(ঞ) পানি সরবরাহ ঃ ইসলামের প্রথম যুগে মক্‌কার যাম্‌যাম্‌ কূপের পানি ওযূ ও পানীয়ের জন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু উমায়্যাদের আমলে খালিদ আল্‌-ক'াস্‌রী অন্যান্য কূপ হইতে মস্‌জিদে পানি সরবরাহ করিতেন। তিনি প্রবেশ পথে ওযূর ব্যবস্থা এবং স'াহ্‌'নে চলন্ত ঝরনাসহ একটি পাত্র স্থাপন করেন (Chron. Mekka, i. 299, 339 প.)। এই ব্যবস্থা উমায়্যাঃ যুগের একটি স্মরণীয় কীর্তি।

পাত্রের বা ফিস্‌'কি'য়ার (মিসরে বর্তমান ফাস্‌কি'য়া) সাধারণ নাম পিস্‌কিনা যাহা মিশ্‌না ও সিরীয় ভাষায় পিস্‌কীনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। একই সময় আবার বির্‌কাঃ অথবা সিক'ায়াঃ অথবা সি'হ্‌রীজ (সম্ভবত ফার্‌সী হইতে গৃহীত) এবং প্রাচীন 'আরবী হ'াওদ'ও ব্যবহৃত হয়। চলন্ত ঝরনাকে ফাওওয়ারাঃ এবং ওযূর ব্যবস্থাপনাকে মাত'াহির অথবা মায়াদি'উ, এক বচনে মীদ'আঃ (বর্তমানে সাধারণত মীদ'া) 'ওযূর জায়গা' বলা হয়।

দামিশ্‌কে যে আজও প্রতিটি গৃহে প্রচুর পরিমাণে পানি সরবরাহ করা হয় য়াকূ'ত (মৃ. ৬২৬/১২২৯) এরূপ কোন মস্‌জিদ, মাদ্‌রাসাঃ অথবা খানক'াহ সেখানে দেখেন নাই যেখানে স'াহ্‌'নে বিরকাতে (হ'াওদে') পানি আসার ব্যবস্থা নাই (য়াকূ'ত, ২খ, ৫৯০)। ইব্‌ন জুবায়র (মৃ. ২৬৭ প.) উমায়্যাদের মস্‌জিদের ব্যবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। স'াহ্‌'নে তিনটি কু'ব্‌বাঃ ছিল, যাহা আজও বর্তমান। মধ্যবর্তীটি চারিটি মার্বেল স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত, উহার নিম্নে লৌহ-বেষ্টনী দ্বারা পরিবেষ্টিত পানীয় জলের একটি ঝরনাসহ একটি জলাধার ছিল। ইহাকে ক'াফাসু'ল-মা' "পানির খাঁচা" বলা হইত। নিকটবর্তী একটি মাশহাদ্‌, খানক'াহ এবং মাদ্‌রাসাতেও প্রবহমান পানি ছিল, আর একটি হলে আবাসিক কক্ষগুলির পার্শ্বে একটি (হ'াওদ') ও পানির ঝরনা সমেত আর একটি কু'ব্বাঃ ছিল। আবার মস্‌জিদের বহিঃস্থ চারটি প্রাচীরের সঙ্গে সিক'ায়াত (পানি পানের স্থান)। সব কয়টি গৃহে গু'সলখানা, পায়খানা বিদ্যমান ছিল, এক শতাব্দী পূর্বে মস্‌জিদের প্রত্যেক প্রবেশ পথে একটি করিয়া মীদ'া'আ (ওযূর স্থান) ছিল (BGA, iii. 159)। সমগ্র ব্যবস্থাপনাটাই উমায়্যাঃ যুগে মক্কায় খালিদ আল-ক'াস্‌রী কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। সামার্‌রা', কূফা, হ'ালাব, নাসীবীন্‌, মাওসি ল ও হার্‌রান্‌ প্রভৃতি সিরীয় ও মেসোপটেমীয় শহরগুলিতে একই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও সর্বত্র এরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।

মিসরে ইব্‌ন তূ'লূনের মস্‌জিদেই সর্বপ্রথম সিরীয় মস্‌জিদের অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। স'াহ্‌'নের মধ্যস্থলে রেলিং পরিবেষ্টিত ষোলটি মার্বেল স্তরের উপর একটি স্বর্ণমণ্ডিত গুম্বজ ছিল। ইহার উপরতলা আবার উনিশটি মার্বেল স্তম্ভের উপর ছিল এবং নীচে চলন্ত ঝরনা (ফাওওয়ারাঃ)-সহ একটি মার্বেলের জলাধার (ক'াস্‌''আঃ) ছিল; আয'ান গুম্বজ হইতে দেওয়া হইত (মাক্‌'রীযী, ৪খ, ৩৭)। জনসাধারণের অনুরোধে মস্‌জিদের পশ্চাতে ঔষধের দোকানসহ একটি মীদ'া'আ নির্মিত হয় (ibid, p. 38, 39, হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ২খ, ১৩৯; ইব্‌ন তাগ্‌'রীবির্‌দী, ২/১খ, ১০)।

ধর্মপ্রাণ দানশীল ব্যক্তিগণ স্থানে স্থানে পানি পানের নির্ঝরিণী প্রতিষ্ঠা করিলে পানীয় জায়গা হিসাবে মস্‌জিদের বির্‌কার গুরুত্ব হ্রাস পায় (মক্কার জন্য দ্র. Chron. Mekka, ii. 116-118; BGA, iv. 211, দ্র. hubb; p. 258, দ্র. Sabil) বিশেষত যখন মস্‌জিদের এক অংশে ছেলেদের শিক্ষাগারের সঙ্গে একটি ঝরনা (সাবীল) নির্মাণ প্রথা প্রচলিত হয়। পশুর পানি পানের উদ্দেশ্যেও কোন কোন সময় মসজিদের আশেপাশে হ'াওদ' নির্মিত হইত (মাক্‌'রীযী, ৪খ, ৭৬)। স'াহ্‌নের সরবরাহকৃত পানি দ্বারা ওযূ করার প্রথা মিসরের বহু জায়গায় এখনও প্রচলিত আছে। সুতরাং উহাদিগকে সাধারণত মীদ'া'আ বা মীদ'া (যাহা খোদিত লিপিতে দেখা যায় না) বলা হয়। ছিদ্র থাকিলে সেগুলিকে হ'ানাফিয়্যাঃ বলা হইত; Lane-এর মতানুসারে ইহার কারণ, হ'ানাফীগণ কেবল চলন্ত পানি অথবা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে উভয় দিকে ২০ গজ ও কিছু গভীর আধারের পানিতে ওযূ করার নির্দেশ দিয়া থাকে (Lexicon দ্র., তু. Manner and Customs, Everyman's Library, p. 69, প্রভৃতি সম্পর্কে দ্র. Ma. Herz, Observations critiques sur les bassins dans les Sahans des Mosquees, BIE, iii. ৭, 1896, p. 47-51)। ইবনু'ল-হ'াজ্জ মস্‌জিদের ভিতরে পানি আনার নিন্দা করিয়াছেন; কারণ মস্‌জিদে ওযূর জন্যই পানি আনা হয়। অথচ মস্‌জিদে ওযূ করা "আমাদের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ" কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে (মাদ্‌খাল্‌, ২খ, ৪৭ প, ৪৯)। মহানবীর বাণী অনুসারে ক্ষৌরকর্মের ন্যায় ওযূও মস্‌জিদের বাহিরে করা কর্তব্য।

(ট) রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে মস্‌জিদ ঃ

১। রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে মস্‌জিদ এবং শাসনকর্তার সহিত ইহার সম্পর্ক ঃ ইসলামের সহজাত প্রকৃতিতে ধর্ম ও রাজনীতি একটি অপরটি হইতে বিচ্ছেদ্য নহে। একই ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রের শাসক ও প্রধান পরিচালক ছিলেন এবং একই গৃহ মস্‌জিদ, রাজনীতি ও ধর্ম উভয়ের কেন্দ্রভূমি ছিল। উভয়ের মধ্যকার এহেন সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যটিতে অত্যধিক প্রকট হইয়া উঠিয়াছে ঃ শিবিরের কেন্দ্রস্থলে মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠিত, আর মস্‌জিদ সংলগ্নে শাসনকর্তার বাসভবন নির্মিত হইত, যেমন মদীনায় ছিল (এবং আল-ফুস্‌ত'াত', দামিশ্‌ক', বাস'রাঃ ও কূফাতে), মস্‌জিদের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে উহা দারু'ল-ইমারাঃ অথবা (প্রাসাদ)-এর সঙ্গে যুক্ত হইয়া একটি নূতন ভবনে পরিণত হইয়াছিল, যেমন দেখা গিয়াছিল ফুস্‌ত'াত' ও বাস'রায়। মস্‌জিদ ও প্রাসাদের যুক্তকরণের এই পদ্ধতি অন্যত্রও অনুসৃত হইয়াছিল, কায়রোতে যখন ১৬৯/৭৮৫-৬ সালে নূতন প্রধান মস্‌জিদ জামি'উ'ল-'আস্‌কারের পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তখন উহার পার্শ্বে মস্‌জিদের দিকে সরাসরি প্রবেশ পথ রাখিয়া "দার উমারা' মিস্‌'র" ও নির্মিত হয় (মাক্‌'রীযী, ৪খ, ৩৩ প.) এবং যখন ইব্‌ন তু'লূন তাঁহার মস্‌জিদ নির্মাণ করেন, তখন দারু'ল-ইমারাঃ নামক একটি ভবন ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেখানে শাসনকর্তার, যিনি এখন অপর একটি নূতন প্রাসাদে বাস করেন, পোশাক পরিবর্তন ইত্যাদি কাজের জন্য কক্ষ ছিল। সেখান হইতে তিনি সোজাসুজি মাক্‌'সূ'রায় গমন করিতে পারিতেন (ঐ, পৃ. ৪২)।

বাগ্‌দাদ প্রতিষ্ঠাকালে 'আব্বাসীগণ একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা এই যে, তাঁহারা নগরীর কেন্দ্রস্থলে প্রাসাদ নির্মাণ করেন ঃ ফা'তি'মীদের কায়রোর অবস্থাও অনুরূপ ছিল। পরবর্তীকালে যখন শাসনকর্তাগণ আর মস্‌জিদের পার্শ্বে বাস করিতেন না, তখন মস্‌জিদের ভিতরে কিংবা পার্শ্বে তাঁহাদের জন্য বিশেষ কক্ষের ব্যবস্থা থাকিত। স'ালাহ'ু'দ্‌-দীন 'আমরের মস্‌জিদের বিরাট মিনারের নীচে নিজের জন্য একটি মান্‌জ'ারাঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন (মাক্‌'রীযী, ৪খ, ১৩; হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ২খ, ১৩৭) এবং আযহার মস্‌জিদের ঠিক দক্ষিণে ফাতি'মীদের একটি মান্‌জ'ারাঃ ছিল সেখান হইতে তাঁহারা মস্‌জিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিতেন (মাক্‌'রীযী, ২খ, ৩৪৫)।

খলীফা স'ালাতের ইমাম এবং মুসলিম সমাজের খাত'ীব ছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মস্‌জিদের গুরুত্ব মিম্বারে নিহিত ছিল। এই মিম্বারে উপবেশন খলীফার অভিষেক অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহানবী (স')-এর উত্তরাধিকারীরূপে হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-র নির্বাচকমণ্ডলী তাঁহার প্রতি সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রকাশকালে তিনি মিম্বারে আসীন ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে খুত্‌'বাঃ দান করতঃ নেতৃত্ব বরণ করেন (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১০১৭; ত'াবারী ১খ, ১৮২৮ প., কিতাবু'ল-খামীস্‌, ২খ, ৭৫; য়া'কূ'বী, ২খ, ১৪২); পরবর্তী খলীফাগণও অনুরূপ করিয়াছেন। এমন কি বহুকাল পরেও যখন জনসাধারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত জয়ধ্বনির কোন গুরুত্ব ছিল না তখনও মিম্বারের উপর অভিষেক অনুষ্ঠান অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল (মাক্‌'রীযী, ৪খ, ৯৪)।

খলীফা প্রধানত রাজধানীর মিম্বার হইতে ভাষণ দান করিতেন, কিন্তু যখন হ'াজ্জে গমন করিতেন তখন মক্কা ও মদীনার মিম্বার-গুলি হইতেও ভাষণ দিতেন (দ্র. ত'াবারী, ২খ, ১২৩৪; য়া'কূ'বী, ২খ, ৩৪১, ৫০১; Chron Mekka, ১খ, ১৬০)। খলীফা রাজধানীতে যেভাবে মিম্বার হইতে ভাষণ প্রদান করিতেন প্রদেশের গভর্নরগণও সেইভাবেই মিম্বার হইতে ভাষণ দিতেন। গভর্নর 'ধর্মীয় ও প্রশাসনিক' উভয়বিধ বিষয়ের কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি "জনসাধারণের মধ্যে ন্যায়-নীতি" প্রতিষ্ঠার ও স'ালাত পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করিয়াছিলেন (ত'াবারী, ৩খ, ৮৬০)। মিম্বার হইতে কথা বলার অধিকার তিনি খলীফা হইতে লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহা খলীফার নামেই করা হইত। সুতরাং 'আম্র ইব্নু'ল-'আাস' খলীফা কর্তৃক নিযুক্ত শাসকশ্রেণীর পরিচালনাধীন ব্যতিরেকে জুমু'আঃ অনুষ্ঠান করিতে লোকদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ৭)। এই দৃষ্টিভঙ্গী কখনও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় নাই। খুত্'বাঃ খলীফার "নামে" (ঐ, পৃ. ৯৪) অথবা তাঁহার "জন্য" প্রদত্ত হইত, (ঐ, পৃ. ৬৬, ৭৪, ১৯৪; ইব্ন তাগ্'রীবির্দী, ২/১খ, ৮৫ নিম্নে, BGA. iii. 485 supra), অনুরূপভাবে আমীর সুল্ত'ানের 'জন্য' খুত্'বাঃ দিতেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ২১৩, ২১৪)। তৎকালে সুল্ত'ানের একাকী 'পার্থিব' ক্ষমতা ছিল না, তদ্রূপ খলীফারও একাকী "পার্থিব" ক্ষমতা ছিল না। সুল্ত'ান একজন মুসলিম শাসক হিসাবে প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করিতেন, যে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন আইনানুগ প্রধান হিসাবে তিনি। খলীফা এবং সুলত'ানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা প্রদান করিতেন।

খলীফার ন্যায় শাসনকর্তাও মিম্বারে আরোহণ এবং খুত্'বাঃ প্রদান করত আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মে যোগদান করিতেন; ইহা তাঁহার কর্তৃত্বের প্রতীক ছিল (ত'াবারী, ২খ, ৯১, ২৩৮, ২৪২; Chron, Mekka, ২খ, ১৭৩; তু. হ'ামাসাঃ, পৃ. ৬৬০, ২য় ও ৩য় শ্লোক; জাহি'জ', বায়ান, ৩খ, ১৩৫)। আল্লাহ্ ও রাসূলের গুণ কীর্তনের পর তিনি তাঁহার নিয়োগপত্র ঘোষণা করিতেন অথবা খলীফার চিঠি পড়িয়া শুনাইতেন। খুত্'বাঃ শুক্রবারের জুম'আর স'ালাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ; কিন্তু যে কোন সময়ে খলীফা বা সুলত'ান খুত্'বাঃ দিতে পারিতেন। সাধারণত স'ালাতের আয'ান দেওয়ার পর তাঁহারা প্রয়োজনে উপদেশ ও নির্দেশপূর্ণ খুত্'বাঃ দিতেন (দ্র. ত'াবারী, ২খ, যেমন উপরে এবং পৃ. ২৬০, ২৯৭, ২৯৮, ৩০০, ৮৬৩, ১১৭৯)।

প্রাথমিক যুগে যখন মুসলিমগণ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং মস্জিদ শাসক ও জনগণের সাধারণ সভার জায়গা ছিল, তখন প্রায়ই যুদ্ধ সম্পর্কিত আলোচনা মস্জিদে সংঘটিত হইত। শাসনকর্তা যখন তাঁহার খুত্'বাঃতে যুদ্ধ সম্পর্কিত নির্দেশ ও উপদেশ দান করিতেন, তখন সমর্থনজ্ঞাপক অথবা ইহার বিপরীত উক্তি উচ্চারণ করা যাইত (ঐ, পৃ. ২৩৮) এবং যুদ্ধের পরামর্শ সভা মস্জিদেই অনুষ্ঠিত হইত (ত'াবারী, ১খ, ৩৪১৫; ২খ, ২৮৪; বালা'যু'রী, পৃ. ২৬৭)। সময় সময় মস্জিদে উচ্ছৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইত (কিন্দী, উলাাত্, পৃ. ১৮); যিয়াদ একদা মিম্বারের উপর প্রস্তরাহত হইয়াছিলেন (ত'াবারী, ২খ, ২৮৮); কেহ মস্জিদে প্রবেশ করিয়া মিম্বারে আসীন গভর্নরের সহিত কথা বলিতে পারিত। ইহাতে বাধা দেওয়া হইত না (ঐ, পৃ. ৬৬২)।

শুক্রবারের খুত্'বাঃ যাঁহার নামে প্রদত্ত হইত সেই খলীফার কল্যাণ কামনাসহ নামোল্লেখ করা অতি স্বাভাবিক ছিল। ইব্ন 'আব্বাাস্ বস্রার শাসনকর্তা থাকাকালে সর্বপ্রথম হযরত 'আলী (রা)-র জন্য এরূপ দু'আা' করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (ইব্ন খালদূন, মুক'াদ্দিমাঃ, ফাস্'ল ৩৭, শেষ); 'আলী বংশীয় ও উমায়্যাদের মধ্যে শত্রুতার ফলে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হওয়া অস্বাভাবিক নহে। উমায়্যা যুগে কু'স্'স'াাস' মস্জিদে 'আলি বংশীয়দিগকে অভিশাপ দিত, উমায়্যাদের জন্য প্রার্থনা করিত (মাক্'রীযী, ৪খ, ১৭)। খলীফার নামোল্লেখ ও তাঁহার জন্য দু'আা' 'আব্বাাসীদের আমলে শাসকের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের একটি অভিব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইত (ইব্ন তাগ্'রীবির্দী ২/১খ, ১৫১)। খলীফার পরে স্থানীয় শাসনকর্তা অথবা গভর্নরের নাম খুত্'বাঃয় উল্লেখ করা হইত (ঐ, পৃ. ১৫৬, ১৬১)।

সাধারণভাবে মস্জিদ এবং বিশেষরূপে মিম্বার সরকারী ঘোষণার স্থান ছিল, অবশ্য তাহা ছিল মহানবী (স)-এর সময়েও (বুখারী, স'া...ত, বাব ৭০, ৭১)। আল-ওয়ালীদ মিম্বার হইতে দুইজন খ্যাতনামা শাসনকর্তার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন (ইব্ন তাগ্'রীবির্দী, ১খ, ২৫২); যুদ্ধের ফলাফল খুত্'বাঃতে ঘোষিত হইত (য়াকূ'ত্, ১খ, ৬৪৭; আল-'ইক'দু'ল-ফারীদ্, ২য়, কায়রো ১৩২১, পৃ. ১৪৯ প.)। ফাতি'মী ও 'আব্বাসী যুগেও ঘোষণা, নির্দেশ এবং কর সংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রধান মসজিদে শাসনকর্তা প্রচার করিতেন (ত'াবারী, ২খ, ৪০; ৩খ, ২১৬৫; ইব্ন তাগ'রীবির্দী, ২/২খ, ৬৮; মাক্'রীযী, ইত্তি'আজ', ed. Bunz, পৃ. ৮৭ Supra; Quatremere, Hist. Maml., I/ii, 89; 11/ii, 44, 151); অধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী নিয়োগের দলীলও মিম্বারের উপর পঠিত হইত (কিন্দী, উলাাত্, পৃ. ৫৮৯, ৫৯৯, ৬০৩, ৮০৪ ইত্যাদি, প্রসঙ্গানুক্রমে, মাক্'রীযী, ২খ, ২৪৬; ৪খ, ৪৩, ৮৮)। মাঝে মাঝে জনসাধারণ কোন সরকারী ঘোষণা শ্রবণকল্পে মস্জিদে জমায়েত হইত (কিন্দী, উলাাত্, পৃ. ১৪; তু. Dozy, Histoire des musulmans d' Espagne, Leiden 1932, ii. 286)।

২। মস্জিদ এবং গণ-শাসন ব্যবস্থা ঃ আসল সরকারী কাজ বহু পূর্বে মসজিদ হইতে একটি বিশেষ দীওয়ান অথবা মাজলিসে স্থানান্তরিত হইয়াছিল (দ্র. ত'াবারী, শব্দ সূচী, প্রাসঙ্গিক শব্দ) এবং ক'াস্'রু'ল-ইমারাঃতে মধ্যে মধ্যে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত এবং অন্যান্য কার্য সম্পাদিত হইত (দ্র. ত'াবারী, ২খ, ২৩০ প.)। কিন্তু যখন অর্থ সংক্রান্ত কাজ-কারবার জনসাধারণের সামনে করিতে হইত তখন মস্জিদ ব্যবহৃত হইত; ইহার বিশেষ প্রমাণ মিসরে রহিয়াছে। এখানে অর্থ দফতরের পরিচালক 'আম্রের মসজিদে বসিতেন এবং বহু এলাকার শস্য নিলামে বিক্রয় করিতেন, একজন সরকারী ঘোষক এবং কতিপয় অর্থ দফতরের কর্মচারী তাঁহাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করিত (মাক্'রীযী, ১খ, ১৩১ প.)।

ধনভাণ্ডার ও বায়তু'ল-মাল মস্জিদে সংরক্ষিত থাকিত, এই তথ্য হইতেও শাসন ব্যবস্থার সহিত উহার সম্পর্ক অনুমেয়। আল-ফুস্ত'াতে উসামাঃ ইব্ন যায়দ (রা) অর্থ দফতরের পরিচালক, ৯৭/৭১৫—৬ অথবা ৯৯/৭১৭—৮ সালে 'আমরের মস্জিদে মিম্বারের সম্মুখ স্তম্ভের উপর মিসরের বায়তু'ল-মালের জন্য একটি কু'ব্বাঃ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ছাদ ও ইহার মধ্যে একটি অপসারণযোগ্য সেতু স্থাপিত হইয়াছিল, ইব্ন রুস্তার সময়ও (মৃ. ৩০০/৯১২) উহা কু'ব্বাঃর নীচে স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করা যাইত। কিন্তু ৩৭৮—৩৭৯/৯৮৮—৯০ সালে আল-'আযীয্ উহার নীচে একটি প্রবহমান

ঝরনা স্থাপন করেন (BGA, vii. 116; মাক্'রীযী, ৪খ, ৯, ১১, ১৩; হ'সনু'ল-মুহ'াদ'রাঃ, ২খ, ১৩৬; য়াকূত, ৩খ, ৮৯১)।

কূফাতে বায়তু'ল-আম্ওয়াল, অন্তত প্রথম যুগে, দারু'ল-ইমারাঃতে অবস্থিত ছিল (ত'াবারী, ১খ, ২৪৮৯, ২৪৯১ প.)। ৩৮/৬৫৮-৯ সালে যুদ্ধের সময় ইহাকে বাস'রাঃর সৈন্যদল হইতে রক্ষা করা হয় এবং মিম্বারসহ আল-হ'দ্দানের মস্জিদে স্থানান্তরিত করা হয় (ঐ, পৃ. ৩৪১ প.)। ফিলিস্তীনের প্রতিটি শহরের প্রধান মস্জিদে 'আম্রের মস্জিদের অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল (BGA, iii. 182)। দামিশ্কে বায়তু'ল-মাল উমায়্যা মস্জিদের অঙ্গনস্থ তিনটি কু'ব্বার সর্ব পশ্চিমটিতে ছিল; ইহা সীসার তৈয়ারী এবং ৮টি স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল (BGA, iii. 157; ইব্ন জুবায়র, পৃ. ২৬৪, ২৬৭; ইব্ন বাত্'তু'ত'াঃ, ১খ, ২০০ প.); অনুরূপ ব্যবস্থা প্রাচ্য দেশগুলিতেও প্রচলিত হইয়াছিল।

৩। বিচারালয় হিসাবে মস্জিদ ঃ মহানবী (স') তাঁহার মস্জিদে মামলা-মুক'দ্দমার মীমাংসা করিতেন (দ্র. বুখারী, 'আহ্'কাম, বাব ১৯, ২৯ ইত্যাদি, তু. স'ালাত, বাব ৭১; খুস্'মাত, বাব ৪); তবে তিনি অন্যান্য স্থানেও বিচারের রায় দিতেন (ঐ, সংশ্লিষ্ট অংশ)। হ'াদীছে' উল্লেখ আছে যে, প্রথম যুগের কিছু সংখ্যক কাযী (শুরায়হ', আশ-শা'বী, য়াহ্'য়া ইব্ন য়া'মার, মারওয়ান) মিম্বারের পার্শ্বে বিচার করিতে বসিতেন, অপর কয়েকজন (আল-হ'াসান, যুরাা'আঃ ইব্ন আওফা) মস্জিদ পার্শ্বস্থ উ'মুক্ত স্থানে বসিতেন (বুখারী, আহ্'কাম, বাব ১৮)। বিচারে বসা প্রথমত শাসনকর্তার কর্তব্য ছিল কিন্তু তাঁহার সহকারী থাকিত; হযরত 'উমার (রা)-কে পূর্ব হইতেই আবু বাক্র (র)-এর কাযী বলা হইত (ত'াবারী, ১খ, ২১৩৫) এবং হযরত 'উমার (রা) কর্তৃক নিযুক্ত বহু সংখ্যক বিচারপতির উল্লেখ রহিয়াছে (BGA, viii. 227)। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, বাস্'রাঃতে আল-আসওয়াদ ইব্ন সারী' আত-তা'মীম মস্জিদ নির্মাণের অব্যবহিত পরেই (অর্থাৎ ১৪/৬৩৫ সালে) উহাতে কাযীরূপে কাজ করিয়াছেন (বালাযু'রী, পৃ. ৩৬৪)। এমন কি খৃস্টান কবি আল-আখ্'ত'ালও (সম্ভবত খৃস্টান প্রজাদের বিচারের জন্য) কূফার মস্জিদে বিচারকরূপে কাজ করার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন (দ্র. ল্যামেনস্, মু'আবি'য়াঃ, পৃ. ৪৩৫ প.)।

আল-ফুস্ত'াতে' ২৩/৬৪৪ অথবা ২৪/৬৪৫ সালে হযরত 'উমার (রা)-র নির্দেশক্রমে 'আমর ইব্নু'ল-'আস' কায়স নামক একজনকে কাযী নিয়োগ করিয়াছিলেন (হ'স্নু'ল-মুহ'াদ'রাঃ, ২খ, ৮৬; কিন্দী, উলাত, পৃ. ৩০০ প.)। কাযীর অধিবেশন 'আম্রের মসজিদে বসিত, তবে একমাত্র সেখানেই নহে। কাযী খায়র ইব্ন নু'আয়ম্ (১২০-১২৭/৭৩৮—৭৪৫) তাঁহার বিচার অধিবেশন কখনও স্বীয় বাসভবনের স'ম্মুখে, কখনও মস্জিদে এবং খৃস্টানদের জন্য মস্জিদের পথে আহ্বান করিতেন (কিন্দী, উলাত, পৃ. ৩৫১ প.)। তাঁহার এক উত্তরাধিকারী (১৭৭—১৮৪/৭৯৩-৮০০) মামলা দায়েরকারী খৃস্টানদের অভিযোগ শ্রবণকল্পে তাহাদিগকে মস্জিদে ডাকিয়াছিলেন (ঐ, পৃ. ৩৯১); আর একজন বিচারক (২০৫—২১১/৮২০-৮২৬) সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তাঁহাকে মস্জিদে বসার অনুমতি দেওয়া হয় নাই (ঐ, পৃ. ৪২৮)। বসার জায়গা স্বয়ং কাযী নির্বাচন করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয়। ফাতি'মী আমলে 'আম্রের মসজিদের উত্তর-পর্ব দিকের অতিরিক্ত ভবনটি বিচারকের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এই বিচারপতি ৩৭৬/৯৮৭৬-৭ সাল হইতে ক'াদি'ল-কু'দ'াত নাম ধারণ করেন (দ্র. হ'সনু'ল-মুহ'াদ'রাঃ, ২খ, ৯১; কিন্দী, উলাত, পৃ. ৫৯০), তিনি মঙ্গলবার ও শনিবার মসজিদে বসিতেন এবং আইন-গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন (মাক্'রীযী, ২খ, ২৪৬; ৪খ, ১৬, ২২; তু. কিন্দী, উলাত, পৃ. ৫৮৭, ৫৮৯; তু. সাফার নামাঃ tr. Schofer, p. 149)।

য়া'কূ'বীর সময় বাগদাদে পূর্ব শহরের বিচারক উহার প্রধান মস্জিদে বসিতেন (BGA, vii. 245), চতুর্থ শতাব্দীতে দামিশ্কে উমায়্যাদের মসজিদে সহকারী কাযীর একটি বিশেষ রিওয়াক' ছিল (BGA, iii. 158) এবং দলীলপত্র সম্পাদনকারী কর্মচারিগণও আশ্-শুরূতি'য়ূন) উমায়্যাঃ মস্জিদের বাবু'স-সাা'আতে বসিত (ibid., p. 17)। কালের বিবর্তনে অবশেষে বিচারপতিকে তাঁহার নিজস্ব একটি মাজ্লিসু'ল-হ'ক্ম (বিচারাসন) প্রদত্ত হয় (দ্র. হ'স্নু, ২খ, ৯৬)। কিন্তু বিচার ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎই মস্জিদের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করে নাই, মস্জিদ তখনও আইন শিক্ষার কেন্দ্ররূপে বিরাজমান ছিল (দ্র. মাদ্রাসাঃ)।

(চ) মস্জিদের প্রশাসন ব্যবস্থা

১। অর্থ ঃ প্রাথমিক মস্জিদগুলি বিভিন্ন স্থানীয় সমাজের শাসনকর্তাগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে এবং সমাজের সদস্যবর্গ প্রথম যুগের মসজিদ সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। পরবর্তীকালের মসজিদসমূহ শাসনকর্তা, আমীর, উচ্চপদস্থ কর্মচারী অথবা অপর সম্পদশালী ব্যক্তিদের দ্বারা নির্মিত ও পরিচালিত হইয়াছে। ইব্ন তু'লূন-মস্জিদ নির্মাণ করিতে প্রতিষ্ঠাতার ১২০,০০০ দীনাার এবং মু'আয়্যাদ-মস্জিদ নির্মাণে প্রতিষ্ঠাতার ১১০,০০০ দীনাার খরচ হইয়াছিল (মাক্'রীযী, ৪খ, ৩২, ১৩৭, ১৩৮)। দানকৃত (ওয়াক্'ফ্, হ'াব্স্) সম্পত্তি দ্বারা মস্জিদের ব্যয় নির্বাহ হইত। সুতরাং তৃতীয় শতাব্দীতে মস্জিদের অনেক গৃহের কথা আমরা শুনিতে পাই, সেগুলি ভাড়া দেওয়া হইত (Papyrus Erzherzog Rainer, Fubrer, No, 773, 837)। ইব্ন তু'লূন তাঁহার মসজিদ ও হাসপাতালের জন্য দানস্বরূপ বহু সংখ্যক গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ৮৩)।

সম্পত্তিগুলি প্রায়ই বেশ দূরে অবস্থিত থাকিত। মিসরের মসজিদসমূহের প্রায়ই সিরিয়াতে সম্পত্তি ছিল (v. Berchem, CIA, i., No. 247; মাক্'রীযী, ৬খ, ১০৭, ১৩৭)। কেবল নূতন মস্জিদ নির্মাণ এবং উহাতে দান করাই হইত না, বরং পূর্ব হইতে বিদ্যমান মস্জিদগুলিতেও মিম্বারের জন্য এবং কু'রআান পাঠক ও শিক্ষকদের জন্য বৃত্তি ইত্যাদির নিমিত্ত ও নূতন কক্ষ নির্মাণার্থে দান করা হইত। ইমাম ও মুআয্'যি'নদের বেতন, মুসাফিরদের আহারাদি এবং কম্বল ও খাদ্য ইত্যাদির জন্য প্রায়শ বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল (দ্র. ইব্ন জুবায়র, পৃ. ২২৭)। বৃত্তিদান এবং যে কার্যে তাহা খরচ হইত উহা কাযী ও সাক্ষিগণ কর্তৃক বিচারালয়ের প্রমাণিত দলীলপত্রে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ থাকিত (দ্র. মাক্'রীযী, ৪খ, ৫০, ৭৬, ৮১, ১৯৬)। মূল বিষয়বস্তুও প্রায়শ মসৃজিদের প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ থাকিত। কতিপয় শর্ত লিপিবদ্ধ থাকিত, যথাঃ মাদ্রাসাঃতে, কোন পারস্যবাসীকে তথায় নিয়োগ করা হইবে না (মাক্'রীযী, ৪খ, ২০২ নিম্নে) অথবা কোন শিক্ষককে বরখাস্ত করা যাইবে না অথবা এরূপ কতিপয় শর্ত (v. Berchem, CIA, I., No 201) যে, কোন মহিলা প্রবেশ করিতে পারিবে না (JA, ser, 9, iii. 389), কোন খৃস্টান, য়াহূদী অথবা হ'াম্বালী ভবনটিতে

প্রবেশ করিতে পারিবে না (ibid, p. 405) ইত্যাদি। কখনও প্রতিষ্ঠাতার পরিবারের সদস্যদের অন্যান্য কার্য সম্পাদনের জন্য উহা হইতে বৃত্তি দেওয়া হইত। মস্জিদ যে ব্যয়ের বোঝাও বহন করিত তাহার প্রমাণ ৭১৭/১৩১৫ সালের ইদ্ফুর একটি লিপিতে পাওয়া যায় (v. Berchem, CIA, i. No. 539)। প্রচুর দান ব্যতিরেকে কোন মস্জিদ প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার পতন ঘটিত (মাক্রীযী, ৪খ, ১১৫, ২০১, ২০৩) অথবা বৃত্তির পরিমাণ হ্রাস পাইত (ঐ, পৃ. ২৫১)। কিন্তু বড় বড় মস্জিদে নিয়ম অনুসারে শাসনকর্তাগণ নূতন নূতন বৃত্তিদান করিতেন। আল্-মাওয়ারদীর মতে—সরাসরি খলীফার পৃষ্ঠপোষকতাধীনে 'সুল্তান-মস্জিদ'ও ছিল, উহার কর্মচারীদিগকে বায়তু'ল-মাল্ হইতে বেতন দেওয়া হইত (আল-আহ্কামু'স-সুল্তানিয়্যাঃ, ed. Enger, পৃ. ১৭২, Supra ; ১৭৬, Supra)।

যেরূপ রাষ্ট্রের বায়তু'ল-মাল্ মস্জিদে সংরক্ষিত থাকিত, তদ্রূপ মস্জিদের নিজস্ব সম্পত্তিও উহাতে সংরক্ষিত থাকিত। উদাহরণস্বরূপ কানূয় অথবা খিযানাতু'ল-কা'বাঃ, যাহা হযরত 'উমার (রা)-র সময় উল্লিখিত হইয়াছে, উহা তাঁহার পূর্বগামীদের সময়েও বর্তমান ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে (বালাযুরী, পৃ. ৪৩ ; Chron, Mekka, i. 307, ii, 14)। দামিশ্কে বায়তু মালি'ল-জামি' (মস্জিদের ধনাগার) সাহ্নের একটি কুব্বাঃতে সংরক্ষিত ছিল (BGA, iii. 157 ; ইব্ন জুবায়র, পৃ. ২৬৭ ; ইব্ন বাত্তূতাঃ, ১খ, ২০১ ; মদীনার জন্য দ্র. Wustenfeld, Medina, p. 86)।

২। পরিচালনা ঃ মুসলিম সমাজের ইমাম হিসাবে মস্জিদগুলি খলীফার অধীনে ছিল। আবার সুল্তান, গভর্নর অথবা অন্য কোন শাসক, যিনি প্রত্যেক ব্যাপারে খলীফার প্রতিনিধিত্ব করিতেন তাঁহার সঙ্গেও অনুরূপ সম্পর্ক ছিল। মস্জিদের পরিচালনা ব্যবস্থা সাধারণ সরকারী অফিসের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল না। মস্জিদগুলির পরিচালনায় কাযীগণেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। অন্য দিকে ওয়াক্ফ-কারী ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনও সেখানে লক্ষ্য করা যায়। এই তিন ব্যক্তি বা সংস্থা মস্জিদের পরিচালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেন ; কিন্তু উহাদের মধ্যকার সম্পর্ক সর্বদা স্পষ্ট ছিল না।

(ক) মস্জিদের প্রশাসন ব্যবস্থা ঃ মস্জিদ সাধারণত একজন নাজির (তত্ত্বাবধায়ক) অথবা ওয়ালীর অধীনে থাকিত, তিনি এতদসংক্রান্ত সব কিছুর বন্দোবস্ত করিতেন। স্বভাবত প্রতিষ্ঠাতা নিজেই হইতেন অথবা তিনি অন্য একজনকে মনোনীত নাজির করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বংশধরগণ অথবা নির্মাণকালীন দলীলপত্রে তিনি যাহাকে নিয়োগ করিয়াছিলেন তিনি নিজ হস্তে দায়িত্বভার গ্রহণ করিতেন। এমন কি জামি' মস্জিদের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠাতার বংশধরগণ মস্জিদের উপর দাবী করিতে পারিত। নাসির-ই-খুস্রাও-এর বর্ণনা মতে, ইব্ন তূলূনের বংশধরদিগকে আল-হাকিম মস্জিদের জন্য ৩০,০০০ দীনার এবং মিনারের জন্য ৫,০০০ দীনার দিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে 'আম্র ইব্নু'ল-'আসে'র বংশধরদিগকে 'আম্রের মস্জিদের জন্য ১০০,০০০ দীনার প্রদত্ত হইয়াছিল (সাফারনামাঃ, ed. Schefer, পৃ. ৩৯, ১৪৬, ৪০ এবং ১৪৮)। মামলূক যুগে প্রতিষ্ঠিত মস্জিদ ও মাদ্রাসাঃ সম্পর্কে প্রায়ই স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, উহার পরিচালন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাতার বংশধরদের হাতে থাকিবে (মাক্রীযী, ৪খ, ৬৬, ৮৯, ২০৫, ২৩২ ; তু. v. Berchem, CIA, ii/1.129)। কখনও কখনও কোন আমীর অথবা কর্মচারী ব্যবস্থাপক থাকিতেন, যেমন মু'আয়্যাদ মস্জিদে (মাক্রীযী, ৪খ, ১৪০)। ইহা কাতিবু'স-সির্র অথবা খাযিন্দারও হইতে পারিত, কিন্তু ইহা স্বভাবতই একজন কাযী হইতেন। উদাহরণস্বরূপ বায়বার্স মস্জিদে হানাফী কাযীকে বংশধরদের পক্ষ হইতে দায়িত্ব পালন করিতে হইত (মাক্রীযী, ৪খ, ৮৯) ; আক্বুগাবি'য়্যাঃতে শাফি'ঈ কাযী পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার বংশধরদিগকে প্রকাশ্যভাবে বাদ দেওয়া হয় (ঐ, পৃ. ২২৫)। কায়রোতে মামলূক যুগে আমীর ও কাযীগণ একের পর এক এইভাবে বড় বড় মস্জিদে নাজিররূপে কাজ করিতেন (যথা—ইব্ন তূলূনের মস্জিদ ; মাক্রীযী, ৪খ, ৪২)। প্রতিষ্ঠাতার বংশধরদিগকে নাজির পদের জন্য বিফল দাবী করিতেও দেখা যায় (মাক্রীযী, ৪খ, ২১৮, ২৫৫)। ইহা কাযীদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের পরিণতি ছিল। মাদ্রাসাসমূহে নাজির সম্ভবত প্রধান শিক্ষকও থাকিতেন (ঐ, পৃ. ২০৪, ২৩৮)।

নাজির মস্জিদের অর্থ ও অন্যান্য বিষয় পরিচালনা করিতেন। কখনও তাঁহার নির্ধারিত বেতন থাকিত (v. Berchem, CIA, No. 252)। মস্জিদ তহবিলের উপর তাঁহার নিয়ন্ত্রণকে অনেক সময় কেন্দ্রীয় সাহায্য দফতর কর্তৃক সীমাবদ্ধ করা হইত। নাজিরের যে কোন জরুরী সাহায্য বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিতেন। তিনি কর্মচারী নিয়োগ এবং তাহাদের বেতন নির্ধারণ করিতেন (দ্র. মাক্রীযী, ৪খ, ৪১)। সাধারণত নাজিরের ক্ষমতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কুত্বু'দ-দীনের মতে, মক্কাতে নাজিরু'ল-হারাম মহানবী (স)-এর মাওলিদের (১২ রাবী'উ'ল-আওওয়াল) মহান উৎসবের দায়িত্ব পালন করিতেন এবং এই উপলক্ষে মস্জিদে সম্মানের পোশাক (খিল'আত) বিতরণ করিতেন (Chron, Mekka, iii. 439) ; আযহারে ১১০০ খৃস্টাব্দের পর কোন নাজির নিযুক্ত হয় নাই, তবে একজন শিক্ষাবিদ শায়খু'ল-আযহার মসজিদের অধ্যক্ষ ও পরিচালকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন (সুলায়মান রাসাদু'য-যায়্যাতী, কান্যু'ল-জাওহার ফী তা'রীখি'ল-আযহার, পৃ. ১২৩ প.)। মক্কাতেও একই অবস্থা বিরাজমান ছিল (Snouck Hurgronje, Mekka, ii. 235 প., 252 প.)।

উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, কাযীগণ প্রায়ই নাজির হইতেন। এই ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া মাদ্রাসাঃসমূহে প্রচলিত ছিল, সেখানে কাযীগণ প্রায়ই শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (দ্র. মাক্রীযী, ৪খ, ২০৯, ২১৯, ২২২, ২৩৮ প.)। কাযীগণ বড় বড় বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান পদের জন্য বিশেষরূপে উদগ্রীব থাকিতেন (দ্র. কালকাশান্দী, ১১খ, ২৩৫)। প্রতিষ্ঠাতার উইলের শর্তানুযায়ী নাজির বিদ্যমান না থাকিলে মায্হাবের কাযী তাঁহার স্থান অধিকার করিতেন, ইহাতে তাঁহাদের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায় (দ্র. ZDMG, xlv, 1897, p. 552)। এই নিয়মের ফলে, প্রায়শ বিভিন্ন কাযীর মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইত (মাক্রীযী, ৪খ, ২১৮ ; জাহিরিয়্যাঃ), একজন কাযী বহু সংখ্যক পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন এবং "সাহায্য দ্রব্য আদায় করিতে পারিতেন" (ঐ, ৩খ, ৩৬৪)। কোন কোন সময় তাঁহাদের ব্যবস্থাপনা এরূপ নির্মম হইত যে, শীঘ্রই বিদ্যালয়গুলির পতন ঘটিত (যথাঃ সাহিবিয়্যাঃ এবং জামালিয়্যাঃ, মাক্রীযী, ৪খ, ২০৪ প., ২৩৮)।

(খ) মাস্জিদের কেন্দ্রীয় পরিচালনা ব্যবস্থা ঃ বিরাট মস্জিদসমূহ মুসলিম সাম্রাজ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিল, কারণ খলীফা উহাদের প্রতি সবিশেষ নজর দিতেন ; বিশেষত

মক্কা ও মদীনার সেই সব মস্জিদের প্রতি যাহা শাসনকর্তাগণ ও তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ পরিবর্ধিত করিয়াছেন এবং নূতনরূপে নির্মাণ করিয়াছেন (Chron. Mekka, i. 145; iii. 83 প.)। এই সকল কাজ গভর্নরগণ অথবা প্রধান কাযীগণ কর্তৃক রাজধানী ও পবিত্র শহরগুলিতে সম্পাদিত হইয়াছে।

কাযীর গুরুত্ব প্রথমত ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভর করিত। একজন উৎসাহী কাযী মসজিদ পরিচালনাও করিতে পারিতেন (কিন্দী, উলাত, পৃ. ৪৬৯)। তু'লূন মস্জিদ নির্মাণের পর উহার কি'ব্লাঃ নির্ধারণ করে ক'াদি'’ল-কু'দ'াত-এর অধীনে একটি কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল (মাক্'রীযী, ৪খ, ২১ প.)। কিন্তু অনেক পূর্বে তাঁহারা তহ্বিলের ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাওবাঃ ইব্ন নামিরি আল্-হ'াদ্'রামী প্রথম কাযী যিনি ওয়াক্'ফ সম্পত্তিগুলির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, যদিও ইতিপূর্বে সাহায্যদাতার সন্তান-সন্ততিগণ অথবা তৎকর্তৃক নিযুক্ত, অন্য কাহারও দ্বারা উহা পরিচালিত হইত। ১১৮/৭৩৬ সালে কাযী তাওবাঃ সকল প্রকার সাহায্যদ্রব্যকে একটি কেন্দ্রীয় তহ্বিলে জমা করেন এবং এজন্য একটি বৃহৎ দীওয়ান (দফ্তর) প্রতিষ্ঠিত হয় (কিন্দী, উলাত, পৃ. ৩৪৬)। এই কেন্দ্রীয় তহ্বিলের নিয়ন্ত্রণ কিভাবে হইত তাহা প্রথমে সুস্পষ্ট হয় নাই, তবে এই পদ্ধতি ফাতি'মীদের আমলেই প্রচলিত হয়।

আল্-মু'ইয্য্ একটি বিশেষ দীওয়ানু'ল-আহ্'বাস্ (ওয়াক্'ফ বিভাগ) সৃষ্টি করেন, আর প্রধান কাযীকে ঐ দীওয়ান, জামি' মস্জিদসমূহ এবং মাযারসমূহের প্রধান নিযুক্ত করেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ৮৩ এবং ৭৫; তু. কিন্দী, উলাত, পৃ. ৫৮৫, ৫৮৭, ৫৮৯), ইহার জন্য ৩৬৩/৯৭৩—৪ সালে একটি বিশেষ বায়তু'ল-মাল প্রতিষ্ঠিত হয়, উহার জন্য ১৫,০০,০০০ দির্হামের বার্ষিক রাজস্ব মন্জুর হয়; খরচের পর অবশিষ্ট কিছু থাকিলে তাহা দ্বারা একটি বড় আকারের তহ্বিল গঠিত হইত। বিভিন্ন মস্জিদের পরিচালক কর্তৃক হিসাব নিশ্চিত করার পর এই অফিসের মাধ্যমে সর্ব প্রকার অর্থ প্রদান করা হইত (মাক্'রীযী, ৪খ, ৮৩ প.)। সুতরাং মসজিদগুলি কাযীগণ কর্তৃক খলীফার সরাসরি কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত। বাগ্দাদে দীওয়ানু'ল্-বির্র্ ওয়া'স'-স'াদাক'াঃ (Mez, Renaissance, পৃ. ৭২) সম্ভবত অনুরূপ কার্য সম্পাদন করিত।

আল-হ'াকিম মস্জিদ পরিচালনা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। ৪০৩/১০১২—৩ সালে তিনি একটি তদন্ত অনুষ্ঠান করেন, তদন্তে যখন প্রমাণিত হইল যে, ৮০০ (অথবা ৮৩০)-টি মস্জিদের কোনরূপ আয় (গ'াল্লাঃ) নাই; তিনি তখন বায়তু'ল-মাল হইতে সেইগুলিকে মাসিক ৯,২২০ দির্হাম প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি মস্জিদ কর্মচারীদের জন্য আরও নূতন ৪০৫টি বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ৮৪, ২৬৪)। ফাতি'মীদের আমলে কাযীগণ রামাদ'ানের শেষ ভাগে কায়রোর ও উহার আশেপাশের সকল মসজিদ ও গোরস্তানের তদন্ত করিতেন (ঐ, ৮৪)।

একই অবস্থা আয়্যূবীয়দের আমলে এবং কিছুদিনের জন্য মামলূকদের আমলে বিরাজমান ছিল। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রায়ই আমীরগণ প্রধান মস্জিদসমূহের ব্যবস্থাপক ছিলেন। কাযী এত অধিক কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাঁহার মায্'হাবের নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ের সাধারণ তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা' দেওয়া হইয়াছিল (আল-'উমারী, তা'রীফ বিল-মুস্ত'ালাহি'শ-শারীফ, পৃ. ১১৭; তু. ZDMG, xlv, p. 559); এই নীতি অনুসারে কাযী অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। সুল্ত'ান বায়বার্স সাহায্য ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। উহা তখন তিনটি বিভাগে পরিচালিত হইত, সেগুলির উপর অল্প দিনের মধ্যেই আমীরগণ নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ঐগুলি ব্যবহার করিতেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ৮৩-৮৬) আধুনিককালে মুসলিম জগতে ওয়াক্'ফ্ বিভাগটিকে একটি বিশেষ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থাপন করা হইয়াছে।

মস্জিদের ব্যবস্থাপকমণ্ডলীর মধ্যে নাজি'র ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি শুধু মসজিদ অট্টালিকার তত্ত্বাবধানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যে কোন ব্যক্তিকে মস্জিদ ভবনের দায়িত্ব সমর্পণ করা হইত (মাক্'রীযী, ৪খ, ৯২)। মামলূকদের আমলে উহার কাজের জন্য একজন কর্মচারী মুতাওয়াল্লী শাদ্দু'ল-'আমাইর্ অথবা নাজি'রু'ল-'ইমারাঃ পদবিধারী ছিল, সে নির্মাণ সংক্রান্ত কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ছিল (ঐ, পৃ. ১০২; দ্র. খালীলু'জ'-জ'াহিরী, যুব্দাতু কাশ্ফি'ল-মামালিক, ed. Ravaisse, পৃ. ১১৫; তু. পৃ. ১০৯; v. Berchem, C/A, i. 742 প. 751)।

দেশের খলীফা অথবা শাসক অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ইহারও সর্বোচ্চ কর্তা ছিলেন। তিনি পরিচালনা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন এবং নিজের মনোমত উহা পরিচালনা করিতেন। তিনি প্রয়োজনবশত তাঁহার স্বাভাবিক কর্মচারীদের মাধ্যমে মস্জিদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতাও রাখিতেন। মস্জিদের ক্ষেত্রে শাসকের গুরুত্ব তাঁহার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করিত। নিয়ম অনুসারে তিনি নিয়মিত কর্মচারীদের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি দিতেন। উদাহরণস্বরূপ আল-খাত'ীবু'ল-বাগ'দাদী খলীফাঃ আল-ক'া'ইমের নিকট আল-মানস্'রের মস্জিদে হ'াদীছ' পড়ার অধিকার প্রার্থনা করিলে আল-ক'া'ইম প্রস্তাবটি নাক'ীবু'ন-নুক'াবা'র বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন (য়াকূ'ত্, উদাবা', ১খ. ২৪৬ প.; তু. Wustenfeld, Schafi'i, ৩খ, ২৮০)।

ইন্দোনেশিয়ার বিশেষত জাভার মস্জিদসমূহ ইমামাতের ভিত্তির উপর পরিচালিত। পাঙ্গুলু নামে অভিহিত রাজধানীর মস্জিদের পরিচালক ছোট ছোট শহরের মস্জিদগুলিও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। এই সকল মস্জিদের পরিচালকবৃন্দ তাহার সহকারীরূপে পরিগণিত। এখানে মস্জিদ সাধারণত ওয়াক্'ফরূপে বিবেচিত, এমন কি যেখানে আইনত অবস্থা অন্যরকম, সেখানেও। ওয়াক্'ফ এবং যাকাত উহাদের আয়ের উৎস। ইহা পাঙ্গুলু কর্তৃক পরিচালিত মস্জিদ তহ্বিলে সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইসলামী আইন সংশ্লিষ্ট আরও অনেক কাজ পাঙ্গুলুদিগকে করিতে হয়, যেমন বিবাহ সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়। গ্রামে স'ালাতের আড়ম্বরপূর্ণ গৃহ রহিয়াছে (জাভাতে উহাদিগকে লাঙ্গার বলা হয়), সেগুলি সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজেও ব্যবহৃত হয়। গ্রামের ধর্মীয় কর্মচারী কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় উহাদের সংরক্ষণ সমাজের কর্তব্য।

(দ) মস্জিদের কর্মীবৃন্দ

১। ইমাম: ইসলামের শুরু হইতেই শাসনকর্তা স'ালাতের ইমাম ছিলেন; তিনিই সমরনেতা, রাষ্ট্রপ্রধান এবং স'ালাতের ইমাম। সুতরাং প্রাদেশিক গভর্নরগণ স'ালাতের এবং খারাজের প্রধান হইতেন। যখন অর্থ দফতরের একজন বিশেষ কর্মচারী রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন, তখন শাসনকর্তার কর্তৃত্ব থাকিত 'আলা'স'-

স'লাত ওয়া'ল-হ'রব (স'লাত ও যুদ্ধের উপর) তাঁহাকে স'লাতে ইমামতি করিতে হইত, বিশেষত শুক্রবারের জুমু'আর স'লাতে। ইহাতে তিনি খুত্'বাও প্রদান করিতেন। তাঁহাকে স'লাত পরিচালনায় বাধা দিলে পুলিশ প্রধান, স'াহি'বুশ-শুর্‌ত'াঃ তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতেন (দ্র.—মাক্'রীযী, ৪খ, ৮৩), এবং মিসরের সর্বশেষ আরব গভর্নর 'আন্‌বাসাঃ ইব্‌ন ইস্‌হ'াক' (২৩৮—২৪২/৮৫২-৫৬) মস্‌জিদে জামি'তে স'লাত পরিচালনাকারী সর্বশেষ আমীর ছিলেন। অতঃপর বায়তু'ল-মালের বেতনভুক্ত একজন ইমাম নিযুক্ত হন (ঐ, পৃ. ৮৩), কিন্তু গভর্নর তখনও নিয়মমাফিক (ইমাম) 'আমা'স্‌-স'লাত' নিযুক্ত থাকিতেন।

ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ হইতে ইমাম মনোনীত হইতেন। একই সময়ে তিনি কাযী অথবা তাঁহার না'ইব্‌ও হইতে পারিতেন (দ্র. কিন্‌দী, উলাত, পৃ. ৫৭৫, ৫৮৯, ইব্‌ন বাত্'তূ'তা'ঃ, ১খ, ২৭৬ প.)। ইমাম স'লাতের ইমামতি করার সময় মস্‌জিদের সীমানায় দাঁড়াইয়া মিহ'রাবে সিজ্‌দা করিতে পারেন। ইমাম প্রয়োজনে কোন উচ্চ স্থানে দাঁড়াইতে পারেন, তবে তাঁহার সঙ্গে কিছু মুক্'তাদীও থাকিতে হইবে। ইব্‌ন জুবায়রের সময় মক্কাতে অনুমোদিত মাযা'হিব চতুষ্টয়ের প্রত্যেকের (এতদ্ব্যতীত যায়দীগণেরও) একজন করিয়া ইমাম ছিলেন, তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া একের পর একজন স'লাত পরিচালনা করিতেন (রিহ্'লাঃ, পৃ. ১০১, ১০২ ১০৩ প.)। এই নিয়ম দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল (Snouck Hurgronje, Mekka, ii. 79 প.)। অতঃপর সুলত'ান 'আবদু'ল-'আযীয ইব্‌ন সা'উদ একজন মাত্র ইমামের পশ্চাতে স'লাত আদায় করার নিয়ম পুনঃপ্রবর্তন করেন।

ইমাম এখন আর কোন রাজনৈতিক পদের সহিত সংশ্লিষ্ট নন, সুতরাং প্রতিটি মস্‌জিদেরই একজন করিয়া নিয়মিত ইমাম আছেন। তাঁহাকে মস্‌জিদে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হয় এবং মস্‌জিদের সকল প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাধারণ দায়িত্ব তাঁহার উপরই ন্যস্ত। কেবল যে সব স'লাত জামা'আতে পড়িতে হয় উহাদের প্রতিটির পরিচালনা ভার তাঁহার উপর অর্পিত। আইনের বিধি-বিধান তাঁহাকে মানিয়া চলিতে হয়; কতকের মতে, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের স'লাতের ইমাম ও জুমু'আর স'লাতের ইমাম ভিন্ন ভিন্ন হইতে হইবে (মাওয়ার্দী, আল্‌-আহ্'কামু'স-সুলত'ানিয়্যাঃ, ed. Enger, পৃ. ১৭১ প.; ইব্‌নু'ল-হ'াজ্জ, কিতাবু'ল-মাদ্‌খাল, ed. Myhrman, পৃ. ১৬৩ প.; হ'াদীছে'র জন্য দ্র., Wensinck, Handbook, p. 109 প., এবং হ'াদীছে'র অন্যান্য গ্রন্থ)।

২। খাত'ীব্‌ঃ এই পদের ক্রমবিকাশ ইমাম পদের সদৃশ। 'আব্বাসী খলীফাগণ যখন আর নিয়মিতরূপে খুত্'বাঃ দিতেন না, তখন ধর্ম বিষয়ে পারদর্শী কোন ব্যক্তিকে খাত'ীব পদে নিয়োগ করা হইত (দ্র. খাত'ীব প্রবন্ধ)। খাত'ীব যেহেতু নীতিগতভাবে শাসনকর্তার প্রতিনিধি ছিলেন, তাই তিনি খলীফা, তাঁহার উত্তরাধিকারী এবং দেশের শাসনকর্তার উদ্দেশ্যে কল্যাণ কামনা করিতেন। স্বয়ং খলীফা যখন ভাষণ দিতেন তখনও নিজের কল্যাণ কামনা করিতেন (য়াকূ'ত, 'উদাবা', ২খ, ৩৪৯ প.), আর ফাতি'মীগণ নিজেদের পিতৃবর্গের উল্লেখ করিতেন। ক্রমে বক্তৃতাগুলি সম্পূর্ণ বাঁধাধরা বুলিতে পরিণত হয়; ইব্‌ন বাত্'তূ'তা'ঃ (১খ, ৩৪৮) মক্কার খাত'ীবের প্রশংসা করিয়াছেন, কারণ তিনি প্রতি শুক্রবারে নূতন বক্তৃতা দিতেন। কাযী প্রায়ই খাত'ীব (হিলালু'স্'-সা'বী, কিতাবু'ল-উযারা', ed. Amedroz, পৃ. ৪২১) অথবা কাতিবু'স্‌-সিরর-এর ন্যায় অন্য কোন পদের জন্য মনোনীত হইতেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০); কখনও এ প্রকার পদ উত্তরাধিকার ক্রমে প্রাপ্ত হইত। ইহাও আমরা দেখিতে পাই, খাত'ীবের প্রায়ই একজন খলীফা (প্রতিনিধি) থাকিতেন। পরবর্তীকালে বড় বড় মস্‌জিদে কয়েকজন করিয়া খাত'ীব নিযুক্ত হইতে দেখা যায় যাঁহারা একে অপরের কর্মে সাহায্য করিতেন।

অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত ছোট ছোট মস্‌জিদে আবার কখনও বড়গুলিতেও, খাত'ীব এবং ইমাম এক ব্যক্তিই ছিলেন (য়াকূ'ত, উদাবা', ৭খ, ১৭৪, ১৭৯; মাক্'রীযী ৪খ, ১২৪)।

ইন্দোনেশিয়ার ছোট ছোট মস্‌জিদের প্রধান পরিচালককে সাধারণত কিতিপ্ (খাত'ীব) বলা হয়, এই কর্মচারীর খুত্'বাঃ দান ছাড়াও অনেক দায়িত্ব রহিয়াছে।

৩। ক'াস্'স' (ওয়া'ইজ') এবং ক'ারী ঃ এজন্য দেখুন প—৩। কু'র্‌রা' (কুর'আন আবৃত্তিকারী) প্রায়ই মাদ্‌রাসাঃ এবং বিশেষরূপে কোন মাযারে নিযুক্ত হইতেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ২২৩; য়াকূ'ত, ৪খ, ৫০৯; সুব্‌কী, মু'ঈদ, পৃ. ১৬২; v. Berchem. CIA, i. No. 252)।

৪। মুআয্'যি'ন ঃ অধিকাংশ হ'াদীছ' অনুসারে মুআয্'যি'নের পদ প্রথম হিজরী সনে সৃষ্ট হয়, কাহারো মতে দ্বিতীয় হিজরী সনে মদীনায়, কিছু সংখ্যক দুর্বল হ'াদীছ' অনুসারে যখন হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মক্কায় অবস্থান করিতেন তখন। প্রকৃতপক্ষে মদীনাতেই আয'ান প্রবর্তিত হয়। প্রথম প্রথম মানুষ সংবাদ ব্যতিরেকেই স'লাতে আসিত। স'াহ'ীহ' হ'াদীছ' অনুসারে মহানবী (স') এ সম্পর্কে তাঁহার স'াহ'াবীগণের সহিত আলোচনা করেন। তাঁহারা য়াহূদী, না'স'ারা ও মাজূসীদিগের প্রথানুযায়ী ভেরী (বুক') অথবা শিঙ্গা (নাকূ'স্) অথবা অগ্নি ব্যবহারের প্রস্তাব করেন, কিন্তু 'আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা) স্বপ্নযোগে যে আয'ান শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাই মহানবী (স') অনুমোদন করেন। অতঃপর বিলাল (রা) আয'ান দিলে দেখা যায় হযরত 'উমার (রা)ও তাহা স্বপ্নযোগে লাভ করিয়াছিলেন (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩৫৭ প.; খামীস্, ১খ, ৪০৪ প.; বুখারী, আযান, বাব ১; যুরক'ানী, ১খ, ১২১ প.)। ঘটনাটির বর্ণনায় কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, কোন কোন বর্ণনামতে প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি পতাকা উত্তোলনও ছিল (সীরাত হ'ালাবি'য়্যাঃ, ২খ, ১০০ প.)। ইব্‌ন সা'দ (রা)-এর একটি হ'াদীছ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত হ'াদীছ' অনুসারে হযরত 'উমার (রা)-এর প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথমে একজন ঘোষণাকারীরূপে বিলাল (রা) রাস্তায় আস'-স'ালাতু জামি'আতুন, (স'লাত জামা'আতবদ্ধ হইতেছে) বলিয়া লোকদিগকে আহ্বান করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পরে অন্যান্য সম্ভাবনার কথা আলোচিত হয় এবং আয'ানের প্রচলিত রূপটি স্থায়ীরূপে নির্ধারিত করা হয় (খামীস্, ১খ, ৪০৪; সীরাত হ'ালাবি'য়্যাঃ, ২খ, ১০০ প.)।

'আরবদের মধ্যে গণঘোষক একটি সুপরিচিত রীতি ছিল। মরু অঞ্চল ও শহরগুলিতে সাধারণ সমাবেশের প্রতি আহ্বান ঘোষকদের মাধ্যমে সম্পন্ন হইত। এই ঘোষক মুনাদী অথবা মুআয্'যি'ন নামে পরিচিত ছিল (সীরাত হ'ালাবি'য়াঃ, ২খ, ১৭০; Lammens, La Mecque, p. ৬২ প., ১৪৬; do. Berceau, i. 229 note; do. Mo'awia, p. 150)। অতএব আয'ান অর্থ—ঘোষণা, সূরাঃ ৯ঃ

৫. এবং আযান, মুআয্যিন অর্থ, সূরা ঃ ১২ ঃ ৭০, 'ঘোষণা করা' ও "ঘোষক"। মুনাদী (বুখারী, ফারদ' আল-খুমুস, বাব ১৫) এবং মুআয্যিন (ঐ স'ওম, বাব ৬৯; স'লাত, বাব ১০; জিয্য়াঃ, বাব ১৬; সীরাত হ'লাবি'য়্যাঃ, ২খ, ২৭০) মহানবী (স') অথবা হযরত আবু বাক্র (রা) কর্তৃক অনুরূপ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মুআয্যিনের নাম। আহ্বানকে নিদা' এবং আযান, আর ঘোষককে মুনাদী (বুখারী, উদূ', বাব ৫, আযান, বাব ৭) এবং মুআয্যিন বলা হয়।

এমতাবস্থায় প্রাথমিক যুগে মুআয্যিন শাসনকর্তার সহকারী ও কর্মচারীরূপে বিবেচিত হওয়া অতি স্বাভাবিক ছিল। আল-হ'সায়নের সঙ্গে তাঁহার মুনাদী (আহ্বায়ক) থাকিত এবং তাঁহার নির্দেশক্রমে স'লাতের জন্য আহ্বান করিত (ত'াবারী, ২খ, ২৯৭, ২৯৮) (ইবন সা'দ, ১খ, ৭; Chron, Mekka, ১খ, ৩৪০; ত'াবারী, ৩খ, ৮৬১, এখানে ১৯৬/৮১২ সালেও; সীরাত হ'লাবি'য়্যাঃ, ২খ, ১০১; খামীস, ১খ, ৪০৪ প.)। ইবন সা'দের মতে এই সংক্ষিপ্ত ডাক পরবর্তীকালেও অনিয়মিতভাবে পালন করা হইত। সম্ভবত অতি প্রাচীন একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে ডাকা হইত (দ্র. খ—২ক)। আযানের পর মুআয্যিন মহানবী (স')-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে সালাম করিত এবং স'লাতে আসিতে বলিত; তাঁহার খলীফাদের সঙ্গে একই ব্যবহার করা হইত; তিনি আসিলে মুআয্যিন স'লাত আরম্ভের ঘোষণা করিত (ইক'ামাতু'স-স'লাত)। এইভাবে মুআয্যিনের কার্য তিনভাগে বিভক্ত ছিল ঃ জনগণকে উপস্থিত করান, ইমামকে অবগত করান এবং স'লাত আরম্ভের কথা ঘোষণা করা। কালের বিবর্তনে এই তিনটি কর্তব্যের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

উচ্চস্থান হইতে আযান দেওয়ার মিনার প্রবর্তনের পর স'লাতের আযান প্রচলিত হয়াছিল। পূর্বে সা'লাতের আযান প্রস্তুতিমূলক এবং ইক'ামাঃ সর্বশেষ আহ্বান ছিল। একটি হ'াদীছে' বর্ণিত আছে যে, হযরত 'উছ'মান (রা) একটি তৃতীয় আযান, আযযাওরা-র আযান, যাহা মিনার হইতে আযান দেওয়ার পূর্বে প্রচলিত ছিল, প্রবর্তন করিয়াছিলেন। অতঃপর এই আযান হিশামইব্ন 'আব্দি'ল-মালিক কর্তৃক মিনারে স্থানান্তরিত হয় (বুখারী, জুমু'আঃ, বাব ২২, ২৫; সীরাত হ'লাবি'য়্যাঃ, ২খ, ১১০; ইবনু'ল-হ'াজ্জ, মাদ্খাল, ২খ, ৪৫)। ইবন বাত্'তু'তাঃ বলেন ঃ খাওয়ারিযমে মুআয্যিন সেই সময়ে তাহাদের বাড়ী হইতে মুস'ল্লীদিগকে ডাকিয়া আনিত এবং যাহারা না আসিত তাহাদিগকে চাবুক মারা যাইত (৩খ, ৪ প.)। কখন শী'ঈ আযানের প্রবর্তন ঘটে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা মুশকিল (দ্র. আযান,. আরও দ্র. সীরাত হ'লাবি'য়্যাঃ, ২খ, ১০৫ প.)। শাসনকর্তা (আমীর)-কে জামা'আতে আনয়ন করার রীতি যাহা প্রথমে মদীনাতেই পালিত হইত, তাহা পরবর্তীকালে অন্যান্য জামি' মসজিদেও প্রচলিত হয়। আহ্বান করার বাক্য এইরূপ ছিল ঃ আসসালামু 'আলায়কা আয়্যুহা'ল আমীরু ওয়া রাহ'মাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু, হ'ায়্যা 'আলা'স-স'লাতু, হ'ায়্যা 'আলা'ল্-ফালাহ'; আস'-স'লাতু, য়ারহ'ামুকাল্লাহ (মাক্'রীযী, ৪খ, ৪৫; সীরাত হ'লাবি'য়্যাঃ ২য়, ১০৫)। আযানে পরিবর্তন সাধনের এবং মসজিদ হইতে শাসনকর্তার বাসস্থানের দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার পর লোক জড় করার অব্যবহিত পরেই তাঁহাকে ডাকার প্রথা আর বেশী দিন টিকিয়া থাকে নাই, অবশেষে তাহা পরিত্যক্ত হয়।

ইক'ামাঃ সব সময়ে স'লাতের আসল ভূমিকাস্বরূপ কায়েম রহিয়াছে, এজন্য উহা মূল আযান বিবেচিত হইয়া থাকে (বুখারী, জুমু'আঃ, বাব ২৪ প.)। আযান এবং ইক'ামাঃর মধ্যে বেশ সময় ব্যয় হয় (দ্র. ত'াবারী, ২খ, ২৬০, ২৯৭ প.)। এই সময় নাফ্ল বা কোন কোন ক্ষেত্রে সুন্নাত নামায পড়া ইচ্ছাধীন (বুখারী, আযান, বাব ১৪, ১৬)। কেহ কেহ দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে মসজিদের দ্বারে হ'ায়্যা 'আলা'স্-স'লাত বলিত (সীরাত হ'লাবি'য়্যাঃ, ২খ, ১০৫)। ইক'ামাঃ সর্বদা মসজিদ অভ্যন্তরে দেওয়া হয়, শুক্রবারের জুমু'আর স'লাতে ইমামের মিম্বারে আরোহণ কালে ইহা দেওয়া হয় (বুখারী, জুমু'আঃ, বাব ২২, ২৫; সীরাত হ'লাবি'য়্যাঃ, ২খ, ১১০; মাক্'রীযী, ৪খ, ৪৩), মুআয্যিন তখন ইমামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হন। আযানের শব্দ শোনামাত্র শ্রোতাগণকে উহা আবৃত্তি করিতে হয় (বুখারী, জুমু'আঃ, বাব ২৩)।

এইরূপে মুআয্যিন তাঁহার কর্তব্য কর্ম পালন করেন। পরে তাঁহার কর্মক্ষেত্র আরও বর্ধিত হইয়াছিল। আমাদিগকে অবহিত করানো হইয়াছে যে, মিসরে মাস্লামাঃ ইব্ন মুখাল্লাদ (৪৭-৬২/৬৬৭—৮২) তাস্বীহে'র প্রচলন করিয়াছিলেন। আহ'মাদ ইব্ন তূ'লূন এবং খুমারাওয়ায়হের আমলে মুআয্যিনগণ সারারাত্রি একটি বিশেষ কক্ষে থাকিয়া যি'ক্র-আয'কার করিতেন। সুলত'ান স'লাহ'দ-দীন তাহাদিগকে রাত্রির আযানে একটি দু'আ' পাঠ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন, এবং ৭০০/১৩০১ সালের পরে মিনারের উপর শুক্রবার ভোরে যি'ক্র অনুষ্ঠিত হইত (ঐ, পৃ. ৪৮ প.; সীরাত হ'লাবি'য়্যাঃ, ২খ, ১১১)। মক্কাতেও মুআয্যিনগণ যাম্যাম্ কূপের কু'ব্বাঃর ছাদের উপর শাওওয়ালের পহেলা রাত্রিতে সারাক্ষণ যি'ক্র করিতেন (ইব্ন জুবায়র, পৃ. ১৫৫, ১৫৬; দামিশ্কে'র জন্য দ্র. মাক্'রীযী, ৪খ, ৪৯)। অনুরূপ দু'আ' পাঠ, ফজরের আগে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী কোথাও কোথাও চলে (ঐ, তারহ'ীম্ ঃ দ্র. Lane, Manners and Customs [Every man's Library], পৃ. ৭৫. প., তু. পৃ. ৮৬; Snouck Hurgronje, Mekka, ২য়, ৮৪ প.)।

এইরূপে মুআয্যিনের আযান মধুর সুরে দেওয়া হইত। আল-মাক'দিসী বলেন যে, চতুর্থ শতাব্দীতে মিসরে রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে আযান দেওয়া হইত (BGA, iii. 205)। এই আযান বহু সংখ্যক সুমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হইত। মক্কার হ'ারাম শরীফের মসজিদের ন্যায় বড় বড় মসজিদে প্রধান মুআয্যিন্ সর্বপ্রথম এক মিনার হইতে আযান দিতেন, অতঃপর পালাক্রমে অন্যান্যগণ দিতেন (Chron, Mekka, iii. 424 প.; ইব্ন জুবায়র, পৃ. ১৪৫ প.; তু. BGA, vii. 111. প., et. Supra)। কিন্তু মসজিদ অভ্যন্তরে এতদুদ্দেশ্যে নির্মিত দাক্কার (দ্র. ঘ ২৬) উপর মুআয্যিনগণ সমস্বরে ইক'ামাত দিত। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশে মুআয্যিনগণ সুললিত কণ্ঠে আযান দিত।

মুআয্যিনের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় বড় বড় মসজিদে তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মদীনাতে মহানবীর দুইজন মুআয্যিন ছিলেন ঃ আবু বাক্র (রা)-এর মাওলা বিলাল ইব্ন রিবাহ' এবং ইব্ন উম্ম মাক্তূম, তাঁহারা পালাক্রমে আযান দিত। অতঃপর কোন মসজিদে দুইজন মুআয্যিন থাকা প্রশংসনীয় কার্যরূপে বিবেচিত হইত (মুসলিম, স'লাত, হ'াদীছ' ৪; তু. সুবকী, মু'ঈদ, পৃ. ১৬৫)।

কোন কোন সময় মুআয্যিন্-পদ বংশগত ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ—বিলাল (রা)-এর বংশধরগণ মদীনার মসজিদের মুআয্যিন ছিলেন (ইব্ন জুবায়র, পৃ. ১৯৪); এবং অন্যান্য মসজিদেও অনুরূপ

...রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। হযরত 'উছ্‌মান (রা) সর্বপ্রথম মুআয্‌যিনদিগকে বেতন দিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে (মাক্‌রীযী, ৪, ৪৪) এবং আহ্‌মাদ ইব্‌ন তূলূন তাঁহাদিগকে বেশী পরিমাণে ... দিতেন (ঐ, পৃ. ৪৮)। তাঁহারা নিয়মিত ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি ... তাঁহাদের অংশ পাইতেন, অনেক সময় ওয়াক্‌ফের দলীলে ...যোজিত বিশেষ বিধান বলে তাঁহারা উহা ভোগ করিতেন। মুআয্‌যিনগণ প্রধান মুআয্‌যিনের (রু'আসা', মাক্‌রীযী, ৪খ, ...) অধীনে সংগঠিত ছিলেন। মক্কাতে রা'ঈসু'ল-মুআয্‌যিনীন, মুআয্‌যিনু'য-যাম্‌যামী একই ব্যক্তি ছিলেন, যামযাম্‌ ভবনের উপর আযান দেওয়া তাঁহার কাজ ছিল (Chron. Mekka, iii. 424 ...; ইব্‌ন যুবায়র, পৃ. ১৪৫; তু. Snouck Hurgronje, Mekka, ii. 322)। ইমামের পরেই রা'ঈসের স্থান ছিল, কিন্তু রা'ঈস্‌ ইমামের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন।

মুওয়াক্‌কিত বা সময় জ্ঞাপকের সম্পর্ক মুআয্‌যিনের সহিত ঘনিষ্ঠ। কিব্‌লাঃ ও সালাতের সময় নির্ধারণ করা তাঁহার কর্তব্য ছিল। (সুব্‌কী, মু'ঈদ, পৃ. ১৬৫ প.), কোন কোন সময় প্রধান মুআয্‌যিন এ কাজ করিতেন (Snouck Hurgronje, Mekka ... 322)।

জাভাতে মুআয্‌যিনকে সাধারণত মোদিন্‌ বলা হয়, ইন্দোনেশিয়ার অনেক জায়গাতে বিলালও বলা হয়।

৫। খাদিম ঃ হযরত আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর মতে মহানবী (স) -এর মসজিদে একজন নিগ্রো খাদিম ঝাড়ু দিতেন (বুখারী, সালাত, বাব ৭২, তু. ৭৪)। ক্রমান্বয়ে বড় মসজিদে বহু সংখ্যক খাদিম (খুদ্দাম), যথাঃ দারোয়ান, ফার্‌রাশ্‌ এবং পানি বাহকের পদ সৃষ্টি হয় (তু. যথাঃ v. Berchem, CIA, i, নং 252)। মক্কাতে সর্বদা বিশেষ বিশেষ কর্মে লোক নিযুক্ত থাকিত, যেমন—যাম্‌যামের তত্ত্বাবধায়ক এবং কা'বার অভিভাবক (সাদিন, বহু বচন সাদানাঃ, মসজিদের কর্মচারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়, মাক্‌রীযী, ৪খ, ৭৬; তু. ইব্‌ন যুবায়র, পৃ. ২৭৮)। ইব্‌ন বাত্‌তূতা'র সময়ে মহানবী (স)-এর মসজিদের খাদিমগণ (খুদ্দাম) আবিসিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন; তাঁহাদের দলপতি (শায়খু'ল-খুদ্দাম) একজন মহান আমীরের ন্যায় ছিলেন এবং তাঁহাকে মিসরী ও সিরীয় সরকার বেতন প্রদান করিতেন (১খ, ২৭৮, ৩৪৮)। জেরুযালেমের মসজিদে ৩০০/৯১২—৩ সালের দিকে ১৪০ জন খাদিম ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে (Le Strange, Palestine, p. 163) এবং মুজীরু'দ-দীনের মতে 'আবদু'ল-মালিক সেখানে তিন শত কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, অথচ আসল পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা ইত্যাদির কাজ কয়েকটি য়াহূদী ও খৃস্টান পরিবারের লোকেরা সম্পাদন করিত Sauvaire, Hist. Jer. et. Hebr., p. 56.)।

অন্যান্য মসজিদে তত্ত্বাবধায়কের (কা'য়্যিম, বহু বচন কা'ওয়ামাঃ) উল্লেখ আছে। ইহা এমন একটি অস্পষ্ট উপাধি যে, এই উপাধিধারীকে অনেক কার্য সম্পাদন করিতে হইত; উদাহরণস্বরূপ মাদ্‌রাসাতু'ল-নাজমিয়্যাতে একজন কা'য়্যিম ছিলেন। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কর্মচারী, আলো এবং পানি সরবরাহের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন (মাক্‌রীযী, ৪খ, ২৫১); আযহার মসজিদে মী'দা'আঃ-এর খাদেম দীনার (ঐ, পৃ. ৫১) বেতনধারী একজন কর্মচারী এবং মুআয্‌যিনদের ন্যায় বেতনভুক্ত (মাসিক দুই দীনার) ৪ জন কা'য়্যিম ছিল (ঐ, পৃ. ৫১)। অন্যান্য ক্ষেত্রে কা'য়্যিমু'ল-জামি' কখনও কখনও কাযী হইতেন বলিয়া উল্লেখ আছে, এসব পদ স্পষ্টত ইমাম, খাত'ীব অথবা অনুরূপ কোন পদের সমতুল্য ছিল (ঐ পৃ. ৭৫, ১২১, দ্র. ১২২, তু. ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ৫১)।

J. Pedersen (S.E.I)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

মাওদূদী, সায়্যিদ আবু'ল-আ'লা (مودودی سید ابو الأعلى)ঃ তাঁহার জন্ম ১৯০৩ খৃস্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য)-এর আওরংগাবাদ শহরে ও মৃত্যু ১৯৭৯ খৃস্টাব্দের ২২ সেপ্টেম্বর আমেরিকায়। তাঁহার লাশ বিমানযোগে পাকিস্তানে আনিয়া ২৬ সেপ্টেম্বর লাহোরে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট 'আলিম, নির্ভীক চিন্তাবিদ, সাংবাদিক, গ্রন্থকার, বক্তা, সুদক্ষ সংগঠক ও জামা'আত-ই-ইসলামী-র প্রতিষ্ঠাতা।

গৃহে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি অল্পকাল মাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে আওরংগাবাদের ফাওক'ানিয়্যাঃ মাদ্‌রাসায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে তিনি 'মাওলাব'ী' পরীক্ষা দেন এবং অংকে কাঁচা থাকায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। তাঁহার পরবর্তী শিক্ষা তিনি লাভ করেন সম্পূর্ণ আত্মপ্রচেষ্টা, সাধনা ও অধ্যবসায়ের গুণে। তাঁহার মেধা ছিল যেমন তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধিৎসা ছিল তেমনি ব্যাপক। একাগ্র চিত্তে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। অথচ জীবিকা অর্জনের জন্য তাঁহাকে অনেক সময় কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। ইহার ফাঁকে ফাঁকে তিনি নিজেকে একজন জ্ঞান তপস্বীরূপে গঠন করিয়া তোলেন। সংগে সংগে চলিতে থাকে সাংবাদিকতা ও লেখার সাধনা। ক্রমে ক্রমে গভীর জ্ঞানী, শক্তিশালী যুক্তিবাদী এবং নির্ভীক সাংবাদিক ও বক্তা হিসাবে তাঁহার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। কথিত আছে যে, তাহার পূর্বপুরুষ আবু'ল-আ'লা মাওদূদী চিশ্‌তী (র) প্রথম ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে মাওদূদীর নামকরণ করা হয়।

শক্তির সাহায্যে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে যে অপবাদ আরোপ করা হয়, প্রধানত তাহার জবাব দিতেই মাওদূদী 'আল-জিহাদ ফি'ল-ইসলাম' ১৯২৭ খৃস্টাব্দে প্রণয়ন করেন। এই কাজের জন্য নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহাকে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। পুস্তকটি সুধী সমাজে বিশেষ আদৃত হয়। ফলে তিনি জ্ঞান সাধনায় আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন।

১৯৩২ খৃস্টাব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ হইতে 'তারজুমানু'ল-কু'রআন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার মাধ্যমে দক্ষ সাংবাদিক এবং শক্তিশালী ও নির্ভীক লেখক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঞ্জাবের পাঠানকোট নামক স্থানে 'দারু'ল-ইসলাম' নামে 'আল্লামাঃ ইক'বাল-এর পরামর্শে একটি ইসলামী গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছিল। 'আল্লামাঃ ইক'বাল-এর আহ্বানে মাওদূদী হায়দরাবাদ ত্যাগ করিয়া 'দারু'ল-ইসলাম'-এ যোগদান করেন। এই স্থানে শুধু ইসলামী গবেষণাই পরিচালিত হয় নাই, বরং বেশ কিছু সংখ্যক ইসলামের খাঁটি সৈনিক ও মুজাহিদও তৈয়ারী হইয়াছিল।

১৯৪১ খৃস্টাব্দে ৭৫ জন লোক লইয়া 'জামা'আত-ই-ইসলামী' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ এই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইহার রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। মাওদূদী ইহার প্রথম

"আমীর" নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সংগঠক হিসাবে তিনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন।

তাঁহার স্বাধীন মতামত, নির্ভীক ও যুক্তিপূর্ণ রচনা এবং বক্তৃতার জন্য একদিকে যেমন তাঁহার সমর্থক ও ভক্তের দল গঠিত হইয়াছিল, অপর দিকে প্রবল বিরুদ্ধবাদী ও নিন্দুকেরও অভাব ছিল না। তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তাঁহার ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দাবীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে কতিপয় সহকর্মীসহ গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৫০ খৃস্টাব্দে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯৫৩ খৃস্টাব্দে তিনি 'ক'াদিয়ানী সমস্যা' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহার পর ক'াদিয়ানী ও অ-ক'াদিয়ানীদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। দাঙ্গার উস্কানির অভিযোগে ঐ বৎসর মার্চ মাসে সামরিক আইনের অধীনে তাঁহাকে গ্রেফতার ও পরে তাঁহার বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। সামরিক আদালতে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইহাতে দেশ-বিদেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ফলে মৃত্যুদণ্ড মাওকূফ করত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর তিনি ঈমানের যে দৃঢ়তা ও মনোবলের পরিচয় দেন, তাহা সকলের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করে। তাঁহাকে প্রাণ ভিক্ষার সুযোগ দেওয়া হইলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন যে, তিনি কোন অপরাধ করেন নাই। কাজেই তিনি কাহারও কাছে প্রাণ ভিক্ষা করিবেন না। জীবন-মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্। কোন পার্থিব শক্তির এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাধ্য নাই। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, তাঁহার কোন আত্মীয়-স্বজন বা জামা'আত-ই-ইসলামীও যেন তাঁহার প্রাণ ভিক্ষা না করে। অবশেষে সরকার ১৯৫৫ খৃস্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল তাঁহাকে মুক্তি দেয়।

তিনি 'তাফ্হীমু'ল-কু'রআন' নামে এক বিরাট তাফ্সীর রচনা করেন। কু'রআনে বর্ণিত স্থানগুলি স্বচক্ষে দেখা ও হ'াজ্জ ব্রত পালনের জন্য তিনি ১৯৫৯ খৃস্টাব্দে হি'জায ও মধ্যপ্রাচ্য গমন করেন। ভ্রমণ কালে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের উপর বহু স্থানে বলিষ্ঠ ভাষণ দেন।

১৯৬৪ খৃস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার জামা'আত-ই-ইসলামীকে বে-আইনী ঘোষণা করত মাওদূদীসহ উহার শূরা-র সদস্যগণকে গ্রেফতার করে। তবে সুপ্রীম কোর্ট উক্ত আদেশকে আইন-বিরুদ্ধ ঘোষণা করায় তাঁহারা মুক্তি পান। 'ঈদের চাঁদ দেখা সম্পর্কে মত-বিরোধের কারণে ১৯৬৭ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে আর একবার আটক করা হয় ও পরে মুক্তি দেওয়া হয়।

তিনি রাবিত'াঃ ইসলামীর প্রতিষ্ঠা কমিটির আজীবন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। মদীনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনায় মাওদূদীর বিশেষ অবদান ছিল। বাদশাহ্ সা'ঊদ তাঁহাকে উহার গভর্নিং বডির স্থায়ী সদস্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রচনাবলী ঃ তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে আল-জিহাদ ফি'ল-ইসলাম এবং তাফ্হীমু'ল-কু'রআন শ্রেষ্ঠ মর্যাদার দাবীদার। বাংলায় অনূদিত তাঁহার অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা হইতেছে ঃ ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইহার মূলনীতি, ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব, ইসলাম পরিচিতি, খুত্'বাত, ইসলামী জীবন পদ্ধতি, পর্দা ও ইসলামী রাষ্ট্র। তাঁহার অনেকগুলি রচনা 'আরবী, ইংরেজী, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হইয়া বিভিন্ন দেশে সমাদৃত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আব্বাস আলী খান, মাওলানা মাওদূদী, সং., ঢাকা ১৯৮০ ; (২) খুরশীদ আহ'মাদ, আদাবিয়াত-ই-মাওদূ দিল্লী ১৯৮০ ; (৩) মাতীন ত'ারিক', মাওলানা মাওদূদী আও ফিক্র-ই-ইন্কি'লাব, দিল্লী, ১৯৭৯ ; (৪) মুনির উদ্দিন আহম (অনু.), মাওলানা মওদূদীর সাথে একটি সাক্ষাৎকার, কর্ণফু পাবলিকেশন্স, চট্টগ্রাম ১৯৬৯ ; (৫) Binder L., Religic Politics in Pakistan. London 1963.

আবদুল হক ফরি

মাওলা (مولى) বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত و-ل-ى ধাতু হইত গঠিত একটি পদ, (তু. লিসানু'ল-'আরাব, ২০খ, ২৮৯ ; নিম্নবর্ণি অর্থগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

(ক) অভিভাবক, যি'ম্মাদার, সহায়ক। এই সকল অ কু'রআন শারীফে শব্দটির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; সূর ৪৭ ঃ ১১ "আল্লাহ্ বিশ্বাসিগণের মাওলা, অবিশ্বাসিগণের কো মাওলা নাই (তু. সূরাঃ ৩ ঃ ১৫০ ; ৬ ঃ ৬২ ; ৮ ঃ ৪০ ; ৯ ঃ ৫১ ২২ ঃ ৭৮ ; ৬৬ ঃ ২)। ইমাম আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (রা) মুস্নাদে একটি হ'াদীছে' হযরত 'আলী (রা) সম্বন্ধে রাসূল (স') 'মাওলা শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, বর্ণনা পাওয়া যায় (মিশ্কাত ঃ বা মানাকি'ব 'আলী দ্র.)। হযরত (স') বলিয়াছেন ঃ ن كنت مولاه فعلى مولاه "অর্থাৎ আমি যাহাদের মাওলা—'আলীও তাঁহাদে মাওলা। "লিসান" গ্রন্থকর্তার অভিমত, উপরিউক্ত হ'াদীছে' মাওলা শব্দটি ওয়ালী অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। শী'আঃ সম্প্রদায়ে মতে এই হ'াদীছে' প্রমাণিত হয় যে, হযরত (স') হযরত 'আল (রা)-কে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করিয়াছিলেন। হ'াজ্জাতু'ল-ওয়াদা' হইতে ফিরিবার পথে غدير خم নামক স্থানে যাত্রা বিরতি-কালে হযরত (স') এই উক্তি করিয়াছিলেন। সুন্নীদের মতে মাওলা বহু অর্থবাচক এবং খিলাফাতের মনোনয়ন দানের জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই (তু. C. van Arendonk, De opkomst van het Zaidictische imamaat, p. 18, 19)।

(খ) প্রভু অর্থে কু'র্আান শরীফে (যাহা সায়্যিদ শব্দের সমার্থ-জ্ঞাপক) আল্লাহ্র প্রতি এই শব্দটি প্রযোজ্য হইয়াছে (সূরা ঃ ২ ঃ ২৮৬ ; তু. ৬ ঃ ৬২ ; ১০ ঃ ৩০)। প্রায়শ আল্লাহ্কে 'আরবী সাহিত্যে বলা হয় 'মাওলানা', আমাদের প্রভু। ঠিক এই কারণেই হ'াদীছে' ক্রীতদাসকে তাহার মনিবকে "মাওলা" বলিয়া সম্বোধন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে (বুখারী, জিহাদ, বাব ১৬৫ ; মুসলিম, আল্ফাজ', হ'াদীছ' ১৫, ১৬)।

হ'াদীছে' প্রায়শ ক্রীতদাসের মনিবের অর্থে "মাওলা" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পূর্বোক্ত নিষেধাবলীর সহিত এই প্রয়োগের তেমন কোন বিরোধ নাই। হ'াদীছে' আছে তিন শ্রেণীর লোক দ্বিগুণ পুরস্কার পাইবে, ... যে ক্রীতদাস আল্লাহ্র প্রতি তাহার কর্তব্য পুরাপুরি প্রতিপালন করে এবং তাহার মনিবের (মাওলার) প্রতি কর্তব্যও সমাধা করে (বুখারী, 'ইল্ম, বাব ৩১ ; মুসলিম আয়্মান, হ'াদীছ' ৪৫)।

মাওলা শব্দের ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং প্রত্যয়যুক্ত শব্দ সচরাচর পদবী ও সম্মানসূচক সম্বোধনের শব্দরূপে ব্যবহার মুসলিম জগতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে, যথা মাওলায়া, (মূলায়) "আমার প্রভু" (বিশেষত উত্তর আফ্রিকাতে এবং দরবেশ সম্পর্কে) ;

মাওলাব'ী (মুল্লা), মহানুভব (বিশেষত—ভারতবর্ষে, বিদ্বান এবং দরবেশদের সম্পর্কে)। সম্মানসূচকভাবে আমাদের প্রভু অর্থে পাক-ভারতে কু'রআন ও হ'াদীছ' সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিকে মাওলানা বলা হয়।

মাওলা পদটি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের সহিত তাহার পূর্ববর্তী মনিবের (পৃষ্ঠপোষক) সম্পর্কে প্রকাশের জন্যও ব্যবহৃত হয়। যথা: হ'াদীছে' উক্ত আছে: "যে আইনত মাওলার আদেশ ব্যতীত নূতন পৃষ্ঠপোষকের অনুগত হইয়া পড়ে, তাহার উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ পতিত" (বুখারী, জিয্‌য়াঃ, বাব ১৭; মুসলিম, 'ইত্‌ক', হ'াদীছ' ১৮, ১৯)।

(গ) মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস অর্থেও ব্যবহৃত হয়, উদাহরণত হ'াদীছে' আছে—"মাওলা তাহার মনিবের লোক বলিয়া গণ্য হয়" বুখারী, ফারাা'ইদ', বাব ২৪ ইত্যাদি)। এতদর্থে মাওলা অথবা উহার বহুবচন মাওয়ালী সচরাচর 'আরবী সাহিত্যে ব্যবহার করা হয়। কু'রআন মাজীদে উত্তরাধিকারী অর্থে مولى শব্দের ব্যবহার দেখা যায় (৪ : ৩৩)। নও-মুসলিমগণ গোত্রগত মর্যাদা লাভের জন্য এবং বিশেষত নিরাপত্তা অর্জনের জন্য কোন গোত্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া সেই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হইলে তাহাদিগকে সেই গোত্রের "মাওয়ালী" আখ্যায় অভিহিত করা হইত। মাওয়ালী অর্থের ক্রমবিকাশ, তাহার মর্যাদা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেন von Kremer (Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, ii. 154) এবং Goldziher (Muhammedanische Studien, i. 104 প.), পরবর্তী গ্রন্থকার ব্যাখ্যা করেন বিশেষভাবে শু'উবিয়্যাঃ সম্পর্কে। উত্তরাধিকার বিধানে মাওয়ালীর মর্যাদা সম্পর্কে তুলনা করুন মীরাছ' সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ। এতদ্ব্যতীত মাওলা শব্দের অর্থ সর্দার, অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী, অনুগ্রহপ্রাপ্ত, বন্ধু, তাবেদার, প্রতিবেশী, মিত্রতা চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি ইত্যাদি হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে দেওয়া আছে। আরও দ্র. (১) Doutte in RHR, xli. 30 প.; (২) Littmann, in NGW, 1916, p. 102।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

মাওলাবীয়া (مولويه : মাওলাবি'য়্যাঃ) তুর্কী উচ্চারণ মেওলাবি'য়্যাঃ, একটি দরবেশ সংঘ। য়ুরোপীয়গণ তাঁহাদিগকে নর্তনকারী বা ঘূর্ণায়মান (Dancing or Whirling) দরবেশ বলেন।

১। সংঘের উৎপত্তি : এই নামের উদ্ভব হইয়াছে "মাওলানা" (আমাদের প্রভু) শব্দ হইতে। উহা একটি পদবী। অসাধারণ গুণপনার স্বীকৃতি হিসাবে জালালু'দ-দীন রূমীকে এই পদবীতে ভূষিত করা হয় (যেমন করিয়াছেন তুর্কী লেখক সা'দু'দ-দীন এবং Pecewi, নিম্নে উল্লিখিত)। 'মানাাকি'বু'ল-'আারিফীন' গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, উহার ফার্সী সমার্থজ্ঞাপক (অনুবাদ, Huart, as Les Saints des Derviches Tourneurs, Paris 1918—1922) উপাধিতে জালালু'দ-দীন (র.)-কে তাঁহার পিতা বিভূষিত করেন এবং এই সাধু-চরিত গ্রন্থটির প্রথম নাম তাঁহারই। উপরিউক্ত গ্রন্থকারের মতে (১খ, ১৬২) তাঁহার সহচরগণও মেওলেব'ী (মাওলাব'ী) নাম ধারণ করেন। বাস্তবিকপক্ষে মাছ্'নাব'ীর (مثنوى) লিপিকারগণও ৬৮৭ ও ৭০৬ হিজরীতে নিজদিগকে এই পদবীতে আখ্যায়িত করেন (Nicholson's ed. i. 7 and iii. 11), কিন্তু তথাপি ইব্‌ন বাত্'তূ'তা'ঃ যিনি ৭০৬ হি. সনের পর "কু'নূয়া" ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন যে, তাহারা "জালালিয়্যাঃ" আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। অনুমিত হয় যে, মানাাকি'ব গ্রন্থে 'মাওলাব'ী' শব্দটি কখনও 'পণ্ডিত' অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। এই অর্থেই এই উপমহাদেশে শব্দটির প্রচলন হয়। এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে, বাদ্‌রু'দ-দীন গুহারুত'াশ নামক জনৈক ঐতিহাসিক ব্যক্তি (ইব্‌ন "বীবী-র" "এশিয়া মাইনরের সালজুক"দের ইতিবৃত্তে তাঁহার নামোল্লেখ পাওয়া যায়) কু'নিয়াতে জালালু'দ-দীনের পিতার সন্তানদের জন্য একটি কলেজ স্থাপন করেন। পরে জালালু'দ-দীন ঐ কলেজটির উত্তরাধিকারী হন। মানাাকি'ব গ্রন্থখানি (শামসু'দ-দীন আহ্'মাদ আল-আফলাকী, মৃ. ৭৬১/১৩৬০, কৃত) এত বেশী তারিখের ওলট-পালট এবং অত্যুৎসাহী বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে, উহার যে কোন বিবরণী অবশ্যই বিশেষ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে।

যি'ক্‌র অনুষ্ঠানে মাওলাবি'য়্যাঃ সম্প্রদায়ের দরবেশগণ ডান পায়ের উপর ভর করিয়া বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে ঘূর্ণন করিতে থাকেন; এই কারণে য়ুরোপীয় নাম "Whirling dervish" প্রচলিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, জালালু'দ-দীন দাবী করিতেন, তিনি এই নৃত্য-রীতির উন্নতি সাধন করিয়াছেন এবং উহা যে একটি অভিনব পদ্ধতি, তাহা তিনি অস্বীকার করেন (মানাাকি'ব, ২খ, ৭৯)। জালালু'দ-দীনের যুগের কয়েক শতাব্দী পূর্বের গ্রন্থসমূহের 'নৃত্য' (رقص) সূ'ফীদের একটি রীতি বলিয়া উল্লিখিত এবং প্রায়শ তীব্র নিন্দাবাদের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। ইতিহাসবেত্তা সাখাাব'ী আত-তিব্‌রু'ল-মাস্‌বূক', পৃ. ২২০; ৮৫২/১৪৪৮ সালে মিসরে প্রচলিত এরূপ নৃত্য ক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারিত রাজনির্দেশ লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া "আদি সায়্যিদ"গণের একজনের কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করেন। এই কবিতাগুলিতে যে সকল সূ'ফী এইরূপ নৃত্য করিতেন তাঁহাদিগকে বানরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং তীব্রভাবে তাঁহাদের নিন্দা করা হইয়াছে।

নৃত্য অবশ্য সঙ্গীত (আগ'ানী, ১০খ, ১২১) বা কাব্যের (ইরশাদু'ল-আরীব, ৪খ, ১৩১) স্বাভাবিক সহযোগী, কিন্তু দরবেশদের ঘূর্ণন রীতির উদ্দেশ্য ছিল নৃত্যছন্দে কোন ভাব প্রকাশের পরিবর্তে শিরোঘূর্ণন উৎপাদন করা। ঘূর্ণন রীতির সমর্থনে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে তন্মধ্যে সর্বাধিক আকর্ষণীয় যে যুক্তিটি মানাাকি'ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা জালালু'দ-দীনের একটি অজুহাতমাত্র। তিনি নাকি মনে করিতেন, এশিয়া মাইনরের আনন্দ পিপাসু জনগণের মনকে সত্যধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য ইহা ধর্মের বন্ধনকে তাহাদের অনুকূলে শিথিল করা মাত্র। মাছ্'নাব'ী-তে এই মতবাদ পাওয়া যায় যে, ঘূর্ণন গ্রহ-নক্ষত্রের অবিরত গতির অনুকরণ। ইহার বহু পূর্বেকার রচিত ইব্‌ন তু'ফায়ল-এর "রিসালাঃ"তে (কায়রো ১৯২২, পৃ. ৭৫) এই একই দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ দেখা যায়। উক্ত পুস্তকে ঘূর্ণনের সাহায্যে সম্মোহনী প্রভাব উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। মানাাকি'বে বলা হইয়াছে, দরবেশগণ এরূপ কসরত ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া দিন-রাত্রি চালাইয়া যাইতে সমর্থ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যি'ক্‌র ঘন্টাখানেক ধরিয়া স্বল্প বিরতিসহ চলিতে থাকে।

২। অন্যান্য দরবেশ সম্প্রদায়ের সহিত সম্পর্ক : জুনায়দ, বিস্'তামী, হ'াল্লাজ প্রমুখ পূর্বেকার সূ'ফীদের নাম যদিও গভীর শ্রদ্ধার সহিত মানাাকি'ব গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি

জালালু'দ-দীনের কাছাকাছি সময়কার দরবেশ এবং সংঘের প্রতিষ্ঠাতাদের প্রতি ভিন্ন রকমের আচরণ করা হইয়াছে। 'আব্দু'ল-কা'াদির জীলানী (র)-এর নাম উল্লেখই করা হয় নাই, ইব্ন 'আরাবী ঘৃণার সহিত উল্লিখিত এবং রিফা'ঈর তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। হা'াজ্জী বেকতা'াশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি জালালু'দ-দীনের কার্যকলাপ তদন্তের জন্য একজন দূত প্রেরণ করেন এবং তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করেন। পরবর্তীকালে মাওলাবা'ীগণের সহিত বেক্তা'াশীগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রাকার ধারণ করে।

F. W. Hasluck (Christianity and Islam Under the Sultans, Oxford 1929, ii. 370 প.)-এর বর্ণনায় দেখান হইয়াছে, যে পারিপার্শ্বিকতায় মাওলাবা'ী সংঘের উদ্ভব হয় তাহা খৃস্টানদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের সংঘের ইতিহাসের প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত নিজেদেরকে পৃথিবীর সকল ধর্মমতের প্রতি সহিষ্ণুতাসম্পন্নরূপে প্রতীয়মান করিয়াছেন এবং এই বিশ্বাসপ্রবণতা দেখাইয়াছেন যে, দার্শনিক ভিত্তিতে সকল ধর্মের সমন্বয় সম্ভব। Hasluck বলেন, কু'নয়ার মুসলমানদের প্লেটোর অনুমিত সমাধিক্ষেত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (সমাধিটি একটি মস্জিদের অভ্যন্তরে, এক সময় এই মসজিদে ছিল St. Amphilochius-এর গির্জা) মাওলাবা'ী দরবেশগণ কিংবা সম্ভবত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠাতা ইচ্ছাপূর্বক অনুমোদন করেন যেন মুসলমান এবং খৃস্টান উভয়ের জন্য একটি নূতন ধর্মাচরণ পদ্ধতি (Cult) সৃষ্টি হইতে পারে যাহাতে তাঁহারা সমভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। কু'নিয়ার আরও তিনটি পবিত্র স্থানে (তন্মধ্যে জালালু'দ্-দীনের সমাধি সৌধ অন্যতম) তিনি এমনি একটি আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ দেখিতে পান যাহাতে মনে হয়, মুসলিম এবং খৃস্টান উভয় ধর্মের অনুসারিগণের জন্য একটি সাধারণ শ্রদ্ধার বস্তু প্রবর্তনের চেষ্টা হইয়াছিল। Hasluck-এর সিদ্ধান্ত যে, সালজূক সুলতা'ান 'আলাা'উ'দ-দীন, জালালু'দ-দীন এবং স্থানীয় খৃস্টান যাজকের মধ্যে দর্শনভিত্তিক একটি ধর্মীয় আপোষ-মীমাংসা উদ্ভাবিত হইয়াছিল—মানিয়া লওয়া সহজ নহে। নৃত্যগীত উহার আঙ্গিক হইবার কারণে সংঘটির উপর ধর্মতত্ত্বজ্ঞগণ (ফুক'াহা') অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়াছেন বলিয়া মানাাকি'ব গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গীত এবং খৃস্টান ধর্মানুষ্ঠান-সঙ্গীতের প্রয়োগের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন। তাঁহারা আর্মেনিয়ার নরহত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ সৃষ্ট করিয়াছিলেন—এইরূপ সুনাম বর্তমান যুগে তাঁহাদের প্রতি আরোপিত হইতেছে।

৩। সংঘের প্রসার ঃ মানাাকি'বে বর্ণিত আছে যে, জালাালু'দ্-দীনের পুত্র এবং দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী সুল্তা'ান বাহাা'উ'দ্-দীন ওয়ালাদ কু'নিয়ার বাহিরে সংঘের আদর্শ প্রচার করেন এবং এশিয়া মাইনর তাঁহার সহকারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ করেন (২ খ, ২৬২)। ইব্ন বাত্'তু'তা'র বিবরণীতে পাওয়া যায়, তৎকালে কু'নিয়ার বাহিরে উহার অনুগামীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল না এবং এশিয়া মাইনরে উহা সীমাবদ্ধ ছিল। সা'দু'দ্-দীনের অনুসরণে v. Hammer (GOR i. 147) এবং অন্যরা বলেন, ৭৫৭/১৩৫৭ সালে ওরখানের পুত্র সুলায়মান "বুলায়র"-এর জনৈক মাওলাবা'ী দরবেশের নিকট হইতে একটি টুপি গ্রহণ করেন। এই বিবরণটি নিছক কল্পিত গল্প বলিয়া Hasluck (২ খ, ৬১৩) অভিমত প্রকাশ করেন। ১৩৮৬ খৃস্টাব্দে প্রথম মুরাাদ যখন কু'নিয়া জয় করেন, তখন মাওলাবা'ী প্রধানদের কোন প্রকার গুরুত্ব ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ কোন উক্তি করেন নাই। ১৪৩৫ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় মুরাাদ যখন এই নগরী অধিকার করেন, সা'দু'দ্-দীন বলেন (১ খ, ৩৫৮), তখন মাওলানা হা'মযাঃ শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন; অপরপক্ষে নেশ্রী বলেন, মাওলানাা জালাালু'দ্-দীন রূমীর বংশধর 'আারিফ চেলেবী উক্ত চুক্তি সম্পাদন করেন "যিনি যুগপৎভাবে গুণপনা বংশমর্যাদার গৌরবে দীপ্তিমান এবং মরমী তত্ত্বগানের অধিকারী ছিলেন।" বিদ্রোহী সামন্ত এই ধারণা করিয়াছিলেন যে, মাওলাবা'ী পরিবারের যে কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অধিকতর আস্থা জন্মাইতে পারিবেন। এই একই ব্যক্তি ১৪৪২ খৃস্টাব্দে অনুরূপ আর একটি কার্য করেন (সা'দু'দ্-দীন, ১খ, ৩৭১)। V. Cuinet (La Turquie d' Asie, i. 829) বলেন, ৯২২/১৫১৬ সনে সুল্তা'ান প্রথম সালীম পারসিকদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া কু'নিয়া অতিক্রমকালে শায়খু'ল-ইসলাামের পরামর্শে মাওলাবা'ীখানাঃ ধ্বংস করিতে নির্দেশ দেন। যদিও উক্ত আদেশ পরে প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, তথাপি সংঘ প্রধানের, নৈতিক ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব বিশেষভাবে ব্যাহত করা হইয়াছিল। সায়্যিদ 'আলী কা'পূদান ১৫৫৪ খৃস্টাব্দে যে সকল কবর যিয়ারাত করেন উহার তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কু'নিয়ার দরবেশগণ তুর্কী সাম্রাজ্যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে উচ্চ সম্মান পাইতেন। তিনি যিয়ারাত করেন প্রথমত জালাালু'দ্-দীনের সমাধি এবং তাঁহার পিতা এবং পুত্রের সমাধি (Pecewi-এর ইতিহাস, ১২৮৩, ১খ, ৩৭১)। ১৬৩৪ খৃস্টাব্দে চতুর্থ মুরাাদ কু'নিয়ার রাজস্ব (خراج) চেলেবীর নামে বরাদ্দ করেন। Hasluck নৃত্যপরায়ণ দরবেশদের সম্পর্কে কনস্টান্টিনোপলে যে সর্বপ্রথম বিবরণী খুঁজিয়া বাহির করেন উহা সুল্তা'ান ইব্রাহীমের সমকালীন (১৬৪০-১৬৪৮)। Cuinet কনস্টান্টিনোপলে এবং সন্নিহিত অঞ্চলে তিনটি প্রথম শ্রেণীর মাওলাবা'ীখানাঃ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি তাকিয়ার উল্লেখ করেন এবং ইহার মধ্যে যে সকল দরবেশদের সমাধি বিদ্যমান তাহাদের নামোল্লেখ করেন, কিন্তু কোন সন-তারিখের উল্লেখ করেন নাই। তিনি আরও সাতটি প্রথম শ্রেণীর মাওলাবা'ীখানার উল্লেখ করেন যেইগুলি কু'নিয়া, মানিস্সা, কা'রাহি'সা'ার, বাহ'ারিয়াাঃ, মিসর (কায়রো ?), গ্যালিপলি এবং ব্রুসায় অবস্থিত। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাওলাবা'ীখানাগুলির মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ কু'নিয়াতে অবস্থিত শাম্সী তাব্রীযীর মাওলাবা'ীখানাঃ এবং মদীনা, দামিশ্ক ও জেরুযালেমে অবস্থিত মাওলাবা'ীখানাগুলির নামোল্লেখ করেন। Hasluck এইগুলির সহিত আরও যোগ করেন কানেয়ার (ক্রীট) তাকিয়া (তেকিয়ে)-গুলি যাহা ১৮৮০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি আরও কতকগুলি স্থানের নামোল্লেখ করেন; যথাঃ কা'রামান, রাম্লাঃ, তাতার (থেসালী) এবং সম্ভবত টেম্পি (স্মার্নার একটির জন্য দ্র. MW. ১৯২২ খৃ., পৃ. ১৬১; স্যালোনিকার একটির জন্য দ্র. Garnett-এর গ্রন্থ; সাইপ্রাসের একটির জন্য দ্র. Lukach-এর গ্রন্থ যাহা নীচে উদ্ধৃত করা গেল)। তুর্কী সাম্রাজ্যের সর্বত্র এবং উহার অধীন য়ুরোপীয় এবং এশিয়ার দেশগুলিতে এই সংঘ প্রসার লাভ করিয়াছিল।

১৯২৫ খৃস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বরে এক আদেশ অনুসারে তুরস্কের সমস্ত তাকিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং কু'নিয়ার মাওলাবা'ীখানার সমগ্র গ্রন্থাগারটি নগরের যাদুঘরে স্থানান্তরিত করা হয় (Oriente Moderno, 1925, p. 455; 1926, p. 585)।

৪। সংঘের রাজনৈতিক ভূমিকা ঃ Cuinet এবং

কতক অপ্রামাণিক লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থে যে সব গল্প বিনা বিচারে বর্ণনা করিয়াছেন ইহাদের খণ্ডনের জন্য Hasluck-এর গ্রন্থের 2 : 604 পৃ. দ্র.। এই সকল বর্ণনায় দেখা যায়, মাওলাব'ী সংঘের শায়খ রক্ত সম্পর্কের দাবীতে প্রথমে সালজূক' রাজবংশের বিধিসংগত উত্তরাধিকারী হন এবং পরিশেষে তিনি হন বাস্তবিকপক্ষে খলীফা। Hasluck মনে করেন, নূতন সুলত'ানের কটিতে তরবারী বন্ধনের যে রীতি ছিল উহা মাওলাব'ী শায়খের দ্বারা সম্পাদিত হইত বলিয়া আখ্যান আছে। এই আখ্যানগুলি অনুমানের উপর নির্ভরশীল। ১৬৪৮ খৃস্টাব্দের পূর্বে এই অধিকারের কোন সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, আর এই অধিকার উনবিংশ শতকে স্বীকৃতি লাভ করে বলিয়া মনে হয় (Isl. xix, 184)। মনে হয় সংস্কারক সুলত'ানগণ বেকত'াশীগণের বিরুদ্ধে নিজেদের দল ভারী করিবার জন্য মাওলাব'ী সংঘকে ব্যবহার করিতেন। বেকত'াশীগণ জানিসারী বাহিনীকে সমর্থন করিতেন। অতঃপর তাঁহারা মাওলাব'ী সংঘকে ব্যবহার করিতেন 'উলামা'র বিরুদ্ধে যাঁহারা "মুসলিম সমাজ যি'ম্মীদের তুলনায় অধিকতর সুবিধার অধিকারী"—এই সত্যের পোষকতা করিতেন। সুলত'ান 'আবদু'ল-'আযীয এবং মুহ'াম্মাদ (মেহমেদ) রেশাদ উক্ত সংঘের সদস্য ছিলেন।

৫। অসংখ্য পর্যটক এই সংঘের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন : (উদাহরণ যথা : J. P. Brown, The Dervishes, 1868, p. 198—206; 1927, p. 250—285; V. Cuinet, পূ. স্থা., p. 832; Garnett and Lukach উদ্ধৃত গ্রন্থ; M. Hartmann, Der islamische Orient, 1910, iii, 12; S. Anderson, in MW, 1923.)। তাঁহাদের পরিহিত পোশাক ছিল একটি টুপি, উহাকে "Sikke" বলে; একটি হাতাবিহীন ঘাগরা, উহাকে tennure" বলে, হাতাওয়ালা একটি জ্যাকেট, উহাকে "দেস্তেগুল", (deste-gul) বলে; একটি কোমরবন্দ, উহাকে "এলিফ—লাম—এণ্ড" (elif-lam-end) বলে; হাতাওয়ালা একটি লম্বা কুর্‌তা, উহাকে "খিরকে" (Khirke) বলে; খিরকে ঘাড়ের উপর দিয়া নীচের দিকে ফেলিয়া রাখা হয় (Lukach-এর বর্ণনায় (সাইপ্রাস) বেগুনী রংয়ের উপরি আবরণ গাঢ় সবুজ খৃস্টীয় যাজকের পরিচ্ছদের উপর পরা হয়)। শেষোক্ত লেখকের মতে, যে সকল বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেগুলির সংখ্যা ছয়টি (কু'নিয়া সম্পর্কে) : নলের বাঁশী, যিথার, রেবেক, ঢাক, খঞ্জনি এবং অপর আর একটি। Cuinet উহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেন চারিটি, উহাদের মধ্যে তিনটি পূর্বোক্ত-গুলির ন্যায়। শেষেরটির নাম (halile), কথ্য ভাষায় বলে যিল (zil), উহা ছোট আকারের করতাল। Brown বলেন, বাদ্যযন্ত্র তিনটি : বাঁশী, বেহালা, ছোট ঢাক। যেগুলির নাম মানাকি'বে আছে উহা Huart তরজমা করিয়াছেন : flute, violin এবং tambour de basque। Lukach বলেন : কু'নিয়াতে অনুষ্ঠান হইত মাসে দুইবার জুমু'আর স'ালাতের পর। কনস্টান্টিনোপলে অনেকগুলি তাকিয়া ছিল, সেখানে আরো ঘন ঘন অনুষ্ঠান হইত এবং বিভিন্ন তাকিয়ার সভ্যগণকে উহাতে যোগদানের সুযোগ দান করা হইত।

৬। সংঘের প্রশাসনিক ব্যবস্থা : সংঘের প্রধান কু'নিয়াতে বাস করিতেন, তাঁহার উপাধি ছিল মুল্লা খুন্‌কার, হ'াদ্‌'রাত-ই-পীর চেলেবী মুল্লা এবং 'আযীয একেন্দি। যে সকল ব্যক্তি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন হ'াক'াইক'-ই-আয্‌'কার-ই-মাওলানা অনুসরণে Hartmann (উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৯৩) তাঁহাদের নামোল্লেখ করেন। তাহাদের সংখ্যা ১৯১০ খৃ. পর্যন্ত ছাব্বিশজন ছিল। এই তালিকাটি অপূর্ণ। Lukach যে চেলেবীকে কু'নিয়াতে দেখিয়াছেন, নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন নাই, তিনি উনচল্লিশতম কি চল্লিশতম পদাধিকারী। Manissa-তে প্রতিষ্ঠিত সংঘের প্রধান কর্মকর্তা কর্তৃত্বের বিবেচনায় দ্বিতীয় স্থানীয়। Cuinet কু'নিয়ার চেলেবীর অধীন সাতজন কর্মকর্তার উল্লেখ করেন, কিন্তু অনেকের নামই অত্যন্ত বিকৃত। কেহ কেহ একজন সম্পাদকের (ওয়াকীল-wokil) নামোল্লেখ করেন। যে সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা সংঘে প্রবেশকারীকে মানিয়া চলিতে হয়, তাহাদের একটি বিবরণ Huart দিয়াছেন (Konia, La ville des Derviches Tourneurs, Paris 1897)। ভৃত্যরূপে ১০০১ দিন যাবৎ তাঁহাদের কাজ করিতে হয়। ঐ দিনগুলিকে চল্লিশভাগে বিভক্ত করা হয়। এই সকল কার্য সম্পন্ন করিবার পর তাঁহাদিগকে তাকিয়ার পোশাক পরিধান করিতে দেওয়া হয়। তখন তাঁহারা এক নির্দিষ্ট ছোট কুঠরী পান এবং সংঘের প্রক্রিয়াদি সম্পাদনের শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহারা এই কাজে নিয়োজিত থাকেন যতদিন না তাঁহাদের এই প্রত্যয় লাভ ঘটে যে, তাঁহারা ঘূর্ণন, ধ্যান এবং সংগীতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবার যোগ্য হইয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : বিশেষ করিয়া উপরে উদ্ধৃত (১) Brown, Cuinet, Hartmann এবং Hasluck গ্রন্থগুলি দ্র.; (২) Lucy M. Garnett, Mysticism and Magic in Modern Turkey, London 1914; (৩) S. Anderson, in MW, 1923, p. 188-191; (৪) J. H. Mordtmann, Um das Mausoleum des Molla Hunkiar in Konia in Jahrbuch der asiat. Kunst, ii. (1925), p. 197; (৫) H. Ritter, in Isl. xxvi (1942), p. 116 প.।

মাওলিদ (مولد এক বচন, موالد বহুবচন) কোন ব্যক্তির জন্মকাল, জন্মস্থান, জন্মদিন এবং জন্মোৎসব, বিশেষত নবী হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর। জন্মকাল অর্থে ميلاد (বহুবচন مواليد) শব্দের ব্যবহার হয়। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর জাগতিক জীবন যে পরিবেশে অতিবাহিত হয় সেই সব দৃশ্যাবলী স্বভাবতই মুসলিম জনগণের চক্ষে পবিত্রতামণ্ডিত হইয়া দেখা দেয়। অন্যতম নিদর্শন সেই গৃহখানি যেখানে তিনি ভূমিষ্ঠ হন—মাওলিদু'ন-নাবী। উহা মক্কা শহরের আধুনিক সূক়ু'ল-লায়ল মহল্লায় অবস্থিত। এই স্থানের ইতিবৃত্ত প্রধানত শহরের ইতিকাহিনীতে সংরক্ষিত আছে (ed. Wustenfeld, ১খ, ৪২২)। প্রথম দিকে এই গৃহখানির উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। হারূনু'র রাশীদের জননী খায়যুরান (মৃ. ১৭৩/৭৮৯—৯০) সর্বপ্রথম এই সাধারণ ঘরখানিকে স'ালাতের ঘরে রূপান্তরিত করেন। ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ যেরূপ মদীনায় নবী (স')-এর রাওদা'ঃ যিয়ারাত করিতে যান, ঠিক তদ্রূপ তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার স্থানে গমন করিয়া ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করত স'াওয়াব হাসিল করেন (للتبرك)। এইরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শনের হেতু কালক্রমে এই সকল স্থানে যথাযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করা হয় (ইবন জুবায়র, পৃ. ১১৪, ১৬৩; আল-বাতানূনী, পৃ. ৩৪; গৃহখানির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দ্র.

Snouck Hurgronje, Mekka, ১খ, ১০৬; ২খ, ২৭)।

হযরত (স')-এর জন্মদিনকে পবিত্র দিন হিসাবে উদ্‌যাপন করা সম্পর্কে লিখিত বিবরণ শুরু হয় বহুদিন পরে। সাধারণ্যে গৃহীত মতে হযরত (স')-এর জন্মদিন হইল সোমবার, রাবী'উ'ল-আওওয়াল মাসের ১২ তারিখ। তারিখ যাহাই হউক, তাঁহার জন্ম হইয়াছিল সোমবার। হযরত (স')-এর জীবনে সোমবার দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কথিত আছে যে, এই দিনটি তাঁহার জন্মদিন, হিজরাতের দিন এবং তাঁহার মৃত্যুদিবস (নাসাঈ, ইস্‌রা', বুখারী, ১খ, ৩৬৩)। (সোমবার দিনে য়াহূদীদের রোযা রাখার মূল কারণ সম্পর্কে দ্র. Wensinck, Mohammed en de Joden, p. 126)। এই দিনে যে একটি বিশিষ্ট উৎসব হইত যাহা ছিল ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত পারিবারিক উৎসব হইতে স্বতন্ত্র, এই তথ্যটি জনশ্রুতিতে সর্বপ্রথম মক্কায় সুবিদিত থাকার কথা ছিল, অথচ সর্বপ্রথম উহা জানা যায় ইব্‌ন জুবায়রের নিকট হইতে (মৃ. ৬১৪/১২১৭; পৃ. ১১৪—১১৫)। তিনি স্পষ্টত একটি প্রথার উল্লেখ করেন, যে প্রথাটি মক্কায় বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। এই উৎসবের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল কেবল এইটুকু যে, মাওলিদগৃহে সেই উৎসবের দিনে আগন্তুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইত এবং গৃহখানি কেবল এই উপলক্ষেই সারাদিন সকলের জন্য বিশেষভাবে উন্মুক্ত থাকিত। এই স্থান সন্দর্শন এবং এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদি সামগ্রিকভাবে প্রাচীন মুসলিম দরবেশদের অনুসৃত ধর্মীয় পদ্ধতি অনুসারে করা হইত।

কালক্রমে হযরত (স')-এর জন্মদিবস উদ্‌যাপনের জন্য নূতনতর রীতি প্রচলিত হইল এবং কাল ও স্থানভেদে সামান্য সামান্য পার্থক্য দৃশ্য হইলেও কতগুলি সাধারণ রীতি পদ্ধতিতে সর্বত্র একটি ঐক্য পরিলক্ষিত হয় এবং সমষ্টিগতভাবে উহাদিগকে 'মাওলিদু'ন-নাবী' বলা হয়। মিসরে ফাতিমী আমলের মাঝামাঝিকালে এবং শেষের দিকে উক্ত মাওলিদু'ন-নাবী উৎসবের পূর্বাভাস দেখা যায়, ওয়াযীর আল-আফদ'লের আমলে (৪৮৭—৫১৫/১০৯৫—১১২১) একবার "মাওয়ালীদ চতুষ্টয়" রহিত করা হয়, কিন্তু আবার অল্পদিন পরেই সাবেক গৌরবের সহিত এই মাওয়ালীদ চতুষ্টয়কে পুনরুজ্জীবিত করা হয়, (মাক'রীযী, আল-খিত'াত', ১খ, ৪৬৬; উৎসবের বর্ণনা ঃ ১খ, ৪৩৩ প.)। তখন উৎসব করা হইত পরিষ্কার দিবালোকে এবং কেবল নগরীর সরকারী কর্মচারীবৃন্দ এবং ধার্মিক ব্যক্তিগণই উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। তখন প্রাথমিক উৎসব বলিয়া কিছুই প্রচলিত ছিল না, তবে একটি মিছিলের প্রথা ছিল অর্থাৎ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ শোভাযাত্রা সহকারে খলীফার প্রাসাদে গমন করিতেন, খলীফা প্রাসাদের বারান্দার পর্দার আড়ালে বসিতেন আর তাঁহার সম্মুখে কায়রোর তিনজন খাত'ীব, (বক্তা, দ্র. খাত'ীব প্রবন্ধ) পর্যায়ক্রমে ধর্মীয় বক্তৃতা দিতেন এবং এই খুত্'বার সময় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হইত। খুত্'বার বিষয়বস্তু হইত উৎসবের উপলক্ষভিত্তিক, মিসরের ফাতি'মীদের এই মাওলিদ শুধু নবী (স')-এর সহিত সম্পর্কিত ছিল না; বরং হযরত 'আলী, ফাতি'মাঃ (রা) তখনকার শাসনরত খলীফা তথা ইমামু'ল-হ'াদি'রের মাওলিদও সমভাবে উদ্‌যাপিত হইত। 'ইমামাঃ' মতবাদের শী'আঃ নীতির প্রতিফলন দেখা যাইত মাওলিদু'ল-ইমামি'ল-হ'াদি'র'-এর উৎসবের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে। ফাতি'মীদের আমল পর্যন্ত মাওলিদ জনসাধারণের উৎসবে পরিণত হয় নাই।

এই কারণেই মাক্‌রীযী এবং ক্বাল্‌কাশান্দীর গ্রন্থ ব্যতীত সুন্নী সাহিত্যে এই সকল উৎসবের কোন উল্লেখ নাই; এমন কি 'আলী পাশা মুবারাকের ন্যায় গ্রন্থকারগণও কায়রোতে অনুষ্ঠিত মাওলিদের পূর্ণ ঐতিহাসিক বিবরণী প্রদানকালে উহা জনগণের অনুষ্ঠান বলিয়া কোন কথা বলেন নাই।

মুসলিম গ্রন্থকারগণ মাওলিদের আদি উৎস সম্পর্কে যে ঐকমত্য প্রদান করেন তাহাতে দেখা যায় যে, ৬০৪/১২০৭ সালে আর্‌বালা'তে মাওলিদ অনুষ্ঠান সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন সুলত'ান সালাহ'দ-দীনের ভগ্নীপতি আল-মালিক মুজ'াফ্‌ফারু'দ-দীন কোক্‌বুরী। ফাতি'মীয় মাওয়ালীদের কথা তখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির অতল তলায় নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল। মুজ'াফ্‌ফারু'দ-দীনের মাওলিদের পূর্ণ বিবরণী দেন কিছু পরের প্রায় সমসাময়িক ইব্‌ন খাল্লিকান (মৃ. ৬৮১/১২৮২)। পরবর্তী লেখকগণ তাঁহার বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্ণনা দিয়া আসিতেছেন (যথাঃ আস-সুয়ূত'ী, হ'সনু'ল-মাক্'সি'দ ফী 'আমালি'ল-মাওলিদ [Brockelmann, GAL², ii.; 202] এবং অন্যান্য) উক্ত শাসকের ব্যক্তিত্ব, ক্রুসেড সংঘটনের ফলে তাঁহার সময়ে গোলযোগ সৃষ্টি এবং তাঁহার পারিপার্শ্বিকতা, যাহার প্রতি ইব্‌ন খাল্লিকান বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন, এই সকল ব্যাপার একযোগে আমাদের মনে এরূপ ধারণার উদ্রেক করে যে, মাওলিদ উৎসবের ক্রমবিবর্তনে যথেষ্ট খৃস্টানী প্রভাব রহিয়াছে। অন্যপক্ষে উক্ত শাসক সূ'ফী আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায় যে, মাওলিদের উপর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সূ'ফী প্রভাবের সম্ভাবনা রহিয়াছে। মাওলিদ অনুষ্ঠানাদির বর্ণনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট। উৎসবের বহু পূর্ব হইতেই প্রস্তুতি আরম্ভ হয় এবং দূরদূরান্তর হইতে জনসমাগম হয়। শাসক স্বয়ং বিশেষ লক্ষ্য রাখেন, আগন্তুকগণ যেন বিশেষভাবে কাঠ দ্বারা নির্মিত সুসজ্জিত "কু'বা"য় অবস্থান করিতে পারে এবং তাঁহাদিগকে গীতবাদ্য ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ (ছায়া নাটক, ভোজবাজী ইত্যাদি) আপ্যায়িত করা হয়। এই উপলক্ষে নগরের রাজপথসমূহ বাৎসরিক মেলার ন্যায় লোকজনে পরিপূর্ণ থাকে। মাওলিদ রজনীর সমাগমে মাগ্‌রিবের সালাতের পর শাসক স্বয়ং নগরের প্রধান দুর্গ হইতে খানক'াহ পর্যন্ত মশাল শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। পরদিন প্রত্যূষে জনসাধারণ খানক'াহের সম্মুখে সমবেত হয়। সেখানে শাসকের জন্য একটি কাঠের দুর্গ এবং ওয়া'ইজ' (واعظ—বক্তার)-এর জন্য একটি মঞ্চ ইতিপূর্বেই তৈরি থাকে। তিনি দুর্গ হইতে বক্তৃতা শুনিবার জন্য সমবেত সেই জনতাই শুধু পরিদর্শন করেন না বরং পরিদর্শনার্থ আহূত এবং সন্নিহিত ময়দানে সমবেত সেনাবাহিনীও পর্যবেক্ষণ করেন। বর্ণনাকারিগণ বক্তৃতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নাই। অনুষ্ঠানের শেষে শাসক সম্মানিত বিশিষ্ট মেহমানদিগকে দুর্গে আমন্ত্রণ করিয়া সম্মানসূচক পরিচ্ছদ উপহার দেন। তৎপর জনগণকে উক্ত ময়দানে শাসক নিজ ব্যয়ে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খানক'াহ্‌তে পরিতৃপ্ত করেন। তিনি পরবর্তী রজনী সূ'ফীদের সাহচর্যে বিস্তর লোকজনসহ সামা' (سماع—শ্রবণ) তথা ভক্তিমূলক সংগীত শ্রবণে অতিবাহিত করেন (ইব্‌ন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfeld, ৬খ, ৬৬)।

ফাতি'মীয় উৎসবের বিপরীত এখানে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এই উৎসবে সূ'ফীগণ এবং জনসাধারণ বিপুলভাবে অংশ

গ্রহণ করেন। এই অবস্থাটি আরো সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, সম্ভবত সূফ'ীদের সাহচর্যের ফলে পরবর্তীকালে মাওলিদ এত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, এইরূপ ধারণার যৌক্তিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। সংগে সংগে একথাও বলিতে হয় যে, মশাল-মিছিল যেহেতু মুসলিম ধ্যান-ধারণার বহির্ভূত, সুতরাং ইহা সমসাময়িক খৃস্টান উৎসবাদি হইতে ধার করা বলিয়া আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কায়রোর অনুষ্ঠানে এইরূপ মশাল মিছিলের উল্লেখ দেখা যায় না, কারণ সেখানে উৎসব হইত দিবাভাগে। কিন্তু উপস্থিত সকলকে ব্যয়বহুল ভোজনাদিতে আপ্যায়ন বিশেষত মিষ্টি বিতরণ এবং বক্তৃতাদান প্রভৃতি উভয় ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় এই উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানাদি সমুদয় মাওলিদ উৎসবের উৎপত্তিস্থল। "সালজূক'" প্রতিক্রিয়ারূপী বিরাট রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় আন্দোলনের সংগে সংগে স'লাহ'দ-দীনের সময় মাওলিদ মিসরে প্রবেশ লাভ করে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মিসরে সূ'ফী মতবাদ অতি দ্রুত শিকড় গাড়িয়াছিল। ফলে মাওলিদের ন্যায় অনুষ্ঠানের পথ প্রস্তুত হয়, কারণ উহা মূলত জনসাধারণের ধর্মভাবের উপর ভর করিয়াই টিকিয়া থাকিতে পারে।

এই উৎসব উদ্যাপন রীতি শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক মিসর হইতে মক্কায় প্রসারিত হইবার পর উহার প্রাচীন রূপের পরিবর্তন ঘটে। উহার আরও অগ্রগতি হয় উত্তর আফ্রিকার তটভূমি হইতে সিউটা, Tlemcen ও ফাস হইয়া স্পেন পর্যন্ত। পূর্ব দিকেও ভারতভূমি পর্যন্ত ইহার ক্রম প্রসার ঘটে। ফলে সমগ্র মুসলিম জাহান এই দিনে সমভাবে উৎসবে মিলিত হইতে থাকে, প্রায়ই উৎসবে অভূতপূর্ব জাঁকজমক দেখা যায়, কিন্তু প্রধান প্রধান আঙ্গিকে সর্বত্র একইরূপে ইহা উদ্যাপিত হয়। সমগ্র মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অংশ হইতে এই উৎসবের অগণিত বিবরণী পাওয়া যায়। মক্কায় উদ্যাপন সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় (Chroniken, ed. Wustenfeld, iii. 438 প.; ইব্ন হ'জার আল-হায়তামী, মাওলিদ [Brockelmann, GAL, ii. 510], আধুনিক যুগের অনুষ্ঠানাদির বিবরণের জন্য: Snouck Hurgronje, Mekka, ii. 57 প.। মক্কার উৎসবানুষ্ঠান সমধিক প্রসিদ্ধ; মিসরের জন্য দ্র. J. W. Mc Pherson, The Moulids of Egypt [Cairo 1941]; Lane, Manners and Customs (1871, ii, 166 প.) এবং ভারতীয় দ্বীপসমূহের জন্য দ্র. Snouck Hurgronje, Achehnese, i. 207; do, Verspreide Geschriften, ii. 8 প.; Herklots, Qanoon-e-Islam [1832] p. 233 প.; Goldziher, Culte des saints [1880], p. 13; এখানে প্রায়শ জন্ম নয় বরং নবী (স')-এর মৃত্যুবার্ষিকী উদ্যাপন করা হয়)। ইসলামে অনুপ্রবিষ্ট তুর্কী রীতিনীতি মাওলিদ উৎসব উদ্যাপনের অগ্রগতি ব্যাহত করে নাই (Turk. Mewlud)। ৯৯৬/১৫৮৮ সালে সুলত'ান তৃতীয় মুরাদ 'উছ্'মানী সাম্রাজ্যে উহা প্রবর্তন করার পর হইতে সেখানে তাহা ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ১৯১০ খৃস্টাব্দ হইতে উহা জাতীয় উৎসবরূপে প্রতিপালিত হইতেছে। কনস্টান্টিনোপলের অপেক্ষাকৃত পুরাতন আমলে এই উৎসব যেরূপে উদ্যাপিত হইত তাহার নিখুঁত (Mouradgea d'Ohsson, Tableau general, Paris 1787, i. 255 প.; GOR, viii. 441) স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, অপরাপর ইসলামী দেশের অধিকতর জনপ্রিয় প্রকৃতির উৎসবানুষ্ঠানের সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।

যে বিষয়টি বিশেষ লক্ষণীয় এবং যাহা পরবর্তীতে প্রচলিত উৎসবানুষ্ঠানের অত্যন্ত সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য তাহা হইল "মাওলিদ" আবৃত্তি অর্থাৎ রাসূল (স')-এর জন্ম বৃত্তান্তমূলক কবিতা আবৃত্তি। সে কবিতায় সাধারণত কিছু কাহিনী এবং অলৌকিক ঘটনাবলী বর্ণনার মাধ্যমে অতিশয়োক্তি সহকারে হযরত (স')-এর গুণকীর্তন করা হয়। ইত্যাকার কবিতায় উৎসমূল ফাতি'মী কায়রো এবং আরবেলাতে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় বক্তৃতাসমূহ। আরবেলা অবস্থানকালে কোক্‌বূরীর প্রস্তাবক্রমে ইব্‌ন দিহ্'য়াঃ তাঁহার "কিতাবু'ত্-তান্‌ব'ীর ফী মাওলিদি'স্-সিরাজ" রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি 'মাওলিদ' গ্রন্থ-রূপে সেই যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে (Brockelmann, GAL, I. 380)। এই উৎসবের অন্যান্য ক্রমবর্ধমান অংশসমূহের যথাঃ মশাল মিছিল, ভোজন এবং সড়ক মেলাসহ সংগে পরবর্তীকালে মাওলিদ উৎসবের প্রধান অনুষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মক্কায়ও কতকটা এইরূপ আঙ্গিকে মস্‌জিদে মাওলিদ উৎসব অনু-ষ্ঠিত হইত। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব হইতেই এবংবিধ জনপ্রিয় বৈকালিক আনন্দ উপভোগ করিতেন, শিক্ষকগণ বক্তৃতাদান স্থগিত রাখিয়া ছাত্রদের সম্মুখে এবং রাস্তাঘাটে লোকসমক্ষে মাওলিদ পাঠ করিতেন, কফিখানায় পর্যন্ত সকালে উহা শুনিয়া আধ্যাত্মিক আবেগ ও আনন্দ লাভ করিত। এরূপ মাওলিদের সংখ্যা বেশ উল্লেখ-যোগ্য। কবি কা'ব ইব্‌ন যুহায়র বিরচিত বিখ্যাত কিন্তু কম জনপ্রিয় "বানাত্ সু'আদ" নামক পুরাতন কবিতা, 'বূস'ীরী' রচিত "ক'াস'ী-দাতু'ল-বুরদা" ও "হাম্‌যিয়্যাঃ" এবং উহাদের বহুবিধ অনুকরণ ব্যতীত আরও নানা রকমের নিত্য ব্যবহৃত মাওলিদ কবিতা বিদ্যমান। উহাদের কতকগুলি ইব্‌ন হ'াজার আল-হায়তামীর গ্রন্থের ন্যায় উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে রচিত; অন্যগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে বিশুদ্ধ উপদেশ দান উদ্দেশ্যে রচিত, বিশেষ উল্লেখযোগ্য ইব্‌নু'ল-জাওযী ১১১৬—১২০০ (GAL^2 I. 662) এবং জা'ফার আল-বারযানজী আল্-মাদানীর (১৬৯০—১৭৬৬ খৃ.) কি'স্'স'াতু'ল-মাওলিদি'ন-নাবী (GAL^2, ii. 503)। 'আরবী ভাষায় রচিত মাওলিদ ছাড়াও তুর্কী ভাষায় রচিত বহু মাওলিদ আছে (Irmg. Engelke, Suleyman Tschelebi's Lobgedicht, 1926)। বিশেষ লক্ষণীয় এই কবিতাগুলির ভূমিকা সম্প্রসারণ; মাওলিদ উৎসব ছাড়াও ক্রমে অন্যান্য আনন্দ উৎসবে উহাদের ব্যবহার করা হইতে থাকে। সুতরাং "মাওলিদ" শব্দটি ক্রমে যে কোন উৎসব এবং বিশেষভাবে ভোজনোৎসব অর্থে ব্যব-হৃত হইতে থাকে ('আজ'ীমাঃ, তু. Snouck Hurgronje, Mekka, ii. 147, 154 and Becker, in Isl; ii. 1911, p. 26 প.)। কোন উৎসবাদি ছাড়াও মাওলিদ আবৃত্তি বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফিলিস্তীনে ধর্মীয় প্রতিজ্ঞা বা মানত পালনার্থ মাওলিদ পড়া হয় (T. Canaan, in Journ. of the Pal. Or. Soc., vi. 1926, p. 55 প; তু. ইব্‌নু'ল-'আরাবীর রচনা বলিয়া কথিত "মাওলিদ"-এর ভূমিকা [GAL^2, i. 582])। এই সকল মাওলিদের বিষয়বস্তুর ন্যায় উহাদের কাঠামোটিও পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ ও পর্যায়ক্রমে আসে কবি-তার পর গদ্য এবং গদ্যের পর ছন্দোবদ্ধ বাক্যাবলী; ফাঁকে ফাঁকে প্রায়শ নবী (স')-এর উপর দরূদ পাঠের আবেদন আসে, সর্বশেষে উহার সহিত "যি'ক্র" সংযুক্ত হয়।

মাওলিদ পাঠ হয্‌রত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা

প্রকাশের সর্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি হিসাবে ইসলামে প্রায় সর্বজন-স্বীকৃতি পাইয়াছে এবং মুসলিম জনগণের একটি ধর্মীয় প্রয়োজন মিটাইবার তাকীদে ইহার উদ্ভব হইয়াছে। শক্তিশালী সূ'ফী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ইহার প্রসার লাভ হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সত্যটি ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, প্রায় সর্বযুগে মুসলিম সমাজে মাওলিদের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতাও হইয়াছে। আর্‌বেলায় অনুষ্ঠিত মাওলিদের আদিকাল হইতেই এইরূপ বিরোধিতা চলিতেছে (আস্‌-সুয়ূত'ী, হ'সনু'ল-মাক্‌'সি'দ)। প্রতিপক্ষের মতে এই উৎসব একটি "বিদ্‌'আঃ" (بدعة) অর্থাৎ নব উদ্ভাবিত প্রথা এবং সুন্নাতের ঘোর বিপরীত। এই উৎসবের উৎসাহী সমর্থকগণও স্বীকার করেন যে, ইহা বিদ্‌'আঃ; কঠোর নিষ্ঠাবান সুন্নাত অনুসারিগণ সর্বশক্তি প্রয়োগে ইহার প্রতিরোধ করেন। কিন্তু প্রচলিত প্রথা অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসনকে ছাড়াইয়া যায়। জনগণের ধর্মীয় জীবনে একবার সুপ্রতিষ্ঠিত আসন লাভ করিবার এবং কিছুটা 'ইজমা''-এর রূপ পরিগ্রহ করিবার পর এই উৎসব কালক্রমে কিছু সংখ্যক 'আলিমের সমর্থন লাভ করে। উহার সমর্থনকারিগণ এই বিদ্‌'আত্‌কে নীতিগতভাবে "বিদ্‌'আঃ হ'াসানাঃ"-রূপে স্বীকৃতি দেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, মাওলিদ উৎসবটি সাধারণ্যে প্রচার লাভ করার ফলে এই উপলক্ষে কতগুলি সৎকাজ আনুষংগিকভাবে সম্পন্ন হয়। যথাঃ কু'রআন মাজীদের তিলাওয়াত, সুন্নার আলোচনা, নবীর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ, তাঁহার উদ্দেশ্যে স'ালাত ও সালাম, দান-খয়রাত ও দরিদ্রজনকে আহার্য দান। বিরুদ্ধবাদিগণের যুক্তি কতকটা এইরূপ: মাওলিদে বা (মীলাদে) সূ'ফীদের সামা', নৃত্য এবং ভাবোচ্ছ্বাসমূলক অনৈসলামিক ক্রিয়াকলাপের জন্য তাহা পরিত্যাজ্য। এক শ্রেণীর লোক মীলাদে আবৃত্তিকে ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং অবৈধভাবে অজ্ঞ জনগণের মধ্যে ইহার প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে; এই উদ্দেশ্যে তাহারা বহু সংখ্যক অপ্রামাণ্য হ'াদীছ' এবং অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করে যাহাতে রাসূল (স')-এর প্রকৃত সত্তা অলীক কাহিনীর আড়াল হইয়া পড়ে। প্রচার করা হয় যে, রাসূল (স') প্রতিটি মীলাদ মাহ্‌'ফিলে উপস্থিত হন এবং এইজন্য তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দাঁড়াইয়া সমস্বরে স'ালাত ও সালামমূলক কবিতা আবৃত্তি করিতে হইবে। সংক্ষেপে যাহাকে কি'য়াম (قيام) বলা হয়। এই অনুষ্ঠানটি খুবই বিতর্কমূলক। মীলাদ ইসলামের একটি অপরিহার্য অংশ—এইরূপ ধারণা সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া কোনক্রমেই সমীচীন নহে, ইত্যাকার যুক্তিতে বিরুদ্ধবাদীরা মীলাদের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। এই দ্বন্দ্বের সর্বোৎকৃষ্ট লিখিত দলীল আস্‌-সুয়ূত'ীর ফাত্‌ওয়া (হ'সনু'ল-মাক্‌'সি'দ)। তিনি উহাতে উৎসবের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দান করেন, উহার খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা করেন এবং উপসংহারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, উৎসবটি বিদ'আঃ হ'াসানাঃরূপে অনুমোদন লাভের উপযুক্ত, যদি উহার সকল প্রকার অপব্যবহার পরিহার করা হয়। ইব্‌ন হ'াজার আল-হায়্‌তামী তদীয় মাওলিদে এবং কু'ত্‌'বু'দ্‌-দীন (Chroniken der Stadt Mekka, ii. 439) একই মত পোষণ করেন, কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সুন্নাঃপন্থী মালিকী ইবনু'ল-হ'াজ্জ (মৃ. ৭৩৭/১৩২৬) তীব্রভাবে উহার নিন্দা করেন (কিতাবু'ল-মাদ্‌খাল, [১৩২০] ১খ, ১৫৩ প.)।

এই দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছিয়াছিল অষ্টম-নবম শতকে, কিন্তু পরবর্তীকালেও এই বিরোধিতা সম্পূর্ণ স্তিমিত হয় নাই; বরং ওয়াহ্‌হাবীগণের অভ্যুদয়ের সংগে সংগে এই দ্বন্দ্ব পুনরায় নবজীবন লাভ করে। মাওলিদ প্রথা ওয়াহ্‌হাবীদের মূলনীতির খিলাফ অর্থাৎ তাঁহাদের মতে খাঁটি সুন্নাঃ মুতাবিক ইসলামের পুনরুজ্জীবনের সহিত ইহার বিরোধ প্রকট। মাওলিদের প্রতি তাঁহাদের সামগ্রিক বিরোধিতাও এই কারণে। এই ব্যাপারে তাঁহারা তাঁহাদের আন্দোলনের অগ্রদূত চরমপন্থী হ'াম্বালী ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ (মৃ. ৭২৮/১৩২৮)-এর সুন্নাঃ বিরোধী বিদ্‌'আতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রতিবাদ কার্যে পরিণত করিয়াছেন মাত্র (ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ, মাওলিদ রজনীতে "খাত্‌মাঃ" অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফাত্‌াওয়া [কায়রো ১৩২৬], ১খ, ৩১২)। ওয়াহ্‌হাবী মতবাদ সাধারণভাবে গৃহীত না হইলেও তাঁহাদের মাওলিদ সংক্রান্ত মতবাদ অদ্যাবধি বিদ্যমান। স্বনামধন্য মুহ'াম্মাদ 'আব্‌দুহ (মৃ. ১৯০৫) প্রতিষ্ঠিত যে সংস্থাটিকে Goldziher "Kulturwahhabismus" নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন সেই সংস্থার লোকদের মধ্যে এইরূপ মতবাদ বিশেষভাবে প্রচলিত। তিনি "আল-মানার" সাময়িকীতে দরবেশ পূজার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া মাওলিদেরও নিন্দা করেন (Goldziher, Richtungen der Islam Koranauslegung, p. 369 প.)।

অন্যান্য মুসলিম ওয়ালীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁহাদের "ইস'াল ছ'াওয়াব" (ايصال ثواب) অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও মাওলিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। যদিও উহা কোন বিশেষ দিনক্ষণের উপর নির্ভর করে না, তথাপি কোন কোন দিনক্ষণ, বিশেষ করিয়া কাহারও জন্মদিন, বিশেষভাবে গুরুপূর্ণ বলিয়া মনে করা হয়। এই প্রকার উৎসবানুষ্ঠান প্রায়শ কোন কোন স্থানের সহিত—যেমন জন্মস্থান, প্রচারের স্থান এবং মাযারের স্থান ইত্যাদির সহিত সম্পর্কিত এবং এই সকল স্থানের পবিত্রতা বহু যুগ পূর্ব হইতে স্বীকৃত; যথাঃ (ত'ান্‌ত'ায় শায়খ হ'াসান আল-বাদাব'ীর মাওলিদ; Goldziher, Muh. Stud., ii. 338 প.)। অজ্ঞাতনামা দরবেশদের মাওলিদও উদ্‌যাপন করা হয়। দরবেশ আস্তানাগুলিতে নবী (স')-এর মাওলিদের পরেই সংঘ সংস্থাপকের মাওলিদ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। 'আলী পাশা মুবারাক বলেন (খিত'াত' জাদীদাঃ, ১খ, ৯০; ৩খ, ১২৯ প.) যে, বর্তমান যুগে কায়রোতে এবংবিধ বহু সংখ্যক উৎসব উদ্‌যাপিত হয় এবং ঐ সকল উৎসবের বিশেষ আঙ্গিক হইল উজ্জ্বল আলোকমালায় নগরকে সুসজ্জিত করা, জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা (মাহ্‌'ফিল; মাওলিদু'ন-নাবী উৎসবে মাওকিব; তু. P. Kahle. in Isl., vi,, 1916, p. 155) এবং বিপুল ভোজনোৎসব।

এই উপমহাদেশে মাওলিদ (مولد) শব্দের পরিবর্তে "মৌলূদ" বা "মৌলূদ শরীফ" আখ্যা প্রচলিত ছিল। কিন্তু (مولود) শব্দের অর্থ জাতক অর্থাৎ "শিশু"। সুতরাং শব্দটি অনুষ্ঠানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় অধুনা (ميلاد) শব্দটি শিক্ষিত সমাজে গৃহীত হইয়াছে। হযরত (স')-এর জন্ম ও মৃত্যু প্রচলিত ধারণা অনুসারে চান্দ্রমাসের একই তারিখে (১২ রাবী'উ'ল-আওওয়াল) হওয়ায় জন্ম ও মৃত্যু দিন এক সংগেই পালন করা হয়। এদেশে মীলাদ-মাহ্‌'ফিল "ফারাশ" বিছাইয়া করা হয় এবং ইহাতে সুগন্ধি লোবান জ্বালান ও গোলাব ছিটান হয়। মৌলূদ খান (যিনি মৌলূদ পাঠ করেন) আসিয়া মৌলূদের গ্রন্থ (যাহা সাধারণত উর্দূ ভাষায় লিখিত) হইতে রাসূল (স')-এর জন্ম বৃত্তান্তের আবৃত্তি করেন। এই বিবরণে নানা অপ্রামাণ্য রিওয়ায়াত এবং অসমর্থিত কাহিনীও থাকে। জন্মলগ্নের বর্ণনার সংগে সংগে বর্ণনাকারী এবং শ্রোতৃবর্গ দণ্ডায়মান (قيام) হইয়া স'ালাত

ও সালামসম্বলিত চারিটি বিভিন্ন কবিতা সমবেতভাবে সুর করিয়া পাঠ করেন। অতঃপর তাঁহারা বসিয়া পড়েন এবং মুনাজাতের পর মিষ্টান্ন (তাবারুরুক) বিতরণান্তে সভা ভঙ্গ হয়। বাংলাদেশ ও পাক-ভারত উপমহাদেশের আহ্ল-ই-হ়া'দীছ' (দ্র.) সম্প্রদায় এবং দেওবন্দ (দ্র.)-পন্থী হ়া'নাফীগণ মৌলূদ অনুষ্ঠানটিকে বিদ্'আত মনে করা ছাড়াও উহার কি'য়াম-কে অসিদ্ধ মনে করেন। কোন কোন মাহ্'ফিলে মৌলূদের পূর্বে বা পরে কু'রআন ও প্রামাণ্য হ়া'দীছে'র আলোকে রাসূল (স')-এর জীবন-চরিত আংশিক বর্ণনা করা হয় এবং কি'য়াম পরিত্যাগ করা হয়। তাই বলিয়া আনুষ্ঠানিক মীলাদ একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই।

দেওবন্দপন্থী ব্যতীত অপর হ়া'নাফীগণ মীলাদকে একটি অতি শুভ অনুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করিয়াছে। তাই ১২ রাবী'উ'ল-আওওয়াল ছাড়াও কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উদ্বোধনকালে, নূতন গৃহে প্রবেশ-কালে, সন্তান ভূমিষ্ট হইলে, কাহারও মৃত্যু হইলে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যু দিবসে তাঁহাদের আবাসে বা সমাধিক্ষেত্রে, বিবাহ অনুষ্ঠানে, শব-ই-বরাত প্রভৃতি উপলক্ষে মৌলূদের অনুষ্ঠান করা হয়।

সরকার রাসূল (স')-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবসকে জাতীয় উৎসব হিসাবে গ্রহণ করায় পরিবারে, মস্‌জিদে, বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 'ঈদ্-ই-মীলাদু'ন-নাবী উদ্‌যাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রতি বিদ্যা-লয়েই বার্ষিক মৌলূদ অনুষ্ঠিত হয়। ইহাকে ফাতিহ়া'ঃ দুওয়াযদাহম বলা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও (১) মুহ়া'ম্মাদ তাওফীক' আল-বাক্‌রী, বায়তু'স'-সি'দ্দীক', কায়রো ১৩২৩ হি., পৃ. ৩০৪ প.; (২) আস-সাখাব'ী, আত্-তিব্‌রু'ল-মাস্‌বূক', বূলাক' ১৮৯৬ খৃ., পৃ. ১৩ প.; (৩) Verzeichn. der arab. Hs. der Kgl. Bibl. zu. Berlin গ্রন্থে বহু মাওলিদ গ্রন্থের উল্লেখ আছে। বিশেষ মূল্যবান মৌলূদ গ্রন্থ হইতেছে Ceuta-র আবু'ল-'আব্বাস ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ্ আল-লাখ্‌মী-র (Brockelmann, GAL², i. 452); (৪) J. J. L. Barges, Complement de l'histoire des Beni Zeiyan, 1887, p. 47 প.; (৫) Description de l' Egypte, Paris 1826, xiv. 196 প.; (৬) A. Mez, Renaissance d. Islams 1922, p. 403; (৭) Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, 1925, p. 257; (৮) S. E. I.

মুহম্মদ আবদুর রহীম ও সম্পাদনা পরিষদ

মাক্‌রূহ (مكروه) দ্র. হ়'ক্‌ম; শারী'আঃ।

মাক্‌স (مكس) উপশুল্ক, মাশুল, বাণিজ্য শুল্ক। ইহা আরামীয় "মাক্‌সা" হইতে 'আরবী ভাষায় গৃহীত শব্দ। তু. হিব্রু 'মেকেস' এবং আসিরীয় 'মিক্‌সু'। م-ك-س ধাতু হইতে 'মাক্‌কাস' (অর্থাৎ শুল্ক আদায়কারী) শব্দের উৎপত্তি হয়। ইব্‌ন সীদার লেখায় সংরক্ষিত 'আরবী রীতি-পদ্ধতির বর্ণনা অনুসারে জাহি-লিয়্যাঃ যুগেও মাক্‌স নামীয় বাজার শুল্ক প্রচলিত ছিল। সুতরাং শব্দটি অবশ্যই সুদূর অতীতে 'আরবী ভাষায় অনুপ্রবেশ লাভ করে। হিজরী প্রথম শতকের শেষ দিকে এই শব্দ Papyrus (মিসরীয় প্রাচীন কাগজ বিশেষ)-এতে 'আরবী ভাষায় লিখিত বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়।

Becker মাক্‌সের ইতিহাস, বিশেষভাবে মিসরের মাক্‌স সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আলোচনা অনুসরণ করিব। প্রাচীন আইন গ্রন্থগুলিতে মাক্‌স 'উশ্‌র (عشر) অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ রাজস্ব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাণিজ্য-শুল্ক অপেক্ষা আন্তঃশুল্কের সহিত ইহার অধিকতর সাদৃশ্য রহিয়াছে। মাক্‌সের বিরুদ্ধে কিছু পরিমাণ বিরোধিতা দেখা যায়, তথাপি উহাকে আইনসংগতরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ট্যাক্সের প্রতি জনগণের অনীহা স্বাভাবিক এবং ট্যাক্স আদায়কারীদের মধ্যে অনেকে অন্যা-য়ের আশ্রয় গ্রহণ করে। Old Testament-এর বর্ণনা মতে য়াহূ-দীরা Tax-Gatherer-গণকে ঘৃণা করিত। Gospels-এ দেখা যায়, যীশু তাহাদিগের সহিত আহার করিয়াছিলেন বলিয়া য়াহূদীরা তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল। মুহ়া'ম্মাদ (স')-ও যাকাত, স'াদাক'াঃ এবং কর আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারিগণকে অন্যায় উপদ্রব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সাবধান করিতেন; তাঁহার একটি কথা ঃ ان صاحب المكس فى النار। অর্থাৎ কর আদায়কারী আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে—এইরূপ একটি সাবধান বাণী। সুতরাং 'মাক্‌স' শব্দটি কিছুটা ঘৃণাব্যঞ্জক।

উমায়্যা যুগের প্রারম্ভে অথবা তাহার অল্পকাল পূর্বে বাণিজ্য-শুল্ক প্রবর্তিত হয়। মিসর, সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শুল্ক এলাকারূপে পরিগণিত ছিল। বিজিত দেশসমূহের অমুসলিম অধিবাসিগণ, যাহারা তাহাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার এবং ভূ-সম্পত্তির মালিকানায় স্থিত থাকিত, তাহাদিগকে খারাজ (خراج) অর্থাৎ উৎপাদিতের বিশেষ অংশ আদায় করিতে হইত; মুসলিম-গণকে 'উশ্‌র (عشر = এক-দশমাংশ) দিতে হইত। হযরত 'উমার (রা) এই শুল্ক নির্ধারণ করিয়াছিলেন ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বিবেচনায়। শুল্ক বিধান স্বভাবতই জটিল। পরবর্তী আমলে ইহার রদ-বদল হইয়াছিল, এক-দশমাংশ হইতে এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত ধার্য হইত (দ্র. 'খারাজ' এবং 'উশ্‌র)। মিসরীয় শুল্ক আদায় করা হইত সীমান্তের আল-'আরীশে এবং উপকূল এলাকায় (سواحل) 'আয়যা'াব আল-কু'স'ায়্‌র, আত'-তূ'র, আস-সুওয়ায়স্ নামক বন্দরগুলিতে তাহা আদায় হইত। অল-ফুসত'াতে'ও 'মাক্‌স' নামক স্থানে নগর-শুল্ক দিতে হইত। এই স্থানটির প্রাচীন নাম 'উম্‌ম দুনায়ন' ছিল মনে করা হয়। অতঃপর উহা মাক্‌স অর্থাৎ 'কয়ারোর শুল্ক-গৃহ' অর্থে রূপান্তরিত হয়। সকল প্রকার ফসল বিক্রয়ের পূর্বে এই স্থান অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দিকে যাইত এবং প্রতি 'আরদাবা'র জন্য দুই দিরহাম এবং সামান্য পরিমাণ আনুষঙ্গিক (আওয়াহি'ক') কর প্রদান করিতে হইত। প্রাথমিক যুগে মাক্‌সের আদায় উসূল ব্যবস্থা সম্পর্কে এতদতিরিক্ত কিছু জানা যায় না। তবে হিজরী প্রথম শতকের শেষ দিকের প্যাপিরাস জাতীয় কাগজে লিখিত বর্ণনায় এবং সাহিত্যে মিসরের একজন শুল্ক আদায়কারীর (স'াহি'বু মাক্‌সি মিস্'র) উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ফাতি'মী শাসনকালে 'মাকস'-এর অর্থ সম্প্রসারিত হয়। তখন বিধিবদ্ধ করের সহিত অন্যায়ভাবে গৃহীত যত অপ্রীতিকর আদায় উসূ'ল তাহাও 'মুকূস' নামে অভিহিত হইত। মুসলিম রাজ্যগুলিতে প্রথম দিকেও কতক সাময়িক কর ধার্যের রীতি ছিল। এই শুল্ক ব্যবস্থাকে সর্বপ্রথম যিনি সুনিয়ন্ত্রিত করেন তিনি ছিলেন আহ়'মাদ ইব্‌ন তূ'লূন-এর ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী জনগণের মনে ভীতি উদ্রেককারী অর্থ-সচিব আহ়'মাদ ইব্‌নু'ল-মুদাব্বির। এই শেষোক্ত ব্যক্তি ভূমি-রাজস্ব বর্ধিত করিয়া এবং মৎস্য চাষ, সোডা ও ঘুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত যেতরূপ গুল্ম—এই তিনটি পণ্যের উপর এক-চেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই (এই প্রসঙ্গে

উল্লেখযোগ্য যে, তিনি রোমকদের প্রাচীন কর-নীতি পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছিলেন) ; বরং তিনি আরও বহু খুচরা কর ধার্য করিয়াছিলেন। সেই করগুলিকে মা'আবি'ন (معاون) এবং মারাফিক' (مرافق) নামে অভিহিত করা হইত এবং হিলালী (هلالى) করসমূহের সহিত চান্দ্র বৎসর হিসাবে আদায় করা হইত। কর আদায়ের এই সব কলাকৌশল (যাহা ফাতি'মী আমলে مكوس এবং পরবর্তীকালে مظالم, حمايات, رمايات, مستأجرات ইত্যাদি নামে অভিহিত হইত) কালক্রমে জনসাধারণকে শোষণের প্রধান হাতিয়াররূপে পরিগণিত হয় এবং পরিণামে উহা মিসরের অর্থনৈতিক পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়াছিল। অবশেষে মাম্‌লুক সুল্‌ত'ানগণের আমলে কর আদায় এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল যে, এমন কোন উৎপন্ন দ্রব্য অবশিষ্ট ছিল না, যাহার কর ধার্য করা না হইত ; এমন কি সেনাবাহিনী গঠন ও তাহার ব্যয় নির্বাহের জন্য সামন্ত অধিপতিগণকে 'মুকূস' এলাকা জায়গীররূপে প্রদান করা হইত। এবংবিধ অবস্থায় দুর্ভোগ সর্বব্যাপী রূপ (وعمت البلوى) পরিগ্রহ করিল। এই বিপুল সংখ্যক খুচরা করগুলি সংস্কারধর্মী কর্তাগণ কর্তৃক বারংবার রহিত হইয়াছিল। এইরূপ কর মওকূফ করাকে বলা হইত رد المكوس কিংবা مسامحة المكوس এবং এই অর্থে اسقاط, 'وضع', 'رفع', 'ابطال' শব্দাবলীও ব্যবহৃত হইত। এমন কি শাসনকর্তার নামের সহিত যে সকল সম্মানসূচক পদবী যোগ করা হইত তাহাতে স্থান পাইত—যেমন مبطل المكوس—এই জাতীয় আখ্যা। আহ'মাদ ইব্‌ন তূ'লূন এইরূপ কতকগুলি কর রহিত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। পরবর্তীকালীন আরও কয়েকজন শাসনকর্তা সম্বন্ধে কর মওকুফের কথা উল্লিখিত হইয়াছে—যথা : স'লাহ'দ-দীন, বায়বার্‌স, ক'লাউন এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় খালীল এবং নাসি'র মুহ'াম্মাদ, আশ্‌রাফ শা'বান, বার্‌কূ'ক' এবং জাক্‌'মাক্‌'। মাক্‌'রীযী স'লাহ'দ-দীন কর্তৃক রহিত কতকগুলি করের দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করিয়াছেন এবং ক'াল্‌ক'াশান্দী মাম্‌লুক সুল্‌ত'ানগণের মওকূ'ফ আদেশের (মুসামাহ'াত) প্রতিলিপি বা নকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইরূপ আদেশনামা প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিকট প্রেরিত হইত এবং মিম্বার হইতে ঘোষণা করা হইত। আদেশনামা কখনও খুব বিস্তারিত বর্ণনাসম্বলিত হইত। অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ঘোষণাগুলি সম্ভবত প্রস্তরে খোদাই করা হইত। van Berchem যে সমস্ত খণ্ড দলীল প্রকাশ করিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত ঘোষণাগুলি তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কর রহিতকরণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা ভুল হইবে যে, সরকার প্রকৃতপক্ষে খুব ভাল ছিল ; বরং পক্ষান্তরে এই সকল ট্যাক্সের ক্রমাগত পৌনঃপুনিক প্রবর্তনের দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, সরকার পরিবর্তনের অন্তর্বর্তীকালে এই ট্যাক্সগুলি পুনর্বহাল হইত। মাক্‌'রীযী, ১খ, ১১১ পৃ. কি'ব্‌ত'ীগণের সম্পর্কে তাহার বিখ্যাত পরিহাস বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন, "এখনও সেই মুকূস উযীরের নিয়ন্ত্রণাধীনে অব্যাহত রহিয়াছে, উহা রাষ্ট্রের কোনই উপকারে আসে না, বরং উহা কি'ব্‌ত'ীগণই ভোগ করিয়া থাকে এবং তাহাদের সুযোগ-সুবিধার জন্য তাহারা যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিয়া থাকে।"

এই বহুবিধ করের সবগুলি একই সময়ে এবং একই স্থানে ধার্য করা হইত না। ইহাদের কতকগুলি নিম্নরূপ ছিল : গৃহ, গোসলখানা রুটি নির্মাণের চুল্লী, প্রাচীর এবং বাগিচার উপর হিলালী কর, কায়রো বন্দর কর, গিযেহ্‌-তে পোতাশ্রয় কর, কায়রোর শস্যোপকূলে (ساحل الغلة) এবং অস্ত্র নির্মাণ কারখানায় (صناعة) ধার্য কর, প্রত্যেক যাত্রীর উপর পৃথকভাবে ধার্য কর, পণ্য এবং পণ্যবাহী কাফিলার (بضائع و قوافل) উপর ধার্য বাজার শুল্ক, বিক্রেয় অশ্ব, উষ্ট্র, খচ্চর, গৃহপালিত পশু, ভেড়া, মেষ, হাঁস, মুরগী, দাসদাসী, গোশ্‌ত, মৎস্য, লবণ, চিনি, মরিচ, তেল, সির্‌কা, শালগম, পশম, রেশম, শন, হাল্‌কা ঘাস, খড়, তুলা, কাঁচ, মাটির পাত্র, কয়লা, মেহেদী, মদ, তেলকল, পাকা চামড়া, খেজুর এবং কাপড় বিক্রয়ের উপর ধার্য দালালী (সাম্‌সারাঃ), বাজারের উপর, পানশালা এবং বেশ্যালয়ের উপর ধার্য কর যাহার মুখরোচক নাম দেওয়া হইত "রুসূমু'ল-বি'লায়াঃ" (رسوم الولاية) অর্থাৎ দেশ-প্রথা ইত্যাদি। জেলরক্ষীগণ কয়েদীদিগের সর্বস্ব আত্মসাৎ করিত ; প্রকৃতপক্ষে নিলামে সর্বোচ্চ ডাকে এই স্বত্ব বিক্রিত হইত ; প্রধান কর্মচারিগণ সৈন্যদের জায়গীর এবং ভাতা আত্মসাৎ করিত ; কৃষকগণ তাহাদের মনিবদের কৃষিক্ষেত্রে বেগার খাটিতে বাধ্য হইত এবং তাহাদিগকে ভেট (هدايا, براطيل) দিত, অনেক উচ্চ পদস্থ কর্মচারী (ولاة, مباشرون, محتسب, شاد) উহা গ্রহণ করিতেন ; যুদ্ধ আরম্ভে ব্যবসায়িগণকে বিশেষ সাময়িক কর দিতে হইত এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য হইত ; যুদ্ধ জয়ের সংবাদ আসিলে এবং নীল নদীতে বান আসিলে কর ধার্য করা হইত ; যি'ম্মীদিগকে মাথা গুনতি ট্যাক্সের অতিরিক্ত সৈন্যবাহিনী রক্ষণের ব্যয় নির্বাহে অংশ গ্রহণ করিতে হইত ; নদীতীরের বাঁধ রক্ষা এবং নদীতে পানি প্রবাহের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ যন্ত্র রক্ষার জন্য বিশেষ কর আদায় করা হইত ইত্যাদি।

মিসরের বাহিরে যেমন জিদ্দায় এবং উত্তর আফ্রিকায় মাশুল এবং বাজার শুল্ককে "মাক্‌স" নামে মাঝে মাঝে উল্লেখ করা হয় (দ্র. Dozy, Suppl , ii, 606)। ইবনু'ল-হ'াজ্জ (৩খ, ৬৭) এক জায়গায় مسامحة المظالم অর্থাৎ যবরদস্তিমূলক কর মওকু'ফের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু এই অর্থে مكوس শব্দের ব্যবহার করেন নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন মাম্‌মাতী, ক'াওয়ানীনু'দ-দাওয়াব'ীন (قوانين الدواوين), পৃ. ১০—২৬ ; (২) মাক্‌'রীযী, ১খ, ৮৮ প., ১০৪-১১১ ; ২খ, ২৬৭ ; (৩) ক'াল্‌ক'াশান্দী, ৩খ, ৪৬৮ (Wustenfeld, p. 169 প.) , xiii. 20 প., 117 ; (৪) Becker, Papyri Schott-Reinhardt, p. 51 প. ; (৫) ঐ লেখক, Beitrage zur Geschichte Agyptens, p. 140—148 ; (৬) ঐ লেখক, Islamstudien, i. 177. 267, 273 প. ; (৭) van Berchem, Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, i. 59, 560 ; ii. 297, 332 প., 374, 377, 384 ; (৮) Mez, Renaissance, p. 111 প., 117 ; (৯) Heffening, Fremdenrecht, p. 53 প., 117 ; (১০) Bowen, 'Ali b. Isa, p. 124 ; (১১) Wensinck, Handbook, p. 228 ; (১২) Fagnan, Additions, p. 165 ; (১৪) য়াকূ'ত, মু'জাম, ৪খ, ৬০৬ মাক্‌স সম্বন্ধে, ইব্‌ন ফাদ'লিল্লাহ্‌ আল-'উমারী, মাসালিকু'ল-আব্‌স'ার, i. Transl. Gaudefroy Demombynes (Paris 1927) p. 170.

মাক্‌'সূ'রা : দ্র. মস্‌জিদ।

আল্‌-মাছ'ানী (المثانى) শব্দটি কু'রআন কারীমে দুইবার

উল্লিখিত হইয়াছে। ১। ১৫ : ৮৭ তে বলা হইয়াছে—"আমরা তোমাকে মাছ'ানী হইতে সাতটি এবং মহান কু'রআান দান করিয়াছি", ২। ৩৯ : ২৩-তে বলা হইয়াছে—"আল্লাহ্ অবতীর্ণ করিয়াছেন সর্বোৎকৃষ্ট বাণী, সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থ, মাছ'ানী, উহা দ্বারা যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে তাহাদের শরীর কম্পিত হয়। তারপর তাহাদের শরীর ও মন স্থিরভাবে আল্লাহ্‌র স্মরণে ও গুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়।"

ত'াবারী (তাফ্‌সীর, ১৪ : ৩২ প., তু. ২৩ : ১২৪ প.) গ্রন্থে নিম্নের মতগুলি পাওয়া যায় :

(ক) মূসা ('আ)-কে সাতটি মাছ'ানীর মধ্যে ছয়টি প্রদান করা হইয়াছিল। অনন্তর তিনি যখন ফলকগুলি ভাঙিয়া ফেলেন তখন দুইটি মাছ'ানী বিলুপ্ত হইয়া যায়। কু'রআানে সাত মাছ'ানীর তাৎপর্য হইতেছে কু'রআানের সাতটি দীর্ঘ সূরাঃ অর্থাৎ ২য় হইতে ৭ম সূরাঃ পর্যন্ত ছয়টি সূরাঃ ও ৮ম ও ৯ম যুক্তভাবে এক সূরাঃ অথবা দশম সূরাটি। (খ) সাত মাছ'ানীর তাৎপর্য সূরাঃ ফাতিহ'াঃ। এই সূরাতে ছয়টি আয়াত আছে; প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্‌সহ এই ছয় আয়াত একত্রে সাত হয় (এই মত অনুসারে "আন'আমতা 'আলায়হিম" পর্যন্ত অংশকে আয়াত গণ্য করা হয় না। পক্ষান্তরে একদল 'উলামা' 'বিস্‌মিল্লাহ্‌কে' সূরাঃ ফাতিহ'ার বহির্ভূত গণ্য করিয়া সূরাঃ ফাতিহ'াকে সাত আয়াতবিশিষ্ট দেখাইয়া থাকেন (সেক্ষেত্রে "আন্'আম্‌তা 'আলায়হিম" পর্যন্ত অংশকে এক আয়াত গণ্য করা হয়)। (গ) মাছ'ানীর এক অর্থ হইতেছে "যাহার পুনরাবৃত্তি করা হয়।" সূরাঃ ফাতিহ'াকে মাছ'ানী বলার কারণ এই যে, স'ালাতের প্রত্যেক রাক'আতে এই সূরাঃ আবৃত্তি করিতে হয়; (ঘ) মাছ'ানী সাধারণভাবে সমগ্র কু'রআানকে বুঝায়।

তাফ্‌সীরকারগণ মাছ'ানীর শব্দের ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে দিয়াছেন। সূরাঃ ৩৯ : ২৩ আয়াতের তাফ্‌সীরে বায়দ'াব'ী উহার এক বচন 'মুছ'ান্নান্', 'মুছ্'নান' বা 'মুছ'নিন্' বলিয়া উল্লেখ করেন, আয-যামাখ্‌শারী উহার একবচন মাছ্'না বলেন। মাছ্'না রূপটি কু'রআানে (সূরাঃ ৪ : ৩; ৩৪ : ৪৬; ৩৫ : ১) এবং হ'াদীছে' (বুখারী, স'ালাত, বাব ৮৪, বি'ত্‌র, বাব ১, তাহাজ্জুদ, বাব ১০; মুসলিম, মুসাফিরীন্, হ'াদীছ' ১৪৫-১৪৮; তিরমিয'ী, স'ালাত, বাব ২০৬ ইত্যাদি) পাওয়া যায়, উহার অর্থ "জোড়ায় জোড়ায়" সম্বেটিত হওয়া। মাছ'ানী শব্দের এরূপ অর্থ এখানে মোটেই উপযোগী নয়।

Geiger (Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen ?, p 57 প.) হিব্রূ মিশ্‌না (আরামীয় মাছ'নীছ'া) শব্দের সহিত উহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুসারে মাছ'ানী শব্দ দ্বারা সমস্ত কু'রআান বুঝায়। তাঁহার অনুমান অনুমোদন করেন Noldeke-Schwally (Geschichte des Qorans, i. p. 114 প.)। লক্ষণীয় এই যে, মিশনাার অর্থ 'একটি আইন' অথবা সমগ্র আইনসমষ্টি। এই সূত্রে মাছ'ানীর দুইটি অর্থ পাওয়া যায় অর্থাৎ পৃথক পৃথক আয়াত এবং সমগ্র কু'রআান। এবংবিধ দুই প্রকার অর্থ 'কু'রআান' বলিতে এক একটি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ এবং সামগ্রিকরূপে সমস্ত প্রত্যাদেশ—উভয়ই বুঝায়।

Sprenger (Das Leben und die Lehre des Mohammad, Berlin 1861, i. 463 প.) হিব্রূ শানাা (পুনরাবৃত্তি করা) অর্থে শব্দটি গ্রহণ করেন। সূরাঃ ৩৯ : ২৩ আয়াত হইতে তিনি অনুমান করেন যে, মাছ'ানী বলিতে শাস্তির আখ্যানসমূহের একটি অংশ বুঝান হয়। D. H. Muller এ অভিমত গ্রহণ করেন (Die Propheten in ihrer ursprunglichen Form, i. 43, 46, note 2; H. Grimme, Mohammed, ii. 77; N. Rhodokanakis, in WZKM, xxv. 66 প.; J. Horovitz, Kor. unters., p. 26 প.)।

অতীতে কু'রআান ব্যতীত শব্দটি প্রয়োগের প্রমাণ আবু'ল-আস্‌ওয়াদ আদ-দুআালীর একটি কবিতায় পাওয়া যায় (মূল বচন এবং তরজমা Noldeke, in ZDMG, xviii, 236 প.; Bevan, in JRAS, 1921. p. 584; Horovitz, পূ. দ্র.)। সেখানে মাছ'ানী শব্দটি "মিউনা" শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রথম শব্দটির তাৎপর্য বলা হইয়াছে সাত আয়াতবিশিষ্ট সূরাঃ- এবং দ্বিতীয় শব্দটির তাৎপর্য বলা হইয়াছে শত আয়াতের সূরাঃ সমূহ। কোন্ কোন্ সূরাঃ এই বিভাগগুলির অন্তর্ভুক্ত তাহা নির্দিষ্টরূপে জানা যায় না। উপসংহারে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, Goldziher (ZDMG. lxi, 866 প.) মাছ্'নাত শব্দটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শব্দটি কোন হ'াদীছে' বা ধর্মীয় সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা সাধারণ সাহিত্যে পাওয়া যায়। তাঁহার মতে মাছ্'নাত শব্দটি হিব্রূ মিশ্‌নাা শব্দটির অনুসরণে গঠিত।

১। ৩৯ : ২৩ আয়াতে বলা হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রতি যাহা নাযিল করেন তাহাকে আল্লাহ্ একাধারে 'সর্বোৎকৃষ্ট' বচন, 'পরস্পর সুসমঞ্জস কিতাব' ও 'মাছ'ানী' —এই তিন নামে অভিহিত করেন অর্থাৎ 'মাছ'ানী' বলিতে কু'রআান বুঝায়। তারপর কু'রআান বলিতে যেহেতু সম্পূর্ণ কু'রআানও বুঝায় এবং কু'রআানের অংশ বিশেষও বুঝায়, কাজেই মাছ'ানী বলিয়া সম্পূর্ণ কু'রআানও বুঝাইতে পারে এবং কু'রআানের অংশ বিশেষও বুঝাইতে পারে। কী অর্থে সম্পূর্ণ কু'রআানকে মাছ'ানী বলা যাইতে পারে তাহার বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইমাম রাযীর তাফ্‌সীর কাবীর, ৫ম খণ্ড, ৪১৫ পৃ. (১৫ : ৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যা) দ্র.।

২। ১৫ : ৮৭ আয়াত 'মিন' এবং 'ওয়াাও' অব্যয় দুইটির বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার সিদ্ধ হওয়ার দরুন আয়াতটির অনুবাদ একাধিকভাবে করা যায়। 'মিন' অব্যয়টিকে 'অংশ' এবং 'ব্যাখ্যা' উভয় অর্থে গ্রহণ করা যায়। কাজেই সাব্'আম্-মিনা'ল-মাছ'ানী-র অর্থ হয় 'মাছ'ানী হইতে সপ্তক' অথবা 'মাছ'ানী-সপ্তক'। প্রথম অর্থের তাৎপর্য দাঁড়ায় 'কু'রআানের সাতটি সূরাঃ বা সাতটি আয়াত' এবং দ্বিতীয় অর্থের তাৎপর্য দাঁড়ায় সাতটি মাছ'ানী। দ্বিতীয় অর্থে মাছ'ানীর তাৎপর্য কু'রআান হয় না—সাতটি আয়াতই হয়। তারপর 'ওয়াাও' অব্যয়টির কথা—ইহা সচরাচর আংশিকভাবে অভিন্ন ও আংশিকভাবে ভিন্ন দুইটি বস্তু বা বিষয়কে সংযুক্ত করিলেও কখনও কখনও একই বস্তুর বিভিন্ন গুণ প্রকাশের জন্যও 'ওয়াাও' ব্যবহৃত হয়। কাজেই 'মাছ'ানী হইতে সপ্তক' বা 'মাছ'ানী সপ্তক' হইতে মহান 'কু'রআানকে ভিন্নও করা যাইতে পারে এবং অভিন্নও ধরা যাইতে পারে। এই সকল সমস্যার সমাধান রাসূল কারীম (স')-এর একটি হ'াদীছে' পাওয়া যায়। হ'াদীছ'টি এই—রাসূল কারীম (স') বলেন, "সূরাঃ ফাতিহ'াঃ হইতেছে মাছ'ানী সপ্তক এবং উহাই হইতেছে মহান কু'রআান (বুখারী, ভারতীয় ছাপা, ৬৮২-৩ পৃ. ও অন্যান্য হ'াদীছ' গ্রন্থ)। সূরাঃ ফাতিহ'াকে 'মহান কু'রআান' বলার তাৎপর্য—ইহা কু'রআানের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরাঃ।

উল্লিখিত হা'দীছে'র কারণে অধিকাংশ তাফ্সীরকার 'উমার (রা), 'আলী (রা), ইব্নে মাস'উদ (রা), আবূ হুরায়রাঃ (রা) প্রমুখ সা'হা'বী, মুজাহিদ (রা), সা'ঈদ ইব্ন জুবায়র প্রমুখ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর শিষ্যগণ এবং হা'সান বাস'রী, কা'তাদাঃ, দা'হ্'হা'াক (র) প্রমুখ তাবি'ঈ তাফ্সীরকার সাব্'আঃ মাছা'নীর অর্থ সূরা ফাতিহা'ঃ করেন (বিস্তারিত আলোচনার জন্য তাফ্সীর কাবীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৩—৬ দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়া (১) Th. Noldeke, Neue Beitrage z. sem. Sprachwissenschaft, p. 26; (২) ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী, মাফাতীহ'ু'ল-গা'য়ব, ৪খ, ১১০-১১২; (৩) আস-সুয়ূত'ী, ইতক'ান, পৃ. ১২৪; (৪) লিসানু'ল-'আরাব, ১৮খ, ১২৭ প.; (৫) Lane, Lexicon, দ্র. mathnan.

Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

মাজ্লিস-মু'য়িদি'ল-ইসলাম (مجلس مؤيد الاسلام) অবিভক্ত ভারতে ফিরিঙ্গী মহলের 'আলিমগণের একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় সংস্থা। ১৯১০ খৃ. ফিরিঙ্গী মহলের 'আলিমগণ লক্ষ্ণৌতে মাজ্লিস-ই-ইস'লাহ' নামে একটি স্বল্পকাল স্থায়ী ক্ষুদ্র সংস্কার সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে, সেই বৎসরেই তাঁহারা লক্ষ্ণৌতে ব্যাপক কর্মসূচী লইয়া অপর একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় সংস্থা গঠন করেন এবং ইহার নামকরণ করেন, মাজ্লিস মু'য়িদু'ল-ইসলাম (Francis Robinson, Separatism Among Indian Muslims, Cambridge, England 1974, p. 276)। এই সংগঠনটি প্রায় এক যুগ স্থায়ী ছিল।

তদানীন্তন ভারতে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষা ও রাজনীতি ভারতের প্রধান প্রধান 'উলামা' সম্প্রদায়গুলির নজরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি হুমকিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিখিল ভারত শী'আঃ কন্ফারেন্স (স্থা. ১৯০৭ খৃ.) এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম সমিতি, যথা মাজ্লিস-ই-ইস'লাহ', মাজ্লিস'ল-আনসা'র (স্থা. ১৯১০ খৃ.), গঠিত হয়। একই কারণে লক্ষ্ণৌতে মাজ্লিস মু'য়িদি'ল-ইসলাম সংগঠনটিও প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মাজ্লিসের সংবিধান ছিল নিম্নরূপঃ (১) বৃটিশ সরকারের আইনের আওতার ভিতরে থাকিয়া ভারতের মুসলিম সমাজের সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করা, (২) শারী'আত-এর বিধি-নিষেধের আলোকে সকল পার্থিব বিষয়ে উন্নতি সাধনের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদিগকে সাহায্য করা ও (৩) ভারতের মুসলিম সমাজে শারী'আত-এর বিধি-নিষেধ প্রচার করা এবং ইহার প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করা। মাজ্লিসের সদস্য পদের বার্ষিক চাঁদা হইবে মাত্র তিন টাকা। সদস্য হইবার অধিকার ফিরিঙ্গী মহল ও ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। কেবলমাত্র সদস্যগণই নূতন সদস্য পদের প্রস্তাব করিতে পারিবেন। সদস্যগণ এমন কোন কাজ করিবেন না, যাহা ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে বিতর্কের কারণ হইতে পারে বা যাহার ফলে সংস্থার মধ্যে ঝগড়াবিবাদ সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহারা রাজনীতি হইতেও বিরত থাকিবেন। শারী'আত-এর আলোকে মুসলমানদের ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের সংস্কার সাধন ও শারী'আত-বিরোধী আচার-অনুষ্ঠানের সংশোধন করার চেষ্টা করা প্রত্যেক সদস্য তাঁহার অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন। ভারতের বিভিন্ন শহরে মাজ্লিসের শাখা স্থাপন করা যাইবে। সদস্যগণ প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হইবেন। ইহা লক্ষ্ণৌ ছাড়া ভারতের অন্য স্থানেও অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। এই সভা সাধারণ সভার বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারিবে, যাহা সদস্য বহির্ভূত মুসলিম ও অমুসলিম—সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ পীর মাওলানা 'আবদু'ল-বারী ও সালামাতুল্লাহ যথাক্রমে মাজ্লিসের সভাপতি ও সচিব থাকিলেন (ঐ, পৃ, ২৭৬—৭৭; Gail Minault, The Khilafat Movement, Delhi. 1982, p. 34)।

ভারতের বিভিন্ন শহরে মাজ্লিসের অফিস স্থাপন করার ব্যবস্থা সংবিধানে থাকিলেও কার্যত লক্ষ্ণৌ ছাড়া অন্য কোন শহরে ইহার কোন অফিস খোলা হয় নাই (ঐ, পৃ. ৩৪)। অবশ্য লাহোর, বিহার ও অন্যান্য স্থানের 'আলিমগণের সহিত মাজ্লিসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কিন্তু যুক্ত প্রদেশের অন্যতম প্রধান 'উলামা' সম্প্রদায় (দেওবান্দী 'উলামা') সর্বদা ফিরিঙ্গী মহলের বিরুদ্ধবাদী ছিল বলিয়া মাজ্লিসেরও বিপক্ষে ছিল (Robinson, Separatism, p. 285)। লক্ষ্ণৌ হইতেই মাজ্লিসের সমস্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালান হইত।

তৎকালীন ভারতের মুসলমানদের সাহায্যের জন্য মাজ্লিসের প্রতিষ্ঠা হইলেও ভারতের বাহিরের মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণেও ইহার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ভারতের নব্য মুসলিম রাজনীতিবিদগণ মাজ্লিসের সহিত একযোগে কাজ করেন। ১৯১২ খৃ. হইতে ইঁহারা বৃটিশ সরকারকে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় বাধ্য করার উপায় খুঁজিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহারা মাজ্লিসকে সেই উপায় হিসাবে গ্রহণ করিলেন। 'আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মাওলানা মুহা'ম্মাদ 'আলী ও মাওলানা শাওকাত 'আলী) কর্তৃক 'লাল হেলাল' (Red Crescent) তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজে মাজ্লিসের সভাপতি ও সদস্যগণ উদ্যমের সহিত অংশ গ্রহণ করেন (Minault, Khilafat, p. 34; Robinson, Separatism, p. 281)। ইহা ছাড়া মাজ্লিস বৃটিশ সরকারকে সতর্ক করিয়া দিল যেন তুরস্কের উপর চাপ দেওয়া হইতে উক্ত সরকার বিরত থাকে। মুসলমানদিগকে সাহায্য করার জন্য আঞ্জুমান-ই-খুদ্দাম-ই-কা'বাঃ নামক সংস্থার কাজেও মাজ্লিস অংশ গ্রহণ করে। মাজ্লিসের সভাপতি এই আঞ্জুমানের 'খাদিমু'ল-খুদ্দাম' নিযুক্ত হন। নব্য মুসলিম রাজনীতিবিদগণও আঞ্জুমানের কাজে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং ইহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে আঞ্জুমান ও মাজ্লিসের কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া নব্য মুসলিম রাজনীতিবিদগণ এবং ফিরিঙ্গী মহলের 'উলামা' ও তাঁহাদের সহচরগণ একযোগে মুসলিম স্বার্থের জন্য কাজ করিয়া যান (Robinson, Separatism, p. 281 f.)।

১৯১৭ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিহারের শাহাবাদ জিলায় যে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় অসংখ্য মুসলমান শহীদ হইয়াছিল, ইহার প্রতিবাদে মাজ্লিসের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাজ্লিসের সভাপতি দাঙ্গার সংবাদে অতিশয় মর্মাহত হন। লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিলে বহু মুসলমান জিহাদের জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি এই চরম পন্থা ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। অতঃপর

৩০ অক্টোবর তিনি লক্ষ্ণৌতে মাজ্‌লিসের সভা আহ্বান করেন ও বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট 'আলিমদিগকে সভায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। সভায় ভারত সচিব মন্টেগুর নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নেতৃস্থানীয় নব্য মুসলিম রাজনীতি-বিদগণ, শী'আঃ মুজতাহিদগণ ও দেওবান্দের 'উলামা' ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশের 'উলামা' এই সভায় যোগদান করেন। ভারত সচিবের সমীপে পেশ করার জন্য অভিযোগসম্বলিত আবেদনপত্রের একটি খসড়া মাজ্‌লিসের সদস্যগণ প্রণয়ন করেন; খসড়াটি ছিল সম্পূর্ণ আপোষহীন ও হিন্দুদের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন (Indian Daily Telegraph, Lucknow, November 6, 1917)। খসড়াটি নব্য মুসলিম রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, 'আলীগড় ও বিহার হইতে আগত নব্য মুসলিম রাজনৈতিক নেতাগণ আবেদনপত্রের খসড়া হইতে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক ও আপোষহীন অংশগুলি বাদ দেওয়ার জন্য ভীষণ চাপ প্রয়োগ করিলে মাজ্‌লিসের সদস্যগণ ইহাতে সম্মত হন; ফলে খসড়া আবেদনপত্রের রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল ও ইহা হিন্দুদের উপর আক্রমণাত্মক না হইয়া বৃটিশ সরকারের প্রশাসনিক কার্যকলাপ শারী'আত-বিরোধী—এই মনোভাব প্রকাশের রূপ লাভ করিল। ফলে মাজ্‌লিসের চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলমানদের উপর হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভব হইল না (Robinson, Separatism, pp. 284 ff.)।

মাজ্‌লিসের সভাপতি সংকটময় মুহূর্তে বলিতেন, "প্রথমে আমরা মুসলমান ও পরে ভারতীয়।" এই উক্তি হইতে মাজ্‌লিসের অদম্য ইসলামী মনোভাব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এইরূপ মনোভাব লইয়াই সদস্যগণ মাজ্‌লিসের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলেন। পরবর্তীকালে খিলাফাত আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিলে মাজ্‌লিস ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম সমিতি খিলাফাত আন্দোলনের সহিত একীভূত হইয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) Francis Robinson, Separatism Among Indian Muslims, Cambridge, England 1974; (২) Gail Minault, The Khilafat Movement, Delhi 1982; (৩) Indian Daily Telegraph, Lucknow, November 6, 1917; (৪) ডঃ আবদুল বারী, A History of Freedom Movement, Karachi 1959; (৫) সায়্যিদ শারীফু'দ্দীন পীর যাদাহ, Foundations of Pakistan, All-India Muslim League Documents, vol. I, Dhaka, n. d.

ডঃ মুহাম্মদ আবুল কাসেম

আল-মাতুরীদী (الماتريدى) আবূ মানসূ'র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইবন মাহ্‌'মূদ (আল-হ'ানাফী আল-মুতাকাল্লিম) আল-মাতুরীদী আস-সামারক'ান্দী, ধর্মতত্ত্বের মাতুরীদী শাখার প্রধান। উক্ত শাখা এবং আশ্‌'আরী শাখা উভয়েই সুন্নী মতাবলম্বী। উভয় শাখাই সমভাবে আহ্‌লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃভুক্ত হইলেও বরাবর এই প্রবণতা ছিল যে, মাতুরীদীর নাম ধামাচাপা দিয়া ট্রান্সঅক্সিয়ানা (মাওয়ারা'উ'ন-নাহার) ব্যতীত অন্যত্র সকল অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রধান সমর্থকরূপে আল-আশ্‌'আরীর নামকে অগ্রবর্তী করা। ট্রান্সঅক্সিয়ানাতে মাতুরীদীর শিক্ষানুশীলন পূর্বেও প্রধান ছিল এবং বর্তমানেও আছে, আর তাঁহার শিক্ষা সেখানে আহ্‌লু'স সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। মাতুরীদীর জীবনী সম্পর্কে বলিতে গেলে কিছু জানা যায় নাই। তিনি ৩৩৩/৯৪৫ সালে সামারক'ান্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি আল-আশ'আরীর সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু আল-আশ্‌'আরী মাতুরীদীর অল্প কিছুদিন পূর্বে ৩৩০/৯৪১ সনের কাছা-কাছি সময় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার অপর আর এক সমসাময়িক আত'-ত'াহ'াবী ৩২১/৯৩৩ সালে মিসরে ইনতিকাল করেন। তাঁহারা তিনজনই একই আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং আন্দোলনটি বহু দূরদূরান্তর পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। ঠিক মু'তাযিলাঃ মতাবলম্বীদের ন্যায় যুক্তিবাদী তর্ক-বিতর্কের অস্ত্রের সাহায্যে সুন্নী ইসলামকে সমর্থন করাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। মাতুরীদ বা মাতুরীত সামারক'ান্দের একটি গ্রাম (মাহ'ল্লাঃ, ক'ারয়াঃ), ইহার ভৌগোলিক বাস্তবতা এবং আবূ-মানসূ'র আল-মাতুরীদীর পরিচিতি আস-সাম্‌'আনীর আনসাব-এ মাতুরীতী প্রবন্ধে সুনিশ্চিত করা হইয়াছে (fol. 498, 4; cf. also Barthold, Turkestan down to the Mongol Invasion, in GMS, p. 90, notes 9 and 10, p. 267, note 5 and the Russian references there)। হ'ানাফী ত'াবাক'াত গ্রন্থসমূহে তাঁহার শিক্ষকবৃন্দের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু আমাদের নিকট সেগুলি শুধুমাত্র নাম (দেখুন ইব্‌ন কু'ত্‌'লুবুগ'া, সম্পা. Flugel, No. 173, and Flugel's Hanefiten, p. 274, 293, 295, 298, 313)। ইহ্‌'য়া, (২-৫-১৪)-এর ব্যাখ্যা পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত মাতুরীদী সম্পর্কে লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সায়্যিদ মুর্‌তাদ'া অভিযোগ করেন যে, তিনি মাতুরীদীর মাত্র দুইটি জীবনী পাইয়াছেন আর দুইটিই সংক্ষিপ্ত ('আলা'ল-ইখ্‌তিস'ার), এমন কি য়াকূ'তও মু'জাম গ্রন্থে তাঁহার বা মাতুরীদী-এর কোন উল্লেখ করেন নাই। ইব্‌ন খাল্‌দূন কালামের উৎপত্তি এবং ইতিবৃত্তের নিবন্ধে (মুক'াদ্দিমাঃ, অনুবাদ de Slane, ৩ খ, ৫৫ প.; Quatremere, ৩ খ, ৩৮ প.) তাঁহাকে কোন স্থান দেন নাই, শুধু আশ্‌'আরী এবং তাঁহার মতাবলম্বীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন। ইব্‌ন হ'ায্‌ম-এর মতে (মৃ. ৪৫৬/১০৬৪, ফাস্‌'ল, ২ খ, ১১১) আশ্‌'আরীর সুন্নাঃপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বী আবূ হ'ানীফাঃ। সেইজন্য তিনি মাতুরীদীর নামোল্লেখ করেন নাই। একইভাবে শাহ্‌রাস্‌তানী (মৃ. ৫৪৮/১১৫৩) আবূ হ'ানীফার মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু মাতুরীদী সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই। তিনি বলেন, আবূ হ'ানীফার ঝোঁক ছিল মুর্‌জি'ইদিগের প্রতি,—সুতরাং তাঁহার অনুগামিগণকে সুন্নী মুর্‌জি'ই বলা হইত (১খ, ১০৫; অনুবাদ Haarbrucker, ১ খ, ১৫৯), উহার তাৎপর্য হইল, তাঁহারা ছিলেন সুন্নী ইসলামের সহিত সমন্বিত মুরজি'ই মতবাদের বাহক। অনুরূপভাবে সায়্যিদ মুর্‌তাদ'া (পূ. গ্র., ১৩ fool পৃ.) বলেন, মু'তাযিলীগণ আবূ হ'ানীফাকে তাঁহাদের দলীয় বলিয়া দাবী করেন, কিন্তু তাঁহাকে একখানা বিশেষ গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করেন, কারণ উহা তাঁহাদের মতামতের স্পষ্ট বিরোধী।

কালাম একটি পারিভাষিক শব্দের রূপ গ্রহণ করিবার পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন ফিক্‌'হ অর্থে ধর্মতত্ত্ব ('আক'া'ইদ) ও ধর্মীয় আইন বুঝাইত, পার্থক্য শুধু এইটুকু ছিল, ধর্মতত্ত্বকে বলা হইত মহত্তর ফিক্‌'হ (আল-ফিক'হু'ল-আক্‌বার; দ্র. কালাম)। আবূ হ'ানীফাঃ (র) (দ্র.)-এর একখানা গ্রন্থের এইরূপ নাম ছিল। গ্রন্থখানির একখানি ব্যাখ্যা পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, সন্দেহজনক-ভাবে বলা হইয়াছে উহার লেখক মাতুরীদী (হায়দরাবাদ ১৩২১),

আর একমাত্র এই বইখানাই তাঁহার লেখা একমাত্র মুদ্রিত পুস্তক বলিয়া কথিত। তবে সম্পূর্ণ অনুরূপ দুইটি তালিকায়, যাহাতে মাতুরীদীর পুস্তকের নাম আছে, তাহাতে এই পুস্তকের নাম নাই (সায়্যিদ মুর্‌তাদা, পৃ. ৫; ইব্‌ন কু'ত্'লূ'বুগা, পৃ. ৪৩)। তালিকাভুক্ত কিতাবগুলি হইল ; ১। কিতাবু'ত্‌-তাওহ'ীদ ; ২। কিতাবু'ল-মাক'ালাত ; ৩। কিতাবু'র-রাদ্দি আওয়াইলি'ল-আদিল্লাঃ লি আল-কা'বী ; ৪। কিতাবু বায়ানি ওয়াহ্‌মি'ল-মু'তাযিলাঃ ; ৫। কিতাবু তা'ব'ীলাতি'ল-কু'রআান (Brockelmann. GAL., i. 209 ; S. I. 346) 'তা'ব'ীলাতু'ল-কু'রআান সম্বন্ধে জীবনী-কারগণ ভূয়সী প্রশংসা করেন। অন্যান্য গ্রন্থে মু'তাযিলাঃ বিরোধী যুক্তিতর্কের অবতারণা রহিয়াছে (আল-কা'বীর জন্য দেখুন Horten, Philosophische Systeme, by index)। বাস্তবিক পক্ষে ফিক্‌'হ আক্‌বারের ব্যাখ্যা পুস্তকের একটিমাত্র পাণ্ডুলিপিতে কিতাবখানার রচনা মাতুরীদীর প্রতি আরোপ করা হয়।

আমাদের জানা নাই কিরূপে আবু-হ'ানীফা (র)-এর মায্‌'হাব আল-মাতুরীদীর মায্‌'হাব বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। আল-মাতুরীদীকে যে 'মুতাকাল্লিম' আখ্যা দান করা হইয়াছে উহার তাৎপর্য হইল তিনি ছিলেন আবূ হ'ানীফা(র)-এর মায্‌'হাবের প্রবক্তা; ফাক'ীহ-গণ হইতে আলাদা, কিন্তু তাঁহাকে গ্রহণ করা এবং বর্জন করা উভয় মনোভাবই অদ্যাবধি বিদ্যমান, আন-নাসাফী নামক তাঁহার জনৈক অনুগামী কর্তৃক প্রণীত এবং আশ'আরী মতবাদী আত-তাফ্‌তাযানীর ভাষ্য দ্বারা সমর্থিত 'আক'া'ইদ-এর পুস্তকখানি আয্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের শেষ দুই বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মতত্ত্বের পাঠ্যপুস্তক, আর এই পুস্তকখানিই মিসরে ধর্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ। তথাপি মিসরের ভূতপূর্ব প্রধান মুফ্‌তী মু'হাম্মাদ 'আব্‌দুহ্‌ (দ্র.), যিনি ছিলেন ইসলামের অন্যতম সংস্কারক ও নব-জীবনদাতা, তিনি বৈরুতে তাঁহার বক্তৃতামালায় (রিসালাতু'ত-তাওহ'ীদ, ফরাসী অনুবাদ B. Michel এবং মুস্‌'ত'াফা 'আব্‌দু'র-রাযিক' ; প্যারিস ১৯২৫)। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও উহার বিকাশ সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব মতামত প্রকাশকালে মাতুরীদীর নাম উল্লেখ না করিয়াও তিনি নিজে যে মাতুরীদী মতাবলম্বী তাহা প্রমাণ করেন।

উপরে উল্লিখিত দুই দল পণ্ডিতের মধ্যে তেরটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায় ; ছয়টি বিষয়ে ভিন্ন মত অর্থ সম্পর্কে (মা'নাব'ী) এবং সাতটি বিষয়ে মতানৈক্য শব্দ সম্পর্কে (লাফ্‌জ'ী) (বিস্তৃত বিবরণীর জন্য দেখুন সায়্যিদ মুর্‌তাদ'া, পৃ. ৮ প. এবং আবূ 'উয্‌'বাঃ, আর-রাওদ'াতু'ল-বাহিয়্যাঃ, হায়দরাবাদ ১৯০৪ খৃ.)। এতদ্‌সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন Goldziher তদীয় Vorlesungen গ্রন্থে. পৃ. ১১০ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে এবং Horten তদীয় Philosophische Systeme গ্রন্থের পৃ. ৫৩১ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে। অনেক সময় বলা হয় যে, মতানৈক্যের বিষয় অতি নগণ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। 'আক'া'ইদ সম্পর্কে আবূ হ'ানীফার মতবাদ তাঁহার ফিক্‌'হ মতবাদের মতই সুস্পষ্ট। আল-আশ'আরী আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সর্বময়তা সমর্থনে উদ্‌গ্রীর ; যাহা ইচ্ছা তাহাই তিনি করিতে পারেন ; কোন কিছু ভাল, যেহেতু তিনি তাহা ইচ্ছা করেন। সুতরাং ভবিষ্যতে পুরস্কার বা শাস্তির কোন নীতিসম্মত ভিত্তি নাই। কিন্তু আবূ হ'ানীফাঃ (র) এবং তাঁহার পরে মাতুরীদী এবং তাঁহার অনুসারী পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করেন, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী (اختيارى) কাজ করিবার ক্ষমতা আছে এবং সেই কারণেই তাহাকে পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হইবে। তাক্‌'দীর এবং স্বাধীন ইচ্ছা এই দুইটির মধ্যে মৌলিক বিরোধিতা বিদ্যমান এবং উহার ব্যাখ্যা দানের নিমিত্ত কোন চেষ্টা করা হয় নাই, উভয়কেই সমপর্যায়ে ফেলিয়া পাশা-পাশি স্থাপন করা হইয়াছে। আবূ হ'ানীফাঃ (র) স্বীকার করেন, কুকার্যও আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী (উহার সহিত) হয়, তাহা না হইলে উহা ঘটিতে পারিত না। কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির (رضوان) সংযোগ থাকে তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই। মাতুরীদী পণ্ডিত-মণ্ডলী "মুক্তির নিশ্চয়তা" মতবাদ স্বীকার করেন, কিন্তু আল-আশ্‌'আরীপন্থিগণ উহা স্বীকার করেন না। মাতুরীদী মতাবলম্বীরা বলেন, "আমি একজন বিশ্বাসী, নিশ্চিতভাবেই (হ'াক্‌'ক'ান)", আশ্‌'আরীরা বলেন, "আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমি একজন বিশ্বাসী।" মানবীয় এবং নৈতিক অনুভূতিতে এই প্রকার মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মাতুরীদী পণ্ডিতমণ্ডলী আশ'আরী শাখার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। সেই কারণেই প্রকাশ্যভাবে বিঘোষিত আশ্‌'আরীরাও বর্তমান যুগে অল্প বিস্তর মাতুরীদী মতের অন্তর্ভুক্ত (কালাম প্রবন্ধ দ্র. এবং দ্র A. S. Tritton, Muslim Theology. London 1947 p. 274 প.।

D. B. Macdonald (S. E. I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

মাদ্‌রাসা (مدرسة ঃ মাদ্‌রাসাঃ) ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও বিতরণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের নাম। নিম্নে বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল ঃ

১। বালক-বালিকাদের শিক্ষায়তন ঃ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অপেক্ষা শিক্ষায়তনগুলি প্রাচীনতর, কারণ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে 'আরব দেশে কিছু শিক্ষায়তন ছিল বলিয়া জানা যায়। মদীনার শিক্ষকদের অধিকাংশই য়াহূদী ছিল (বালাযু'রী, পৃ. ৪৭৩ ; তু, "রাব্বানী" শিক্ষক অর্থে ঃ সূরাঃ ৩ ঃ ৭৯ ; ৫ ঃ ৪৪, ৬৩ ; বুখারী, 'ইল্‌ম, বাব ১০ ; য়া'কূ'বী, ২খ, ২৪৩)। মক্‌কার ন্যায় মদীনায় লেখার প্রচলন তত ছিল না। বদরের যুদ্ধের পর কয়েকজন মক্‌কাবাসী বন্দীকে লিখন শিক্ষা দানের বিনিময়ে বিনা পণে মুক্তিদান করা হইয়াছিল (কামিল, ed. Wright, পৃ. ১৭১)। 'উমার (রা)-এর সমসাময়িক যুবায়র ইব্‌ন হ'ায়য়াঃ যিনি উত্তরকালে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি ত'া'ইফ-এর কোন এক বিদ্যালয়ে প্রথম জীবনে শিক্ষক (মু'আল্লিম কুত্তাব) ছিলেন (ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, কায়রো ১৩২৩, ১খ, ২৩৫)। নবী কারীম (স')-এর শ্রুতলিপিকার মু'আবি'য়াঃ (রা) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দানে অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন। বালক-বালিকাগণ লেখাপড়া, হিসাব করা, সাঁতার কাটা, উত্তমরূপে কু'রআান পঠন এবং প্রয়োজনীয় ধর্মানুষ্ঠান শিক্ষা করিত। জাঁদরেল শাসনকর্তা হ'াজ্‌জাজ, কবি কুমায়্‌ত এবং কবি তি'রিম্‌মাহ' প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তিরাও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন (Lammens, Mo'awia, p. 329 প, 360 প.)। শিক্ষাদানের প্রধান বিষয় ছিল আদাব, সেই কারণে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়কে মাজালিসু'ল-আদাব বলা হইত (আগ'ানী, ১৮ কায়রো, ২য় সং, পৃ. ১০১) এবং শিক্ষককে বলা হইত মুআদ্দিব, মু'আল্লিম অথবা মুকাত্তিব (আল-মাক্‌কী, কূ'তু'ল-কু'লূব, ১খ, ১৫৮)। অধুনা তাঁহাদিগকে ফাক'ীহ বলা হয় (Lane, Manners and Customs, p. 61)। প্রাচীন 'আরবদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী শিক্ষকগণ তেমন শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন না সম্ভবত এই কারণে যে, তখন ক্রীতদাসই শিক্ষক হইত। অন্যপক্ষে খ্যাতিমান বিদ্বান ব্যক্তিরাও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। উদাহরণস্বরূপ দাহ'হ'াক (মৃ.

১০৫ অথবা ১০৬/৭২৩ বা ৭২৪) ইব্‌ন মুযাহি'ম-এর নাম উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বিখ্যাত একজন তাফ্‌সীরকার, হ'াদীছ'বেত্তা ও বৈয়াকরণ ছিলেন। তাঁহার একটি বিদ্যালয়ে অনুমান তিন হাজার বালক-বালিকা অধ্যয়ন করিত এবং শিক্ষাদানের জন্য তিনি গাধার পিঠে চড়িয়া যাতায়াত করিতেন (য়াকূ'ত, উদাবা', ৪খ, ২৭২ প.)। বিদ্যালয়গুলিতে যেহেতু ভাষা শিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত; সুতরাং যুবকদের শুদ্ধ ভাষা শিক্ষার জন্য বসরাতে বেতনভুক বেদুঈন শিক্ষক নিযুক্ত হইত (ঐ ২খ, ২৩৯); উমায়্যাঃ খিলাফাত আমলে বিদ্যালয় প্রসার লাভ করে, বাড়ীতেও শিক্ষা দান করা হইত (দ্র. Haneberg, Schul und Lehrwesen, p. 4 প.)। ফাতি'মীদের শাসন আমলে রাজপ্রাসাদে বালকদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। খলীফার সরকারে চাকুরীর যোগ্যতা অর্জনের উদ্দেশ্যে উচ্চ শ্রেণীর যুবকগণ এখানে বিদ্যালাভ করিত (মাক্'রীযী, ২খ, ২০৯—২১১)। ক্রমে ক্রমে শিক্ষা কু'রআন কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবেই মস্‌জিদ সংলগ্ন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উমায়্যাদের মস্‌জিদে বালক-বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ২৭২; ইবন বাত্'তূ'তা'ঃ, ১খ, ২১৩) এবং শিক্ষকদের জন্য মস্‌জিদের উত্তরদ্বারে স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠের ব্যবস্থা ছিল (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ২৭১)। প্যালারমো-তে ইব্‌ন হ'াওক'াল তিন শত কাতাতীব (এ. ব. কুত্তাব, অর্থ মাদ্‌রাসাঃ)-এর সন্ধান লাভ করিয়াছেন; উহাদের শিক্ষকমণ্ডলী সমাজে প্রভূত সম্মানের পাত্র ছিলেন (BGA. ii. 87; See however 2nd ed. p. 126)।

হিজরী ষষ্ঠ শতকে বহু সংখ্যক স্বনির্ভর বিদ্যালয়ও বিদ্যমান ছিল। ইব্‌ন জুবায়র প্রধানত অনাথ দরিদ্র বালক-বালিকাদের শিক্ষায় নিয়োজিত বহু সংখ্যক বিদ্যালয় কায়রোতে দেখিয়াছেন; সুল্‌ত'ানগণ শিক্ষক ও ছাত্রদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন (পৃ. ৫২)। দামিশ্‌কেও তিনি অনুরূপ একটি বৃহৎ বিদ্যালয় দেখিতে পান (পৃ. ২৭২)। জেরুযালেমে স'ালাহু'দ-দীন একটি বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন (v. Berchem, Corpus, 11/i. 108 প.)। সাধারণত বিদ্যালয়গুলি মস্‌জিদে ও পানির ঝরনার সন্নিকটে স্থাপিত হইত। মামলূকদের আমলে প্রত্যেক মাদ্‌রাসাঃ-প্রতিষ্ঠাতা মাদ্‌রাসার সহিত সংশ্লিষ্ট অনাথ এবং দরিদ্র বালক-বালিকাদের জন্য অনুরূপ আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেন যাহাতে বিনা খরচায় শিক্ষাদানের এবং কোথাও ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও থাকিত (দ্র. মাক্'রীযী, মাদারিস, স্থা.)। ইব্‌ন তূ'লূন-এর মস্‌জিদ সংলগ্ন এইরূপ একটি বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বর্ণনা ক্ষেত্রে 'ওয়াক্‌ফ' বলেন, "মুসলিম য়াতীম-গণকে আল্লাহ্‌ তা'আলার কিতাব শিক্ষাদান ও তদ্ব্যতীত আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় অন্যান্য কার্য এবং বিভিন্ন প্রকারের ধর্মানুষ্ঠান শিক্ষা-দান" (মাক'রীযী, ৪খ, ৪১)। অন্যত্র উহার উদ্দেশ্য প্রসংগে প্রায়ই "কু'রআন শিক্ষা দান"-এর কথাই উল্লিখিত হইত। 'মাগ্‌'রিব' অঞ্চলেও শিশুগণ কেবল কু'র্‌আন আবৃত্তি শিখিত, আন্দালুস-এ তাহারা লেখা ও পড়া, কবিতা এবং সামান্য ব্যাকরণ শিখিত। 'ইফ্‌রীকি'য়্যা'-য় তাহারা কু'রআনের সঙ্গে কিছু হ'াদীছ' এবং অপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের যৎসামান্য শিক্ষা লাভ করিত (ইব্‌ন খালদুন, মুক্'াদ্দিমাঃ, ফাস্'ল ৬খ, ৩২)।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়গুলি মাক্‌তাব বা কুত্‌তাব নামে অভিহিত হইত এবং গরীবদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়গুলি কুত্‌তাব সাবীল (سبيل الله হইতে) নামে পরিচিত ছিল। সাবীল শব্দে বুঝা যাইত বিদ্যালয়টি জনকল্যাণমূলক অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান। দ্র. প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিবরণী: Goldziher, art. Education, in Hastings, Encyc. of Rel. and Ethics; Mez, Renaissance, p. 177 প.; Lane, Manners and Customs; Snouck Hurgronje, Mekka, ii. 144 প.।

২। **ফাতি'মী যুগের শেষ পর্যন্ত মস্‌জিদে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা:** ইসলাম নূতন যে সকল শাখায় জ্ঞানানু-সন্ধানের উদ্দীপনা সৃষ্টি করিল, বিষয়গুলি প্রকৃতিগতভাবেই মস্‌জিদের সহিত সংশ্লিষ্ট। শিক্ষা জীবনের শুরুতেই কু'রআন শারীফ কণ্ঠস্থ করিতে ও উহার অর্থ শিখিতে হইত; অতঃপর হ'াদীছ' অধ্যয়ন করিতে হইত; হ'াদীছ' পাঠের সাহায্যে মুসলিমদের যথাযোগ্য আচরণ-ব্যবহার সুনির্দিষ্ট হইত। মস্‌জিদের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে প্রায়ই ধর্ম-বিশ্বাস এবং আচরণ-বিধি সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি নবী (স')-কে জিজ্ঞাসা করা হইত (বুখারী, 'ইল্‌ম, বাব ৬, ৫২; ২৩, ২৪, ২৬, ৪৬)। নবী (স')-এর ইন্তিকালের পর স'াহ'াবীগণকে অনুরূপ প্রশ্নাদি করা হইত। ফলে হ'াদীছ' সংগ্রহ এবং সংকলিত হইবার পর উহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়। হ'াদীছ'সমূহের মধ্যেই গবেষণার প্রতিফলন পরিদৃষ্ট হয়। হ'াদীছে'ই উল্লেখ আছে, জীবদ্দশায় নবী (স')-কে হ'াদীছ' সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল (ঐ, বাব ৪, ১৪, ৩৩, ৫০, ৫১, ৫৩); নবী কারীম (স') হ'ালক'াঃ বা মণ্ডলী পরিবৃত হইয়া মস্‌জিদে উপবেশন করিতেন, শ্রোতৃমণ্ডলীকে শিক্ষাদান করিতেন; হ'াল্‌ক'ায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ তিন তিনবার হ'াদীছ'গুলি আবৃত্তি করিয়া স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিতেন (ঐ, বাব ৮, ৩০, ৩৫, ৪২)। নবী কারীম (স') কু'রআন শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের নিকট প্রেরণ করিতেন; সপ্তদশ হিজরীতে হযরত 'উমার (রা)-ও শিক্ষক পাঠাইয়াছিলেন (ঐ, বাব ২৫)। 'ইল্‌ম প্রসারের প্রয়োজনীয়তার উপর সবিশেষ জোর দেওয়া হয়। পানি যেমন উষর ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করে—জ্ঞান তেমনি মানব হৃদয়কে সজীব করে—জ্ঞানকে পানির সহিত তুলনা করা হইয়াছে (বুখারী, 'ইলম, বাব ২০)। শিক্ষকগণকে বলা হইত রাব্বানিয়্যূন (বুখারী, 'ইলম, বাব ১০)। মুসলিম অধ্যুষিত সকল অঞ্চলে কু'রআন ও হ'াদীছে'র জ্ঞান-প্রচারক 'আহ্‌লু'ল-'ইলম' নামে অভিহিত একটি সংঘের উদ্ভব হইল (ঐ, বাব ৭, ১২)। তাঁহারা লোকজনকে সমবেত করিয়া ইসলামের মৌলিক চাহিদা অনুযায়ী জ্ঞান দান করিতেন। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রদান হইতে অভিন্ন এসংবিধ সরল, সাধারণ জ্ঞান দান পদ্ধতির মধ্যেই ইসলামী জ্ঞানানুসন্ধান-গবেষণার বীজ নিহিত ছিল। প্রদত্ত জ্ঞানকে 'ইল্‌ম বা 'হি'ক্‌মাঃ' বলা হইত (ঐ, বাব ১৫)। ক'ারী (قارى) ছাড়া আদর্শস্থানীয় বিদ্বান ব্যক্তি মুহ'াদ্দিছ' (ঐ, বাব, ২০) নামে অভিহিত হইতেন, যদিও প্রাচীন কৃষ্টি পরিপুষ্ট বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ গড়িয়া উঠার ফলে অচিরেই জ্ঞানের নব নব শাখা-প্রশাখা প্রবর্তিত হইল এবং ভাষা সংক্রান্ত জ্ঞানানুশীলন যথাঃ তৎসংশ্লিষ্ট প্রাচীন কাব্য, দর্শন, যুক্তি বিদ্যা এবং যুক্তি-নির্ভর জ্ঞানচর্চা ইত্যাদি জ্ঞানের ক্ষেত্র প্রসারিত করিল। প্রাচীন যুগের বিদ্বান ব্যক্তি ফাক'ীহ্‌ নামেও অভিহিত হইতেন (তা'বারী, ২খ, ১১৮৩, ১২৬৬; আগানী, ২য় সং, ৮খ, ৮৯; ইব্‌ন সা'দ, ৫খ, ১৬৭)। খৃস্টান অধ্যুষিত দেশসমূহে সন্ন্যাসীদের মঠ এবং গির্জায় যেমন শিক্ষা-দীক্ষা পরি-চালিত হইত, তেমনি ইসলাম জগতেও প্রাচীন অধীত বিষয়সমূহের

পরিসর নব নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা দ্বারা পরিবৃদ্ধি হইলেও মসজিদগুলিই শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান কেন্দ্র রহিয়া গেল।

হিজরী প্রথম শতকেই মদীনার মস্‌জিদে বিদ্যা-চর্চার 'মাজ্‌লিস'-এর উল্লেখ দেখা যায় (আগ'ানী, ১খ, ৪৮; ৪খ, ১৬২ প.)। 'উমার ইব্‌ন 'আবদু'ল-'আযীয মুফ্‌তী পদে নিযুক্ত করিয়া য়াযীদ ইব্‌ন আবী হ'াবীবকে মিসরে প্রেরণ করেন। কথিত আছে, তিনিই সর্বপ্রথম মিসরে শিক্ষা দিতে শুরু করেন (সুয়ূত'ী, হ'সনুল-মুহ'া-দ'রাঃ, ১খ, ১৩১); তিনি এবং অপর একজন আল-লায়ছ'ও শিক্ষকরূপে উল্লিখিত হন (কিন্‌দী, উলাত, পৃ. ৮৯)। শেষোক্ত জন অর্থাৎ লায়ছ'-এর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ফাত্‌ওয়া জারী করা হইত এবং মসজিদে তাঁহার একটি হ'ালক'া (পাঠচক্র) অবস্থিত ছিল (হ'সন, ১খ, ১৩৪)। ইহার পূর্বে দ্বিতীয় 'উমার (রা) আব্‌দু-ল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমার (রা)-এর মাওলা আন-নাফি' (রা)-কে মিসরে হ'াদীছ' শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন (ঐ, পৃ. ১৩০)। 'মাগ্'রিব' অঞ্চলে জনগণকে কু'রআন আবৃত্তি শিক্ষা দিবার জন্য তিনি একজন সুনিপুণ কু'রআন পাঠককে ক'াদ'ী পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন (ঐ, পৃ. ১৩১)। সরকার শিক্ষকতার যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারিগণকে তাঁহাদের কর্তব্যের সাথে সাথে শিক্ষকতার অনুমতি দান করিয়া জন-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। মসজিদগুলিতে সর্বপ্রথমে শিক্ষা দিতেন কু'স্'স'াস' (قصاص), যাঁহারা সাধারণত হইতেন ক'াদ'ী। তাঁহাদের বক্তৃতায় কু'রআনের ব্যাখ্যা এবং আনুষ্ঠানিক কার্যের আলোচনা থাকিত। তাঁহাদের মাওয়া'ইজ' (مواعظ) ছিল সরা-সরিভাবে স'াহ'াবীগণের প্রদত্ত নৈতিক উপদেশাবলীর ধারা অনু-সরণে (তু. বুখারী, 'ইলম, বাব ১২)। 'আম্‌র (রা)-এর মসজিদে প্রবর্তিত শিক্ষাদান রীতি কয়েক শতাব্দী যাবৎ প্রচলিত ছিল। হিজরী তৃতীয় শতকে আশ-শাফি'ঈ তাঁহার মৃত্যু (২০৪/৮২০) পর্যন্ত প্রত্যহ সকালে এখানে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন (সুয়ূত'ী, হ'সনু'ল-মুহ'াদ'রাঃ, ১খ, ১৩৪; য়াকূ'ত, উদাবা', ৬খ, ৩৮৩)। ইমাম শাফি'ঈ (র) পরবর্তীকালে আলোচনার বিষয়রূপে ফিক্'হ সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এবং খ্যাতনামা শিক্ষকগণ ফাতওয়াও দিতে থাকেন (তু. হ'স্‌ন, ১খ. ১৮২ প.)।

মসজিদগুলিতে 'আরবী ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান কার্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পরিচালিত হইত। অলংকারপূর্ণ ভাষা প্রয়োগে প্রাচীন আরবদের উৎসাহ ইসলামী যুগেও জীবন্ত ছিল। ফাক'ীহ স'ঈদ ইবনু'ল-মুসায়্যাব (মৃ. ৯৫/৭১৩—৪; ত'াবারী, ২খ, ১২৬৬) মদীনার মসজিদে তদীয় মাজ্‌লিসে আরবী কবিতার আলোচনা করিতেন, কারণ কু'রআনের সম্যক্ উপলব্ধির জন্য ইহার প্রয়ো-জন ছিল। কিন্তু তবুও মসজিদে কাব্যালোচনা বিসদৃশ মনে করা হইত (আগ'ানী, ১খ, ৪৮; ৪খ, ১৬২ প.)। ২৫৫/৮৭০ সালে শিক্ষার্থীর অনুরোধক্রমে ত'াবারী 'আমর-এর মসজিদে বায়তু'ল-মালের পার্শ্বে বসিয়া কবি আত'-তি'রিম্মাহ'র কবিতাগুলি শ্রুত লিখনের জন্য আবৃত্তি করিয়াছিলেন (য়াকূ'ত, উদাবা', ৬খ, ৪৩২)। বসরার প্রধান মসজিদে 'আস'হ'াবু'ল-'আরাবিয়্যাঃ' অর্থাৎ 'আরবী ভাষা চর্চায় উৎসাহিগণ এক স্থানে একত্রে উপবেশন করিতেন (ঐ, ৪খ, ১৩৫)। বাগ্‌দাদে আল-কিসাঈ তাঁহার নামে পরিচিত মস-জিদে বক্তৃতা দান করিতেন। আদি স'াহ'াবীদের যুগেও কু'রআনের বিশেষজ্ঞদের জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠের (একাধারে বক্তৃতা প্রকোষ্ঠের) ব্যবস্থাও ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। বস্তুত ওয়াকি'দীর বর্ণনানু-যায়ী 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মি মাক্‌তুম মদীনায় দারুল-কু'র্‌রা'তে অবস্থান করিতেন (হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ২খ, ১৪২)।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞানচর্চা কেবল-মাত্র প্রধান মসজিদগুলিতেই নয় বরং অন্য মসজিদেও পরিচালিত হইত। মিসর দেশে কেবল 'আমর-এর মসজিদই নয় বরং পর-বর্তীকালীন অন্যান্য প্রধান মসজিদগুলিও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। ইব্‌ন তু'লূন-এর মসজিদ নির্মিত হইবার অব্যবহিত পরেই ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর একজন শিষ্য সেখানে হ'াদীছে'র অধ্যাপনা আরম্ভ করেন (হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ২খ, ১৩৯)। ফাতি'-মীদের শাসনকালেও এই ব্যবস্থা চালু রাখা হইয়াছিল। ৩৬১/৯৭২ সালে আল্-আযহার মসজিদটির নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। অতঃপর অনতিকাল মধ্যেই নবনিযুক্ত শী'আঃ ক'াদ'ী 'আলী ইব্‌ন নু'মান সেখানে শী'আঃ মতবাদ অনুযায়ী ফিক্'হশাস্ত্র শিক্ষা দান করেন। ৩৭৮/৯৮৮ সালে আল-'আযীয এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী য়াকূ'ব ইব্‌ন কিল্লিস ৩৫টি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করেন এবং অধ্যাপকগণকে বেতন ছাড়াও মস্‌জিদ সংলগ্ন বিরাট বাড়ীতে বাস করিতে দেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ৪৯; সুলায়মান রাস'াদ আল-হ'ানাফী, কান্‌যু'ল-জাওহার ফী তা'রীখি'ল-আয্‌হার, পৃ. ৩২ প.)।

৩। জ্ঞান চর্চার জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ বড় বড় মসজিদের বর্ণনা প্রসংগে প্রায়ই গ্রন্থাগারের উল্লেখ দেখা যায়। উপহার এবং দানসূত্রে প্রাপ্ত গ্রন্থসমষ্টি ক্রমে বড় বড় গ্রন্থাগারে পরিণত হইয়াছে। "মুসলিম জনসাধারণ বা আহ্‌লু'ল-'ইলম"-এর ব্যবহারের জন্য গ্রন্থ দান (উদাহরণ-যথাঃ আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, য়াকূ'ত, উদাবা', ১খ, ২৫২; তু. ৪খ, ২৮৭) বিদ্বান ব্যক্তিদের একটি রেওয়াজে পরিণত হইয়াছিল। বহু সংখ্যক গ্রন্থাগার ছিল আধা-সরকারী। এই গ্রন্থাগারগুলি মস্‌জিদের গ্রন্থ সম্পদের পরিপূরক ছিল। এইরূপ আধা-সরকারী গ্রন্থাগারে পাওয়া যাইত এমন সকল বিষয়ের গ্রন্থ, যথাঃ তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীতবিদ্যা, চিকিৎসা-বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের গ্রন্থরাজি, যেগুলি মস্‌জিদের গ্রন্থা-গারে সচরাচর স্থান পাইত না। জ্ঞানের উক্ত শাখাগুলিকে সমষ্টিগত-ভাবে "আল-'উলূমু'ল-ক'াদীমাঃ বা 'উলূমু'ল-আওয়াইল" বলা হইত। (তু. Goldziher, in Abh. Pr. Ak. W. 1915, phil. hist. kl. no. 8, Berlin 1916)। আল-মা'মূন (১৯৮-২১৮/৮১৩-৮৩৩) বাগ্‌দাদে "বায়তু'ল-হি'ক্‌মাঃ" নামক যে একাডেমী স্থাপন করেন প্রথমেই উহার উল্লেখ করিতে হয়। এই একাডেমী তৎপূর্বে প্রতিষ্ঠিত জুনদেশাপুর-এর একাডেমীটির স্মৃতি দর্শকের হৃদয়ে জাগ্রত করে; মান্‌সূ'র একাডেমীর হাসপাতালের প্রধান কর্মকর্তারূপে Georgios b. Gabriel-কে আমন্ত্রণ জানান। তিনিও গ্রীক ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন (ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আঃ, ১খ, ১২৩ প.)। নব-নির্মিত একাডেমীতে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপরিউল্লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুযোগ্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা অনূদিত গ্রন্থাবলী উক্ত গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত একটি মান-মন্দিরও সংযুক্ত ছিল এবং উহাতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের জন্য বহু প্রকোষ্ঠ ছিল (ফিহ্‌রিস্ত, ed. Flugel, পৃ. ২৪৩; তু. ইব্‌নু'ল-কি'ফত'ী, তা'রীখু'ল-হ'ুকামা', পৃ. ৯৮)। খালীফাঃ আল-মু'তাদি'দ (২৭৯-২৮৯/৮৯২-৯০২) যখন নিজের জন্য একটি নূতন প্রাসাদ নির্মাণ করেন, তখন তিনি উহার সংলগ্ন অপর একটি দালানে বহু কামরা এবং বক্তৃতা কামরা তৈয়ার করেন। এই

সকল প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা অধ্যাপনা করিতেন। এই কাজের জন্য তাঁহাদিগকে বেতন দেওয়া হইত (মাক্'-রীযী, ৪খ, ১৯২ প. ; হ'সনু'ল-মুহাদ'আরাঃ, ২খ, ১৪২)।

ধনবান ব্যক্তিগণও ক্রমাগত পরোপকারমূলক সংস্থা গঠনে নিয়োজিত থাকিতেন। আল-মুনাজ্‌জিম নামে খ্যাত 'আলী ইব্‌ন য়াহ্'য়া (মৃ. ২৭৫/৮৮৮) তাঁহার প্রাসাদে "খিযানাতু'ল-হি'কমাঃ" নামে যে গ্রন্থাগারটি স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে বহু দেশের জ্ঞানান্বেষীরা বিনা খরচায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। এইখানে বিশেষভাবে জ্যোতিবিদ্যার চর্চা চলিত (যাকূ'ত, উদাবা' ৫খ, ৪৬৭)। মাওসি'ল-এ জা'ফার ইব্‌ন মুহ'আম্মাদ আল-মাওসি'লী (মৃ. ৩২৩/৯৩৫) একটি "দারু'ল-'ইল্‌ম" স্থাপন করেন। উহার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারে ছাত্রগণ বিভিন্ন বিষয় পড়াশুনা করিতেন; তাঁহাদিগকে বিনা মূল্যে কাগজও সরবরাহ করা হইত; স্থাপয়িতা স্বয়ং কাব্য সম্পর্কে বক্তৃতা করিতেন (ঐ, ২খ, ৪২০)। চতুর্থ শতকে আল-মাক'দিসী শীরায নগরীতে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার দেখিতে পান, যাহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'আদু'দু'দ-দাওলাঃ (عضد الدولة—৩৬৭-৩৭২/৯৭৭-৯৮৩); নামজাদা বিদ্বানগণ সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করিতেন। বইগুলি তাকে সুবিন্যস্ত এবং তালিকাভুক্ত থাকিত। 'খিযানাতু'ল-কুতুব' নামক এই গ্রন্থাগারের প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় থাকিতেন একজন পরিচালক (ওয়াকীল), একজন সহকারী (খাযিন) এবং একজন পরিদর্শক (মুশ্‌রিফ্) (BGA. iii. 449)। এই ধরনের বহু প্রতিষ্ঠান ছিল বস্‌রা, রাম-হরমুয, রায়্য এবং কারুখ-এ (ঐ, পৃ. ৪১৩; য়াকূ'ত, উদাবা', ২খ, ৩১৫; ইব্‌ন তাগ্'রীবির্‌দী, ed. Popper, 5 : 51 প.)।

ফাতি'মীদের আমলে কায়রোর গ্রন্থাগারগুলি সুপরিচিত ছিল। তাঁহাদের প্রাসাদাভ্যন্তরস্থ গ্রন্থাগারটি সম্বন্ধে বলা হইত যে, মুসলিম জাহানে ইহাই সর্ববৃহৎ। ইহাতে জ্ঞানের সর্বশাখার প্রতিনিধিত্বকারী গ্রন্থরাজি পরিপূর্ণ প্রায় চাল্লিশটি প্রকোষ্ঠ ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ত'াবারী রচিত ইতিহাসই ছিল ১,২০০ কপি এবং 'প্রাচীন জ্ঞান' ভিত্তিক পুস্তকের সংখ্যা ছিল ১৮,০০০ (মাক্'রীযী, ২খ, ২৫৩-২৫৫)। য়া'কূ'ব ইব্‌ন কিল্লিস নামক মন্ত্রী কর্তৃক স্থাপিত একাডেমীতে বিদ্যার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। একাডেমীর জন্য তিনি মাসিক ১,০০০ দীনার ব্যয় করিতেন (য়াহ্'য়া ইব্‌ন সা'ঈদ, ed. Tallquist, fol. 108; ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, কায়রো ১৩১০, ২খ, ৩৩৪; তু. মাক'রীযী, ৪খ, ১৯২)। ৩৯৫/১০০৫ সনে আল-হ'াকিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ভবন (দারু'ল-'ইল্‌ম বা দারু'ল-হি'কমাঃ) উক্ত একাডেমীর গৌরব ম্লান করিয়াছিল। এই বিজ্ঞান ভবনের অভ্যন্তরে গ্রন্থাগার, পাঠাগার, মিলনায়তন এবং শ্রেণীকক্ষ ছিল। গ্রন্থাগারিক, সহকারীবৃন্দ এবং ভৃত্যগণ উহার পরিচালনায় নিযুক্ত ছিল এবং সেখানে অধ্যয়ন ও গবেষণা কার্যের জন্য ভাতা প্রদান করা হইত। জ্ঞানের সমুদয় শাখা যথাঃ জ্যোতিবিদ্যা, ভেষজশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ, তদুপরি ইসলামিয়্যাত সম্পর্কীয় পুস্তকাদি এই গ্রন্থাগারে সন্নিবিষ্ট ছিল। আল-হ'াকিম আল-ফুস্‌ত'াতে' অনুরূপ বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন (মাক্‌রীযী, ২খ, ৩৩৪ প.)। সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি যে শী'আঃ প্রচারণার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়, কারণ উহার প্রশাসক ছিলেন দা'ঈ'দ-দু'আত (داعى الدعاة) যিনি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা সভায় মিলিত হইতেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ২২৬; ক'ালক'াশান্দী, সু'বৃহ'ু'ল-আ'শা, ৩খ, ৪৮৭)। আমীর ফাখ্‌রু'ল-মুল্‌ক (ইব্‌ন তাগ্'রীবির্‌দী, ed. Popper, ২খ, ৩৬০ প.) ৫০৭/১১১৩—৪ সনে হ'ালাব-এ একটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান (دار الدعوة) স্থাপন করেন। এই সকল ভবনে স'ালাতের ব্যবস্থাও ছিল।

দারু'ল-হি'ক্‌মার প্রতিষ্ঠা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, মুসলিম বিদ্যার্থীরা গ্রীক (য়ূনানী) জ্ঞান চর্চার ধারাও চালু রাখিয়াছিল। আল-মাক্'রীযী জাহিলী যুগের একটি দারু'ল-হি'ক্‌মাঃ-এর নামোল্লেখ করেন যেখানে মিসরের বিদ্বানগণ সমবেত হইয়া জ্ঞানালোচনা করিতেন (৪খ, ৩৭৭); ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আঃ মিসরে অবস্থিত কতকগুলি প্রাচীন গবেষণাগারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হইত (দারু'ল-'ইল্‌ম, ১খ, ১০৪)। আলেকজান্দ্রিয়ার Museion-এর সহিত উক্ত গবেষণাগারগুলির সাদৃশ্য ছিল—এই তথ্যাদি হইতে ইহা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, Museion-এর অনুকরণে একই ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল পারগ্যামনে এবং এণ্টিয়কে (John W. H. Walden, The Universities of Ancient Greece, New York 1919. p. 48-50)। ফাতি'মী বংশের অবসানের (৫৬৭/১১৭১) সঙ্গে সঙ্গে আল-হ'াকিমের গবেষণাগার শেষ পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যায় (মাক্'রীযী, ২খ, ২৫৩—২৫৫; আবূ শামাঃ, কিতাবু'র-রাওদ'াতায়ন, কায়রো ১২৮৭, ১খ, ২০০, ২৬৮)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A. Mez, Die Renaissance des Islams, 1922; (২) M. Meyerhof, in SB Pr. Ak. W. ph.-hist. KI., xxiii. 1930, p. 388-429; (৩) ঐ লেখক, in BIE, xv., 1933, p. 109-23; (৪) ঐ লেখক, in the legacy of Islam, 1931, p. 311-55; (৫) J. Schacht and N. Meyerhof, The medicophilosophical controversy between Ibn Butlan of Baghdad and Ibn Ridwan of Cairo, [Egyptian University] 1937; (৬) Olga Pinto, Le biblioteche degli Arabi nell' eta degl' Abbasidi, Florence 1928.

৪। মাদ্‌রাসার উৎপত্তি এবং বিস্তৃতি : ফাতি'মী সুলত'ানদের শাসনাধীন দেশসমূহ দারু'ল-'ইল্‌মগুলি যেমন শী'আঃ মতবাদের কেন্দ্রে পরিণত হয়, তেমনি প্রাচ্যে অনুরূপ সুন্নী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে মাদ্‌রাসার উদ্ভব ঘটে। মজার কথা এই যে, ৩৯৫/১০০৫ সনে আল্-হ'াকিম কায়রোতে একটি সুন্নী দারু'ল-'ইল্‌ম স্থাপন করেন (ইব্‌ন তাগ্'রীবির্‌দী, ed. Popper, ২খ, ৬৪, ১০৫, ১০৬)। কিন্তু তিন বৎসর পর এই প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত করা হয় এবং দুইজন বিদ্বান শিক্ষককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। হ'াদীছ' এবং বিশেষভাবে শাফি'ঈ এবং হ'ানাফী ফিক্'হ' চর্চার প্রচলন বৃদ্ধির সহিত প্রাচ্যে দৃশ্যমান সুন্নী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে (BGA, iii. 332, 365, 415)। বহু শিক্ষক নিজেরা গৃহ নির্মাণ করিয়া সেখানে হ'াদীছে'র বর্ণনা শুনাইতেন এবং ফিক্'হের অধ্যাপনা করিতেন; এইরূপ একজন শিক্ষক ৪২০/১০২৯ সনে মারূও অঞ্চলে দেহত্যাগ করেন (Wustenfeld, Imam Shafi'i, 232)। আবূ হ'াতিম আল-বুস্‌তী (জন্ম ২৭৭/৮৯০) তাঁহার আপন শহরে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন এবং তাহাতে গ্রন্থাগার, বিদেশী ছাত্রদের বসত এবং ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাও করেন (ঐ, পৃ. ১৬৩; তু. ২০৪, ২৪৫)।

বিশেষভাবে নায়সাবূরে (নিশাপুর) যেখায় মস্‌জিদে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত জ্ঞানচর্চা পরিচালিত হইত, (উদাহরণস্বরূপ

Wustenfeld, শাফি'ঈ, ২৩৬); সেইখানে এই শ্রেণীর বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। শাফি'ঈ ফিক্‌হবিদ আস্-সা'ইদ আন-নায়সাবুরীর (মৃ. ৩৪৯/৯৬০; ঐ, ১৫৬; তু. ১৬০) জন্য একটি বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। আবূ 'আলী আল-হ'সায়নী (মৃ. ৩৯৩/১০০৩) হ'দীছ' শিক্ষা দানের জন্য স্বয়ং একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন; ১,০০০ বিদ্যার্থী সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করিত (ঐ, পৃ. ২০৩)। অনুরূপভাবে ইব্‌ন ফূরাক (মৃ. ৪০৬/১০১৫-৬; ঐ, পৃ. ২১৬) এবং আবু'ল-কা'সিম আল-কুশায়রীও ৪৩৭/১০৪৫—৬ সনে (ঐ, ২৮৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। রুক্‌নু'দ-দীন আল-ইস্ফারাইনীর (মৃ. ৪১৮/১০২৭) জন্য যে শিক্ষায়তনটি নির্মিত হয়, উহা অন্য শিক্ষায়তনগুলিকে ছাড়াইয়া যায় (ঐ, ২২৯)। এমন কি চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকেও আল-মাক্‌দিসী ইরান শহরের মাদ্রাসাগুলির সুখ্যাতি বর্ণনা করিয়াছেন (BGA, iii, 315)। পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে নায়সাবূরে যে চারিটি বিশেষ প্রসিদ্ধ মাদ্রাসাঃ বিদ্যমান ছিল : (ক) আল-মাদ্রাসাতু'ল-বায়হাকি'য়্যাঃ, ৪৪১/১০৪৯—৫০ সালে নায়সাবূরে শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত (Wustenfeld, শাফি'ঈ, ৩খ, ২৭০) থাকাকালীন বায়হাকী এই মাদ্রাসাঃ স্থাপন করেন; (খ) আস্-সা'ঈদিয়্যাঃ যাহা আমীর নাস্'র ইব্‌ন সুবুক্তাকীন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় (৩৮৯/৯৯৯ সনে তিনি ছিলেন নায়সাবূরের শাসনকর্তা); (গ) আবূ সা'দ ইস্মা'ঈল আল-আসতারাবাদী কর্তৃক স্থাপিত মাদ্রাসাঃ এবং (ঘ) অধ্যাপক আবূ ইস্‌হাক' আল-ইস্ফারাইনীর জন্য স্থাপিত মাদ্রাসাঃ। এখানে ইমাম আল-হ'রামায়ন আল-জুওয়ায়নী-র জন্য নিজ'ামু'ল-মুল্‌ক একটি নিজ'ামিয়্যাঃ মাদ্রাসারও প্রতিষ্ঠা করেন (মাক্‌রীযী, ৪খ, ১৯২; হ'সনু'ল-মুহ'াদারাঃ, ২খ, ১৪১ প.)। নিজ'ামু'ল-মুল্‌ক কর্তৃক বাগ্‌দাদে সুপ্রসিদ্ধ নিজ'ামিয়্যাঃ মাদ্রাসাঃ স্থাপন ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা (৪৫৬—৪৮৫/১০৬৪—১০৯২ পর্যন্ত তিনি সালজুক' সুল্‌ত'ান আল্প্ আরস্‌লান এবং মালিক শাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন)। উহার ভবন নির্মাণ শুরু হয় ৪৫৭/১০৬৫ সনে এবং ১০ যু'ল-কা'দাঃ, ৪৫৯/১০৬৭ সেপ্টেম্বরে ভবনটি মাদ্রাসার জন্য উৎসর্গীকৃত হয়। শাফি'ঈ অধ্যাপক আবূ ইস্‌হাক আশ-শীরাযীর জন্য উহা স্থাপিত হইয়াছিল।

মুসলিম ইতিহাসবেত্তাগণ মাদ্রাসার ইতিহাস সম্বন্ধীয় কোন কোন তথ্য সম্বন্ধে কিছুটা সন্দিহান। নিজ'ামু'ল-মুল্‌ক মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। আল-মাক্‌রীযী এবং আস-সুয়ূত'ীর মতে বহু পূর্বেও মাদারিস বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা পূর্বোল্লিখিত চারিটি মাদ্রাসার নাম উল্লেখ করেন, কিন্তু আমরা জানি সেই চারিটি ইতিহাসে নূতন নয়। আস্-সুব্‌কী মনে করেন (আস্-সুয়ূত'ীর উদ্ধৃতি), নিজ'ামিয়্যা মাদ্রাসার অস্তিনবত্ব এই যে, নিজ'ামু'ল-মুল্‌ক শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির প্রবর্তন করেন। কিন্তু এই বৃত্তি ব্যবস্থাও নূতন কিছু নয়। আসল কথা এই যে, নিজ'ামু'ল-মুল্‌কের উৎসাহ ও কর্মশক্তিতে মাদ্রাসার একটি গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। তাঁহার সময় হইতে সুল্‌ত'ান এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ মাদ্রাসার প্রতি আগ্রহশীল হন। নিজ'ামু'ল-মুল্‌ক আবাসিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলেন এবং এই নূতন ধরনের মাদ্রাসাই সর্বত্র প্রচলিত হইল। প্রাচীন বিদ্যালয়গুলিতেও স'ালাতের জন্য নির্ধারিত স্থান ছিল অর্থাৎ সেগুলিও এক ধরনের মস্‌জিদই ছিল। তবে আমরা যে ধরনের বিদ্যালয়ের সহিত পরিচিত, সেই সকল বিদ্যালয় পরিপূর্ণভাবে মস্‌জিদই ছিল। প্রাচীন মস্‌জিদগুলিতেও বসবাসের জন্য প্রকোষ্ঠ থাকিত এবং সেই সকল প্রকোষ্ঠে শিক্ষার্থিগণ প্রায়শ বাস করিত; সুতরাং মূলত সাধারণ মস্‌জিদ এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে বিদ্যালয়গুলি কেবল অধ্যয়ন এবং ছাত্রদের বাসের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট থাকিত। মাদ্রাসাঃ (বহুবচন মাদারিস) নামে এই বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায়। মাদ্রাসাঃ খাঁটি 'আরবী শব্দ। উহার 'আরবী মূল درس অর্থাৎ পাঠ করা।

নিজ'ামু'ল-মুল্‌কের সময় এবং তাঁহার অব্যবহিত পরে ইরাক', খুরাসান, আল্-জাযীরাঃ প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসাঃ বিস্তৃতি লাভ করে। নায়সাবূর এবং বাগ্‌দাদে দুইটি মাদ্রাসাঃ স্থাপন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। অতঃপর তিনি বাল্‌খে একটি (Wustenfeld, Schafi'i, 240), মাওসি'ল-এ (ঐ, ৩১৯ পৃ.) একটি, হিরাতে একটি, যেখানে আশ্-শাশী (মৃ. ৪৮৫/১০৯২)-কে গ'য্‌না হইতে আনয়ন করা হয় (ঐ, ৩১০ প.) এবং মার্ভ-এও একটি (য়াকূ'ত, ৪খ, ৫০৯) নিজ'ামিয়্যাঃ মাদ্রাসাঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মহানুভব প্রধান মন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী তাজু'ল-মুল্‌ক (মৃ. ৪৮৬/১০৯৩) বাগ্‌দাদে মাদ্রাসাঃ তাজিয়্যাঃ প্রতিষ্ঠা করেন (ঐ, পৃ. ৩১১)। একই সময়ে নায়সাবূরে আরও কতকগুলি মাদ্রাসাঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, যথাঃ আল-মানী'ঈ (মৃ. ৪৬৩/১০৭০ ১, ঐ, পৃ. ২৭৭) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি এবং অন্য একটি শাতি'বিয়্যাঃ (ঐ, পৃ. ৩২৭) মাদ্রাসাঃ।

পঞ্চম শতকে নিজ'ামু'ল-মুল্‌কের প্রচেষ্টায় মাদরাসাগুলি যে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল প্রাচ্যদেশে তাহা বহুকাল স্থায়ী হয়। ষষ্ঠ শতকে ইব্‌ন জুবায়র (৫৮০/১১৮৪)-এর বর্ণনানুযায়ী বাগ্‌দাদ নগরীতে ত্রিশটি মাদ্রাসাঃ বিদ্যমান ছিল। উহাদের সমস্তগুলিই নগরীর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং নিজ'ামিয়্যাঃ সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। ৫০৪/১১১০ সনে উহা পুনর্গঠিত (রিহ্‌লাঃ, পৃ. ২২৯) হইয়াছিল। ৬৩১/১২৩৪ সনে খলীফা আল-মুস্‌তানসি'র বিরাটকায় জাঁকাল "মুস্‌তানসি'রিয়্যাঃ" নামক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে চার মায্‌হাবের প্রতিটির জন্য ৭৫ জন ছাত্র পিছু একজন অধ্যাপক, কু'রআন ও হ'াদীছ' শিক্ষাদানের জন্য এক একজন শিক্ষক এবং এক একজন চিকিৎসক থাকিতেন। ইহার সহিত সংলগ্ন ছিল একটি গ্রন্থাগার, কতগুলি হ'াম্মাম বা গোসলখানা, একটি হাসপাতাল এবং অনেকগুলি রন্ধনশালা। প্রবেশদ্বারে ছিল একটি প্রকাণ্ড ঘড়ি; ইহার পার্শ্বে একটি উদ্যান ছিল। উদ্যানমধ্যস্থ পটমণ্ডপ (منظرة) হইতে খলীফা সমগ্র অট্টালিকাটি নিরীক্ষণ করিতে পারিতেন (তু. Le Strange, Baghdad,, p. 266 প; Wustenfeld, Akademien der Araber, p. iv. and 29)।

হুলাগুর বাগ্‌দাদ বিধ্বস্ত করিবার পরেও নিজ'ামিয়্যাঃ এবং মুস্‌তানসি'রিয়্যাঃ মাদ্রাসাঃ বিদ্যমান ছিল। ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইব্‌ন বাতৃ'তৃ'তাঃ উভয় প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখ করেন (২খ, ১০৮ প.); মুস্‌তানসি'রিয়্যাঃ মাদ্রাসার ভবনটি এখনও বর্তমান। অষ্টম ও নবম শতকের আরও দশটি প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি শাফি'ঈ এবং হ'ানাফীদের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেখানে কু'রআন এবং হ'াদীছ' অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলিত (L. Massignon, Les Medresehs de Bagdad, in BIFAO, vii., 1909, p. 77–86; The inscriptions, do., in MIFAO, xxxi. 1912)। তাতারগণ ৬৯৯/১৩০০ সনে বহু সংখ্যক মাদ্রাসাঃ ধ্বংস করা সত্ত্বেও (Quatremere, Hist. des Sult. Maml, ii/ii, 163) ইব্‌ন বাতৃ'তৃ'তাঃ প্রমাণ করেন যে, হি. অষ্টম

শতাব্দীতেও পূর্বাঞ্চলে বহু বধিষ্ণু বিদ্যালয় ছিল। মোঙ্গলগণও অনেক মাদ্রাসাঃ স্থাপন করেন; হুলাগুর জননী বুখারাতে দুইটি মাদ্রাসাঃ প্রতিষ্ঠা করেন; প্রতিটিতে ১০০০ ছাত্র অধ্যয়ন করিত (JA, ser. 4, xx. 389; Quatremere, Hist. Sult. Maml. 1/i, 56)। মধ্য এশিয়ায় বিশেষভাবে সামারকান্দে তীমুর বংশীয় সুলতানগণের আমলে মাদ্রাসাগুলি সর্বাধিক সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তীমুর সেখানে ভারতীয় ধরনের একটি জামি' নির্মাণ করেন, তাঁহার পত্নীও একটি মাদ্রাসাঃ স্থাপন করেন (ইব্ন 'আরাবশাহ, Vita Timuri, ed. Manger, 1767. p. 444 প.; আরও দ্র. Diez, Kunst der islam. Volker, p. 99 প.)। পঞ্চম শতকে এবং পরবর্তীকালে ইরাক এবং সিরিয়ার নগরসমূহে মাদ্রাসাঃ স্থাপন প্রচেষ্টা প্রসারিত হয়।

দামিশ্ক নগরে দুইজন সুলতান—নূরু'দ্-দীন ইব্ন যাংগী (৫৪১-৫৬৯/১১৪৬-১১৬৩) এবং সালাহু'দ-দীন (৫৭০-৫৮৯/১১৭৪-১১৯৩) মাদ্রাসাঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে উদার বদান্যতা প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের আমীরগণ এবং আত্মীয়-স্বজনও এই কাজে ব্রতী হন। সপ্তম শতক হইতে নবম শতক পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় এই কর্মোদ্দীপনা চলিতেছিল। সেইজন্যেই আন-নু'আয়মী (মৃ. ৯২৭/১৫২১; ঃ. JA, scr. 9, iii. vii.) দামিশ্কে অবস্থিত মাদ্রাসার যে পরিসংখ্যান দিয়াছেন তাহা এই ঃ সাতটি দারু'ল-কুরআন, ষোলটি দারু'ল-হ'াদীছ', তিনটি কু'রআন ও হ'াদীছ' উভয়ের জন্য; যাটটি শাফি'ঈদের মাদ্রাসাঃ, হ'ানাফীদের বাহান্নটি, মালিকীদের চারিটি এবং হ'াম্বালীদের দশটি মাদ্রাসাঃ চালু ছিল; তিনটি মাদারিস্'ত-তি'ব্ব (মেডিকেল কলেজ) চালু ছিল; সবগুলিই সপ্তম শতকে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানগুলির স্থাপয়িতা ছিলেন প্রধানত সুলতানগণ ও তাঁহাদের অধস্তন আমীরগণ; কিছু সংখ্যক বণিক, বিদ্বান ব্যক্তি এবং কতিপয় মহিলাও ইহাতে শামিল ছিলেন।

সালাহু'দ-দীন জেরুযালেমে মাদ্রাসাঃ প্রবর্তন করেন। মুজীরু'দ্-দীন (মৃ. ৯২৭/১৫২১)-এর মতে একত্রিশটি মাদ্রাসাঃ এবং খানক'াহ ছিল সরাসরি (খানক'াহগুলিও আংশিকভাবে মাদ্রাসারূপে ব্যবহৃত হইত) হ'ারাম (حرم) এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত; ২৯টি ছিল হ'ারামের সন্নিকটে এবং ষোলটি হ'ারাম হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। উহাদের মধ্যে চল্লিশটি বিশেষভাবে মাদ্রাসাঃ নামে অভিহিত, একটিকে দারু'ল-কু'রআন এবং একটিকে দারু'ল-হ'াদীছ' বলা হইত (Sauvaire, Hist. Jerus, et Hebr., 1876, p. 139 প.; v. Berchem, Corpus, ii. 1; সালাহু'দ-দীনের জন্য দ্র. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ii. কায়রো ১৩১০, পৃ. ৪০২ প.)।

নিজ'ামু'ল-মুলকের পরেই সালাহু'দ-দীনের নাম মাদ্রাসাঃ প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার এত প্রসিদ্ধি লাভের প্রধান কারণ এই যে, যে সমস্ত দেশ পরবর্তীকালে মুসলিম জাহানে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করিয়াছিল অর্থাৎ ফিলিস্তীনসহ সিরিয়া এবং মিসর, তিনি সেই সকল স্থানেই মাদ্রাসাগুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন কি ফাতি'মী বংশের পতনের পূর্বেও ৫৬৬/১১৭১ সালে তিনি কায়রোতে শাফি'ঈদের জন্য নাসি'রিয়্যাঃ এবং মালিকীদের জন্য ক'ামহি'য়্যাঃ মাদ্রাসাঃ এবং ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর সমাধি সৌধের পার্শ্বে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিরাট সালাহি'য়্যাঃ বা নাসি'রিয়্যাঃ মাদ্রাসাঃ (এই দুইটির পরিচয়ের জন্য তুলনা করুন মাক'রীযী, ৪র্থ, ২৫১ এবং হ'সনু'ল-মুহ'াদারাঃ, ২য়, ১৪২ প.) স্থাপন করেন (হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ২য়, ১৪১ প.; মাক'রীযী, ৪র্থ, ১৯২ প.; ইব্ন খাল্লিকান, ২য়, ৪০২ প.)। তাঁহার সহকর্মীরাও এই আদর্শ অনুসরণ করেন।

আয়্যূবী এবং মামলূক সুলতানবর্গের শাসনকালে মাদ্রাসার সংখ্যা অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পায়। কায়রো নগরীতে প্রাচীন ফাতি'মী রাজপ্রাসাদের স্থানে "বায়নু'ল-কাস'রায়ন" নামক সড়কের দুই ধারে দীর্ঘ দুই সারি মাদ্রাসাঃ ছিল (তু. P. Ravaisse, in MMAF. i. 1889, p. 409 প., PL 3)। আল-মাক'রীযী (মৃ. ৮৪৫/১৪৪২) তিয়াত্তরটি মাদ্রাসার নামোল্লেখ করেন; তন্মধ্যে শাফি'ঈদের জন্য চৌদ্দটি, মালিকীদের জন্য চারিটি, হ'ানাফীদের জন্য দশটি, শাফি'ঈ ও মালিকীদের জন্য তিনটি, শাফি'ঈ ও হ'ানাফীদের জন্য একটি, মালিকী ও হ'ানাফীদের জন্য একটি, চারিটি সকল মায'হাবের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র দারু'ল-হ'াদীছ', পাঁচটি মাদ্রাসার মায'হাব অনির্ধারিত এবং চারিটি অসমাপ্ত। মাক'রীযী-র মতে, এই মাদ্রাসাগুলির মধ্যে তেরটি ৬০০ হি. সনের পূর্বে, ২০টি সপ্তম শতকে, ২৯টি অষ্টম শতকে এবং ২টি ৮০০ হি. সনের পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সালাহু'দ-দীনের সময় হি'জাজ প্রদেশেও মাদ্রাসাঃ প্রবর্তিত হইয়াছিল। মক্কা নগরীতে ৫৭৯/১১৮৩-৪ সনে 'আদন ('Aden)-এর শাসনকর্তা হ'ানাফীদের জন্য একটি মাদ্রাসাঃ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবর্তী বৎসর সেখানে শাফি'ঈদের জন্যও মাদ্রাসাঃ স্থাপিত হয় (Chron. Mekka, ii. 104)। নবম শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত এগারটি মাদ্রাসাঃ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে (ঐ, পৃ. ১০৪—১০৭); পরে আরও কতকগুলি মাদ্রাসাঃ স্থাপিত হয় (ঐ, ৩য়, ১৭৭ প., ২১১ প., ২২৫ প., ৩৫১ প., ৪১৭)। মদীনাতেও বহু মাদ্রাসাঃ প্রতিষ্ঠিত হয় (Wustenfeld, Medina, p. 58, 98, 112)।

সাল্জুক' সুলতানদের সময় এশিয়া মাইনরে মাদ্রাসাঃ প্রসার লাভ করে; উহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন মাদ্রাসাটি সপ্তম শতকে প্রতিষ্ঠিত (তু. Huart, Konia 1897; Fr. Sarre, Reise in Kleinasien 1896; R. Hartmann, Im neuen Anatolien, 1928, p. 106 প.)।

হ'াফ্সি'দদের সময় (৬২৫—৯৪১/১২২৮—১৫৩৪) তিউনিসে বহু মাদ্রাসাঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীনতম মাদ্রাসাটির নাম মাদ্রাসাতু'ল-মা'রাদ'; উহা ৬৫০/১২৫২ সনের কাছাকাছি সময়ে প্রতিষ্ঠিত। তিউনিসের ইতিবৃত্তে (যারকাশী, Chronique des Almohades et des Hafcides, transl. E. Fagnan, in Rec. Not. et Mem. Soe. Arch. Const. xxi. 1895, দ্র. Index) এগারটি মাদ্রাসার উল্লেখ আছে। ইব্ন মারযূক'-এর মুসনাদ অনুযায়ী "মাগ্'রিব" অঞ্চলে সর্বপ্রথম মাদ্রাসাঃ ছিল মাদ্রাসাতু'স-সা'ফ্ফারীন; হি. ৬৮৪ সনে ফাস নগরে মারীনী সুলতান আবূ য়ূসুফ য়া'কূ'ব ইব্ন আব্দি'ল-হ'াক্'ক' (৬৫৬-৬৮৫/১২৫৮-১২৮৬) উহা নির্মাণ করেন। ইহাকে আল-হ'ালফাইয়ীন (الحلفائيين)-ও বলা হইত; [see the edition by Levi-Provencal in Hesperis, v. 1925, p. 34 (Arabic) p. 44 (French)]। অন্যান্য মারীনী নৃপতিগণও ফাস, তিলিমসান এবং অন্যান্য নগরীতে মাদ্রাসাঃ প্রতিষ্ঠা করেন (তু. Bel, Inscriptions de Fes, in JA, ser 11, X., 1917; xii, 1918; G. Marcais,

Manuel d'Art Musulman, ii., 1927, p. 465 প.)।

ইব্‌ন সা'ঈদ বলেন, স্পেন দেশে (৭ম/১৩ শ শতকে) কোন মাদ্‌রাসাঃ ছিল না ; মস্‌জিদেই শিক্ষাদান করা হইত (আল-মাক্‌'ক'ারী, ed. Dozy, ১খ, ১৩৬)। পরবর্তী শতকে ৭৫০/১৩৪৯ সনে নাস্‌'রী বংশীয় য়ুসুফ আবু'ল-হ'াজ্জাজ গ্রানাডা নগরীতে একটি প্রকাণ্ড মাদ্‌রাসাঃ স্থাপন করেন (Almagro Cardenas, in Boletin de la Real Acad. de la Hist., xxvii. 490 ; Marcais, op. cit. p. 516 প. ।

ইব্‌ন খাল্‌দূন (৮০৮/১৪০৬) স্বীকার করেন, তিউনিস এবং "মাগ্‌'রিব" অঞ্চলে মাদ্‌রাসাঃ বিস্তার লাভ করে ; কিন্তু দুঃখের সহিত বলেন শিক্ষার মান নিম্নগামী। আন্দালুসে মুসলিম কৃষ্টি বিনষ্ট হইতেছিল ; মুওয়াহ্‌হিদূন এবং ক'ায়রাওয়ানের পতনের পর মাগ্‌'রিবে শিক্ষার মান নিম্নস্তরে পতিত হয়। ইরাকের পুরাতন বিদ্যালয়গুলির গুরুত্ব যখন আর রহিল না তখন কায়রো শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হইল এবং বিদ্যার্থীরা সেইদিকে ধাবিত হইল। পারস্যেও তখন জ্ঞান চর্চার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল (মুক'াদ্দিমাঃ, ফাস্‌'ল ৬, নং ২)। অনতিকাল মধ্যে শিক্ষার প্রতি উৎসাহের অভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। তৎকালে চটিত জ্ঞানে জীবনী শক্তির অভাব ঘটে এবং রাজনৈতিক অবস্থার চাপে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাণ্ডিত্যের উৎসাহে ভাটা পড়ে। ১৫১৭ খৃস্টাব্দে Leo Africanus বলেন যে, কায়রোর বক্তৃতা প্রকোষ্ঠগুলি বৃহৎ ও মনোরম ছিল ; কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল অল্প। কেহ কেহ তখনও ফিক'হ্‌ অধ্যয়ন করিত ; কিন্তু কলাবিদ্যা চর্চা করিবার লোক অতি অল্পই ছিল (Descr de l'Afr, iii. 372, in Rec. de Voy et Doc., ed. Schefer, Paris 1896—1898)।

৫। মাদ্‌রাসাঃ এবং মসজিদ : পূর্বেই বলা হইয়াছে, নীতিগতভাবে মাদ্‌রাসাঃ এবং মসজিদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। মাদ্‌রাসাঃ প্রবর্তনের পরেও পূর্ণাংগ মসজিদগুলি পূর্ববৎ বিদ্যালয় হিসাবেই চলিত। অষ্টম শতকে ইব্‌ন বাত্‌'তূ'তা'ঃ যখন দেশ সফর করেন এবং যখন মাদ্‌রাসাঃ সর্বাধিক সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল তখনও দুই প্রসিদ্ধ মসজিদে তথা শীরাযের জামি'তে এবং বাগদাদের জামি' মান্‌সূ'র-এ হ'াদীছ' সম্বন্ধে বক্তৃতা শ্রবণ করেন (২খ, ৮৩, ১১০)। ইব্‌ন জুবায়র-এর বর্ণনায় দেখা যায়, দামিশ্‌কে উমায়্যাদের তৈরী মস্‌জিদে ৫৮০/১১৮৪ সালে কতকগুলি প্রকোষ্ঠ শাফি'ঈ এবং মালিকী ছাত্রগণের ব্যবহারে ছিল এবং তাহারা প্রচুর বৃত্তিও (ইজ্‌রা', মা'লূম) পাইত (রিহ্‌'লাঃ, পৃ. ২৭২)। আল-মাক্‌'রীযীর সমকালে মিসরে (নবম শতকে) 'আম্‌র-এর মস্‌জিদে আটটি প্রকোষ্ঠে ফিক্‌'হ চর্চা চলিত (মাক্‌'রীযী, ৪খ, ২০, ২১)। সপ্তম শতকে এবং পরে, ৭০২-এর ভূমিকম্পের পর, আল-আয্‌হার মস্‌জিদে অধ্যাপনার জন্য বহু প্রকোষ্ঠ নির্মিত এবং বেতনধারী শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিল (ঐ পৃ. ৫২); হ'াকিমের মস্‌জিদেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল (ঐ, পৃ. ৫৭)।

মস্‌জিদের কোন কামরা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পৃথক করা হইলে উহাকে সচরাচর মাদ্‌রাসাঃ নামে অভিহিত করা হইত। যেমন দামিশ্‌কের ছয়টি মাদ্‌রাসাঃ উমায়্যাদের মস্‌জিদে অবস্থিত ছিল (JA, ser. 9, iii, 410, 432 ; iv. 262, 270, 481 ; others : vii, 230)। প্রায়শ বড় বড় মস্‌জিদের পার্শ্বেও মাদ্‌রাসাঃ প্রতিষ্ঠিত হইত এবং কার্যত এগুলি মস্‌জিদের মালিকানাধীন থাকিত। মক্কায় এই ব্যবস্থা ছিল (Chron. Mekka, ii. 104 প. ; তু. ইব্‌ন বাত্‌'তূ'তা'ঃ, ১খ, ৩২৪)।

যদিও মদ্‌রাসাঃ বলিতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বুঝায় তথাপি সাধারণ মস্‌জিদ এবং মাদ্‌রাসার মধ্যে পার্থক্য সামান্যই ছিল। নায়সাবুরে, নিজ'ামিয়্যার নির্মাণ কার্য শেষ হইবার অব্যবহিত পর হইতে সেখানে স'ালাত পড়া হয় (Wustenfeld, Schafi'i, iii. ২৮৫) ; বাগ্‌দাদের নিজ'ামিয়্যাতে একটি মিম্বার ছিল (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ২১৯)। মিসরেও বড় বড় মাদ্‌রাসাগুলিতে সাধারণত মিম্বার ছিল।

মাদ্‌রাসাগুলিকে স্বাভাবিক কারণেই মস্‌জিদ নামেও আখ্যায়িত (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ৪৮) করা উচিত। অষ্টম শতকে ইব্‌নু'ল-হ'াজ্জ মস্‌জিদ এবং মাদ্‌রাসার মধ্যে পার্থক্য দেখাইয়া মস্‌জিদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন (মাদ্‌খাল, ২ খ, ৩, ৪৮)। এইরূপ পার্থক্য করণ বাস্তবে কৃত্রিম ; অনুরূপভাবে মাদ্‌রাসাঃ এবং জামি'র মধ্যে পার্থক্য করাও অবাস্তব। মাদ্‌রাসাঃ নামটি প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্দেশ্য এবং উহার ভবনের আকৃতির ভিত্তিতে স্থির হইত। যে প্রতিষ্ঠানে শুক্রবার জুমু'আর স'ালাত হইত উহাকে জামি' নামে অভিহিত করা হইত।

সমাধি সৌধের সংগে মসজিদের যে সম্পর্ক তাহা মাদরাসার সংগেও ঘটিত। দামিশ্‌কে নূরু'দ-দীনের মাদ্‌রাসার ভিতরে স্থাপয়িতার সমাধি রচনা করা হইয়াছিল (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ২৮৪, প.)। মাম্‌লূক সুল্‌ত'ানদের আমলে মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতাকে উহার অভ্যন্তরে একটি কু'ব্‌বার মধ্যে দাফন করা নিয়মিত প্রথায় পরিণত হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণভাবে মাদ্‌রাসাঃ সম্পর্কীয় তথ্যের জন্য আরও দ্র. F. Wustenfeld, Die Akademien der Araber und ihre Lehrer, Gottingen 1837 ; Kremer, Culturgeschichte, 1877 ii, 479 প. ; Haneberg, Abhandlung uber das Schul und Lehrwesen der Mohammedaner im Mittelalter, 1850 ; v. Berchem, Corpus Inscr. Arab., i. 252-269 ; G. Gabrieli, Manuale di Bibliografia Musulmana, i. 1916, p. 109 প ; Johs. Pedersen, in Islamic Culture, iii., 1929., p. 525—37 ; A Talas, La Madrasa Nizamiyya et son histoire, Paris 1939।

৬। খান্‌ক'াহ : নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণকে সচরাচর স্থায়ীভাবে মস্‌জিদে তথা ইহার মিনারে, ছাদের কোন স্থানে, সংলগ্ন কোন দালানে অথবা মস্‌জিদের কক্ষে বাসরত দেখা যাইত। যে কক্ষে অধ্যয়ন কিংবা ধ্যান করা হইত তাহাকে যাবি'য়াঃ (زاوية) (শাব্দিক অর্থে কোণ) বলা হয় (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ২৪০, ২৪৫, ২৬৬ ; মাক্‌'রীযী, ৪ খ, ২০ ; Dozy, Supplement দ্র.)। প্রাচীন ধর্মীয় রীতি অনুসারে সাধু ব্যক্তিরা মঠে বাস করার রীতি বহাল রাখিয়াছিলেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ খান্‌ক'াহ্‌-এর উৎপত্তির সহিত স'াহ'াবীদের যুগের সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন (মাক্‌'রীযী, ৪ খ, ২৭২ প.)। চতুর্থ শতকে সূ'ফী ও সাধকগণের, বিশেষত কিরামিয়্যাঃ (তু. Mez, Renaissance, p. 273) সাধকগণের অনেকগুলি খান্‌ক'াহ (خانقاه, ব. خوانق বা خوانق) ছিল ; ফারগ'ানাঃ, মার্‌ও (مرو), আর-রায', সামারকান্দ, জুরজান এবং ত'াবারিস্তান ইত্যাদি স্থানে (BGA, iii. 323, 365) এই সকল খান্‌ক'াহ অবস্থিত ছিল। জেরুযালেম এবং মিসরেও কার্‌রামিয়্যাঃ বা কিয্‌রামিয়্যাঃ সাধকগণের খান্‌ক'াহ ছিল যেখানে তাঁহারা যি'ক্‌রের অনুষ্ঠান করিতেন (ঐ, পৃ. ১৭৯, ১৮২, ২০২)।

List>

খানক'াহ শব্দের অপর একটি প্রতিশব্দ রিবাত' দ্র. (رباط এ. ব., ربط ব. ব.)। যাহারা সীমান্ত রক্ষার জন্য জিহাদে ব্রতী থাকিত তাহাদের ছাউনীকে প্রকৃত অর্থে রিবাত' বলা হইত। সূ'ফীগণ তাঁহাদের খানক'াহকেও রিবাত' বলিতেন ; কারণ তাঁহারাও আধ্যাত্মিক জিহাদ করিতেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ২৯২)। ইব্ন মারযূক' প্রাচ্য ধরনের যে দুইটি রিবাত'-এর কথা বলিয়াছেন (ربط) ; সাফী এবং স'ালা নামক দুইটি স্থানের রিবাত' ঃ (Hesporis, ৫খ, ৩৬, ৭১) ছিল ; কিন্তু তিনি এ দ্বারা সূ'ফীদের না গাযীদের রিবাত' বুঝাইয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। চতুর্থ শতকে মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে সম্ভবত সামরিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রুবুতে'র উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায় (BGA, iii. 303, 354, 415), কিন্তু পশ্চিম অঞ্চলে রিবাত' সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তার লাভ করে (দ্র. রিবাত')। খানক'াহ এবং রিবাত'-এর মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য কখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই ; অষ্টম শতকের গোড়ার দিকেও রিবাত' শব্দ সেনানিবাস অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (মাক্'রীযী, ৪খ, ২৭৬)। ইব্ন বাত্'তূ'ত'াঃ দেখাইয়াছেন যে, খানক'াহ শব্দটি পশ্চিম অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় নাই ; বরং সেখানে পুরাতন 'আরবী শব্দ, যাবি'য়াঃ প্রচলিত ছিল (ইব্ন বাত্'তূ'ত'াঃ, ১খ, ৭১) ; ইব্ন মারযূক'-এর লেখায় খানক'াহ ব্যবহৃত হইয়াছে (Hesperis, ৫খ, ৩৫ প.)। কিন্তু সাধারণত এই তিনটি শব্দের (زاوية - خانقاه - رباط) প্রয়োগে কোনরূপ সুনির্দিষ্ট পার্থক্য দেখা যায় না। রাওদ'াতু'ল-কি'রত'াস-এ বোধ হয় খানক'াহ অর্থে স'াওমা'আঃ (صومعة) শব্দটিরও ব্যবহার করা হইয়াছে (ঐ. ed. Tornberg. পৃ. ১৮, ১৪৩) ; সূ'ফীদের খানক'াহ বুঝাইতে এই তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং এই সকল খানক'াহে মেহমানদিগকেও আশ্রয় দান করা হইত। এইগুলি সাধক পরিচালিত মেহমানখানাহ (অতিথিশালা) বলিয়া কথিত হইত।

ইব্ন বাত্'তূ'ত'াঃ ইরাক এবং পারস্যের বহু সংখ্যক খানক'াহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়াসিত'-এর অনতিদূরে আর-রিফা'ঈর সমাধির পার্শ্বে একটি রিবাত' ছিল, তিনি উহাকে "রিওয়াক্'" বলিয়াছেন ; সেখানে হাজার হাজার গরীব মানুষ অর্থাৎ সূ'ফী বাস করিতেন (২খ, ৪) ; বিশেষত আস-সুর-এ তিনি বহু খানক'াহ দেখিয়াছিলেন ; সুল্ত'ান সেখানে ৪৬০টি যাওয়ায়া (زوايا) অর্থাৎ খানক'াহ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং মাদারিস ও যাওয়ায়ার জন্য তাঁহার রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় করিতেন (২খ, ৩১)।

ইব্ন জুবায়র সিসিলিয়ার বহু বধিক্ খানক'াহের অস্তিত্বের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, উহাদের বেশ কতকগুলি প্রায় প্রাসাদতুল্য ছিল ; উহাদের সম্বন্ধে "খানক'াহ" এবং "রিবাত'" এই দুই আখ্যা অভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় (পৃ. ২৪৩, ২৭৯, ২৮৪) ; ইব্ন বাত্'তূ'তার মত ইব্ন জুবায়রও খানক'াহ শব্দটিকে অদ্ভুত শব্দ বলিয়া মনে করিতেন (পৃ. ২৮৪)। তবে আন্-নু'আয়মী শব্দ তিনটির অর্থের পার্থক্য সম্বন্ধে সজাগ ; তিনি উনত্রিশটি খানক'াহ, তেইশটি রিবাত' এবং ছাব্বিশটি যাবি'য়ার উল্লেখ করেন। তাঁহার উল্লিখিত সর্বপ্রাচীন খানক'াহটি (দুওয়ায়রাঃ) একজন বিধান ব্যক্তি (মৃ. ৪০১)-এর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় (Sauvaire, in JA, ser. 9. V. 269, 377, 387, প.)।

মিসরের ব্যাপারেও অনুরূপ। ৫৬৯ হিজরীতে স'ালাহ'দ-দীন কায়রোতে সর্বপ্রথম খানক'াহ নির্মাণ করেন (আস'-স'ালাহি'য়্যাঃ মূলত ইহাকে دار سعيد السعداء বলা হইত ঃ মাক্'রীযী, ৪খ, ২৭৩), পরবর্তী খানক'াহটি প্রতিষ্ঠিত হয় বায়বার্স আল-বান্দুক'দারী কর্তৃক সপ্তম শতকে ; তিনি সিরিয়াতেও বহু খানক'াহ স্থাপন করেন (ঐ, পৃ. ২৮২, ২৯৮)। মাক্'রীযী বাইশটি (ইব্ন দুক্'মাক' কেবল একটি) খানক'াহের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা মতে ষষ্ঠ শতকে একটি, সপ্তমে একটি, অষ্টমে আঠারটি এবং নবম শতকে একটি খানক'াহ নির্মিত হয়। মাক্'রীযীর বর্ণনায় রুবুত' ছিল বারটি (ইব্ন দুক্'মাক' ৮) ; সপ্তম শতকে নয়টি, অষ্টমে একটি ; অধিকন্তু আল-ক'ারাফাঃতে ছিল ৫টি। যাবি'য়াঃ ছিল ২৬টি (ইব্ন দু'ক্'মাক' ৯) ; এইগুলি প্রধানত শহরের বাহিরে অবস্থিত ছিল, আকারে ছিল ক্ষুদ্র, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল এক একটি বাড়ী যাহা পরবর্তীতে এক একজন সাধকের সমাধিতে পরিণত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে প্রাচীনতম যাবি'য়াঃটি ষষ্ঠ শতকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স'ালাহ'দ-দীন জেরুযালেমেও একটি খানক'াহ স্থাপন করেন (v. Berchom Corpus, ii, 1, পৃ. ৮৭ প.)। জেরুযালেমের রিবাত'গুলি বিশেষত তীর্থযাত্রীদের আবাসরূপে ব্যবহারের জন্য স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় (ঐ, পৃ. ১৯৭ প., দ্র. Sauvaire, Jerus ot Hebron, index)। মক্কায় পঞ্চাশটি রিবাতে'র কথা উল্লেখ আছে, প্রাচীনতমটি চারি শতকের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত (Chron, Mekka, ii. 108—115)। তীর্থক্ষেত্রসমূহে অবস্থিত খানক'াহগুলি সাধকদের আবাসস্থলরূপে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, অন্যান্য স্থানে খানক'াহ্-এ অভ্যাগত ব্যক্তিরাও বাস করিতে পারিত। সফরকালে ইব্ন বাত্'তূ'ত'াঃ সাধারণত বিভিন্ন খানক'াহ্তে (তাঁহার বর্ণনায় যাবি'য়াতে) বাস করিতেন। কখনও তিনি মেহমানখানারূপে সাধারণত ব্যবহৃত মাদ্রাসায়ও স্থান লাভ করিতেন (তু. Quatremere, Hist. Sult. Maml., 11/ii. 35, Note)। কোন কোন প্রতিষ্ঠান একক মহিলা সাধকের আস্তানা ছিল (মাক্'রীযী, ৪খ, ২৯৩ প.)।

খানক'াহগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সূ'ফীগণের বসতের এবং সাধনার জন্য স্থানের ব্যবস্থা করা। ৭০৬ সনে বায়বার্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খানক'াহতে চারি শত (মাক্'রীযী, ৪খ, ২৭৬) এবং সিরয়াকূ'স খানক'াহতে এক শত (ঐ, পৃ. ২৮৫) সূ'ফীর বসবাসের ব্যবস্থা ছিল, তাঁহারা সেখানে থাকা-খাওয়া এবং পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য অর্থ সাহায্যও লাভ করিতেন। খানক'াহ্-গুলির সঙ্গে প্রায়ই হ'াম্মাম থাকিত। ঘরবাড়ীগুলি যি'ক্র এবং স'ালাতের উপযোগী করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। রিবাত'কে মস্জিদও বলা যায় (মাক্'রীযী, ৪খ, ২৯৪ ; দ্র. খানক'াহ ও মস্জিদ, পৃ. ২৮২)। বস্তুত স'ালাহ'দ-দীন কর্তৃক নির্মিত খানক'াহ্তে হি. ৭৮০ সালে একটি মিনার (مئذنة) যোগ করিয়া দেওয়া হয়। খানক'াহে নিযুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে হয়ত একজন ইমামও থাকিতেন (ঐ, পৃ. ২৮৭)। কোন কোন বড় মসজিদের সঙ্গে খানক'াহও তৈরী হইত, যেমন আযহার মসজিদের পার্শ্বেই আক্'বুগ'া খানক'াহ রহিয়াছে (ঐ, পৃ. ২৯২ ; দ্র. পৃ. ২৮৯ ; কূ'সূন) অথবা খানক'াহের প্রতিষ্ঠাতা উহার পার্শ্বেই জুমু'আর জন্য মসজিদ নির্মাণ করিতেন (সিরয়াকূ'স ; ঐ, পৃ. ২৮৫)। পরবর্তীকালে খানক'াহগুলিতে জুমু'আর এবং 'ঈদের (ঐ, ২৯৭ পৃ.) খুত্'বাঃ দানের জন্য মিম্বার নির্মিত হয়। আল-মুআয়্যাদ সিংহাসনে

List>

আরোহণ করিবার পূর্বে যে বাড়ীটির নির্মাণ কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাকে তিনি মসজিদ জামি' এবং খানক'াহ-এ রূপান্তরিত করেন (ঐ, পৃ. ২৩৪)। বায়বার্স আল-বুনদুক'দারীকে স্বীয় খানক'াহতেই দাফন করা হয়। সাধারণ রীতি অনুযায়ী খানক'াহের মধ্যে উহার প্রতিষ্ঠাতা কিংবা সেখানে বসবাসকারী সেই সাধকের কবর থাকিত।

খানক'াহ এবং মাদ্রাসার ক্রমোন্নতি একইভাবে হয়, কারণ ইসলামে বিদ্যার্জন ও ধর্মীয় সাধনা ছিল অবিচ্ছেদ্য। খানক'াহ-গুলিতেই বিদ্যানুশীলন প্রচলিত ছিল। 'আবদু'ল-লাত'ীফ (মৃ. ৬২৯/১২৩১) বাগ্দাদের একটি রিবাতে' উস্'ল ও হ'াদীছ' ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন (ইব্ন আবী উস'ায়বি'আঃ, ২খ, ২০৩); এই স্থানে একটি রিবাতু'ল-খাতু'নী"-র উল্লেখ আছে; তাহার মধ্যে একটি গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (ইব্নু'ল-কি'ফ্ত'ী, ed. Lippert, পৃ. ২৬৯)। গ্রন্থাগার আছে এমন আরো অনেক খান্ক'াহ্র উল্লেখ পাওয়া যায় (যাকু'ত, য়াকূ'ত, ৪খ, ৫০৯)। ৭৫৬ সনে প্রতিষ্ঠিত খানক'াহ দায়মূ-তে ব্যাপকভাবে বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল; আলোচনার বিষয় ছিল চারি মায্'হাব অনুযায়ী ফিক্'হ, হ'াদীছ' এবং তাজ্'ব'ীদ বা কি'রা'আত (মাক্'রীযী, ৪খ, ২৮৩)। অষ্টম শতকে রিবাতু'ল-আছ'ারে-এ শাফি'ঈ ফিক্'হশাস্ত্রে পাঠদান করা হইত (ঐ, পৃ. ২৯৬); হ'ানাফী মাদ্রাসাঃ আল-জামালিয়্যাঃতে (৭৩০) একটি খানক'াহ ছিল (ঐ, পৃ. ২৩৮); এই দুই প্রতিষ্ঠান একজন পরিচালকের অধীনে ছিল।

অষ্টম ও নবম শতকে সচরাচর রীতি ছিল এই দুই প্রকারের প্রতিষ্ঠানের সংযোগ। এই সংযোগের দৃষ্টান্ত: ৭৫৭ সনে কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত নিজ'ামিয়্যাঃ (v. Berchem, Corpus, 1. 242 প.), বার্সবাই-এর সমাধি সৌধ, ৮৩৫ (ঐ, পৃ. ৩৬৫ প.; ইব্ন ইয়াস ২খ, ২৯, ২২, ৪১), আল-মালিকু'ল-আশরাফ ঈনাল-এর সমাধি-সৌধ, (৮৫৫-৮৬০) (ঐ, নং ২৭১ প.) এবং ক'াইত বায়-র সমাধি সৌধ (৮৭৯) (ঐ, পৃ. ৪৩১ প.)। পূর্বাঞ্চলেও ইব্ন বাত্'তু'ত'াঃ খান্ক'াহ ও মাদ্রাসার অভিন্ন সম্পর্ক দেখিতে পান। উহার উদাহরণ: শীরাযে এবং কারবালায় পরিদৃষ্ট (২খ, ৭৮ প., ৮৮, ৯৯) হয়, এইজন্যই তিনি বলিয়াছেন, পারস্যবাসিগণ যাবি'য়াঃকে মাদ্রাসাঃ বলিয়া থাকে (১খ, ৩০, ৩২)। পশ্চিমাঞ্চলে তিনি তাঁহার দেশের সুলত'ানের প্রশংসায় এইজন্য পঞ্চমুখ যে, তিনি ফাস নগরে একটি অতি চমৎকার যাবি'য়াঃ নির্মাণ করিয়াছেন (১খ, ৮৪); এখানেও বিদ্যাচর্চা এবং সূ'ফী তত্ত্বের সাধনা এক সঙ্গে চলিত (Dozy-র গ্রন্থে উদ্ধৃতি দ্র. Supplement, দ্র. zawiya)। উত্তর আফ্রিকায় যাবি'য়াঃ অদ্যাবধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (দ্র. যাবি'য়াঃ, Monastery সম্বন্ধে তু. v. Berchem, Corpus I, 163 প., 174 প; A. Mez, Die Renaissance des Islams, 1922, Index, দ্র. Kloster)।

৭। পাঠ্য বিষয় শিক্ষাদান পদ্ধতি: পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রাথমিক যুগে মাদ্রাসাতে অধীত বিষয়সমূহের মধ্যে কু'রআন ও হ'াদীছ'ই ছিল প্রধান, 'আরবী ভাষাও উহাদের সহিত যুক্ত হয়। ফিক্'হ ও কালামের বিকাশের সহিত এই দুইটি বিষয়ও মস্জিদে পড়ান হইত। বস্রায় আল-মান্সূ'রের মসজিদে আল-আশ্'আরী আল-জুব্বাঈর নিকট মু'তাযিলী "কালাম"-এর বিশ্লেষণ শুনিতেন (Wustenfeld, শাফি'ঈ, পৃ. ১৩১); আলোচনা ও সূক্ষ্ম বিচার (المذاكرة و النظر)-এর রীতি-পদ্ধতি ইত্যাকার জ্ঞানচর্চার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল (তু. য়াকূ'ত, উদাবা'), অন্যান্য বহু বিষয়েও সেখানে শিক্ষাদান চলিত। আল-খাত'ীব আল-বাগ্'দাদী বাগদাদে মানসূ'রের জামি'-তে বাগ্দাদের ইতিকথা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন (য়াকূ'ত, উদাবা', ১খ, ২৪৬ প.)। মস্জিদে দর্শনশাস্ত্র পড়ান হইত না। প্রধানত ফিক্'হ শিক্ষা দানের নিমিত্ত মাদ্রাসাঃ প্রতিষ্ঠা করা হইত। মূলত প্রত্যেকটি মাদ্-রাসাঃ কোন এক বিশেষ মায্'হাবের প্রতিনিধিত্ব করিত। কোন মাদ্-রাসায় চারিটি মায্'হাবের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকিলে সেই মাদ-রাসাটি চারিটি মাদরাসার সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান গণ্য করা হইত, যথাঃ আল-মাদারিসু'স'-স'ালিহি'য়্যাঃ (মাক্'রীযী, ৪খ, ২০৯, ২৮২)।

সাধারণ মাদরাসাগুলিতে কেবল ফিক্'হ ছাড়াও অন্যান্য বিষয় পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত ছিল। নাহ্'ও (نحو) অর্থাৎ 'আরবী ব্যাকরণ প্রকরণভাগ উহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত (আস'-স'ালিহি'য়্যাঃ, মাক্'রীযী, ৪খ, ২০৫)। বাগদাদের নিজ'ামিয়্যাঃ এবং পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য মাদরাসাতে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা চলিত (য়াকূ'ত, উদাবা', ৫খ, ৪২৩ প, ৬খ, ৪০৯)। নিজ'ামু'ল-মুল্কের পূর্বে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দারু'ল-হ'াদীছ' স্থাপন রীতি তাঁহার পরেও চালু ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কায়রো এবং দামিশ্কের নাম উল্লেখ করা যায়। ৬০৪/১২০৭ সনে আল-মালিকু'ল-মু'আজ'জ'াম "স'াখরাঃ" পার্শ্বে মাদরাসাঃ নাহ্'বি'য়্যাঃ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে কেবলমাত্র 'আরবী ভাষাতত্ত্বের চর্চা চলিত (Sauvaire, Hist. Jer. et Hebr., p. 86, 140)। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জন্য পৃথক মাদ্রাসারও অভাব ছিল না (তু. সুবকী, মু'ঈদ, ed. Myhrmann, পৃ. ১৫৩)। সুবকী হ'াদীছ' অধ্যয়নের মাদরাসাঃ ব্যতীত মাদারিসু'ত-তাফ্সীর এবং মাদারিসু'ন-নাহ'ও-এর উল্লেখ করিয়াছেন।

ইব্ন খালদূন তাঁহার "মুক'াদ্দিমা"-য় (ফাস্'ল ৬, নং ৪ প্.) উল্লেখ করেন যে, ইসলামী পাঠ্য বিষয়গুলি উলূমু'ত'-ত'াবী'ঈয়্যাঃ (علوم الطبيعة) এবং 'উলূমু'ন-নাক্'লিয়্যাঃ (علوم النقلية) এই দুই ভাগে বিভক্ত হইত। প্রথমোক্ত পর্যায়ের জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং উহাকে ফালসাফিয়্যাঃ বা 'আক্'লিয়্যাঃও বলা হয়; দ্বিতীয় বিভাগের জ্ঞানের উৎস ঐশী বাণী; সুতরাং ঐশী প্রত্যাদেশের অকৃত্রিম নাক্'ল (نقل) অর্থাৎ বর্ণনা এবং তাহা হইতে বিধান অন্বেষণের উপর এই বিভাগের জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত। 'উলূমু'ন-নাক'লিয়্যাঃ বলিতে বুঝান হয়, প্রথমত কু'রআনকে ইহার আনু-ষংগিক তাফ্সীর এবং তাজ্'ব'ীদসহ; দ্বিতীয়ত হ'াদীছ' এবং ইহার আনুষংগিক উস্'ল-হ'াদীছ'কে; তৃতীয়ত ফিক্'হ যাহা প্রথমোক্ত দুইটি হইতে উদ্ভূত এবং যাহা ইজতিহাদ (দ্র.) ও কি'য়াস (দ্র.)-এর সাহায্যে সম্প্রসারিত, ফারা'ইদ' (فرائض) ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার আনুষংগিক হইল উস্'লু'ল-ফিক্'হ অর্থাৎ আইনগত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে মূলনীতি ও পদ্ধতি। "আল-কালাম" এক হিসাবে 'উলূমু'ন-নাক'লিয়্যাঃর অন্তর্গত, কারণ ইহার সহিত "মানকূ'ল"-এর সম্পর্ক যথেষ্ট। অন্যপক্ষে ইহার উদ্ভাবন এবং বিশ্লেষণের সহিত 'আক্'ল অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রসূত যুক্তি প্রয়োগের সম্পর্ক বিদ্যমান, এই হিসাবে কালাম 'উলূম 'আক্'লিয়্যার শামিল। আত্-তাস'াওউফ গূঢ় ধর্মতত্ত্ব ও ইহার ব্যবহারিক রূপের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

ভাষাতত্ত্ব কু'রআন ও হ'াদীছে'র সহিত সম্পর্কিত এবং উহা চারিভাগে বিভক্ত: আন-নাহ্'ও, আল-লুগ'াঃ, আল-বায়ান এবং আল-আদবা। অন্যপক্ষে "আদাব" ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, 'আরবী সাহিত্য সাকুল্যে আদাবের অন্তর্গত।

'উলূম 'আক্'লিয়্যাকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, সচরাচর উহার সাতটি প্রধান বিভাগ, যথা : "আল-মানৃতি'ক'" অর্থাৎ যুক্তি-বিদ্যা, ইহা ওতপ্রোতভাবে অন্যান্য বিদ্যার সহিত জড়িত; "আল আরিছ'মাত'ীক'ী" বা অংকশাস্ত্র, "হি'সাব" প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত; "আল-হান্দাসাঃ" অর্থাৎ জ্যামিতি, "আল-হায়আঃ" বা জ্যোতি-বিদ্যা, "আল-মূসীক'ী" বা সঙ্গীতবিদ্যা, স্বরবিদ্যা এবং উহার সংখ্যানুগ সংজ্ঞা প্রভৃতি (দ্র. ১৩ নং)। এই সমুদয়ের পরবর্তী পর্যায়ে আসে 'ইল্মু'ত'-ত'াবী'ইয়্যাত' অর্থাৎ বস্তুসমূহের গতি ও স্থিতিবিদ্যা; এই শাখায় জ্যোতিষ্ক, মানব, ইতর প্রাণী, উদ্ভিদ, খনিজ পদার্থ ইত্যাদির গতি ও স্থিতি আলোচিত হয়। এই বিদ্যার উপ-বিভাগগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় 'আত'-তি'ব্ব' বা ভেষজ-বিদ্যা এবং "আল-ফালাহাঃ" বা কৃষিবিদ্যা (নং ১৮-২০; তু. নং ২১)। সপ্তম পর্যায়ের প্রধান শিরোনাম 'ইল্মুল-ইলাহিয়্যাত' বা অধিবিদ্যা। তা'বী'য' এবং সংখ্যার নিগূঢ় গুণ প্রভৃতিও মুসলিমদের শিক্ষণীয় বিষয় তালিকার মধ্যে স্থান পায় (২২ নং এবং প.।)

ভেষজবিদ্যা কেবল বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়েই নহে, বরং মস্জিদে এবং মাদ্রাসায়ও শিক্ষাদান করা হইত। ৬০০ হিজরীতে 'আব্দু'ল-লাত'ীফ আয্হার মস্জিদে অধ্যাপনা করিতেন, কিন্তু তিনি সেখানে "তি'ব্ব" শিক্ষা দিতেন কিনা তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় না (ইব্ন আবী উস'ায়বি'আঃ, ২খ, ২০৭)। তবে দর্শনশাস্ত্রাদি মস্জিদের বাহিরে চর্চা করা হইত।

অন্য একটি পদ্ধতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত; 'ইলমু'ল-মাক'াসি'দ' এবং 'ইলমু'ল-আলাত অথবা ওয়া-সাইল।' 'প্রথমোক্ত বিভাগের অন্তর্গত ছিল কালাম, আল-আখ্-লাকু'দ-দীনিয়্যাঃ (অর্থাৎ নীতিশাস্ত্র, বাস্তবপক্ষে তাস'াওউফের ন্যায়), ফিক'হ, উস্'লু'ল-ফিক'হ, কু'রআন (তাজব'ীদ এবং তাফসীর), এবং হ'াদীছ'। দ্বিতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল ভাষা-বিজ্ঞান (স'ারফ, মা'আনী, বায়ান, বাদী', তদুপরি 'আরূদ' ও ক'াফিয়াঃ" অর্থাৎ ছন্দপ্রকরণ), মানতি'ক' অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা, আলোচনা ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগের রীতি পদ্ধতি (আদাবু'ল-বাহ্'ছ' সহ; খুব সম্ভব পূর্বে ইহাকেই মুম'াকারাঃ ও নাজ'র বলা হইত); অংকশাস্ত্র (হি'সাব এবং জাবর) এবং মুস'ত'লাহ'ল-হ'াদীছ' (তু. মুস'ত'াফা বায়রাম, রিসালাঃ, কায়রো ১৯০২ খৃ., পৃ. ২০; Snouck Hurgronje, Mekka, ii. 200)।

বক্তৃতা ছিল শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং মুখস্থকরণ ছিল শিক্ষণ রীতি (তালক'ীন)। ছাত্রদের প্রথম কর্তব্য ছিল কু'রআন মুখস্থ করা এবং তৎপর যত সম্ভব হ'াদীছ' আয়ত্ত করা। বক্তৃতা দানের সহিত শ্রুতলিপি (ইম্লা') শিক্ষাদান পদ্ধতি শামিল ছিল, কু'রআন শারীফ ব্যতীত অন্য যাহা শিক্ষকগণ বলিতেন, ছাত্রগণ তাহা লিপিবদ্ধ করিত (অনুমোদিত : বুখারী, 'ইলম, বাব ৩৪, ৩৬)। হ'াদীছ' ও তাফসীরের বেলায় যেমন ভাষা বিজ্ঞান কিংবা বিজ্ঞান কিংবা সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়াদির শিক্ষাদানেও একইরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হইত। ভাষাতাত্ত্বিকগণ শ্রুতলিপির মাধ্যমে কেবলমাত্র ব্যাকরণ গ্রন্থই লিখাইয়া দিতেন না; যেমন ইব্ন দুরায়দ (Wustenfeld, শাফি'ঈ, পৃ. ১২৭) বা মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদু'ল-ওয়াহি'দ (মৃ. ৩৪৫/৯৫৭) নিজের স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ভাষাজ্ঞান বিষয়ে ৩০,০০০ পত্র (folio) লিখাইয়া দিয়াছিলেন (য়াকূ'ত, উদাবা', ৭খ, ২৬), বরং ভাষাতত্ত্বের শিক্ষকগণ কবিদের মূল কবিতাও লিখাইতেন, যেমন আত্'-ত'াবারী ২৫৬/৮৭০ সনে কবি আত'-তি'রি-ম্মাহ সম্পর্কে 'আমর-এর মস্জিদে বক্তৃতা দানকালে কবির মূল কবিতাও লিপিবদ্ধ করাইতেন (ঐ. ৬খ, ৪৩২)। হ'াদীছে'র শ্রুতলিপি দান এবং গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইত, কারণ হ'াদীছে'র বিশুদ্ধ পাঠ স্থির করা ছিল সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। বিশুদ্ধ পাঠের নিশ্চয়তা দান করার ক্ষেত্রে সর্বদাই বলা হয় যে, তিনি (অর্থাৎ মুহ'াদ্দিছ') শ্রুতলিপির মাধ্যমে হ'াদীছ' লিপিবদ্ধ করাইতেন (হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ২খ, ১৩৯; য়াকূ'ত, উদাবা', ১খ, ২৪৩)। শিক্ষাদান পদ্ধতিরূপে শ্রুতলিপি লিখনে এতাদৃশ গুরুত্বের কারণে শ্রেণী-কে "মাজ্লিসু'ল-ইম্লা'" (ঐ, ২খ, ২৪৩; ৭খ, ৭৪) বলা হইত এবং ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষক যাহাকে সহকারীরূপে গ্রহণ করিতেন তাহার আখ্যা হইল "আল-মুস্তাম্লী" (ঐ, ৬খ, ২৮২; ৭খ, ৭৪)। ফিক্'হের বিধানও একই ধরনে শ্রুতলিপি মাধ্যমে লিখাইয়া দেওয়া হইত (অনুরূপভাবে আবু য়ূসুফ, ইব্ন কু'ত্'লূবুগ'া, ed. Flugel, ২৪৯ নং)।

পাঠ দান (درس) আরম্ভের পূর্বে ক'ারী কর্তৃক কু'র্আন আবৃত্তি, শিক্ষক কর্তৃক আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা, নবী (স')-এর প্রতি "স'লাত" ও "সালাম" ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা হইত (মাদ্খাল, ১খ, ৫৬; তু. Mez, Renaissance des Islams, p. 172 প.) অথবা শিক্ষক নিজেই বিস্মিল্লাহ, হ'াম্দ, ছ'ানা' ও স'ালাত পাঠ করিতেন। বর্তমান যুগেও মাদ্রাসার পাঠদানের প্রারম্ভে এই অনুষ্ঠান প্রচলিত রহিয়াছে। শিক্ষাদান পদ্ধতিরূপে সর্বত্র শুধু শ্রুতলিপির প্রচলন ছিল না। ক্রমে শ্রুতলিপি গুরুত্ব হারাইল। কালক্রমে প্রধান প্রধান পাঠ্য সংকলনের বহু অনুলিপি প্রস্তুত হইয়া গেল এবং ছাত্রগণ তাহা নকল করিয়া লইত। এইরূপ ক্ষেত্রে ছাত্রগণ মূল পাঠ সরবে পড়িত এবং শিক্ষকগণ তাহা বিশ্লেষণ, সংশোধন ও সমালোচনা করিতেন (য়াকূ'ত, উদাবা', ১খ, ২৫৫)। স্বাভাবিকভাবেই শব্দতত্ত্ব বিষয়ে শ্রুতলিপি দান প্রথম পরিত্যক্ত হয়। চতুর্থ (দশম) শতকে উহার পরিত্যাগের কথা বলা হয়। তবে শ্রুতলিপি সম্পূর্ণ বর্জিত হয় নাই; তখনও শিক্ষক তাঁহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে ছাত্রদিগকে নির্দেশ দিতেন; উদাহরণ : মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'র-রাহ্'মান (মৃ. ৫৮৪/১১৮৮) তাঁহার পাঠ লিখাইতেন (য়াকূ'ত, উদাবা', ৭খ, ২০)। ছাত্র মূল পাঠ সরবে পড়িবে এবং অধ্যাপক উল্লেখযোগ্য অংশের ব্যাখ্যা দান করিবেন—এই পদ্ধতি হ'াদীছ' শিক্ষক ইব্ন কায়সান-এর কাল পর্যন্তও প্রচলিত ছিল (ইব্ন কায়সান, মৃ. ২৯৯/৯১২, ঐ, ৬খ, ২৮২)।

ইব্ন খাল্দূন আক্ষেপ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে অল্প সংখ্যক শিক্ষকই পাঠদানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি (তু'রুকু'ত-তা'লীম) জানিতেন। তাঁহারা ধাঁ করিয়া ছাত্রদিগকে কঠিন প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, কিন্তু তাঁহাদের পাঠদানের বিষয়বস্তুকে বিশদ বিশ্লেষণ সহকারে সুশৃঙ্খল-ভাবে সাজাইয়া লইতেন না। ছাত্রগণ যেন একটি অধীত বিষয়ের সহিত অন্য কোন বিষয়কে মিশাইয়া তালগোল না পাকায়—এই মৌলিক কথাটির দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। তাঁহারা মুখস্থ (হি'ফ্জ') করার উপর অত্যধিক জোর দিতেন (মুক'াদ্দিমাঃ, ফাস্'ল ৬, নং ২, ২৯, ৩০; তু. যুর্নূজী, মু'ঈদু'ন-নি'আম, eb. Myhrmann, পৃ. ১৫৯ প.)। না বুঝিয়া মুখস্থ করার নীতি কু'র্আন শারীফের বেলায় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। পূর্বোল্লিখিত ইব্ন কায়সান যখন হ'াদীছে'র বর্ণনা বিশ্লেষণ করিতেন, তখন তিনি শ্রোতাদিগকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা

করিতেন, অনুরূপভাবে ছাত্রগণও স্বাধীনভাবে শিক্ষককে প্রশ্ন করিতে পারিত। ইমাম শাফি'ঈ (র)মক্কার তাঁহার বিরাট হ'ালকা'য় উপবেশন করিয়া বলিতেন : "তোমরা যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পার, আমি কু'রআন এবং সুন্নাঃ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় তোমাদিগকে বলিব।" (ঐ, ৬খ, ৩৯১, BGA, iii, 379)। সময় সময় শিক্ষক অজস্র প্রশ্নের সম্মুখীন হইতেন (য়াকূ'ত উদাবা', ৫খ, ২৭২)। বাগ্দাদের নিজ'ামিয়্যাতে লিখিত প্রশ্ন শিক্ষকদের নিকট পেশ করা হইত, ইব্ন যুবায়র তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন (পৃ. ২১৯ প.)। উক্ত রীতিই অদ্যাবধি প্রচলিত। বড় বড় শ্রেণীতেও ছাত্রগণ শিক্ষকদিগকে পাঠ-দানের মাঝখানে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে, তাহাতে শিক্ষকগণ উত্যক্ত হন না।

৮। **শিক্ষকমণ্ডলী** : শিক্ষকের এক নাম ছিল মুদার্রিস; উস্তায' তাঁহার অন্যতম সম্মানসূচক পদবী (য়াকূ'ত, উদাবা', ১খ, ১১৩, ২০১; ২খ, ২৭১; ৫খ, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৮, ৪৪৮); অদ্যাবধি উস্তায' শব্দটি প্রচলিত এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বড় বড় মস্জিদে বহু সংখ্যক শিক্ষক নিযুক্ত হইতেন। মাদ্রাসার প্রথমে মাত্র একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইত। খ্যাতনামা শিক্ষকের নামানুসারে মাদ্রাসার নামকরণ হইত (যথাঃ কায়রোর ক'ামহিয়্যাঃ, মাক'রীযী, ৪খ, ২৩৫; শারীফিয়্যাঃ, মুজত নাসি'রিয়্যাঃ; ঐ, পৃ. ১৯৩; তু. বাগ্দাদের মাসজিদু'ল-কিসা'ঈ)। বড় বড় মাদ্রাসায় কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ করা হইত, স'ালাহ'দ্-দীন কায়রোর ক'ামহি'য়্যা-তে চারিজন অধ্যাপক নিযুক্ত করেন (ঐ, পৃ. ১৯৩ প.)। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত সংখ্যক (২০) ছাত্র অধ্যয়ন করিত (তু. Chron. Mekka, ii, 105 প.)।

মাদ্রাসার তুলনায় প্রাচীন মস্জিদগুলিতে যে কোন লোক অনেকটা অবাধভাবে যাতায়াত করিতে পারিত; কিন্তু মাদ্রাসাগুলি নির্দিষ্ট শিক্ষক ও ছাত্রের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত। সেই প্রাথমিক যুগে কোন শিক্ষকের জন্য সম্ভবত সরকারী স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল না। পাঠ্য পুস্তকের ব্যবহার প্রচলিত হইবার পর হইতে যোগ্যতার সার্টিফিকেট ছিল ইজাযাঃ (إجازة বা অনুমতিপত্র); এই রীতি আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি কোন শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছে ও পুস্তলিপি গ্রহণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি অধীত পুস্তকেরই পাঠদান করিবার অনুমতি লাভ করিত। শিক্ষক সেই পুস্তকেই এই অনুমতি পত্র লিখিয়া দিতেন (য়াকূ'ত, উদাবা', ১খ, ২৫৩; ২খ, ২৭২)। শিক্ষক ইচ্ছা করিলে ইজাযাঃ 'আম্মাঃ (সাধারণ অনু-মতিপত্র) দিতেন, তাহার ফলে সেই ব্যক্তি ঐ শিক্ষকের সকল গ্রন্থই পড়াইবার অনুমতি লাভ করিতেন (ইব্ন বাত্'তূ'তাঃ, ১খ, ২৫১)। ভ্রমণশীল পণ্ডিতগণ সাধারণত বহু সংখ্যক ইজাযাঃ সংগ্রহ করিতেন। 'আব্দু'ল-লাত'ীফ এই ধরনের বহু ইজাযাঃ বাগ্দাদ, খুরাসান, মিসর এবং সিরিয়ার শিক্ষকদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন (ইব্ন আবী উস'ায়বি'আঃ, ২খ, ২০২)। তাদ্রীস (শিক্ষাদান) এবং ফুত্ওয়া (ফাত্ওয়া প্রদান) সংক্রান্ত ইজাযাঃ-এর ভাষা পৃথক হইত (আল-ক'াল্-ক'াশান্দী, সু'বহ'ল-আ'শা', ১৪খ, ৩২২ প.)। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি মাঝে মাঝে বক্তৃতা দান করিতেন, আবার কেহ কেহ কেবলমাত্র বিশেষ বিষয়ের বক্তৃতা করিতেন। বুখারীর সা'হ'ীহ' সম্বন্ধে নিজ'া-মিয়্যাঃতে বক্তৃতা দানের জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয় এই কারণে যে, তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট ঐ কিতাবের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বহু বিদ্বান ব্যক্তি বিশেষভাবে শিক্ষাদান কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিতেন এবং প্রত্যেকে কয়েক বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। প্রায়ণ তাঁহারা দৈনিক বহু ঘণ্টা যাবৎ পড়াইতেন (য়াকূ'ত উদাবা', ৬খ, ২৮২, ৩৮৩; ৭খ, ১৭৬)। নিষ্ঠাবান শিক্ষকগণ মস্জিদে উপা-সনায় রাত্রি যাপন করিতেন (Wustenfeld, শাফি'ঈ, পৃ., ২৫৮)। ক্ষেত্র বিশেষে কোনও তরুণ শিক্ষক হ'াদীছে'র পুস্তলিপি দান করিয়া শিক্ষকতা আরম্ভ করিতেন এবং পরে মস্জিদের ব্যাপক পরিবেশে অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হইতেন (ঐ, পৃ. ২৩৯)।

শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে দুর্ভেদ্য কোন ব্যবধান ছিল না। এক বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ইজাযাঃ প্রাপ্ত হইয়াও কোন ব্যক্তি অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার্থী থাকিতেন। প্রবীণ পণ্ডিতগণও খ্যাতনামা শিক্ষক-গণের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে যাইতেন। ফলে শিক্ষার্থীরা এক বিদ্যাপীঠ হইতে অন্য বিদ্যাপীঠে গমনাগমন করিতেন যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিদ্বান ব্যক্তিগণ স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া হ'াদীছ' সংগ্রহ করিতেন (বুখারী, 'ইল্ম, পৃ. ৭, ১৯, ২৬)। বিদ্বানদের জীবনীতে ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীসেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল (তু. J. W. H. Walden. The Universities of Ancoint Greece, New York 1910। মুসলিম রাজদরবারগুলি তখন শিক্ষা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করিত। রাজদরবারে বিদ্বান মেহমানগণ প্রচুর সাহায্য পাইতেন, ফলে তাঁহারা মস্জিদে শিক্ষাদানে নিয়োজিত হইতেন (যথাঃ ইব্ন বাত্'তূ'তাঃ, ২খ, ৭৫ প.; ইব্ন খাল্দুন, কিতাবু'ল-'ইবার, বুলাক' ১২৮৪, ৭খ, ৪৫২; ইব্ন আবী উস'ায়বি'আঃ, ২খ, ২০৫; তু. Mommsen, Romische Geschichte, v. 589)। বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ সচরাচর খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সান্নিধ্য লাভের জন্য সফর করিতেন। এইরূপ খ্যাতিমান পণ্ডিত সম্বন্ধে উক্ত হইত رحل اليه অথবা اليه كانت الرحلة। অর্থাৎ জ্ঞানীরূপে তিনি এতই খ্যাতিসম্পন্ন যে, বহু লোক তাঁহার উদ্দেশ্যে সফর করিত (য়াকূ'ত, উদাবা', ৭খ, ১৭৪; হ'সনু'ল-মুহ'াদারাঃ, ১খ, ২০৭; তু. পৃ. ১৪১)। য়ুরোপের খৃস্টান বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির ন্যায় মস্জিদগুলিতেও জনসমক্ষে বিদ্বানগণের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইত যাহাতে বিস্তর উত্তেজনাও সৃষ্টি হইত, যথাঃ বাগদাদের রুসাফাঃ মস্জিদে ইব্ন সুরায়জ (মৃ. ৩০৬/৯১৮) এবং দাঊদ আজ'-জ'াহিরীর পুত্রের মধ্যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। এই বিতর্কে ইব্ন সুরায়জ জয়ী হন (Wustenfeld, শাফি'ঈ পৃ. ১১০ প)। বিদ্বান ব্যক্তিরা পাগড়ীধারী ارباب العمامة, متعمم, معمم, অথবা اصحاب العمامة শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন; (দ্র. মাক'রীযী, ২খ, ২৪৬, Quatromere, Hist. Sult. Maml., 1/i. 244 প.; 11/ii 266; Dozy, Supplement, ii. 169a)।

শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম প্রথম দিকে না থাকিলেও ক্রমে মস্জিদে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত কর্মীদের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে একটি স্থিতিশীল ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। শিক্ষাদান করিয়া বেতন গ্রহণ করা বৈধ কিনা এই প্রশ্নটি দীর্ঘকাল যাবৎ বিতর্কিত থাকে। হ'াদীছে' শিক্ষকদের পক্ষে বেতন গ্রহণ একাধারে সমর্থিত এবং নিন্দনীয়। বলা হয় শিক্ষক অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু অর্থ দাবী করিতে পারেন না; শিক্ষকের অর্থলোলুপতা খুবই নিন্দনীয়। বিনা বেতনে অধ্যাপনাকারীদের উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায় (বুখারী, ইজাযাঃ, বাব ১৬; আবূ দাঊদ, বুয়ূ', বাব ৩৬; ইব্ন মাজাঃ, তিজারাত, বাব ৮)। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কেহ কেহ হস্ত সম্পাদ্য কাজে—যথা : জুতা তৈরী, তালা-চাবি গড়া ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ

করিতেন (Wustenfeld, শাফিঈ, পৃ. ২২৭, ২৩১, ২৬৭; তু. Mez, Renaissance des Islam, পৃ. ১৭৯)। মঠ-মন্দিরবাসী সাধুদের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু সংসারধর্ম পালনকারী সকলের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। ফলে শিক্ষকগণকে কাজের জন্য পারিশ্রমিক প্রদান করাই ক্রমে প্রচলিত রীতি হইয়া যায়। কখনও ব্যক্তিগতভাবে রাজা-বাদশাহগণ অর্থ দান করিতেন, যথাঃ আত'-ত'াবারীকে 'আম্‌র-এর মসজিদে অধ্যাপনার জন্য অর্থ প্রদান করা হইত (য়াকূ'ত, উদাবা', ৬ষ্ঠ, ৪২৮; তু. রাম্য-মান পণ্ডিতগণের সম্বন্ধে মন্তব্য); কিন্তু সচরাচর ওয়াক্'ফ সম্পত্তির আয় হইতে শিক্ষকগণকে নিয়মিত হারে বেতন দেওয়া হইত এবং ইহার ফলে অধ্যাপকদের জন্য স্থায়ী পদ সৃষ্টি হইয়া যায়, বিশেষত মাদ্‌রাসাগুলিতে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। ওয়াক্'ফ সম্পত্তির আয় অনুযায়ী শিক্ষকদের বেতনের হার কমবেশী হইত। মাক্'রীযীর মতে জ্ঞানী শিক্ষকগণকে ভাতা হিসাবে প্রদত্ত জিনিসপত্র বাদে মাসিক পঞ্চাশ দীনারের মত বেতন দেওয়া হইত (৩য়, ৩৬৪)। উৎসবাদিতে বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাদিগকে অর্থ এবং সম্মানসূচক পোশাক-পরিচ্ছদ (খিল্'আত)-ও দান করা হইত।

বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের একটি সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সংঘের কর্মসূচী ও পদ্ধতি আমাদের অজ্ঞাত। তৃতীয় শতকের শেষভাগে মিসরদেশে রিয়াসাঃ (رياسة)-এর প্রতিষ্ঠা উল্লেখযোগ্য, কিন্তু ইহার পূর্বেও বিদ্বান সমাজের জন্য খিত'াব রূপে "রা'ঈস" (رئيس)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখারও রিয়াসাঃ-এর প্রমাণ মিলে, দৃষ্টান্ত যথাঃ شيخ القراء بمصر অর্থাৎ মিসরীয় ক'ারীদের প্রধান (হ'সন, ১ম, ২৩০) অথবা رئيس المحدثين بمصر অর্থাৎ মিসর দেশে হ'াদীছ'ভদের সরদার (উপরিউক্ত, ১ম, ১৬৩; আর-রাশীদ) অথবা رياسة الفتوى, ফাত্ওয়া দান বিষয়ক প্রধানের পদ (Quatremere, Hist. Sult Maml, II/ii, 27) অথবা আলেকজান্দ্রিয়ায় যেমন ছিল رياسة الاقراء و الافتاء অর্থাৎ কি'রা-আত এবং ফাত্ওয়া দান বিষয়ক প্রধানের পদ (হ'সন, ১ম, ২১০)। কোন অঞ্চলের চিকিৎসকগণের মধ্যেও رئيس الاطباء অর্থাৎ চিকিৎ-সকদের প্রধান থাকিতেন (মাক্'রীযী, ৪র্থ, ২৩৭; ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আঃ, ২য়, ৮৬, ২৪৭)। বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিকে শায়খু'ল-ইসলাম আখ্যাদানে সম্মানিত করার দৃষ্টান্ত সপ্তম, অষ্টম এবং নবম শতকে পাওয়া যায় (হ'সন, ১ম, ১৪৩, ২০৫, Quatremere, পূ. গ্র., II/i. 68, note; II/ii. 270, 280; ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ), খুব সম্ভব ইতিপূর্বেও এইরূপ সম্মানসূচক আখ্যা প্রচলিত ছিল (Mez, Renaissance, p. 179)। শায়খু'শ-শুয়ুখ খিত'াব দ্বারা সূ'ফীদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাকে বুঝান হইত (মাক্'রীযী, ৪র্থ, ২৮৫)।

প্রাথমিক যুগে শিক্ষক সংঘের বাস্তব গুরুত্ব কি ছিল তাহা সুস্পষ্ট নহে। رئيس العلماء আখ্যাধারী একজন পরিচালক ছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলে, যথাঃ মদীনায় (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ২০০), বাগ্‌দাদে (ঐ, পৃ. ২২০), কায়রোতে এবং দক্ষিণ মিসরে (হ'সূন, ১ম, ১৪১, ১৪৩, ১৯১); প্রধান পরিচালককে رئيس الروساء অর্থাৎ প্রধানদের প্রধানও (ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আঃ, ২য়, ২০৪; য়াকূ'ত, উদাবা', ১ম, ২৪৮) বলা হইত। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্যেক মায্'হাবের রা'ঈস থাকিত (হ'সূন, ১ম, ১৪৮; য়াকূ'ত, ৪র্থ, ৫১২)। রা'ঈসদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি শিক্ষকদের, যথাঃ হ'াদীছে'র শিক্ষকগণের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন (য়াকূ'ত, উদাবা', পূর্বোক্ত)। رئيس الروساء উপাধি খুব সম্ভব সম অর্থবাচক নাক'ীবুন-নুক'াবা' (نقيب النقباء) হইতে অভিন্ন এবং এই নাক'ীবের অনুমোদন ব্যতিরেকে ৪৫১ হি.-তে খলীফা কোন শিক্ষককে আল-মান্‌স'ূরের মস্‌জিদে নিয়োগ করিতেন না (ঐ, ১ম, ২৪৬ প.)। শিক্ষককে পরীক্ষা করিবার পর নিয়োগপত্র দান করা হইত কিনা তাহা অবিদিত। কার্যত বক্তৃতাদানের অধিকার এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত, কিন্তু কোন দস্তুর মুওয়াফিক নিয়মাবলী ছিল না বলা যায়।

মস্‌জিদে শিক্ষকের জন্য নির্ধারিত একটি স্থান ছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্তম্ভের পার্শ্বে; এই স্থানটি ছিল তাঁহার মাজ্‌লিস এবং তাঁহার পরবর্তী শিক্ষকও এই স্থানের উত্তরাধিকারী হইতেন (হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ১ম, ১৩৫; দ্র. ১৮১, ১৮২; মাক'রীযী, ৪র্থ, ৫; য়াকূ'ত, উদাবা', ৪র্থ, ১৩৫; Wustenfeld, শাফিঈ, পৃ. ২৩৯)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া শ্রেণীর বাহ্যিক চেহারায় কোন পরিবর্তন হইত না। শ্রোতাগণ চক্রাকারে (হ'াল্‌ক'াঃ চক্র, ক্রিয়াপদে تحلقوا অর্থাৎ তাহারা চক্রাকারে সমবেত হইল, মাক্'রীযী ৪র্থ, ৪৯ প.) বক্তার সম্মুখে মেঝের উপর উপবেশন করিত। শিক্ষক একটি গালিচার (সাজ্জাদাঃ, তু. য়াকূ'ত, উদাবা', ১ম, ২৫৪) অথবা চর্মের (ফারওয়াঃ) উপর উপবেশন করিতেন। নিয়োগপত্রে (وصية) (আল-'উমারী, তা'রীফ, পৃ. ১৩৪) এই আসনটি সম্মানের প্রতীকরূপে উল্লিখিত হইত। শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অধিক হইলে শিক্ষক একটি উচ্চ আসনে উপবেশন করিতেন (প্রাচীনকালের জন্য দ্র. ইব্‌ন বাত্'তূ'ত'াঃ, ১ম, ২১২)।

শিক্ষকগণের মস্‌জিদে বসবাস করার রীতি ছিল না। তবে অবশ্য অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তির ন্যায় শিক্ষকগণ ইচ্ছা করিলে মস্‌জিদে অবস্থান করিতে পারিতেন, এমন কি একটি প্রকোষ্ঠও লাভ করিতেন—যেমন, আল্‌-গ'াযালী (র) মস্‌জিদ উমাব'ীতে বাস করিয়াছিলেন এবং ইব্‌ন যুবায়র সেখানে তাঁহার কামরা দেখিয়া-ছিলেন। অবশ্য ইহা সাধারণ রীতি ছিল না বরং ব্যতিক্রম বিশেষ। আযহারে মসজিদের সন্নিকটে আল-'আযীয শিক্ষকদের বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ করেন (মাক্'রীযী, ৪র্থ, ৪৯)। আগেকার দিনে নিজ'ামু'ল-মুল্‌ক কর্তৃক স্থাপিত মাদ্‌রাসাগুলিতে শিক্ষকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা বিশেষত এইজন্য করা হইত যে, শিক্ষক প্রায়শ তাঁহার বাস-স্থানকেই শ্রেণীকক্ষরূপে ব্যবহার করিতেন; এই নিয়ম পরবর্তীকালেও প্রচলিত ছিল। স'লাহি'য়্যাঃ কলেজের অধ্যক্ষ কলেজ ভবনের মধ্যেই বাস করিতেন (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ৪৮)।

শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই ক'াদ'ী (القاضى-বিচারক) ছিলেন (যেমন, কু'স্'স'াস' বা খাত'ীবগণ তাঁহাদের কালে একাধারে ক'াদ'ী ছিলেন এবং তাঁহারাই ছিলেন শিক্ষকদের পূর্বসূরি)। ক'াদ'ীগণ প্রায়শ বেশ কয়েকটি পদের অধিকারী হইতেন। প্রধান ক'াদ'ী ইব্‌ন বিন্‌তি'ল-আ'আয্‌যের (৭০০ হি.) উপর সতেরটি পদের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল (Quatremero, Hist. Sult. Maml. II/i. 137 প.)। শিক্ষক মুক্‌তীও হইতে পারিতেন (য়াকূ'ত, উদাবা', ৪র্থ, ১৩৬)।

শিক্ষকের সঙ্গে প্রায়শ সহকারী পুনরাবৃত্তিকারী (معيد) নিযুক্ত হইতেন; সাধারণত একজন শিক্ষকের দুইজন সহকারী থাকিতেন। সহকারিগণ শ্রেণীতে অধ্যাপনার পর ছাত্রদিগের নিকট শিক্ষকের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করিতেন এবং স্বল্পমেধা ছাত্রদিগকে উহা বুঝাইয়া

List>

দিতেন। স্বনামধন্য ফাক'ীহ আল-বুলক'ীনী মাদ্‌রাসাঃ খারুবিয়্যাতে তাঁহার শ্বশুরের সহকারীরূপে কাজ আরম্ভ করেন (মাক্‌রীযী, ৪খ, ২০২)। কোন বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে শিক্ষকতা এবং অন্য স্থানে সহকারীরূপে কাজ করারও সুযোগ ছিল (আস-সাখ'াবী, দ্র. ৬৬৯; হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ১খ, ১৮৯)। স'লাহিয়্যাতে চারিজন শিক্ষক এবং দুইজন সহকারী থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু ত্রিশ বৎসর যাবত কোন স্বাধীন শিক্ষক ব্যতিরেকে দশজন সহকারী দ্বারা শিক্ষাদান পরিচালিত হইয়াছিল (মাক'রীযী, ৪খ, ২৫১; দ্র. পৃ. ২১০; সুবকী, মু'ঈদু'ন-নি'আম, পৃ. ১৫৪ প.; ক'ালক'াশান্দী, সুবহ'ল-আ'শা', ৫খ, ৪৬৪ এবং Haneberg, Schul-und Lehrwesen der Muhammedaner, p. 25; Wustenfeld, Die Akademien der Araber Und ihre, Lehrer 1837)।

৯। ছাত্র ঃ শিক্ষকের বক্তৃতা শ্রবণ উদ্দেশ্যে মসজিদের হ'াল্‌ক'ায় যোগদান করিবার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সকলেরই ছিল। আল্‌-মাক্‌দিসী বলিয়াছেন যে, আল-ক'াস্‌স-এর বিধান ব্যক্তিরা সাধারণ লোকদিগকে (للعوام) শিক্ষা দিবার জন্য সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এবং 'আস'র হইতে মাগ'রিব পর্যন্ত সময় ব্যয় করিতেন (BGA, iii, 139)। শিক্ষকগণ যখন একটি বিশেষ শ্রেণীর রূপ লাভ করিলেন তখন যে সকল শিক্ষার্থী নিয়মিতভাবে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানাদিতে শিক্ষা লাভ করিত, তাহারাও সমাজের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীরূপে গণ্য হইল। শিক্ষক-ছাত্র সমন্বয়ে তখন একটি শিক্ষিত স্বতন্ত্র সমাজের (اصحاب العمامة—পাগড়ীধারিগণ, বর্তমান মিসরের اهل العلم) উদ্ভব ঘটে। শিক্ষার্থীরা পসন্দমত শিক্ষক নির্বাচন করিতে পারিতেন; সুতরাং খ্যাতনামা শিক্ষকগণের নিকট বহু ছাত্রের ভিড় জমিত। অনেকেরই অধ্যয়ন আদৌ সমাপ্ত হইত না; বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অধ্যয়নের জন্য তাঁহারা বরাবর নূতন নূতন শিক্ষকের সন্ধান পাইতেন, এমন কি নিজেরাও সেই সঙ্গে শিক্ষকতা করিতেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষিগণ মহান শিক্ষকদের নিকট অধ্যয়ন করিতেন (درس على) এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা মুসলিম জগতের সর্বত্র বিস্তর সফর করিতেন (দ্র. BGA, iii. 237)। একাধারে শিক্ষক এবং বিদ্যার্থী হিসাবে ত'আলাবু'ল-'ইল্‌ম-এর (বিদ্যার্জনের) উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ মুসলিম বিদ্যার্থীদের মধ্যে বহুকাল ব্যাপী প্রচলিত রীতি ছিল।

কোন ছাত্র তাহার শিক্ষকের প্রদত্ত শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করিলে শিক্ষক ছাত্রের জ্ঞানের পরিপূর্ণতা ঘোষণা করিতেন এবং ছাত্র নিজেকে সেই বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন (تفرج عليه)। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রবৎ এবং ছাত্র শিক্ষকের হস্ত চুম্বন করিতেন। তবে ইহাতে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক সম্পূর্ণই বারিত হইত না (দ্র. সুলায়মান রাশাদ, কানযু'ল-জাওয়াহির, পৃ. ১৪১ প., ১৯২ প.)।

মাদ্‌রাসাগুলিতে যখন শিক্ষক প্রতি নির্দিষ্ট সংখ্যক (সচরাচর বিশ জন) ছাত্রের শ্রেণী গঠন রীতি প্রবর্তিত হয় তখন হইতে ছাত্র-শিক্ষক সম্বন্ধের মধ্যে কিছু নূতনত্ব দেখা দেয়। ছাত্র সংখ্যা সীমিত করার ফলে শিক্ষাদান সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিচালিত হয়। তবুও অনিয়মিতভাবে ভর্তি করা হইত। আধুনিক যুগে শিক্ষাদান কার্য অধিকতর সুসংগঠিত হইয়াছে।

কেবল ব্যতিক্রমরূপেই ছাত্রীদের কথা শোনা যায়। এক মহিলা আশ্‌-শাফি'ঈর মাজ্‌লিসের সদস্যা ছিলেন (হ'সনু'ল-মুহ'াদ'ারাঃ, ১খ, ১৮৯)। প্রাথমিক কয়েকটি শতকে নারী-শিক্ষা স্বাভাবিক গতিতে চলিতেছিল, বরং হ'াদীছে' ইহার একাধিক উল্লেখ আছে, দেখা যায় মহিলাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ দিন সংরক্ষিত থাকিত (বুখারী, 'ইল্‌ম, বাব ৩২, ৩৬, ৫০)।

মাদ্‌রাসাগুলিতে এবং কোন কোন মস্‌জিদে ছাত্রদিগকে বাসস্থান, নির্দিষ্ট ভাতা, খাদ্য, রুটি (جراية) এবং অর্থ দান করা হইত। যে বিদ্যার্থী মস্‌জিদে বাস করেন তাঁহাকে মুজাবি'র (مجاور) বলা হয় (মাক্‌রীযী, ৪খ, ৫৪)। মক্কায় হ'াজ্জ বা 'উমরাঃ যাত্রীকে (ইব্‌ন-জুবায়র, পৃ. ১২২) এবং যে কেহ মস্‌জিদে বাস করে তাহাকেও মুজাবি'র বলা হয়। ছাত্রদের বাসগৃহ কতকগুলি রিওয়াকে' (رواق ج اروقة) বিভক্ত ছিল। সাধারণত ছাত্রের দেশ, মায্‌হাব ইত্যাদির ভিত্তিতে এই বিভাগগুলি হয়। رواق (Colonnade)-এর নামে ছাত্রাবাসের নামকরণের কারণ এই যে, ছাত্রগণ পূর্বে মস্‌জিদের বারান্দায় সারিবদ্ধভাবে স্থাপিত স্তম্ভগুলির ফাঁকে ফাঁকে বাস করিত। প্রতিটি রিওয়াকে'র দায়িত্বে থাকিতেন একজন শায়খ। বহু ছাত্র খান্‌ক'াহ্‌তে এবং ব্যক্তি বিশেষের বাড়ীতে বাস করিত।

১০। শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক সংস্কার ঃ মুসলিম জগতের সহিত য়ুরোপের আদান-প্রদান যখন সক্রিয় হইয়া উঠিল ইসলামী শিক্ষায় ক্রমাবনতি তখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। ইহার ফলে একদিকে যেমন য়ুরোপীয় আদর্শে নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়, অন্যদিকে তেমনি মস্‌জিদের শিক্ষাদান প্রাচীন রীতির সংস্কার সাধিত হয়।

অষ্টাদশ শতকে তখনকার ভারতে অন্যান্য মুসলিম দেশের ন্যায় মস্‌জিদে শিক্ষাদান করা হইত। প্রভেদের মধ্যে ছিল এই যে, 'আরবীর পাশাপাশি ফার্‌সী ভাষা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করিয়াছিল (দ্র. Report on the State of Education in Bengal, Calcutta 1835, Second Report etc, 1836)। ১৭৮২ খৃস্টাব্দে Warren Hastings শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করত সরকারী কর্মচারী তৈয়ার করার উদ্দেশ্যে কলিকাতা মাদ্‌রাসাঃ স্থাপন করেন। অতঃপর অন্যান্য মাদ্‌রাসাও এই মাদ্‌রাসার অনুকরণ করে। ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে যখন আদালতে ফারসী ভাষার ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল তখন হইতে মাদ্‌রাসাগুলি কেবলমাত্র ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে পর্যবসিত হইল। অতঃপর ইংরেজী ছাঁচে অপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিল, যথাঃ ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে 'আলীগড়ে প্রতিষ্ঠিত Anglo Oriental college, (দ্র. Th. Morison, The History of the Muhammadan Anglo Oriental College, Aligarh, Allahabad 1909; RMM, ii. 1907, p. 380 প.) এবং লাহোরের ইসলামিয়াঃ কলেজ। ফলে মাদ্‌রাসাঃ শিক্ষায় নূতনতর সংস্কার সাধিত হইল। কলিকাতা মাদ্‌রাসায় একটি Anglo Persian বিভাগ খোলা হইল। ১৯০৭, ১৯০৮, ১৯০৯, ১৯১০ এবং ১৯১২ খৃস্টাব্দে বহু পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ৩১ জুলাই Reformed Madrassah Scheme বিঘোষিত হয়। তখন হইতে সংস্কারকৃত মাদ্‌রাসায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয় এবং আধুনিক পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার কথা স্থির হয়। সরকারী মাদ্‌রাসাগুলিতে উপরিউক্ত reform বা সংস্কার প্রবর্তিত হইল, কিন্তু কলিকাতা মাদ্‌রাসার 'আরবী বিভাগটি প্রায় পূর্ববৎ রহিয়া গেল। এই বিভাগে কতকটা আধুনিকীকৃত প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা তখনও প্রচলিত ছিল। বেসরকারী

পর্যায়ে দুই রকমের মাদ্‌রাসাঃ চালু হইল নূতন স্কীমের মাদ্‌রাসাঃ এবং কলিকাতা মাদ্‌রাসার 'আরবী বিভাগের অনুকরণে পুরাতন ধরনের মাদ্‌রাসাঃ। এতদুভয়ের মাঝে উদ্ভূত হইল এক ধরনের মাদ্‌রাসাঃ যাহা কখনও সরকারী সাহায্য গ্রহণ করে না, "দার্‌স নিজ'ামী" নামে খ্যাত পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে এবং ভারতের যুক্তপ্রদেশে (অধুনা উত্তর প্রদেশে) অবস্থিত দেওবন্দ (দ্র.) মাদ্‌রাসার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। কালক্রমে reformed মাদ্‌রাসাঃ লোপ পায় এবং পুরাতন মাদরাসাতে যুগোপযোগী বিভিন্ন সংস্কার স্থান লাভ করে। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের বিশ্ববিদ্যালগুলির মধ্যে কয়েকটির সহিত 'আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সংযোজিত হইল (Calcutta University Commission, 1917-1919 ; Report, Calcutta 1919, i/i. 143—187। V/ii. 60-70)। ১৯২২ খৃস্টাব্দের পূর্বেই চৌদ্দটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, উহাদের মধ্যে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৯ খৃস্টাব্দের পর প্রতিষ্ঠিত (Oriennto Moderno, ii. 1922, p. 60 ; বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলোচনার জন্য দ্র. RMM. XXI. 1912 p. 268 প.)। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অনুযায়ী স্থাপিত পুরাতন বিশ্ববিদ্যালগুলি হইল ; যথাঃ কলিকাতা ১৮৫৭, মাদ্রাজ ও বোম্বে ১৮৫৭, লাহোর ১৮৮২, এলাহাবাদ ১৮৮৭ (RMM. VI. 4 ; দেশীয় রাজাদের কলেজের জন্য দ্র. ঐ, পৃ. ১-৫১ ; ৯ ঃ ৪৪—৮১)। সংস্কারের মৌলিক বিষয় হইল ঃ আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি, সুসংগত পাঠ্য তালিকা, প্রতি স্তরে পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং শিক্ষা দান পেশার জন্য বৃত্তিমূলক যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ শিক্ষক-মণ্ডলী সৃষ্টি।

অনুরূপ সংস্কারের উৎসাহে ইসলামী শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কার শুরু হয়। শিক্ষকতা বৃত্তি অবলম্বনকারীদের জন্য ১৮৭২ খৃ. একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ১৮৮৫, ১৮৮৮ এবং ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে নূতন নূতন নিয়ম প্রবর্তন করা হয়। তবে পরীক্ষা ছাড়াই Rector নিজ দায়িত্বে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিতেন। ছাত্রদিগকে তালিকাভুক্ত হইতে হইত, যাহাতে অযোগ্য ছাত্রগণ ভাতা না পায়। ১৮৯৫ খৃ. সংস্কারের নীল নক্শা প্রস্তুত করিবার জন্য পাঁচ-সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিষদ গঠিত হইল। তাঁহারা আর্থিক এবং সাংগঠনিক ব্যবস্থার বিবেচনাও করিলেন। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে ত'ান্‌ত'া, দিময়াত এবং দাস্‌সুক'-এ অবস্থিত মসজিদ-বিদ্যালয়গুলি এবং ১৯০৩ খৃস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার মসজিদ বিদ্যালয়গুলিকে আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইল। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে ১ জুলাই (১৮৯৭ ও ১৮৯৮ খৃ. সংযোজিত) ছাত্রদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ; ইতিহাস, ভূগোল এবং অংকশাস্ত্র ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইল এবং প্রথম চারি বৎসর ছাত্রদের জন্য প্রান্তটীকা (হ'াশিয়াঃ) নোটবই ইত্যাদি অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ হইল। উক্ত পরিষদের প্রাণবন্ত পরিচালন শক্তি ছিলেন অন্যতম সদস্য মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ। কিন্তু তিনি ১৯০৫ খৃস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। খেদীব দ্বিতীয় 'আব্বাস হি'লমী ১৯০৮ এবং ১৯১১ খৃস্টাব্দে কয়েকটি কমিশনের সুপারিসমূহ বিবেচনার পর একটি নূতন আইন ঘোষণা করেন। আযহার মসজিদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (বিশেষত অন্যান্য মসজিদ এবং ক'াদ'ী স্কুলের) প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হইল ; নূতন নূতন পাঠ্য বিষয় প্রবর্তিত হইল, যথাঃ আখ্‌লাক' (সীরাতের সহিত সংযুক্তভাবে), ইতিহাস, বিশেষত মুসলিম ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, অংকশাস্ত্র, অংকনবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিদ্যা এবং শিক্ষা বিজ্ঞান। ১৯২১, ১৯২৩ এবং ১৯২৪ খৃস্টাব্দে বিধিবদ্ধ নূতন নূতন আইনের আওতায় পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হয় এবং ক'াদ'ী স্কুল, দারু'ল-'উলূম এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক পুনর্গঠিত হয়। অতঃপর আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কি'স্‌মু'ত্‌-তাখাস্'সু'স (Specialisation বিভাগ) স্থাপিত হইল এবং তাহাতে ফিক্'হ, তাফ্‌সীর, হ'াদীছ', তাওহ'ীদ, মানতি'ক', বায়ান, আখলাক', ইসলামের ইতিহাস, ব্যবহারিক শিক্ষা বিজ্ঞান এবং আইন-'আদালতের ব্যবহারিক জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রবর্তিত হইল। ১৯২৭ খৃস্টাব্দের ২৬ আগস্টের বিধিবদ্ধ আইনমূলে যখন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং ইহাতে কলা, আইন, বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিভাগ খোলা হইল (তু. OM. v. 1925, p. 110 প., 434—436 ; vii., 1927 p. 672, প.), তখন মসজিদের শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার বিষয়টি পুনরায় বিবেচনাধীন হইল এবং নূতনতর সংস্কার প্রস্তাবাদি বিবেচনার দায়িত্ব ১৯২৭ খৃস্টাব্দের ২৭ নভেম্বরে গঠিত একটি নূতন কমিশনের উপর অর্পিত হইল (মিসরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার সম্বন্ধে দ্র. P. Arminjon, L'ens eignement, la doctrine et la vie dans les Universites musulmanes d' Egypte, 1907 ; মুস'ত'াফা বায়রাম, রিসালাঃ ১৯০২ ; সুলায়মান রাস'াদ আয-যায়্যাতী, কান্‌যু'ল-জাওহার ফী তা'রীখি'ল-আযহার, ১৩২০, পৃ. ১৪৭ প. ; আ'মালু মাজলিসি ইদারাতি'ল-আযহার, কায়রো ১৩২৩, বে-নামী কিন্তু 'আব্‌দু'ল-কারীম সাল্‌মানকৃত ; তু. আল-মানার ২৫, ১৩২৪, পৃ. ৭০৩ ; Commission de la Reforme del' Universite d'El Azhar. Project de Reforme presente par Muh. Pacha Said, Cairo 1911, and The official regulations ; Johs. Pedersen, al-Azhar, Copenhagen 1922, p. 65 প. ; A. Sekaly. in REI, i., 1927, p. 95 প. ; 465 প. ; ii. 1928, p. 47 প. etc., OM, v., 1925, p. 113 প. ; vii, 1927, p. 634)। ফলে ১৯৩৩ খৃ. একটি নূতন জরুরী আইন জারী করা হয়। তদনুসারে (তু. REI v., p. 241 প.) আল-আয্‌হার হইল ইসলাম ধর্ম এবং 'আরবী ভাষা শিক্ষার একটি বিশিষ্ট বিদ্যানিকেতন, উহা চারিটি বিভাগে বিভক্ত (দ্র. আযহার)। মরক্কোর সুলত'ান তাঁহার দেশে ১৮৪৪ খৃ. য়ুরোপীয় পাঠ্য বিষয়সমূহ ফাস্ জাদীদ-এর মাদ্‌রাসায় প্রবর্তন করেন (এই কারণে উহার নাম মাদ্‌রাসাতু'ল-মুহান্‌দিসীন) ; এই সকল নব বিধান স্থায়ী হয় নাই ; ১৯১৬ খৃ. ফাস এবং রাবাত'-এর মাদ্‌রাসায় পুনরায় সংস্কার সাধিত হয় (Bell, in JA, ser. 11, X 152 ; Peretie, in Arch. Maroc., xviii., 1912, p. 257 প. ; see for Tunis RMM, iii. 385 ; REI. IV. p. 441 প., for the 'Irak, ibid., vi, p. 231 প.)।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে সমগ্র মুসলিম জাহানে বিশেষত তুরস্কে সুদূরপ্রসারী সংস্কার প্রবর্তিত হইয়াছে। পশ্চিমের শিল্প বিপ্লবের ফলে যে বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ, উপনিবেশবাদ ইত্যাদির জন্মলাভ ঘটিয়াছে এবং অবশেষে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে, এই সমুদয়ের অশুভ প্রভাব হইতে মুসলিম সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য এবং এতদ্‌সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সুবিধা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মাদ্‌রাসাঃ শিক্ষার প্রবক্তাগণ মুসলিম জাহানের প্রায় সর্বত্র মাদ্‌রাসাঃ শিক্ষা ব্যবস্থায় পুনর্গঠনের দাবী তুলিয়াছেন ;

সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনমত ধর্মীয় শিক্ষা প্রবর্তনের উপরও তাঁহারা জোর দিতেছেন। অন্যপক্ষে যাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ধর্মনিরপেক্ষ রাখিতে ইচ্ছুক। ঔপনিবেশিক আমলে মুসলিম জাহানের শিক্ষা ব্যবস্থা দুই প্রধান শাখায় অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষা (মাদ্রাসাঃ) এবং ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা (স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে) বিভক্ত হয়; মাদ্রাসাগুলির প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হয় এবং সরকারী ব্যবস্থাপনায় অথবা আনুকূল্যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা এবং নূতন নূতন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঔপনিবেশিক আমলে ওয়াক্'ফ (দ্র.) সম্পত্তির বাজেয়াফ্তী অর্থাৎ সরকারী মালিকানায় প্রত্যাবর্তনের কারণে এই সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল মুসলিম জাহানের বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসাঃ পঙ্গু হইয়া পড়ে, অনেক মাদ্রাসাঃ বন্ধ হইয়া যায়। ওয়াক্'ফ সম্পত্তির প্রশাসন ব্যবস্থারও ব্যাপক রদবদল করা হয়, যথাঃ আওকা'ফ মন্ত্রণালয় (وزارة الأوقاف) স্থাপন। মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনার উপর এই পরিবর্তনের প্রভাব সব ক্ষেত্রে শুভ হয় নাই। একদিকে মাদ্রাসার দুরবস্থা, অপর দিকে বিদেশী শাসকের প্রতি বিরূপ ভাব এবং তাহাদের প্রবর্তিত ধর্ম-বিবর্জিত (godless) শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জন ইত্যাদি কারণে মুসলিমদের শিক্ষা ব্যাহত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেণী ক্রমে ক্রমে রাজকার্যে এবং সমাজের সর্বস্তরে প্রাধান্য লাভ করে, আর মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্তগণের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয় প্রধানত মস্জিদ, মাদ্রাসাঃ আর মাক্তাবে। এই দুই শ্রেণীর ভাবধারাগত পার্থক্যের কারণে মুসলিম সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে—এক শ্রেণীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা এবং অন্য শ্রেণীর অবলম্বন পুরাতন ঐতিহ্য, দারিদ্র্য এবং সাধারণ জনগণের উপর ঐতিহ্যগত প্রভাব। শেষোক্ত শ্রেণী এখনও জনগণের দানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের জরাগ্রস্ত মাদ্রাসাগুলিতে পুরাতন ঐতিহ্য অর্থাৎ বিনা ব্যয় বা স্বল্প ব্যয়ে ধর্মীয় শিক্ষা বজায় রাখিতে কৃতসংকল্প এবং আশাতীতভাবে কৃতকার্য। প্রথমোক্ত শ্রেণী আশা করিয়াছিল, স্বাভাবিক কারণ-পরম্পরায় মাদ্রাসার ক্রম বিলোপ ঘটিবে; কিন্তু বাস্তবে তাহা ঘটে নাই। খুবই সংগত কারণে মুসলিম জাহানের সর্বত্র মাদ্রাসা সংস্কারের দাবী উঠিয়াছে এবং বিভিন্ন দেশের সরকার বহু কমিটি-কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের সুপারিশ অনুযায়ী মাদ্রাসায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তনের পরীক্ষা চালাইতেছেন।

J. Pedersen (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

মানাত (مناة) প্রাচীন আরবের আরাধ্য এক দেবী। তাহার প্রকৃতি তাহার নাম হইতেই উপলব্ধি করা যায়। এই নামটি বহুবচনরূপে আরামাইক ও হিব্রু ভাষায় ব্যবহৃত ভাগ্য দেবীর নামের সহিত সম্পর্কযুক্ত মনে হয়। আরামাইকে "মেনাতা", বহু বচনে "মেনাওয়াতা", অর্থ ঃ অংশ বা ভাগ্য। হিব্রুতে "মানাহ্", বহুবচনে "মানোত" এবং অদৃষ্ট দেব "মেনি"র সঙ্গেও অনায়াসে সংযোগ দেখা যায়, Is. lxv. 11 (তু. lxx.)। আরবী ভাষায় ইহার অনুরূপ "মানিয়্যাঃ" (منية), বহুবচন "মানায়া" (منايا), অর্থ ঃ নির্দিষ্ট অংশ, ভাগ্য, বিশেষত মৃত্যু; অতএব মানাত অদৃষ্ট, বিশেষত মৃত্যুর দেবী। তাহার পবিত্র ধাম "কুদায়দ" যাহা হুযায়ল গোত্রের এলাকায় মক্কার অনতিদূরে মদীনাগামী পথের ধারে মুশাল্লাল নামক এক পাহাড়ের নিকট; সেই ধামে এই দেবী একটি কৃষ্ণকায় প্রস্তরের রূপে অধিষ্ঠিত ছিল। অনেক 'আরব গোত্র, প্রধানত য়াছ্'রিবের আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় তাহার পূজা করিত। মক্কার আল-লাত ও আল-'উয্যা (দ্র.) দেবীদ্বয়ের সঙ্গে আল-মানাতও অতি জনপ্রিয় ছিল। কু'রআনের বর্ণনানুসারে কাফিরগণ এই সকল দেবীকে আল্লাহ্র কন্যা মনে করিত। ইব্নু'ল-কাল্বীর মতানুসারে মানাত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দেবী। ইব্ন হিশামের কবিতায় (পৃ. ১৪৫) মানাত ও আল-লাতকে আল-'উয্যার দুইটি কন্যারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল-হি'জ্রের প্রাচীন "নাবাতীয়" উৎকীর্ণ লিপিতে তাহাকে এক স্বতন্ত্র দেবীরূপে "দুশারা" ও অন্যান্যের সহিত প্রায়ই দেখা যায়। কতিপয় লেখক মানাতকে হা'জ্জের (দ্র.) সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছেন; তাঁহাদের মতে এক সময়ে আওস ও খায্রাজসহ অনেক গোত্র মানাতের মন্দিরে হা'জ্জের ইহ'রাম (দ্র.) করিত এবং অনুষ্ঠান শেষে তাহারা পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া চুল কাটিয়া ইহ'রাম হইতে মুক্ত হইত।

ইব্ন হিশামের বর্ণনা হইতে (পৃ. ৩৫০; তু. ওয়াকি'দী, সম্পা. Wellhausen) সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, মানাত গৃহদেবীও ছিল। মক্কা বিজয়ের পর কু'দায়দের বিরাট মন্দির বিধ্বস্ত করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূ'ত, মু'জাম, ৪খ, ৬৫২—৬৫৪; (২) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums[2], p. 25—29; (৩) ইব্ন হিশাম, পৃ. ৫৫; (৪) ত'াবারী, ১খ, ১৬৪৯; (৫) আয্রাকী, ed. Wustenfeld. chron. d. Stadt Mekka, i. 76, 82, 154; (৬) Noldeke, in ZDMG, xli. 709; (৭) বুখারী, তাফ্সীরু'ল-কু'রআন, সূরাঃ ৫৩, বাব ৩ (Ed. Krehl, iii. 340); (৮) Jaussen and Savignac, Mission archeologique, i. 491 (Index); (৯) Caskel, Das Schicksal in der altarabischen Poesie (Morgenl. Texte und Forschungen, ed. by A. Fischer, 1/5)।

F. Buhl (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

মামলূক (مملوك) (বহুবচন মামলূকূন, মামালীক, ملك হইতে গঠিত) অর্থ ঃ আয়ত্তাধীন, অধিকৃত, অধিকারভুক্ত, যথা, দাস যে হয় তাহার মনিবের অধিকারভুক্ত। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সব দাস-দাসী অর্থে কু'রআনে বহুল ব্যবহৃত ما ملكت ايمانكم 'তোমাদের ডান হাত যাহার মালিকানা লাভ করিয়াছে', এই বচনভঙ্গী হইতে মামলূক কথাটি উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়। কু'রআনে মামলূক শব্দটি মাত্র একবার উল্লিখিত হইয়াছে (১৬ ঃ ৭৫)।

হা'দীছে' অনুরূপভাবে 'আব্দ মামলূক উল্লিখিত হইয়াছে (দারিমী, সিয়ার, ৩৮)। কু'রআনে শুধু "মামলূক" দাস অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু হা'দীছে' এককভাবে মামলূক শব্দটি "আব্দ-এর সমার্থক একটি পরিভাষারূপে পরিগণিত হইয়াছে। জন্মগত দাস এবং মুক্ত পিতামাতার ঔরসজাত দাস মামলূক (مملوك) অথবা যথাক্রমে عبد قن এবং عبد مملوك—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য 'আব্দ-এর সহিত একটি সমন্বয় পদ যোগ করিতে হইবে, পূর্বোক্তটিতে কি'ন্ন (عبد قن) এবং শেষোক্তটিতে "মামলাকাঃ" (عبد مملكة)।

কু'রআন মনিবকে "তাহার ডান হাত যাহা অধিকার করিয়াছে" তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইতে আদেশ করে (৪ ঃ ৩৬)। এ বিষয়ে বহু সংখ্যক হা'দীছ' বিদ্যমান। হযরত মুহা'ম্মাদ (স) তাঁহার মৃত্যু

List>

ন্যায় বারবার 'স'লাত এবং যাহা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের মালিকানাধীন' এই দুইয়ের সম্বন্ধে যত্নবান হইবার তাকীদ দিয়াছেন' (আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, ৩ঃ ১১৭; তু. ১ঃ ৭৮)। হযরত (স')-এর বাণীঃ "যে ব্যক্তি তাহার মামলূকের সহিত যেরূপ আচরণ করা উচিত সেরূপ করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না" (আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১ঃ ১২)। "মামলূক যখন স'লাত সমাপন করে সে তখন তোমার ভাই" (ইব্‌ন মাজাঃ, আদাব, ১০)। "মামলূক তাহার খাদ্য ও পোশাক দাবী করিতে পারে" (মুসলিম, আয়মান, হ'াদীছ' ৪১)। "যে মামলূক রাসূল (স')-এর সাহায্য প্রার্থনা করিত, তিনি তাহাকে সাহায্য করিতেন" (ইব্‌ন মাজাঃ, যুহ্‌দ, ১৬)। "যে মামলূক আল্লাহ্ ও তাঁহার মনিব কর্তৃক প্রদত্ত কার্যভার সম্পাদন করে সে দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করিবে" (বুখারী, 'ইল্‌ম, ৩১) "এবং মনিব তাহার মামলূককে ক্ষমা প্রদর্শন করিবে এমন কি প্রত্যহ সত্তরবার করিয়া হইলেও" (আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ২ঃ ১১১)।

দাসদের আইনগত মর্যাদার জন্য দ্র. 'আব্‌দ।

পরিশেষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন দেশে মামলূক বিশেষভাবে শ্বেতকায় দাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্র. Fagnan, Additions aux Lexiques arabes.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

মাদ্‌মূন (مضمون : মাদ্'মূন) পারস্পরিক অধিকার ও লেনদেন ব্যাপারে মুসলিম আইনে ضمان অর্থাৎ প্রত্যর্পণের দায়িত্ব এবং ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব সম্পর্কীয় চুক্তির ব্যবস্থা অন্যতম। এই দায়িত্ব গ্রহণকারীকে পরিভাষাগতভাবে দ'ামিন (ضامن—যি'ম্মাদার) বলা হয় এবং দায়িত্ব গ্রহণ অথবা পালনকে বলা হয় দ'ামানাঃ। (ضمانة)। ضمانة-এর চুক্তির সম্পর্কে مضمون শব্দটির ব্যবহার এইরূপ ঃ যাহার (creditor) পক্ষে বা অনুকূলে দায়িত্ব গ্রহণ করার চুক্তি হয় তাহাকে মাদ'মূন লাহ (مضمون له) বা মাদ'মূন 'আলায়হ্ (مضمون عليه) বলা হয়; যে জিনিসটির (Pawn) প্রত্যর্পণের এবং ক্ষতি হইলে তাহা পূরণের দায়িত্ব গৃহীত হয় সে জিনিসটিকে মাদ'মূন বিহী (مضمون به) এবং যাহার (debtor) হাতে জিনিসটি আছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতি সাধিত হইতে পারে তাহাকে মাদ'মূন 'আনহ (مضمون عنه) বলা হয়। জিনিসটি হুবহু (عين) অর্থাৎ অক্ষত প্রত্যর্পণের জন্য দ'ামিন দায়ী থাকে। জিনিসটি ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হইলে দ'ামিন তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ আইনত مثل (তুল্য, অনুরূপ) প্রত্যর্পণ করিতে পারে বা قيمة (মূল্য) দিতে পারে। মিছ্'ল অর্থ যাহা গুণগত এবং পরিমাণগত বিবেচনায় সমান বা তুল্য, যথাঃ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী, যাহার লেনদেন হয় দাঁড়িপাল্লায় ওয়ায্‌ন (موزون) বা খাদ্যের পরিমাপে (مكيل) বা গণতিতে (معدود) এই প্রকার বস্তুকে সাধারণত مثليات বলা হয়; সুতরাং এই জাতীয় বস্তুর مثل প্রত্যর্পণ সম্ভব। অন্যপক্ষে مقومات বলিতে বুঝায় এমন বস্তু যাহাতে বিশেষ কোন স্বকীয়তা থাকে, যদ্দরুন مثل প্রত্যর্পণ সম্ভব হয় না; বরং মূল্যই দিতে হয়।

ইসলামী আইনে অন্যান্য চুক্তির যাহা সাধারণ নিয়ম-কানুন, যেমন চুক্তি সম্পাদন, সাক্ষ্য-প্রমাণ ইত্যাদির নিয়মাবলী তাহা ضمان চুক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বিস্তারিত বিবরণের জন্য ফিক্'হ গ্রন্থসমূহের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহ দ্র. (১) Sachau, Muhammed. Recht, p. 385 প.; (২) খালীল, মুখ্‌তাস'ার, Transl. Santillana, ii. 249 প.; (৩) Tornauw, Moslem, Recht, p. 139 প.; (৪) Juynboll, Handleiding, p. 384; (৫) Berstrasser, Grundzuge, p. 64.

O. Spies (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

মাযার (مزار) স্থানবাচক বিশেষ্য, ধাতুগত অর্থ দর্শনার্থে গমন করা। মাযার অর্থ দর্শনার্থে গমন করা হয় এমন স্থান, সাধারণত ওয়ালী-দরবেশের সমাধিস্থল বুঝায়। মাযারকে মাক্'বারাঃ (কবরস্থান)-ও বলা হয়, এইরূপ সমাধির পার্শ্বে মসজিদও প্রতিষ্ঠিত হয়, আবার কোথাও মাদ্‌রাসাও গড়িয়া উঠে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মদীনার কবরস্থান আল-বাক'ী'তে এবং উহ্'দ যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্ত স'াহ'াবীদের কবরস্থানে গমন করিতেন এবং দু'আ' করিতেন। কিন্তু কাহারও কবরকে মসজিদে পরিণত করিতে অর্থাৎ উহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে, হয় সিজদা করিয়া বা অন্য কোনভাবে, ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার মৃত্যুশয্যায় য়াহূদী ও খৃস্টানদিগকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, কারণ তাহারা তাহাদের রাসূলগণের কবরকে মসজিদে পরিণত করিয়াছিল (বুখারী, স'ালাত, বাব ৪৮, ৫৪)।

কবরস্থানে (ফি'ল-মাক'াবির) স'ালাত পড়া মাক্‌রূহ (বুখারী, স'ালাত, বাব ৫২), কবরের উপর বসিও না এবং উহার দিকে মুখ করিয়া স'ালাত আদায় করিও না (মুসলিম জানাইয, হ'াদীছ' ৯৭ প.), আপন গৃহে (নাফ্‌ল) স'ালাত আদায় কর, উহাকে কবরে পরিণত করিও না (মুসলিম, স'ালাতু'ল-মুসাফিরীন, হ'াদীছ' ২০৮ প.)। এই সব হ'াদীছ' হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মাযার বা মাক্'বারার প্রতি অতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন অনুচিত, তবে সেখানে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ' করা জাইয, কাহারও মতে প্রশংসনীয় কাজ (নাওয়াব'ী, শারহ' মুসলিম, মাসজিদ হ'াদীছ' ৩, দিল্লী ১৩১৯)। মাযার সংলগ্ন মসজিদ সম্পর্কীয় হুকুম অন্যান্য মসজিদের ন্যায়।

এইসব নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সূ'ফী ত'ারীক'াগুলির প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে সূ'ফী-সাধকের মাযার ও মাক্'বারার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্য দিকে শী'আদের 'আলী বংশের প্রতি সবিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধাও এই প্রবণতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। মাশ্‌হাদ (দ্র.) 'আলী বংশীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মাযারের নাম। কবরের উপর গম্বুজসহ 'ইমারাত নির্মাণের প্রথাও ধীরে ধীরে প্রচলিত হয়, ইহাকে কু'ব্বাঃ বলা হয়। কোথাও ইহা মাক'াম নামেও পরিচিত। কবরকে মূল্যবান আচ্ছাদন, চাদর (কোথাও স্বর্ণ-রৌপ্যের সুতার কাজসহ) দ্বারা আবৃত করা হয়।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স'), আবূ বাক্‌র (রা) ও 'উমার (রা) উম্মু'ল-মু'মিনীন 'আইশাঃ (রা)-এর হ'ুজ্‌রায় সমাধিস্থ হন। সমাধিগুলি একটি পঞ্চকোণবিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সমগ্র এলাকাটি আর-রাওদ'াঃ (উদ্যান) নামে অভিহিত। পরবর্তীকালে ইহার উপর গম্বুজ নির্মিত হয় (Wustenfeld, Medina, p. 66. প., 72 প., 78 প., 89)। আল-বাক'ী'-র অনেক সমাধির উপরও গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছিল (ইব্‌ন জুবায়র, রিহ্'লাঃ, পৃ. ১১৫ প.)। বর্তমান সা'উদী সরকার এইগুলি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়াছেন। কতিপয় স্থানে সুবিখ্যাত ব্যক্তিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহা দাফন করা হইয়াছে তাহার প্রতিও

List>

সম্মান প্রদর্শিত হয়, যথাঃ কায়রোতে আল-হ'সায়ন (রা)-এর মস্তক যাহা 'আসক'আলান হইতে ৫৪৮/১১৫৩-৫৪ সালে নীত হয় ও দাফন করা হয় ('আলী পাশা মুবারাক, আল-খিত'তু'ল-জাদীদাঃ, ৪খ, ৯১ প.)। উহার সংলগ্ন মসজিদটি 'মসজিদ হু'সায়ন' নামে প্রসিদ্ধ।

ক্রমে মুসলিম বিশ্বের প্রায় সর্বত্র বহু মাযারের আবির্ভাব ঘটে। কোন কোন ব্যক্তির সমাধি একাধিক স্থানেও দেখা যায়, যেমন: 'আলী (রা) কূফা, দামিশক ও অন্যান্য স্থানের মাশ্হাদ 'আলী (ইব্ন জুবায়র, রিহ্'লাঃ, পৃ. ২১২, ২৬৭)-তে, আবূ হুরায়রাঃ (রা) মদীনা, জীযাঃ ও ফিলিস্তীনের বিভিন্ন স্থানে এবং হযরত য়ূনুস নবী ('আ) নিনিভেহ (Niniveh) ও ফিলিস্তীনে। আহ্লু'ল-বায়তের (নবী বংশীয়) তদ্রূপ অসংখ্য সমাধিগৃহের আবির্ভাব হইয়াছে। ইব্ন জুবায়র মিসরে এই পরিবারের ১৪ জন পুরুষ ও ৫জন মহিলার সমাধির উল্লেখ করিয়াছেন (রিহ্'লাঃ, পৃ. ৪৬ প.)। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, পরহেযগারীর বা শৌর্য-বীর্যের জন্য খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কবরের উপরও সমাধিগৃহ নির্মিত হইয়াছে; যথা: কায়রোতে ইমাম-শাফি'ঈ (র)-এর (দ্র.) এবং ত'ান্ত'াতে আহ'মাদ আল-বাদাব'ীর সমাধি। দামিশ্কে ও উহার আশেপাশে পূর্ববর্তী নবীগণ ('আ) ও অজ্ঞাতনামা ওয়ালী-দরবেশদের সমাধির উপর নির্মিত অনেকগুলি গৃহ ছিল (ইব্ন জুবায়র, রিহ্'লাঃ, পৃ. ২৭৩ প.)।

কু'রআন পাকে উল্লিখিত নবী, রাসূল ও ধার্মিক (স'ালিহ') ব্যক্তিদের নামেও সমাধিগৃহ রহিয়াছে, যথা: 'আক্কাতে মাসজিদ জামি'র বহিপার্শ্বে স'ালিহ' ('আ)-এর সমাধি (নাসি'র-ই-খুসরাও, সাফারনামাঃ ed. Schefer, পৃ. ১৫, ১=৪১), সিরিয়াতে তাঁহার পুত্রের সমাধি (ইব্ন জুবায়র, পৃ. ৪৬), 'আক্কার নিকটে হূদ ('আ)-এর সমাধি (সাফার নামাঃ, পৃ. ১৬, ৫=৫২) ইত্যাদি।

সন্দেহজনক কবরের অস্তিত্বও একেবারে বিরল নয়। সমাধিস্থ নহেন, এইরূপ কবরও রহিয়াছে, যথাঃ আল-খাদি'র-এর দামিশকে একটি মাযার (য়াকূ'ত, ২খ, ৫৯৬, ৯)।

মাযারসমূহে পর্যটকবৃন্দ বারাকাত ও অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে, অনেক মাযারে সমাধিস্থ বুযর্গের 'উরস অর্থাৎ জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকী ধুমধামের সহিত পালিত হয়। কোথাও এই অনুষ্ঠানকে 'ঈস'াল ছ'াওয়াব'-এর মাহ্'ফিলও বলা হয়। কোথাও জন্ম ও মৃত্যু তারিখ ছাড়াও অন্য দিনে ঈস'াল ছ'াওয়াবের মাহ্'ফিল অনুষ্ঠিত হয়। শারী'আতপন্থীরা মাযারসমূহে সচরাচর সংঘটিত নানা কর্মকাণ্ডকে না-জাইয বলেন। এইসব কাজ-কর্মের কোন কোনটি শির্কের পর্যায়ে পড়ে বলিয়া তাঁহারা মন্তব্য করেন, যথা: কবরের সামনে মাটিতে মাথা ঠেকান, কবরের ত'াওয়াফ করা, কবরকে চুম্বন করা, সমাধিস্থ বুযর্গের নিকট কিছু চাওয়া ইত্যাদি।

কোথাও প্রসিদ্ধ কোন মসজিদের পার্শ্বে একজন বুযর্গ ব্যক্তিকে দাফন করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়, যথা: লাহোরের শাহী মসজিদের পার্শ্বে কবি ইক'বালের সমাধি। আবার কখনও কোন বিখ্যাত ওয়ালীর মাযারের এলাকায় মসজিদ নির্মিত হয় এবং ঐ মাযারের জন্যই মসজিদটির সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। এইসব মাযার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট অর্থও ব্যয় হয়। কোথাও মাযারের জন্য ওয়াক্'ফ সম্পত্তি থাকিতেও দেখা যায়। মাযার-গুলির খাদিম রহিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা উত্তরাধিকারসূত্রে এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

ভারত উপমহাদেশে 'আরব ও ইরান হইতে বহু সংখ্যক ওয়ালী-দরবেশ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মাযারগুলি উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এখনও বিদ্যমান, যথা: ভারতের আজমীরে খাওয়াজা মু'ঈনু'দ-দীন চিশ্তী (র)-এর মাযার, দিল্লীতে নিজ'ামু'দ-দীন আওলিয়া' (র)-এর মাযার, পাকিস্তানের লাহোরে দাতা ফারীদু'দ-দীন গানজ শাক্কার (র)-এর মাযার, বাংলাদেশের সিলেটে শাহ জালাল (র)-এর মাযার ইত্যাদি। বাংলা-দেশের চট্টগ্রামকে মাযারের শহর বলা হয়। সেখানে বার আওলিয়া'র মাযার আছে বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে।

এইসব মাযারে অমুসলিমগণও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। কোথাও অমুসলিম ব্যক্তিকে মাযারের দালান-কোঠা নির্মাণ করাইয়া দিতেও দেখা গিয়াছে।

মুসলিম রাজা-বাদশাহগণ তাঁহাদের প্রিয়জনদের জন্য, আবার কখনও জীবিত থাকিতেই নিজের জন্য (মামলূক সুলত'ানগণ এইরূপ করিতেন) স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। আগ্রার জগদ্বিখ্যাত তাজমহল তদ্রূপ একটি স্মৃতিসৌধ। পর্যটকগণ সেখানেও যাতায়াত করেন, অবশ্য কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে নয়, কেবল সৌন্দর্য উপভোগের উদ্দেশ্যে।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) বুখারী, স'ালাত; মুসলিম, জানাইয, স'ালাতু'ল-মুসাফিরীন; (২) Wustenfeld. Medina; (৩) E. Ratter, The Holy cities of Arabia, London and New-York 1928, 1930; (৪) Ibn 'Abd Rabbih, al-Iqd, Cairo 1331, IV, 272 প.; (৫) Ibn Jubair, Rihla, 46 প., 212, 267, 273 প.; (৬) নাসি'র-ই-খুস্রাও, সাফারনামা; (৭) মোহাম্মাদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া, কলিকাতা ১৩২৩; (৮) আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, আমাদের সূফী সাধক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৭৭।

এ. ডি. এম. মুছলেহ উদ্দীন

মায়তাঃ (ميتة) মায়ত (موت মৃত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ)। য'বৃহ' (ذبح) ব্যতীত অন্য কোন কারণে মৃত প্রাণীকে মায়তাঃ বলা হয়। পরিভাষাগত অর্থে যে সকল প্রাণীকে শারী'আতসম্মত পন্থায় য'াবৃহ্' করা হয় নাই এবং সেইজন্য যাহার গোশ্ত অভক্ষ্য (حرام) তাহাকে মায়তাঃ বলা হয়। সাধারণভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে যে প্রাণীর মাংস অখাদ্য, উহার দেহের যে কোন বিচ্ছিন্ন অংশকেও মায়তাঃ বলে। কু'রআনে ২ : ১৭৩, ৬ : ১৪৫ এবং ১৬ : ১১৫ আয়াতে মায়তার নিষেধমূলক উল্লেখ রহিয়াছে। এতদ্সংগে প্রায় অভিন্ন ভাষায় لحم خنزير ودم এবং ما اهل لغير الله به অর্থাৎ যথাক্রমে প্রবহমান রক্ত, শূকরের মাংস এবং গায়রু'ল্লাহ্র নামে বধিত জীবের মাংস হারাম ঘোষিত হইয়াছে। ৬ : ১৩৯ আয়াতে 'আরব পৌত্তলিকদের কুসংস্কারমূলক প্রথার প্রতিবাদে এইরূপ উক্তি আছে : "তাহারা বলিল, এই পশুগুলির গর্ভে যাহা আছে, তাহা আমাদের পুরুষগণের জন্যই বৈধ, আমাদের স্ত্রীগণের জন্য নিষিদ্ধ; কিন্তু যদি ইহা মায়তাঃ (মৃত) হয়, তবে তাহাতে সকলেই অংশীদার", (৬ : ১৪৫) আয়াতে বলা হইয়াছে : "আমার নিকট যাহা প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে, উহাতে ভক্ষণকারীর জন্য খাওয়া হারাম, আমি এমন কোন কথা পাই না—যদি ইহা মায়তাঃ কিংবা প্রবহমান রক্ত এবং শূকরের মাংস না হয়, কেননা উহা অপবিত্র অথবা এমন জীব হয় যাহা ফিস্ক' অবৈধরূপে গণ্য—যাহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে, কিন্তু কেহ যদি উহা ভক্ষণ করিতে বাধ্য হয়

আল্লাহ্‌র বিরোধিতা বা সীমালংঘন না করিয়া (যতটা প্রয়োজন ততটা ভক্ষণ করিলে) তোমার প্রভু ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।" মায়তাঃ-র আরও বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে সূরাঃ মাইদাতে (৫ : ৩)। বলা হইয়াছে : "তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ হইল মায়তাঃ, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যাহা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে, শ্বাসরুদ্ধ করিয়া নিহত, আঘাতে নিহত, পতনে মৃত, শৃঙ্গ-বিদ্ধ হইয়া মৃত, হিংস্র জন্তু যাহা (আংশিক) খাইয়াছে, কেবলমাত্র যাহা (প্রাণ থাকিতে) তোমরা পবিত্র (য'বহ') কর তাহা ব্যতীত—এবং যাহা প্রস্তর-বেদীতে য'বহ' (কোন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে) করা হইয়াছে (এই সমস্ত মায়তাঃ তোমাদের অভক্ষ্য) . . . . ; কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় যদি কেহ উহা খাইতে বাধ্য হয়, যদি ইচ্ছাকৃত গুনাহের আকর্ষণে না খায়, তাহা হইলে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।

পৌত্তলিক 'আরবে প্রাণী জাতীয় খাদ্য সম্পর্কে নানা কুসংস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়, সূরাঃ মাইদাঃর ১৩৯ এবং ১৪০ আয়াতদ্বয়ে ; পৌত্তলিক 'আরবগণের মধ্যে মায়তাঃ ভক্ষণ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ছিল না। এই ইংগিত পরিলক্ষিত হয়, ৬ : ১৪০ আয়াতে (وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ)। কিন্তু আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণপূর্বক য'বহ্' করা হয় নাই যে প্রাণীকে (মাছ ব্যতিক্রম—পরে দ্র.) উহা নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে কু'রআান আপোষহীন (৬ : ১২২)। কারণস্বরূপ বলা হয়, জীবের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ ; তাঁহার নামে য'বহ' করিয়া তাঁহার প্রদত্ত জীব ভক্ষণের অধিকার মানুষ তাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছে। সুতরাং য'বহ' ব্যতীত মৃত্যু ঘটিলে তাহা হ'রাাম হয় ; অন্য কাহারো নামে বধ করিলে তাহা হয় আল্লাহ্‌র সরাসরি অবাধ্যতা (شرك) বা অংশীবাদ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী পশু বা পাখিকে শিকার ধরিতে পাঠাইবার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিলে তাহাদের ধৃত শিকার মৃত অবস্থায় হাতে আসিলেও তাহা হ'লাল (৫ : ৪)। জীবিতাবস্থায় হস্তগত হইলে তাহাকে যথারীতি য'বহ' করিতে হইবে নতুবা তাহা মায়তাঃরূপে গণ্য হইবে। তীরের সাহায্যে শিকার করা প্রাণী সম্পর্কে একই অনুশাসন ইসলামী ফিক্'হে পাওয়া যায়।

প্রাচীন সেমেটিক ধর্মমতে পশু-রক্ত ব্যবহার অবৈধ ছিল। কু'রআানের উপরিউক্ত কয়েকটি উদ্ধৃতির মধ্যে মায়তার সাথে রক্তের নিষিদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে মুহ'ম্মাদ (স') য়াহূদীদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এই মতের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না ; বিশেষত য়াহূদীদের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজে যখন প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে কু'রআানে (সূরাঃ ২ : ১৭৩) স্পষ্টাক্ষরে এই জাতীয় নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হয়। অধিকন্তু য়াহূদীদের প্রতিকূলতার স্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে ৬ : ১৪৬ আয়াতে।

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ (৬ : ৩) কথাটিতে যে পবিত্রকরণের উল্লেখ আছে ইহার অর্থ নিশ্চিতরূপে বিধিসম্মত য'বহ্'। যদি উহা প্রাণীটির জীবনের শেষ মুহূর্তেও করা হয়, তাহা হইলেও উহা মায়তাঃ পর্যায়ভুক্ত হয় না ; বরং উহা বৈধ খাদ্য বলিয়া গণ্য হয়।

কু'রআানের এই ব্যবস্থা হ'াদীছে' অধিকতর সম্প্রসারিত হইয়াছে। হ'াদীছ' অনুসারে মৃত পশুর ব্যবসায় নিষিদ্ধ অর্থাৎ মায়তাঃ না হইলে উহার যে অংশ ভক্ষণ করা যাইত তাহা বেচাকেনা নিষিদ্ধ। কতিপয় হ'াদীছে' (প্রধানত ইব্‌ন হ'াম্বাল বর্ণিত) মায়তাঃ-র কোন কিছুই ব্যবহার করা বৈধ নহে। অন্যান্য হ'াদীছে' আবার মৃত পশুর চামড়া ব্যবহারের স্পষ্ট অনুমতি রহিয়াছে। মৎস্য এবং পঙ্গপালের ক্ষেত্রে মায়তাঃ নিষিদ্ধ নহে। বিধিসম্মতভাবে য'ব্‌হ' করা ব্যতীত "দুই প্রকার মৃত জীব খাদ্য হিসাবে বৈধ" (যেহেতু উহাদের রক্ত নাই)। পক্ষান্তরে অনুমতিমূলক হ'াদীছে'র সম্প্রসারণ করা হয় কি'য়াসের সাহায্যে এবং বলা হয়, শুধু মৎস্যই নহে, সমুদ্রের সকল জন্তুই শারী'আতসম্মত য'বহ্' ব্যতীত বৈধ—এমনকি সামুদ্রিক পাখীও। অন্য হ'াদীছে' এই বৈধতা সীমাবদ্ধ অর্থাৎ ঐ সকল মৃত মৎস্য এবং সামুদ্রিক জন্তুই বৈধ যাহা সমুদ্রতীরে মৃত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত অথবা জোয়ারের পর পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, পানিতে সাঁতার কাটে যেসব মৎস্য বা জন্তু উহারা নহে। আবূ বাক্‌র (রা) হইতে বর্ণিত একটি প্রামাণ্য উক্তিতে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, পানির উপরিভাগে সাঁতার কাটে, এমন জন্তু মৃত হইলেও খাওয়া বৈধ। এই প্রসঙ্গে সমুদ্রতীরে নিক্ষিপ্ত একটি অতিকায় সামুদ্রিক জন্তুর (যাহাকে কখনও মৎস্য বলা হইয়াছে) কাহিনী জানা যায়। আবূ 'উবায়দাঃ (রা) পরিচালনাধীন একদল সৈন্য তীব্র খাদ্যাভাবের সময় সেই জন্তু ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই হ'াদীছে' এবং উহার ব্যাখ্যায় যাহা বলা হইয়াছে (অর্থাৎ তাঁহারা কেবল ক্ষুধার তাড়-নায়ই উহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন) তাহাতে বৈধতা ও অবৈধতার সীমারেখা নির্ণয়ে কিছু সংশয়ের উদ্ভব হয়। হ'াদীছে'র সাহায্যে আমরা ইহাও জ্ঞাত হই যে, জীবিত পশুর দেহ হইতে কর্তিত লোম্ভ্তও মায়তাঃরূপে গণ্য। য'ব্‌হ'কৃত পশুর গর্ভস্থ বাচ্চাকে বিধিসম্মত উপায়ে য'ব্‌হ্' করিতে হইবে কিনা, হ'াদীছে' এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল এবং য'ব্‌হ' করিতে হইবে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

মায়তাঃ সম্পর্কে চূড়ান্ত পর্যায়ে শারী'আতের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য বিধি-নিষেধগুলি এই :

ইহা সর্বসম্মত যে, মায়তাঃ অপবিত্র এবং নিষিদ্ধ (হ'ারাাম)। মৎস্য এই হুকুমের ব্যতিক্রম। মালিকী এবং হ'াম্বালীগণের মতে বেশীর ভাগ সামুদ্রিক জন্তু এবং শাফি'ঈদের অধিকতর শুদ্ধমতে সর্বপ্রকার জলজন্তু এই ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এই সম্পর্কে হ'ানাফী মায্'হাবে কতক প্রভেদমূলক কথা দৃষ্ট হয়, যথা 'কূলে নিক্ষিপ্ত' অথবা 'পানির উপরিভাগে সন্তরণশীল' এবং পরবর্তী ধারণামতে 'বাহ্যিক কারণে নিহত' অথবা 'অভ্যন্তরীণ কারণে মৃত'। মায়তার অভক্ষ্য অংশও মায়তাঃ, যেমন অস্থি, লোম ইত্যাদি। ইহা শাফি'ঈগণের মত ; কিন্তু হ'ানাফীদের মতে নহে এবং মালিকী-গণের মতে শুধুমাত্র অস্থি মায়তাঃ বলিয়া গণ্য। মৃত পশুর শুষ্ককৃত চামড়া সাধারণত পবিত্র বলিয়া গণ্য এবং উহার ব্যবহার বৈধ।

জরুরী অবস্থায় য'ব্‌হ্' (ذكاة বা ذكا) হ'ানাফী এবং অধি-কতর প্রসিদ্ধ শাফি'ঈ মতে জন্তুটি মুমূর্ষু অবস্থায়ও বৈধ, যদি জীবনের কিছুমাত্র লক্ষণ য'ব্‌হে'র সময় দেখা যায়, মালিকীদের মধ্যে অধিকতর প্রবল মতে তখন জরুরী য'ব্‌হ' কার্যকর হইবে না এবং পশুটি মায়তাঃ বলিয়া গণ্য হইবে (ইহা ইমাাম মাালিকের ব্যক্তিগত মতের বিপরীত)। য'ব্‌হ'কৃত প্রাণীর গর্ভস্থ বাচ্চা য'ব্‌হ' করিতে হইবে কি না, ইমাাম আবূ হ'ানীফা (র)-এর অনুসরণে হ'ানাফীগণ এই প্রশ্নের "হাঁ"-সূচক উত্তর দিয়াছেন ; কিন্তু মালিকী এবং শাফি'ঈগণ ইহার বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। (এই সম্পর্কে বলা হয় যে, পশুর বিধিসম্মত য'ব্‌হ' গর্ভস্থ বাচ্চারও বিধিসম্মত য'ব্‌হ' বিশেষ ;

List>

সুতরাং বাচ্চাকে য'াব্হ' করিবার প্রয়োজন হয় না) তবে মালিকী মতে শর্ত এই যে, বাচ্চাটিকে পূর্ণাঙ্গ হওয়া চাই। ইমাম মুহ'াম্মাদ (র) মালিকীদের সহিত একমত। কেহ মায়তাঃ খাইতে বাধ্য হইলে খাওয়া বৈধ, ইহাতে সকলেই একমত, মতভেদ শুধু এই প্রশ্নে যে, জীবন রক্ষার জন্য মায়তাঃ খাইতে বাধ্য হইলে ক্ষুধা নিবৃত্তির পূর্ণ পরিমাণ খাইবে না, শুধুমাত্র জীবন রক্ষার পরিমাণ খাইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নির্ভরযোগ্য ফিক'হ-এর গ্রন্থাদি ছাড়া, (১) Lane, Ar. Engl. Lexicon, Part 7., p. 2742; (২) Wensinck, Handbook.; (৩) Juynboll, Handleiding tot de kennis van de Mohammedanische wet (3rd. ed. p. 169 প.)।

J. Schacht (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

মায়মূনাঃ (ميمونة)(রা) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সর্বশেষ স্ত্রী। তিনি স'া'স'া'আঃ নামক এলাকায় বসবাসকারী হাওয়াযিন গোত্রের আল-হ'ারিছে'র কন্যা এবং 'আব্বাস (রা)-এর শ্যালিকা ছিলেন। প্রথম স্বামী জনৈক ছ'াক'াফীকে বর্জন এবং তৎপর দ্বিতীয় স্বামী কু'রায়শী আবূ রুক্মের মৃত্যুর পরে তিনি মক্কায় বিধবা জীবন যাপন করিতেছিলেন। হযরত (স') মক্কার সন্নিকটে সারিফ নামক স্থানে তাঁহাকে বিবাহ করেন। ৭ম হিজরীতে 'উম্রাঃ সম্পন্ন করার সময় তাঁহার অসহায়ত্বের কারণেই হযরত (স')-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন। তিনি এই বিবাহ মক্কাতেই সমাধা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মক্কার অধিবাসীরা দীর্ঘদিন তাঁহার মক্কায় অবস্থিতিতে রাযী ছিল না বলিয়া তথায় ইহা সম্ভব হয় নাই। সেই কারণে মক্কার উত্তরে অবস্থিত সারিফ গ্রামে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহে তাঁহার ভগ্নীপতি 'আব্বাস (রা) ওয়ালী হইয়াছিলেন এবং তিনিই বিবাহ পড়ান। হযরত (স') তখন 'ইহ্'রাম' অবস্থায় ছিলেন কিনা, ইহা খুবই বিতর্কমূলক। এই বিবাহে মাহ্র ৫০০ শত দিরহাম ছিল বলিয়া কথিত আছে। মায়মূনাঃ ৬১/৬৮১ সনে সারিফে ইন্তিকাল করেন। যে স্থানে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। হযরত 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) তাঁহার জানাযাঃ পড়ান ও তাঁহাকে কবরে শায়িত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ৭৯০ প.; (২) ইব্ন সা'দ, ৮খ, ৯৪—১০০; (৩) ত'াবারী, ১খ, ১৫৯৫ প.; (৪) আল-বাক্রী, ed. Wustenfeld, পৃ. ৭৭২ প.; (৫) Caetani, Annali dell' Islam, ii. 66 প.; (৬) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 299; (৭) শিব্লী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ৪১৯।

B. Carrade Vaux (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

মায়সির (ميسر) তীরের সাহায্যে ভাগ্য নির্ণয়ের জুয়া বিশেষ; পশুর গোশ্ত বণ্টন করার বিশেষ প্রক্রিয়া; ইসলাম-পূর্বকালে ইহা 'আরবদের একটি রসম ছিল। ইহা ভাগ্য পরীক্ষা বা সহজ সাফল্য অর্থেই সাধারণত ব্যবহৃত হয়। যে কোন খেলা বা প্রথা যাহাতে হঠাৎ কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা যাহাতে বাজি রাখার ব্যবস্থা আছে তাহার জন্যও এই শব্দ প্রযোজ্য।

য়াসিরা, সহজ হওয়া, য়াস্সারা কৃতকার্য হওয়া হইতে মায়সির শব্দ। ইহার অর্থ 'সৌভাগ্যজনক ঘটনা', 'সহজলব্ধ সফলতা'। মায়সারাঃ (তু.) হইল সুখ, ধন-সম্পদ। প্রাচীন আরবে দশজনের একটি দল একটি মধ্যম বয়সের উষ্ট্র ক্রয় করিত এবং উহা য'াব্হ' করিয়া গোশ্তগুলি দশটি অংশে ভাগ করিত। তাহাদের মধ্যে একজন হইত প্রধান যাহাকে য়াসির বলা হইত। এই য়াসিরের তত্ত্বাবধানে তীরের সাহায্যে দলের সকলের মধ্যে ঐ গোশ্ত বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত এই নিয়মে যে, তীরগুলিতে য়াসির সকলের নাম লিখিয়া লইত এবং উহার এক একটি তীর লক্ষ্যহীনভাবে একটি থলের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিত। অন্য প্রক্রিয়ায় পশুটির গোশ্ত ২৮ ভাগে ভাগ করা হইত। ১ম তীরের জন্য এক ভাগ, ২য় তীরের জন্য দুই ভাগ, ৩য় তীরের জন্য তিন ভাগ, এইরূপ ৭টি তীর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে অংশ বাড়িতে থাকিত। শেষের তিনটি তীরের জন্য কিছুই থাকিত না। তীরগুলির প্রত্যেকটির এক একটি পৃথক নাম থাকিত এবং ঐগুলি মক্কার কা'বাঃ গৃহের পুরোহিতের নিকট গচ্ছিত থাকিত।

এই খেলা ছিল পৌত্তলিক যুগের জুয়া জাতীয় একটি অনুষ্ঠান। কু'রআনে (২ ঃ ২১৯ এবং ৫ ঃ ৯৩) ইহাকে মদ্য ও প্রতিমা পূজার সঙ্গে গুরুতর পাপ (কাবীরাঃ গুনাহ) হিসাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে।

ভ্রমণ বা কোন কার্যোপলক্ষেও এই তীরের সংকেত গ্রহণ করা হইত। তীরগুলিতে 'হাঁ' অথবা 'না' খোদিত থাকিত অথবা তিনটি তীরের কোনটিতে 'নির্দেশ', কোনটিতে 'নিষেধ' এবং কোনটিতে 'স্থগিত' সংকেত চিহ্নিত থাকিত। এই প্রক্রিয়াকে 'ইসতিক্'সাম (ভাগ্য-পরীক্ষা) বলা হইত।

কু'রআনের ভাষ্যকারগণের মতে এবং কতিপয় হ'াদীছে' 'মায়সির' শব্দটি ব্যাপক তাৎপর্যবোধক। যামাখ্শারী ইহাকে 'কি'মার' (জুয়া)-এর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। রাসূল (স')-এর একটি হ'াদীছে' সতরঞ্চ ছকের অর্থেও ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। পারস্যের মায়সিরই হইতেছে সেই অভিশপ্ত সতরঞ্চ খেলা (মায়সিরু'ল-'আজাম)। হযরত 'আলী (রা)-এর প্রতি আরোপিত একটি হ'াদীছে' এই শব্দটি গুটি খেলার অর্থে সম্প্রসারিত। এই খেলায়ও ছক ব্যবহার করা হইত বলিয়া অনুমিত হয়। ইব্ন সীরীনের মতে যে কোন লটারী খেলার ক্ষেত্রে এই শব্দ প্রযোজ্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ অভিধান দেখুন; (১) যামাখ্শারী, কাশ্শাফ, ed. Nassau Lees, i. 380; (২) আল-য়া'কূ'বী, ed. Houtsma, i. 300 প.; (৩) A. Huber, Uber das Maisir genannte Spiel, Leipzig 1883; (৪) Freytag, Einleitung in das Studium der arab. Sprache, p. 170 প.; (৫) E. Doutte, Magic et religion dans l'Afrique du Nord, Algier 1909, p. 373. প.।

B. Carra de Vaux (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

মার্য়াম (مريم) ('আ) Mary, নামটির 'আরবী রূপ গ্রীক ও সিরীয় (Syriac) মার্য়াম রূপের অনুরূপ, গ্রীক ও সিরীয় বাইবেলের নূতন ও পুরাতন টেস্টামেন্টে (Testament) এইরূপ ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ বিভক্তিযুক্ত অন্যান্য নাম যেমন, 'আম্রাম, বিল্'আম ইত্যাদির ন্যায় এই নামটিও তাহার বাসস্থান ফিলিস্তীন ও উত্তর-পশ্চিম 'আরবের মধ্যবর্তী এলাকার দিকে নির্দেশ করে। মুসলিম ব্যাখ্যানুসারে নামটির অর্থ "ধর্মপরায়ণ (আল-'আবিদাঃ; ৩ ঃ ৩৬ আয়াতের টীকা তু.)"। ('ঈসা) ইব্ন মারয়াম "মারয়ামের পুত্র (যীশু)" যুক্তভাবে কু'রআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে (২ ঃ ৮৭, ২৫৩; ৩ ঃ ৩৬; ৪ ঃ ১৫৭, ১৭১; ৫ ঃ ১৭, ৪৬, ৭২, ৭৮, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৬; ৯ ঃ ৩১; ১৯ ঃ ৩৪; ২৩ ঃ ৫০; ৩৩ ঃ ৭; ৪৩ ঃ ৫৭; ৫৭ ঃ

২৭; ৬১ : ৬, ১৪)। কু'রআনের এই সকল বর্ণনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মার্‌য়াম ও 'ঈসা উভয়ের মধ্যে 'ঈসা ('আ) শ্রেষ্ঠতর হিসাবে সুস্পষ্টরূপে বিবেচিত হইয়াছেন, কারণ তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ছিলেন। অবশ্য মার্‌য়ামের মর্যাদাও ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

কু'রআনের সর্বত্র, প্রাথমিক অংশগুলি হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী মাদানী সূরাঃসমূহে, মার্‌য়ামের উল্লেখ রহিয়াছে। মক্কায় অবতীর্ণ ২৩ : ৫০ আয়াতে উক্ত হইয়াছে : "এবং আমি মার্‌য়াম পুত্র ও তাঁহার মাতাকে একটি নিদর্শনস্বরূপ করিয়াছি, আর তাহা-দিগকে নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট একটি উচ্চস্থানে আশ্রয় দিয়াছিলাম। ইহাই সম্ভবত কু'রআনে কুমারী মাতার প্রথম পরোক্ষ উল্লেখ, ১৯ : ২০ আয়াতে এই ধারণাকে আরও জোরদার করা হইয়াছে। সেখানে ফিরিশ্‌তা মার্‌য়ামের একটি পুত্র সন্তান জন্মের সংবাদ প্রদান করিলে, মার্‌য়াম তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেন : "কিরূপে আমার পুত্র সন্তান হইবে, আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই ?" (তু. লূক ১ : ৩৪ ; অতঃপর মার্‌য়াম স্বর্গীয় দূতকে বলিলেন, "তাহা কিরূপে হইবে, আমি যে কোন পুরুষকে জানি না ?" স্বর্গীয় দূত প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, "পবিত্র আত্মা তোমার নিকট আসিবেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি তোমাকে ছায়াদান করিবেন)।" ৬৬ : ১২ আয়াতেও (মদীনায় অবতীর্ণ) কুমারী মাতার উল্লেখ আছে : "এবং মার্‌য়াম বিন্‌ত্‌ 'ইমরান, যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করিয়া-ছিল, আমি তাহার মধ্যে আমার (সৃষ্ট) রূহ' ফুৎকার করিয়া দিয়াছিলাম। সে তাহার প্রভুর বাক্যের ও তাহার গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করিয়াছিল এবং একজন অনুগত ব্যক্তি ছিল।"

ফিরিশতার ঘোষণা ও কুমারী মাতার উল্লেখ ৩ : ৪২ আয়াতেও রহিয়াছে : "ফিরিশ্‌তাগণ যখন বলিল, "হে মার্‌য়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং পূত রাখিয়াছেন এবং সমগ্র সৃষ্ট জগতের নারীকুলের উপর তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন। হে মারয়াম ! তোমার প্রভুর প্রতি বাধ্য থাক এবং সিজদা কর আর মাথা নতকারীদের সঙ্গে মাথা নত কর" (লূক, ১ম, ২৮ তু.)। চারিজন মহিয়সী মহিলার মধ্যে 'আইশাঃ (রা), খাদীজা (রা) ও ফাতি'মাঃ (রা)-এর সঙ্গে মারয়ামও পরিগণিত হইয়া থাকেন (আহ্‌'মাদ ইব্‌ন হা'ম্বাল, মুসনাদ, ৩খ, ১৩৫) এবং বেহেশতের নারীকুলের প্রধানরূপেও বিবেচিত হন (ইব্‌ন হা'ম্বাল, ৩খ, ৬৪, ৮০)।

হা'দীছ' অনুসারে ঘোষণাটি নিম্নলিখিত উপায়ে সংঘটিত হইয়া-ছিল : একদা জিবরীল উজ্জ্বল চেহারা, কোঁকড়ান চুল ও শ্মশ্রুবিহীন যুবকের বেশে মার্‌য়ামের নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহার একটি পুত্র সন্তান জন্মের কথা ঘোষণা করেন। প্রথমে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেও অবশেষে ফিরিশতার পুনরায় নিশ্চয় করিয়া বলাতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর ফিরিশ্‌তা তাঁহার জামার ভাঁজের মধ্যে, যাহা তিনি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন, নিজের নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ফিরিশ্‌তা চলিয়া গেলে তিনি জামাটি পরিধান করেন এবং গর্ভবতী হন। ঘোষণাটি সংঘটিত হয় সিলওয়ান কূপের গহ্বরে, যেখানে তিনি প্রত্যহ কলসীতে করিয়া পানি আনিতে যাইতেন; তিনি তখন ১০ অথবা ১৩ বৎসর বয়স্কা ছিলেন, আর সেইটি ছিল বৎসরের দীর্ঘতম দিন। খৃস্টানদের পরম্পরাগত প্রবাদ অনুসারেও মার্‌য়াম যখন কলসীতে ভরিয়া পানি আনিতে যান, তখন প্রথমবারের মত স্বর্গীয় দূতের আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলেন। অন্য একটি মতানুসারে 'ঈসা ('আ)-এর আত্মা মার্‌য়ামের উদরে তাঁহার মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন (ত'াবারী, তাফসীর, ৬ : ২২)।

আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, কু'রআনের বর্ণনানুসারে মার্‌য়াম খৃস্টানদের ত্রিত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কু'রআনে এই ত্রিত্ববাদকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, ৪ : ১৭১/৫ : ৭৫ আয়াতে এই ধারণার প্রতি একটু ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। "মার্‌য়াম পুত্র আল-মাসীহ' একজন রসূল মাত্র, তাঁহার পূর্বে আরও রাসূল আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার মাতা একজন সতী রমণী ছিলেন ; আর উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করিতেন।" এই আয়াতটি স্পষ্টরূপে খৃস্টানদের মতবাদকে খণ্ডন করিয়া দিয়াছে। কারণ তাহারা 'ঈসা ('আ) এবং তাঁহার মাতাকে প্রভু হিসাবে পূজা করিয়া থাকে এবং মানবিক প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে স্থান দান করে। এই আয়াতের সঙ্গে ৪ : ১৭১ আয়াতকে তুলনা করা যাইতে পারে : "হে কিতাবের অধিকারিগণ! নিজেদের ধর্মকে অতিরঞ্জিত করিও না এবং আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত কিছু বলিও না, 'ঈসা (আ)ইব্‌ন মার্‌য়াম আল্লাহ্‌র একজন রাসূল ও তাঁহার বাক্যমাত্র, যাহা তিনি মার্‌য়ামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং একটি আত্মা, যাহা আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলদিগকে বিশ্বাস কর, আর 'তিনজন' (প্রভু) বলিও না। ইহা হইতে সাবধান থাক, তাহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে, আল্লাহ মাত্র একজনই" ইত্যাদি।

৫ : ১১৬ আয়াতে আরও পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে : "এবং আল্লাহ যখন বলিবেন, হে 'ঈসা ইব্‌ন মার্‌য়াম! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছ যে, আল্লাহ ছাড়াও আমাকে এবং আমার মাতাকে প্রভুরূপে বরণ কর ?" তিনি তখন বলিবেন, "আল্লাহরই পবিত্রতা, আমার যাহা বলার অধিকার নাই তাহা আমি বলিব, ইহা কখনও হইতে পারে না; যদি আমি তাহা বলিতাম তাহা হইলে আপনিই' ত তাহা ভালরূপে অবগত হইতেন" ইত্যাদি।

মার্‌য়াম ও 'ঈসা (আ)-এর কাহিনী কু'রআনের কয়েক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অনেক ক্ষেত্রেই বাইবেলের তথাকথিত অপ্রামাণ্য অংশসমূহে বর্ণিত কাহিনীর সহিত আংশিক অথবা পূর্ণভাবে মিলিয়া যায়। ২৩ : ৫০ আয়াতে (উপরে দেখুন) 'ঈসা ('আ) ও তাঁহার মাতার জন্য প্রস্তুত উচ্চস্থানের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে কোন্‌ জায়গাটির কথা বলা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট নহে। St. Luke i. 39 অনুসারে Elisabeth-কে দেখিতে মার্‌য়াম পাহাড়ে গমন করিয়া-ছিলেন। Protovangelium Jacobi-তে আছে (২২শ অধ্যায়; সিরিয়াক মূল বচন, পৃ. ২০), ইহা সেই Elisabeth যে John-এর সঙ্গে একটি পাহাড়ের দিকে পলায়ন করিতেছিল, পাহাড়টি তাহাদিগকে তাহাদের উৎপীড়কগণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজের মুখ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। মুসলিম টীকাকারগণ বলেন, 'উচ্চস্থান' দ্বারা সম্ভবত জেরুযালেম, দামিশ্‌ক, রাম্‌লা অথবা মিসরের কথা বলা হইয়াছে। Maracci উহাকে স্বর্গোদ্যান বলিয়া মনে করেন।

'ঈসা ('আ)-এর জন্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কু'রআনে দুইটি সূরায় বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে, সেই সূরাঃ দুইটি হইল ১৯ : (সূরাঃ মার্‌য়াম) : ১—৩৪ আয়াত এবং ৩ (আল-'ইমরান) : ৩৫—৪৭ আয়াত।

যাকারিয়্যা' ('আ) ও য়াহ'য়া ('আ)-এর কাহিনী দ্বারা ১৯তম সূরার আরম্ভ (আয়াত ১—১৫), তারপর মার্‌য়াম ও 'ঈসা ('আ)-এর কাহিনী

List>

শুরু হইয়াছে (আয়াত ১৬—৩৩)। ৩য় সূরার ৩৫—৪৭ আয়াতে রহিয়াছে : (ক) মার্‌য়ামের জন্ম ; (খ) য়াহ্‌'য়্যা ('আ)-এর সম্পর্কে ঘোষণা (আয়াত ৩৮—৪১); (গ) 'ঈসা ('আ) সম্বন্ধে ঘোষণা (আয়াত ৪২—৪৬)।

(ক) মার্‌য়ামের জন্ম : পিতার নাম কু'রআনে 'ইম্‌রান এবং খৃস্টান মতবাদে Ioachim বলা হইয়াছে। ইহা মনে করা হয় যে, 'ইমরান নাম, যাহা স্পষ্টত বাইবেলীয় 'Amram, মূসা ('আ)-এর পিতার নামের অনুরূপ। মুসলিম হ'াদীছে'র বর্ণনানুযায়ী বাইবেলীয় 'Amram এবং Mary-র পিতার মধ্যে ১৮০০ বৎসরের তফাৎ বিদ্যমান। 'ইম্‌রানের স্ত্রী ও 'ঈসা ('আ)-এর মাতামহীর নাম কু'রআনে উল্লেখ করা হয় নাই। খৃস্টীয় বর্ণনায় ও মুসলিম হ'াদীছে' তাঁহার নাম বলা হইয়াছে হ'ান্‌নাঃ। কেবল মুসলিম হ'াদীছে'ই তাঁহার বংশ পরিচিতি প্রকাশ করা হইয়াছে। তিনি ফাকূ'যে'র কন্যা ও ঈশ্‌বা'—বাইবেলীয় Elisabeth-এর ভগ্নী।

ফাকূ'য'

হ'ান্‌নাঃ (স্বামী-'ইমরান) — মার্‌য়াম — 'ঈসা

ঈশ্‌বা' (স্বামী-যাকারিয়্যা') — য়াহ্‌'য়্যা

অপর একটি বংশ পরিচিতি অনুসারে ঈশ্‌বা' ও মার্‌য়াম দুই ভগ্নী, তাহারা 'ইমরান ও হ'ান্‌নার কন্যা ছিলেন (মাস'উদী, মুরূজ, ১ম, ১২০ প., ত'াবারী, তাফ্‌সীর, ৩য়, ১৪৪)।

'ইমরান

ঈশ্‌বা' — য়াহ্‌'য়্যা

মার্‌য়াম — 'ঈসা

'ইমরান ও হ'ান্‌নাঃ বৃদ্ধ ও নিঃসন্তান ছিলেন। একদা এক বৃক্ষের উপর একটি পাখী তাহার শাবককে আহার করাইতেছিল, তাহা দেখিয়া হ'ান্‌নার মনে একটি সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। তিনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন এবং এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, যদি তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় তাহা হইলে সন্তানটিকে মন্দিরের সেবায় উৎসর্গ করিবেন, তাঁহার স্মরণ ছিল না যে, যদি তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করেন তাহা হইলে য়াহূদী ধর্মের আইন অনুসারে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে (তু. Protev. Jacobi, Chapters iii, iv.; Syriac text, p. 4)। ৩য় সূরার ৩৫—৩৬ আয়াত ইহার সহিত তুলনীয় : "যখন 'ইমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, হে আমার প্রভু ! আমার উদরে যাহা আছে তাহা তোমার জন্য মানত করিলাম, এখন তুমি আমার এই মানত কবূল কর, নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।" যখন তিনি একটি (কন্যা) সন্তান প্রসব করিলেন তখন তিনি বলিলেন, "হে আমার প্রভু ! আমি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছি। . . . . এবং আমি তাহার নাম রাখিলাম মার্‌য়াম।"

অতঃপর কিভাবে তিনি মার্‌য়াম ও তাঁহার বংশধরগণের জন্য শায়ত'ান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন কু'রআন তাহা বর্ণনা করিয়াছে। এই আয়াতের উপরেই নিম্নে অতি পরিচিত হ'াদীছ'টির ভিত্তি সংস্থাপিত, "প্রতিটি শিশুই জন্মের পর শায়ত'ান কর্তৃক স্পর্শীকৃত হয় এবং তাহাতে কাঁদিয়া উঠে, কিন্তু মার্‌য়াম ও তাঁহার পুত্র এইক্ষেত্রে ব্যতিক্রম" (বুখারী, আম্বিয়া', বাব ৪৪ ; তাফ্‌সীর, সূরাঃ ৩, বাব ২ ; মুসলিম, ফাদ'াইল, হ'াদীছ' ১৪৬, ১৪৭. ; আহ্‌'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, ২ : ২৩৩, ২৭৪, ২৮৮, ২৯২, ৩১৯, ৩৬৮, ৫২৩)। 'ঈসা ('আ), মার্‌য়াম এবং সাধারণভাবে সকল রাসূল সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে ('ইস'মাঃ), ইহার সমর্থনে এই হ'াদীছ'টি ব্যবহৃত হয় (দ্র. আন-নাওয়াব'ী মুসলিমের টীকায় এবং আল-বয়দ'াব'ী, ৩ : ৩৫ আয়াতের টীকায়)।

কু'রআনে আরও বর্ণনা রহিয়াছে (৩ : ৩৭) যে, শিশু মার্‌য়াম মসজিদের এক প্রকোষ্ঠে (মিহ্‌'রাব ; দ্র. Protev. Jac. vi. সিরিয়া টেক্‌স্‌ট, পৃ. ৫ প.) আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এবং যাকারিয়্যার তত্ত্বাবধানে বড় হইতে থাকে। মুসলিমের হ'াদীছ' অনুসারে মার্‌য়ামের জন্মের পূর্বেই 'ইম্‌রান মৃত্যুবরণ করেন এবং যাকারিয়্যা ('আ) তাঁহার খালু বিধায় তাঁহাকে প্রতিপালন করার দাবী জানান; কিন্তু য়াহূদী যাজকগণ তাঁহার এই দাবীকে অস্বীকার করে ; ফলে অভিভাবকত্বের দাবীদারগণ নদীতে কলম অথবা তীর নিক্ষেপ করিয়া নিজেদের দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু একমাত্র যাকারিয়্যার কলম বা তীরই ভাসিয়া থাকায় তিনিই অভিভাবক হন। ৩ : ৪৪ আয়াত এই ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত প্রদান করে। খৃস্টীয় কিংবদন্তীতে একমাত্র জোসেফের ক্ষেত্রে এই ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ আছে যে, একটি পাখী তাহার লাঠি হইতে অলৌকিকভাবে বাহির হওয়ার কারণে সে মার্‌য়ামের অভিভাবক মনোনীত হইয়াছিল।

যাকারিয়্যা ('আ) যখনই মার্‌য়ামের মিহ্‌'রাবে প্রবেশ করিতেন তখনই তিনি মার্‌য়ামের নিকট অলৌকিক উপায়ে সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য দেখিতে পাইতেন (৩ : ৩৭)। এই ঘটনার উল্লেখ খৃস্টীয় ঐতিহ্যে আছে (Protev, Jacobi, ৮ম অধ্যায় ; সিরিয়া টেক্‌স্‌ট, পৃ. ৭)। কু'রআনে জোসেফের উল্লেখ নাই। কিন্তু মুসলিম সূত্রের বাণীতে আছে, তিনি তাঁহার খালাত বোন মার্‌য়ামের তত্ত্বাবধান করিতেন, কারণ যাকারিয়্যা' ('আ) বার্ধক্যবশত এই কার্য সম্পাদনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। মার্‌য়াম মিহ'রাবেই অবস্থান করিতেন। কেবল ঋতুকালীন সময়ে উহা ত্যাগ করিতেন। খৃস্টীয় ঐতিহ্য অনুসারে জোসেফ তাঁহাকে বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে নিজের বাড়ী লইয়া আসেন, এই আশংকায় যেন মন্দিরের সম্মান বিনষ্ট না হয়।

(খ) য়াহ'য়্যার জন্ম সম্পর্কিত বর্ণনা য়াহ্‌'য়্যা ও যাকারিয়্যা ('আ) প্রবন্ধদ্বয়ে দেখুন।

(গ) 'ঈসা ('আ)-এর জন্ম সম্বন্ধে ঘোষণা ও জন্ম :

১৯ : ১৬ আয়াতে পরিবেশিত হইয়াছে, "মার্‌য়াম যখন তাঁহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় লইলেন, অতঃপর উহাদিগহইতে নিজেকে আড়াল করিবার জন্য তিনি পর্দা করিলেন।" এখানে কি জেরুযালেমের পূর্বদিকের না তাঁহার বাসভবনের পূর্বাংশের কথা বলা হইয়াছে যেখানে তিনি প্রতিমাসে গমন করিতেন, টীকাকারগণ সে সম্বন্ধে অনবহিত। কথিত আছে যে, ইহাই খৃস্টানদের কি'ব্‌লার উৎস।

১৯ : ১৭—২১ আয়াতে 'ঈসা ('আ)-এর জন্মের ঘোষণা ও জন্মের

List>

বৃত্তান্ত পরিবেশিত হইয়াছে। কতিপয় মুসলিম সূত্রের বর্ণনা অনুসারে এই ঘোষণার পর, হয়ত সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছুক্ষণ পরেই, মার্‌য়াম গর্ভধারণ করেন। প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তিনি একটি খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডের নিকট গমন করেন এবং বলেন, "হে আল্লাহ! আমি যদি ইহার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিতাম এবং একটি বিস্মৃত বস্তুতে পরিণত হইতাম!" অতঃপর তাঁহার নিকট হইতে কেহ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দুঃখিত হইও না; আল্লাহ তোমার নিকট দিয়া একটি ছোট নদী প্রবাহিত করিয়াছেন; খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডটি নাড়া দাও, তোমার নিকট পাকা খর্জুর পড়িবে। খাও ও পান কর এবং চক্ষুকে শীতল কর।" এই কাহিনী ও খৃস্টীয় ঐতিহ্যে বর্ণিত কাহিনী প্রায় অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে; সেখানে বর্ণিত হইয়াছে, মিসরের দিকে পলায়নকালে শিশু যীশু মরুভূমির মধ্যে একটি খেজুর গাছকে তাহার খেজুর দ্বারা মার্‌য়ামকে তৃপ্ত করার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন; অতঃপর খেজুর গাছটি তাঁহার আদেশ পালন করত মার্‌য়ামের পদপ্রান্তে নিজের মাথা ঝুকাইয়া রাখে, যতক্ষণ যীশু ('আ) উহাকে পুনরায় সোজা হইয়া দাঁড়াইতে আদেশ না করেন এবং পবিত্র পরিবারের পিপাসা নিবারণকল্পে উহার মূলের মধ্যে একটি শিরা খুলিয়া দিবার আদেশ না দেন (Apocryphal Gospel of Matthew, chap. 20)। কু'রআন বলে (১৯ঃ ২৬), "তুমি যখন কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইবে তখন বলিও ঃ আমি করুণাময়ের জন্য সি'য়াম পালন করিতেছি; সুতরাং আমি আজ কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিব না।" টীকাকারগণ বলেন, অসঙ্গত প্রশ্নকে এড়াইয়া যাওয়াই ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। খৃস্টীয় ঐতিহ্যে এই ঘটনার উল্লেখ নাই; তবে Protevangelium Jacobi-তে ইহা বলা হইয়াছে (Chap xii, Syr. text, p. 11) যে, মার্‌য়াম, যিনি তখন ১৬ বৎসর বয়স্কা ছিলেন, ইসরাঈলীদের নিকট হইতে গোপনে অবস্থান করিতেছিলেন। মুসলিম সূত্রের বর্ণনা অনুসারে তিনি চল্লিশ (৪০) দিন যাবত গুহায় অবস্থান করিয়াছিলেন। কু'রআন বলে (১৯ঃ ২৭), "অতঃপর তিনি তাঁহাকে ['ঈসা ('আ)-কে] তাঁহার লোকদের নিকট আনয়ন করেন। তাহারা বলিতে লাগিল, "হে মার্‌য়াম! এইবার তুমি একটি অদ্ভুত কার্য করিলে! হে হারূনের ভগিনি! তোমার পিতা ত খারাপ লোক ছিলেন না, আর তোমার মাতাও অসচ্চরিত্রা ছিলেন না। তারপর তিনি শিশুর দিকে ইঙ্গিত প্রদান করেন। অতঃপর শিশু কথা বলিতে আরম্ভ করে। ইহা 'ঈসা ('আ)-এর একটি অতি পরিচিত অলৌকিক কার্য। ইসরাঈলীগণ মার্‌য়ামকে যে 'লজ্জাকর অপবাদ' দিয়াছিল ৪ঃ ১৫৬ আয়াতে তাহারও উল্লেখ আছে।

'হে হারূনের ভগিনি!' (উপরে দ্র.) বাক্যাংশটি সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, টীকাকারগণের মতে এই হারূন মূসা ('আ)-এর ভাই নহেন; বরং মার্‌য়ামের একজন ভ্রাতা ছিলেন।

আল-মাস'ঊদী, ৪খ, ৭৯ মার্‌য়াম কর্তৃক পুরোহিতকে রুটি প্রদানের একটি কিংবদন্তী উল্লেখ করিয়াছেন।

মিসরে পলায়নের উল্লেখ কু'রআনে নাই, যদি না 'উচ্চস্থান' (২৩ঃ ৫০; উপরে দ্র.) ইহার পরোক্ষ ইঙ্গিত মনে হয়। মুসলিম সূত্রের বর্ণনা অনুসারে তাঁহারা সেখানে ১২ বৎসর যাবত অবস্থান করিয়াছিলেন Herod-এর মৃত্যুর পর পবিত্র পরিবার নাসি'রাঃ-তে প্রত্যাবর্তন করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৪০৭; (২) ত'াবারী, ১খ, ৭৯৯ প.; ঐ তাফসীর, ৩ ঃ ১৪৪ প.; ৬ ঃ ২১, ১৭৯; ৭ ঃ ৮২; ১৬ ঃ ২৮ প.; ১৮ ঃ ১৭; (৩) আল-য়া'কূ'বী, ১খ, ৭৪ প.; (৪) আল-মাস'ঊদী, ১খ, ১২০ প.; ২খ, ১৪৫; ৪খ, ৭৯ প.; (৫) আল-কিসাঈ, ক'াস'াসু'ল-আম্বিয়া', ed. Eisenberg, p. 301 প.; (৬) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ১খ, ২১১; (৭) স'া'লাবী, 'আরাইসু'ল-মাজালিস, কায়রো ১২৯০ হি., পৃ. ৩২৬ প.; (৮) কু'রআনের তাফ্‌সীরসমূহ; (৯) Maracci, Prodromi, Padua 1698, iv. 85—87, 104 প., 178 প. and the notes to his translation of the Kur'an; (১০) C. F. Gerock, Versuch einer Darstellung der Christologie des Korans, Hamburg and Gotha 1839, p. 22 প., 72 প.; (১১) G. Weil, Bibilsche Legenden der Muselmanner, Francfort 1845, p. 280 প.; (১২) E. Sayous, Jesus-Christ d'apres Mahomet, Paris.-Leipzig 1880; (১৩) G. Smit, Bijbel en legende bij den arab. schrijver Jaqubi, Leyden 1907, p. 86 প.; (১৪) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin and Leipzig 1926, p. 138 প.; (১৫) A Pieters, Circumstantial Evidence of the Virgin Birth. in MW, xiv. (1929), 350 প.; (১৬) Evangelia apocrypha, rec. C. de Tischendorf, Second ed., Leipzig 1876; (১৭) Apocrypha Syriaca, the Protevagelium Jacobi and Transitus Mariae ...... ed. and tr. A. Smith Lewis, (Studxa Sinaitica, xi.), London 1902.

A. J. Wensinck (S. E. I.)/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মারাবোত ঃ মুসলিম সাধক অথবা তাঁহার বংশধরগণকে, বিশেষ করিয়া উত্তর আফ্রিকাতে, এই নামে অভিহিত করা হয়। এই পারিভাষিক শব্দটি, 'আরবী মুরাবিত' (مرابط) হইতে উদ্ভূত। পর্তুগীজ মারাবুতো এবং (স্পেনীয় মোরাবিতো)-এর সঙ্গে 'আরবী শব্দটির সামঞ্জস্য বিদ্যমান। ১৬৫১ খৃস্টাব্দে জনৈক পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনীতে ইহা বর্তমানরূপে ব্যবহৃত হয়; তাহার মতে মারাবোত "এমন একজন মুসলিম যে নিজেকে সর্বক্ষণ ধর্মচর্চা ও শিক্ষার মধ্যে নিয়োজিত রাখে" (O. Bloch Diet. etymol. de la langue francaise, Paris 1932, দ্র.)। সমগ্র মাগ্‌'রিবে এখন প্রাচীন মুরাবিতে'র স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে উহার আঞ্চলিক রূপ মারাবেত (স্ত্রীলিঙ্গ ঃ মারাবৃত'া, বহুবচন ঃ মারাবৃত'ীন)।

মধ্যযুগের মুসলিম সমাজে, বিশেষ করিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে মুরাবিত' এমন এক ব্যক্তিকে বলা হইত, যে রিবাতে' গমন করিয়াছে; রিবাত' এক প্রকার কঠোর সংযম ও তপস্যা বিজড়িত ধর্মচর্চার নিমিত্ত সংসারত্যাগী জীবন। সেখানে সময় বিশেষে পবিত্র যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ সামরিক বিদ্যানুশীলনও করা হইত। এই কার্যাবলী প্রধানত দুর্গসমূহের মধ্যে সম্পাদন করা হইত। ঐ দুর্গগুলি রিবাত' বা রাবিত'াঃ নামে অভিহিত ছিল (বিস্তারিত বিবরণের জন্য রিবাত' প্রবন্ধ দেখুন; G. Marcais, Note sur les ribats in Berberie, in Melanges Rene Basset, Paris 925, ii., 395—430; J. Oliver Asin, Origen arabe de rebato, arrobda y sus homonimos, Madrid 1928; E. Levy Provencal, L'Espagne musulmane au Xe siecle, Paris 1932, p. 138-139)। ৫ম/১১শ শতকের মধ্যভাগে

এই ধরনের এক স্থানে রিবাত' মৌরিতানিয়ার সি'ন্হাজার 'আব্দুল্লাহ ইব্ন য়াসীনের নিকট এই মুরাবিত্'নের একটি দল একত্র হইয়াছিল এবং তাহাদের অসাধারণ সাফল্যের কথা অবিদিত নয়। মরক্কোর সর্ব দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তাহাদের ইসলাম প্রচার অল্পদিনের মধ্যে এরূপ সক্রিয় হইয়া উঠে যে, ইহা একটি খাঁটি রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহাই ছিল উত্তর আফ্রিকায় মুরাবিত্'ন, য়ুরোপে Al-moravids নামে পরিচিত, রাজবংশের মূল উৎস। ইঁহারা নিজদিগকে প্রায় পৌণে এক শতাব্দী যাবত মরক্কো, উত্তর আফ্রিকার অবশিষ্টাংশ এবং স্পেনে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আধুনিককালে রিবাত' প্রথা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। কিন্তু অনুরূপ নাম মুরাবিত' উহার মৌলিক অর্থের কিঞ্চিত পরিবর্তন সাধন করত পুনর্জীবিত হইয়াছে। আজকাল এই পারিভাষিক শব্দটি কেবল মুসলিম সাধু পুরুষদের জন্য ব্যবহৃত হয়, অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাহাদের বংশধরদের জন্য। আল-জিরিয়াতে সাধু পুরুষদিগকে বর্তমানে ম্রাবেত' বলা হয়, মরক্কোতে স'ালিহ্', ওয়ালী এবং বিশেষত সায়্যিদ শব্দ সাধু পুরুষদিগের জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হয়; এখানে ম্রাবেত' একমাত্র মারবুত' পরিবার বা গোত্রের একজন সদস্যের প্রতি প্রয়োগ করা হয়, যে একজন প্রখ্যাত তাপসের বংশধর এবং তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার অলৌকিক শক্তির (বারাকাত) একটি অংশবিশেষ উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করিয়াছে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই মাগ্'রিবে সন্ন্যাস মতবাদ ও কর্মধারার বিকাশ ঘটে এবং বিশেষরূপে তাহা বৃদ্ধি পায়, বিশেষত মধ্যযুগের শেষের দিক থেকে। শারীফী মতবাদের (দ্র. শারীফ) সঙ্গে সঙ্গে মারাবোতী মতবাদও সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। মারাবোতদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত প্রকট ছিল; কোন এক রাজধানী বা অঞ্চলের পূজনীয় তাপস হইতে এক অজ্ঞাত পরিচয় স্থানীয় দরবেশ পর্যন্ত এই শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের সমাধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবল চতুর্দিকে পরিবেষ্টনকারী ক্ষুদ্র একটি দেওয়াল (হ'াওশ) দ্বারা চিহ্নিত করা যাইত। বহু শ্বেত গম্বুজাকার সমাধি (কু'ব্বাঃ) সমগ্র দেশে ছড়াইয়া আছে (যতই পূর্ব হইতে পশ্চিমে যাওয়া যায় ততই উহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়)। এইগুলি, উত্তর আফ্রিকায় তাপস পূজার একটি অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্য। স্থানীয় অপরাপর তাপসকুল অপেক্ষা অধিকতর সম্মানের অধিকারী কোন এক মারাবোত কোথাও সমাধিস্থ হইলে তাহার সমাধিস্থল একটি প্রকৃত জনসমাগমের কেন্দ্র বা অন্তত একটি য়াবি'য়াঃতে (দ্র.) পরিণত হইত; এই য়াবি'য়াঃ একটি পবিত্র এলাকা (হ'রম) হিসাবে গণ্য হয় এবং এইরূপে ইহা একটি পবিত্র আশ্রমের রূপ পরিগ্রহ করে; কোন কোন সময় ইহার আয় বেশ উল্লেখযোগ্য হয়; এইসব আয় এখানে দর্শনের (যিয়ারাঃ উদ্দেশ্যে আগমনকারী জনগণের দান-দক্ষিণা) কিংবা ইহার মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তির ইজারাঃ হইতে হইয়া থাকে। ইহার প্রধান কর্মকর্তা 'মুক'াদ্দাম', তাপসের একজন প্রত্যক্ষ বংশধর, তিনি যাবতীয় আয় তত্ত্বাবধান করেন এবং মারাবোত পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সহিত উহার অংশ ভোগ করেন। তাঁহার এইরূপ 'ইয্যাত-সম্মানের কারণ হইল, তাঁহার পূর্বপুরুষের সুখ্যাতি এবং তাঁহার অনুসরণকারীদের মধ্যে পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত বারাকাত হস্তান্তরিত করার নিশ্চিত শক্তি একমাত্র তাঁহারই আছে, সাধারণের ইহাই বিশ্বাস।

মারাবোতগণ পুরুষ কিংবা মহিলা প্রত্যেক সম্ভব উপায়ে নিজেদের সাধুতা বজায় রাখিয়া চলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আজীবন তপস্যা, জ্ঞান, উপাসনা, অলৌকিক কার্য সম্পাদনের শক্তি, এমন কি কখনও কম বেশী আধ্যাত্মিক উন্মত্ততার (মায'যু'যু'ব) জন্য পরিচিত থাকেন; অন্যগণ মৃত্যুর পর তাঁহাদের অলৌকিক কার্যাবলী দ্বারা প্রাধান্য লাভ করেন। ধর্মযোদ্ধা (মুজাহিদ) বিধর্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে প্রায়ই পূত-পবিত্র হইয়া থাকেন; আসল অর্থে তিনিই একজন মুরাবিত'। মারাবোতকে যে 'আরবী ভাষাভাষী হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই; কোন কোন অঞ্চলে শুধু বার্বার্ ভাষাভাষী মারাবোতও আছে; তাহাদিগকে আগুর্রাম বলা হয়। মারাবোতের নামের পূর্বে সর্বদা সীদী (সায়্যিদী) উপাধি থাকে; কখনও কখনও, বিশেষত মরক্কোতে "মূলায়" (মাওলায়া) উপাধিও থাকে; মহিলা তাপসীদের নামের পূর্বে সর্বদা বার্বার উপাধি লাল্লাঃ সংযুক্ত হয়। মাগ্'রিবের আবাদীদের রাজ্যগুলিতে, যেখানে প্রচুর পরিমাণে তাপস দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে মারাবোতের উপাধি 'আম্মী।

মাগ্'রিবের অনেক সিদ্ধ পুরুষের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, তাঁহারা আজও মারাবোত হওয়ার কারণে শ্রদ্ধার পাত্র; জীবন চরিত বিষয়ে রচিত সংকলিত গ্রন্থাবলী যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহাদের প্রতি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, বিশেষত মরক্কোতে, যেখানে ১৬শ শতকের পরে সাহিত্যে তাপস কাহিনীর বিকাশ ঘটে। মরক্কোর অত্যধিক খ্যাতিসম্পন্ন মারাবোতদিগের মধ্যে ফাস-স্থ মারাবোতের মহান প্রতিষ্ঠাতা ও ধর্মনায়ক দ্বিতীয় ইদ্রীস ছাড়াও ইঁহাদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য: মূলায় 'আব্দু'স-সালাম ইব্ন মাশীশ, ইনি জিবালা-এর ধর্মনায়ক এবং জাবালু'ল-'আলাম-এ সমাধিস্থ; গ'ার্বের মূলায় বু-সাল্হাম (আবূ সাল্হাম টুপিওয়ালা); ফাসের উত্তর মূলায় বু-শ্তা (আবু'শ-শিতা', "বৃষ্টি বর্ষণকারী)"; মেকনেসের ধর্মনায়ক এবং 'ঈসাওয়াঃ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা সীদী মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'ঈসা; আষেম্মোরের মূলায় বূ-শ'ঈব (আবূ-শু'আয়ব); তাদলা-র মূলায় বূ-'আয্যা' (আবূ য়া'আয্যা); সীদী বেল-'আব্বাস (আবূ আল-'আব্বাস) আস-সাব্তী, ইনি সিউটায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মরক্কোর ধর্মনায়ক ছিলেন। আলজিরিয়াতে বহু সংখ্যক মারাবোতের আবির্ভাব হইলেও সবিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন তাপস সংখ্যায় অতি অল্প; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেলেম্সেনের ধর্মনায়ক সীদী বূ-মাদ্য়ান (আবূ মাদ্য়ান আল্-গ'াওছ'), আলজিয়ার্সের ধর্মনায়ক সীদী 'আবদু'র-রাহ্'মান আছ'-ছ'া'আলিবী; মিলিয়ানার তাপস সীদী আহ্'মাদ ইব্ন য়ূসুফ, ইনি বিদ্রূপাত্মক মত প্রকাশের জন্য বিখ্যাত। তিউনিসিয়ার অন্যগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ক'ায়রাওয়ানের তাপস সীদী আস্'-স'াহি'ব, মহানবী (স')-এর একজন সঙ্গী (স'াহ'াবী) এবং তিউনিসের মহিলা তাপসী লাল্লাঃ 'আইশাঃ আল-মান্নূবীয়াঃ' শ্রেষ্ঠ তাপস এবং ক'াদিরিয়্যাঃ (দ্র.) সম্প্রদায়ের (ত'ারীক'াঃ) গুরু 'আবদু'ল-ক'াদির আল-জীলানী (র)-এর (মৃ. ৫৬১/১১৬৬) প্রতি প্রদর্শিত শ্রদ্ধাও বিশেষরূপে লক্ষণীয়। ইঁহাকে সমগ্র মুসলিম জগত শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। সারা উত্তর আফ্রিকাব্যাপী বিস্তৃত বহু সংখ্যক আশ্রম তাঁহার প্রতি প্রদর্শিত সম্মানের সাক্ষ্য বহন করে; তিনি আল-জিলানী নামে অভিহিত; এবং তাঁহার বিশেষ নাম ত'ায়রু'ল-মারাকি'য, 'মান-মন্দিরসমূহের পাখী', যেহেতু তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত খান্-ক'াহসমূহ প্রায়ই চতুষ্পার্শ্বে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে।

এই ঐতিহাসিক তাপসশ্রেণী ছাড়াও মাগ্‌রিবের অসংখ্য পূত-পবিত্র ব্যক্তিকে বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়। অবশ্য ইঁহাদের অধিকাংশেরই আসল অস্তিত্ব প্রায়ই সন্দেহপূর্ণ। বাস্তবিক তাঁহাদের খানক'াহগুলি সাধারণত অতি সহজ উপায়ে নির্মিত; কোন কোন সময় ইহা ইটের এক ক্ষুদ্র প্রাচীর বেষ্টনী (হ'াবি'ত'াঃ) অপেক্ষা বেশী কিছু নহে। এই সাধুপুরুষগণ অধিকাংশই অজ্ঞাতনামা। উত্তর আফ্রিকাতে এইরূপ বহুল প্রচলিত নাম হইল ঃ সীদী আল্‌-মুখফী ('গুপ্ত প্রভু') এবং সীদী ক'াদি'ল-হ'াজাঃ (সকল পূর্ণকারী প্রভু)। এমন কি ঐতিহাসিক তাপসকুলের মধ্যেও কিছু সংখ্যক এরূপ নামের আবরণে নিজদিগকে গোপন রাখিয়াছেন, যাহা তাহাদের অলৌকিক কার্যাবলীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে (যথাঃ মুলায় বু-শ্‌তা)। এমন কতিপয় সাধকও আছেন যাঁহাদের দুইটি সমাধি বিদ্যমান, ইঁহাদের এক একজনকে বলা হয় সীদী বু-ক'াব্‌রায়ন। পরিশেষে ইহা বলা যায় যে, উত্তর আফ্রিকার কিছু সংখ্যক মুসলিম মারাবোতে য়াহূদী এবং কখনও কোন কোন য়ুরোপীয়ের নিকট পূজনীয়; অপরদিকে আবার মুসলিমগণ য়াহূদী সাধকদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে (মরক্কো ও তিউনিসিয়াতে ইহার নজীর বিদ্যমান)। ১৯শ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত মাগ্‌রিবে মারাবোত পরিবারদের সামাজিক মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইহাদের সদস্যগণ প্রায়ই ছ'ালিহ' (সালিশ) হিসাবে কাজ করিতেন, পথিক-দিগকে আশ্রয় দান করিতেন, গোত্রসমূহের অথবা গোত্তলিকদের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা করিতেন। অধুনা আলজিরিয়া ও উত্তর মরক্কোতে তাহাদের এই প্রভাব হ্রাস পাইতেছে, সেখানে সন্ন্যাসী-পূজার প্রতি জনগণের আসক্তির কঠোর নিন্দা করা হয়। এমন কি প্রগতিশীল ও নিষ্ঠাবান ধর্মানুসারীদের যুক্ত প্রচেষ্টায় কোন কোন সময় ইহাতে সক্রিয়ভাবে বাধাও প্রদান করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উত্তর আফ্রিকায় মারাবোতদের সম্পর্কে বহু সাহিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। (১) The work of E. Doutte, Notes sur l'Islam maghribin, প্রাচীন নিয়মে রচিত; কিন্তু এখনও ব্যবহারযোগ্য। তাহা ছাড়া (২) E. Montet, Le culte des saints en Afrique du Nord, Geneve 1909; (৩) A. Bel, Coup d'oeil sur l'Islam en Berberie, Paris 1920; (৪) E. Westermarck, Ritual and belief in Morocco, 1/2 Vols., London 1936.

E. Levi-Provencal (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মারিস্তান (مارستان) হাসপাতাল, ইব্‌ন জুবায়র ও আল্‌-মাক্‌রীযী প্রমুখের লেখায় হাসপাতালের জন্য বীমারিস্তান, মারিস্তান ও মুরিস্তানের উল্লেখ প্রায়ই মাদ্‌রাসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিতরূপে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার কারণ সম্ভবত এই যে, শিক্ষিত লোক দ্বারা ইহা পরিচালিত হইত এবং সাধারণত ইহার সহিত একটি চিকিৎসাবিদ্যালয় যুক্ত থাকিত। কথিত আছে যে, ইসলামের প্রথম হাসপাতাল নির্মাতা ছিলেন আল-ওয়ালীদ। তিনি ৮৮/৭০৭ সালে একটি হাসপাতাল নির্মাণ করিয়াছিলেন (মাক্‌রীযী, ৪খ, ২৮৫ প.)। নামটি যে মূলত ফারসী ভাষা হইতে গৃহীত তাহা সুস্পষ্ট এবং সম্ভবত এই নাম জুন্দীশাপুরের চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলির সহিতও সম্পর্কিত (দেখুন, আব'ল-ফারাজ, তারীখু'দ-দুওয়াল, পৃ. ২১৪)। কায়রোতে ২৫৯ অথবা ২৬১ সালে (মসজিদ নির্মাণের পূর্বে) ইব্‌ন তূলূন দরিদ্র জনগণের জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণ করিয়াছিলেন। একই সময় তিনি মসজিদের পশ্চাতে একটি ঔষধালয় স্থাপন করিয়া সেখানে একজন চিকিৎসক নিয়োগ করিয়াছিলেন, যিনি প্রতি শুক্রবার সেখানে চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতেন। আল-মাক্‌রীযীর মতানু-সারে তাঁহার এই মারিস্তান মিসরের প্রথম হাসপাতাল (ইব্‌ন দুক্‌'মাক' ইহাকে 'উচ্চতর' নামে অভিহিত করেন, পৃ. ৯৯), সম্ভবত ইহার অর্থ জনসাধারণের জন্য প্রথম দাতব্য হাসপাতাল; কারণ ইহা একেবারেই অচিন্ত্যনীয় যে, এই গ্রীক প্রতিষ্ঠানটি পূর্বে মিসরে বিদ্যমান ছিল না (মাক্‌রীযী, ৪খ, ৩৮, ৩৯, ২৫৮; সুয়ূত'ী হ'স্‌ন, ২খ, ১৩৯)। আল-মাক্‌রীযী (৪খ, ২৫৯ প.) এতদ্ব্যতীত কায়রোর আরও কয়েকটি হাসপাতালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা ঃ মারিস্তান কাফূর (হি. ৩৪৬, সম্ভবত ইব্‌ন দুক্‌'মাক' যাহাকে 'নিম্নতর' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ইহা সেইটি, পৃ. ৯৯), আল-মাগা'ফির (২৩২-২৪৭), আল-মান্‌সূ'রী (৬৮৩), আল-মু'আয়্যাদী (৮২৩)। ইহাদের সহিত আরও দুইটি হাসপাতাল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, যাহা স'ালাহু'দ্‌-দীন মিসর এবং কায়রোতে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (ইব্‌ন জুবায়র, পৃ. ৫১, ৫২; তু' ইব্‌ন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfeld, ১২খ, ৮৫)। দামিশ্‌কে ইব্‌ন জুবায়র দুইটি হাসপাতাল দেখিয়াছেন, বীমারিস্তান আন্‌-নূরী তাহাদের অন্যতম (পৃ. ২৮৩ প.; তু. ইব্‌ন খাল্লিকান, ১২খ, ৮৬)। তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, নাস'ীবীনে একটি (পৃ. ২৪০), হ'ার্‌রানে ২টি (পৃ. ২৪৭), হ'ালাবে ১টি (পৃ. ২৬৩), হামাতে ১টি (পৃ. ২৫৭) হাসপাতাল ছিল; তিনি এইগুলির বিস্তারিত বিবরণসহ বাগদাদের কিছু সংখ্যক হাসপাতালের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা এখানে তৃতীয় শতাব্দী হইতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা জানি এবং ৩০৪ সালে সিনান ইব্‌ন ছ'াবিত বাগদাদের পাঁচটি হাসপাতালের পরিচালক ছিলেন। তিনি আরও তিনটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠারও কৃতিত্বের অধিকারী (ইব্‌নু'ল-কিফ্‌ত'ী, সম্পা. Lippert, পৃ. ১৯৩; তু. হিলালু'স-স'াবী, কিতাবু'ল-উযারা,' সম্পা. Amedroz, পৃ. ২১ এবং সমগ্র গ্রন্থটির উপর Mez, Renaissance, পৃ. ৩২৬ প.)। মুস্‌তান্‌সি'রিয়াঃ মাদ্‌রাসার সংলগ্ন একটি হাসপাতাল ছিল (Le Strange, বাগদাদ, পৃ. ২৬৮)।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দান সম্পর্কে ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আঃ দেখাইয়াছেন যে, (১খ, ১০৩ প.) ইসলামী যুগে ইহা অব্যাহতভাবে চলিতেছিল। উদাহরণস্বরূপ তিনি 'আব্‌দু'ল-মালিক ইব্‌ন আবজারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতে চিকিৎসা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এবং মুসলিম বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য স্থানের মধ্যে আন্‌ত'াকিয়াঃ এবং হ'ার্‌রানে প্রধান চিকিৎসা বিদ্যালয়সমূহ অবস্থিত ছিল (১খ, ১১৬)। বহুকাল যাবৎ অধিকাংশ চিকিৎসকই খৃস্টান ছিলেন (তু. আল-মাক্‌দিসী, BGA, ৩খ, ১৮৩)। হাসপাতালের সহযো-গিতায় সাধারণত শিক্ষাদান করা হইত। প্রধান চিকিৎসক ছাত্র-দিগকে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একত্র করিয়া শিক্ষা দান করিতেন এবং তাহারা তাঁহার কার্যে সহায়তা করিত। ক'ালাউন স্বীয় হাসপাতাল মান্‌সূ'রীতে একটি বক্তৃতাকক্ষ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সেখানে প্রধান চিকিৎসক (রাঈসু'ল-আতি'ব্বা') চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে বক্তৃতা দান করিতেন (মাক্‌রীযী, ৪খ, ২৬০); দামিশ্‌কের বিরাট বীমারিস্তান আন্‌-নূরীতে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত (ইব্‌ন

আবী উস'ায়বি'আঃ, ২খ, ১৯২)। কোন কোন সময় মসজিদেও চিকিৎসাশাস্ত্রের (তি'ব্ব) উপর বক্তৃতা দেওয়া হইত, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা অধিকাংশই দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত তত্ত্ব-বিষয়ক ছিল। ইব্নু'ল-হায়ছ'াম (মৃ. ৪৩০/১০৩৯) আল-হ'াকিমের রাজত্বকালে আযহারে তি'ব্বের উপর বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন (ঐ, ২খ, ৯০)। সালাদীন যখন ইব্ন তু'লূন মসজিদের সংস্কার করেন তখন তিনি সেখানে এ বিষয়ের অধ্যাপক পদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (মাক্'রীযী, ৪খ, ৪১)। মাদ্রাসাতেও তি'ব্ব শিক্ষা করা যাইত, উদাহরণস্বরূপ আল-জীলী, যিনি ৬৪১/১২৪৪ সালে ইন্তিকাল করেন, দামিশ্কের 'আয্'রাবি'য়্যাঃতে ইহার উপর বক্তৃতা দিয়াছিলেন (ইব্ন আবী উস'ায়বি'আঃ, ২খ, ১৭১)। অন্যদিকে পৃথক চিকিৎসা বিদ্যালয় (মাদারিসু'ত'-তি'ব্ব)-ও বিদ্যমান ছিল। যেমন সপ্তম শতাব্দীতে দামিশ্কে এরূপ তিনটি প্রতিষ্ঠান নির্মিত হইয়াছিল (JA, sor. 9, iv. 497—499)। সেই সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ হাসপাতালের চিকিৎসকও হইতে পারিতেন (ইব্ন আবী উস'ায়বি'আঃ, ২খ, ২৬৬)।

J. pederssen (S. E. I.)/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মা'রূফ আল-কার্খী (معروف الكرخى) (র) আবু মাহ্ফূ'জ' ইব্ন ফীরূয বা ফীরূযান, ইনি ২০০/৮১৫-৬ সনে ইন্তিকাল করেন; বাগ'দাদী মতবাদের একজন সুপ্রসিদ্ধ তাপস ও সূ'ফী ছিলেন। আল-কারখী উপাধি সম্ভবত পূর্ব 'ইরাকের (সাম্'আনী, আনসাব,, পৃ. ৪৭৮, তু. য়াকূ'ত, মুশ্তারিক, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৩৬৯, ছত্র ৮ প.) একটি পল্লী কারখ বাজ্জাদ্দা-এর সঙ্গে সম্পর্ক নির্দেশ করে, যদিও কোন কোন মতে তিনি বাগদাদের কার্খ মহল্লার সহিত সংযুক্ত। সাধারণত বলা হয়—তাঁহার পিতামাতা খৃস্টান ছিলেন; ইব্ন তাগ্'রীবির্দীর (ed. Juynboll and Matthes, i. 575) মতানুসারে তাঁহারা ওয়াসিত' অঞ্চলের অধিবাসী স'াবি'ঈ ছিলেন। বাক্র ইব্ন খুনায়স আল-কূফী এবং ফার্ক'াদ আস-সাবাখী (তিনিও কূফার) সূ'ফীবাদে তাঁহার শিক্ষক ছিলেন বলিয়া জানা যায় (আবু ত'ালিব মাক্কী, কূ'তু'ল-কু'লূব, ১খ, ৯; ক্বিহ্রিস্ত, পৃ. ১৮৩)। যাহাদিগকে তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন কিংবা প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সারী আস-সাক'াত'ী অত্যধিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি। ইনি পরবর্তীকালে আল্-জুনায়দ (দ্র.)-এর উস্তায' হইয়াছিলেন। মা'রূফ শী'ঈ ইমাম 'আলী ইব্ন মূসা আর-রিদ'ার একজন ভক্ত ছিলেন, তাঁহার নিকট তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন এবং আপন পিতামাতাকে অনুরূপ কাজে প্রবৃত্ত করেন। এই তথ্যটি নির্ভরযোগ্য নয়। তাঁহার কতিপয় বাণী এরূপ—"প্রেম মানুষ হইতে শিক্ষা করা যায় না; ইহা আল্লাহ্র একটি দান যাহা তাঁহার কৃপায় আসে।" "সাধুজনকে তিনটি নিদর্শন দ্বারা চেনা যায়, তাঁহাদের সর্বাধিক চিন্তা আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্র সাথেই তাঁহাদের সকল কাজ এবং আল্লাহ্র দিকেই তাঁহাদের গমন।" "বাস্তবকে (হ'াক'াইক') আঁকড়াইয়া ধরা এবং সৃষ্টির হাতে যাহা আছে তাহা ত্যাগ করার নাম সূ'ফীবাদ।" সিদ্ধপুরুষ হিসাবে মা'রূফ একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, বাগদাদে তাইগ্রিসের (দাজ্লাঃ) পশ্চিম তীরে অবস্থিত তাঁহার মাযার আজও যিয়ারাতকারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য স্থান। কু'শায়রী বর্ণনা করেন যে, জনসাধারণ এই বলিয়া সেখানে বৃষ্টিপাতের জন্য প্রার্থনা করিতে গমন করিত: "মা'রূফের মাযার একটি পরীক্ষিত ঔষধ বিশেষ (তির্য়াক' মুজার্রাব্)।'

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'শায়রী, রিসালাঃ, কায়রো ১৩১৮, পৃ. ১১; (২) হুজ্ব'ীরী, কাশ্ফু'ল-মাহ্'জুব, ed. Schukovski, Leningrad 1926, p. 141-p. 113 in Nicholson's transl.; (৩) 'আত্'ত'ার, তায'কিরাতু'ল-আওলিয়া', সম্পা. Nicholson, ১খ, ২৬৯ প.; (৪) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, নং ৩৭১; অনু. ed. Slano, Biographical Dict. ii. ৮৮; (৫) জামী, নাফাহ'াতু'ল-উন্স, সম্পা. Lecs, p. 42; (৬) Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, p. 207; (৭) Nicholson, The origin and development of Sufism, in JRAS, 1906, p. 306.

R. A. Nicholson (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

মালাইকাঃ (ملائكة) ফিরিশ্তা, প্রাচীন সেমিটিক (কান্'আনী) শব্দ মালাকের অনিয়মিত বহুবচন; ইহার অর্থ 'দূত'। ইথিওপীয় ভাষায় ল-ক, ক্রিয়াপদের অর্থ প্রেরণ করা। 'আরবীতে ইহার এক বচন 'মালাক' 'হামযা' ব্যতীত এবং এইরূপেই কু'র-আন মাজীদে সর্বত্র লিখিত হইয়াছে। তবে "লিসান"-এ দুই স্থানে (১২খ. ২৭৪, ৩৭১) একই আয়াত প্রমাণ হিসাবে উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, মালাকও ব্যবহৃত হয়; কিন্তু উহা খুবই ক্বচিৎ ঘটে (শায্'য')। ইহার এক বচন এবং বহুবচন 'আরবীতে উভয়ই ফিরিশ্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কু'রআনে দুই স্থানে ইহা দ্বিবচন-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (মালাকায়ন, ২খ, ১০২, ৭খ, ২০), দুই ফিরিশ্তা হারূত ও মারূত (দ্র.) সম্বন্ধে এবং অন্যত্র হযরত আদাম ('আ) এবং হ'াওওয়া' সম্বন্ধে যাঁহারা বেহেশ্তে অবস্থানকালে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইলে তাঁহারা ফিরিশতা হইয়া যাইতে পারেন বলিয়া শয়তান কর্তৃক প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। কু'রআনে বহু স্থানে এই শব্দ বহু বচনরূপে আসিয়াছে (in Flugel's Concordance under l-k, p. 271)। "এই লোকেরা মানুষ অপেক্ষা ফিরিশ্তা কর্তৃক প্রত্যাদেশ আনয়ন দাবী করিত" (বাশার ৬ : ৮. ৯, ৫০; ১১ : ১২, ৩১; ১৭ : ৯৫; ২৫ : ৭); স্ত্রীলোকেরা য়ূসুফের রূপ দর্শনে তাহাকে মানুষ নহে বরং ফিরিশ্তা মনে করিয়াছিলেন (১২ : ৩১); "ফিরিশ্তার সুপারিশ (শাফা'আঃ ৫৩ : ২৬) কোন কাজে আসে না; সেইদিন আট জন ফিরিশ্তা 'আর্শকে ধারণ করিবে" (৬৯ : ১৭), এবং ফিরিশ্তাগণ উপস্থিত হইবেন সারিবদ্ধভাবে, ৩২ : ১১-তে মৃত্যুর ফিরিশ্তা (মালাকু'ল-মাওত্) (৮৯ : ২২) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাম উল্লেখ নাই; দেখুন প্রবন্ধ "আযরাঈল এবং Wensinck-এর Handbook-এ হ'াদীছে'র বরাত, পৃ. ২২ খ। প্রত্যাদেশের দূত জিব্রাঈলের নাম তিনবার উল্লিখিত হইয়াছে (২ : ৯৭, ৯৮; ৬৬ : ৪)। তাঁহার নাম সম্পর্কে মুসলিম শারীফে ঈমান অধ্যায়ে হ'াদীছ' নং ২৮০ প., এবং অন্যান্য প্রমাণের জন্য দ্র. Wensinck, পৃ. ৫৯। ২৬ তম সূরায় ১৯৩—১৯৫, জিব্রীল অনুক্ত নামে আর-রূহ'ল-আমীন (বিশ্বস্ত আত্মা); তিনি মুহ'াম্মাদ (স')-এর ক'ালবে সুস্পষ্ট 'আরবী ভাষায় প্রত্যাদেশ (ওয়াহ'য়ি) বহন করিয়া আনিতেন। সূরাঃ ৫৩ : ৫-১৮ এবং ৮১ : ১৯—২৫-এ জিব্রীলের প্রসঙ্গ আর একবার অনুক্ত নামে উল্লিখিত হইয়াছে। "তিনি সরাসরি মুহ'াম্মাদ (স')-এর নিকট প্রত্যাদেশ বহন করিয়া আনিতেন।" "তিনি আমার সৃষ্ট রূহ' হিসাবে (রূহ'নাা) মার্য়ামের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন (১৯ : ১৭); তিনি পবিত্র আত্মা (রূহ''ল-কু'দুস্) বলিয়া পরিচিত

(সূরাঃ ১৬ ঃ ১০২); "এবং আল্লাহ্ তাঁহা কর্তৃক 'ঈসা ('আ)-কে সাহায্য করিয়াছিলেন" (২ ঃ ২৫৩, ৫ ঃ ১১০)। মীকাঈল (দ্র.) (পাঠান্তর, মীকাল) জিবরীলের সমশ্রেণীর একজন ফিরিশ্তার নাম (২ ঃ ৯৪)। তাঁহার নামকরণ সম্পর্কে বিস্তৃত এবং বাহ্যত প্রকৃত ঘটনা বায়দাবী'তে দেখুন (Fleischer's ed. ১খ, ৭৪ প.)। হাদীছের বিবরণ মতে তিনি জিব্রীলের সঙ্গে মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট প্রতিভাত হইতেন এবং উপদেশ দান করিতেন (Wensinck, p. 152)। মুহাম্মাদ (স) ফিরিশ্তাদের মধ্যে সেই দুই ফিরিশ্তাকে তাঁহার ওয়াযীর বলিতেন। কিয়ামাতের শিঙ্গা হস্তে বিরাজমান ইস্রাফীল (দ্র.) সম্পর্কে কুরআনে অথবা সিহাহ সিত্তার প্রামাণ্য হাদীছে কোন তথ্য নাই। পারলৌকিক ঘটনাবলীর বর্ণনায় ইঁহার বহু উল্লেখ রহিয়াছে। সূরাঃ ৪৩ ঃ ৭৭ দোযখে শাস্তিপ্রাপ্তগণ দোযখের রক্ষীকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, "হে মালিক!" এবং ৯৬ ঃ ১৮ আয়াতে জাহান্নামের পাহারাদারকে 'যাবানিয়াঃ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; বাহ্যত ইহার অর্থ 'প্রচণ্ড ধাক্কা প্রদানকারী' (লিসান, ১৭, ৫৫)। তাঁহাদের সংখ্যা (সূরাঃ ৭৪ ঃ ৩০) উনিশ এবং তাঁহাদিগকেও ফিরিশতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; তাঁহারা রূঢ় এবং কঠোর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (গিলাজ শিদাদ্)। আর এক শ্রেণীর ফিরিশ্তা আছেন যাঁহারা (আল্লাহ্র) নৈকট্যপ্রাপ্ত, (মুকাররাবূন) (৪ ঃ ১৭২); "তাঁহারা দিন রাত্রি অবিরাম আল্লাহ্র গুণ কীর্তন করিতেছে" (২১ ঃ ২০); বায়দাবী তাঁহাদিগকে 'আল্-'আল্লাবিয়্যূন' (সূরাঃ ২ ঃ ৩০; Fleischer's ed. ১ ঃ ৪৭) এবং আল-কার্রূবীয়্যূন (সূরাঃ ৪ ঃ ১৭২; Fleischer's ed. i ; 243) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে 'আর্শের চতুষ্পার্শ্বস্থ ফিরিশতাগণ বলিয়াছেন।

সূরাঃ ফাতির-এর (সূরাঃ ৩৫) প্রারম্ভে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা রহিয়াছে ঃ "ফিরিশতাগণকে দুই-দুই, তিন-তিন এবং চারি-চারি পাখাবিশিষ্ট দূতরূপে আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন (রুসুলান); তিনি যত ইচ্ছা করেন, সৃষ্টিতে ততই বৃদ্ধি করেন।" পরবর্তী বর্ণনা এবং চিত্রের উপর ইহার বিশেষ প্রভাব দৃষ্ট হয়। তাঁহারা মানব জাতির রক্ষক (হাফিজীনা) এবং তাঁহারা মানুষের কাজ-কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত এবং তাঁহারা উহা লিপিবদ্ধ করেন (কাতিবীনা; সূরাঃ ৮২ ঃ ১০, ১২)। সূরাঃ ৯৭ ঃ ৪ আয়াতে ফিরিশতাগণ এবং রূহ এই বাক্যাংশ রহিয়াছে ঃ প্রথম দুই আয়াতের ব্যাখ্যায় ফিরিশ্তা এবং রূহে'র তাৎপর্য সম্পর্কে বায়দাবী আলোচনা করিয়াছেন (Fleischer's, ed., ii, 356/5; p. 383/4)। রূহ সাধারণ আত্মাদের উপরিস্থিত কোন ফিরিশ্তা বিশেষ (আর-আরওয়াহ) অথবা জিব্রীল (তু. কাযবীনী কর্তৃক রচিত 'আজাইব, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৫৬), (রূহ প্রবন্ধ দ্র.)। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের নিকট হইতে সকলে চলিয়া গেলে মুনকার (দ্র.) এবং নাকীর নামে দুইজন ফিরিশ্তা মৃতকে সাক্ষাত দান করেন এবং তাহার ঈমান সম্পর্কে তাঁহারা প্রশ্ন করেন, কুরআনে তাঁহাদের কথা উল্লেখ নাই, কিন্তু হাদীছে উল্লিখিত আছে। পারিভাষিক ক্ষেত্রে এই অবস্থাকে মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন (সুওয়াল) এবং 'কাবরে-'আযাব'ও বলা হয়।

ফিরিশ্তাদিগকে আসমানী রক্ষীদলও বলা হইয়া থাকে (আল-মালাউ'ল-আ'লা, ৩৭ ঃ ৮, ৩৮ ঃ ৬৯)। তাঁহারা আসমানের প্রাচীর পাহারা দেন, যাহাতে জিনন্ ও শায়তানরা ওঁৎ পাতিয়া কিছু শ্রবণ করিতে না পারে (সিহর দ্র.)।

কুরআনে আল্লাহ্র প্রতি ফিরিশতাগণ কর্তৃক আত্মসমর্পণ এবং আনুগত্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। "এবং যাহারা তাঁহার সান্নিধ্যে ('ইন্দাহ) আছে তাহারা তাঁহার 'ইবাদাত করিতে অহংকার করে না এবং তাহারা ক্লান্তিও বোধ করে না, তাহারা দিবারাত্রি তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে" (২১ ঃ ১৯, ২০)। "তাহারা তাঁহার কথার পূর্বে কোন কথা বলে না এবং তাঁহার নির্দেশ অনুসারে কার্য করিয়া থাকে" (২১ ঃ ২৭)। আদাম সৃষ্টির প্রাক্কালে তাঁহারা আদাম এবং তাঁহার ভবিষ্যত বংশধর সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "আমরাই ত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করি এবং গুণ কীর্তন করি" (২ ঃ ৩০)।

কতিপয় শক্তিশালী এবং ভয়ংকর ফিরিশ্তা দোযখের কর্তৃত্বে নিযুক্ত আছে। "আল্লাহ যাহা নির্দেশ করেন, সে বিষয়ে কখনও তাহারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণ করে না এবং তিনি যাহা নির্দেশ করেন তাহাই তাহারা পালন করে" (৬৬ ঃ ৬)।

ফিরিশ্তাগণ কি উপাদানে সৃষ্ট, সে বিষয়ে কুরআনে কোন উল্লেখ নাই। উহারা আলোক দ্বারা সৃষ্ট—এই গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তি হইতেছে হযরত আইশাঃ (রা) সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছ। হাদীছটি এই ঃ হযরত মুহাম্মাদ (স) বলিয়াছেন, "ফিরিশ্তাগণ আলোক দ্বারা সৃষ্ট (খুলিকাত্ মিন্-নূর) এবং জিন্ন অগ্নির 'মারিজ' দ্বারা সৃষ্ট এবং আদাম যাহা তোমাদিগকে বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা" (মুসলিম, যুহ্দ, হাদীছ ৬০; বায়দাবী, ১খ, ৫২, ছত্র ৪)।

কুরআনের আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ফিরিশ্তাগণ সর্বদা আল্লাহ্র অনুগত এবং আল্লাহ্র গুণ কীর্তন করিতেছে; তাহারা আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে না, সুতরাং ফিরিশ্তাগণ নিষ্পাপ, তবে যাঁহারা ইব্লীসকেও ফিরিশ্তাদের মধ্যে মনে করেন (২ ঃ ৩৪) তাঁহাদের উত্তরে বলা যায় যে, সে (ইব্লীস) ফিরিশ্তা হইলেও নিষ্পাপ নয়। কিন্তু অধিকাংশ তাফ্সীরকারের মতে এই আয়াত দ্বারা ইব্লীসকে ফিরিশ্তা বলা যায় না (শারহ আকাইদ নাসাফী, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, পৃ. ৩২২)।

এই প্রসঙ্গে জুরজানীর টীকাসম্বলিত আল-ঈজী-এর মাওয়াকিফ (বুলাক ১২৬৬, পৃ. ৫৯০)-এ 'ইল্ম কালাম সম্পর্কিত আলোচনা তুলনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ইহাতে ফিরিশ্তাগণের 'ইস্মাতের (নিষ্পাপ হওয়ার) বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি প্রদান করা হইয়াছে ঃ

(১) আদাম ('আ)-কে সৃষ্টির বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকট যুক্তি প্রদর্শন করার মধ্যে তাহাদের চরিত্রের অপকর্ষ প্রমাণিত হইয়াছে (নিন্দা, গর্ব, হিংসা এবং আল্লাহ্র কার্যে দোষারোপ)।

(২) ইব্লীস বিদ্রোহী ছিল, যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে; অতঃপর 'ইল্ম কালামের নীতি অনুসারে উপরিউক্ত যুক্তিগুলি খণ্ডন করা হইয়াছে। অতঃপর ফিরিশ্তাগণের আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াতসমূহ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ফিরিশ্তারা নারী অথবা পুরুষ জাতীয় বলিয়া চিহ্নিত নয় (নাসাফী, 'আকাইদ, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ১৩৩)। মানুষের মধ্যে অপরাধ করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে সব মানুষ কাম (যৌনতা) এবং ক্রোধ (গাদাব)-কে নিয়ন্ত্রণ করে ফিরিশ্তাদের চাইতে তাহারা অধিকতর মাহাত্ম্যের অধিকারী (বায়দাবী, ২ ঃ ৩৪, সম্পা. Fleischer, i, p. 51—৩)। মানুষ এবং ফিরিশ্তাগণের আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ করিয়া ফিরিশ্তা ও রাসূলের মধ্যে তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে নাসাফী কর্তৃক (পৃ. ১৪৭, সংস্করণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে)

বর্ণিত হইয়াছে যে,

(১) মানুষ (বাশার) সংবাদবাহী (রাসূল) ফিরিশ্তা সংবাদবাহী হইতে শ্রেষ্ঠ।

(২) এবং সংবাদবাহী ফিরিশ্তা সাধারণ মানব হইতে শ্রেষ্ঠ। এবং

(৩) নেককার মানুষ সাধারণ ফিরিশতা হইতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাফ্তাযানী ইহার সহিত যোগ করিয়া বলেন যে, মানব সাধারণের তুলনায় সংবাদবাহী ফিরিশ্তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। কিন্তু অন্য দুইটি অর্থাৎ ২য় এবং ৩য় প্রশ্নে তর্কের অবকাশ আছে। তিনি দাবী করেন যে, মানব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, যুক্তি এই ঃ (১) ফিরিশ্তা কর্তৃক আদামকে সিজদাকরণ; (২) আদাম (আ) কর্তৃক সকল বস্তুর নাম আয়ত্তকরণ (সূরা ঃ ২ ঃ ৩১); (৩) আল্লাহ কর্তৃক আদাম, নূহ, ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধর এবং ইমরানের পরিবারকে সকল সৃষ্টির ভিতরে (আলা'ল-'আলামীন, ৩ ঃ ৩৩) মনোনীতকরণ; (৪) মানুষের কাম, ক্রোধাদি রিপু থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান ও কর্মে তাহাদের পূর্ণতার বৈশিষ্ট্য অর্জন। পক্ষান্তরে মু'তাযিলা, (আল-ফালাসিফাঃ) দার্শনিক এবং কতিপয় 'আশা'ইরাঃ ফিরিশ্তাগণের শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষপাতী। তাঁহারা দাবী করেন যে,

(১) ফিরিশ্তাগণ জড়গুণ বর্জিত শক্তিবিশেষ (আরওয়াহ মুজার্রাদাঃ), কার্যত সম্পূর্ণ, এমন কি কাম, ক্রোধ প্রভৃতির ন্যায় অপরাধ এবং কামভাব উদ্রেক হওয়ার অপকৃষ্টতা হইতে বিমুক্ত এবং আকার ও বস্তু (জুলুমাত, আল-হায়ূলা ওয়া'স্-সূরাঃ) নিরপেক্ষ, অসাধারণ কার্যক্ষম এবং অতীত ও ভবিষৎ ঘটনাবলীর (কাওয়াইন) সম্পর্কে নির্ভুলভাবে ওয়াকিফহাল। ইহার জবাব এই যে, ইহা নিছক দার্শনিক ভিত্তিতে বর্ণিত, ইসলামী আদর্শের সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই।

(২) যেহেতু নবীগণ ফিরিশ্তাগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, যেমন সূরাঃ (২৬ ঃ ১৯৩; ৫৩ ঃ ৫)। ইহার উত্তর এই যে, নবীগণ মূলত আল্লাহর নিকট হইতেই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, ফিরিশতাগণ মাধ্যমমাত্র।

(৩) কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য স্থানে নবীগণের অগ্রে ফিরিশতাগণের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার উত্তর এই যে, এই অগ্রবর্তিতার কারণ হয়ত তাঁহাদের সৃষ্টির অগ্রবর্তিতা অথবা যেহেতু তাঁহারা প্রচ্ছন্ন (আখ্ফা), সুতরাং তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে জোর দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

(৪) সূরা ঃ ৪ ঃ ১৭২, আল-মাসীহ আল্লাহর দাস হওয়াকে হেয় জ্ঞান করেন না এবং ঘনিষ্ঠ ফিরিশ্তাগণও না। 'আরবী বাগধারা মতে তুলনার ব্যাপারে নিকৃষ্টের পর উৎকৃষ্টের উল্লেখ করা হয়, সুতরাং ভাষাগতভাবে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ফিরিশ্তাগণ 'ঈসা (আ) হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহার উত্তর এই যে, প্রশ্নটি নিছক বৈশিষ্ট্যগত নহে; বরং ইহার উদ্দেশ্য খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত 'ঈসা (আ) বান্দা নহেন; বরং আল্লাহর পুত্র—এই মতের খণ্ডন।

কাযবীনীকৃত 'আজাইবু'ল-মাখলূকাত গ্রন্থে (সম্পা. Wustenfeld, p. 55 -63) ফিরিশতা এবং তাঁহাদের সকল শ্রেণীর বাস্তব বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উহাতে তিনি আরস্তাতালীয়—নব্য আফলাতূনী বিশ্ব এবং উহার আকাশমণ্ডলী (আল-আফ্লাক)-এর সঙ্গে কুরআন ও হাদীছের বর্ণনার সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। যেহেতু সৃষ্ট জগতের খুঁটিনাটি এবং উহার বৈচিত্র্যাবলীর একটি মনোরম চিত্র অংকিত করাই কাযবীনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু ফিরিশতাগণ জীবনবিশিষ্ট (হায়াত) এবং স্বর্গ ও আকাশমণ্ডলের অধিবাসী (সুক্কান আস-সামাওয়াত) হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে জীবের (আল-হায়ওয়ান) অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। আদ-দামীরী মানুষ, জিন্ন এমন কি পিশাচ প্রকৃতি (মুতাশায়তিনাঃ) জিন্ন যথাঃ গুল প্রভৃতিকে তৎকৃত হায়াতু'ল-হায়াওয়ান (প্রাণী জীবন) গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ফিরিশতা সম্পর্কে কোন কিছুই উল্লেখ করেন নাই। গাযালী (র) রচিত মাওয়াকিফে অনুরূপ সূক্ষ্ম এবং বিস্তোচিত আলোচনা রহিয়াছে। ফিরিশতাগণের প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে গাযালী (র)-এর রচিত কতিপয় বিশিষ্ট ক্ষুদ্র প্রবন্ধ কাযবীনীর আলোচনা হইতে অধিকতর আধ্যাত্মিক ধরনের। গাযালী (র)-এর মতে আত্মা বা রূহের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সামগ্রিক প্রশ্নের একটি অংশ তাঁহার সংক্ষিপ্ত মাদ্নূন গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। আরও দেখুন তাঁহার বৃহত্তর 'মাদ্নূন' গ্রন্থ (কায়রো ১৩০৩) রুকুন, ২খ, ২৩ প.-এতে এবং W. H. T. Girdner কর্তৃক তাঁহার মিশ্কাতু'ল-আনওয়ারের অনুবাদ (London Royal Asiatic Society, 1924)।

উপরে যাহা আলোচিত হইল ফিরিশতা সম্পর্কে উহা হইতেছে মুসলমানদের ধারণা। তবে ফিরিশতা সম্পর্কে অমুসলিমদের ধারণা—যেমন দার্শনিক, খৃস্টান, দ্বৈতবাদী এবং পৌত্তলিকদের মতামতও মুসলিম সাহিত্যে আলোচিত হইয়াছে। বায়দাবী সেই সম্পর্কে সংক্ষেপে (সূরাঃ ২ ঃ ৩০) (সম্পা. Fleischer, ১, ৪৭ প.) আলোচনা করিয়াছেন এবং Dict of Techn. Terms-এ ইহার আলোচনা রহিয়াছে, পৃ. ১৩৩৭ প.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে প্রদত্ত সূত্রগুলি ব্যতীত (১) Walter Eickmann, Angelolgie u, Damonologie des Korans, New York and Leipzig 1908; (২) Josef Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin 1926; (৩) ঐ লেখক, Jewish proper names in the Koran, in Hebrew Union College Annual, vol. 2; (৪) ঐ লেখক, Muhammeds Himmelfahrt, in Isl., ix. 159 প.; (৫) E. W. Lane, Thousand and one Nights, Notes 1. and 12 to Introduction; Note 15 to chap. i; (৬) P. A. Eichler, Die Deschinn, Teufel und Engel im Koran.

D. B. Macdonald (S.E.I.)/নূর উদ্দীন আহমদ

মালিক ইব্ন আনাস (مالك بن انس) (র) ছিলেন মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদ এবং মালিকী মায্হাবের ইমাম। তাঁহার নামানুসারেই এই মায্হাবের নামকরণ হয়। সংক্ষেপে প্রায়ই তাঁহাকে মদীনার ইমাম বলা হয়।

১। ইমাম মালিক (র)-এর জীবনীর উপকরণ ঃ কিছুটা বিস্তারিত বিবরণসম্বলিত প্রাচীনতম গ্রন্থের মধ্যে ওয়াকিদীর উপর নির্ভরশীল ইব্ন সা'দ (মৃ. ২৩০/৮৪৫)-এর তাবাকাত, যাহাতে তিনি ইমাম মালিক (র)-কে ষষ্ঠ শ্রেণীর মাদানী অনুসারীবৃন্দের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছিলেন; উক্ত তাবাকাত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; কারণ গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির মধ্যে শূন্যস্থান দেখা যায়। কিন্তু ইহার সেই সকল উদ্ধৃতি প্রধানত আত-তাবারীতে, কিতাবু'ল-'উয়ূনে (Fragm. hist. arab.. i. 297), ইব্ন খাল্লিকানে এবং আন-নুজূমে (তাবরীন, কায়রো ১৩২৫, পৃ. ৩, ৬ প., ১২ প., ৪১, ৪৩) সংরক্ষিত রহিয়াছে তাহা হইতে উহার অধিকাংশ পুনরায় উদ্ধার

করা যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে,' ইমাম মালিক (র)-এর জীবনী সম্বন্ধে ইব্‌ন কু'তায়বার (মৃ. ২৭৬/৮৮৯) সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ফিহ্‌রিস্তে (৩৭৭/৯৮৭-এ সংকলিত) প্রদত্ত কিছুটা পূর্ণতর বিবরণ—উভয়ই ইব্‌ন সা'দের বিবরণের উপর নির্ভরশীল। ত'াবারীতে মালিক (র) সম্পর্কীয় নিবন্ধটি (৩খ, ২৫১৯ প.) মুখ্যত একই সূত্র হইতে প্রাপ্ত; অন্য যেই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত তথ্য (৩খ, ২৫১৯ প.) তাহাতে এবং তাহার ইতিহাস গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে তাহা নিশ্চিতভাবে অন্যদের রচনা হইতে গৃহীত। আবূ নু'আয়মের 'হি'ল্‌য়াঃ' গ্রন্থে (কায়রো ১৯৩৬, ৬খ, ৩১৬) মালিক (র) সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রথম অংশ বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত নানা বর্ণনা, বক্তব্য এবং কাহিনীর বিচিত্র সংমিশ্রণ; এই সমস্ত বর্ণনার প্রামাণিকতা অনেক ক্ষেত্রেই সন্দেহজনক। দ্বিতীয় অংশ ইমাম মালিক (র) কর্তৃক বর্ণিত অনেকগুলি হ'াদীছে'র সংগ্রহ, যাহাদের অধিকাংশই মুওয়াত্'ত'া'র মধ্যে দেখা যায় না। ইব্‌ন 'আবদি'ল-বার্‌র প্রণীত আল-ইন্‌তিক'া' নামক গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়টি মোটামুটিভাবে উপরিউক্ত প্রবন্ধের প্রথমাংশের মতই। অন্যান্য গ্রন্থে ইমাম মালিক (র) সম্পর্কে সংগৃহীত বচনগুলি উল্লেখযোগ্য। আস্‌-সাম্'আনী (পৃ. ৪১) সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ঘটনা সম্বন্ধে ন্যূনতম তথ্য পরিবেশন করিয়া উহার কেবলমাত্র একটি কাল্পনিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। অপরদিকে ইব্‌ন খাল্লিকান (সংখ্যা ৫৬০), বিশেষত আন-নাওয়াব'ী (পৃ. ৫৩০ প.) এবং আয্'-য'াহাবীর (২খ, ১৯৩ প.) বিবরণগুলির কাল্পনিক প্রকৃতি আরও প্রকট, যদিও এই সমস্ত বর্ণনায় বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও সংরক্ষিত হইয়াছে। আস-সুয়ূত'ী ইব্‌ন সা'দ এবং অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যে একটি বিশদ স ঙ্কলন প্রদান করেন; কিন্তু এই সমস্তের অধিকাংশই এখন আর প্রা তব্য নহে, ইহাদের অধিকাংশই পরবর্তী সময়ের এবং এইগুলি নির্ভরযোগ্য নহে। তেমনি অনির্ভরযোগ্য আল-গ্বাফিক'ীর মুসনাদ হ'াদীছ' আল-মুওয়াত'ত'া', খাত'ীবু'ল-বাগ্'দাদীর 'কিতাবু'ল-মুত্তাফাক' ওয়া'ল-মুখ্‌তালাফ', আল্‌-ক'াদ'ী 'ইয়াদে'র 'কিতাব তারতীবি'ল-মাদারিক' এবং আবু'ল-হ'াসান ফিহ্‌র-এর 'ফ'াদ'াইল মালিক'। আয-যাওয়াব'ী-র মানাকি'ব-এর ন্যায় মালিকী ত'াবাক'াত এবং পরবর্তীকালের মানাকি'বগুলির অধিকাংশের কোন স্বতন্ত্র মূল্য নাই।

২। ইমাম মালিক (র)-এর জীবনী ঃ ইমাম মালিক (র)-এর পূর্ণ নাম আবূ 'আব্‌দিল্লাহ্ মালিক ইব্‌ন আনাস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন আবী 'আমির ইব্‌ন 'আমর ইব্‌নি'ল-হ'ারিছ' ইব্‌ন গ'ায়মান ইব্‌ন খুছ'ায়ল ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌নি'ল-হ'ারিছ' আল-আস্'বাহ'ী; তিনি হি'ম্‌য়ার বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পরিবার বানূ তায়ম ইব্‌ন মুর্‌রাঃ (তায়ম কু'রায়শ) গোত্রের সহিত যোগদান করেন।

তাঁহার জন্ম তারিখ জানা যায় নাই। প্রদত্ত তারিখ ৯০ এবং ৯৭ হি.-এর মধ্যে অনুমান করা হয় এবং ইহাই অনেকটা খাঁটি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। তাঁহার পিতৃকুলে তাঁহার পিতামহ এবং তাঁহার পিতৃব্যকে, আস-সাম'আনী হ'াদীছ'বিদ হিসাবে উল্লেখ করেন। তাঁহার অধ্যয়ন সম্পর্কে খুব কম নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা যায়। তিনি প্রখ্যাত রাবী'আঃ ইব্‌ন ফার্‌রূখ (মৃ. ১৩২ অথবা ১৩৬ অথবা ১৪৩ হি.)-এর নিকট ফিক্'হ অধ্যয়ন করেন। রাবী'আঃ মদীনাতে ফিক্'হে রা'য়-এর চর্চা করিতেন এবং এইজন্য তাঁহাকে রাবী'আতু'র-র'য় বলা হইত। ইঁহার নিকট হইতে যে ইমাম মালিক (র) হ'াদীছ'ও শিক্ষা গ্রহণ করেন, পরবর্তী উপকরণসমূহে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী কাহিনীসমূহে তাঁহার শিক্ষকের সংখ্যা ৩০০ জন তাবি'ঈনসহ ৯০০ বলিয়া উল্লেখ করা হয় যাহা অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। কি'রা'আতের ব্যাপারে তিনি নাফি'-এর অনুসরণ করেন। তিনি আয-যুহ্‌রী, ইব্‌ন 'উমারের মাওলা নাফি', আবু'ল-যিনাদ, হাশিম ইব্‌ন 'উর্‌ওয়াঃ, য়াহ্'য়া ইব্‌ন সা'ঈদ, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার, মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-মুনকাদির, আবূ যুবায়র এবং অন্যান্য হ'াদীছ'শাস্ত্রবিদদের নিকট হইতে হ'াদীছ' শিক্ষা করেন বলিয়া কথিত। আস্-সুয়ূত'ী (পৃ. ৪৮ প.) ইমাম মালিক (র)এর ৯৫ জন উস্তাদের নামের তালিকা প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। সেই সময় তাঁহাকে হযরত 'আলী (র)-এর বংশধরের পরিচয়ে খিলাফাতের দাবীদার মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ-এর বিদ্রোহের (১৪৫/৭৬২) সহিত জড়িত করা হয়। [অপর দিকে একই বৎসরে বিদ্রোহী ইব্‌ন হরমুযের সহিত ইমাম মালিক (র)-এর সহযোগিতার কাহিনী অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে]। ১৪৪/৭৬১ সনে খালীফাঃ আল-মান্‌সূ'র ইমাম মালিক (র)-এর মারফত মক্কার হ'াসানীদের কাছে মুহ'াম্মাদ এবং ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করার দাবী প্রেরণ করেন, কারণ আল-মানসূ'র উক্ত দুই ভ্রাতাকে বিরুদ্ধপ্রচারণাকারী বলিয়া সন্দেহ করিতেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইমাম মালিক (র) এই সময় জনসাধারণের সম্মানের অধিকারী হইয়া উঠেন এবং অন্তত তিনি খোলাখুলিভাবে সরকারের বিরোধী ছিলেন না। এমন কি উল্লিখিত দুই ভ্রাতার বন্দী পিতা 'আবদুল্লাহ্-এর বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির আয় হইতে তাঁহাকে বেতনও দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু আল-মানসূ'রের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। যখন মুহ'াম্মাদ ১৪৫/৭৬২ সালে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মদীনার প্রভু হইয়া বসিলেন, এই সময় ইমাম মালিক (র) এই মর্মে এক ফাতওয়া প্রকাশ করিলেন যে, খালীফাঃ আল-মানসূ'রের প্রতি আনুগত বাধ্যতামূলক নহে, কারণ এই আনুগত্য জোরপূর্বক লওয়া হইয়াছিল। যাহারা খালীফাঃ মানসূ'রের দলে থাকিয়া যাইত তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই ফাত্‌ওয়ার ফলে মুহ'াম্মাদের দলে যোগদান করে। ইমাম মালিক (র) এই বিরোধে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেন না; বরং তিনি বাড়ীতে অবস্থান করেন। উক্ত বিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়া গেলে তিনি মদীনার গভর্নর জা'ফার ইব্‌ন সুলায়মান কর্তৃক বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হন। এই আঘাতের কারণে তাঁহার কাঁধের একটি অংশ স্থানচ্যুত হয়। এই নির্যাতনে তাঁহার সম্মান আরও বৃদ্ধি পায়। ইহা সন্দেহাতীত যে, পরবর্তীতে তিনি সরকারের সহিত শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬০/৭৭৬-৭ সালে খালীফাঃ মাহ্‌দী তাঁহার সহিত মক্কার পবিত্র হ'ারামের পুনর্নির্মাণ সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর সময় (১৭৯/৭৯৫) খালীফাঃ হারূনু'র-রাশীদ হ'াজ্জ সমাপন উপলক্ষে আসিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন।

১৭৯/৭৯৫ সালে পঁচাশি বৎসর বয়সে সামান্য কিছুদিনের অসুস্থতায় মদীনায় তাঁহার ইন্‌তিকাল হয় এবং আল-বাকী'-তে তাঁহাকে দাফন করা হয়। মদীনার শাসনকর্তা 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন যায়নাব তাঁহার স'ালাত জানাযায় ইমামতি করেন। ইব্‌ন খাল্লি-কানের গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে জা'ফার ইব্‌ন আহ'মাদ আস-সার্‌রাজ রচিত একটি শোকগাথা সন্নিবেশিত আছে। ওয়াহ্‌হাবীগণ তাঁহার কবরের উপরিস্থ কু'ব্‌বা বিনষ্ট করে। এই কু'ব্‌বা-র সর্বশেষ

List>

অবস্থার চিত্র আল-বাতানূনীর আর-রিহ্'লাতু'ল-হি'জাযিয়্যাঃ গ্রন্থের ২৫৬ পৃষ্ঠার বিপরীত দিকে এবং ইব্রাহীম রিফ্'আত পাশার মির-'আতু'ল-হ'ারামায়নের প্রথম খণ্ডের ৪২৬-এর বিপরীত দিকে দেওয়া হইয়াছে।

ইব্ন সা'দের রচনায় (নিশ্চয়ই আল-ওয়াকি'দী হইতে গৃহীত) ইমাম মালিক (র)-এর ব্যক্তিগত চেহারা, অভ্যাস এবং জীবনধারার বেশ পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা আস্-সুয়ূত'ী এবং আয-যাওয়াব'ীর গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত'ত'া' বর্ণনাকারী (রাব'ী) এবং তাঁহার মায্'হাবের প্রাথমিক অনুসারীদের সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের ৩ ও ৫ পরিচ্ছেদ দ্র.। এখানে আমরা উল্লেখ করিব তাঁহার অনু-সারীদের মধ্যে মাত্র বিশিষ্ট কয়েকজন পণ্ডিতের নাম যাঁহারা তাঁহার নিকট হ'াদীছ' শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারা হইলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু'ল-মুবারাক আল-আওযা'ঈ, ইব্ন জুরায়জ, হ'াম্মাদ ইব্ন যায়দ, আল-লায়ছ' ইব্ন সা'দ, ইব্ন সালামাঃ আশ-শাফি'ঈ, শু'বা, আছ'-ছ'াওরী, ইব্ন 'উলায়্যাঃ, ইব্ন 'উয়ায়নাঃ, য়াযীদ ইব্ন 'আবৃদিল্লাহ। তাঁহার শায়খগণের মধ্যে ছিলেন আয্-যুহ্রী এবং য়াহ্'য়া ইব্ন সা'ঈদ। আস-সুয়ূতী, পৃ. ১৮ প.-তে বর্ণনাকারীদের একটি দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিয়াছেন। ইমাম মালিক (র) এবং তরুণ আশ্-শাফি'ঈ (র) (Fragm. Hist. ar., i. 359; Wustenfeld, in Gott. Abh., 1890 p. 34, and 1891, p. 1)-এর অসমর্থিত সাক্ষাতের উল্লেখ করা যায়। ইহা দুই ইমামের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তাহারই প্রকাশ।

৩। ইমাম মালিক (র)-এর গ্রন্থসমূহ

তাঁহার মায্'হাব সম্পর্কের আরও উপকরণঃ ইমাম মালিক (র)-এর প্রধান গ্রন্থ কিতাবু'ল-মুওয়াত্'ত'া'। আমরা যদি যায়দ ইব্ন 'আলীর ফি'ক্হ গ্রন্থ বাদ দিই (অবশ্য ইহার বিশ্বস্ততা অনেকটা সন্দেহজনক) তাহা হইলে মুওয়াত্'ত'া'ই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষিত প্রাচীনতম মুসলিম আইনগ্রন্থ। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে মদীনার মুসলিমগণের ইজ্মা'র ভিত্তিতে স্থাপিত এবং সুন্নাঃ অনুযায়ী মদীনায় প্রচলিত আইন, ন্যায়বিচার এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপক সংকলন। এতদ্ব্যতীত সুন্নাঃ ও ইজমা'-এর ভিত্তিতে যে সমস্ত শারী'আঃ সম্পর্কীয় ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় নাই সেইগুলির জন্যও একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করা। 'আব্বাসী শাসনের প্রথম অবস্থায় যখন ধর্মীয় আইনের অন্বেষণ এবং মূল্যায়ন চলিতে-ছিল এবং মুসলিম সমাজে অতি সাধারণ ব্যাপারেও সুদূরপ্রসারী মতানৈক্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তখন একটা সুগম্য এবং অনুসৃত (বাস্তবিকপক্ষে আল-মুওয়াত'ত'া'র শাব্দিক অর্থও উহাই) পথ-নির্দেশের সহিত বাস্তবেও সকলের আগ্রহ ও স্বার্থ বিজড়িত ছিল। ইমাম মালিক (র) এই আগ্রহের রূপায়ণে সাহায্য করার উদ্দেশ্য হি'সাবে প্রচলিত বিধি-বিধান সংগ্রহ এবং সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন, কারণ রাসূল (স')-এর জন্মভূমি মক্কা এবং কর্মক্ষেত্র মদীনা তাঁহার সুন্নার আকরস্বরূপ ছিল। ইমাম মালিক (র) নিজের সংগৃহীত হ'াদীছ' উদ্ধৃতি ছাড়া কদাচিৎ আইন-শাস্ত্র-বিদগণের উদ্ধৃতির ব্যবহার করেন, তিনি সুন্নাঃ অর্থাৎ রাসূল (স') প্রচলিত আচার-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে বিশেষ তৎপর ছিলেন, হ'াদীছে'র সমালোচনা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, হ'াদীছ' রিওয়ায়াতের প্রচলিত রীতিও তাঁহার সংকলনে প্রাধান্য লাভ করে নাই।

আল-মুওয়াত'ত'া' সংকলনের ব্যাপারে ইমাম মালিক (তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে একক ছিলেন না। আল-মাজা (মৃ. ১৬৪/৭৬৩) সংশ্লিষ্ট হ'াদীছ'সমূহের উদ্ধৃতি না দিয়া মদীন বিদ্বান ব্যক্তিদের ইজ্মা' সংকলন করেন বলিয়া কথিত হয় এ প্রায় মুওয়াত্'ত'া'রই অনুরূপ পদ্ধতিতে সংকলিত কয়েকটি গ্রন্থে নামের উদ্ধৃতি সমসাময়িক মদীনার বিভিন্ন পণ্ডিতের লেখায় পাও যায় (তু. Goldziher, পূ. গ্র., p. 219 প.), কিন্তু ইহাদের ম কোনটিই আমাদের নিকট পৌঁছে নাই। মুওয়াত্'ত'া'র সাফল্যে প্রধান কারণ, ইহা বিতর্কিত ব্যাপারে সাধারণ স্বীকৃত মতে পোষকতা করে।

মুওয়াত'ত'া' শিক্ষাদানের (রিওয়ায়াত গ্রহণকারীদের নিক বর্ণনার) ব্যাপারে ইমাম মালিক (র) মৌখিকভাবে বর্ণনার জ অথবা মুনাওয়ালাঃ (مناولة) প্রণালীতে হস্তান্তরের জন্য কো সুনির্দিষ্ট মূল পাঠ ব্যবহার করেন নাই; বরং তাঁহার গ্রন্থের বিভি পাঠ (রিওয়ায়াঃ) কোন কোন ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। ইহা এইজ যে, সেইকালে মূল গ্রন্থের আক্ষরিক পুনরাবৃত্তির উপর জোর দিয়া বর্ণনাকারিগণ কিছুটা স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেন। সম্ভব ইহার মূল কারণ ছিল এই যে, ইমাম মালিক (র) একই বিষ বিভিন্ন বক্তৃতায় ভিন্নরূপ উপস্থাপনা পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন কিন্তু মুওয়াত'ত'া' নামটি ইমাম মালিক (র)-এর নিজস্ব বলি নিশ্চিতভাবে জানা যায় এবং প্রায় সকল সংস্করণেই ইহা সমভা ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্তীকালে মুওয়াত্'তা'কে অন্যতম স'াহ'ীহ' গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করা হয় (তু. Goldziher, পূ. গ্র., p. 213, 295; আস-সুয়ূত'ী, পৃ. ৪৭) এবং ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত হয় (আস-সুয়ূত'ী, পৃ. ৪২ প.)।

মোটের উপর মুওয়াত্'ত'া'র পনরটি সংস্করণের কথা জানা যায়। ইহাদের মধ্যে দুইটি পূর্ণাবয়বে বিদ্যমান, পাঁচটি গ্রন্থ হিজরী তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতে স্পেনে অধ্যয়ন করা হইত এবং ১২ খানি আর-রূদানীর (মৃ. ১০৯৪/১৬৮৩) হস্তগত হইয়াছিল, (Heffening Fremden recht, p. 155, note 1.)

(ক) য়াহ্'য়া ইব্ন য়াহ্'য়া আল-মাস্মূদী (মৃ. ২৩৪/৮৪৮) কর্তৃক বর্ণিত বহু ব্যবহৃত ও স্বীকৃত সংস্করণ অনেকবার মুদ্রিত হয়, যেমন দিল্লী, ১২১৬, ১২৯৬ (ইসনাদ ছাড়া, উর্দূ অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা সহকারে), কায়রো ১২৭৯—১২৮০ [মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-বাক'ী আয-যুরক'ানীর (মৃ. ১১২২/১৭১০) ব্যাখ্যাসহ] তিউনিস ১২৮০; অসংখ্য ভাষ্য, পুনর্বিন্যাস এবং উদ্ধৃতি সহকারে (তু. Brockelmann, GAL², i. 185; Suppl., i. 297; Ahlwardt, Katalog Berlin, no. 1145; আস-সুয়ূত'ী, তায্য়ীন, পৃ. ৫৮ (প্রধান অংশ), অনুরূপ ইস'আফ আল-মুবাত্'ত'া' বি রিজালি'ল-মুওয়াত্'ত'া', দিল্লী ১৩২০ হি., মুহ'াম্মাদ ইব্ন ত'াহির আল্-পাট্নী, মাজ্মা'উ'ল-বিহ'ারি'ল-আনওয়ার, লক্ষ্ণৌ ১২৮৩।

(খ) মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হ'াসান আশ-শায়বানীর (মৃ. ১৮৯/৯০৪) সংস্করণ। ইহা ইমাম মালিক (র)-এর গ্রন্থের পুনর্বিন্যাস এবং সমালোচনাভিত্তিক বিকাশও বটে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে ইমাম মুহ'াম্মাদ আলোচিত প্রশ্ন সম্পর্কে নিজস্ব এবং ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর মতামত লিপিবদ্ধ করেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি এই সকলের যুক্তিপূর্ণ বিশদ আলোচনাও করেন। এই সংস্করণটি প্রায়ই মুদ্রিত হয়; যেমন লাহোর ১২৯১—১২৯৩ (উর্দূ অনুবাদ এবং টীকা

মন্তকারে), লুধিয়ানা ১২৯৩, লাক্ষৌ, ১২৯৭ (মূল্যবান ভূমিকাসহ স্বীকৃত পাঠ; মুহ'াম্মাদ 'আবদু'ল-হ'াঈয়ি লাখ্নাব'ীর ভাষ্যসহ), কাসান ১৯১০ (ঐ); কতিপয় ব্যাখ্যা পুস্তক; Brockelmann পূ. গ্র., এবং ক-তে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা দ্র.।

এই সকল রিওয়ায়াতের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে দেখুন Goldziher, পূ. গ্র., পৃ. ২২৩ প.।

(গ) 'আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহ্ব-এর (মৃ. ১৯৭/৮১২) সংস্করণ হইতে উদ্ধৃতিসমূহ। উহা আত'-ত'াবারীর কিতাব ইখ্তিলাফি'ল-ফুক'াহা' (সম্পা. Kern, কায়রো ১৯০২ এবং Schacht, Leiden 1933) গ্রন্থের অসম্পূর্ণ দুই খণ্ডে সংরক্ষিত এবং অনেকটা বিস্তারিত। এই রিওয়ায়াত য়াহ্'য়া ইব্ন য়াহ্'য়ার রিওয়ায়াতকে ঘনিষ্ঠভাবে অনুকরণ করে।

আশ্হাব (মৃ. ২০৪/৮১৯-২০) কর্তৃক বর্ণিত ইমাম মালিক (র)-এর মতবাদের বেশ কিছু বিচ্ছিন্ন খণ্ড, যাহা মুওয়াত্ত'া'র স্বীকৃত পাঠ হইতে ভিন্ন ঐ গ্রন্থেই সংরক্ষিত হইয়াছে। যদিও এই শাগরিদ কর্তৃক বর্ণিত মুওয়াত্ত'া'র অন্য কোন সংস্করণ বর্তমান আছে বলিয়া জানা যায় না, তবুও হয়ত এইরূপ কিছু ছিল। অবশ্য এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ।

লাখ্নাব'ী মুওয়াত্ত'া'র অন্য কতগুলি প্রত্যাশিত সংস্করণেরও উল্লেখ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত আস-সুয়ূত'ী (পৃ. ৪৮, ৫১) এবং আন-নাওয়াব'ী মুওয়াত্ত'া'র আরও কতগুলি বর্ণনাকারীর তালিকা দিয়াছেন।

২। ইমাম মালিক (র) মুওয়াত্ত'া' ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ফিহ্রিস্তে (পৃ. ১৯৯) এবং তৎপরবর্তী বর্ণনায় ইমাম মালিক (র)-এর অপর কতগুলি গ্রন্থের অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত উল্লেখ আছে, তাহার প্রতি আরোপিত গ্রন্থসমূহ দুইভাগে বিভক্ত: আইন (ফিক্'হ) সম্পর্কীয় এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কীয়। আইন গ্রন্থসমূহের মধ্যে কিতাবু'স-সুনান অথবা আস-সুন্নাঃ (ফিহ্রিস্ত, পৃ. ১৯৯ প.) ইহা ইব্ন ওয়াহ্ব অথবা 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্দি'ল-হ'াকাম আল-মিস'রী কর্তৃক প্রচারিত, কিতাবু'ল-মানাসিক (আস-সুয়ূত'ী, পৃ. ৪০) ও কিতাবু'ল-মুজালাসাত ইব্ন ওয়াহ্ব (ঐ) কর্তৃক প্রচারিত, রিসালাঃ ফি'ল-আক্'দি'য়াঃ (الأقضية) 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আবদি'ল-জালীল (ঐ, পৃ. ৪১) কর্তৃক প্রচারিত এবং রিসালাঃ ফি'ল-ফাত্ওয়া খালিদ ইব্ন নিযার এবং মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুত'ার্রিফ কর্তৃক প্রচারিত। এইগুলির বিশুদ্ধতা সন্দেহজনক যদিও এই সকল ইমাম মালিক (র)-এর নিকটতম শিষ্যের বলিয়া মনে করা যায় (অনেক সময় এই সমস্ত পরবর্তীদের নামেই আরোপ করা হয়, দ্র. লাখ্নাব'ী); তবুও ইহাতে ইমাম মালিক (র)-এর নিজস্ব অবদান অনিশ্চিত। একখানি গ্রন্থ (Gotha, No. 1143) 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্দি'ল-হ'াকাম আল-মিস্'রী (মৃ. ২১৪/৮২৯) কর্তৃক প্রচারিত বলিয়া কথিত হয়। বলা হয় যে, তিনি নিজে ইহা ইমাম মালিক (র)-এর বাচনিক ইব্ন ওয়াহ্ব এবং ইব্নু'ল-ক'াসিমসহ শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহা কাল্পনিক বলিয়া গণ্য। একই গ্রন্থকারের সীরাঃ 'উমার ইব্ন 'আব্দি'ল-'আযীযের (কায়রো ১৩২৭, ১৩৪৬; তু. Brockelmann, suppl., 1. 228) মধ্যে ইমাম মালিক (র)-এর হ'াদীছ' রহিয়াছে।

তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একখানি তাফসীর, একখানি রিসালাঃ ফি'ল-ক'াদার ওয়া'র-রাদ্দ 'আলা'ল-ক'াদারিয়্যাঃ (তু. পরিচ্ছেদ ৪-এর শেষাংশ), একখানি কিতাবু'ন-নুজূম এবং একখানি কিতাবু'স-সিয়ার (আস-সুয়ূত'ী, পৃ. ৪০ প.), এই সবগুলিই অপ্রামাণিক বলিয়া গণ্য। তাঁহার আর একখানি রিসালাতে খালীফাঃ আর-রাশীদের প্রতি উপদেশসমূহ রহিয়াছে; উহা ফিহ্রিস্তে মুওয়াত্ত'া'র সহিত উল্লিখিত হইয়াছে (বূলাক ১৩১১)। ইহা আবূ য়ূসুফের কিতাবু'ল-খারাজের মালিকী সংস্করণের ন্যায় বোধ হয়। আস্-সুয়ূত'ী ইহার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তবু তাঁহার যুক্তি আমাদের গ্রাহ্য নয়।

৩। ইমাম মালিক (র)-এর শিক্ষা সম্পর্কে জানার আরও দুইটি প্রধান উপকরণ রহিয়াছে (মালিকী মায্'হাবের মতবাদের পরবর্তী বিবরণ ছাড়াও): সাহ্'নূনের (মৃ. ২৪০/৮৫৪) আল-মুদাওয়ানাতু'ল-কুবরা (المدونة الكبرى) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাহাতে ইব্ন ক'াসিমের (মৃ. ১৯১/৮০৬) উত্তরসমূহ রহিয়াছে এবং যাহা ইমাম মালিক (র)-এর মতবাদ অনুসারে অথবা সাহ্'নূনের নিজস্ব রা'য়ে লিখিত। অধিকন্তু আত'-ত'াবারীর গ্রন্থ কিতাব ইখ্তিলাফি'ল-ফুক'াহা'র মধ্যে মুওয়াত্ত'া'র (উপরে দেখুন) কোন কোন অংশ সংরক্ষণ করা হইয়াছে। ইমাম মালিক (র) কু'রআনের আইন সম্বন্ধীয় আয়াতসমূহের উপর যে আলোচনা করিয়াছেন বা মতামত দিয়াছেন ত'াবারী তাঁহার তাফ্সীরে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

৪। ফিক্'হের ইতিহাসে ইমাম মালিক (র)-এর স্থান: সময়ের বিবেচনায় বলিতে গেলে ইমাম মালিক (র) ফিক্'হের ক্রমবিকাশের এমন এক পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন যখন কি'য়াস ব্যাপক এবং অত্যাবশ্যক ছিল না, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সময় সময় কি'য়াসের আশ্রয় লওয়া হইত এবং যখন বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনের চিন্তাধারা আইন-বিজ্ঞানের রূপলাভ করে নাই; স্থানের বিবেচনায় তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন মদীনার যেইখানে প্রচলিত মুসলিম আইনের সুস্পষ্ট ভিত্তি প্রথম স্থাপিত হয়। আইনগত চিন্তাধারার অন্যতম উদ্দেশ্য যাহা মুওয়াত্ত'া'য় দেখা যায় তাহা এই যে, সমগ্র আইনগত জীবনকেই ধর্মীয় এবং নৈতিক ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আইনগত ধারণা সৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট। ইমাম মালিক (র) তাঁহার গ্রন্থে সুন্নাঃ এবং মদীনার স'াহ'াবা ও তাবিঈ'ঈন কর্তৃক ইজ্মা'রূপে গৃহীত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করেন। তিনি খুব সতর্কতার সহিত ইজ্মা'গুলি নিরূপণ এবং গ্রন্থভুক্ত করেন। রাসূল (স')-এর জীবদ্দশাতেই নীতিগতভাবে ইসলাম যাবতীয় বিষয়ের বিধান প্রদান করে। কু'রআন ও সংগৃহীত সুন্নাঃর ভিত্তিতে এই সমস্ত বিধান সংকলন করিতে পরবর্তীকালে বহু সময় লাগে। এই সংকলন পদ্ধতির উন্নতি সাধনই মালিক (র)-এর অমর কীর্তি। মুওয়াত্ত'া'র জন্য তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একই ধরনের কতিপয় গ্রন্থের মধ্য হইতে তাঁহার গ্রন্থখানিই মদীনার 'আলিমগণের ঐকমত্যে প্রামাণ্য গ্রন্থ। প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ইমাম মালিক (র)-এর হ'াদীছে'র সূক্ষ্ম বিচার ও সমালোচনার জন্যই তাঁহার প্রতি কৃতিত্ব আরোপ করেন, ফিক্'হ সম্পাদনের জন্য নহে (আত'-ত'াবারী, ৩খ, ২৪৮৪, ২৪৯২; আস-সাম্'আনী; আন-নাওয়াব'ী Goldziher, পূ. গ্র., পৃ. ১৪৭, ১৬৮; ঐ Zahiriten, পৃ. ২৩০)। এমন কি তাঁহার সংগৃহীত হ'াদীছ'গুলিকেও পরবর্তী ইজ্মা'র গণ্ডীর মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। আশ্-শাফি'ঈ মদীনার পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁহার প্রতিই সর্বাপেক্ষা বেশী মনোযোগ দিয়াছেন (দ্র. কিতাব ইখ্তিলাফি মালিক ওয়া'শ-শাফি'ঈ)। ইহাতে বুঝা যায় যে

ইমাম মালিক (র)-এর মতে হ'াদীছ' সর্বোচ্চ এবং একমাত্র আপীল 'আদালাত নহে। একদিকে তিনি হ'াদীছে'র উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিতেন যখন হ'াদীছ' এবং 'আমাল অর্থাৎ মদীনায় নিশ্চিত-ভাবে অনুসৃত আচারের মধ্যে বিরোধ দেখা যাইত (তু. ত'াবারী, iii, 2505 প.), কারণ মদীনা রাসূল (স')-এর নগরী বিধায় তথা-কার 'আমালে যে তাঁহারই সুন্নাঃ অনুসৃত হইয়াছে ইহা তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতেন। আবার কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য যখন মদীনার হ'াদীছ' এবং মদীনার ইজ্‌মা' কোনটিই পাওয়া যাইত না, সেই ক্ষেত্রে তিনি স্বাধীনভাবে বিধান দিতেন অর্থাৎ যাহাকে 'রা'য়' বলা হয় তাহাই প্রয়োগ করিতেন। 'রা'য়' প্রয়োগের কারণে তিনি সময়ে সময়ে তা'আরুরুক'-এর (تعرق অর্থাৎ ইরাকী-দের অনুসরণ করার) অভিযোগে অভিযুক্ত হইতেন (তু. Goldziher. Muh. Studien, ii, 217; do, Zahriten, পৃ. 8 প. ২০, note I)। পরবর্তী 'রা'য়' বিরোধী কাহিনীতে প্রকাশ, তিনি তাঁহার মৃত্যুশয্যায় এই 'রা'য়' অবলম্বনের কারণে অনুশোচনা করেন (ইব্ন খাল্লিকান)। 'রা'য়' ব্যাপারে মদীনার সমসাময়িক 'আলিমগণের সহিত তাঁহার খুব বেশী বিরোধিতা সৃষ্টি হয়, এইরূপ অনুমানের বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

ধর্মীয় মতবাদ ('আক'া'ইদ) সম্পর্কে ইমাম মালিক (র) ঐতিহাসিক এবং হ'াদীছ'বিদ ইব্ন ইস্‌হ'াকে'র (মৃ. ১৫০/৭৬৭ অথবা ১৫১/৭৬৮) বিরোধিতা করেন, কারণ ইব্ন ইস্‌হ'াক' ক'াদা-রিয়্যাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন (তু. Fuck, মুহ'াম্মাদ ইব্ন ইস্‌হ'াক' ১৯২৫ খৃ.)।

৫। ম্যালিকী মায্‌হাব ঃ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) কেহই কোন মায্‌হাবী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন নাই। প্রাচীনতম দুইটি আখ্যা অর্থাৎ 'আহ্‌লু'ল-হি'জায' এবং 'আহ্‌লু'ল-'ইরাক'' এই দুইয়ের সহিত 'আস'হাবু'শ্‌-শাফি'ঈ'-এর তুলনা করিলে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত নাম হইতে মালিকী মায্‌হাবের উৎপত্তির সম্ভাব্য কারণের ইংগিত পাওয়া যায়। ফিক্‌হশাস্ত্রের উদ্ভবের পিছনে ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর ব্যক্তিগত অবদান খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ; সুতরং তাঁহার নামধারী একটি মায্‌হাবী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি খুবই বোধগম্য। এই মায্‌হাবের উৎপত্তির পর পূর্ববর্তী দুই ইমামের [মালিক এবং আবূ হ'ানীফাঃ (র)] অনুসারীরাও মালিকী এবং হ'ানাফী মায্‌হাব নামে দুইটি সংঘবদ্ধ ফিক্‌হী সমাজের কথা চিন্তা করেন এবং ইহার প্রয়োজনও হইয়াছিল। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বিদ্যাবত্তা এবং কৃতিত্বের কারণে এই দুই ইমামের নাম দুই মায্‌হাবের সহিত যুক্ত হইয়া যায় কিংবা তাঁহাদের শিষ্যগণ যুক্ত করিয়া দেন। তবে শিষ্যগণ, বিশেষত আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর শিষ্যগণ সর্ব বিষয়ে তাঁহাদের উস্তাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই; বরং ভিন্নমত পোষণ করিয়াছেন এবং কখনও ভিন্ন মায্‌হাবের সহিত একমত হইয়াছেন। প্রসংগত বলা যায়, মায্‌হাবী মতানৈক্য মৌলিক ব্যাপার নহে; এইজন্য মায্‌হাবী সম্প্রদায়গুলি পরস্পর বিরোধী নহে, পরস্পর সম্পর্কহীন নহে।

আওযা'ঈ (র.) এবং জ'াহিরীগণের মায্‌হাবের প্রভাব ক্রমে খর্ব হইবার পর মালিকী মায্‌হাব প্রধানত মুসলিম জগতের পশ্চিমাংশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহা শুধু মাগ্‌রিবের (তিউনিস, আলজিরিয়া, মরক্কো মুসলিম স্পেনসহ) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই; বরং অবশিষ্ট মুসলিম আফ্রিকার প্রায় সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। মিসর দেশে মালিকী মায্‌হাবের অনেক অনুসারী রহিয়াছে। নিম্ন মিসরে শাফি'ঈদের প্রাধান্যের মতই মালিকীগণ উচ্চ মিসরে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছেন। ইমাম মালিক (র)-এর ফিক্‌হী মতবাদের উৎসাহী এবং সফল প্রচারক ছিলেন 'আব্দু'ল-মালিক ইবন হ'াবীব আস-সুলামী (মৃ. ২৩৮/৮৫৩ এবং ২৩৯/৮৫৪) এবং ইসমা'ঈল ইব্ন ইস্‌হ'াক' (মৃ. ২৮২/৮৯৫; ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ২০০)। ইঁহাদের জন্যই মালিকী মায্‌হাব এতদূর বিস্তৃতি লাভ করে। তবে এই ব্যাপারে প্রাচীন পণ্ডিতদের কথাও উল্লেখ করা হয় যদিও তাঁহাদের সময় পৃথক পৃথক মায্‌হাবের অস্তিত্ব ছিল সন্দেহজনক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ইমাম মালিক (র)-এর জীবনী সম্বন্ধে ঃ (১) ইব্‌ন কু'তায়বাঃ, কিতাবু'ল-মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld, p. 250, 29; (২) আত্‌-ত'াবারী, Index দ্র., কিতাবু'ল-ফিহ্‌রিস্ত, সম্পা. Flugel. p. 198; (৩) আবূ নু'আয়ম, হি'লয়াতু'ল-আওলিয়া', ৬ষ্ঠ খণ্ড (কায়রো ১৯৩৬), পৃ. ৩১৬ প.; (৪) ইব্ন 'আবদি'ল-বার্‌র, আল্‌-ইনতিক'া' ফী ফাদ'াইলি'ছ-ছ'ালাছ'াতি'ল-আইম্মাতি'ল-ফুক'াহা', (কায়রো ১৩৫০ হি.); (৫) আস-সাম'আনী, কিতাবু'ল-আনসাব, in GMS, xx., fol. 41a; (৬) ইব্ন খাল্লিকান, সম্পা. Wustenfeld, No. 560; (৭) আন-নাওয়াব'ী, পৃ. ৫৩০; (৮) আয'-য'াহাবী, তায্‌কিরাতু'ল-হ'ফ্‌ফাজ', ১ম. ১৯৩ প.; (৯) de Goeje, Fragmenta historicorum arabicorum, Index দ্র.; (১০) ইব্নু'ল-ক'াসিম, আল-মুদাওওয়ানাঃ, ১ম খণ্ড, কায়রো ১৩১৪; (১১) আস্‌-সুয়ূত'ী, তায্‌য়ীনু'ল-মামালিক; (১২) 'ঈসা ইব্ন মাস্‌'উদ আয্‌-যাওয়াব'ী, মানাকি'ব সায়্যিদিনা আল্‌-ইমাম মালিক, ঐ; ইহা ব্যতীত অন্য মানাকি'ব এবং মালিকী ত'াবাক'াত সাহিত্য; (১৩) 'আব্দু'ল-হ'ায়্যি লাখ্‌নাব'ী নিজ সম্পাদিত আশ-শায়বানীর মুওয়াত্‌ত'া'য় একটি আধুনিক তালিকা দিয়াছেন (তু. এই প্রবন্ধ, ৩, ১ম অংশ)।

ইমাম মালিক (র)-এর রচনাবলী ঃ (১৪) Brockelmann, GAL², i, 185; suppl., i, 297 প.; (১৫) Goldziher. Muhammedanische Studien, ii. 213 প.; লাখ্‌নাব'ী, পূ. দ্র.।

ফিক্‌হের ইতিহাসে ইমাম মালিক (র)-এর স্থান সম্বন্ধে (১৬) Bergstrasser, in Isl., xiv. 76 প.; Goldziher, পূ. দ্র.; (১৭) J. schacht. The origins of Muhammadan Juris-prudence, Oxford 1950.

প্রাচীন মালিকীগণের আলোচনা ফিহ্‌রিস্ত, পৃ. ১৯৯ প.-তে আছে। মালিকী ত'াবাক'াত রচনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি মুদ্রিত হইয়াছে, যথাঃ (১৮) ইব্ন ফারহূ'ন (মৃ. হি. ৭৯৯) লিখিত আদ্‌-দীবাজ। ইহার সহিত একত্রে মুদ্রিত আহ্‌'মাদ বাবা (মৃ. ১০৩২) কৃত তাক্‌মীলু'দ্‌-দীবাজ, ফেজ ১৮৯৮; (১৯) আহ্‌'মাদ বাবা, নায়লু'ল-ইব্‌তিহাজ বি-তাত'রীয আদ-দীবাজ' ফেয্‌ ১৩১৭ (তু. Fagnan, in Homenaje Codera, p. 105); (২০) মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ মাখলূফ, শাজারাতু'ন নূরু'য-যাকিয়্যাঃ ফী ত'াবাক'াতি'ল-মালিকিয়্যা এবং তাতিম্‌মাঃ কায়রো ১৩৪৯/৫০।

মালিকীগণের বিস্তার সম্বন্ধে (২১) আহ্‌'মাদ পাশা তায়মুর, নাজ'রাতু'ত্‌-তা'রীখিয়্যাঃ ফী হ'দূছি''ল-মায'াহিবি'ল-আরবা'আঃ, কায়রো ১৩৪৪; (২২) Juynboll. Handleiding 3, p. 21; ইব্ন ফারহূ'ন, পূ. দ্র., পৃ. ১৭; (২৩) Bergstrasser' in ZDMG,

1914, p. 410 প.; (২৪) Lopez Ortiz, La recepcion de la escuela malequi en Espana, Madrid 1931.

য়ুরোপীয় ভাষায় মালিকী শিক্ষার আলোচনা : (২৫) Perron, Precis de jurisprudence musulmane (শারহ্ হইতে উদ্ধৃতি-সহ মুখ্তাসার পুস্তকের অনুবাদ), ১৮৪৮; (২৬) Sautayra-Cherbonneau, Du statut personnel et des successions (drawn from the Mukhtasar; the commentary considers the modern decisions) 1873; (২৭) 'আব্দু'র-রাহ়ীম, The Principles of Mohammedan Jurisprudence, 1911 (Italian transl. by Cimino, 1922); (২৮) আল-ক়ায়রাওয়ানী, রিসালাঃ, transl. by Fagnan, 1914, the same, ed. and transl. by L. Bercher, Alger 1945; (২৯) Ruxton, Maliki Law (extracts from French translations of Mukhtasar), 1916; (৩০) খালীল ইব্ন ইস্হ়াক় কৃত মুখ্তাসার, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, Guidi and Santillana (Italian), ১৯১৯; (৩১) Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, i. 1926, ii, 1043; (৩২) Russell-Suhrawardy, A Manual of the Law of Marriage, from the Mukhtasar; (৩৩) অন্যান্য ফরাসী লেখক কর্তৃক আইনের বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর লিখিত নিবন্ধসমূহ (তু. the bibliography in Juynboll, Handleiding)।

J. Schachf (S.E.I.)/আবুবকর সিদ্দীক

মালিকিয়্যাঃ (مالكية) ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র)-এর নামে পরিচিত একটি মায্হাব, ইহার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের জন্য 'মালিক ইব্ন আনাস' শীর্ষক প্রবন্ধের ৫ম অনুভাগ দেখুন। সেখানে গ্রন্থপঞ্জীতে এতদসম্বন্ধে য়ুরোপীয়দের গবেষণা ও গবেষণা-লব্ধ সিদ্ধান্তগুলি প্রদত্ত হইয়াছে; ইহার সহিত নিম্নলিখিতগুলি যোগ করুন :

Marcel Morand, Etudes de Droit Musulman Algerien, Algiers 1910; do., Introduction a l'Etude du Droit Musulman et du Droit Coutumier, berbere, Algiers 1931; Manuel del Nidoy Torres, Derecho Musulman, 2nd. ed.; Tetuan 1927 (for practical use by Judges in Spanish Morocco); G. H. Bousquet, Precis Elementaire de Droit Musulman, Paris 1936, and the excellent short survey by I. Lopez Ortiz, Derecho Musulman, Barcelona 1932). প্রাথমিক যুগে এই সম্বন্ধে লিখিত নিম্নের গ্রন্থাবলীকে উচ্চ-মানের মনে করা হয় : ১। আল-মুদাওওয়ানা'ল-কুব্রা, প্রণেতা সাহ়নূন (মৃ. ২৪০/৮৫৪), ২। আল-ওয়াদিহ়াঃ, প্রণেতা ইব্ন হ়াবীব আস-সুলামী (মৃ. ২৩৮/৮৫২), ৩। আল-'উতবিয়্যাঃ, প্রণেতা আল-'উত্বী (মৃ. ২৫৫/৮৬৯), ব্যাখ্যা পুস্তক আল-বায়ানসহ, প্রণেতা ইব্ন রুশ্দ (মৃ. ৫২০/১১২৬), ইনি বিখ্যাত ইব্ন রুশ্দের পিতামহ; ৪। আল-মাওয়াযিয়্যাঃ, প্রণেতা ইব্ন মাওয়ায (মৃ. ২৮১/৮৯৪)। মুদাওওয়ানার একখানা সার-সংগ্রহ, আবু সা'ঈদ আল-বারাযি'ঈর [৪র্থ (১০ম) শতকের শেষার্ধ] তাহয়ীব দ্বারা এই গ্রন্থসমূহ স্থানচ্যুত হয়। কিন্তু তৎকালে স্পেনে 'উতবিয়্যাঃ ইহার ব্যাখ্যাসহ প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে একখানা সাবেক ও অত্যধিক মূল্যবান সংক্ষিপ্ত-সার গ্রন্থ হইতেছে ইব্ন আবী যায়দ আল-ক়ায়রাওয়ানীর (মৃ. ৩৮৬/৯৯৬) রিসালাঃ; ইহা L. Bercher কর্তৃক (আলজিয়ারস্ ১৯৪৫) অনূদিত হইয়াছে। এই আইন ব্যবস্থার একটি সুবিন্যস্ত বিবরণ ইব্ন রুশ্দ (মৃ. ৫৯৫/১১৮৯) কর্তৃক তাঁহার বিদায়াতু'ল-মুজ্তাহিদ গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। পরবর্তীকালে এই বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল খালীলের (মৃ. ৭৭৬/১৩৭৪) মুখ্তাসার, ফরাসী অনুবাদ : A. Perron, Precis de Jurisprudence musulmane, ৬খ, প্যারিস ১৮৪৮—৫১ ; ২য় সংস্করণ ১৮৭৭; ইতালীয় অনুবাদ : I. Guidi and D. Santillana, Sommario del Diritto Malechita, ২খ, মিলান ১৯১৯। ইহার উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা পুস্তকগুলি হইল আল-খিরশীর (মৃ. ১১০১/১৬৮৯) গ্রন্থ, আল-'আদাব়ীর (মৃ. ১১৮৯/১৭৭৫) টীকাসহ; আদ্-দারদী-এর (মৃ. ১২০১/১৭৮৬) গ্রন্থ, আদ-দাসূক়ীর (মৃ. ১২৩০/১৮১৫) টীকাসহ এবং আয-যুরক়ানীর (সংকলিত ১০৯০/১৬৭৮) ব্যাখ্যা, আল-বান্নানীর (১১৭৩/১৭৫৯) টীকাসহ। আদ্-দারদী-এর সার-সংক্ষেপ আক়রাবু'ল-মাসালিকও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইব্ন 'আসি়মের (মৃ. ৮২৯/১৪২৬) তুহ়ফাতু'ল-হ়ুক্কাম পদ্যে রচিত একখানা সুপ্রসিদ্ধ সার-সংক্ষেপ গ্রন্থ, O. Haudas এবং F. Martel কর্তৃক অনূদিত, Traite de droit Musulman, আলজিয়াস ১৮৯৩। আল-ওয়ানশারীসী (মৃ. ৯১৪/১৫০৮)-এর আল-মি'য়ারু'ল-মুগ্রিব ফাত্ওয়ার একখানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপক সংকলন (ইহার নির্বাচিত অংশগুলি E. Amar কর্তৃক অনূদিত হইয়া La Pierre de touche des Fetwas নামে 2 vols. Paris 1908—9 প্রকাশিত হইয়াছে)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন খালদূন, মুক়াদ্দিমাঃ, কায়রো ১৩২৭, পৃ. ৫০১ প. transl. de Slane, in NE, xxi/1 (1868), p. 13 (২) প.; M. Morand, Introduction a l'etude du droit musulman, Algiers 1921, পৃ. 72 প.; (৩) Probster, in Islamica, iii. (1927), 352 প.; (৪) I. Lopez Ortiz, La recepcion de la escuela malequi en Espana, in Anuario de Historia del Derecho espanol, vii (1931), 1—169; (৫) আহ়মাদ তায়মুর, নাজ়্রাঃ তা'রীখিয়্যাঃ ফী হ়ুদূছি'ল-মাযাহিবি'ল-আরবা'আঃ, কায়রো ১৩৪৪, পৃ. ১৯ প.।

মাশ্হাদ : (مشهد), পারস্যের খুরাসান প্রদেশের রাজধানী, পারস্যের শী'আগণের বৃহত্তম তীর্থস্থান। মাশ্হাদ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩,০০০ ফুট উচ্চ, ৫৯° ৩৫´ পূর্ব দ্রাঘিমা (গ্রীন) এবং ১৬° ১৭´ উত্তর অক্ষরেখায় ১০ হইতে ২৫ মাইল প্রশস্ত কেশেফ-রূদের উপত্যকায় ইহা অবস্থিত। কেশেফ-রূদ নদী উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত। নদীটির অপর নাম আব-ই-মাশ্হাদ (মাশ্হাদের নদী), তূ়স নগরীর ধ্বংসাবশেষের প্রায় ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে চাশ্ম-ই-গীলাস নামক ক্ষুদ্র হ্রদ হইতে নদীটি উৎপন্ন হইয়া (তু. Fraser পূ. গ্র., p. 350; Khanikoff, পূ. গ্র., p. 110; Yate, পূ. গ্র., p. 315)। রাশিয়া-পারস্য সীমান্তে অবস্থিত মাশ্হাদের প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত হারী-রূদের সহিত মিলিত হইয়াছে (তু. Le Strange, পূ. গ্র., p. 407 প.); কেশেফ-রূদের তীর হইতে চারি মাইলের মত দূরে মাশ্হাদ উপত্যকাটি ঘিরিয়া যে পাহাড়গুলি, উহাদের উচ্চতা মাশ্হাদের নিকটে ৮,০০০ হইতে ৯,০০০ ফুট।

List>

মাশ্‌হাদ উচ্চ স্থানে এবং পর্বতের সন্নিকটে থাকার কারণে উহার আবহাওয়া শীতকালে বেশ তীব্র এবং গ্রীষ্মকালে প্রায়শ অপরাপর গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের ন্যায় উষ্ণ। স্থানটি মোটমুটি স্বাস্থ্যকর।

পূর্বকালে মুসলমানদের অধীনে আসার আগে যেখানে তূ'স নগরী ছিল, প্রায় সেই স্থানই মাশ্‌হাদ নামে পরিচিত; সুতরাং মাশ্‌হাদকে তূ'স বলিয়া অনেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ধারণা করিয়াছেন।

হারূনু'র-রাশীদ যখন খুরাসানে যুদ্ধাভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিতেছিলেন, তখন তিনি সানাবায' নামক স্থানের এক পল্লীগৃহে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া সেইখানেই তাঁহার যাত্রা স্থগিত রাখেন এবং অনতিকাল মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৯৩/৮০৯)। কথিত আছে (ত'াবারী, ৩খ, ৭৩৭), মৃত্যুকাল আসন্ন বুঝিতে পারিয়া তিনি ঐ গ্রাম্য বাড়ীর বাগানে তাঁহার জন্য একটি কবর প্রস্তুত করান ও কু'রআন শারীফ পাঠকদের দ্বারা সেখানে কু'রআন শারীফ পাঠ করাইয়া কবরটি পবিত্র করেন।

হারূনের মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পর খালীফাঃ আল-মা'মূন মারব' (مرو) হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল তাঁহার জামাতা 'আলী আর-রিদ'া ইব্‌ন মূসা, খিলাফাতের ভাবী উত্তরাধিকারী এবং শী'আদের বার ইমামের অষ্টম ইমাম। 'আলী আর-রিদ'া অকস্মাৎ সেখানে দেহত্যাগ করেন (২০৩/৮১৮); তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত তারিখ অমীমাংসিত (তু. Strothmann, Die Zwolffer-Shi'a, Leipzig 1926, p. 171)। খলীফার সমাধির জন্য নহে, বরং একজন উচ্চ শ্রদ্ধাস্পদ ইমামের সমাধির জন্য সানাবায' সমগ্র শী'আঃ জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কালস্রোত প্রবাহে যে মহানগরী ছোট একটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই প্রকৃতপক্ষে মাশ্‌হাদ বলিয়া অভিহিত। মাশ্‌হাদ শব্দের অর্থ সমাধিস্থল [মূলত হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-এর পরিবার-পরিজনের কোন শহীদ মহাত্মার কবর]। ইব্‌ন হ'াওক'াল (পৃ. ৩১৩) এই পবিত্র স্থানটিকে শুধু মাশ্‌হাদ নামে আখ্যাত করেন। য়াকূ'ত (৩খ, ১৫৩) অধিকতর শুদ্ধরূপে বলেন, আল-মাশ্‌হাদু'র-রিদ'াব'ী, আর-রিদ'ার সমাধি ভবন; ফারসী ভাষায় উহার নাম মাশ্‌হাদ-ই-মুক'াদ্দাস, পবিত্র সমাধিগৃহ (উদাহরণ, হ'ামদুল্লাহ্ আল-মুস্‌তাওফী, পৃ. ১৫৭)। স্থানের নাম হিসাবে মাশ্‌হাদ-এর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে আল-মাক'দিসীর গ্রন্থে (পৃ. ৩৫২) অর্থাৎ চতুর্থ/দশম শতকের শেষ তৃতীয় দশকে। অষ্টম/চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝিকালে পর্যটক ইব্‌ন বাত্'তূ'তা'ঃ (৩খ, ৭৭) মাশ্‌হাদু'র-রিদ'া শহরের উল্লেখ করেন। মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময় 'নূক'ান' নামটি পাওয়া যায়। অষ্টম/চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে ঈলখানদের রাজত্বকালে প্রস্তুত মুদ্রার উপর অদ্যাবধি নূক'ান অংকিত দেখিতে পাওয়া যায় (তু. Codrington, A Manual of Musalman Numismatics, London 1904, p. 183), কিন্তু আল-মাশ্‌হাদ বা মাশ্‌হাদ শব্দের প্রচলনের ফলে নূক'ান শব্দটি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্তমানকালে মাশ্‌হাদ অধিকতর নিশ্চিতভাবে মাশ্‌হাদ-ই-রিদ'া, মাশ্‌হাদ-ই-মুক'াদ্দাস, মাশ্‌হাদ-ই-তূ'স (এই প্রকার ইতোপূর্বেই ইব্‌ন বাত্'তূ'তা'ঃ, ৩খ, ৬৬-তে আছে) বলিয়া বিখ্যাত। সাহিত্য, বিশেষত কাব্যে আমরা তূ'সের উল্লেখ সচরাচর দেখিতে পাই অর্থাৎ নূতন তূ'স পুরাতন তূ'সের মুকাবিলায় বা এই নামের শহরটির বিকল্প; তু. মুহ'াম্মাদ মাহ্‌দী আল-'আলাব'ী; তা'রীখ তূ'স ওয়া'ল-মাশ্‌হাদু'র-রিদ'াব'ী, বাগদাদ ১৯২৭, পৃ. ৩।

মাশ্‌হাদের ইতিকাহিনী পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন মুহ'াম্মাদ হ'াসান খান স'ানীউ'দ-দাওলাঃ তাঁহার রচিত মাত্'লা'উ'শ্-শাম্‌স (৩খ, তেহরান ১৩০১—১৩০৩) গ্রন্থে। দ্বিতীয় খণ্ডখানি সামগ্রিকভাবে মাশ্‌হাদের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণীতে সুসমৃদ্ধ; ৪২৮/১০৩৬ হইতে ১৩০২/১৮৮৫ পর্যন্ত কালের মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান তিনি উক্ত পুস্তকে সরবরাহ করেন। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে দেখুন Yate, পূ. গ্র., p. 313—314 and E. G, Browne, A Literary History of Persia, Cambridge 1924, iv, p. 455—456.

উহার পবিত্র স্থানসমূহের প্রসিদ্ধি লাভের ফলে সানাবায' মাশ্‌হাদের দিন দিন গুরুত্ব বাড়িতে লাগিল; অন্যপক্ষে তূ'স নগরীর ক্রমাবনতি ঘটিল এবং তীমূরের মীরানশাহ্ নামে এক পুত্রের হাতে ৭৯১/১৩৮৯ সনে উহার চরম বিপর্যয় ঘটিল এইভাবে যে, যে মোগল আমীর সেখানে শাসনকর্তা ছিলেন, তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিতে চেষ্টা করিলে তীমূর তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত তদীয় পুত্র মীরান শাহ্‌কে প্রেরণ করেন। তূ'স নগরী আক্রান্ত হইয়া কয়েক মাস যাবৎ অবরুদ্ধ থাকে, পরে লুণ্ঠিত হইয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। উহার দশ হাজার অধিবাসী নিহত হয়। যাহারা মৃত্যুর কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইল, তাহারা 'আলী বংশীয়ের অনেকের সমাধিস্থান হিসাবে পবিত্র বলিয়া গণ্য মাশ্‌হাদে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন হইতে তূ'স হইল পরিত্যক্ত নগরী আর মাশ্‌হাদ হইল উক্ত অঞ্চলের রাজধানী।

উহার কথিত পবিত্র এলাকাকে প্রধান রাজপথটি দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে : উত্তর-পশ্চিমাংশ বালা (ঊর্ধ্ব) খিয়াবান এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল পাঈন (নিম্ন) খিয়াবান নামে পরিচিত; প্রথমোক্ত অংশ শেষোক্ত অংশের তিন গুণ দীর্ঘ। ইমাম আর-রিদ'ার কবর যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থান বাস্‌ত নামে অভিহিত। এই স্থানই হ'ারাম-ই-শারীফ বা হ'ারাম-ই-মুক'াদ্দাস বা হ'ারাম-ই-আর-রিদ'াব'ী (আর-রিদ'ার হ'ারাম); সচরাচর ইহাকে শুধু 'ইমাম' বলে। পারস্যে এবং 'ইরাকে ইমামের জন্য নির্ধারিত পবিত্র স্থান বা বাড়ীকেও ঐ নামে অভিহিত করা হয়। খিয়াবানের নিম্নার্ধে ৯০০ ফুট × ৭০০ ফুট এলাকা জুড়িয়া চতুষ্কোণ সমতল ক্ষেত্র বাস্‌ত। সেখানে বিচারালয়, মস্‌জিদ, সমাধিস্থান, মাদ্‌রাসাঃ, কাফিলাঃ খানাঃ, বাজার, বাসগৃহ প্রভৃতির সমাবেশে শহরটি গঠিত, ইহার চতুর্দিকে নির্মিত প্রাচীর মাশ্‌হাদের অপরাংশ হইতে এই স্থানটিকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়াছে। খিয়াবান হইতে প্রধান প্রবেশ পথে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের বড় বড় দুইটি ফটক। ফটকগুলি শিকল দ্বারা বদ্ধ করা হয়, ফলে কোন প্রকার যানবাহন বা সওয়ারীর জানওয়ার সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না; বাস্‌তের ভূমি পবিত্র, সেখানে কেবলমাত্র পায়ে হাঁটিয়া গমনাগমন করা চলে। যে সকল জীবজন্তু হঠাৎ সেখানে ঢুকিয়া পড়ে সে সকল ইমামের ব্যবস্থা সংস্থার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। বাস্‌তে আশ্রয় দান করার অধিকার আছে (এইজন্যই বাস্‌ত নাম)। অধমর্ণ এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে উত্তমর্ণের ভীতি হইতে নিরাপত্তা লাভ করে। দুষ্কৃতকারী এখানে আশ্রয় লইলে, মুতাওয়াল্লী-বাশীর নির্দেশ ব্যতীত তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হয় না এবং এই প্রকার প্রত্যর্পণ সাধারণত তিনদিন পরে করা হয়। সমগ্র পবিত্র এলাকায় উহার নিজস্ব পুলিশ বাহিনী সুষ্ঠু শৃঙ্খলা

List>

রক্ষা করে, চোরের জন্য সেখানে বিশেষ ধরনের কয়েদখানা আছে (Yate-এ নকশা দ্র., পৃ. ৩৩২, নং ৭৫)।

অমুসলমানদের বাস্‌তে প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ। বিগতকালে এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয় নাই। ১৪০৪ খৃস্টাব্দে Clavijo ইমাম আর-রিদ'ার সমাধিগৃহ দর্শন করিবার সুযোগ পান। উনবিংশ শতকে Fraser (১৮২২, ১৮৩৩), Conolly (১৮৩০), Burnes (১৮৩২), Colnel Dolmage (ষষ্ঠ দশকে), Ferrier (১৮৪৫), Eastwick (১৮৬২), Vambery (১৮৬৩) এবং Massy (১৮৯৩) এই পবিত্র স্থান দর্শন করেন। কেবলমাত্র Fraser, Conolly, Dolmage এবং Massy প্রকৃতপক্ষে সমাধিস্থলে প্রবেশ করিতে পরিয়াছিলেন। Vambery এবং Massy মুসলমানদের মত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন এবং অন্যরা য়ুরোপীয় পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। Dolmage ব্যতীত অন্য সকল ভ্রমণকারীই পবিত্র স্থানের অল্প-বিস্তর বিবরণী পেশ করেন। Sykes উহার পূর্ণ যথার্থ বিবরণী প্রদান করেন (JRAS. 1910, p. 1130—1148 এবং The Glory of the Shia World); ইহার মূল তথ্য সরবরাহ করেন ব্রিটিশ কনসিউলেটের সহদূত (attache) খান বাহাদুর আহ'মাদ দীন খান।

বাস্‌তের সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত নকশা পূর্বে উল্লিখিত স'ানী' উ'দ্‌-দাওলাঃ-র মাত'লা'উ'শ্‌-শাম্‌সে (১৮৮৫) এবং Yate, পূ. গ্র., p. 332-এ আছে; উহা অপেক্ষা সামান্য ক্ষুদ্রাকার প্রস্তুত নকশাখানি পারস্যের মু'আবি'ন-ই-স'নাই' তৈয়ার করেন; উহা প্রকাশ করেন Sykes (in JRAS, 1910, p. 1128 and in The Glory of the Shia World, p. 100) দ্বিতীয় নকশাটি স'ানী'উ'দ-দাওলাঃ-র পরিকল্পনা হইতে খুঁটিনাটি বিষয়ে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র; কোন্‌টি সঠিক তাহা বলিবার কোন উপায় নাই।

যুগে যুগে 'আলী বংশীয়ের এই সমাধি স্থানটি বহুবার লুন্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও উহার দালান-কোঠার মধ্যে অগণিত মূল্যবান ধন-রত্ন সজ্জিত আছে; উহার অভ্যন্তরস্থ ধন-সম্পদ এবং উহার দালান-কোঠা ও প্রাঙ্গণের সংখ্যা মক্‌কা ও মদীনা ব্যতীত অপরাপর সমগ্র মুসলিম পবিত্র স্থানের এমনকি বহুল প্রশংসিত নাজাফ ও কার্‌বালার চাইতেও প্রভূত পরিমাণে অধিক।

য়ুরোপীয় এবং প্রাচ্যবাসিগণ পবিত্রস্থান সম্পর্কে যে বিবরণী পেশ করিয়াছেন এবং স্মারক ফলক হইতে যে সকল মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা গিয়াছে (দ্বিতীয়টি প্রথমত Khanikoff লিপিবদ্ধ করেন, পৃ. ১০৩—১০৪। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রকাশ করেন খান বাহাদুর আহ'মাদ দীনের সাহায্যে Sykes, JARS, ১৯১০, পৃ. ১১৩১ প.) উহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা সম্ভাব্য বলিয়া অনুমান করিতে পারি যে, ঠিক সমাধিটি ব্যতীত মধ্যযুগীয় অতি সামান্য ধ্বংসাবশেষই কালের কুটিল গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাধিটির বর্তমান আকার সম্বন্ধে (পরবর্তীকালের গম্বুজটি বাদে) স্মারক ফলক (৫১২/১১১৮) অনুসরণে জানা যায় যে, উহা ষষ্ঠ/দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত হয়। হ'ারামের বর্তমান আকার প্রধানত বিগত পাঁচশত বৎসরের সৃষ্টি। সমাধির গম্বুজটি উহার সহিত সংলগ্ন অপরাপর বস্তুর সহিত পবিত্র ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, উহার উত্তর ও পূর্বদিকে দুইটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ উহাদের নাম যথাক্রমে স'াহ্‌'ন-ই-কুহনা এবং স'াহ্‌'ন-ই-নাও; দক্ষিণ পার্শ্বে উহার সহিত সংলগ্ন বিশালকায় জাওহারশাদ' মস্‌জিদের অট্টালিকা।

বাস্‌তে প্রবেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় প্রবেশ পথের তোরণ বালা-খিয়াবানে অবস্থিত। এই পথ দিয়াই তীর্থযাত্রীরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পসন্দ করে। উহা শিকল দ্বারা বদ্ধ। প্রধান রাজপথের মধ্য দিয়া সেখানে যাতায়াত পথ ২৫০ গজ দীর্ঘ। রাজপথটির উভয় পার্শ্ব দোকান-পসারে পরিপূর্ণ, উহার একপ্রান্ত স'াহ'ন-ই-কুহনা অর্থাৎ প্রাচীন প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারে সমাপ্ত হইয়াছে। উহার উত্তর পার্শ্ব নির্মিত হইয়াছে প্রথম শাহ 'আব্বাসের সময়; দক্ষিণাংশ নির্মিত হইয়াছে নবম/পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (সুলত'ান হ'সায়ন বায়ক'রার রাজত্বকালে)। কিন্তু ইহা নাদির শাহ কর্তৃক সম্পূর্ণ রূপে পুনঃনির্মিত হয় কুলঙ্গির ন্যায় বৃহৎ প্রকোষ্ঠসহ (এইরূপ ইহাকে আয়ওয়ান বলে)। চারিটি সুবৃহৎ উচ্চ প্রাসাদের মধ্য দিয়া চত্বরে পৌঁছান যায়। পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে প্রথম 'আব্বাস কর্তৃক নির্মিত অট্টালিকাদ্বয় অতিশয় অনাড়ম্বর; পশ্চিম দিকস্থ প্রাসাদটির চূড়ায় ঘড়ি আছে এবং পূর্ব দিকস্থ প্রাসাদের মঞ্চটিকে নাক'কারা-খানা অর্থাৎ সঙ্গীত গৃহরূপে ব্যবহার করা হয়; পারস্যের প্রাচীন রীতি অনুসারে (যেমন অন্যান্য রাজা-বাদশাহ অধ্যুষিত নগরীতে ঘটিয়া থাকে) এখানে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় অভিনন্দন সঙ্গীত গীত হয়। পূর্ব তোরণ হইতে বাস্‌তের পূর্ব বহির্দ্বারে পৌঁছান যায় পাঈন খিয়াবান বাজারের মধ্য দিয়া। শিল্প সৌন্দর্যের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে দ্বিতীয় 'আব্বাস কর্তৃক নির্মিত উত্তরের তোরণটি এবং চত্বরের দক্ষিণ প্রান্তস্থ প্রবেশদ্বারটি, যাহার নাম 'নাদিরের সুবর্ণদ্বার' এবং যাহা নাদির শাহের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কীর্তি, সমগ্র হ'ারামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জাঁকজমকপূর্ণ স্থাপত্য। উভয় তোরণে একশত ফুট করিয়া এক-একটি মিনার আছে; উত্তরের তোরণটির নির্মাতা শাহ ত'াহমাস্‌প্‌ এবং দক্ষিণের তোরণটির নাদির শাহ। কেন্দ্রস্থলে নাদির শাহ নির্মাণ করেন প্রসিদ্ধ অষ্টভুজ 'নাদিরের কূপ', উহার উপরে সোনালী চন্দ্রাতপ (সাক'ক'া খানা-ই-নাদিরি=নাদিরের ভিস্তিখানা); হেরাত হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি একখানি প্রকাণ্ড শ্বেত মার্বেল আনাইয়া খোদাই করাইয়া উক্ত কূপটি নির্মাণ করান। চত্বরের প্রাকারে দুই সারি গৃহ রহিয়াছে। পাদদেশের প্রকোষ্ঠগুলি শিল্পীদের আবাস, বিদ্যালয় এবং মসজিদের খাদিমদের বাসস্থান এবং দ্বিতলে 'ইমামে'র উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ বাস করেন। সমগ্র আঙ্গিনাটির দৈর্ঘ্য প্রায় একশত গজ এবং প্রস্থ সত্তর গজ এবং যে সকল প্রস্তর মাশ্‌হাদ প্রস্তর নামে প্রসিদ্ধ এবং যাহা প্রায়শ সমাধি-প্রস্তররূপে ব্যবহার করা হয় উহা দ্বারা চত্বরটি আবৃত। ঘড়ির স্তম্ভ এবং নাদিরের কূপসহ স'াহ্‌'ন-ই-কুহনার ছবির জন্য দেখুন Yate, p. 340, 346; Sykes. Glory of the Shia World, p. 241, picture of Nadir's Golden Gate in Yate, p. 328 and Sykes, পূ. গ্র., p. 245.

নাদিরের সুবর্ণদ্বার দিয়া দক্ষিণ দিকে পবিত্র সমাধি ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যায়। সমাধিটির চতুষ্পার্শ্বে বহু ছোট বড় প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। যথার্থভাবে এই কেন্দ্রস্থলকেই সমগ্র পবিত্র ক্ষেত্রটির হ'ারাম বা হ'ারাম-ই-মুক'াদ্দাস বা হ'ারাম-ই-মুবারাক বলা হয়। সমগ্র বাস্‌তকেও এই নামে অভিহিত করা হয়। আর-রাওদ'াতু'ল-মুত'াহ্‌হারাঃ এবং আস্তিানও (পবিত্র দ্বারপথ) উহার অপর নাম। সুবর্ণ দ্বার অতিক্রম করিয়া দারু'স্‌-সিয়াদাঃ-য় প্রবেশ করিতে হয়।

List>

উহা নির্মাণ করেন জাওহার শাদ' এবং উহা পবিত্র অঞ্চলের মধ্যে সুন্দরতম। এখানে দেওয়ালের গায়ে একখানা গোলাকার বর্তন ঝুলান আছে। কথিত আছে, এই বর্তনে করিয়া 'আলী আর-রিদ'াকে বিষমিশ্রিত আঙ্গুর খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। দারু'স-সিয়াদাঃ-র রজত জাফ্রীর ভিতর দিয়া তীর্থযাত্রিগণ সমাধি প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তর-ভাগ দর্শন করিতে পারে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘুরিলেই স্বল্পায়তন সরল সাধারণ সুসজ্জিত দারু'ল-হ'ফ্ফাজ' প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তর দিকে দারু'ল-হ'ফ্ফাজে'র সংলগ্ন ইমামের সমাধি সৌধের গম্বুজ। সমাধি প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরভাগের ক্ষেত্রফল (দেখুন Sykes-এর গ্রন্থের ছবি, উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৫১) প্রায় ৬০ × ২৭ ফুট। সেখানে কোন গবাক্ষ না থাকায় অভ্যন্তরটি সুবর্ণ-প্রদীপ এবং শামা'দানের অনুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত এবং বহু মূল্যবান জাঁকজমকপূর্ণ সাজ-সজ্জায় সুশোভিত। সমাধিটি উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত এবং তিনটি মনোমুগ্ধকর জাফ্রী দ্বারা পরিবৃত, উহার একটি ১৭৪৭ খৃ.-এ লাগান হইয়াছে। কথিত আছে, ঐ জাফ্রীটি নাদির শাহের বিধ্বস্ত সমাধি সৌধ হইতে আনা হইয়াছে। প্রথম 'আব্বাস সমাধির উপরিভাগে সুবর্ণ আবরণ দেন। সমাধির পাদদেশে বিবর্ধিত অংশে ফাত'হ্ 'আলী শাহ্ একটি সুবর্ণ দরজা (যাহা দরজা নয়) নির্মাণ করিয়া মূল্যবান ধাতু দ্বারা মণ্ডিত করেন (Sykes-এর ছবি, পূ. গ্র., পৃ. ২৫৫)। কাঁচের পশ্চাতে দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে মূল্যবান উপঢৌকন সুরক্ষিত (অলংকারমণ্ডিত অস্ত্র প্রভৃতি প্রধানত শাসকবর্গের দান)। দেওয়ালে দুইটি শিলালিপি সংলগ্ন রহিয়াছে, একটি ৫১২/১১১৮ সনের এবং অপরটি ৬১২/১২১৫ সনের; প্রথমোক্তটি গোল ছাঁদে 'আরবী ছু'লুছ' অক্ষরে লিখিত শ্লোকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি বর্তমান প্রকোষ্ঠটি নির্মাণ করা হইয়াছে ৬ষ্ঠ/দ্বাদশ শতকের গোড়ার দিকে। পঁয়ষট্টি ফুট উচ্চ গম্বুজটি সোনালী বর্ণের তাম্রপাত দ্বারা মণ্ডিত। ১৬০৭ খৃ. প্রথম 'আব্বাস উহা নির্মাণ করেন এবং ১৬৭৫ খৃ. প্রথম সুলায়মান উহা নূতন করিয়া গঠন করেন। উহার বহির্ভাগের শিলালিপি পাঠ করিয়া আমরা এই তথ্য অবগত হই। ইমামের সমাধির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, বর্তমান গম্বুজটি প্রকৃত স্থানেই নির্মিত হইয়াছে। এখন সেখানে খলীফা হারূনু'র-রাশীদের কবরের চিহ্নমাত্র নাই; সম্ভবত উহা সমাধি সৌধের মধ্যস্থলে ছিল। হযরত 'আলী (র)-এর বংশধর তাঁহার অনেক পরে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁহাদিগকে একই স্থানে এককোণায় সমাধিস্থ করা হয়।

প্রকৃত হ'রামের অপরাপর প্রকোষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র সৌধমালার মধ্যে এখানে কেবল আল্লাহ ওয়ারদী খানের গুম্বাদ' (গম্বুজধারী সমাধি সৌধ) সম্বন্ধে উল্লেখ করা হইবে। উহা উত্তর-পূর্বে অবস্থিত; প্রথম 'আব্বাসের স্বনামধন্য সেনানায়ক উহার নির্মাতা এবং তাঁহারই নামানুসারে উহার নামকরণ করা হইয়াছে।

পূর্ব-দ্বার দিয়া পবিত্র প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া দুইটি সন্নিহিত কামরার ভিতর দিয়া নাসি'রু'দ্-দীনের সুবর্ণ দ্বারে উপনীত হইতে হয়। সুবর্ণদ্বার দিয়া নূতন প্রাঙ্গণে যাইতে হয় (স'াহ'ন-ই-নাও, স'াহ'ন-ই-কুহনার সরল অনুকরণ, উহার উত্তর দিক পাইন খিয়াবান দ্বারা বেষ্টিত)। ফাত্'হ' 'আলী শাহ্ খৃ. ১৮১৮ সালে এই প্রাঙ্গণ শুরু করেন। তাঁহার পরবর্তী দুই ব্যক্তি নির্মাণ কার্য চালাইয়া খৃ. ১৮৫৫ সালে উহা সম্পূর্ণ করেন।

পূর্বোক্ত দারু'স-সিয়াদাঃ-র মধ্যে দিয়া প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ দিকে ঘুরিলে সুল্ত'ানাঃ জাওহার শাদে'র সুরম্য মস্জিদ এলাকায় প্রবেশ করা যায়। এই মস্জিদটি উহার নির্মাণকর্ত্রীর নাম বহন করিতেছে। স'াহ'ন-ই-কুহনার ন্যায় এই পুরাতন প্রাঙ্গণটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ; একশত গজ দীর্ঘ, নব্বই গজ প্রস্থ। উহার চারি কিনারার প্রতিটি পার্শ্বের মধ্যস্থলে এক একটি খিলান করা প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ (আয়ওয়ান) এবং দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন সারি সারি কামরা। কামরাগুলি বাসগৃহের উপযোগী করিয়া নির্মিত। মস্জিদের চারিটি আয়ওয়ানের মধ্যে বৃহত্তম ও সর্বোৎকৃষ্টটি দক্ষিণদিকস্থ আয়ওয়ান-ই-মাক'সূ'রাঃ; এই কামরাটিতে স'ালাত আদায় করা হয়। উহার অভ্যন্তরে একটি কাষ্ঠ-নির্মিত মিহ'রাব আছে; শী'আদের বিশ্বাস, ইমাম মাহ্দী একদিন এইখানে বসিয়া মু'মিনগণের সহিত সাক্ষাত করিবেন। প্রবেশ কামরাটির উপরিভাগস্থ নীল রং-য়ের গম্বুজটি ইমামের কবরের উপর তৈয়ারী গম্বুজ অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ ও প্রশস্ত এবং উহার দুই পার্শ্বে সুউচ্চ মিনার; মিনার দুইটি নীল কাঁচের টালি দ্বারা পরিবৃত। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে মাস্জিদ-ই-পীরযান—'বৃদ্ধা রমণীর মস্জিদ', (এই নাম সম্পর্কে দেখুন Massy-র পৌরাণিক আখ্যান, পূ. গ্র., পৃ. ১০০১ এবং Sykes, The Glory of the Shi'a World, পৃ. ২৬১)। এই মসজিদটির বর্গক্ষেত্রাকার ছাদবিহীন ভূমির চতুর্দিকে কাঠের প্রাকার এবং প্রাকারের চতুর্দিকে প্রস্তরের তৈরী গভীর পয়ঃ-প্রণালী দিয়া পানি প্রবাহিত।

পবিত্র এলাকায় জাওহার শাদ' মস্জিদটি সর্বাপেক্ষা জাঁকজমক-পূর্ণ এবং সর্বোৎকৃষ্ট।

যে সকল পবিত্র ক্ষুদ্র স্মৃতিস্থান তীর্থযাত্রীরা হ'ারামে দর্শন করে, তাহাদের দুইটি স্থানের নাম এখানে উল্লেখ করা একান্ত দরকার। যিয়ারাত-ই-ক'াদাম-ই-মুবারাক বা শারীফ = 'বরকতময় বা উৎকৃষ্ট পদ দর্শনের স্থান', যাহার অপর নাম জা-ই-সাঙ্গ-ই-চাহার-পা—পদ চিহ্নসম্বলিত প্রস্তরের স্থান' (Yate-এর গ্রন্থে নকশা দেখুন, পৃ. ৩৩২, নং ১৬); উহা একটি বৃত্তাকার স্থান, উহার উপরে একটি গম্বুজ আছে (জাওহার শাদ' মস্জিদের উত্তর আয়ওয়ানের পূর্ব দিক), সেখানে একখানা ডিম্বাকৃতি গাঢ় ধূসর বর্ণের পাথরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। কথিত আছে, 'আলী আর'রিদ'ার পদচিহ্ন উক্ত প্রস্তরে অংকিত। বাস্তের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বস্তু একটি উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ, উহা হইতে একটি পানির পাত্র অপটু হস্তে খোদিত করা হইয়াছে। কথিত আছে, এই প্রস্তরখানি আসমান হইতে আকারবিহীন প্রস্তর খণ্ডরূপে পৃথিবীর বুকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

পবিত্র এলাকার মধ্যে আছে শহরের সমৃদ্ধতম সর্বাপেক্ষা কর্মবহুল বাজার, দানসমৃদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত মাদরাসাঃ, লাভজনক পান্থনিবাস এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হ'াম্মাম। বাস্তবাটীগুলির ন্যায় এইগুলিও ইমামের এবং 'আলীর যে সকল বংশধর এখানে সমাহিত তাঁহাদের সম্পদ তথাকার ধর্ম সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ 'আলীর পক্ষে পবিত্র স্থানের প্রশাসনিক কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। সমগ্র বাস্তের অবিসংবাদী মালিক একমাত্র তাঁহারাই। 'আলী মৃত বটেন, কিন্তু তাঁহার মালিকানায় অদ্যাবধি প্রভূত সম্পদ, জমাজমি, দালান-কোঠা, নালা-নদী আছে যাহা পারস্যের সমগ্র প্রদেশব্যাপী বিস্তৃত। এইগুলি বিশেষত মাশ্হাদের পার্শ্ব সংলগ্ন ও দূরবর্তী উপকণ্ঠে রহিয়াছে। এই সম্পত্তি হইতে উৎপন্ন প্রচুর ফসল এবং খাজনার মাধ্যমে অর্জিত অর্থের সহিত শেষ ক্রিয়া নির্বাহের এবং সমাধি রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত প্রদত্ত অর্থ

List>

ও তীর্থযাত্রীদের প্রদত্ত দান একত্র করা হয়। খরচের পরিমাণও বেশ মোটা রকমের। উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও খাদিমদের বেতনাদি, তীর্থক্ষেত্রে আগন্তুক ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান, মেরামত খরচা, আলোক ব্যবস্থা এবং পবিত্র স্থানের সাজ-সরঞ্জামের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়।

হ'ারাম ব্যবস্থাপনার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি প্রথম হইতেই একজন মুতাওয়াল্লী-বাশী। তিনি অবশ্যই জনসাধারণের মধ্য হইতে একজন হইবেন। এই পদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি অত্যন্ত বেশী, কারণ মুতাওয়াল্লী-বাশী পারস্যের বৃহত্তম তীর্থস্থানের প্রধান কর্মকর্তা এবং প্রভূত বিষয়-সম্পত্তির খাজাঞ্চী। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই এই প্রকার মর্যাদা-সম্পন্ন ও দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তি বিশেষ সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং ধর্মীয় ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি, খুরাসানের শাসনকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে প্রত্যেকের দায়িত্ব ও অন্যান্য বিষয়ের সংশ্লিষ্ট সীমা-পরিসীমা লইয়া বিরোধ বিসম্বাদ স্বাভাবিক—এই বিবেচনায় উক্ত পদটিকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থাধীন করিয়া তৎকালীন প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে উক্ত পদের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছে (দেখুন Yate, পৃ. ৩২২, ৩৪৪)। এবংবিধ বিপুল লাভজনক দুইটি পদের অধিকারী (প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও মুতাওয়াল্লী-বাশী) হ'ারামের আয়ের শতকরা দশ ভাগ পান। প্রথানুসারে এক ব্যক্তি মাত্র কয়েক বৎসর এই পদ অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন।

মুতাওয়াল্লী-বাশীকে সাহায্য করিবার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ (মুতাওয়াল্লীগণ) নিযুক্ত হন। তাঁহার অধীনে পবিত্র এলাকার বিভিন্ন পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ থাকেন। তাঁহাদের অন্যতম হইলেন মুজ্‌তাহিদগণ। মুজতাহিদগণ ধর্মীয় বিধি-বিধান, আইন-কানুন সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, তাঁহারা প্রচুর মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাঁহারাই সেখানে প্রধান পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তাঁহাদের নিম্নতর পদে নিয়মিত যাজকবাহিনী (মুল্লা); তাঁহারা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন এবং তীর্থযাত্রিগণকে ক্রিয়াপদ্ধতি দেখাইয়া দেন; তাঁহাদের অনেকেই ইমামের সিলমোহরাংকিত সরকারী দলীল সরবরাহ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন (Sykes-এর গ্রন্থে ছবি দেখুন, Glory of the Shi'a World, পৃ. ২৭৮)। এই সকল দলীলে অন্যান্য বিষয়সসহ তীর্থযাত্রীদের পবিত্র সমাধিতে নিবেদিত প্রার্থনার উত্তর প্রদান করা হয়।

মধ্যযুগীয় 'আরবী গ্রন্থসমূহ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, 'আলী আর-রিদ'ার সমাধিক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা শুরু হয় অতি প্রাচীনকালে। আমরা আরো জানিতে পারি যে, রাজন্যবর্গও পঞ্চম/একাদশ শতক হইতে মাঝে মাঝে সেখানে যাতায়াত করিতেন।

যে সকল তীর্থযাত্রী প্রতি বৎসর মাশ্হাদ দর্শন করেন তাঁহাদের সংখ্যা সম্পর্কে উনবিংশ শতকের বিভিন্ন হিসাব পাওয়া যায়। Yate বলেন (পৃ. ৩৩৪), উনবিংশ শতকের শেষ দশকে বাৎসরিক তীর্থযাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০,০০০; তাঁহার পূর্ববর্তী পর্যটকগণ; অবশ্য Marsh ব্যতীত (১৮৭২ : ২০—৩০,০০০), উহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যা হিসাব দান করেন। উদাহরণ, Bellew (১৮৭২) : ৪০—৫০,০০০; Ferrier (১৮৪৫) : ৫০,০০০; Khanikoff (১৮৫৯) এবং Eastwick (১৮৬২) : ৫০,০০০-এর বেশী; Curzon (১৮৮৯) ১,০০,০০০, কিন্তু শেষোক্ত সংখ্যা অস্বাভা-বিকভাবে অত্যধিক। আগন্তুকের সংখ্যা তখনই বেশ বৃদ্ধি পায় যখন কোন বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়, যেমন 'আলী আর-রিদ'ার মৃত্যু বার্ষিকী, (তু. Diez-র গ্রন্থের চিত্র, Persien etc., পৃ. ৪৬) এবং মুহ'াররাম মাসের প্রথম তৃতীয়াংশে কারবালার বিষাদময় স্মৃতির স্মরণে তা'যিয়ার (দ্র.) কারণে। Conolly-র গ্রন্থে ১৮৩০ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত মুহ'াররাম পর্বের পূর্ণ বিবরণী আমরা পাই এবং Yate-র গ্রন্থে পাই ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের একটি ক্ষুদ্র বিবরণী; তু. Yate-গ্রন্থের ছবি, পৃ. ১৪৬ এবং মাশহাদের শিল্পী 'আলী রিদ'া 'আব্বাসী কর্তৃক অংকিত ছবি। ইনি মুহ'াররাম উৎসবের সময় তীর্থযাত্রী ছিলেন। দ্র. এই চিত্র Sarre এবং Mittwoch-এর Zeichnungen des Riza Abbasi (Munich 1914) গ্রন্থে plate I (thereon p. 23, 49 and Isl., ii. 216 প.)।

সেখানে যে কোন তীর্থযাত্রী বিনা খরচায় তিনদিন (Vambery'-র মতে ছয় দিন) খাওয়া থাকার সুযোগ পায়। পবিত্র এলাকায়, বালা খিয়াবানের দক্ষিণদিকে একটি স্বতন্ত্র পাকশালা আছে, উহা একমাত্র তীর্থোদ্দেশ্যে সমাগতদের জন্য নির্দিষ্ট, সেখান হইতে প্রত্যহ পাঁচশত হইতে ছয়শত জনকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

'আলী আর-রিদ'ার দরগাহে দর্শনার্থীদিগকে যে সকল অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করিতে হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণী আমরা পাই Massy-র গ্রন্থে, খান বাহাদুর আহ'মাদু'দ-দীন খান কর্তৃক প্রদত্ত টীকায়, Sykes, JRAS, 1910, p. 144—145 এবং The Glory of the Shi'a World গ্রন্থে, পৃ. ২৪০ প.। বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে যে, সমাধির চতুর্দিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হয় (ত'াওয়াফ দ্র.) এবং ইমামের শত্রুদিগকে, বিশেষত খালীফাঃ হারূন এবং মা'মূনকে তিনবার অভিশাপ দিতে হয়।

যে সকল তীর্থযাত্রী 'আলী আর-রিদ'ার সমাধিতে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে তীর্থকার্য সমাধা করে তাহাদিগকে মাশ্হাদী বলিয়া অভিহিত করা হয়।

পারস্যের তীর্থস্থানের মধ্যে মাশ্হাদ সর্বপ্রধান। মুসলিম জগতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানসমূহের মধ্যে শী'আঃ ধর্মতত্ত্ববিদগণের মতে মাশ্হাদ সপ্তম স্থানীয়, মর্যাদায় মক্কা, মদীনা এবং ইরাকের শী'আঃ তীর্থস্থান নাজাফ, কারবালা', সামাররা এবং ক'াজি'মায়নের পরেই উহার স্থান (দেখুন, Sykes. The Glory of the Shi'a World, p. xiii)। শী'আদের মধ্যে প্রচলিত এক উক্তি অনুসারে মাশ্হাদ ষষ্ঠ স্থানীয়, ক'াজি'মায়ন পঞ্চম এবং সামাররা সপ্তম; এই উক্তি পাওয়া যায় Curzon-এর গ্রন্থে (১খ, ১৫০)।

প্রিয় ইমামের ছায়াতলে শেষ বিশ্রামস্থান লাভের জন্য প্রত্যেক শী'আঃ মতাবলম্বীর ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে প্রধান প্রধান তীর্থকেন্দ্রে বিস্তীর্ণ সমাধিক্ষেত্র পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার মৃতদেহ মাশ্হাদে আনা হয়। প্রধানত পারস্যদেশ এবং অন্যান্য শী'আঃ অধ্যুষিত ভূখণ্ড, বিশেষত ভারত, আফগানিস্তান এবং তুর্কিস্তান হইতে এই সকল মৃতদেহ আসে। সমাধিক্ষেত্রের ভূমি বার বার কবর প্রস্তুত করিবার জন্য কাজে লাগার কারণে, একই কবরে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে পর্যায়ক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সমাধিস্থ করা হয়। সুন্দর মযবুত সমাধি-প্রস্তর কবরে লাগান হয় না; কেবলমাত্র অমসৃণ গ্রানাইট প্রস্তর অথবা নিকটবর্তী খনি হইতে উত্তোলিত চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। পবিত্র এলাকার সীমার মধ্যেই স্বাভাবিকভাবেই

সমাধিস্থ হওয়ার আশা করা হয়। সেখানে যতটুকু স্থান পাওয়া যায় ততটুকুই এতদুদ্দেশ্যে কাজে লাগান হয়, সেইজন্য চত্বরের ঢালাই করা প্রস্তরগুলিও উহার নিম্নে সমাধিস্থ মৃতদেহের সমাধি প্রস্তর বলিয়া বিবেচিত। বাস্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত কবরের খরচা 'আলী রিদ'ার কবর হইতে দূরত্বের তারতম্য অনুপাতে নির্দিষ্ট হয়। এই প্রকারে কর্তৃপক্ষের হাতে যে অর্থ আসে তাহা যৎসামান্য নহে।

বাস্তের বাহিরে যে সকল বিরাট বিরাট কবরখানা (মাক্'বারাঃ) আছে, তন্মধ্যে মাক্'বারাঃ-ই-ক'াত্ল গাহ্ (নিহতদের স্থান) সমধিক প্রসিদ্ধ। উহা পবিত্র এলাকার উত্তরে অবস্থিত। উহার পূর্বদিকে সায়্যিদ আহ'মাদের কবরখানা। এখানে সপ্তম ইমাম মূসা আল-কাজি'মের তিনটি সন্তান সমাহিত (তু. মাহ্দী আল-'আলাব'ী, পৃ. ৮), পাঈন খিয়াবান অঞ্চলে মাক্'বারাঃ-ই-পীর-ই-পালানদুয অবস্থিত। দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গুম্বাদ'-ই-সাবয্ (সবুজ গম্বুজ) কবরস্থান। অর্ধ-বিধ্বস্ত সমাধি-সৌধের নাম হইতে উহার এই নামকরণ করা হইয়াছে, সেখানে বর্তমানে দরবেশগণ বাস করেন।

নূক'ান এলাকায় মাক্'বারাঃ-ই-শাহ্যাদাহ্ মুহ'াম্মাদ। উল্লেখ করা যাইতে পারে, নূক'ান তোরণের বহির্দেশে প্রকাণ্ড সমাধিক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। Sykes-এর বিবরণীতে পাওয়া যায় (JRAS, 1910, p. 1116), সেখানে বহু প্রস্তর নির্মিত শবাধার বিদ্যমান। উহার লিখিত প্রস্তর ফলকগুলির উপর লেখা খোদাই করা এবং উহাদের নির্মাণকাল ৭৬০ হইতে ১০৯৯ হি. (১৩৫৯-১৬৮৮ খৃ.)।

মাশ্হাদের বাহিরে দক্ষিণ দিকে আধ ঘণ্টা হাঁটা-পথের দূরত্বে, পার্বত্য ভূমির উপর মীরযা ইব্রাহীম আর-রিদ'াব'ীর সমাধিক্ষেত্র (দেখুন মাহ্দী, পৃ. গ্র., পৃ. ৮); শহর হইতে আরো দূরে তিন মাইল উত্তরে খাওয়াজাঃ (خواجه) রাবী'র সমাধিক্ষেত্র (তু. Sykes, পৃ. গ্র., পৃ. ১১২৪ এবং ইব্ন সা'দ, ৬খ, ১২৭ প.)। জনসাধারণের ধারণা 'আলীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সুন্নী, সুতরাং খুরাসানের যে সকল সুন্নী মাশ্হাদে বাস করেন তাঁহাদিগকে সাধারণত তাঁহার কবরের পার্শ্বে দাফন করা হয়। রাব'-এর সমাধিসৌধ সমগ্র খুরাসানে দেখিবার মত একটি বিশিষ্ট বস্তু। উহা একটি অষ্টভুজ সৌধ এবং উহার উপরিভাগে একটি গম্বুজ আছে, বর্তমানে উহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত অবস্থায় বিদ্যমান।

পারস্যে ইসলামী ধর্মশাস্ত্র এবং ব্যবহার শাস্ত্র অধ্যয়নের কেন্দ্রভূমি মাশ্হাদ। বহু সংখ্যক উচ্চ বিদ্যালয় এই সকল শাস্ত্র শিক্ষাদানে ব্যস্ত। সন-তারিখসহ উহাদের তালিকা দিয়াছেন Fraser (পৃ. ৪৫৬—৪৬০), তিনি ষোলটি মাদ্রাসার মধ্যে চৌদ্দটির নামোল্লেখ করেন; Khanikoff (পৃ. ১০৭) তেরটির নামোল্লেখ করেন এবং মাহ্দী আল-'আলাব'ীও তালিকা প্রদান করেন (পৃ. ৯-১২)। মাহ্দী বলেন, সেখানে বিশটি প্রাচীনপন্থী উচ্চ বিদ্যালয় ছিল, তন্মধ্যে পনরটির নাম তিনি উল্লেখ করেন এবং বহু সংখ্যক আধুনিক উচ্চ বিদ্যালয়ের কথা বলেন। Fraser বিভিন্ন মাদ্রাসাঃ এবং উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট মুল্লাদের সম্পত্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দান করেন। Yate (পৃ. ৩২৯—৩৩০) কেবলমাত্র সুপ্রসিদ্ধ ছয়টির নামোল্লেখ করেন। এই সকল তালিকা একটি অপরটির সন্তোষজনক পরিপূরক মাত্র এবং উহাতে আমরা বিশটি উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম পাই। স্থাপনের তারিখ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মাশ্হাদের প্রাচীনতম মাদ্রাসাঃ যাহা অদ্যাবধি চালু আছে উহার নাম মাদ্রাসাঃ দূদার। ৮২৩/১৪২০ সালে তীমুর বংশীয় সুল্ত'ান শাহ্রুখ উহা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রথম সুলায়মান উহার সংস্কার করেন। একই সুল্ত'ানের রাজত্বকালে পারীযাদ মাদ্রাসাঃ নির্মিত হয় এবং প্রথম সুলায়মান উহা ভাঙ্গিয়া উহাকে নবরূপ দান করেন। দ্বিতীয় 'আব্বাসের রাজত্বকালে প্রায় সমসাময়িক দুইটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ খায়রাত খান (১০৫৮/১৬৪৯) এবং মীরযা জা'ফার (১০৫৯/১৬৫০)। অধিকাংশ প্রাচীন উচ্চ বিদ্যালয় (উহাদের সংখ্যা নয়টির কম নয়) প্রথম সুলায়মানের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বহু সৌধ পুনঃনির্মাণ করেন (১৬৬৬—১৬৯৪)। কাজারদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁহাদের যুগে একটি নির্মিত হয় ফাত্হ'আলী শাহের রাজত্বকালে এবং অপর দুইটি নাসি'রু'দ্-দীনের রাজত্বকালে। তিনি আরো দুইটি ধ্বংসপ্রাপ্ত উচ্চ বিদ্যালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

শিল্পকলার দৃষ্টিকোণ হইতে মীরযা জা'ফারের মাদ্রাসাঃ অত্যন্ত সুন্দর। মীরযা জা'ফার নামক একজন ইরানী ভারতে প্রভূত ধন-সম্পদ অর্জন করিয়া উক্ত মাদ্রাসাটির প্রতিষ্ঠা করিয়া ১০৫৯/১৬৫০ সালে উহার জন্য বিপুল সম্পত্তি দান করেন। মাশ্হাদে এই অট্টালিকাটি সৌন্দর্যের দিক হইতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। 'আলী রিদ'ার সমাধি সৌধ এবং জাওহার শাদ' মসজিদের পরেই উহার স্থান। উক্ত ইমারাতে আছে খিলান করা বড় বড় প্রকোষ্ঠ, কুলুঙ্গিসহ প্রাঙ্গণ এবং কারুকার্য খচিত সাজ-সজ্জা। উপরিউক্ত পবিত্র অঞ্চলের চত্বর ও মসজিদের নির্মাণ-কৌশল অনুসরণে উহা নির্মাণ করা হইয়াছে। উহা পারস্যের ধর্মীয় স্থাপত্য শিল্প-চাতুর্যের জাজ্জ্বল্যমান আদর্শ। কেবলমাত্র মীরযা জা'ফারের মাদ্রাসায় নয়, অন্যান্য বিরাট ওয়াক্'ফ সম্পদে সমৃদ্ধ উচ্চ বিদ্যালয়গুলিও যেমন পাঈন পা-এর উচ্চ বিদ্যালয় (এই দুইটিই প্রথম সুলায়মানের শাসনকালে প্রতিষ্ঠিত)। ভারতে যে সকল ইরানী অগাধ ধন-সম্পদ উপার্জন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চ বিদ্যালয়গুলি বাস্তের বুকে স্থান লাভ করিয়াছে, উহাদের নাম ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, এই উচ্চ বিদ্যালয়গুলি প্রাচীনতম। দূদার, পারীযাদ এবং খায়রাত খান; বালাসার এবং 'আলী নাক'ী মীরযাও উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। অন্যগুলিরও উপরিউল্লিখিত মীরযা জা'ফার মাদ্রাসার ন্যায় হ'ারাম অঞ্চলের স'াহ'ন-ই কুহনার সহিত যোগাযোগ দ্বার আছে।

ছাত্রেরাও মাদ্রাসায় বাস করে। ধার্মিক ব্যক্তিদের ওয়াক্'ফ সম্পত্তি হইতে তাহাদের খাওয়া-পরার ব্যয় বহন করা হয়। Khanikoff-এর সময় (১৮৫৮) সেখানে কোন উচ্চ মনীষার অধিকারী শিক্ষক ছিলেন না, ছাত্রসংখ্যাও ছিল স্বল্প। মাশ্হাদের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির খ্যাতি-প্রতিপত্তি উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পুনরায় বৃদ্ধি পায়, সেইহেতু ১৯১০ খৃস্টাব্দে Sykes (The Glory etc. p. 267 প.) অধ্যয়নরত ছাত্রসংখ্যা দেখান ১,২০০ জন, তাহারা পারস্য, ভারত এবং অন্যান্য শী'আঃ অধ্যুষিত দেশ হইতে বিদ্যার্জনের জন্য আসিত। যে সকল ছাত্র মাশ্হাদে নয় বৎসরের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচী সমাপ্ত করিবার পর অধিকতর উন্নত ধর্মীয় জ্ঞানলাভের স্পৃহা পোষণ করিত, তাহারা পরে মাশ্হাদে 'আলী (নাজাফ', দ্র.) গমন করিয়া শিক্ষকদের বক্তৃতা শ্রবণ করিত। এখানকার শিক্ষকমণ্ডলী ছিলেন শী'আঃ ধর্মতত্ত্বের সর্বোচ্চ পণ্ডিত।

কতিপয় মাশ্হাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে বেশ সমৃদ্ধ পুস্তকাগার আছে। হ'ারাম প্রশাসন ব্যবস্থাপনার অধীন পুস্তকাগারটি পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে প্রতিষ্ঠা করেন শাহ্রুখ, উযবেগেরা 'আবদুল-মু'মিন খানের

List>

নেতৃত্বে (১৫৮৯) মাশ্‌হাদ লুন্ঠনকালে উহার বহু মূল্যবান পুস্তক বিনষ্ট করে। ১৯২৬ সাল হইতে মাশ্‌হাদ পাণ্ডুলিপির একটি তালিকা ফিহ্‌রিস্‌ত-ই-কুতুব খানা-ই-মুবারাকা-ই-আসিতান-ই-কু'দস-ই-রিদা'বী নামে প্রকাশিত হইতেছে, উহার প্রথম তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ১৩০৫ (সৌর বৎসর—১৩৪৫ হি.), চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ১৩২৫/১৯৪৬ সালে।

এতদ্‌সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য মাশ্‌হাদ মুদ্রণ যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ (সংবাদপত্র প্রভৃতি) ; উহা শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ; এতদ্‌সম্পর্কে দেখুন Browne, The Press and Poetry of Modern Persia (Cambridge 1914), p. 348 (Index দ্র. Meshed) ; Browne, Literary History of Persia, iv, Cambridge 1928, p. 223, 489; Mahdi Al-'Alawi, p. 12.

মাশ্‌হাদে বহু মসজিদ বিদ্যমান। মসজিদগুলি পবিত্র এলাকা, কবরখানা এবং স্বতন্ত্র সমাধিস্থলে প্রতিষ্ঠিত। এই সকল মসজিদ, মাদ্‌রাসাঃ এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক বিজড়িত।

এখানে মুঁসা'ল্লার কথাও উল্লেখ করা যায়। মুসা'ল্লা শহরের বাহিরে হিরাত সড়কের উপর পাঈন খিয়াবান তোরণ হইতে অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। উহা একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা (আয়ওয়ান), প্রায় ত্রিশ ফুট উচ্চ ; উহার প্রবেশ পথে প্রায় ষাট ফুট উচ্চ একটি খিলান আছে।

মাশ্‌হাদের অধিবাসী সংখ্যা, তীর্থযাত্রী ব্যতীত স্থায়ী বাসিন্দা—নাদির শাহের রাজত্বকালে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়াছিল। তিনি এখানে মাঝে মাঝে দরবারে বসিতেন এবং শহরের উন্নতিকল্পে সর্বতোভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তৎকালে মাশ্‌হাদের জনসংখ্যা (৬০,০০০) ষাট হাজারের কম ছিল না। নাদির শাহের পর অর্ধশতাব্দী ব্যাপী যে বিপর্যয় চলিতে থাকে তাহার ফলে শহরের প্রচুর অবনতি ঘটে এবং ১৭৯৬ খৃস্টাব্দে উহার বাড়ীগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র (৩,০০০) তিন হাজারে (তু. Yate, পৃ. ৩৩০)। পুনরায় উনবিংশ শতকে ধীর অথচ স্থির উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৮০৭ খৃস্টাব্দে Truilhier বাড়ীর সংখ্যা নির্ণয় করেন ৪,০০০ ; ১৮২২ খৃস্টাব্দে Fraser নির্ণয় করেন ৭,৭০০ এবং জনসংখ্যা ২৫—৩০,০০০ হাজার। Conolly (১৮৩০) এবং Burnes (১৮৩২) নির্ধারণ করেন ৪০,০০০ হাজার অধিবাসী ; Ferrier (১৮৪৫) এবং Khanikoff (১৮৫৮) পরিসংখ্যান দেন ৬০,০০০ হাজার, ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে খুরাসানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং ২৪,০০০ হাজার লোক একমাত্র মাশ্‌হাদেই খাদ্যাভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে (দেখুন Goldsmid, ১খ, ৩৬১)। Baker সংখ্যাটি ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে বাড়াবাড়ি করিয়া নির্ণয় করেন ৮০,০০০ হাজার এবং Curzon ১৮৮৯ সনে কমাইয়া বলেন ৪৫,০০০ হাজার। বর্তমান মাশ্‌হাদে ১০০,০০০ অধিবাসী বসবাস করে (দেখুন, মাহ্‌দী আল-'আলাব'ী, পৃ. ৪)। মোটকথা মাশ্‌হাদ পারস্য দেশের তৃতীয় শহর।

মাশ্‌হাদে অগণিত তীর্থযাত্রী এবং অন্যান্য আগন্তুকের বাসস্থানের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক সরাইখানা আছে। Fraser-এর সময় (১৮২২) বহু সংখ্যক পরিত্যক্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত সরাইখানা ছাড়াও ২৫—৩০টি সরাইখানা ব্যবহারযোগ্য ছিল (দেখুন Fraser, Narrative, পৃ. ৪৬০)। Khanikoff (পৃ. ১০৭—১০৮) উহার সংখ্যা দেন ষোল, তন্মধ্যে চারিটি কেবলমাত্র তীর্থযাত্রীদের জন্য নির্ধারিত এবং সেই চারিটিও ছিল বাস্‌তের অভ্যন্তরভাগে। উহাদের মধ্যে শেষেরটি সর্বপ্রাচীন এবং উহার নাম সুলত'ান সরাইখানা ; প্রথম ত'াহমাস্‌প উহা নির্মাণ করেন এবং অন্যগুলি প্রথম সুলায়মানের সময় নির্মিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়া ঃ (১) BGA, (সম্পা. de Goeje), i, 257 ; ii, 313 ; iii, 25, 50, 319, 333 ; vi, 24, vii, 171, 278 ; (২) য়াকূ'ত, মু'জাম (সম্পা. Wustenfeld), ৩খ, ১১৩, ৪৮৬, ৫৬০ প., ৪খ, ৮২৪ ; (৩) ক'াযব'ীনী, আছ'ার'ল-বিলাদ (সম্পা. Wustenfeld), পৃ. ২৬২, ২৭৫ ; (৪) আবু'ল-ফিদা', তাক'ব'ীমু'ল-বুলদান (Paris সং), পৃ. ৪৫০, ৪৫২ ; (৫) হ'ামদুল্লাহ মুস্‌তাওফী, নুযহাতু'ল-কু'লুব, (-GMS, xxiii), পৃ. ১৫০ প. ; (৬) ইব্‌ন বাত্‌তূ'তাঃ (Paris সং.), ২খ, ৭৯ ; (৭) 'আবদু'ল-কারীম (১৭৪১), বায়ান-ই-ওয়াকি''আঃ ; (৮) নাসি'রু'দ-দীন শাহ্‌-এর খুরাসান অভিযান, মূল ফারসী গ্রন্থ, তেহরান ১২৮৬/১৮৬৯, পৃ. ১৮০—২২৫ ; (৯) ইবরাহীম বেগ, সিয়াহ'াত নামাহ্‌ (ইস্তাম্বুল সংস্করণ) ; (১০) মুহ'াম্মাদ মাহ্‌দী আল-'আলাব'ী, তা'রীখ -তু'স আও আল-মাশ্‌হাদু'র-রিদ'াব'ী, বাগ্‌দাদ ১৩৩৬/১৯২৭। তু. also the manuscript diary of a pilgrimage to Meshhed in 1819-1820 by Husain Khan b. Dja'far al-Musawi in the Berlin State Library, s. Pertsch, Verzeichniss der Persisch. Hdschr . . . . zu Berlin, Berlin 1888, No. 360, p. 378-379 ; (১১) স'ানী'উ'দ-দাওলাঃ কৃত মাত'লা'উ'শ-শাম্‌স সম্পর্কে উপরে দেখুন।

য়ুরোপীয় লেখকগণ কর্তৃক মাশ্‌হাদের বর্ণনা সম্পর্কে আমরা প্রথম পূর্ণ বর্ণনা পাই Fraser (1822), (১২) Conolly (i. 260) ও Burnes (ii. 78) উভয়ের মতে উহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। শহর সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দেওয়া আছে Conolly, Ferrier, Khanikoff, Eastwick, Mac-Gregor, Bassett, O'Donovan, Curzon, Massy, E. Diez এবং বিশেষ করিয়া C. E. Yate এবং Sykes কর্তৃক। ইঁহাদের প্রত্যেকেই কয়েক বৎসর (যথাক্রমে 1893-1897 এবং 1905-1912) মাশ্‌হাদে, খুরাসানের ব্রিটিশ কন্‌সাল জেনারেলরূপে অতিবাহিত করেন ; (১৩) Ruy Gonzalez de Clavijo (1404), Embassy to the Court of Timur, সম্পা. C. R. Markham (Hakluyt) Society, vol. xxvi., London 1859), p. 109-110 ; (১৪) Truilhier (1807), in Bulletin de la Societe de Geogr., vol. ix., Paris 1838, p. 272-282 ; (১৫) J. B. Fraser (1822), Narrative of a Journey into Khorasan in the years 1821-1822, London 1825, p. 436-548 ; (১৬) A. Conolly (1830), Journey to the North of India, London 1834, i. 255-289, 296-368 ; (১৭) A. Burnes (1832), Travels into Bokhara, London 1834, ii. 76-87 ; (১৮) J. B. Fraser (1833), A. Winter's Journey from Constantinople to Teheran, London 1838, i. 213-255 ; (১৯) J. P. Ferrier (1845), Caravan Journeys and Wanderings in Persia², London 1857, p. 111-133 ; (২০) N. de Khanikoff (1858), Memoire sur la partie meridionale de l'Asie centrale, Paris 1861, p. 95-111 ; (২১) do. Mechod, la ville sainte et son

territoire, in Le Tour du Monde, Paris 1861, No. 95-96 ; (২২) Eastwick (1862), Journal of a diplomat's three years residence in Persia, London 1864, ii. 190-194 ; (২৩) H. Vambery (1863), Reise in Mittelasien[2], Leipzig 1865 (1873), p. 248-258, identical with do., Meine Wanderungen und Erlebnisse in Persien, Pesth 1867, p. 313-327 ; (২৪) H. W. Bellew (1872), From the Indus to the Tigris, London 1874, p. 358-368 ; (২৫) Fr. John Goldsmid (and Evan Smith, 1872), Eastern Persia, London 1876, i. 356-366 ; (২৬) C. M. Mac-Gregor (1875), Narrative of a Journey through the province of Khorasan, London 1879, i, 277-309, ii, 4 ; (২৭) J. Bassett (1878), Persia, the Land of the Imams, London 1887, p. 219-247 ; (২৮) E. O. Donovan (1880), The Merw Oasis, London 1882, i. 478-502 ii. 1-24 ; (২৯) G. Curzon (1889), Persia and the Persian Question, London 1892, 1. 148-176 ; (৩০) H. St. Massy (1893), An Englishman in the Shrine of Imam Reza In Mashad, in The Nineteenth Century and after, London 1913. lxxiii, 990-1007 ; (৩১) C. E. Yate (1885, 1893-1897), Khurasan and Sistan, Edinburgh 1900 ; (৩১) P. Sykes (1893, 1902, 1905-1912), Ten Thousand Miles in Persia, London 1902 ; (৩৩) do., Historical notes on Khurasan, in JRAS, 1910 ; (৩৪) do., (and Khan Bahadur Ahmad Din Khan). The Glory of the Shia World, London 1910, p. 227-269 (with pictures) ; (৩৫) Ella, C. Sykes, Persia and its people, London 1910, p. 88-105 ; (৩৬) H. R. Allemagne (1907), Du-Khorasan au pays des Bakhtiaris, Paris 1911, iii (with very fine illustrations), W. Jackson (1907), From Constantinople to the Home of Omar Khayyam, New York 1911 ; (৩৭) O. von Niedermayer, unter der Glutsonne Irans, Dachau 1925, p. 207 ; (৩৮) D. M. Donaldson, The Shi'ite Religion, London, 1933, p. 170 প.।

শিল্প-কলা ইতিহাসে মাশ্হাদের গুরুত্ব সম্পর্কে দেখুন (৩৯) E. Diez, Churasanische Baudenkmaler, Vol. i, Berlin 1918 ; (৪০) do., Persien : Islamische Baukunst in Churasan, Hagen i, W. 1923 ; (৪১) A. U. Pope, A Survey of Persian Art, London and New York, ii. (1939), v. (1938).

M. Streck (S. E. I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

মাশ্হাদ হু'সায়ন (مشهد حسين) (কার্বালা'), ফুরাত নদীর পশ্চিম তীর, বাগ্দাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ষাট মাইল দূরে মরুভূমির এক প্রান্তে অবস্থিত শী'আদের একটি তীর্থস্থান (য়াকূ'ত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ৪খ, ২৪৯)। ইহা কাস্'র ইব্ন হবায়রার বিপরীত দিকে অবস্থিত (আল্-ইস্'তাখরী, BGA, ১খ, ৮৫ ; তু. আল-বালাযু'রী, ফুতূহ', সম্পা. de Goeje, পৃ. ২৮৭ ; আল-মাক্'দিসী, BGA, ৩খ, ১২১)।

কারবালা' নামটি সম্ভবত আরামী, কারবেলা (Daniel, 3. 21) এবং এসিরীয় কার্বান্নাতু (এক প্রকার শিরস্ত্রাণ ; তু. G. Jacob Turkische Bibliothek, ১১খ, ৩৫, নোট ২)। 'আরব পূর্ব যুগে উহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আল-হ'ীরাঃ অধিকার করার পর খালিদ (রা) ইব্ন আল-ওয়ালীদ কার্বালা'য় তাঁবু খাটাইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (য়াকূ'ত, ৪খ, ২৫০)। 'আশুরা'র দিন (১০ মুহ'ার্রাম, ৬১/অক্টোবর ১০, ৬৮০) ইমাম হু'সায়ন ইব্ন 'আলী (রা) (দ্র.) মক্কা হইতে ইরাক যাত্রাকালে কার্বালা' প্রান্তরে নীনাওয়া জিলায় (আত'-ত'াবারী, ৩খ, ২১১০ ; য়াকূ'ত, ৪খ, ৮৭০ ; Massignon-এর মতে খায়নাত কা'আঃ, মুসিলের মতে : ইশান নায়ন্ওয়া) কূফার শাসনকর্তার সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া শাহাদত বরণ করেন। আল-হ'াইরে তাঁহাকে দাফন করা হয় (য়াকূ'ত, ২খ, ১৮৮ প.; আত'-ত'াবারী, ৩খ, ৭৫২)।

যে স্থানে নবী (স')-এর দৌহিত্রের ছিন্ন মুণ্ড দেহ দাফন করা হয় (যে খণ্ডিত মস্তক দামিশ্কে প্রথম য়াযীদের নিকট পাঠান হয় উহার পরিণতি সম্বন্ধে দ্র. van Berchem, Festschrift, সম্পা. Sachau gewidm, Berlin 1915, p. 298—310) সেই স্থানের নাম ক'াব্রু'ল-হ'সায়ন। শীঘ্রই ঐ স্থানে শী'আদের পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে (দ্র. শী'আঃ প্রবন্ধ)।

৬৫/৬৮৪-৮৫-এর দিকে সুলায়মান ইব্ন সু'রাদ বহু অনুগামী সমভিব্যাহারে হু'সায়নের কবর যিয়ারাত করিতে গিয়া একদিন এক রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করেন (আত'-ত'াবারী, সম্পা. de Gooje, ২খ, ৫৪৫ প.)। ইব্নু'ল-আছ'ীর (কামিল, সম্পা. Tornberg ৫খ, ১৮৪ ; ৯খ, ৩৫৮) ১২২/৭৩৯—৭৪০ এবং ৪৩৬/১০৪৪-১০৪৫ সনে আরও পর্যটক সেখানে তীর্থোপলক্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করেন। মাশ্হাদ হু'সায়নের ধর্মপ্রবণ কর্মচারিগণের খালীফাঃ মাহ্দীর জননী উম্ম মূসা তৎকালে ভূসম্পত্তি ওয়াক্'ফ করেন (আত'-ত'াবারী, ৩খ, ৭৫)।

২৩৬/৮৫০-৫১ সালে খালীফাঃ আল-মুতাওয়াক্কিল কবরটি এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ 'ইমারত নির্মূল করিয়া সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত করেন এবং সেখানে ফসল উৎপাদন করেন। উপরন্ত কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়া তিনি পবিত্র স্থানসমূহ যিয়ারাত করা বন্ধ করেন (আত'-ত'াবারী, ৩খ, ১৪০৭ ; হ'ামদুল্লাহ আল-মুস্তাওফী, নুয্হাতু'ল-কু'লূব, সম্পা. Le Strange, পৃ. ৩২)। ইব্ন হ'াওক'াল (সম্পা. de Goeje, পৃ. ১৬৬) উল্লেখ করেন, ৩৬৭/৯৭৭-এর কাছাকাছি সময় হু'সায়নের সমাধির উপর একটি বিশাল মাশ্হাদ ছিল, উহার উপরে প্রকোষ্ঠ ছিল, ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য প্রতিটি দিকে দরজা ছিল এবং তাঁহার সময় বহু পর্যটক বহুবার সেখান যিয়ারাত করিতে যাইত। 'আয়নু'ত-তাম্রের দা'বৃবাঃ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-আসাদী ছিলেন বহু গোত্রের মহাপ্রধান। তিনি মাশ্হাদু'ল হ'াইর (কার্বালা') এবং অন্যান্য স্মৃতিবিজড়িত পূত স্থান ধ্বংস করেন। ৩৬৯/৯৭৯-৯৮০ সালে এবংবিধ কার্যের শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে 'আয়নু'ত্-তাম্র অভিমুখে এক অভিযান চালান হয়, কিন্তু আক্রান্ত হইবার পূর্বেই তিনি পলায়ন করিয়া মরু অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন (ইব্ন মিস্কাওয়ায়হ, তাজারিবু'ল-উমাম, সম্পা.

Amedroz, The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ২খ, ৩৩৮, ৪১৪)। সেই বৎসরই শী'ঈ বুওয়ায়হ শাসনকর্তা 'আদ্'দু'দ-দাওলাঃ মাশ্‌হাদ 'আলী (আন-নাজাফ) এবং মাশ্‌হাদু'ল-হ'সায়ন (M. Hairi) স্বীয় তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করেন (ইবনু'ল-আছ'ীর, ৮খ, ৫১৮; হ'ামদুল্লাহ আল-মুস্‌তাওফী, উপরে উল্লিখিত)।

হ'াসান ইব্‌নু'ল-ফাদ্'ল ৪১৪/১০২৩-১০২৪ সালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি মাশ্‌হাদু'ল-হ'সায়ন-এর সমাধির চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করেন (ইব্‌ন তাগ্‌'রীবির্‌দী, নুজুম, সম্পা. Popper, ২খ, ১২৩, ১৪১) এবং মাশ্‌হাদ 'আলীর চতুষ্পার্শ্বেও তিনি প্রাচীর তৈয়ার করেন (ইবনু'ল-আছ'ীর, ৯খ, ১৫৪)।

দুইটি মোমবাতি উল্টাইয়া যাইবার ফলে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে (রাবী'উ'ল-আওওয়াল, ৪০৭/আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১০১৬) এবং প্রধান হর্ম্যটি (আল-কু'ববাঃ) এবং উম্মুক্ত বিরাট হল কক্ষগুলি (আল-আরবি'ক'াঃ) ভস্মস্তূপে পরিণত হয় (ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ৯খ, ২০৯)।

সাল্‌জুক' সুলত'ান মালিক শাহ্ ৪৭৯/১০৮৬—১০৮৭ সালে বাগ্‌দাদ গমন করেন। তিনি 'আলী এবং হ'সায়নের মাশ্‌হাদ দুইটি যিয়ারাত করিয়াছিলেন (ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ১০খ, ১০৩)। সেই সময় এই দুইটি স্থান আল-'মাশ্‌হাদান' নামে প্রখ্যাত ছিল (আল-বুন্‌দারী আল-ইস্'ফাহানী, তাওয়ারীখু'স-সাল্‌জুক', সম্পা. Houtsma, Recueil de textes, ২খ, ৭৭), এইরূপ নামকরণ করা হয় দ্বিত্বের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া, যেমন—আল-'ইরাক'ান, আল-বাস'রাতান, আল-হ'ীরাতান, আল-মিস'রান ইত্যাদি।

ঈল্‌খান গ'াযান ৭০৩/১৩০৩ সালে কারবালা' ভ্রমণ করেন এবং পবিত্র স্থানের জন্য মুক্ত হস্তে দান করেন। তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহার পিতা ফুরাত হইতে একটি খাল কাটাইয়া কার্‌বালা' অঞ্চলে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন (আধুনিক নাহ্‌রু'ল-হ'সায়নিয়্যাঃ) (A. Noldeke, Das Heiligtum al-Husains zu Kerbela', Berlin 1909, p. 40)। ইব্‌ন বাত্'তু'ত'াঃ (সম্পা. Defremery and Sanguinetti, ii. 99) ৭২৭/১৩২৬—১৩২৭ সালে আল-হি'ল্লাঃ হইতে কারবালা' ভ্রমণ করেন। তিনি বলেন, কার্‌বালা' একটি ছোট শহর, খেজুরকুঞ্জের মধ্যে স্থাপিত, ফুরাত হইতে সেখানে পানি সরবরাহ করা হয়। শহরের নাভিস্থলে পবিত্র সমাধিটি, উহার পার্শ্বেই একটি প্রকাণ্ড মাদ্‌রাসাঃ এবং বিখ্যাত ছাত্রাবাস (আল-যাবি'য়াঃ)। এই ছাত্রাবাসে পর্যটকগণকে আপ্যায়ন করা হইত। দ্বার রক্ষকের অনুমতিপত্র লইয়া সমাধিস্থলে যাইতে হইত। তীর্থযাত্রিগণ কবর চুম্বন করিতেন। উহার উপরে ঝুলিত সুবর্ণ ও রজত দীপমালা, দরজায় ঝুলিত রেশমী পরদা। অধিবাসিগণ ছিল দুই ভাগে বিভক্ত, আওলাদ রাখীক এবং আওলাদ ফাইয; তাহারা সকলেই শী'আঃ হইলেও উভয় পক্ষের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত, ফলে শহরের প্রভূত অনিষ্ট ঘটিত।

একই সময় হ'াম্‌দুল্লাহ আল-মুস্‌তাওফী (পূ. গ্র.) শহরটির পরিসীমা ২,৪০০ ক'াদাম বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি হ'ুররিয়া (ইব্‌ন য়াযীদ)-এর সমাধিরও উল্লেখ করেন। কার্‌বালা'য় হ'সায়নের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া তিনিই সর্বপ্রথম শাহাদাত বরণ করেন।

স'াফাব'ী বংশের শাহ্ প্রথম ইসমা'ঈল (মৃ. ৯৩০/১৫২৪) আন-নাজাফ এবং মাশ্‌হাদ হ'সায়নে তীর্থযাত্রা করেন।

'উছ'মানী সুলত'ান সুলায়মান ৯৪১/১৫৩৪—১৫৩৫ সালে পবিত্র স্থান দুইটি যিয়ারাত করিয়া মাশহাদ হ'সায়নের (আল-হ'সায়নিয়্যাঃ) খালটি সংস্কার করেন এবং যে সকল মাঠ বালুতে ঢাকা পড়িয়াছিল সেই সকল মাঠ পুনরায় সুন্দর বাগানে পরিণত করেন। মানারাতু'ল-'আবদ (নীচে দ্র.) যাহা পূর্বে আংগুশ্‌ত-ই-য়ার নামে অভিহিত হইত, উহার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয় ৯৮২/১৫৭৪—১৫৭৫ সালে। ৯৯১/১৫৮৩ অব্দে তৃতীয় মুরাদ বাগদাদের ওয়ালী (শাসনকর্তা) 'আলী পাশা ইবনু'ল-ওয়ান্দ-কে হ'সায়নের সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত সৌধ পুনর্নির্মাণ বা যথার্থভাবে পুনঃসংস্কার করিতে নির্দেশ দেন। ১৬২৩ অব্দে বাগদাদ অধিকার করিবার অব্যবহিত পরেই মহানুভব 'আব্‌বাস মাশ্‌হাদদ্বয় পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৭৪৩ অব্দে নাদির শাহ্ কার্‌বালা' পরিভ্রমণ করেন। মাশ্‌হাদ 'আলীর গম্বুজটি তিনি সুবর্ণ রঙে রঞ্জিত করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কথিত আছে, তিনি কার্‌বালা'র ইমামদের জন্য ওয়াক্'ফ্ কৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন।

নাদির শাহের প্রিয়পাত্র 'আবদু'ল-কারীমও তথায় যিয়ারাত করিতে গিয়াছিলেন। এই তীর্থস্থান তখন সমৃদ্ধশালী এবং উহার অধিবাসী অগণিত ছিল। শাহ হ'সায়নের (১৬৯৪—১৭২২) এক কন্যা রাদি'য়্যাঃ সুলত'ান বেগম হ'সায়ন মস্‌জিদের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত ২০,০০০ নাদিরী উপঢৌকন দেন।

ক'াজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আগ'া মুহ'াম্মাদ খান অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে গম্বুজের সুবর্ণ ঢাকনিটি এবং হ'সায়ন স্মৃতিসৌধের মিনারটি নির্মাণ করিয়া দেন (Jacob in A. Noldeke, পূ. গ্র. দ্র. পৃ. ৬৫, টীকা ৪)।

১৮০২ খৃ.-এর এপ্রিল মাসে তীর্থযাত্রিগণ নাজাফ হইতে চলিয়া গেলে শায়খ সা'উদের পরিচালনাধীনে ১২,০০০ ওয়াহ্‌হাবী কার্‌বালা' প্রবেশ করে এবং মাশ্‌হাদটি বিধ্বস্ত করে। দুর্ঘটনার পরেই সমগ্র শী'আঃ জগত হইতে অজস্র দান আসিয়া পৌঁছিতে থাকে এবং উহা পুনঃনির্মিত হয়।

কার্‌বালা' অস্থায়ীভাবে কিছুদিন পারস্যের অধিকারে থাকার পর ১৮৪৩ অব্দে নাজীব' পাশা বাহুবলে শহরটিকে তুরস্কের আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। বর্তমানকালে অবস্থিত পুরাতন শহরটির প্রাচীরগুলি তখন ধ্বংস করা হইয়াছিল। সেই স্থানের শাসনকর্তা মিদ্‌হ'াত পাশা ১৮৭১ খৃ. সরকারী অফিসাদির ঘরবাড়ী সেখানে নির্মাণ শুরু করেন। এই নির্মাণকার্য অসমাপ্ত থাকিয়া যায় এবং পার্শ্ব সংলগ্ন বাজারস্থল পর্যন্ত ঘরবাড়ীগুলি বিস্তৃতি লাভ করে (মাশ্‌হাদ হ'সায়নের ইতিহাসের জন্য দ্র. A. Noldeke, পূ. গ্র., পৃ. ৩৫—৫০)।

কার্‌বালা' বর্তমান যুগে ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম এমন কি সম্ভবত সর্বাধিক সমৃদ্ধশালী শহর। উহার শ্রীবৃদ্ধির কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে, সেখানে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী হ'সায়নের কবর যিয়ারাতে আসে বরং ইহা নাজাফ এবং মক্‌কাগামী পারস্য কাফিলা যাত্রা শুরুর জন্য বিখ্যাত কেন্দ্রস্থল, অধিকন্তু কারবালা'র অবস্থিতি পানি সিঞ্চিত সমতল ভূ-ভাগের প্রান্তদেশে হওয়ায় উহা 'আরবের অভ্যন্তরভাগে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ 'মরু বন্দর'।

আঁকাবাঁকা রাজপথ বুকে ধরিয়া পুরাতন শহরটির চারিধারে আধুনিক উপকণ্ঠ গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় অর্ধেক হইতে তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসী পারস্যবাসী, অবশিষ্টাংশ 'আরববাসী শী'আঃ, উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গোত্র হইল বানূ সা'দ, সাল্লালূমি, আল-উযুম, আল-তাহাম্‌যি এবং আন-নাসি'রিয়্যা। দেশে দক্ষিবার

সকলের অপেক্ষা ধনাঢ্য; নাহ্‌র আল-হ'সায়নিয়্যাঃ খননকালে সুলত'ান সালীম এই পরিবারকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দ্বারা পুরস্কৃত করেন।

শহরটির পূর্ব সীমায় খেজুর বাগান যে অংশটিকে অর্ধ-চক্রাকারে বেষ্টন করিয়াছে ঠিক সেই অঞ্চলটিকেই কার্‌বালা' বলা হয় (মুসি'ল, The Middle Euphrates, পৃ. ৪১)। শহরটিকে বলা হয় মাশ্‌হাদ বা মাশহাদ হ'সায়ন।

তৃতীয় ইমামের সমাধি একটি প্রাঙ্গণে অবস্থিত (স'াহ্‌'ন), উহার ক্ষেত্রফল ৩৫৪ × ২৭০ ফুট এবং উহার চারিধারে 'লীওয়ান্‌'-সমূহ (পার্শ্বকক্ষ) এবং ছোট ছোট কুঠরী। উহার দেওয়ালগুলি একটি অবিচ্ছিন্ন সুসজ্জিত বন্ধনী দ্বারা পরিবৃত, উহাতে সমগ্র কু'রআান মাজীদ শ্বেতাক্ষরে নীল তলের (Ground) উপর লিখিত। হর্ম্যটির ক্ষেত্রফল ১৫৬ × ১৩৮ ফুট। চতুষ্কোণ প্রধান প্রাসাদের প্রবেশপথে 'সুবর্ণ বহিঃপ্রকোষ্ঠ' (উহার ছবি Grothe, Geogr Charaketerbilder, pl. lxxviii. fig. 136) এবং উহার চারিধারে রহিয়াছে খিলানগাথা বারান্দা (এখন বলা হয় আসি', A. Noldeke পূ. গ্র., পৃ. ২০)। বারান্দায়ই তীর্থযাত্রিগণ সমাধি প্রদক্ষিণ (ত'াওয়াফ) করে (Wellhausen, Reste arab, Heidentums², p. 109–112)। কেন্দ্রে অবস্থিত গম্বুজ-প্রকোষ্ঠের কেন্দ্রস্থলে হ'সায়নের কবর অবস্থিত, উহা ছয় ফুট উচ্চ, ১২ ফুট দীর্ঘ, উহার চারিধারে রজত মাশরাবিয়্যাঃ কারুকার্য, উহার পাদদেশে আরো একটি ছোট কবর; এই কবর তাঁহার পুত্র এবং সঙ্গী যোদ্ধা 'আলী-আকবার-এর (মাস্‌'উদী, তান্‌বীহ, সম্পা. de Goeje. BGA., ৮খ, ৩০৩)।

সমাধির অভ্যন্তরভাগ মনে যে সৌন্দর্যানুভূতি জাগ্রত করে উহা বাস্তবিকই অশরীরী পরীসদৃশ মনোরম বলা চলে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে, এমন কি দিবালোকেও অভ্যন্তরে অপ্রচ্ছন্ন শত-সহস্র প্রদীপ ও মোমবাতির আলোকরশ্মি শত সহস্র স্বচ্ছ স্ফটিকের উপর প্রতিফলিত হইয়া এমন মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য সৃষ্টি করে যাহা মানব কল্পনার অতীত। গম্বুজগুলির ছাদে আলোক-রশ্মির শক্তি হ্রাস পায়; শুধু স্থানে স্থানে স্বচ্ছ স্ফটিক বহির্ভাগ আসমানের তারকামালার ন্যায় ঝিকিমিকি করিতে থাকে (A. Noldeke পূ. গ্র., পৃ. ২৫ প.)।

সমাধির কিব্‌লা মুখ জাঁকাল মূল্যবান শোভাসম্পদে সুসজ্জিত। প্রবেশ-পথে দুইটি মিনার সৌন্দর্য বর্ধন করিতেছে। তৃতীয়টি অর্থাৎ মানারাতু'ল-'আবদ স'াহ'নের পূর্ব দিকে হর্ম্যের সম্মুখভাগে প্রাঙ্গণটি পরিবৃত করিয়া প্রায় পঞ্চাশ ফুট পিছনে সরান; এই স্থানে একটি সুন্নী মস্‌জিদ অবস্থিত। উত্তরদিকে স'াহ'ন সংলগ্ন একটি বিরাট মাদ্‌রাসাঃ। মাদ্‌রাসার প্রাঙ্গণটির পরিসর প্রায় ৮৫ বর্গফুট, উহার একটি নিজস্ব মসজিদ এবং কতিপয় মিহ্‌'রাব আছে (সমাধির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দেখুন A. Noldeke তদীয় পুস্তক, পৃ. ২৬, উহার ইতিহাস পৃ. ৩৫—৫০ এবং উহার স্থাপত্য ইতিবৃত্ত পৃ. ৫১—৬৬)।

হ'সায়নের কবরের প্রায় ৬০০ গজ উত্তর-পূর্বকোণে তাঁহার সৎভাই 'আব্বাসের সমাধি-সৌধ। শহরের বাহিরে যে রাস্তাটি পশ্চিম দিকে গিয়াছে, উহার পার্শ্বে হ'সায়নের তাঁবুর স্থান (খায়মাগাহ)। সেখানে যে দালানটি নির্মাণ করা হইয়াছে (Noldeke-এর গ্রন্থে উহার নকশা আছে, প্লেট ৭, Grothe-এর গ্রন্থে আলোক ছবি, প্লেট ৮৬, ছবি ১৪৫) উহার পরিকল্পনাটি একটি তাঁবুর ন্যায় এবং প্রবেশ-পথের উভয় পার্শ্বে উটের জিনের মত দেখিতে প্রস্তর নির্মিত আকৃতি আছে।

শহরের পশ্চিম দিক মরু মালভূমিতে ভক্ত শী'আগণের কবর ছড়ান রহিয়াছে। কার্‌বালা'র উদ্যানের উত্তরে শহরতলী, উদ্যান এবং আল-বাকি'রে প্রান্তর, উহার উত্তর-পশ্চিম কোণে কু'র্‌রাঃ, উহার দক্ষিণে আল-গ'াযি'রিয়্যাঃ (য়াকু'ত, ৩খ, ৭৬৮)। য়াকু'ত শহরতলীর স্থানগুলির মধ্যে আল-'আক্‌'র (৩খ, ৬৯৫) এবং আন-নাওয়াইহ' (৪খ, ৮১৬)-এর উল্লেখ করিয়াছেন।

আল-হি'ল্লার উত্তরে একটি শাখাপথ বাহির হইয়া কার্‌বালা'কে বাগ্‌দাদ-বসরা রেলপথের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে; কাফিলা পথ আল-হি'ল্লাঃ ও নাজাফ পর্যন্ত গিয়াছে। হ'সায়নের সমাধিক্ষেত্রের অদ্যাবধি সুখ্যাতি আছে যে, যে ব্যক্তিকে সেখানে কবর দেওয়া হইবে সে ব্যক্তি অবশ্য বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে; এই কারণে বহু বয়স্ক তীর্থযাত্রী ক্ষীয়মাণ এবং স্বাস্থ্যহীন অবস্থায় উক্ত পবিত্র স্থানে মরিবার আশায় গমন করে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আত'-ত'াবারী, সম্পা. de Goeje, Indices; (২) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল, সম্পা. Tornberg, Indices; (৩) আল-ইস'ত'াখ্‌রী in BGA, i. 85; (৪) ইব্‌ন হ'াওক'াল, BGA, ii. 166; (৫) আল-মাক্‌'দিসী, BGA, iii. 130; (৬) আল-ইদ্‌রীসী, নুয্‌হাঃ, ৪খ, ৬; (৭) য়াকু'ত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, ২খ, ১৮৯, ৩খ, ৬৯৫, ৪খ, ২৪৯ প.; (৮) আল-মাস'উদী, কিতাবু'ত-তান্‌বীহ, BGA. ৮খ, ৩০৩; (৯) আল-বাকরী, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, p. 162, 456, 471; (১০) আয-যামাখশারী, Lexicon geogr. সম্পা. de Grave, p. 139; (১১) হ'াম্‌দুল্লাহ আল-মুস্তাওফী আল-ক'াযব'ীনী, নুযহাতু'ল-কু'লুব, সম্পা. Le Strange, p. 32; (১২) ইব্‌ন বাত্‌'তু'ত'াঃ, তুহ'ফাঃ সম্পা. Defremery-Sanguinetti, ২খ, ৯৯ প.; (১৩) O. Dapper, Umbstandliche und eigentliche Beschreibung von Asia, Nurnberg 1681, p. 137; (১৪) Carsten Niebuhr, Reisebeschreibung nach Arabien u. a. Umliegenden Landern, ii., Copenhagen 1778, p. 254 প.; (১৫) J. B. L. J. Rousseau, Description du pachalik de Bagdad, Paris 1809, p. 71 প.; (১৬) C. J. Rich, in Fundgruben des Orients, iii., Vienna 1813, p. 200; (১৭) J. L. Burckhardt, Bemerkungen uber die Beduinen und Wahaby, Weimer 1831; (১৮) M. V. Thielmann, Streifzuge im Kaukasus, in Persien und in der Asiatischen Turkei, Leipzig 1875, p. 398—401; (১৯) Nolde, Reise nach Innerarabien, Braunschweig 1895, p. 113 প.; (২০) M. v. Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persichen Golf, ii., Berlin 1900; (২১) G. Le Strange, The Lands of the Eastern Caliphate, Cambridge 1905 (reprint 1930), p. 78 প.; (২২) A. Noldeke, Das Heiligtum al-Husains zu Kerbela, Berlin 1909 (=Turkische Bibliothek, ed. by G. Jacob, xi., p. 30—34 further references); (২৩) H. Grothe, Geographische Charakter bilder aus der asiatischen Turkei, Leipzig 1909; (২৪) L. Massignon, Mission en Mesopatamie (1907—1908), i., Cairo 1910, p. 48 প. (=MIFAO, xxvii.);

List>

(২৫) Lamberto Vannutelli, Anatolia meridionale e Mesopotamia, Rome 1911, p. 361—363 ; (২৬) G. L. Bell, Amurath to Amurath, London 1911, p. 159—216 ; (২৭) Stephen Hemsley Longgrigg, Four Centuries of Modern Iraq. Oxford 1925, Index ; (২৮) A. Musil, The Middle Euphrates, New York 1927 (=American Goegraphical Society, Oriental Explorations and Studies, No. 3) ; (২৯) D. M. Donaldson, The Shi'ite Religion, London 1933, p. 88 প.।

E. Honigmann (S.E.I.)/মুহ'ম্মদ আবদুর রহীম

মাস্‌জিদু'ন-নাবী (مسجد النبى) বা মস্‌জিদ-ই-নাবাব'ী, মদীনায় হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর মস্‌জিদ। নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে হযরত (স') মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় গমনের পথে মদীনার শহরতলী কু'বাা-য় তিনি ১৪ দিন (ভিন্নমতে ৪ দিন) অবস্থান করিয়াছিলেন (ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ১খ, পৃ. ২৩৬) এবং সেখানে একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্রথম মস্‌জিদ (তাক'ওয়ার ভিত্তিতে স্থাপিত মস্‌জিদ, আল-কু'রআান, ৯ : ১০৮ ; তাজ্‌রীদু'ল-বুখারী, ২খ, ৭১৭ ; Dictionary of Islam, পৃ. ৩৪৬)। অতঃপর তিনি শুক্রবারে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং পথে বানূ সাালিম গোত্রের মহল্লায় তিনি ১০০ জন স'াহ'াবীসহ স'ালাাতু'ল-জুমু'আঃ আদায় করিয়াছিলেন।

তাঁহার গমন-পথের দুইধারে সকল গোত্রের আনসা'ার দলে দলে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং আতিথ্য গ্রহণ করিতে সবিনয় আবেদন জানাইলেন। তিনি বলিলেন : خلوا سبيلها فانها مامورة (আমার উষ্ট্রীটির পথ ছাড়িয়া দাও, কোথায় থামিতে হইবে, সেই সম্পর্কে সে আদিষ্ট। ইব্‌ন হিশাাম, ১খ, ১৭৫)। বানূ নাজ্জাার-এর পল্লীতে খেজুর শুকাইবার জন্য ব্যবহৃত একটি স্থানে (ঐ, ১খ, ১৭৫) উষ্ট্রীটি গতি সংবরণ করিল। সেখানে কিছু খেজুর গাছ এবং জাাহিলী আমলের কিছু কবর ছিল। স্থানটি ছিল সুহায়ল ও সাহ্‌ল নামক দুই য়াতীম বালকের ; আস'আাদ ইব্‌ন যুরাারাঃ (রা) তাহাদের অভিভাবক ছিলেন (ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ১খ, ২৩৯ ; তাজ্‌রীদু'ল-বুখারী, পৃ. ৭১৮)। পূর্ব হইতেই আস'আাদ এখানে একটি প্রাচীরঘেরা জায়গায় স'ালাাত ক'াইম করিতেন (ইব্‌ন সা'দ, ১খ, ২৩৯)। রাসূলুল্লাাহ (স') মদীনায় পৌছিয়াই একটি মস্‌জিদ নির্মাণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং একটি হ'াদীছ' অনুসারে জিব্‌রাা'ঈল ('আ) আল্লাাহর 'ইবাাদাতের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিতে তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন (দ্র. মস্‌জিদ)। হযরত (স') মসজিদের জন্য পূর্বে উল্লিখিত স্থানটি নির্বাচন করিলেন। বালক সুহায়ল ও সাহ্‌ল এবং তাহাদের অভিভাবক বিনা মূল্যে স্থানটি দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেও হযরত (স') ইহার নির্ধারিত মূল্য দশ দীনার পরিশোধ করিতে আবূ বাক্‌র সি'দ্দীক' (রা)-কে নির্দেশ দিলেন।

অতঃপর খেজুর গাছগুলি কাটিয়া খুঁটি করা হইল। উঁচু-নীচু অংশগুলি সমান করিয়া জায়গাটি পরিষ্কার করা হইল। খড়মিশ্রিত কর্দমের ইট (لبن) রৌদ্রে শুকান হইল। আর অদূরস্থ বাক'ী' কবরস্থান হইতে সংগ্রহ করা হইল প্রস্তরখণ্ড। অতি পবিত্র ও মহিমময় এই মস্‌জিদ নির্মাণে মাত্র তিনটি উপকরণ ব্যবহার করা হয় : কাঁচা ইট, পাথর এবং খেজুরগাছের গুঁড়ি ও ডালপালা। স্বয়ং হযরত (স') স'াহ'াবীদের সঙ্গে সকল কাজে অংশ গ্রহণ করেন। কর্মরত অবস্থায় তাঁহারা সকলে একটি কবিতার চরণ আবৃত্তি করিতেছিলেন : ان الاجر اجر الاخرة + فارحم الانصار و المهاجرة (আাখিরাতের পুরস্কারই প্রকৃত পুরস্কার ; হে আল্লাহ্ঃ আনসা'ার ও মুহাাজিরগণের প্রতি দয়া কর)।

ভিত্তির জন্য তিন যি'রাা' (ذراع = ১৮" হইতে ২২½") গভীর গর্ত খোদিত হয় এবং প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ভিত্তিমূল নির্মাণ করা হয়। কাঁচা ইট দ্বারা প্রাচীর গাঁথা হয় ; প্রাচীরের উচ্চতা ছিল সাত যি'রাা'। কি'বলার দিকের প্রাচীরটি (প্রথম দিকে বায়তু'ল-মাক্‌'দিস কি'বলাঃ ছিল অর্থাৎ উত্তর দিকে) ছয়টি খেজুরের খুঁটি সমান দূরত্বে প্রোথিত করা হয়। দরজা ছিল তিনটি ; সেইগুলির পার্শ্ব প্রস্তর দ্বারা নির্মাণ করা হইয়াছিল। একটির নাম ছিল বাবু'র-রাহ'মাঃ বা বাব 'আাতিকাঃ ; আর একটি ['উছ'মান (রা)-এর বাড়ী সংলগ্ন বলিয়া] বাাব 'উছ'মান ও পরে বাাব জিব্‌রাা'ঈল নামে অভিহিত হইত ; ইহা দিয়াই হযরত (স') মস্‌জিদে প্রবে[শ] করিতেন (ইব্‌ন সা'দ, ১খ, ২৪০)। আর একটি ছিল মস্‌জিদে[র] পশ্চাৎদিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে ; কি'বলাঃ পরিবর্তনের পর ইহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং উত্তর দিকে একটি দরজা করা হয়। প্রথমে ইহার কোন ছাদ ছিল না ; রৌদ্র ও বৃষ্টির কারণে মুস'াল্লীদের কষ্ট হওয়ায় কি'বলার দিকের কিছু অংশে ছাদ দেওয়া হয় পত্রবর্জিত খেজুর শাখার কড়ির উপর খেজুর পাতার আচ্ছাদনে ; উহার উপর ইয্‌'খার ঘাসমিশ্রিত কাদা দ্বারা প্রলেপ প্রদান করা হয়। ছাদটি ধারণ করিবার জন্য আরও দুই সারি (এক এক সারিতে ছয়টি) খুঁটি প্রোথিত করা হয়। উহার মেঝে ছিল কংকর ও বালু দ্বা[রা] আবৃত। মস্‌জিদটির দৈর্ঘ্য ১০০ যি'রাা' হইতে কিছু কম ছিল (ইব্‌[ন] সা'দ, ১খ, ২৩৯, ভিন্ন মতে দৈর্ঘ্য ৭৩ ও প্রস্থ ৬০ যি'রাা' ছিল। আয়ত[নের] সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার জন্য দ্র. ওয়াফাা'উ'ল-ওয়াফাা', ১ খ, ২৪২—৩)। উহাতে কোন মিহ্‌'রাাব ছিল না ; কি'বলার দিকে ইমাামে[র] জন্য নির্দিষ্ট স্থানের নিদর্শনস্বরূপ একটি বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ড রক্ষি[ত] ছিল। হিজরাতের ১৬/১৭ মাস পরে মক্কার কা'বাঃ শারীফ কি'ব[লা] নির্ধারিত হইলে (আল-কু'রআান, ২খ, ১৪৪) প্রস্তরখণ্ডটি দক্ষি[ণ] দিকে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন দক্ষিণ অংশেও উত্তর অংশে[র] অনুরূপ একটি ছাদ দেওয়া হয়। ছাদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের এক[টি] ক্ষুদ্র অংশ কিছুটা উঁচু করা হইয়াছিল। উহাতে দাঁড়াইয়া মু'আয্‌'যি[ন] আাযা'ান দিতেন। পরে উত্তরের অংশটি সু'ফ্‌ফাঃ বা জু'ল্লা[ঃ] নামে অভিহিত হয়। সেখানে গৃহহীন স'াহ'াবীগণ থাকিতেন ; ভিন্ন মতে উত্তর প্রাচীরের বহির্ভাগে তাঁহাদের জন্য পৃথক একটি ছাউনি নির্মাণ করা হইয়াছিল। উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মাঝে একটি ছাদবিহীন উন্মুক্ত স্থান ছিল।

মস্‌জিদের পার্শ্বে (পূর্ব প্রাচীর সংলগ্ন স্থানে) হযরত (স')-এর পত্নী সাওদাঃ (রা) ও 'আাইশাঃ (রা)-এর জন্য অনুরূপ উপাদা[নে] দুইটি কুটির নির্মাণ করা হয়। 'আাইশাঃ (রা)-এর গৃহটির দ্বা[র] ছিল মস্‌জিদের অঙ্গনের দিকে (ইব্‌ন সা'দ, ১খ, ২৪০)। পরবর্তী কালে হযরত (স')-এর আরও সাতজন পত্নীর জন্য (যখন যে পত্নী আসিয়াছেন তখন তাঁহার জন্য একটি, এই হিসাবে) তদ্রূপ আর[ও] সাতটি বাসগৃহ নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই নয়টি কুটিরের চার[িটি]

মসজিদের পূর্বে, চারটি পশ্চিমে ও একটি দক্ষিণে ছিল। ভিন্ন মতে সবগুলিই পূর্বদিকে ছিল। 'আইশাঃ (রা)-এর কুটিরেই হযরত (স') ইন্তিকাল করেন ও এখানেই সমাধিস্থ হন। এই স্থানে হযরত (স')-এর রাওদা'ঃ মুবারাকের পার্শ্বে আবু বাক্র (রা) ও 'উমার (রা)-কে দাফন করা হয়। ইহা পঞ্চকোণবিশিষ্ট একটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং রাওদা'তু'ন্-নাবী (নবীর উদ্যান) নামে অভিহিত।

প্রথমে যখন মস্জিদটি নির্মিত হয়, তখন শুধু পশ্চিম দিক ছাড়া ইহার অন্য সকল দিকেই ঘরবাড়ী ছিল; সেই কারণে ইহার সম্প্রসারণ সম্ভব ছিল না। খায়বার বিজয়ের (৭/৬২৯) পর এক আনসা'রী হইতে তাঁহার বাড়ীটি দশ হাজার দিরহামে ক্রয় করা হয় এবং মস্জিদটির আয়তন (১০০ × ১০০ যি'রা') বৃদ্ধি করা হয় (Dictionary of Islam, p. 344)।

হযরত (স') প্রথম কয়েক বৎসর খেজুরের একটি খুঁটির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া খুত'বাঃ প্রদান করিতেন এবং প্রয়োজনবোধে উহাতে হেলান দিতেন। হি. ৭ম সালে তাঁহার জন্য কাঠের একটি তিন ধাপযুক্ত মিম্বার প্রস্তুত করা হয়; উহা ২ হাত দীর্ঘ ও ১ হাত চওড়া ছিল। প্রতিটি ধাপ অর্ধ হাত উচ্চ ছিল।

আবু বাক্র সি'দ্দীক' (রা) (১১/৬৩২—১৩/৬৩৪) তাঁহার আমলে জীর্ণ কয়েকটি খুঁটিমাত্র বদলাইয়া দেন। 'উমার (রা) (১৩/৬৩৪—২৪/৬৪৪) মস্জিদ সংলগ্ন বাড়ীঘর [হযরত (স')-এর পত্নীদিগের গৃহগুলি ব্যতীত] খরিদ করিয়া মস্জিদের আয়তন (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথাক্রমে ১৪০ ও ১২০ যি'রা', ভিন্ন মতে শুধু দৈর্ঘ্যে ২০ যি'রা') বৃদ্ধি করেন। 'উমার (রা)-ই সর্বপ্রথম মস্জিদে প্রদীপ জ্বালান ও উহার মেঝেতে খেজুরের চাটাই পাতেন (শিব্লী, আল-ফারূক', ২খ, ৬৪—৬৫; মু'ঈনু'দ্-দীন আহ'মাদ নাদাব'ী, তারীখ-ই-ইসলাম, ১খ, ২২০; ওয়াফা'উ'ল-ওয়াফা', ১খ, ৩৫২-৫৩)। 'উছ'মান (রা) (খিলাফাতকাল ২৪/৬৪৪—৩৬/৬৫৬) মস্জিদটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ২০ ও ৩০ যি'রা' বৃদ্ধি করেন। ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেও তিনি যত্নবান হন। প্রাচীর ও স্তম্ভে নক্শা করা পাথর এবং চুন-সুরকি ব্যবহার করা হয়। স্তম্ভগুলিকে সীসা দ্বারা মযবুত করা হয়। ছাদে শালকাঠ ব্যবহার করা হয়। এই নির্মাণকার্যে দশমাস সময় (হি. ২৯ ও ৩০) লাগিয়াছিল (ওয়াফা'উ'ল-ওয়াফা', ১খ, ৩৫৫—৫৬; Dictionary of Islam, পৃ. ৩৪৫)। মারওয়ান ইব্ন হা'কাম (মৃ. ৬৫/৬৮৫) মদীনার গভর্নর থাকাকালে মস্জিদটির অভ্যন্তরে রঙ্গীন পাথরের একটি মাক্'-সু'রাঃ (ক্ষুদ্র কক্ষ) নির্মাণ করিয়াছিলেন (ওয়াফা'উ'ল-ওয়াফা', ১খ, ৩৬২)।

উমায়্যাঃ খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন 'আবদি'ল-মালিক (খিলাফাত-কাল ৮৬/৭০৫—৯৬/৭১৫) মস্জিদটির সংস্কারের জন্য মদীনার তৎকালীন গভর্নর 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীযকে নির্দেশ দেন। তখন মস্জিদের পূর্বদিকস্থ ভূমি ৭০০০ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) মূল্যে ক্রয় করা হয়। খলীফার অনুরোধে গ্রীক সম্রাট বেশ কিছু উপকরণসহ ৮০ জন কারিগর প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরত (স')-এর পত্নীদের কুটির-গুলিও তখন মস্জিদের মধ্যে শামিল করা হয়। ফলে 'আইশাঃ (রা)-এর কুটিরটিও, যাহাতে হযরত (স')-এর রাওদা'ঃ মুবারাক রহিয়াছে, মস্জিদসীমার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. ওয়াফা'উ'ল-ওয়াফা', ১খ, ৩৬২—৭০)। মস্জিদের চার কোণায় চারটি মিনার (منار-মানার) প্রস্তুত করা হয় এবং ছাদটি সীসার পাতে মণ্ডিত করা হয়। প্রাচীরের নির্মাণেই ৪৫০০০ দীনার ব্যয় হইয়াছিল (Dictionary of Islam, পৃ. ৩৪৫)। আট ধাপ বিশিষ্ট একটি নূতন আকারের মিম্বারও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। মস্জিদটির আয়তন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ২০০ ও ১৬৭ যি'রা' করা হইয়াছিল। হি. ৯১ সালে এই সংস্কারের কাজ সমাপ্ত হইয়াছিল।

'আব্বাসী খলীফা আল-মাহদী (খিলাফাতকাল ১৫৯/৭৭৫-১৬৯/৭৮৫) মার্বেল পাথরের কারুকার্য খচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত দশটি স্তম্ভের সংযোজন করিয়া মস্জিদটির সম্প্রসারণ করেন (১৬২/৭৭৮—৯ সালে)। তখন উহার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৪৫০ এবং প্রস্থে ৩০০ গজ হয় (দ্র. আল-মদীনা)। খলীফা আল-মা'মূন (খিলাফাতকাল ১৯৮/৮১৩—২১৮/৮৩৩) হি. ২০২ সালে ইহার আয়তন আরও কিছু বৃদ্ধি করেন (Dictionary of Islam, পৃ. ৩৪৫)। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল (খিলাফাতকাল ২৩২/৮৪৭—২৪৭/৮৬১) মস্জিদটির পুনর্গঠন কার্য সমাধা করেন (২৪৭/৮৬১ সালে)।

মিসরের ফাতি'মী খলীফা আল-হা'কিম তাঁহার আমলের (৩৮৬/৯৯৬—৪১২/১০২১) শেষের দিকে (হি. ৪১২ সালে) হযরত (স') এবং তাঁহার দুই সা'হা'বী আবু বাক্র (রা) ও 'উমার (রা)-এর পবিত্র লাশ চুরি করিয়া মিসরে লইয়া যাইতে লোক পাঠান। কিন্তু তাহারা ধৃত ও নিহত হয় (Dictionary of Islam, পৃ. ৩৪৫)। পুনরায় দুইজন খৃস্টান মুসলিমের ছদ্মবেশে একই উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করে। মিসরের ফাতি'মী বংশের ওয়াযীর মালিক আল-'আদিল নূরু'দ-দীন (মৃ. ৫৪৪/১১৫৩) ভিন্ন মতে 'আত'া' বেগ-সুলত'ান নূরু'দ্-দীন মাহ'মূদ 'আলী ইব্ন যাঙ্গী (মৃ. ৫৭০/১১৭৪) স্বপ্নযোগে বিষয়টি জানিতে পারিয়া দ্রুত মদীনা গমন করেন এবং ঐ দুই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেন। অতঃপর তিনি রাওদা'ঃ এলাকার চতুর্দিকে গভীর গর্ত খনন করিয়া সেই গর্ত গলিত সীসা দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেন (ওয়াফা'উ'ল-ওয়াফা', ১খ, ৪৬৬—৭১; Dictionary of Islam, পৃ. ৩৪৫—৬)।

৬৫৪/১২৫৬ সালে শহরের নিকটবর্তী এক আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণে (ভিন্ন মতে জনৈক তত্ত্বাবধায়কের অসতর্কতার ফলে অগ্নিকাণ্ডে) মসজিদটির একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু রাওদা'ঃ অক্ষত থাকে। শেষ 'আব্বাসী খলীফা মুসতা'সি'ম (৬৪০/১২৪২—৬৫৬/১২৫৮)-কে বিষয়টি জানান হইলেও তিনি মস্জিদটির মেরামতে হাত দিতে পারেন নাই। মাত্র দুই বৎসর পরেই 'আব্বাসী খিলাফাতের পতন ঘটে। এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে মস্জিদের ছাদ কাজ চালাইবার মত করিয়া পুনঃনির্মাণ করা হইয়াছিল। (Dictionary of Islam, পৃ. ৩৪৬)।

বাহ'রী মামলূক সুলত'ান প্রথম বায়বারস্ (৬৫৯/১২৬০—৬৭৬/১২৭৭) রাওদা'ঃর চতুর্দিকে রেলিং নির্মাণ করেন এবং উহার ছাদ স্বর্ণমণ্ডিত করেন। ৬৭৮/১২৭৯ সালে আল-মানসূ'র ক'লাউন (৬৭৮/১২৭৯—৬৮৯/১২৯০) রাওদা'ঃ-র উপরে সীসা দ্বারা আবৃত গম্বুজ নির্মাণ করেন। পরবর্তী কয়েকজন মামলূক সুলত'ান মস্জিদ-টিকে আরও সুন্দর এবং ইহার আয়তন আরও বৃদ্ধি করেন। ইহার নির্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত কাজ হি. ৬৮৮ সালে সমাপ্ত হয়। তার-পর প্রায় দুই শত বৎসর পর্যন্ত মস্জিদটি প্রায় এক অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

৮৮৬/১৪৮১ সালে মদীনায় এক ভীষণ বজ্রপাত ঘটে, যাহার ফলে মাস্জিদু'ন্-নাবীতে আগুন ধরিয়া যায় এবং রাওদা'ঃ ব্যতীত

মাসজিদের প্রায় সকল অংশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অগ্নি-কাণ্ডে 'উছ'মান (রা)-এর খিলাফাতকালে কপিকৃত কু'রআন মাজীদের প্রতিলিপিলিসহ বেশ কিছু মূল্যবান কিতাবও পুড়িয়া যায়। মামলূক সুলত'ান ক'ায়িত বে' (قايت بى) (রাজত্বকাল ১৪৬৮—৯৫) মসজিদটির সংস্কার সাধনের জন্য মিসর হইতে কারিগর ও মাল-মসলা প্রেরণ করেন। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের আর-রাঈসিয়্যাঃ মিনারটি পুনঃনির্মাণ করা হয়। রাওদ'াঃ-র রেলিং পুনঃনির্মাণসহ উহার উপর সবুজ গম্বুজ (القبة الخضراء) প্রতিষ্ঠা করা হয়। তিনি মসজিদের জন্য মিম্বার, প্রদীপ ও উহার গ্রন্থাগারের জন্য অনেক মূল্যবান কিতাব মিসর হইতে প্রেরণ করেন, মসজিদের জন্য ওয়াক্'ফ সম্পত্তি প্রদান করেন এবং খাদিমদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন। ৮৯৮/১৪৯২ সালে আবার এক বজ্রপাতের ফলে আর-রাঈসিয়্যাঃ মিনারটি বিধ্বস্ত হইলে উহা পুনঃনির্মিত হয়। 'উছ'মানী তুর্কী খলীফা সুলায়মান (৯২৭/১৫২০—৯৭৪/১৫৬৬) উৎকৃষ্ট শুভ্র মার্বেল পাথর দ্বারা পবিত্র রাওদ'াঃ-র মেঝে আবৃত করেন (পূর্বে উহা মাটির ছিল)। তিনি একটি সুন্দর মিনারও সংযোজন করিয়াছিলেন (Dictionary of Islam, পৃ. ৩৪৬)। পরবর্তী তিন শত বৎসর মসজিদটির উল্লেখযোগ্য কোন সংস্কার বা সংযোজন হয় নাই। অবশ্য খলীফা ও সুলত'ানগণ মাঝে মাঝে অতি মূল্যবান দীপাধার, ঝাড়, প্রদীপ, কার্পেট ইত্যাদি উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়'ছেন। ১২৭০/১৮৫৩—৫৪ সালে 'উছ'মানী খলীফা (প্রথম) 'আবদু'ল-মাজীদ (১২৫৫/১৮৩৯—১২৭৮/১৮৬১) মসজিদের উত্তর দিক সম্প্রসারিত করিয়া ইহার আয়তন আরও বৃদ্ধি করেন। সা'উদী সরকার মসজিদটির আয়তন ও সৌন্দর্য বহু গুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স')-এর মদীনার দশ বৎসর জীবনের এক বিরাট অংশ তাঁহার স'াহ'াবীদের সমভিব্যাহারে এই মসজিদেই অতিবাহিত হইয়াছিল। বিলাল (রা)-এর আয'ান শুনিয়া সেখানে স'াহ'াবীগণ সমবেত হইতেন এবং হযরত (স')-এর ইমামাতে স'ালাত আদায় করিতেন। রাসূল (স') সেখানে ভাষণ দিতেন, যাহাতে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি আহবান ছাড়াও সমাজ-জীবনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের জন্য বিবিধ বিধি-বিধানের উল্লেখ থাকিত। গোত্রীয় প্রতিনিধি, বিদেশী আগন্তুক ও রাজদূতদিগকে এখানেই তিনি সাক্ষাত দান করিতেন। মোটকথা, এখান হইতেই তিনি দেশ ও সমাজের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিতেন। জিব্রাঈল (আ) ওয়াহ্'য়ি লইয়া অসংখ্যবার এই মসজিদে আগমন করিয়াছিলেন। আর এখানেই হযরত (স') ও তাঁহার দুই খলীফা শায়িত আছেন। কাজেই মদীনা ও এই মসজিদ মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় পবিত্র স্থান। সকল মুসলিমের মনে এই একটি কথা বার বার উদিত হয়, "আমার হৃদয় মদীনাতে" . . . (নজরুল ইসলাম)। যে তিনটি পবিত্র স্থান যিয়ারাত করার উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে সংকল্প করিয়া যাত্রা করা বিধেয়, এই মসজিদ সেইগুলির অন্যতম। অপর দুইটি হইল মাক্কার আল-মাসজিদু'ল-হ'ারাম এবং জেরুযালেমের বায়তু'ল-মাক্'দিস। উক্ত দুই মসজিদ ব্যতীত এই মসজিদে আদায়কৃত এক রাক'আত স'ালাতের ছ'াওয়াব অন্যত্র সম্পাদিত ৫০ হাজার রাক'আতের ছ'াওয়াবের সমতুল্য। হযরত (স')-এর রাওদ'াঃ মুবারাক ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের উদ্যান-সমূহের অন্যতম (روضة من رياض الجنة) (তাজরীদু'ল-বুখারী, পৃ. ২৪৪-৪৫, ওয়াফা'উ'ল-ওয়াফা', ১খ, ২৯৩-৩১১)।

একটি হ'াদীছে' আছে, "যে ব্যক্তি হ'াজ্জ করিয়াছে, অতঃপর আমার মাযার যিয়ারাত করিয়াছে, সে যেন আমাকে জীবিত অবস্থায় দেখিয়াছে" (মিশকাত, বাব হ'ারামি'ল-মাদীনাঃ, আল-ফাস'লু'ছ'-ছ'ালিছ', ৪র্থ হ'াদীছ')। অপর একটি হ'াদীছে' আছে, "যে মুসলিম আমার কবর যিয়ারাত করিয়াছে, তাহার জন্য আমার সুপারিশের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে" (দারাকু'ত'নী ; বায়হাক'ী)। তাঁহার মাযারের নিকট তাঁহার প্রতি স'ালাত ও সালাম পাঠ করিলে তিনি উহা শুনেন, (মিশকাত, বাব স'ালাত 'আলা'ন্-নাবী (স'), আল-ফাস'লু'ছ'-ছ'ালিছ', হ'াদীছ' ৩)। তাঁহার প্রতিটি উম্মত জীবনে অন্তত একবার তাঁহার মসজিদে গমনের ও তাঁহার মাযার যিয়ারাতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা রাখে এবং সুযোগ পাইলেই যায়। এই মসজিদটি বিশ্ব-মুসলিমের যিয়ারাতগাহ ও মিলনকেন্দ্র।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে গ্রন্থাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে। আরও দ্র. (১) তাজরীদু'ল-বুখারী, প্রকা. মালিক দীন মুহ'াম্মাদ, লাহোর, বাব ফাদ'লি'স'-স'ালাত ফী মাসজিদি মাক্কাঃ ওয়া'ল-মাদীনাঃ, ফাদ'াইলু'ল-মাদীনাঃ, হিজরাতু'ন-নাবী ওয়া আস্'হ'াবিহি ইলা'ল-মাদীনাঃ ; (২) সুনানু আবী দাউদ, বাব ফী বিনা'ই'ল-মাসজিদ ; (৩) মিশকাত, বাব হ'ারামি'ল-মাদীনাঃ, বাবু'স্'-স'ালাত 'আলা'ন্-নাবী, (৪) ইব্ন হিশাম, বিনা'উ মাসজিদিহি (স'), অধ্যায় ১ : ১৭৫-৭৬ ; ইব্ন সা'দ, আত্'-ত'াবাক'াত, বৈরূত, ১৯৬০, ১খ, ২৩৯-৪৫, ২৪৯-৫৪ ; (৫) আবু'ল-হ'সায়ন ইব্ন 'আবদিল্লাহ আস্-সামহূদী, ওয়াফা'উ'ল-ওয়াফা', মিসর, হি. ১৩২৬, ১ম ও ২য় খণ্ড ; (৬) মু'ঈনু'দ-দীন আহ'মাদ নাদাব'ী, তারীখ-ই-ইসলাম, আ'জাম-গড়, হি. ১৩৬৭, ১ম খণ্ড ; (৭) শিবলী নু'মানী, আল-ফারূক', মাত'বা' ক'াদীমী, দিল্লী, ২খ, ৬৪-৫ ; Hughes, Dictionary of Islam, New Delhi, 1978, pp. 343-46 ; Rechard F. Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Mecca, 2nd edition i, 345 ; (৮) মুস'ত'াফা মু'মিন, ক'াসামাতু'ল-'আলামি'ল-ইসলামি'ল-মা'-আসি'র, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৪, পৃ. ১১-৫২ ; (৯) মানারু'ল-ইসলাম (পত্রিকা), 'আরাব আমীরাত, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯, পৃ. ৩৪-৫৮ ; (১০) শেখ আবদুর রহীম গ্রন্থাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ১৭৪-৭৫ ; (১১) মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৫৪৬-৪৯।

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন।

আল-মাসজিদু'ল-আক্'স'া (المسجد الاقصى) আল-মাসজিদু'ল-আক্'স'া জেরুযালেমের প্রাচীন মসজিদের সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ, নামটির অর্থ 'দূরবর্তী মসজিদ'। ইহার প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় কু'রআন শারীফে (সূরাঃ ১৭ : ১) "পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁহার বান্দাকে তাঁহার নিদর্শন দেখাইবার জন্য রাত্রিতে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন মাসজিদু'ল-হ'ারাম (মক্কা) হইতে মাসজিদু'ল-আক্'স'ায়, আমরা যাহার পরিবেশকে করিয়াছিলাম আশিসপূত।"

পুরাতন তাফ্সীরকারগণ এই আয়াতের বরাতে আকাশ ভ্রমণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং আল-মাসজিদু'ল-আক্'স'া নাম দ্বারা আসমানের কোন স্থান সম্পর্কে বলা হইয়াছে (তু. সি'দ্রাতু'ল-মুনতাহা, সূরাঃ ৫৩ : ১৪) কিন্তু বুখারীর (২ : ৬৮৪) হ'াদীছে' দেখা যায় যে, মাসজিদু'ল-আক্'স'া দ্বারা বায়তু'ল-মাক্'দিসই বুঝায়। কালক্রমে উক্ত

ব্যাখ্যার সূত্রে আর একটি ব্যাখ্যারও সৃষ্টি হয়; ঐ ব্যাখ্যামতে এই উক্তিটির অর্থ জেরুযালেম। এই ব্যাখ্যার সহিত হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নৈশ ভ্রমণের (ইস্‌রা') সম্পর্ক বিদ্যমান। ইস্‌রা' (দ্র.) এবং মি'রাজ (দ্র.) শব্দদ্বয়কে একত্র করার ফলে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর রাত্রিযোগে মাস্‌জিদু'ল-আক্‌'সা'া যাত্রা এবং তৎপর জেরুযালেম হইতে আসমান ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

প্রশ্ন উঠে, কিভাবে জেরুযালেম কু'রআনের ঘটনাবলীর মধ্যে এরূপ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, জেরুযালেম বহু নবীর স্মৃতি বিজড়িত স্থান, এইজন্য রাসূল কারীম (স') মক্‌কায় অবস্থানকালে এবং মদীনায় হিজরত করার পরও ১৬/১৭ মাস বায়তু'ল-মাক্‌'দিসকেই কি'ব্‌লাঃরূপে গ্রহণ করেন। এইভাবে প্রাচীন কাল হইতেই জেরুযালেম ইসলামের পবিত্র ভূমি বলিয়া স্বীকৃত। মক্‌কার বায়তুল্লাহ্‌ কি'ব্‌লাঃ নির্ধারিত হওয়ায় জেরুযালেমের প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছে সত্য, কিন্তু পবিত্র স্থান হিসাবে ইহার গুরুত্ব কমে নাই। রাসূল কারীম (স') যে তিনটি পবিত্র স্থানের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করার অনুমতি দিয়াছেন তন্মধ্যে বায়তু'ল-মাক'দিস একটি (তিরমিয'ী, ১খ, পৃ. ৬৮, মিশকাত, বাবু'ল-মাসাজিদ, হ'াদীছ' ৪)। এতদ্ব্যতীত বায়তু'ল-মাক'দিসের মাসজিদে আল-মস্‌জিদু'ল-আক্‌'সা'য় আদায়কৃত স'ালাতের ছ'াওয়াবও মদীনার মাস্‌জিদু'ন-নাবীর স'ালাতের সমতুল্য অর্থাৎ প্রতি রাক'আতে পঞ্চাশ হাজার রাক'আতের ছ'াওয়াব (মিশ্‌কাত, বাবু'ল-মাসাজিদ, আল-ফাস্‌'লু'ছ'-ছ'ালিছ')।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা) জেরুযালেমে হযরত সুলায়মান (আ)-এর মস্‌জিদের স্থানে একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন (দ্র. আল-কু'দ্‌স)। বর্তমানে গির্জা এলাকার দক্ষিণে অবস্থিত মসজিদটি আল-মাস্‌জিদু'ল-আক্‌'স'া নামে অভিহিত। উমায়্যা খলীফা 'আবদু'ল-মালিক (৬৫/৬৮৫-৮৬/৭০৫) এই মস্‌জিদটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে আরও অনেকে ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন (Philip K. Hitti, History of the Arabs, London, 1949, p. 265); (দ্র. কু'ববাতু'স-সাখ্‌রাঃ প্রবন্ধ)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) BGA, iii. 168-171; (২) মুজীর-দীন, আল-ইনসু'ল-জালীল, কায়রো ১২৮৩, ১ম, ২০১-২০৩, ২৩৮ প. ২৪৮ প.; (৩) R. Hartmann, Geschichte der Aksamoschee, in ZDPV. xxxii, 185 Sqq; (৪) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, Leipzig 1930, p. 190, note 159; (৫) মি'রাজ ও আল-কু'দ্‌স্‌ প্রবন্ধদ্বয়ের গ্রন্থপঞ্জী; (৬) Caetani, Annali, iv p. 504; (৭) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Belrin and Leipzig 1926, p. 140; do. in Isl, ix. 161 sqq; (৮) A. J. Wensinck, Tree and Bird as Cosmological Symbols, in Verh. Ak. Amst, 1921, p. 31.

আল-মাসজিদু'ল-হ'ারাম (المسجد الحرام-আল-মাস্‌জিদ আল-হ'ারাম)।

আল-মাস্‌জিদু'ল-হ'ারাম মক্‌কার মস্‌জিদের নাম। জাহিলী যুগেও এই নাম সুবিদিত ছিল (Horovitz, Koranische Studien, p. 140 প.)। ক'ায়স ইব্‌নু'ল-খাত'ীমের দীওয়ানে (ed. Kowalski, ৫খ, ১৪) আছে, "শণের সুতা দ্বারা সূচীকর্মকৃত য়ামানে প্রস্তুত বস্ত্রে আচ্ছাদিত মস্‌জিদের ক'াসাম"। মদীনার এই কবি তাঁহার এই উক্তি দ্বারা মক্‌কার পবিত্র স্থান ব্যতীত অপর কোন স্থান বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আল-মাসজিদু'ল-হ'ারাম কথাটি দ্বিতীয় মক্‌কা-পর্বের পর অবতীর্ণ কু'রআনের আয়াতগুলিতে প্রায়ই ব্যবহার করা হইয়াছে (Horovitz, উক্ত গ্রন্থে)। মুশরিকগণের পক্ষে ইহা গুরুতর পাপ যে, তাহারা লোকদের আল-মাস্‌জিদু'ল-হ'ারামে প্রবেশে বাঁধা দেয় (সূরা ২ : ২১৭, তু. ৫ : ২, ৮ : ৩৪, ২২ : ২৫ ও ৪৮ : ২৫), আল-মাস্‌জিদু'ল-হ'ারাম নূতন কি'বলাঃ (সূরাঃ ২ : ১৪৯); এখানে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইয়াছিল (সূরা : ৯ : ৭)।

হ'াদীছে' উক্ত হইয়াছে, আল-মাস্‌জিদু'ল-হ'ারামে স'ালাত আদায় করিলে বিশেষ ছ'াওয়াব হয় (বুখারী, আস'-স'ালাত ফী মাস্‌জিদি মাক্‌কাঃ, বাব ১)। এই মস্‌জিদটি সর্বপ্রাচীন, জেরুযালেমের মস্‌জিদ অপেক্ষা চল্লিশ বৎসর আগেকার (বুখারী, আম্বিয়া', বাব ১০, ৪০)। মক্‌কার পবিত্র স্থানের অন্তর্গত কা'বাঃ (দ্র.), যাম্‌যাম (দ্র.) এবং মাক'াম ইব্‌রাহীম (দ্র. কা'বাঃ), এই তিনটিই উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত। অষ্টম হিজরীতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এই স্থানটিকে স'ালাত আদায়ের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেন। অতি শীঘ্রই মস্‌জিদটিতে স্থান-সংকুলান না হওয়ায় হযরত 'উমার (রা) এবং হযরত 'উছ'মান (রা)-এর শাসনকালে সন্নিহিত বাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া একটি প্রাচীর তৈয়ার করা হয়। 'আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নু'য-যুবায়র উমায়্যাঃ এবং 'আব্বাসী খলীফাগণের কর্তৃত্বাধীনে উহা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত ও সুসজ্জিত করা হয়। ইব্‌নু'য-যুবায়র প্রাচীরের উপরে একটি সাধারণ ছাদ নির্মাণ করেন। আল্‌-মাহ্‌দী চতুর্দিকে স্তম্ভশ্রেণী তৈয়ার করেন, উহা সেগুন কাঠের ছাদ দিয়া ঢাকা হয়। কালক্রমে মিনারের সংখ্যা দাঁড়ায় সাতে। বাতি বসাইবার জন্য কা'বার চতুর্দিকে ছোট ছোট স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়। এই মস্‌জিদে আর একটি বিরল বৈশিষ্ট্য যোগ করা হয়; চারিজন স্বীকৃত সুন্নী ইমামের স'ালাত পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের জন্য এক একটি ছোট কাঠের ঘর তৈয়ার করা হয়। শেষ পর্যন্ত স্তম্ভের নীচের স্থান, যাহা আসলে কংকরাবৃত ছিল, মার্বেল প্রস্তর দ্বারা আস্তীর্ণ করা হয়। কা'বাঃ-র চতুর্দিকের মাত'াফ (প্রদক্ষিণ স্থান) এবং মাত'াফ পর্যন্ত পথগুলিও মার্বেল প্রস্তর দ্বারা আবৃত।

১৫৭২—১৫৭৭ খৃস্টাব্দে সুলত'ান দ্বিতীয় সালীমের রাজত্বকালে মস্‌জিদটির আকার পরিপূর্ণতা লাভ করে। দালানটির ছোটখাট উন্নতি সাধন ছাড়াও তিনি চালাই ছাদের পরিবর্তে অনেকগুলি মোচাকৃতি শ্বেত বর্ণের গম্বুজ তৈয়ার করান।

নগরীর পূর্বাঞ্চল বা মাস্‌'আ হইতে মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে হইলে কয়েক ধাপ নীচে নামিতে হয়। মস্‌জিদের স্থানটি যতদূর সম্ভব অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে। মাস্‌জিদু'ল-হ'ারামের অভ্যন্তরভাগের পরিমাপ নিম্নরূপ : (আল-বাতানূনী, রিহ্‌'লাঃ, পৃ. ৯৬) উত্তর-পশ্চিমদিক ৫৪৫ ফুট, দক্ষিণ-পূর্বদিক ৫৫৩ ফুট, উত্তর-পূর্বদিক ৩৬০ ফুট, দক্ষিণ-পশ্চিমদিক ৩৬৪ ফুট, কোণগুলি সমকোণ নয়, সমগ্র ঘরটির আকার মোটামুটিভাবে একটি সামন্তরিকের ন্যায়।

পূর্বদিক হইতে মাত'াফ-এ প্রবেশ করিলে প্রথমেই বাব বানী শায়বাঃ অতিক্রম করিতে হয়, উহা মস্‌জিদটির প্রাচীন সীমারেখ দরজা দিয়া প্রবেশ করিলে ডানদিকে পড়ে মাক'াম ইব্‌রাহীম উহা মাক'াম শাফি'ঈও বটে এবং উহার ডানদিকেই মিম্বার বামদিকে যাম্‌যামের দালান। ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে যাম্‌যামের সম্মুখে মস্‌জিদের উত্তর-পূর্ব দিকে ছিল দুইটি গম্বুজবিশিষ্ট দালান (আল-কু'ব্‌বাতায়ন); এই দালান দুইটি গুদামঘর-

রূপে ব্যবহার করা হইত (Chron. d. Stadt Mekka, ii. 337 প.) কু'ব্বাঃগুলি পরে সরাইয়া ফেলা হইয়াছে (তু. Burckhardt, i. 265; আধুনিক নকশাতে কু'ব্বাঃগুলির অবস্থান দেওয়া হয় নাই।

কা'বাঃ-র চতুষ্পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন মায্'হাবের ইমামদের মাকা'াম ছিল; কা'বাঃ এবং মস্জিদের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে মাকা'াম হা'ম্বালী, দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মাকা'াম মালিকী, উত্তর-পশ্চিম কোণে মাকা'াম হা'নাফী। শেষোক্তটি ছিল দ্বিতল, উপরের তলা ব্যবহার করিতেন মু'আয'যি'ন এবং মুবাল্লিগ' এবং নীচের তলা ব্যবহার করিতেন ইমাম এবং তাঁহার সহকারিগণ। ওয়াহ্হাবী শাসন প্রবর্তনের পর হইতে হা'ম্বালী ইমাম বিশেষ সম্মানের স্থান লাভ করেন। তিনি মিলিত এক জামা'আতের ইমামতি করিতেন। মাকা'াম-হা'নাফী প্রাচীন মক্কার পরামর্শ গৃহের (আন-নাদ্ওয়াঃ) স্থানে অবস্থিত ছিল। কালক্রমে উক্ত গৃহ বহুবার পুননির্মিত এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। মাতা'াফ এক সারি সরু তাম্র স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত। এই স্তম্ভগুলি তার দ্বারা সংযুক্ত, বাতিগুলি এই তার এবং স্তম্ভের সহিত সংযুক্ত। বর্তমানকালে মস্জিদটিতে বিজলী আলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (OM. ১৬খ, ৩৪; ১৮খ, ৩৯)।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই মস্জিদটি ইসলামের প্রধান বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। এই কারণে মস্জিদটির আশেপাশে মাদ্রাসাঃ এবং ছাত্রদের বাসভবন নির্মিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, বাবু'স-সালাম প্রবেশ-পথের বাম পার্শ্বে ই কা'াইত বায়' কর্তৃক নির্মিত মাদ্রাসাঃ। এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত বহু ওয়াক্'ফ সম্পত্তি কালক্রমে অপরাপর বহু কাজে ব্যবহার করা হইয়াছে (Burckhardt, i. 287—291।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) F. Wustenfeld. Die Chroniken der Stadt Mekka, ii. 10 প., 3—16. 337 প., i. 301—333, 339—345; iii 73 প.; iv 121, 139, 159, 165, 190 203,205, 227 প., 268 প., 313 প.; (২) ইব্ন জুবায়র, রিহ্লাঃ in GMG, v. ৮১ প; (৩) ইব্ন বাত্'তু'তা'ঃ, ed. and transl. Defremery and Sanguinetti, i 305 প. (৪) য়াকু'ত, মু'জাম, ed. Wustenfeld, iv, 524 প.; (৫) BGA, i, 15 প.; v. 18—21; ৭ম ও ৮ম খণ্ডের সূচী, দ্র.; (৬) ইব্ন 'আবদ রাব্বিহ, অনু. মু. শাফী', Brown Memorial Volume, p. 423 প.; (৭) আল্-বাতানূনী, আর-রিহ'লাতু'ল-হি'জাযিয়্যাঃ, কায়রো ১৩২৯, পৃ. ১৪ প.; (৮) Travels of Ali Bey, London 1816, ii. 74—93 and pl. liii, liv.; (৯) J. L. Burckhardt, Travels in Arabia London 1829, p. 243—295; (১০) A. F. Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to Mecca and Medina, Leipzig 1873, iii. 1—37; (১১) C. Snouck Hurgronje, Mekka, Hague 1888—1889, i. Chap. i.; ii. 230 প.; (১২) Bilder atlas, No i., ii., iii. ; do Bilder aus Mekka, Leyden 1889, No. 1 and 3; (১৩) P. F. Keane, Six months in Mecca, London 1881 প. 24 প.; (১৪) Eldon Rutter, The Holy Cities of Arabia, London 1928.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

আল-মাসীহ' (المسيح) The Messiah এই শব্দটি আরামী ভাষায় মেশীহা' আকারে উদ্ধারকর্তা অর্থে ব্যবহৃত হইত। Horovitz (Koranische Untersuchungen. p. 129) মনে করেন যে, আল-মাসীহ' শব্দটি সম্ভবত ইথিওপীয় ভাষার 'মাসীহ' শব্দের 'আরবী রূপ। কোন কোন তাফ্সীরকার ইহাকে হিব্রু বা সিরীয় ভাষায় 'ঈসা ('আ)-এর নামরূপে ব্যবহৃত মাশীখা (مشيخا) বা মাসীহা'া (مسيحا) শব্দের 'আরবী রূপ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অধিকাংশ তাফ্সীরকার ইহাকে গুণবাচক বিশেষ্য ও খাঁটি 'আরবী শব্দ বলেন। তা'বারী (সূরাঃ ৩ : ৪৫; ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯) শব্দটির কেবল বিশুদ্ধ 'আরবী ব্যুৎপত্তিই উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "উহা মাস্হ' (মোছা, হাত বুলান, লেপন করা) হইতে মাম্সূহ' (যাহার অপবিত্রতা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে বা যাহাকে 'বারাকাত' দ্বারা লেপন করা হইয়াছে) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই 'আল-মাসীহ'' শব্দের অর্থ 'অপবিত্রতা হইতে মুক্ত' অথবা 'বারাকাতযুক্ত'। ইমাম রাযী (তাফ্সীর কাবীর, ২/৬৭৭) তা'বারীর অর্থ গ্রহণ করার সঙ্গে শব্দটিকে 'মাসিহ'' (ماسح) (যে হাত বুলায়, যে পরিভ্রমণ করে) অর্থেও গ্রহণ করেন। হযরত 'ঈসা ('আ) অন্ধের চোখে, কুষ্ঠ ও অন্যান্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরে হাত বুলাইলে তাহারা যথাক্রমে চক্ষুষ্মান ও সুস্থ হইয়া উঠিত বলিয়া এবং তাঁহার কোন বাড়ীঘর ছিল না বলিয়া তাঁহার এই আখ্যা সঙ্গত হইয়াছে। উৎকীর্ণ লিপিসমূহে, ব্যক্তিবিশেষের নামের তালিকায় এবং প্রাচীন কবিতায় এই শব্দটির ব্যবহারের প্রতি Horovitz (তদীয় গ্রন্থে) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আল-মাসীহ' শব্দটির ব্যবহার কু'রআান মাজীদে তিনরূপে পাওয়া যায় : (ক) কেবলমাত্র 'আল-মাসীহ''রূপে ৪ : ১৭২; ৫ : ৭২; ৯ : ৩০; (খ) 'আল-মাসীহ' ইব্ন মারয়াম'রূপে, ৫ : ১৭, ৭২, ৭৫; ৯ : ৩১; (গ) 'আল-মাসীহ'' 'ঈসা ইব্ন মারয়ামরূপে; ৩ : ৪৫; ৪ : ১৫৭।

ফিরিশতাগণ বলিলেন, "হে মারয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁহার নিকট হইতে তোমাকে একটি কালিমার সুসংবাদ দিতেছেন, যাহার নাম হইবে আল্-মাসীহ', 'ঈসা ইব্নু মারয়াম ৩ : ৪৫।" এখান হইতে ধারণা করা যায় যে, আল-মাসীহ' শব্দটিও 'ঈসা ('আ)-এর একটি নাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার নাম নহে, ইহা তাঁহার পদবী বিশেষ। কেননা কু'রআানে তিনের অধিক অক্ষরে গঠিত কোন অ-'আরবী নামের সহিত নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক (ال) আলিফ লাম যোগ করিতে দেখা যায় না। সুতরাং ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ইহা 'আরবী শব্দ। অধিকন্তু 'আরবী সাহিত্যে নামের প্রতি যেমন 'ইস্ম' শব্দটি প্রয়োগ করা হয় সেইরূপ 'লাকা'ব', (উপাধি, পদবী) 'কুন্য়াঃ' (উপনাম) প্রভৃতির প্রতিও ইহা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

সাহ'ীহ' হা'দীছে' আল-মাসীহ' শব্দটি তিনটি প্রধান ঘটনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় : (ক) হযরত মুহাম্মাদ (স')-এর কোন এক স্বপ্নের বিবরণে তিনি বলেন, "স্বপ্নে দেখিলাম আমি যেন কা'বাঃ ঘরের নিকট রহিয়াছি, অনন্তর দেখিলাম একজন অতি সুশ্রী বাদামী রংয়ের মানুষ। তাঁহার সুন্দর কেশগুচ্ছ কান ও ঘাড়ের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রলম্বিত। উহা চিরুনি দিয়া আঁচড়ান এবং উহা হইতে পানির ফোঁটা টপটপ করিয়া পড়িতেছে। তিনি দুইজন লোকের কাঁধে ভর করিয়া কা'বাঃ তা'ওয়াফ করিতেছেন। অনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : ইনি কে? তাহাতে বলা হইল, "আল-মাসীহ' ইব্ন মারয়াম" (বুখারী, লিবাস, বাব ৬৮; তা'বীর বাব ১১, ভারতীয় সংস্করণ, ৮৭৬ ও ১০৩৬ পৃ.)। (খ) আখিরী যামানাতে

List>

হযরত 'ঈসা ('আ)-এর (দ্র.) প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা প্রসঙ্গে (মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ৩০২, ভারতীয় সংস্করণ, ১/৮৭ পৃ.), (গ) বিচার দিনে খৃস্টানদিগকে বলা হইবে, "তোমরা কাহার 'ইবাদাত করিতে?" তাহারা বলিবে, "আমরা আল্লাহ্‌র পুত্র আল-মাসীহ্'-এর 'ইবাদাত করিতাম," (বুখারী, তাফ্সীর, সূরা ৪, বাব ৮; ভারতীয় সং, ৬৫৯ পৃ.)।

হ'াদী'ছে' আমরা 'আল-মাসীহ'ল-কায্'যা'ব' ও 'আল্-মাসীহ'দ্-দাজ্জাল'-এরও (দ্র.) উল্লেখ পাই।

মাহ্দী (المهدى: আল্-মাহ্দী) শব্দার্থ পথ-প্রদর্শিত ব্যক্তি। যেহেতু পথ-প্রদর্শন (هدى) সর্বতোভাবে আল্লাহ্ হইতে লাভ করা হয়, সুতরাং ইহার অর্থ হইবে আল্লাহ্ কর্তৃক পথ-প্রদর্শিত, অর্থাৎ ব্যক্তিগত এবং অন্যান্যভাবে সত্যপথপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ইসলামী বিশ্বাস এই যে, প্রত্যক্ষ এবং একান্তভাবে আল্লাহ্-ই মানুষের ও দুনিয়ার অন্য সব কিছুর পথ-প্রদর্শক। মানুষকে তিনি বিবেকের সাহায্যে এবং ইতর প্রাণীকে তাহাদের সহজাত-বৃত্তির সাহায্যে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের দিকে এবং স্ব স্ব অস্তিত্ব ও জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে পরিচালিত করেন (LA, xx. ২২৮, পাদটীকা)। আল্লাহ্‌র নাম-সমূহের মধ্যে একটি নাম আল-হাদী অর্থাৎ পথ-প্রদর্শক (সূরাঃ ২২ : ৫৪; ২৫ : ৩১)। আল্লাহ্ কর্তৃক পথ-প্রদর্শনের কথা কু'র্আনের বহু স্থানে উল্লিখিত রহিয়াছে, বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন বায়দা'বী, সূরাঃ ১ : ৬, (Fleischer's ed., i. 8, 11. 21 প.); রাগি'ব, মুফ্রাদাত, পৃ. ৫৬০, কায়রো সংস্করণ, ১৩২৪ হি.; শা'যালী, আল-মাক্'সা'দু'ল-আস্না' (المقصد الأسنى) পৃ. ৮০ কায়রো সং ১৩২৪ হি.। কিন্তু কু'র্আনে মাহ্দী (اسم مفعول একবচন) শব্দটি এই আকারে ব্যবহৃত হয় নাই, তবে ক্রিয়ারূপ (اهتدى-সৎপথ গ্রহণ করিল) ও কর্তৃবাচ্যে বিশেষ্যরূপে (مهتد-সৎপথ গ্রহণকারী) কু'র্আনের বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ যাহাকে পথ-প্রদর্শন করেন, তিনি শুধু সুপথপ্রাপ্তই নহেন, অধিকন্তু তিনি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদর্শিত পথে নিজেকে পরিচালিত করেন। Edward Pococke তাঁহার Porta Mosis পুস্তকে (ii. 263, ed. 1655) 'পরিচালক' অর্থে (No. xvi, of the Signs) আল-'মুহ্দী' শব্দরূপের ব্যবহার দেখাইয়াছেন, অথচ প্রাচ্যের কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে ইহা দেখা যায় না (তু. Lane's note in the Supplement to his Lexicon, p. 3042 c.)। Margoliouth বলেন, মাহ্দী শব্দের অর্থ 'দাতা' এবং আল-মাহ্দী অগাধ ধন-সম্পদ পৃথিবীবাসীকে দিবেনও বটে, কিন্তু এই অর্থে 'আল-মাহ্দী' উপাধির কোন প্রমাণ প্রাচ্য-সাহিত্যে পাওয়া যায় না; বরং এই অর্থে أعطى ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে, اهدى ব্যবহৃত হয় নাই। মাহ্দী অথবা আল-মাহ্দীরূপে যিনি পরিচিত, তাঁহার মর্যাদা সম্পূর্ণ ভিন্ন, তিনি সর্বতোভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক পথ-প্রদর্শিত। অতীতে কয়েক ব্যক্তি সম্পর্কে মাহ্দী উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি'য়ামাতের প্রাক্কালে একজন মাহ্দী-র আবির্ভাব সম্পর্কে ইসলামী সাহিত্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে 'লিসান'-এ (২০ : ২২৯ প্রথম স্তম্ভ নীচ হইতে ৯ম পংক্তি) একটি হ'াদীছে'র অংশে (سنة الخلفاء الراشدين المهديين) উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহার অর্থ : সত্য পথের পথিক এবং হিদায়তপ্রাপ্ত খলীফাগণের রীতি অর্থাৎ প্রথম চারিজন খলীফার রীতি। লিসান-এর মতে শব্দটি (মাহ্দী) বিশেষভাবে নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, নবী কারীম (স')-এর সুসংবাদ অনুযায়ী যামানার শেষ প্রান্তে যে মাহ্দী আবির্ভূত হইবেন তাঁহার নামরূপে। কি'য়ামাতের পূর্বে আগমনকারীরূপে বর্ণিত আল-মাহ্দী ছাড়াও অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তির প্রতি এই পদবী আরোপ করা হইয়াছে। Goldziher (Vorlesungen, p. 267, v., note 12, 1) এইরূপ কতকগুলি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। যথাঃ কবি জারীর (নাক'াইদ; ed. Bevan, No. 104, v. ২৯) ইব্রাহীম ('আ)-এর প্রতি এবং কবি হা'স্সান ইব্ন ছা'বিত (দীওয়ান, তিউনিস সংস্করণ, পৃ. ২৪, লাইন ৪) মুহা'ম্মাদ (স')-এর প্রতি মাহ্দী শব্দটি আরোপ করিয়াছেন (আরও দ্র. ইব্ন সা'দ ১১ : ৯৪, ৯)। সুলায়মান ইব্ন সু'রাদ হা'সায়ন (রা)-কে তাঁহার মৃত্যুর পরে মাহ্দীর পুত্র মাহ্দী বলিয়াছেন (তা'বারী, ২খ, ৫৪৬/১১)। ফারায্দাক' এবং জারীর এই শব্দটিকে উমায়্যা খলীফাগণের মর্যাদাসূচক অর্থেও প্রয়োগ করিয়াছেন। উমায়্যাঃ খলীফা ২য় 'উমার-এর প্রতি 'মাহ্দী' শব্দ সম্মানসূচক অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে (ইব্ন সা'দ, ৫খ, ২৪৫/৫)। নিছক মর্যাদাসূচক প্রয়োগ ছাড়াও খলীফা দ্বিতীয় 'উমারকে আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগৃহীত একজন প্রকৃত মুজাদ্দিদ হিসাবে গণ্য করা হয়। পরবর্তী যুগের মুসলিমদের ধারণা অনুসারে এই শ্রেণীর ধর্ম-সংস্কারকগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব-প্রথম, সর্বশেষ সংস্কারক হইবেন হযরত (স')-এর বংশধর ইমাম মাহ্দী বা হযরত 'ঈসা ('আ) (আল-মাসীহ' আল-মুহ্তাদী, দ্র. 'ঈসা)। মুজাদ্দিদের পুরাপুরি প্রশ্নটি এবং মাহ্দীর সহিত উহার সম্পর্কের বিষয়টির বিবরণ সম্বন্ধে দ্র. Goldziher, Zur Charakteristik ... us Suyuti's, in S. B. Ak. Wien 1 xxx, p. 10. প.।

মানুষ স্বভাবত ধর্মের প্রতি উদাসীন। তাই তাহাদিগকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট রাখিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। শেষ যমানায় এই অধর্মভাব বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠিবে। লোক ধর্মের প্রতি একেবারে বিরূপ হইয়া যাইবে তখন আল্-মাহ্দীর আবির্ভাব হইবে।

মাহ্দী শব্দটি ইহার মহিমান্বিত অর্থে চাটুকার কবি ইব্নু'ত্-তা'আবি'য'ী (ابن التعاويذى) (দীওয়ান, সম্পা. Margoliouth, পৃ. ১০৩/৫/৬) 'আব্বাসী খলীফা আন-নাসি'র (৫৭৫—৬২২/১১৮০—১২২৫)-এর প্রতি আরোপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তিনিই আল-মাহ্দী এবং তাঁহার পরে পরকালতত্ত্বে উল্লিখিত মাহদীর অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন।" অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ অথচ অধিকতর শাব্দিক তাৎপর্যে 'মাহ্দী' নবদীক্ষিত মুসলিমের প্রতিও প্রয়োগ হয়। তখন উহার অর্থ হয়—আল্লাহ্ কর্তৃক সৎপথ প্রদর্শিত ব্যক্তি। তুর্কীগণ এই অর্থের জন্য مهتدى শব্দ ব্যবহার করেন যেমন কু'র্আনে, ব্যবহৃত হইয়াছে। অতি প্রাথমিককালে (হি. ৬৬) ফাতি'মাঃ (রা) ব্যতীত অন্য এক স্ত্রীর গর্ভজাত হযরত 'আলী (রা)-এর পুত্র মুহা'ম্মাদ ইব্নু'ল-হা'নাফিয়্যাঃ সম্বন্ধে 'মাহ্দী' শব্দটি অত্যধিক হিদায়াত-প্রাপ্ত অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছিল। কারবালা' প্রান্তরে হযরত হা'সায়ন (রা)-এর শহীদ হওয়ার পর মুখ্তার ইব্ন আবী 'উবায়দ উক্ত মুহা'ম্মাদ (ইব্নু'ল-হা'নাফিয়্যাঃ)-কে খিলাফাতের দাবীদাররূপে দাঁড় করান এবং তাঁহাকে 'মাহ্দী ইব্নু'ল-ওয়াস'ী (مهد ابن الوصى) বলিয়া অভিহিত করেন (তা'বারী, ২, ৫৩৪)। আল-ওয়াস'ী (الوصى) হযরত 'আলী (রা)-কে বলা হইত, কারণ শী'আদের মতে মুহা'ম্মাদ (স') হযরত 'আলীকে মুসলিম জাতির নেতৃত্বের জন্য মনোনয়ন দান করিয়াছিলেন। এই কারণে হযরত (স')-এর কন্যা ফাতি'মার গর্ভ-

আত দুই পুত্র হ'াসান এবং হু'সায়নের মৃত্যুর পর শী'আদের মধ্যে 'ইমামাত'-এর ধারণা ও উহার উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় মতবাদ স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। মুহ'াম্মাদ (ইবনু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ) হযরত 'আলী (রা)-র পুত্র হিসাবে একজন উত্তরাধিকারী ছিলেন বটে, কিন্তু রাসূল (স')-এর সহিত তাঁহার কোন রক্ত সম্পর্ক না থাকায় তিনি তাঁহার প্রতি আরোপিত এই মর্যাদা গ্রহণে নিজেই অসম্মত হন। ইহা সত্ত্বেও তিনি কায়সানিয়্যাঃ (দ্র.) নামে একটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ের সদস্যগণ বিশ্বাস করেন যে, তিনি 'রাদ্'ওয়া' পর্বতে অবস্থিত তাঁহার সমাধিতে অমর ও জীবিত অবস্থায় রহিয়াছেন এবং এক সময়ে ফিরিয়া আসিবেন। কবি কুছ'ায়্যির (মৃ. ১০৫/৭২৩) এবং সায়্যিদ আল্-হি'ম্য়ারী (মৃ. ১৭৩/৭৮৯) এই মত পোষণ করিতেন (আগ'ানী, ৮খ, ৩২; তু. মাস্'উদী, মুরূজ, ৫খ, ১৮০ প.)। এইরূপে কায়্সানিয়্যাঃ-দের মতে মুহ'াম্মাদ (ইব্নু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ) দ্বাদশ ইমামী (ইছ'না 'আশারিয়্যাঃ শী'আদের) গুপ্ত ইমামের ন্যায় একজন প্রতীক্ষিত (মুন্তা'জ'ার) মাহ্দীরূপে পরিগণিত। কায়্সানিয়্যাঃ সম্প্রদায়ের বিবরণের জন্য ইব্ন হ'ায্ম-এর হ'াশিয়্যাঃ-তে (১খ, ১৯৬ পৃ.) শাহ্-রাস্তানী-র আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল দ্র.। মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ ইমামাতের দাবী করিতে অস্বীকার করায় মুখ্তার তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া স্বয়ং 'মুখ্তারিয়্যাঃ' সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সম্প্রদায়ের সদস্যগণ গোঁড়া শী'আঃ ছিলেন এবং হু'সায়ন ইব্ন 'আলীকে সমর্থন করিতেন (শাহ্রাস্তানী, পৃ. ১৯৭)। এই ঘটনা প্রবাহে পরিষ্কারভাবে প্রতিফলিত হয় যে, কত সহজে সেই-কালে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতির পরিবর্তন ঘটিত। ইহাতে দেখা যায় কিভাবে সাধারণ সম্মানসূচক 'মাহ্দী' আখ্যাটি ক্রমে একটি বিশেষ পদবীতে, এমন কি একটি বিশেষ নামে (Proper name) পরিণত হয়, যাহার অর্থ হয় অন্তিমকালে ইসলামের মুজাদ্দিদ বা ইসলামের পুনরুজ্জীবনকারী এবং শী'আদের মধ্যে এই নামটি একজন প্রতীক্ষিত সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ইমামের জন্য নির্ধারিত হইয়া যায়।

১২ ইমামী (ইছ্'না' 'আশারিয়্যাঃ) শী'আঃগণ এই ইমামকে আল-মাহ্দী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু সুন্নী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতীক্ষিত ভাবী সংস্কারক (আল-মাহ্দী) শী'আদের ঐ আল-মাহ্দী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুন্নী মুসলিমদের মত এই যে, মুসলিমগণ নিজেরাই নিজেদের শাসন পরিচালনা করিবেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের চেষ্টায় অবশ্যই সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন। যে কোন সময়েই তাঁহাদের বিজ্ঞ 'আলিম (মুজ্তাহিদ)-গণ কু'র্আন, সুন্নাঃ এবং কি'য়াস—এই তিনটি মূলনীতির সাহায্যে ইসলামের যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে (ইজ্মা') পৌঁছিতে পারিয়াছেন তখনই উহা অবিসংবাদিত সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে এবং প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে উহা মানিয়া লওয়া ঈমানের একটি অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে অতীতে প্রয়োজনীয় সমস্যার মীমাংসা ও সকল সংস্কার সাধিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হইবে। সর্বশেষ সংস্কারকরূপে আবির্ভূত হইবেন ইমাম মাহ্দী। ইহাই সুন্নীদের মত। সংস্কারক এবং শাসন-কর্তারূপে আল-মাহ্দী অথবা 'ঈসা ('আ)-এর আগমনের পর তিনি যে সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করিবেন, তাহাতে যুগে যুগে মুজতাহিদগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, মুসলিমদের সেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তই প্রতিফলিত হইবে। মুসলিমগণ শুধু যে নিজেদের শাসন-ব্যবস্থাই পরিচালনা করিবেন তাহা নহে; বরং তাঁহারাই হযরত (স')-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ প্রত্যাদেশের চূড়ান্ত এবং অবিসংবাদিত ব্যাখ্যা দান করিবেন। পক্ষান্তরে শী'আঃ সম্প্রদায় মুসলিম সাধারণের মধ্যে অথবা তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের মুজ্তাহিদগণের মধ্যে এইরূপ কোন ক্ষমতা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মুসলিম জনগণ শুধু কু'র্আন, সুন্নাঃ, কি'য়াস এবং ইজ্মা' দ্বারা কোন নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে না, কেবলমাত্র ইমামের উপদেশ (তা'লীম) দ্বারাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে (তু. Goldziher, Streitschrift des Gazali gegen die Batiniya Secte, passim)। শী'আদের মতে—মাহ্দী সর্বপ্রকার পাপ ও ভ্রম হইতে রক্ষিত (মা'সূ'ম), তাঁহারই কর্তব্য হইল মানুষের কাছে ইসলামের ব্যাখ্যা দান করা। সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন অভ্রান্ত এবং সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ইমামে বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে সেই অন্ধ অনুগমন (تقليد) যাহা সুন্নীগণ প্রত্যাখ্যান করেন। শী'আদের মতে তাঁহাদের মুজ্তাহিদ হইতেছেন ঈপ্সিত ইমামের মাধ্যমমাত্র। কাজেই মুজ্তাহিদের ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারে। গুপ্ত ইমাম যখন আসিবেন, তিনি ঐশী ক্ষমতাবলে (Divine right) ব্যক্তিগতভাবে দেশ শাসন করিবেন। তিনিই মাহ্দী আখ্যায় পরিচিত হইবেন। সুন্নী মতে 'মাহ্দী'-র অর্থ হইতে ইহা সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

পাপ ও ভ্রম হইতে মুক্ত অর্থাৎ নিষ্পাপ হওয়ার ধারণা সুন্নী মুসলিম-দের মধ্যে একমাত্র নবী-রাসূলগণের জন্যই সীমাবদ্ধ। তাঁহাদের মতে নবী (স')-র কোন উত্তরাধিকারী (খলীফা) মা'সূ'ম নহেন। কেননা ঈপ্সিত মাহ্দী নিশ্চিতভাবেই হযরত (স')-এর বিশেষ একজন খলীফামাত্র, নবী নহেন। সুন্নীদের মতে—'ঈসা ('আ) নবীরূপে তাঁহার অধিকার লইয়া আসিবেন না; বরং তিনি মুহ'াম্মাদ (স')-এর বিধান (শারী'আত) অনুসারে চলিবেন ('ঈসা দ্র.)।

আল্-মাহ্দী সম্পর্কে শী'আঃ এবং সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য পার্থক্য এই যে, আল্-মাহ্দী শী'আঃ মতবাদের একটি মুখ্য অঙ্গ, কিন্তু সুন্নীদের নিকট উহা মুখ্য অঙ্গ নহে। সুন্নীদের বিশ্বাস এই যে, একজন সর্বশেষ ধর্ম-সংস্কারক আসিবেন কি'য়ামাতের নিদর্শন হিসাবে। তিনিই মাহ্দী বলিয়া অভিহিত হইবেন। সাহ'ীহ' মুসলিম এবং বুখারীর কোনটিতেই 'মাহ্দী' শব্দের উল্লেখ নাই। অনুরূপভাবে কতিপয় সুন্নী ধর্মতাত্ত্বিক মাহ্দী সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই। আল-ঈজীর মাওয়াকিফে মাহ্দীর উল্লেখ নাই এবং নির্ধারিত কি'য়ামাতের লক্ষণগুলির (আশ্রাতু'স-সা'আঃ, তু. প্রবন্ধ কি'য়ামাঃ) মধ্যেও মাহ্দী স্থান পায় নাই। নাসাফী তাঁহার 'আক'াইদ-এ শুধুমাত্র দাজ্জাল এবং 'ঈসা ('আ)-এর অবতরণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাফ্তাযানী-র টীকায় যে দশটি নিদর্শনের উল্লেখ আছে, তাহাতেও মাহ্দীর কথা নাই। এমন কি সর্বজনপ্রিয় ধর্মতাত্ত্বিক আল-গাযালী (র)-ও তাঁহার ইহ্'য়া'র সর্বশেষ খণ্ডে চরম সময়ের লক্ষণগুলির মধ্যে মাহ্দীর উল্লেখ করেন নাই। উহাতে হ'জ্জের আলোচনা সূত্রে দাজ্জালের আবির্ভাব, হযরত 'ঈসা ('আ)-এর অবতরণ এবং তৎকর্তৃক দাজ্জাল নিহত হওয়া সম্পর্কে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত রহিয়াছে (সংস্করণ ১৩০৪, ১ : ২১৮; ইত্হ'াফ, সায়্যিদ মুরতাদ'ার শারাহ'. ৪ : ২৭৯)। মাহ্দী নামটি মূল গ্রন্থে বা টীকায় কোথাও উল্লিখিত হয় নাই।

যাহা হউক, মাহ্দী নামের উল্লেখ ও তাঁহার বিবরণ বহু হ'াদীছে'

পাওয়া যায় এবং উহার বিস্তারিত আলোচনা বহু গ্রন্থে করা হইয়াছে, যেমন আবূ 'আবদিল্লাহ্ আল-কু'রতু'বীর (মৃ. ৬৭১/১২৭৩, Brockelmann, GAL[2], i, 529) তায্'কিরা-য় যাহা আমরা আশ-শা'রানী (মৃ. ৯৭৩/১৫৬৫) কৃত মুখ্তাস'ার-এ উদ্ধৃত পাই, (Brockelmann, GAL[2], ii. 441, ed. Cairo 1324) এবং সাম্প্রতিক এক লেখক হ'াসান আল্-'ইদ্ব'ী আল-হ'ামযাবি'র (মৃ. ১৩০৩/১৮৮৬, Brockelmann, GAL[2], ii, ৬৩৮, বিভিন্ন সংস্করণ) মাশারিকু''ল-আনওয়ার-এ মাহ্দীর উল্লেখ আছে।

মাহ্দী সম্পর্কিত ধারণার নিশ্চিত ভিত্তি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট বিবরণ ইব্ন খাল্দূন (মৃ. ৮০৮/১৪০৬) তাঁহার মুক'াদ্দামায় দিয়াছেন (ed. Quatremere, ii, 142 প., Transl. by De Slane, ii, 158 প.)। ইব্ন খাল্দূনের বর্ণনাটি এইরূপঃ হযরত ফাতি'মাঃ (রা)-র বংশধর (আল-মাহ্দী) সম্বন্ধে লোকে কি ধারণা করে ও তৎসম্বন্ধে অস্পষ্টতা দূরীকরণ অধ্যায়। যুগে যুগে সাধারণ মুসলিমদের (الكافة) মধ্যে এই ধারণা চলিয়া আসিতেছে (مشهور) যে, শেষ সময়ে নবী (স')-এর পরিবারবর্গের (আহ্লু'ল-বায়ত) এক ব্যক্তি, যিনি ধর্মের (دين) সহায়তা করিবেন, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং মুসলিমগণ যাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবেন এবং যিনি মুসলিম রাজ্যসমূহে রাজত্ব করিবেন, তিনি আল্-মাহ্দী বলিয়া অভিহিত হইবেন। দাজ্জাল-এর আবির্ভাব এবং সর্বশেষকালের অন্যান্য লক্ষণসমূহ (আশ্রাতু''স-সা'আঃ) তাঁহার আবির্ভাবের পরে প্রকাশ পাইবে। 'ঈসা ('আ) মাহ্দীর আবির্ভাবের পরে অবতরণ করিবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করিবেন অথবা 'ঈসা ('আ) মাহ্দীর সহিত এক সঙ্গেই অবতীর্ণ হইবেন এবং দাজ্জালকে হত্যার ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। 'ঈসা ('আ) স'ালাতে মাহ্দীর ইমামাত অনুসরণ করিবেন। এই বর্ণনার সমর্থনে যে সকল হ'াদীছ' উদ্ধৃত হইয়াছে সেইগুলির মধ্যে কোন-কোনটি বিশেষজ্ঞদের মতে প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য এবং কোন কোনটি অন্য হ'াদীছ' দ্বারা খণ্ডিত এবং অপ্রামাণ্য বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। সূ'ফীগণ তাঁহাদের প্রধান পদ্ধতি কাশ্ফ (كشف)-এর সাহায্যে মাহ্দীর আগমন সম্পর্কীয় মতবাদ প্রমাণ করিয়াছেন।

ইব্ন খাল্দূনের সময়কার ইহাই সুপ্রচলিত বিবরণ, কিন্তু এই বর্ণনাধারার প্রতি ইব্ন খাল্দূনের সমর্থন ছিল না। তিনি সংস্কারক মাহ্দী প্রসঙ্গে ২৪টি হ'াদীছ' (ছয়টি সূত্রে রিওয়ায়াত, তারতম্যসহ) উল্লেখ করেন এবং ইহাদের প্রামাণ্যতার সমালোচনা করেন। উক্ত হ'াদীছ'গুলির মধ্যে ১৪টিতে মাহ্দীর উল্লেখ আছে। মাহ্দী সম্পর্কিত হ'াদীছ'সমূহের বরাতের জন্য দেখুনঃ আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বালের মুসনাদ, আবূ দাউদের সুনান, তিরমিয'ীর জামি', ইব্ন মাজাঃ-র সুনান, Wensink's Handbook under Mahdi, আল-বাগা-ব'ীর মাস'াবীহ''স-সুন্নাঃ, ২খ, ১৩৪, কায়রো ১৩১৮ হি. সংস্করণ এবং মিশ্কাতু'ল-মাস'াবীহ', পৃ. ৩৯৯—৪০১, দিল্লী ১৩২৭ হি. সংস্করণ। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে ইব্ন খাল্দূন কর্তৃক উদ্ধৃত হ'াদীছে'র কয়েকটি মাত্র পাওয়া যাইবে। পক্ষান্তরে আল্-কু'রতু'বীর তায'কিরায় (পৃ. ১১৭—১২১, কায়রো সংস্করণ ১৩২৪ হি.) আরও বহু হ'াদীছ' বিস্তারিত বর্ণনাসহ আছে যাহা ইব্ন খাল্দূন উদ্ধৃত করেন নাই। কু'রতু'বীর তায্'কিরায় স্পেন বিজয় এবং পুনর্বিজয়ের কথা রহিয়াছে নবীর ভবিষ্যদ্বাণীরূপে। কু'রতু'বীর উল্লিখিত মাহ্দীর আবির্ভাব হইবে "মাগ'রিব' হইতে (মাস্সাঃ নামক সমুদ্র উপকূলস্থিত মাগ্'রিবের পাহাড় হইতে), কিন্তু অন্যান্য হ'াদীছে' তাঁহার আবির্ভাবের স্থানরূপে সিরিয়া বা খুরাসানের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে দেখা যায়, একবার মাগ্'রিবে এবং পুনর্বার মক্কায় মুসলিমগণ মাহ্দীর আনুগত্য স্বীকার করিবেন। ঐ বর্ণনায় বানূ কাল্ব গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা, যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী এবং কাল্ব সমর্থিত সুফ্য়ানীর (আবূ সুফ্য়ান বংশোদ্ভূত) পরাজয় ও নিহত হওয়ার কথাও রহিয়াছে।

ত'াবারী কর্তৃক তাঁহার তাফ্সীরের সূরাঃ ৩৪ঃ৫১ (খণ্ড ২২, পৃ. ৬৬ পাদটীকা)-এ উদ্ধৃত একটি হ'াদীছে' একটি অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে। হযরত (স') একটি বিশৃঙ্খলার কথা (ফিত্নাঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার সৃষ্টি হইবে পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে। এই হ'াদীছ'টিকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন গ্রন্থে একাধিক ঘটনাকে সংশ্লিষ্ট করিয়া ঐ বিশৃঙ্খলার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

আল্ মাহ্দী সম্পর্কে বেশীর ভাগ হ'াদীছ' হযরত (স')-এর যবানী, কয়েকটি মাত্র হযরত 'আলী (রা)-এর যবানীতে বর্ণিত। হ'াদীছ'গুলির মর্ম সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

সে (মাহ্দী) আমার পরিবারের লোক (মিন্ আহ্লি বায়তী); সে আমারই স্বজনের একজন হইবে (মিন্ 'ইত্রাতী), আমার অনুসারীদের মধ্য হইতে (মিন্ উম্মাতী) হইবে, সে ফাতি'মার সন্তানগণের মধ্য হইতে হইবে (মিন ওয়ালাদি ফাতি'মাঃ), তাঁহার নাম হইবে আমার নাম, তাঁহার পিতার নাম হইবে আমার পিতার নাম। তাঁহার চরিত্র (খুল্ক') হইবে নবীর চরিত্র; কিন্তু আকৃতি (খাল্ক') আমার হইবে না, [এই হ'াদীছ'টি 'আলী (রা) প্রমুখাৎ বর্ণিত]; তাঁহার ললাটের উপর কেশ থাকিবে না, তাঁহার নাসাগ্র হইবে সূক্ষ্ম ও উন্নত, তিনি দেখিতে পাইবেন জগত অন্যায় এবং অধর্মে পরিপূর্ণ। যদি কেহ মুখে আল্লাহ্ উচ্চারণ করে, তাহাকে হত্যা করা হয়। তিনি জগতকে সুবিচার এবং ন্যায়-নীতিতে পরিপূর্ণ করিবেন, তিনি প্রহার করিয়া লোককে আল্লাহ্র (الحق) দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করিবেন। মুসলিমগণ তাঁহার অধীনে এমন সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করিবে যাহা পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই, মাটি প্রচুর ফসল উৎপাদন করিবে, আকাশ পর্যাপ্ত পানি বর্ষণ করিবে, অর্থের এরূপ প্রাচুর্য হইবে যে, মানুষ উহা মাড়াইয়া চলিবে, উহার হিসাব-নিকাশের রীতি থাকিবে না। কেহ দাঁড়াইয়া বলিবে, "হে মাহ্দী! আমাকে কিছু দাও।" তিনি বলিবেন, "লও।" তখন সে যে পরিমাণ বহন করিতে পারিবে সেই পরিমাণ অর্থ তিনি তাহার জামা-কাপড়ে ঢালিয়া দিবেন। বলা হয়, এই বর্ণনা স'াহ'ীহ' মুসলিমে বর্ণিত একটি হ'াদীছে'র সংগত বা অসংগত ব্যাখ্যাস্বরূপ। মুসলিমের হ'াদীছ'টি এইঃ "আমার উম্মাতের শেষ সময়ে একজন খলীফার আবির্ভাব হইবে যিনি ধন-সম্পদ বিতরণ করিবেন বিনা গণনায়।" এই খলীফা এবং শেষ সময়ে অর্থের প্রাচুর্য সম্বন্ধে Wensinck's Handbook, p. 100b, foot-note-এর বর্ণনাসমূহ দেখুন। কিন্তু এই হ'াদীছে' এবং মুসলিম ও বুখারী গ্রন্থদ্বয়ে কোথায়ও 'মাহ্দী' শব্দটির উল্লেখ নাই। পুনঃ 'মাহ্দী আমাদেরই একজন, আমার পরিবারবর্গের একজন, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আল্লাহ্ তাঁহার উত্থান ঘটাইবেন, মাহ্দী পাঁচ, সাত কিংবা নয় বৎসর রাজত্ব করিবেন।" বিপর্যয়ের (ফিত্নাঃ) সময় তাঁহার আবির্ভাবের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। এই হ'াদীছ'গুলির কোনটির মতে তিনি পূর্ব (মাশরিক', খুরাসান) হইতে, অন্য কোনটির মতে অক্সাস (Oxus) নদীর অপর পার হইতে আগমন করিবেন।

অপর হ'াদীছ' (অর্থাৎ কু'র্তু'বী, ইব্ন খাল্দূন, পৃ. ১৭১-১৭৬) দৃষ্টে তিনি মাগ্'রিবের বিস্তৃত অজ্ঞাত অঞ্চল হইতে আগমন করিবেন।

কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে দাজ্জালের আবির্ভাবের উল্লেখ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হ'াদীছ'গ্রন্থে বিভিন্ন হ'াদীছে' পাওয়া যায়। আল-মাহ্দী নামের উল্লেখ তিরমিয'ী, আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজার হ'াদীছ' গ্রন্থগুলিতে রহিয়াছে। একটি হ'াদীছে' হযরত -এর একটি উক্তিতে দেখা যায় 'লা মাহ্দী ইল্লা 'ঈসা'। ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলেন যে, হযরত 'ঈসা ('আ) এবং মাহ্দী অভিন্ন। এই ধারণার স্বপক্ষে তাঁহারা আরও বলেন যে, হযরত 'ঈসা ('আ)-ই কেবল 'মাহ্দ' (দোল্না) হইতে অর্থাৎ শৈশবাবস্থায় কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এই ধারণা সত্য নহে। হযরত 'ঈসা ('আ) ব্যতীত আরও কতিপয় ব্যক্তির দোলনায় কথা বলার নজীর আছে। হ'াদীছ'টির অর্থ এই যে, হযরত 'ঈসা ('আ) ও মাহ্দী এক ব্যক্তি নহেন; বরং তাঁহারা একই সময়ে আবির্ভূত হইবেন। অতীতে যাঁহারা নিজদিগকে মাহ্দী বলিয়া দাবী করিয়াছেন তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন:

Mahdi by Margoliouth in Hastings Encyclopaedia of Religion and Ethics, viii. 336-340 and Goldziher, Vorlesungen, 231, 268, 291.

সুদানী মাহ্দীর তথ্যের জন্য বিশেষভাবে দেখুন: Snouck Hurgronje's article Der Mahdi, reprinted in Verspr. Geschr, i. p. 147—181, ইহাতে ইসলামে ধর্মসংস্কারকের ধারণার উৎপত্তি, মূলভিত্তি এবং ইতিহাসও বিবৃত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী: প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। Snouck Hurgronje, Goldzihr এবং Margoliouth লিখিত গ্রন্থ তিনটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাহ্'মূদ হ্'াসান, মাওলানা (محمود حسن مولانا) শায়খু'ল-হিন্দ উপাধিতে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ১২৬৮/১৮৫১ সালে ভারতের যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বেরেলী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা যু'ল্-ফিক'ার 'আলী। তিনি ছিলেন বেরেলীর শিক্ষা বিভাগের সরকারী ডেপুটি ইন্সপেক্টর। 'আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপর তাঁহার দক্ষতা ছিল অপরিসীম। 'আরবী ভাষায় তিনি বহু কবিতা ও শোকগাথা রচনা করিয়াছেন। তিনি বহু জটিল 'আরবী গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। যথা দীওয়ানু'ল-হ'ামাসাঃ-র ভাষ্য তাস্হীলু'দ-দিরাসাঃ, দীওয়ানু'ল-মুতানাব্বী-র ভাষ্য তাস্হীলু'ল-বায়ান, ক'াস'ীদাতু'ল-বুরদাঃ-র ভাষ্য 'ইত্'রু'ল-ওয়ারদাঃ, বানাত সু'আদ-এর ভাষ্য আল-ইরশাদ, আস্-সাব'উ'ল-মু'আল্লাক'াত-এর ভাষ্য আত্-তা'লীক'াত প্রভৃতি। মাওলানা মাহ্'মূদ হ'াসান শৈশবে মিয়াঁজী মঙ্গলুরীর নিকট কু'রআন মাজীদ এবং মিয়াঁজী 'আবদু'ল-লাত'ীফ-এর নিকট ফারসী ভাষার প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি ফারসী ভাষার উচ্চ স্তরের গ্রন্থসমূহ এবং 'আরবী ভাষার প্রাথমিক গ্রন্থসমূহ তাঁহার চাচা মাওলানা মাহতাব 'আলীর নিকট অধ্যয়ন করেন। যখন তিনি তাঁহার পিতৃব্যের নিকট কু'দূরী, তাহ্যী'ব প্রভৃতি কিতাব পড়িতেছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল পনর বৎসর। এই সময়ে তাঁহার পিতা মাওলানা যু'ল-ফিক'ার 'আলী (মৃ. ১৯০৪ খৃ.), মাওলানা ফাদ্'লু'র-রাহ্'মান (মৃ. ১৮৯৯ খৃ.) এবং হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ 'আবিদ হ'সায়ন (মৃ. ১৯১৩ খৃ.) প্রমুখ মনীষী দেওবান্দে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করার প্রস্তাব করেন এবং ৩০ মে, ১৮৬৭ খৃ. দেওবান্দের প্রসিদ্ধ ছাত্তা মস্জিদের আনার বৃক্ষের নীচে মাওলানা মুহ'াম্মাদ ক'াসিম নানুতাব'ীর পৃষ্ঠপোষকতায় দারু'ল-'উলূম মাদ্রাসা (দ্র. দেওবান্দ) স্থাপিত হয়। মাওলানা মাহ্'মূদ হ'াসানই ছিলেন এই মাদ্রাসার প্রথম শিক্ষার্থী এবং এইখানে তিনি যাঁহার নিকট প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন, তিনি হইলেন মাওলানা মুল্লা মাহ্'মূদ। দারু'ল-'উলূম দেওবান্দের স'াদ্র মুদার্রিস মাওলানা মুহ'াম্মাদ য়া'কূ'ব নানুতাব'ীর নিকটও তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ১২৮৬ হি. সনে তিনি হ'াদীছ'শাস্ত্রের সিহ'াহ্ সিত্তাঃ ও অন্যান্য শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন মাওলানা মুহ'াম্মাদ ক'াসিম নানুতাব'ীর নিকট। তিনি তাঁহার পিতা মাওলানা যু'ল্ফিক'ার 'আলীর নিকট 'আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি ১২৮৯ হি. সনে দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক হিসাবে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। ১৯ যু'ল্কা'দাঃ, ১২৯০ হি. তিনি দারু'ল-'উলূম-এর দাস্তারবান্দী অনুষ্ঠানে দাস্তার-ই-ফাদ'ীলাত ও তাক্মীল-এর সনদ লাভ করেন। পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া ১৩০৫ হি. সনে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী শিক্ষায়তনের স'াদ্র মুদার্রিস ও শায়খু'ল-হ'াদীছ'-এর পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ও আধ্যাত্মিক সাধনায় অত্যন্ত অগ্রগামী। যে কোন শাস্ত্রের যে কোন গ্রন্থ পূর্ব প্রস্তুতি ব্যতীত তিনি সুদক্ষভাবে পড়াইতে পারিতেন, বিশেষত হ'াদীছ'-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় তিনি ছিলেন অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ভারত, মক্কা, মদীনা, মাওসিল, বস্রা, বাল্খ, বুখারা, হিরাত, কান্দাহার, কাবুল, তুরস্ক প্রভৃতি এলাকার ছাত্রদের সংখ্যা ছিল তাঁহার দরসে (পাঠচক্রে) সর্বাধিক। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল তিনি দেওবান্দ দারু'ল-'উলূম মাদ্রাসায় হ'াদীছ'-এর অধ্যাপনা করেন। এতদ্ব্যতীত মক্কা এবং মদীনায়ও তিনি হ'াদীছে'র পাঠ দান করেন। খ্যাতনামা বহু 'আলিম তাঁহার শাগ্রিদ ছিলেন। তন্মধ্যে শায়খু'ল-ইসলাম সায়্যিদ মাওলানা হ'সায়ন আহ্'মাদ মাদানী, হ'াকীমু'ল-উম্মাত মাওলানা আশরাফ 'আলী থানাব'ী, মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী, মুফ্তী কিফায়াতুল্লাহ দেহ্লাব'ী, মাওলানা সায়্যিদ আস্'গ'ার হ'সায়ন, মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা হ'াবীবু'র-রাহ'মান দেওবান্দী, শায়খু'ল-আদীব মাওলানা ই'জায্ 'আলী, শায়খু'ল-হ'াদীছ' মাওলানা ফাখ্রু'দ-দীন এবং 'আল্লামাঃ মুহ'াম্মাদ ইব্রাহীম বালয়াব'ী প্রমুখ মনীষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা মুহ'াম্মাদ ক'াসিম নানুতাব'ীর নেতৃত্বে প্রায় একশত 'আলিম হ'াজ্জযাত্রী কাফিলার সংগে ১২৯৪ হি. সনের শাওয়াল মাসে শায়খু'ল-হিন্দ হ'াজ্জে গমন করেন। মদীনায় অবস্থানরত শাহ 'আবদু'ল-গ'ানী মুহ'াদ্দিছ'-এর নিকট হইতে হ'াদীছে'র ইজাযাত লাভ করেন এবং মক্কায় অবস্থানরত হ'াজী ইম্দাদুল্লাহ মুহাজির-ই-মাক্কীর হস্তে মাওলানা নানুতাব'ীর ইরশাদ-এ বায়'আত গ্রহণ করিয়া খিলাফাত লাভ করেন। তদুপরি ১২৯৭ হি. সনে মাওলানা মুহ'াম্মাদ ক'াসিম নানুতাব'ী-র ইন্তিকালের পর মাওলানা রাশীদ আহ্'মাদ গাঙ্গুহীর হাতেও বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁহার খিদমাতে অবস্থান করিয়া ত'ারীক'াতের (আধ্যাত্মিক সাধনার) পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। পাঠদানের সময়ের পর অবশিষ্ট সময় তিনি যি'ক্র ও মুরাক'াবায় রত থাকিতেন। মাওলানা গাঙ্গুহীও তাঁহাকে খিলাফাত প্রদান করেন।

List>

১৮৫৭ খৃস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে মাহ্'মূদ হ'াসানের বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর। ইংরেজদের লোমহর্ষক অত্যাচার তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং অত্যাচারের কাহিনীও অন্যদের প্রমুখাত শুনিতে পাইয়াছিলেন। তদুপরি ওয়ালিয়ুল্লাহ দলের নেতৃবৃন্দ সরা-সরি ১৮৫৭ খৃ. স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাহ'মূদ হ'াসান এই দলের নেতৃদ্বয় মাওলানা মুহ'াম্মাদ ক'াসিম নানূতাব'ী ও মাওলানা রাশীদ আহ্'মাদ গাঙ্গুহীর খিদমাত ও সংস্পর্শে থাকিয়া জাহিরী ও বাতি'নী 'ইল্ম ব্যতীত জিহাদী প্রেরণাও লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক আন্দোলন সংগঠন করার মনস্থ করেন এবং ১৩২৭/ ১৯০৯ সালে দারু'ল-'উলূম দেওবান্দের সকল পুরাতন ছাত্রকে দারু'ল-'উলূম মাদ্রাসার দাস্তারবান্দী অনুষ্ঠানে আহ্বান করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্র ও প্রাক্তন ছাত্র অংশ গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের সমন্বয়ে 'জাম্'ইয়্যাতু'ল-আনস'ার' নামক একটি সংস্থা গঠিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তি ইংরেজ, ফ্রান্স ও রুশ সম্মিলিতভাবে একটি গোপন চুক্তি করিয়া তুরস্কের ইসলামী হু'কূমাতকে চিরতরে বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইটালী ত্রিপলী আক্রমণ করে। ফ্রান্স মরক্কো ছিনাইয়া লয়। বলকানের খৃস্টানগণ তুরস্কের উপর পুনঃপুনঃ আক্রমণ চালাইতে থাকে। এই-রূপ সংকটময় মুহূর্তে শায়খু'ল-হিন্দ দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ মাদ্রাসা ১৫ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন এবং সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে তুরস্কের সাহায্যার্থে চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য ভারতের সর্বত্র প্রেরণ করেন। অপরদিকে শায়খু'ল-হিন্দ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিপ্লব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইংরেজদের ক্ষমতা বিলোপ করি-বার মানসে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

শায়খু'ল-হিন্দ অত্যন্ত গোপনে সাংগঠনিক কাজ আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত শাগ্রিদ ও বন্ধু-বান্ধবকে তাঁহার সংগঠনের সদস্য করেন এবং বিভিন্ন স্থানে ইহার গোপন কেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা হইতে বিপ্লব সংঘটনের পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি হ'াজী তুরঙ্গযায়ীর নেতৃত্বে ইয়াগি'-স্তান কেন্দ্র হইতে ইংরেজদের উপর আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতদসঙ্গে সারা ভারতের গোপন কেন্দ্রসমূহ হইতে স্বাধীনতা যুদ্ধ তৎপরতা জোরদার করেন। অপরদিকে বহির্বিশ্বের সমর্থন ও সাহায্য লাভের জন্য তিনি মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে ১৯১৫ খৃ. কাবুল প্রেরণ করেন। তুরস্ক সরকারের সাহায্য ও সমর্থন লাভের আশায় তিনি ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ খৃ. হি'জায গমন করেন। হি'জাযের গভর্নর গ'ালিব পাশা এবং মদীনায় আগত আনওয়ার পাশা ও জামাল পাশার সহিত সাক্ষাত করিয়া তিনি তুর্কী সরকারের পক্ষ হইতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস পান। এই পরিপ্রেক্ষিতে গ'ালিব পাশা স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত নির্দেশনামা ও সাহায্যের আশ্বাসবাণী ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ইহাই গ'ালিবনামাহ নামে অভিহিত। এই গ'ালিব-নামাহ মুদ্রণ করিয়া ইয়াগি'স্তানের আযাদ মিশন (স্বাধীনতা আন্দোলন মিশন)-এর সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অতঃ-পর শায়খু'ল-হিন্দ হি'জায হইতে বাগদাদ ও বেলুচিস্তানের পথে ইয়া-গি'স্তানের আযাদ মিশনে পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। অপর-দিকে মক্কার গভর্নর শারীফ হু'সায়ন তুর্কী খিলাফাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ইংরেজদের সহিত আঁতাত গঠন করেন। ইংরেজদের ইঙ্গিতে শায়খু'ল-হিন্দ ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ মাওলানা সায়্যিদ হু'সায়ন আহ্'মাদ মাদানী, মওলানা 'উযায়রগুল, হ'াকীম নুস'রাত হু'সায়ন এবং মাওলাব'ী ওয়াহ'ীদ আহ্'মাদকে শারীফ হু'সায়ন গ্রেফতার করেন। পক্ষান্তরে মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী গ'ালিবনামাহ প্রাপ্ত হইয়া আফগানিস্তানের আমীর হ'াবীবুল্লাহ খানের সহিত আলোচনা করিয়া কোন্ পথে কোন্ তারিখে এবং কিভাবে ভারত আক্রমণ করা হইবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি আমীর হ'াবীবুল্লাহ খান ও তাঁহার পুত্রদ্বয় আমা-নুল্লাহ খান, নাস্'রুল্লাহ খান এবং 'ইনায়াতুল্লাহ খানের দস্ত-খতসহ উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ জনৈক পারদর্শী শিল্পীর সাহায্যে রেশমী রুমালে লিপিবদ্ধ করান। হি'জাযে শায়খু'ল-হিন্দের নিকট প্রেরণ করার সময়ে পথিমধ্যে উহা ইংরেজদের হস্তগত হইয়া যায়। ইহাই রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র নামে অভিহিত। ফলে শায়খু'ল-হিন্দের বৈপ্লবিক আন্দোলনের গোপন তথ্য ফাঁস হইয়া যায়। এই বিপ্লবের বিশদ তথ্য উদ্ঘাটন ও ইহার মূলোচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। ইহাই রাওলেট কমিটি। ১৯১৬ খৃ. এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু শায়খু'ল-হিন্দের বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করিতে তাহারা সক্ষম হইল না ; বরং অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য পরিবেশন করিল। শায়খু'ল-হিন্দ ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দকে ইংরেজগণ মাল্টা প্রেরণ করে। তথায় তাঁহাদিগকে তিন বৎসর দুই মাসকাল কারাবন্দী রাখার পর ৮ জুন, ১৯২০ খৃ. মুক্ত করিয়া দেয়। সারা ভারতের নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ তাঁহাদিগকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা জানায়। ভারতে আগমন করিয়া মাওলানা খিলাফাত আন্দোলনে যোগদান করেন। খিলাফাত কমিটি তাঁহাকে 'শায়খু'ল-হিন্দ' উপাধিতে ভূষিত করে। ফলে ইহা তাঁহার নামের অংশে পরিণত হয়। তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অসহযোগের ফাত্ওয়া প্রদান করেন। ইহাতে সারা দেশে এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এমন কি আলীগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতেও জনগণ উদ্যত হইয়া পড়ে। এই সময়ে অসুস্থ থাকিলেও তিনি আলীগড়ে গমন করেন এবং ১৯ অকটোবর, ১৯২০ খৃ. জামি'আঃ মিল্লিয়্যাঃ ইসলামিয়্যার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন, উহা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আরও অধিক অসুস্থ হইয়া পড়িলে চিকিৎসার জন্য তিনি দিল্লীস্থ ডক্টর মুখতার আহ'মাদ আনস'ারীর বাসভবনে অবস্থান করেন। বিজ্ঞ হ'াকীম আজমাল খান ও হ'াকীম 'আবদু'র-রায্যাক' তাঁহার চিকিৎসা করিতে থাকেন। এই সময়ে ১৯, ২০ ও ২১ নভেম্বর, ১৯২০ খৃস্টাব্দে জাম'ইয়্যাত-ই উলামা'-ই হিন্দ-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থাতেও সভাপতিত্ব করেন। মোটকথা, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দেশ, জাতি ও স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে থাকেন। ৩০ নভেম্বর, ১৯২০ খৃ. তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন দেশ দরদী এই মহাবীর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, অসি হস্তে বীর বেশে জিহাদের ময়দানে তিনি শাহাদাত বরণ করিতে পারিলেন না, শয্যাতেই মৃত্যুবরণ করিতে হইল! একটু পরে সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় দিল্লীস্থ ডক্টর মুখতার আহ'-মাদ আনস'ারীর বাসগৃহে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং দেওবান্দে সমাধিস্থ হন।

List>

সারা জীবন অধ্যাপনা ও রাজনৈতিক সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও শায়খু'ল-হিন্দ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন। তাঁহার কতিপয় স্মরণীয় রচনা ঃ (১) আল-আদিল্লাতু'ল-কামিলাঃ (الادلة الكاملة), (২) ঈদ'াহ'ল-আদিল্লাঃ (ايضاح الادلة), (৩) আহ'সানু'ল-কু'রা (احسن القرى), (৪) আল-জুহদু'ল-মুকি'ল্ল (الجهد المقل), (৫) আল-ইফাদাতু'ল-মাহ'মূদিয়্যাঃ (الافادة المحمودية), (৬) আল-আবওয়াব ওয়া'ত-তারাজিম (الابواب و التراجم), (৭) তাস'হ'ীহ' আবী দাঊদ (تصحيح ابى داؤد), (৮) কুল্লিয়্যাত-ই-শায়খু'ল-হিন্দ (كليات شيخ الهند), (৯) হ'াশিয়াঃ-ই-মুখ্তাস'ারু'ল-মা'আনী, (১০) তার্জামাতু'ল-কু'রআনিল-মাজীদ (ترجمة القرآن المجيد)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মাওলানা সায়্যিদ হ'সায়ন আহ'মাদ মাদানী, নাক'শ-ই-হ'ায়াত, ২খ, দেওবান্দ ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ১৩০-৩২, ১৪৮-৫৩, ২০০-৭০ ; (২) ঐ লেখক, আসীর-ই-মাল্টা, লাহোর, তা. বি., ৯-১৬, ২০, ৩৩-৪০, ১০৫-১১৪ ; (৩) মাওলানা সায়্যিদ আস'গার হ'সায়ন, হ'ায়াত-ই-শায়খু'ল-হিন্দ, লাহোর ১৯৭৭ খৃ., পৃ. ১৭-২৫, ৩০-৩৩, ৪০-৮৩, ১৮০-১৯৯ ; (৪) মাওলানা 'আবদু'ল-হ'ায়্যি, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, ৮খ, হায়দরাবাদ ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৪৬৫-৪৬৯ ; (৫) হ'াফিজ' ক'ারী ফুয়ূদু''র-রাহ্'মান, মাশাহীর-ই-'উলামা-ই-দেওবান্দ, ১খ, লাহোর ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৫৬৫-৫৭৬ ; (৬) সায়্যিদ মাহ'মূদ রেদ'ব'ী, তারীখ-ই-দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ ২খ, দেওবান্দ, ১৯৭৮খৃ., পৃ. ১৭৯-১৯৩ ; (৭) মাওলানা সায়্যিদ মুহ'াম্মাদ মিয়া, 'উলামা-ই-হ'াক্'ক' আওর উনকে মুজাহিদানাহ কারনামে, ১খ, দিল্লী ১৩৬৫ হি., পৃ. ১০৭-১১২, ১৩০-১৭০, ২০৯-২১৯ ; (৮) ঐ লিখক, 'উলামা'-ই-হিন্দ কা শানদার মাদ'ী, ৫খ, মুরাদাবাদ, তা. বি., পৃ. ৯৫—১০০, ১১৪—১৫২, ১৭৯—১৯০, (৯) ঐ লিখক, তাহ'রীক-ই-শায়খু'ল-হিন্দ, লাহোর ১৯৭৫ খৃ., পৃ. ১০১—১৩৭, (১০) আসীরান-ই-মাল্টা, দিল্লী ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৩—৮, ২৮—৬১ ; (১১) মুফ্তী 'আযীযু'র-রাহ'মান, তায'কিরাঃ-মাশা'ইখ-ই-দেওবান্দ, করাচী ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ২০১—২২১ ; (১২) আ. হ. ম. মুজতবা হোছাইন, মাওলানা কাসিম নানুতাবী (প্রবন্ধ),ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ১৯৮২, পৃ. ৬৮ ; (১৩) মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, হায়াতে মাওলানা হুসায়ন আহমাদ মাদানী, ঢাকা ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৬০-১০৫ ; (১৪) মাওলানা নূরুর রহমান, তায্কিরাতুল আওলিয়া, ৬খ, ঢাকা ১৯৮২ খৃ., পৃ. ৩৩—৩৭ ; (১৫) মাওলানা সা'ঈদু'র-রাহ'মান, দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ কা পাহেলা ত'ালিব-ই-'ইল্ম, মাসিক আর-রাশীদ দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ সংখ্যা, সাহীওয়াল ১৩৯৬ হি., পৃ. ৬৫৩—৬৬৪ ; (১৬) আনওয়ারু'ল-হ'াসান শেরকোটী, রেশমী রুমাল কী তাহ'রীক তক্, মাসিক আর-রাশীদ, দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ সংখ্যা, সাহীওয়াল ১৩৯৬ হি., পৃ. ২৮২—৩০২ ; (১৭) ঐ লেখক, হ'ায়াত-ই-ইমদাদ, দেওবান্দ, ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৩৫—৩৬ ; (১৮) মুফ্তী মুহ'াম্মাদ শাফী', রেডিও ইন্টারভিউ, হযরত শায়খু'ল-হিন্দ, মাসিক আল-'বালাগ', বিশেষ সংখ্যা, করাচী, ১৩৯৯ হি., পৃ. ১৩০৫—১৩২৪ ; (১৯) মাওলানা 'আশিক' ইলাহী মীরাঠী, তায্'কিরাতু'ল-খালীল, মীরাঠ, ত. বি., পৃ. ১১০—১১৬ ; (২০) মাওলানা গু'লাম রাসূল মেহের, সারগুয'াশ্ত-ই-মুজাহিদীন, লাহোর ১৯৫৭খৃ., পৃ. ৫৫২—৫৫৩, ৫৫৮—৫৫৯ ; (২১) মাওলানা 'আবদু'র-রাহ'মান, তাহ'রীক-ই-রেশমী রুমাল, লাহোর ১৯৬০ খৃ., পৃ. ১৫৯—১৯৬ ; (২২) মুফ্তী ইনতিজ'ামু'ল্লাহ শিহাবী, মাশাহীর-ই-জাঙ্গে আযাদী, করাচী ১৩৭৬ হি., পৃ. ২৭০—২৭২ ; (২৩) মাওলানা ক'ারী মুহ'াম্মাদ ত'ায়্যিব, তারীখ-ই-দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ, করাচী ১৯৭২ খৃ., পৃ. ৫৫—৫৬ ; (২৪) মাওলানা নাজমু'দ্দীন ইস'লাহ'ী, মাক-তুবাত-ই-শায়খু'ল-ইসলাম, ১খ, দেওবান্দ ১৩৭১ হি., পৃ. ৩০—৩৫ ; (২৫) মাওলানা 'আবদুল্লাহ হায়দরাবাদী, 'উলামা'-ই-দেওবান্দ আওর উর্দু আদাব, দেওবান্দ, তা. বি., পৃ. ৫০—৫১ ; (২৬) 'আবদু'ল-হ'ামীদ খান ; মারদ-ই-মু'মিন, লাহোর, ১৯৬৮, পৃ. ২০, ২৬—২৮ ; (২৭) আনজ'ার শাহ মাস'উদী, নাক্'শ-ই-দ'াওয়াম, দেওবান্দ ১৩৯৮ হি., পৃ. ২৮ ; (২৮) মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ আওর উনকী সিয়াসী তাহ'রীক, লাহোর ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২২৬—২২৭ ; (২৯) মুহ'াম্মাদ সারওয়ার, মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, লাহোর ১৯৪৩ খৃ., পৃ. ৩৩৮—৩৪০ ; (৩০) শায়খু'ল-হ'াদীছ' মাওলানা যাকা-রিয়্যা, আপবীতী, চতুর্থ সংখ্যা, সাহারানপুর ১৩৯১ হি., পৃ. ২৫-৩২ ; (৩১) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৪১ ; (৩২) I. H. Qureshi, A Short History of Pakistan, Karachi, 1967, pp. 181—182 ; (৩৩) Zia-ul-Hasan Faruqi, The Deoband School and the Demand for Pakistan, Bombay 1963, pp. 58—59 ; (৩৪) P. Hardy, The Muslims of British India, Cambridge, England 1972, pp. 186—187.

আ. হ. ম. মুজতবা হোসাইন

মাহ্র (مهر) 'আ., হিব্রু মোহার, সিরীয় মাহ্রা, বিবাহে কন্যার প্রাপ্য যৌতুক। মূলত বিনিময় মূল্য, স'াদাক'-এর সমার্থক। উহার অর্থ বন্ধুত্ব, তৎপর উপহার অর্থাৎ স্বেচ্ছাকৃত দান, কোন চুক্তির মাধ্যমে নহে। মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহের চুক্তিকালে বর কর্তৃক কন্যাকে যে অর্থ দেওয়া হয় তাহাই মাহ্র এবং উহা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়।

(১) পৌত্তলিক 'আরবে বিবাহে মাহ্র অত্যাবশ্যক শর্ত হিসাবে গণ্য হইত এবং মাহ্র প্রদানের পরই শুধু যথার্থ আইনসঙ্গত সম্পর্ক স্থাপিত হইত। মাহ্র ব্যতীত বিবাহ বন্ধনকে খুবই জঘন্য এবং অবৈধ সম্পর্ক বলিয়া বিবেচনা করা হইত। 'আন্তারের উপাখ্যানে দেখা যায় যে, মাহ্র ব্যতীত যে বিবাহ হইত, 'আরব মহিলারা উহা মর্যাদাহানিকর বলিয়া বিবেচনা করিত। তাহারা উহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিত। বিজয়ীরাই শুধু বিজিতদের কন্যাকে মাহ্র ব্যতীত বিবাহ করিত।

ইসলাম পূর্বকালে 'মাহ্র' 'ওয়ালী'র হাতে অর্থাৎ পিতা, ভ্রাতা অথবা যে আত্মীয়ের অভিভাবকত্বে (ওয়ালায়াত) কন্যা থাকিত তাহার হাতে প্রদান করা হইত। অর্থের বিনিময়ে বিবাহের স্বরূপ এখানে অধিকতর সুস্পষ্ট। প্রাচীনকালে স্ত্রী মাহ্র হইতে কিছুই পাইত না। কন্যাকে বিবাহ উপলক্ষে যাহা দেওয়া হইত, উহাকে বলা হইত 'স'াদাক''। মাহ্র যেহেতু বিনিময়স্বরূপ ছিল, কাজেই উহা ওয়ালীর নিকট প্রদান করা হইত।

তবে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর যুগের অব্যবহিত পূর্বে মাহ্র সম্ভবত অন্তত আংশিকভাবে হইলেও স্ত্রীকেই দেওয়া হইত। কু'রআন অনুসারে মাহ্র স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেওয়াই সার্বজনীন রীতিতে পরিণত হইয়াছে। মাহ্র এবং স'াদাকে'র পরস্পর সংমিশ্রণের ফলে বিনিময় মূল্য হিসাবে মাহর-এর মূল বৈশিষ্ট্য শিথিল হইয়া

List>

পড়িয়াছে এবং স্বাভাবিকভাবেই মাহ্‌র-এর পুরাতন অর্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মাহ্‌র মূলত বিবাহের বিনিময় মূল্য ছিল, দীর্ঘকালের আদান-প্রদানের এই প্রথা শুধু লৌকিকতায় পর্যবসিত হইয়া আছে।

(২) হযরত মুহ'াম্মাদ (স') 'আরবদের গোত্রীয় বিবাহ অনুষ্ঠান বহাল রাখিয়াছিলেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে উহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। কু'রআান স্ত্রীকে পণ্যসামগ্রী এবং 'মাহ্‌র'কে বিনিময় মূল্য হিসাবে গ্রহণ করে নাই; বরং উহা স্ত্রীর জন্য উপহার এবং একটি ন্যায়সঙ্গত দাবী, যাহা স্ত্রী প্রতি ক্ষেত্রেই আদায় করিতে পারিবে। এইরূপে কু'রআান আইনসঙ্গত বিবাহের ক্ষেত্রে মাহ্‌র নির্ধারণ অপরিহার্য করিয়া দেয়, "এবং যাহাদিগকে তোমরা ভোগ করিয়াছ, তাহাদিগকে নির্ধারিত মাহ্‌র প্রদান কর।" (আক্ষরিক অর্থে ফারীদ'াঃ, সম্পত্তি বণ্টন; সূরাঃ ৪ ঃ ২৪); পুনঃ "এবং স্বেচ্ছায় স্ত্রীদিগকে তাহাদের মাহ্‌র প্রদান কর" (সূরাঃ ৪ ঃ ৪), তু. সূরাঃ ৪ ঃ ২৫, ৩৪; ৫ ঃ ৫; ৬০ ঃ ১০। মাহ্‌র যেহেতু স্ত্রীর সম্পত্তি, কাজেই বিবাহ ছিন্ন হইলেও উহা স্ত্রীরই থাকিবে। "যদি তুমি একজন স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর এবং তাহাদের একজনকে প্রচুর অর্থও প্রদান করিয়া থাক, তবুও উহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিও না" (৪ ঃ ২০); "এমন কি পুরুষ যদি স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে ত'ালাক' দেয়, তবুও অবশ্যই তাহাকে অর্ধেক মাহ্‌র প্রদান করিবে" (সূরা ২ ঃ ২৩৬, ২৩৭)।

জাহিলী যুগে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীকে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশরূপে গণ্য করা হইত। মৃতের বিবাহ তাহার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে বহাল থাকিত। উত্তরাধিকারী ঐ স্ত্রীর মালিক হইত। এইরূপ বাধ্যতামূলক আত্মীয় বিবাহ বাইবেলের পূর্বভাগেও দেখা যায়। ইসলাম কু'রআানের সূরাঃ ৪ ঃ ১৯ দ্বারা এই প্রথা উচ্ছেদ করে, "হে বিশ্বাসিবৃন্দ স্ত্রীগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের সম্পত্তিতে পরিণত করার অধিকার তোমাদের নাই।"

(৩) মাহ্‌র সম্পর্কে যথেষ্ট হ'াদীছ' বর্ণিত থাকায় ফ'াক'ীহ্‌গণের পক্ষে এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণ সহজ হইয়াছে। সকল হ'াদীছ' হইতেই একথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, মাহ্‌র বিবাহ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। বুখারী কর্তৃক বর্ণিত একটি হ'াদীছ' অনুসারে বিবাহ বিধিসম্মত হওয়ার জন্য মাহ্‌র একটি অত্যাবশ্যক শর্ত, "মাহ্‌র ব্যতীত যে কোন বিবাহ বাতিল।" এই সংক্ষিপ্ত এবং মুখ্য হ'াদীছ'টি ছাড়াও বিবাহে মাহ্‌র যে একান্ত প্রয়োজন এই উদ্দেশ্যের পক্ষে বহু সংখ্যক হ'াদীছ' রহিয়াছে, যদিও সেই মাহ্‌র সামান্য জিনিসই হউক না-কেন। এই প্রসঙ্গে ইব্‌ন মাজাঃ এবং বুখারীর হ'াদীছ' উল্লেখ করা যায়, যাহাতে হযরত (স') মাহ্‌রস্বরূপ কেবলমাত্র এক-জোড়া জুতার বদলে বিবাহের অনুমতি দিয়াছিলেন এবং আর এক দরিদ্র ব্যক্তি, যাহার একটিমাত্র লোহার আংটিরও সঙ্গতি ছিল না, তাহাকে বিবাহের মাহ্‌রস্বরূপ স্ত্রীকে শুধু কু'রআানের পাঠদানের পরিবর্তে বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন।

মাহ্‌র যাহাতে খুব বেশী বা নিতান্ত কম না হয়, কতিপয় হ'াদীছে' রাসূল (স') এইদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। হযরত (স')-এর সময় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যে মাহ্‌র দেওয়া হইয়াছিল, হ'াদীছে'র সাহায্যে তাহাও আমরা জানিতে পারি, দৃষ্টান্তস্বরূপ 'আব্‌দু'র-রাহ'মান ইবন 'আওফ (রা)-এর বিবাহে এক আউন্স স্বর্ণ 'মাহ্‌র' দেওয়া হইয়াছিল। আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর বিবাহে ১০ উকিয়াঃ এবং একখানি থালা এবং সাহ্‌ল ইবন সা'দ (রা)-এর বিবাহে একটি লোহার আংটি মাহ্‌রস্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল।

হ'াদীছে' আমরা আরও অনেক স্থানে দেখিতে পাই যে, কু'র-আানের বিধানানুসারে সহবাসের পরে ত'ালাকে'র ক্ষেত্রে স্ত্রী সম্পূর্ণ মাহ্‌রের অধিকারী হইবে।

(৪) মুসলিম ফিক্'হ অনুসারে বিবাহ বর এবং পাত্রীর মধ্যে একটি পবিত্র চুক্তি ('আক্'দ), মাহ্‌র অথবা স'াদাক' ইহার অপরিহার্য অঙ্গ। মাহ্‌র বা স'াদাক' বরের পক্ষ হইতে কন্যাকে দেয় বাধ্যতামূলক স্ত্রী-ধন। মাহ্‌র ব্যতীত বিবাহ বাতিল। মাহ্‌রের স্বরূপ সম্পর্কে ফাক'ীহ্‌গণ অবশ্য একমত নন। কেহ ইহাকে কার্যত পণ্যমূল্য (যথাঃ খালীল ঃ "মাহ্‌র পণ্যমূল্যের ন্যায়") অথবা স্ত্রীর প্রতি দাবী এবং অধিকার অর্জনের বিনিময় ('ইওয়াদ') হিসাবে গণ্য করেন, কারণ ইহা চুক্তি অনুসারে প্রদত্ত বিক্রয় মূল্যের ন্যায়। পক্ষান্তরে অন্যান্য ফাক'ীহ্ মাহ্‌রকে সম্মানের প্রতীক অথবা স্ত্রীর নিজের প্রাপ্য অর্থের একটি আইনসঙ্গত যামানাত হিসাবে গণ্য করিয়া থাকেন।

আইনসঙ্গতভাবে বস্তু (মাল) বলিয়া গণ্য এমন যে কোন জিনিস মাহ্‌ররূপে প্রদান করা যাইতে পারে। কোন কাজ করার অঙ্গীকার অথবা কোন কাজ করার দ্বারা মাহ্‌র আদায় হইতে পারে। অবশ্য ইহাতে মতভেদ রহিয়াছে। উহার দৃষ্টান্ত যেমন স্ত্রীকে কু'রআান শিক্ষা দান অথবা তাহাকে হ'জ্জ করাইবার অঙ্গীকার করা। সম্পূর্ণ মাহ্‌র বিবাহকালে অথবা কিছুকাল পরে কিংবা ইহা কিস্তিবন্দীতে দেওয়া যাইতে পারে। কিস্তির ক্ষেত্রে সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে অর্ধেক অথবা দুই-তৃতীয়াংশ মাহ্‌র এবং অবশিষ্ট পরে দেওয়াও অনুমোদিত। অন্তত আংশিক মাহ্‌র আদায়ের পূর্বে স্ত্রী স্বামী-সহবাস অস্বীকার করিতে পারিবে।

দুই প্রকার মাহ্‌র প্রচলিত ঃ (ক) মাহ্‌র মুসাম্মা বা নির্দিষ্ট মাহ্‌র, অর্থাৎ বিবাহকালে যে মাহ্‌রের পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে; (খ) মাহ্‌র মিছ্'ল যাহাতে মাহ্‌রের পরিমাণ যথাযথ নির্দিষ্ট করা হয় না, বরং স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা, পারিবারিক মর্যাদা, স্ত্রীর ভগ্নী অথবা পিতৃকুলের অন্যান্য কন্যার যথাঃ ফুফু প্রভৃতির মাহ্‌রের অনুপাতে এবং গুণাগুণ অনুসারে স্বামীকে যে মাহ্‌র প্রদান করিতে হয়। যে সবক্ষেত্রে বিবাহকালে লেনদেন নির্দিষ্ট করা হয় না, সেই সব ক্ষেত্রেও এই মাহ্‌র মিছ্'লই প্রযুক্ত হইবে।

মাহ্‌র স্ত্রীর নিজ সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং উহা তাহার ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। বস্তুবিশেষ মাহ্‌রের অন্তর্ভুক্ত কি না, ইহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হইলে স্বামী হ'লাফ করিবে।

শারী'আত মাহ্‌রের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন কোনও পরিমাণ নির্ধারণ করে নাই। বিভিন্ন মায্'হাব মাহ্‌র-এর একটি সর্বনিম্ন নির্দিষ্ট পরিমাণ ধার্য করিয়াছে। যেমন হ'ানাফী মতে মাহ্‌র ন্যূনপক্ষে দশ দিরহাম হইতে হইবে—মতান্তরে শাফি'ঈগণেরও এই মত; এবং মালিকীগণ তিন দিরহাম সাব্যস্ত করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই দেশে সাধারণভাবে প্রতিপালিত মায্'হাব অনুসারে মাহ্‌রের পরিমাণ নির্ভরশীল।

স্বামী ত'ালাক' প্রদান করিলে যৌন সংযোগ ঘটার ক্ষেত্রে যে কোন অবস্থাতেই স্ত্রীকে মাহ্‌র প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু স্বামী সহবাসের পূর্বে বিবাহ প্রত্যাহার করিতে পারে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীকে অর্ধেক মাহ্‌র দিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ হা'দীছ' ও ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে মাহ্র সম্পর্কিত অধ্যায়সমূহ ঃ (১) W. Robertson Smith, Kinship and Marriage in early Arabia, Cambridge 1885 (তু. thereon. The, Noldeke, in ZDMG, xl. [1886], 148 প.), (২) Wellhausen, Die Ehe bei den Arabern, N. G. W. Gott., 1893, p. 431 প. ; (৩) G. Jacob, Al-arabisches Beduinenleben, Berlin 1897, (৪) Gertrude H. Stern, Marriage in early Islam, London 1939 ; হা'দীছে'র জন্য তু. Wensinck, Handbook, p. 145 প., নিকাহ' ও সা'দাক' সম্পর্কিত বাবগুলি, ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে মাহ্র ঃ (৫) Juynboll, Handbuch des Islam. Gesetzes, p. 181 প. ; (৬) Sachau, Muham. Recht, p. 34 প. ; (৭) Santillana, Istituzioni di diritto Musulmana Malichita, Rome 1926, p. 168 প. ; van den Berg, Principes du droit Musulman (Transl. France de Tersant), Algiers 1896, p. 75 , (৮) Khalil, Mukhtasar, transl. Santillana, Milan 1919, ii. 39 প. ; (৯) Tornauw, Moslem Recht, Liepzig 1855, p. 74 প. , (১০) Bergstrasser, Grundzuge, by index ; (১১) Schacht, Origins, p. 107, 226.

মিকাঈল (দ্র. মীকাল)

মিনা (منى) শব্দটি পরবর্তীকালে অনেক সময় মুনারূপে উচ্চারিত। মিনা মক্কার পূর্বদিকে পার্বত্যাঞ্চলে মক্কা হইতে 'আরাফাত (দ্র.) যাইবার পথে রাস্তার ধারে অবস্থিত একটি স্থান। মাক্'দিসী বলিয়াছেন, মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী দূরত্ব এক ফারসাখ ; ওয়াভেল (Wavell)-এর মতে পাঁচ মাইল, আর মক্কা হইতে 'আরাফাতের দূরত্ব নয় মাইল। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এক সংকীর্ণ উপত্যকায় মিনা অবস্থিত। Burckhardt-এর মতে—দৈর্ঘ্য ১৫০০ কদম, খাড়া নগ্ন গ্রানাইট পর্বত-শৃঙ্গ-পরিবেষ্টিত। উত্তর দিকে ছা'বীর নামক পাহাড়। পথিকরা মক্কা হইতে এই উপত্যকায় পাহাড়ী পথে ধাপে ধাপে নামিয়া আসে। এই স্থানই 'আক'াবাঃ। 'আক'াবাঃ হযরত মুহা'ম্মাদ (স') কর্তৃক মদীনার প্রতিনিধিগণকে বায়'আত করার কারণে সমধিক প্রসিদ্ধ। শহরটিতে বেশ বড় আকারের পাথরের তৈরী ঘর-বাড়ী আছে এবং দুইটি দীর্ঘ রাস্তা উহার মধ্যস্থলে স্থান পাইয়াছে। 'আক'াবার অতি সন্নিকটে একটি অমসৃণভাবে কাটা পাথরের স্তম্ভ একটি দেয়ালে হেলান দেওয়া অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাই জামরাতু'ল-কুব্রা বা জাম্রাঃ 'আক'াবাঃ (দ্র. জাম্রাঃ)। এইখানে হা'াজ্জীগণ প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। আর একটু পূর্বদিকে রাস্তার মধ্যস্থলে মধ্য-জাম্রাঃ, যে স্থানটিও স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত। সর্বশেষে অনুরূপ ব্যবধানে তৃতীয় জাম্রাঃ অবস্থিত (ইহাকে প্রথম জাম্রাঃও বলা হয়)। উপত্যকার পূর্ব প্রান্তে অগ্রসর হইলে রাস্তার দক্ষিণদিকে প্রাচীর ঘেরা একটি চতুষ্কোণ মস্জিদ। উহাই মাস্জিদু'ল-খায়ফ। সুলত'ান স'ালাহ'দ-দীন উহা পুনঃনির্মাণ করেন এবং ৮৭৪/১৪৬৭ সালে মামলূক সুলত'ান ক'াইত বায়' উহা মেরামত করেন। পরিবেষ্টিত প্রাচীরের পশ্চিম পার্শ্ব ধরিয়া তিন সারি স্তম্ভ রহিয়াছে। কিন্তু অপর পার্শ্বে কোন স্তম্ভ নাই। প্রাচীনকালে উহা ভিন্ন আকারে ছিল। ইব্ন রুস্তাহ (মৃ. ৩০০/৯১৩) বলেন, মস্জিদটিতে ১৬৮টি স্তম্ভ ছিল ; তন্মধ্যে ৭৮টি স্তম্ভের উপর পশ্চিম অংশ ভর করিয়া দণ্ডায়মান। প্রাচীরের উত্তর ভাগে কতিপয় দরজা। মস্জিদের চত্বরের কেন্দ্রস্থলে একটি ছোট গম্বুজ সমন্বিত দালান। উহার নিকটেই একটি ফোয়ারার উপর মীনার। পশ্চিম পার্শ্বের স্তম্ভগুলির উপর আর একটি গুম্বজ আছে।

মিনার বৈশিষ্ট্য উহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থার জন্য মাক্'দিসী উল্লেখ করিয়াছেন যে, বৎসরের অধিকাংশ সময় মিনার রাস্তা শান্ত ও জনবিরল, হা'জ্জের মাসে ভয়ানক হট্টগোল আর ভীড়। Wavell বলেন, হা'জ্জের মৌসুমে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক ভারবাহী পশু বোঝাই করিয়া সূর্যোদয় হইতে দশ ঘটিকার মধ্যে নয় মাইল পথ অতিক্রম করিতে আশা করে। সে সময় উপত্যকার সর্বত্র তাঁবুতে ভর্তি থাকে। হা'াজ্জীগণ ঐসব তাঁবুতে নিশি যাপন করেন। আল-মাক্'দিসী সেগুন কাঠ এবং প্রস্তর নির্মিত সুন্দর সুন্দর গৃহের ও উল্লেখ করিয়াছেন। (ইহাদের মধ্যে বহুবার উল্লিখিত একটি দারু'ল-'ইমারাঃও ছিল)। মিনায় প্রস্তর নির্মিত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। এইসব ঘর-বাড়ী বৎসরের অন্য সময় খালি পড়িয়া থাকে, হা'জ্জের সময় ধনবান হা'াজ্জীদিগকে ভাড়া দেওয়া হয়। অনেকেই তাঁবুতে বাস করিতে পসন্দ করেন। এই নগরীর জনবিরলতা আইন প্রণয়নকারীদিগের আলোচনার বিষয়বস্তু। কেহ কেহ মনে করেন, এবংবিধ অবস্থার দরুন মিনা এবং মক্কাকে একই শহর গণ্য করা যায়। পক্ষান্তরে কেহ কেহ উক্ত মত গ্রহণ করেন না। এই শহরে স্থায়ী বসবাসের পরিপন্থী আরো একটি অবস্থা বিদ্যমান। হা'াজ্জীদের গমনাগমনের পথে এরূপ অবস্থা অপরাপর স্থানেও দেখা যায়, তাহা হইল ধূলাবালি ও আবর্জনা। মাস্জিদু'ল-খায়ফের অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতার জন্য নানা অভিযোগ শোনা যায়। মিনাতে কুরবানীকৃত হাজার হাজার জানোয়ারের দেহাবশেষ পূর্বে পড়িয়া থাকিত, কিন্তু এখন উহা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মিনাতে হা'জ্জের ক্রিয়া-পদ্ধতি অতীতে হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর যুগ হইতে শুরু হইয়াছে। প্রাচীন আচার-পদ্ধতি সঠিকভাবে এখন নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কালক্রমে ইহাতে কিছু কিছু পৌত্তলিক আচার-ব্যবহারও প্রবেশ করে। ইসলাম পৌত্তলিক অনুষ্ঠানগুলি বর্জন করিয়া উহা পবিত্র করিয়াছে। প্রাচীন যুগের কবিগণ এ সম্বন্ধে অস্পষ্ট ইংগিত দিয়াছেন (তু. জাম্রাঃ)। উহা যে মুসলিম ক্রিয়া-পদ্ধতির অনুরূপ ছিল তাহা সুস্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ মদীনার কবি ক'ায়স ইব্ন খাত'ীমের (ed. Kowalski, নং ৪, পৃ. ১) একটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা যায়, কবি 'মিনায় তিনদিনের উল্লেখ করেন। প্রস্তর নিক্ষেপ প্রথা অতি প্রাচীন এবং ইহাও হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর সময় প্রচলিত। ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রাচীনকালেও মিনায় অনুষ্ঠিত আচারাদি শেষ হইলেই হা'জ্জ সমাপ্ত হইত। ইসলাম এ ব্যাপারে বেশ পরিবর্তন আনয়ন করে। মিনায় অবস্থান করার পূর্বে মক্কা গমন ইসলামই প্রবর্তন করে। এই প্রকারে এখানকার অনুষ্ঠানে মুসলিম বৈশিষ্ট্য স্থান পাইয়াছে। তবে প্রাচীন রীতির মতই হা'জ্জের সমাপ্তি-স্থল মক্কায় না হইয়া হয় মিনাতে। তাই মক্কায় তাওয়াফ করার পর হা'াজ্জীগণ মিনাতে প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর যুগের আর একটি নিদর্শন অদ্যাবধি বিদ্যমান। উহা হইল কুরবানীর স্থান। উহা ছা'বীর পর্বতের দক্ষিণ ঢালুতে অবস্থিত, মেষ কুরবানী করার স্থান, (সূরাঃ ৩৭ ঃ ১০২-১০৭)। ইব্রাহীম ('আ)-এর জীবন-ইতিহাসের সহিত এই স্থানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে এই প্রাচীন পবিত্র স্থল ইসলামও পবিত্র স্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। Burton-এর বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত স্থান

পাহাড়ী চতুষ্কোণ সমতল। সেখানে কয়েকটি সিঁড়ির ধাপ বাহিয়া উঠিতে হয়। তবে ইসলামে সমগ্র মিনা৷ য'ব্হ' করিবার স্থান বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অবশ্য যুক্তিসঙ্গত। 'আরাফাত এবং মুয্দালিফাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা ইসলাম প্রবর্তন করিয়াছে। ইসলামের বিধান মতে হ'জ্জে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণকে যু'ল-হি'জ্জাঃ মাসে ইহ্'রাম বাঁধিয়া ত'ওয়াফ এবং স'ফা৷ ও মার্ওয়াঃ সা'ঈ করত যথাসময়ে মক্কা ত্যাগ করিয়া মিনাতে জু'হরের স'লাত আদায় করিতে পারেন—এমন সময় হাতে রাখিয়া মক্কা হইতে যাত্রা করিতে হয়। তাঁহারা সেখানে ৯ তারিখের সূর্যোদয় পর্যন্ত অবস্থান করিয়া পরে 'আরাফাত অভিমুখে গমন করেন। কেহ কেহ আবার এইরূপ না করিয়া ৮ তারিখে সরাসরি 'আরাফাত অভিমুখে রওয়ানা হইয়া সেখানে বিকালের দিকে পৌঁছেন। 'আরাফাত এবং মুয্দালিফায় হ'জ্জের অনুষ্ঠান সমাধা করিয়া ১০ তারিখে সূর্যোদয়ের পর মিনা৷র দিকে যাত্রা করা হয়। এখানে হ'জ্জের অবশিষ্ট কৃত কর্মগুলি প্রতিপালন করা হয়—য'ব্হ'করণ, চুল, নখ ইত্যাদি কর্তন এবং প্রস্তর নিক্ষেপ। কুরবানীর দিন 'আক'াবায় প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়, পরবর্তী তিনদিন ধরিয়া প্রতিদিন প্রত্যেক হ'াজ্জী ৭টি করিয়া ছোট্ট কংকর তিনটি স্তূপেই নিক্ষেপ করেন। সমগ্র হ'জ্জ ব্রতের সমাপ্তি ঘটে তিন মিনা৷-দিবসে বা তাশ্রীক' দিনে অর্থাৎ ১১, ১২ এবং ১৩ যু'ল-হি'জ্জাঃ। হ'াজ্জীগণ ঐ দিনগুলি আল্লাহ্র স্মরণে এইখানে কাটান। সব হ'াজ্জীই ঐ তিনদিন মিনায় অপেক্ষা করেন না, অনেকেই তৎপূর্বে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন পথে যাত্রা আরম্ভ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ওয়াকি'দী, অনু. Wellhausen, p. 423, 426, 428 ; (২) ইব্ন সা'দ, ২য়/১ম, ১২৫ ; (৩) আল-মাক্'-দিসী, BGA, iii. 76 ; (৪) ইব্ন রুস্তাঃ, ঐ, ৭ম, ৫৫ ; (৫) য়াকূ'ত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, iv. 642 প. ; (৬) Burckhardt, Reisen in Arabien, p. 415—431 ; (৭) R. Burton, A Pilgrimage to al-Madinah and Meccah, London 1893, ii, 203—222 ; (৮) আল-বাত'নূনী, আর্-রিহ্'লাতু'ল-হি'জাযিয়্যাঃ, কায়রো ১৩২৯ ; (৯) Wavell, A modern Pilgrim, p. 153—171 ; (১০) E. Rutter, The Holy Cities of Arabia, i. 168—187 ; (১১) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums 2, p. 80, 88 ; (১২) Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, Leiden 1880, esp. p. 158—167 (=Verspr. Geschr. i, 1—124), (১৩) Juyhboll, Handbuch, p. 151—157 ; (১৪) Glaudefroy-Demombynes, Le pelerinage a la Mekke, 1923, p. 238—295 ; দ্র. the Bibl. to the article DJAMRA, and add ; (১৫) Houtsma, Het Skopelisme en het Steenwerpen te Mina, in Versl. Med. Ak. Amst., Afd. Letter Kunde, 4. Reeks, vi. 104—217 ; (১৬) Chauvin, Le jet de pierres et le pelerinage de Mecque, in Annales de l' Acad d' Archeologie de Belgique, ser. V. vol. 4, p. 272 ; (১৭) Wensinck, Hand book.

মির্যা গু'লাম আহ্'মাদ (দ্র. আহ্'মাদীয়াঃ)

মি'রাজ (معراج) 'আরবী, অর্থ সিঁড়ি, ঊর্ধ্বগমন, আরোহণ ; ع-ر-ج ধাতু হইতে শব্দটির উৎপত্তি, বহুবচনে মা'আরিজ (معارج)। ইসলামী পরিভাষায় হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর মক্কা হইতে বায়তু'ল-মাক্'দিসে (জেরুযালেম) উপনীত হওয়া এবং সেখান হইতে সপ্তাকাশ ভ্রমণ করিয়া আল্লাহ্র সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার ঘটনাকে মি'রাজ বলে। কারণ হ'াদীছে' এই ঘটনার জন্য فعرج بى الى السماء الدنيا (অতঃপর আমাকে লইয়া নিকটতম আকাশের দিকে উঠিলেন) উল্লিখিত হইয়াছে (বুখারী, কিতাবু'স'-স'ালাত, হ'াদীছ' নং ১)।

মি'রাজ কবে, কখন ও কতবার হইয়াছে ইহাতে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। নির্ভরযোগ্য হ'াদীছে'র বর্ণনা মুতাবিক ইহা একবারই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাই অধিকাংশ মুহ'াদ্দিছ' ও ফাক'ীহ্রও মত। মি'রাজ সম্পর্কিত হ'াদীছ'গুলির বর্ণনায় খুঁটিনাটি বিষয়ে বিরোধ পরিলক্ষিত হওয়ায় একাধিকবার মি'রাজ হওয়ার মতটি প্রকাশ লাভ করে (সুহায়লী, আর-রাওদু'ল-উনুফ, মিসর, ১ম, পৃ. ২৪৪)। কু'রআন মাজীদের ১৭ ঃ ১ আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে "পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তাঁহার বান্দাকে তাঁহার নিদর্শন দেখাইবার জন্য রজনীযোগে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন (اسرى) মাস্জিদু'ল-হ'ারাম হইতে মাস্জিদু'ল-আক্স'ায়।" মি'রাজ যে রাত্রিতে সম্পন্ন হইয়াছিল এই আয়াতদ্বারা তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে। মি'রাজের সন-তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারেও যথেষ্ট মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে মি'রাজ যে নুবুওয়াত প্রাপ্তির পর-হিজরাতের পূর্বে মক্কায় হইয়াছিল ইহাতে দ্বিমত নাই। হিজরাতের এক বৎসর পূর্বে মতান্তরে ১৬ অথবা ১৭ মাস পূর্বে ইহা সংঘটিত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার একটি বর্ণনা মুতাবিক' ইহা হিজরাতের ১৮ মাস পূর্বে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। মাস ও তারিখ সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত রহিয়াছে, যথাঃ ১৭ রাবী'উ'ল-আওওয়াল বা ১৭ রামাদ'ান অথবা ২৭ রাজাব ইহার তারিখ। শেষোক্ত মতটি বর্তমানে সকলের নিকট গৃহীত, অর্থাৎ ২৭ রাজাবের রাত্রিই লায়লাতু'ল-মি'রাজ (শিব্লী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, আ'জ'ামগড় ১৯৭৭, ৩য়, ৩৯৭-৪০১)।

বুখারী ও মুসলিমসহ বিভিন্ন হ'াদীছ' গ্রন্থে মি'রাজ-এর বিবরণ রহিয়াছে। সংক্ষেপে ঘটনাটি এইরূপঃ হযরত মুহ'াম্মাদ (স') আবূ ত'ালিব-এর গিরি সংকটে (شعب ابى طالب) উম্মু হানী (রা)-এর বাড়ীতে ঘুমাইয়াছিলেন। জিবরাঈল ('আ)-সহ তিনজন ফিরিশতা তাঁহার নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে কা'বাঃ-র প্রাঙ্গণে (হ'াত'ীম) লইয়া গেলেন (মিশকাত, বাব ফি'ল-মি'রাজ)। তথা হইতে বুরাক' (দ্র.)-এ আরোহণ করিয়া তাঁহার যাত্রা শুরু হয়। সঙ্গে ছিলেন জিব্রাঈল ('আ)। তাঁহারা প্রথমে জেরুযালেমের বায়তু'ল-মাক্'দিসে (আল-মাস্জিদু'ল-আক্'স'া) (দ্র.) উপনীত হইলেন। বায়তু'ল-মাক্'দিস পর্যন্ত ভ্রমণ ইস্রা' (দ্র.) নামে অভিহিত হইয়াছে (১৭ ঃ ১)। বুরাক'কে বাহিরে বাঁধিয়া রাখিয়া তিনি মস্জিদে প্রবেশ করিলেন এবং দুই রাক'আত স'ালাত আদায় করিলেন। এখান হইতে জিব্রাঈল তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ঊর্ধ্ব আকাশ পানে উঠিয়া চলিলেন। মুহূর্ত মধ্যে তাঁহারা প্রথম আসমানের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলেন। আসমানের দ্বার রক্ষকের সঙ্গে জিব্রাঈলের ('আ)-এর কথোপকথনের পর দুয়ার খুলিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা প্রথম আসমানে প্রবেশ করিলেন। সেখানে হযরত আদাম ('আ)-এর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত হয় এবং তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে সালামের আদান-প্রদান হয়। হযরত আদাম ('আ) তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে যথাক্রমে

হযরত 'ঈসা ('আ), হযরত য়ূসুফ ('আ), হযরত ইদ্‌রীস ('আ), হযরত হারূন ('আ), হযরত মূসা ('আ) ও হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) বায়তু'ল-মা'মূরে উপবিষ্ট ছিলেন। বায়তু'ল-মা'মূর মক্কার কা'বার ঠিক উপরে সপ্তাকাশে অবস্থিত; ইহা আসমানী কা'বাঃ। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতের জন্য এখানে আসেন এবং যাঁহারা একবার আসেন কিয়ামত পর্যন্ত আর দ্বিতীয়বার তাঁহাদের এখানে আসার সুযোগ হয় না। তখন রাসূল (স')-কে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়। তিনি আরও অগ্রসর হইলে কু'দ্‌রাতী কলমের লিখনের শব্দ শুনিতে পান। আরও অগ্রসর হইয়া তিনি সিদ্‌রাতু'ল-মুন্‌তাহা-য় গমন করেন। সেখানে একটি কুল গাছ রহিয়াছে, যাহার ফল আকারে বড় বড় মটকার মত, আল্লাহ্‌র নির্দেশে সেখানে এক আশ্চর্যজনক বস্তুর প্রতিফলন হইতেছিল; যাহার ফলে চতুর্দিকে এক অনুপম জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটিতেছিল। ভাষায় সে দৃশ্যের বর্ণনা সম্ভব নহে। এই সময়ে আল্লাহ তা'আলা দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত স'লাত ফরয করেন। প্রত্যাবর্তনকালে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সঙ্গে হযরত মূসা ('আ)-এর সাক্ষাত হইলে তিনি (মূসা) উম্মাতের আসানীর জন্য স'লাতের সংখ্যা আরও কমাইবার নিমিত্ত আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানাইতে পরামর্শ দিলেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কয়েকবার প্রার্থনা জানাইলে আল্লাহ তা'আলা উহা পঞ্চাশ হইতে ক্রমশ হ্রাস করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত নির্ধারিত করেন। কোন কোন রিওয়ায়াত মুতাবিক সিদ্‌রাতু'ল-মুনতাহা ভ্রমণের পর আরও অগ্রসর হইয়া 'কলম'-এর লিখনের শব্দ তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। আর তখনই স'লাত ফরয হওয়ার হুকুম নাযিল হইয়াছিল। অতঃপর জিব্‌রাঈল ('আ) আর তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন না। তিনি একাই আরও অগ্রসর হন। সেখানে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করিতেছিল। তখন রাসূল (স')-কে নূরের রাজ্যে প্রবেশ করান হয় এবং সত্তর হাজার পর্দা তাঁহাকে অতিক্রম করান হয়। একটি পর্দার সঙ্গে আর একটি পর্দার কোনই মিল ছিল না। অতঃপর আরও উর্ধ্বে আরোহণ করিয়া তিনি 'আরশের সন্নিকটে পৌঁছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার সঙ্গে তাঁহার কালাম হয় (তখন আল্লাহ্‌ তাঁহার বান্দার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিবার, তাহা প্রত্যাদেশ করিলেন, ৫৩ : ১০) এবং তিনি এমন কিছু শোনেন ও দেখেন যাহার বর্ণনা কোন ভাষায় সম্ভব নয়। কাহারও কাহারও মতে রাসূল (স') সেখানে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাক্ষাত দর্শনও লাভ করিয়াছিলেন (দ্র. শিব্‌লী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, আ'জ'ামগড় ১৯৭৭, ৩য়, পৃ. ৪০৫-৪১৬; আশরাফ 'আলী থানাব'ী, নাশরু'ত'-ত'ীব ফী যি'করি'ন-নাবী আল-হ'াবীব, তাজ কোম্পানী, লাহোর, পৃ. ৫৪—৯০)।

অতঃপর তিনি বায়তু'ল-মাক'দিসে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে মস্‌জিদে নবী ও রাসূলগণ উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি ইমামরূপে সকলকে লইয়া স'লাত আদায় করেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, এই ইমামতী তিনি আসমানে করেন। কিন্তু স'হ'ীহ' বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, ইহা বায়তু'ল-মাক'দিসে ঘটিয়াছিল। কোন কোন বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, তিনি ঊর্ধ্বে গমনে যাত্রার পূর্বে এই স'লাত পড়াইয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রত্যাবর্তনের পরই ইহা পড়াইয়াছিলেন। ইহার একটি প্রমাণ এই যে, যখন আকাশসমূহে তাঁহার সহিত কয়েকজন নবীর সাক্ষাত হইতেছিল তখন তিনি প্রত্যেকের পরিচয় হযরত জিব্‌রাঈল ('আ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যদি বায়তু'ল-মাক'দিসেই যাত্রার পূর্বে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাত ও পরিচয় হইয়া থাকে, তবে তৎপর আকাশসমূহ পরিভ্রমণকালে এই সকল প্রশ্ন নিরর্থক ছিল। দ্বিতীয়ত, মি'রাজের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্‌ তা'আলার সমীপে উপস্থিত হওয়া। যখন ইহা হইয়া গেল এবং তাঁহার ও তাঁহার উম্মাতের উপর ঐ রাত্রে যে স'লাতের কর্তব্য নির্ধারিত হইবার ছিল, তাহাও হইয়া গেল, তখনই তাঁহার সমশ্রেণীর ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছিল। অতঃপর বায়তু'ল-মাক'দিস হইতে তিনি রাত্রি ও ঊষার সন্ধিক্ষণে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই সমস্ত ঘটনা অতি অল্প সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল।

হ'াদীছে' আছে যে, তাঁহার সম্মুখে বায়তু'ল-মাক্'দিসে দুধ ও মধু অথবা দুধ ও মদ্য অথবা দুধ ও পানি অথবা চারিটি জিনিসই রাখা হইয়াছিল। অন্য মতে এই ঘটনা আকাশেই ঘটিয়াছিল। কিন্তু সম্ভবত দুই স্থানেই এরূপ করা হইয়াছিল যেমন মেহমানের সম্মুখে তাঁহার আপ্যায়নের জন্য কিছু রাখা হয়। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') শুধু দুধ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মি'রাজে সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় গমন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহা স্বপ্নযোগে আধ্যাত্মিকভাবে সংঘটিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মতের প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন উম্মু'ল-মু'মিনীন হযরত 'আইশাঃ (রা) ও হযরত মু'আবি'য়াঃ (রা) (শারহ্' 'আক'াইদ নাসাফী, মি'রাজ)। প্রথম মতের স্বপক্ষে যুক্তি হইল, ইহা স্বপ্নে সংঘটিত হইলে এত প্রবলভাবে ইহা অস্বীকার করা হইত না। বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটিতে পারে না, ইহাই ছিল কাফিরদের এই বিষয়ে মূল বক্তব্য। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট হয় যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') ইহাকে একটি স্বপ্ন বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। ১৭ : ৬০ আয়াতে বলা হইয়াছে, "আমি তোমাকে যাহা দেখাইয়াছি তাহা মানবের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।" ইহা শুধু স্বপ্ন হইলে ইহার প্রদর্শন পরীক্ষাস্বরূপ হওয়া বোধগম্য নয়।

মি'রাজের ঘটনাটি ২২ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা স'াহ'াবী রিওয়ায়াত করিয়াছেন। খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁহাদের বর্ণনায় যথেষ্ট গরমিল থাকিলেও মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। কাজেই মি'রাজের ঘটনার সত্যতা কু'রআন ও হ'াদীছে'র দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলিমগণের ইজমা' দ্বারা ইহার যথার্থতা স্বীকৃত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুসলিম, বাবু'ল-মি'রাজ; (২) মিশ্‌কাত, বাব ফি'ল-মি'রাজ; (৩) ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াতু'ল-কুব্‌রা, বৈরূত ১৯৬০ খৃ., ১ম, পৃ. ২১৩-১৬; (৪) ইব্‌ন কাছ'ীর, তাফসীর, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ., ৪র্থ, পৃ. ২৩১—২৭৯; (৫) মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী', মা'আরিফু'ল-কু'রআন, করাচী ১৯৭২ খৃ., ৫ম, পৃ. ৪২৬-৩১; (৬) শিবলী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, আ'জ'ামগড় ১৯৭৭ খৃ., ৩য়, পৃ. ৩৯৭-৪০১; (৭) আশরাফ 'আলী থানাব'ী, নাশ্‌রু'ত্'-ত'ীব ফী যি'ক্‌রি'ন-নাবী আল-হ'াবীব, তাজ কোম্পানী, লাহোর পৃ. ৪৫-১০১; (৮) ইব্‌নু'ল-'আরাবী, কিতাবু'ল-ইস্‌রা' ইলা মাকামি'ল-আস্‌রা।

মিল্লাত (ملة : মিল্লাঃ) 'আ., শব্দের আভিধানিক অর্থ ধর্ম, ধর্মানুষ্ঠান, শারী'আত, জাতি; বাহ্যত হিব্রু, য়াহূদী, খৃস্টীয়, আরামাইক মিল্লা, বা মেল্লাঃ (অর্থ 'উচ্চারণ, শব্দ') শব্দের সহিত

ইহার সম্পর্ক নাই। Noldeke (ZDMG. lvii, 413) ইহাকে 'আরবী শব্দ বলিয়া মনে করেন। তিনি উহার চতুর্থ রূপ আমাল্লা বা আম্‌লা অর্থাৎ 'আদেশ প্রদান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কু'রআন শারীফে সর্বক্ষেত্রে উহার অর্থ (সূরাঃ ৩৮ ঃ ৭৩) ধর্ম। ইহা পৌত্তলিক ধর্ম প্রসঙ্গেও প্রয়োগ করা হইয়াছে (৭ ঃ ৮৮ এবং পরবর্তী, ১৪ ঃ ১৩, ১৮ ঃ ২০), যেমন করা হইয়াছে য়াহূদী এবং খৃস্ট ধর্ম প্রসঙ্গে (২ ঃ ১২০) এবং পিতৃ-পুরুষদের সত্য ধর্ম প্রসঙ্গে (১২ ঃ ৩৮)। মদীনায় অবতীর্ণ সূরা-সমূহে মিল্লাত শব্দে বিশিষ্ট তাৎপর্য আরোপ করা হইয়াছে। সেখানে নবী (স') য়াহূদীদের বিপরীতে ধর্ম-সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্কে ইব্‌রাহীম ('আ)-এর মিল্লাত প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা দ্বারা তিনি মূল বিশুদ্ধ প্রত্যাদেশ নির্দেশ করেন যাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করণই ছিল তাঁহার কর্তব্য (২ ঃ ১৩০, ৩ ঃ ৯৫, ১৬ ঃ ১২৩, ২২ ঃ ৭৮ এবং পরবর্তী, তু. ৪ ঃ ১২৫, ৬ ঃ ১৬১, ১২ ঃ ৩৭)। ইসলামী সাহিত্যে মিল্লাত শব্দের ব্যবহার কু'রআনের ব্যবহার অনুসারী, কিন্তু শব্দটি সচরাচর প্রয়োগ করা হয় না। এই প্রবন্ধে মিল্লাত শব্দের অর্থ হযরত মুহ'ম্মাদ (স') কর্তৃক প্রচারিত সত্য ধর্ম। কোন কোন স্থলে আহ্‌লু'ল-মিল্লাত অর্থাৎ ধর্মানুসারীর পরিবর্তে শুধু মিল্লাত শব্দ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যবহার করা হয় (ত'বারী, ৩ ঃ ৮১৩, ৮৮৩)। উহার বিপরীত যি'ম্মাঃ শব্দ আহ্‌লু'য-যি'ম্মাঃ-এর পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রয়োগ করা হয়। আহ্‌লু'য-যি'ম্মাঃ তাহারা, যাহারা অমুসলিম কিন্তু ইসলামের আশ্রয়ে বসবাস করে (ইব্‌ন সা'দ, ৩/১খ, ২৩৮)। যি'ম্মীর বিপরীত মিল্লী শব্দ (বায়হাক'ী, সম্পা. Schwally, পৃ. ১২১)।

গ্রন্থপঞ্জী (১) Noldeke, Orientalische Skizzen, p. 40, do, ZDMG, vii, 413; (২) ত'বারী, ed. de Goeje, Glossar দ্র.; (৩) Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest p. 30 প.; (৪) ইব্‌রাহীম প্রবন্ধটিও দ্র.।

মিস্ওয়াক (مسواك) 'আ., শব্দটি দাঁতন ও খিলাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অধিকতর প্রচলিত শব্দ সিওয়াক (ব. ব. সুবু'ক) দাঁত পরিষ্কার করার কাজ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে ক্রিয়াপদ হয় ইস্তাকা। দুইটি শব্দের কোনটাই কু'রআনে নাই। হ'াদীছে' মিসওয়াক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু সিওয়াক শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা কিরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা বুঝিতে হইলে জানা প্রয়োজন যে, এক খণ্ড কাঠির প্রান্তভাগ ছেঁচিয়া কতকটা বুরুশের মত করিতে হয়।

যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মসজিদে উপবেশনকালে মিসওয়াকটি কানের উপরে গুঁজিয়া রাখিতেন "ঠিক যেমন লেখক তাহার কলম রাখে" (আবু দাঊদ, তা'হারাঃ, বাব ২৫; তিরমিয'ী, ত'াহারাঃ, বাব ১৮)। হযরত (স')-এর ইন্তিকালের পূর্বে 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) মিসওয়াকের উপযোগী একটি কাঠি লইয়া তাঁহার নিকট প্রবেশ করেন, 'আইশাঃ (রা) তাহা লইয়া চিবাইয়া হযরত (স')-এর জন্য নরম করিয়া দেন, (বুখারী, মাগাযী, বাব ৮৩)। হযরত (স') মিসওয়াকের যে উপকারিতা আরোপ করেন, সাধারণত হ'াদীছে' তাহা জোরালোভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। যখন তিনি তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতেন তখন তিনি প্রথমেই মিসওয়াকের দিকে অগ্রসর হইতেন (মুসলিম, ত'াহারাঃ, হ'াদীছ' ৪৩; আবু দাঊদ, ত'াহারাঃ, বাব ২৭)। তাঁহার সেবক 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস্'ঊদ (রা) স'াহি'বু'স-সিওয়াক (মিসওয়াকের তত্ত্বাবধায়ক) উপাধিতে ভূষিত হন (বুখারী, ফাদ'া'ইলু'স'-স'াহ'াবাঃ, বাব ২০)। যখন হযরত (স') রাত্রে জাগ্রত হইতেন, তখন তাহাজ্জুদের স'ালাত আদায় ও তজ্জন্য ওযূ করিবার পূর্বে মিসওয়াক করিয়া মুখ পরিষ্কার করিতেন (বুখারী, আয'ান, বাব ৮, উদূ', বাব ৭৩, তাহাজ্জুদ, বাব ৯; আবু দাঊদ, ত'াহারাঃ, বাবা ৩০; মুসলিম, ত'াহারাঃ, হ'াদীছ' ৪৬, ৪৭)। রোযা পালন কালেও হযরত (স') মিস্ওয়াক ব্যবহার করিতেন (আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৩খ, ৪৪৫, ৪৪৬)।

স'ালাত আদায়ের প্রস্তুতির জন্য ওযূর পূর্বে প্রধানত মিসওয়াক ব্যবহার করা হয়। ইহাই হযরত (স')-এর রীতি ছিল বলিয়া কথিত আছে (মুসলিম, ত'াহারাঃ, হ'াদীছ' ৪৮)। তিনি মিসওয়াকের প্রতি এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করিতেন যে, তাঁহার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হইবে এরূপ আশংকা না করিলে তিনি প্রতি স'ালাতের পূর্বে মিসওয়াক করা বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করিতেন (বুখারী, আয'ান, বাব ৮; মুসলিম ত'াহারাঃ, হ'াদীছ' ৪২; আবু দাঊদ ত'াহারাঃ, বাব ২৫; তিরমিয'ী, ত'াহারাঃ, বাব ১৮)। অন্য একটি হ'াদীছে' (নাসা'ঈ, জুমু'আঃ, বাব ৬৬) শুক্রবার জুমু'আর স'ালাতের পূর্বে মিসওয়াক ব্যবহার বাধ্যতামূলক বলা হইয়াছে।

এই সমুদয় হ'াদীছে' মিসওয়াকের যে পরিমাণ উপকারিতা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে তাহা চরমে উঠিয়াছে এই মতে যে, ইহা 'স্বভাব-ধর্মে'র রীতি পদ্ধতির অন্যতম (ফিত্'রাত, আবু দাঊদ, ত'াহারাঃ, বাব ২৯) বা রাসূল (স)-এর জরুরী বিধি ব্যবস্থার অন্যতম (তিরমিয'ী, নিক'াহ', বাব ১)।

ইহা সত্ত্বেও ফিক্'হবিদগণ কোনমতেই মিসওয়াক ব্যবহার বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করেন না,—এ বিষয়ে সকলেই একমত। যাহা হউক, কোন কোন হ'াদীছ' অনুসারে জ'াহিরীরা স'ালাতের পূর্বে মিসওয়াক ব্যবহার বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু সেইসব হ'াদীছ' সাধারণভাবে গৃহীত নয়। ফিক্'হ অনুযায়ী সব সময়েই মিস্ওয়াক ব্যবহার প্রশংসনীয়, বিশেষত পাঁচটি ক্ষেত্রে, স'ালাতের পূর্বে সব অবস্থাতেই, ওযূর সময়, কু'রআন তিলাওয়াতের সময়, নিদ্রার পরে এবং যখনই মুখের সরসতা নষ্ট হয়, যেমন দীর্ঘ মৌনতার পরে। শাফি'ঈ মায্'হাব অনুযায়ী রোযার সময় মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে মিসওয়াক ব্যবহার অপসন্দনীয়, কারণ রোযাদারের মুখের গন্ধ (খুলূফ) আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় (নাসা'ঈ, ত'াহারাঃ, বাব ৬, তু.)। বেশী শুষ্ক নয়, বেশী আর্দ্রও নয় এবং মধ্যম ধরনের শক্ত এইরূপ "আরাক' গাছের ডালের মিসওয়াক দিয়া মুখের ডান দিক হইতে শুরু করিয়া দাঁতের সবদিক দাঁতন করা এবং জিহ্বা ও তালু পরিষ্কার করা উচিত এবং যাহাতে দাঁতের মাড়ি ক্ষত না হয় সেজন্য মিসওয়াক খুব সাবধানে উপর-নীচের দিকে চালনা করা উচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wensinck, Handbook দ্র. Tooth-brush; (২) আন-নাওয়াব'ীকৃত স'াহ'ীহ' মুসলিমের ভাষ্য, বুলাক' ১২৯০ হি., ১খ, ৩২৫; আইনগত মতের জন্য (৩) Wellhausen, Reste arab Heidentums, 2nd. ed. p. 172; (৪) Goldziher. in RHR, xliii. 15 প.; (৫) Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 354, note 94.

মিহ্'নাঃ (محنة) শব্দটি বিশেষ্য, (م-ح-ن) মূল হইতে উদ্ভূত।

List>

অতীতকালের ক্রিয়াপদ 'মাহ'না' অর্থ পরীক্ষা করা, মসৃণ করা। কোন কোন ইথিওপীয় ব্যুৎপত্তিতে মিহ্'নাঃ অর্থ পরীক্ষা (উদাহরণঃ নবীগণ এবং বিশেষভাবে মুহ'াম্মাদ (স') এবং 'আলী (রা)-র পরিবার-পরিজন পৃথিবীতে যে সমস্ত পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছেন; (Goldziher, Vorlesungen, p. 212 প., 261), অনুসন্ধান, বিচারার্থ অনুসন্ধান। দ্বিতীয় অর্থে মিহ্'নাঃ শব্দ সাধারণত মু'তাযিলীদের প্রবর্তিত অনুসন্ধান, এবং ২১৮—২৩৪/৮৩৩—৮৪৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিরুদ্ধবাদিগণের নিপীড়ন বুঝায়। উক্ত শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন ক্রিয়ারূপ 'ইম্তাহ'না'-এর অর্থ পরীক্ষা করা, পীড়ন করা, হয়রান করা, যন্ত্রণা দেওয়া (তু. especially Quatremere, Histoire des Sultan's Mamlouks, l/ii, p. 81, টীকা ১০১)।

'আব্বাসী খালীফা আল-মা'মূনের (১৯৮-২১৮/৮১৩-৮৩৩) আমলের শেষের দিকে মু'তাযিলাঃ মতবাদের স্বপক্ষে অনুসন্ধান শুরু হয়। খালীফা স্বয়ং মু'তাযিলাঃ মতবাদে আস্থাশীল ছিলেন, বিশেষত তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, কু'রআন আল্লাহ্র সৃষ্ট (مخلوق, আল-কু'রআন এবং আল-মু'তাযিলাঃ নিবন্ধদ্বয় দ্র.)। তিনি বাগদাদের শাসনকর্তা ইস্হ'াক' ইব্ন ইব্রাহীমের নিকট লিখিত চিঠিতে নির্দেশ দেন যে, তাঁহার এলাকার কাযীগণকে সমবেত করিয়া কু'রআন সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করা হউক (ত'াবারী, ৩য়, ১১১২ প., তর্জমা Patton, পৃ. ৫৭—৬১, কিতাব বাগ্'দাদ. পৃ. ৩৩৮ প., তু. ইব্ন তাগ্'রীবির্দী, ১ম, ৬৩৬ প., Fragmenta hist. arab, পৃ. ৪৬৫)। যে সকল কাযী খালীফার সহিত কু'রআন সম্বন্ধে একমত হইবেন তাঁহারা স্ব-এলাকায় অনুরূপ অনুসন্ধান চালাইবেন।

এই চিঠি প্রদেশসমূহেও পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু মিসরে কোন কাজই হয় নাই। কূফাতে জনগণ খালীফার নির্দেশ অমান্যের প্রবণতা প্রদর্শন করে। সম্ভবত এশিয়া মাইনরে যাইবার পথে দামিশ্কে স্বয়ং খালীফা নগরীর পণ্ডিতগণ সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা করেন।

দ্বিতীয় পত্রে খালীফা ইস্হ'াক' ইব্ন ইব্রাহীমকে বাগদাদের ৭ জন প্রধান ধর্মশাস্ত্রবিদকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে আদেশ করেন, যাহাতে তিনি তাঁহাদিগকে নিজেই পরীক্ষা করিতে পারেন। নিষ্ঠাবান সুন্নীমতের প্রধান সমর্থক ছিলেন আহ্'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) [দ্র.]। তাঁহার নাম তালিকার শীর্ষে ছিল, পরে এই নাম প্রধান কাযী আহ্'মাদ্ ইব্ন আবী দু'আদের পরামর্শে পরিত্যক্ত হয়, কাযী আহ্'মাদ্ ইব্ন আবী দু'আদ ছিলেন মা'মূন এবং তাঁহার পরবর্তিগণের সময় মিহ্'নার সর্বাপেক্ষা বেশী উৎসাহী সমর্থক। যে সাতজনকে খালীফার দরবারে ডাকা হইয়াছিল তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন মুহ'াম্মাদ ইব্ন সা'দ, আল-ওয়াকি'দীর সচিব এবং কিতাবু'ত্'-ত'াবাক'াতের রচয়িতা। তাঁহারা সকলেই চাপে পড়িয়া খালীফার মতে সায় দিলেন। তৎপর তাঁহাদিগকে বাগ্দাদে ফেরত পাঠানো হয়। সেখানে ইস্হ'াক' ইব্ন ইব্রাহীম তাঁহাদিগকে পুনরায় ধর্মতত্ত্ববিদগণের সম্মুখে উক্ত মতবাদ ঘোষণা করিতে বাধ্য করেন (ত'াবারী, ৩য়, ১১১৬ প., কিতাব বাগ'দাদ, পৃ. ৩৪৩ প.)। খালীফা তাঁহার এই প্রচেষ্টায় সফলকাম হইয়া এই পদ্ধতি আঁকড়াইয়া ধরেন। তৃতীয় পত্রে তিনি ধর্মীয় যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেন, (ত'াবারী, ৩ঃ ১১১৭ প; Patton, পূ. গ্র., ৬৫ প.) এবং ইস্হ'াক' ইব্ন ইব্রাহীমকে তাঁহার এলাকাধীন সমস্ত কাযীগণকে পরীক্ষা করিতে নির্দেশ দেন এবং কাযীগণকে আবার সমস্ত সাক্ষী এবং সহকারিগণকে পরীক্ষা করিতে নির্দেশ দেন। ইস্হ'াক' ইব্ন ইব্রাহীম বাগদাদের নামকরা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ও বিদ্বজ্জনকে স্ব স্ব মতবাদ ঘোষণার জন্য তাঁহার সম্মুখে আহবান করেন (ত'াবারী, ৩য়, ১১২১ প.; Patton, পূ. গ্র., ৬৯ প.)। তাঁহাদের মধ্যে আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-ও ছিলেন। ফলে দেখা গেল যে, কেহ কেহ চাপের মুখে নতি স্বীকার করিলেন এবং অন্যরা পূর্বমতে অটল রহিলেন। আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) পূর্বমতে অবিচল থাকিলেন।

ইস্হ'াক' ইব্ন ইব্রাহীমের নিকট লিখিত চতুর্থ পত্রে (ত'াবারী, ৩য়, ১১২৫ প.; Patton, পূ. গ্র., পৃ. ৭৪ প.) খালীফা প্রত্যেক পণ্ডিতের মনোভাব, তাঁহার চরিত্র এবং জীবন যাপন প্রণালীর আলোকে আলোচনা করেন এবং যাঁহারা অসন্তোষজনক উত্তর দান করেন তাঁহাদিগকে ত'ারসূসে তাঁহার শিবিরে পাঠাইতে নির্দেশ দেন। পরে আবার ইস্হ'াক' ইব্ন ইব্রাহীমের পরীক্ষায় মাত্র দুইজন অবিচল মত পোষণ করেন, তাঁহারা হইলেন আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) এবং মুহ'াম্মাদ ইব্ন নূহ্'। তাঁহাদিগকে বন্দী অবস্থায় ত'ারসূসে পাঠানো হয়। পথেই তাঁহারা খালীফার মৃত্যু সংবাদ পান। তাঁহাদিগকে পুনরায় বাগদাদে ফেরত পাঠানো হয়। রাজধানীতে পৌঁছার পূর্বেই মুহ'াম্মাদ ইব্ন নূহ্' ইন্তিকাল করেন।

আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। যদিও তাঁহাকে অন্যদের ন্যায় তাকি'য়্যাঃ (দ্র.) (সাময়িকভাবে স্বীয় মত গোপন রাখা) অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাঁহার মনোভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। মা'মূনের ভ্রাতা এবং উত্তরাধিকারী মু'তাসি'মের (২১৮-২২৭/৮৩৩-৮৪২) নিকট বিচারার্থ হাযির হইতে আহূত হইলে, সেখানে কু'রআনের প্রকৃতি এবং অন্যান্য ধর্মীয় বিষয় সম্বন্ধে খালীফা আহ্'মাদ ইব্ন আবী দু'আদ এবং অন্যান্য অনেকের সম্মুখে আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) জোরালো বিতর্ক করেন। ঐ বিতর্ক তিনদিন পর্যন্ত চলিয়াছিল। আহ্'মাদ ইবন হ'াম্বাল (র)-এর মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটিল না। খালীফার আদেশে তাঁহাকে কশাঘাত করা হইল; কিন্তু বিদ্রোহের আশংকায় (কারণ তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন) তাঁহাকে পরে মুক্তি দেওয়া হয়। মু'তাসি'মের আমলে মিহ্'নাঃ সম্বন্ধে আর কিছুই শোনা যায় না। কারণ এ বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব কোন আকর্ষণ এবং পূর্ববর্তী খালীফার মত ধর্মবিষয়ে তাঁহার তেমন শিক্ষা-দীক্ষাও ছিল না (ইব্ন তাগ্'রীবির্দী, ১ম, ৬৪১; Patton, p. 113)।

তাঁহার পুত্র আল-ওয়াছি'ক বিল্লাহ্ (২২৭-২৩২/৮৪২-৮৪৭) পরবর্তী খালীফা হন। তিনি আল-মা'মূনের প্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণ করেন (ইব্ন তাগ্'রীবির্দী, ১ম, ৬৮৩; Patton, p. 115) যদিও তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি পিতাকে মিহ্'নাঃ প্রয়োগে অধিকতর কঠোরতা হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ওয়াছি'ক বিল্লাহ প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরীক্ষা করিতে নির্দেশ দান করেন। এই আদেশের কার্যকর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র) ইতোমধ্যে একজন জনপ্রিয় ধর্মীয় নেতা ও শিক্ষক হইয়া উঠেন। আহ্'মাদ ইব্ন আবী দু'আদের তদন্ত ও কার্যকলাপ নূতন করিয়া শুরু হইলে তিনি শিক্ষা দান স্থগিত রাখেন এবং একাকী নির্জনে বাস করিতে থাকেন।

আল-ওয়াছি'ক' স্বয়ং ধর্মশাস্ত্রবিদ আহ্'মাদ ইব্ন নাস্'র ইব্ন মালিক আল-খুযা'ঈর বিচারে ব্যক্তিগতভাবে অংশ গ্রহণ করেন। অধিকন্তু খুযা'ঈ একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন (Weil, ii. 341,

Patton, p. 116 ; ত'াবারী, ৩খ, ১৩৪৩ প. ; de Goeje, Fragmenta hist. arab. p. 529 প.)। কু'রআান সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে খুযা'ঈ উত্তর দেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, কু'রআান আল্লাহ্‌র বাণী। বিচার শেষ না হইতেই খলীফা উহা বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে স্বহস্তে হত্যা করিতে উদ্যত হন, কিন্তু অপর একজন দক্ষতর ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত তিনি তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে সমর্থ হন নাই (শা'বান, ২৩১/৮৪৬)।

ওয়াছি'কে'র শাসনকালে যে সব খ্যাতনামা ব্যক্তিরা বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন তাঁহারা হইলেন নু'আয়ম ইব্‌ন হ'াম্মাদ এবং বিখ্যাত আবু য়া'কূ'ব য়ূসুফ ইব্‌ন য়াহ্'য়া আল-বুওয়াত'ী যিনি ইমাম শাফি'ঈ (র)-র ছাত্র এবং তাঁহার কতিপয় পুস্তকের সম্পাদক (Patton, p. 119) ছিলেন। উভয়ে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। আহ্'মাদ ইব্‌ন আবি দু'আদের ধর্মান্ধতা সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, একবার ২৩১/৮৪৬ সনে বায়যানটাইনের কয়েদখানা হইতে ৪,৬০০ মুসলিম বন্দীকে অর্থ বিনিময়ে মুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হইলে তিনি প্রস্তাব করেন যে, যাহারা কু'রআান আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এই মতবাদে বিশ্বাসী নহে তাহাদিগকে মুক্ত করা না হউক, আর এই প্রস্তাবই বাস্তবে রূপায়িত হয় (ত'াবারী, ৩খ, ১৩৫১ প. ; Fragm. hist, arab, ii. 532 ; ইব্‌ন তাগ্'রীবিরদী, ১খ, ৬৮৪ ; Patton, p. 120)। কথিত আছে যে, আল-ওয়াছি'ক' মৃত্যুর পূর্বে মু'তাযিলাঃ মত বর্জন করেন। তাঁহার পরবর্তী খলীফা মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর মিহ্'নাঃ প্রচলিত ছিল (২৩২-২৪৭/ ৮৪৭-৮৬১), কিন্তু ২৩৪ হিজরীতে তিনি মিহ্'নাঃ প্রয়োগ বন্ধ করেন এবং কেহ কু'রআান সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিলে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-য়া'কূ'বী, তা'রীখ, ed. Houtsma, ii. 491, 500—509, 521, 528, 575, 582 ; (২) আত্'-ত'াবারী, ed. be Goeje, iii, প্রবন্ধে উল্লিখিত ; (৩) আল্-মাস'ঊদী, মুরূজ, প্যারিস সংস্করণ, ৬খ, ২৮৩ প. ; ৭খ, ১০১ ; ৮খ, ৩০০ প. ; ১০খ, ৪৫, ৫১, ৭০ ; Fragmenta historicum arabicorum, ii.. ed. de Goeje, Leyden 1871, প্রবন্ধে উল্লিখিত ; (৪) আহ'মাদ ইব্‌ন আবী ত'াহির ত'ায়ফূর, কিতাাব বাগ'দাাদ, ed. Keller, Leipzig 1908 ; (৫) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, আল-কাামিল, ed. Tornberg, ৬খ, ২৯৭—৩০১, ৩১৪ ; ৭খ, ১৪ প. ; (৬) আবু'ল-ফিদাা', তা'রীখ, কনস্টান্টিনোপল ১২৮৬ হি., ২খ, ৩১ প. ; (৭) আবু'ল-মাহ'াাসিন ইব্‌ন তাগ্'রীবিরদী, আন-নুজূমু'য-যাাহিরাঃ, ed. T.G.J. Juynboll, প্রবন্ধে উল্লিখিত ; (৮) তাজু'দ-দীন 'আবদু'ল-ওয়াহ্‌হাাব আস্-সুব্‌কী, ত'াবাকাতু'শ-শাফি'ঈয়্যাঃ, কায়রো ১৩২৪ হি., ১খ, ২০৫ প ; (৯) W. M. Patton, Ahmed b. Hanbal and the Mihna, Leyden 1897 ; (১০) A. von Kremer, Geschichte der herrschenden Ideendes Islams, Leipzig 1868, p. 233 প. ; (১১) M. Th. Houtsma, De strijl over het dogma in den Islam to op el-Ash'ari, Leyden 1875, p. 107 প. ; (১২) G. Weil, Geschichte der Chalifen, ii. 262 প. 297 প., 340 প. ; (১৩) A. Muller, Der Islam in Morgen und Abendland, i., II/iv. 451 প. ; 523 প. ; (১৪) W. Muir, The Caliphate[3]. ed. T. H. Weir, Edinburgh 1924, p. 507, 512, 520 প. ; 525 ; (১৫) Goldziher, Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910, প্রবন্ধে উল্লিখিত, ঐ. in ZDMG, lii. 155 প.।

মিহ্'রাাব (দ্র. মসজিদ)।

মীক'াত (میقات) 'আ. و-ق-ت ধাতু হইতে مفعال ওজনে বহু বচন مواقيت (মাওয়াাক'ীত), নির্ধারিত বা ঠিক সময়। এই অর্থে কু'রআানের কয়েক স্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় (সূরাঃ ২ ঃ ১৮৯ ; ৭ ঃ ১৪২, ১৪৩, ১৫৫ ; ২৬ ঃ ৩৮ ; ৪৪ ঃ ৪০ ; ৫৬ ঃ ৫০ ; ৭৮ ঃ ১৭)।

হ'াদীছ' ও ফিক্'হশাস্ত্রে শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় ; (১) স'ালাাতের সময় ; (২) যে স্থানে হ'ারাাম শারীফে প্রবেশকারীদিগকে ইহ্'রাামের পোশাক পরিতে হয়। শব্দটির শেষোক্ত অর্থের জন্য দ্র. প্রবন্ধ ইহ্'রাাম।

কু'রআানে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে, "অবশ্যই, স'ালাাত নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন মু'মিনদের জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে" (৪ ঃ ১০৩)। সূরাঃ ২ ঃ ২৩৮ আায়াতে অন্যান্য স'ালাাতের সহিত বিশেষভাবে মধ্যবর্তী স'ালাাত (আস'-স'ালাাতু'ল-উস্‌ত'াা) অর্থাৎ 'আস্'রের স'ালাাত সংরক্ষণের নির্দেশ আছে। হযরত 'আাইশাঃ (রা)-এর কি'রাাআতে 'উস্‌ত'াা' শব্দের স্থলে 'আস্'র শব্দ পঠিত হইয়াছে। সূরা ঃ ১১ ঃ ১১৪ আায়াতে দিবাভাগের দুই তরফে ও রাত্রির প্রথম-ভাগে স'ালাাত পড়িতে আদেশ করা হইয়াছে। দিবাভাগের প্রথম প্রান্তে ফাজ্‌রের স'ালাাত ও দ্বিতীয় প্রান্তে জু'হ্‌র ও 'আস'রের স'ালাাত এবং রাত্রির প্রথম ভাগে মাগ্'রিব ও 'ইশাা'র স'ালাাত (তাফ্‌সীর বায়দ'াাব'ী, উক্ত আায়াতের ব্যাখ্যায়)। সূরাঃ ১৭ ঃ ৭৮ আায়াতে সূর্য হেলিয়া পড়িবার পর (দুলুক) হইতে রাত্রির অন্ধকার (গ'াসাক') পর্যন্ত এবং ফাজ্‌রের স'ালাাত পড়িতে আদেশ করা হইয়াছে। সূর্য হেলিয়া পড়ার পর হইতে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত জু'হ্‌র ও 'আস্'র এই দুই স'ালাাত এবং সূর্যাস্ত হইতে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত মাগ্'রিব ও 'ইশাা' দুই স'ালাাত এবং পঞ্চম কু'র্‌আানু'ল-ফাজ্‌র বা ফাজ্‌রে কু'রআান পাঠের স'ালাাত। জু'হ্‌র হইতে 'ইশাা' পর্যন্ত চারিটি স'ালাাত অল্প ব্যবধানের পর পর পড়িতে হয় বলিয়া এক সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। পঞ্চমটি কু'র্‌আানু'ল-ফাজ্‌রের স'ালাাত দীর্ঘ ব্যবধানে বলিয়া পৃথকভাবে উল্লিখিত হইয়াছে এবং সাধারণত ফাজ্‌রের স'ালাাতে কু'রআান হইতে দীর্ঘ আবৃত্তি করা হয় বলিয়া ইহার নাম কু'রআানু'ল-ফাজ্‌র হইয়াছে। হযরত (স')-এর নবী-জীবনের প্রথম দিকে প্রত্যাদিষ্ট উক্ত আায়াতটিতে পাঁচবার স'ালাাতের কথা বলা হইয়াছে। হ'াদীছ' শারীফে উল্লিখিত আছে যে, মি'রাাজের সময় পাঁচবারের স'ালাাত ফরয হয়। মি'রাাজের পরবর্তী সূরাগুলিতেই পাঁচবার স'ালাাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সূরাঃ বানী ইস্‌রাাঈলে (১৭ নং সূরাঃ) মি'রাাজের উল্লেখ আছে। ইমাাম যুহ্‌রীর মতে হযরত (স')-এর নবী-জীবনের পঞ্চম বৎসরে মি'রাাজ সংঘটিত হয়। সূরাঃ ২৪ ঃ ৫৮ আায়াতে তিনটি নির্জনতার সময় প্রসঙ্গে স'ালাাতু'ল-'ইশাা'র নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

আবূ দাাঊদ ও তিরমিয'ীতে ইব্‌ন 'আব্বাাস (রা)-এর বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, জিব্‌রাাঈল ('আ) পর পর দুইদিন দৈনিক পাঁচ বারের প্রতি স'ালাাতে আওওয়াল ওয়াক্'তে ও আাখির ওয়াক্'তে স'ালাাত আদায় করিয়া হযরত (স')-কে স'ালাাতের সময় শিক্ষা দেন (মিশ্‌কাাত, বাাব মাওয়াাক'ীতি'স'-স'ালাাত)।

স'াহ'ীহ' বুখারীতে বাব মাওয়াক'ীতি'স'-স'ালাতের প্রথম হ'াদীছে' উল্লিখিত আছে যে, জিব্রা'ঈল হযরত (স')-কে পাঁচবারে পাঁচ ওয়াক্'তের স'ালাত পড়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। স'াহ'ীহ' মুস্লিমে ও মিশ্কাতু'ল-মাস'াবীহে' বাব মাওয়াক'ীতি'স'-স'ালাতের হ'াদীছ'-গুলিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স'ালাতের সময় সম্বন্ধে এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে হযরত (স') তাঁহাকে লইয়া স'াহ'াবীদের সঙ্গে পর পর দুইদিন দৈনিক পাঁচবারের প্রতি স'ালাতে আওওয়াল (প্রথম) সময় ও আখির (শেষ) সময় স'ালাত আদায় করিয়া স'ালাতের সংখ্যা ও সময় শিক্ষা দেন। আমাদের দেশে যেমন কখনও কখনও লোকে ফাজ্র, জু'হ্র ও মাগ্'রিবের স'ালাতকে যথাক্রমে সকালের, দুপুরের ও সন্ধ্যার স'ালাত বলিয়া থাকে তেমনি 'আরবদেশে সাধারণ লোকেরা, বিশেষত বেদুঈন 'আরবরা স'ালাতু'জ'-জু'হ্রকে আল-হাজীরাতু'ল-উলা, স'ালাতু'ল-মাগ্'রিবকে 'ইশা', স'ালাতু'ল-'ইশা'কে 'আতামাঃ এবং স'ালাতু'ল-ফাজ্রকে গ'াদাত বলিত। হযরত (স') তাহা নিষেধ করিয়া দেন। সুতরাং স'ালাতের নাম, সংখ্যা ও সময় হযরত (স')-এর জীবনকালেই নির্ধারিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

কতকগুলি হ'াদীছ' হইতে জানা যায় যে, উমায়্যাগণ অন্তত তাহাদের কেহ কেহ স'ালাত সম্পাদনের সময় বিলম্বিত করার পক্ষপাতী ছিলেন (বুখারী, মাওয়াক'ীতু'স'-স'ালাত, বাব ৭; মুস্লিম, মাসাজিদ, হ'াদীছ' ১৬৬, ১৬৭; আন-নাসাঈ, ইমামাঃ, বাব ১৮, ৫৫; যায়দ ইব্ন 'আলী, মাজমূ'উ'ল-ফিক্'হ, সংখ্যা ১৯৩)।

পক্ষান্তরে যথাসময়ে স'ালাত সম্পাদন সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে (বুখারী, জিহাদ, বাব ১; মাওয়াক'ীত, বাব ৫; মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ১৩৮, ১৩৯; তির্মিযী', স'ালাত, বাব ১৩; বির্র, বাব ২)। অন্যান্য হ'াদীছে' আওওয়াল ওয়াক্'তে সম্পাদিত স'ালাত সম্বন্ধে অনুরূপ বলা হইয়াছে (তির্মিযী', স'ালাত, বাব ১৩)।

নিম্নলিখিত হ'াদীছ'টি হইতে প্রাথমিক অবস্থা কতকাংশে বুঝিতে পারা যায়। 'উমার ইব্ন 'আব্দি'ল-'আযীয (র) এক সময় কোন একটি স'ালাত সম্পাদনে বিলম্ব করায় 'উরওয়াঃ ইব্নু'য-যুবায়র এই বলিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করেন যে, আল্-মুগ'ীরাঃ ইব্ন শু'বাকে বিলম্বে স'ালাত সম্পাদনের জন্য আবূ মাস্'উদ আল্-আনস'ারী (রা) ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন; তাহার কারণ এই যে, জিব্রাঈল ('আ) নিজেই হযরত (স')-এর সম্মুখে সঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্'তের স'ালাত সম্পাদন করিবার জন্য পাঁচবার নামিয়া আসিয়াছিলেন। ইহাতে 'উমার (র) 'উরওয়া (র)-কে বর্ণনায় সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলেন। 'উরওয়াঃ (র) বলেন, বাশীর ইব্ন আবী মাস'উদ তাঁহার পিতার নিকট হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন (বুখারী, মাওয়াক'ীত, বাব ১; মুসলিম, মাসাজিদ, হ'াদীছ' ১৬৬, ১৬৭; আন্-নাসাঈ, মাওয়াক'ীত, বাব ১০)।

প্রথম স্তরের কতকগুলি হ'াদীছ' হযরত (স')-এর সময়ে মদীনার প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি স্মরণ করাইয়া দেয়। (ক) দ্বিপ্রহরের পর সূর্য ঢলিতে আরম্ভ করিলে স'ালাতু'জ'-জু'হ্র পড়া হইত (বুখারী, মাওয়াক'ীত, বাব ১১); (খ) স'ালাতু'ল-'আস্'র পড়া হইত যখন 'আইশাঃ (রা)-এর কামরায় রৌদ্র থাকিত এবং তখন সেখানে ছায়াপাত হইত না (বুখারী, মাওয়াক'ীত, বাব ১৩; মুসলিম, মাসাজিদ, হ'াদীছ' ১৬৮)। 'আস্'রের স'ালাতের পর লোকদের শহরের দূরতম স্থানে যাইবার মত সময় থাকিত অথচ সূর্য তখনও উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকিত (বুখারী, মাওয়াক'ীত, বাব ১, ১৩, ১৪, ১৮, ২১)' (গ) স'ালাতু'ল-মাগ্'রিব এমন সময় শেষ হইত যে, তীর মারিলে তাহা কোথায় পড়ে লোকে তখনও তাহা বুঝিতে পারে (বুখারী, মাওয়াকীত, বাব ২১); (ঘ) স'ালাতু'ল-'ইশা' কখনো কখনো রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত, কখনো কখনো রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত হইত (বুখারী, মাওয়াক'ীত, বাব ১১, ২০, ২১, ২৪); (ঙ) স'ালাতু'ল-ফাজ্র হযরত (স') এমন সময় পড়িতেন যে, কোন লোক তাহার প্রতিবেশীকে চিনিতে পারিত (বুখারী, মাওয়াক'ীত, বাব ১৩); কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমনকারিণী স্ত্রীলোকদিগকে চিনিতে পারা যাইত না (বুখারী, মাওয়াক'ীত, বাব ২৭)।

দ্বিতীয় পর্যায়ের কতকগুলি হ'াদীছে' এই ধরনের সাধারণ নির্দেশে বিভিন্ন স'ালাতের প্রথম ও শেষ সময় উল্লেখ করিয়া সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে (তু. যেমন মুস্লিম, মাসাজিদ, হা'দীছ' ১৭৬, ১৭৭)। একদিন হযরত (স') স'ালাত আদায় করেন এইভাবে :

(ক) স'ালাতু'জ'-জু'হ্র—যখন সূর্য ঢলিতে আরম্ভ করিয়াছে;

(খ) স'ালাতু'ল-'আস্'র—যখন সূর্য উজ্জ্বল ও পরিষ্কার অবস্থায় উপরে ছিল;

(গ) স'ালাতুল-মাগ'রিব—সূর্যাস্তের অব্যবহিত পরেই;

(ঘ) স'ালাতু'ল-'ইশা'—যখন গোধূলির আলো চলিয়া গিয়াছে;

(ঙ) স'ালাতু'ল-ফাজ্র—ঊষাকালে। পরদিন হযরত (স') স'ালাত আদায় করেন এইভাবে :

(ক) জু'হ্র—পূর্ব দিনের চেয়ে বিলম্বে;

(খ) 'আস্'র—পূর্ব দিনের চেয়ে বিলম্বে; কিন্তু সূর্য তখনও বেশ উপরে;

(গ) মাগ্'রিব—গোধূলি অন্তর্হিত হইবার পূর্বে;

(ঘ) 'ইশা'—রাত্রির প্রথম তৃতীয়াংশ গত হইলে;

(ঙ) ফাজ্র—যখন সূর্যোদয় নিকটবর্তী (আস্ফারা বিহা)।

শাফি'ঈ বর্ণিত (কিতাবু'ল-উম্ম, ১ঃ ৬২) একটি হ'াদীছে' মাওয়াক'ীতের লেখোক্ত নির্দেশ জিব্রাঈল('আ)-এর প্রদর্শিত দৃষ্টান্তের প্রতি আরোপিত হইয়াছে (তু. যায়দ ইব্ন 'আলী, মাজ্মূ'উ'ল-ফিক্'হ, সংখ্যা ১০৯)। পরবর্তী কালে ফিক্'হ সেইসব মাওয়াক'ীত ফিক্'হ গ্রন্থাবলিতে স্থান পাইয়াছে। এখানে উহা সবিস্তারে পুনরুল্লেখ করা চলে না। নীচের সংক্ষিপ্তসার যথেষ্ট হইতে পারে :

(ক) জু'হ্র : যখন সূর্য ঢলিতে আরম্ভ করে তখন হইতে শুরু করিয়া যখন কোন বস্তুর ছায়ার দৈর্ঘ্য মাধ্যাহ্নিক ছায়া বাদে এক গুণ থাকে তখন পর্যন্ত। এ বিষয়ে শুধু হ'ানাফীদের এক শাখা ইহার ব্যতিক্রম করিয়া এক গুণের স্থলে দুই গুণ ছায়া পর্যন্ত জু'হ্রের শেষ সীমা নির্দেশ করেন। অতিরিক্ত গরমের সময় যথাসম্ভব বিলম্বে জু'হ্রের স'ালাত আদায় প্রশংসনীয়।

(খ) 'আস্'র : জু'হ্রের শেষ সময় হইতে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। ইমাম মালিক (র)-এর মতে, প্রথম সময় কিছুটা বিলম্বে আরম্ভ হয়।

(গ) মাগ'রিব : সূর্যাস্তের পর হইতে গোধূলির লালিমা অন্তর্হিত না হওয়া পর্যন্ত। প্রথম সময় সম্বন্ধে সামান্য ব্যতিক্রম আছে।

(ঘ) 'ইশা' : স'ালাতু'ল-মাগ্'রিবের শেষ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ বিগত না হওয়া পর্যন্ত অথবা ঊষা না হওয়া পর্যন্ত (ইমামদের ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে দ্র. ফিক্'হ গ্রন্থাদি)।

(৩) ফাজ্‌রঃ উষাকাল হইতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। হ'াদীছ' ও ফিক্‌হ-এর গ্রন্থগুলিতে এই সব মাওয়াক'ীতের সঙ্গে সঙ্গে স'ালাতের নিষিদ্ধ সময় দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন, সূর্যোদয়কাল, মধ্যাহ্নকাল ও সূর্যাস্তকাল (বুখারী, মাওয়াক'ীত, বাব ৩০—৩২; মুসলিম, সালাতু'ল-মুসাফিরীন, হ'াদীছ' ২৮৫—২৯৪; তু. এই বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের জন্য নাওয়াব'ীর ভাষ্য এবং উহার উপর Wensinck, Handbook, p. 192a)। হযরত 'আইশাঃ (রা)-এর মতে স'ালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের জন্য প্রতীক্ষা করাই শুধু নিষিদ্ধ (মুসলিম, মুসাফিরীন, হ'াদীছ' ২৯৬)। মক্কায় সব সময়েই স'ালাত আদায় করা চলে (বুখারী, হ'াজ্জ, বাব ৭৩, তিরমিয'ী, হ'াজ্জ, বাব ৪২)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরোল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীত ঃ (১) যায়দ ইব্‌ন 'আলী, মাজ্‌মূ'উ'ল-ফি'ক্‌হ, ed. Griffini, Milano 1919, p. 23—26; (২) আবু'ল-ক'াসিম আল-মুহ'াক্‌'কি'ক', কিতাব শারাই'উ'ল-ইসলাম, Calcutta ১২৫৫ হি., পৃ. ২৬; (৩) A. Querry, Droit musulman, Paris 1871, p. 5o প.; (৪) ইমাম মালিক, আল-মুওয়াত্‌'ত'া', পরিচ্ছেদ উকূ'তু'স'-স'ালাত, ১খ, ১২ প.; (৫) খালীল ইব্‌ন ইসহ'াক', আল-মুখ্‌তাসার ফি'ল-ফিক্‌'হ, Paris 1318/1900, p. 13 প., অনু. I. Guidi and D. Santillana, Milano 1919, i. 45 প.; (৬) আশ-শাফি'ঈ, কিতাবু'ল-উম্‌ম, কায়রো হি. ১৩২১—২৫, ১খ, ৬১ প.; (৭) Th. W. Juynboll, Handleiding tot de Kennis van de. Moh. Wet, Leyden 1925, p. 53 প.; (৮) বুরহানু'দ-দীন আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন আবী বাক্‌র আল-মার্‌গি'নানী, আল-হিদায়াঃ ওয়া'ল-কিফায়াঃ, বোম্বাই ১২৮০, হি. ১খ, ৮৩—৮৯; (৯) আশ-শা'রানী, আল-মীযানু'ল-কুব্‌রা, কায়রো ১২৭৯ হি. ১খ. ১৫৮—১৬০।

মীকাল (میکال) (অন্যরূপ میکائیل মীকাঈল) প্রধান ফিরিশ্‌তাগণের অন্যতম, (তু. মালাইকাঃ)। তাঁহার নাম কু'রআন শারীফে এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে (সূরাঃ ২ ঃ ৯৮) ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র, তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণের, তাঁহার রাসূলগণের, জিব্‌রাঈল এবং মীকালের শত্রু হয় তবে (সে জানিয়া রাখুক যে,) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ কাফিরদের শত্রু"—এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে দুইটি আখ্যান আছে। প্রথমটি এরূপ, য়াহূদীরা মুহ'াম্মাদ (স')-এর নুবুওয়াতের সত্যতা পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন করে। তিনি সব প্রশ্নের সদুত্তর দেন। সর্বশেষে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কে তাঁহার নিকট ওয়াহ্‌'য়ি আনয়ন করে?" উত্তরে তিনি বলিলেন, "জিব্‌রাঈল।" য়াহূদীরা বলিল, "জিব্‌রাঈল তাহাদের শত্রু, ধ্বংসের দূত, অনটনের দূত। পক্ষান্তরে মীকাঈল তাহাদের রক্ষক, উর্বরতা এবং মুক্তির দূত" (ত'াবারী, তাফ্‌সীর, ১ ঃ ৩২৪ প.)। দ্বিতীয় আখ্যান ঃ একদা 'উমার (রা) য়াহূদীদের মদীনাস্থ উপাসনালয়ে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে জিব্‌রাঈল সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তাহারা জিব্‌রাঈল এবং মীকাঈল সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ধরনের কথা বলিয়াছিল। তৎপর 'উমার (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ দুই ফিরিশ্‌তার মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে কিরূপ?" তাহারা বলিল, "জিব্‌রাঈল তাঁহার ডানদিকে আর মীকাঈল তাঁহার বামদিকে এবং তাহারা পরস্পর শত্রু।" তখন 'উমার (রা) বলিলেন, "আল্লাহ্‌র সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক এইরূপ হইলে তাঁহারা একে অন্যের দুশমন হইতে পারে না। তোমরা অবিশ্বাসী, গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। আর যে কেহ এই দুই ফিরিশ্‌তার কোন একজনের শত্রু হইবে সে অবশ্যই আল্লাহ্‌র দুশ্‌মন।" ইহার পর হযরত 'উমার (রা) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সহিত সাক্ষাত করিতে যান। তখন তিনি তাঁহাকে ('উমার-কে) অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন ঃ "তোমার উক্তির সমর্থনে জিবরাঈল ('আ) ইতিমধ্যেই এই ওয়াহ্‌'য়ি আনয়ন করিয়াছেন—"যে কেহ আল্লাহ্‌র শত্রু হয়"...ইত্যাদি (সূরাঃ, ২ ঃ ৮৯, ত'াবারী, তাফ্‌সীর ১ ঃ ৩২৭; যামাখ্‌শারী, পৃ. ৯২; বায়দ'াবী, সূরাঃ ২ ঃ ৯৮ (২)।

য়াহূদীদের কিংবদন্তীতে তাহাদের প্রতি জিব্‌রাঈলের বৈরীভাবের বর্ণনা দেখা যায় না। সমকালীন মদীনার য়াহূদীদের জিব্‌রাঈল সম্বন্ধে এইরূপ মনোভাব ছিল। মীকাঈল সম্বন্ধে উপরে যে উক্তি করা হইয়াছে উহার যথেষ্ট সাহিত্যিক প্রমাণ আছে। দানিয়েল ১২ ঃ ১-এ মীকাঈলকে মহান রাজকুমার এবং ইসরাঈলীদের রক্ষাকর্তা বলা হইয়াছে (তু. Targum Ganticum, viii. 9)। মীকাঈল ইস্‌রাঈলীদের প্রভু। দানিয়েল ১০, ১৩, ২১-এ কথিত আছে, মীকাঈল ইস্‌রাঈলীগণকে পারস্য এবং গ্রীসের রাজন্যবর্গ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অধিকন্তু Enoch ২০ ঃ ৫-এ তাঁহাকে মানব জাতির উত্তম লোকদের রক্ষাকর্তা বলা হইয়াছে (Testamentum Levi, xv. 6, Test. Dan, vi 2)।

বলা হইয়াছে, মীকাঈল হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর মি'রাজ-এর পূর্বে তাঁহার বক্ষ উন্মোচন করিয়াছিলেন (ত'াবারী, ১খ, ১১৫৭-৫৯; ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ২খ, ৩৬ প.) এবং যাঁহারা বদ্‌রের যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম (ইব্‌ন সা'দ, ২/১.৯)।

কু'রআন শারীফে এবং ত'াবারী কর্তৃক উদ্ধৃত একটি চরণে (ed. de Goeje, i. 329), তাঁহার নামের আকৃতি মীকাল। মনে হয় উহা وكل (Horovitz) শব্দ হইতে মিফ্‌'আল-এর ওয়াযানে উৎপন্ন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-য়া'কূ'বী, তা'রীখ, ed. Houtsama; (২) আল-কিসাঈ, ক'াস'াসু'ল-আম্বিয়া' ed. Eiwenberg, Leyden 1922; (৩) আত'-ত'াবারী, de Goeje, ১খ, ৩২৯ প.; (৪) লিসান ২০খ, ১৫৯ (নামের গঠন ও উহার অর্থ সম্পর্কে); (৫) ইব্‌ন হিশাম, ed. Wustenfeld পৃ. ৩২৮, ৬২৪; (৬) Rhodokanakis, in WZKM. xvii. 282; (৭) উমায়্যাঃ ইব্‌ন আবী'স'-স'াল্‌ত, ed. Schulthess, in Beitrage z. Assyriologie, vii. No. lv., 1. 8 (Spurious); (৮) Horovitz Koranische Untersuchungen, Leipzig—Berlin 1926, p. 143.

মীরাছ' (میراث) উত্তরাধিকার (ব. ব. মাওয়ারীছ'); ওয়ারিছ' উত্তরাধিকারী, মুরিছ'—যিনি সম্পত্তি রাখিয়া যান। ইসলামী আইনের এই শাখাকে 'ইল্‌মু'ল-ফারাঈদ' অর্থাৎ দায়ভাগ-বিজ্ঞান বলা হয় (কু'রআন, ৪ ঃ ১১)।

১। প্রাচীন 'আরবদের মধ্যে প্রচলিত পিতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি উইল না করিয়া গেলে তাহার সম্পত্তি নিকটতম এক বা একাধিক পুরুষ আত্মীয় উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিত। এইরূপ আত্মীয়দের ('আরবীতে 'আস'াবাঃ' এবং ইংরেজীতে agnate বলিয়া পরিচিত) উত্তরাধিকারের ক্রম ইসলামী আইনে

List>

বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। জাহিলী 'আরবে নাবালিগ'গণ অস্ত্র চালনায় অক্ষম বিধায় তাহাদিগকে উত্তরাধিকার হইতে বাদ দেওয়া হইত। এইভাবে স্ত্রীলোকগণও উত্তরাধিকারের বহির্ভূত ছিল ; বরং পিতার মৃত্যুর পরে সৎমাকে বিবাহ করার রীতি হইতে বুঝা যায় যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তাহার উত্তরাধিকারীর সম্পত্তিতে পরিণত হইত। সৎমাকে বিবাহ করা কু'রআনে (৪ : ১৯) নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। প্রাচীন ইস্রাঈলী সমাজ-ব্যবস্থায়ও নিঃসন্তান ভ্রাতার মৃত্যুতে তাহার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করা উত্তরাধিকারী ভ্রাতার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য ছিল। এইরূপ বিবাহকে Levirate বিবাহ বলা হয়। 'আরবদের সমাজ-ব্যবস্থায় প্রথমজাত সন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোন প্রমাণ নাই, যদিও অন্যত্র সেমিটিক আইনে উহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইহাই হইল জাহিলী 'আরবের আইনগত অবস্থা। হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর নুবূওয়াত লাভের অব্যবহিত পূর্বে নারীর দায়ভাগের এই অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। সাধারণভাবে ইসলামী দায়ভাগে স্ত্রীলোক পুরুষের অংশের অর্ধাংশের অধিকারিণী হয়। ইহাকে ন্যায়-নীতি বিরোধী বলা যায় না। কারণ পুরুষের উপর যে সাংসারিক দায়িত্ব আছে, স্ত্রীলোক সে সব হইতে মুক্ত। সুতরাং দায়ভাগে স্ত্রী-পুরুষের অংশের মধ্যে সমতা রক্ষিত না হইলেও ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। জাহিলী 'আরবের প্রধান উত্তরাধিকারী ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয় সম্পত্তির অংশ লাভ করিত। পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন (যাহারা 'আস'াবাঃ নহে) তাহাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ কু'রআন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। কিন্তু মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির একাংশ (এক-তৃতীয়াংশের অধিক নহে) তাহার ওয়াসি'য়্যাত অনুযায়ী বণ্টিত হইতে পারে।

২। কু'রআনে তৎকালীন প্রচলিত দায়ভাগ ব্যবস্থাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংশোধন করা হয়। ইহা দ্বারা পার্হস্থ্য জীবন সংক্রান্ত আইনের ন্যায় নারীর অবস্থারও উন্নতি সাধিত হয়। কু'রআনের মীরাছ'-আইন চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত রাসূল কারীম (স') একটি বিশেষ দায়ভাগ ব্যবস্থা সাময়িকভাবে প্রবর্তন করেন। তাহা এই, হিজ্রাতের অব্যবহিত পরে মুহ'ম্মাদ (স') মোট ৭৫ জন মুহাজিরের প্রত্যেকের সঙ্গে এক একজন আনস'ারীর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন এবং যে মুহাজিরের সহিত যে আনস'ারীর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করা হয় তাহাদের একজনের মৃত্যুতে অপরকে উত্তরাধিকার স্বত্ব দেওয়া হয়। অতঃপর মীরাছ' আইন প্রবর্তিত হইলে ঐ ব্যবস্থা বন্ধ হইয়া যায়। ঐ ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনকে এক প্রকার 'হি'ল্ফ' বা সখ্য-চুক্তি বলিয়া গণ্য করার ভিত্তির উপর ঐ উত্তরাধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। কু'রআন ২ : ১৮০ সম্ভবত ২ হিজরীর রমযানে নাযিল হইয়াছিল এবং কু'রআন ৪ : ৩৩ উহার অল্পদিন পরে নাযিল হয়। কু'রআন ২ : ১৮০-তে বলা হইয়াছে, "তোমাদের জন্য ইহা ফরয করা হইল যে, তোমাদের কাহারও মরণকাল উপস্থিত হইলে সে যদি কোন ধন-সম্পদ ছাড়িয়া যাইতে থাকে তবে সে নিজ পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়দের মধ্যে উহা বণ্টনের জন্য সঙ্গত ওয়াসি'য়্যাত করিবে।" আর ৪ : ৩৩ আয়াতে বলা হইয়াছে, "পিতামাতা ও নিকটতম আত্মীয়গণ যাহা কিছু ছাড়িয়া (মারা) যায় তাহার প্রত্যেকটির জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারিত করিয়া দিলাম। আর যাহাদের সহিত তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাহাদিগকে তাহাদের অংশ দাও।"

২ : ১৮০ আয়াতের তাৎপর্য : হযরত মুহাম্মাদ (স')-এর নুবূওয়াতলাভের পূর্বে মক্কার লোকেরা মৃত্যুকালে যাহার যেমন খুশী, সেইভাবে নিজ নিজ সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করিয়া যাইত। খ্যাতি ও সুনাম লাভের উদ্দেশ্যে তাহাদের অনেকেই আত্মীয়-স্বজনকে কিছুই না দিয়া নাচ-গান অনুষ্ঠানে অথবা স্ফূর্তিমেলায় অথবা অনাত্মীয় লোকদেরকে সর্বস্ব দিয়া যাইত।

ইসলাম প্রচারের প্রথমভাগে মুসলিমদের জন্য কোন দায়ভাগ আইন প্রবর্তিত না হওয়ায় মুসলিমগণ আত্মীয়দের না দিয়া অনাত্মীয়দেরকে দানে করিতে বিশেষ গৌরব অনুভব করিত। এই আয়াতযোগে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জানান যে, পিতামাতা ও নিকট-আত্মীয়গণই সম্পত্তি পাইবার অধিকতর হক্দার। কাজেই তাহারা যেন মৃত্যুর পূর্বে তাহাদের সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করিবার জন্য পিতামাতা ও নিকট-আত্মীয় দর জন্য অবশ্যই ওয়াসি'য়্যাত করিয়া যায়।

অনন্তর মুসলিমগণ তাহাদের সম্পত্তি পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দেরকে ওয়াসি'য়্যাত্ করিয়া যাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। পরে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের জন্য দায়ভাগ আইন প্রবর্তন করেন।

৪ : ৩৩ আয়াতের তাৎপর্য : ইসলাম-পূর্ব যুগে দুইজন পরস্পর অনাত্মীয় ব্যক্তি একে অপরের দায়িত্ব গ্রহণের ও উত্তরাধিকারী হইবার শপথ গ্রহণ করিলে তাহারা একে অন্যের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত। ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের প্রথমদিকে ঐ প্রথাটি এই আয়াত যোগে সংশোধিত হয় এবং হযরত রাসূল (স') সমস্ত সম্পত্তির স্থলে ঐ শপথ গ্রহণকারীদের জন্য সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ লাভের অধিকার দেন। ইহার পরে সূরাঃ আল-আন্ফালের ৭৫ আয়াতে বর্ণিত "আর আত্মীয়দের মধ্যে একে অপরের তুলনায় অধিকতর হক্দার" নির্দেশ দ্বারা ঐ ষষ্ঠাংশের অধিকার দান অবশ্য পালনীয় রহিল না। অনতিকাল পরের অর্থাৎ ৩য় হিজরীর একটি আয়াত হইল ৪ : ১৯। এই আয়াতে বলা হইয়াছে, "হে বিশ্বাসিগণ! স্ত্রীলোকগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের উত্তরাধিকার লাভ করা তোমাদের জন্য বৈধ (হ'লাল) নহে।" ইহা উত্তরাধিকার আইনের একটি বিধি নহে, বরং ইহা নারীদের অবস্থার উন্নতি বিধানের একটি প্রচেষ্টা।

উত্তরাধিকার আইনের বিধানগুলি ৪ : ৭—১৪ আয়াতসমূহে দেওয়া হইয়াছে। (৭) "পিতামাতা ও নিকটতম লোকেরা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যায় তাহাতে পুরুষ লোকদের অংশ রহিয়াছে এবং পিতামাতা ও নিকটতম লোকেরা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যায় তাহাতে স্ত্রীলোকদেরও অংশ রহিয়াছে—উহা অল্পই হউক আর প্রচুরই হউক। ইহা একটি সুনির্দিষ্ট অংশ।" (৮) "আর মীরাছ' বণ্টনকালে (মৃতের) আত্মীয় অথবা কোন অনাথ (বালক-বালিকা) অথবা দরিদ্র ব্যক্তি যদি সেখানে উপস্থিত হয় তবে তাহাদিগকে ঐ মীরাছ' হইতে কিছু দাও এবং তাহাদের সহিত সদয় বাক্য বল।" নবম ও দশম আয়াতদ্বয় অনাথদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে। (১১) "তোমাদের মৃত্যুর পরে তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে আল্লাহ্ তোমাদিগকে এই নির্দেশ দিতেছেন : একজন পুত্র-সন্তান দুইজন কন্যা-সন্তানের সমান পাইবে। কিন্তু ঐ উত্তরাধিকারিগণ যদি কেবলমাত্র কন্যা সন্তান হয় এবং তাহারা সংখ্যায় (দুই বা) দুইজনের অধিক হয় তবে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ তাহাদের প্রাপ্য হইবে। কিন্তু যদি মাত্র একজন কন্যা সন্তান উত্তরাধিকারী হয় তবে সে অর্ধেক সম্পত্তি পাইবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি থাকিলে তাহার পিতামাতা প্রত্যেকে সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে। মৃত ব্যক্তির যদি কোন

সন্তান-সন্ততি না থাকে এবং (কেবল) পিতামাতাই তাহার উত্তরাধিকারী হয় তবে তাহার মাতা এক-তৃতীয়াংশ পাইবে; কিন্তু ঐ ক্ষেত্রে যদি মৃত ব্যক্তির ভাইয়েরা থাকে তবে মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে, মৃত ব্যক্তির কোন ওয়াসি'য়্যাত অথবা ঋণ থাকিলে তাহা আদায়ের পর। তোমরা জান না তোমাদের উপকার সাধনের ব্যাপারে তোমাদের পিতৃ ও তোমাদের পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের অধিকতর নিকটবর্তী। ইহা আল্লাহ্‌র একটি বিধান এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (১২) "তোমাদের স্ত্রীদের যদি কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে তবে তাহারা যাহা ছাড়িয়া গিয়াছে তাহার অর্ধেক তোমাদের প্রাপ্য। কিন্তু তাহাদের যদি কোন সন্তান-সন্ততি থাকে তবে সেক্ষেত্রে তাহারা যাহা ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহার চারিভাগের একভাগ তোমাদের প্রাপ্য—তাহাদের ওয়াসি'য়্যাত পালন ও ঋণ-পরিশোধের পর। আর (ওহে পুরুষেরা!) তোমরা যদি কোন সন্তান-সন্ততি না রাখিয়া মারা যাও তবে তোমরা যাহা ছাড়িয়া যাইবে তাহার চারি ভাগের এক ভাগ তোমাদের স্ত্রীগণ পাইবে। কিন্তু তোমাদের যদি কোন সন্তান-সন্ততি থাকে তাহা হইলে সেক্ষেত্রে তোমরা যাহা ছাড়িয়া যাইবে তাহার আট ভাগের এক ভাগ তাহারা পাইবে ওয়াসি'য়্যাত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। আর মাতৃপিতৃহীন ও সন্তান-সন্ততিহীন অবস্থায় যদি কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তাহার যদি একজন বৈপিত্রেয় ভাই অথবা একজন বৈপিত্রেয় ভগিনী থাকে তাহা হইলে ছয় ভাগের এক ভাগ ঐ ভাই অথবা ঐ ভগিনী পাইবে। কিন্তু ঐ বৈপিত্রেয় ভাই বা বৈপিত্রেয় ভগিনী যদি একাধিক হয় তবে তাহাদের সকলের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ সমান অংশে বিভক্ত হইবে—তাহার ওয়াসি'য়্যাত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর, যদি ইহা কাহারও জন্য ক্ষতিকর না হয়। ইহা আল্লাহ্‌র একটি বিধান এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সহনশীল।" ১৩ ও ১৪ আয়াত দুইটিতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানগুলি পালন করার ও না করার পরিণাম বর্ণনা করা হইয়াছে। তারপর ৪ : ১৭৬ আয়াতে দায়ভাগ সম্পর্কে আর একটি বিধান রহিয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, —"(হে রাসূল!) লোক আপনার নিকট বিধান জানিতে চায়, বলুন, পিতৃমাতৃহীন ও সন্তান-সন্ততিহীন অবস্থায় কাহারও মৃত্যু ঘটিলে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ তোমাদিগকে বিধান দিতেছেন, কোন পুরুষ লোক যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তাহার কোন সন্তান-সন্ততি না থাকে (এবং পিতামাতাও না থাকে), কিন্তু তাহার (আপন অথবা বৈমাত্রেয়) একজন মাত্র ভগিনী থাকে তাহা হইলে ঐ পুরুষ লোকটি যে সম্পত্তি ছাড়িয়া যায়, তাহার অর্ধেক ঐ ভগিনী পাইবে। আর কোন স্ত্রীলোক যদি এমন অবস্থায় মারা যায় যে, তাহার পিতামাতাও না থাকে এবং সন্তান-সন্ততিও না থাকে, তাহা হইলে তাহার (আপন অথবা বৈমাত্রেয়) ভাই (বা ভাইয়েরা) ঐ স্ত্রীলোকের সম্পত্তির ওয়ারিছ' হইবে।

আর (প্রথমোক্ত অবস্থায়) যদি দুইজন ভগিনী থাকে তাহা হইলে ঐ ভাইটি যাহা ছাড়িয়া যায় তাহার তিনভাগের দুইভাগ ঐ ভগিনীদ্বয় পাইবে। আর এই অবস্থায় (শুধুমাত্র ভগিনী না থাকিয়া) যদি ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়ই থাকে তাহা হইলে পুরুষ লোকের অংশ দুইজন স্ত্রীলোকের অংশের সমান হইবে" (অর্থাৎ ভ্রাতার অংশ ভগিনীর দ্বিগুণ হইবে)।

কু'রআন শরীফের উপরিউক্ত বিধানগুলিতে দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকগণ সাধারণত সমপর্যায়ের পুরুষদের অর্ধেক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। এই অংশ বিভাগ-ব্যবস্থা জাহিলী যুগের সমস্ত মালের ওয়াসি'য়্যাত ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দেয়। কিন্তু কু'রআন ২ : ১৮০ আয়াতে মোটামুটি ওয়াসি'য়্যাত ব্যবস্থার অনুমোদন করা হইয়াছে। হ'াদীছে' এই ওয়াসি'য়্যাত সম্পর্কে কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। যথাঃ দাফন-কাফন সম্পাদন এবং ঋণ পরিশোধ করিবার পর যে সম্পত্তি থাকিবে ঊর্ধ্বপক্ষে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত ওয়াসি'য়্যাত কার্যকর হইবে। কোন উত্তরাধিকারীর জন্য সম্পত্তি ওয়াসি'য়্যাত করা চলিবে না। কু'রআন ৪ : ১২ আয়াতের ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ অসুবিধা আছে; কিন্তু এই আয়াতে উল্লিখিত প্রাসঙ্গিক বিষয়টি বৈপিত্রেয় ভগিনি-গণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কু'রআনের ভাষ্যকারগণ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যাই দিয়াছেন; কু'রআন ৪ : ১৭৬-এ; কিন্তু আপন ভগিনী অথবা বৈমাত্রেয় ভগিনী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কু'রআন ৪ : ১১ আয়াতে পূর্ব প্রসঙ্গের পরিপেক্ষিতে "দুইয়ের অধিক" এই কথার তাৎপর্য "দুই বা ততোধিক" গ্রহণ করা হয়।

৩। কু'রআনের নির্দেশের অতিরিক্ত মীরাছ' সম্বন্ধীয় বিধান হ'াদীছে' খুব কমই দেখা যায়। এইরূপ একটি হইল : একজন স্ত্রীলোক তাহার মাতাকে একটি ক্রীতদাস উপহার দিয়াছিল। মাতার মৃত্যু হইলে সে এই ক্রীতদাসটি আবার ফিরিয়া পাইল। ক্রীতদাসটি তাহার মাতার একমাত্র সম্পত্তি ছিল। কু'রআনের বিধানে মৃতের বা মৃতার একটি কন্যা থাকিলে সে অর্ধেক সম্পত্তির ওয়ারিছ' হয় এবং বাকী অর্ধেক সম্পত্তি অপর ওয়ারিছ'গণ পাইবে। কিন্তু অপর কোন ওয়ারিছ'ই যদি না থাকে তাহা হইলে কি করা যাইবে তাহার সমাধান এই হ'াদীছে' রহিয়াছে অর্থাৎ বাকী অর্ধেকও সেই পাইবে। কাজেই ইহা কু'রআনের বিধানের পরিপূরক।

৪। কতিপয় হ'াদীছ' দ্বারা কু'রআনের বিধানগুলির পরিপূরণ ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে। এই হ'াদীছ'গুলির কতকগুলি হইতেছে রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর বাণী, কতকগুলি হইতেছে খুলাফা' রাশিদূন ও তাঁহাদের পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত। প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলি এই, কোন মুসলিম কোন অমুসলিমের এবং কোন অমুসলিম কোন মুসলিমের ওয়ারিছ' হইতে পারিবে না। কেহ সম্পত্তির মালিককে হত্যা করিলে সে তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। অন্ততপক্ষে যদি এই হত্যা স্বেচ্ছাকৃত ('আমাদান, দ্র. ক'াত্ল) হইয়া থাকে। ক্রীতদাসের পক্ষে উত্তরাধিকারী হওয়ার কোন অধিকার নাই। উত্তরাধিকারের জন্য আইনগ্রাহ্য সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কাজেই জারজ অথবা যাহাদের পিতৃত্ব লি'আন দ্বারা বিসংবাদিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও তাহাদের তথাকথিত পিতার বা ঐ পিতার সহিত সম্পর্কিত কোন আত্মীয়ের মধ্যে উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হইবে না। মাওলা' অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস এবং তাহার মনিব 'আস'াবাঃ'র পর্যায়ে পড়ে এবং তাহার রক্ত-সম্পর্কিত কোন ওয়ারিছ' না থাকিলে তাহারা একে অন্যের উত্তরাধিকারী হইবে। যে মুসলিমের হাতে ইসলাম গ্রহণ করা হয় তাহাকেও 'মাওলা' আখ্যা দেওয়া হয় বলিয়া দীক্ষিত ব্যক্তির রক্ত-সম্পর্কিত কোন ওয়ারিছ' না থাকিলে দীক্ষদানকারী উহার উত্তরাধিকারী হইবে। মাওলার পরে আসে য'াব'ী'ল-আরহ'ামের অধিকার। তাহারা হইতেছে সম্পত্তির মালিকের মাতৃকুলের আত্মীয়, যথাঃ মাতার ভ্রাতা-ভগিনী ইত্যাদি। যদি এই সব আত্মীয়েরও কেহ না থাকে সেক্ষেত্রে গোষ্ঠীয় ব্যক্তিগণ ইহার উত্তরাধিকারী হইবে।

পুত্রের অবর্তমানে পুত্রের কন্যাগণকে কন্যার পর্যায়ে এবং পিতার

অবর্তমানে পিতামহকে এবং মাতার অবর্তমানে মাতামহীকে যথাক্রমে পিতার ও মাতার পর্যায়ে গণ্য করা হয়। মৃতের বা মৃতার পিতার অবর্তমানে যদি তাহার পিতামহ ও ভ্রাতা উভয়ই বর্তমান থাকে তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে 'আস'াবাঃ হিসাবে কাহাকে প্রাধান্য দেওয়া হইবে তাহা একটি সমস্যারূপে দেখা দেয়। কেননা তাহাদের ও মৃতের মধ্যে মাত্র একজনের ব্যবধান। ইহার মীমাংসা এইভাবে করা হয় যে, মৃতের বা মৃতার ঊর্ধ্বতন পুরুষকে তাহার পিতার নিম্নতম পুরুষের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়।

কু'রআনে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বে তাহার কোন ওয়াসি'য়্যাৎ অথবা ঋণ থাকিলে তাহার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ সম্পত্তি রাখিয়া ওয়ারিছ'দের মধ্যে বণ্টন করিবে। এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে যে, ঋণ পরিশোধ করিবার পূর্বে যে সম্পত্তি থাকে তাহার এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওয়াসি'য়্যাৎ কার্যকর করা হইবে অথবা ঋণ পরিশোধ করিবার পরে বাকী সম্পত্তির সহিত ওয়াসি'য়্যাৎ জড়িত হইবে।

নিহত ব্যক্তির জন্য প্রাপ্ত 'দিয়্যাৎ' তাহার সম্পত্তির অংশ হিসাবে সাধারণ আইনের অধীন হইবে। ইসলামে দায়ভাগ আইনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। হ'াদীছে' আছে যে, রাসূল (স') বলিতেন, "তোমরা ফারা'ইদ' নিজেরা শিক্ষা কর এবং অপরকে শিক্ষা দাও। ইহা হইতেছে অর্ধেক 'ইল্ম'।" এই হ'াদীছে' যে ফারা'ইদ' শব্দের উল্লেখ আছে তাহার অর্থ মীরাছ' বিদ্যা বলিয়া মশহূর হইলেও অধিকাংশ 'আলিমের মতে উহার অর্থ হইতেছে, "আল্লাহ্ যাহা নির্ধারিত করিয়াছেন" অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞান (শায়খ মুহ'াম্মাদ তা'াহির, মাজমা'উ'ল-বিহ'ার, 'ভীবী')।

৫। পূর্ণ ফিক্'হ্ ব্যবস্থায় শাফি'ঈ মায্'হাব অনুযায়ী উত্তরাধিকার আইন এইরূপ ঃ

(ক) ওয়াসি'য়্যাৎবিহীন ব্যক্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে সাধারণ আইন ঃ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুতে তাহার সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি একাকার হইয়া যায় না, কাজেই মৃত ব্যক্তির পাওনাদারগণ কেবলমাত্র মৃত ব্যক্তিরই সম্পত্তিতে তাহাদের পাওনা দাবী করিতে পারে। মৃত ব্যক্তি জীবিতকালে নিজে চুক্তিযোগে যে দায়িত্বে আবদ্ধ হয় তাহা ছাড়া নিম্নলিখিতগুলিও তাহার সম্পত্তিতে দেনা বলিয়া পরিগণিত হয়; যথাঃ তাহার দাফন-কাফন প্রভৃতির খরচ; নির্দিষ্ট কোন ধর্মীয় ব্যাপার সম্পর্কিত বকেয়া (যথাঃ অনাদায়ী যাকাত) অথবা যে ধর্মীয় কার্যের ত্রুটির জন্য কাফ্ফারাঃ অর্থ দ্বারা (যথাঃ প্রতিপালিত রোযা বা স'াওম) আদায় করা সম্ভব অথবা যে ধর্মীয় কার্য মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হইতে কোন প্রতিনিধি কর্তৃক সম্পাদিত হইতে পারে তাহা (যথাঃ শারী'আত সম্মত কারণ থাকা সত্ত্বেও অনাদায়ী হ'াজ্জ)। ঋণ পরিশোধান্তে ওয়াসি'য়্যাৎ থাকিলে তাহা কার্যকর করিতে হইবে। উদ্বৃত্ত অংশ উত্তরাধিকারিগণের প্রাপ্য।

উত্তরাধিকারের একটি আবশ্যকীয় শর্ত এই যে, মৃত ব্যক্তির পরে জীবিত থাকা। সন্দেহজনক ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে একজন অন্যজনের উত্তরাধিকারী অথচ জানা যায় না যে, কাহার মৃত্যু পূর্বে হইয়াছে এরূপ কোন উত্তরাধিকার স্বীকৃত হয় না। যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ওয়াসি'য়্যাৎ করিয়া মারা যায় সেক্ষেত্রে ওয়াসি'য়্যাৎকারীর মৃত্যুকালে ওয়াসি'য়্যাৎকৃত ব্যক্তি জীবিত থাকিলে ঐ ওয়াসি'য়্যাৎ কার্যকর হইবে, অন্যথায় ঐ ওয়াসি'য়্যাৎ বাতিল হইবে। কোন ব্যক্তি সন্তান-সম্ভবা স্ত্রী অথবা অন্তঃসত্ত্বা 'উম্মু'ল-ওয়ালাদ' অথবা স্ত্রী রাখিয়া মারা গেলে অজ্ঞাত শিশুর জন্য অংশ রাখিয়া বণ্টন করা চলিবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত ঃ (১) যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির হত্যা ঘটায়, (২) মুরতাদ্দ বা ইসলাম-ত্যাগী; (৩) কোন অমুসলিম কোন মুসলিমের এবং কোন মুসলিম কোন অমুসলিমের ওয়ারিছ' হইবে না। (৪) হ'ারবী অর্থাৎ যে দেশের সহিত মুসলিমদের কোন সন্ধি সম্বন্ধ নাই এরূপ দেশের কোন অমুসলিম মুসলিম রাজ্যের কোন অমুসলিমের ওয়ারিছ' হইবে না। (৫) ক্রীতদাস কাহারও ওয়ারিছ' হইবে না।

অংশীদারগণকে (আস্'হ'াবু'ল-ফারাইদ') তাহাদের অংশ প্রথমে দিয়া বাকী সম্পত্তি 'আস'াবাগণের প্রাপ্য হয়। যদি কোন 'আস'াবাঃ না থাকে তবে উদ্বৃত্ত সম্পত্তি স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অপর অংশীদের (য'াবি'ল-আরহ'াম) মধ্যে তাহাদের অংশের অনুপাতে বণ্টন করা হইবে। কিন্তু যদি স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অপর কোন অংশীদার না থাকে তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তি স্বামী বা স্ত্রী পাইবে। ইহাকে অবশিষ্ট অংশের বণ্টন (রাদ্দ্) বলা হয়। যদি কোন অংশীদার বা 'আস'াবাঃ কেহই না থাকে এবং সরকারী কোষাগার যদি শারী'আত অনুযায়ী পরিচালিত না হয় তবে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই য'াবি'ল-আরহ'াম (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির স্ত্রী আত্মীয়যোগে সম্পর্কিত যে আত্মীয়গণ অংশীদার হয় না, তাহারা) উত্তরাধিকারী হইবে। যদি এরূপ কোন আত্মীয়ও না থাকে তবে যে কোন মুসলিম সর্বসাধারণ মুসলিমদের কল্যাণের জন্য ঐ সম্পত্তির পরিচালনভার গ্রহণ করিতে পারে, যদি ঐ দায়িত্ব গ্রহণে সে সম্মত হয় এবং এই ব্যাপারে তাহার যোগ্যতা থাকে।

(খ) 'আস'াবাগণের উত্তরাধিকারক্রম ঃ

'আস'াবাগণের উত্তরাধিকারের ক্রম হইল এইরূপ ঃ (১) মৃত ব্যক্তির পুত্র এবং পুত্রের পুরুষ বংশধরগণ; ইহাদের নিকটবর্তী দূরবর্তীকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করে। (২) ঊর্ধ্বক্রমিক পুরুষের মধ্যে নিকটতম পুরুষ; পিতা এবং পিতার ঊর্ধ্বতন পুরুষের 'আস'াবাঃ হওয়ার ব্যাপারে একটি পার্থক্য করা হয়। তাহা এই যে, পিতার সহিত মৃতের ভ্রাতা বর্তমান থাকিলে কেবলমাত্র পিতা 'আস'াবাঃ হইবে—ভ্রাতা কিছুই পাইবে না। কিন্তু পিতামহ বা পিতা-মহের ঊর্ধ্বতন পুরুষের সহিত মৃতের ভ্রাতা বর্তমান থাকিলে পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি পুরুষগণের সহিত ভ্রাতাও 'আস'াবাঃ হইবে। কিন্তু ইমাম আবূ হ'ানীফার মতে পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতির সহিত মৃতের ভ্রাতা থাকিলে কেবল পিতামহ, প্রপিতামহগণই 'আস'াবাঃ হইবে—ভ্রাতা কিছুই পাইবে না। (৩) পিতার পুরুষ বংশধর ও তাহাদের যোগে নিম্নতম পুরুষ বংশধরগণের মধ্যে নিকটতম পুরুষ আত্মীয় ইত্যাদি। যথাঃ পিতার পূর্ণ ভাই, তাহার অবর্তমানে বৈমাত্রেয় ভাই, তাহার অবর্তমানে পিতার পূর্ণ ভাইয়ের পুত্র; তাহার অবর্তমানে পিতার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র ইত্যাদি। (৪) মৃত ব্যক্তি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস হইলে তাহার মাওলা অর্থাৎ পুরুষ পূর্ব-মনিব বা স্ত্রী পূর্ব-মনিব এবং মাওলার 'আস'াবাগণ।

মৃতের ভ্রাতাগণ পিতামহের সহিত 'আস'াবাঃ হিসাবে সম পরিমাণ অংশের উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু ভ্রাতাগণের সংখ্যা দুইয়ের বেশী হইলে যে সম্পত্তি ভ্রাতাগণ এবং পিতামহের মধ্যে বণ্টিত হইবে তাহার এক-তৃতীয়াংশের কম পিতামহ কোনক্রমেই পাইবে না। এখানেও অংশীদারগণ থাকিলে পিতামহ তাহার এই পাওনার উপর অংশীদার হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশের অধিকারী হইবে।

স্ত্রী 'আস'াবাগণ ঃ মৃত ব্যক্তি যদি পুত্র-কন্যা উভয়ই রাখিয়া যায়

তবে তাহারা সকলে সংযুক্তভাবে উত্তরাধিকার লাভ করিবে—একজন পুত্রের অংশ একজন কন্যার অংশের দ্বিগুণ হিসাবে। এইভাবে যে কন্যা পুত্রের সহিত ওয়ারিছ' হয় সেই কন্যাকে 'আস'াবাঃ বলা হয়। অনুরূপভাবে পৌত্রের সহিত যে পৌত্রী ওয়ারিছ' হয় সেই পৌত্রীকেও 'আস'াবাঃ বলা হয়। অনুরূপভাবে একজন পূর্ণ ভগিনী একজন পূর্ণ ভ্রাতাসহ এবং একজন বৈমাত্রেয় ভগিনী একজন বৈমাত্রেয় ভ্রাতাসহ উত্তরাধিকারিণী হইলে ঐ ভগিনিগণকে 'আস'াবাঃ বলা হয়। পূর্ণ ভগিনী অথবা বৈমাত্রেয় ভগিনী যদি মৃত ব্যক্তির একটি কন্যাসহ অথবা মৃত ব্যক্তির পুত্রের একটি কন্যাসহ উত্তরাধিকারিণী হয় তবে ঐ কন্যাগণ অংশীদার হিসাবে তাহাদের অংশ পাইবে। পূর্ণ ভগিনী বা বৈমাত্রেয় ভগিনী অংশীদার হিসাবে কিছুই পাইবে না। এই ক্ষেত্রে ঐ ভগিনিগণ সম্পত্তি হইতে সকলের অংশ বন্টনের পর অবশিষ্টাংশ পাইবে।

(গ) অংশীদারগণের (য'াবি'ল-ফারাইদ', দ্র. ফারাইদ') অংশ ঃ

কু'রআান মাজীদে কন্যা, মাতাপিতা, স্বামী, স্ত্রী, ভ্রাতা ও ভগিনীর অংশ নির্ধারিত করা হইয়াছে। অতঃপর কন্যাগণের জন্য নির্ধারিত নিয়ম পৌত্রীর জন্য এবং মাতাপিতার জন্য নির্ধারিত নিয়ম পিতামহ ও পিতামহীর জন্য গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ণ ভগিনী, বৈমাত্রেয় ভগিনী এবং বৈপিত্রেয় ভগিনীর মধ্যে প্রভেদ দেখান হইয়াছে। ইহাতে অংশীদারগণের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে বার। (১) কন্যা—একজন থাকিলে সম্পত্তির অর্ধেকের অধিকারিণী; দুই অথবা ততোধিক কন্যা থাকিলে দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারিণী। কিন্তু যদি কন্যাগণ পুত্রসহ উত্তরারিকারিণী হয় তবে তাহারা 'আস'াবাঃ হইবে (তু. খ)। (২) পৌত্রী, কন্যার একই নিয়মসমূহের অধীন এবং কন্যার অবর্তমানে পৌত্রী তাহার স্থান অধিকার করিবে। পৌত্রী যদি পৌত্রসহ উত্তরাধিকারিণী হয় তবে সে 'আস'াবাঃ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু পৌত্রী যেহেতু মৃত ব্যক্তির পুত্রের মাধ্যমেই তাহার সহিত সম্পর্কিত, সেইজন্য পুত্র উত্তরাধিকারী হইলে পৌত্রী উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। অন্যপক্ষে কন্যা পৌত্রীকে সরাসরিভাবে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করে না, কন্যাগণ এবং পৌত্রিগণের অংশ হইল সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। কাজেই একজন কন্যার সহিত একজন পৌত্রী থাকিলে কন্যাকে অর্ধেক দেওয়ার পরে পৌত্রীকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়া দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ করা হয় এবং এই কারণেই দুইজন কন্যা থাকিলে তাহারা দুই-তৃতীয়াংশই লইয়া যায় বলিয়া সেক্ষেত্রে পৌত্রী কিছুই পাইতে পারে না। কিন্তু ঐ পৌত্রীর সহিত পৌত্র থাকিলে সে 'আস'াবাঃ হিসাবে উত্তরাধিকারিণী হইবে। (৩) পিতার অংশ সর্বদাই সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ; তদুপরি সে 'আস'াবাঃও বটে। এই হিসাবে সে মৃতের পুরুষ বংশধর না থাকিলে সম্পত্তির সমস্ত অংশ বন্টনের পর উদ্বৃত্ত অংশ প্রাপ্ত হয়। (৪) পিতামহ (তাঁহার অবর্তমানে তদূর্ধ্বস্থ পুরুষ) তাহার অংশ বাবদ এক-ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পিতা বর্তমান থাকিলে সে কিছুই পাইবে না। যদি মৃত ব্যক্তির কোন পুরুষ বংশধর অথবা পিতা না থাকে তবে সে 'আস'াবাঃ বলিয়াও গণ্য হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি সম্পত্তি পরিত্যাগকারীর কয়েকজন ভ্রাতা থাকে তখন পিতামহ তাহাদের সহিত 'আস'াবাঃ বলিয়া গণ্য হইবে। (এই ক্ষেত্রে এবং যেখানে অন্যান্য অংশীদার আছে সেখানে পিতামহের অংশের পরিমাণ কি হইবে তাহার জন্য দ্র. খ)। (৫) মাতা ঃ মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি, পুত্রের সন্তানাদি অথবা দুই বা ততোধিক ভ্রাতা অথবা ভগিনী থাকিলে মৃত ব্যক্তির মাতা সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে। অন্যথায় সে এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। কার্যত এইরূপ ক্ষেত্রে পিতা নিয়মানুযায়ী দুই-তৃতীয়াংশের অধিকারী হয়, অর্থাৎ অংশীদার হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ এবং 'আস'াবাঃ হিসাবে বাকী অংশ। একটি বিশেষ অবস্থার জন্য দ্র. (খ) (৬) মাতামহী ও পিতামহীর অংশ সর্বদাই এক-ষষ্ঠাংশ। মাতার বর্তমানে পিতামহী ও মাতামহী কোন অংশ পাইবে না এবং পিতার বর্তমানে কেবল পিতামহী কোন অংশ পাইবে না। পিতামহী বা মাতামহীর অবর্তমানে তাহাদের স্থলে মৃত ব্যক্তির দূরবর্তী উর্ধ্বতন পিতামহী ও মাতামহী উত্তরাধিকারী হইবে; কিন্তু শর্ত এই যে, ঐ পিতামহী বা মাতামহী এবং মৃত ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন পুরুষ থাকিবে না, যে স্বয়ং জীবিত থাকিলে ঐ মৃতের উত্তরাধিকারী হইতে পারিত না। (৭) পূর্ণ ভগিনী একজন হইলে সম্পত্তির অর্ধেক এবং দুই বা ততোধিক হইলে একত্রে দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে। ভগিনীর সহিত একজন পূর্ণ ভ্রাতা অথবা পিতামহ থাকিলে সে 'আস'াবাঃ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ভ্রাতার অংশের অর্ধেক প্রাপ্ত হইবে। কন্যা অথবা পৌত্রীসহ সে (ভগিনী) একজন 'আস'াবাঃ বলিয়া গণ্য হইবে। (দ্র. খ)। পুত্র, পৌত্র এবং পিতা বর্তমান থাকিলে পূর্ণ ভগিনী উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। (৮) বৈমাত্রেয় ভগিনী ঃ পূর্ণ ভগিনীর অবর্তমানে বৈমাত্রেয় ভগিনীর অবস্থা পূর্ণ ভগিনীর অনুরূপ। তাহার সহিত একজন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অথবা পিতামহ থাকিলে সে 'আস'াবাঃ বলিয়া গণ্য হইবে। অনুরূপভাবে কন্যা অথবা পৌত্রী থাকিলেও সে 'আস'াবাঃ হইবে (দ্র. খ)। পুত্র, পৌত্র, পিতা এবং পূর্ণ ভ্রাতা থাকিলে বৈমাত্রেয় ভগিনীকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করে; কন্যা যতখানি পৌত্রীকে বঞ্চিত করে, পূর্ণ ভগিনী ও বৈমাত্রেয় ভগিনীকে সেই পরিমাণে বঞ্চিত করে। (৯) ও (১০) বৈপিত্রেয় ভ্রাতা এবং বৈপিত্রেয় ভগিনী ঃ তাহাদের যে কেহ একজন থাকিলে এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে, দুই বা ততোধিক জন থাকিলে এক-তৃতীয়াংশ তাহাদের ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে সমান অংশে বন্টিত হইবে। মৃতের পুত্র বা কন্যা অথবা পুত্রের পুত্র বা কন্যা প্রভৃতি বংশধর বা পুরুষ উর্ধ্বতন আত্মীয় থাকিলে তাহারা (বৈপিত্রেয় ভ্রাতা-বৈপিত্রেয় ভগিনী) উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। (১১) স্বামী-বিপত্নীক ব্যক্তি ঃ মৃতার পুত্র-কন্যা বা তাহার পুত্রের পুত্র-কন্যা না থাকিলে স্বামী মৃতার সম্পত্তির অর্ধেক পাইবে। কিন্তু মৃতার পুত্র বা কন্যা অথবা পৌত্র বা পৌত্রী থাকিলে সে এক-চতুর্থাংশ পাইবে। (১২) স্ত্রী ঃ যে যে ক্ষেত্রে বিপত্নীক ব্যক্তির যাহা যাহা প্রাপ্য হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে বিধবার প্রাপ্য হইবে উহার অর্ধেক। যদি মৃত ব্যক্তি একাধিক স্ত্রী রাখিয়া যায় তবে তাহাদের মধ্যে স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ সমানভাবে বন্টিত হইবে। প্রত্যাহারযোগ্য ত'ালাকে'র পর 'ইদ্দাত-কালে স্বামী-স্ত্রীর কাহারও মৃত্যু হইলে পুরুষ এবং স্ত্রী স্বামী-স্ত্রীরূপে উত্তরাধিকারের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

(ঘ) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমসমূহ ঃ যদিও অংশীদারগণের সকলের পক্ষে একসঙ্গে উত্তরাধিকারী হওয়া সম্ভব হয় না এবং যদিও পুত্র-পৌত্রাদি ও পিতা-পিতামহ বর্তমানে ভাই ও চাচাগণ উত্তরাধিকারী হয় না, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার অংশীদারগণের অংশের সমষ্টি এক পূর্ণ সংখ্যার অধিক হইয়া উঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে অংশগুলি আনুপাতিকভাবে কমাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ওয়ারিছ'দের অংশগুলির সমষ্টি পূর্ণ এক সংখ্যা হইলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত উত্তরাধিকারের মূল নিয়মাবলীর পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। এই

বিশেষ ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি এই, যে ক্ষেত্রে মূল নিয়মগুলি যথাযথ-ভাবে পালন করা হইলে উত্তরাধিকারের অংশগুলির পরস্পরের মধ্যে অনুপাত উত্তরাধিকার আইনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হইয়া উঠে। যথাঃ 'গ'ারীবাতাান' (দুইটি অভিনব ক্ষেত্র) নামে দুইটি বিশেষ অবস্থা। উহা এই—যদি কেহ স্বামী বা স্ত্রী এবং পিতামাতা রাখিয়া মারা যায়, এই দুই ক্ষেত্রে মাতাকে তাহার নির্ধারিত অংশ দেওয়া হইলে পিতার অংশে মাতার অংশের দ্বিগুণ হওয়া দূরের কথা, এই দুই ক্ষেত্রের এক ক্ষেত্রে তাহার অংশ মাতার অংশের অর্ধেক হইয়া পড়ে এবং অপর ক্ষেত্রেও পিতার অংশ মাতার অংশ অপেক্ষা সামান্য বেশী হয় (মাতা ৪/১২ ও পিতা ৫/১২)। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত 'উমার (রা) স্থির করেন যে, বিধবার অথবা বিপত্নীকের অংশ দেওয়ার পর বাকী সম্পত্তি পিতা এবং মাতার মধ্যে ২ ঃ ১ অনুপাতে বিভক্ত হইবে। দ্বিতীয় বিশেষ ক্ষেত্রটি 'মুশার্‌রাকাঃ' নামে অভিহিত। উহা এই—যখন কোন স্ত্রীলোক মৃত্যুকালে স্বামী, মাতা, দুই বা ততোধিক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং এক বা একাধিক পূর্ণ ভ্রাতা রাখিয়া যায়। এই ক্ষেত্রে স্বামী ১/২ + মাতা ১/৬ + বৈপিত্রেয় ভ্রাতা ও বৈপিত্রেয় ভগিনিগণ ১/৩ হইলে সমস্ত সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া যায় এবং পূর্ণ ভ্রাতাগণ 'আস'াবাঃ হইলেও তাহাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এইক্ষেত্রে পূর্ণ ভ্রাতা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও কিছুই পাইতেছে না দেখিয়া হযরত 'উমার (রা) পূর্ণ ভ্রাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে ঐ এক-তৃতীয়াংশ সমান সমান ভাগে বণ্টন করিবার নির্দেশ দেন। ফলে ঐরূপ ক্ষেত্রে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও বৈমাত্রেয় ভগিনীর জন্য নির্দিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ তাহাদের ও পূর্ণ ভ্রাতাদের এবং বৈপিত্রেয় ভ্রাতাদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিবার নীতি গ্রহণ করা হয়।

৬। মায্‌হাবগুলির মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মতানৈক্যের বিষয়-গুলি হইল এই যে, ইমাাম আহ'মাদ ইবন হ'াম্বাল (র) এবং ইমাাম মাালিক (র)-এর মতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অমুসলিমগণ একে অন্যের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু ইমাাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) এবং ইমাাম শাাফি'ঈর মতে তাহারা পরস্পর উত্তরাধিকারী হইতে পারে। যে মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ্দ অবস্থায় মারা যায় বা সরকার কর্তৃক নিহত হয় তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া মত-বিরোধ দেখা যায়। ইমাাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-র মতে তাহার মুসলিম অবস্থায় অর্জিত সম্পত্তি তাহার মুসলিম ওয়াারিছ'দের মধ্যে বণ্টিত হইবে এবং বাকী সম্পত্তি সরকারী তহবিলে যাইবে। সম্পত্তির মালিককে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়া থাকিলে সকলের সম্মিলিত অভিমত অনুসারে সে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। ইমাাম আবূ হ'ানীফাঃ (র), ইমাাম শাাফি'ঈ (র) এবং ইমাাম ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে যে ব্যক্তি ভুলক্রমে (খাত'া'আন্) তাহাকে হত্যা করে সেও উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু ইমাাম মাালিক (র)-র মতে নহে। যে ব্যক্তি আংশিকভাবে ক্রীতদাস সে ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র), ইমাাম মাালিক (র) ও ইমাাম শাাফি'ঈ (র)-এর মতে মনিবের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না অথবা মনিবও তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারে না। কিন্তু ইমাাম ইব্‌ন হ'াম্বাল (র), ইমাম আবূ য়ূসুফ (র), ইমাাম মুহ'াম্মাদ আশ-শায়বাানী (র) এবং আল-মুযানী (র)-এর মতে যে পরিমাণ স্বাধীনতা সে লাভ করিয়াছে সেই অনুপাতে তাহার উত্তরাধিকার সাব্যস্ত হইবে। 'আস'াবার অবর্তমানে অংশী-দারগণের অবশিষ্ট অংশ লাভের অধিকার আইন (রাদ্দ, তু. ৫ক) এবং অংশীদারগণের অবর্তমানে য'াবি'ল-আর্‌হ'াম ও রাজকোষের অগ্রাধিকারের বিষয়ে মায্‌'হাবগুলির মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

ইমাাম ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে পিতার বর্তমানে পিতামহী উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না। তাঁহার মতে এই ক্ষেত্রে মাতার অবর্তমানে পিতামহী একাকিনী এক-ষষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারিণী হইবে এবং মাতার বর্তমানে মাতার প্রাপ্য এক-ষষ্ঠাংশ পিতামহী ও মাতা উভয়ের মধ্যে সমান অংশে বিভক্ত হইবে। ঊর্ধ্বতন আত্মীয়বর্গের (পিতামহী ও মাতামহীদের) উত্তরাধিকার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। মৃতের সহিত যে ব্যক্তির একাধিক সম্পর্ক বর্তমান, সে ইমাাম মাালিক (র) ও ইমাাম শাাফি'ঈ (র)-এর মতে প্রবলতর সম্পর্কের বলে ওয়াারিছ' হইবে; কিন্তু ইমাাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) ও ইমাাম ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে সে দুই সম্পর্কের বলে হইবে। যে ক্ষেত্রে এমন দুইজন চাচাত ভাই উত্তরাধিকারী হয় যে, তাহাদের একজন আবার বৈপিত্রেয় ভাইও বটে, সেক্ষেত্রে অধিকাংশ ইমাামের মতে শেষোক্ত জন এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে এবং অবশিষ্ট যদি কিছু থাকে তাহা হইলে তাহারা দুইজন 'আস'াবাঃ হিসাবে উহা সমান অংশে পাইবে। কিন্তু আবূ ছ'াওরের মতে ঐ দুইজনের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিই সম্পূর্ণ অংশ পাইবে। মুশার্‌রাকার বিশেষ দুই ক্ষেত্রেই ইমাাম মাালিক (র)-এর মত ইমাাম শাাফি'ঈ (র)-এর মতের অনুরূপ (তু. ৫খ)। কিন্তু ইমাাম আবূ হ'ানীফাঃ (র), তাঁহার অনুসারী ইমাামদ্বয় এবং ইমাাম ইব্‌ন হ'াম্বাল (র) ও ইমাাম দাাউদ আজ্‌'-জ'াাহিরী (র)-এর মতে পূর্ণ ভ্রাতাগণ কিছুই পাইবে না।

৭। (ক) ইমাামী (অর্থাৎ ইছ্‌'নাা' 'আশারিয়্যাঃ) শী'ঈগণের উত্তরাধিকার-আইন সুন্নী উত্তরাধিকার-আইনের ন্যায় একই নীতি-সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইমাামী উত্তরাধিকার-আইনের চূড়ান্ত বিকাশে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। এইগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের রাজনৈতিক মতবাদের ফলপ্রসূত। (ইমাামীগণ হযরত ইব্‌ন 'আব্বাাস (রা)-কে বাদ দিয়া কেবলমাত্র হযরত 'আলী (রা)-কে এবং হযরত ফাাতি'মাঃ (রা)-কেই রাসূল (স')-এর উত্তরাধিকারী মনে করেন। প্রধান পার্থক্য এই যে, শী'আঃ মতে 'আস'াবাঃ নামে কোন শ্রেণী স্বীকার করা হয় না; বরং যাবতীয় রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়কে উত্তরাধিকার ব্যাপারে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। শ্রেণী তিনটি এই ঃ

১। প্রথম পর্যায়ে মাতাপিতা, পুত্রকন্যা ও পৌত্র-পৌত্রিগণ। ২। পিতামাতা ছাড়া অপর ঊর্ধ্বতন আত্মীয়বর্গ যথা ঃ পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী ইত্যাদি। আত্মীয়বর্গের বংশধরগণ (অর্থাৎ ভ্রাতা-ভগিনিগণ)। ৩। চাচা, মামা, খালা ও ফুফুগণ। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে পূর্ববর্তীটি পরবর্তী শ্রেণীকে বা শ্রেণীগুলিকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করে। আবার প্রথম দুই শ্রেণীর ওয়াা-রিছ'দের মধ্যে নিকটতরটি দূরবর্তীকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করে। যথাঃ কন্যা পৌত্রকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করে। তৃতীয় শ্রেণীতে মৃত ব্যক্তির চাচা, মামা, খালা ও ফুফুগণের মধ্যে এবং তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এখানেও নিকটতর আত্মীয় দূরবর্তী আত্মীয়কে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করে। একটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত রাসূল (স')-এর বংশধরগণের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। উহা হইল এই যে, যদি পিতার পূর্ণ ভ্রাতার সন্তান বর্তমান থাকে, তবে সেই সন্তান পিতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে (যদি তিনি একজন হন) বঞ্চিত করে। একই পর্যায়ে পূর্ণ আত্মীয়গণ (পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ই) বৈমাত্রেয় আত্মীয়গণকে উত্তরাধিকার

হইতে বঞ্চিত করে (কিন্তু বৈপিত্রেয় আত্মীয়গণকে করে না)। যথা : পূর্ণ ভগিনিগণ বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করে (কিন্তু বৈপিত্রেয় আত্মীয়গণকে বঞ্চিত করে না)। বৈপিত্রেয় আত্মীয়গণ কেবল 'রাদ্দ'-এর ক্ষেত্রে অন্য আত্মীয় কর্তৃক উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির বংশধরগণ একত্রে কোন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয় সেক্ষেত্রে তাহারা মৃত ব্যক্তির সহিত যে সকল উত্তরাধিকারীর মাধ্যমে সম্পর্কিত, তাহারা জীবিত থাকিলে যে অংশ পাইত, তাহাদের প্রত্যেকের সেই অংশ তাহাদের নিজ নিজ উত্তরাধিকারীর মধ্যে বিভক্ত হইবে। উদাহরণত, যদি চাচা ও মামা একত্রে উত্তরাধিকারী হয় তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ (কারণ ইহাই পিতার প্রাপ্য ধরিয়া লওয়া হইয়াছে) ও শেষোক্ত ব্যক্তি এক-তৃতীয়াংশ পাইবে (কারণ ইহাই মাতার প্রাপ্য ধরিয়া লওয়া হইয়াছে)। 'য'াবি'ল-আর্হ'াম' নামে কথিত উত্তরাধিকারিগণের উত্তাধিকারের একটি ব্যাপারে সুন্নী মতেও এই 'প্রতিনিধিত্বে'র ধারণা প্রকাশ পায়। মৃতের ভ্রাতা-ভগিনিগণের প্রতি প্রযোজ্য বিধানসমূহ তাহার পিতার ভ্রাতা-ভগিনিগণ উত্তরাধিকারী হইলে তাহাদের প্রতিও প্রযোজ্য। অন্যান্য অনুরূপ ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা। উদাহরণত যদি পিতার পূর্ণ ভ্রাতা ও পূর্ণ ভগিনিগণ এবং বৈপিত্রেয় ভ্রাতাগণ এবং বৈপিত্রেয় ভগিনিগণ একত্রে জীবিত থাকে তবে শেষোক্ত আত্মীয়বর্গ প্রথমোক্ত আত্মীয়বর্গ কর্তৃক উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় না। শেষোক্ত আত্মীয়গণ এরূপ ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশ লাভ করে (কিন্তু একজন মাত্র থাকিলে এক-ষষ্ঠাংশ) এবং প্রথমোক্ত আত্মীয়গণ অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করে (অথবা অবস্থা বিশেষে পাঁচ-ষষ্ঠাংশ লাভ করে) এবং উহা বন্টনে প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক স্ত্রীলোকের দ্বিগুণ পায়। যখন এই সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের স্থানে তাহাদের সন্তানবর্গের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উঠে তখনও এইরূপ ব্যবস্থা। পিতামহ (এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে দূরবর্তী উর্ধ্বতন আত্মীয়বর্গ) সর্বদাই মৃতের ভ্রাতার সহিত সমান অংশে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সমজাতীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষ স্ত্রীলোকের অংশের দ্বিগুণ পায় (ইহার বিপরীত কোন বিধি ব্যবস্থিত না থাকিলে এই বিধান)। অন্যান্য অবস্থায় সুন্নীগণের ন্যায় পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়গণ অন্যের তুলনায় বিশেষ সুবিধা লাভ করে না। এইরূপ 'আত্মীয়তা সূত্রে উত্তরাধিকারী' ব্যতীত 'বিশেষ কারণে উত্তরাধিকারী'-ও আছে, যেমন স্বামী, স্ত্রী, মাওলা। যথাঃ (১) মৃত ক্রীতদাসের মনিব যিনি তাহাকে জীবিতাবস্থায় মুক্তি দিয়াছেন। (২) একজন মুরুব্বী যাহার সম্মুখে মৃত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে অথবা যিনি তাহার জন্য 'দিয়াত' (রক্তমূল্য) পরিশোধ করার অঙ্গীকার করিয়াছেন (এই ধারণার সমর্থন হ'াদীছে' পাওয়া যায় এবং সুন্নী পণ্ডিতগণের কেহ কেহ ইহা সমর্থন করিয়াছেন)।

(৩) ইমাম, তিনি রাজকোষের তত্ত্বাবধায়ক এবং সমস্ত মুসলমানের অভিভাবক হওয়ার কারণে শেষ উত্তরাধিকারী হইতে পারেন।

শী'আঃ ও সুন্নী উভয় মতেই 'সাধারণ' উত্তরাধিকারী ('আস'াবাঃ) এবং য'াবি'ল-ফুরূদ' এই দুই প্রকার উত্তরাধিকারী স্বীকৃত হইয়াছে। শী'আঃ মতে যদি সকলের অংশ দান করার পক্ষে সম্পত্তি যথেষ্ট না হয় তবে কেবল পিতৃপক্ষীয় আত্মীয়গণের মধ্যেই সম্পত্তি বণ্টিত হইবে। মাতৃপক্ষীয় আত্মীয়গণ সেক্ষেত্রে কিছুই পাইবে না। অংশ বন্টনের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা আত্মীয়তা-সূত্রে উত্তরাধিকারিগণকে উপরিউক্ত নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হইবে। এইরূপ আত্মীয় না থাকিলে স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অন্য অংশীদারগণ অবশিষ্টাংশও পাইবে। যদি আত্মীয়তাসূত্রে উত্তরাধিকারী একজনও না থাকে তবে উপরিউক্ত মুরুব্বিগণ উত্তরাধিকারী হইবে।

এই সাধারণ নিয়মগুলির জন্যই শী'আগণের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন অনেক ক্ষেত্রে সুন্নীগণের সম্পত্তি বন্টন হইতে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। এতদ্ব্যতীত খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলি এই, শী'আঃ মতে একজন মুসলমান একজন অমুসলমানের উত্তরাধিকারী হইতে পারে। সকল সম্প্রদায়ের অমুসলমানগণ পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হইতে পারে।

সন্তানহীনা বিধবার অংশ নির্ধারণ ব্যাপারে মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি ধরা হয় না। যদি কাহারও একমাত্র উত্তরাধিকারী অন্যের দাস থাকে তবে সে তাহার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তির দ্বারা নিজেকে স্বাধীন করিয়া লইবে এবং স্বাধীনতার মূল্য প্রদানের পর উদ্বৃত্ত কিছু থাকিলে সে তাহা লাভ করিবে। মৃত ব্যক্তির পিতামাতা ক্রীতদাস থাকিলে তাহার সম্পত্তি দ্বারা প্রথমে তাহাদের মুক্ত করিতে হইবে। কাহারো কাহারো মতে সন্তান যদি ক্রীতদাস থাকে তাহা হইলে তাহাদিগকেও ঐরূপে মুক্ত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি আংশিকভাবে ক্রীতদাস, সে সেই অনুপাতে উত্তরাধিকারের অংশ পাইবে। যাহার দুই প্রকার সম্বন্ধযোগে উত্তরাধিকারের অধিকার আছে সে উভয় দিক হইতেই উত্তরাধিকারী হয়। জারজ সন্তানের মাতা ও মাতৃকুলের আত্মীয়ের সহিত আইনসম্মত উত্তারাধিকারের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু তাহার সন্তান-সন্ততির সহিত এরূপ সম্পর্ক স্বীকৃত, যদি তাহার সন্তানাদি কিছু না থাকে তবে ইমাম তাহার উত্তরাধিকারী হইবেন। 'গ'ারীবাত্তান'-এর ক্ষেত্রে (তু. উপরের ৫ খ) সুন্নী বিধান হইতে কোন ব্যতিক্রম নাই।

(খ) যায়দী শী'আগণের উত্তরাধিকার আইন সুন্নী আইন হইতে প্রায় অভিন্ন। বস্তুত সুন্নী উত্তরাধিকার আইন দ্বারা যায়দী শী'আদের উত্তরাধিকার আইন প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

(গ) খারিজী 'ইবাদীগণের উত্তরাধিকার আইনের বিশেষত্বগুলি এইরূপ : মৃত ব্যক্তির বংশধর থাকিলে তাহার পিতামহ য'াবি'ল-ফুরূদ' হিসাবে সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাইবেন। অন্যথায় তিনি 'আস'াবারূপে উত্তরাধিকারী হইবেন এবং এইভাবে তিনি ভ্রাতাগণকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। বৈপিত্রেয় ভগিনিগণকে বৈমাত্রেয় ভগিনী অথবা পূর্ণ ভগিনী না থাকিলে বৈমাত্রেয় ভগিনীর পর্যায়ভুক্ত ধরা হয়। মাতামহী কেবল মাতা কর্তৃক উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হন। স্বামী বা স্ত্রীর ন্যায় নারী জাতীয় বংশধরগণও উদ্বৃত্ত সম্পত্তির অংশ পাইবে না। ক্রীতদাসকে মুক্তিদান উত্তরাধিকারের স্বত্ব প্রদান করে না। যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে তবে সম্পত্তি জনকল্যাণের জন্য দেওয়া হয়। মুশাররাকার বিশেষ ক্ষেত্রে শাফি'ঈগণের ন্যায়ই মীমাংসা দেওয়া হয় (তু. ৫ খ)। স্পষ্টতই দেখা যায় যে, ইহা সুন্নী নিয়মের প্রভাবাধীন।

৮। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন পারিবারিক আইনের একটি শাখা এবং কু'রআনের বিস্তারিত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহা বিশেষভাবে ধর্মীয় ভাবাপন্ন। ইহা ইসলামী আইনের বিশেষভাবে প্রতিফলিত একটি অধ্যায় (তু. 'আদাত এবং শারী'আঃ)। ইহার ফলে অতি বৃহৎ সম্পত্তিও অবশ্যম্ভাবীরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহা এড়াইবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হইলেও তাহা অবাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে সচরাচর সম্পত্তির একটি বৃহৎ অংশ ওয়াক্'ফ করা হয় (তু. ওয়াক্'ফ)।

ইহার আয় ওয়াক্'ফকারী যদৃচ্ছা ব্যয় করিতে পারেন। আর একটি পদ্ধতি, যাহা ইন্দোনেশিয়াতে অবলম্বিত হয়; উহা এই যে, স্থানীয় 'আদাত (প্রথা) অনুযায়ী সম্পত্তির একটি অংশমাত্র উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত হয়। কখনো কখনো সম্পত্তির অধিকারীর জীবদ্দশাতেই দান অথবা আপোষ ব্যবস্থার দ্বারা সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা সাধিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে অবস্থা অনুযায়ী পরিবারের কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি এবং দায়-ভার উভয়ই গ্রহণ করে। বাস্তবে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন মুসলিম দেশসমূহে প্রচলিত আছে এবং শারী-'আতের বিচারকগণ কর্তৃক ইহা প্রয়োগ করা হয়। এই বিচারকগণ সম্পত্তি বিভাগের ব্যবস্থাও করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১ম বিভাগের জন্যঃ (১) Robertson Smith, Kinship and Marriage, 2nd ed. p. 65 প.। ২য় বিভাগের জন্যঃ (কু'রআনের আয়াতসমূহের কালক্রম) ঃ (২) Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, vol. 1. (প্রবন্ধে প্রদত্ত ব্যাখ্যা হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন), (৩) Peltier and Bousquet, Les Successions agnatiques mitigees (পরবর্তী বিকাশের আলোচনার জন্যও ইহা প্রয়োজনীয়)। ৩য় ও ৪র্থ বিভাগের জন্যঃ (৪) Wensinck, Handbook of Early Muhammadan Tradition. দ্র. Heirs; (৫) Peltier, Le Livre des Testaments du Cahih d'el-Bokhari, (৬) আশ-শাওকানী, নায়লু'ল-আওত'ার, 'কিতাবু'ল-ফারা'ইদ'-এর মধ্যে; (৭) ৫ম ও ৬ষ্ঠ বিভাগের জন্য (প্রাচীনতর সময়ের জন্য ইমাম মালিক (র)-র মুওয়াত'ত'া'র সংস্করণ দুইটি মূল্যবান উৎস) ঃ (৮) Juynboll, Handleiding tot de kennis van de mohammedansche wet (3rd ed.), p. 241 প.; (৯) Sachau, Muhammedanische Recht, p. 181 প. (Shafi'ite); (১০) Baillie, The Moohummudan Law of Inheritance, (১১) do., A Digest of Moohummedan Law, Vol. I (2nd ed.); (১২) G. Bergstrasser, Grundzuge des islamischen Rechts, p. 90 প. (Hanafite), (১৩) খালীল ইব্ন ইসহ'াক', মুখতাস'ার, অনু. Guidi and Santillana; (১৪) Sanchez Perez, Particion de herencias entre los Musulmanes (Malikite); (১৫) Hirsch, Abdul Kadir Muhammed : Wissenschaft des Erbrechts (Hanafite and shafite); ৫ম—৭ম বিভাগের জন্যঃ (১৬) Vesey-Fitzgerald, Muhammadan Law p. 111 প.; ৭ম (ক) বিভাগের জন্যঃ (১৭) Querry, Droit musulman, vol. ii. p. 326 প., (১৮) Baillie, Digest, vol. ii.; ৭ম (খ) বিভাগের জন্যঃ (১৯) Bergstrasser, in Orientalistische literaturzeitung, xxv. 124, (২০) Strothmann, in Der Islam, xiii. p. 36 প.; ৭ম (গ) বিভাগের জন্যঃ (২১) Sachau, Sitzungsberichte der preuss. Ak. der Wiss zu Berlin 1894, p. 159 প.,; ৮ম বিভাগের জন্যঃ (২২) Juynboll, Handleiding. p. 250 প; (২৩) REI, i. 47 প.; ii. 502 প.; v. 1 প.; vi. 158 প.; (২৪) Oriente Moderno 1937, p. 541, (২৫) হ'ামিদ 'আলী, Islamic Culture, xi. 354 প. 444 প.

মুজতাহিদ (দ্র. ইজতিহাদ)

মু'জিযাঃ (معجزة) 'আ., ع-ج-ز মূল হইতে কর্তৃপদ। শব্দগত অর্থ 'অভিভূতকারী,' অলৌকিক কার্যের পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি কু'রআনে নাই। কিন্তু কু'রআনের কয়েকটি স্থানে আয়াত (নিদর্শন) শব্দ মু'জিযাঃ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথাঃ (২০ ঃ ২৩)। মক্কার অবিশ্বাসীরা হযরত (স')-এর নিকট বিশ্বাস স্থাপনের শর্তস্বরূপ কয়েকটি অলৌকিক কার্য সম্পাদনের দাবী করে ([illegible] ৯০-৯৩)। ইহার উত্তরে আল্লাহ্ হযরত (স')-কে আদেশ করেন, "বল, মহিমা আমার প্রভুর, আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল" (১৭ঃ ৯৩)। কু'রআনকে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হযরত (স.)-এর প্রধান মু'জিযাঃ গণ্য করা হয় (তু. আবূ নু'আয়ম, দালাইলু'ন-নুবুওয়াঃ, পৃ. ৭৪; রাশীদ রিদ'া, আল-ওয়াহ'য়ু'ল-মুহ'াম্মাদী, স্থা.)। আল্লাহ্ তাঁহার প্রেরিত পুরুষদের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য অলৌকিক কার্য সম্পাদন করিবার ক্ষমতা তাঁহাদিগকে প্রদান করেন। ওয়ালীগণের দ্বারা অলৌকিক কার্য সম্পাদিত হইলে তাহাকে কারামাত বলে। রাসূল ও নবীদের, বিশেষত হযরত (স')-এর অলৌকিক ক্রিয়া সীরাত গ্রন্থে ও হ'াদীছে' পাওয়া যায়। ফিক্'হ আক্বার, ২ ঃ ১৬ অনুচ্ছেদে নবীদের মু'জিযাঃ এবং ওয়ালীগণের কারামাতের উল্লেখ আছে। আবূ হ'াফ্স' 'উমার আন-নাসাফীর 'আক'াইদ পুস্তকে (সম্পা. Cureton. p. 4; সং. তাফ্তাযানী, পৃ. ১৬৫) মু'জিযার উল্লেখ আছে এবং তিনি (আল্লাহ্) প্রচলিত সাধারণ নিয়মের বিপরীত অলৌকিক কার্য দ্বারা তাঁহাদিগকে (রাসূলদিগকে) শক্তিশালী করিয়াছিলেন।

তাফ্তাযানী এইভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ মু'জিযাঃ প্রচলিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, ইহা একজন নুবুওয়াতের দাবীদারের দ্বারা প্রকাশ পায়, নুবুওয়াত অস্বীকারকারীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি উহা সম্পাদন করেন এবং কার্যটির প্রকৃতি এমন যে, অস্বীকার-কারীদের পক্ষে সেরূপ কার্য করা অসম্ভব। ইহা আল্লাহ্র রাসূলের সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্র সাক্ষ্য।

ইহার পরিপূর্ণ ও সুসংবদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় আল্-ঈজীর মাওয়াকিফে। তিনি মু'জিযার এই সংজ্ঞা দেন ঃ যিনি আল্লাহ্র নবী বলিয়া দাবী করেন, তাঁহার সত্যতা প্রমাণ করাই মু'জিযার উদ্দেশ্য। তাছাড়া তিনি এই সব শর্তের উল্লেখ করেন ঃ (১) ইহা আল্লাহ্র কার্য হইতে হইবে; (২) প্রচলিত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে হইবে; (৩) অনুরূপ কার্য সম্পাদন অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইতে হইবে; (৪) এমন ব্যক্তির দ্বারা সংঘটিত হইবে যিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন, যাহা তাঁহার সত্যতার প্রমাণরূপে প্রকাশ পায়; (৫) তাঁহার জীবনধারা সমর্থনজ্ঞাপক হইতে হইবে; (৬) মু'জিযাঃ, তাঁহার দাবীর পরিপন্থী হইবে না; (৭) দাবীর পরে সংঘটিত হইতে হইবে।

ইহাছাড়া আল-ঈজীর মতে মু'জিযাঃ এইভাবে সংঘটিত হয় যে, আল্লাহ্ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অর্থাৎ প্রচার মাধ্যমে মানুষের মুক্তির জন্য যাঁহার সত্যতা প্রমাণ করিতে চান, তাঁহারই দ্বারা উহা ঘটাইয়া থাকেন। ফলে মু'জিযাঃ দর্শকদের মধ্যে রাসূলের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবূ হ'ানীফাঃ, আল-ফিক্'হ'ল-আক্বার 'আলী ইব্ন সুলত'ান মুহ'াম্মাদ আল্-ক'ারী-র ভাষ্যসহ, কায়রো ১৩২৭ হি., পৃ. ৬৯; (২) আবু'ল-বারাকাত 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহ'মাদ আন্-নাসাফী, 'উম্দাঃ, সম্পা. Cureton, পৃ. ১৫ প.; (৩) আবূ হ'াফ্স'

List>

আন্-নাসাফী, ‘আক'াইদ, তাফ্‌তাযানীর ভাষ্যসহ, কনস্টান্টিনোপল ১৩১৩ হি., পৃ. ১৬৫—১৬৭ ; (৪) মুহ'াম্মাদ আ'লা আথ-থানাব'ী, কাশ্‌শাফু ইস'তি'লাহ'াতি'ল-ফুনুন, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ., পৃ. ৯৭৫ প. ; (৫) আবু নু‘আয়ম আহ'মাদ ইব্‌ন ‘আবদিল্লাহ আল-ইস্'বাহানী, দালাইলু'ন-নুবুওয়াঃ, হায়দরাবাদ ১৩২০ হি. ; (৬) আল-ঈজী, মাওয়াকি'ফ, সম্পা. Sorensen, পৃ. ১৭৫ ; (৭) Wensinck, The Muslim Creed, p. 224; (৮) A. S. Tritton, Muslim Theology, London 1947, দ্র. Miracles.

মুত্‘আঃ (متعة) অর্থ ভোগ, ভোগ্য বস্তু। কোন স্ত্রীলোককে কিছু দিয়া নির্দিষ্টকালের জন্য বিবাহ।

১। ইসলামের পূর্বে—Ammianus Marcellinus. xiv. 4-এর মতে খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ‘আরবদের মধ্যে সাময়িক বিবাহ প্রচলিত ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটি পুরুষটির নিকট একটা বর্শা ও তাঁবু লইয়া আসিত এবং মিয়াদ শেষে ইচ্ছা করিলে তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিত। আগ'ানী ১৬ খ., ৬৩ পৃষ্ঠার ব্যাক্যাংশ (মাত্তি‘উনী বিহ্যা'ল্-জায়জাতা) ও ‘আরব কিংবদন্তীসমূহ হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, জাহিলিয়্যাঃ যুগে মুত্‘আঃ প্রচলিত ছিল। মুত্‘আর অনুরূপ এক প্রকারের সাময়িক বিবাহ এরিত্রিয়াতেও প্রচলিত ছিল (Conti Rossini, Principi di diritto Consuetudinario, Romo 1916. p. 189, 249)। তাহা হইতে মনে হয় যে, ‘আরবে মুত্‘আঃ একটা প্রাচীন প্রথা ছিল।

২। কেহ কেহ মনে করেন যে, মদীনায় অবতীর্ণ কু'রআনের সূরাঃ ৪ ঃ ২৪ আয়াতে মুত্‘আঃ বিবাহের উল্লেখ আছে, কিন্তু সুন্নী ভাষ্যকারগণ হিজরী প্রথম শতাব্দীতেই ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইহা দ্বারা সাধারণ স্থায়ী বিবাহ বুঝায়। আয়াতাংশটির একটি ভুল অনুবাদ দিয়া এই প্রসঙ্গে শী‘আগণ আরও বলেন যে, ‘ইস্‌তাম্‌তা'তুম্' শব্দের পর উবায়্য ইব্‌ন কা'ব (রা) ও ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) ‘ইলা আ'জালিম্ মুসাম্মান' (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) কথাটি যোগ করিয়া থাকেন (ত'াবারী, তাফ্‌সীর, ৫ ঃ ৯)। এই পাঠ সুন্নী সমাজে প্রবেশ করে নাই, তাঁহাদের মতে ‘ইলা আ'জালিম্ মুসাম্মান' অংশটি প্রক্ষিপ্ত। শী‘আঃ গ্রন্থাবলীতে ইহা প্রায়ই যোগ করা হয়। উহার ঠিক অনুবাদ এই ঃ ‘উহাদের (নিষিদ্ধ স্ত্রীলোকদের) ছাড়া আর সকলকে অর্থ ব্যয়ে বিবাহ করিতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল ; তবে শুধু অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নহে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে তোমরা সম্ভোগ কর, তাহাদিগকে তাহাদের নির্ধারিত মাহ্‌র দাও।' উবায়্য ইব্‌ন কা'ব ও ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা)-এর কথিত ইলা আজালিম্ মুসাম্মান ‘নির্দিষ্ট সময়ের জন্য' কথাটি যে কু'রআন রাজীদের অংশ নহে, তাহা ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মুত্‘আর বৈধতা সম্পর্কে পরবর্তীকালে মত পরিবর্তন দ্বারা বুঝা যায় (তির্‌মিয'ী, বাব নিকাহি''ল-মুত্ আঃ)। তিনি সূরাঃ ২৩ ঃ ৬ ও ৭০ ঃ ৩০-এর বরাত দিয়া বলেন যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হইতে মুত্‘আঃ হারাম হইয়া যায় (তির্‌মিয'ী, বাব নিকাহি'ল-মুত‘আঃ)।

আল্-মাযুরীর বরাত দিয়া ইমাম নাওয়াব'ী বলেন যে, ইসলামের পূর্ব হইতে ‘আরব সমাজে মদ্যপানের ন্যায় সাময়িক বিবাহের প্রথাও প্রচলিত ছিল। ইসলাম প্রচারের প্রথমদিকে মদ্যপান যেমন নিষিদ্ধ ছিল না, তেমনি সাময়িক বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল না। দুই-টি হাদীছে ইহারই উল্লেখ দেখা যায়। স'াহ'ীহ' হ'াদীছে জানিতে হয় যে, হযরত (স') এই কুপ্রথা রহিত করেন এবং সকলে যাহাতে এই নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে রাসূল (স') উহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ঘোষণা করেন। প্রথমে খায়বারে নিষেধাজ্ঞা করা হয়। তারপর ব্যাপক অবগতির জন্য মক্কা বিজয়ের পরে এবং বিদায় হ'াজ্জে উহা পুনরায় ঘোষণা করা হয়।

কোন কোন স্থলে এই নিষেধাজ্ঞার ব্যতিক্রম দেখিয়া হযরত ‘উমার (রা) কঠোরভাবে শাসাইয়া বলেন যে, এইরূপ ঘটনা দেখা গেলে মুত্‘আকারী স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে ব্যভিচারে লিপ্ত অপরাধী হিসাবে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইবে।

স'াহ'ীহ' হ'াদীছ' দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মুত্‘আঃ রহিত হইয়াছে (মুস্‌লিম, বাব নিকাহ') এবং ইজ্‌মা‘ দ্বারা সাব্যস্ত যে, মুত্‘আঃ হ'ারাম (বুখারী, মুস্‌লিম, তির্‌মিয'ী ও আবু দাউদে বর্ণিত হ'াদীছ'সমূহ, বাব নিকাহ্', নিকাহ''ল-মুত্‘আঃ ; ইমাম নাওয়াব'ী, শারহ' মুসলিম)।

৩। আইনবিদদের দৃষ্টিভঙ্গী ঃ ‘ইব্‌ন ‘আব্বাস (রা) (মৃ. ৬৮ হি.) প্রথম প্রথম মুত্‘আর একজন সমর্থক ছিলেন (বুখারী, নিকাহ্', বাব ৩১ ; মুস্‌লিম, নিকাহ্', ১৮ ; ত'ায়ালিসী, নং ১৭৯২, রাযী, মাফাতীহ''ল-গ'ায়ব, কায়রো, ১৩২৪, ৩খ, ১৯৫), কিন্তু পরে তিনি এই মত পরিত্যাগ করিয়া মুত্‘আঃ হ'ারাম বলিয়া স্বীকার করেন (তির্‌মিয'ী, নিকাহ', বাব ২৮)। হিজ্‌রী প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধে মক্কায় মুত্‘আর অনুমতি দিয়া কেহ কেহ ফাতওয়া দিত বলিয়া ‘আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) তাহাদিগকে শাসাইয়া দিয়াছিলেন (মুসলিম, নিকাহ', ২খ, ২৯)। সকল সুন্নী ও কয়েকটি যায়দিয়্যাঃ সম্প্রদায় (আন্-নাতি'ক' বি'ল-হ'াক্'ক', তাহ্'রীর, বার্লিন পাণ্ডুলিপি, Glaser, 74, fol. 53b), মুত্‘আকে হ'ারাম বলিয়া গণ্য করেন। বর্তমানে ইহার স্বীকৃতি কেবলমাত্র এক সম্প্রদায়ের শী‘আদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইরানেও বর্তমানে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইমাম যুফারের (মৃ. ১৫৮ হি.) মতে দুই সাক্ষীর উপস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ সম্পাদিত হইলে উহা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু সময় নির্ধারণের শর্ত অবৈধ ও বাতিল গণ্য হইয়া উহা স্থায়ী বিবাহে পরিণত হইবে (সারাখ্‌সী, মাব্‌সূত' ৫খ, ১৫৩ ; তু. বুখারী, হি'য়াল, বাব ৪)।

ইমামী শি‘আদের শিক্ষা ঃ (১) মুত্‘আর রূপ ঃ প্রত্যেকটি চুক্তির ন্যায় মুত‘আও ঈজাব ও ক'বূলের মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করে ; কাজেই ইহা অবশ্য পালনীয় (লাযিম)। এই বিবাহ নিকাহ্', তায্‌ব'ীজ বা তামাত্তু‘ যে কোন শব্দ দ্বারা সমাধা করা যাইতে পারে। ইহাতে বরাবরই মিয়াদ সন্দেহাতীতভাবে নির্দিষ্ট থাকিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট প্রতিদানের (আজ্‌র বা মাহ্‌র) উল্লেখও থাকিতে হইবে। এই প্রতিদান অপর প্রকার বিবাহের প্রচলিত মাহ্‌রের অনুরূপও হইতে পারে কিংবা একমুষ্ঠি শস্য বা একটি দির্‌হাম বা অনুরূপ অপর কিছুও হইতে পারে। মিয়াদ একদিন হইতে কয়েক মাস বা এমন কি কয়েক বৎসরও হইতে পারে। সাক্ষী নিষ্প্রয়োজন। উভয় পক্ষে ইহার সূত্রগুলি নির্ভুলভাবে ব্যবহারে সমর্থ হইলে ইহা কায-ীর সম্মুখে সম্পাদিত হওয়ারও প্রয়োজন হয় না। উল্লিখিত প্রতিদান না দিলে চুক্তি অবৈধ হইবে। মিয়াদ যদি উল্লেখ করা না হয় এবং বিবাহ সম্পাদনকালে যদি তামাত্তু‘ শব্দ ব্যবহার করা না হয়, তবে কাহারও কাহারও মতে ইহা নিয়মিত বিবাহে পরিণত হইবে।

(২) চুক্তি সম্পাদনার্থে প্রয়োজনীয় শর্তগুলি উভয় পক্ষকে নিয়মিতভাবে পালন করিতে হইবে। উহাছাড়া স্ত্রীলোকটিকে অবশ্যই

List>

কুমারী বা স্বামীহীনা ও সতী ('আফীফাঃ) হইতে হইবে, সম্ভবপর হইলে তাহাকে মুত্'আঃ সম্পর্কে ওয়াকিফহালও (অর্থাৎ শী'আঃ) হইতে হইবে এবং কেবল মুসলি'মর সহিতই এরূপ সাময়িক বিবাহ সম্পাদন করা চলিবে। ইব্ন বাবুয়া (মৃ. ৩৮১/৯৯১) ও আল্-মুফীদের (মৃ. ৪১৩/১০২২) মতে কোন অবিশ্বাসী পুরুষ বা স্ত্রীলোক, এমন কি কোন কিতাবী পুরুষ বা স্ত্রীলোকের সঙ্গেও মুত্'আঃ নিষিদ্ধ। নাওয়াসি'ব (চরমপন্থী খারিজী) সম্প্রদায় অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ ইমামী (এবং তূ'সীরও) মতে খৃস্টান বা য়াহূদী রমণীর সহিত মুত্'আঃ জাইয, কিন্তু মাজূসিয়ার সহিত মাক্রূহ। ক্রীতদাসীর মালিকের সম্মতি পাইলে তবেই ক্রীতদাসীর সহিত মুত্'আঃ সিদ্ধ হইবে। স্ত্রীলোকটি সাধারণত ওয়ালী ছাড়াই এই বিবাহের চুক্তি সম্পাদন করে। কাহারও কাহারও মতে কেবল কুমারীর (বিক্র) পক্ষেই তাহার পিতার সম্মতির প্রয়োজন হয় (আবু'স-স'লাহ্', ৫ম শতাব্দী, ইব্ন বাবুয়া, ইব্নু'ল-বার্রাজ মৃ. ৪৮১/১০৮৮; তু. হি'ল্লী, ৩খ, ৯২)। এইভাবে পুরুষ তাহার পক্ষে বৈধ চারি পত্নী ছাড়াও, বিশেষত প্রবাসকালে মুত্'আঃ বিবাহযোগে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু সে কোনক্রমেই এক সঙ্গে দুই বোনকে বিবাহ করিতে পারিবে না, একজনের 'ইদ্দাতের মধ্যেও না।

(৩) নির্ধারিত মিয়াদ ফুরাইয়া গেলে মুত্'আঃ শেষ হয়। পক্ষদ্বয়ের পরস্পর ব্যবস্থা দ্বারা মিয়াদ বাড়াইতে পারা যায় না; বরং মিয়াদ অন্তে নূতন মাহ্রসহ একটি নূতন সাময়িক বিবাহ সম্পন্ন করা যাইতে পারে। ইহাতে ত'লাকে'র কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে কাহারও কাহারও মতে লি'আন ও জি'হার চলে। (৪) মুত্'আঃ বিবাহে পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকটিকে আহার ও বাসস্থান দানের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। দুই পক্ষের কেহই অপরের ওয়ারিছ' হইতে পারে না; তবে কাহারও মতে চুক্তিতে উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা রাখা যাইতে পারে। মুত্'আঃ শেষ হওয়ার পর 'ইদ্দাতের মিয়াদ হইবে দুই তু'হ্র বা ৪৫ দিন, অর্থাৎ ক্রীতদাসীর 'ইদ্দাতের সমান। এই বিবাহজাত সন্তান পিতার নিকট থাকিবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রাথমিক ইতিহাস ঃ (১) G. A. Wilken, Leipzig 1884, p. 9-25, (২) W. Robertson Smith, Kinship and Marriage, London 1903, p. 82 প.; (৩) Wellhausen, Die Ehe bei den Arabern, in NGW Gott. 1893, p. 464 প., Caetani, Annali, Milan 1910, iii. 894—903; (৪) Griffini in Zaid, Corpusiuris, Milan 1919, p. 324—332; (৫) Gertrude H. Stern, Marriage in early Islam, London 1939. p. 155 প.।

ফিক্'হ ও হ'াদীছ' গ্রন্থ ছাড়া, আল্-মুফীদ (মৃ. ৪১৩/১০২২); (৬) মুক'নি'আঃ, তাব্রীয, হি. ১২৭৪, পৃ. ৭৭; উহার ভাষ্য ঃ তূ'সী (মৃ. ৪৫৯/১০৬৭); (৭) তাহ্য'ীবু'ল-আহ্'কাম, তেহরান ১৩১৮ হি., ২খ, ১৮৩ প.; (৮) আল-মুহ'াক্'কি'ক (মৃ. ৬৭৬/১২৭৭-৭৮), শারাইউ'ল-ইসলাম, অনু. Querry as Droit Musulman, Paris 1871, i. 689 প.; (৯) ইব্নু'ল-মুত্'াহ্হার আল-হি'ল্লী (মৃ. ৭২৬/১৩২৬), মুখতালাফু'শ-শী'আঃ ফী আহ্'কামি'শ-শারী'আঃ, তেহরান ১৩২৩—২৪ হি., ৪খ, ৮—১৪; (১০) আল-হ'ুরু'ল-'আমিলী (মৃ. ১০৯৯/১৬৮৮), ওয়াসাইলু'শ-শী'আঃ, তেহরান ১২৮৮ হি., ৫খ, ৬৮—৭৬; (১১) 'আলী ইব্ন মুহ'ম্মাদ 'আলী আত্'-ত'াবাত'াবাঈ (লিখিত ১১৯২/১৭৭৮), রিয়াদু''র-মাসাইল, তেহরান ১২৬৭ হি., ২খ, ১৩৩-১৪১; (১২) Tornauw, Moslem. Recht, Leipzig ১৮৫৫, পৃ. ৮০; (১৩) P. Kitabgi Khan, Droit musulman schyiee. Le marriage et le divorce, Lausanne 1904, p. 79 প.; (১৪) R. K. Wilson, Anglo-Muhammadan Law, London 1912, p. 452—658; (১৫) Juynboll, Handleiding, Leyden 1925. p. 193 প.; (১৬) Goldziher, Vorlesungen, Heidelberg 1910, p. 238; (১৭) R. Levy, Sociology of Islam, London 1931—33, ii. 164 প.; (১৮) J. Schacht, The origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950, p. 266.

মুতা'আর্ রিবাঃ (مستعربة 'আ.) 'আরবায়িত'। শব্দটি ক'াহ্'ত'ানের (বাইবেলের য়োক্'ত'ান) বংশধরদের প্রতি প্রযুক্ত হয়; বংশতত্ত্ববিদদের মতে তাহারা বাসস্থানসূত্রে 'আরব বলিয়া গণ্য। পক্ষান্তরে 'আদ, ছ'ামূদ প্রভৃতি গোত্র খাঁটি 'আরব বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহারা দক্ষিণ 'আরবে বসতি স্থাপন করিয়া খাঁটি 'আরবদের নিকট হইতে 'আরবী ভাষা গ্রহণ করে। তাহারা জুরহমের মারফতে ইহা শিক্ষা করে। হযরত নূহ' ('আ)-এর নৌকায় একমাত্র ইনিই 'আরবী বলিতেন [অন্যেরা বলিত সিরীয় (Syriac) ভাষা]। তাঁহার জামাতা আরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ' ছিলেন 'আদ ও ছ'ামূদ ইত্যাদির পূর্বপুরুষ। দক্ষিণ 'আরব ছিল তাহাদের প্রধান কেন্দ্র। সেখান হইতে বানূ ক'াহ্'ত'ানের গোত্রগুলি উত্তর 'আরবে হিজ্রাত করে। তজ্জন্য উত্তর 'আরবে অবস্থিত কতকগুলি গোত্র তাহাদের বংশতত্ত্ব অনুযায়ী ক'াহ্'ত'ানের লোক বলিয়া গণ্য। (মুস্তা'রিবাঃ প্রবন্ধ দ্র.; সেখানে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া আছে)।

মুত'াওবি'ফ (مطوف) (আ.) মক্কায় হ'াজ্জ-যাত্রীদের পথ-প্রদর্শক। শব্দটির আভিধানিক অর্থ, যে ত'াওয়াফ (দ্র.) সম্পাদনে সাহায্য করে। কিন্তু যে সকল বিদেশী হ'াজ্জযাত্রী মুত'াওবি'ফদের উপর নিজেদের পথ-প্রদর্শনের ভার দেয়, তাহাদিগকে কা'বার চতুর্দিকে ত'াওয়াফ করিতে প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানে সাহায্য করাই কেবল তাহাদের একমাত্র কার্য নহে। পক্ষান্তরে তাহারা সা'ঈ এবং হ'াজ্জ বা 'উমরার জন্য যত অনুষ্ঠানের বিধান আছে বা শুধু সুপারিশ করা হইয়াছে, তাহার সবগুলিতেই তাহাদের পথ-প্রদর্শকরূপে কাজ করে। মুত'াওবি'ফেরা হ'াজ্জযাত্রীদের দৈহিক মঙ্গলের জন্যও প্রয়োজনীয় সব কিছুর পুরাপুরি ব্যবস্থা করে। হ'াজ্জযাত্রীরা জিদ্দায় উপস্থিত হওয়ামাত্রই তাহাদের প্রতিনিধিগণ (صبى) যত খিদমাতের দরকার, তাহার সমস্তই করার জন্য প্রস্তুত থাকে। মক্কায় মুত'াওবি'ফেরা বা তাঁহাদের পরিবারের লোক ও ভৃত্যেরা হ'াজ্জযাত্রীদের ভার গ্রহণ করে এবং তাহারা যতদিন সেখানে থাকে, ততদিন তাহাদের বাসস্থান ও আহার্যের বন্দোবস্ত করে, তাহাদের কাজকর্ম করে, জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া দেয়, অসুস্থ হইলে তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করে এবং মৃত্যু হইলে তাহাদের পরিত্যক্ত জিনিসপত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে। মুত'াওবি'ফেরা অবশ্য এই সমস্ত কাজ মুফ্ত করে না। তাহাদের পরিশ্রমের জন্য তাহারা যথোচিত পারিশ্রমিক পায়। হ'াজ্জযাত্রী ধনবান হইলে মুত'াওবি'ফদের বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়েরাও যাহাতে দুই পয়সা পায়, সেদিকেও তাহাদের লক্ষ্য থাকে। তাহারা নিজেরা যে টাকা পায়, তাহার এক বৃহদাংশ ফিস, উপহার ইত্যাদিরূপে সংঘের শায়খ ও কোষাগারকে প্রদান করিতে হয়। তাহাদের উপর যাহাদের যত্নের ভার দেওয়া হয়, তাহাদের

List>

নিকট হইতে যথাসাধ্য অর্থ আদায়ের ইহাও অন্যতম কারণ। বর্তমানে একটি সরকারী আইন দ্বারা পথ প্রদর্শকদের ফিস নির্ধারিত করা হইয়াছে [OM, xii (1932), 249]।

মুত'াওবি'ফগণ যে বিশিষ্ট সংঘে সংগঠিত, ইতঃপূর্বেই তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কয়েকটি পৃথক দলে বিভক্ত; ইহাদের প্রত্যেকটির জন্য নির্দিষ্ট এলাকা (যথাঃ নিম্ন মিসর) রহিয়াছে; ঐ এলাকা হইতে আগত হ'াজ্জযাত্রীদের নিকট হইতে সরকার-নির্ধারিত ফিস তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকে--এই সকল দল লইয়া সংঘ গঠিত হয়। একজন প্রধান শায়খ সরকারীভাবে উহার পরিচালক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই সংঘের সদস্যপদ লাভ দুরূহ এবং কর্তাব্যক্তিদের মনোনয়ন সাপেক্ষ। স্বতন্ত্র পথ প্রদর্শকদিগকে (জাবুরাার) সংগঠিত মুত'াওবি'ফদের পরিত্যক্ত ছিটাফোঁটা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; কিন্তু বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। অধুনা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নির্ধারিত ফিসের বিনিময়ে মুত'াওবি'ফের কাজ করিয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Snouck Hurgronje, Mekka, The Hague 1888, ii. 28—38, 98—101, 295 প. (English transl. by Monahan, Leyden and London 1931, pp. 23 প., 78 প., 238 প. ; (২) Juynboll, Handbuch des Islamischen Gesetzes, Leiden-Leipzig 1930, p. 140 ; (৩) Gaudefroy-Demombynes, Le pelerinage a la Mekke, Paris 1923, p. 200-4 ; (৪) F. Durguet, Le pelerinage a la Mecque au point de vue religieux, social et sanitaire, Paris 1932, p. 70 প., 82 প. ; (৫) J. L. Burckhardt, Travels in Arabia, London 1829, i. 354--60 ; in modern times : (৬) E. Rutter, The holy cities of Arabia, New York-London 1928, i. 80 প., 113 প. ; ii. 143-148 ; (৭) শাকীব আরসলান, আল-ইরতিসামাতু'ল-লিত'াফ ফী খাাতি'র ল্হাল্-হ'াজ্জ ইলাা আক্'দাস মাত'াফ, কায়রো ১৩৫০, পৃ. ৭১—৮০।

মুতাওয়াাতির (متواتر) ('আ.) و-ت-ر ধাতু হইতে কর্তৃপদ, অর্থ 'পরম্পরাগত, যাহা পর পর আসে।' ইহা দুই অর্থে পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ক) জ্ঞানতত্ত্বের মতবাদ অনুযায়ী এমন ঐতিহাসিক বিবরণ, যাহা সর্বজনস্বীকৃত, যথাঃ মক্কা নামে একটি নগর আছে, আলেকজাণ্ডার নামে জনৈক রাজা ছিলেন।

শব্দটির সংজ্ঞায় সামান্য মতপার্থক্য দৃষ্ট হয়। জুরজানীর মতে যদি এত বেশী লোক খবরটি দেয় যে, তাহাদের সংখ্যা বা তাহাদের বিশ্বস্ততার দরুন উহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, তাহা হইলে উহা খাবার-ই-মুতাওয়াাতির (Flugel সম্পা. তা'রীফাাত, পৃ. ২১০, তু. Sprenger, Dictionary of Technical Terms, পৃ. ১৪৭১)।

আবু হ'াফস 'উমার আন-নাসাফীর (মৃ. ৫৩৭/১১৪২) মতে এমন বিবরণকে মুতাওয়াাতির বলা হয়, যাহার বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, যাহাদের পক্ষে কোন মিথ্যার উপরে মতৈক্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। ইব্ন হ'াজার 'আস্ক'ালাানী মুতাওয়াাতির হ'াদীছে'র জন্য চারিটি শর্তের উল্লেখ করিয়াছেন : (১) বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, স্বাভাবিকভাবে অথবা ঘটনাচক্রে তাহাদের পক্ষে মিথ্যার উপর মতৈক্য সাধন সম্ভব নয়, (২) সানাদের প্রতি স্তরে এই আধিক্য বিদ্যমান থাকিতে হইবে, (৩) হ'াদীছে'র মর্মটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে হইবে, (৪) শ্রবণকারী উহা দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم يقين) লাভ করে (ইব্ন হ'াজার 'আস্ক'ালাানী, নুখবাতু'ল-ফিক্র, মিসর ১৩৫২ হি., পৃ. ৩)।

জ্ঞানাহরণের ক্ষেত্রে জ্ঞানের এই উৎসের স্থান সম্বন্ধে 'ইলম' প্রবন্ধ তুলনীয়।

(খ) ছন্দঃ শাস্ত্রে ইহা দ্বারা যে ধ্বনিতে দুইটি নিশ্চল (সাাকিন বা হস্যুক্ত) অক্ষরের মধ্যে একটা সচল (স্বরযুক্ত) অক্ষর থাকে, এমন ধ্বনির অন্তমিল (قافية) বুঝায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আবদু'ল-ক'াহির আল-বাগ'দাাদী, উস্'লু'দ-দীন, ইস্তাম্বুল ১৯২৮ খৃ., পৃ. ১১ প.; (২) ওয়াসি'য়্যাত আবী হ'ানীফাঃ, প্রবন্ধ ১৬ ; (৩) আবু হ'াফ্স 'উমার আন-নাসাফী, 'আক'াইদ, Cureton সম্পা., পৃ. ১ প. ; (৪) আবু'ল-বারাকাাত আন-নাসাফী, 'উম্দাঃ, Cureton সম্পা., পৃ. ১ ; (৫) তাফ্তাাযাানী, নাসাফীর 'আক'াইদ-এর ভাষ্য, ইস্তাম্বুল ১৩১৩, পৃ. ৭৩ প. ; (৬) লিসাানু'ল-'আরাব, ৭খ, ঃ ১৩৭ ; (৭) Goldziher, Le livre d' Ibn Toumert, p. 47 প. ; (৮) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, index দ্র. ; (৯) Freytag, Darstellung der arab. Verskunst, Bonn 1830, p. 303, 305 ; (১০) W. Wright, Arabic Grammar, 3rd ed., new impression, Cambridge 1933, ii. 355.

মুতাওয়ালী (متوالى) (ব. ব. মাতাাবি'লাঃ, জনসাধারণে প্রচলিত Metoualis) এই নামটির অর্থ 'যাহারা ('আলীকে) ভালবাসে বলিয়া স্বীকার করে।' লেবাননের যে সকল লোক বার ইমাামিয়্যাঃ শী'আঃ সমাজভুক্ত, ১৮শ শতাব্দীর প্রথম হইতে ইহা তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। এই সময় তাহারা তিনটি পরিবারের নেতৃত্বে লেবাননের আমীরদের অধীনতা হইতে মুক্ত হয়, যেগুলি হইল, জাবাল 'আামিলের আল-নাস্'স'াার, বা'লাবাক্কের আল-হ'ারফূশ ও উত্তর লেবাননের 'আাল-হ'ামাাদে। বর্তমানে মাতাাবি'লাঃ নামটি সিরিয়ার অন্যান্য অংশের জা'ফারী সম্প্রদায়ের ইমাামীদের প্রতি, বিশেষত আলেপ্পো, ইদ্লীব (ফু'আ, নুব্বুল, নুগ'াাবি'লা ; বানূ যুহ্রা পরিবার অর্থাৎ আলেপ্পোর ভূতপূর্ব নুক'াাবাাউ'ল-আশ্রাাফ), ইস্'ম্যাাহি'য়াঃ ও ইউফ্রেতিস (ফুরাত) তীরের ১৫,০০০ শী'ইর প্রতি প্রসারিত করার ঝোঁক দেখা যায়। দাামিশ্ক' অঞ্চলে এই শী'ঈরা নিজেদের সুন্নী বলিয়া চালাইয়া দেয়। পক্ষান্তরে লেবাননে মুতাওয়ালীরা (১৯২৪ সনে ১,০৫,০০০) সরকারী-ভাবে স্বীকৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়; রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদে তাহাদের প্রতিনিধি থাকে। তাহারা দক্ষিণাঞ্চলে (জাবাল 'আামিল, মার্জ 'আয়ুন, সূর ও স'ায়দাা), কেসরাওয়ানে ও হের্মিলে কেন্দ্রীভূত। তাহারা কৃষক ও বণিক ; পূর্বে অনগ্রসর হইয়াও কতকটা 'আরবী কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিল। তাহাদের একজন স'ায়দাাবাসী শায়খ 'আারিফ আয-যায়ন উৎসাহী শী'আঃ থাকিয়াও ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার ছাপাখানা ও তাঁহার পত্রিকা আল-'ইরফানের মারফতে সফ-লতার সহিত তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও আধুনিক কৃষ্টি বিস্তারের কাজ করিয়া যান।

উত্তরাঞ্চলের চরমপন্থী শী'ঈদেরসহ (২,৫০,০০০ নুস'ায়রী দল) দক্ষিণের মুতাওয়ালীরা সিরিয়ায় প্রাচীন শী'আঃ অধিবাসীদের ধ্বংসা-

বংশের প্রতীক, তাহাদের মধ্যে বড় বড় কবি-র (দীক আল-জিন্ন) অভ্যুদয় হয়।

আবূ যা'র-এর (সা'মারকন্দ বা প্রাচীন সারেপ্তায় অবস্থিত তাঁহার মাকা'াম দ্র.) প্রচার কার্যের সময় তাহাদের উদ্ভব ঘটে বলিয়া তাহারা দাবী করিয়া থাকে। কয়েকটি য়ামান গোত্র ('আমিলাঃ, 'আমিল) ও হ'াম্রাদের সহিত নিঃসন্দেহে তাহাদের সম্পর্ক রহিয়াছে। হ'াম্রাগণ হইল ইরাকের 'আরবী ভাবাপন্ন ইরানী ও 'আলী (রা)-র দলভুক্ত; তাহাদের সামরিক গুণাবলীর জন্যও 'আলী (রা)-র দলকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে মু'আবি'য়াঃ (রা) তাহাদিগকে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কুর্দ 'আলী, খিত'াতু'শ্-শাম, ১৯২৮, ৬খ, ২৫১—২৫৮; (২) আহ্'মাদ 'আরিফ আয্-যায়ন, তা'রীখ স'ায়দা, ১৩৩১ হি. (১৯১৩), পৃ. ১৭৬, এবং মুখতাস'ার তা'রীখু'শ্-শী'আঃ, স'ায়দা ১৯১৪ খৃ., পৃ. ৪২; (৩) H. Lammens, Les 'Perses' du Liban et l'origine des Metoualis, in MFOB, xiv./2, 1929, p. 23-39; (৪) আল-হ'ুর্রু'ল-'আমিলী (মৃ. ১০৯৯/১৬৮৮), 'আমালু'ল-'আমিল ফী 'উলামা' জাবাল 'আমিল, ইমামী জীবনী গ্রন্থপঞ্জীর উদ্ধাংশের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ, ইহার প্রথম খণ্ডে সিরিয়াজাত শী'ঈ 'আলিম-গণের জীবনী আলোচিত হইয়াছে। যেমন 'প্রথম শাহীদ' মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাক্কী আল-'আমিলী (মৃ. ৭৮২/১৩৮২), জন্মস্থান জেয্যিন এবং 'দ্বিতীয় শাহীদ' যায়নু'দ-দীন আল-'আমিলী (মৃ. ৯৬৬/১৫৫৮), জন্ম-স্থান জেয্যিনের নিকটবর্তী জুবা; (৫) কাফ্'আমী আল-জাবাঈ, জুন্না-তু'ল-আমানের গ্রন্থকার (এবং গ্রন্থকারের জন্মস্থান মাশ্গ'ারা); (৬) তান্নুস ইব্ন য়ুসুফ আশ-শিদ্য়াক', আখ্বারু'ল-আ'য়ান ফী জাবালি লুব্নান, বৈরূত ১৮৫৯, পৃ. ৩৫৯-৩৬১। প্রাচীন ইমামী মুতাওয়ালী গ্রন্থকারগণ উস্'লী সম্প্রদায়ের নয়, বরং তাহারা রক্ষণশীল আখবারী সম্প্রদায়ের।

আল-মু'তাযিলাঃ (المعتزلة), যে ধর্মতাত্ত্বিক দল ইসলামী ধর্ম বিশ্বাস ব্যাপারে যুক্তিমূলক মতবাদকে সর্বপ্রধান সূত্র হিসাবে গ্রহণ করে তাহার নাম। মাস্'উদীর মুরূজ, ৬খ, ২২, হইতে নামটির অর্থ স্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি বলেন, যাহারা ই'তিযালের মতবাদ মানিয়া চলে তাহারাই মু'তাযিলাঃ অর্থাৎ যাহারা "মান্যিলাতুন্ বায়না'ল-মান্-যিলাতায়ন-এর নীতি [বিশ্বাস (ঈমান) ও অবিশ্বাসের (কুফ্র) মধ্যবর্তী এক তৃতীয় অবস্থা] স্বীকার করে, তাহারাই হইল মু'তাযিলাঃ। ইহাই তাহাদের মূলনীতি (নিম্নে দ্র.)। আহ্লু'ল্-হ'াদীছ' দলের পক্ষ হইতে এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। উহা এই যে, মান্যিলাতুন বায়না'ল-মানযিলাতায়ন নীতি স্থির করার পর ওয়াসি'ল ইব্ন 'আত'া' ও 'আম্র ইব্ন 'উবায়দ একটি পৃথক দল গঠনের জন্য হ'াসান আল-বাস্'রীর দল হইতে পৃথক হইয়া যান (ই'তাযালা), বরং কথিত হয় যে, হ'াসানই তাহাদিগকে "সরিয়া পড়" (ই'তাযিলা) বলিয়া নিজ শাগরিদদল হইতে বাহির করিয়া দেন। তাহারা ও তাহাদের অনুসারিগণ মু'তাযিলাঃ নামে পরিচিত হন। এই ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্য হইলেও ইহা হইতেই যে তাহাদের ঐ নামকরণ হয় তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কারণ মু'তাযিলীরা তাহাদের এই নামের জন্য গর্ব অনুভব করিত। ইহা যদি তাহাদের শত্রুদের দেয়া অবজ্ঞাসূচক নাম হইত তাহা হইলে তাহারা কখনও তাহাতে গৌরব অনুভব করিত না। এই মত নির্ভুল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ মু'তাযিলীগণ নিজেদের ঐ নামে আখ্যায়িত না করিয়া বরং আহ্লু'ল-'আদ্ল ওয়া'ত-তাওহ'ীদ বলিয়া থাকে এবং হ'াসান আল-বাস'রীর ঐ উক্তির কারণেই সুন্নীগণ তাহা-দিগকে মু'তাযিলাঃ (সুন্নীদল পরিত্যাগকারী) আখ্যা দেয়।

উৎপত্তি ও রাজনৈতিক ইতিহাস

রাজনৈতিক কারণেই যে মু'তাযিলাদের উৎপত্তি এবং শী'ঈ ও খারিজী আন্দোলনের অনুরূপ পরিবেশ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই যে মু'তাযিলীদের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলামের ইতিহাস প্রবাহে হযরত 'আলী (রা)-র খিলাফাত লাভ (মু'ল-হি'জ্জাঃ, ৩৫) একটি বিরাট ঘটনা। ইহা সুপরিজ্ঞাত যে, হযরত 'আলী (রা) তৎকালীন স'াহ'াবীদের নিকট হইতে যে আনু-গত্য দাবী করেন, তাহা স্বীকার করিতে যাঁহারা অসম্মত হন অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাঁহারা তাহাতে সম্মত হন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন হযরত ত'াল্হ'াঃ (রা), হযরত যুবায়র (রা), সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্ক'াস' (রা), 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা), মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাস্লামাঃ (রা), উসামাঃ ইব্ন যায়দ (রা), সু'হায়ব ইব্ন সিনান (রা) ও যায়দ ইব্ন ছ'াবিত (রা) (ত'াবারী, ১খ, ৩০৭২)। ইহাদের মধ্যে ত'াল্হ'াঃ ও যুবায়র (রা) 'আলী (রা)-র বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হন কিন্তু অধিকাংশই নিরপেক্ষ থাকেন। মদীনার লোকেরা সাধারণত শেষোক্তদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। বস্রাতে আল-আহ্'নাফ ইব্ন কায়স ৬০০ তামীমীসহ এবং স'াবরাঃ ইব্ন শায়মান একদল আয্দীসহ কলহ হইতে দূরে সরিয়া থাকেন (আত'-ত'াবারী, ১খ, ৩১৬৯, ৩১৭৮)। শেষোক্তদের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে ই'তাযালা ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই দেখা যায় যে, পূর্বেও হযরত 'আলী (রা) এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বিবাদে নিরপেক্ষ থাকা অর্থে 'ই'তাযালা' রাজনৈতিক শব্দে পরিণত হওয়ার সূত্রপাত হয়। আন্-নাওবাখ্তী (Ritter সম্পা. কিতাব ফিরাক' আশ-শী'আঃ, পৃ. ৫) একটা দলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 'আলী (রা) খলীফা হইলে ইহারা পৃথক হইয়া সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্ক'াস', 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার, মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাস্লামাঃ ও উসামাঃ ইব্ন যায়দ (রা)-এর অনুসরণ করে। "ইঁহারা 'আলী (রা)-র নিকট বায়'আত গ্রহণ এবং তাঁহাকে খলীফা স্বীকার করিয়া থাকিলেও তাঁহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া যান (ই'তাযালু), অথচ তাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে বা পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হন। ইঁহাদিগকে মু'তাযিলাঃ বলা হইত এবং সম্ভবত ইঁহারাই পরবর্তী সমস্ত মু'তাযিলার পূর্বসূরী।" কাজেই ধর্মতাত্ত্বিক দল মু'তাযিলার অস্তিত্বের পূর্বে রাজনৈতিক মু'তাযিলাঃ থাকা অসম্ভব নহে। রাজনৈতিক মু'তাযিলী হইতে ধর্মতাত্ত্বিক মু'তাযিলীর নীতির আভাস পাওয়া যায়।

এই ধর্মতাত্ত্বিক দলের প্রাগৈতিহাসের সম্পর্কে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সমস্ত বিশ্লেষণ করিলে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কথিত আছে যে, ওয়াসিল ইব্ন 'আত'া' (দ্র.) ও 'আম্র ইব্ন 'উবায়দ (দ্র.) নামক বস্রার দুই পণ্ডিত ব্যক্তি এই দলের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে উমায়্যা খালীফাঃ হিশাম ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকাল (১০৫-১৩১/৭২৩-৪৮) এই সম্প্রদায়ের কর্মতৎপরতার যুগ। তাঁহাদের সম্পর্কে বেশ কিছু প্রাচীন তথ্য পাওয়া যায়, ইহা সম্পূর্ণ ত্রুটিবিহীন না হইলেও তাঁহাদের ধর্মতাত্ত্বিক প্রধান নীতিগুলি অনুধাবনে সমর্থ হওয়ার পক্ষে উহা যথেষ্ট (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.)। এই সকল বিবরণ হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে

ই'তিযাল নীতি হইতে মু'তাযিলাঃ দলের সৃষ্টির সূচনা। ওয়াসি'ল প্রথমে এই মতবাদকে রূপদান করেন এবং পরে 'আম্রকে তাঁহার শিক্ষার অনুসারী করেন। এইভাবেই ই'তিযালের ধারণার উদ্ভব বলিয়া আল-খায়্যাত' লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানগণ এই বিষয়ে একমত যে, কেহ কাবীরাঃ গুনাহ্ করিলে সে ফাসিক' ও ফাজির হয়। কিন্তু এইসব বিশেষণের তাৎপর্য সম্বন্ধে মতানৈক্য ঘটে। খারিজীদের মতে, যে ব্যক্তি কাবীরাঃ গুনাহ্ করে সে কাফির, মুর্জিয়াদের মতে ফিস্ক' ও ফুজূর সত্ত্বেও সে মু'মিন। তবে হ'াসান আল-বাস্'রী ও তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে মুনাফিক' (কপট) বলিয়া বর্ণনা করেন। ওয়াসি'ল দেখাইয়াছেন যে, কু'রআনে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে কাবীরাঃ গুনাহের পাপীকে মু'মিন বা কাফির কিছুই বলা যায় না। সুতরাং সে মু'মিনও নহে, কাফিরও নহে। কিন্তু যে পর্যন্ত মুনাফিকে'র মুনাফিক'ী ধরা না পড়ে, সে পর্যন্ত সে লোকচক্ষে মু'মিন; কাজেই আল-হ'াসান যেমন তাহাকে মুনাফিক' গণ্য করিতে চাহেন তাহা করা অসম্ভব। সুতরাং একমাত্র সম্ভবপর পন্থা হইল ফাসিক'কে মধ্যবর্তী অবস্থায় (মান্যিলাতুন্ বায়না'ল-মান্যিলাতায়ন) অবস্থানকারী বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত করা। ওয়াসি'ল যে কথোপকথন দ্বারা 'আম্রকে ই'তিযাল নীতির পক্ষপাতী করেন বলিয়া কথিত আছে, তাহাতেও একই ধারণা পাওয়া যায় (আস-সায়্যিদু'ল-মুর্‌তাদা'া, আমালী, ১খ, ১১৪ প.–ইব্নু'ল-মুর্‌তাদা'া, আল-মু'তাযিলাঃ, পৃ. ২২ প.; উৎস সম্ভবত আল-খায়্যাত')।

এই সকল বিবেচনার পশ্চাতে রাজনৈতিক সমস্যা প্রচ্ছন্ন আছে। 'মান্যিলাতুন্ বায়না'ল-মান্যিলাতায়ন' নীতি নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার ফল নহে; বরং হযরত 'আলী (রা)-র খিলাফাতকে কেন্দ্র করিয়া যে কলহ-বিবাদ দানা বাঁধিয়া উঠে, যে সকল লোক তাহাতে যোগদান করে, তাহাদের সম্বন্ধে পরবর্তীকালে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিতে গিয়া এই ই'তিযাল নীতির উদ্ভব হয়। ওয়াসি'ল ও 'আম্রের ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যে সামান্য তথ্য পাই তাহাতে 'আলী, ত'াল্‌হ'াঃ, যুবায়র ও 'আইশাঃ (রা)-এর প্রশ্ন বিশেষভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। এক্ষেত্রে তাঁহারা যে একটা মূল সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ওয়াসি'ল ও 'আম্র এই কলহ সম্পর্কে তাঁহাদের আলোচনায় কোন পক্ষ অবলম্বন করেন নাই (কিতাবু'ল-ইন্তিসা'ার, পৃ. ৯৭—৯৮)। তাঁহাদের মতে 'আলী, ত'াল্‌হ'াঃ, আয-যুবায়র ও 'আইশাঃ (রা) মূলত প্রকৃত ধার্মিক মুসলমান ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে যুদ্ধ বাঁধে, তাহার ফলে তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। ইঁহাদের দুই দলই ন্যায়পন্থী হইতে পারেন না। দুই দলের একদল গুনাহ করিয়াছেন; কিন্তু সে কোন্ দল তাহা আমরা জানি না। কাজেই যিনি তাহা জানেন, তাঁহার উপরেই তাঁহাদের ব্যাপার আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদের কোন দলকে আমরা সঠিক অর্থে প্রকৃত মু'মিন বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। ফলে ইঁহাদের একজন যদি বিপক্ষ দলের কোন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন আমরা সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারি না; আপেক্ষিকভাবে একজনের তুলনায় অন্যজন ফাসিক' (বাগ'দাদী, কিতাবু'ল-ফারূক', পৃ. ১০০)। আহলু'ল-হ'াদীছ'দের মতে ওয়াসি'লের চেয়েও 'আম্র অধিক কঠোরতা প্রদর্শন করেন; সমাজের যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন ব্যাপারে তিনি এই দলসমূহের কাহারও প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন বলিয়া কথিত আছে (তা'রীখ বাগ'দাদ, ১২খ, ১৭৮; আল-বাগ্'দাদী, কিতাবু'ল-ফারূক', পৃ. ১০০); কারণ তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধে নিরত উভয় পক্ষকেই অপরাধী (ফুস্সাক') ঘোষণা করেন। কাজেই ওয়াসি'ল ও 'আম্রকে সময় সময় খারিজী বলিয়া ভুল করা হইয়া থাকিলে বিস্ময়ের কিছুই নাই (ইস্হ'াক ইব্ন সুওয়াদ আল-'আদাব'ীর কবিতাংশ, আল-জা'হি'জ', বায়ান, ১খ, ১৩)।

সে যাহা হউক, 'আলী (রা) সম্পর্কে মু'তাযিলাঃ নেতাদের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নির্ভুলভাবে অবস্থাটা বুঝিতে হইলে দেখা দরকার যে, (১) ওয়াসি'ল এবং সমস্ত মু'তাযিলাঃ ছিল উমায়্যাদের বিরোধী এবং (২) 'উছ্'মান (রা) ও তাঁহার হত্যাকারীদের সম্পর্কে ওয়াসি'ল কতকটা দ্ব্যর্থবোধক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন (কিতাবু'ল-ইন্তিসা'ার, পৃ. ৯৭-৯৮)। প্রকৃতপক্ষে মদীনার 'আলী পক্ষীয়দের সহিত ওয়াসি'লের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল (ইব্নু'ল-মুর্‌তাদা'া, আল-মু'তাযিলাঃ, পৃ. ২০); যায়্দীগণ 'আলী (রা)-কে তাঁহাদের একজন নেতা বলিয়া ভক্তি করেন এবং যায়দী ধর্মতত্ত্ব মূলত ওয়াসি'লের ধর্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে ইহা সত্য তাহা নহে; বরং রাজনৈতিক মতবাদের সহিতও ইহার ঐক্য আছে। চরমপন্থী শী'ঈদের ন্যায় যায়দীগণ এইরূপ মত পোষণ করে না যে, প্রথম খলীফা আবূ বাক্র (রা) ও দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা) অন্যায়ভাবে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ওয়াসি'ল ও তৎসঙ্গে সমগ্র মু'তাযিলীরা আবূ বাক্র (রা)-এর খিলাফাতকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করেন (ইব্ন আবী হ'াদীদ-কৃত নাহ্জু'ল-বালাগা'ঃ-র ভাষ্য, কায়রো হি. ১৩২৯, ১খ, ৩), আবূ বাক্র, 'উমার কিংবা 'আলী (রা) কাহার দাবী শ্রেষ্ঠতর, এই প্রশ্নটি তিনি অমীমাংসিত রাখিয়া দেন, কিন্তু 'উছ'মান (রা) অপেক্ষা 'আলী (রা)-র দাবীকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। 'আলী (রা) সম্পর্কে তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গী কিঞ্চিৎ জটিল ও ইহা চরমপন্থী শী'আদের নিকট তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং যুগপৎ উমায়্যাদের প্রতি তাঁহার বৈরীভাবের নিদর্শন। ইহাকে শুধু একভাবেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই সমুদয় দৃশ্যত বিসদৃশ চিন্তাধারা একটা সাধারণ কেন্দ্রে মিলিত হয়, সেইটি হইল 'আব্বাসী আন্দোলন। ওয়াসি'লের মনোভাবকে 'আব্বাসীদের পক্ষভুক্ত লোকদের বৈশিষ্ট্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। 'আব্বাসীগণ নিজদিগকে প্রকৃত আহলু'ল-বায়তরূপে বিবেচনা করিত। হযরত (স')-এর পরিবার যে মর্যাদা ভোগ করিতেন, তদ্দ্বারা 'আব্বাসীগণ নিজেরা লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে এবং চরমপন্থী শী'ঈরা 'আলী (রা)-র প্রতি যে সর্বোচ্চ পদমর্যাদা আরোপ করিত, তাহা কতকটা অবনমিত করার প্রয়াস পায়। কারণ ইহা তাহাদের অনুকূল ছিল। পক্ষান্তরে শী'ঈদের মিত্রতা 'আব্বাসীদের জন্য অপরিহার্য ছিল বলিয়া তাহাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ না করাই ছিল 'আব্বাসীদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। ইহা স্পষ্ট যে, এমতাবস্থায় আপেক্ষিকভাবে মধ্যপন্থী যায়দী দলকে স্বপক্ষভুক্ত করা তাহাদের বিশেষভাবে দরকার ছিল। 'আব্বাসীদের ক্ষমতালাভের পূর্বে তাহাদের রাজনৈতিক কর্মক্রমের মতবাদ কিরূপে দানা বাঁধে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে ওয়াসি'লের 'বায়না'ল-মান্যিলাতায়ন' নীতির তাৎপর্য পরিষ্কার হইয়া উঠে। এই সব হইতে ধারণা করা যায় যে, ওয়াসি'ল ও প্রাথমিক মু'তাযিলীদের ধর্মতত্ত্ব 'আব্বাসী আন্দোলনের সরকারী ধর্মতত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্তত এক শতাব্দী ধরিয়া ইহা যে 'আব্বাসী দরবারের সরকারী নীতি ছিল তাহার সহজ ব্যাখ্যা

List>

এখানেই পাওয়া যায়। ইহাও সম্ভব যে, ওয়াসি'ল ও তাঁহার শাগরিদগণ 'আব্বাসী প্রচারে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। স'াফ্‌ওয়ান আল-আনস'ারীর নিম্নোদ্ধৃত ক'াস'ীদাঃ হইতে জানা যায় যে, মুসলিম জগতের সর্বত্র ওয়াসি'লের চর (দু'আত) ছিল। স'াফওয়ান তাহাদিগকে খাঁটি বিশ্বাসী ও ত্যাগী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, বাহ্যিক আচার-আচরণ ও পোশাক-পরিচ্ছদে তাহারা ছিল অন্যান্য লোক হইতে স্বতন্ত্র; যে সব দেশ ও কেন্দ্রে আল্লাহ্‌র আদেশ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল ও (ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে) তর্ক-বিতর্কের কলাকৌশল বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহার সর্বত্র ইহারা ছিল আল্লাহ্‌র ধর্মের রক্ষক (আওতাদ—খুঁটি, আওতাদ দ্র.)। এই কার্য-তৎপরতা ও 'আব্বাসী প্রচারণা একই সময়ে হইতে থাকে; উমায়্যাদের ধ্বংসের জন্য ক্রিয়াশীল সমস্ত শক্তি তাহাতে সহযোগিতা করিতেছিল। এই দুইটির মধ্যে সংযোগ ছিল, একথা বিশ্বাস না করাই অসম্ভব। ওয়াসি'ল যে বাস্তবিকই পশ্চিমে বহু দূর পর্যন্ত তাঁহার প্রচারকার্য বিস্তৃত করেন, তাহার প্রমাণ এই যে, উমায়্যাদের পতনের দীর্ঘকাল পরেও তাহের্‌ত-এ একটি ওয়াসি'লী দল বিদ্যমান ছিল (য়াকূ'ত, ১খ, ৮১৫); তাহাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০০, তাহারা ইবাদ'ী দলের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। তাহারা ইদ্‌রীস ইব্‌নু 'আব্‌দিল্লাহ আল-হ'াসানীর অধীনে মান্‌সূ'রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় (শাহরাস্তানী, পৃ. ৩১; ত'াবারী, ৩খ, ৫৬১)। এই কারণে তাহারা প্রথম 'আব্বাসী খলীফাদের শত্রুদের মধ্যে পরিগণিত হয়। ওয়াসি'ল ও খারিজীদের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল বলিয়া ইস্‌হ'াক' ইব্‌ন সুওয়ায়দ আল-'আদাব'ী যে অনুমান করিতেন (উপরে দ্র.), তাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

জাহ্‌ম ইব্‌ন স'াফ্‌ওয়ান (দ্র.)-এর সহিত ওয়াসি'ল ও তাহার অনুসারীদের কলহ এক কঠিন সমস্যা। এখনও উহার সমাধান হয় নাই। একদিকে মু'তাযিলী ধর্মতত্ত্বের উপর জাহ্‌মের ধর্মতত্ত্বের সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। কু'রআনের 'সৃষ্ট' (مخلوق) হওয়ার মতবাদ পরবর্তীকালে মু'তাযিলীদের মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয়ে পরিণত হইলেও সম্ভবত জাহম-ই ইহার সূত্রপাত করেন এবং আল্লাহ্‌র গুণাবলীর (صفات الله) মতবাদেও উভয় পক্ষের যে মিল আছে তাহা আকস্মিক হইতে পারে না। পক্ষান্তরে এমন কতক গুরুতর মতপার্থক্য বিদ্যমান আছে, সেগুলি সম্ভবত ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক ধরনের। জাহ্‌ম চরমতম প্রকারের 'পূর্ব-নির্ধারণ'-বাদ স্বীকার করিতেন। ওয়াসি'ল ইহার বিপরীত মত—'ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য' মানিয়া চলিতেন। এই সকল ধর্মতাত্ত্বিক বাক-বিতণ্ডার পশ্চাতে 'আরবের রাজনৈতিক সমস্যা প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উমায়্যাগণ ছিল সাধারণত পূর্ব-নির্ধারণ মতবাদের পক্ষপাতী, পক্ষান্তরে বিরোধীদল ব্যাপকতম অর্থে 'ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য' মতবাদ গ্রহণ করে। গ'ায়লান আদ্‌-দিমাশ্‌ক'ী মু'তাযিলীদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন (ইব্‌নু'ল-মুর্‌তাদ'া, আল-মু'তাযিলাঃ, পৃ. ১৫—১৭)। কথিত আছে যে, 'ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য' মতবাদ অবলম্বন করায় খলীফা হিশাম দামিশ্‌কে তাঁহাকে হত্যা করেন (ত'াবারী, ৩খ, ১৭৩৩)। ভিন্ন মতে রাজনৈতিক কারণে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

ওয়াসি'ল প্রতিষ্ঠিত মু'তাযিলী মতবাদে 'আম্‌র ইব্‌ন 'উবায়দ নূতন উপাদান যোগ করেন। 'আম্‌র ছিলেন প্রথমে একজন আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ'। আল-হ'াসান আল-বাস্‌'রীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি বহু সংখ্যক হ'াদীছ' প্রচার করেন এবং লোকে তাঁহাকে একজন মুহ'াদ্দিছ' বলিয়া স্মরণ করে। ই'তিযাল নীতি গ্রহণের দরুন এই সকল মহলের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ'ভুক্ত ক'াদারিয়্যাদের এক বিরাট অংশ মু'তাযিলীদের সহিত যোগদান করে। এইভাবে ওয়াসি'লের নেতৃত্বে অধিকতর রাজনীতিপ্রবণ ক'াদারিয়্যাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটে; ক'াদারী ও মু'তাযিলী অচিরে একার্থবোধক হইয়া দাঁড়ায়। 'আম্‌র স্পষ্টতই 'আলী পক্ষীয়দের বিরোধী ছিলেন বলিয়া মনে হয়; যাহা হউক, তিনি 'আলী (রা)-র চেয়ে আবূ বাক্‌র (রা)-কেই সমধিক পসন্দ করিতেন (নাহ্‌জু'ল-বালাগ'াঃ-এর ভাষ্য ইব্‌ন আবী হ'াদীদ কর্তৃক, ১খ, ৩)। মু'তাযিলীদের ক্রমবিকাশে 'আম্‌রের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'আব্বাসীদের চরম জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা শী'আদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দেন। ফলে শী'আদের একদল বাগদাদে একটা বিশেষ মু'তাযিলী দল গঠন করে। কিন্তু 'আম্‌রের নেতৃত্বে বস্‌রায় মু'তাযিলীরা বিনা-প্রতিবাদে 'আব্বাসীদের পক্ষ অবলম্বন করে। 'আম্‌র খলীফা আল-মান্‌সূ'রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আধ্যাত্মিক গুরুর স্থান লাভ করেন। পক্ষান্তরে পশ্চিমাঞ্চলে মু'তাযিলীগণ খারিজীদের সহিত মিলিত হইয়া 'আব্বাসীদের বিরুদ্ধাচরণ করে।

'আব্বাসী আমলের প্রারম্ভে মু'তাযিলীদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে ছিল এইরূপঃ (১) মু'তাযিলীরা ছিল সাধারণত 'আব্বাসী খলীফাদের প্রতি অনুগত, তাহাদের একটি মাত্র দল ছিল তাহাদের বিরোধী; (২) চরমপন্থী শী'আঃ ও রাফিদ'ীদের প্রতি ছিল ঘোর বিরুদ্ধভাবাপন্ন, (৩) জাহ্‌মিয়্যাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন; তবে জাহ্‌মিয়্যাদের দ্বারা ইহারা কতকটা প্রভাবান্বিত হয়; (৪) ক'াদারিয়্যাঃ নামের কয়েকটি প্রাচীন দল মু'তাযিলীদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ায় তাহাদিগকে ক'াদারিয়্যাঃ বলা হইত; (৫) আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ'দের মতের ঘোর বিরোধী; তাহারা মু'তাযিলীদিগকে ধর্মবিরোধী বলিয়া ঘোষণা করেন। এই পরিস্থিতি মু'তাযিলী ধর্মতত্ত্বের কাঠামো নির্ধারণে সহায়তা করে। ওয়াসি'ল ও 'আম্‌রের হাতে এই ধর্মতত্ত্বের সূচনা; এবং ইহা রাফিদ'ী (رافضى)-দের সঙ্গে বিরোধিতার ফল। চরমপন্থী শী'আরা অতি প্রারম্ভেই বেশ কতকগুলি ইসলাম বিরোধী বিশ্বাস গ্রহণ করে; এগুলিতে যে 'মানী' ধর্মের (Manichaeism) বিশেষ প্রভাব ছিল, তাহাতে সন্দেহের কোনই কারণ নাই। সে যাহা হউক, কতকগুলি দ্বৈতবাদী ধারণা এই সকল চরমপন্থী শী'আর মারফতে ইসলামে প্রবেশ করে। কূফায় এই সব প্রবণতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত; বসরায়ও উহা দেখা যাইত। ইহাদের এবং কবি বাশ্‌শার ইব্‌ন বুরুদ-এর (কিতাবু'ল-আগ'ানী, ৩খ, ২৪) সহিত "সুমানী" বা বৌদ্ধ মতাবলম্বী আয্‌দীর গৃহে ওয়াসি'ল ও 'আম্‌রের পুনঃ পুনঃ সভা হইত। এক গুরুতর দলাদলির ফলে এই বিচিত্র মজ্‌লিস ভাঙিয়া যায়। ইহা এমন কি মু'তাযিলীদের সমস্ত ভবিষ্যত নির্ধারণ করে। এখন হইতে যান্‌দাক'াঃ ও হ'ানাবি'য়্যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম মু'তাযিলীদের কার্যক্রমের একটা প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। ওয়াসি'ল স্বয়ং 'মানী' ধর্ম খণ্ডন করিয়া পুস্তক রচনা করেন; বহুকাল পরেও আল-বাহিলী (প্রায় হি. ৩০০) ইহা অধ্যয়নে সমর্থ হন (আল্‌-মু'তাযিলাঃ, পৃ. ২১)। এতদ্ভিন্ন যথার্থ পদ্ধতিতেও তাঁহারা এই সমুদয় ধর্মবিরোধী মতের প্রতিকূলতা করিতে বাধ্য হন। বাশ্‌শারের ঘোষিত অগ্নিবিষয়ক মতবাদের বিপক্ষে তাঁহারা মৃত্তিকা বিষয়ক ধর্মতত্ত্ব অর্থাৎ তৎকালীন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মতত্ত্বের প্রস্তাব করেন। স'াফ্‌ওয়ান আল-আনস'ারীর কবিতারাজিতে (আল্‌-জাহি'জ,

কিতাবু'ল-বায়ান, ১ম, ১১৬—১৯) এই ধর্মতত্ত্বের নমুনা পাওয়া যায়; এখানে মু'তাযিলী ধর্মনীতির ইতিহাসের অন্যতম মৌলিক দলীল দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্মতত্ত্বের সেবায় নিয়োজিত এই দর্শনের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল তাহা এখনও পরিষ্কার বোঝা যায় না, তবে ইহার সাধারণ প্রকৃতি স্পষ্ট, ইহা প্রাচীনকালের শেষ যুগের রসায়নবিদ ও পদার্থ-বিদ্যাবিদদের দর্শন ও বৈজ্ঞানিক নীতির এক প্রকার সার-সংকলন; এশিয়ার গ্রীক প্রভাবান্বিত জনপদের সর্বত্র উহা গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। কোন মহল হইতে ইহা মু'তাযিলীদের নিকটে পৌঁছে, স'াফ্ওয়ান সম্ভবত তাহার একটা ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি বলেন, ওয়াসি'ল ও তাঁহার বন্ধুবর্গকে বাশ্শার 'দায়্স'ানী' বলিতেন; যাহা হউক, ইহা আদৌ কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা নহে। সাধারণভাবে যাহারা এই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চা প্রচলিত করিয়াছিল—অনুমিত হয় যে, তাহাদিগকে মুসলিমগণ দাহ্রিয়্যাঃ (দ্র.) বলিত। মু'তাযিলীরা এই সকল দাহ্রিয়্যার ধর্মবিরোধী মতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল উদ্যমে সংগ্রাম করে।

মু'তাযিলাঃ মতবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবু'ল-হুয'ায়ল মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হুয'ায়ল আল-'আল্লাফ (মৃ. ৮৪০)। আবু'ল-হুয'ায়ল এবং তাঁহার বন্ধুগণ ও শিষ্যবর্গ মানী ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপক-ভাবে বাক-বিতণ্ডা চালাইতে থাকেন। 'আব্বাসীগণ মানী ধর্মের প্রকাশ্য ও গুপ্ত ভক্তদের উপর যে নির্যাতন আরম্ভ করেন তাহার সহিত এই বিতণ্ডা নিশ্চয়ই সম্পর্কহীন ছিল না। অপর দিকে 'আল্লাফ রাফিদ'ীদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক সংগ্রাম করেন। বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ হিশাম ইবনু'ল-হ'াকাম ছিলেন রাফিদ'ী মতবাদের প্রবক্তা, তাঁহার সহিত বিতণ্ডার ফলেই দার্শনিকদের গ্রন্থাবলী পাঠে 'আল্লাফের আগ্রহ জন্মে। তাহা হইতে তিনি যে মতবাদ গ্রহণ করেন তাহাতে ছিল কতকটা সাহসিকতা এবং তাহা উর্বর নূতন ভাবধারায় পূর্ণ ছিল। তাঁহার পাশাপাশি বসরার স্বাধীনচিত্ত মু'আম্মার, হিশাম ইব্ন 'আম্র আল-ফুওয়াতী ও আল-আস'াম্ম প্রমুখ একদল প্রভাব-শালী ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন। মু'আম্মারের ভাবধারার অদ্যাপি পূর্ণ বিশ্লেষণ হয় নাই। শেষোক্ত দুইজন ছিলেন আবু'ল-হুয'ায়ল ও অন্যান্য কয়েকজনের প্রতিদ্বন্দ্বী। আবু'ল-হুয'ায়লের শাগরিদদের মধ্যে প্রথমে ইব্রাহীম ইব্নু'স-সায়্যার আন্-নাজ্জ'াম (দ্র')-এর নাম উল্লেখ করিতে হয়। এই সকল ধর্মতাত্ত্বিক মু'তাযিলাঃ মতবাদকে যে মৌলিক বৈশিষ্ট্য দান করেন তাহা এইরূপ ঃ ইহা (১) আত্মপক্ষ সমর্থন-কারী (apologetic), হযরত (স')-এর প্রতি প্রত্যাদেশের যথার্থতা প্রমাণ করা ইহার লক্ষ্য। ফলে ইহা (২) পুরাপুরিভাবে কু'রআন-ভিত্তিক। পবিত্র গ্রন্থই ধর্মতাত্ত্বিক পরিভাষাগত নামসমূহ (আস্মা') ও ধর্মীয় বিধানসমূহের (আহ্'কাম) একমাত্র উৎস। ইহা (৩) তর্কপ্রবণ (Polemical), ইহা অন্যান্য ধর্মের এবং অন্যান্য মুসলিম দলের মতবাদের অসারতা প্রমাণের জন্য প্রবলভাবে তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং উহাদের নিজস্ব যুক্তিতে তর্ক-বিতর্ক করে। ইহা (৪) চিন্তামূলক (Speculative), ইহা প্রতিদ্বন্দ্বীদের যুক্তি খণ্ডন ও ইহার মতবাদ গঠনের উদ্দেশ্যে দার্শনিক পন্থার আশ্রয়ও গ্রহণ করে। কাজে কাজেই ইহা (৫) বুদ্ধিভিত্তিক (Intellectual), ইহা যাবতীয় ধর্মীয় ব্যাপারকে নিছক বুদ্ধিবৃত্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিবেচনা করে। অতএব মু'তাযিলীদিগকে দার্শনিক, মুক্ত বুদ্ধিপন্থী বা উদারনৈতিক বলিয়া বিবেচনা করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। পূর্ণ ধর্মনৈতিক আনুগত্য তাঁহাদের আদর্শ, দর্শন তাঁহাদের অস্ত্র। মধ্যযুগের মুসলিম দার্শনিক সমাজের সূক্ষ্ম বিচার-পদ্ধতি (Scholasticism) হইতেছে তাঁহাদের কীর্তি।

বস্রার মু'তাযিলাঃ মতবাদের সমতালে বিশ্র ইব্নু'ল-মু'তামির (মৃ. ২১০/৮২৫-২৬) বাগদাদে একটি মু'তাযিলী মতবাদ প্রবর্তন করেন। এই মতবাদ 'আলী (রা)-র বংশের পক্ষপাতী [আবু বাক্র (রা) অপেক্ষা 'আলী (রা) অগ্রাধিকারযোগ্য] ছিল বলিয়া হারূনু'র-রাশীদের হস্তে বিশ্র নির্যাতিত হন। কিন্তু মা'মূন (১৯৮-২১৮/৮১৩-৮৩৩) ছিলেন পুরাপুরি 'আলী (রা)-র বংশের সমর্থক। তাঁহার আমলে বিশ্রের মতবাদ অপ্রতিহত প্রাধান্য লাভ করে। এই প্রাধান্যের মূলে ছিলেন ধর্মতাত্ত্বিক ছু'মামাঃ ইব্ন আশ্রাস (মৃ. ২১০/৮২৫-২৬) ও ইব্ন আবী দুআদ (মৃ. ২৪০/৮৫৪-৫৫)। যাঁহারা কু'র-আনের (দ্র.) ক'াদীম (অনাদি) হওয়ার মতবাদ পোষণ করিতেন তাঁহাদিগকে এই মতবাদপন্থীরা বিশেষভাবে আক্রমণ করে। ইহার ফলে মু'তাযিলীদের সর্বনাশ হয়। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল (২৩২-২৪৭ হি.) কু'রআন ক'াদীম হওয়ার মতবাদ গ্রহণ করায় মু'তাযিলীদের প্রতিপত্তি দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে বাগদাদী মু'তাযিলী সম্প্রদায়ভুক্ত ইবনু'র-রাওয়ান্দী মু'তা-যিলী মতবাদ ত্যাগ করিয়া সর্বাধিক প্রগতিশীল রাফিদ'ী দলে যোগ-দান করিলে মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ভীষণ একরোখা ইবনু'র-রাওয়ান্দী তাঁহার তীব্র সমালোচনা দ্বারা মু'তাযিলী মতবাদের বিশেষ ক্ষতি সাধন করেন। তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে ক'ার্মাত'ী-দের অভ্যুদয়ে চরমপন্থী রাফিদ'ীদের শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং প্রতিটি পার্থিব ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ক'ার্মাত'ীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মু'তাযিলীরা আর আগাইয়া আসে নাই; আসে আহ্লু'ল-হ'াদীছ' দল। আল-আশ'আরী প্রথমে ছিলেন বস্রার মু'তাযিলী সম্প্রদায়ের দৃঢ় সমর্থক; হিজরী ৩০০ সনে তিনি তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আহলু'ল-হ'াদীছ' সম্প্রদায়ে চিন্তামূলক ধর্মনীতির প্রবর্তন করেন এবং তাঁহার অল্পকাল মধ্যেই সুন্নী ধর্মতত্ত্বেও তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেন।

তৃতীয় শতকের মু'তাযিলী ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম করা যাইতে পারে, একটি বর্ধিষ্ণু দল বসরায় আবু'ল-হুয'ায়ল আল-'আল্লাফের ঐতিহ্য প্রচার করিতে থাকে। য়ূসুফ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-শাহ্'হ'াম, আবু 'আলী আল-আসওয়ারী প্রমুখ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। 'আব্বাদ ইব্ন সুলায়মান ছিলেন হিশাম আল-ফুওয়াত'ীর শাগরিদ। ইব্রাহীম ইব্ন ইসমা'ঈল ওরফে ইব্ন 'উলায়্যাঃ (মৃ. ২১৮/৮৩৩) ছিলেন আল-আস'াম্ম-এর শাগরিদ। আন্-নাজ্জ'ামের দল কয়েকটি বিশেষ নীতির প্রবর্তন করে। কিন্তু পরবর্তী মু'তাযিলীরা ঐগুলি প্রত্যাখ্যান করে (ফাদ্'ল আল-হ'ায্'য'া' ও আহ্'মাদ ইব্ন হ'াইত'; কিতাবু'ল-ইনতিস'ার, পৃ. ২২২—২২৩)। আন্-নাজ্জ'ামের শাগরিদদের মধ্যে আল-জাহি'জ'কেও গণ্য করা হয়। এই শতকের শেষার্ধে আবু 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব আল-জুব্বাঈ ছিলেন নিঃসন্দেহে বসরার শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ববিদ। বাগদাদে পূর্বোক্ত মু'তাযিলী ধর্মতাত্ত্বিক ছাড়া বিশ্র ইবনু'ল-মু'তামিরের সমসাময়িক 'ঈসা ইব্ন সুবায়হ্ আল-মুর্দার, দুই জা'ফার যথা, জা'ফার ইব্ন মুবাশ্শির (মৃ. ২৩৪/৮৪৯) ও জা'ফার ইব্ন হ'ার্ব (মৃ. ২৩৬/৮৫০)-কে এবং কিছুকাল পরে মুহ'াম্মাদ ইব্ন শাদ্দাদ আল-মিসমা'ঈ যুরক'ান (মৃ. ২৭৮/৮৯১) ও মু'তাযিলীদের প্রধান ঐতিহাসিক আবু'ল-হুসায়ন 'আবদু'র-রাহ'ীম ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-

খায়্যাত' (মৃ. তৃতীয় শতকের শেষে)-কে দেখা যায়। সিরিয়া ও মিসরের মু'তাযিলীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মিসর সম্বন্ধে কেবলমাত্র ইহাই জানা যায় যে, ইব্‌ন 'উলায়্যাঃ (উপরে দ্র.) ছিলেন প্রথম মু'তাযিলী যিনি সর্বপ্রথম কায়রো যান। তাঁহার সহিত হ'াফ্‌স' আল-ফার্‌দও কায়রো যান। তাঁহার সহিত হ'াফ্‌স' আল-ফা'রদ আল-ওয়াছি'কে'র মিহ্‌'নাঃ-র সময় যে ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেন তাহাই ছিল কায়রোর সরকার সমর্থিত ধর্মনীতি। হ'াফ্‌স' আল-ফার্‌দকে আল-খায়্যাত' ধর্মবিরোধী ঘোষণা করেন (কিতাবু'ল-ইন্‌তিস'ার, পৃ. ১৩৩—১৩৪)। এই ইব্‌ন 'উলায়্যাঃ ইমাম শাফি'ঈর সহিত ধর্মীয় বিতর্ক করেন। স্পেনে মু'তাযিলী মতবাদ প্রচার করেন আবু বাক্‌র ফারাজ আল-কু'র্‌তু'বী; তিনি পূর্বাঞ্চলে সফর করিয়া আল-জাহি'জ'-এর নিকট ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন; কাজেই স্পেনে যে মু'তাযিলী মতবাদ প্রচারিত হয় তাহাকে আল-জাহি'জি'য়্যাঃ বলা হয়। কিন্তু উহা মূলত আন-নাজ্জ'ামিয়্যাঃ মতবাদ ছিল। অত্যল্পকাল পরে বাতি'নিয়্যাদের মধ্য হইতে মু'তাযিলীদের পৃথক করা অসম্ভব হইয়া উঠে (Asin Palacios, Abenmasarra y su escuela, Madrid 1914, p. 21-22)।

চতুর্থ শতাব্দীতে শী'আঃ মতবাদ বর্ধিত এবং 'আব্বাসী শক্তি বিলুপ্ত হইতে থাকে। ইতঃপূর্বে মু'তাযিলীদের যে মর্যাদা হ্রাস পায়, কতিপয় বুওয়ায়হী শাসনকর্তার অনুগ্রহে এই সময় তাহার কতকটা পূরণ হয়। মু'তাযিলী দলগুলি তাহাদের কাজ চালাইয়া যাইতে থাকে এবং তাহাদের মতবাদ পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করে। বসরায় আল-জুব্‌বাঈ বহু সংখ্যক শাগরিদ রাখিয়া যান কিন্তু তৎপুত্র আবু হাশিমের মতবাদ অচিরে পিতার মতবাদকে ছাড়াইয়া যায়। আবু হাশিমের প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন আবু 'আবদিল্লাহ আল-হ'সায়ন ইব্‌ন 'আলী আল-বাস্'রী (মৃ. ৩৬৯/৯৭০), বিখ্যাত তানূখী পরিবারের আবু'ল-হ'সায়ন আল-আযরাক' (আহ'মাদ ইব্‌ন য়ূসুফ ইব্‌ন য়া'কূ'ব) আত-তানূখী (মৃ. ৩৭৭/৯৭৯); আবু ইস্‌হ'াক' ইব্‌রাহীম ইব্‌ন 'আয়্যাশ আল-বাস্'রী ও তাঁহার শাগরিদ ক'াদ'ী 'আব্‌দু'ল-জাব্বার ইব্‌ন আহ্'মাদ আল-হামাযা'নী। আল-হামাযা'নী ছিলেন বসরার তদানীন্তন ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে সর্বাধিক বিখ্যাত। তিনি ৩৬০/৯৭১ অব্দে রা'য় শহরে গিয়া সেখানে একটি প্রতিষ্ঠাবান মতবাদ প্রবর্তন করেন; ৪১৫/১০২৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বাগদাদে আবু বাক্‌র আহ্'মাদ ইব্‌ন 'আলী আল্-ইখ্‌শীয'-এর মতবাদ সমগ্র শতাব্দী ধরিয়া প্রবল থাকে। আল-খায়্যাতে'র শাগরিদ আবু'ল-ক'াসিম 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আহ্'মাদ আল-বাল্‌খী আল-কা'বী নামক বিখ্যাত বাগ'দাদী ধর্মতাত্ত্বিক নাসাফ-এ একটি মতবাদ প্রবর্তন করেন। সেখানেই তিনি ৩১৯/৯৩১ সনে ইন্‌তিকাল করেন। তাঁহার শাগরিদদের মধ্যে আল্-আহ্'দাব আবু'ল-হ'াসান অন্যতম। ইস'ফাহানে আবু'ল-হয'ায়লের মতাবলম্বী আবু বাক্‌র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আয্-যুবায়রী মু'তাযিলী মতবাদ প্রবর্তন করেন। খুরাসানের কি'রমিসীন শহরে (আবু হাশিমের সম্প্রদায়), জুর্জানে, নীশাপুরে এবং অপর কয়েকটি শহরেও মু'তাযিলী মতবাদ প্রচলিত হয়। ৫ম শতাব্দীতে বসরায় 'আব্‌দু'ল-জাব্বারের মতবাদই ছিল প্রবল। তাঁহার অন্যতম শাগরিদ আবু মুহ'াম্মাদ আল্-হ'াসান ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন মাত্তাওয়ায়হি উস্তাদের মতবাদ সম্পর্কে আল্-মুহ'ীত' বি'ত-তাক্‌লীফ নামে এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আবু রাশীদ সা'ঈদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ আন-নায়সাবূরী (মৃ. প্রায় ৪৬০/১০৬৮) নামে আর একজন ধর্মতত্ত্ববিদ বসরা ও বাগদাদের সম্প্রদায়গুলির পারস্পরিক বিরোধ ও বিতর্কমূলক বিষয়সমূহের একটি সংক্ষিপ্তসার সংকলন করেন। বাগদাদের খ্যাতনামা ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে কয়েকজনই ছিলেন যায়দিয়্যাঃ। অনন্তর বাগ'দাদী মু'তাযিলী উত্তরোত্তর যায়দিয়্যাদের সহিত মিশিয়া যায়। আয-যামাখশারী (দ্র.) (মৃ. ৫৩৮/১১৪৪) মু'তাযিলীদের সর্বশেষ প্রধান ধর্মতত্ত্ববিদ; তাঁহার মৃত্যুর পরে খাওয়ারিযমে দীর্ঘকাল ধরিয়া মু'তাযিলী মতবাদ টিকিয়া থাকে। অবশেষে মঙ্গোল আক্রমণের ফলে মু'তাযিলী মতবাদগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। যাহা হউক, যায়দিয়্যাদের মাধ্যমে মু'তাযিলী মতবাদ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

কেবল চিন্তামূলক ও দার্শনিক ধর্মনীতিতেই মু'তাযিলীদের কার্যতৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল না। কু'রআনের ব্যাখ্যাবিজ্ঞানের ইতিহাসেও তাঁহাদের বিপুল অবদান রহিয়াছে। তাঁহারাই কু'রআনের ব্যাখ্যায় ব্যাকরণের নিয়মগুলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। বসরার ভাষাতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের সহিত এই ব্যাপারে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বসরার ভাষাতাত্ত্বিকদের কেহ কেহ উদাহরণত আর-আহ'সাঈ সেখানে সাধারণত মু'তাযিলী মতবাদ শিক্ষা দিতেন। মু'তাযিলীদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসমূহের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযীর ন্যায় তাঁহাদের বিশিষ্ট বিরোধিগণ সেগুলি বিপুল পরিমাণে ব্যবহার করিতেন। মু'তাযিলী মতবাদসমূহের মধ্যে ফিক্'হের যাবতীয় প্রশ্ন উৎসাহের সহিত আলোচিত হইত। উসূ'লু'ল-ফিক্'হ ও ফিক্'হী মায্'হাবগুলির উপর মু'তাযিলী মতবাদের প্রভাবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও সমাপ্ত হয় নাই। পরিশেষে মু'তাযিলীরা আহ্‌লু'ল-হ'াদীছ'-এর যে সমালোচনা করেন তাহা হ'াদীছ'বিজ্ঞানে বহুবিধ প্রেরণা দান করে।

মায্'হাব

মু'তাযিলাঃ ধর্মতত্ত্ব পাঁচটি মূল (উসূ'ল) বা মৌলিক ধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মু'তাযিলী বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিতে হইলে উহার সব কয়টিই গ্রহণ করিতে হয় (আল্-মাস্'উদী, মুরূজ, ৬ষ্ঠ, ২২)। মূলে মু'তাযিলী প্রচারণার কর্মসূচীতে এইগুলি প্রধান বিষয় ছিল এবং পরে এইগুলিই যুক্তিমূলক ধর্মনীতির কাঠামোতে পরিণত হয়।

প্রথম তাওহ'ীদের মূলনীতি (اصل التوحيد)-র অর্থাৎ এক-আল্লাহ্‌বাদিতার কঠোরতম স্বীকৃতি। (যে কোন প্রকার দ্বিত্ববাদের বিরোধী); আল্লাহ্ এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্ব প্রকার সাদৃশ্যের অস্বীকৃতি (মানবীয় যে কোন প্রকার সাদৃশ্যের বিরোধী); আল্লাহ্‌র গুণাবলীর স্বীকৃতি (জাহ্‌মিয়্যাঃ বিরোধী), কিন্তু উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অস্বীকৃতি; গুণগুলি আল্লাহ্‌র সত্তার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত, স্বতন্ত্র সত্তা নহে (গুণগুলির স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করা হইবে শির্‌ক) সি'ফাতিয়্যাদের বিরোধী, বরং গুণগুলি আল্লাহ্ হইতে অভিন্ন (ওয়াসি'ল, আবু'ল-হু'যায়ল); কু'রআনে বর্ণিত মানবীয় সাদৃশ্য-প্রকাশক আল্লাহ্‌র গুণাবলীর রূপক ব্যাখ্যা গ্রহণ; আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ অস্বীকার করা, কিন্তু আল্লাহ্‌র ذات য'াত-এর স্বীকৃতি এবং আল্লাহ্‌কে স্রষ্টা ঘোষণা করা (দাহ্‌রিয়্যাদের বিরোধী); হযরত (স')-এর ওয়াহ্'য়ির বাস্তবতা ও যথার্থতায় অটল স্বীকৃতি দান, কিন্তু স্বাভাবিক ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্যাদিষ্ট ধর্মতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা।

এখানে আলোচিত সমস্যাগুলি হইতেছে এইরূপ: (ক) আল্লাহ্ ও তাঁহার গুণের স্বরূপ: সর্বত্র বিদ্যমানতা, আল্লাহ্ সব কিছু পরিচালনা

করেন। এই অর্থে তিনি সর্বত্র বিদ্যমান (আবু'ল-হ'সায়ন, আল-জুব্বাঈ); তিনি কোন স্থানে আবদ্ধ নহেন (সাধারণত গৃহীত মত); (খ) অনুভূতি গ্রাহ্যতা; তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন (সাধারণত গৃহীত মত); তাঁহাকে হৃদয়ে অনুভব করা যায় (আবু'ল-হ'সায়ন)। তাঁহার মাহিয়্যাঃ (সত্তা) অদৃশ্য, যাহা একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর-জগতে উপলব্ধি করা যাইবে, আল্লাহ্ তখন ঐ ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিবেন (হ'াফ্স আল-ফারদ ও অন্যান্য, এই মত ধর্মবিরোধী বলিয়া ঘোষিত); (গ) গুণাবলী (চিরন্তন; সত্তার নামসমূহ); সত্তা হইতে অভিন্ন (আবু'ল-হ'সায়ন, এই সাধারণ গৃহীত মত), সত্তার মধ্যে নিহিত মা'আনী-র মাধ্যমে (মু'আম্মার), আহ'ওয়ালের মাধ্যমে (আবূ হাশিম); অস্তিবাচক দিক বুঝাইতে (আবু'ল-হুযায়ল ও সাধারণত); নাস্তিবাচক দিক বুঝাইতে (জ্ঞান; অজ্ঞতা ইত্যাদি হইতে বিমুক্তি, আন-নাজ্জ'াম)।

সৃষ্টি জগতের গঠন : (ক) প্রারম্ভকাল; দ্বিতীয় নৃতত্ত্ব অস্তিবাচকরূপে আলোচিত (ধর্মীয় কর্তব্যসমূহের সঠিক সংজ্ঞা) এবং না-বাচকরূপে (হ'ানাবিস্যাঃ মতের খণ্ডন) : মানুষকে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ দৃশ্যমান বস্তুরূপে দেখিতে পাই; দেহ (জিস্ম) কতগুলি অবিভাজ্য সত্তার (পরমাণু) সমবায়ে গঠিত এবং ইহা জীবন, ইন্দ্রিয়নিচয়, বর্ণসমূহ ইত্যাদি অপ্রধান গুণের (accidents : اعراض) অবলম্বন, নাফ্স হইল মা'না (বস্তু-নিরপেক্ষ) এবং ইহা রূহ' (আত্মা) হইতে স্বতন্ত্র (আবু'ল-হুযায়ল)। আন-নাজ্জ'াম নিম্নলিখিত নীতিগুলি শিক্ষা দেন :

দেহ (বাদান) ও রূহ' (নাফ্স হইতে অভিন্ন) যোগে মানুষ গঠিত; দেহ ও রূহ' পরস্পরের মধ্যে অন্তপ্রবেশক (মুদাখালাঃ); বর্ণাবলী ইন্দ্রিয়নিচয়, অনুভূতি, আকৃতি ও আত্মা এইগুলি জাওয়াহিরের (جواهر) বিভিন্ন শ্রেণী গঠন করে (এইগুলি অপ্রধান গুণও নহে, পরমাণুও নহে); যত কিছু জীবিত তাহা এক শ্রেণীভুক্ত (মুজানাসাঃ)।

অপর কতগুলি মতবাদ এইরূপ : মানুষ হ'ায়াত (জীবন), 'ইল্ম (জ্ঞান) ও কু'দ্রাত (শক্তি) গুণে ভূষিত একটি অবিভাজ্য সত্তা (জাওহার); দেহ এই জাওহারের যন্ত্র বিশেষ; অপ্রধান গুণগুলি (যথাঃ গতি, বিরাম, বর্ণরাজি ইত্যাদি)-মা'আনীর (মূল গুণসমূহের) মাধ্যমে এই জাওহারের মধ্যে নিহিত। ঐ মা'আনী আবার অন্যান্য মা'আনী ইত্যাদির মাধ্যমে অনন্ত ধারায় নিহিত (মু'আম্মার-এর মতবাদ) মানুষ হইল বাশার ('আব্বাদ ইব্ন সুলায়মান-এর মত); নাফ্স এমন একটি যন্ত্র যাহাকে দেহ ব্যবহার করে; রূহ' হইল একটি আপাতন (জা'ফার ইবন হ'ারব); রূহ' হইল একটি দেহ এবং ইহা জীবন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আর জীবন একটি অপ্রধান গুণ (আল্-জুব্বাঈ)। (খ) বস্তুজগত : নির্জীব প্রকৃতি কেবলমাত্র একটি ব্যাপারে সজীব হইতে স্বতন্ত্র; উহা এই যে, নির্জীব প্রকৃতি কাজ করে দ'ারূরাঃ (ضرورة)-র মাধ্যমে (স্বভাবসিদ্ধ ও স্বয়ংক্রিয়-ভাবে), আর সজীব প্রাণীসমূহ কাজ করে তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছাক্রমে (ইখ্তিয়ার – اختيار)। বাকী সব ব্যাপারে উভয়ই সমান; বস্তু-বিজ্ঞানের সমস্যা ও নৃতত্ত্বের সমস্যার (সত্তা, অপ্রধান গুণ, দেহ, পরমাণু ইত্যাদি) কাঠামো একই। আন-নাজ্জ'াম প্রবর্তিত 'জুহূর' ও 'কুমূন' (প্রকাশ ও অপ্রকাশ) মতবাদ এবং তাঁহার আন্তঃপ্রবেশ (মুদাখালাঃ – مداخلة) নীতি; বস্তুগুলি পরস্পরের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রচ্ছন্ন বস্তুগুলি প্রকাশ পাইলেই দৈহিক বিকাশ ঘটে (যথাঃ প্রস্তরের মধ্যে অগ্নি প্রচ্ছন্ন)।

প্রথম, আল্লাহ্ ও সৃষ্ট জগতের মধ্যে সম্বন্ধ : (ক) লায়সা কামিছ'-লিহী শায়্'উন (তাঁহার কোন সাদৃশ্য নাই), ক'াদীম ও মুহ্'দাছ'-র (অনাদি ও সৃষ্টির) মধ্যে কঠোর পার্থক্য (হ'ুলূল বা অবতারবাদ) নাই। (খ) আল্লাহ্র গুণ যে কার্যতৎপরতায় প্রকাশ পায় সেই কার্য-তৎপরতার ক্রিয়াস্থল হইতেছে সৃষ্ট জগতের বস্তুরাজি; এই কার্যতৎ-পরতা যদি চিরন্তন হয় তবে বস্তুগুলিরও অনুরূপ হওয়া উচিত; কিন্তু এই সমুদয় বস্তু সৃষ্ট অর্থাৎ অস্তিত্বহীন থাকার পরে এইগুলিকে অস্তিত্ব দান করা হয়। সমস্যাটির কতিপয় সমাধান : যাহার অস্তিত্ব আছে কেবল তাহাই বস্তু; সৃষ্টির পূর্বে অর্থাৎ কোন বস্তুর বাহ্য জগতে অস্তিত্ব গ্রহণের পূর্বে উহাকে বস্তু বলা যায় না। কাজেই বস্তু-সমূহের অস্তিত্বের সঙ্গে সেগুলি সম্বন্ধে আল্লাহ্র জ্ঞান জন্মে; পূর্বে নহে (জাহ্মী মতবাদ, হিশাম আল-ফুওয়াত'ী কর্তৃক গৃহীত)। সৃষ্টির পূর্বে বস্তুগুলি অবিদ্যমানরূপে আল্লাহ্র চিরন্তন জ্ঞানমধ্যে অবস্থিত (ছ'াবিত) ছিল। তবে যে অপ্রধান গুণগুলি উহাদের অস্তিত্ব চিহ্ন বহন করে তাহা হইতে সেগুলি শূন্য ছিল (আশ্-শাহ্'হ'াম ও অন্যান্য); এই সমুদয় অপ্রধান গুণসহ বর্তমান ছিল (আল্-খায়্যাত' আল-কা'বী ও বাগদাদের কতিপয় বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ববিদ, মা'দূমীয়াঃ সম্প্রদায়)। আল্লাহ্ একই সময়ে যুগপৎ সকল বস্তুকেই একটিকে অপরটির মধ্যে নিহিত রাখিয়া সৃষ্টি করেন এবং তারপর এই সকল বস্তু সৃষ্ট জগতে পরপর প্রকাশ পায় (আন্-নাজ্জ'াম); (গ) আল্লাহ্র জ্ঞান ও ক্ষমতার বিষয়বস্তু কি সীমাবদ্ধ? হ্যাঁ (আবু'ল-হ'ুযায়ল), না (অন্যান্য); (ঘ) আল্লাহ্র ক্ষমতা বিস্তারিত হয় না সৃষ্টির অপ্রধান গুণগুলি পর্যন্ত (মু'আম্মার), মানবীয় কার্য হইতে স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার (তাওয়াল্লুদ) পর্যন্ত (নিম্নে আস'লু'ল-'আদ্ল দ্রষ্টব্য)। ওয়াহ্'য়ি; (ক) রিসালাত : রাসূল মা'সূ'ম অর্থাৎ গুরু পাপ হইতে মুক্ত। (খ) কু'রআান : সৃষ্ট, আল্লাহ শব্দ সৃষ্টি করেন নিম্নতর স্তরে (লাওহ্' মাহ্'ফূজ', রাসূল, ঝোপ ইত্যাদি)। রচনা ও বর্ণনাশৈলীতে কু'রআান অলৌকিক (আন্-নাজ্জ'াম কর্তৃক অস্বীকৃত); কু'রআানের আয়া-তের মধ্যে পার্থক্য (ওয়াসি'ল) : মুহ্'কাম (محكم) অর্থাৎ কু'র-আানের যে সকল আদেশ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন এবং মুতাশাবিহ (متشابه) অর্থাৎ যে সকল আদেশ প্রত্যক্ষভাবে পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট নহে; এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য (ইহা ওয়াসি'লের মত), নাসিখ (ناسخ) ও মানসুখের (منسوخ) মধ্যে পার্থক্য।

দ্বিতীয়, আল্-'আদ্ল (العدل), আল্লাহ্র ন্যায়পরায়ণতা হইতেছে তাঁহাদের ২য় মূলনীতি; তাঁহার সৃষ্টির জন্য যাহা সর্বাপেক্ষা উত্তম (আস্'লাহ'–اصلح) তাহাই তাঁহার সকল কাজের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি কোন অন্যায়ের (ইরাদাঃ) ইচ্ছাও করেন না, আদেশও (আম্র–امر) করেন না (আম্র ও ইরাদাঃ অভিন্ন)। মানুষের অসৎ কার্যের সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই, মানুষের সকল কাজই তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছার ফল, মানুষের মধ্যে কু'দ্রাত ও ইস্তিত'া'আত ক'াব্লু'ল-ফি'ল (সম্পাদনের পূর্বে কাজের সামর্থ্যও) রহিয়াছে; মানুষকে তাহার সৎ কার্যের জন্য পুরস্কৃত এবং অসৎ-কার্যের জন্য দণ্ডিত করা হইবে। এখানে আলোচিত সমস্যাগুলি হইল : (১) আল্লাহ্র শক্তি; (ক) আল্লাহ্ কি অবিচার করিতে পারেন? না (আন-নাজ্জ'াম), হ্যাঁ, কিন্তু তিনি তাহা করেন না (এই মত সাধারণত গৃহীত); (খ) জগতে সম্পাদিত অন্যায়সমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্র বিধান সমর্থন (Theodicy) : আল্লাহ্ কি অমঙ্গল নিবারণ করিতে পারিতেন? হাঁ; কারণ তাঁহার এমন গুপ্ত করুণা (লুত্'ফ) ভাণ্ডার

List>

আছে, যাহা অবিলম্বে সকল অমঙ্গল সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করায় পক্ষে যথেষ্ট (বিশ্র ইব্নু'ল-মু'তামির ও কতিপয় বাগ'দাদী ধর্ম-তত্ত্ববিদ); না, কারণ তাঁহার সৃষ্টির জন্য যাহা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সমীচীন, তিনি সর্বদা তাহাই করেন; (সাধারণত গৃহীত অভি-মত)। (২) মানবীয় শক্তি, আল্লাহ্র সৃষ্ট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগ ইত্যাদি মানুষের ইচ্ছাধীন নহে; মানুষের কর্ম হইল গতি; আফ্'আলু'ল-কু'লূব ও আফ্'আলু'ল-জাওয়ারিহ' (অর্থাৎ মনের কর্ম ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম)-এর মধ্যে পার্থক্য, তাওয়াল্লুদ (অর্থাৎ মানুষের কোন কর্মের ফলে স্বাভাবিকভাবে অপর কর্মের উৎপত্তি) সমস্যা; আবু'ল-হুয'ায়ল কর্তৃক প্রবর্তিত ও বাগদাদের তাত্ত্বিক সমাজে বিশেষভাবে আলোচিত। কোন কর্মের ফল উহার সম্পাদন-কারীর প্রতি আরোপিত হয়, এমন কি মৃত্যুর পরও সে তজ্জন্য দায়ী থাকে।

তৃতীয় মূলনীতি হইতেছেঃ আল-ওয়া'দ ওয়া'ল-ওয়া'ঈদ (الوعد و الوعيد) (বা আল-আস্মা' ওয়া'ল-আহ্'কাম): ব্যবহারিক ধর্মতত্ত্ব। এই সম্পর্কে আলোচিত সমস্যাগুলি হইলঃ (ক) বিশ্বাস ও অবিশ্বাস (ঈমান ও কুফ্র), সকল পালনীয় কর্তব্যই ঈমানের অন্তর্ভুক্ত তাহা অবশ্য পালনীয়ই হউক আর অতিরিক্তই (نافلة) হউক। পাপ (মা'আস'ী) দুই প্রকারঃ গুরুতর (কাবা'ইর) ও লঘু (স'াগ'া'ইর)। নিম্নোক্তগুলি কাবা'ইরঃ

তাশ্বীহুল্লাহ্ বি খাল্কি'হী (আল্লাহ্কে তাঁহার কোন সৃষ্টির অনুরূপ জ্ঞান করা), তাজ্ব'ীরুহু ফী হ'ুক্মিহী (তাঁহার কোন আদেশকে অন্যায় জ্ঞান করা) ও তাক্য'ীবুহু ফী খাবারিহী (এবং তাঁহার কোন সংবাদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা), রাদ্দু'ল-ইজ্মা' আনি'ন-নাবী (স')......। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে স'াগ'া'ইর মা'ফ করিতে পারেন; ইহা তাঁহার দয়া। আবু'ল-হুয'ায়ল-এর মতে কু'রআনে আল্লাহ্ যাহা আদেশ করেন, মুসলিম না হইয়াও যে ব্যক্তি তাহা পালন করে সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে (طاعة لا يراد الله بها)—এই মত আন-নাজ্জ'াম ও বাগ'দাদের তত্ত্বজ্ঞ সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত। হিশাম আল-ফুওয়াত'ীর সময় হইতে আরম্ভ হয় ঈমান বিল্লাহ ও ঈমান লিল্লাহ-এর (অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান ও আল্লাহ্র সন্তোষের উদ্দেশ্য ঈমানের) মধ্যে পার্থক্য; কাবাইর (অর্থাৎ যে সকল কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ শাস্তির ভয় প্রদর্শন (ওয়া'ঈদ) করিয়াছেন তাহা পরিহার করা ঈমানের অংশ (আন্-নাজ্জ'াম); (খ) আল্-আস্মা' ওয়া'ল-আহ্'কাম: আল্লাহ্ কু'রআনে যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন তাহাই ভাল (হ'াসান) এবং তিনি যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহাই মন্দ (ক'াবীহ'); সাধারণ-ভাবে ফিক্'হের সহিত সম্পৃক্ত প্রশ্নসমূহ: (গ) হ'াদীছ': ইহার প্রামাণিকতার জন্য বিশজন মুসলিমের সাক্ষ্য প্রয়োজন, ঐ বিশ-জনের মধ্যে একজনের বেহেশ্তী হওয়ার ঘোষণা অবশ্যই থাকিতে হইবে, অধিকন্তু প্রতিটি স্তরে কাবীরাঃ গুনাহ্ হইতে মুক্ত (মা'সূ'ম) ২০ জন মু'মিন বর্ণনাকারী থাকিতে হইবে: আবু'ল-হুয'ায়ল ও হিশাম আল-ফুওয়াত'ী; এই মত সাধারণত গ্রাহ্য নহে। তাওয়াতুর (تواتر) থাকিলেই প্রামাণ্য হওয়া অপরিহার্য নহে। ভ্রান্ত মতের বা ভুলের উপর মুসলিম সমাজ একমত হইতে পারে: আন-নাজ্জ'াম ও অন্যান্য, এই মত সাধারণত পরিত্যক্ত।

চতুর্থ মূলনীতি: আল-মান্যিলাতু বায়না'ল-মান্যিলাতায়ন: (১) ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের সমস্যাসমূহ, (ক) হযরত আবু বাক্র (রা)-এর খিলাফাত বৈধ, কিন্তু আল্লাহ্র ওয়াহ্'য়ির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সাধারণত গৃহীত অভিমত; (খ) হযরত 'আলী (রা)-র উপর আবু বাক্র (রা)-র শ্রেষ্ঠত্ব সমর্থিত [আবু বাক্র (রা) 'উমার (রা) হইতে, 'উমার (রা) 'উছ্'মান (রা) হইতে ও 'উছ'মান (রা) 'আলী (রা) হইতে শ্রেষ্ঠ]: প্রাচীন বাস্'রীগণ ও ছু'মামাঃ, আবু বাক্রের উপর 'আলী (রা)-র শ্রেষ্ঠত্বঃ অন্যান্য বাগ্'দাদী ও পরবর্তী-কালে কতিপয় বাস্'রী পণ্ডিত (আল-জুব্বাঈ তাঁহার জীবনের শেষের দিকে, 'আবদু'ল-জাব্বার); হযরত আবু বাক্র, হযরত 'উমার ও হযরত 'আলী (রা)-র মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী, (তাওয়াক্কু'ফ), কিন্তু 'আলী (রা) 'উছ'মান (রা) হইতে শ্রেষ্ঠতর বিবেচিত: ওয়াসি'ল, আবু'ল-হুয'ায়ল, আবু হাশিম। (২) ফাসিক' সমস্যা: পুরাতন সমস্যাটি এখন আর সজীব সমস্যা নহে বলিয়া এই শীর্ষে লঘু পাপের (আস্'-স'াগ'া'ইর) কথা আলোচিত হইয়াছে।

পঞ্চম মূলনীতি: 'আল-আম্রু বি'ল-মা'রূফ ওয়া'ন-নাহ্য়ু 'আনি'ল-মুন্কার: 'আব্বাসীদের ক্ষমতাসীন হইবার পূর্বে মু'তাযিলাঃ কার্যক্রম: বাক্য, হস্ত ও তরবারি দ্বারা ধর্ম বিস্তার করিতে হইবে, পরে এই মূলনীতি (আস্'ল) অল্পই আলোচিত হয়; আল-আস'াম্ম ইহার বাধ্যতামূলক প্রকৃতি অস্বীকার করেন।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) Steiner, Die Mu'taziliten oder die Freidenker im Islam, Leipzig 1865; (২) v. Kremer, Gesch. d. herrschenden. Ideen des Islams, Leipzig 1868; (৩) Houtsma, De Strijd over het dogma etc., Leyden 1875; (৪) Duncan B. Macdonald, Development of Muslim Theology etc., London 1903; (৫) Galland, Essai sur les Mo'tazelites, Paris n. d. (1906); (৬) Horovitz, Uber den Einfluss der griechischen Philosophie auf die Entwicklung des Kalam, Breslau 1909; (৭) Horten, Die philosophischen probleme der spekulativen Theologie im Islam, Bonn 1910; (৮) ঐ লেখক, Die philosophichen Systeme der spekulativen Theologen im Islam, Bonn 1912; (৯) ঐ লেখক, Die Modus-Theorie des Abu Haschim, in ZDMG. lxiii (1909), 303—24; (১০) ঐ লেখক, Die Lehre vom Kumun bei Nazzam, p. 774—792; (১১) ঐ লেখক, Was bedeutet ma'na als philosopischer Terminus? lxiv (1910) 391—396; (১২) Goldziher, Aus der Theologie des Fachr al-Din al-Razi, Islam, iii (1912). 213—347; (১৩) ঐ লেখক, Vorlesugen uber den Islam, 2nd ed., Heidelberg 1923, ch. 3; (১৪) ঐ লেখক, De Richtungen der islamischen Koranauslegung, 1920; (১৫) Nallino, Di una strana opinione attribuita ad al-Gahiz inirorno al Corano, in RSO, vii (1916—1918). 421—428; (১৬) ঐ লেখক, Sull' origine del nome dei Mu'taziliti ঐ., p. 429—454; (১৭) do., Rapporti fra la dogmatica mu'tazilita e quella degli Ibaditi dell' Africa settentrionale, ibid. p. 455—560; (১৮) do., Sul nome di 'Qadar''i', ঐ p. 461-466; (১৯) Andrae, Die Person

Muhammeds, Stockholm 1917, p. 108—116, 139—145; (২০) v. Arendonk, De opkomst van het Zaidietische Imamaat in Yemen, Leyden 1919, introduction; (২১) Massignon La passion d'al-Hallaj, Paris 1932, স্থা.; (২২) Snouck Hurgronje, in Chantepie de la Saussaye, Lehrbuck der Religionsgeschichte, Tubingen 1925, i., p. 722—738; (২৩) Nyberg, introduction to the Kitab al-intisar; (২৪) do., Zu den Grundideen und zur Geschichte der Mu'tazila, in Ephemerides Orientales publ. by O. Harrassowitz, no. 31 (1927), 10—12, (২৫) do., Zum Kampf zwischen Islam und Manichaismus, in OLZ, 1929, p. 426—441; (২৬) Pretzl, Die fruhislamische Atomenlehre, in Isl. xix (1931), 117—130; (২৭) Strothmann, Islamische Konfessionskunde und das Sektenbuch des As'ari, ঐ., p. 193—242; (২৮) Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge 1932, (২৯) E. Mainz, Mu'tazilitische Ethik, in Isl. xxii (1935), (৩০) Pines, Beitrage zur islamischen Atomenlehre, Berlin 1936, (৩১) আল-খায়্যাত', কিতাবু'ল-ইনতিস'ার ওয়া'র-রাদ্দ 'আলা ইবনি'র-রাওয়ান্দী আল-মুলহি'দ, Le livre du triomphe, ed. H. S. Nyberg, Cairo 1925, (৩২) আল্-আশ্'আরী, মাক'ালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, ed. Ritter, Istanbul 1929—1933 (Bibliotheca Islamica' i., a-c); (৩৩) কিতাবু'ল-ফিহ্রিস্ত, in WZKM. iv. (1890), পৃ. ২১৭—২৩৫; (৩৪) আল-বাগ'দাদী, কিতাবু'ল-ফার্ক', কায়রো ১৯১০, পৃ. ৯৩-১৮৯; (৩৫) সায়্যিদ আল-মুরতাদ'া আয়ামানী, কায়রো ১৩২৫, ১খ, ১১৩-১৪৩; (৩৬) ঐ., কিতাবু'শ-শাফী ফি'ল-ইমামাঃ ওয়া'ন-নাক্'দ 'আলা কিতাবি'ল-মুগ্'নী লি'ল-ক'াদ'ী 'আব্দি'ল-জাব্বার, লিথু, তেহরান ১৩০১; (৩৭) ইব্ন হ'াযম, আল্-ফিস'াল; (৩৮) আশ-শাহরাস্তানী, আল-মিলাল, সম্পা. Cureton পৃ. ২৯-৬০; (৩৯) আপ্-ঈজী, মাওয়াকি'ফ, কায়রো ১৩২৭, ৮খ, ২৭৭—৩৮৪; (৪০) সা'ঈদ আল-আনস'ারী, মুল্তাক'াতু' জামি'ই'ত-তা'ব'ীল লি মুহ্ক'ামি'ত-তান্যীল, শিব্লী একাডেমী গ্রন্থমালা, vol. 14, London 1921 (মু'তাযিলী আবূ মুসলিম মুহ'াম্মাদ ইব্ন বাহ্'র আল-ইস'ফাহানী (মৃ., হি. ৩২২)-কৃত তাফ্সীরের খণ্ডিত অংশসমূহ; ফাখ্রু'দ-দীন আর-রাযী-কৃত মাফাতীহ্' হইতে চয়নসমূহ); (৪১) 'আব্দু'ল-জাব্বার, তান্যীহ'ল-কু'রআান 'আনি'ল-মাত'া'ইন, কায়রো (আল্-আজ'-হারিয়্যাঃ প্রেস) ১৩২৯; (৪২) আবূ রাশীদ, আল্-মাসাাই'ল ফি'ল-খিলাফ বায়না'ল-বাস্'রিয়্যীন ওয়া'ল-বাগ্'দাদিয়্যীন, ch. i., ed. by. Biram (Die atomistische Substanzenlehre aus dem Buch der streitfragen etc., Berlin 1902); (৪৩) T. W. Arnold, আল-মু'তাযিলাঃ আল-মাহ্দী লি দিনী আহ্'মাদ ইব্ন য়াহ্'য়া ইবনি'ল-মুরতাদ'া-কৃত কিতাবু'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল হইতে উদ্ধৃতাংশ, Leipzig 1902; (৪৪) A. S. Tritton, Muslim Theology, London 1947, p. 79—112; (৪৫) W. M. Watt, Free will and predestination in early Islam, London 1948, index; এতদ্ব্যতীত প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী।

H. S. Nyberg (S.E.I.)/ডাঃ মির্জা আবদুল কাদের

মুনকার ওয়া নাকীর (منكر و نكير) (ال সহও এই শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়) দুইটি ফিরিশতার নাম যাঁহারা মৃত ব্যক্তিকে কবরে জিজ্ঞাসাবাদ ও প্রয়োজন হইলে তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন। কাফির ও মু'মিন, ধার্মিক ও পাপী সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে জীবিত করত উপবেশন করাইয়া রাব্ব (প্রতিপালক প্রভু), হযরত মুহ'াম্মাদ (স') ও তাঁহার দীন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে (আবূ দাাউদ, সুনান)। মু'মিন উত্তরে বলিবেন, "আল্লাহ্ আমার রাব্ব (প্রতিপালক প্রভু), হয্রত মুহ'াম্মাদ (স') আল্লাহ্র রাসূল এবং ইসলাম আমার দীন।" তাঁহার কবর প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে ও জান্নাতের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাঁহাকে আরামে নিদ্রা যাইতে বলা হইবে (ঐ)। পক্ষান্তরে পাপী ও কাফিরগণ সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ হইবে না। ফলে ফিরিশ্তাগণ তাহাদিগকে ভীষণভাবে প্রহার করিবেন। এই শাস্তি প্রদান যতদিন আল্লাহ্ চাহেন ততদিনই চলিবে। কোন কোন হ'াদীছ' মতে শুক্রবার ব্যতীত কিয়ামত পর্যন্ত ইহা চলিবে।

কোন কোন হ'াদীছে' কবরের 'আয'াব ও কবরের চাপের (দ'াগ'ত'াঃ) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হইয়াছে। পুণ্যাত্মাগণ কবরের 'আয'াব হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, কিন্তু চাপ হইতে নহে। পাপিগণ ও কাফিরগণ শাস্তি ও চাপ উভয়ই ভোগ করিবে (আবু'ল-মু'ঈন মায়মূন ইব্ন মুহ'াম্মাদ আন-নাসাফী, ওয়াসি'য়্যাতু আবী হ'ানীফাঃ গ্রন্থের টীকায়, হায়্দরাবাদ ১৩২১ হি., পৃ. ২২)।

কু'র্আানে কবরের 'আয'াব সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছু বলা হয় নাই। তবে কয়েকটি আয়াতে উহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়ঃ যথাঃ "কিন্তু যখন ফিরিশ্তাগণ তাহাদের মৃত্যু ঘটাইয়া তাহাদের মুখমণ্ডলে এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবে তখন কেমন হইবে!" (৪৭ঃ২৭)। "যখন অত্যাচারীরা মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিবে এবং ফিরিশ্তাগণ তাহাদের হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিবেঃ তোমাদের প্রাণ সমর্পণ কর। তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যায় কথা বলিতে ও তাঁহার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে, সেজন্য আজ তোমাদিগকে অপমানকর শাস্তি প্রদত্ত হইবে" (৬ঃ৯৩)। "যদি তোমরা দেখিতে পাইতে সেই অবস্থা যখন ফিরিশ্তাগণ কাফিরদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠে আঘাত করিয়া তাহাদের মৃত্যু ঘটাইবে এবং তাহাদিগকে বলিবেঃ তোমরা দগ্ধকারী শাস্তি ভোগ কর" (৮ঃ৫০)।

বহু হ'াদীছে' কবরের 'আয'াব সম্পর্কে উল্লেখ আছে (গ্রন্থপঞ্জী দেখুন)। অনেক স্থলে অবশ্য ফিরিশতার উল্লেখ নাই। শেষোক্ত শ্রেণীর হ'াদীছে' শুধু এইটুকু বলা হইয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি কবরের শাস্তি ভোগ করে, যথাঃ তাহারা বিশেষ কোন পাপের জন্য অথবা জীবিত আত্মীয়-স্বজনগণের ক্রন্দনের কারণে এই শাস্তি ভোগ করে। তবে তত্ত্বজ্ঞগণের মতে আত্মীয়-স্বজনের ক্রন্দনের কারণে যে শাস্তি, তাহা কেবল ঐ কারণে নহে; বরং মৃত ব্যক্তি যদি জীবদ্দশায় ঐরূপ ক্রন্দনের উপদেশ বা আদেশ দিয়া থাকে কিংবা যদি সে ঐরূপ ক্রন্দন করিতে নিষেধ না করিয়া থাকে তখন। মুন্কার ও নাকীরের নাম কু'রআান শারীফে নাই, একাধিক স'াহ'ীহ' হ'াদীছে' ইহাদের উল্লেখ আছে, যথাঃ আবূ দাাউদ, বাব ইহ'বাতি 'আয'াবি'ল-ক'াব্র, তির্মিয'ী, কিতাবু'ল-জানাা'ইয, বাব ৭০।

কার্‌রামিয়্যাঃ (দ্র.)-গণ মানুষের সঙ্গের দুই ফিরিশ্‌তা এবং মুন্‌কার ও নাকীরকে একই বলিয়া মনে করেন ('আব্‌দু'ল-কা'হির আল-বাগ'দাদী, উস্'ল'দ-দীন, ইস্তাম্বুল ১৯২৮, পৃ. ২৪৬)। গ'যালী (র) স্বীকার করেন যে, মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাগুলি সত্য এবং উহা 'আলাম মালাকূতে সংঘটিত হয়।

য়াহূদী ধর্মশাস্ত্রেও মৃত্যুর পর শাস্তির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত আছে (দ্র. হি'ব্‌বুত' হাক'কে'বের)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কু'রআনের উদ্ধৃত আয়াতগুলির ব্যাখ্যা বিভিন্ন তাফসীরে দ্র.; (১) সা'হী'হ' বুখারী, সা'হী'হ' মুসলিম, সুনান আবী দাউদ, জামি'উ'ত-তিরমিয'ী প্রভৃতি হ'াদীছ' গ্রন্থে 'আযাবু'ল-কা'ব্‌র, কিতাবু'ল-জানা'ইয প্রভৃতি অধ্যায়; (২) Wensinck, Handbook, দ্র. Grave (s); (৩) E. Sell, The Faith of Islam, London 1880, p. 145; (৪) Mouradgea d'Ohsson, Tableau de l'Empire othoman, Paris 1787, i. 46; (৫) Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge 1932; (৬) General Index, দ্র. Punishment and Munkar and Nakir; (৭) J. C. G. Bodenschatz, Kirchliche Verfassung der heutigen Juden, Erlangen 1748, iii. 95 প.; (৮) আত'-ত াহাব'ী, বায়ানু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ, হ'ালাব ১৩৪৪ হি., পৃ. ৯; (৯) আবূ হ'াফ্‌স' 'উমার আন-নাসাফী, 'আকা'ইদ, ইস্তাম্বুল ১৩১৩ হি., তাফতাযানীর শারহ'সহ, পৃ. ১৩২ প.; (১০) আল-গ'াযালী, ইহ'য়া', কায়রো ১৩০২ হি., ৪খ, ৪৫১ প.; (১১) ঐ লেখক, আদ-দুর্‌রাতু'ল-ফাখিরাঃ, ed. Gautier, পৃ. ২৩ প.; (১২) কিতাব আহ'ওয়ালি'ল-কি'য়ামাঃ, ed. M. Wolff, পৃ. ৪০ প.।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/আ. কা. মু. আদমুদ্দীন

আল-মুনাফিকূ'ন (المنافقون), হযরত মুহ'াম্মাদ (স') যে সমস্ত মদীনাবাসী মুসলিমের বিশ্বস্ততা ও ইসলাম গ্রহণে তাহাদের আন্তরিকতার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, কু'রআনে তাহাদের প্রতি এই আখ্যা আরোপিত হইয়াছে। 'আরবগণ (যথাঃ মুবার্‌রাদ, কামিল, ed. Wright, পৃ. ১৫৩) শব্দটিকে نفقاء (অর্থাৎ মেঠো ইঁদুরের গর্তের প্রকাশ্য ও গোপন প্রবেশদ্বার) শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, আবিসীনীয় মুনাফিক' (ধর্মদ্রোহী) হইতে ইহার উৎপত্তি; নাফাক'া অর্থ দ্বিধা-বিভক্ত হওয়া এবং নাফাক'া—বিভক্ত হওয়া, দুর্বল বিশ্বাসী হওয়া ইত্যাদি। কু'রআনের ব্যবহারে 'দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দিহান' অর্থই ভাল খাটে, অবশ্য সাধারণ অনুবাদে 'কপট' অর্থটি কয়েকটি স্থানে খাটে। কু'রআনে ঐ ব্যক্তিদের আর একটি বর্ণনা হইল যাহাদের হৃদয়ে ব্যাধি (দুর্বলতা, সন্দেহ) আছে, সাধারণত মু'মিনদের বিপরীত বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। কখনও কখনও (৯ঃ৬৭ প.; ৩৩ঃ৭৩; ৪৮ঃ৬, ৫৭ঃ১৩) পুরুষ মুনাফিক' ছাড়াও এই শ্রেণীর নারীদের (মুনাফিক'াত)-ও উল্লেখ আছে। এই সমস্ত আয়াত গভীরভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, নিম্নলিখিত কোন বিশেষ দলের প্রতি বিশেষণটি সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কখনও কখনও এই আখ্যাটি এইরূপ লোকের সম্বন্ধেও উল্লিখিত হইয়াছে যাহারা শুধু এক প্রকার স্বার্থের খাতিরেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুসলিমগণের সহিত যোগ দিয়াছিল, আবার কখনও এমন লোক সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে যাহারা খোলা মনেই যোগ দিয়াছিল কিন্তু পরে ঈমানে অবিচলিত থাকিতে পারে নাই (৯ঃ৬৬; ৬৩ঃ৩)। কু'রআনে বেদুঈন মুনাফিক'দের (৯ঃ৯৭, (الاعراب اشد كفرا و نفاقا)) কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

মুনাফিক'দের প্রথম দল 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি (أبي)-কে নেতৃত্বে বরণ করে। এই ব্যক্তির আশা ছিল যে, সে ক'ায়লাঃ নামক গোত্রসমূহের নেতা হইবে। কিন্তু মুহ'াম্মাদ (স')-এর আগমনে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। যাহা হউক, এই সমস্ত ব্যক্তি অন্য আরও কতকগুলি অবিশ্বস্ত ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া এতটা শক্তিশালী হইয়াছিল যে, ইহারা উহু'দের যুদ্ধের প্রাক্কালে (৩ঃ১৬৬ প.), খন্দকের যুদ্ধে (৩৩ঃ১, ১২—২৪, ৬০, ৭৩) এবং তাবূক অভিযানের পূর্বে (৯ঃ৬৩-৬৯, ৭৪-৭৮) মুসলিম-গণের জন্য যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল, তখন রাসূল (স')-কে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইয়াছিল, যেন তাহারা শত্রু পক্ষে যোগ দিয়া অথবা মুসলিমগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি বা তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে। ....কু'রআনে তাহাদিগকে বলা হইয়াছে কপট, যাহারা অন্তরে যাহা বিশ্বাস করে মুখে তাহার বিপরীত কথা বলে (৩ঃ১৬৭, ১৩ঃ১); তাহাদের অস্থির-মতিত্বের জন্য তাহারা একবার এক দলে একবার অন্য দলে যোগদান করে (৪ঃ১৩৮—১৪৩; ৫ঃ৫২)। মুসলিমদের সঙ্গেই যোগ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহারা বলে যে, এই ধর্মই তাহাদিগকে প্রতা-রণা করিয়াছে (৮ঃ৪৯) ও মুসলিমদের সামনে রাসূল (স') ও ওয়াহ'য়ি সম্পর্কে তাহারা তাহাদের রসনা সংযত রাখে কিন্তু যখন তাহারা নিজেদের মধ্যে একত্র হয় তখন রাসূল (স') ও ওয়াহ'য়ি সম্পর্কে নানা প্রকার বিদ্বেষমূলক কথা বলিয়া উহার প্রতিশোধ লয়। পাছে তাহাদের গোপন রহস্য প্রকাশ করিয়া ওয়াহ'য়ি নাযিল হয় এই ভয়ে তাহাদিগকে অতিশয় সন্ত্রস্ত থাকিতে হয় (৯ঃ৬৪ প., ৭৮, ১২৪ প.)। তাহারা স'ালাতে অতিশয় অমনোযোগী (৪ঃ১৪২), তাহারা মুসলিমগণের সহিত মিলিত হইয়া জিহাদ করিতে অথবা তাহাদের সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক (৪৭ঃ২০, ২৯; ৬৩ঃ৯ প., তু. ৪ঃ৩৬ প.); তাহারা নবী (স')-এর পরাজয়ের আশা করিত এবং মনে করিত যে, তাহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্তরা (মুনাফিক'রা) নিম্ন শ্রেণীর লোকগুলিকে (তাহাদের মতে মুসলিমগণকে) মদীনা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে (৬৩ঃ৮)। "যখন তুমি তাহাদিগকে দেখ, তখন তাহাদের দেহ দেখিয়া প্রীত হও, আর যখন তাহারা কথা বলে, তুমি সাগ্রহে তাহাদের কথা শ্রবণ কর যদিও তাহারা দেওয়ালে ঠেকান কাঠের স্তম্ভস্বরূপ" (৬৩ঃ৪)। মোটকথা, তাহারা কাফিরদের তুলনায় আদৌ উন্নততর নহে। "মুনাফিক'রা পথভ্রষ্ট এবং দোযখের অধিবাসী হইবে" (৯ঃ৬৩, ৫৭ঃ১৩ প.)। ...... ইহারা সাহসীও ছিল না এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যতীত ইহাদের কোন উন্নত আদর্শও ছিল না। য়াহূদীদিগকে ইহারা হযরত (স')-এর বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়াছিল; কিন্তু বিপদকালে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে (৫৯ঃ১১)। তাহাদের নেতা 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি-এর মৃত্যুতে তাহাদের বিরোধিতা হ্রাস পায়।

কু'রআনোক্ত অপর কতিপয় শব্দের ন্যায় মুনাফিক' শব্দটিও পরস্পরের সহিত কলহ-বিবাদে গালিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; উদাহরণত দ্র. ইব্‌ন যুবায়রের প্রতি (ত'াবারী, ২খ, ৪৬৭) এবং তাঁহার দলের (Ahlwardt, Anonyme arab, Chronik, p. 73) প্রতি ইহার প্রয়োগ।

কু'রআনে সূরাঃ ৬৩-এর নাম সূরাঃ আল-মুনাফিকূ'ন, এই

সূরাঃটিকে অধিকাংশ তাফ্সীরকারই বান্ মুস্ত'ালিক' অভিযানের সহিত সংযুক্ত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums[2], p. 232, (২) Noldeke, Neue Beitrage zur semitischen Sprachwissenschaft, p. 48. প. ; (৩) Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, i. p. 88 প., 167 প., 209 প. ; (৪) Ibn Hisham, ed. Wustenfeld, p. 411—413, 546 প., 558—560, 651, 670, 688, 726, 734, 894 ; (৫) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 206 প.।

F. Buhl (S.E.I.)/আ. কা. মু. আদমুদ্দীন

মুনীরুয্-যামান (منير الزمان = মুনীরু'য-যামান), ইসলামাবাদী, মাওলানা, ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রাম জিলার পটিয়া থানার পটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীনপন্থী (Old Scheme) মাদ্‌রাসাঃ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি একজন প্রগতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আজীবন বাংলা ভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রথমে 'সাপ্তাহিক ছোলতান' নামক পত্রিকার ও পরে 'দৈনিক ছোলতান' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাদ্বয়ের মাধ্যমে তিনি বঙ্গীয় মুসলিমগণের মধ্যে আত্মচেতনার উন্মেষ সাধন করেন। তিনি 'আল-এছলাম' নামক মাসিক পত্রিকায় ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি আন্‌জুমানে 'উলামায়ে বাঙ্গালা (انجمان علمای بنگالـه)-এর যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। মাওলানা মুনীরুয্-যামান ইসলামাবাদী 'ভারতে মুসলিম সভ্যতা', 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান', 'খগোল শাস্ত্রে মুসলমান', 'আওরঙ্গযেব', 'কনস্টান্টিনোপল' প্রভৃতি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মাওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন বঙ্গীয় মুসলিমগণের পুনর্জাগণের অগ্রদূত। তিনি চট্টগ্রাম কাতীমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। দিয়াং পাহাড়ে একটি 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও তাঁহার ছিল। তিনি ১৯৫০ খৃস্টাব্দে ইনতিকাল করেন।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

মুমতাযুদ্দীন আহমাদ (ممتاز الدين احمد = মুমতাযু'দ-দীন আহ'মাদ), মাওলানা, ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে বর্তমান ফেনী জিলার মানিকপুর গ্রামে জন্ম। মৃত্যু ঢাকা শহরের কায়েতটুলী মহল্লায় স্বগৃহে ২ জুলাই, ১৯৭৪ খৃ.।

স্বগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৯০৭ খৃস্টাব্দে তিনি কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করেন এবং ১৯১৬ খৃ. তৎকালীন 'ফাখ্রু'ল-মুহ'াদ্দিছ'ীন' পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাস করেন। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৯ খৃস্টাব্দে তিনি কলিকাতা 'আলিয়া মাদ্‌রাসার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯২৬ খৃ. তিনি কিছুকাল প্রেসিডেন্সী কলেজের খণ্ডকালীন 'আরবী লেকচারার-এর পদে কাজ করেন।

১৯৪৭ খৃ. দেশ বিভাগের পর অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে ঢাকা আগমন করেন এবং ঢাকা 'আলিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা করিতে থাকেন। উক্ত মাদ্‌রাসায় তিনি হ'াদীছ' ও তাফ্সীর শিক্ষা দান করেন। ১৯৫৩ খৃ. তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঢাকার পরীবাগের শাহ্ সাহেবের সান্নিধ্যে আসেন। পরীবাগের মস্‌জিদে তিনি সময় সময় ইমামতি করিতেন এবং শাহ্ সাহেব তাঁহাকে 'বড় মাওলানা সাহেব' বলিয়া ডাকিতেন।

মাওলানা সাহেব 'আরবী, বাংলা ও উর্দু ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। নিম্নে কতিপয়ের নাম দেওয়া হইল ঃ

১। হ'াল্লু'ল-'আক্'দ ফী শার্হ' সাব্'আল-মু'আল্লাক'াত ;

২। সাহ্লু'ল-মা'আনী ফী শার্হ' মাক'ামাত বাদী' আল-যামান আল-হামাদানী ;

৩। নি'মাত আল-মুন'ইম ফী শার্হ' মুক'াদ্দিমাঃ স'াহ'ীহ' মুসলিম ;

৪। আল-কাওকাবু'দ-দুর্‌রী ফী শার্হ' মুক'াদ্দিমাঃ মিশ্কাত আল-মাস'াবীহ' ;

৫। পরীবাগের শাহ্ সাহেবের জীবনী।

ডঃ সিরাজুল হক

মু'মিন, (দ্র. ঈমান)।

আল-মুয্দালিফাঃ (المزدلفة), মোটামুটি মিনা ও 'আরাফাতের মধ্যবর্তী একটি স্থান ; হ'াজ্জীগণ 'আরাফাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাগ'রিব এবং 'ইশার স'ালাত একত্রে সমাপনান্তে এখানে ৯ ও ১০ যু'ল-হি'জ্জার মধ্যবর্তী রাত্রি যাপন করেন। পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে যাত্রা করিয়া মুহ'াস্সার উপত্যকার চড়াই পথে তাঁহারা মিনায় উপস্থিত হন। স্থানটির অন্য নাম আল-মাশ'আরু'ল-হ'ারাম (সূরাঃ ২ ঃ ১৯৮) ও জাম' (লায়লাতু'ল-জাম', ইব্ন সা'দ, ২/১খ, ১২৯) ; কিন্তু অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী 'আরাফাত ও মিনাসহ এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চলের নাম জাম', তজ্জন্য য়াওম জাম'কে (কিতাবু'ল-আগ'ানী, ৬খ, ৩০) 'আরাফাতের দিন ও আয়্যাম জাম'কে মিনার দিন বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। আয্-রাক'ীর মতে কু'যাহ' পাহাড়ের উপরে একটা স্থূল গোলাকার গম্বুজ ছিল। উহাকে আলোকিত করা হইত। পরবর্তীকালে গম্বুজ হইতে প্রায় ৪০০ গজ দূরে একটি মস্‌জিদ নির্মিত হয়, আয্‌রাক'ী উহার বিশদ বিবরণ দিয়াছেন কিন্তু মুক'াদ্দাসী একটি স'ালাতগাহ, সাধারণের ব্যবহার্য একটি ঝরণা ও একটি মীনারের উল্লেখ করিয়াছেন। বার্টনও মুয্‌দালিফার একটি উচ্চ গম্বুজের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মুয্দালিফার রাতের আলোকসজ্জা এখন মস্‌জিদের উপরে হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ৭৭ ; (২) ইব্ন সা'দ, ১/১, ৪১ ; ২/১, ১২৫, ১২৯ ; (৩) ত'াবারী, ১খ, ১১০৫, ১৭৫৫ ; (৪) আয্‌রাক'ী, ed. Wustenfeld, পৃ. ৩৬, ১৩০, ৪১১ প., ৪১৫ প ; (৫) BGA. i. 17 ; ii. 24 ; iii. 76 প. ; (৬) বাক্‌রী ed. Wustenfeld, পৃ. ২৪৩ প., ৫০৯ প. ; (৭) য়াকূ'ত, ed. Wustenfeld, ৪খ, ৫১৯ প. ; (৮) Burckhardt, Reisen in Arabien. p. 412 প. ; (৯) Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage to el-Medinah and Meccah, iii., 1856 ; (১০) Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, p. 154, 158 (= Verspr. Geschr. i. 101-104) ; (১১) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, p. 81 প., 120 ; (১২) Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, p. 157, (১৩) E. Rutter, Holy cities, i. 165.

F. Buhl (S.E.I.)/ডাঃ মির্জা আবদুল কাদের

আল-মুরজি'আঃ (المرجئة), ইসলামের প্রাথমিক যুগে উদ্ভূত দলগুলির একটির নাম। তাহারা খারিজী (দ্র.)-দের চরম

List>

বিরোধী। খারিজীরা বিশ্বাস করিত যে, কোন মুসলিম মহাপাপ (কাবীরাঃ গুনাহ) করিলে কাফির হয়। পক্ষান্তরে মুরজি'আদের মত ছিল পাপ করিলে কোন মুসলিম ঈমান হারায় না। এই মতবাদ তাহাদিগকে রাজনীতিক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী অনাসক্তির দিকে লইয়া যায়। তাহাদের মতে ইমাম কাবীরাঃ গুনাহে দোষী হইলেও ইসলাম হইতে খারিজ হয় না এবং তাঁহার অনুগত থাকিতে হইবে। তাঁহার পশ্চাতে সালাত সম্পাদন বৈধ।

এই নামটির ব্যাখ্যায় পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মতে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় (দ্র. যেমন Sale, Preliminary discourse, p. 229 প.; Goldziher, Richtungen der islam, Koranauslegung, p. 179; v. Kremer, Gesch. d. herrschenden Ideen, p. 20; Houtsma, Strijd over het dogma, p. 34)। মনে হয় ইরজা' শব্দ হইতেই নামটির উদ্ভব হইয়াছে এবং ফলে মুরজি'আঃ শব্দ দ্বারা ইরজা' মতবাদের অনুসারী বুঝায়... ('আবদু'ল-কাহির আল-বাগ্দাদী তাহাদের মতবাদের জন্য ইরজা' শব্দ ব্যবহার করেন), তাহা ছাড়া এই শব্দটি সম্পর্কে সূরাঃ ৯ঃ ১০৬-এর আয়াতটির প্রসংগের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইরজা' শব্দটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে ধারণা করা যায় এবং মুরজি'আদের মতবাদের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। হযরত রাসূল (স)-এর তাবূক অভিযানের সময় মদীনাবাসীদের যে দলগুলি তাঁহাদের ত্যাগ করে পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য দেখান হয়। কতক লোক প্রকাশ্যভাবে মুনাফিক্বী করিয়া তাওবাঃ করে নাই, তাহারা ইহকালে ও পরকালে শাস্তি পাইবে (৯ঃ ১০১)। কতক প্রকাশ্যে অনুশোচনা (তাওবাঃ) করে, তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কৃপার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় (৯ঃ ১০২)। অন্য যাহারা তাওবাঃ করে নাই তাহাদিগকে অনিশ্চিত অবস্থায় রাখা হয় (মুর্জা'উনা অথবা ভিন্ন কি'রা'আতে মুরজাওনা)।

পরবর্তী সম্প্রদায়গুলি তাবূক অভিযানের পর মদীনার অবস্থাকে সাধারণভাবে গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুত উপরে আলোচিত তৃতীয় দল অর্থাৎ যে সব পাপী প্রকাশ্যে তাওবাঃ করে নাই তাহারা দোযখবাসী হইবে বলিয়া খারিজীরা বিশ্বাস করে। ইহার বিপক্ষে মুরজি'আগণ সূরাঃ ৯ঃ ১০৬ আয়াতে উল্লিখিত ইরজা' মতবাদ শিক্ষা দেয় এবং সেইজন্যই তাহাদিগকে বলা হয় মুরজি'আঃ অর্থাৎ অবকাশবাদী বা আশাবাদী। এইভাবেই ইরজা' শব্দটি বুঝিতে হইবে, এই হিসাবে মুর্জাউনা ও মুরজাওনা পাঠান্তর অপ্রাসঙ্গিক।

কালক্রমে মুরজি'আঃ মতবাদের দুই দৃষ্টিকোণ লক্ষিত হয়। তাহাদের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ঈমান অপহৃত হয় না, খারিজীগণ এই মতের বিরোধী। তাহাদের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য ছিল পরলোক সম্বন্ধীয়, যাহার ঈমান আছে পাপ তাহার কোন ক্ষতি করিবে না। এই দ্বিতীয় মতবাদের কারণে তাহাদিগকে বলা হইত আশ্বাসবাদী দল (আহ্লু'ল-ওয়া'দ), যেমন ইহার বিপরীত মু'তাযিলাঃদিগকে (দ্র.) বলা হইত শাস্তিবাদী দল (আহ্লু'ল-ওয়া'ঈদ)। কাজেই ইরজা' মতবাদের তিনটি দিক লক্ষিত হয় এবং সেই কারণেই নামটি বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দিক তিনটি, যথা: ঈমানের অপনয়ন পাওয়ার বিশ্বাস, মুসলিম সমাজে পাপীদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের মনোভাব এবং শেষ বিচারে মুক্তির আশা।

এইগুলি মুরজি'আদের প্রধান মতবাদ বলিয়া আমাদের মনে হয়, আশ-শাহ্রাস্তানী প্রমুখ পরবর্তীকালের মুসলিম লেখকও এইরূপ মনে করেন। প্রাচীন গ্রন্থকারগণ মুরজি'আদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বহু সংখ্যক মতভেদের উল্লেখ করিয়াছেন। আল-আশ'আরী নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে তাহাদের মতানৈক্যের উল্লেখ করেন: বিশ্বাস, অবিশ্বাস, গুনাহ, আল্লাহ্‌র একত্ব, কু'রআনের ব্যাখ্যা, আখিরাততত্ত্ব, গুরুপাপ (কাবীরাঃ গুনাহ) ও লঘু পাপ (স'াগ'ীরাঃ গুনাহ), গুরুপাপের ক্ষমা, পয়গাম্বরদের নিষ্পাপত্ব, পাপের শাস্তি, প্রাথমিক মুসলিমদের মধ্যে কাফির ছিল কিনা এই সমস্যা, অন্যায়ের প্রতিকার, আল্লাহ্ দর্শন, কু'রআনের স্বরূপ, আল্লাহ্‌র সত্তার স্বরূপ, তাঁহার নামসমূহ ও সি'ফাত (গুণসমূহ), পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য (তাক্'দীর)।

'আবদু'ল-ক'াহির আল-বাগ'দাদী তিন দল মুরজি'আর উল্লেখ করেন: (ক) যাহারা ঈমান ও ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ইরজা' শিক্ষা দিত, এই দলে ছিলেন গ'ায়লান আবূ মারওয়ান আদ্-দামিশ্ক'ী, আবূ শামির, মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আবী শাবীব আল-বাস্'রী; (খ) যাহারা ঈমান ও কর্মে বল প্রয়োগ (জাব্র) সম্বন্ধে ইরজা' শিক্ষা দিত; (গ) যাহারা কর্মের উপর ঈমানের প্রাধান্য দিত এবং ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যবাদ বা পূর্ব নির্ধারণবাদ কোনটার পক্ষেই ছিল না; শেষোক্ত দলে ছিলেন য়ূনুস ইব্‌ন 'আওন, গা'স্সান, আবূ ছ'াওবান, আবূ মু'আয' আত-তাওমানী, বিশ্র ইব্‌ন গ'ায়াছ' আল-মারীসী। গ'াস্সানের অনুগামিগণ আবূ হ'ানীফাঃকে তাহাদের অন্যতম বলিয়া মনে করিত; কিন্তু আল-বাগ্দাদী বলেন যে, বস্তুত তাহাদের সেরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। আবূ হ'ানীফাঃ (র) যে মুরজি'আদের সাধারণ মত সমর্থন করিতেন, আল-বাত্তীর নিকটে লিখিত তাঁহার (অসম্পাদিত) পত্র দেখিয়া তাহা মনে হয়। এই পত্রখানি কায়রো গ্রন্থাগারে (একটি হস্তলিপি) সংরক্ষিত আছে।

পারলৌকিক শাস্তি সম্বন্ধে আমাদের সৎকার্য গৃহীত হইবে এবং আমাদের পাপ ক্ষমা করা হইবে বলিয়া মুরজি'আঃ মতবাদ ফিক্'হ আক্‌বার দ্বিতীয় গ্রন্থে (১৪ ধারায়) প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে, কারণ পাপীকে শাস্তি দেওয়া বা ক্ষমা করা সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। কিন্তু উক্ত 'আক'ীদাঃ ঈমানের অপরিবর্তনীয়তাজ্ঞাপক মুরজি'আঃ মতবাদ সমর্থন করে।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) M. Th. Houtsma, De Strijd over het dogma in den Islam tot op **al-Ash'ari**, Leiden 1875, p. 34 প.; (২) I. Goldziher, **Vorlesungen uber** den Islam, Heidelberg 1910, **Index দ্র. Murdschi'a**; (৩) G. van Vloten, Irdscha, ZDMG, xlv, 161 প.; (৪) A. J. Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge 1932, General index দ্র Murdjites; (৫) al Ash'ari, Makalat. al-Islamiyin, ed. Ritter, Stambul 1929. i 132 প; (৬) 'আবদু'ল-ক'াহির আল-বাগ্দাদী, কিতাবু'ল-ফারক' বায়না'ল-ফিরাক', সম্পা. মুহ'াম্মাদ বাদ্র, কায়রো ১৩২৮, পৃ. ১৯০ প.; (৭) আশ-শাহ্রাস্তানী, কিতাবু'ল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল, ed. Cureton, পৃ. ১০৩ প.; (৮) ইব্‌ন হ'াযম, কিতাবু'ল-ফাস্'ল, ২খ, ১১২ প.; ৪খ, ৪৪ প., ২০৪ প.; (৯) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, ed. Tornberg, ১০খ, ২৯; (১০) Muir, The Life of Mohammad, 3rd ed., Edinburgh 1914, p. 439; (১১) A. S. Tritton, Muslim Theology, London 1947, p. 43 প. and W. M. Watt, Free will and prodestrination in

early Islam, London 1948.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/শইখ শরফুদ্দীন

মুরতাদ (مرتد), 'যে ফিরিয়া যায়', বিশেষত ইসলাম ধর্মত্যাগী। স্বধর্মত্যাগকে বলা হয় ইরতিদাদ বা 'রিদ্দাঃ', ঈমানের কোন নীতিকে মৌখিকভাবে অস্বীকার করা অথবা ঈমানের পরিপন্থী কোন কার্য করাতে ইহা প্রকাশ পায়, যেমন কু'রআনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন।

১। কু'রআনে ইসলামত্যাগীকে শুধু পরকালের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে; হযরত (স')-এর মক্কা জীবনের শেষ দিকের একটি সূরাঃ অনুসারে তাঁহার উপর 'আল্লাহ্‌র ক্রোধ' (غضب-গা'দা'ব) পতিত হইবে, "বাধ্য হইয়া সে উহা করিয়াছে এবং তাহার হৃদয় ঈমানে দৃঢ় আছে" (১৬ : ১০৬ প.) এরূপ না হইলে কঠোর শাস্তি ('আয'াব) হইবে। তেমনি একটি মাদানী সূরাঃতে বলা হইয়াছে,"(৩ : ৮৬ প." . . . .) উহারাই তাহারা "যাহাদের প্রতিফল (৮৭) আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ ও মানুষ সকলের অভিসম্পাত। তাহারা ইহাতে স্থায়ী হইবে, তাহাদের শাস্তি লঘু করা হইবে না এবং তাহাদিগকে বিরামও দেওয়া হইবে না (৮৮); তবে ইহার পর যাহারা তাওবাঃ করে এবং নিজদিগকে সংশোধন করে তাহারা ব্যতিরেকে। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও দয়ালু (৮৯)। বিশ্বাস করার পর যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং যাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহাদের তাওবাঃ কখনও কবূল করা হইবে না; ইহারাই তাহারা যাহারা পথভ্রষ্ট (৯০)। যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে যাহাদের মৃত্যু ঘটে, তাহাদের পক্ষে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করিলেও কখনও তাহা কবূল করা হইবে না। ইহারাই তাহারা যাহাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রহিয়াছে, ইহাদের কোন সাহায্যকারী নাই" (৯১); (আরো তু. সূরাঃ ৪ : ১৩৭; ৫ : ৫৭)।

অধিকাংশ 'আলিমের মতে সূরাঃ ২ : ২১৭ আয়াতের (শেষাংশ) এইভাবে অর্থ করা হয়। সেইখানে বলা হইয়াছে, (" . . . . . . তোমাদের যে কেহ স্বীয় দীন হইতে ফিরিয়া যায় এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ইহকাল ও পরকালে তাহাদেরই কর্ম নিষ্ফল হইয়া যায়। ইহারাই অগ্নিবাসী, সেথায় তাহারা স্থায়ী হইবে।" ইমাম শাফি'ঈ (র) ইহাকে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে প্রধান প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২। পারলৌকিক শাস্তির কথা যেমন কু'রআনে আছে তেমনই হ'াদীছে' ইহজগতের জীবনে মুরতাদ ব্যক্তির জন্য শাস্তির বিধান রহিয়াছে (ইব্‌ন মাজাঃ, হ'দূদ, বাব ২; ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১খ, ৪০৯, ৪৩০, ৪৬৪ প.; ৫খ, ৪, ৫ তু.)। যথা : ইব্‌ন 'আব্বাস (র')-বর্ণিত হযরত (স')-এর একটি হ'াদীছ' : "যে ধর্মত্যাগ করে তাহাকে হত্যা কর অথবা তাহার শিরশ্ছেদ কর" (ইব্‌ন মাজাঃ, হ'দূদ, বাব ২; নাসাঈ, তাহ্'রীমু'দ-দাম, বাব ১৪; ত'াবারানী, সংখ্যা ২৬৮৯; মালিক, আক্'দি'য়্যাঃ, হ'াদীছ' ১৫; এতদ্ভিন্ন তু. বুখারী, মুর্তাদ্দীন, বাব ২; তির্মিয'ী, হ'দূদ, বাব ২৫; আবূ দাউদ, হ'দূদ, বাব ১; ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১ : ২১৭, ২৮২, ৩২২)। ইব্‌ন 'আব্বাস ও 'আইশা (রা)-র বর্ণিত অন্য একটি হ'াদীছ' অনুসারে কথিত আছে, "যে ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করে ও সমাজ (জামা'আঃ) হইতে পৃথক হইয়া যায়" হযরত (স') তাহার হত্যার অনুমতি দিয়াছিলেন (বুখারী, দিয়্যাত, বাব ৬; মুসলিম, ক'াসামাঃ, হ'াদীছ' ২৫, ২৬; নাসাঈ, তাহ্'রীমু'দ-দাম, বাব ৫, ১৪, ক'াসামাঃ, বাব ৬; ইব্‌ন মাজাঃ, হ'দূদ, বাব ১; আবূ দাউদ, হ'দূদ, বাব ১; তির্মিয'ী, দিয়্যাত বাব ১০; ফিতান, বাব ১; ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১ : ৩৮২, ৪৪৪)। কিন্তু প্রথমদিকে মৃত্যুদণ্ডের প্রকৃতি সকলের জানা ছিল না। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) উহা জানিতেন, কিন্তু হযরত 'আলী (রা) উহা জানিতেন না। তাই হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হযরত 'আলী (রা) কর্তৃক মুরতাদকে দাহনের সংবাদ পাইয়া বলেন, 'আমি হইলে এইরূপ করিতাম না। কারণ রাসূল (স') কাহাকেও জীবন্ত দগ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে আমি বরং তাহাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করিতাম, কারণ রাসূল (স') বলিয়াছেন : "যে কেহ ইসলাম পরিত্যাগ করে তাঁহাকে ক'াত্‌ল কর" (বুখারী, হ'ক্মু'ল্-মুরতাদ্দীন, বাব ২; তির্মিয'ী, হ'দূদ, বাব ২৫)। তাই হযরত 'আলী (রা) হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর এই উক্তির কথা জানিতে পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। হযরত 'আইশাঃ (রা) বর্ণিত একটি হ'াদীছ' অনুসারে খলীফা ধর্মত্যাগীকে অবস্থা বিশেষে হত্যা করিতে অথবা শূলে চড়াইতে অথবা নির্বাসন দণ্ড দিতে পারেন (নাসাঈ, তাহ্'রীমু'দ-দাম, বাব ১১; ক'াসামাঃ, বাব ১৩; আবূ দাউদ, হ'দূদ, বাব ১)।

ধর্মত্যাগীকে তাওবাঃ করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে কি না, সেই বিষয়ে হ'াদীছগুলিতে মতভেদ আছে। আবূ বুরদাঃ (মৃ. ১০৪/৭২২) বর্ণিত একটি হ'াদীছ' অনুসারে মু'আয' ইব্‌ন জাবাল (রা)-এর সম্মুখে কোন ধর্মত্যাগীকে আনা হইলে "আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী" ধর্মত্যাগীকে হত্যা না করা পর্যন্ত তিনি আসন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন (বুখারী, মাগ'াযী, বাব ৬০, মুরতাদ্দীন, বাব ২; আহ্'কাম, বাব ১২; মুসলিম, ইমারাঃ, হ'াদীছ' ১৫; আবূ দাউদ, হ'দূদ, বাব ১; ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৫ : ২৩১)। আবূ দাউদ (র)-এর ঐ হ'াদীছে' আরো বলা হইয়াছে যে, ঐ ধর্মত্যাগীকে বিশ রাত্রি ধরিয়া পুনরায় দীক্ষিত করিবার বিফল চেষ্টা করা হইয়াছিল। খলীফা 'উমার (রা)-এর সম্বন্ধে একটি বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি বলেন : "তোমরা কি তারপর তাহাকে তিন দিন আবদ্ধ রাখিয়া প্রত্যহ রুটি (রাগ'ীফ) খাইতে দিয়া তাওবাঃ করাইতে চেষ্টা কর নাই? হয়ত সে তাওবাঃ করিয়া আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ফিরিয়া আসিত। য়া আল্লাহ্! আমি সেখানে ছিলাম না, আমি এরূপ আদেশ দেই নাই এবং আমি ইহা অনুমোদনও করি না; দেখ আমার নিকট ইহার এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে" (মালিক, আ'ক্'দিয়্যাঃ, হ'াদীছ' ১৫)। কতক হ'াদীছ' অনুসারে আল্লাহ্‌ ধর্মত্যাগীর তাওবাঃ কবূল করেন না (ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৫ : ২ প.)। অন্য কতকগুলি হ'াদীছ' অনুসারে এমন কি হযরত (স') নিজেই ধর্মত্যাগীদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন (নাসাঈ, তাহ্'রীমু'দ-দাম, বাব ১৪, ১৫; আবূ দাউদ, হ'দূদ, বাব ১; ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১খ., ২৪৭; ত'াবারী, তাফসীর, ৩খ, ২২৩)।

৩। (ক) ফিক্'হশাস্ত্রে সকলেই একমত যে, বয়োঃপ্রাপ্ত (বালিগ') ও সুস্থমনা ('আকি'ল) পুরুষ স্বেচ্ছায় (মুখতার) কোন বল প্রয়োগে বাধ্য (মুকরাহ্) না হইয়া ইসলাম ত্যাগ করিয়া থাকিলে তাহার শাস্তি হইবে হত্যা। পক্ষান্তরে নারী ধর্মত্যাগীকে হ'ানাফী ও শী'আঃ মতে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত বন্দী করিয়া রাখা হয়; কিন্তু আল্-আওযা'ঈ, ইব্‌ন হ'াম্বাল (তির্মিয'ী, হ'দূদ, বাব ২৫), মালিকী ও শাফি'ঈদের মতে (তু. কিতাবু'ল-উম্ম, ১খ, ১৩১; এইখানে ইমাম শাফি'ঈ নামোল্লেখ না করিয়া আবূ য়ূসুফকে তীব্র-

List>

ভাবে আক্রমণ করেন) নারী ধর্মত্যাগীকেও হত্যা করা হয় (গর্ভবতী থাকিলে প্রসবের পর; উম্ম, ৬খ, ১৪৯)। যদিও এই শাস্তি প্রকৃত-পক্ষে হ'াদ্দ্ নহে (এ সম্বন্ধে তু. শাফি'ঈ, উম্ম, ৭খ, ৩৩০)। কিন্তু কোন কোন আইনবিদ তাহাই মনে করেন, কারণ বিষয়টি হ'াক্ক'-কু'ল্লাহ সম্বন্ধীয়, (তু. যেমন সারাখ্সী, সিয়ার, ৪খ, ১৬২); সুতরাং শাস্তি প্রদান ইমামের উপর নির্ভর করে; ক্রীতদাসের বেলায় অন্যান্য হ'াদ্দ্ শাস্তির ন্যায় ইহাও মালিক সম্পাদন করিতে পারে। হত্যা তর-বারীর আঘাতে করা উচিত। উপরিউক্ত মত অনুসারে ধর্মত্যাগীদিগকে কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইত। খলীফা দ্বিতীয় 'উমার (র)-এর সময় তাহাদিগকে খুঁটির সহিত বাঁধিয়া বুকে বর্শার আঘাত করা হইত (আবূ য়ূসুফ, খারাজ, পৃ. ১১২)। বাজূরী পরিষ্কারভাবে সর্ব-প্রকার পীড়ন নিষেধ করেন, যেমন অগ্নিদগ্ধ করা, পানিতে নিমজ্জিত করা, গলা টিপিয়া শ্বাস রোধ করা, শূলে চড়ান, জীবিত অবস্থায় চর্ম উন্মোচন; তাঁহার মতে সুল্ত'ান বায়বারূস (৭০৮-৭০৯/১৩০৯, ১৩১০)-ই প্রথম পীড়ন প্রবর্তন করেন (Snouck Hurgronje, Verspr, Geschriften, ii. 198)। Lane (Manners and Customs, ch. iii. শেষের দিকে) ধর্মত্যাগিনী একটি স্ত্রীলোকের উল্লেখ করিয়াছেন যাহাতে দেখা যায় যে, অপরাধিনীকে গাধার পিঠে চড়াইয়া কায়রোর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরান হয়, তারপর নীলনদের মধ্যস্থলে নৌকার উপর তাহাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করত নদীতে নিক্ষেপ করা হয় (ফাতি'মীয় যুগেই কায়রোতে নীলনদে মৃতদেহ নিক্ষেপ করার প্রচলন ছিল; তু. Mez, Renaissance d. Isl. p. 29)। বেশ আধুনিক সময়েও আফগানিস্তানে ক'াদ্য়ানী বা আহ্'মাদীয়াঃ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইত, [OM, v., (1925), 138]। ভূতপূর্ব তুরস্ক দেশে, মিসরে এবং য়ুরোপীয় শাসনা-ধীন মুসলিম দেশগুলিতে য়ুরোপীয় প্রভাবে উনিশ শতকের মাঝামাঝি হইতে ক'াদ'ীর বিচারে ধর্মত্যাগীর প্রাণদণ্ড রহিত হয়; কিন্তু এখনও কারাদণ্ড ও নির্বাসন রহিত হয় নাই (তু. Isabel Burton, The Inner Life of Syria, London 1875, i. 180 প.)। যাহাই হউক, উপরিউক্ত অঞ্চলে ধর্মত্যাগীদেরকে তাহাদের জীবন সম্বন্ধে শংকিত থাকিতে হয়, কারণ তাহাদের মুসলিম আত্মীয়েরা বিষ প্রয়োগে অথবা অন্য উপায়ে গোপনে তাহাদিগকে সরাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। কখনও কখনও ক'াদ্য়ানী লেখকগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, ধর্মত্যাগের জন্য ইসলামে প্রাণদণ্ডের কোন ব্যবস্থা নাই। ক'াদ্য়ানী সম্প্রদায়ভুক্ত মুহ'াম্মাদ 'আলী (তৎরচিত কু'রআনের ভাষ্যে) এ বিষয়ে বিশেষ জোর দেন যে, কু'রআনে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ নাই, মৃত্যুদণ্ডের কোন নজীরও নাই। অন্যপক্ষে অত্যন্ত জরুরী অবস্থায় সদ্য গঠিত মুসলিম সমাজকে ইসলাম গ্রহণের পর প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগকারীর অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার তাকীদে রাসূল (স')-এর পক্ষে ইমামের দায়িত্বে (discretion) এইরূপ ধর্মত্যাগীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দেওয়াই ছিল স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক; কিন্তু কেবল ধর্মত্যাগের অপরাধে হযরত (স') কাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন, এইরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না [Zwemer, The Law of Apostasy in Islam London 1924, p. 17, 37 প.; OM, v. (1925), 262]। তাহাদের এইমত যে ভ্রান্ত, তাহা পূর্বাপরের আলোচনা হইতেই প্রমাণিত হয়।

(খ) ধর্মত্যাগীকে পুনঃদীক্ষিত করিবার চেষ্টা বাধ্যতামূলক কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ১ম ও ২য়/৭ম ও ৮ম শতাব্দীর কোন কোন আইনবিদ ইহাকে বাধ্যতামূলক মনে করেন না (যেমন জ়'াহিরী সম্প্রদায়) অথবা ওয়াসি'ল ইব্ন 'আত'া'র (মৃ. ১১৫/৭৩৩) ন্যায় তাঁহারা দুই প্রকার ধর্মত্যাগীর উল্লেখ করিয়া পৃথক শাস্তির ব্যবস্থা প্রদান করেন: (১) ইসলামী সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া ইসলাম ত্যাগ করিলে তাহাকে অবিলম্বে হত্যা করিতে হইবে (শী'আদেরও এই মত); (২) অমুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণের পর ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহা ত্যাগ করিলে, এই শ্রেণীর আইনবিদগণের মতে তাহাকে পুন-দীক্ষিত করিবার জন্য তিনবার চেষ্টা করিতে হইবে (সূরাঃ ৪ঃ১৩৭-এর উপরে নির্ভর করিয়া, তু. ত'াবারী, তাফ্সীর, ৫খ, ১৯৩ প.), অথবা প্রথমে তাহাকে তিন দিন কারারুদ্ধ রাখিতে হইবে (তু. পূর্বোক্ত ২০)। অন্যান্য আইনবিদের মতে পাঁচ ওয়াক্'তের স'ালাত পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া প্রতিবার তাহাকে স'ালাত আদায় করিবার জন্য আদেশ করিতে হইবে। সে যদি প্রতিবারেই স'ালাত অস্বীকার করে তবেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি সে তাওবাঃ করিয়া আবার ইসলাম কবূল করে তবে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে (তু. এই প্রসঙ্গে শাফি'ঈ, উম্ম, ১খ, ২২৮; আবূ য়ূসুফ, খারাজ, পৃ. ১০৯)। পরবর্তীকালে সব ক্ষেত্রেই ইস্তি-তাবাঃ (استتابة-তাওবাঃ চাওয়া) বা তাওবার সুযোগ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়। কোন খৃস্টান বা য়াহূদী ইসলামে দীক্ষিত হইলে শুধু কালিমাঃ শাহাদাত উচ্চারণ করিলেই হয় না, তাহাকে প্রকাশ্যে পূর্ব ধর্ম ত্যাগও করিতে হয়।

ধর্মত্যাগী ব্যক্তি ইসলামী রীতি অনুসারে কাফন-দাফন হইতে বঞ্চিত হয়; তাহা ছাড়া আরো কতকগুলি আইনগত পরিণতির উদ্ভব হয়। শাফি'ঈ ও মালিক (র)-এর মতে ধর্মত্যাগীর সম্পত্তি ফায়' (فيء-মুসলিম কর্তৃক অধিকৃত রাষ্ট্রদ্রোহী অমুসলিমের সম্পত্তি)-রূপে গণ্য। যদি পলাতক ধর্মত্যাগী তাওবাঃ করিয়া ফিরিয়া আসে, তবে তাহার সম্পত্তির যাহা বাকী থাকে তাহা তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় (তু. উম্ম, ১খ, ২৩১ প.; এইখানে শাফি'ঈ প্রতিকূল হ'ানাফী মতের বিরোধিতা করেন)। অন্যেরা, বিশেষত পরবর্তী শাফি'ঈগণ ধর্মত্যাগী সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব স্থগিত (মাওকূ'ফ) বলিয়া মনে করেন এবং ধর্মত্যাগীকে অভিভাবকাধীন (মাহ্'জূর)-রূপে গণ্য করেন। যদি পলাতক ধর্মত্যাগী দারু'ল-হ'ারব-এ মারা যায় কেবল সেই ক্ষেত্রেই তাহার সম্পত্তি ফায়'রূপে গণ্য হয় (শীরাযী, মুহ'াযযাব, কায়রো ১৩৪৩ হি., ২খ, ২৪০; তু. শাফি'ঈ, উম্ম, ৬খ, ১৫১; ৭খ, ৩৫৫)। হ'ানাফী ও শাফি'ঈদের মতে ক'াদ'ী ঐ সম্পত্তি আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন (তু. দারিমী, ফারা'ইদ', বাব ৪০-এর হ'াদীছ'গুলিও), মুদাব্বার ও উম্মু ওয়ালাদ-এর বেলায় তাহারা তাহাদের ধর্মত্যাগ করিয়া দারু'ল-হ'ারব-এ পলাইয়া গেলে (মৃত্যু না হইলেও) তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হয়, কারণ উহা তাহার মৃত্যুসদৃশ। কিন্তু সে যদি তাওবাঃ করিয়া ফিরিয়া আসে তবে তাহার সম্পত্তির যাহা বাকী থাকে তাহা সে ফিরিয়া পায়; উত্তরাধিকারীদিগকে ক্ষতি পূরণের জন্য দায়ী হইতে হয় না। ধর্মত্যাগীর বিবাহ ছিন্ন (বাতিল) বলিয়া গণ্য হয়। তাহার আইন-সংক্রান্ত কার্যাদির মধ্যে (ইস্তীলাদ) ক্রীতদাসীর সহিত সন্তান কামনায় সহবাস কার্যকরী (নাফিয') থাকে অর্থাৎ উম্মু ওয়ালাদ স্বাধীন হইবে, কিতাবাঃ ক্রীতদাসের সহিত নির্ধারিত পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে স্বাধীনতা প্রদানের চুক্তিও বৈধ থাকিবে। অন্যান্য আইন

সংক্রান্ত কার্যকলাপ যেমন দাসত্ব মোচন, ওয়াক্'ফ, ওয়াসি'য়্যাত, বিক্রয়, আবূ হ'ানীফাঃ (র)-র মতে স্থগিত (মাওকূ'ফ) থাকে ; আবূ য়ূসুফের মতে সুস্থ ব্যক্তির কার্যের ন্যায় কার্যকরী থাকে। কিন্তু ইমাম মুহ'াম্মাদের মতে উপরিউক্ত কার্যাদি রুগ্ন অসমর্থ ব্যক্তির কার্যের ন্যায় বিবেচিত হইবে অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের অধিক সম্পত্তিতে কার্যকরী হয় না। নারী ধর্মত্যাগীর বেলায় ঐ সব কার্য সর্বদাই বলবৎ থাকে। যদি ধর্মত্যাগী ব্যক্তি দারু'ল-হ'ারব-এ পলাইয়া গিয়া ঐরূপ আইন সংক্রান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে তবে তাহা অসিদ্ধ হইবে (সারাখ্সী, সিয়ার, ৪খ, ১৫২ ; তু. আবূ য়ূসুফ, খারাজ, পৃ. ১১১)। কিন্তু যেহেতু শাফি'ঈ ও মালিক (র)-এর মতে ধর্মত্যাগীর সমস্ত সম্পত্তিই ফায়' হইয়া যায়, সেইজন্যই এরূপ আইন সংক্রান্ত ব্যবস্থা অসিদ্ধ। শুধু দাসত্ব মোচনের ক্ষেত্রে তাওবাঃ করিয়া সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাহার কার্য স্থগিত থাকে, তাহার মৃত্যুতেও তাহার ক্রীতদাস ফায়' হইয়া যায় (তু. পূর্বোল্লিখিত শাফি'ঈদের মত)।

ধর্মত্যাগী যদি তাওবাঃ করিয়া ফিরিয়া আসে তবে ধর্মত্যাগের পূর্বে কৃত বে-আইনী কার্যের জন্য তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। ধর্মত্যাগী অবস্থায় অপরাধ করিয়া থাকিলে হ'কূ'কু'ল্লাহ্ সম্বন্ধীয় অপরাধ গণ্য করা হয় না (অর্থাৎ হ'াদ্দ্ প্রয়োগ হয় না), কিন্তু হ'কূ'কূ''ল-'ইবাদ গণ্য করা হয়। যেমন দিয়্যাত অবশ্যই তাহাকে শোধ করিতে হয় (সারাখ্সী, সিয়ার্, ৪খ, ১৬৩, ২০৮ প., তু. শাফি'ঈ, উম্ম, ১খ, ২৩১ ; ৬খ, ১৫৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ হ'াদীছ' ও ফিক্'হের গ্রন্থসমূহ ব্যতীত বিশেষভাবে দ্র. ঃ (১) শাফি'ঈ, কিতাবু'ল-উম্ম, কায়রো ১৩২১ হি., ১খ, ২২৭-২৩৪ ; ৫খ, ৫১ ; ৬খ, ১৫৪-১৫৬ ; ৭খ, ৩৩০ প., ৩৫৫ ; (২) আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, কায়রো ১৩০২ হি., পৃ., ১০৯-১১২ ; (৩) সারাখ্সী, শার্হ''স-সিয়ারি'ল-কাবীর, হায়দরাবাদ ১৩৩৬ হি., ৪খ, ১৪৬-২১৯ ; (৪) দাবূসী, তা'সীসু'ন-নাজ'ার, কায়রো, তা. বি., পৃ. ২২ ; (৫) Goldziher, Muh. Studien, Halle 1890, ii. 215 প. ; (৬) Santillana, Instituzioni di diritto Musulmano malichita, Rom. 1926, i. 131-134 ; (৭) Zwemer, The Law of Apostosy in Islam. London 1924 ; (৮) G. F. Pijper, Echtscheiding an Apostasie in Fragmenta Islamica, Leiden 1934 ; তু. ক'াত্ল।

W. Heffening (S.E.I.)/শহীদ শরফুদ্দীন

মুরীদ ঃ (দ্র. ত'ারীক'াঃ)

মুশ্রিক ঃ (দ্র. শির্ক)

মুস''আব ইব্ন 'উমায়র (مصعب بن عمير) (রা), হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর একজন স'াহ'াবী। 'আবদু'দ-দার সম্ভূত কু'রায়শ বংশে ছিল তাঁহার জন্ম। ধনী মাতাপিতাসঞ্জাত এই সুশ্রী যুবকের দিব্য চেহারা মানুষকে মুগ্ধ করিত। অথচ তিনি স্বয়ং মুহ'াম্মাদ (স')-এর ধর্মীয় শিক্ষায় এত বিপুলভাবে বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, সামাজিক সকল পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করিয়াও তিনি রাসূল (স')-এর অনুসারীদের কাতারে শামিল হইয়াছিলেন। পরম্পরাগত বিভিন্ন সূত্রে তাঁহার ইসলাম-পূর্ব বিলাসী জীবন ও ইসলামোত্তর দীন-হীন জীবনের তুলনামূলক বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু এইগুলিকে অন্যান্য কিংবদন্তীর ন্যায় অবান্তর বলা না গেলেও কতকটা সন্দেহজনক মনে করা হয়। কেননা মুস্''আব (রা)-এর যুগে 'আরবের লোকেরা অত বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল না।

মাতাপিতা কর্তৃক আল্লাহ্-বিশ্বাসীদের আনুষ্ঠানিক 'ইবাদাতে অংশ গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় মুস্''আব (রা) কতিপয় মুসলমানের সঙ্গে আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং সেই স্থান হইতে হিজরাতের পূর্বেই প্রত্যাবর্তন করেন। রাসূল (স') তাঁহার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। 'আক'াবায় সংঘটিত প্রথম সাক্ষাৎকারের পরেই রাসূল (স') মুস''আবকে ধর্ম-প্রচারকরূপে মদীনায় প্রেরণ করেন। তিনি সেখানকার কতক লোককে ইসলামের অনুবর্তী করিয়া তোলেন। পরম্পরাগত কতক বর্ণনানুসারে প্রতীয়মান হয় যে, ঐই সময় তিনি রাসূল (স')-এর অনুমতিক্রমে শুক্রবারের জুম'আর স'ালাত প্রবর্তিত করেন। অবশ্য তাঁহার পূর্বেই মূসা ইব্ন 'উক্'বাঃ (রা) এই স'ালাত পরিচালনা করিয়াছিলেন বলিয়াও উল্লেখ রহিয়াছে। অন্যদের মতে মদীনাবাসী আস'আদ ইব্ন যুরারাঃ (রা) প্রথম ইহাতে ইমামতি করেন। আবার কতক লোক এই দুইটি মতের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বলেন, মুস''আবের অনুপস্থিতিতে আস'আদ (রা) এই বিশেষ স'ালাত পরিচালনা করিতেন।

'আবদু'দ-দারের অতীত প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা স্মরণ করিয়া মুস''আব বদ্র ও উহ'দের যুদ্ধে রাসূল (স')-এর পতাকা বহন করেন এবং শেষোক্ত যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁহার মাতা অত্যন্ত কমনীয় চরিত্রের অধিকারিণীরূপে পরিচিতা ছিলেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার মাতার প্রতি যে বিরূপ মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং বিশেষত বদ্রের যুদ্ধে বন্দী ভ্রাতার প্রতি তিনি যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে অনুমিত হয় যে, গভীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আসাদ বংশীয়া হ'ামাঃ বিন্ত জাহ্'শ ছিলেন তাঁহার স্ত্রী।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মূসা ইব্ন 'উক্'বাঃ (Sachau-সম্পা.) SBPr Ak. W., ১৯০৪ খৃ., পৃ. ৪৫১ ; (২) ইবন হিশাম, পৃ. ২০৮, ২৪১, ২৮৯ প., ৪৫৯ প., ৪৮৭, ৫৬০, ৫৬৬, ৫৮৬ ; (৩) ত'াবারী, ১খ, ১১৮২, ১২১৪ প., ১৩৩৭, ১৩৮৬, ১৩৯৪, ১৪০৪, ১৪২৫ ; (৪) আল-ওয়াকি'দী, অনু. Wellhausen, পৃ. ৪৯, ৬৮, ৭৯, ১০৬, ১১৪, ১৩৫, ১৪৩ ; (৫) ইব্ন সা'দ, ৩/১খ, ৮১-৮৬ ; ৩/২খ, ১৩৯ ; (৬) নাওয়াব'ী, সম্পা. Wustenfeld পৃ. ৫৫৬ প. ; (৭) ইব্ন হ'াজার আল-'আস্ক'ালানী, ইস'াবাঃ, (Sprenger সম্পা.). ৩খ, পৃ. ৮৬১ ; (৮) Wensinck, Mohammed en de Joden et Medina, পৃ. ১১১ প., Buhl, Das Leben Mohammad's, Leipzig ১৯৩০ খৃ., পৃ. ১৮৬, ২১৪, ২৫৭ ; (৯) Caetani, Annali dell' Islam., ১খ ও ২খ, সূচীপত্র দ্র.।

F. Buhl (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

মুস্তা'রিব (مستعرب), অর্থ "আরবীকৃত"; 'আরব বংশ-তত্ত্ববিদগণ 'আরবের অধিবাসীদিগকে যে সকল দলে বিভক্ত করিয়া থাকেন উহাদের একটির নাম। প্রথমটি হইল 'আরাব 'আরিবাঃ অর্থাৎ খাঁটি বংশীয় আদি 'আরব ; তাহারা নয়টি (মতান্তরে সাতটি) গোত্র এবং আরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহে'র (দ্র.) বংশধর ও 'আরবের প্রথম বাসিন্দা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। গোত্রগুলি হইতেছে 'আদ, ছ'ামূদ, উমায়িম, 'আবীল, ত'াস্ম, জাদীস্, 'ইম্লিক', জুর্হুম ও ওয়াবার। ইহারা এখন বিলুপ্ত, তবে অবশিষ্ট কিছু লোক অন্যান্য গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দলের নাম, মুতা'আর্রিবাঃ (দ্র.); তাহারা বিশুদ্ধ 'আরব নহে। তাহারা ক'াহ'-

ত'ান [(রাক্ত'ান) আদি পুস্তক ১০শ, ২৫-এ প্রদত্ত জাতিগুলির তালিকায়]-এর বংশধর বলিয়া বিবেচিত হয় ও দক্ষিণ 'আরবে বাস করে। তৃতীয় দল মুস্তা'রিবাঃ বলিয়া অভিহিত হয়, যে সকল লোক মূলে 'আরব ছিল না, এই নামটি তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তাহারা ইসমা'ঈল ('আ)-এর বংশধর। মা'আদ্দ ইব্ন 'আদ্নানকে তাহাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাঁহারা 'আরাব 'আরিবার সহিত বাস করিয়া তাহাদের ভাষা শিক্ষা করে বলিয়া বর্ণিত আছে। উত্তর 'আরবীয় সমুদয় গোত্রকে মুস্তা'রিবাঃ-র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুতরাং হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বংশ বানূ কু'রায়শও ইহাদের অন্যতম। কাজে কাজেই ইব্রাহীম ('আ) তাঁহার পূর্বপুরুষ এবং সেইভাবে বাইবেলে বর্ণিত পয়গ'াম্বরদের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মূলত তাহারা 'আরব বংশোদ্ভূত নহে। এরূপ গোত্রগুলির জন্য ব্যবহৃত প্রাচীন মুস্তা'রিবাঃ শব্দটি স্পেন জয়ের পর একটি নূতন অর্থে ব্যবহৃত হয়; যে সকল স্পেনীয় খৃস্টান ইসলাম গ্রহণ করে ইহা তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হয়। শব্দটি বিকৃত হইয়া মোযারাব (Mojarab) হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Caetani, Annali dell' Islam, i. 43; (২) ঐ লেখক, Studi di Storia Orientale, i. 306 প.; (৩) Caussin de Perceval, Essai sur l'Historie des Arabes, i. 6 প.; (৪) C. Ritter, Arabien, i. 57; (৫) আস-সুয়ূত'ী, মুয্হির, প্রথম নাও' (পরিচ্ছেদ); (৬) তাজু'ল-'আরূস, ১ম, ৩৭১; তু. Lane, Lex. দ্র. সংশ্লিষ্ট শব্দ।

I. Lichtemsladter (S. E. I.)/ডঃ মির্জা অবদুল কাদের

মুস্তাহ'াব্ব (দ্র. হ'ক্ম, শারী'আত)।

মুস্নাদ (দ্র. হ'াদীছ')।

মুস্লিম (مسلم), সীন-লাম-মীম্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহাতে ইসলামের অনুগামী বুঝায়। শব্দটি (মুসলিম, মোসলিম ও মোসলেম্ আকারেও) বিশেষ্য বা বিশেষণ বা উভয়রূপে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। 'Muhammadan' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কয়েকটা য়ুরোপীয় ভাষায় চালু হইয়াছে। ইহা ফরাসী ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় ভিন্ন আকারে Musulman শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শেষোক্ত ভাষায় Musulman শব্দটি বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। মুসলমান শব্দের মূলও মুসলিম। তাহাতে ফারসী বিশেষণের 'আন' প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। 'আরবী সাহিত্যে শব্দটি ইসলামের অনুসারী বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় এবং বরাবরই এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। ঈমান, ইসলাম ও আমীরু'ল-মু'মিনীন প্রবন্ধগুলিও দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Yule and A.C. Burnell, Hobson-Jobson দ্র. Musulman; (২) H. Lammens, Remarques sur les mots francais derives de l'arabe Beyrouth 1890, p. 176; (৩) E. Littmann, Morgenlandischen Worter in Deutschen, 2nd ed., Tubingen 1924, p. 61 প.; (৪) R. Dozy. Oosterlingen, 's-Gravenhage—Leyden—Arnhem 1867, p. 44; (৫) D. kunstlinger, "Islam, Muslim, aslama" im Kuran, in Rocznik Orjent. xi (1936), p. 128 প.; (৬) H. Ringgren, Islam, aslama and Muslim, Uppsala 1949।

A. J. Wensinck (S. E. I.)/ডাঃ মির্জা আবদুল কাদের

মুসলিম ইব্নু'ল-হ'জ্জাজ, (مسلم بن الحجاج) আবু'ল-হ'সায়ন আল-কু'শায়রী আন-নায়সাবূরী (র), ২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১ সালে নায়সাবূরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৬১/৮৭৫ সালে ইন্তিকাল করেন এবং নায়সাবুরের শহরতলী নাস'রা-বাদে তাঁহাকে দাফন করা হয়। ইব্ন হ'াজার (গ্রন্থপঞ্জী দ্র.) তাঁহার মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার যশ 'স'াহ'ীহ''-এর উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। উহা বুখারীর উক্ত নামীয় গ্রন্থের সহিত হ'াদীছ' সংকলনগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ খ্যাতিসম্পন্ন।

ইমাম মুসলিম (র) হ'াদীছ' সংগ্রহের ব্যাপারে 'আরব, মিসর, সিরিয়া এবং ইরাক প্রভৃতি দেশ ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন এবং সেই সমস্ত দেশের প্রসিদ্ধ হ'াদীছ'বিদ যেমন আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র), ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর শাগির্দ হারমালাঃ, ইস্হ'াক' ইব্ন রাহ্-ওয়ায়হ প্রমুখের নিকট হইতে হ'াদীছ' শ্রবণ করেন। তাঁহার সংগৃহীত প্রায় ৩,০০,০০০টি হ'াদীছ' হইতে সংকলন করিয়া তিনি তাঁহার স'াহ'ীহ' রচনা করেন। তিনি ফিক্'হ বিষয়ে, হ'াদীছ'বিদ্গণ সম্বন্ধে এবং জীবনীমূলক অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এইগুলির কোনটাই বর্তমানে পাওয়া যায় না।

তাঁহার স'াহ'ীহ' অন্যান্য হ'াদীছ' গ্রন্থ হইতে ভিন্ন ধরনের। কারণ এই গ্রন্থের হ'াদীছ'সমূহ পরিচ্ছেদে বিভক্ত হয় নাই, অথচ বুখারীর গ্রন্থে হ'াদীছ'গুলি বিভিন্ন শিরোনামের (ترجمة الباب) অধীনে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। তবুও মুসলিমের স'াহ'ীহ' গ্রন্থে হ'াদীছ'সমূহ খুঁজিয়া বাহির করা কষ্টকর নয়। কারণ হ'াদীছ'-বিন্যাসের সহিত ফিক্'হী মাসাইলের বর্ণনাধারার নিবিড় যোগসূত্র রহিয়াছে। কার্যত প্রতিটি হ'াদীছ'-সমষ্টির জন্য একটি করিয়া শিরোনাম আছে। এই বিষয়ে উহাকে বুখারীর তরজমার সহিত তুলনা করা যায়। ইহা অবশ্য মুসলিম নিজে করেন নাই। কারণ দেখা যায় যে, স'াহ'ীহে'র বিভিন্ন সংস্করণে শিরোনামগুলি এক-রূপ নহে।

মুসলিম এবং অন্যান্য হ'াদীছ' গ্রন্থের মধ্যে যে দ্বিতীয় পার্থক্য রহিয়াছে তাহা হইল এই যে, তিনি ইস্নাদের উপর বিশেষ জোর দেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার গ্রন্থে এক-একটি হ'াদীছ' বিভিন্ন ইস্নাদের মাধ্যমে বর্ণিত হইয়াছে, যাহা একই ধরনের বা সামান্য পরিবর্তিত বিভিন্ন মাত্ন-এর সূচনা হিসাবে কাজ করে। এই ধরনের নূতন ইস্নাদ মূলগ্রন্থে 'হ'' (তাহ্'ব'ীল বা হ'াওয়ালাঃ—'পরিবর্তন') অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করেন। এই অভিনবত্বের জন্য মুসলিম (র)-এর প্রশংসা করা হয়। অন্যান্য ব্যাপারে বুখারী (র) তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এমন কি তাঁহার ভক্ত আন-নাওয়াব'ী-ও তাহা স্বীকার করেন। তিনি মুসলিমের স'াহ'ীহে'র একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; মুসলিমের ধর্মতত্ত্ব এবং ফিক্'হ-এর জন্য ইহা একটি বিশেষ মূল্যবান রচনা।

মুসলিম (র)-এর তাঁহার গ্রন্থে হ'াদীছ'বিজ্ঞান (উসূ'লু'ল-হ'াদীছ')-এর একটি উপক্রমণিকা সংযোজন করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি ৫২ কিতাবে বা মূল অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এইসব অধ্যায়ে হ'াদীছে'র সাধারণ বিষয়াদি আলোচিত হইয়াছে, যেমন (ঈমান প্রভৃতির) পাঁচটি স্তম্ভ, বিবাহ, দাসত্ব, বিনিময় প্রক্রিয়া, উত্তরাধিকার আইন, যুদ্ধ, কু'রবানী, শিষ্টাচার, রীতিনীতি, নবীগণ, স'াহ'াবীগণ, অদৃষ্ট এবং অন্যান্য ধর্মীয় এবং পারলৌকিক বিষয়। গ্রন্থ শেষে তিনি কু'রআনের

তাফ্সীর সম্পর্কে একটি অধ্যায়ের সংযোজন করিয়াছেন। এই শেষোক্ত অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গ্রন্থের সর্বপ্রথম অধ্যায় কিতাবু'ল-ঈমান বহু গুণ বিস্তৃত এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধর্মতত্ত্বের পূর্ণ আলেখ্য।

মুসলিম (র)-এর স'াহ'ীহ'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের জন্য Brockelmann, GAL, i. 167; S. i. পৃ. 265 দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আন-নাওয়াব'ী, তাহয'ীব, ed. Wustenfeld, পৃ. ৫৪৮ প.; (২) ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল-আ'য়ান, ed. Wustenfeld, নং ৭২৭, ১৯, ১৫২; (৩) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আস্‌ক'ালানী, তাহ্‌য'ীবু'ত-তাহ্‌য'ীব, হায়দ্রাবাদ ১৩২৭ হি., ১০খ, ১২৬—১২৮; (৪) হ'াজ্জী খালীফাঃ, ed. Flugel, সূচী দ্র., আবু'ল-হ'সায়ন মুস্‌লিম ইব্‌ন হ'াজ্জাজ; (৫) Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, ii. 149 প.; (৬) Goldziher, Muh. Studien ii. 245 প.; (৭) J. E. Sarkis, মু'জামু'ল-মাত্'বু'আতি'ল-'আরাবিয়্যাঃ ওয়া'ল-মু'আর্‌রাবাঃ, কায়রো হি. ১৩৪৬ (১৯২৮), সংগ্রহ ১৭৪৬।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/আবু বকর সিদ্দীক

মুসায়লিমাঃ (مسيلمة), নামটি মাস্‌লামাঃ নাম হইতে অবজ্ঞার্থে ক্ষুদ্রত্ববাচক শব্দ। মাসলামার নাম এইভাবেই মুবার্‌রাদ-এর কামিল (সম্পা. Wright, পৃ. ৪৪৩) ও বালাযু'রী (সম্পা., de. Goeje. পৃ. ৪২২) পুস্তকদ্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। অনুরূপ তুলনীয় নাম ত'ল্‌হ'াঃ হইতে তু'লায়হ'াঃ। মুসায়লিমাঃ হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর সমসাময়িক ব্যক্তি এবং য়ামামাঃ প্রদেশের বানূ হ'ানীফাঃ গোত্রে উদ্ভূত নুবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার। তাহার বংশ তালিকা বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু সকলেই হ'াবীব নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার উপনাম আবু ছু'মামাঃ। প্রচলিত বর্ণনা অনুসারে হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর ইন্তিকালের পরেই সে নুবুওয়াতের দাবী লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। রাসূল (স')-এর জীবদ্দশায় সে মদীনায় এক প্রতিনিধিদল লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়াছে। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে সে হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর নুবুওয়াতের পূর্বেই নুবুওয়াতের কার্যকলাপ আরম্ভ করিয়াছিল। D. S. Margoliouth ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করার অনুকূলে কিছু কারণ দেখাইয়াছেন। ইব্‌ন ইস্‌হ'াকে'র মতে (ইব্‌ন হিশাম, সম্পা. Wustenfeld, p. 200) হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর শত্রুগণ অভিযোগ করিত যে, তিনি য়ামামাঃ প্রদেশের রাহ্'মান নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে জ্ঞান শিক্ষা করেন; কিন্তু ত'াবারী, ৩খ, ২৪৪-তে এ কথা মুসায়লিমাঃ সম্বন্ধেই বিবৃত হইয়াছে। প্রায় সব হ'াদীছে'ই বিবৃত হইয়াছে যে, মুসায়লিমাঃ হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল যে, তাহার এবং হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর কর্তৃত্ব বিভক্ত করা হউক অথবা হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর ইন্তিকালের পর তাহার হস্তে কর্তৃত্ব দেওয়া হউক (হ'ানীফাঃ গোত্রের প্রধান হওয়া সম্পর্কে অনুরূপ গল্প প্রচলিত আছে)। ইহা হইতে বুঝা যায়, য়ামামাঃ প্রদেশে মুসায়লিমার প্রভাব প্রসার লাভ করিয়াছিল। হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর ওফাতের পর বানূ হ'ানীফাঃ গোত্রের সকলে তাহার অধীনে সমবেত হইয়াছিল। ইহা হইতেও তাহার প্রভাব-প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমানগণ তাহাকে মিথ্যাবাদী (কায্‌য'াব) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা তামীম গোত্র হইতে উদ্ভূত অনুরূপ নুবুওয়াতের দাবীকারিণী স্ত্রীলোক সাজ্জাহ্‌-এর সহিত মুসায়লিমার সম্পর্কের কথাও বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু সায়ফ প্রদত্ত বিবরণ সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের। তাঁহার বিবরণ নির্ভরযোগ্য নহে। পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যে তাঁহার বিবরণকে সমর্থন করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু সায়ফও লিখিয়াছেন যে, মুসায়লিমাঃ তাহার অনুচরগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য দৈনিক পাঁচবারের পরিবর্তে তিনবার নামাযের ব্যবস্থা দিয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, মুসায়লিমাঃ-র একজন মুআয'যি'ন এবং একজন মুক'ীম ছিল। মুসায়লিমাঃ কু'রআনের অনুকরণে আয়াত রচনা করার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে। পাশ্চাত্য লেখকরা মনে করেন যে, সায়ফের বর্ণনা অনুযায়ী মুসায়লিমাঃ নিশ্চয়ই খৃস্ট ধর্ম দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবে। কারণ সে স্বর্গরাজ্য এবং 'ঈসা ('আ)-এর পুনরাগমনের কথা বলিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা খৃস্টধর্মের প্রভাব প্রমাণিত হয় না। ইসলামই শিক্ষা দেয় যে, 'ঈসা ('আ) পুনরাগমন করিবেন এবং পৃথিবীতে শান্তি ও বিচার প্রতিষ্ঠা করিবেন। তৎকালীন 'আরবের কয়েকজন ধর্মপ্রাণ লোকের মতে সেও সন্যাস প্রথার পক্ষপাতী ছিল। সে মদ্যপান নিষিদ্ধ করিয়াছিল এবং পুত্রের জন্মের পর স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ করিয়াছিল। নাজ্‌দে ভ্রমণকালে Palgrave মুসায়লিমাঃ-র নামে প্রচলিত কতকগুলি উক্তি শুনিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেগুলি লিখিয়া রাখেন নাই। সেজন্য পুস্তকে রক্ষিত মুসায়লিমা-র উক্তিসমূহের সহিত সেগুলি মিলাইয়া দেখিবার কোন উপায় নাই। ইসলামের প্রারম্ভে 'আরবের অভ্যন্তরে মুসায়লিমার গোত্র বানূ হ'ানীফাঃ ইসলামের জন্য একটি বিপদস্বরূপ ছিল। ইহাদিগকে দমন করিবার প্রথম প্রচেষ্টা বিফল হইলে হযরত আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহার যোগ্যতম সেনাপতি খালিদ ইব্‌নু'ল-ওয়ালীদ (রা)-কে মুসায়লিমার বিরুদ্ধে পাঠান। দ্বাদশ হিজরীতে 'আক'রাবা'য় এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথমে মুসলমানগণ সুবিধা করিতে পারেন নাই। কিন্তু খালিদ (রা)-এর যুদ্ধ কৌশলে আল্লাহ্ তা'আলার রাহ্'মাতে মুসায়লিমাঃ এবং তাহার বহু অনুচর নিহত হয়। এই যুদ্ধ ভীষণ রক্তক্ষয়ী হইয়াছিল। মুসলিম পক্ষে বহু সংখ্যক ক'ারী (হ'াফিজ') শহীদ হন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৯৪৫ প., ৯৬৪ প., ৯৭১, ৯৯৬ প.; (২) আল্-বালাযু'রী, পৃ. ৮৬ প.; (৩) ত'াবারী, ১খ, ১৭৩৭—১৭৩৯, ১৭৪৮—১৭৫০, ১৭৯৫—১৭৯৭, ১৮৭১, ১৮৮০, ১৯১৫—১৯২১, ১৯২৯—১৯৫৭; (৪) ইব্‌ন কু'তায়বাঃ, কিতাবু'ল-মা'আরিফ, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ২০৬; (৫) মাস'উদী, তান্‌বীহ (Bibliothec geographorum Arabicorum, vii, 275, 284 প.); (৬) Baihaki, Kitab al-Mahasin, ed. Schwally, p. 32; (৭) Muir, Annals of the Early Caliphate, p. 31, 38-46; (৮) Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, iv. 102, 115, 156 প.; vi. 15-19; (৯) Caetani, Annali dell' Islam, ii, 450 প., 635-648, 727-738; (১০) Hirschfeld, New Researches, p. 25; (১১) D. S. Margoliouth, in JRAS, 1903, p. 485 প.; তাঁহার বিপক্ষে; (১২) Lyall, ibid., p. 771 প.; (১৩) Palgrave, Narrative of a Year's Journey through Central and Eastern Arabia, i. 382; (১৪) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 303.

F. Buhl (S.E.I.)/মুহাম্মদ রিয়াউর রহীম

মুস'াল্লা (مصلى), শব্দটি ص-ل-و ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন। ইহার অর্থ যে স্থানে সমবিশেষে স'ালাত আদায় করা হয়। যখন

হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মদীনায় বসবাস আরম্ভ করিলেন তখন তিনি তাঁহার দৈনন্দিন স'ালাত তাঁহার বাসগৃহ সংলগ্ন মসজিদে সম্পন্ন করিতেন। ইহাই তাঁহার স'ালাতের স্থান ছিল। বিশেষ বিশেষ স'ালাত মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বানূ সালিমাঃ গোত্রের মহল্লায় অনুষ্ঠিত হইত। এই স্থান মদীনার প্রাচীরের বাহিরে ওয়াদীর উপরিস্থ পুলের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। বর্তমানে এই রাস্তাটি শহরতলী আল-'আন্বারিয়্যাঃ হইতে আসিয়া বাবুরু'ল-মুনাখার বাজারে মিশিয়াছে (তু. Burton, Personal Narrativc, Plan opp. i. 256, মুস'াল্লার এবং সেই স্থানে স্থাপিত 'উমার মসজিদের চিত্র ১খ, ৩২৯ পৃষ্ঠার বিপরীত; আল-বাতানূনী, আর-রিহ্'লাতু'ল-হি'জাযিয়াঃ, ২য় সংস্করণ, মদীনার নক্শা ২৫২ পৃষ্ঠার বিপরীত; বাবুরু'ল-মুনাখার অংশ, ঐ, ২৬৪ পৃষ্ঠার বিপরীত, Caetani, Annali, vol ll/i., opp. p. 72)।

এই স্থানে ১ শাওওয়ালে এবং ১০ যু''ল-হি'জ্জাতে দুই 'ঈদের স'ালাত পড়া হইত (ত'াবারী, ১খ, ১২৮১, ১৩৬২)। 'ঈদু'ল-আদ'হ'ার দিনে স'ালাতের পর দুইটি মেষ কুরবানী করা হইত (বুখারী, আদ'াহ'ী, বাব ৬)। এই দুই 'ঈদের দিনই মু'হাম্মাদ (স') এবং তাঁহার স'াহ'াবীগণ হযরত বিলাল (রা)-কে অগ্রে রাখিয়া মুস'াল্লার দিকে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার [হযরত বিলাল (রা)-এর] হস্তে বর্শা ('আনাযাঃ) থাকিত।

কথিত আছে যে, বৃষ্টির জন্য স'ালাতি'ল-ইস্তিস্ক'া' (দ্র.) মুস'াল্লায় পড়া হইত (এ বিষয়ে হ'াদীছে' অনেক বিবরণ আছে; তু. Wensinck, Handbook, দ্র. Rain; and do., Mohammed en de joden, p. 141)। আরও বিবৃত হইয়াছে যে, জানাযার স'ালাত এই মুস'াল্লায় পড়া হইত (বুখারী, জানা'ইয, বাব ৪, ৬১; Wensinck, Mohammed en de Joden, p. 140)। সর্বশেষে বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের দণ্ড মুস'াল্লা-তেই কার্যকর করা হইত (বুখারী, ত'ালাক', বাব ২; ত'াবারী, ১খ, ১৯০৩)। ঋতুবতী স্ত্রীলোকগণ উহা হইতে পৃথক থাকিত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহাকে পবিত্র জ্ঞান করা হইত (বুখারী, হ'ায়দ', বাব ২৩)।

কেবল মদীনাতেই নহে—অন্য অনেক স্থানেও উপরিউক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি অথবা ইহাদের কোন কোনটি মুস'াল্লায় অনুষ্ঠিত হইত। নাওয়াব'ীর মতে (মুসলিমের স'াহ'ীহ' পুস্তকের ভাষ্য; কায়রো ১২৮৩ হি., ২খ, ২৯৬) অধিকাংশ রাজধানীতেই এই রীতি অনুসৃত হইত। বর্তমানকাল পর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত আছে। Doutte-র মতে উত্তর-আফ্রিকায় মুস'াল্লা ১০ যু'ল-হি'জ্জার উৎসব অর্থাৎ 'ঈদু'ল-আদ'হ'ার কুরবানীর জন্য ব্যবহার করা হয়। ইহা একটি প্রশস্ত স্থান। ইহার চারিদিকে একটি প্রাচীর আছে; কি'বলার দিকে একটি মিহ্'রাব আছে এবং খাত'ীবের জন্য একটি উচ্চ স্থান আছে। মরক্কোর অনেক শহরে মুস'াল্লার রূপ ইহাই। উৎসব অনুষ্ঠানগুলি মুস'াল্লাতে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত কি মসজিদে হওয়া উচিত, ইহা বিতর্কের বিষয় ছিল। এ বিষয়ে মায্'হাবগুলির মধ্যেও মতানৈক্য ছিল (আবূ ইস্হ'াক' আশ-শীরাযী, তান্বীহ, সম্পা. Juynboll, p. 41, এখানে আস-স'াহ্'রা (ময়দান) এবং মস্জিদ উভয়ই উল্লিখিত হইয়াছে; ফুরক'ানীকৃত মুওয়াত্ত'া'র টীকা, ১খ, ৩২৮, খালীল ইব্ন ইস্হ'াক', মুখ্তাস'ার, প্যারিস ১৩১৮ হি., পৃ. ৩৩ প., আন-নাওয়াব'ী, পূ. গ্র., ২খ, ২৯৬)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Caetani, Annali dell' Islam, A. H. 2, 7, 24, note I, 67, 91, 101; A. H. 6, 19; A. H. 11, 55, note 3, 159; (২) Buhl, Das Leben Muhammads, transl. Schaeder, Leipzig 1930, p. 205, 233; (৩) R. Burton, Personal Narrative of a Pilgrimage ... ..., London 1857, i. 378; (৪) Wensinck, Mahammed en ed Joden te Medina Leiden 1908, p. 25, 138—142; (৫) do., Handbook, দ্র.; (৬) do., Rites of Mourning and Religion in Verh Ak. Amst., N. R. vol. xviii/i. পৃ. i.প.; (৭) Doutte. Magie et religion dans l'Afrique du Nord, Algiers 1908, p. 462; (৮) সামহূদী, খুলাস'াতু'ল-ওয়াফা', কায়রো ১২৮৫ হি., পৃ. ১৮৭ প.; (৯) Wustenfeld, Gesch. der Stadt Medina, in Abh. G. W. Gott., ix (separate ed., Gottingen 1860, p. 127 প.); (১০) ইব্নু'ল-আছ'ীর, সম্পা. Tornberg, ২খ, ৮৯; (১১) আল-য়া'কূ'বী, সম্পা. Houtsma, ii. 47; (১২) আদ-দিয়ার-বাক্রী, তা'রীখু'ল-খামীস, ২য়, ১৪; (১৩) য়াকূ'ত, মু'জাম, ৩য়, ১০৪, ৭০৩; ৪র্থ, ৫১ (কবিতার সূত্র সন্ধান); (১৪) Yule and Barnell, Hobson-Jobson, দ্র. mosellay।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহাম্মদ রিযাউর রহীম

আল-মুহাজিরূন (المهاجرون), দেশত্যাগিগণ। হযরত (স')-এর যে সমস্ত অনুসারী মক্কা ছাড়িয়া মদীনায় গমন করেন তাঁহাদিগকে কু'রআনে সাধারণত এই নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। শব্দটি হিজ্রাঃ শব্দ হইতে গঠিত। ইহার অর্থ 'পলায়ন' নহে; বরং ইহার অর্থ বংশানুক্রমে গঠিত একটি সম্পর্ককে ছিন্ন করিয়া তদস্থলে অপর একটি সম্পর্ক স্থাপন করা। হ'াদীছে' 'মুহাজির' শব্দটিকে কোন উদ্দেশ্য লাভের জন্য কোথাও 'যাওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা হয়, প্রকৃত মুহাজির সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে গমন করে। এই আখ্যাটি নবী (স')-এর প্রতি প্রয়োগ করা হয় না; বরং যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে পূর্বে বা পরে হিজরত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিই প্রয়োগ করা হয় এবং পরে তাঁহারা মদীনার জনসংখ্যার বিশিষ্ট অংশে পরিণত হন। রাসূল (স')-এর যেসব স'াহ'াবী মদীনার অধিবাসী ছিলেন, তাঁহাদিগকে আন্স'ার (দ্র.) বলা হয়। মুহাজিরগণ হইতে পার্থক্য দেখাইবার জন্যই তাঁহাদিগকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁহাদিগকে আন্স'ার বা সাহায্যকারী নামে অভিহিত করার তাৎপর্য এই যে, মক্কার মুহাজির তাহাদের সম্পত্তি, বাসগৃহ, জীবিকা প্রভৃতি সব কিছু মক্কায় পরিত্যাগ করত মদীনায় চলিয়া গেলে তাঁহাদিগকে মদীনাবাসীদের সাহায্য ও সহ-যোগিতার উপর নির্ভর করিতে হয়। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় কুর'আনে এই বলিয়া তাঁহাদিগকে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা আল্লাহ্র বিশেষ প্রিয়পাত্র, তাঁহারা তাঁহাদের বিরাট স্বার্থ ত্যাগের জন্য মহা-পুরস্কার লাভ করিবেন। "যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যাহারা হিজরত করিয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করিয়াছে নিশ্চয়ই তাহারা তাঁহার করুণার আশা করিতে পারে" (২ : ২১৮); "সুতরাং যাঁহারা হিজরত করিয়াছে, নিজ জন্মভূমি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, আমার পথে নির্যাতিত হইয়াছে, যুদ্ধ করিয়াছে এবং শহীদ

হইয়াছে, আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগের পাপসমূহ ক্ষমা করিব" (৩ : ১৯৫)। যাহারা হিজরত না করিয়া মক্কায় অবস্থান করিয়াছিল এবং আল্লাহ্‌র বিশ্ব তাহাদিগকে আশ্রয় দিবার মত যথেষ্ট প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও হিজরত করিতে ভয় পাইয়াছিল, তাহাদিগকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করা হইয়াছে। "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে হিজ্‌রত করে, সে পৃথিবীতে নিশ্চয়ই বহু আশ্রয় ও প্রচুর জীবিকা পাইবে; আর যে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজিররূপে গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তারপর মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহাকে পুরস্কার প্রদান করা আল্লাহ্‌র কর্তব্য হইয়া পড়ে" (৪ : ১০০)। ইহা ছিল ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহার একটি আভাস। হিজ্‌রতের জন্য এই সকল উৎসাহজনক আশ্বাসবাণী (৮ : ৭৪ ; ১৬ : ৪১ ; ২২ : ৫৮) ছাড়া রাসূল (স') মুহাজিরদের মধ্যে যাঁহারা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে সাহায্যের জন্য যথেষ্ট কার্যকরী ব্যবস্থাও অবলম্বন করেন। যাঁহারা আল্লাহ্‌র দীনকে জয়যুক্ত করার জন্য মক্কায় তাঁহাদের সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজ্‌রত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সেই সব দরিদ্র মুহাজিরের মধ্যে বিতরণ করা হয় বিনাযুদ্ধে লব্ধ য়াহূদী বানূ নাদ'ীর গোত্রের সমস্ত সম্পদ (৫৯ : ৮)। আন্‌সার ও মুহাজিরদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সূরাঃ ৮ : ৭২ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজ্‌রত করিয়াছে এবং তাহাদের ধন-প্রাণ দিয়া আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করিয়াছে আর যাহারা তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছে (দেখুন ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩২১ প.) এবং সাহায্য করিয়াছে (আন্‌সার) তাহারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। পক্ষান্তরে যাহারা ঈমান আনিয়াছে কিন্তু হিজ্‌রত করে নাই, হিজ্‌রত না করা পর্যন্ত তাহাদের সহিত বন্ধুত্বের কোন সম্পর্ক তোমাদের নাই।" এই আয়াতে আন্‌সার ও মুহাজিরদের মধ্যে যে বিশেষ ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হয়, তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। প্রথম দিকে এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন মৃত ভ্রাতার সম্পদের উত্তরাধিকার প্রদান করিত (তু. Fr. Buhl, Leben Muhammeds, p. 109)। কিন্তু উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত (সূরাঃ ৪ : ১২) নাযিল হইবার পর এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে উত্তরাধিকার স্বত্ব রহিত হয়।

মুহাজিরগণকে কত উচ্চ সম্মান দেওয়া হইয়াছিল, কু'রআন ৯ : ২০ আয়াত হইতে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। আল্লাহ্ বলেন, "যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হিজ্‌রত করিয়াছে এবং আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের ধন-প্রাণ দিয়া জিহাদ করিয়াছে, আল্লাহ্‌র নিকট তাহাদের মর্যাদা উচ্চতর, তাহারাই কৃতকার্য।" এইভাবে মুহাজির শব্দটি একটি সম্মানজনক উপাধিতে পরিণত হয় (দ্র. কু'রআন ২৯ : ২৬, সেখানে হযরত লূত' ('আ)-কেও এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আবিসিনিয়ায় হিজ্‌রতকারিগণও মুহাজির আখ্যায় আখ্যায়িত হন (See Fr. Buhl, op. cit., p. 172); তবে সর্বশেষ ও প্রকৃত হিজ্‌রত ছিল মদীনায়, যেখানে স্বয়ং রাসূল (স') গমন করেন। ইসলাম বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মুহাজিরদের সংখ্যাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কারণ মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত হিজ্‌রত করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয ছিল। পরবর্তী মুহাজিরদের সম্বন্ধে কু'রআনে (সূরাঃ ৮ : ৭৫) ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং যাহারা পরে ঈমান আনিয়াছে হিজরত করিয়াছে এবং তোমাদের সহিত একত্রে জিহাদ করিয়াছে তাহারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। হু'দায়বিয়ার সন্ধির পর যে সমস্ত মুসলিম নারী তাহাদের কাফির স্বামী পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজ্‌রত করিয়াছিল (সূরা ৬০ : ১১-১২ প.), তাহারা বায়'আত (ঈমান ও আনুগত্যের অঙ্গীকার) গ্রহণ করিলে তাহাদিগকে মক্কায় ফিরাইয়া দেওয়া হইত না। এইভাবে প্রাথমিক ও পরবর্তী মুহাজির-গণ দ্বারা ক্রমশ মদীনার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সূরাঃ ৩৩ : ৬, ৫০ আয়াতে সমাজে ইহাদের সকলেরই সমান অধিকার আছে বলিয়া স্বীকৃত।

মক্কা বিজয়ের পর হিজরত বন্ধ হয়। তবে মুহাজিরগণ মদীনার সামাজিক জীবনে বিশিষ্ট সুউচ্চ সম্মানের অধিকারীরূপে অবস্থান করেন। মুহাজির ও আন্‌সা'রদের মধ্যে কিছুটা প্রতিদ্ব-ন্দ্বিতার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক। বস্তুত রাসূল (স')-এর ওফাতের পর আন্‌সা'রগণ খিলাফাতের জন্য সা'দ ইব্‌ন 'উবাদাঃ (রা)-র নাম প্রস্তাব করেন। তবে এই প্রস্তাব প্রধানত হযরত আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রা)-এর দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে পরিত্যক্ত হয়। কাজেই জাতির নেতৃত্ব আপাতত মুহাজিরগণের হাতেই থাকিয়া যায়। হা'দীছে' সাধারণভাবে কে মুহাজির এবং কে মুহাজির নহে —এই প্রশ্ন দুইভাবে আলোচিত ও বিবৃত হইয়াছে। প্রথমত অষ্টম হিজরী বৎসরে হিজরত শেষ হইয়াছে (لا هجرة بعد الفتح)। দ্বিতীয়ত জিহাদে যোগদানের সহিত ইহাকে সংযুক্ত করা হয় (দেখুন Wensinck, Handbook, দ্র. হিজ্‌রাঃ)। খারিজীগণ শুধু সেই সকল লোককে মুহাজির বলে যাহারা তাহাদের দলে (মু'আস্-কার) যোগদান করে। সূ'ফীগণ হিজ্‌রতকে আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করে। তাহাদের প্রমাণ এই হা'দীছ' : "সেই ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করে" (মিশকাত, বুখারী ও মুসলিম)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-এর জীবন-চরিতসমূহ বিশেষত ইব্‌ন হিশাম, ed. Wustenfeld, p. 341 প.।

F. Buhl & A. J. Wensinck (S.E.I.)/আ. ক. মু. আদমুদ্দীন

মুহা'ম্মাদ (স') (محمد صلعم), মুহা'ম্মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্, মক্কা নগরীতে সম্ভ্রান্ত কু'রায়শ গোত্রের হাশিমী শাখায় ৫৭১ খৃস্টাব্দের ২০ এপ্রিল, ১২ মতান্তরে ৯ রাবী'উ'ল-আওওয়াল জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসর রামানের খৃস্টান শাসনকর্তা আব্‌রাহাঃ (দ্র.) কা'বাঃ ধ্বংসের অভিপ্রায়ে মক্কায় অভিযান করে (عام الفيل-সূরাঃ ১০৫)। জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে, তবে রাবী'উ'ল-আওওয়াল মাসে ৮ হইতে ১২ তারিখের মধ্যে সোমবার দিন তাঁহার জন্ম অবিসংবাদিত। সেই সোমবার ৮ কিংবা ৯ কিংবা ১২ এইটুকুতে হিসাবের পার্থক্য দেখা যায়।

বংশ পরিচয় : ইব্‌রাহীম (আ) কা'বা-র সন্নিহিত মরু প্রান্তরে যেই শিশুপুত্র ইসমা'ঈল ('আ)-কে আল্লাহ্‌র আদেশে রাখিয়া গিয়া-ছিলেন (১৪ : ৩৭ الى اسكنت من ذريتى الخ) মুহা'ম্মাদ (স') এই ইসমা'ঈল ('আ)-এর বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। "মানুষের জন্য নির্মিত সর্বপ্রথম 'ইবাদাতগাহ, যাহা বাক্কা-য় (বর্তমান মক্কায়) স্থাপিত (৩ : ৯৫) হইয়াছিল," যাহার পুনঃনির্মাণ করিয়াছিলেন ইবরাহীম এবং ইসমা'ঈল ('আ) (২ : ১২৭ (و اذ يرفع ابراهيم

(القواعد من البيت و اسمعيل الخ), যেই কা'বায় ইবরাহীম (আ)-এর প্রদর্শিত হাজ্জ অনুষ্ঠানের (২২ঃ২৭ و اذن في الناس بالحج) জন্য সুপ্রাচীনকাল হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইত, উত্তরাধিকার সূত্রে সেই ইবাদাতগাহের তত্ত্বাবধায়ক ছিল ইসমা'ঈল (আ)-এর বংশধর কু'রায়শ। কালক্রমে তাহারা একত্ববাদের স্থলে পৌত্তলিকতার পৌরোহিত্যে অধিষ্ঠিত হইলেও কা'বার দৌলতে তাহারা ছিল সম্মানিত, মক্কার বাহিরে বাণিজ্য সফরে বিশেষ নিরাপত্তার অধিকারী (সূরাঃ কু'রায়শ দ্র.) এবং পবিত্র কা'বায় জনসমাগমের দরুন স্বদেশেও যথেষ্ট পণ্য আমদানী (২৮ঃ৫৭ حرما امنا يجبى اليه ثمرت كل شيء) হইত বলিয়া নিরাপদ বাণিজ্যে কু'রায়শ বংশ প্রচুর লাভবান হইত এবং অসাধারণ মর্যাদার অধিকারী ছিল। সেই সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধ কু'রায়শ বংশের অন্যতম সর্দার 'আবদু'ল-মুত্ত'ালিব (দ্র.)-এর পৌত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন মুহ'াম্মাদ (স')।

মাতৃগর্ভে থাকিতে পিতা 'আবদুল্লাহ মদীনায় বাণিজ্য সফরে মৃত্যুবরণ করেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাতা আমিনাঃ স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী সন্তানের নাম রাখিলেন 'আহ'মাদ'। 'ঈসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে (৬১ঃ৬ঃ مبشرا برسول ياتي من بعدى اسمه احمد) এই নামের উল্লেখ আছে। পৌত্র সর্বকালে ও সর্বলোকে প্রশংসিত হউক, এই বাসনায় 'আবদু'ল-মুত্ত'ালিব তাঁহার নাম রাখিলেন 'মুহ'াম্মাদ'। উভয় নাম حمد (প্রশংসা) শব্দ হইতে উদ্ভূত। জন্মের পর কয়েকদিন আবূ লাহাব-এর দাসী ثويبة তাঁহাকে স্তন্য দান করেন (কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুগ্ধ-মাতা ছু'ওয়ায়বাঃ-কে ক্রয় করিয়া দাসীবৃত্তি হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি পরবর্তীকালে একাধিকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আবূ লাহাব তাঁহাকে বিক্রয় করিতে সম্মত হয় নাই।) জন্মের সপ্তম দিবসে দাদা 'আবদু'ল-মুত্ত'ালিব তাঁহার 'আক'ীক'াঃ (দ্র.) সম্পন্ন করিলেন। হযরত (স') খাতনাকৃত অবস্থায় (মাখতূন) ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন (ইব্ন সা'দ, ১খ, ৩০৩)। 'আরবের অভিজাত বংশের মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অতঃপর তিনি হাওয়াযিন বংশের সা'দ গোত্রের এক ধাত্রী হ'ালীমাঃ সা'দিয়াঃ (রা)-এর হস্তে ন্যস্ত হন। পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি এই বেদুঈন পরিবারে লালিত হন। অবশ্য দুই বৎসর বয়সে স্তন্য দান বন্ধ করার পর হ'ালীমাঃ মায়ের কাছে প্রত্যর্পণের জন্য মুহ'াম্মাদ (স')-কে মক্কায় আনিয়াছিলেন। মক্কার আবহাওয়া তখন খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যপক্ষে সন্তানের অনুপম দেহকান্তি দর্শনে আমিনাঃ ও আত্মীয়গণ তাঁহাকে আরো কিছু দিন হ'ালীমার গৃহে রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। ইহার আর এক কারণ ছিল এই যে, বানূ সা'দ গোত্রের 'আরবী ছিল বিশুদ্ধ এবং লালিত্যপূর্ণ। পরবর্তীকালে দুগ্ধ-মাতা হ'ালীমাঃ রাসূল (স')-এর কাছে খুবই সম্মান পাইতেন; এক সাক্ষাতকারে হযরত (স') নিজ গায়ের চাদর বিছাইয়া হ'ালীমার জন্য আসন করিয়া দিয়াছিলেন (হযরত হ'ালীমাঃ ও স্বামী হ'ারিছ' (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে)। মুহ'াম্মাদ (স')-এর সংস্পর্শে হ'ালীমার শারীরিক এবং পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইয়াছিল। হ'ালীমার গৃহে থাকাকালীন মুহ'াম্মাদ (স')-এর মধ্যে কতেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হইয়াছিল। হ'ালীমার ছেলেমেয়েদের সহিত তিনি ছাগ-মেষ চরাইতে যাইতেন, কিন্তু বালসুলভ ক্রীড়া-কৌতুকে বা কলহে যোগদান করিতেন না। তখন হইতেই তাঁহার মধ্যে আত্মসমাহিত ভাব এবং ভাবুক প্রকৃতির উন্মেষ হইয়াছিল। প্রচলিত বর্ণনায় দেখা যায়, হ'ালীমার গৃহে থাকাকালীন একবার ফিরিশতারা তাঁহার বক্ষ-বিদারণ করিয়াছিলেন এবং ইহাকে ঈমানের জ্যোতিতে পূর্ণ করিয়া দেন। অদৃশ্য হস্ত-স্পর্শে বিপদগ্রস্ত মনে করিয়া স্বামীর পরামর্শে হ'ালীমাঃ বালককে অবিলম্বে মাতা আমিনার হস্তে প্রত্যর্পণ করেন।

স্বামীর কবর যিয়ারাত এবং আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে বিবি আমিনাঃ ছয় বৎসর বয়সের ছেলেকে লইয়া মদীনায় যান, কিন্তু ফিরিবার পথে আব্ওয়া নামক স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সফর-সঙ্গিনী পরিচারিকা উম্মু আয়মান মাতৃহীন মুহ'াম্মাদ (স')-কে মক্কায় আনিয়া দাদা 'আবদু'ল-মুত্ত'ালিবের হস্তে সোপর্দ করেন। আট বৎসর বয়সের সময় দাদার মৃত্যু হইলে মুহ'াম্মাদ (স') চাচা আবূ ত'ালিব (দ্র.)-এর অভিভাবকত্বে অর্পিত হন। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি আবূ ত'ালিবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। বংশ গৌরব এবং কু'রায়শ গোত্রের সরদারীর মর্যাদা থাকিলেও অপরিমিত দানে আবূ ত'ালিবের অবস্থা অসচ্ছল হইয়া পড়িয়াছিল। বালক মুহ'াম্মাদ (স')-কে পশুচারণ এবং গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিতে হইত এবং কৈশোরে তিনি চাচার বাণিজ্যিক কাজে অংশ গ্রহণ করিতেন। হ'াদীছে'র বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি পারিশ্রমিকের (قراريط) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ভেড়া বকরী (غنم) চরাইতেন। কাজের ফাঁকে তিনি দুর্বল এবং দুঃস্থদের দুঃখ দূর করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন (পরে দেখুন)। তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া আবূ ত'ালিব একবার তাঁহাকে সিরিয়ায় বাণিজ্য সফরে লইয়া গিয়াছিলেন। বর্ণনায় পাওয়া যায়, সেখানে বাহ'ীরাঃ (দ্র.) নামক এক মঠবাসী খৃস্টান সাধক তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত লক্ষণ দৃষ্টে তাঁহাকে ভাবী নবীরূপে চিনিতে পারিয়াছিলেন। যাহাই হউক, দেশে-বিদেশে নানা কর্মে হযরত (স')-এর যে চরিত্র মাধুর্য পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহাতে সংশ্লিষ্ট সকলেই, বিশেষত আবূ ত'ালিব তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠেন। ফলে তিনি জনগণ কর্তৃক 'আল-আমীন' বা বিশ্বাসভাজন আখ্যায় ভূষিত হন। কা'বাঃ গৃহের পুনঃনির্মাণের সময় যখন কোন্ বিশেষ গোত্রের লোক 'কৃষ্ণ প্রস্তর' (الحجر الاسود)-খানি স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার গৌরব লাভ করিবে—এই বিতর্কের ফলে গোত্রীয় লড়াই লাগিবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন প্রচলিত প্রথানুযায়ী তাহারা রক্তপূর্ণ পাত্রে হস্ত রঞ্জিত করিয়া শপথ করিয়াছিল, শাণিত তরবারীই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবে। তখন বৃদ্ধ আবূ উমায়্যাঃ ইব্ন মুগ'ীরাঃ-র এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইল যে, অতঃপর কা'বায় পরের দিন প্রাতে সর্বপ্রথম আগন্তুকের উপর এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে। এই সিদ্ধান্তের পর ঘটনাক্রমে হযরত (স') সর্বপ্রথম কা'বায় আগমন করিলেন আর অপেক্ষমান জনতা সমস্বরে ধ্বনি তুলিল: هذا الامين قد رضيناه এই যে আমাদের আমীন, আমরা তাঁহার বিচার মানিয়া লইলাম। আদ্যন্ত সমস্ত কথা শুনিয়া হযরত (স') হ'াজার আসওয়াদটিকে নিজ হস্তে তুলিয়া একটি চাদরের উপর স্থাপন করিলেন এবং প্রতি গোত্রের

এক-একজন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে চাদরের প্রান্ত ধরিয়া পাথরটিকে বহন করিতে বলিলেন। অকুণ্ঠ চিত্তে সকলেই হযরত (স')-এর নির্দেশ মানিয়া চলিল। নির্ধারিত জায়গায় আনিয়া হযরত (স') আবার নিজ হস্তে পাথরটি তুলিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। তখন হযরত (স')-এর বয়স ছিল ৩৫ বৎসর। হযরত (স')-এর নিরপেক্ষতা এবং তীক্ষ্ণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সকলেই স্তম্ভিত হইল এবং আসন্ন সমরাশংকা তিরোহিত হইল ('কা'বা' প্রবন্ধটিও দেখুন)।

স্বজাতির চারিত্রিক অধঃপতন এবং তাহাদের দুর্নীতি, দুষ্কৃতি, নৃশংসতা ইত্যাদি হযরত (স')-এর মর্মপীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। হি'জাযের প্রসিদ্ধ 'উকাজ' (عكاظ) মেলায় আমোদ-প্রমোদের যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল, আবার এই মেলাতেই কোন কোন সময় নানা ছোট বড় ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হইত গোত্রে গোত্রে লড়াই। তেমন একটি ঘটনার পরিণাম ছিল ফিজ্জার যুদ্ধ (حرب الفجار); প্রথমে কু'রায়শ ও ক'ায়স গোত্রের মধ্যে এই যুদ্ধ বাধে। আত্মীয় ও মিত্র গোত্রগুলি ক্রমে এক-এক পক্ষে যোগদান করিলে যুদ্ধ ব্যাপক হইয়া পড়ে। হযরত (স')-এর বয়স তখন আনুমানিক চৌদ্দ বৎসর। পাঁচ বৎসর যাবত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলে। যুদ্ধের শেষের দিকে তিনি পিতৃব্যদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু অপ্রাপ্ত-বয়স্কতা হেতু যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি লাভ করেন নাই। হযরত (স') বলেন, "আমি আমার পিতৃব্যগণের প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর ফিরাইতাম (كنت النبل على اعمامى اى اراد منهم نبل عدوهم)।" চাচা যুবায়র ইব্ন 'আবদি'ল-মুত্ত'ালিব ছিলেন পতাকাবাহী। ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশবাসীর রক্তপাত প্রত্যক্ষ করিলেন। ইতিপূর্বে বহুবার স্বহস্তে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সংঘটন বা প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন কিন্তু এইবার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রভাবে তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যুদ্ধের পর সদাচারী ও সম্পদশালী 'আবদুল্লাহ ইব্ন জাদ্'আন-এর গৃহে হাশিম, যুহ্রাঃ প্রভৃতি গোত্রের প্রধানদিগকে লইয়া তিনি এক পরামর্শ সভার আয়োজন করিলেন। হযরত (স') এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈঠকে 'হি'ল্ফু'ল-ফুদূ'ল' নামক একটি সেবামূলক সংঘ গঠিত হয় (ইব্ন সা'দ, ১খ, ১১)। সদস্যগণ শপথ করিলেন, তাঁহারা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা, অত্যাচারীর প্রতিরোধ, বিদেশীদের জানমাল রক্ষা এবং অসহায়দিগকে সাহায্য করিবেন। এই প্রথমবারের মত হি'জাযে গোত্রানুগত্যের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ন্যায়ানুগত্যের সংকল্পে আন্তঃগোত্রীয় একটি সংঘ স্থাপিত হইল। হযরত (স') বরাবর এই সংকল্পে স্থির রহিলেন। পরবর্তীকালে একবার তিনি বলিয়াছিলেন : অত্যাচারের শিকার কোন ব্যক্তি কোন সময় যদি "হে হি'ল্ফু'ল-ফুদূ'লের সদস্যগণ!" বলিয়া ডাক দেয়, আমি অবশ্যই তাহার সেই ডাকে সাড়া দিব। কারণ ইসলাম সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং উৎপীড়িতের সাহায্যের ভূমিকাই পালন করিবে। এইভাবে আবূ ত'ালিবের অভিভাবকত্বে অক্ষরজ্ঞানবঞ্চিত মুহ'াম্মাদ (স') কৈশোরে এবং যৌবনে মক্কার জনপদে, সন্নিহিত পাহাড়-উপত্যকায়, প্রান্তরের উন্মুক্ত চারণভূমিতে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং দেশ-বিদেশের বাজারে বাস্তব শিক্ষা তথা মানবতাবোধের শিক্ষা লাভ করেন এবং চরিত্র মাহাত্ম্যে ও সেবাপরায়ণতায় সকলকে মুগ্ধ করেন।

হযরত (স')-এর চারিত্রিক খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া মক্কার সম্ভ্রান্ত মহিলা খাদীজাঃ বিন্ত খুওয়ায়লিদ তাঁহাকে স্বীয় বাণিজ্য প্রতিনিধিরূপে সিরিয়া, য়ামান ইত্যাদি স্থানে প্রেরণ করেন। মায়সারাঃ নামক খাদীজা (রা)-র এক ভৃত্য দুইবার সিরিয়া সফরে হযরত (স')-এর অনুগামী হইয়াছিলেন। মায়সারার মুখে প্রতিনিধির গুণপনার বিবরণ শুনিয়া, তাঁহার বাণিজ্য-কুশলতা এবং সততার পরিচয় লাভ করিয়া খাদীজাঃ (রা) যুবক মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্টা হইয়া পড়েন। ইতিপূর্বে পর পর তাঁহার দুই স্বামী পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার বয়স হইয়াছিল তখন চল্লিশ বৎসর, আর হযরত (স')-এর বয়স ছিল পঁচিশ বৎসর মাত্র। খাদীজাঃ (রা)-এর প্রস্তাব এবং আবূ ত'ালিবের সম্মতিক্রমে তাঁহারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আবূ ত'ালিব বিবাহের প্রস্তাব (ايجاب)-স্বরূপ বিবাহ মজলিসে প্রদত্ত খুত্'বায় বলিয়াছিলেন :

সেই আল্লাহ্কে ধন্যবাদ যিনি ইবরাহীম ('আ)-এর বংশে ইসমা'ঈল ('আ)-এর শাখায় আমাদিগকে উদ্ভূত করিয়াছেন ... যিনি আমাদিগকে জনগণের নেতা এবং সেবকরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন। ... আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহ'াম্মাদকে আপনারা বিশেষভাবে জানেন। ... জ্ঞানে-গরিমায়, চরিত্র-মাহাত্ম্যে অন্য কেহই তাঁহার তুল্য নহে যদিও তাঁহার সম্পদ নগণ্য। ... দ্বাদশ উকি'য়াঃ (اوقية) 'মাহ্র' দানে মুহ'াম্মাদ আপনাদের মহিমময়ী কন্যা খাদীজার সহিত বিবাহপ্রার্থী" ... ইত্যাদি। ওয়ারাক'াঃ ইব্ন নাওফাল (র.) অনুরূপভাবে আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা ও কু'রায়শ কুলের মর্যাদার উল্লেখ করিয়া আবূ ত'ালিবের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। খাদীজাঃ (র)-র পিতা খুওয়ায়লিদের মৃত্যু হইয়াছিল, পিতৃ-সহোদর 'আম্র ইব্ন আসাদ ওয়ালীরূপে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। নিষ্কলংক চরিত্রের জন্য খাদীজাঃ (রা) 'ত'াহিরাঃ' নামে খ্যাত ছিলেন। এখন তিনি 'আস-স'াদিকু''ল-আমীন'রূপে খ্যাত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সহিত পরিণীতা হইলেন। হযরত (স')-এর পুত্রকন্যা সকলই খাদীজাঃ (রা)-এর গর্ভজাত, কেবলমাত্র ইব্রাহীম মারিয়াঃ কি'ব্ত'ীয়াঃ-র গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। যৌবনের স্বাভাবিক উদ্দামতা এবং 'আরবে বহু-বিবাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও ৬৫ বৎসর বয়সে খাদীজাঃ (রা)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অন্য বিবাহ করেন নাই।

প্রথম হইতেই হযরত (স') পৌত্তলিকতার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতেন। মুসনাদ ইব্ন হ'াম্বাল-এর বর্ণনায় দেখা যায়, খাদীজাঃ (রা)-এর এক প্রতিবেশিনী একরাত্রে মুহ'াম্মাদ (স')-কে বলিতে শুনিল, "হে খাদীজাঃ! আল্লাহর শপথ, আমি কখনও লাত আর 'উয্যা-র পূজা করিব না, আল্লাহ্র শপথ, কখনই ইহাদের অর্চনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে।" তখন খাদীজাঃ (রা) বলিলেন : خل اللات و خل العزى অর্থাৎ দূর হউক লাত আর 'উয্যা। 'উর্ওয়াঃ (বর্ণনাকারী) বলিয়াছেন : ইহারা (লাত, 'উয্যা) ছিল তাহাদের (অর্থাৎ 'আরবদের) দুইটি প্রতিমা যাহাদের অর্চনা করিয়া তাহারা শয্যা গ্রহণ করিত। 'আরবের সেই ঘোর পৌত্তলিকতার যুগেও 'হ'ানীফ' (র.) নামে খ্যাত কয়েকজন (ওয়ারাক'াঃ তাঁহাদের অন্যতম) লোক ছিলেন যাঁহারা এক আল্লাহ্র বিশ্বাসমূলক লুপ্তপ্রায় "মিল্লাতু ইব্রাহীমী'-এর অনুসারী ছিলেন এবং মূর্তিপূজার বিরোধিতা করিতেন। হযরত (স')-ও এই মতাবলম্বী ছিলেন। নুবুওয়াতের পূর্বে কা'বার অংগনে তিনি উপাসনা করিতেন বটে কিন্তু প্রতিমার প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন বরাবরই।

বিবাহের পর খাদীজাঃ (রা)-এর অর্থানুকূল্যে হযরতের অভাব ঘুচিল, তাঁহার সেবাকর্মের পরিধি বিস্তৃত হইল এবং স্বজাতিকে পৌত্তলিকতা, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, লুটতরাজ, রাহাজানি, গোত্রগত

অহংকারজনিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, শোণিত পণ আদায়ের নামে বংশানুক্রমে খুন-খারাবি এবং নানা কুপ্রথা ও কুসংস্কার হইতে উদ্ধার করিবার উপায় চিন্তা সর্বক্ষণ তাঁহাকে ব্যাকুল করিত।

জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে হযরত (স')-এর ভূমিকা একটি ঐতিহাসিক ঘটনায় বিশেষ পরিস্ফুট। কা'বার পুনঃনির্মাণের পর কু'রায়শ্ গোত্র তাহাদের কৌলিন্য এবং পৌরহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে এই নিয়ম চালু করিল যে, হ'াজ্জের সময় অন্যদের সহিত তাহারা 'আরাফাত-এ যাইবে না অর্থাৎ হ'ারাম শারীফের সীমা অতিক্রম করিবে না। হযরত (স') এই নিয়ম লংঘন করিয়া 'আরাফাত প্রান্তরে যান এবং এই কৌলিন্যগত প্রাধান্যের দাবীর সক্রিয় বিরোধিতা প্রকাশ করেন (ইব্ন হিশাম, ১খ, ৬৭, ৬৯)। তখনকার দিনে ততোধিক কিছু করিবার উপায় ছিল না বরং এই বিরোধিতা ছিল হযরত (স')-এর সাহসিকতার পরিচায়ক। পরবর্তীকালে কু'র-আন (২ : ১৯৯) তাঁহার এই প্রতিবাদের সমর্থন দান করে। জীবনে তিনি কোনদিন মূর্তি পূজা যেমন করেন নাই, তেমনি কোন দেব-দেবীর প্রসাদও ভক্ষণ করেন নাই। বুখারীর এক হ'াদীছে' (১৫ : ৪২৪) বর্ণনা পাওয়া যায়, কতেক কু'রায়শ পৌত্তলিক তাহাদের কোন দেবীর নামে বলি দেয়া পশুর গোশ্ত তাঁহাকে এবং যায়দ ইব্ন 'আম্র নামক একজন হ'ানীফ (দ্র.) বা একত্ববাদীকে খাইতে দিয়াছিল। হযরত (স') তাহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং যায়দও তাঁহার অনুসরণে উহা খাইতে অস্বীকার করেন। এইভাবে নুবুওয়াতের পূর্বেও তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণ করেন বরাবর।

বিবাহের পর খাদীজাঃ (রা) যায়দ ইব্ন হ'ারিছ'াঃ (দ্র.) নামক তাঁহার ক্রীতদাসকে হযরত (স')-এর খেদমতে নিয়োজিত করেন। এই প্রথমবারের মত হযরত (স') ক্রীতদাসের মালিক হইলেন। মানুষের প্রভু মানুষ, তথা 'আরবের দাস প্রথা তাঁহার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিয়াছিল। তিনি যায়দকে মুক্ত করিয়া দিলেন। পরে যখন যায়দ তাঁহার পিতার সহিত স্বগৃহে ফিরিতে অসম্মত হইলেন, তখন তাঁহার দাসত্বজনিত গ্লানি মুছিয়া দিবার জন্য হযরত কা'বায় সমবেত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : يا من حضر' اشهدوا ان زيداً ابنى يرثنى وارثه "উপস্থিত ব্যক্তিগণ! তোমরা সাক্ষী থাক যে, যায়দ এখন হইতে আমার পুত্র ; সে আমার উত্তরাধিকারী হইবে এবং আমি তাহার উত্তরাধিকার পাইব" (ইস'াবাঃ, ৩-২৫)। পরবর্তীকালে পালক পিতা ও পালিত পুত্রের পরস্পরের উত্তরাধিকার প্রথা বিলুপ্ত হয়। যায়দ এবং তাঁহার পুত্র উসামাঃ (রা) মুসলিম ইতিহাসে বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন (পরে দেখুন)।

বয়োবৃদ্ধির সহিত স্বজাতিকে উদ্ধারের ভাবনা বাড়িয়া চলিয়াছিল। আনুমানিক ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমকাল হইতে তিনি নিভৃত চিন্তা ও ধ্যানের জন্য মক্কা হইতে তিন মাইল দূরে হি'রা' নামক গিরি গুহায় যাইতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক দিনের খাদ্য-পানীয় সঙ্গে লইয়া যাইতেন ; তাহা নিঃশেষিত হইলে বাড়ীতে আসিয়া আবার কয়েকদিনের ব্যবস্থা করিয়া গুহায় চলিয়া যাইতেন। খাদীজাঃ (রা) পরম যত্ন সহকারে আহার্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। কিছুদিন যাবত তিনি একটি স্বর্গীয় আলোক দেখিতে এবং একটি অশ্রুতপূর্ব শব্দ তরঙ্গ শুনিতে পাইতেন। এখন হইতে তিনি স্বপ্নযোগে (رؤيا صادقة) যাহা দেখিতেন তাহাই সত্যে পরিণত হইতে লাগিল। অবশেষে একদিন ওয়াহ্'য়ি বাহক ফিরিশ্তা জিব্রীল ('আ) আসিয়া তাঁহাকে সূরাঃ 'আলাক'-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত শুনাইয়া যান।

এই অভূতপূর্ব ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হইলেন এবং খাদীজাঃ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেনঃ "আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর (زملونى), আমার জীবনের আশংকা করিতেছি।" আনুপূর্বিক বিবরণ শুনিয়া যে সান্ত্বনা বাক্য খাদীজাঃ (রা) উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা এই : "ভয় নাই। আল্লাহ্র শপথ। আল্লাহ্ কখনও আপনাকে হেয় করিবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের উপকার করেন, অভাবীর অভাব পূরণ করেন, উপার্জনে যাহারা অক্ষম আপনি তাহাদের উপার্জনকারী, মেহমানগণের আশ্রয়, আপনি সত্যের সহায়তায় বিপদের ঝুঁকি লইয়া থাকেন।" অতঃপর খাদীজাঃ (রা) তাঁহাকে লইয়া তাঁহার চাচাতো ভাই ওয়ারাক'াঃ (দ্র.)-র নিকট গমন করেন। বিবরণ শুনিয়া ওয়ারাকাঃ বলিয়া উঠেন, "কু'দ্দূস, কু'দ্দূস! মূসা ('আ)-এর নিকট আল্লাহ্ যে 'নামূস' (জিবরীল)-কে পাঠাইয়াছিলেন, এ সেই নামূস। হায়, আমি যদি আজ যুবক হইতাম! হায়, তোমার স্বজাতীয়েরা যখন তোমাকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে তখন যদি আমি জীবিত থাকিতাম!" ইত্যাদি (বুখারী, বাব বাদউ'ল-ওয়াহ্'য়ি, হ'াদীছ' নং ৩৭)।

ওয়ারাক'াঃ তাওরাত এবং ইন্জীলের গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বাইবেলে মূসা ('আ)-এর মত আর একজন নবীর আবির্ভাবের কথা (Deut. 18 : 15-18) রহিয়াছে এবং Gospel-এ যীশুর মুখ-নিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণীতে (John 14 : 16, 16 : 7, 16 : 12-14) দেখা যায় যে, ইসহ'াক' ('আ)-এর বংশে বহু নবীর আবির্ভাবের কথা যেমন, তদ্রূপ ইস্মা'ঈল ('আ)-এর বংশে এক নবীর উদ্ভব ঘটিবে—ওয়ারাক'াঃ এই সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন। ওয়ারাক'া্র কথায় হযরত (স') কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু এই গুরুদায়িত্বের চিন্তা এবং দেশ হইতে বহিষ্কারের আশংকা তাঁহার মনের উপর গুরুতর বোঝারূপে চাপিয়া রহিল। কিছুদিন ওয়াহ্'য়ি আসিল না। চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়া তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল একদিন তিনি হঠাৎ আবার পরিচিত সেই ফিরিশ্তাকে শূন্যে উপবিষ্ট দেখিলেন। ভয় পাইয়া বাড়ী আসিয়া কাপড় জড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন। তখন সূরা : المدثر-এর প্রথম সাতটি (৭৪ : ১—৭) আয়াত নাযিল হইল। ইহাতে তাঁহার উপর প্রচারের (قم فانذر-ওঠো, সাবধান বাণী শোনাও) দায়িত্ব অর্পিত হইল। আবার সূরা : المزمل-এ রাত্রিকালে বিশেষ 'ইবাদাতে (تهجد) আত্মনিয়োগ করিবার আদেশ নাযিল হইল। স্বজাতির চরম অধঃপতন অবলোকনে দুঃখ ভারাক্রান্ত হযরত (স')-এর মন সংস্কার দায়িত্বের গুরুভারে শংকিত হইল।

প্রথমবার ওয়াহ্'য়ি নাযিল হয় রামাদ'ান (দ্র.) মাসের (২ : ১৮৫), লায়লাতু'ল-ক'াদ্র-এ (৯৭ : ১) (দ্র.)।

প্রথম দুইবারের ওয়াহ্'য়ি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। "সৃষ্টিকর্তা যিনি (الذى خلق) তিনিই رب অর্থাৎ তিনিই সৃষ্টিকে ধাপে ধাপে পূর্ণতা প্রদানের লক্ষ্যে আগাইয়া লইয়া যান, তিনি الأكرم। মর্যাদায় সবার উপরে, সুতরাং তাঁহারই নাম লইয়া পাঠ কর। কলমের সাহায্যে তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন—মানুষ যাহা জানিত না তাহা। সকল জ্ঞানের উৎসও তিনিই, সুতরাং কলমের সাহায্যে জ্ঞান-চর্চার মাধ্যমে সামান্য শুক্রকীট বা রক্তকণা হইতে সৃষ্ট মানব মহিমময় আল্লাহ্র সন্ধান লাভ করুক।" অক্ষর জ্ঞানে বঞ্চিত, পড়া-লেখায় অনভ্যস্ত নবীর প্রথম ওয়াহ্'য়ি একটি ঐতিহাসিক পরিণতির ইঙ্গিত বহন করিয়াছিল। ইহার অভিব্যক্তিতে এই নবীর উম্মত

উত্তরকালে জ্ঞানের আলোকে জগতকে উদ্ভাসিত করিল। পরবর্তী ওয়াহ্'য়িতে বলা হইল : "ওঠ, লক্ষ্যভ্রষ্ট অধঃপতিত মানবকুলকে সতর্কবাণী শোনাও (قم فانذر), তোমার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর (و ربك فكبر), তোমার বহিরাবরণকে পবিত্র কর (و ثيابك فطهر), অন্তরকে সমস্ত দেবদেবীর কলুষ হইতে মুক্ত কর (و الرجز فاهجر), আর তোমার প্রতিপালক প্রভুর বাণী প্রচারে ভয়-ভীতি, বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ কর (و لربك فاصبر)"।

হযরত (স') প্রচার শুরু করিলেন সঙ্গোপনে, কু'রায়শ বংশের মধ্যে যাহারা তাঁহার অত্যন্ত আপন জন তাহাদের মধ্যে। অল্পদিনের মধ্যে খাদীজাঃ (রা), 'আলী (রা), পুত্ররূপে গৃহীত যায়দ, ধাত্রী উম্মু আয়মান, বাল্যবন্ধু সচ্চরিত্র গুণে খ্যাত বস্ত্র-ব্যবসায়ী আবূ বাক্র (রা) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। গোপন প্রচার চলিলেও আবূ বাক্র (রা) তাঁহার ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ করিবার সৎ-সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং অন্তরঙ্গদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিতেন। তিন বৎসর যাবত গোপন প্রচার চলিল এবং ক্রমে আরও কয়েকজন পুরুষ ও নারী ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরত (স') বিশ্বাসিগণকে লইয়া দূর পর্বত-প্রান্তরে গিয়া আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করিতেন, কিন্তু কু'রায়শগণ ক্রমে ইহা জানিতে পারিল। ইতিমধ্যে 'উছ'মান, যুবায়র, আবূ 'উবায়দাঃ (রা) প্রমুখ আরো কয়েকজন গণ্যমান্য মক্কাবাসী ইসলাম কবুল করিলেন। অতঃপর প্রকাশ্যে প্রচারের আদেশ নাযিল হইল فاصدع بما تؤمر (১৫ : ৯৪), তোমাকে যাহা আদেশ করা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট শুনাইয়া দাও। (و انذر عشيرتك الاقربين। "তোমার নিকটতম আত্মীয়গণকে সতর্কবাণী শোনাও" ২৬ : ২১৪)। হযরত (স') স'াফা পাহাড়ে আরোহণ করিলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে কু'রায়শ বংশের সকল গোত্রের নামোল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। উপস্থিত সকলেই সমস্বরে হযরত (স')-এর সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিলে হযরত (স') বলিলেন : "তাহা হইলে শ্রবণ কর, আমি তোমাদিগকে (আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার জন্য অবধারিত) কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী শুনাইয়া দিতেছি। হে বানূ 'আব্দ মানাফ! হে বানূ যুহ্‌রাঃ! হে...ইত্যাদি, আমার আত্মীয়-স্বজনকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য আমি আদিষ্ট। তোমাদের ইহ-পরকালের কল্যাণ অসম্ভব যদ্দিন না তোমরা لا اله الا الله এই কথায় বিশ্বাসী হও।" তখন আবূ লাহাব বলিল, "তোমার সর্বনাশ হউক (تبالك), এইজন্যই তুমি আমাদিগকে ডাকিয়াছ?" তখন হইতে কু'রায়শগণ হযরত (স') এবং তাঁহার অনুসারিগণের উপর অত্যাচার শুরু করে, নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে এবং কয়েকবার প্রলোভন দেখাইয়াও তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করে। অনন্যসাধারণ ধৈর্যের সহিত তাঁহারা সকল উৎপীড়ন সহিয়া যাইতে লাগিলেন। হযরত (স') কোন চাপে নতি স্বীকার করিলেন না, কোন প্রলোভনেও ভুলিলেন না।

কু'রায়শদের বিরুদ্ধাচরণের কারণ, পবিত্র কা'বার চতুষ্পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত বহু বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া যে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল, কু'রায়শ বংশের কায়েমী স্বার্থ তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এই পৌরহিত্যের কল্যাণে তাহারা 'আরবের সর্বত্র সম্মানিত ছিল, মক্কায় যেমন নিরাপদে বাস করিত, মক্কার বাহিরেও নিরাপত্তা ভোগ করিত এবং বিশেষ বাণিজ্য সুবিধা অর্জন করিয়াছিল। পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিলে তাহাদের সব সম্মান, সম্পদ এবং প্রতিপত্তি ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে তাহাদের এই আশংকা ছিল। আরও আশংকা ছিল যে, বহু শতাব্দী যাবত যে অ-কু'রায়শ 'আরব গোত্রগুলি কু'রায়শের নেতৃত্ব মানিয়া চলিয়াছে, তাহারা ধর্মের দোহাই দিয়া কু'রায়শ গোত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে কু'রায়শ মক্কা হইতে উৎখাত হইবে (نتخطف من ارضنا ২৮ : ৫৭)। তাহারা দেখিল, মুহ'ম্মাদ (স')-এর একত্ববাদ তাহাদের গোত্রের সংহতি নষ্ট করিতে চলিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পিতৃপুরুষের ধর্মের প্রতি বহুকালের আকর্ষণ ও অন্ধ বিশ্বাস তাহাদের মনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। এইজন্য তাহারা হযরত (স')-এর বিরুদ্ধে নানা রকম অপপ্রচারে মাতিয়া উঠে। মক্কার ঘরে ঘরে তখন একমাত্র এই আলোচনা ও প্রচার চলিতে থাকে।

হযরত (স') একদিন কা'বা প্রাঙ্গণে তাওহ'ীদ প্রচার করিতে শুরু করিলে উত্তেজিত কু'রায়শদের প্রচারে ক্ষিপ্ত লোকজন তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। খাদীজাঃ (রা)-এর পূর্ব পক্ষের সন্তান হ'ারিছ' (রা) ইব্‌ন আবী হালাঃ তাহাতে প্রতিবাদ করিলে কু'রায়শরা তাঁহাকে হত্যা করে (ইস'াবাঃ)। ইনিই ইসলামের প্রথম শহীদ। কু'রায়শগণ ধর্মান্ধ জনতাকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের অপবাদ অপপ্রচারের ধারা ছিল নিম্নরূপ :

মুহ'ম্মাদ পাগল, যাদুকর, কবি অথবা কাহিন (গণক)। মানুষ কিরূপে নবী হয়, ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্ ত ফিরিশ্‌তা পাঠাইতে পারিতেন। আশ্চর্য! এত লোক থাকিতে মুহ'ম্মাদ-এর উপর আল্লাহ্ তাঁহার কালাম নাযিল করিলেন, মক্কা এবং ত'াইফের দুই প্রধানের মধ্যে কাহারো উপর নাযিল করিতে পারিলেন না (৪৩ : ৩১)! এত সব উপাস্যকে সে মাত্র এক ইলাহ্‌তে পরিণত করিল, এমন অদ্ভুত কথাও কি হইতে পারে (৩৮ : ৫)? আসলে এই সব মুহ'ম্মাদের মনগড়া কথা ব্যতীত কিছুই নহে। কতেক লোক এই জালিয়াতিতে তাহাকে সাহায্য করে (২৫ : ৪)। প্রাচীনকালের কতকগুলি উপাখ্যান সে লিখাইয়া লইয়াছে, উপাখ্যানগুলি সকাল-সন্ধ্যা তাহাকে আবৃত্তি করিয়া শোনান হয় (২৫ : ৫)। আর তাহাই সে আল্লাহ্‌র বাণীরূপে প্রচার করে। এক সঙ্গে গোটা কু'রআন নাযিল হয় না কেন (২৫ : ৩২)? আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করিব না—যদি না তুমি আসমানে আরোহণ কর এবং আমরা পড়িতে পারি এমন একখানি কিতাব আমাদের উপর নাযিল হয় (১৭ : ৯৩)। আমরা যখন মরিয়া যাইব, মাটি আর হাড়ে পরিণত হইব, সত্যিই কি তখন আমাদের বিচার হইবে (৩৭ : ৫৩)। ইত্যাকার বিভ্রান্তিকর কথা প্রচার করিয়াও যখন দেখা গেল, কু'রআন অহরহ নূতন নূতন আঙ্গিকে অবতীর্ণ সুললিত আয়াতের মাধ্যমে এই সকল অপপ্রচারণার জবাব দিয়া চলিয়াছে আর সেই বাণীর ছন্দের ঝংকারে, ভাবের গাম্ভীর্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে স্বভাবত রসগ্রাহী যুবক-বৃদ্ধের একটি শ্রেণী, তখন তাহারা নানা ফন্দি আঁটিতে লাগিল। "কাফিররা বলিল, তোমারা এই কু'রআন শুনিও না, আর (কাহাকেও কু'রআন পাঠ করিতে শুনিলে) হট্টগোল করিয়া তাহা বানচাল করিয়া দাও যাহাতে তোমরা জয়যুক্ত হইতে পার (৪১ : ২৬)।" নাদ্'র ইব্‌ন হ'ারিছ' নামক এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী সুন্দরী গায়িকাদের কণ্ঠে

চিত্তাকর্ষক গান শুনাইয়া এবং রুস্তম ও ইস্ফিনদিয়ারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া কু'রআন শ্রবণ হইতে মানুষকে বিরত রাখিতে চেষ্টা করিল (৩১ : ৬)। মক্কার বিশিষ্ট ধনী এবং প্রখ্যাত কবি ওয়ালীদ ইবন মুগ'ীরাঃ কু'রআনের সম্মোহনী শক্তিতে প্রভাবিত হইল আর অমনি সকলে তাহাকে ধরিয়া বসিল, "বল, কু'রআন সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি।" বেচারা মুশকিলে পড়িল। বহু ভাবনা-চিন্তার পর মত স্থির করিল (انه فكر و قدر), তারপর বলিল : "এ ত আর কিছু নহে, শুধু যাদুমন্ত্র, মানুষেরই কথা" (৭৪ : ২৪-২৫)। তৎক্ষণাৎ বিত্ত ওয়ালীদের এই মন্তব্য মহাসমারোহে প্রচারিত হইল সর্বত্র, যাহাতে সাধারণ লোক কু'রআনের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করে। হযরত (স')-এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ কোন অলৌকিক নিদর্শন (معجزة) দেখাইতে বলা হইল বহুবার। একবার মাত্র হযরত (স') তাহাদের এই দাবী গ্রহণ করিয়া অঙ্গুলি সংকেতে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত (৫৪ : ১) করিয়া দেখাইয়াছিলেন (বুখারী)। "উম্মী (নিরক্ষর) সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত তাহাদেরই মধ্য হইতে নির্বাচিত নবী" (৬২ : ২, ৭ : ১৫৭) তাঁহার উপর অবতীর্ণ অনুপম, অনবদ্য কু'রআনকেই মু'জিযাঃরূপে তাহাদের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। কু'রআনের ভাষায় তিনি বলিলেন, "মানুষ আর জিন্ন সমবেত চেষ্টায়ও অনুরূপ কু'রআন রচনা করিতে পারিবে না" (১৭ : ৮৮)। আল্লাহ্র একত্ব এবং শেষ (বিচারের) দিনের সত্যতা কেবল এই দুইটি কথা আপাতত স্বীকার করাইবার জন্য তিনি কু'রআনের কথায় বিশ্বচরাচর সৃষ্টির পিছনে যে অদৃশ্য অলৌকিক শক্তি অমোঘ অব্যর্থ নিয়মে নিরবধি কাজ করিয়া চলিয়াছে, তাহারই প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চলিলেন, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড দেখাইতে রাযী হইলেন না; انما الايت عند الله আল্লাহ্ই কেবল নিদর্শন দেখাইবার মালিক—এই কথা বলিয়া তাহাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু তবুও তাহারা বলিল : "আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করিব না যে পর্যন্ত তুমি ধরাপৃষ্ঠে আমাদের জন্য একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত না কর, অথবা যদি তোমার জন্য একটি খর্জুর আর আঙ্গুরের উদ্যান রচিত না হয় এবং তার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় নহর প্রবাহিত করিতে না পার, অথবা, তুমি যেমন মনে কর তেমনি ভগ্ন আকাশের টুকরা (كسف) আমাদের উপর নিক্ষেপ না করিতে পার, অথবা আল্লাহ্ এবং ফিরিশতাগণকে আমাদের সম্মুখে আনিয়া দাঁড় করাইতে না পার, অথবা তোমার জন্য একটি স্বর্ণ-নির্মিত গৃহ তৈরী না হয়, অথবা যদি তুমি আকাশে আরোহণ না কর" (১৭ : ৯০-৯৩) ইত্যাদি। হযরত (স')-এর আর এক জবাব ছিল, "هل كنت الا بشرا رسولا" আমি একজন মানুষ-রাসূলের অধিক কিছু ত নহি (১৭ : ৯৩)।

য়াহূদীরা শিখাইয়া দিল, মুহ'াম্মাদকে জিজ্ঞাসা কর : আস'হ'াবু'ল-কাহ্ফ কাহারা? যু'ল-ক'ারনায়ন কে? রূহ' বা আত্মার স্বরূপ কি? (দ্র. সূরা : কাহ্ফ)। 'উম্মী' নবী পূর্ববর্তী কিতাবের বিদ্যা লাভ করেন নাই, অথচ ওয়াহ্'য়ির মারফত সেই সকল প্রশ্নের জবাব দিলেন, প্রাচীন অনেক বিলুপ্ত জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস বর্ণনা করিলেন, বিরোধীরা "পূর্ববর্তীদের অলীক কাহিনী মাত্র" (اساطير الاولين) এই বলিয়া ইত্যাকার ইতিহাসকে উপহাস করিল। কতেক য়াহূদী বলিল, "দিবসের প্রথমভাগে মুসলিমদের উপর অবতীর্ণ আয়াতে বিশ্বাস প্রকাশ কর, দিবসের শেষভাগে তাহাতে অবিশ্বাস ঘোষণা কর" (৩ : ৭২)। বিভ্রান্তি সৃষ্টির অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়-স্বরূপ য়াহূদীরা মক্কার পৌত্তলিকদেরকে এই পরামর্শ দান করিয়াছিল এবং মদীনায় এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিল।

শত্রুর অপচেষ্টা ও অপপ্রচার সত্ত্বেও নবী (স')-এর প্রচার চলিল অদম্য উৎসাহে এবং ক্রমে মুসলিম দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শত্রুরা তখন আবু ত'ালিবের উপর চাপ দিল মুহ'াম্মাদ (স')-কে নিরস্ত করিবার জন্য, আবু ত'ালিব অনড় রহিলেন। অতঃপর শত্রুরা প্রথমে অনুনয় বিনয়ে, প্রলোভনে, পরে ভীতি প্রদর্শনে নবী (স')-কে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন কাজ হইল না। একবার আবু ত'ালিব কিছুটা দমিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের বিশ্বাসের জোর এবং সংকল্পের দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া তিনি হযরত (স')-এর সহায়তায় অটল রহিলেন। তিনি এবং হাশিম গোত্রের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিলেন না বটে, কিন্তু গোত্রগত বন্ধনের প্রভাবে রাসূল (স')-এর পিছনে তাঁহাদের (আবু লাহাব ব্যতীত) সমর্থন শত্রুগণকে তাঁহার উপর সরাসরি আক্রমণে সংযত রাখিল। গোত্রীয় যুদ্ধে এবং শোণিত পণের বংশানুক্রমিক লড়াইয়ে এমনিতেই তাহারা হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। আবু ত'ালিবের সহিত আলোচনা বৈঠকে একবার দলপতিরা মুহ'াম্মাদ (স')-কে হত্যা করিবার সংকল্প ব্যক্ত করায় আবু ত'ালিব যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হাশিম গোত্রের জওয়ানগণকে লইয়া তাঁহার শক্তি এবং তদীয় গোত্রের সংহতির মহড়া করিয়া আবু জাহ্ল, আবু লাহাব প্রমুখ শত্রুকে সাবধান করিয়া দিলেন। সুতরাং তাহারা হযরত (স')-এর উপর আক্রমণ চালাইয়া রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বাধাইতে সাহস করিল না। তাহারা নও-মুসলিমগণের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন চালাইল বে-পরোয়াভাবে। প্রত্যেকে তাহার কর্তৃত্বাধীন নও-মুসলিম আত্মীয় ও ক্রীতদাসের উপর উৎপীড়ন করিতে লাগিল; কিন্তু কাহাকেও টলাইতে পারিল না। হযরত বিলাল, 'আম্মার ও তাঁহার পিতা য়াসির এবং মাতা সুমায়্যাঃ, খাব্বাব (রা) প্রমুখ স'াহ'াবীগণের উপর চলিল অমানুষিক নির্যাতন। য়াসির এবং সুমায়্যাঃ পুত্র 'আম্মার (রা)-এর চোখের সামনে প্রাণ হারাইলেন, তবুও 'আম্মার (রা) ইসলাম ত্যাগ করিলেন না। স্বয়ং 'উছ'মান (রা) সম্ভ্রান্ত এবং সম্পদশালী হইয়াও আপন চাচার হস্তে প্রহারে জর্জরিত হইলেন।

একবার কু'রায়শরা আপোস প্রস্তাব করিয়াছিল। ওয়ালীদ ইব্ন মুগ'ীরাঃ প্রমুখ কতিপয় সরদার বলিল : "মুহ'াম্মাদ তুমি আমাদের দেব-দেবীদের সম্বন্ধে কটু কথা বা তাহাদের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক কথা [উদাহরণ : "আল্লাহ্কে বাদ দিয়া যাহাদিগকে তোমরা ডাক, তাহারা সকলে মিলিয়া একটি তুচ্ছ মাছিও সৃষ্টি করিতে পারিবে না, মাছি তাহাদের কোন কিছু হরণ করিলে তাহা উদ্ধার করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই" (২২ : ৭৩), "এইগুলি (লাত, 'উয্যা, মানাত ইত্যাদি) ত কেবল কতক (কল্পিত) নাম—তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণ যে নামে তাহাদের নামকরণ করিয়াছ"—(৫৩ : ২৩)] বলিও না, আমাদের পথভ্রষ্ট পূর্বপুরুষগণ জাহান্নামবাসী হইবে—এমন কথাও বলা

ক্ষান্ত করো, চল আমরা মক্কায় শান্তিতে বাস করি, এক বৎসর তুমি আমাদের উপাস্যদের অর্চনা করিবে, পরবর্তী বৎসর আমরা তোমার আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করিব, কি বল ?" সূরাঃ আল-কাফিরূন-এর ভাষায় এই প্রস্তাবের জোরাল জওয়াবে তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল। অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া গেল। নও-মুসলিমগণ কা'বায় কু'রআন পাঠ করিলে প্রহৃত হইতেন, গৃহেও উচ্চরবে কু'রআন পাঠ করা ছিল অসম্ভব। সা'লাতে মুসলিমগণকে নানা কায়িক যাতনার শিকার হইতে হইত। দৈহিক নিগ্রহ হইতে হযরত (স')-ও বাদ পড়েন নাই। নবী (স') বাধ্য হইয়া নগরীর এক প্রান্তে জনবিরল স্থানে অবস্থিত আরক'াম (রা. দ্র.)-এর গৃহে সা'হ'াবীদের সহিত মিলিত হইতেন।

ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের মুখে হযরত (স') তাঁহার সা'হ'াবীগণকে হ'াবশাঃ (আবিসিনিয়া)-তে আশ্রয় গ্রহণের অনুমতি দান করিলেন। এই রাজ্যের সহিত 'আরবদের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। হ'াবশার খৃস্টান অধিপতি নাজাশী (Negus)-এর খ্যাতি ছিল উদার ন্যায়বান নরপতি-রূপে। এই ভরসায় মুসলিমগণ অতি সংগোপনে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া হ'াবশার পথ ধরিলেন। প্রথম দলে এগার (মতান্তরে বার) জন পুরুষ এবং চারিজন স্ত্রীলোক দেশত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন 'উছ'মান, তাঁহার স্ত্রী হযরত (স')-এর কন্যা রুক'ায়্যাঃ, যুবায়র ইব্‌ন 'আওওয়াম, মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র প্রমুখ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সা'হ'াবীগণ (রা)। বিলাল, 'আম্মার (রা) প্রমুখ নিঃস্ব নিরাশ্রয় সা'হ'াবী হিজরত করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের মনিবগণ তাঁহাদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়াইয়া দিল। হযরত (স')-এর ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অর্থাৎ তাঁহার নুবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষের রাজাব মাসে এই প্রথম হিজরত শুরু হয়। টের পাইয়া কু'রায়শ সর্দারগণ এক দল পদাতিককে ধরিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল কিন্তু তাঁহারা শুওয়ায়বা বন্দর পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই জাহাজ নোঙ্গর তুলিয়াছিল। পরবর্তীকালে আবূ ত'ালিবের পুত্র জা'ফার (রা)সহ তিরাশি জন মুসলিম সুযোগ-সুবিধা অনুসারে ক্রমে ক্রমে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (নামের তালিকার জন্য দ্র. ইব্‌ন ইসহ'াক' ও ইব্‌ন হিশাম)। মাস দুই পর মক্কার প্রধানগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে—এইরূপ এক গুজবে বিভ্রান্ত হইয়া কিছু সংখ্যক মুহাজির দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। নগর প্রবেশের পূর্বে যাঁহারা গুজব অসত্য বলিয়া জানিতে পারিলেন তাঁহারা আবিসিনিয়ায় ফিরিয়া গেলেন, আর যাঁহারা অসতর্ক অবস্থায় মক্কায় উপনীত হইলেন তাঁহারা নির্মম উৎপীড়নের শিকার হইলেন।

মুহাজিরগণকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কু'রায়শ সুচতুর 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী রাবী'আঃ এবং 'আম্‌র ইব্‌নুল-'আস-কে দূতরূপে বহু উপঢৌকনসহ আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করিল। দূতদ্বয় পূর্বাহ্নে অমাত্যগণকে বশ করিয়া মুহাজিরদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণের জন্য নাজাশীর দরবারে প্রস্তাব উত্থাপন করিল, অমাত্যগণ সমস্বরে এই প্রস্তাব সমর্থন করিল কিন্তু ন্যায়বান নাজাশী প্রতিপক্ষের কথা শুনিবার জন্য মুহাজিরগণকে দরবারে উপস্থিত করিবার আদেশ দিলেন। মুহাজিরদের মুখপাত্র জা'ফার (রা) ইব্‌ন আবী ত'ালিব নির্ভীকভাবে পূর্বাপর কাহিনী তথা 'আরবদের নৈতিক অধঃপতন ও পাপাচার, নবীর শিক্ষায় তাঁহাদের পাপ ক্ষালন ও নৈতিক উন্নতি, নও-মুসলিমদের উপর মুশরিকদের অত্যাচার ইত্যাদি বর্ণনা করিলেন এবং নাজাশীর আদেশে সূরা মারয়াম-এর কিয়দংশ আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। নাজাশী বিমুগ্ধ হইলেন। যীশু সংক্রান্ত প্রশ্নে জা'ফার (রা) সম্ভাব্য অশুভ পরিণতির আশংকা অগ্রাহ্য করিয়া অবিচল চিত্তে বলিলেনঃ 'ঈসা ('আ) একজন মানব, সতী-সাধ্বী মারয়াম ('আ)-এর সন্তান, আল্লাহ্‌র দাস এবং একজন সম্মানিত রাসূল,—আল্লাহ্‌র পুত্র নহেন। নাজাশী স্বীকার করিলেন যে, যীশুও ইহার বেশী কিছু দাবী করেন নাই। তিনি কু'রায়শ দূতদ্বয়কে তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিতে এবং মুসলিম দলকে স্বচ্ছন্দে তাঁহার দেশে বাস করিতে আদেশ করিলেন। কু'রায়শের উপঢৌকনও তিনি ফেরত দিয়াছিলেন (মুস্‌নাদ আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১খ, ২০১-৩; ইব্‌ন হিশাম ১খ, ১১৫-১৭)। হ'াদীছে' উদ্ধৃত হযরত (স')-এর নামে লিখিত নাজাশীর পত্র সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলাম নাজাশীর অন্তরে স্থান লাভ করিয়াছিল। পরবর্তীকালে নাজাশী হযরত (স')-এর আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নাজাশীর মৃত্যু সংবাদে হযরত (স') তাঁহার জন্য গ'া'ইবানাঃ জানাযার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন (বুখারী ও মুসলিম দ্র.)।

হিতে বিপরীত হইল দেখিয়া কু'রায়শের ক্রোধ চরমে উঠিল। সা'ফা পাহাড়ের নিকটে নিভৃত ধ্যানে মগ্ন হযরত (স')-কে একদিন আবূ জাহ্‌ল নানা কটুবাক্যে উত্তেজিত করিতে না পারিয়া অবশেষে পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার মাথা ফাটাইয়া দিল। রক্তাক্ত কলেবরে নবী (স') নিঃশব্দে বাড়ী ফিরিলেন। এই ঘটনার শুভ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। হযরত (স')-এর চাচা প্রখ্যাত বীর হ'াম্‌যাঃ (রা) আবূ জাহ্‌লকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন এবং প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করিলেন। উপস্থিত কু'রায়শ প্রধানগণ ভীষণ উত্তেজিত হইল। আবূ জাহ্‌ল কোনমতে তাহাদিগকে নিরস্ত করিল। আবার কু'রায়শ দলপতিগণ ধন-সম্পদ, সম্মান, রাজত্ব, রমণী ইত্যাদির প্রলোভন দেখাইয়া হযরত (স')-কে প্রচার বন্ধ করিতে অনুরোধ করিল। শান্ত সমাহিত চিত্তে হযরত (স') কু'রআনের কতিপয় আয়াত আবৃত্তি করিয়া তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রোধান্ধ দলপতিগণ আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি নানা বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করিল। তাহারা বুঝিল, তাঁহাকে হত্যা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

হঠাৎ একদিন তেজস্বী বীর 'উমার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘোষণায় কু'রায়শরা প্রমাদ গণিল। ইব্‌ন হিশাম বর্ণনা (১ঃ ১১৯) করেন, কু'রায়শের অত্যাচারে জর্জরিত দুঃস্থ 'আমির পরিবারের দেশত্যাগের প্রস্তুতি দর্শনে 'উমার (রা)-এর মন বিচলিত হইয়াছিল। মুসনাদ আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল-এর বিবরণে দেখা যায়, তিনি একদা গভীর রাতে হযরত (স')-কে কা'বার অভ্যন্তরে সূরাঃ الحاقة পাঠ করিতে শুনিলেন হযরত (স'-)এর অজান্তে। ইহাতে তাঁহার মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন, মুহ'ম্মাদ বড় কবি। অমনি হযরত (স') পাঠ করিলেন, و ما هو بقول شاعر অর্থাৎ ইহা কবির কবিতা নহে। 'উমার (রা) মনে করিলেন, মুহ'ম্মাদ কেমন করিয়া আমার মনের কথাটি জানিয়া ফেলিল, বোধ হয় সে গণৎকার। অমনি হযরত (স') আবৃত্তি করিলেন, و لا بقول كاهن ইহা কোন কাহিন বা গণৎকারের কথাও নহে। হযরত 'উমার বর্ণনা করেন, "অতঃপর ইসলাম আমার সমগ্র অন্তঃকরণ জুড়িয়া বসিল" (فولع الاسلام فى قلبى كل مولع)। 'উমার (রা) শুনিলেন, আত্মীয় না'ঈম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

List>

তাঁহার শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া জানিলেন, ভগিনী ফাতি'মাঃ (রা) এবং তাঁহার স্বামী সা'ঈদ (রা)-ও মুহ'ম্মাদ (স')-এর দলে যোগ দিয়াছেন। তাঁহাদের গৃহে আসিয়া বাহিরে থাকিতেই শুনিলেন ভিতরে কু'রআান পাঠ হইতেছে। তখন খাব্বাব (রা) তাঁহাদিগকে কু'রআান শিক্ষা দিতেছিলেন। 'উমার (রা) উভয়কে প্রহারে রক্তাক্ত করিলেন; খাব্বাব (রা) লুকাইয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ ভগিনীর রক্তক্ষরণ দেখিয়া 'উমার (রা) যুগপৎ লজ্জা এবং ভাবান্তর অনুভব করিলেন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধে কু'রআানের লিপি চাহিলেন। ইহাতে সূরাঃ طه এবং সূরাঃ الحديد লিপিবদ্ধ ছিল। প্রয়োজনীয় গোসল সম্পন্ন করাইয়া তাঁহাকে সেই লিপি দেওয়া হইল। তিনি তাহা পাঠ করিয়া হযরত (স')-এর নিকট আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। খাব্বাব (রা) তখন আড়াল হইতে বাহির হইয়া 'উমার (রা)-কে অভিনন্দন জানাইয়া বলিলেন, "গতরাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ (স')-কে বলিতে শুনিলাম : اللهم ايد الاسلام باحد العمرين অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্! দুই 'উমারের একজনকে দিয়া ইসলামের শক্তি বর্ধন কর' (অপর 'উমার হইল 'উমার ইব্ন হিশাম বা আবূ জাহ্ল); দেখা যায়, আল্লাহ্ তোমাকেই মনোনীত করিয়াছেন।" আর্‌ক'াম (রা)-এর গৃহে হযরত (স') তখন অনুসারিগণের শিক্ষা দানে রত ছিলেন। 'উমার (রা)-কে খাব্বাব (রা)-এর সঙ্গে খোলা তলওয়ার হাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে সেইদিকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া কেহ কেহ ভীত হইলেও হযরত (স') ধীরস্থির চিত্তে তাঁহার বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া বলিলেন : আর কতদিন, 'উমার! আর কতদিন সত্যের বিরোধিতা করিবে? 'উমার (রা) লজ্জিত হইলেন; ভক্তিভরে কালিমাঃ পাঠ করিয়া ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সমবেত কণ্ঠের "আল্লাহ আক্‌বার" ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত হইল। ঘরে ঘরে গিয়া 'উমার (রা) তাঁহার ইসলাম গ্রহণ ঘোষণা করিলেন। তাঁহাকেও নির্যাতন ভোগ করিতে হইল। একদিন তাঁহার গৃহ বেষ্টনপূর্বক তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা হইয়াছিল, আর একদিন কা'বায় সংখ্যাগুরু শত্রু হস্তে তিনি প্রহৃত হইয়াছিলেন (বুখারী ২৫ : ৫৪১-৪২; ইব্ন হিশাম ১খ, ৩১৯)। কিন্তু তিনি দমিলেন না; বরং তাঁহার উৎসাহে হযরত (স') প্রকাশ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন এবং দলবলসহ কা'বায় গিয়া দুই রাক্‌'আত স'ালাত আদায় করিলেন। সেই শোভাযাত্রার পুরোধা ছিলেন স্বয়ং হযরত (স) এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে ছিলেন হ'ামযাঃ এবং 'উমার (রা)। শত্রুরা হতভম্ব হইয়া এই দৃশ্য দেখিল। নুবুওয়াতের ষষ্ঠ বৎসরের প্রথম দিকে হযরত 'উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বানূ হাশিম আর বানূ 'আবদি'ল-মুত্ত'ালিবের সমর্থনে মুহ'ম্মাদ (স') কু'রায়শ বংশকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়াছেন অথচ তাঁহার প্রাণ সংহারও সম্ভব হইতেছে না, তাঁহার প্রচার জয়যুক্ত হইলে কু'রায়শের ধন-মান-প্রতিপত্তি নষ্ট হইবে—এই অসহ্য পরিস্থিতিতে তাহারা লিখিত অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ঐ দুই বংশের মুসলিম অ-মুসলিম সকলের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার সংকল্প ঘোষণা করিল এবং অঙ্গীকার পত্রখানি কা'বায় লটকাইয়া দিল। "যতদিন না তাহারা মুহ'ম্মাদ (স')-কে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবে ততদিন তাহাদের সহিত আলাপ-কুশল, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক লেন-দেন ও বিবাহাদি বন্ধ থাকিবে; কেহ তাহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিলে সে কঠোর দণ্ড ভোগ করিবে"—এই ছিল তাহাদের অঙ্গীকার পত্র। নগরাভ্যন্তরে থাকা বিপজ্জনক, অনাহারে মরিতে হইবে ইত্যাদি কথা চিন্তা করিয়া দুই বংশের লোকেরা তখন شعب ابى طالب বলিয়া কথিত পাহাড়বেষ্টিত গিরিসংকটতুল্য একটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে বাস করা শ্রেয় মনে করিলেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই মুহ'ম্মাদ (স')-কে শত্রুদের হাতে তুলিয়া দিবার কথা ভাবিতে পারিলেন না। নুবুওয়াতের সপ্তম বৎসরের প্রথমদিকে এমন অতর্কিতভাবে এই বিপৎপাত হইল যে, পর্যাপ্ত রসদ সংগ্রহেরও অবকাশ রহিল না। কু'রায়শের কড়া পাহারা ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে কতিপয় আত্মীয় অতি সংগোপনে কিছু কিছু খাদ্যের যোগান দিত বটে কিন্তু তাহা ছিল খুবই অপর্যাপ্ত। সুতরাং সকলেই ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন। শিশু-সন্তানদের হৃদয়বিদারক ক্রন্দন তাহাদিগকে আকুল করিতে লাগিল। ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল; কিন্তু কোন পক্ষই সংকল্পচ্যুত হইল না। আবহমানকাল হইতে হ'াজ্জের সময়ে যুদ্ধ-বিবাদ বন্ধ থাকিত। এই সময়ে হযরত (স') পেটে পাথর বাঁধিয়া গিরিসংকট হইতে বাহির হইয়া বহিরাগতদের মধ্যে প্রচার করিবার প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু শত্রুরা তাঁহাকে ধাওয়া করিত, পাগল, যাদুকর ইত্যাদি দুর্নাম রটাইয়া প্রচারে বাধা দিত, বিদ্রূপাত্মক কথায় তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত, পাথরও নিক্ষেপ করিত। অবিচল ধৈর্যের সহিত হযরত (স') তাহা সহ্য করিতেন। শিশু ও নারীদের ক্রন্দনরোল অবশেষে কয়েকজন মক্কাবাসীর মর্ম স্পর্শ করিল। এক সামাজিক বৈঠকে তাঁহারা একে একে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এই নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিলেন। আবূ জাহ্ল প্রমুখদের অগ্নিশর্মা মূর্তিকে উপেক্ষা করিয়া বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে একজন কা'বাঃ হইতে কীটদষ্ট বয়কট চুক্তিপত্রটি আনিয়া প্রকাশ্যে তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, অন্যজন গিরিসংকটে গিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

অবরোধের অবসান ঘটিল বটে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে ৬৫ বৎসর বয়সে খাদীজাঃ (রা)-এর ইনতিকাল এবং ইহার ৪/৫ দিন পূর্বে চাচা আবূ ত'ালিব-এর মৃত্যু—এই দুই বিয়োগ ব্যথায় হযরত (স') মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। আবূ ত'ালিবের অন্তিম সময়ে তাঁহার মাধ্যমে আবূ জাহ্ল প্রভৃতি নেতা আরও একবার তাহাদের শর্তে আপোসের চেষ্টা করিল, কিন্তু হযরত (স') দৃঢ় চিত্তে তাহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। চাচার প্রাণ বিয়োগের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত হযরত (স')' তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের আকুল আহ্বান জানাইলেন, কিন্তু শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আবূ জাহ্ল প্রভৃতি মুশরিক আবূ ত'ালিবকে পিতৃ-পিতামহের ধর্মে অবিচল থাকিবার প্ররোচনা যোগাইল। অবশেষে আবূ ত'ালিব পিতৃধর্মে আস্থা ঘোষণা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন (বুখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবু'ত-তাফসীর)। চাচা শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করিলেন না, এই দুঃখ হযরত (স')-এর মনে কম বাজিল না।

আবূ ত'ালিবের মৃত্যুতে অত্যাচারের পথ পরিষ্কার হইল। সিজদারত রাসূল (স')-এর গলায় ফাঁস আঁটা, স্কন্ধের উপর উটের পূতিগন্ধময় অন্ত্রের বোঝা চাপানো, তাঁহার মাথায়, মুখে জঞ্জাল নিক্ষেপ করা, যাতায়াতের পথে কাঁটা ছড়ানো—এইরূপ অত্যাচার হইতে হযরত (স')-কে যথাসম্ভব উদ্ধার করিবার প্রয়াস করিয়া গেলেন কন্যা ফাতি'মাঃ (রা) এবং পরম সুহৃদ আবূ বাক্‌র প্রমুখ স'াহ'াবাঃ (রা)। প্রচার দূরের কথা, মক্কায় অবস্থানও অসম্ভব হইয়া পড়িল। সঙ্গী হিসাবে কেবল যায়দ (র.)-কে লইয়া তিনি ত'াইফ উপস্থিত হইলেন এবং তথাকার প্রধান গোত্র ছা'কীফ

নেতাগণকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন। প্রত্যুত্তরে তাহারা উপহাস এবং তিরস্কার করিল এবং হযরত (স')-কে নির্যাতন করিবার জন্য নগরের অভ্র, দুষ্কৃতকারী এবং ক্রীতদাসদিগকে লেলাইয়া দিল। তাহারা প্রস্তরাঘাতে হযরত (স')-কে রক্তাক্ত করিল। সকল নির্যাতন উপেক্ষা করিয়া দশ দিন যাবত তিনি ত'াইফ-এর মাঠে-ঘাটে প্রচার চালাইয়া গেলেন, কেহই সাড়া দিল না। অবশেষে হযরত (স') রক্তক্ষরণ-জনিত দুর্বলতায় ঢলিয়া পড়িলেন। ক্ষত-বিক্ষত অনুচর যায়দ (রা) অতি কষ্টে বহন করিয়া তাঁহাকে নগরের বাহিরে এক উদ্যানে লইয়া গেলেন। যায়দ (রা)-র সেবাযত্নে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ওযূর পর দুই রাক্'আত স'ালাত সমাপনান্তে আল্লাহ্র কাছে যে ফরিয়াদ তিনি করিলেন, তাহাতে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই ছিল না, তাহাতে ছিল নিজ অক্ষমতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা আর আল্লাহ্র প্রতি অনড় বিশ্বাস। তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহ! আমার দুর্বলতা, অক্ষমতা, মানুষের কাছে আমার অকিঞ্চিৎকর অবস্থা—এই সবের দুঃখ আমি কেবল তোমারি দরবারে পেশ করিতেছি। হে পরম দয়াময়! তুমি অক্ষমদের প্রতিপালক, তুমিই আমার রাব্ব, আমাকে কাহার হাতে তুলিয়া দিবে? এমন অনাত্মীয়ের হাতে যে তাহার ভ্রূকুটিতে আমাকে ক্লিষ্ট করিবে? না এমন শত্রুর হাতে যে আমার সকল সাধনা পণ্ড করিবে? তোমার ক্রোধ আমার উপর না পড়িলে আমি কিছুরই পরওয়া করি না। তোমার সন্তুষ্টিই আমার জন্য যথেষ্ট। তোমার যেই জ্যোতিতে অন্ধকার বিদূরিত হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে সব ব্যাপারে শান্তি বিরাজ করে আমি তাহারই শরণ লইলাম যাহাতে তোমার অভিশাপ এবং ক্রোধ আমার উপর নামিয়া না আসে। পরিণতি তোমারই হাতে, তোমার সন্তুষ্টিতে। তোমাকে ছাড়া কাহারও কোন উপায়, কোন ক্ষমতাই নাই।" অটল ভক্তি, বিশ্বাস এবং অসীম ধৈর্যের স্বাক্ষরবাহী তাঁহার এই ফরিয়াদ ইতিহাসের (দ্র. তা'রীখ ত'াবারী; সীরাত ইব্ন হিশাম) পাতায় চিরদিন অম্লান থাকিবে। ত'াইফবাসী অত্যাচারীদের প্রতি অভিসম্পাতের প্রস্তাব নাকচ করিয়া বলিলেন, 'ইহারা না হয় ঈমান আনিল না, ইহাদের বংশধরগণ ত ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে' [উল্লেখ্য, ত'াইফ সফরের দিনগুলিকে হযরত (স') উহ'দ (দ্র.) যুদ্ধের সংকটময় দিন অপেক্ষা অধিকতর দুঃসময়রূপে গণ্য করেন (বুখারী, মুসলিম)]।

মক্কা হইতে বহির্গমন তাঁহার পক্ষে বহিষ্কারের শামিল ছিল, কাহারও আশ্রয় লাভ ব্যতিরেকে মক্কায় পুনঃপ্রবেশ বিপজ্জনক ভাবিয়া তিনি মক্কার নিকটবর্তী নাখলাঃ নামক স্থানে কয়েকদিন অবস্থান করিলেন এবং নেতৃস্থানীয় কয়েকজন সর্দারের কাছে নিরাপত্তা প্রদানের অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। মুত্'ইম ইব্ন 'আদী নামক এক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাকে নিরাপত্তা দান করিলেন। স্বগোত্রীয় একদল অস্ত্রসজ্জিত ব্যক্তিদের লইয়া কা'বাঃ প্রাঙ্গণে সমবেত কু'রায়শ দলপতিগণকে সম্বোধন করিয়া মুত'ইম ঘোষণা করিলেন, "সাবধান! আমি মুহ'াম্মাদকে নিরাপত্তা (امن) প্রদান করিয়াছি।" এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কু'রায়শ হতভম্ব হইল। উল্লেখ্য, মুত'ইম বদর যুদ্ধের পূর্বে অমুসলিমরূপে মৃত্যুবরণ করেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ হযরত (স') বদর যুদ্ধের পর বলিয়াছিলেন, "আজ যদি মুত্'ইম জীবিত থাকিত এবং যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি কামনা করিত, আমি তাহাদেরকে মুক্তি দিতাম।"

এই [illegible] অবস্থার মধ্যে ত'াইফ হইতে ফিরিবার [illegible] হযরত (স') মক্কা হইতে ফিলিস্তীনের আল-মাসজিদু'ল-আক্'সা' (১৭ : ১) এবং তথা হইতে ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ (معراج) করেন (দ্র. মি'রাজ প্রবন্ধ, আরো দ্র. সায়্যিদ সুলায়মান নাদ্‌ব'ী, সীরাতু'ন্-নাবী, ৩য় খণ্ড, আ'জ'মগড়, ১৯৮০ খৃ., বাব اسراء و معراج, পৃ. ৩৯৩)। মি'রাজ তাঁহার মনোবল বাড়াইল। সূরাঃ ইস্রা' (বা বানূ ইস্রাঈল)-এর কতগুলি আয়াতে তিনি পাইলেন কয়েকটি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। যথাঃ (১) হিজ্‌রতের ইঙ্গিত : "বল, হে আমার প্রতিপালক! যেথায় আমার প্রবেশ শুভ হইবে সেথায় আমার প্রবেশের ব্যবস্থা কর এবং যেথা (মক্কা) হইতে বহির্গমন শুভ হইবে তথা হইতে আমাকে বাহির কর" (১৭ : ৮০)। (২) আশু বিজয়ের ইঙ্গিত : "বল, সত্য আগত, বাতি'ল অপসৃয়মান" (১৭ : ৮১)। (৩) আল-মাসজিদু'ল-আক্'সা'য় নবীদের জামা'আতে ইমামাত-ও ছিল হযরত (স')-এর শ্রেষ্ঠত্বের বাস্তব সাক্ষ্য। (৪) মদীনার য়াহূদী এবং মক্কার পৌত্তলিকগণ হযরত (স')-এর হাতে পরাজয় বরণ করিবে, এই ইঙ্গিতও ছিল এই সূরার মধ্যে (১৭ : ৪-৮)। নবীদের বিরোধিতার পরিণামে ইস্রাঈল বংশীয়গণ অতীতে দুইবার পরাস্ত হইয়াছিল এবং বহুদিন বন্দীদশা ভোগ করিয়াছিল; জেরুযালেম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল (Mathew, 23 : 37-38 এবং Luke, 21 : 24-And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles.)। এই ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল এই বলিয়া : (১৭ : ৮) যদি তোমরা পুনর্বার বিরুদ্ধাচরণ কর (ان عدتم) তবে আমিও পুনর্বার (তোমাদের শাস্তির ব্যবস্থা) করিব (عدنا)। মি'রাজ এবং উপরিউক্ত ইঙ্গিতগুলি হতাশার ভাব কাটিয়া উঠিবার পক্ষে হযরত (স')-কে সাহায্য করে। অধিকন্তু সূরাঃ ইস্রা'-তে অনেকগুলি অনুশাসন একত্রে নাযিল হইল (১৭ : ২৩-৩৭) যাহা মদীনায়ই বাস্তবায়িত হইয়াছিল।

মুহাজিররূপে আবিসিনিয়ায় অবস্থানকালে সাক্রান (রা)-এর মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রৌঢ়া বিধবা নিঃসহায় সাওদা' (রা) (দ্র.) খাদীজাঃ (রা)-এর ইনতিকালের কিছুদিন পর হযরত (স')-এর নিকট নিজকে সমর্পণ করেন। হযরত (স') আশ্রয় দান উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বিবাহ করেন। হযরত (স')-এর সেবা এবং পরলোকে হযরত (স')-এর পত্নীরূপে উত্থান ছিল সাওদা' (রা)-এর প্রধান কাম্য।

গিরিসংকটে অবরুদ্ধ অবস্থায় হযরত (স') যেমন বহিরাগত 'আরবদের মধ্যে প্রচার শুরু করিয়াছিলেন, ত'াইফ হইতে ফিরিবার পর আপন জন্মস্থানে মুত্'ইম ইব্ন 'আদীর নিরাপত্তার ছায়ায় থাকিয়াও তেমনি পূর্ণোদ্যমে প্রচার চালাইলেন বহিরাগত 'আরব গোত্রসমূহের মধ্যে, যাহারা হ'াজ্জ মৌসুমে দূরদূরান্তর হইতে মক্কায় সমবেত হইত কিংবা মক্কা, 'উকাজ', মাজান্নাঃ ইত্যাদি স্থানের প্রসিদ্ধ মেলা উপলক্ষে সমাগত হইত। আবূ লাহাবের অপপ্রচার এবং দৈহিক নির্যাতনও পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। ইহাতে হযরত (স')-এর প্রচার দুরূহ হইল বটে কিন্তু এই সত্য-প্রচারব্রতী, অবিচল ধৈর্যধারী মানব-কল্যাণকামী ব্যক্তির প্রচারে এইরূপ অহেতুক বাধা সৃষ্টি এবং তাঁহার উপর এইরূপ নির্মম অত্যাচার কতিপয় ন্যায়নিষ্ঠ বহিরাগতদের মধ্যে হযরত (স')-এর অনুকূলে শুভ প্রতিক্রিয়া জাগাইল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হযরত (স')-কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাঁহার প্রচারের সত্যতা স্বীকার এবং কু'রায়শের আচরণের নিন্দা করিলেন, যদিও আশু ইসলাম গ্রহণ করিলেন না। শায়বান গোত্রের প্রধান মাফরূক' হযরত (স')-কে জিজ্ঞাসা করিল যে, তিনি কি কি শিক্ষা দেন। হযরত (স') তাহাকে সূরাঃ আন্'আম-এর একটি আয়াত (৬ : ১৫২) পড়িয়া

শুনাইলেন (قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الاية)। মাফরূক' এবং উপস্থিত নেতৃবর্গ তাঁহার বক্তব্যের সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিল, "দেখুন, পিতৃপিতামহের ধর্ম এত সহজে ত্যাগ করা ত মুশকিল। অন্য-পক্ষে আমরা পারস্য সম্রাটের সহিত চুক্তিবদ্ধ যে, আমরা তাঁহারই আশ্রিতরূপে থাকিব, অন্য কাহারও প্রভাবাধীন হইব না" ইত্যাদি। 'আমির গোত্রের প্রধান বলিল, "আমরা এই শর্তে আপনাকে সাহায্য করিতে পারি যে, আপনি যদি শত্রুদের উপর জয়ী হন, তবে আপনার পরে আমরা রাজত্বের উত্তরাধিকারী হইব।" হযরত (স') বলিলেন, "রাজ্য রাজত্বের মালিক আল্লাহ্, আমি নহি।" ফলকথা, হ'াজ্জ এবং মেলায় প্রচারের শুভ পরিণতি শুরু হইল এবং 'আরবের দূরদূরান্তরে মুহ'াম্মাদ (স')-এর নুবুওয়াত সর্বত্র আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়া পড়িল। ইহার ফলে কয়েকজন সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি মক্কায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আবূ য'ার্র গিফারী (রা)-র নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। নূতন রাসূলের আবির্ভাবের কথা অবগত হইয়া তিনি তাঁহার ভাইকে মক্কায় তথ্যানুসন্ধানের জন্য পাঠাইলেন। পরে তিনি স্বয়ং আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং কা'বাঃ প্রাঙ্গণে গিয়া সুউচ্চ কণ্ঠে কালিমাঃ উচ্চারণ করিয়া তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁহাকে বেদম প্রহার করিল। 'আব্বাস (রা) তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন এই বলিয়া, "তোমরা জান না, এই ব্যক্তি গিফার গোত্রের গণ্যমান্য লোক। তাহাদের এলাকা অতিক্রম করিয়া তোমাদের বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়ায় যায়" [বুখারী : আবূ য'ার্র (রা)-এর ইসলাম অধ্যায়]।

হ'াজ্জের মওসুমের প্রচারের ফলেই মদীনায় ইসলাম প্রচারিত এবং অবশেষে তথায় হিজরত সংঘটিত হইল। সূচনায় মিনা-য় অবস্থিত 'আক'াবাঃ নামক উপত্যকায় মদীনার খায্রাজ গোত্রের ছয়জন হ'াজ্জযাত্রী হযরত (স')-এর হাতে বায়'আত (بيعة = আনুগত্য-শপথ) গ্রহণ করেন। হযরত (স')-এর কথা শুনিয়া তাঁহারা বলাবলি করেন, "আল্লাহ্র কসম! এই সেই নবী যাঁহার আগমনের কথা য়াহূদীরা আমাদিগকে বলিয়াছে। সাবধান! কেহই যেন তোমাদের পূর্বে ইসলাম কবুল না করিয়া ফেলে।" তাঁহারা আশা প্রকাশ করিলেন, হয়ত হযরত (স')-এর মাধ্যমে তাঁহারা গোত্রগত কলহ ভুলিয়া একতাবদ্ধ হইবেন। অতঃপর তাঁহারা নিজ দেশে ইসলাম প্রচারের প্রতিশ্রুতি দিয়া হযরত (স')-এর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন (ইব্ন হিশাম, ১খ, পৃ. ৪২৮-২৯) তাঁহাদের চেষ্টায় মদীনায় ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করিল। পরবর্তী বৎসরের হ'াজ্জের সময় বার (অথবা এগার) জন মদীনাবাসী রাত্রির অন্ধকারে গোপনে 'আক'াবাঃ-য় হযরত (স')-এর সহিত মিলিত হন এবং অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহারা শির্ক, চুরি, ব্যভিচার, সন্তান হত্যা ইত্যাদি পাপাচার হইতে বিরত থাকিবেন এবং হযরত (স')-এর সকল ন্যায়সঙ্গত আদেশ মান্য করিবেন। এই অঙ্গীকার ইতিহাসে প্রথম বায়'আতু'ল-'আক'াবাঃ (بيعة العقبة) নামে খ্যাত। মদীনায় প্রচার ও কু'রআন শিক্ষা দানের জন্য হযরত (স') মুস্'আব ইব্ন 'উমায়র-কে তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন। মদীনায় তিনি কু'রআন শিক্ষক (المقرى) নামে পরিচিত হইলেন। তিনি স'ালাতে ইমামতি করিতেন। আস্'আদ ইব্ন য়ুরারাঃ (রা)-এর গৃহে তিনি স্থান লাভ করিলেন। পরবর্তী হ'াজ্জের সময় দ্বিতীয় بيعة العقبة একই স্থানে গভীর রাত্রে অতি সংগোপনে সমাপ্ত হয়। এইবার দুইজন মহিলাসহ তিয়াত্তর (অথবা ৭২) জন মদীনাবাসীকে লইয়া মুস'্আব (রা) মক্কায় আগমন করেন। চাচা 'আব্বাস (তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই)-কে লইয়া হযরত (স') 'আক'াবায় আগমন করেন। হযরত (স) তাঁহাদের আনুগত্য শপথ গ্রহণ করিলেন এই শর্তে যে, তিনি তাঁহাদের আমন্ত্রণে মদীনায় গমন করিলে মদীনাবাসী তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ন্যায় শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন। 'আব্বাস এবং আস্'আদ ইব্ন য়ুরারাঃ (রা) উভয়ে মদীনাবাসিগণকে সতর্কবাণী শুনাইলেন যে, রাসূল (স')-কে আশ্রয় দানের মধ্যে 'আরবের সমস্ত মুশরিক গোত্রের সহিত যুদ্ধের ঝুঁকি রহিয়াছে। বীরত্বব্যঞ্জকভাবে তাঁহারা বলিলেন, সকল ঝুঁকি সামলাইতে তাঁহারা প্রস্তুত। তাঁহাদের দাবীতে হযরত (স') অঙ্গীকার করিলেন যে, তিনি কখনও তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন না। হযরত (স') তাঁহাদেরই নির্বাচিত বারজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে নাক'ীব (প্রধান) নিযুক্ত করিলেন। তন্মধ্যে ছিলেন নয়জন খায্রাজ এবং তিনজন 'আওস গোত্রের (ইব্ন হিশাম, ১খ, পৃ. ৪৪১-৪২)।

অতঃপর হযরত (স') মুসলিমগণকে মদীনায় হিজরতের আদেশ দিলেন। মক্কাবাসীরা নানা বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করিল। তাহারা মদীনামুখী আবূ সালামার যাত্রাপথে তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে ছিনাইয়া লইল। সু'হায়বকে আটক করিয়া তাঁহার ধন-সম্পদ সাকুল্যে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিল (ইব্ন কাছ'ীর, ২খ, পৃ. ২১৫-১৭, ২২৩)। এইরূপ অনেককেই পরিবার-পরিজন ফেলিয়া রিক্ত হস্তে হিজরত করিতে হইল। কিছু সংখ্যক স'াহ'াবী আটকা পড়িলেন। হযরত (স') রহিলেন আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষায়, সঙ্গে রহিলেন আবূ বাক্র এবং 'আলী (রা)। মুহ'াম্মাদ (স') মদীনায় ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের আওতার বাহিরে গিয়া শক্তি সঞ্চয় করিলে পরিণাম কি হইবে এই ভাবিয়া কু'রায়শগণ প্রমাদ গণিল। دار الندوة (সভাগৃহ)-তে সমবেত হইয়া তাহারা স্থির করিল : প্রতি গোত্রের এক-একজন সাহসী যুবক যুগপৎ আঘাতে মুহ'াম্মাদ (স')-কে হত্যা করিবে, যাহাতে বানূ হাশিম এই সম্মিলিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণে সাহসী না হয়। হযরত (স') অবশেষে হিজরতের হুকুম লাভ করিলেন। তিনি শত্রুদের পরিকল্পনার পূর্বাভাস পাইলেন। অনুরূপ পরিকল্পনার পূর্বাভাস ইতিপূর্বেও পাইয়াছিলেন (২৭ : ৪৯)। শত্রুরা তাঁহার বাড়ী ঘেরাও করিল। কিন্তু তখনও তিনি ছিলেন 'আল-আমীন'। দুশমনদের গচ্ছিত দ্রব্য-সামগ্রী প্রত্যর্পণের ভার 'আলী (রা)-র উপর অর্পণ করত নির্দেশ দিলেন : তুমি আমার চাদর গায়ে দিয়া আমার বিছানায় শুইয়া পড়, ভয় করিও না। তিনি নিজে রাত্রিকালে সূরাঃ য়াসীন-এর প্রথম নয় আয়াত তিলাওয়াত করিতে করিতে তাহাদের সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। রক্তপিপাসু যুবকরা টেরই পাইল না কখন কিভাবে হযরত (স') বাহির হইলেন। তিনি সরাসরি আবূ বাক্র (রা)-এর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে সংগে লইয়া হিজরতের বাসনা প্রকাশ করিলেন। আবূ বাক্র (রা) পূর্ব প্রস্তুতিস্বরূপ দুইটি ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন উষ্ট্র এবং পথ-প্রদর্শকরূপে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উরায়কি'ত-কে প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। যাত্রা শুরু হইল। পিছন ফিরিয়া মক্কার পানে তাকাইয়া হযরত (স') বলিলেন, "কত চমৎকার শহর তুমি, হে মক্কা! আমি তোমায় কত ভালবাসি, আমার স্বজাতি আমাকে নির্বাসন না দিলে আমি তোমাকে ব্যতীত অন্য কোথাও বাসের সংকল্প করিতাম না" (তিরমিয'ী, বাব : ফাদ'ল মক্কাঃ)।

রাতের অবসান হইলেই হাতছাড়া শিকারের সন্ধানে চতুর্দিকে লোক ছুটিবে। তাহাদের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য উভয়ে ছ'াওর পাহাড়ের এক গুহায় আত্মগোপন করিলেন। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী আবূ বাক্র (রা)-এর পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা) রাতের অন্ধকারে আসিয়া শত্রুদের তৎপরতার সংবাদ দিতেন, তাঁহার এক ভৃত্য ছাগদুগ্ধ সরবরাহ করিতেন এবং কন্যা আস্মা' (রা) কিছু খাদ্য দিয়া যাইতেন। ঘোড়-সওয়ার সন্ধানীরা একবার গুহার মুখে আসিয়া পড়িলে আবূ বাক্র (রা) উদ্বিগ্ন হইলেন। হযরত (স') বলিলেন, "ভয় করিও না, আল্লাহ্ আমাদের সংগে রহিয়াছেন।" সন্ধানীরা ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ফিরিয়া গেল। তিনদিন গুহায় অবস্থানের পর হযরত (স') মদীনার পথে পাড়ি দিলেন। কু'রায়শরা ঘোষণা করিল, জীবিত বা মৃতাবস্থায় মুহ'ম্মাদ (স')-কে ধরিয়া আনিতে পারিলে এক শত উট পুরস্কার। অশ্বপৃষ্ঠে সুরাক'াঃ ইব্ন মালিক (سراقة بن مالك) ছুটিল। হযরত (স') প্রায় তাহার নাগালের মধ্যে, এমন সময় তাহার ঘোড়া হোঁচট খাইল, সে ছিটকাইয়া পড়িল। একাধিকবার এইরূপ বিড়ম্বনার পর সুরাক'াঃ বুঝিল, মুহ'ম্মাদ (স') আসমানী মদদপুষ্ট। ভবিষ্যত নিরাপত্তার লিখিত (সম্ভবত কোন আয়াত নাযিল হইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিবার মানসে এমন সংকটকালেও হযরত (স') কালি-কলম সঙ্গে লইয়া-ছিলেন) অঙ্গীকার ভিক্ষারূপে লইয়া সুরাক'াঃ প্রস্থান করিল (বুখারী, হিজ্রাতু'ন-নাবী; ইব্ন হিশাম, ১খ, ৪৮৯-৯০)।

অধিক সংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে ৮ রাবী'উ'ল-আওওয়াল (খাওয়ারিয্মীর মতে বৃহস্পতিবার) নুবুওয়াতের ত্রয়োদশ বর্ষে ২০ সেপ্টেম্বর, ৬২২ খৃস্টাব্দে হযরত (স') মদীনা হইতে তিন মাইল দূরে কু'বা (قبا অথবা قباء) পল্লীতে উপনীত হইলেন। পরবর্তীকালে এই বৎসরের পহেলা মুহ'ররাম তারিখ হইতে হিজরী সালের গণনা শুরু হয়। পূর্বে উপনীত প্রায় সকল মুহাজির কু'বা-তেই অবস্থান করিতে-ছিলেন। অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান মুহাজির ও আনস'ার (দ্র.) তুমুল আল্লাহ আকবার ধ্বনিতে হযরত (স')-কে খোশ আমদেদ জানাইলেন। কুলছু'ম ইব্নু'ল-হাদ্‌ম (كلثم بن هدم) (রা) নামক গোত্রপতির গৃহে তাঁহারা মেহমান হইয়াছিলেন। মক্কা হইতে 'আলী (রা) আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। বুখারীর মতে হযরত (স') কু'বাতে ১৪ দিন (ঐতিহাসিক ও চরিতকারগণের মতে ৪ দিন) অবস্থান করেন এবং আগমনের পর প্রথম কর্তব্যরূপে মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন করেন কুলছু'ম (রা)-এর একখণ্ড পতিত জমির উপর। হযরত (স') আপন মুবারাক হস্তে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং শ্রমসাধ্য সকল কাজে সমঅংশ গ্রহণে স'াহ'াবীদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও বিরত হইলেন না। কু'রআনে ইহাই "তাক'ওয়া-র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ" (৯ : ১০৮-৯)-রূপে চিহ্নিত এবং ইহাই হযরত (স')-এর স্থাপিত প্রথম মসজিদ।

১৪ দিন পর শুক্রবার কু'বা হইতে মদীনা অভিমুখে যাত্রার পথে বানূ সালিম গোত্রের মহল্লায় হযরত (স') সর্বপ্রথম স'ালাতু'ল-জুমু'আঃ সম্পন্ন করেন এবং প্রথমবারের মত স'ালাতে খুত্'বাঃ প্রদান করেন। অস্ত্রসজ্জিত মাতুল বংশীয় বানু'ন্-নাজ্জারসহ সকল গোত্রের আনুস'ার দলে দলে আসিয়া সারা পথ হযরত (স')-কে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন; প্রতিটি গোত্রই তাঁহাকে তাহাদের মেহমান হইবার আমন্ত্রণ জানাইল। শহরে উপনীত হইলে সম্ভ্রান্ত বংশের পুরমহিলারা গাহিয়া উঠিল :

طلع البدر علينا + من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا + ما دعا لله داع

পূর্ণচন্দ্র আমাদের উপর উদিত হইয়াছে
গিরিপথের ওয়াদা' 'ঘাঁটির' আড়াল হইতে,
শুক্র প্রকাশ আমাদের কর্তব্য,
যতদিন আল্লাহ্‌কে কেহ ডাকে।

হযরত (স') তাঁহার মাতুল বানূ নাজ্জার গোত্রের আবূ আয়্যুব (রা)-এর মেহমানদারী গ্রহণ করিলেন (মুসলিম, বাবু'ল-হিজরাঃ) এবং তাঁহার দ্বিতল গৃহের নিম্নতলে সাত মাস যাবত অবস্থান করেন। মদীনায় মসজিদ নাবাব'ী এবং সংলগ্ন আবাস নির্মাণ সমাপ্ত হইলে হযরত (স') তথায় চলিয়া যান। মদীনায় উপনীত হইয়া যায়দ্ এবং আবূ রাফি'(রা)-কে মক্কায় পাঠাইলেন। তাঁহারা হযরত (স')-এর স্ত্রী সাওদা, কন্যা ফাতি'মাঃ এবং উম্মু কুলছূ'ম (রা)-কে লইয়া আসেন, কন্যা রুক'াইয়্যাঃ (রা) তখনও তাঁহার স্বামী 'উছ'মান (রা)-এর সহিত আবিসিনিয়ায় ছিলেন, কন্যা যায়নাব (রা)-কে তাঁহার মুশ্‌রিক স্বামী আবু'ল-'আস' আসিতে দিল না। 'আইশাঃ (রা) আসিলেন তাঁহার ভাই 'আব্দুল্লাহ্‌র সহিত।

মদীনায়ও তিনি প্রথম কর্তব্যরূপে মসজিদ নির্মাণ করিলেন। মসজিদের জন্য নাজ্জার গোত্রীয় দুই যাতীমের এক খণ্ড জমি ক্রয় করা হইল। মালিক পক্ষের সাগ্রহ অনুরোধেও বিনামূল্যে গ্রহণ করা হইল না। এইবারও তিনি স'াহ'াবীদের সহিত মসজিদ নির্মাণের কায়িক পরিশ্রমে তুল্যাংশ গ্রহণ করিলেন। কাঁচা ইঁটের দেওয়াল, খেজুর কাঠের খুঁটির উপর খেজুর-ডালের ছাদ, মেঝেতে কাঁকর বালু এই ছিল মস্‌জিদে নাবাব'ীর সাদামাটা অবয়ব। মস্‌জিদের গা ঘেঁষিয়া নির্মিত হইল হযরত (স')-এর আবাস এবং উম্মুহাতু'ল-মু'মিনীন (রা)-এর হু'জুরাত অর্থাৎ মু'মিনগণের মাতৃমণ্ডলীর কক্ষসমূহ। মস্‌জিদের একপাশে একটি চত্বর (صفة) (দ্র. আহ্‌লু'স'-সু'ফ্‌ফাঃ) ছিল নিঃস্ব মুহাজিরদের আশ্রয়স্থল (ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত)।

মুহাজিরগণের পুনর্বাসনের জন্য হযরত (স') এক অনুপম পন্থা অর্থাৎ عقد المؤاخاة বা ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি সামাজিক মর্যাদা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় মনোনীত এক-একজন আনস'ারকে এক-একজন মুহাজিরের সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। আনস'ার ভাই তাঁহার বাড়ী, আসবাব-পত্র, আবাদী জমি, বাগান ইত্যাদির অর্ধাংশ রিক্ত মুহাজিরকে অর্পণ করিলেন। সম্পত্তির উত্তরাধিকারও এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের আওতাভুক্ত হইয়াছিল। রক্ত সম্পর্কীয় নিকটতর আত্মীয় না থাকিলে তাঁহারা মৃত ভাইয়ের উত্তরাধিকারী হইতে পারিতেন (দ্র. আনস'ার)। অবস্থার ক্রম পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এই উত্তরাধিকার ব্যবস্থা রহিত হয় (৮ : ৭৫, ৩৩ : ৬)। খায়বার বিজয়ের পর ভূমি, বাগান ইত্যাদিও আনুস'ারদের ফেরত দেওয়া হয়।

মদীনার অনুকূল পরিবেশে ইসলামের দ্রুত প্রসারের ফলে ইসলামী সমাজবন্ধনকে জোরদার করিবার তাকীদে হযরত (স') জামা'আতের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন এবং প্রতি স'ালাতের সময় মুসলিম জনগণকে আহ্বানের জন্য আযা'ান (দ্র.)-এর প্রবর্তন করেন। সুললিত এবং সুউচ্চ কণ্ঠের অধিকারী হ'াবশী ক্রীতদাস [আবূ বাক্র (রা) যাঁহাকে ক্রয় এবং মুক্তি দান করিয়া মনিবের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন] বিলাল (রা)-কে মু'আয্'যি'ন-এর দায়িত্ব অর্পণ করা হইল।

ইসলামের কল্যাণে মদীনার দুই প্রধান 'গোত্র আওস ও খায্‌-রাজ তাহাদের বহুকালের শত্রুতা এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধপ্রবণতা ভুলিয়া ভ্রাতৃভাবে (فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ৩ ঃ ১০২) অনুপ্রাণিত এবং ঐক্যবদ্ধ হইয়া গেল। হিজরতের পূর্বে তাহাদের ক্ষমতার লড়াইয়ে ইন্ধন যোগাইয়া মদীনার কুসীদজীবী য়াহূদী সম্প্রদায় তাহাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। তিনটি গোত্রে (বানূ ক'য়নুক'া', বানূ নাদ'ীর, বানূ কু'রায়জ'াঃ) বিভক্ত এই য়াহূদীরা প্রভূত সম্পদ এবং কয়েকটি সুরক্ষিত দুর্গের মালিক ছিল। ইহাদের সংশ্রবে মদীনাবাসী-গণ আল্লাহ্‌র একত্ব, আসমানী কিতাব এবং প্রতীক্ষিত নবীর ধারণা লাভ করিয়াছিলেন। অন্যপক্ষে মদীনা ও মদীনা সন্নিহিত বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি মুশ্‌রিক গোত্রের আবাস ছিল। হযরত মুহ'ম্মাদ (স') মুসলিম, য়াহূদী এবং মুশরিকদের সমন্বয়ে মদীনাকে একটি রাষ্ট্ররূপ দানের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য, মদীনার নিরা-পত্তা নিশ্চিত করা এবং জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে দেশের কাজে নিয়োজিত করা। মুসলিম, য়াহূদী ও মুশরিকদের ত্রিপক্ষীয় সম্মেলনে তাহাদের সম্মতিক্রমে তিনি একটি সনদ লিপিবদ্ধ করাইলেন। এই সনদে প্রথমে লিপিবদ্ধ হইল মুহাজির, আনস'ার ও অপর মুসলিমগণের সম্পর্ক, অধিকার, দায়িত্ব, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি, বিশেষত এই কথাটি যে, এই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্তের ভার মুসলিম জনগণের উপর ন্যস্ত থাকিবে। কতিপয় পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের নামো-ল্লেখসহ তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল এই সনদে। সকল সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে প্রযোজ্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল নিম্নরূপ (ইবন হিশাম, ১খ) ঃ

(১) কোন গোত্র বা সম্প্রদায় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সকলে সমবেত শক্তিতে আক্রমণ প্রতিহত করিবে।

(২) কেহ কু'রায়শ গোত্রের সহিত গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে না, তাহাদের কাহাকেও আশ্রয় দিবে না এবং তাহাদের কোন দুষ্ট সংকল্পে সহায়তা করিবে না।

(৩) মদীনা আক্রান্ত হইলে সকলে সমবেতভাবে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের যুদ্ধ-ব্যয় নিজেরা বহন করিবে।

(৪) সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করিবে, কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৫) ব্যক্তির অপরাধের জন্য তাহার গোত্র বা সম্প্রদায়ের কোন অধিকার খর্ব হইবে না, ব্যক্তিগত অপরাধরূপে উহার বিচার ব্যবস্থা হইবে।

(৬) মদীনায় নরহত্যা নিষিদ্ধরূপে গণ্য হইবে।

(৭) শোণিত-পণ পূর্বের ন্যায় বহাল থাকিবে।

(৮) উৎপীড়িতকে রক্ষা করিতে হইবে।

(৯) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মিত্রপক্ষসমূহের অধিকার রক্ষা করিতে হইবে।

মুসলিমদের সম্বন্ধে বলা হইল যে, তাঁহারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে, তাহাদের মঙ্গলের চেষ্টা করিবে, অনি-ষ্টের সংকল্প করিবে না। আরও লিপিবদ্ধ হইল যে, মুহ'ম্মাদ (স') এই সমাজ ব্যবস্থার প্রধান নির্বাচিত হইলেন। যেই সকল বিরোধ সাধারণভাবে মীমাংসা করা সম্ভব না হয় তাহার মীমাংসার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইবে, আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী তিনি তাহার মীমাংসা করিবেন।

আল্লাহ্‌র নামে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হইল। যাহারা এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

হযরত (স') স্বয়ং ওদ্দান, যু'ল-'আশীরাঃ প্রভৃতি গোত্রের এলাকায় গমন করিয়া এই সনদে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাক্ষর ও সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন (যাদু'ল-মা'আদ, ১খ)।

য়াহূদী সম্প্রদায় এবং মুনাফিক' দলের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের দরুন হযরত (স')-এর এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিকল্পনা এবং মদীনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। এইজন্য প্রধানত য়াহূদীরাই দায়ী ছিল। য়াহূদীদের ক্ষোভের কারণ বহুবিধ, যথা ঃ প্রতীক্ষিত নবীর ইসরাঈল বংশীয় না হইয়া ইসমা'ঈল বংশে জন্মলাভ ছিল তাহাদের অনভিপ্রেত। এই নবী যীশুর মাতাকে নিষ্কলঙ্ক বলে কেন? যীশুকে কি নবী বলিয়া গণ্য করা যায়? আমরা আমাদের কিতাবকে বিকৃত করিয়াছি, এই অপবাদ ত সঙ্গত নহে ইত্যাদি। মদীনায় রাসূল (স')-এর আগমনে তাহাদের সামাজিক প্রভাবে এবং কুসীদ ব্যবসায়ে ভাটা পড়িবার আশংকা দেখা দিল প্রকটভাবে; সুতরাং তাহারা শত্রুভাবাপন্ন হইল। হিজরতের প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে সংঘটিত বু'আছ' যুদ্ধের ফলে হৃতসর্বস্ব হীনবল 'আওস এবং খাযরাজ গোত্র সমবেতভাবে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি-কে তাহাদের নেতা মনোনীত করিয়া তাহার সাড়ম্বর অভিষেকের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিল, অথচ মুহ'ম্মাদ (স')-এর আগমনে 'আবদুল্লাহ্‌র আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হইল। 'আবদুল্লাহ এবং তাহার সাথিগণ অবস্থাদৃষ্টে ইসলাম গ্রহণ করিল বটে কিন্তু তাহারা মারা-ত্মক গৃহশত্রুর ভূমিকা বাছিয়া লইল এবং য়াহূদীদের সহিত জোট বাঁধিল। হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরের শা'বান মাসে ওয়াহ্'য়ি প্রাপ্ত হইয়া হযরত (স') কি'বলাঃ পরিবর্তন করিয়া য়াহূদীদের আরও বিরাগভাজন হইলেন। মদীনায় প্রায় ষোল মাস যাবত তিনি য়াহূদীদের কি'বলাঃ আল-মাসজিদু'ল-আক'স'া (দ্র.)-র দিকে মুখ করিয়া স'লাতে দাঁড়াইতেন। ইহাতে য়াহূদীরা গর্ববোধ করিত, সুতরাং কি'বলার পরিবর্তন তাহাদিগকে মর্মাহত করিল। ক্রমে কিছু সংখ্যক য়াহূদী ইসলাম গ্রহণ করিলেন, তন্মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম-এর মত বিজ্ঞ য়াহূদী যাজকও ছিলেন। তিনি য়াহূদীদের সত্য গোপন উদ্দেশ্যে তাওরাত-এর বিকৃতি এবং তাহাতে প্রক্ষেপণজনিত ত্রুটি প্রকাশ করিয়া দিলেন। ক্রোধান্ধ য়াহূদী সম্প্রদায়—একত্ববাদী মু'মিনদিগের তুলনায় মুশ্‌রিকরা অধিকতর সত্যাশ্রয়ী (৪ ঃ ৫১) এই রায় দিয়া বসিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে গোপনে মক্কার কু'রায়শ ও মদীনার মুনাফিক'দের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। এই ত্রিপক্ষীয় ষড়যন্ত্র হযরত (স')-এর মদীনা জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিল। কু'রায়শরা 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যিকে এই মর্মে চিঠি (বুখারী) লিখিল ঃ "তোমরা আমাদের লোকটিকে আশ্রয় দিয়াছ; আমরা কসম করিলাম, হয় তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে অথবা বহিষ্কৃত করিবে, নতুবা আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিব, তোমাদের যোদ্ধৃগণকে হত্যা করিব এবং তোমাদের নারীরা আমাদের উপভোগ্যা হইবে।" ইব্‌ন উবায়্যা যুদ্ধ-প্রস্তুতি শুরু করিল। সংবাদ পাইয়া হযরত (স') তাহাকে বলিলেন, "মক্কাবাসীরা মদীনা আক্রমণ করিলে যুদ্ধ হইবে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে, অথচ তুমি প্রস্তুতি নিতেছ তোমার ভাইদের এবং ছেলেদের বিরুদ্ধে

অস্ত্র ধারণ করিতে।" 'আওস ও খাযরাজ—এই দুই প্রধান গোত্রের বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহারা মুশ্রিক রহিল এবং ইব্ন উবায়্যির দলে যোগ দিয়াছিল, তাহারা হযরত (স')-এর যুক্তি অনুধাবন করিল। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া ইব্ন উবায়্যি ক্ষান্ত হইল। এই সময় 'আওস প্রধান সা'দ ইব্ন মু'আয' (রা) 'উম্রাঃ(দ্র.)-এর উদ্দেশ্যে মক্কায় গিয়া তাঁহার মুশরিক বন্ধু উমায়্যাঃ ইব্ন খালফ-এর মেহমান হন এবং তাহার সহিত কা'বায় ত'াওয়াফ (দ্র. হ'াজ্জ) করিতে যান। আবু জাহ্ল তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "তোমরা আমাদের ধর্মত্যাগী (صابى) লোকগুলিকে আশ্রয় দিয়াছ, তারপরও তুমি কা'বায় আসিবে, ইহা আমার অসহ্য।" সা'দ (রা) বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে কা'বায় আসিতে বাধা দাও, আমি মদীনার (সিরীয় বাণিজ্যের) পথ বন্ধ করিয়া দিব।"

কু'রায়শগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিল, গুপ্তচর মারফত হযরত (স') এই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি মদীনার বিভিন্ন স্থানে পাহারা মোতায়েন করিলেন। তিনি এবং স'াহ'াবাঃ (রা) নিদ্রা ও জাগরণে অস্ত্রসজ্জিত থাকিতেন (হ'াকিম)। নবী (স')-এর জন্য প্রহরীর ব্যবস্থা হইল (বুখারী, বাবু'ল-জিহাদ)। এই সময় জিহাদের অনুমতিমূলক আয়াত (২২ : ৩৯) নাযিল হয়, অনুমতি ছিল আত্মরক্ষামূলক।

হযরত (স') বিভিন্ন দিকে 'সারিয়্যাঃ' অর্থাৎ শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণকারী ছোট ছোট দল পাঠাইলেন। হ'ামযাঃ, 'উবায়দাঃ ইব্ন হ'ারিছ', সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্'ক'াস (রা) প্রমুখ মুহাজির সারিয়্যার নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সারিয়্যায় কেবল মুহাজিরগণই থাকিতেন।

মদীনা ও মক্কার মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থানরত পৌত্তলিক গোত্র-সমূহের মধ্যে কু'রায়শরা সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিল। রক্ষা-ব্যবস্থারূপে হযরত (স') তাহাদের সহিত শান্তি চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে ৬০ জন মুহাজিরকে সঙ্গে করিয়া ২য় হিজরীর স'াফার মাসে হযরত (স') স্বয়ং গেলেন মদীনা হইতে প্রায় ৮ মানযিল দূরে আব্ওয়া (الأبواء) নামক স্থানে [হযরত (স')-এর মা আমিনাঃ যেই অঞ্চলে সমাধিস্থ ছিলেন]। অঞ্চলটি ছিল বানু দ'ম্রাঃ গোত্রের কর্তৃত্বাধীন, বানু মুযায়নাঃ গোত্রেরও আবাস স্থান। বানু দ'ম্রার সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া নবী (স') মদীনায় ফিরিয়া আসেন। চুক্তির কথাগুলি ছিল : "মুহ'াম্মাদু'র-রাসূলুল্লাহ (স')-এর পক্ষ হইতে এই চুক্তিপত্রে বানু দ'ম্রাঃ গোত্রের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা হইল; আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তাহারা সাহায্য লাভ করিবে, যদি না তাহারা আল্লাহ্র দীন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে...রাসূল (স') তাহাদিগকে সাহায্যের আহবান করিলে তাহারা সেই আহবানে সাড়া দিবে" (যুরক'ানী, ১খ, পৃ. ৪৫৯)। হযরত (স')-এর নেতৃত্বে ইহা সংঘটিত হইয়াছিল, এইজন্য ইহাকে 'গ'ায্ওয়াঃ' বলা হয়। আবওয়া'-তেই সর্বপ্রথম এই গ'ায্ওয়াঃ পরিচালিত হইয়াছিল। এই গ'াযওয়ার মাস খানিকের মধ্যে মক্কার অন্যতম সর্দার কুরয ইব্ন জাবির ফিহ্রী মদীনার চারণ ভূমি চড়াও হইয়া মদীনাবাসীদের কতগুলি পশু লুট করিয়া লইয়া গেল। তৎপর হযরত (স') নানা জায়গায় চৌকি বসাইলেন।

২য় হিজরীর জুমাদা'ছ'-ছ'ানিয়াঃ (জামাদিউ'ছ'-ছ'ানী) মাসে হযরত (স') স্বয়ং দুই শত মুহাজিরসহ মদীনার প্রায় ৯০ মাইল দূরে য়ানবু' সন্নিহিত যু'ল-'উশায়রাঃ নামক স্থানে গিয়া বানু মুদ্লিজ গোত্রের সহিত পূর্বোল্লিখিত চুক্তির অনুরূপ শর্তে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। বুওয়াত এলাকার একটি পৌত্তলিক গোত্রের সহিতও এইরূপ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এইখানেও হযরত (স') স্বয়ং গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহগামী ছিলেন একদল মুহাজির।

'আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহ্'শ-এর নেতৃত্বে আটজনের একটি দল (ইব্ন হিশাম, ২খ, ৭) প্রেরিত হইয়াছিল মক্কা এবং ত'াইফ-এর মধ্যে অবস্থিত, মক্কার নিকটতর নাখ্লাঃ নামক স্থানে। বন্ধ করা একটি আদেশনামা ইব্ন জাহ্'শের হাতে দিয়া হযরত (স') তাঁহাকে বলিলেন, "দুই দিনের পথ অতিক্রম করার পরে এই লিপি খুলিবে এবং ইহার মর্মানুযায়ী কাজ করিবে। কিন্তু কাহাকেও সেই কাজে বাধ্য করিবে না।" লিপিতে ছিল, ত'াইফে গিয়া শত্রুর গতিবিধির উপর নজর রাখার এবং মদীনায় সংবাদ প্রেরণের আদেশ। বর্ণনা পাওয়া যায় যে, কু'রায়শের একটি ছোট বাণিজ্য কাফিলা অতর্কিতে এই গুপ্তচর দলের সামনে আসিয়া পড়িলে দলের একজন তীর নিক্ষেপে 'আম্র ইব্ন হ'াদ্'রামী নামক এক কুরায়শ সর্দারকে হত্যা করে, কাফিলার দুই ব্যক্তি গুপ্তচর দলের হাতে বন্দী হয় এবং মালপত্র ফেলিয়া অন্য অভিযাত্রীরা পালাইয়া যায়। ইব্ন জাহ্'শ পরিত্যক্ত মাল ও বন্দীদ্বয়কে লইয়া মদীনায় হযরত (স')-এর সমীপে আসিলে তিনি মর্মাহত হন। স'াহ'াবাঃ (রা) এবং তিনি ইব্ন জাহ'শ-কে এই বলিয়া তিরস্কার করেন : "তোমরা এমন কর্ম করিয়াছ যাহার অনুমতি দেওয়া হয় নাই এবং যুদ্ধ বিরতির (আশ-শাহ্রু'ল-হ'ারাম) মাসে (রাজাব, হি. ২য় সাল) যুদ্ধ করিয়াছ অথচ আদৌ যুদ্ধের আদেশ তোমাদিগকে দেওয়া হয় নাই।" হযরত (স') ঐ মাল গ্রহণ করিলেন না। মক্কাবাসীরা বন্দীদ্বয়ের মুক্তির জন্য দূত প্রেরণ করিলে তিনি দূতের সহিত তাহাদিগকে পাঠাইলেন। 'উর্ওয়াঃ ইব্ন যুবায়র-এর মতের ভিত্তিতে ত'াবারী মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই 'আম্র ইব্ন হ'াদ'রামী-র হত্যাই বদ্র এবং অন্য সমস্ত যুদ্ধের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অবশ্য ইহাতে মক্কাবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং অনেক কারণের মধ্যে ইহাও একটি কারণ হইতে পারে কিন্তু একমাত্র কারণ নহে। বস্তুত কু'রায়শরা হিজ্রতের পর পরই যুদ্ধ প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়াছিল এবং চিঠিতে ইব্ন উবায়্যি-কে তাহাদের সংকল্পের কথা জানাইয়াছিল। মক্কাবাসীর ছোট ছোট যোদ্ধাদল মদীনার উপকন্ঠ পর্যন্ত ধাওয়া করিতে শুরু করিয়াছিল। এইরূপ একটি দল পূর্বোল্লিখিত কুর্য-এর নেতৃত্বে মদীনার পশুপাল লুট করিয়াছিল। বস্তুত যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল এবং আরও যুদ্ধ ছিল অনিবার্য, কারণ মক্কা-সিরিয়া বাণিজ্য পথ সংলগ্ন স্থান মদীনায় মুহ'াম্মাদ (স')-কে এবং তাঁহার ক্রমবর্ধমান মুসলিম শক্তিকে বরদাশত করিতে কু'রায়শরা প্রস্তুত ছিল না।

বদ্র-এর যুদ্ধ—১৭ রামাদ'ান, ২য় হি.

হ'াদ্'রামী হত্যার পূর্বে কু'রায়শ সর্দার আবু সুফ্য়ান-এর নেতৃত্বে কু'রায়শের একটি বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়ায় গমন করিয়াছিল। বাণিজ্যই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, মুসলিম নিধনের জন্য সমর শক্তি এবং উপকরণ সংগ্রহও ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল। স্বয়ং আবু সুফ্-য়ানের বর্ণনা (ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত) হইল : "আল্লাহ্র কসম! মক্কার কু'রায়শ নর-নারী, যাহার হাতে অর্ধ দিরহাম বা তদূর্ধ পরিমাণ অর্থ ছিল সকলেই তাহা (পুঁজিরূপে) সেইবার আমাদের সহিত প্রেরণ করিয়াছিল।" হ'াদ্'রামী হত্যার পর পর এবং সিরিয়া হইতে কাফিলার ফেরত যাত্রার কাছাকাছি সময়ে মক্কায় এই গুজব

রটে যে, মুসলিমগণ কাফিলা লুট করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে কু'রায়শের রোষাগ্নি চরমে উঠিল এবং তাহা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। কয়েকটি 'আরব গোত্রসহ কু'রায়শগণ মদীনাভিমুখে অভিযান করিল।

সংবাদ পাইয়া হযরত (স') স'াহ'াবাঃ (রা)-এর সহিত পরামর্শ করিলেন। এতদিন তিনি মদীনার বাহিরে কেবল মুহাজিরগণকে লইয়া গ'াযওয়ায় গিয়াছেন বা তাহাদেরই সারিয়্যাঃ পাঠাইয়াছেন। কারণ ঐতিহাসিক ও চরিতকারগণের মতে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কেবল মদীনা আক্রান্ত হইলেই হযরত (স')-এর সাহায্যার্থে যুদ্ধ করিতে আন্‌স'ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আসন্ন যুদ্ধে মদীনার বাহিরে গিয়া শত্রুর মুকাবিলা করিতে হইলে আন্‌স'ারদের সাহায্য প্রয়োজন। উৎসুক নয়নে তিনি আন্‌স'ার সর্দারগণের দিকে তাকাইলেন। খায্‌রাজ সর্দার সা'দ ইব্‌ন 'উবাদাঃ (রা) বলিলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! আপনার ইংগিতমাত্র আমরা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত.... (মুসলিম)।" অন্য আন্‌স'ার নেতারাও তাঁহার সংকল্পের প্রতিধ্বনি করিলেন, মুহাজিরদের পক্ষে আবূ বাক্‌র এবং 'উমার (রা) পরামর্শ সভার সূচনাতেই জান-মাল কু'রবানীর সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় হিজরীর ১২ রামাদ'ান হযরত (স') তিন শতাধিক স'াহ'াবী লইয়া যাত্রা করিলেন। এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার প্রমুখ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মদীনায় ফেরত পাঠাইলেন। য়াহূদী এবং মুনাফিক'দের সম্ভাব্য আক্রমণ রোধের ব্যবস্থারূপে দুইজন স'াহ'াবীকে মদীনা রক্ষার দায়িত্বে প্রেরণ করিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে রহিলেন ৩১৩ জন মাত্র, তন্মধ্যে মুহাজির ছিলেন ৬০ জন, অবশিষ্ট সকলেই আন্‌স'ার। শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য দুইজনকে অগ্রদূতরূপে প্রেরণ করিলেন। ১৭ রামাদ'ান তিনি বাদ্‌র প্রান্তরের নিকটে আসিয়া অগ্রদূতদের সংবাদের প্রেক্ষিতে সেইখানে অপেক্ষা করিলেন। খুবই অপ্রতুল ছিল তাঁহার অস্ত্রসজ্জা এবং রসদ, ঘোড়া ছিল মাত্র দুইটি, সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অনভিজ্ঞ তরুণ, বিগত-যৌবন এবং বৃদ্ধ। অন্য পক্ষে কু'রায়শ বাহিনীতে ছিল এক হাজারের মত যোদ্ধা, একশত ঘোড়া এবং পর্যাপ্ত অস্ত্র ও রসদ। এক আবূ লাহাব ব্যতীত কু'রায়শ সর্দার সকলেই এবং কয়েকটি 'আরব গোত্রের নামকরা যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত, 'উত্‌বাঃ ইব্‌ন রাবী'আঃ ছিল তাহাদের প্রধান সেনাপতি।

বাদ্‌র প্রান্তরের কাছাকাছি আসিয়া কু'রায়শ বাহিনী আবূ সুফ্‌য়ান-এর দূতমুখে জানিতে পারিল যে, বাণিজ্য কাফিলা এখন নিরাপদ, সুতরাং অভিযানের প্রয়োজন নাই, ফেরত যাওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সংবাদ আসিলে হ'াকীম ইব্‌ন হি'যাম প্রধান সেনাপতি 'উত্‌বার নিকট প্রস্তাব করিল যে, হ'াদ্'রামী-র শোণিতপণ আদায় করিয়া যুদ্ধ রোধ করা যুক্তিযুক্ত হইবে। 'উত্‌বাঃ রাযী হইল কিন্তু আবূ জাহ্‌ল মানিল না; বরং অপবাদ দিল যে, মুসলিম পুত্র আবূ হ'যায়ফাঃ মুহ'াম্মাদের দলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া পিতা 'উত্‌বাঃ যুদ্ধ এড়াইতে উদগ্রীব। অপবাদে ক্ষিপ্ত হইয়া 'উত্‌বাঃ রণক্ষেত্রে এই অপবাদ খণ্ডন করিবার সংকল্প করিল। যুহ্‌রাঃ এবং 'আদী গোত্রের সরদারগণ কাফিলার নিরাপত্তার সংবাদে ফেরত যাইবার প্রস্তাব করিল, আবূ জাহ্‌লের অনমনীয়তায় তাহারা দলবল লইয়া কু'রায়শ বাহিনী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কেবল কাফিলা উদ্ধারের জন্য নহে, কু'রায়শ সর্দারগণ বরং "তাহাদের আবাস হইতে দর্পভরে শক্তি প্রদর্শন মানসে বাহির হইয়াছিল আল্লাহ্‌র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে" (৮ : ৪৭), অর্থাৎ মুসলিম শক্তিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার সংকল্পে। যুদ্ধের উম্মাদনা তাহাদিগকে অধীর করিয়া তুলিল।

আল্লাহ্‌র সাহায্যের আকুল প্রার্থনায় হযরত (স')-এর রাত কাটিল বিনিদ্রভাবে। পরদিন ফজ্‌রের স'ালাতের পর জিহাদ সম্বন্ধে যথোপযোগী ভাষণ দান করিয়া হযরত (স') সুনিপুণভাবে ব্যূহ রচনা করিলেন। নিশ্চুপ নিবিষ্ট থাকিবার আদেশ দিয়া তিনি শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষায় রহিলেন। কু'রায়শ বাহিনীর আস্ফালন এবং হুংকারে রণক্ষেত্র কম্পিত হইল। হ'যায়ফাঃ ইবনু'ল-য়ামান (রা) এবং অন্য একজন স'াহ'াবী এক সফর হইতে মদীনায় ফিরিবার পথে কু'রায়শ বাহিনীর হাতে আটকা পড়েন। মুহ'াম্মাদ (স')-এর বাহিনীতে যোগদান করিবে না, এই অঙ্গীকার লইয়া কু'রায়শরা স'াহ'াবীদ্বয়কে মুক্তি দেয়। হযরত (স') বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে অঙ্গীকারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে দিব না; একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্যই আমার প্রয়োজন" (মুসলিম, বাবু'ল-ওয়াফা' বি'ল-'আহ্‌দ, কিতাবু'ল-জিহাদ)। সুতরাং স'াহ'াবীদ্বয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

যুদ্ধের শুরুতে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্‌বান করিল কু'রায়শ সেনাপতি 'উত্‌বাঃ, তাহার ভাই শায়বাঃ এবং তৎপুত্র ওয়ালীদ। 'আওফ, মু'আয', 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহ'াঃ (রা) এই তিন আন্‌স'ারী তাহাদের মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হইলেন। কৃষিজীবী আন্‌স'ার তাহাদের সমকক্ষ নহে বলিয়া 'উত্‌বাঃ ঘৃণাভরে তাঁহাদের সহিত লড়িতে অস্বীকার করিল। হযরত (স') তখন হ'াম্‌যাঃ, 'আলী, 'উবায়দাঃ (রা) এই তিন মুহাজিরকে মুকাবিলার আদেশ দিলেন। 'উত্‌বাঃ হ'াম্‌যাঃ (রা)-এর হাতে এবং 'আলী (রা)-র হাতে ওয়ালীদ নিহত হইল। শায়বার তলওয়ারে 'উবায়দাঃ আহত হইলেন কিন্তু 'আলী (রা) শায়বাকে কা'তল করিয়া 'উবায়দাকে কাঁধে লইয়া ফিরিলেন।

আরও কয়েকটি দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর সাধারণ আক্রমণ আরম্ভ হইল। হযরত (স') আবার সিজদায় আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন, "হে আল্লাহ্! আজ যদি এই মুষ্টিমেয় মুসলিম দল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে পৃথিবীতে তোমার 'ইবাদাতের জন্য আর কেহই থাকিবে না।" এই অসম যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদগণের বীরত্ব ও ত্যাগ চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত থাকিবে। দীনের ব্যাপারে বন্ধুত্ব বা রক্ত সম্পর্ক তাঁহাদের মনে আদৌ কোন রেখাপাতই করিল না। মুসলিম পুত্র হ'যায়ফাঃ (রা) মুশরিক বাপ 'উত্‌বাকে ছাড়িলেন না, মুসলিম পিতা আবূ বাক্‌র (রা) মুশরিক পুত্রকে কা'তল করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। অনিচ্ছাকৃতভাবে মাক্কী বাহিনীতে যোগ দিয়াছিলেন এমন কতিপয় লোকের নাম হযরত (স') পৃথক্‌ করিয়া দিলেন; মুজাহিদগণ তাঁহাদিগকে যথাসম্ভব রেহাই দিলেন। দুই অনভিজ্ঞ তরুণের হাতে আবূ জাহ্‌ল ভূলুণ্ঠিত হইল। 'উত্‌বাঃ এবং আবূ জাহ্‌ল প্রমুখ খ্যাতিমান বীরদের পতনে মাক্কী বাহিনী মনোবল হারাইল এবং পরাজিত হইল। মুসলিম পক্ষে চৌদ্দজন (ইব্‌ন হিশাম, ১খ), মতান্তরে বারজন শহীদ হইলেন, শত্রুপক্ষের সত্তর ব্যক্তি নিহত এবং সত্তর জন বন্দী হইল; উহাদের মধ্যে হযরত (স')-এর চাচা 'আব্বাস, জামাতা আবু'ল-'আস' এবং 'আলী (রা)-র ভ্রাতা 'আক'ীলও শামিল ছিলেন। মদীনায় বাদ্‌র-বিজয়ের সংবাদ আসিলে য়াহূদীদের অন্যতম নায়ক কবি কা'ব ইব্‌ন আশ্‌রাফ প্রকাশ্যে এই বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিল: "সর্বনাশ! ইহা কি সত্য! উঁহারা

হইলেন 'আরবের অভিজাতমণ্ডলী, 'আরব জাহানের নরপতি ; মুহ'ম্মাদ সত্যই যদি তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে ধরাপৃষ্ঠ অপেক্ষা ধরণী জঠরই শ্রেয়।" বস্তুত বদ্‌র প্রান্তরে মুহ'ম্মাদ (স')-এর নিধনই ছিল য়াহূদী এবং তাহাদের দোসর মুনাফিক'দের পরম কাম্য। হযরত (স') শহীদগণের যথারীতি দাফনের ব্যবস্থা করিলেন, নিহত শত্রুগণকেও তিনি একটি গর্তে সমাহিত করিলেন। অতঃপর যুদ্ধলব্ধ মাল এবং বন্দীগণকে লইয়া মদীনার দিকে যাত্রা করিলেন। তিনি বন্দীদের প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহারের আদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং বন্দীগণ চলিল উটের পিঠে, স'াহ'াবাঃ (রা) চলিলেন পদব্রজে। মদীনায় উপনীত হইয়া তিনি বন্দীদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থার জন্য মদীনাবাসিগণের মধ্যে তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেন। সম্মানিত মেহমানের মত বন্দীগণকে তাঁহারা রুটি খাইতে দিলেন, নিজেরা শুষ্ক খেজুর খাইয়া কাটাইলেন। পরামর্শ সভায় আবূ বাক্‌র (রা) বলিলেন, "মুক্তিপণ লইয়া বন্দীগণকে মুক্তি দেওয়া হউক যাহাতে সাধারণ তহবিলে কিছু অর্থ সঞ্চিত হয়। ইহারা পরে ইসলাম গ্রহণ করিতেও পারে।" কিন্তু 'উমার (রা) বলিলেন, "উহারা নবী (স')-এর নিধনকামী ইসলামের পরম শত্রু, মৃত্যুদণ্ড হইবে তাহাদের সমুচিত শাস্তি ; প্রত্যেকে আপন আত্মীয়কে ক'াতল করুক।" হযরত (স') প্রথমোক্ত পরামর্শ গ্রহণ করিলেন, সংখ্যাধিক্যও ছিল এই মতের সমর্থনে। পণ ধার্য হইল জনপ্রতি চারিশত দিরহাম (আবূ দাউদ, নাসাঈ), ঐতিহাসিকগণের মতে একহাজার হইতে চারি হাজার দিরহাম। চাচা 'আব্বাস প্রমুখ সম্পদশালীর নিকট হইতে এই হাজারের বেশী আদায় করা হইল। নিঃস্ব বন্দীগণকে বিনাপণে মুক্তি দেওয়া হইল ; তাহাদের মধ্যে যাহারা লেখাপড়া জানিত তাহারা প্রত্যেকে মদীনাবাসী দশটি বালককে লেখাপড়া শিক্ষা দান করিয়া মুক্তি লাভ করিল। যায়দ ইব্‌ন ছ'াবিত (রা) এই সুযোগে লিখন শিক্ষা করিয়া পরবর্তীতে ওয়াহ'য়ি লিখকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

আবূ সুফ্‌য়ান-এর বাণিজ্য কাফিলা আটক করার উদ্দেশ্যেই কি হযরত (স') মদীনা হইতে বাহির হইয়াছিলেন ? বহু ঐতিহাসিক ও চরিতকার বলেন, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এই মতের সপক্ষে তাঁহারা বুখারীতে বিবৃত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর উক্তি পেশ করেন। ভিন্ন মতে মক্কা হইতে যে বাহিনী মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বদ্‌র প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহারই মুকাবিলার জন্য মদীনা হইতে হযরত (স') যাত্রা করিয়াছিলেন। এই মতের প্রবক্তাগণ সূরাঃ আল-আন্‌ফাল-এর কয়েকটি আয়াত (৫৮, ৪২-৪৪) এবং মুসনাদ আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল বর্ণিত 'আলী (রা)-এর রিওয়ায়াতটি পেশ করেন। তাঁহারা বলেন, মাত্র ৪০ (বা ৬০) জনের একটি কাফিলার মুকাবিলার জন্য বরাবরের মত হযরত (স') কেবল মুহাজিরগণকে লইয়া যাইতে পারিতেন, আন্‌স'ারগণকে মদীনার বাহিরে অভিযানে লইয়া যাওয়ার এবং তিন শতাধিক লোকের প্রয়োজন হইত না। স্বপ্নযোগে (৮ : ৪৩) হযরত (স') মক্কা অভিযানের কথা পূর্বাহ্নে অবগত হইয়াছিলেন, যাহাদের যাত্রার সংবাদ পরে গুপ্তচর মারফতও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, মাক্কী বাহিনীর সহিত যুদ্ধ আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত ছিল (৮ : ৭) (ويريد الله أن يحق الحق بكلمته ويقطع دابر الكفرين) সেই বাহিনীর মুকাবিলার জন্যই তিনি বদ্‌রের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। যাত্রার পূর্বে মদীনাতেই পরামর্শ সভায় ইহা স্থির হইয়াছিল এবং ইহাতেই বাণিজ্য কাফিলা আটকের পক্ষপাতী কতিপয় (فريق) স'াহ'াবী মৃত্যুর দিকে চালিত হইতেছেন বলিয়া আশংকা করিতেন (৮ : ৬)। কাফিলা লুণ্ঠনে এইরূপ ভয়ের কোন কারণ ছিল না। এই মতের পোষকগণ আরও বলেন, সুদূর মক্কা হইতে সাহায্য আসিবার পূর্বে মদীনার সন্নিকটে কোন স্থানে হযরত (স') সহজেই কাফিলার পথরোধ করিতে পারিতেন। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন সুলায়মান নাদাব'ী, সীরাতু'ন-নাবী ; মোহাম্মদ আক্‌রম খাঁ, মোস্তফা চরিত)।

যাহাই হউক, বদ্‌রের পরাজয়ে মক্কার ঘরে ঘরে মাতমের রোল উঠিল। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে 'উমায়র ইব্‌ন ওয়াহ্‌াব (রা) অতর্কিতে হযরত (স')-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে বিষাক্ত তলওয়ারে সজ্জিত হইয়া মদীনায় উপনীত হইলেন। আগমনের কারণ বলিলেন, বন্দী মুক্তির সুপারিশ। হযরত (স')-এর জেরায় আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়িল। তাঁহার সৌজন্যমূলক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া 'উমায়র (রা) ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং ইসলাম প্রচারে ব্রতী হইয়া মক্কায় ফিরিয়া গেলেন।

বদ্‌র হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত (স')-এর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা ফাতি'মাঃ-র সহিত 'আলী (রা)-র শুভ বিবাহ হয়। বদ্‌র যুদ্ধের মাল গ'নীমাতের অংশরূপে 'আলী (রা) যে বর্মটি পাইয়াছিলেন, তাহা বিক্রয় করিয়া ১২৫ দিরহাম পাওয়া গেল এবং ইহাই মাহ্‌ররূপে দিলেন। হযরত (স') খুত্‌'বাঃ দিয়া 'আক্‌'দ সম্পন্ন করিলেন এবং কন্যাকে কয়েকটি গৃহস্থালীর জিনিস দিলেন, হ'ারিছ'াঃ ইব্‌ন নু'মান আন্‌স'ারী (রা) নব দম্পতির বাসের জন্য তাঁহার একটি ঘর দান করিলেন।

বদ্‌র যুদ্ধে 'উত্‌বাঃ ও আবূ জাহ্‌লের মৃত্যুতে আবূ সুফ্‌য়ান কু'রায়শের নেতৃত্বে বরিত হইল। পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্ত্রী সংসর্গ বর্জন করিবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করিবে না—এই কঠিন শপথ করিয়া বসিল আবূ সুফয়ান। দুইশত অশ্বারোহী লইয়া সে মদীনার দিকে যাত্রা করিল। রাত্রে গোপনে সে একা য়াহূদী বানূ নাদ'ীর গোত্রের শ্রেষ্ঠ ধনী সাল্লাম ইব্‌ন মিশ্‌কামের গৃহে মেহমান হইল, পূর্বেই এই বানূ নাদ'ীর গোত্রের কাছে লিখিত পত্রে য়াহূদীদিগকে মুহ'ম্মাদ (স')-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উস্‌কানি দেওয়া হইয়াছিল। সাক্ষাতে সব পরামর্শ শেষ করিয়া রাত্রিশেষে সে মক্কার দিকে যাত্রা করিল। পথে মদীনার উপকণ্ঠে নিজেদের কৃষি খামারে অবস্থানকারী দুইজন মদীনাবাসীকে হত্যা করিল এবং তাহাদের মওজুদ শস্য ও খড় পোড়াইয়া দিল। সংবাদ পাইয়া হযরত (স') তাহাদের অনুসরণ করিলেন কিন্তু তাহারা তখন নাগালের বাহিরে। দ্রুত প্রস্থানের সময় বোঝা হালকা করিবার জন্য আবূ সুফ্‌য়ান কতগুলি ছাতু (سويق)-র বস্তা ফেলিয়া গেলেন। এই কারণে ইহার নাম হইল গ'াযওয়াতু'স-সাব'ীক'। দ্বিতীয় হিজরীর যু'ল-হি'জ্জাঃ মাসের প্রথমদিকে এই গ'াযওয়াঃ সংঘটিত হইয়াছিল।

বানূ ক'ায়নুক'া'র বহিষ্কার

মদীনা সনদে স্বাক্ষরকারী য়াহূদীদের গোপন বিদ্বেষ ক্রমে প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত হইল, তাহারা রাসূল (স')-কে নানাভাবে উত্যক্ত করিতে লাগিল ; হযরত (স')-এর মজলিসে আসিয়া

السام عليك স্থলে السلام عليك (অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হউক) বলিয়া সম্ভাষণ করিত। ইসলামকে হেয় করিবার জন্য দিনের প্রথম ভাগে ইসলাম গ্রহণ করিয়া শেষ ভাগে পরিত্যাগ করিবার জন্য লোক মোতায়েন করিল। বদ্‌রে নিহত কু'রায়শ বীরগণের নামে শোকগাথা রচনা এবং আবৃত্তি করিয়া কু'রায়শ ও অপর পৌত্তলিক গোত্রগুলিকে প্রতিশোধ গ্রহণার্থ যুদ্ধের জন্য উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। কবি কা'ব ইব্‌ন আশ্‌রাফ এই তৎপরতায় চল্লিশ জন অনুচরসহ মক্কা ও সন্নিহিত এলাকা সফর করিয়াছিল। এই কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাহার ব্যক্তিগত তহবিল হইতে বৃত্তি পাইত। রক্তক্ষয়ী বু'আছ' যুদ্ধের স্মৃতি অবলম্বনে কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে এই কা'ব ইব্‌ন আশ্‌রাফ আওস এবং খায্‌রাজ গোত্রের বহু কালের পুরাতন শত্রুতাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া একবার মদীনায় গৃহযুদ্ধের সূচনা প্রায় করিয়াই ফেলিয়াছিল। এই কা'বই একদিন আহারের দাওয়াতক্রমে নিজ গৃহে ডাকিয়া আনিয়া হযরত (স')-কে হত্যার পরিকল্পনা করিয়াছিল।

একজন আনসা'রী মহিলার প্রতি অপমানজনক ব্যবহার রোধ করিতে গিয়া একজন মুসলিম পথিক বানূ ক'ায়নুক'া'-র বাজারে এই গোত্রের লোকদের হাতে নিহত হইল। এই প্রকাশ্য বিদ্রোহের পরও হযরত (স') বানূ ক'ায়নুক'া'-র বাজারে গিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহের পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়া চুক্তি নবায়নের আহবান করিলেন (আবূ দাউদ)। য়াহ্‌দী গোত্রগুলির মধ্যে ক'ায়নুক'া' ছিল অর্থ-সম্পদে, সুরক্ষিত দুর্গ ও অস্ত্র বলে, যুদ্ধক্ষম লোকবলে এবং রণনৈপুণ্যে সকলের সেরা। তাঁহারা হযরত (স')-এর কথায় কর্ণপাত করিল না, বরং তাঁহাকে উপহাস এবং যুগপৎভাবে চ্যালেঞ্জ করিল। পরে অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় তাহারা নিজেদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অস্ত্র এবং রসদ পূর্বাহ্নে সঞ্চিত হইয়াছিল। আশা ছিল, কু'রায়শ এবং অপর য়াহূদী গোত্রগুলির সাহায্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন সাহায্য আসিল না। পনর দিন যাবত হযরত (স') তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখিলেন। রসদ ফুরাইয়া আসিলে বাধ্য হইয়া তাহারা আত্মসমর্পণ করিল এবং প্রস্তাব করিল যে, তাহারা অস্ত্র এবং সম্পত্তি ছাড়িয়া মদীনা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, অন্য কোন শাস্তি তাহাদিগকে যেন দেওয়া না হয়। শান্তিকামী রাসূল (স') তাহাতেই রাযী হইলেন, তিন দিনের সময় দিলেন এবং তাহাদের নির্বিঘ্ন যাত্রার ব্যবস্থাপনার জন্য প্রসিদ্ধ সা'হা'াবী 'উবাদাঃ ইব্‌ন সা'মিত (রা)-কে নিযুক্ত করিলেন। তাওরাতের বিধান অনুযায়ী তিনি তাহাদের যুদ্ধক্ষম ব্যক্তিগণকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারিতেন, নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করিতে পারিতেন, কিংবা ইসলাম গ্রহণের জন্য বল প্রয়োগ করিতে পারিতেন, কিন্তু হযরত (স') উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কু'রআনে য়াহূদীদের অপকর্মের যে উল্লেখ আছে, যথা তাহাদের সূদের ব্যবসা ও পরস্বাপহরণ (৪ ঃ ১৬১), তাহাদের নানা পাপাচার ও আদেশ লংঘন (৫ ঃ ৬২) ইত্যাদি হযরত (স') তাঁহার অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে বিবৃত করিতেন বটে, তবে মদীনার সনদে তিনি তাহাদিগকে ধর্মীয় এবং ব্যবসা-সংক্রান্ত স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, ষোল মাস যাবৎ তাহাদের কি'বলামুখী হইয়া সা'লাত আদায় করিলেন, 'আশুরার সা'ওম পালন করিলেন, মূসা ('আ) এবং ইস্‌রাঈলী নবীগণের উপর তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিতে সা'হা'াবাঃ-কে নিষেধ করিলেন, কু'রআনে ইসরাঈল বংশীয় নবীদের প্রতি সমভাবে বিশ্বাস মু'মিনদের ঈমানের অঙ্গীভূত হইল, কিতাবধারীদের আহার্য হ'ালাল এবং তাহাদের কন্যাগণের সহিত মুসলিমদের বিবাহ বৈধ ঘোষিত হইল। এইভাবে ইসলাম বরাবর তাহাদের ধর্মীয় মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল এবং "হযরত (স') কিতাবীগণের সহিত ঐকমত্য পসন্দ করিতেন যদি কোন ব্যাপারে ভিন্ন রকম আদেশ না থাকিত" (বুখারী, কিতাবু'ল-লিবাস, বাবু'ল-ফির়াক')। কিন্তু এত উদারতা সত্ত্বেও য়াহূদীরা বাছিয়া লইল ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতার পথ।

উহু'দের যুদ্ধ—৩য় হিজ্‌রী, শাওওয়াল

বদ্‌রের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে আবূ সুফ্‌য়ানের নেতৃত্বে কু'রায়শ ও অন্যান্য মুশ্‌রিক গোত্রের তিন হাজার যোদ্ধা সম্বলিত একটি বাহিনী মদীনার দিকে যাত্রা করিল। মক্কা হইতে আগত চাচা 'আব্বাস (রা) প্রেরিত চিঠিতে হযরত (স') আবূ সুফ্‌য়ানের অভিযান প্রস্তুতির বিবরণ অবগত হইলেন। সিরীয় বাণিজ্যের লভ্যাংশ সাকুল্যে এই অভিযানে ব্যয়িত হইয়াছিল। য়াহূদী কবি কা'ব, কু'রায়শ কবি 'আম্‌র জাহ'ামী (বদ্‌রের বন্দীগণের মধ্যে বিনাপণে মুক্তদের অন্যতম) ও মুসাফি' মাতম-ছন্দে কবিতা আবৃত্তি করিয়া বিভিন্ন গোত্রে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। মক্কী বাহিনীর পুরোভাগে চলিল যুদ্ধ দেবতা হুবালের প্রতিমা এবং তারপর চৌদ্দজন সম্ভ্রান্ত মহিলা। তাহাদের কয়েকজন ছিল বদ্‌রে নিহতদের আত্মীয়া যথা 'উত্‌বা-র কন্যা ও আবূ সুফ্‌য়ানের স্ত্রী হিন্দ, আবূ জাহ্‌লের পুত্রবধূ 'ইক্‌রামাঃ-র স্ত্রী উম্মু হা'কীম প্রমুখ। তাহাদের প্রধান ভূমিকা ছিল কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে রণোন্মাদনা সৃষ্টি। হিজ্‌রী ৩য় সালের ৫ শাওওয়াল হযরত (স')-এর দূত সংবাদ লইয়া আসিল, মক্কী বাহিনী মদীনার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হযরত (স') এক হাজার সৈন্য লইয়া মুকাবিলায় চলিলেন। নগরাভ্যন্তরে থাকিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হযরত (স')-এর অভিপ্রেত ছিল, মুনাফিক' সরদার 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি তাঁহারই সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশের বিশেষত যুবকদের মতানুযায়ী অবশেষে নগরের বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করাই স্থির হইয়াছিল। আসন্ন যুদ্ধের প্রাক্কালে ইব্‌ন উবায়্যি তাহার তিনশত অনুসারীসহ মুসলিম বাহিনী ত্যাগ করিল। অজুহাত হইল, হযরত (স') তাহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। মাত্র সাতশত সা'হা'াবী হযরত (স')-এর সঙ্গে রহিলেন।

'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন জুবায়র (রা)-এর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন তীরন্দাযকে হযরত (স') নিয়োজিত করিলেন মুসলিম বাহিনীর পশ্চাত দিকের গিরিপথটি প্রহরার দায়িত্বে। জয় বা পরাজয় কোন অবস্থাতেই যেন তাঁহারা বিনা হুকুমে ঘাঁটি ছাড়িয়া না যায়—ইহাই ছিল নির্দেশ। মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে শত্রু সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পালাইতে লাগিল। জয় হইয়াছে ভাবিয়া গিরিপথ পাহারায় নিয়োজিত অনেক তীরন্দায তাঁহাদের আমীর ইব্‌ন জুবায়র-এর কথার প্রতি গুরুত্ব না দিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন। খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ তাহার অশ্বারোহী দল লইয়া সুযোগ বুঝিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে আক্রমণ করিল। ইব্‌ন জুবায়র অবশিষ্ট কয়েকজন তীরন্দায লইয়া শত্রুর প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় শহীদ হইলেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া এক কু'রায়শ রমণী প্রাণপণে মক্কাবাহিনীর ভূলুণ্ঠিত পতাকা তুলিয়া ধরিলে পলায়নপর মক্কী যোদ্ধারা পুনরায় সমবেত হইয়া আক্রমণ আরম্ভ করিল। জয় উল্লাসের মধ্যে হঠাৎ এই অতর্কিত আক্রমণে মুসলিম সৈন্যগণ দিশাহারা হইয়া পড়িলেন, হযরত (স')-এর জীবন সংকটাপন্ন হইয়া পড়িল। তিনি আহত হইলেন। তাঁহার পতাকাবাহী মুস্'আব ইব্‌ন 'উমায়্‌র (রা) শহীদ হইলেন এবং তাঁহার চেহারার সহিত রাসূল (স')-এর চেহারার

সম্মুখের দরুন ভ্রমবশত ঘোষণা করিল, মুহ'াম্মাদ (স') নিহত হইয়াছেন। হতাশাগ্রস্ত কয়েকজন মুসলিম বীর অস্ত্র ত্যাগ করিলেন, কেহ কেহ মদীনায় ফিরিয়া গেলেন।

হ'াম্‌রা'উ'ল-আসাদ—৩য় হিজরী, শাওওয়াল

উ'হুদ হইতে রাওহ'া (روحا) নামক স্থান পর্যন্ত আসিয়া আবূ সুফ্‌য়ান অসমাপ্ত কর্তব্য সম্পাদনের অনুভূতিতে পুনরায় বদ্‌রে গিয়া অবশিষ্ট মুসলিমগণকে আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করিল। মদীনায় ফিরিবার পর এইরূপ সম্ভাবনার কথা হযরত (স')-এর মনেও উদিত হইল। মিত্র ভাবাপন্ন খুযা'আঃ গোত্রের প্রধান মা'বাদ-এর আগমনে হযরত (স')-এর অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হইল। তিনি আদেশ দিলেন, কাল সকালেই যাত্রা করিতে হইবে, গতকাল যাহারা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল তাহারাই কেবল তাঁহার সহগামী হইবে। সত্তর জন আহত মুজাহিদ লইয়া তিনি মদীনা হইতে প্রায় আট মাইল দূরে হ'াম্‌রা'উ'ল-আসাদ পর্যন্ত আসিলেন, কিন্তু শত্রুর সন্ধান মিলিল না। হযরত (স')-এর সহিত সাক্ষাতের পর মদীনা হইতে ফিরিবার পথে খুযা'আঃ প্রধান মা'বাদ আবূ সুফ্‌য়ানকে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত করিয়া হযরত (স:)-এর আয়োজন এবং আসন্ন আক্রমণের কথা শুনাইয়া তাহাকে পলায়নের পরামর্শ দিল। ইহাতে আবূ সুফ্‌য়ানের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া গেল; সে ক্ষিপ্রগতিতে মক্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। হযরত (স') মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন।

কয়েকটি লক্ষণীয়-বিষয়

(১) দুইজন স'াহ'াবীকে হযরত (স') বাদ্‌র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে দিলেন না এই কারণে যে, তাঁহারা হযরত (স')-এর সহিত যুদ্ধে যোগদান না করার প্রতিশ্রুতিতে কু'রায়শের হাতে আটকাবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। অন্যপক্ষে, হযরত (স')-এর বিরুদ্ধাচরণ করিবে না—এইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া বদর যুদ্ধে বন্দী দরিদ্র কু'রায়শ কবি 'আম্‌র জাহ'ামী বিনাপণে মুক্তি লাভ করিয়াছিল, অথচ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া সে তাহার কবিতার প্রভাবে চতুর্দিকে পৌত্তলিক গোত্রগুলিকে মুসলিম ধ্বংসের জন্যে আবার ক্ষেপাইয়া তুলিল।

(২) হযরত (স')-এর আদেশে স'াহ'াবী (রা)-গণ বাদ্‌র যুদ্ধে নিহত মুশরিকদের মৃতদেহগুলিকে কবরস্থ করিলেন, অথচ উহ'দে মুশরিকরা শহীদগণের অঙ্গচ্ছেদন (مثلہ) করিয়া তাঁহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিল এবং তাঁহাদের কর্তিত নাক্-কানের মালা গাঁথিয়া গলায় পরিল।

(৩) আবূ দুজানাঃ (রা) উহ'দে আবূ সুফ্‌য়ানের স্ত্রী হিন্দকে নাগালের মধ্যে পাইয়াও স্ত্রীলোক বলিয়া আঘাত করিলেন না, তরবারী সংবৃত করিলেন, অথচ সেই হিন্দই হ'াম্‌যাঃ (রা)—এর লাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করিল, উন্মত্ত প্রতিহিংসায় তাঁহার কলিজা (যকৃৎ) চর্বণ করিল।

(৪) হযরত (স') হ'ান্‌জ'ালাঃ (রা)-কে তাঁহার মুশ্‌রিক পিতা আবূ 'আমিরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অনুমতি দিলেন না।

(৫) উহ'দের বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত কোন মুজাহিদের হাতে শহীদ হইলেন হ'ুয'ায়ফাঃ (রা)-এর পিতা য়ামান (রা)। হযরত (স') তাঁহার রক্তের ক্ষতিপূরণ দিতে চাহিলেন। পুত্র তাহা গ্রহণ করিলেন না, বরং যাহার হাতে পিতা হত হইয়াছিলেন, তাঁহার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মাগ্‌ফিরাতের প্রার্থনা করিলেন।

(৬) এক আন্‌স'ার'ী মহিলার পিতা, ভাই এবং স্বামী উহু'দে শহীদ হইয়াছিলেন। মহিলা তাঁহাদের শাহাদাতের খবরে অভিভূত না হইয়া হযরত (স')-এর কুশল জানিতে উদগ্রীব হইলেন এবং হযরত (স') জীবিত আছেন শুনিয়া কবিতায় তাঁহার পরম আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

(৭) উহু'দের চরম সংকটকালে হযরত (স') প্রার্থনা করিলেন, "হে আল্লাহ্! আমার ক'াওমকে পথ দেখাও, তাহারা অজ্ঞ।"

(৮) 'আইশাঃ, ফ়াতি'মাঃ (রা) প্রমুখ মুসলিম মহিলা এই যুদ্ধে আহতদের সেবা করিয়াছিলেন। অসম সাহসে উম্মু 'আমারাঃ (রা) হযরত (স')-এর উপর শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সরাসরি তীর-তরবারী হস্তে যুদ্ধ করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

(৯) হতভম্ব আবূ সুফ্‌য়ান যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের পূর্বে পুনরায় পরবর্তী বৎসর বাদ্‌র প্রান্তরে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিয়া গেল।

(১০) উহু'দের বিপর্যয়ে মদীনার ঘরে ঘরে মাতম-এর রোল উঠিল। মহিলাগণ 'আরবের পুরাতন প্রথানুযায়ী নাওহ'াঃ (نوحة) অর্থাৎ বক্ষচ্ছেদন, মুখে প্রস্তরাঘাত ইত্যাদি সহকারে শোকগাথা গাহিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হযরত (স') নাওহ'াঃ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তখন হইতে ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

আহ'যাব (খান্‌দাক')-এর যুদ্ধ—৫ম হিজ্‌রী, শাওওয়াল

যুদ্ধের পটভূমি : তিন হাজার সুসজ্জিত খ্যাতিমান যোদ্ধা মাত্র সাত শত মুসলিম মুজাহিদের আক্রমণে যুদ্ধের প্রথমদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল; পরে পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণের প্রচণ্ডতায় মুসলিম বাহিনীতে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, সেই সুযোগে পলায়নপর মুশরিকরা পুনরাক্রমণ করিয়া মুসলিম বাহিনীর ক্ষতি সাধন করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা রণক্ষেত্র ত্যাগ করে। মুসলিম পক্ষে মাত্র সত্তর জন শহীদ হইলেন, একজনও বন্দী হইলেন না, শত্রুর প্রধান লক্ষ্য রাসূল (স') জীবিত রহিলেন। রণক্ষেত্র ত্যাগের সময় সেনাপতি আবূ সুফ্‌য়ান সখেদে বলিয়া গেলেন : আচ্ছা, দেখা হইবে পর বৎসর বাদ্‌র প্রান্তরে। প্রকৃত প্রস্তাবে উহ'দে মুসলিম শক্তি আল্লাহ্‌র অদৃশ্য আনুকূল্যে জয়যুক্তই হইয়াছিল বলিতে হইবে। তথাপি, বাদ্‌র যুদ্ধে মুসলিমদের অপ্রত্যাশিত বিজয়ের প্রভাব মুশ্‌রিক শিবিরে যে সম্বিৎহারা ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল, উহু'দের আংশিক বিপর্যয়ে সেই ভাবটি অনেকাংশে কাটিয়া গেল। হযরত (স')-এর সহিত মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ কতিপয় গোত্রও বিশ্বাসঘাতকতায় প্রলুব্ধ হইল। অপর গোত্রগুলির মধ্যেও পৌত্তলিতার দুশমন মুসলিম শক্তি চূর্ণ করিবার স্পৃহা জাগিল। ইহাতে য়াহূদী এবং কু'রায়শ প্রচারণা বিশেষ কার্যকরী হইল। শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য এই সময়ে হযরত (স') বিভিন্ন দিকে কয়েকটি সারিয়্যাঃ প্রেরণ করিলেন। শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রস্তুতির সংবাদ পাইয়া ক্ষিপ্রগতিতে হযরত (স') কয়েকটি অভিযানও প্রেরণ করেন। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে বিনাযুদ্ধেই শত্রুর আক্রমণ প্রয়াস ব্যর্থ হইল। উদাহরণস্বরূপ দুইটি অভিযানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিজরী চতুর্থ সনের মুহ'াররাম মাসে এই দুই অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। একটি কোহিস্তান এলাকার ক'াটান নামক স্থানের বাসিন্দা তু'লায়হ'াঃ এবং খুওয়ায়লাদ গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে। এই অভিযানে ছিলেন একশত পঞ্চাশ জন মুহাজির ও আন্‌সার যোদ্ধা। অপরটি উক্ত এলাকার লাহ্‌য়ান গোত্রের বিরুদ্ধে (ত'াবাকাত, ২খ, প্রথমভাগ)। ফলে বিনাযুদ্ধেই শত্রুর আক্রমণের উদ্যোগ বিনষ্ট হইল।

বিশ্বাসঘাতকতা সূত্রে শত্রুরা কিছু সংখ্যক মুসলিমকে হত্যা করিয়াছিল হিজরী ৪র্থ সনের স'াফার মাসে। কিলাব গোত্রের অন্যতম সরদার আবু বারা'-এর অনুরোধে সত্তরজন আন্‌স'ারকে হযরত (স') তাহার সঙ্গে পাঠাইলেন উক্ত গোত্রের এলাকায় ইসলামের প্রচার ও কু'রআন শিক্ষার দায়িত্বে। তাঁহারা বি'র মা'উনাঃ (بئر معونة) নামক স্থানে উপনীত হইলে গোত্রপতি 'আমির ইব্‌ন তু'ফায়ল কয়েকটি গোত্রের লোকলশ্‌কর লইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলে। ইসলাম গ্রহণের নামে প্রতারণামূলক অনুরোধক্রমে প্রেরিত দশজন শিক্ষকের একটি দল 'উস্‌ফান এবং মক্কার মধ্যবর্তী রাজী' নামক স্থানে লাহ্'য়ান গোত্রের দুই শত আততায়ী কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। 'আসি'ম ইব্‌ন ছ'াবিত (রা) ছিলেন এই শিক্ষকদলের নেতা। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিগণ আত্মরক্ষার্থ একটি পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থান গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে উদ্যত হইলে শত্রুগণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়াও তাঁহাদিগকে নামাইয়া আনিতে পারিল না। তাহারা সাত (৮?) জনকে তীরের আঘাতে শহীদ করিল, বাকী তিন (২?) জন পুনঃপুনঃ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে আত্মসমর্পণ করিলেন। ক্রমাগত তীরের আঘাতে তাঁহারা প্রতিরোধ শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। আততায়ীরা দুইজনকে কু'রায়শের হাতে বিক্রয় করিয়া দিল। পিতৃহত্যার দণ্ড বিধানের উদ্দেশ্যে খুবায়ব (রা)-কে তাঁহার হাতে উহ'দে নিহত হ'ারিছ' ইবন 'আমির-এর পুত্রগণ ক্রয় করিল। স'াফওয়ান ইব্‌ন উমায়্যাঃ বদরের প্রতিশোধস্বরূপ হত্যার মানসে যায়দ ইবন দাছ'নাঃ (রা)-কে ক্রয় করিল। মহাসমারোহে এই দুই স'াহ'াবী (রা)-এর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। তান্'ঈম পাহাড়ের উপর স্থাপিত ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করা হইয়াছিল।

মদীনার সনদের শর্ত লঙ্ঘন করিয়া য়াহূদী বানু নাদ'ীর এবং বানু কুরায়জ'াঃ বহিঃশত্রুর সহিত মদীনা আক্রমণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, বিশেষত হযরত (স')-কে হত্যা করিবার জন্য কু'রায়শরা তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল। য়াহূদীদের স্বার্থও ইহাতে নিহিত ছিল; কারণ মুহ'ম্মাদ (স')-এর আগমনে তাহাদের বৈষয়িক এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের ভিত্তি ধ্বসিয়া যাইতেছিল। মদীনার অজ্ঞ পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের উপর কিতাবী য়াহূদীদের ধর্মীয় প্রভাবও ছিল বিস্তর। সন্তান-বিয়োগ-ব্যথা রোধের উপায়স্বরূপ তাহারা অনেকেই মানত করিত, নবজাতককে য়াহূদী ধর্মমতে গড়িয়া তুলিবার জন্য য়াহূদীদের হাতে সোপর্দ করা হইবে। ইসলামের দ্রুত প্রসারে য়াহূদীরা শংকিত এবং হযরত (স')-এর জীবননাশে বদ্ধপরিকর হইল। বহিঃশত্রুর সহিত ষড়যন্ত্র করিবে না, তাহাদিগকে সাহায্য করিবে না—এই মর্মে পুনরায় চুক্তি স্বাক্ষর করিবার জন্য হযরত (স') উভয় য়াহূদী গোত্রকে আহ্বান জানাইলেন। বানু কু'রায়জ'াঃ নূতনভাবে চুক্তিবদ্ধ হইল, নাদ'ীর ধর্মীয় আলোচনার বাহানায় হযরত (স')-কে তাহাদের পল্লীতে আহ্বান করিয়া অতর্কিত আক্রমণে তাঁহাকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা প্রণয়ন করিল। জনৈক আন্‌স'ারীর ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল এক য়াহূদীর সহিত, আবু দাঊদ (باب خبر النضير) বর্ণিত একটি হ'াদীছে' দেখা যায়, এই মহিলা তাঁহার ভাই আন্‌স'ারীর নিকট গোপনে এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ প্রেরণ করেন। চুক্তি স্বাক্ষরে টাল-বাহানায়ও তাহাদের দুরভিসন্ধি ধরা পড়ে। হযরত (স') একজন দূত পাঠাইয়া তাহাদিগকে মদীনা ত্যাগ করিবার আদেশ দান করেন। মুনাফিক' সর্দার ইব্‌ন উবায়্যি তাহাদিগকে বলিয়া পাঠায়, "যদি তোমরা বহিষ্কৃত হও, আমরাও তোমাদের সহিত বাহির হইয়া যাইব, তোমাদের ব্যাপারে আমরা অন্য কাহারও অনুবর্তী হইব না, যদি তোমাদের উপর যুদ্ধ চাপান হয়, আমরা অবশ্যই তোমাদিগকে সাহায্য করিব" (৫৯ : ১১)। কু'রায়শ এবং মুনাফিক'দের সাহায্যের আশায় বানু নাদ'ীর দর্পভরে হযরত (স')-এর আদেশ অমান্য করে। কাল বিলম্ব না করিয়া হযরত (স') তাহাদের পল্লী অবরোধ করিয়া ফেলিলেন, তাহারা তাহাদের সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। একুশ দিন অবরুদ্ধ থাকিয়া অবশেষে তাহারা মদীনা ত্যাগে সম্মত হইল। হযরত (স') তাহাদিকে দশ দিনের সময় দিলেন এবং যুদ্ধাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য অস্থাবর সম্পদ লইয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। সূরাঃ হ'শ্‌র-এর আয়াত ২-৫-এ এই বহিষ্কারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রহিয়াছে। ছয় শত উটের পিঠে ধনসম্পদ লইয়া তাহারা সিরিয়ার দিকে যাত্রা করিল, দুইটি মাত্র পরিবার খায়বার-এ রহিয়া গেল। পৌত্তলিকতা যুগের মানত অনুযায়ী কিছু সংখ্যক আন্‌স'ার সন্তান য়াহূদীদের ঘরে য়াহূদীরূপে প্রতিপালিত হইয়াছিল। যাত্রার সময় তাহাদিগকে লইয়া গণ্ডগোল বাধিল! য়াহূদীরা তাহাদিগকে লইয়া যাইবেই, কিন্তু আন্‌স'ারগণ তাহাদিগকে যাইতে দিবেন না। কু'রআন মাজীদের কথায় হযরত (স') রায় দিলেন: لا اكراه فى الدين অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নাই। মানতি যুবকদের ইচ্ছার উপর ন্যস্ত হইল তাহাদের থাকা বা যাওয়ার ব্যাপার। বানু নাদ'ীরের স্থাবর সম্পত্তি, নিঃস্ব অবস্থায় দেশান্তরিত মুহাজিরদের মধ্যে বিতরণ করা হইল। আন্‌স'ারগণ তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। হযরত (স') পারিবারিক এবং জনকল্যাণমূলক ব্যয়ের জন্য রাখিলেন "ফাদাক" নামক একটি বাগান। স্থাবর সম্পত্তি হস্তচ্যুত হওয়া ছাড়া য়াহূদীগণ কোন শাস্তি ভোগ করিল না। তাওরাতের বিধান অনুযায়ী তাহাদের শাস্তি খুবই কঠিন হইতে পারিত। হিজরী ৪র্থ সনের রাবী'উ'ল-আওওয়াল মাসে বানু নাদ'ীর বহিষ্কৃত হয়। এই মাসের কোন সময়ে হযরত (স')-এর অনুমতিক্রমে য়াহূদী নেতা, মদীনা আক্রমণের জন্য বহিঃশত্রুর প্রধান প্ররোচক এবং সংগঠক কবি কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে হত্যা করা হয় (বুখারী, বাব ক'াত্‌ল কা'ব ইব্‌ন আশরাফ)।

গ'ায্‌ওয়াতু য'াতি'র-রিক'া' হি. ৪র্থ সাল ও দূমাতু'ল-জান্দাল—হিজরী ৫ম সাল

হযরত (স') সংবাদ পাইলেন, আন্‌মার ও ছ'া'লাবাঃ গোত্রের যোদ্ধাগণ মদীনা আক্রমণের আয়োজনে তৎপর। ১০ মুহ'ররাম তারিখে তিনি চারি শত সাহ'াবী সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। য'াতু'র-রিক'া' পৌঁছিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন শত্রুরা পলায়ন করিয়াছে। রাবী'উ'ল-আওওয়াল মাসে এক হাজার স'াহ'াবীসহ তিনি দূমাতু'ল-জান্দাল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কারণ সেখানে শত্রুর এক বিরাট বাহিনীর সমাবেশের সংবাদ আসিয়াছিল। উভয় ক্ষেত্রে হযরত (স')-এর ক্ষিপ্রতায় শত্রুরা আয়োজন সমাপ্ত করিতে পারিল না।

গ'ায্‌ওয়াতু বানি'ল-মুস্‌ত'ালিক'

শা'বান, ৫ম হিজরী দুর্ধর্ষ খুযা'আঃ গোত্রের একটি উপগোত্র বানু'ল-মুস্‌ত'ালিক' মদীনা হইতে আট মানযিল দূরে মুরায়সী' নামক স্থানে বাস করিত। খুযা'আঃ ছিল কু'রায়শের হ'ালীফ বা মিত্র গোষ্ঠী। কু'রায়শের উস্কানিতে মুস্‌ত'ালিক' প্রধান হ'ারিছ' ইব্‌ন আবী দি'রার মদীনা আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ৫ম হিজরীর

List>

২ শা'বান হযরত (স') মুরায়সী' যাত্রা করেন। খবর পাইয়া হ'ারিছ' পালাইয়া গেল, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসিগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা বেশীক্ষণ মুসলিম বাহিনীর প্রতি-আক্রমণ রোধ করিতে পারিল না। তাহাদের দশ জন নিহত হইল, ছয় শত লোক বন্দী হইল, দুই হাজার উট এবং পাঁচ হাজার ছাগ-মেষ মুসলিম বাহিনীর হাতে আসিল। পলাতক গোত্রপতি হ'ারিছে'র রূপসী কন্যা জুওয়ায়রিয়্যাঃ যুদ্ধবন্দিনীরূপে স'াহ'াবী ছ'াবিত ইব্ন ক'ায়স (রা)-এর ভাগে পড়িলেন। জুওয়ায়রিয়্যার প্রস্তাবে তিনি তাঁহাকে মুক্তিপণের বদলে আযাদ করিতে রাযী হইলেন। মুক্তিপণের অর্থ সংগ্রহের জন্য জুওয়ায়রিয়্যাঃ স্বয়ং হযরত (স')-এর শরণাপন্ন হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত (স') তাঁহার মুক্তিপণ আদায় করিলেন। গুণমুগ্ধ জুওয়ায়রিয়্যাঃ (রা) তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হইলেন (ইব্ন হিশাম, আবূ দাঊদ)। বর্ণনান্তরে দেখা যায়, পলাতক পিতা হ'ারিছ' যুদ্ধ শেষে মদীনায় হযরত (স')-এর নিকট আসিয়া মুক্তিপণ পরিশোধ করিল, কিন্তু তাহার কন্যা হযরত (স')-এর সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে রাযী হইলেন না (ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত)। বানূ'ল-মুস'ত'া-লিকে'র সহিত হযরত (স')-এর বিবাহ সম্পর্কের মর্যাদা প্রদানস্বরূপ স'াহ'াবাঃ (রা) স্বেচ্ছায় সকলে তাঁহাদের ভাগের যুদ্ধবন্দীগণকে বিনা পণে মুক্তি দান করিলেন।

এই গ'াযওয়াতে দুইটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই অভিযানে 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি প্রমুখ কিছু সংখ্যক মুনাফিক' শামিল ছিল। একদিন পানি সংগ্রহের ব্যাপারে এক মুহাজিরের সহিত একজন আন্‌স'ারীর বচসা হয়। মুনাফিক' সর্দার এই সুযোগে 'বহিরাগত আশ্রিতদের কত আস্পর্ধা'—এই জাতীয় উস্কানিমূলক কথায় তুমুল কলহের সৃষ্টি করিল। উহাতে হাতাহাতির উপক্রম হইল। সংবাদ পাইয়া হযরত (স') ঘটনাস্থলে যান এবং তাঁদিগকে নিরস্ত করেন। অভিযানে যোগদান করিয়া মুহাজির ও আনস'ারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি এবং যে কোন উপায়ে মুসলিম শক্তিকে ঘায়েল করাই ছিল মুনাফিক' দলের উদ্দেশ্য।

এই গ'াযওয়ায় হযরত (স')-এর পত্নী 'আইশাঃ (রা) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ফিরিবার পথে মুনাফিক'গণ তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কের অপবাদ দেয়। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তিনি কাফিলার বিরাম স্থানের অদূরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া গলার হারটি কোথায় পড়িয়া গেল দেখিবার জন্য আবার সেই দিকে গেলেন। উষ্ট্রচালক মনে করিলেন, 'আইশাঃ (রা) হাওদাতেই আছেন। কাফিলা চলিল, কিন্তু 'আইশাঃ (রা) পিছনে পড়িলেন। কাফিলার পরিত্যক্ত জিনিস-পত্র কুড়াইবার দায়িত্বে নিয়োজিত পশ্চাৎরক্ষী স'াহ'াবী স'াফ্‌ওয়ান (রা) মাতৃস্থানীয়া 'আইশাঃ (রা)-কে কাপড় জড়ানো অবস্থায় বসিয়া আছেন দেখিয়া সসম্মানে তাঁহার উষ্ট্রটির পিঠে তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন এবং নিজে পদব্রজে চলিয়া তাঁহাকে পুনরায় কাফিলার সহিত শামিল করিয়া দিলেন। এইটুকু ব্যাপারে মুনাফিক'রা অপবাদমূলক গুঞ্জরণ শুরু করিল। কতিপয় প্রবীণ স'াহ'াবী ইহাতে প্রভাবান্বিত হইলেন। হযরত (স') খুবই মর্মাহত হইলেন। 'আইশাঃ (রা) মর্মান্তিক আঘাত পাইলেন। কিছুদিন পর সূরাঃ নূর-এর ২য় রুকূ'-এর আয়াতগুলি নাযিল হইলে সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়। মুনাফিক'-দের বাসনা ছিল যে কোন সুযোগে হযরত (স')-কে বিব্রত করা। পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টির এই সুযোগটি তাহারা হাতছাড়া করিল না। মদীনা হইতে মুহাজিরগণকে বহিষ্কৃত করার পরিকল্পনাও এই সফরে মুনাফিক' মহলে আলোচিত হইয়াছিল (৬৩ : ৭-৮)।

উপরিউক্ত সারিয়্যাঃ ও গ'াযওয়াগুলি এক ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতির দৃশ্যপটে সংঘটিত হইয়াছিল। ৫ম হিজরীর শাওওয়াল মাসে সংবাদ পাওয়া গেল, কু'রায়শ সর্দারগণ এবং হ'য়ায়্যি ইব্ন আখ্‌ত'াব প্রমুখ বানূ নাদ'ীর গোত্রের নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় 'আরবের জনবহুল গোত্র গ'াত'ফান এবং ইহার উপগোত্রগুলির সমন্বয়ে দশ হাজার যোদ্ধার এক বিরাট বাহিনী মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি প্রায় সমাপ্ত করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এই চুক্তি হইয়াছিল যে, কু'রায়শরা চারি হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিবে, গ'াত'ফান ছয় হাজার যোদ্ধা সমাবেশ করিবে এবং য়াহূদীরা যুদ্ধ ব্যয়স্বরূপ গ'াত'ফানকে খায়বার অঞ্চলের পূর্ণ এক বৎসরের ফসল প্রদান করিবে (ইব্ন হিশাম, ২খ, ২১৪-১৫)। গ'াত'ফানের মিত্র বানূ আসাদ, কু'রায়শদের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ বানূ সুলায়ম, য়াহূদীদের মিত্র বানূ সা'দ এবং ইত্যাকার সম্পর্কে পরস্পর সম্পৃক্ত অপরাপর গোত্রগুলি এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণে আগাইয়া আসিল। সাল্‌মান ফারিসী (রা)-এর পরামর্শে হযরত (স') এবং স'াহ'াবাঃ (রা) স্থির করিলেন যে, মদীনার উত্তরের উন্মুক্ত দিকটিতে পরিখা (خندق) খনন করা হউক, যাহাতে শত্রু নগরে প্রবেশ করিতে না পারে। মদীনার অপর তিনদিক ছিল বাড়ী-ঘর, খেজুর বাগান, গ্রানাইট জাতীয় শিলার অনুচ্চ পাহাড় দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সুরক্ষিত।

৫ম হিজরী ৮ যু'ল-ক'া'দাঃ তারিখে পরিখা খননের কাজ আরম্ভ হয় শহরের বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরে তীব্র শীতে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার দরুন কষ্টের মধ্যে। পরম সংকট মুহূর্তে মুনাফিক'রা নানা অজুহাতে হযরত (স')-এর সঙ্গ ত্যাগ করিল এবং অপপ্রচারণার মাধ্যমে স'াহ'াবাদের মনোবল ভাঙ্গিবার চেষ্টা চালাইল (৩৩ : ১২-২০)। তিন হাজার স'াহ'াবী ও হযরত (স')-এর অক্লান্ত পরিশ্রমে, অকুণ্ঠ চিত্তে কবিতা আবৃত্তির তালে তালে, বিশ দিনে ৯/১০ হাত গভীর, ৭-১০ হাত প্রস্থ, প্রায় দুই হাজার পাঁচ শত গজ দীর্ঘ এই পরিখা খনন সমাপ্ত হয়। মহিলাগণকে নগরীর সুরক্ষিত দুর্গগুলিতে সরাইয়া দেওয়া হইল। মদীনার উপকণ্ঠবাসী য়াহূদী গোত্র বানূ কু'রায়জ'াঃ-র সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষিতে দুই শত সৈন্য সেই দিকে মোতায়েন করা হইল। বানূ কু'রায়জ'াঃ প্রথম দিকে হযরত (স')-এর সহিত বিশ্বাসভঙ্গে রাযী ছিল না, কিন্তু নাদ'ীর গোত্রের নেতা ইব্ন আখ্‌ত'াব নানা ছলে বানূ কু'রায়জ'াঃ দলপতি কা'বকে সম্মিলিত বাহিনীতে যোগদানে প্রলুব্ধ করিল। সংবাদ পাইয়া প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য হযরত (স') সা'দ ইব্ন 'উবাদাঃ (রা) এবং সা'দ ইব্ন মু'আয' (রা)-কে প্রেরণ করিলেন। বানূ কু'রায়জ'ার দলপতিরা তাঁহাদের মুখের উপর বলিয়া বসিল, "আমরা জানি না মুহ'ম্মাদ কে।" ২০/২২ দিন যাবত সম্মিলিত শত্রু বাহিনী মদীনা অবরোধ করিয়া রাখিল। পরিখা পার হইতে না পারিয়া তাহারা তীর এবং পাথর নিক্ষেপ করিয়া চলিল। পর্যাপ্ত রসদের অভাবে অভুক্ত অর্ধভুক্ত স'াহ'াবাগণ পেটে পাথর বাঁধিয়া রাতদিন পরিখা পাহারায় নিয়োজিত রহিলেন। শত্রুপক্ষ এক একদিন পর্যায়ক্রমে এক একজন খ্যাতিমান সেনাপতিকে যুদ্ধ পরিচালনার ভার অর্পণ করিল। এইরূপ ব্যর্থ প্রয়াসের পর একদিন তাহাদের সর্বপ্রধান এবং প্রবীণ বীর 'আম্‌র ইব্ন 'আব্‌দ ওয়াদ্দ 'আলী (রা)-এর হাতে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হইল। শুরু হইল ব্যাপক আক্রমণ।

গোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী বানূ কু'রায়জ'াঃ পিছন দিক হইতে

List>

মহিলাদের আশ্রয় স্থানের উপর আক্রমণ করিল না দেখিয়া সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহ জাগিল। আক্রমণের প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের জন্য পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে যাইয়া এক য়াহূদী হযরত (স')-এর ফুফু স'াফিয়্যাঃ (রা)-এর হাতে নিহত হইল। সে আর ফিরিল না দেখিয়া য়াহূদীরা আক্রমণে সাহসী হইল না। কু'রায়শ এবং য়াহূদী উভয়ের আস্থাভাজন, অন্যতম গ'াত'ফান নেতা নু'আয়ম (রা) ইবন মাস্'উদ আশ্জা'ঈ গোপনে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে কু'রায়শ এবং য়াহূদী শিবিরে গমন করিয়া তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহের বীজ রোপণ করিলেন। অবরোধের ব্যর্থতা এবং দীর্ঘসূত্রিতায় সম্মিলিত বাহিনীর মনোবল স্তিমিত হইতে লাগিল এবং বানূ কু'রায়জ'ার মনে শঙ্কা জাগিল যদি এই বাহিনী রণে ভঙ্গ দেয়, তখন মুহ'াম্মাদ (স')-এর হাত হইতে কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? তাহারা নিরাপত্তা ব্যবস্থারূপে কয়েকজন কু'রায়শ যি'ম্মী প্রেরণের দাবী করিয়া বসিল। ইতিমধ্যে এক রাত্রিতে প্রবল বাতাস ও বৃষ্টিপাতের ফলে শত্রু শিবির বিধ্বস্ত হইল (৩৩ ঃ ৯); প্রধান সেনাপতি আবূ সুফ্য়ান অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া পলায়নের নির্দেশ দিল। শত্রুর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। বানূ কু'রায়জ'াঃ নিজেদের দুর্গে ফিরিয়া গেল। 'আওস সরদার সা'দ ইব্ন মু'আয' (রা) এই যুদ্ধে আহত হন এবং অবশেষে ইনতিকাল করেন। এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে সাতজন শহীদ হন এবং শত্রুপক্ষের চারিজন নিহত হয়।

বানূ কু'রায়জ'ার শাস্তি

যুদ্ধাস্ত্র খুলিয়া ফেলিবার পূর্বেই (বর্ণনান্তরে ইহার অব্যবহিত পরে) হযরত (স') স'াহ'াবাদেরকে বানূ কু'রায়জ'ার পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। পতাকাবাহী 'আলী (রা) তাহাদের দুর্গের নিকট যাইয়া শুনিলেন, তাহারা প্রকাশ্যে হযরত (স')-কে গালি দিতেছে এবং যুদ্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। হযরত (স') বারে বারে তাহাদিগকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কথা শুনিলে তৃতীয়বারের মত তাহাদিগকে নিরাপত্তা দানের জন্য হযরত (স') মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ইতিপূর্বেও তিনি তাহাদিগকে চুক্তি নবায়নের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। অগত্যা তিনি তাহাদের দুর্গ অবরোধ করিলেন। খায়বারের য়াহূদীগণ সাহায্যার্থে আসিলে য়াহূদী জাতি এককভাবে মদীনার মালিক হইবে, এই আশায় প্রায় একমাস যাবত অবরুদ্ধ থাকিয়া তাহারা তাহাদের হ'ালীফ অর্থাৎ মিত্রগোত্র 'আওস দলপতি সা'দ ইব্ন মু'আয' (রা)-এর বিচার সাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করে। সা'দ (রা) রায় দিলেন, যুদ্ধে (المقاتلة) অংশ গ্রহণকারিগণকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হউক, অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং মহিলাগণকে কয়েদ করা হউক, ধন-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ মালের শামিল হউক (৩৩ ঃ ২৬-২৭)। এই যুদ্ধের পরম সংকটকালের বিভিন্ন পক্ষের আচরণ সম্বন্ধে তথ্যের জন্য সূরাঃ আহ্'যাব-এর ২য় ও ৩য় রুকূ'-এর আয়াতগুলি বিশেষ বিবেচ্য। বানূ কু'রায়জ'ার কতজন লোক মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হয়, এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোন কোন চরিতকারের মতে তাহাদের সংখ্যা ছিল ছয়শত, তিরমিয'ী এবং নাসাঈ-র বর্ণনায় চারশত, মুহ'াদ্দিছ' ইব্ন 'আসাকির-এর বর্ণনায় দেখা যায়, তিনশত (যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী) পুরুষ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হইল, অন্যান্য লোক-দিগকে বলা হইল, "তোমরা সিরিয়ায় চলিয়া যাও (কানযু'ল-'উম্মাল, ৫খ, ২৮২)।" বুখারী (বাব জাওয়াযু কি'তালি মান নাক'াদা'ল-'আহ্দ ওয়া জাওয়াযু ইনযালি আহ্লি'ল-হ'সু'ন 'আলা হ'ক্মি হ'াকিমিন 'আদিলিন) এবং মুসলিমের বর্ণনায় দেখা যায়, প্রত্যক্ষ-দর্শীর সাক্ষ্যে যাহারা আহ'যাবের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা-দিগকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, যাহারা অংশ গ্রহণ করে নাই, যুদ্ধক্ষম হইলেও তাহারা খালাস পাইয়াছিল। উল্লেখ্য, সা'দ (রা)-এর রায় ছিল তাওরাতের বিধানানুযায়ী (Deuteronomy, 20 ঃ 10-এ)) একটি নারীও মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিয়াছিল এই কারণে যে, সে দুর্গপ্রাকার হইতে পাথর নিক্ষেপ করিয়া একজন মুসলিম সৈনিককে শহীদ করিয়াছিল (ইব্ন হিশাম, বাব গ'াযওয়াতু বানী কু'রায়জ'াঃ; আবূ দাাউদ, কিতাবু'ল-জিহাদ, বাব ক'াতলি'ন-নিসা')।

দাসত্ব-প্রথাজনিত কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, খাদীজাঃ (রা)-এর ক্রীতদাস বালক যায়দ ইব্ন হ'ারিছ'াঃ (রা) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর খেদমতে অর্পিত হইয়াছিল। নবুওয়াতের বহু পূর্ব হইতেই দাসত্ব প্রথার প্রতি হযরত (স')-এর বিতৃষ্ণা প্রকাশ পাইয়াছিল যায়দ (রা)-কে মুক্তি দানের এবং পুত্ররূপে গ্রহণের মাধ্যমে। দাসত্ব-প্রথাপ্রসূত কুসংস্কারের উচ্ছেদ উদ্দেশ্যে তিনি আপন ফুফাত ভগ্নী 'আব্দু'ল-মুত্'ত'ালিবের কন্যা উমায়মাঃ-এর গর্ভজাত কন্যা রূপসী যায়নাব (রা)-এর সহিত তাহার এবং আত্মীয়দের বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া আযাদকৃত ক্রীতদাস যায়দ (রা)-এর বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রকৃতিগত গরমিলের কারণে যায়দ (রা) তাঁহাকে ত'ালাাক' দিতে বাধ্য হইলেন। এই বিবাহে আপন ভূমিকার প্রেক্ষিতে এবং ক্রীতদাসের হাতে ত'ালাাক'প্রাপ্তা এই সম্ভ্রান্ত মহিলার মর্যাদা রক্ষার্থে হযরত (স') যায়নাব (রা)-কে 'ইদ্দাত (দ্র.) গত হইবার পর আপন স্ত্রীত্বে গ্রহণ করিয়া পালিত পুত্রের স্ত্রীর পাণি গ্রহণের অপবাদ কুড়াইলেন বটে কিন্তু পুত্ররূপে গৃহীত ব্যক্তি আইনত প্রকৃত পুত্রের মর্যাদা লাভ করিতে পারে না, এই কথাটি প্রতিষ্ঠিত করিয়া 'আরবের লোকাচারগত পুরাতন সংস্কারের অবসান ঘটাইলেন (৩৩ ঃ ৩৭, ৪০)।

পঞ্চম হিজরীতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমাজ সংস্কারমূলক, বিশেষত নারীদের পর্দা ও শালীন আচরণ এবং তাহাদের সহিত পুরুষদের সম্পর্কমূলক কতকগুলি অনুশাসন নাযিল হইয়াছিল, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জি'হার (দ্র.) (৩৩ ঃ ৪, দ্র. ত'ালাাক'), হযরত (স')-এর স্ত্রীগণের সহিত মু'মিনদের মাতৃ সম্পর্ক (৩৩ ঃ ৬) এবং পর্দা (৩৩ঃ ৫৩, ৫৫, ৫৯)।

হ'দায়বিয়্যাঃ-র সন্ধি

হিজরী ৬ষ্ঠ সনের শাওওয়াল মাসে 'উম্রাঃ (হ'াজ্জ দ্র.) পালনের উদ্দেশ্যে হযরত (স') চৌদ্দশত স'াহ'াবী সঙ্গে লইয়া মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধ নহে, শান্তিপূর্ণ 'উম্রাঃ-ই উদ্দেশ্য, এই কথাটির প্রমাণস্বরূপ হযরত (স') এবং তাঁহার সাথিগণ 'আরবদের নিত্যসাথী একখানি খাপবদ্ধ তরবারী ব্যতীত অন্য সকল অস্ত্র পরিহার করিলেন, চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ইহ্'রামের পোশাক পরিধান করিয়া এবং সঙ্গে কুরবানীর পশু লইয়া চলিলেন এবং দূত পাঠাইয়া কু'রায়শগণকে পূর্বাহ্নে তাঁহার শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। মক্কার আল-বায়তু'ল-হ'ারাাম সকলের তীর্থক্ষেত্র। ইহাতে হ'াজ্জ বা 'উম্রাঃ উপলক্ষে সকলের প্রবেশাধিকার আবহমানকাল হইতে স্বীকৃত ছিল, শাওওয়াল মাস হইতে আরম্ভ হয় হ'াজ্জ-এর মৌসুম। এতদসত্ত্বেও কু'রায়শরা বাধা দিবে এবং প্রয়োজনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছে, এই সংবাদ

List>

বহন করিয়া দূত ফিরিল। হযরত (স') হ'দায়বিয়্যাঃ নামক স্থানে আসিয়া অবস্থান করিলেন এবং 'উছ'মান (রা)-কে দ্বিতীয় দূতরূপে পাঠাইলেন। জনরবে জানা গেল, তাহারা 'উছ'মান (রা)-কে হত্যা করিয়াছে। স'াহ'াবাগণ তখন শপথ (بيعة الرضوان) গ্রহণ করিলেন, 'উছ'মান(রা)-এর রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ তাঁহারা আমরণ জিহাদ করিবেন (৪৮ ঃ ১৮)। এমন সময়ে কু'রায়শ পক্ষে খুযা'আঃ গোত্রের বুদায়ল ইব্ন ওয়ারাক'াঃ আসিয়া হযরত (স')-এর অভিপ্রায় জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়া দিলেন, কু'রায়শ ইচ্ছা করিলে তাঁহার সহিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া কা'বার পথ ছাড়িয়া দিতে পারে, কু'রয়াশরা যদি যুদ্ধ চাহে তবে অগত্যা তিনি যুদ্ধ করিবেন। 'উছ'মান (রা) অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। ইব্ন ওয়ারাক'ার পর আসিল 'উর্ওয়াঃ ইব্ন মাস্'উদ ছ'াক'াফী এবং তারপর সন্ধির শর্ত স্থির করিবার জন্য আসিল সুহায়্ল ইব্ন 'আম্র। চুক্তির শর্ত সম্পর্কে কিছুটা বাদ-প্রতিবাদ এবং স'াহ'াবাঃ (রা)-এর ক্ষোভ সত্ত্বেও ধীরস্থির চিত্তে শান্তির খাতিরে হযরত (স') কু'রায়শের সহিত যে চুক্তি স্বাক্ষর করি-লেন তাহার শর্তগুলি ছিল এইরূপ ঃ

পক্ষদ্বয় দশ বৎসর যাবত যুদ্ধ বন্ধ রাখিবে। মুসলিম অভিযাত্রিগণ এইবার ফিরিয়া যাইবে, পরবর্তী বৎসর 'উম্রার জন্য তাহাদিগকে মাত্র তিনদিনের জন্য মক্কায় অবস্থান করিতে দেওয়া হইবে, খাপবদ্ধ একখানি তলওয়ার ব্যতীত তাহারা অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্র আনিতে পারিবে না, মক্কা হইতে মুসলিম অ-মুসলিম কাহাকেও তাহারা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে না, মক্কা হইতে কেহ পলাইয়া তাঁহাদের নিকট গেলে তাহাকে ফেরত পাঠাইতে হইবে কিন্তু মদীনা হইতে কেহ মক্কায় আসিলে কু'রায়শ তাহাকে ফেরত দিবে না, কোন গোত্র কোন পক্ষের সহিত মৈত্রী চুক্তি করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে অপর পক্ষ প্রকাশ্যে বা গোপনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না ইত্যাদি।

আপাতদৃষ্টিতে অপমানজনক শর্তে চুক্তি সম্পাদনের দরুন স'াহ'াবাগণ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। তদুপরি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বক্ষণে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কু'রায়শের বন্দীদশা হইতে পালাইয়া সর্বাঙ্গে অত্যাচারের চিহ্ন বহন করিয়া হযরত (স')-এর সামনে হাযির হইল কু'রায়শ দূত সুহায়ল ইব্ন 'আম্র-এর পুত্র আবু জানদাল। সুহায়্ল জিদ ধরিল, চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আবু জান্দালকে ফেরত পাঠাইতে হইবে। স'াহ'াবাদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সত্ত্বেও হযরত (স') সন্ধি শর্তের মর্যাদা রক্ষার্থ আবু জান্দালকে ফেরত দিলেন। ইহাতে স'াহ'া'বা-গণ (রা) আরও মর্মাহত হইলেন। অতঃপর হযরত (স') কু'রবানী এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া ইহ্'রাম-মুক্ত হইলেন, ক্ষুণ্ণমনে স'াহ'াবা-গণও অগত্যা তাঁহার অনুকরণে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিলেন। হযরত (স') মদীনার দিকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে সূরাঃ ফাত্হ্'-এর কয়েকটি আয়াত নাযিল হইল। প্রথম আয়াতেই হ'দায়বিয়্যাঃ চুক্তি সম্পর্কে বলা হইল, "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়।" স্পষ্টবাদী 'উমার (রা) বলিলেন, "এইটি কেমন বিজয় ? 'উমরাঃ তো করা গেল না !" আবু বাক্র (রা) বলিলেন, "উম্রাঃ অবশ্যই করা হইবে কিন্তু এই বৎসরের কথা ত হযরত (স') বলেন নাই", ইত্যাদি।

অচিরেই দেখা গেল এই চুক্তি বিজয়ের সূচনা করিয়াছে। কয়েক-দিন পরেই কু'রায়শের বন্দী আবু বাস'ীর পালাইয়া মদীনায় আসিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল। অনতিবিলম্বে মক্কার দুই দূত আসিল তাঁহাকে ফেরত লইয়া যাইবার জন্য। এইবারও হযরত (স') পলাতককে দূতদ্বয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন। পথে আবু বাস'ীর (রা) রক্ষীদ্বয়ের একজনকে কৌশলে হত্যা করিলে অন্যজন পলাইল। আবু বাস'ীর (রা) সিরীয় বাণিজ্য-পথের অদূরে এক জংগলে আবাস গ্রহণ করিলেন। আবু জান্দাল (রা)-সহ কিছু সংখ্যক পলাতক এইখানে আবু বাস'ীর (রা)-এর সহিত যোগদান করিল। তাঁহারা কু'রায়শের বাণিজ্য কাফিলা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। গত্যন্তর না দেখিয়া কু'রায়শ তখন সনির্বন্ধ অনুরোধে চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারাটি নাকচ করিতে এবং পলাতক দলটিকে বাণিজ্য-পথ হইতে মদীনায় সরাইয়া আনিতে হযরত (স')-এর সম্মতি অর্জন করিয়া অব্যাহতি লাভ করিল। ক্রমাগত যুদ্ধ-সংঘাত হইতে মুসলিম শক্তি অব্যাহতি পাইল। ইহাই ছিল বিজয়ের প্রথম পর্যায়। অন্যপক্ষে যুদ্ধ বিরতির দরুন অবাধ মেলামেশার সুযোগে পৌত্তলিকগণ মুসলিমগণের চরিত্র প্রভাবে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইল। বিগত বৎসরগুলির তুলনায় অধিক সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহাতেই পরবর্তীকালে হযরত (স')-এর পক্ষে দশ হাজার স'াহ'াবী লইয়া মক্কা বিজয়ের অভিযান সম্ভব হইয়াছিল, অথচ হ'দায়বিয়্যাতে তাঁহার সঙ্গে ছিল মাত্র চৌদ্দ-শত স'াহ'াবী। তদুপরি কয়েকটি শক্তিশালী পৌত্তলিক গোত্র তাঁহার সহিত মৈত্রীচুক্তি করিয়া মুসলিম জাতির শক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং হ'দায়বিয়্যাঃ ছিল যথার্থই বিজয়। ইসলামের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ দুই সেনানায়ক খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) এবং 'আম্র ইবনু'ল-'আস' (রা) এই চুক্তির পর মদীনায় আসিয়া হযরত (স')-এর হাতে ইসলামের বায়্'আত গ্রহণ করেন। অন্যপক্ষে কু'রায়শ ইসলামী রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিল।

রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত

হ'দায়বিয়্যাঃ চুক্তির ফলে যুদ্ধ বিরতির সুযোগে হযরত (স') 'আরবের অভ্যন্তরে কয়েকজন প্রসিদ্ধ গোত্রপতির কাছে, 'আরবের বাহিরে বায়যান্টাইন ও পারস্য সম্রাটদ্বয় সমীপে এবং আবিসিনিয়া ও মিসরের শাসনকর্তাদ্বয়ের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া দূত প্রেরণ করেন। বায়যান্টাইন সম্রাট Heraclius যখন পারস্য সম্রাটকে পরাস্ত করিয়া জেরুযালেম পুনরুদ্ধার-উৎসব পালন করিতেছিলেন, তখন হযরত (স')-এর দূত দিহ্'য়া ইব্ন খালীফাঃ আল-কাল্বী বুস্'রার শাসন-কর্তার মাধ্যমে হিরাক্লিয়াস-এর হাতে হযরত (স')-এর পত্রখানি প্রদান করেন। পত্রটি ছিল নিম্নরূপ (বুখারী, বাব বাদ্উ'ল-ওয়াহ্'য়ি)ঃ

"পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে,

"আল্লাহ্র বান্দা এবং বার্তাবাহক মুহ'াম্মাদ-এর নিকট হইতে 'রূম'-এর অধিপতির নিকট এই পত্র, যাঁহারা সত্যপথ অনুসরণ করেন, তাঁহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

"অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি লাভ করিবেন এবং আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করিবেন। যদি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আপনার অনুসারী ও প্রজাপুঞ্জের গুনাহ্ও আপনার উপরই বর্তিবে; 'হে কিতাবী সম্প্রদায়! আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও 'ইবাদাত না করি, কোন কিছুইকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্ ছাড়া প্রভুরূপে স্বীকার না করি। কিন্তু যদি তাহারা ইহা অগ্রাহ্য করে তবে সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম' (৩ ঃ ৬৪)।"

পত্র লেখক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য হিরাক্লিয়াস-এর আদেশে বাণিজ্য-সফররত আবু সুফ্য়ানকে আরো কয়েকজন 'আরবসহ

দরবারে উপস্থিত করা হইল। হিরাক্লিয়াস আবূ সুফ্য়ানকে কতগুলি প্রশ্ন করিলেন, যথা ঃ এই রাসূলের বংশ কেমন, তাঁহার বংশের কেহ পূর্বে নুবুওয়াতের দাবী করিয়াছিল কিনা বা কোন রাজা রাজত্ব করিয়াছিল কিনা, তিনি সত্যবাদী এবং অঙ্গীকার রক্ষা করেন কিনা ইত্যাদি। আবূ সুফয়ানের উত্তরমালা বিশ্লেষণ করিয়া হিরাক্লিয়াস তাহাকে বলিলেন, "তোমার কথাগুলি সত্য হইলে এই নবী আমার পায়ের তলার মাটিও একদিন দখল করিবেন। আমি জানিতাম একজন নবীর জন্ম হইবে; কিন্তু 'আরবে তাঁহার জন্ম হইবে, ইহা আমি ভাবিতে পারি নাই। সম্ভব হইলে আমি তাঁহার কাছে যাইতাম, তাঁহার সংগ লাভ করিলে আমি তাঁহার পদদ্বয় ধুইয়া দিতাম!" অমাত্যগণকে ডাকিয়া হিরাক্লিয়াস বলিলেন, "সত্য পথের নির্দেশ এবং স্বদেশের শান্তি ও স্থায়িত্ব চাহিলে তোমরা এই 'আরবী রাসূলকে অনুসরণ কর।" অমাত্যদের বিরূপ ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদের ধর্মানুগত্য পরীক্ষা করিবার জন্য এই কথাগুলি বলিলাম।" হিরাক্লিয়াস পার্থিব স্বার্থে ইসলাম গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

পারস্য সম্রাট খস্রু পারভেয (Chosroes II)-এর নিকটও অনুরূপ চিঠি লেখা হইল। খস্রু হযরত (স')-এর চিঠিখানি ঔদ্ধত্যের সহিত ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া হযরত (স') বলিলেন, "এমনিভাবে আল্লাহ্ তাহার সাম্রাজ্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন।" খস্রু য়ামানের গভর্নর বাযান'নকে পত্রযোগে মুহ'াম্মাদ (স')-কে গ্রেফতার করিয়া তাঁহার রাজধানীতে পাঠাইবার আদেশ দিলেন। বাযান'নের প্রতিনিধি মদীনায় উপনীত হইয়া হযরত (স')-কে আদেশ শুনাইলে তিনি বলিলেন, "আল্লাহ্র ইচ্ছায় খস্রু তাহার পুত্রের হাতে নিহত হইয়াছে।" বাযান'নের প্রতিনিধি ফেরত গেল। ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হইল। বস্তুত কয়েক বৎসরের মধ্যে পারস্য সাম্রাজ্য মুসলিম শাসনাধীন হইয়াছিল।

আবিসিনিয়া অধিপতি নাজাশী (Negus) শ্রদ্ধার সহিত হযরত (স')-এর পত্রখানি পড়িলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। মিসর অধিপতি মুক'উকি'স হযরত (স')-এর চিঠির প্রতি বিহিত সম্মান প্রদর্শন করেন। পত্রোত্তরে তিনি হযরত (স')-এর নিকট যে উপহারাদি পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ছিল ক্রীতদাসী মারিয়া (Mary)। তাঁহারই গর্ভে নবী (স')-এর সন্তান ইব্রাহীম (রা)-এর জন্ম হয়। 'আরবের অভ্যন্তরে বাহ্'রায়ন, 'উমান ও য়ামামাঃ-র শাসনকর্তাগণ এবং গ'াস্সান গোত্রের প্রধানকেও হযরত (স') ইসলাম গ্রহণের আহ্বানমূলক চিঠি লিখিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত দুই শাসক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। য়ামামার শাসনকর্তা উত্তর দিল, রাজত্বের অংশ দিলে সে ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে। রোমক সম্রাটের সামন্ত গ'াস্সান গোত্র-প্রধান শুরাহ্'বীল ইব্ন 'আম্র হযরত (স')-এর দূত হ'ারিছ' ইব্ন 'উমায়র (রা)-কে হত্যা করিল (এবং ইহাই ছিল পরবর্তীতে মু'তাঃ অভিযানের কারণ)। হযরত (স')-এর পত্রবাহক বুস্'রা বা হ'াওরানের রাজার কাছে যাইতেছিলেন, শুরাহ্'বিল তাঁহাকে আটক করে।

পারস্য সম্রাটের অধীন করদ রাজ্য বাহ্'রায়ন-এর রাজা মুনযি'র হযরত (স')-এর পত্র পাইয়া তাঁহার 'আরব প্রজাগণসহ ইসলাম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের য়াহ্দী ও অগ্নিপূজকগণ স্ব স্ব ধর্মে রহিয়া গেল। তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে মুনযি'র হযরত (স')-এর নির্দেশ চাহিলেন। তিনি শক্তি প্রয়োগ নিষেধ করিলেন। অবশেষে ইসলামের সৌন্দর্যে ও উদারতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারাও ইসলাম গ্রহণপূর্বক পারস্য সম্রাটের জবরদস্তিমূলক বিধান ও অতিরিক্ত করভার হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। 'আম্র ইব্নু'ল-'আস' (রা)-এর সুকৌশল দৌত্যকর্ম এবং প্রচারের ফলে 'উমানের জা'ফার ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও সহযোগী একযোগে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে দূমাতু'ল-জান্দাল প্রদেশের শাসক আকীদার, হি'ময়ার জাতির প্রধান, য়ামান ও ত'াইফ-এর অন্তর্গত কতগুলি জিলার শাসনকর্তাও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা ছিলেন পারস্য বা রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ এবং প্রভাববলয়ভুক্ত। এই কারণে হযরত (স') এই দুই সাম্রাজ্যের কোপদৃষ্টিতে পড়িলেন। অন্যপক্ষে হ'দায়বিয়্যাঃ চুক্তির পর দুই বৎসরের মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশী হইল বলিয়াও তাহাদের ক্ষোভ বৃদ্ধি পাইল।

খায়বার অভিযান

মদীনা হইতে প্রায় ২০০ মাইল (আট মান্যিল) উত্তরে শস্য-শ্যামল খায়বার ছিল একটি য়াহ্দী উপনিবেশ এবং 'আরবের মধ্যে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র। বহিষ্কৃত বানূ নাদ'ীর গোত্রের কয়েকজন সরদার এইখানে আসিয়া বসতি স্থাপন ও য়াহূদীদের নেতৃত্ব লাভ করে; ইহারাই ছিল আহ্'যাব বা সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সংগঠক। সেই সম্মিলিত প্রয়াসের ব্যর্থতায় উন্মত্ত এবং স্বজাতীয় বানূ কু'রায়জ'ার চরম দণ্ড প্রাপ্তিতে ক্রোধান্ধ হইয়া তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ দানে এবং খায়বারের অর্ধেক ফসল দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তাহাদের প্রতিবেশী গ'াত'ফান গোত্রকে এবং সন্নিহিত অঞ্চলের আরও কয়েকটি গোষ্ঠীকে মুহ'াম্মাদ (স')-এর বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধাভিযানে প্ররোচিত করিল। বিরাট সেনাবাহিনী গঠনের তৎপরতার সহিত তাঁহারা ছোট ছোট লুটেরা দল গঠন করিয়া মদীনার উপকণ্ঠে মদীনাবাসীর ধন-প্রাণ বিপন্ন করিয়া তুলিল। হযরত (স') 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহ'াঃ (রা)-কে পাঠাইয়া য়াহূদীদের কাছে আবার শান্তি চুক্তির প্রস্তাব করিলেন। মদীনার মুনাফিক' দল গোপনে তাহাদিগকে যুদ্ধের উৎসাহ এবং গোপন তথ্য যোগাইল। য়াহূদীরা শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। তাহাদের একটি লুটেরা দল অতর্কিতে যূ'-কি'রাদ নামক স্থানে অবস্থিত হযরত (স') এবং স'াহ'াবীগণের চারণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া উট রক্ষককে হত্যা করিল, তাহার স্ত্রী এবং পালের বিশটি উট লইয়া গেল। ধাওয়া করিয়া উটগুলি পুনরুদ্ধার করা হইল বটে কিন্তু লুটেরা দল পলাইল (বুখারী, ত'াবাক'াত)। এই ঘটনার তিন-দিন পর হযরত (স') ৭ম হিজরীর মুহ'ার্রাম মাসে খায়বার অভিযানে যাত্রা করিলেন।

হ'দায়বিয়্যাতে যাঁহারা হযরত (স')-এর হস্ত ধারণ করিয়া বায়'আতু'র-রিদ'ওয়ানে শরীক হইয়াছিলেন, আল্লাহ্ তাঁহাদের এই আত্মত্যাগমূলক সংকল্পের পুরস্কারস্বরূপ আশু আরো এক বিজয় (৪৮ ঃ ১৮)-এর ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। কু'রায়শের সহিত সংঘর্ষে অনর্থক মৃত্যু ঘটিবে, এই ভয়ে যাহারা নানা অজুহাতে 'উম্রাঃ সফরে হযরত (স')-এর অনুগমন এড়াইয়াছিল, বিশেষত মুনাফিক' দল, সেই 'মুখাল্লাফূন' (৪৮ ঃ ১৫) পরবর্তী বিজয় অভিযানে যাইবে না, ইহাই ছিল আল্লাহ্র নির্দেশ। কিন্তু গ'নীমাত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ)-এর লোভে তাহারা অভিযানে যোগদানের জন্য সানুনয় অনুমতি প্রার্থনা করিল। হযরত (স') তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি সেই হ'দায়বিয়্যাঃ অভিযাত্রী চৌদ্দশত স'াহ'াবীকে লইয়া ক্ষিপ্র গতিতে

যাত্রা করিলেন। তম্মধ্যে ছিল মাত্র দুইশত অশ্বারোহী, বাদ বাকী পদাতিক। বিশজন মহিলাও সঙ্গে গেলেন। এত ক্ষিপ্রতা ছিল য়াহূদীদের অপ্রত্যাশিত। হযরত (স') রাজী' নামক উপত্যকায় উপনীত হইয়া এমনভাবে অবস্থান গ্রহণ করিলেন যাহাতে গ'াত'ফান এবং সহযোগী গোত্রবর্গের সহিত খায়বারের য়াহূদীদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ইহাতে গ'াত্'ফান এবং সহযোগীরা য়াহূদীদের সহিত মিলিত হইতে পারিল না। ভীত য়াহূদীগণ তাহাদের দুর্গগুলিতে আশ্রয় লইয়া গ'াত'ফানের সাহায্য প্রতীক্ষায় প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করিয়া গেল। তাহাদের সাতটি সুরক্ষিত দুর্গ একে একে বিজিত হইল। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত প্রায় অজেয় ক'ামূস' দুর্গটি জয়ে হযরত (স')-এর কিছু বেগ পাইতে হইল। 'আলী (রা)-র বীরত্বে অবশেষে দুর্গ রক্ষীদের নায়ক বিখ্যাত বীর মারহ'াব নিহত হইলে রক্ষীরা আত্মসমর্পণ করিল। এই যুদ্ধে ৯৩ জন য়াহূদী নিহত হয় এবং ১৫ জন স'াহ'াবী শাহাদাত বরণ করেন।

খায়বারের সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি (মতান্তরে অর্ধেক) তখন হইতে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের মালিকানাধীন হইল। য়াহূদীদের অনুনয়ে অর্ধেক ফসল কর ধার্যক্রমে স্থাবর সম্পত্তি ও বাড়ী-ঘর তাহাদের দখলে থাকিতে দেওয়া হইল, অন্য কোন রাজস্ব ধার্য হইল না। য়াহূদীরা ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করিল এবং যুদ্ধ-সংগ্রামের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইল। ইসলামী রাষ্ট্র তাহাদের জান-মাল রক্ষার ভার গ্রহণ করিল। অস্থাবর সম্পত্তি মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টিত হইল, অশ্বারোহী দুই ভাগ এবং পদাতিক এক ভাগ পাইল। সাধারণ সৈনিকের মত হযরত (স')-ও তাঁহার অংশ পাইলেন।

নাদ'ীর গোত্রের সর্দারের কন্যা স'াফিয়্যাঃ যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা এবং স্বামী উভয়েই নিহত হইয়াছিল। উচ্চ মর্যাদার বিবেচনায় হযরত (স') তাঁহাকে আযাদ করিয়া দিলেন এবং মুস'ত'ালিক' গোত্রের সর্দারের কন্যা জুওয়ায়রিয়্যাঃ (রা)-র মত স'াফিয়্যাঃ (রা)-র সম্মতিতে তাঁহাকে আপন পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন।

যায়নাব নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত য়াহূদী নারী য়াহূদী সর্দারদের প্ররোচণায় হযরত (স') এবং কতিপয় স'াহ'াবীকে আহারের আমন্ত্রণ জানাইয়া তাঁহাদের সামনে বিষ মিশ্রিত গোশ্ত পরিবেশন করিল। হযরত (স') একটি লুক'মা মুখে তুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। স'াহ'াবী বিশ্র (রা) কিছুটা গলাধঃকরণ করিয়া পীড়িত এবং বিবর্ণ হইয়া পড়িলেন। স'াহ'াবাঃ (রা) যায়নাবকে কতল করিতে উদ্যত হইলেন। হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহের বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত (স') কখনও তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত অত্যাচারমূলক কর্মের দণ্ডদান করিতেন না। সুতরাং যায়নাব তখনকার মত অব্যাহতি পাইল। বিষ প্রয়োগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যায়নাব এবং য়াহূদীরা এই মর্মে স্বীকৃতি দিয়াছিল যে, তাহারা মনে করিয়াছিল, হযরত (স') সত্য নবী হইলে বিষ ক্রিয়া করিবে না, করিলে তাহারা ভণ্ড নবীর যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবে। কিন্তু ২/৩ দিনের মধ্যে বিষক্রিয়ায় বিশ্র (রা)-র মৃত্যু ঘটিলে হত্যাপরাধে যায়নাবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। আরও ব্যাপক শাস্তির প্রতীক্ষারত শঙ্কাগ্রস্ত য়াহূদীদের দেহে প্রাণ সঞ্চার হইল হযরত (স')-এর সুবিচার ও দয়ায়। মাহ্'মূদ (রা) নামক এক স'াহ'াবীকে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে হত্যা করিয়াছিল য়াহূদী কিনানাঃ। তাহাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। নিহত স'াহ'াবীর ভ্রাতা মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাস্লামাঃ এই দণ্ড কার্যকরী করেন (ত'াবারী, হ'ালাবী)।

য়াহূদী উপনিবেশ ফাদাক হি'জাযের উত্তরাঞ্চলে উর্বরতা এবং সুরক্ষিত দুর্গাদির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তথাকার য়াহূদীরা হযরত (স')-এর বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিরাপত্তা চুক্তির প্রার্থনা করিল। অর্ধেক ফসল এবং জিয্য়াঃ প্রদানের শর্তে তাহাদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া হযরত (স') ওয়াদি'ল-কু'রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহা ছিল আর একটি সমৃদ্ধ য়াহূদী উপনিবেশ, তায়মা' এবং খায়বারের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। য়াহূদীরা যুদ্ধের পথ বাছিয়া লইল, কিন্তু একদিনের যুদ্ধে পরাস্ত হইল। তাহাদের বিপুল সম্পদ মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিতরিত হইল। তায়মার য়াহূদীরা বিনাযুদ্ধেই হযরত (স')-এর সহিত অনুরূপ শর্তে সন্ধি স্থাপন করিল। অতঃপর হযরত (স') মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন।

'উম্রাতু'ল-ক'াদা' (عمرة القضا), শাওওয়াল, ৭ম হি.

হু'দায়বিয়্যার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী হযরত (স') এই বৎসর মক্কায় গিয়া পূর্ববর্তী বৎসরের অসম্পন্ন 'উমরাঃ পালন করিলেন। কু'রায়শ প্রধানগণ এই দৃশ্য সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়া তাহারা নগরী পরিত্যাগ করিয়া আবূ কু'বায়স পাহাড়ের ঢালুতে তিনদিনের জন্য আশ্রয় লইল। মদীনার জ্বর তাহাদিগকে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে, বিদ্রূপাত্মকভাবে মুহাজিরগণ সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিত কু'রায়শরা। এই ভুল ভাঙ্গিবার জন্য ত'াওয়াফ (হ'াজ্জ দ্র.)-এর প্রথম তিনটি পরিক্রমায় বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী رمل) সহকারে চলিবার জন্য হযরত (স') স'াহ'াবাগণকে আদেশ করিলেন। এই রাম্‌ল হ'াজ্জের সুন্নাতরূপে এখনও অনুষ্ঠিত হয়। কু'রায়শরা গালাগালি ও বিদ্রূপবাণে মুসলিমগণকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিল, চুক্তিতে লেখা ছিল না বলিয়া হযরত (স')-কে কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিল না। হযরত (স') ধৈর্য ধারণ করিলেন এবং যাহাতে কোন অঘটন না ঘটে, সেইজন্য উত্তেজিত খাযরাজ গোত্রপতি সা'দ ইব্ন 'উবাদাঃকে নিরস্ত করিলেন এবং 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহ'াঃ (রা)-কে বীরত্বব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করিতে নিষেধ করিলেন। তিনদিন অতিক্রান্ত হইবার মুহূর্তে তিনি মক্কা ত্যাগ করিলেন।

মু'তাঃ অভিযান, জুমাদা'ল-উলা, ৮ম হি.

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রোম সম্রাটের গ'াস্সানী খৃস্টান সামন্ত শুরাহ্'বীল, বুস্'রা বা হ'াওরানের শাসনকর্তার নিকট প্রেরিত ইসলামে আহ্বানমূলক পত্রের বাহক হ'ারিছ' ইব্ন 'উমায়র আল-আয্দী (রা)-কে পথিমধ্যে আটক করিয়া হত্যা করিয়াছিল। শুধু হত্যার শাস্তি নহে, বরং 'দূত অবধ্য'—এই আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখিবার দায়িত্ব অনুভব করিলেন হযরত (স')। নিকটতর শত্রুগণের আক্রমণাশংকা হইতে মুক্ত হওয়ার পর তিনি নিজ আযাদকৃত দাস যায়দ্ ইব্ন হ'ারিছ'াঃ (রা)-র নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের এক অভিযান সিরিয়ায় মু'তাঃ অভিমুখে প্রেরণ করেন। সাবধানতামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ হযরত (স') জা'ফার (রা) ইব্ন আবী ত'ালিব-কে দ্বিতীয় এবং 'আব্দুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহ'াঃ (রা)-কে তৃতীয় সেনাপতিরূপে মনোনীত করিলেন যাহাতে একের শাহাদাত প্রাপ্তিতে অপরজন পতাকা তুলিয়া ধরিতে পারেন। সকলের শাহাদাত লাভের অবস্থায় বাহিনীর উপর পরবর্তী সেনাপতি নির্বাচনের ভার দিলেন। উল্লেখ্য, সম্ভ্রান্ত এবং প্রবীণ স'াহ'াবীদের উপস্থিতিতে আযাদকৃত দাস যায়দ (রা)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিয়াছিল। যায়দ (র)-এর ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং ইসলামের সাম্য-নীতির ভিত্তিতে হযরত (স') এই অভিযোগ খণ্ডন করেন। ثنية الوداع বা 'বিদা'

গিরিপথ' পর্যন্ত মদীনাবাসী ও হযরত (স') বাহিনীকে আগাইয়া দিলেন। হযরত (স') আল্লাহ্‌র নামে যাত্রা করিতে বলিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন যেন তাঁহারা 'তাক্'ওয়া'র পথে চলেন, পরস্পরের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন, মঠে, গির্জায় সাধনারত সাধুগণের কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি না করেন, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ এবং শিশু হত্যা না করেন, শত্রুদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস বা বৃক্ষ ছেদন না করেন। শত্রুকে পূর্বাহ্নে ইসলামের আহ্বান জানাইতে হইবে—এই নীতি অনুসরণের নির্দেশও দিলেন সেনাপতিকে।

স্থানীয় খৃস্টান এবং রোমকদের প্ররোচনায় শুরাহ্'বীল যে দূত-হত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিল, ইহার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার মুকাবিলার জন্য সে যুদ্ধ প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়াছিল। সে ছিল বালক'া প্রদেশের প্রধান কর্মচারী, রোমান সম্রাটের একজন সামন্ত মাত্র, অথচ তাহার অধীনে এক লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ এবং পশ্চাতে রোমান সম্রাট দুই লক্ষ সৈন্যসহ অপেক্ষমান—ঐতিহাসিকদের বর্ণনামতে মুসলিম বাহিনী ইত্যাকার সংবাদ অবগত হইল। মুসলিম শক্তিকে অংকুরে বিনষ্ট করার জন্য অভিযান করাই রোমান সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল ; কারণ ইসলামের প্রভাবে আবিসিনিয়ার মত মিত্র রাজ্যগুলি হাতছাড়া হইবার উপক্রম। যাহা হউক, মা'আন নামক স্থানে আসিয়া সেনাপতি যায়দ (রা) মুজাহিদগণের মত জানিতে চাহিলেন। মাত্র তিন হাজারটি প্রাণী কি এক লক্ষ সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হইবে, না হযরত (স')-কে সব অবস্থা জানাইয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিবে, এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইল। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহ'াঃ (রা)-র তেজোদ্দীপ্ত ভাষণে অবশেষে শাহাদাত-পাগল মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। এই অতি অসম যুদ্ধে তিনজন সেনাপতি পর পর শহীদ হইলে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করিলেন। তিনি অতিকষ্টে দিশাহারা বিক্ষিপ্ত মুসলিম সেনাবাহিনীকে সেই দিনের মত সমূলে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিলেন। উভয় বাহিনী সন্ধ্যায় ছাউনীতে ফিরিল। ওয়াকি'দীর বর্ণনায় দেখা যায়, খালিদ (রা) গভীর রাত্রে ছাউনী হইতে কিছু দূরে মুসলিম বাহিনীর একাংশের অবস্থান নির্দেশ করিলেন। প্রত্যূষে আল্লাহু আক্‌বার ধ্বনিতে দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। শত্রু-সেনারা মনে করিল, মদীনা হইতে সহযোগী বাহিনী আসিয়া পড়িয়াছে। পূর্বদিন তাহারা আতঙ্কের সহিত দুর্ধর্ষ মুসলিম সেনানীর ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সুতরাং তাহারা আর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সাহস পাইল না। খালিদ (রা) অবশিষ্ট বাহিনী লইয়া মদীনায় ফিরিলেন। পূর্বেই কতিপয় দিশাহারা মুজাহিদ মদীনায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। জিহাদ হইতে পলাতক বলিয়া মদীনাবাসী তাহাদের মুখে ধূলাবালি নিক্ষেপ করিল। হযরত (স') বলিলেন, "তাহারা পলাতক নহে; বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পুনরায় যুদ্ধে যোগদানেচ্ছু" (মুস্‌নাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল)। অসাধারণ বীরত্বের স্বীকৃতিতে হযরত (স') খালিদ (রা) কে 'সায়ফুল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র তরবারী আখ্যায় অভিহিত করেন।

মক্কা বিজয়

কু'রায়শের মিত্র বানূ বাক্‌র গোষ্ঠী কু'রায়শের সাহায্যে নৈশ আক্রমণে তাহাদের বহুকালের শত্রু মুসলিম পক্ষের মিত্র খুযা'আঃ গোত্রের অনেক লোককে হতাহত করিল এবং তাহাদের সম্পদ ছিনাইয়া লইল। কু'রায়শ বানূ বাক্‌রকে অস্ত্র সাহায্য ত দিয়াছিলই, তদুপরি রাত্রির অন্ধকারে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কু'রায়শ বানূ বাক্‌র-এর সহিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। খুযা'আঃ গোত্র ছিল হযরত (স')-এর সহিত মৈত্রী-চুক্তিবদ্ধ। এইরূপে কু'রায়শ একতরফাভাবে হ'দায়বিয়্যাঃ চুক্তি লঙ্ঘন করিল। সম্মিলিত আক্রমণের মুখে খুযা'আঃ গোত্রের নিম্নোখিত লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে পলাইয়া কা'বার হ'ারামে (নিষিদ্ধ এলাকায়) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও নিষ্কৃতি পাইল না (ইব্‌ন হিশাম, ২খ)। 'আমর ইব্‌ন সালিম খুযা'ঈ মদীনায় আসিয়া হযরত (স')-এর কাছে নালিশ করিল যে, কু'রায়শরা হ'দায়বিয়্যাঃ চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে এবং দাবী করিল যে, তাহাদের বিরুদ্ধে বানূ খুযা'আকে সাহায্য করা মুসলিম পক্ষের কর্তব্য। হযরত (স') 'আম্‌রকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ঘটনার সত্যতা যাচাই করিয়া কু'রায়শকে তাহাদের দুষ্কর্মের প্রতিবিধানের সুযোগ দিবার উদ্দেশ্যে হযরত (স') দূত মুখে কু'রায়শকে জানাইলেন : হয় কু'রায়শ ক্ষতিপূরণ দিবে, অথবা বানূ বাক্‌র-এর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিবে অথবা হ'দায়বিয়্যার সন্ধি বাতিল ঘোষণা করিবে। উদ্ধত কু'রায়শ শেষোক্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করিল। হযরত (স')-এর জন্য হ'দায়বিয়্যার চুক্তির বাধ্য-বাধকতা আর রহিল না। পরে কু'রায়শ অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া আপোস-মীমাংসার জন্য আবূ সুফ্‌য়ানকে মদীনায় পাঠাইল। ব্যর্থ হইয়া আবূ সুফ্‌য়ান মক্কায় ফিরিল, হযরত (স') অভিযানের প্রস্তুতি আরম্ভ করিলেন।

মুহাজির স'াহ'াবী হ'াতি'ব ইব্‌ন আবী বালতা'আঃ (রা) কু'রায়শকে পূর্বাহ্নে অভিযানের সংবাদ প্রেরণ করিয়া মক্কায় পরিত্যক্ত আপন নিঃসহায় পরিবারবর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করিবার স্বাভাবিক প্রবণতাবশত মক্কাগামী এক স্ত্রীলোকের হাতে কু'রায়শের কাছে লিখিত একটি পত্র দিলেন। গ'ায়বী ইঙ্গিত পাইয়া হযরত (স') মহিলার খোঁজে লোক পাঠাইয়া তাহার নিকট হইতে চিঠি উদ্ধার করিলেন। হ'াতি'ব (রা) ছিলেন সরল বিশ্বাসী, বদ্‌র যুদ্ধে অংশ গ্রহণের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স'াহ'াবী। তিনি পরম অনুতাপের সহিত এই মানব-সুলভ দুর্বলতা স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। নবী (স') তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। হ'াতি'ব (রা) ছিলেন কু'রায়শের মাওলা (আশ্রিত), স্বগোত্রীয় নহে। মক্কায় তাঁহার স্বগোত্রীয় কেহ ছিল না বলিয়া পরিজনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাঁহার উদ্বেগ ছিল স্বাভাবিক।

দশ হাজার স'াহ'াবী লইয়া ৮ম হিজরীর রামাদ'ান মাসে হযরত (স') মক্কা অভিযানে যাত্রা করিলেন এবং মক্কার অদূরে মার্‌রু'জ'-জ'াহ্‌রান নামক উপত্যকায় যাত্রা বিরতি ঘোষণা করিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে উপনীত এই বিরাট বাহিনীর বহদূর ব্যাপী বিক্ষিপ্ত তাঁবুতে সন্ধ্যার পর প্রজ্বলিত আগুন দেখিয়া আবূ সুফ্‌য়ান স্তম্ভিত এবং কু'রায়শরা হতভম্ব হইল। অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সে নিজে ছাউনিতে আসিল। 'আব্বাস (রা) পূর্বেই হযরত (স')-এর সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি আবূ সুফ্‌য়ানকে চিনিতে পারিয়া পাছে কেহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে এই আশঙ্কায় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাসূল (স')-এর নিকট গেলেন। আবূ সুফ্‌য়ান (রা) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরত (স') তাঁহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া ঘোষণা করিলেন, "যাহারা আবূ সুফ্‌য়ানের আবাসে আশ্রয় লইবে তাহারা নিরাপদ, যাহারা কা'বায় আশ্রয় গ্রহণ করিবে কিংবা রুদ্ধদ্বার গৃহে অবস্থান করিবে তাহাদিগকেও নিরাপত্তা দান করা হইল।" মক্কা প্রবেশের আদেশ দানের পূর্বে তিনি নির্দেশ দিলেন, যাহারা অস্ত্র ধারণ করিবে বা পথ আগলাইয়া দাঁড়াইবে, কেবল তাহাদেরই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে, অন্য কাহারও উপর হাত তোলা হইবে না এবং কোন সম্পদ নষ্ট করা হইবে না। আবূ সুফ্‌য়ান

(রা) ছাউনিতেই রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন সকালে বহুগোত্র সমন্বিত এই বিরাট বাহিনী 'আরবদের প্রাচীন ঐতিহ্যানুযায়ী প্রতিটি গোত্র আপন আপন পতাকা উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া মক্কা প্রবেশের লক্ষ্যে অগ্রসর হইল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র স্রোতের মত। হযরত (স)-এর উপদেশে 'আব্বাস (র)-কে সঙ্গে করিয়া এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়াইয়া আবূ সুফয়ান (রা) এই অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করিলেন। গোত্রের পর গোত্র আবূ সুফ্য়ান (রা)-এর সম্মুখ দিয়া অগ্রসর হইল। ক্রমে আসিল মদীনার আনসার দল, সা'দ ইব্ন 'উবাদাঃ (রা)-এর হাতে পতাকা। আবূ সুফয়ানকে দেখিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আজ সংগ্রামের (ملحمة) দিবস, আজ কা'বার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে (تستحل الكعبة), আল্লাহ্ কু'রায়শকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন।" ভয়ে, অপমানে আবূ সুফ্য়ান (রা)-এর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তারপর আসিল মুহাজির দল, খচ্চরের পিঠে স্বয়ং হযরত (স) উপবিষ্ট, পিছনে উপবিষ্ট যায়দ পুত্র উসামাঃ (রা)। হযরত (স)-কে দেখিয়া আবূ সুফ্য়ান (রা) তাঁহার কাছে সা'দ (রা)-এর কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া নালিশ করিলেন। হযরত (স) বলিলেন, "না, না, সা'দ মিথ্যা বলিয়াছে; আজ দয়া ও ক্ষমার দিবস, আল্লাহ্ কু'রায়শকে পবিত্র করিবেন, কা'বার মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন।" হযরত (স)-এর আদেশে সা'দ (রা)-এর হাতের পতাকা কাড়িয়া লওয়া হইল এবং তাঁহার পুত্র ক'ায়স (রা)-এর হাতে অর্পণ করা হইল। আবূ সুফ্য়ান (রা) তুষ্ট হইলেন। খায্রাজ সর্দার সা'দ (রা)-এর চৈতন্য লাভ হইল কিন্তু তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন না। আবূ সুফ্য়ান (রা) দ্রুত মক্কায় গিয়া সর্বসমক্ষে হযরত (স) প্রদত্ত সাধারণ নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার করিলে মক্কাবাসীরা যদৃচ্ছা নিরাপত্তা গ্রহণ করিল। হযরত (স) বিনয়াবনত শিরে সূরাঃ ফাত্হ্' আবৃত্তিরত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করিলেন—বিজয়োল্লাসের ক্ষীণতম অনুভূতিও তাঁহার মনে স্থান পাইল না। দিনটি ছিল ২১ রামাদ'ান, শুক্রবার। একজন কম্পমান মক্কাবাসীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ভয় কিসের? আমি ত কোন রাজা নহি; বরং এক কু'রায়্শ মহিলার গর্ভজাত সন্তান যিনি রৌদ্রে শুকান গোশ্ত খাইতেন" (বুখারী, কিতাবু'ল-মাগ'াযী, বাব হ'জ্জাতু'ল-ওয়াদা')। হযরত (স)-এর আদেশে বাহিনী বিভিন্ন দিক হইতে মক্কায় প্রবেশ করিতেছিল। খালিদ (রা) মক্কার নিম্নাংশের দিক হইতে, হযরত (স) উচ্চ ভূভাগের দিক হইতে প্রবেশ করিতেছিলেন। স'াফওয়ান ইব্ন উমায়্যাঃ, 'ইক্রিমাঃ ইব্ন আবী জাহ্ল এবং সুহায়ল ইব্ন 'আম্র খালিদ ইব্নু'ল-ওয়ালীদ (রা)-এর পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলে ছোটখাট একটি সংঘর্ষে মুসলিম পক্ষের তিন (দুই?) জন শহীদ, অপর পক্ষের তের (বার?) জন (বুখারী) নিহত হইলে তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল। অতঃপর আর কোন রক্তপাত ছাড়াই মক্কা বিজয় সম্পন্ন হইল। হযরত (স) খালিদ (রা)-কে ডাকিয়া কৈফিয়ত তলব করিলেন। খালিদ (রা) বলিলেন, "তাহারা প্রথম তীর নিক্ষেপ করিয়া দুইজনকে শহীদ করিয়াছিল, আমি অতি সংযতভাবে তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছি মাত্র।"

হযরত (স) কা'বায় গিয়া ত'াওয়াফ করিলেন। "সত্যের আবির্ভাব হইয়াছে, অসত্য অপসৃত হইয়াছে, অসত্যের তিরোভাব অবধারিত" (১৭ : ৮১)—এই আয়াত উচ্চারণ করিয়া হযরত (স) কা'বাঃ প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত ৩৬০টি প্রতিমা একে একে লাঠির আঘাতে ভূপাতিত করিয়া দিলেন (ইব্ন হিশাম, ২খ)। তাঁহার আদেশে 'উমার (রা) কা'বাঃ হইতে প্রতিমাগুলি অপসারণ করিলেন, দেওয়ালে অঙ্কিত ইব্রাহীম, ইসমা'ঈল, মারয়াম ও ক্রোড়স্থ সন্তান 'ঈসা-এর ছবি মুছিয়া দেওয়া হইল। 'উছ্'মান ইব্ন ত'াল্হ'া (রা)-র নিকট চাবি চাহিয়া লইয়া হযরত (স) কা'বার দ্বার উন্মুক্ত করাইলেন এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাক্বীর বলিলেন, (বর্ণনান্তরে স'ালাত ও দু'আ-র উল্লেখ দেখা যায়)। নবী (স) 'উছ্'মান ইব্ন ত'াল্হ'াঃ (রা)-কে কা'বার তত্ত্বাবধায়কের সম্মানিত পদে বহাল রাখিয়া চাবি তাঁহার হাতে প্রত্যর্পণ করিলেন। অতঃপর কা'বার দরজায় দাঁড়াইয়া প্রাঙ্গণে সমবেত কু'রায়শ ও জনগণকে সম্বোধন করিয়া হযরত (স) বলিলেন :

"এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ (উপাস্য) নাই, তাঁহার কোন অংশী নাই। তিনি তাঁহার ওয়া'দা পূর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার সেবককে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়াছেন। শুনিয়া রাখো, কৌলীন্যভিত্তিক যত সুবিধা, প্রতিশোধমূলক শোণিতপাত, যত শোণিত পণের দাবী—সকলই আমার এই দুইটি পায়ের তলায় (রহিত হইল), কেবল বহাল রহিল কা'বার তত্ত্বাবধান এবং হ'াজ্জযাত্রীদের জন্য পানি সরবরাহের পুরাতন ব্যবস্থা। হে কু'রায়শ গোত্রের লোকগণ! আল্লাহ্ জাহিলিয়্যাঃ যুগের সমস্ত দর্প ও কৌলীন্যের অহংকার রহিত করিয়াছেন। মানুষের উৎপত্তি আদাম হইতে এবং মাটি হইতে আদামের উদ্ভব।" তারপর হযরত (স) সূরাঃ হ'জুরাত-এর ত্রয়োদশ আয়াত (إنا خلقناكم من ذكر و أنثى الآية) আবৃত্তি করিলেন এবং বলিলেন, "আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল মদ্য বিক্রয় হ'ারাম করিয়াছেন" (যাদু'ল-মা'আদ, ১খ)।

একুশ বৎসর ব্যাপী অমানুষিক অত্যাচারের নায়ক এবং হযরত (স)-এর শোণিত-পিপাসু সকলেই সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত এবং রুদ্ধশ্বাসে তাহাদের সম্বন্ধে হযরত (স)-এর ফয়সালা শুনিবার জন্য সশঙ্ক চিত্তে অপেক্ষমান। হযরত (স) ভাষণ শেষে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, "তোমরা কি জান, আমি আজ তোমাদের প্রতি কি ব্যবহার করিতে যাইতেছি?" সকলে সমস্বরে উত্তর দিল, "نظن خيرا - أخ كريم و ابن أخ كريم" আমরা মনে করি উত্তম ব্যবহার পাইব, তুমি ত আমাদের মহানুভব ভাই এবং মহানুভব ভ্রাতুষ্পুত্র। হযরত (স) ইরশাদ করিলেন, "لا تثريب عليكم اليوم - اذهبوا فأنتم الطلقاء", আজিকার দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই, যাও, তোমরা মুক্ত।

এই অভূতপূর্ব এবং অপ্রত্যাশিত ক্ষমা ছিল ব্যাপক এবং শর্তহীন, ইহাতে ইসলাম গ্রহণের কোন শর্তও যুক্ত ছিল না। মক্কাবাসীরা মুহাজিরদের বাড়ীঘর ও সম্পত্তি দখল করিয়াছিল। হযরত (স) মুহাজিরগণকে তাঁহাদের দাবী ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। স'ালাতের সময় হইল, বিলাল (রা) আয'ান দিলেন। 'আত্তাব ইব্ন উসায়দ বলিল, "এই আওয়াজ শুনিবার পূর্বেই আমার পিতাকে মৃত্যু দান করিয়া আল্লাহ্ তাহার মান-মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।" অপর এক কু'রায়শ প্রধান বলিল, "এখন জীবন ধারণ নিরর্থক" (ইব্ন হিশাম, ইস'াবাঃ, ২খ)। হযরত (স) স'াফা পাহাড়ের গায়ে এক উঁচু জায়গায় বসিয়া যাহারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের জন্য আগুয়ান হইলেন তাঁহাদের বায়্'আত গ্রহণ করিলেন। উল্লেখ্য, এই স্থানেই কু'রায়্শকে সর্বপ্রথম ইসলামের প্রকাশ্য আহ্বান শুনাইবার উপলক্ষে হযরত (স)-এর প্রতি আবূ লাহাব প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া-

ছিল। পুরুষদের বায়্'আতের পর স্ত্রীলোকদের পালায় এক সময়ে আসিল আবূ সুফ্য়ান (রা)-এর স্ত্রী, উহ'দ যুদ্ধে হযরত (স')-এর চাচা শহীদ হ'াম্যাঃ (রা)-এর কলিজা চর্বণকারিণী হিন্দ। হযরত (স') বলিলেন ঃ শির্ক করিও না। হিন্দ্ বলিল ঃ পুরুষদের বেলায় ত আপনি এই শর্ত আরোপ করিলেন না। হযরত বলিলেন ঃ চুরি করিও না। হিন্দের জবাব ঃ স্বামীর অগোচরে সামান্য কিছু অপহরণ করি, জানি না তাহাও নিষিদ্ধ নাকি ? হযরত বলিলেন ঃ শিশু-সন্তান হত্যা করিও না। উত্তরে হিন্দ্ বলিল ঃ শৈশবে আমরা যাহাদিগকে পালন করিয়াছিলাম, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তুমি তাহাদিগকে (বদর যুদ্ধে) হত্যা করিয়াছ, তুমি এবং তাহারাই সেই সম্পর্কে সম্যক্ অবগত (ربينا هم صغارا و قتلتهم كبارا فانت و هم اعلم ; ত'াবারী, ৩খ., প্র.)। ইত্যাকার কথোপকথনের পর হিন্দ্ ইসলাম গ্রহণ করিলেন। পরম ধৈর্যশীল হযরত (স') তাঁহার বক্রোক্তিতে রুষ্ট হইলেন না; বরং তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলেন। কু'রায়শের প্রসিদ্ধ কয়েকজন নেতা পলায়ন করিল; কারণ তাহারা হযরত (স')-এর নিরাপত্তা ঘোষণা সত্ত্বেও মক্কা প্রবেশকারী মুসলিম বাহিনীর উপর তীর নিক্ষেপ করিয়া দুইজনকে শহীদ করিয়াছিল। তাহারা হযরত (স')-কে বিনা বাধায় মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবার পক্ষপাতী ছিল না এবং সুযোগ বুঝিয়া ব্যাপকতর আক্রমণের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। এই দলের অন্যতম নেতা স'াফ্ওয়ান ইব্ন উমায়্যাঃ জিদ্দাঃ চলিয়া গেল। 'উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব আসিয়া হযরত (স')-কে বলিল ঃ 'আরব নেতৃগণ নাকি মক্কা হইতে বিতাড়িত হইতেছেন ? তদুত্তরে বিনা-শর্তে নিরাপত্তা দানের পুনরাবৃত্তি করিয়া হযরত (স') 'উমায়রকে প্রতীকস্বরূপ তাঁহার পাগড়ি প্রদান করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় স'াফ্ওয়ান ফিরিল কিন্তু হু'নায়ন যুদ্ধের সময় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করিল না। অপর নেতা 'ইকরিমাঃ ইব্ন আবী জাহ্ল য়ামান চলিয়া গেল। তাহার স্ত্রী উম্মু হ'াকীম (রা) হযরত (স') প্রদত্ত বিশেষ নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন (ত'াবারী, ইব্ন হিশাম)। সাধারণ নিরাপত্তা ঘোষণা সত্ত্বেও নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুযায়ী হযরত (স') মাত্র দুই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দান করিয়াছিলেন। অভিযানের পূর্বেই তাহারা এই দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল—অপরাধ ছিল বিশ্বাসঘাতকতা, নরহত্যা, সরকারী তহবিল লইয়া পলায়ন ইত্যাদি। কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় ১০ জনের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ৭/৮ জন পরে ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছিল, বুখারীর বর্ণনায় বিশ্বাসঘাতক 'আবদুল্লাহ ইব্ন খাত্'ল-ই হত্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ড লাভ করিয়াছিল। হযরত (স') ত'াওয়াফ করিতেছেন। অতর্কিত আক্রমণে তাঁহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ফুদ'ালাঃ সন্তর্পণে অনুসরণ করিল। টের পাইয়া হযরত (স') তাঁহার প্রতি এমন ব্যবহার প্রদর্শন করিলেন যাহাতে ফুদ'ালাঃ লজ্জিত এবং অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া তখনই হযরত (স')-এর হাতে বায়্'আত গ্রহণ করিলেন।

চুরির অপরাধে ধৃত বানূ মাখযূম-এর এক সম্ভ্রান্ত মহিলা হস্তচ্ছেদনের আদেশ প্রাপ্ত হওয়ায় তৎগোত্রের লোকজনের নির্বন্ধাতিশয্যে হযরত (স')-এর প্রিয়পাত্র উসামাঃ (রা) লঘু দণ্ডের সুপারিশ করিলে হযরত (স') অনড় রহিলেন, উসামাকে তিরস্কার করিলেন এবং নাতি-দীর্ঘ ভাষণে যাহা বলিলেন তাহার সারমর্ম এই ঃ "সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্বে পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হইয়াছে; আজ যদি ফাতি'মাঃ বিন্ত মুহ'াম্মাদ (স')-ও এই পাপ করিত, আমি তাহার হাত কাটিতাম (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিয'ী, ইব্ন মাজাঃ, নাসাঈ, দারিমী, মুসনাদ আহ্'মাদ)। 'ইক্রিমাঃ (রা) নালিশ করিলেন, মুসলিমগণ তাঁহার পিতা আবূ জাহ্লকে গালি-গালাজ করে। হযরত (স') স'াহ'াবাদের বলিলেন ঃ মৃতকে গালি দিয়া জীবিতকে আঘাত দেওয়া অন্যায়; "মৃতের সদ্গুণরাজির আলোচনাই উত্তম।"

'আরব গোত্রগুলি ক্রমেই কু'রায়শ ও য়াহূদীদের প্রতি আস্থা হারাইতেছিল। খন্দকের যুদ্ধের পর, বিশেষত হু'দায়বিয়্যার চুক্তির ফলে মুসলিম ও মুশরিকদের অবাধ মিলামিশার কারণে দেব-দেবীর প্রতি তাহাদের অনেকেরই আস্থা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল; তাহারা মক্কা অভিযানের ফলাফলের প্রতীক্ষায় ছিল। মক্কা বিজয় তাহাদের শেষ শ্রদ্ধাটুকু ধূলিসাৎ করিল। কায়েমী স্বার্থভোগী কিছু সংখ্যক সর্দারদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণ লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, হুবাল দেবতা এবং উহার সহযোগী লাত, মানাত ইত্যাদি অপদার্থ। তাহারা দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হইতে লাগিল, কাহাকেও আর আহ্বান করিতে হইল না। হযরত (স') তাহাদের শিক্ষার দায়িত্ব মু'আয' ইব্ন জাবাল (রা)-এর উপর অর্পণ করিলেন। এই যাত্রায় হযরত (স') ১৫ দিন মক্কায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

হু'নায়ন, আওত'াস ও ত'াইফ অভিযান—শাওওয়াল, ৮ম হি.

হি'জাযের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী ইসলাম বিরোধী হাওয়াযিন এবং ছ'াক'ীফ গোত্রদ্বয় মক্কা অভিযানের পূর্ব হইতেই রাসূল (স')-এর বিরুদ্ধে উত্থানের আয়োজন করিতেছিল। এতদিন তাহাদের এবং মুসলিম পক্ষের মধ্যবর্তী অবস্থানে ছিল মক্কার কু'রায়শ এবং তাহারাই মুহ'াম্মাদ (স')-এর অগ্রগতি রোধে সংগ্রাম করিয়াছে কিন্তু কু'রায়শ এখন মুসলিম শক্তির কাছে পরাভূত। এইবার হাওয়াযিন এবং ছ'াক'ীফকেই মুসলিম নিধনের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। মুসলিম বাহিনী হাতের কাছে সমবেত, এই সুযোগে তাহারা আক্রমণ করিতে সংকল্পবদ্ধ হইল। অন্যপক্ষে ইসলাম গ্রহণের হিড়িক শুরু হইয়াছে, বিলম্বে শত্রুর শক্তি বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং অবিলম্বে আক্রমণ করিয়া মুসলিম শক্তিকে পর্যুদস্ত করিতে পারিলে মক্কা ও কা'বার কর্তৃত্ব তাহাদের হাতে আসিবে, তাহাদের মনে এইরূপ আকাঙ্ক্ষাও উঁকি মারিয়াছিল। কু'রায়শের প্রতিদ্বন্দ্বী উর্বর ভূমি ত'াইফের ধনাঢ্য অধিবাসী, অব্যর্থ-লক্ষ্য তীরন্দাযীর জন্য খ্যাতিমান ছ'াক'ীফ গোত্রের সদস্যগণ মনে করিল (যেমন খায়বারের য়াহূদীরা একবার আশা করিয়াছিল) কু'রায়শকে বাদ দিয়াই তাহারা মদীনা দখল করিবে। হিজরতের পূর্বে এই ছ'াক'ীফই রাসূল (স')-কে রক্তাক্ত কলেবরে ত'াইফ হইতে বিদায় দিয়াছিল। সম্ভব হইলে নবী (স') ত'াইফও দখল করিবেন, এই আশঙ্কায় ছ'াক'ীফ জোটবদ্ধ হইল বহু শাখায় বিভক্ত, জনবহুল, রণনিপুণ হাওয়াযিনের সহিত। মক্কায় সংবাদ আসিল এবং দূত মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, উভয় গোত্র যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতেছে এবং হাওয়াযিন গোত্র তাহাদের পরিবার-পরিজন পশুপাল ইত্যাদি সমুদয় সম্পদ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে যাহাতে যুদ্ধে কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করে।

হযরত (স') বার হাজারের এক বাহিনী লইয়া অভিযান করিলেন, তন্মধ্যে দুই হাজার ছিল মক্কার নও-মুসলিম ও মুশ্রিক। মদীনায় যেমন, মক্কায়ও তেমনি হযরত (স') মুসলিম অমুসলিম উভয়ের

ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় দেশের শত্রুর গতিরোধ করিতে, উপরন্তু তাহাদিগকে এক জাতিতে পরিণত করিতে চাহিলেন। মুশ্‌রিক (পরবর্তীতে মুসলিম) স'াফ্‌ওয়ান ইব্‌ন উমায়্যাঃ প্রমুখ ধনবান ব্যক্তির নিকট হইতে বিস্তর ঋণ গ্রহণ করিয়া তিনি যুদ্ধ-সজ্জার ঘাটতি পুরণ করিলেন। জীবন পণ করিয়াও অ-কু'রায়শের কর্তৃত্ব রোধ করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে অনেকে বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল; তদুপরি ইহাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের লোভ ছিল যুদ্ধলব্ধ মালের প্রতি। সুতরাং তাহারা বাহিনীর অগ্রভাগে চলিতে লাগিল। ইহারাই শত্রুর বিপুল তীর বর্ষণের প্রথম চোটে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া অগ্রগামী বীর মুজাহিদগণের ব্যূহ ভাঙ্গিল এবং শত্রুর আক্রমণের বেগ বাড়াইয়া দিল। "সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে গর্বিত করিয়াছিল, অথচ তাহা তোমাদের কোন কাজে আসিল না" (৪ : ২৫)। বস্তুত কিছু সংখ্যক মুসলিম সংখ্যার গর্ব করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তাঁহাদের সমুচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। জাগতিক কারণ ছিল এই যে, হাওয়াযিন গোত্রের খ্যাত তীরন্দাযগণ পূর্বাহ্নে হু'নায়ন উপত্যকার উচ্চ ঘাঁটি এবং গুহা-গহ্বরগুলি দখল করিয়াছিল। প্রায় অদৃশ্যভাবে তাহারা তীর বর্ষণ করিল যখন প্রত্যূষের আলো-অন্ধকারে মুসলিম বাহিনী উপত্যকার ঢাল বাহিয়া অগ্রসর হইতেছিল। একবার মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের মুখে শত্রুসৈন্য পশ্চাদগামী হইলে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দল শত্রু পরিত্যক্ত সম্পদ আহরণের জন্য শত্রুর অবস্থানের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হয়। তখন শত্রু একটি গিরিপথের গোপন অবস্থান হইতে তীর বর্ষণ করিয়া মুসলিম বাহিনীর পার্শ্বদেশ এবং তাহাদের অশ্বারোহীরা বাহিনীর পুরোভাগ আক্রমণ করিল। একসঙ্গে বিভিন্ন দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিলে তাহাদের ছুটাছুটিতে মুসলিম ব্যূহ ভঙ্গ হইল। মনে হইল যেন মুসলিম বাহিনী সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হইয়াছে। ১০ শাওওয়াল, হিজরী ৮ম সনে 'আরাফাঃ প্রান্তরের অদূরে হু'নায়ন উপত্যকায় এই বিপর্যয় ঘটে, কিন্তু হযরত (স') তাঁহার অবস্থান হইতে বিন্দুমাত্র সরিলেন না। আবু সুফ্‌য়ান (রা) ইব্‌ন হ'ারিছ' ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-মুত্ত'ালিব হযরত (স')-এর শ্বেত অশ্বতরের গদি ধরিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, 'আব্বাস (রা) উহার লাগাম ধরিয়াছিলেন। হযরত (স')-এর সহিত কয়েকজন মাত্র মুহাজির ও আনস'ার মাঠে ছিলেন, তখন গিরিপথ হইতে পঙ্গপালের মত তীর নিক্ষিপ্ত হইতেছিল এবং একটি অশ্বারোহী দল হযরত (স')-এর প্রতি ধাবমান হইল। তিনি বীরদর্পে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন : انا النبى لا كذب - انا ابن عبد المطلب আমি নবী, ইহা মিথ্যা নহে, আমি 'আবদু'ল-মুত্ত'ালিব-এর সন্তান অর্থাৎ আমি একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্যের উপর নির্ভর করি, কাপুরুষ আমি নহি। এই বলিয়া তিনি একাই অগ্রসর হইলেন এবং একমুষ্টি বালুকা সম্মুখস্থ অশ্বারোহী শত্রুদের মুখে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা পিছন ফিরিল। হযরত (স')-এর আদেশে 'আব্বাস (রা)-এর উচ্চকণ্ঠে বিক্ষিপ্ত মুসলিমগণের প্রতি পুনরায় সমবেত হইবার আহ্বান ধ্বনিত হইল। ক্ষণিকের বিভ্রান্তি কাটাইয়া মুসলিম বাহিনী পুনরায় আক্রমণ করিল। বিস্তর মালে-গ'ানীমাত রাখিয়া শত্রুসৈন্য পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল (মুসলিম, কিতাবু'ল-জিহাদ, গ'ায্‌ওয়াতু হু'নায়ন)। প্রায় সকল হ'াদীছ' ও ইতিহাস গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

হু'নায়নে বন্দীদের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। এতদ্ব্যতীত ২৪,০০০ উট, ৪০,০০০ হাজারের মত ছাগ-মেষ এবং ৪,০০০ উকি'য়্যাঃ পরিমাণ রৌপ্য মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। জি'ইর্‌রানাঃ নামক স্থানে এই যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ রক্ষার আদেশ দেওয়া হইল।

পলাতক সৈন্যদের কিছু সংখ্যক আওত'াস নামক স্থানে, বাকী ত'াইফে গিয়া আশ্রয় লইল। হযরত (স') স'াহ'াবী আবু 'আমির (রা)-কে একটি ছোট বাহিনীর সেনাপতি মনোনীত করিয়া আওত'াসে প্রেরণ করিলেন। দুরায়দ নামক এক বিচক্ষণ মুশ্‌রিক সেনাপতি মুসলিম বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে নামিল। দুরায়দের পুত্রের হাতে মুসলিম সেনাপতি আবু 'আমির (রা) শহীদ হইলেন। আবু মূসা 'আশ'আরী (রা) এই সময়ে প্রবল আক্রমণ চালাইয়া ইব্‌ন দুরায়দকে হত্যা করেন। ইব্‌ন দুরায়দ নিহত হইলে শত্রু বাহিনী রণে ভঙ্গ দিল।

ছ'াক'ীফ গোত্রের আবাসভূমি ত'াইফে আসিয়া হু'নায়নের পলাতক যোদ্ধারা (বিশেষত ছ'াক'ীফ গোত্রীয়গণ) আশ্রয় গ্রহণ করে। ত'াইফ ছিল দুর্গমালায় পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত শহর। বৎসরকাল ধরিয়া এই দুর্গমালায় মেরামত এবং ইহাতে অস্ত্র ও রসদ সঞ্চিত হইয়াছিল এবং দুর্গ প্রাকার ও নগর প্রাচীরের উপর হইতে নিক্ষেপের জন্য প্রস্তর ও লৌহখণ্ড মজুদ করা এবং স্থানে স্থানে অব্যর্থ লক্ষ্য তীরন্দায দল বসান হইয়াছিল। কালবিলম্ব না করিয়া হযরত (স') ত'াইফ নগরটি অবরোধ করিলেন। প্রায় তিন সপ্তাহ অবধি অবরোধ চলিল। শত্রুর সুরক্ষিত অবস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে বহু মুসলিম সেনানী হতাহত হইলেন। একদিন হযরত (স') অবরোধ ক্ষান্ত করিয়া প্রস্থানের প্রস্তাব করিলেন। ছ'াক'ীফের দর্প চূর্ণ না করিয়া প্রস্থানে আপত্তি উঠিলে হযরত (স') আক্রমণের আদেশ দিলেন কিন্তু নগরাভিমুখে অগ্রসরমান বহু মুসলিম সেনা নিক্ষিপ্ত তীর ও প্রস্তরাঘাতে আহত হইলেন। পরদিন হযরত (স') অবরোধ-প্রত্যাহারের আদেশ দিলেন, এইদিন কেহই আপত্তি করিল না। ত'াইফের দুর্গমালা জয়ের ব্যাপারে হযরত (স')-এর তেমন গরজ দেখা গেল না, তিনি বরং প্রস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন, কারণ অনেক সাংগঠনিক কাজ জমিয়া গিয়াছিল। দুর্গ জয় না হইলেও ত'াইফবাসী তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইল। দ্রাক্ষা কাননের আড়ালে শত্রুর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার অসুবিধায় হযরত (স') অবরোধ কালে এক সময় দ্রাক্ষা কানন কাটিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। শত্রুরা দূত পাঠাইয়া তাহাদের এই সম্পদ রক্ষার অনুরোধ জানাইল কিন্তু দুর্গ হইতে বাহির হইয়া মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করার সাহস সঞ্চয় করিতে পারিল না। হযরত (স') তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। এই সময়ে কেহ অভিসম্পাতের প্রস্তাব করিলে তিনি হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে আল্লাহ্! ছ'াক'ীফকে সুমতি দান কর, তাহাদিগকে আমার সহিত যুক্ত করিয়া দাও।"

হু'নায়নে ধৃত হাওয়াযিন বন্দিগণ এবং তাহাদের ধন-সম্পদ এতদিন জি'ইর্‌রানায় রক্ষিত ছিল। ত'াইফ হইতে ফিরিবার পথে জি'ইর্‌রানায় আসিয়া কয়েকদিন অপেক্ষার পর হযরত (স') যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও বন্দীদিগকে মুজাহিদগণের মধ্যে বিতরণ করিলেন। তিনি সরকারী এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করিয়া বাকী মাল হইতে সকল সৈনিকের প্রাপ্য আদায় করিলেন; কিন্তু কু'রায়শ ও মক্কার নও-মুসলিমগণকে, বিশেষত নেতৃস্থানীয়গণকে উক্ত এক-পঞ্চমাংশ হইতে শত শত উট ও ছাগ-মেষ অতিরিক্ত হিস্যারূপে দান করিলেন। আবু সুফ্‌য়ান (রা) এবং তাঁহার দুই পুত্র য়াযীদ ও মু'আবি'য়াঃ

(রা) প্রত্যেকে এই বিশেষ দানের পর্যাপ্ত অংশ পাইলেন। আন্‌স'ার দলে এই সম্বন্ধে কথা উঠিল। মুনাফিক'দের উস্‌কানিতে কতিপয় আন্‌স'ার বলিলেন, "আল্লাহ্‌ হযরত (স')-কে ক্ষমা করুন, তিনি কু'রায়শকে পুরস্কৃত করিলেন, আমাদিগকে বাদ দিলেন অথচ আমাদের তরবারী হইতে এখনও কু'রায়শের রক্ত বিন্দু বিন্দু ঝরিতেছে।" কেহ বলিল ঃ বিপদে আন্‌স'ারের ডাক পড়ে, গ'ানীমাত পায় অন্যেরা, ইত্যাদি। কেহ কেহ পুনরায় এই সন্দেহ প্রকাশ করিল, যেমন মক্কা বিজয়ের উপলক্ষে করা হইয়াছিল, কি জানি হযরত (স') স্বদেশে থাকিয়াই যান নাকি। এই সকল কথা হযরত (স')-এর কানে গেলে তিনি বিশেষভাবে আয়োজিত এক আন্‌স'ার সমাবেশে তাঁহাদিগকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। তাঁহারা স্বীকার করিলেন, কতিপয় অর্বাচীন ইত্যাকার কথা বলিয়াছে। হযরত (স') তখন এক অনবদ্য ভাষণ দেন। তিনি বলেনঃ "হে আন্‌স'ার! ইহা কি সত্য নহে, আমি তোমাদের নিকট আসিয়াছিলাম যখন তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট এবং আমার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিলেন? তোমরা বিচ্ছিন্ন এবং বিবদমান ছিলে, আমার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তোমাদের হৃদয়ে ঐক্যের ভাব সৃষ্টি করিলেন?" প্রতিটি কথার উত্তরে আন্‌স'ার সমস্বরে বলিলেনঃ "আমাদের উপর আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের দয়া অপার।" কিন্তু হযরত (স') বলিলেন, "হে আন্‌স'ার! তোমরা কেন আমার কথার উত্তর দাও না?" তাঁহারা বলিলেন, "হে রাসূল! কিই বা উত্তর আমাদের আছে? আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের দয়াই আমাদের সম্বল।" হযরত (স') বলিলেন, "তোমরা ইচ্ছা করিলে বলিতে পার এবং আমি তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য যদি বল, 'হে মুহ'াম্মাদ! সকলে যখন তোমার দীন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, আমরা তাহাতে বিশ্বাস করিয়াছিলাম; যখন সকলে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, আমরা তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিলাম; পলাতকরূপে তুমি আগমন করিয়াছিলে, আমরা তোমাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম, তুমি ছিলে নিঃস্ব, আমরা তোমার সহায়তা করিয়াছিলাম।' "এই সবই সত্য, কিন্তু হে আনস'ার! তোমাদের ইসলাম এবং ঈমানের দৃঢ়তার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে; উহারা যাহাতে খাঁটি মুসলিম হইতে পারে, তজ্জন্য আমি উহাদিগকে পার্থিব জীবনের ফুল-ফসল কিছু অতিরিক্ত দিয়াছি বলিয়া সত্যই কি তোমরা মনক্ষুণ্ণ হইয়াছ? হে আন্‌স'ার! তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, এই সব লোক ছাগ-মেষ লইয়া চলিয়াছে আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিবে? মুহ'াম্মাদের প্রাণ যাঁহার হাতে তাঁহার শপথ, তাহারা যাহা লইয়া যাইতেছে তাহা অপেক্ষা যাহা লইয়া তোমরা প্রত্যাগমন করিবে তাহা উত্তম। যদি হিজরত না হইত, আমি একজন আনস'ারই হইতাম (হওয়া পসন্দ করিতাম)। কোন উপত্যকায় সকলে এক পথে চলিলে এবং আন্‌স'ার ভিন্ন পথে চলিলে আমি আনস'ারের পথই ধরিব। আন্‌স'ার আমার বসন (شعار), অন্যেরা ভূষণ (دثار)-স্বরূপ। হে আল্লাহ্‌! আনস'ারের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহাদের সন্তান-সন্ততির প্রতি দয়া প্রদর্শন কর।" "আল্লাহ্‌র রাসূল আমাদের ভাগে পড়িয়াছে, আমরা ইহাতে পরম পরিতুষ্ট"—সমস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে অশ্রুতে আন্‌স'ারের শ্মশ্রু সিক্ত হইয়া গেল।

হাওয়াযিন গোত্রের চৌদ্দজন প্রতিনিধি আসিয়া বলিল, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। দুঃখ-দৈন্যের করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাহারা বন্দী এবং সম্পদ ফেরতের আবেদন পেশ করিল। দাবী পেশ করিবার সুযোগ দানের অভিপ্রায়ে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া অগত্যা হযরত (স') যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা বড় দেরিতে আসিলে। আচ্ছা, সত্য বল ত, তোমাদের পরিবারবর্গ তোমাদের অধিকতর প্রিয়, না তোমাদের সম্পদ?" একবাক্যে তাহারা বলিল, "স্ত্রী ও সন্তানাদিই তাহাদের নিকট অধিকতর কাম্য।" তিনি বলিলেন, "কাল সকালে আমি যখন স'লাত শেষ করিব, তখন তোমরা দাঁড়াইয়া বলিবে ঃ আমরা আমাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানাদির মুক্তির পক্ষে মুসলিমদের কাছে রাসূল (স')-এর সুপারিশ এবং রাসূল (স')-এর প্রতি মুসলিমদের সুপারিশপ্রার্থী।" পরদিন হাওয়াযিন প্রতিনিধিরা এই আবেদন করিলে হযরত (স') ইর্‌শাদ করিলেন, "আমার এবং বানূ 'আব্‌দি'ল-মুত্ত'ালিবের ভাগের বন্দীরা তোমাদেরই হইল, অন্যদের ভাগ সম্বন্ধে তাহাদের কাছে তোমাদের পক্ষে আমার সুপারিশ রহিল।" আন্‌স'ার এবং মুহাজির সকলেই তখন বলিলেন, "আমরা আমাদের ভাগের বন্দীগণকে রাসূল (স')-এর হস্তে সমর্পণ করিলাম।" তামীম, ফাযারাঃ এবং সুলায়ম গোত্রের তিন ব্যক্তি তাঁহাদের ভাগের বন্দী ছাড়িতে অস্বীকার করিল। হযরত (স') কাহারও অধিকারে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন, "ইহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া আমাদের দ্বারস্থ হইয়াছে। আমি তাহাদের আগমন প্রতীক্ষায় ছিলাম। দুইয়ের মধ্যে কোন একটি পসন্দ করিবার জন্য আমি তাহাদিগকে বলিলাম। তাহারা স্ত্রী-পুত্রই শ্রেয় মনে করিল। কেহ অকুণ্ঠ চিত্তে তাহার ভাগের বন্দী দান করিতে চাহিলে তাহার পথ উন্মুক্ত, অস্বীকৃতির অধিকারও তাহার আছে। কেহ তাহার অধিকারভুক্ত বন্দী মুক্ত করিলে ইহার পর সর্বপ্রথম যে যুদ্ধলব্ধ মাল আল্লাহ আমাদিগকে দিবেন তাহা হইতে মাথাপিছু ছয়টি হিস্যা তাহাকে দেওয়া হইবে।" অতঃপর সকলেই স্ব স্ব ভাগের বন্দী সানন্দে মুক্ত করিয়া দিলেন। হযরত (স')-এর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত এবং মর্মস্পর্শী ভাষণ ও প্রস্তাবে মুহূর্তে ছয় হাজার বন্দী মুক্ত হইল। নূতন জামা-কাপড় উপহার দিয়া হযরত (স') তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

জি'ইর্‌রানাঃ হইতে ইহ্‌'রাম বাঁধিয়া হযরত (স') স'াহ'াবীগণকে লইয়া মক্কায় গেলেন এবং 'উম্‌রাঃ সমাপনান্তে বিজয়দাতা আল্লাহ্‌র শুক্‌রানাঃ নিবেদন করিয়া মদীনার দিকে যাত্রা করিলেন। পথে ত'াইফের ছ'াক'ীফ নেতা 'উর্‌ওয়াঃ ইব্‌ন মাস্‌'উদ-এর সহিত দেখা হইল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া ইসলাম প্রচারের সংকল্পে ত'াইফ-এ ফিরিলে স্বগোত্রীয়দের হাতে শহীদ হইলেন। পরে ছ'াক'ীফদের মধ্যে ভাবান্তর আসিল। তাঁহারা হযরত (স')-এর নিকট মদীনায় প্রতিনিধি সংঘ প্রেরণ করিলেন এবং সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। ৮ম হিজরীর যু'ল-ক'া'দাঃ মাসে হযরত (স') মদীনায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। অতি নগণ্য পরিমাণ রক্তপাতে একই সফরে মক্কা, হ'নায়ন, আওত'াস এবং প্রকারান্তরে ত'াইফ জয়—তদুপরি বিপুল সংখ্যক পরম শত্রুর চিত্ত জয় করিয়া সাফল্যদাতা আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে করিতে কোন রকম বিজয়োল্লাস ব্যতীত তিনি মদীনায় প্রবেশ করিলেন, প্রথমে মসজিদে শুক্‌রানাঃ স'ালাত সমাপন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। সফরে, শিবিরে বা প্রান্তরে প্রতি সুযোগে তিনি স'াহ'াবাঃ (রা)-এর শিক্ষা দানের দায়িত্ব পালন করিলেন নিরলসভাবে। যুদ্ধবাজ সমরনেতার অভিযান আর আল্লাহ্‌র রাসূলের অভিযানের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান।

মদীনায় এখন প্রচুর সম্পদ সমাগম হইতে লাগিল। বিজিত খায়বার, ফাদাক ইত্যাদি অঞ্চলের খাজনা আসিতেছে, গ'ানীমাত

আসিয়াছে, অথচ নবী (স')-এর ঘরে সর্বদাই অভাব, অর্ধাহার, অনাহার লাগিয়া থাকে। রাসূল (স')-এর শিক্ষার প্রভাবে পুণ্যবতী হইলেও তাঁহার আয্ওয়াজ মুত'াহ্হারাত (পবিত্র স্ত্রীগণ) মানব-সুলভ কামনা-বাসনার উর্ধ্বে ছিলেন না। তাঁহারা সম্মিলিতভাবে জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী জানাইলেন, কিন্তু হযরত (স') পরহিতে দুঃখ বরণের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, আয্ওয়াজের দাবী হযরত (স')-এর মর্মপীড়ার কারণ হইল। তিনি একমাসের জন্য তাঁহাদের সংশ্রব বর্জন (ঈলা' দ্র.) করিবার সংকল্প করিয়া নিভৃত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। একটি ছোট ঘটনাও ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল। যায়নাব (রা)-এর কক্ষে হযরত (স') কয়েকদিন মধু পান করিয়াছিলেন। 'আইশাঃ এবং হ'াফ্স'াঃ (রা) পরামর্শক্রমে হযরত (স')-কে বলিলেন, তাঁহার মুখে মাগ'াফীর (দুর্গন্ধ খাদ্য বিশেষ)-এর গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। এতদ্শ্রবণে হযরত (স') আর মধু খাইবেন না, এই শপথ করিয়া বসিলেন (৬৬ : ১)। আয্ওয়াজ-এর মধ্যে একজনকে হযরত (স') একটি গোপন কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গোপনীয়তা রক্ষা করিলেন না (৬৬ : ২)। এইরূপ ছোটখাট কারণে হযরত (স') আয্ওয়াজের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজনের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর সম্মিলিতভাবে খোরপোষের স্বাচ্ছন্দ্যের দাবীতে তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের সংশ্রব বর্জন করিলেন। স'াহ'াবাঃ (রা) উদ্বিগ্ন হইলেন। স্পষ্টবাদী 'উমার (রা) সমবেত আয্ওয়াজকে, বিশেষত স্বীয় কন্যা হ'াফ্স'াঃ (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "হযরত (স') যদি তোমাদিগকে ত'ালাক' দেন, আল্লাহ্ হয়ত তাঁহাকে উন্নততর আযওয়াজ দান করিবেন।" হুবহু এই মর্মে আয়াত নাযিল হইল (৬৬ : ৫)। জনরব উঠিয়াছিল, হযরত (স') স্ত্রীগণকে সত্যই ত'ালাক' দিয়াছেন। অনুতপ্ত স্ত্রীগণের মর্মপীড়ার অবধি রহিল না। ঈলা'-র একমাস মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর একদিন ওয়াহ্'য়ি নাযিল হইল : "হে নবী! আপনার আয্ওয়াজকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষা কর, তবে আইস, আমি তোমাদিগকে তোমাদের পার্থিব দাবী পূরণ (امتعكن) করিয়া শালীনভাবে বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, রাসূল এবং পরকালের প্রার্থী হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলাদের জন্য বিস্তর পুরস্কারের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন" (৩৩ : ২৮-২৯)। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কোন নির্লজ্জ কর্মের দ্বিগুণ শাস্তি এবং কল্যাণময় কর্মের দ্বিগুণ পুরস্কারের কথাও শুনাইয়া দেওয়া হইল (৩৩ : ৩০-৩১)। হযরত (স') সর্বপ্রথম নেতৃস্থানীয়া বুদ্ধিমতী 'আইশাঃ (রা)-কে এই আয়াতগুলি শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দুইয়ের মধ্যে কোন্টি তাঁহার অভিপ্রেত। 'আইশাঃ (রা) তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়টি অর্থাৎ আল্লাহ্, রাসূল ও পরকাল বাছিয়া লইলেন। অন্য আয্ওয়াজও তাঁহারই প্রতিধ্বনি করিলেন এবং দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইলেন।

তাবূক অভিযান, রাজাব, ৯/নভেম্বর, ৬৩৫

দারুণ দুর্ভিক্ষ, ভীষণ গ্রীষ্মকাল, পক্ব খেজুর সংগ্রহের মৌসুম— এমন সন্ধিক্ষণে হযরত (স') মদীনা হইতে প্রায় চারিশত মাইল দূরে মদীনা ও দামিশ্ক-এর প্রায় মধ্যখানে অবস্থিত তাবূক-এ অভিযানের ঘোষণা প্রচার করিয়া মদীনাবাসী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের বিভিন্ন মিত্র-গোত্রের নিকট যুদ্ধ-সজ্জা সংগ্রহের জন্য সাহায্য চাহিলেন। সংবাদ আসিয়াছিল, প্রবল প্রতাপ রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস, যিনি কিছুদিন পূর্বে পারস্য সম্রাটকে পরাজিত করিয়াছেন, তিনি সদ্য সমুদ্ভূত মুসলিম শক্তিকে অংকুরে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার অধীনস্থ উত্তর 'আরবীয় খৃস্টান গোত্র গ'াস্সান, লাখ্ম, জুয'াম ইত্যাদিকে সমরায়োজনের আদেশ দিয়াছেন এবং নিজে চল্লিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মদীনায় সমাগত বণিকদের সূত্রে জানা গেল, এই সম্মিলিত বাহিনীর অগ্রবর্তী দল বাল্ক'া পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। মুহ'াম্মাদ (স')-এর আবির্ভাবের পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যের একাধিক করদ রাজ্য সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপ আরও ক্ষতি এবং 'আরবে খৃস্টধর্মের অগ্রগতি ব্যাহত হইবার আশংকা দেখা দিয়াছিল। অন্যপক্ষে উত্তর 'আরবীয় খৃস্টান গোত্রগুলি রোমান সম্রাটের ছত্রছায়ায় তাহাদের সামন্ত শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার তাকীদে নব জাগরিত মুসলিম শক্তির বিলুপ্তি কামনা করিল। সুতরাং তাঁহারা রোমান সম্রাটের সাহায্যে মদীনা আক্রমণে উদ্যোগী হইল।

হযরত (স') অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করিলেন। ভক্ত স'াহ'াবীগণ সাধ্যমত অর্থ, অস্ত্র, রসদ ইত্যাদি যোগাইবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলেন। রাস্তার দূরত্ব, খররৌদ্র, সরঞ্জামের অপ্রতুলতা, রোমান ও গ'াস্সান রাজদ্বয়ের বিপুল আয়োজন ও রণনৈপুণ্য ইত্যাদি অজুহাতে মুনাফিক'রা সরিয়া দাঁড়াইল এবং মুজাহিদগণকে বিরত রাখিবার ও তাঁহাদের মনোবল ভাঙিবার চেষ্টা চালাইয়া গেল (لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ৯ : ৮১)। ফলে কয়েকজন স'াহ'াবী এই সংকট মুহূর্তে (سَاعَةِ الْعُسْرَةِ ৯ : ১১৭) তাবূক অভিযানে হযরত (স')-এর সহগামী হইতে ব্যর্থ হন। এতদ্সত্ত্বেও ত্রিশ হাজার মুজাহিদসম্বলিত এক বাহিনী লইয়া হযরত (স') মদীনা হইতে যাত্রা করিলেন। সরকারী খরচে সেনাদল পোষণের রীতি তখনও প্রচলিত হয় নাই। অধিকাংশ মুজাহিদ আপন আপন বাহন, অস্ত্র, রসদ ইত্যাদি লইয়া স্বেচ্ছাসেবকরূপে যুদ্ধে গমন করিতেন, নিঃস্ব দরিদ্র মুজাহিদগণ বায়তু'ল-মাল হইতে বা সংগৃহীত দান হইতে যুদ্ধ-সজ্জা লাভ করিতেন। সওয়ারী জন্তুর অভাবে কিছু সংখ্যক মুজাহিদ যুদ্ধে যাইতে না পারিয়া হযরত (স')-এর নিকট কান্নাকাটি করিয়া ফিরিয়া গেলেন। স্বল্পবিত্ত মু'মিনদের সামান্য দান হযরত (স') পরম আগ্রহে গ্রহণ করিলেন কিন্তু মুনাফিক'রা বিদ্রূপ করিল (৯ : ৭৯)। ইতিমধ্যে মুনাফিক'দল কু'বা' পল্লীতে মসজিদের নামে তাহাদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতার একটি কেন্দ্র (مَسْجِدًا ضِرَارًا ৯ : ১০৭-১১০) স্থাপন করিয়া তাবূক যাত্রার প্রাক্কালে হযরত (স')-কে এই মসজিদের উদ্বোধনী স'ালাতের ইমামাতের আমন্ত্রণ জানাইল। হযরত (স') তাহাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। উল্লেখ্য, প্রত্যাগমনের পর এই মসজিদটি জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

তাবুকে উপনীত হইয়া রোমক বাহিনীর কোন চিহ্ন দেখা গেল না, যদিও মদীনায় যে সংবাদ গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। 'আরব খৃস্টান-গোষ্ঠীরা রোমান সম্রাটকে খবর পাঠাইয়াছিল, নুবুওয়াতের দাবীদার লোকটির মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার অনুসারীরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত সুতরাং আক্রমণের এই সুযোগ। রোমক সেনাপতি ভাবিল, তবে প্রায় চারিশত মাইল দূর হইতে এমন গরমের মধ্যে এত অল্প সময়ে স্বয়ং সেই নবীর নেতৃত্বে এত বড়

বাহিনী আসিল কিভাবে। মুসলিম মুজাহিদদের বীরত্ব তাহারা মু'তাঃ অভিযানে দেখিয়াছিল। সুতরাং মুসলিম বাহিনীর আগমন সংবাদ পাইয়া রোমকগণ মাঝপথ হইতে ফিরিয়া গেল, গ'াস্সান রাজও সাহস হারাইল। মদীনায় মুসলিমগণ গ'াস্সান-রাজের যুদ্ধায়োজন সংবাদে সদা সন্ত্রস্ত থাকিত, প্রবল প্রতাপ রোমক সম্রাটের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবার কথা তাহারা ভাবিতেই পারিত না। অন্যপক্ষ মুসলিম শক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করুক, নবী (স') ভবিষ্যত ভাবনায় সেই সুযোগ তাহাদিগকে নিতে চাহিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য প্রধানত ছিল মুসলিম শক্তির মহড়া। এই উদ্দেশ্য সফল হইল। রোমক সম্রাটের আশ্রিত উত্তর 'আরবের খৃস্টান গোত্রগুলির দৃষ্টি হযরত (স')-এর দিকে আকৃষ্ট হইল। আয়লা প্রদেশের সামন্ত শাসক তাবূকের ছাউনীতে আসিয়া হযরত (স')-এর সহিত জিয্য়াঃ প্রদানের অঙ্গীকারে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিল। এইরূপ আরও দুইজন সামন্ত শান্তি এবং নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। দূমাতু'ল-জান্দাল-এর সামন্ত উকায়দির ইব্ন 'আব্দি'ল-মালিক শত্রুভাবাপন্ন রহিল। পাঁচশত মুজাহিদের অধিনায়করূপে হযরত (স') খালিদ (রা)-কে তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধে উকায়দির পরাস্ত হইল। বন্দীরূপে তাহাকে হযরত (স')-এর সমীপে উপস্থিত করা হইল। জিয্য়াঃ প্রদানের চুক্তিতে উকায়দির প্রাণ ভিক্ষা পাইল, এইরূপে রোমক সম্রাট কয়েকটি সামন্ত হারাইল এবং মুসলিম বিনাশের আর কোন প্রয়াস করিল না। মুসলিম মুজাহিদগণের রোমান-ভীতি দূর হইল। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, সুতরাং শত্রুরাজ্যে হানা দিয়া অনর্থক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া হযরত (স') পসন্দ করিলেন না। কয়েকদিন তাবূকে অবস্থান করিয়া তিনি মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন।

তাবূক সফরে সূরাঃ তাওবাঃ (অপর নাম সূরাঃ বারাআতঃ)-এর কতগুলি আয়াত নাযিল হইয়াছিল যাহাতে ছিল উক্ত অভিযানে যোগদানকারী মুহাজির ও আন্স'ার মুজাহিদগণের প্রশংসা (৯ঃ ১০০-১১১-১১২), মুনাফিক' দল এবং তাহাদের অনুসারী, নানা অজুহাতে অভিযান বর্জনকারী বিশেষত বিত্তশালীদের মুখোশ উন্মোচন ও নিন্দাবাদ (৯ঃ ৩৮-৫৯, ৬১-৭০, ৭৪-৮২ ইত্যাদি), মসজিদ দি'রার-এর স্বরূপ ইত্যাদি। মদীনায় ফিরিয়া অভিযান বর্জনকারীদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে ইরশাদ হইল: "অতঃপর তাহাদের দান গ্রহণ করা হইবে না (৯ঃ ৫৩); রাসূল (স') এবং স'াহ'াবাঃ (রা) তাহাদের মাগ্'ফিরাতের প্রার্থনা করিতে পারিবেন না (৯ঃ ৮০), তাহাদের জানাযায় শরীক হইবেন না (৯ঃ ৮৪), তাহারা আর কোন অভিযানে যোগদানের অনুমতি পাইবে না (৯ঃ ৮৩), আখিরাতের শাস্তি ত আছেই।" যাঁহারা অকপটে তাঁহাদের দোষ স্বীকার করিবেন, আল্লাহ্ তাঁহাদের তাওবাঃ কবূল করিবেন (৯ঃ ১০২) এবং হযরত (স') তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু স'াদাক'াঃ গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের জন্য মাগ্'ফিরাতের আবেদন করিবার অনুমতি পাইলেন (৯ঃ ১০৩-১০৪)। কিছু সংখ্যক স'াহ'াবীর ব্যাপার মুলতবী থাকিল (৯ঃ ১০৬), তন্মধ্যে তিনজনের (الثلثة الذين خلفوا) উল্লেখ করা হইল। তাঁহারা ছিলেন কা'ব ইব্ন মালিক, হিলাল ইব্ন উমায়্যাঃ, মুরারাঃ ইব্ন রাবী'আঃ (রা), (বুখারী ৬৪ঃ ৮১)। ইঁহাদের ইসলাম এবং হযরত (স')-এর প্রতি আনুগত্যে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। কা'ব ইব্ন মালিক (রা) ছাড়া অপর দুইজন বদ্র যুদ্ধেও শামিল ছিলেন। তাবূক ব্যতীত অন্যান্য অভিযানে সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তবুও নেহায়েত মানবসুলভ ভুল বা অবহেলাক্রমে তাঁহারা তাবূক অভিযানে যান নাই। দারুণ অনুতাপে তাঁহারা দগ্ধ হইতে লাগিলেন (৯ঃ ১১৮)। হযরত (স')-এর আদেশে মদীনার মুসলিমগণ তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন, এমন কি এই তিন স'াহ'াবীর স্ত্রীগণও তাঁহাদের সংস্রব বর্জন করিলেন। বিশাল পৃথিবী যেন তাঁহাদের জন্য অতি সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, জীবনে তাঁহাদের বিতৃষ্ণা জাগিল। (বুখারী, কিতাবু'ল-মাগ'াযীতে কা'ব (রা)-এর বর্ণনা দেখুন)। ইতিমধ্যে একদিন গ'াসসান-রাজ কা'ব (রা)-কে লিখিলেন, "তোমার মনিব তোমার প্রতি অশোভন ব্যবহার করিয়াছেন জানিলাম। তোমার প্রতিভা এমনভাবে নষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমার কাছে আইস, যোগ্য মর্যাদা পাইবে।" চিঠিখানিকে তিনি পোড়াইয়া ফেলিলেন, এই দুর্লভ সুযোগকে তুচ্ছ মনে করিলেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ দিবস এইভাবে গুনাহ্র কাফ্ফারাঃ দিয়া তাঁহারা নিজেদের সদিচ্ছার প্রমাণ দেওয়ার পর আল্লাহ্ তাঁহাদের তাওবাঃ কবূল করিলেন। জনরব শুনিয়া মুনাফিক' সরদার 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি-এর মুসলিম পুত্র 'আব্দুল্লাহ (রা) আসিয়া হযরত (স')-কে বলিলেন, "যদি সত্যই আপনি আমার পিতার মৃত্যুদণ্ড দিয়া থাকেন, তবে আমিই তাঁহার মস্তক আনিয়া দিই, অন্য কেহ তাহার মাথা কাটিলে কি জানি আমি পিতৃশোকে বিভ্রান্ত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হই।" হযরত (স') বলিলেন, "বরং আমি তোমার পিতার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিব।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'আবদুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি-এর মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা)-এর অনুরোধে কাফনের জন্য হযরত (স') নিজের জামা দান করিলেন। তাবূক অভিযানের চরম অগ্নি পরীক্ষায় স'াহ'াবাগণ (রা) কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আর এক দফা হযরত (স')-এর উদার ক্ষমাসুন্দর প্রাণের বিশালতা প্রমাণিত হইল।

তাবূক অভিযান ছিল হযরত (স')-এর জীবনের সর্বশেষ অভিযান এবং পরবর্তী সিরিয়া বিজয়ের প্রথম সোপানস্বরূপ। বর্ণনা পাওয়া যায়, বদ্র হইতে তাবূক পর্যন্ত হযরত (স') স্বয়ং মোট সাতাশটি গ'াযওয়াঃ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং ষাটটি সারিয়্যাঃ পাঠাইয়াছিলেন, তবে অনেক ক্ষেত্রে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে হয় নাই। সার্বিকভাবে বিবেচনা করিলে দেখা যায়, এত সাফল্য লাভ পৃথিবীর আর কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ক'াদ'ী মুহ'ম্মাদ সুলায়মান মান্সু'রপুরী তাঁহার রচিত রাহ্'মাতু'ল-লিল-'আলামীন পুস্তকে বলিয়াছেন, হযরত (স')-এর অভিযানসমূহে মুসলিম অমুসলিম সর্বমোট মাত্র ১০২৮ জন হত হইয়াছিল। এই স্বল্প মৃত্যুতে অগণিত প্রাণ রক্ষা পাইয়াছিল। এই অভিযানগুলির ফলে 'আরবে যে শান্তি-শৃংখলা স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে যে কোন মহিলা একাকী হ'ীরাঃ (বর্ণনান্তরে ক'াদিসিয়াঃ) অঞ্চল হইতে নিঃশংকেভাবে মক্কায় গিয়া হ'াজ্জ সমাপনান্তে নিরাপদে দেশে ফিরিতে পারিতেন (বুখারী, বাব 'আলামাতি'ন-নুবুওয়াঃ)। ব্রিগেডিয়ার গুল্যার আহ'মাদের হিসাব (The Battle of Prophet of Allah, Karachi 1975, p. 28) মতে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে মাসপ্রতি একজন শহীদের রক্তের বদলে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল দৈনিক গড়ে ২,৭৪০ বর্গমাইল। মানব প্রেমে উদ্বেল, মানবতার মর্যাদা-সচেতন নবী (স') নিজ হাতে একটি লোককেও হত্যা করেন নাই। মুজাহিদগণের তরবারী অপেক্ষা মহান নবী

(স')-এর করুণা ও ক্ষমা-মাহাত্মাই তাঁহার বিজয়ের সিংহভাগ অর্জন করিয়াছিল। একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানব সমাজে বিপর্যয় নিবারণই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। আসন্ন যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি সন্ধির চেষ্টা করিয়াছেন, শিশু, বৃদ্ধ, নারী এবং যুদ্ধক্ষম হইলেও যাহারা যুদ্ধে লিপ্ত নহে, তাহাদিগকে আক্রমণ করেন নাই অযথা শত্রুদের সম্পদ নষ্ট করেন নাই, মৃত শত্রুকে বিকলাঙ্গ করেন নাই বা তাহাদের লাশকে শৃগাল-কুকুর, কাক-শকুনের ভক্ষ্যরূপে ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন নাই; যুদ্ধবন্দীদের প্রতি মানবিক ব্যবহার এবং উদারভাবে তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি কখনও শান্তি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন নাই বা শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করেন নাই। জিহাদের উদ্দেশ্য গানীমাঃ নহে, বাহুবল বিজয়ের উৎস নহে—এই দুইটি নীতি গ্রহণে মুজাহিদগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তিনি যুদ্ধকে জিহাদরূপ 'ইবাদাতে উন্নীত করিলেন।

প্রতিনিধিদলসমূহের (وفود) আগমন

সমগ্র 'আরবের ধর্মীয় কেন্দ্র মক্কা নগরী বিজয় এবং সুপ্রাচীন পবিত্র কা'বার অধ্যক্ষ কু'রায়শের আত্মসমর্পণের পর 'আরব গোত্রগুলির মনে কোন দ্বিধা-সন্দেহ রহিল না যে, মুহাম্মাদ (স') সত্যই আল্লাহ্‌র রাসূল। দূর-দূরান্তর হইতে বহু প্রতিনিধিদল মদীনায় আসিয়া স্ব স্ব গোত্রের ইসলাম গ্রহণ ঘোষণা করিতে লাগিল। তাঁহারা হযরত (স')-এর মর্মস্পর্শী বচনে ও হৃদয়গ্রাহী ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার অনুশাসন শিরোধার্য করিলেন এবং হযরত (স')-এর মনোনীত শিক্ষক-প্রচারক সঙ্গে লইয়া স্ব স্ব এলাকায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুবিখ্যাত দানবীর হা'তিম তা'ঈ-র সুযোগ্য সন্তান 'আদী (রা) সাক্ষ্য দিলেন, হযরতের ব্যবহারে রাজসিকতার লেশমাত্র নাই, নুবুওয়াতের ছাপ দেদীপ্যমান। জনবহুল বানূ তামীম গোত্রের প্রতিনিধিগণ বাগ্মিতা এবং কবিত্ব শক্তির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলেন, মুসলিম বাগ্মী ও কবিদের কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হি'ম্যার গোত্রপতির প্রতিনিধি তাঁহার ইসলাম গ্রহণের বার্তা বহন করিয়া আনিল। সিরিয়ার মা'আন প্রদেশের রোমক আশ্রিত শাসনকর্তা জুয'াম গোত্রপতি ফারওয়াঃ ইব্‌ন 'আম্‌র দূত মারফত তাঁহার ইসলাম গ্রহণ ঘোষণা করিলেন। নাজরান-এর খৃস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষে আসিল ষাটজনের এক প্রতিনিধিদল। তাহাতে ছিল ২৪ জন গোত্র সর্দার ও গির্জাধ্যক্ষ, সঙ্গে আসিলেন খৃস্ট-ধর্ম বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আবূ হা'রিছা'ঃ যিনি বিদ্যাবত্তার জন্য রোমক সম্রাট কর্তৃক সমাদৃত হইতেন। তাঁহারা হযরত (স')-এর সহিত বিতর্কে হারিয়া মুবাহালায় (অসত্যাশ্রয়ীর উপর আল্লাহ্‌র লা'নত কামনা করা, ৩ : ৬০) সম্মত হইলেন। কিন্তু ভাবনা-চিন্তার পর অবশেষে পিছাইয়া গেলেন এবং নিরূপিত কর প্রদানের অঙ্গীকারে মুসলিম রাষ্ট্রের আশ্রয়ের সনদ লইয়া প্রস্থান করিলেন। সমাগত কতিপয় বেদুঈন গোত্রপতি তাহাদের স্বভাবসুলভ রুক্ষ-কর্কশ ভাষায় হযরত (স')-এর সহিত কথা বলিল। তিনি অতি প্রশান্তভাবে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। কিনানাঃ ইব্‌ন 'আব্দ য়ালীল বলিলেন, "আমরা বেশীর ভাগ অবিবাহিত জীবন যাপন করি; সুতরাং পরদারগমনে আমাদের প্রয়োজন রহিয়াছে।" হযরত (স') কু'রআনের কথায় উত্তর দিলেন, "ব্যভিচারের কাছে যাইও না, ইহা অতীব নির্লজ্জ এবং ঘৃণিত কর্ম" (১৭ : ৩২)। কিনানাঃ বলিলেন, "সূদ সম্বন্ধে তোমার কথায় বোঝা যায় আমাদের সমস্ত সম্পদ কুসীদবিশেষ।" হযরত (স') বলিলেন, "মূলধনে তোমাদের অধিকার রহিয়াছে, বকেয়া সূদ ছাড়িয়া দাও" (২ : ২৭৮—২৭৯)। কিনানাঃ বলিলেন, "মদ্য আমাদের ক্ষেত্রের উৎপাদিত ফলের রসবিশেষ, আমাদের ইহাতে নিত্য প্রয়োজন।" হযরত (স') জবাব দিলেন, "মদ্য, জুয়া, আনসাব (দেবদেবীর উদ্দেশ্যে পশু বলি) এবং আয্‌লাম (তীরের সাহায্যে শুভাশুভ নির্ধারণ) সবই অপবিত্র, শায়ত'ানের প্ররোচনাপ্রসূত কর্ম; সুতরাং তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাও" (৫ : ৯০)। কিনানাঃ বলিলেন, "আমাদের দেবমূর্তি রাব্বাহ—তাহার সম্বন্ধে তুমি কি বল?" রাসূল (স') বলিলেন, "ভাঙ্গিয়া ফেল।" কিনানাঃ বলিলেন, "রাব্বাহ যদি জানিতে পারে তুমি তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহ, সে তাহার সকল পুরোহিতকে ধ্বংস করিবে। তুমি তাহাকে ভাঙ্গিতে পার, আমরা পারিব না।" রাসূল (স') বলিলেন, "আমি লোক পাঠাইব, তোমাদের ভাঙ্গিতে হইবে না।" অবশেষে কিনানাঃ ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

মদীনায় শতাধিক প্রতিনিধিদল আসিয়াছিল। মদীনার মসজিদ প্রাঙ্গণে আগন্তুকগণের জন্য তাঁবু খাটান হইত। হযরত (স') স্বয়ং তাঁহাদের যথাযোগ্য মেহমানদারীর ব্যবস্থা তদারক করিতেন এবং প্রস্থানের সময় তাঁহাদিগকে উপহারাদি দিতেন।

এতদ্ব্যতীত হযরত (স') স্বয়ং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারক পাঠাইলেন। মু'আয' ইব্‌ন জাবাল (রা) এবং আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে য়ামানে প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন, "সহজসাধ্য জীবন ব্যবস্থারূপে ইসলামকে তাহাদের কাছে পেশ করিও; দুঃসাধ্য ব্যবস্থারূপে নহে; তাহাদিগকে উৎসাহ দিও, বিরূপ করিও না।" খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) নাজরানে গিয়া বানূ হা'রিছ' ইব্‌ন কা'ব গোষ্ঠীকে ইসলামে দীক্ষিত করিলেন। হযরত (স') ইব্‌ন হা'য্‌ম (রা)-কে তাহাদের শিক্ষা এবং যাকাত ইত্যাদি আদায়ের দায়িত্বে পাঠাইলেন। হযরত (স') তাঁহাকে তাঁহার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে যে নির্দেশ-লিপি দিয়াছিলেন, ইসলামী প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ইহা একটি ঐতিহাসিক দলীলরূপে গণ্য; অভিজ্ঞ সা'হা'াবাগণ একাধারে প্রশাসক, বিচারক ও শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন দিকে প্রেরিত হইলেন। জিয্‌য়াঃ, যাকাত, 'উশ্‌র, খারাজ ইত্যাদি মদীনা সরকারের প্রাপ্য আদায়ের জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত হইল এবং আদায়কৃত সম্পদ বায়তু'ল-মাল বা সরকারী তহবিলে আসিতে লাগিল। এইভাবে মদীনা তাওহ'ীদভিত্তিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করিল।

৯ম হিজরী সনে সমর্থ মুসলিমগণের জন্য হা'জ্জ ফরয ঘোষিত হইল। এই বৎসর নবী (স') নিজে হা'জ্জে গেলেন না, বরং আবূ বাকর (রা)-এর নেতৃত্বে তিনশত মুসলিমকে হা'জ্জে প্রেরণ করিলেন। কাফিলা যাত্রা করিয়া গেলে সূরাঃ তাওবার প্রারম্ভিক আয়াতগুলি নাযিল হইল; মিনা প্রান্তরে সমবেত মুসলিম-অমুসলিম হা'জ্জীদের মধ্যে এই আয়াতগুলি ঘোষণা করিবার জন্য 'আলী (রা)-কে প্রেরণ করা হইল। আয়াতগুলির মর্মার্থ এইরূপ : "কু'রায়শ ও অন্যান্য মুশ্‌রিক গোত্রের সহিত যত চুক্তি হইয়াছিল সব বাতিল হইল, যাহারা চুক্তির খেলাফ করে নাই, কেবল তাহাদের চুক্তিগুলি বহাল রহিল, মুশ্‌রিকদেরকে চারিমাসের সময় দেওয়া হইল, হয় তাহারা ঈমান আনিবে নতুবা মেয়াদান্তে আর কা'বার হা'রামের সীমানায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। শেষবারের মত মুশ্‌রিকগণ শির্কের ভিত্তিতে কা'বায় হা'জ্জ সম্পন্ন করিল। মুসলিমগণ আবূ বাকর (রা)-

(রা)-এর নেতৃত্বে তাওহ'ীদভিত্তিক হ'াজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করিয়া মদীনায় ফিরিলেন।

বিদায় হ'াজ্জ বা হ'াজ্জাতু'ল-ওয়াদা' (حجة الوداع)

মক্কা বিজয়ের দিনে কা'বাঃ প্রতিমামুক্ত হইয়াছিল, নবম হিজরীর হ'াজ্জ মৌসুমে মুশরিকদের হ'াজ্জ নিষিদ্ধ হইল। দশম হিজরীতে হযরত (স') স্বয়ং হ'াজ্জে যোগদানের সংকল্প ঘোষণা করিলেন। চতুর্দিকে এই ঘোষণা ছড়াইয়া পড়িল। বিপুল উৎসাহে হাজার হাজার লোক হ'াজ্জ কাফিলায় যোগদান করিল এবং মক্কার পথে নও-মুসলিম গোত্রসমূহের বহু লোক হযরত (স')-এর সহগামী হইল। ১০ম হিজরীর ২৫ যু'ল-কা'দাঃ কাফিলা রওয়ানা হইল এবং ৫ যু'ল-হি'জ্জাঃ মক্কায় পৌঁছিল। লক্ষাধিক স'াহ'াবী হ'াজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় সমবেত হইলেন।

পৌত্তলিকতা এবং নানা অনাচার যথা: উলঙ্গ ত'াওয়াফ, মদ্যপান, জুয়া, নৃত্য, গোত্রীয় গৌরবগাথা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে ইব্রাহীম ('আ)-এর প্রবর্তিত হ'াজ্জ কলুষিত হইয়া গেলেও হ'াজ্জের প্রধান অনুষ্ঠানগুলি যেমন: ইহ'রাম, ত'াওয়াফ, সা'ঈ, 'আরাফা-য় উকূফ, জামারাঃ ও কুর্বানী (হ'াজ্জ দ্র.) ইত্যাদি জাহিলিয়্যাঃ যুগেও অনুষ্ঠিত হইত। 'আরবের মুষ্টিমেয় হ'ানীফ (দ্র.) পৌত্তলিকতা ও অনাচার এড়াইয়া অকৃত্রিম ইব্রাহীমী অনুষ্ঠানগুলি পালন করিতেন। মক্কার জীবনে হযরত (স') স্বগোত্রীয় পৌত্তলিকতা এবং অনাচার বর্জন করিয়া হ'াজ্জে যোগদান করিতেন। বিস্তারিত আহ'কাম নাযিল হইবার পর তিনি হ'াজ্জ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। হিজরতের পর তিনি তিনবার 'উমরাঃ পালন করিয়াছিলেন কিন্তু পূর্ণাঙ্গ হ'াজ্জের সুযোগ আসিল এই প্রথম এবং ইহাই ছিল তাঁহার সর্বশেষ হ'াজ্জ। হযরত (স') এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিলেন। চলার পথে এবং প্রতি মন্যিলে ব্যক্তিগত আদর্শের মাধ্যমে, অভিজ্ঞ এবং সুশিক্ষিত স'াহ'াবাদের সহযোগিতায় নও-মুসলিমদের শিক্ষা পূর্ণ উদ্যমে চলিল, হযরত (স')-এর সন্দর্শনে ও সাহচর্যে তাঁহাদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্য এবং ইসলামের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সৃষ্টি হইল। হযরত (স')-এর পরিচালনায় হ'াজ্জের ইব্রাহীমী অনুষ্ঠানগুলি শির্ক বিবর্জিত অবিমিশ্ররূপে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। এতদ্ব্যতীত মক্কায়, 'আরাফাতে ও মিনায় বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি যে কয়েকটি খুত'বাঃ দিলেন, তাহা চিরকাল হযরত (স')-এর নুবুওয়াতের বিরাট সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করিবে। হ'াদীছ' ও ইতিহাসে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত ভাষণগুলির সারমর্ম নিম্নরূপ:

আল্লাহ্‌র যথাবিহিত প্রশংসার পর তিনি ইর্শাদ করিলেন: "হে উপস্থিত জনমণ্ডলি! আমার কথাগুলি মনোযোগের সহিত শুনিয়া রাখ. মনে হয়, এই বৎসরের পর এই উপলক্ষে তোমাদের সহিত আমার মিলন আর ঘটিবে না (ত'াবারী)। শুনিয়া রাখ, অজ্ঞতা-যুগের সকল কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অনাচার আমার পদতলে দলিত (অর্থাৎ রহিত) হইল (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)। জাহিলিয়্যাতের শোণিত-প্রতিশোধ রহিত হইল, আমি প্রথমে আমার বংশের ইব্ন রাবী'আঃ ইবনি'ল-হ'ারিছ'-এর শোণিত-প্রতিশোধ নাকচ করিলাম (ইব্ন রাবী'আঃ বানূ সা'দ গোত্রের এক ধাত্রীর স্তন্যে লালিত হইতেছিল, বানূ হুযা'য়ল গোত্রের এক ব্যক্তি তাহাকে হত্যা করে)। জাহিলিয়্যাঃ যুগের কুসীদ প্রথাও রহিত হইল। আমি প্রথমে আমার বংশের 'আব্বাসের (বকেয়া) সুদের দাবী নাকচ করিলাম। একের অপরাধের জন্য অন্যকে দণ্ড দেওয়া, যথা: পিতার অপরাধে পুত্রকে অথবা পুত্রের অপরাধে পিতাকে দণ্ড দেওয়া যাইবে না (ইব্ন মাজাঃ, তিরমিযী)। যদি কোন নাককাটা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয় এবং সে আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তোমাদের পরিচালনের দায়িত্ব পালন করে তোমরা অবশ্য তাহার অনুগত থাকিবে, তাহার আদেশ মানিবে (মুসলিম)। সাবধান, দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না; এই বাড়াবাড়ির কারণে পূর্ববর্তী বহু কাওম ধ্বংস হইয়াছে (ইব্ন মাজাঃ)। স্মরণ রাখিও, তোমাদের সকলকেই আল্লাহ্‌র সকাশে উপস্থিত হইয়া কৃতকর্মের জবাবদিহি করিতে হইবে। সাবধান, আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হইয়া কাফিরদের মত একে অন্যের রক্তপাত করিও না (বুখারী)। সাবধান, তোমাদের একের ধন, মান ও রক্ত অপরের জন্য আজিকার এই পবিত্র দিনটি, এই পবিত্র মাসটি এবং এই পবিত্র জনপদটির মতই পবিত্র (হ'ারাম, মর্যাদাসম্পন্ন, অলঙ্ঘনীয়; বুখারী, মুসলিম)। অনারবদের উপর 'আরবদের এবং 'আরবদের উপর অনারবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব (فضل) নাই। সকলেই আদাম হইতে এবং আদাম মাটি হইতে সৃষ্ট। জানিয়া রাখ, এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই, আর সকল মুসলিম এক অবিভাজ্য ভ্রাতৃসমাজ (মুস্তাদ্রাক, ত'াবারী)। হে জনমণ্ডলি! আমার পরে কেহ নবী হইবে না, তোমাদের পর নূতন কোন উম্মাত হইবে না। এই বৎসরের পর তোমরা হয়ত আমার সাক্ষাত পাইবে না, সুতরাং 'ইল্ম ('ইলমের উৎস) অপসৃত হইবার পূর্বে আমার নিকট হইতে শিক্ষা লাভ কর (কান্যু'ল-'উম্মাল)। চারিটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিও: শির্ক করিও না, বিধিসম্মত অধিকার (حق) ব্যতীত কাহাকেও হত্যা করিও না, পরদ্রব্য হরণ করিও না, ব্যভিচারে লিপ্ত হইও না (মুসনাদ, সালামাঃ ইব্ন ক'ায়স)। আমি তোমাদের নিকট যাহা রাখিয়া যাইতেছি, দৃঢ়তার সহিত তাহা অবলম্বন করিলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না—তাহা হইল আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাঃ (বুখারী, মুসলিম)। হে জনমণ্ডলি! শায়ত'ান নিরাশ হইয়াছে। 'আরবে সে আর কখনও পূজা পাইবে না। কিন্তু সাবধান, অনেক কিছুকে তোমরা ক্ষুদ্র মনে কর অথচ শায়ত'ান উহাদের মাধ্যমে তোমাদের সর্বনাশ সাধন করে, এই ব্যাপারে সতর্ক হইও (ইব্ন মাজাঃ ও তিরমিযী)। মহিলাদের সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাহাদের প্রতি নির্মম ব্যবহারের বেলায় আল্লাহ্‌র দণ্ড সম্পর্কে নির্ভয় হইও না, তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র যিম্মাদারীতে গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহারই নির্দেশের আওতায় তোমরা নিজেদের জন্য তাহাদিগকে হ'ালাল করিয়া লইয়াছ। তোমাদের স্ত্রীদের উপর যেমন তোমাদের অধিকার (حق) আছে, তাহাদেরও তুল্য অধিকার তোমাদের উপর রহিয়াছে। স্মরণ রাখিও, তোমরাই তাহাদের সহায় (বুখারী, মুসলিম)। তোমাদের দাসদাসী সম্বন্ধে সাবধান হও; তাহাদিগকে নির্যাতন করিও না, তাহাদের মনে আঘাত দিও না। তোমরা যাহা খাইবে, দাসদাসীকেও তাহাই খাইতে দিও। যাহা তোমরা পরিবে, তাহাদিগকেও তাহাই পরাইও (ত'াবাক'াত, ২খ)। যাহারা উপস্থিত আছ, অনুপস্থিতগণকে আমার বক্তব্য পৌঁছাইয়া দিও, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন শ্রোতা অপেক্ষা অধিকতর স্মৃতি ও বোধশক্তিসম্পন্ন হইতে পারে।"

ঘোষকগণ বিভিন্ন অবস্থান হইতে হযরত (স')-এর প্রতিটি বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করিলেন যাহাতে সকলে শুনিতে পায়। 'আরাফাঃ

এবং মিনায় সমবেত জনমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে হযরত (স) বলিয়াছিলেন, "আমি কি আল্লাহ্‌র পয়গাম যথাযথ পৌঁছাইয়াছি? আল্লাহ্‌ এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তোমরা কি উত্তর দিবে?" অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "হাঁ, আপনি যথাযথভাবে পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, দায়িত্ব পালন করিয়াছেন—এই সাক্ষ্যই আমরা দিব।" আকাশ পানে তাকাইয়া হযরত (স) বলিলেন, "হে আল্লাহ্‌! তুমি সাক্ষী রহিলে।"

'আরাফাঃ প্রান্তরে প্রদত্ত ভাষণ শেষে নিম্নরূপ ওয়াহ্'য়ি নাযিল হইল: "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করিলাম, পূর্ণমাত্রায় তোমাদিগকে আমার নি'মাত দান করিলাম, ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম (৫ : ৩)।" বর্ণনায় পাওয়া যায়, ভাষণ শেষে হযরত (স) জনগণের উদ্দেশ্যে وداع অর্থাৎ বিদায় শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহাকে হ'াজ্জাতু'ল-ওয়াদা' বলা হয়। হ'াদীছে ইহাকে হ'াজ্জাতু'ল-বালাগ' (বার্তা পৌঁছান) বা হ'াজ্জাতু'ল-ইসলামও বলা হইয়াছে ('বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ)।

হ'াজ্জের পর মদীনায় ফিরিবার পথে হযরত (স) উহ'দের শহীদগণের কবরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের জন্য দু'আ' করিলেন এবং বিদায়ী সালাম জ্ঞাপন করিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মদীনায় উপনীত হইয়া তিনি মদীনার কবরস্থান জান্নাতু'ল-বাকী'-তে গিয়া অনেক রাত পর্যন্ত উপরিউক্ত রূপ প্রার্থনা করিলেন এবং কবরস্থগণকে বিদায় আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, আমরাও অচিরে তোমাদের সহিত মিলিত হইব" (বুখারী-জানাযাঃ)।

মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর হযরত (স) আল্লাহ্‌র স্মরণে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। অন্যান্য বৎসরে তিনি রামাদ'ানের শেষ দশদিন মসজিদে ই'তিকাফ করিতেন। ই'তিকাফের সময় তিনি এবং জিবরীল ('আ) একবার আদ্যোপান্ত কু'রআন মাজীদ (অবশ্য তখন পর্যন্ত যতখানি নাযিল হইয়াছিল) পরস্পরকে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। দশম হিজরীর রামাদ'ানের ১১ তারিখ হইতে পূর্ণ বিশদিনব্যাপী তিনি ই'তিকাফ করিলেন এবং জিবরীল ('আ)-এর উপস্থিতিতে কু'রআন মাজীদ দুইবার খতম করিলেন। বস্তুত মক্কা বিজয়ের পর হইতে তাঁহার কথায় ও কাজে মনে হইত তিনি যেন তাঁহার মহান প্রেমাস্পদের সহিত মিলন-সফরের আয়োজনে অত্যন্ত ব্যস্ত।

একাদশ হিজরীর স'াফার মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। একবার তিনি খায়বারের সেই য়াহূদী নারী যায়নাব পরিবেশিত বিষ মিশ্রিত খাদ্যের বিষক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি এগার দিন যাবত কষ্টে ইমামাতের দায়িত্ব পালন করিয়া চলিলেন। অতঃপর আবূ বাক্‌র (রা)-কে ইমামাতের আদেশ দিলেন। একদিন জু'হ্‌র স'ালাতের সময় স'াহ'াবাগণ হযরত (স)-এর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি উযূ করিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে গিয়া সংজ্ঞা হারাইলেন। জ্ঞান ফিরিলে আবার উযূ করিলেন। কিন্তু আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তৃতীয়বার এইরূপ সংজ্ঞা লোপের পর অগত্যা আবূ বাক্‌র (রা) যখন স'ালাত শুরু করিয়া দিলেন, এমন সময় হযরত (স) 'আলী এবং 'আব্বাস (রা)-এর কাঁধে ভর দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন। হযরত (স)-এর নির্দেশে তাঁহাকে আবূ বাক্‌র (রা)-এর পাশে বসাইয়া দেওয়া হইল। আবূ বাক্‌র (রা) ইমামের স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে তিনি ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং এই অবস্থায় স'ালাত পরিচালনা করিলেন। স'ালাত শেষে মিম্বারে বসিয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিলেন।

নিরূপিত পালাক্রমে হযরত (স) আযওয়াজ মুত'াহ্'হারাত (পূত চরিত্রা স্ত্রীগণ)-কে সঙ্গ দান করিতেন। রোগবৃদ্ধিতে পালা রক্ষা কষ্টকর হইয়া পড়িলে তিনি 'আইশাঃ (রা)-এর কক্ষে অবস্থান করিবার জন্য পত্নিগণের অনুমতি চাহিলেন। সকলেই অকুণ্ঠ চিত্তে সম্মতি দিলেন।

রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি উসামাঃ (রা)-র নেতৃত্বে সিরিয়ায় এক অভিযান প্রেরণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। প্রবীণ স'াহ'াবাদের উপস্থিতিতে 'উসামাঃ (রা)-র নেতৃত্বে আপত্তি উঠিলে তিনি স'াহ'াবাদের বলেন, "তাহার পিতা যায়দের নেতৃত্বেও তোমরা আপত্তি করিয়াছিলে, অথচ তাহারা সেনাধ্যক্ষের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি" (বুখারী, কিতাব মাগ'াযী)। হযরত (স)-এর এই মন্তব্যের পর অভিযানে যোগদানের সাড়া পড়িয়া গেল কিন্তু যাত্রা স্থগিত রহিল। হযরত (স)-এর রোগবৃদ্ধিজনিত উৎকণ্ঠার সহিত বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে অপেক্ষমান রহিল। হযরত (স) তখন পুনরায় যাত্রার আদেশ দিলেন (বুখারী, যারাদু'ন-নাবী), কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় যাত্রা সম্ভব হইল না।

তিনি স'াহ'াবাঃ (রা)-র সহিত প্রতিটি সাক্ষাতে তাঁহাদের কল্যাণের, শান্তির এবং সংহতির প্রার্থনা করিলেন। এক উপলক্ষে তিনি বলিলেন, "আমার এই ওয়াসি'য়্যাত, তোমরা আল্লাহ্‌র ভয় মনে রাখিয়া চলিবে, আমি তোমাদিগকে তাঁহার যি'ম্মায় ছাড়িয়া যাইতেছি। আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী-বাহক। আল্লাহ্‌র সেবকদের আবাসে দাম্ভিকতায় মত্ত হইও না। আমার এবং তোমাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌ ইরশাদ করিয়াছেনঃ আখিরাতের (অনন্ত সুখময়) জীবন আমি অবধারিত করিয়াছি তাহাদেরই জন্য যাহারা দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং প্রাধান্য লাভের প্রয়াসী হইবে না, কেবল মুত্তাকী'দের পরিণামই হইবে শুভ (২৮ : ৮৩)।"

কয়েকজন আনস'ার হযরত (স)-এর সহিত তাঁহাদের সম্পর্কের স্মৃতি চারণে ক্রন্দনরত—এই কথা শুনিয়া হযরত (স) শেষবারের মত মিম্বারে উঠিয়া ইরশাদ করিলেন, "আমি তোমাদের নিকট আনস'ারের প্রতি সদ্ব্যবহার ও সুবিচারের সুপারিশ করিতেছি। তাহারা আমার পরম অন্তরঙ্গ। তাহারা তাহাদের কর্তব্য পালন করিয়াছে—প্রতিদানের দায়িত্ব অন্যদের উপর ন্যস্ত রহিল। সৎকর্মশীল আনস'ারকে তোমরা সাদর সম্ভাষণ জানাইবে, অন্যায়কারীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিবে।" এক সময় তাঁহার মনে পড়িল, 'আইশাঃ (রা)-র হাতে অনূর্ধ্ব নয়টি দিরহাম রহিয়াছে। তাঁহার আদেশে মুদ্রাগুলি তাঁহার হাতে দেওয়া হইলে তিনি বলিলেন, "এইগুলি আমার মালিকানায় থাকিয়া গেলে আমি কেমন করিয়া আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়াইব? এইগুলি দান করিয়া ফেল।"

একবার মিম্বারে উঠিয়া হযরত (স) বলিলেন, "দেখ, আল্লাহ্‌ তাঁহার এক সেবককে দুনিয়া এবং আল্লাহ্‌র কাছে যাহা আছে—এই দুইয়ের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইবার ইখতিয়ার দিলেন, সেই সেবক আল্লাহ্‌র কাছে যাহা আছে তাহাই গ্রহণ করিল।" আবূ বাক্‌র (রা) বুঝিলেন, হযরত (স) স্বয়ং সেই সেবক। তিনি কান্নায় অধীর হইলে হযরত (স) ইরশাদ করিলেন, "আবূ বাক্‌র, ধৈর্য ধারণ কর। আবূ বাক্‌র, ধৈর্য ধারণ কর। বাস্তবিক, আমার জন্য জানমাল উৎসর্গ করিবার ব্যাপারে আবূ বাক্‌র ছিল সর্বাপেক্ষা উদার। সর্বাপেক্ষা প্রিয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবার অবকাশ থাকিলে আমি আবূ বাক্‌রকেই গ্রহণ করিতাম। কিন্তু ইসলামের প্রতি

হ্যাদ্যতাই সর্বোপরি। আবু বাক্র ব্যতীত অন্য কাহারো বাড়ীর দরজা মসজিদের দিকে উম্মুক্ত থাকিবে না।" ইনতিকালের অব্যবহিত পূর্বে তিনি বলিলেন, "য়াহূদী, খৃস্টানদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত, তাহারা তাহাদের নবীগণের সমাধিকে সিজ্দাঃ-স্থানে পরিণত করিয়াছে" (মুওয়াত্তা' ইমাম মালিক)। সা'হা'াবাঃ (রা)-কে তিনি সাবধান করিয়া দেন যেন তাঁহার কবরকে সিজ্দার স্থানে পরিণত করা না হয়।

জীবনের শেষ দিন সোমবার প্রত্যুষে হযরত (স') দরজার পরদা সরাইয়া সা'হা'াবীদের সা'লাত আদায়ের দৃশ্য অবলোকন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। তাঁহার যন্ত্রণা-কাতর মুখে হাসির রেখা ফুটিল। তৃতীয় প্রহরে অন্তিম অবস্থা দেখা দিল। বার বার তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইতেছিল। চৈতন্য লাভের পর বারবার তিনি বলিতে লাগিলেন, "اللهم الرفيق الاعلى" হে আল্লাহ, সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু! 'আলী (রা) হযরত (স')-এর মস্তক কোলে করিয়া বসিয়াছেন এমন সময় একবার চোখ মেলিয়া 'আলী (রা)-র দিকে তাকাইয়া হযরত (স') অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সাবধান, দাসদাসীদের প্রতি নির্মম হইও না।" একবার 'আাইশাঃ (রা)-র কোলে মাথা রাখিয়া শেষবারের মত চোখ মেলিয়া উচ্চ কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "সা'লাত—সা'লাত, সাবধান! দাসদাসীদের প্রতি সাবধান।" অতঃপর শেষ নিশ্বাসের সহিত শেষ কথা উচ্চারণ করিলেন, "হে আল্লাহ্! শ্রেষ্ঠতম বন্ধু।" (انالله و انااليه رجعون)

১ রাবী'উ'ল-আওওয়াল সোমবার অপরাহ্নে (মতান্তরে পূর্বাহ্নে) ৬৩ বৎসর বয়সে হযরত (স') ইন্তিকাল করেন। অনেকেই খবরটি সূর্যাস্তের পরে পাইলেন। সুতরাং ২ রাবী'উ'ল-আওওয়ালে তিনি ইন্তিকাল করেন, এই বর্ণনাও পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ইব্ন ইসহ'াক' এবং ওয়াকি'দীর মতে দিনটি ছিল বারই রাবী'উ'ল-আওওয়াল। সোমবার সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু হিসাবে ১২ তারিখ সোমবার হয় না। বুখারীর ভাষ্যকার ইব্ন হ'াজার 'আস্ক'ালানী বলেন, "নকলনবীশের ভুলে ثانى شهر من ربيع الاول স্থলে ثانى عشر ربيع الاول হইয়া গিয়াছে" (ফাতুহ'ল-বারী, ৮/৯৯)। অপর লেখকগণ বিনাবিচারে এই ভ্রমাত্মক তারিখটি ১২ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইনতিকালের সময় হযরত (স')-এর সম্বলের মধ্যে ছিল একটি খেত খচ্চর, কিছু যুদ্ধাস্ত্র এবং একখণ্ড জমি। এই জমিটুকুও ইনতিকালের পূর্বে দান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। হযরত (স')-এর বর্মটি কয়েক সা'া' (صاع) যবের পরিবর্তে বন্ধক ছিল এক য়াহূদীর কাছে। প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য 'আাইশাঃ (রা) এক প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে তৈল ধার করিয়াছিলেন।

সা'হা'াবাঃ (রা)-র শোক বিহ্বলতা ছিল বর্ণনাতীত। 'উমার (রা) বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না, হযরত (স') ইনতিকাল করিয়াছেন। উন্মুক্ত তরবারী হাতে মসজিদে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "যে বলে হযরত (স') নাই, আমি তাহার শিরশ্ছেদ করিব।" আবু বাক্র (রা) ব্যাপার বুঝিয়া সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "(আল্লাহ্র প্রশংসার পর), যাহারা মুহ'াম্মাদের উপাসনা করিত তাহারা শুনিয়া রাখুক—মু'হাম্মাদ মৃত। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপাসনা করে সে জানিয়া রাখুক—আল্লাহ্ জীবিত, তাঁহার মৃত্যু নাই।" অতঃপর তিনি উহ'দের যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ একটি আয়াত অবৃত্তি করিলেন যাহাতে ইর্শাদ হইয়াছে: "মুহ'াম্মাদ একজন বার্তাবাহকমাত্র, তাঁহার পূর্বে বহু বার্তাবাহক গত হইয়াছেন। তিনি মারা গেলে বা নিহত হইলে তোমরা কি পিছন ফিরিয়া পলায়ন করিবে? যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে, সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, অচিরে আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কার প্রদান করিবেন।" এই কথা শুনিয়া 'উমার (রা) প্রকৃতিস্থ হইলেন, সা'হা'াবাগণ (রা) সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। তাঁহারা হযরত (স')-এর খলীফা নির্বাচন এবং তাঁহার কাফন-দাফনের ব্যাপারে সচেতন হইলেন। বানু সা'ইদার চত্বরে সমবেত সা'হা'াবাদের সম্মতিক্রমে আবু বাক্র (রা) খলীফা নির্বাচিত হইলেন।

কবরের স্থান সম্বন্ধে আবু বাক্র (রা) হযরত (স')-এর এই উক্তির উল্লেখ করিলেন যে, প্রত্যেক নবী ('আ) তাঁহার ইনতিকালের স্থানটিতে সমাধিস্থ হইয়াছেন। সুতরাং 'আাইশাঃ (রা)-র কক্ষেই হযরত (স')-এর দাফনের ব্যবস্থা হইল।

গ্রন্থপঞ্জী: প্রবন্ধে বরাতের উল্লেখ রহিয়াছে।

মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্ (محمد عبده), মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক, মিসরের আধুনিকতার অগ্রদূত।

শায়খ মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহ্ মিসরের একটি কৃষক পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি ১৮৪৯ খৃস্টাব্দে মিসরের নীলনদের ভাটি অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে কু'রআান শারীফ হি'ফ্জ' করার পর তিনি ১৮৬২ খৃস্টাব্দে ত'ান্ত'ার মাদ্রাসায় প্রেরিত হন। কিন্তু তিনি হতোদ্যম হইয়া এই মাদরাসাঃ পরিত্যাগ করেন। পরে তাঁহার পিতামহের জনৈক ভ্রাতার প্রভাবে পুনরায় অধ্যয়ন শুরু করেন। তিনি তাঁহার মনে তাস'াওউফের প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি করেন, ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে তিনি ত'ান্ত'ায় প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু পরবর্তী বৎসরই কায়রো জ্যামি' আযহারে গমন করেন। এখানে মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্ পূর্ণোদ্যমে তাস'াওউফে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি এই সময় সংসার বিরাগী হন। তাঁহার সেই পিতামহের ভ্রাতা এবারও তাঁহাকে এইরূপ চরম পথ অবলম্বন হইতে বিরত রাখেন। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ সায়্যিদ জামালু'দ-দীন আল-আফগ'ানীর সংস্পর্শে আসেন। জামালু'দ-দীন (দ্র.) আল-আফগ'ানী তাঁহার সম্মুখে নূতন আলোকে ইসলামী ঐতিহ্যগত শিক্ষা তুলিয়া ধরেন। তিনি য়ুরোপীয় লেখকদের গ্রন্থসমূহের 'আরবী অনুবাদের দিকে মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্ শীঘ্রই তাঁহার একজন অতি আগ্রহশীল শাগরিদে পরিণত হইলেন। তাঁহার এই মনোভাবের পরিচয় তাস'াওউফ ও 'ইল্ম কালাম (ধর্মতত্ত্ব) সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায়। সায়্যিদ জামালু'দ-দীন আল-আফ্গ'ানীর প্রভাবেই তিনি ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে সাংবাদিকতা অবলম্বন করেন। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 'আালিমিয়্যাঃ উপাধি লাভ করার পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে দারু'ল-'উলূম কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয় কিন্তু সেই বৎসরই কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হয় ও তাঁহার নিজ গ্রামে প্রেরণ করা হয়। সেই সময় জামালু'দ-দীন আল-আফগ'ানীকেও মিসর হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। উদারনৈতিক মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে মুহ'াম্মাদ 'আবদুহকে ১৮৮০ খৃস্টাব্দে পুনরায় কায়রোতে আহ্বান করা হয়। এইবার তাঁহাকে আল-ওয়াক'াই'ল-মিস'রিয়্যাঃ নামক সরকারী সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহ্-এর সম্পাদনায় এই

List>

পত্রিকা উদারনৈতিক দলের মুখপত্রে পরিণত হয়। সায়্যিদ জামালু'দ-দীন আল-আফ্গ'ানী ও মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহ্ উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল মুসলিমগণকে য়ুরোপীয় শক্তির নাগপাশ হইতে মুক্তি দান ও তাঁহাদের নিজস্ব শক্তি দ্বারাই নিজেদের পুনরুজ্জীবন। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য এক হইলেও কর্মসূচীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল। জামালু'দ-দীন আল-আফগ'ানী ছিলেন একজন বিপ্লবী পুরুষ এবং তিনি চাহিয়াছিলেন একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান। পক্ষান্তরে মুহ'াম্মাদ 'আবুদুহ্-এর মতে দেশবাসীর মানসিকতার ক্রমপরিবর্তন দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়া সম্ভব, কোন রাজনৈতিক বিপ্লব দ্বারা নহে। 'আরাবী পাশার বিদ্রোহ মুহ'াম্মাদ 'আবুদুহ্-এর কর্মসূচী বন্ধ করিয়া দিল। এই বিদ্রোহে তাঁহার অংশ কতখানি ছিল তাহা আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহ্কে ১৮৮২ খৃস্টাব্দে মিসর হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। তিনি প্রথমে বৈরূতে যান ও পরে তথা হইতে প্যারিস যান। এইখানেই ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের শুরুতে সায়্যিদ জামালু'দ-দীন আল-আফগ'ানীর সহিত মিলিত হন। প্যারিসে ইঁহারা উভয়ে 'আল-'উরওয়াতু'ল-উছ'ক'া' (মযবুত রশি) নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন এবং এই সমিতির মুখপত্র হিসাবে ঐ নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। আট মাস চলিবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হইয়া যায়। প্রাচ্যের মুসলিমগণের জাতীয়তাবোধ জাগরণের ব্যাপারে এই পত্রিকা প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। এই পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে সায়্যিদ জামালু'দ-দীন আল-আফ্গ'ানীর চিন্তাধারা প্রচার করে। তিউনিসে গমন করিয়া মুহ'াম্মাদ 'আবুদুহ্ এই সমিতির জন্য প্রচার চালান; কিন্তু পরে এই সমিতি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করেন এবং ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের শুরুর দিকে বৈরূত গিয়া বসবাস করিতে শুরু করেন। এখানে তিনি একটি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা আরম্ভ করেন এবং ইসলাম ও 'আরবী ভাষা চর্চায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় (১৩০৩/১৮৮৬) তিনি সায়্যিদ জামালু'দ্দীন আল-আফ্গ'ানীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, রিসালাতু'র-রাদ্দি 'আলা'দ-দাহরিয়্যীন ফারসী হইতে 'আরবীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি দুইখানি মূল্যবান ভাষাতাত্ত্বিক শার্হ' নাহ্জু'ল-বালাগ'াঃ (১৩০২/১৮৮৫) এবং শার্হ' মাক'ামাত বাদী'উ'য-যামান আল-হামাদানী (১৩০৬/১৮৮৯) প্রকাশ করেন। অবশেষে ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে যখন তাঁহাকে মিসর প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয় তখন তিনি সরাসরি কায়রো গমন করেন। সেখানে শীঘ্রই তাঁহাকে স্থানীয় 'আদালতে বিচারক নিযুক্ত করা হয়। দুই বৎসর পর তিনি আপীল 'আদালতে বিচারক নিযুক্ত হন। 'আদালতে তাঁহার বিচারকরূপে কাজ করার একটি ফল এই হইয়াছিল যে, তিনি তাক্'রীর ফী ইস্'লাহি'ল-মাহ'াকিমি'শ-শার্'ইয়্যাঃ (১৩১৮/১৯০০) শীর্ষক নিবন্ধে ধর্মীয় 'আদালতগুলি সংস্কারের সুপারিশ প্রকাশ করেন। এই সুপারিশ শারী'আত সংক্রান্ত বিষয়গুলির পরিচালনার ব্যাপারে জরুরী সংস্কার কার্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করে। ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে তিনি মিসরের সর্বোচ্চ ধর্মীয় পদ 'মুফ্তী' পদে অধিষ্ঠিত হন। আমরণ তিনি এই পদে সমাসীন ছিলেন। তাঁহার ফাতওয়াগুলির মধ্যে য়াহূদী ও খৃস্টানদের য'বাহ' করা পশুর গোশ্ত ভক্ষণ করার অনুমতি প্রদান একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই বৎসরই (১৮৯৯ খৃ.) তিনি আইনসভার সদস্য হন। ইহাই ছিল মিসরের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম ধাপ। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে তিনি আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁহার পরামর্শেই এই পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। এই পদে থাকাকালে তিনি যে শুধু তাঁহার সংস্কার কার্য দ্বারা প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন তাহাই নহে; বরং তিনি নিজেও শিক্ষাক্ষেত্রে সক্রিয় এবং সুদূরপ্রসারী অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার বিভিন্নমুখী কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁহার দুইখানি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের সময় করিয়া লইয়াছিলেন। এই গ্রন্থগুলির একখানি হইল তাঁহার প্রধান ধর্মতাত্ত্বিক গ্রন্থ 'রিসালাতু'ত্-তাওহ'ীদ' (১৩১৫/১৮৯৭) এবং অপরখানি হইল 'আল্-ইস্লাম ওয়া'ন-নাস্'রানিয়্যাঃ মা'আ'ল-'ইল্ম ওয়া'ল-মাদানিয়্যাঃ' (১৩২০/১৯০২)। তিনি ক'াদ'ী যায়নু'দ-দীন-কৃত ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ (Logic) শার্হ' কিতাবি'ল-বাস'া'ইর আল-নাসি'রিয়্যাঃ-এর একখানি শার্হ' (ভাষ্য) (১৩১৬/১৮৯৮) প্রণয়ন করেন। অপরপক্ষে তিনি তাঁহার কু'রআনের তাফ্সীর—যাহার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন, সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা তাঁহার শাগরিদ ও বন্ধু শায়খ মুহ'াম্মাদ রাশীদ রিদ'া সম্পাদনা ও সমাপ্ত করত প্রথমে 'আল-মানার' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। অতঃপর তাফ্সীরু'ল-মানার নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহ্ তাঁহার যে অসংখ্য প্রবন্ধ ও বক্তৃতা দ্বারা জনমতকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত করেন তাহার মধ্যে ১৯০০ খৃস্টাব্দের দুইটি বক্তৃতার ফরাসী অনুবাদ L' Europe et, l' Islam নামে মুহ'াম্মাদ ত'াল্'আত হ'ারব বে কর্তৃক ১৯০৫ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহ্-এর প্রগতিশীল আদর্শ গোঁড়া ও রক্ষণশীল মহলে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই বিরোধিতা গুরুগম্ভীর প্রতিবাদ ও হাল্কা কুৎসামূলক পুস্তিকাসমূহের মধ্য দিয়া স্ফুরিত হয়। কিন্তু শিক্ষিত মুসলিম সমাজে তাঁহার সংস্কার উল্লেখযোগ্যভাবে সমর্থিত হয়। মাসিক আল-মানার পত্রিকাই তাঁহার মতামত প্রচারের প্রধান বাহন ছিল। এই পত্রিকাখানি ১৮৯৭ খৃস্টাব্দ হইতে মুহ'াম্মাদ রাশীদ রিদ'ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। রাশীদ রিদ'াও বিরাট ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করেন। মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহ্ ১৯০৫ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা আজিও বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। কবি হ'াফিজ' ইব্রাহীম তাঁহার সম্পর্কে একটি শোকগাথা রচনা করেন। যে গৃহে মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা একটি ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। ১৯৩১ খৃস্টাব্দ হইতে আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তাঁহার নামে একটি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহ্-এর নিজ বর্ণনামতে তাঁহার কর্মসূচী ছিল :

(১) ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে উহার প্রাথমিক অকৃত্রিম অবস্থায় আনয়ন।

(২) 'আরবী ভাষাকে নবরূপ দান।

(৩) জনসাধারণের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান।

এতদ্ব্যতীত তিনি স্বদেশ প্রীতির দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত ছিলেন। মিসরে তিনিই সর্বপ্রথম স্বাদেশিকতা প্রচার করেন। য়ুরোপ কর্তৃক মুসলিম দেশসমূহের উপর রাজনৈতিক প্রভাব এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারার প্রসার কোনটিই তিনি পসন্দ করেন নাই। তবে মৌলিক ইসলামী নীতি বিসর্জন না দিয়া ঐগুলির মধ্যে যাহা কল্যাণকর এবং যাহা উভয়ের মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহা গ্রহণ করায় তিনি বিরোধী ছিলেন না। এই প্রচেষ্টা তাঁহাকে আধুনিক মিসরের প্রতিষ্ঠাতা-

দের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আসন প্রদান করিয়াছে। তবে এই কর্মসূচীকে তাঁহার ধর্মতত্ত্বের মধ্য দিয়া কার্যকরী করার প্রচেষ্টা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে হইবে। এখানে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল য়ুরোপীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ইসলামকে ধর্মরূপে সংস্থাপন ও সংরক্ষণ। প্রাচ্য মুসলিম জীবনের যে সব বিষয়ের সহিত ইসলামের বিশেষ সম্পর্ক নাই, তাহা তিনি বিনা প্রতিবাদে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি ছিল ইমাম ইবন তায়মিয়্যাঃ (র) ও ইবন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ (র)-এর শিক্ষা। ইঁহারা রক্ষণশীলতার সহিত সংস্কার প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্ ইমাম গ'াযালী (র)-র ধর্ম বিষয়ক নৈতিক ধারণার অনুসারী ছিলেন; সুতরাং তিনি প্রচলিত মায্'হাব ও তাক'লীদ (দ্র.)-কে আক্রমণ করিয়া ইজ-তিহাদ (দ্র.)-এর স্বাধীনতার জন্য এবং কু'রআান ও হ'াদীছে'র ভিত্তিতে আধুনিক অবস্থার সহিত সঙ্গতিশীল নূতন ইজমা' (দ্র.) গ্রহণের পক্ষে প্রচারণা চালান। তিনি ফাক'ীহ্গণের চুলচেরা বিতর্ক, পীর-পরস্তী (তাঁহাদের তথাকথিত কারামাত সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন) এবং সর্বপ্রকার বিদ্'আত পরিহার করার শিক্ষা দান করেন। ফিক্'হের প্রাচীন প্রণালীগুলির বিরুদ্ধে মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্ স্বাধীনতার দাবী করেন। অথচ ব্যবহারিক জীবনে তিনি উহার প্রায় সকল বিধানই মান্য করিতেন, তবে তাঁহার মতে ঐগুলি পরিত্যাগ করত তদস্থলে এখন গতিশীল পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে সাধারণ মঙ্গল (মাস্'লাহ'াঃ) এবং সাময়িক তাকীদকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সঠিকভাবে বোধগম্য হইলে জ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ থাকিতে পারে না। কিন্তু সত্যতা পরীক্ষার পর যুক্তিকে ধর্মের নিকট নতি স্বীকার করিতে হইবে। ধর্মতত্ত্বে সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত যে ধারণা সুন্নী মতবাদের সহিত সঙ্গতিশীল, তাহাই তিনি মূলত গ্রহণ করেন। তিনি ওয়াহ'য়ির ধারণাকে আধ্যাত্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। তাঁহার নিকট উহা একটি স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান। উহা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত এবং উহার সহিত উহার উৎস সম্বন্ধে সচেত-নতা বর্তমান থাকে। তবে এই ধরনের ধর্মীয় অনুভূতি কেবল নবীগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ধর্মের বিধানাবলী সম্পর্কে মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্ প্রধান চার ফরয বা রুকনকে (স'ালাত, সি'য়াম, যাকাত এবং হ'াজ্জ) গ্রহণ করেন। তবে তিনি এইগুলিকে উপাসনার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া তন্নিহিত নৈতিক তাৎপর্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। স্বাধীন ইচ্ছার প্রশ্নে মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্ অনির্দিষ্টতার পক্ষেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেকের জন্য কঠোর কর্ম এবং সূ'ফীদের নৈতিকতাবাদের অনুসরণে পরস্পরকে সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়া প্রচার করেন। নবী-প্রেরণ তাঁহার মতে ক্রমশ শিক্ষা দানের ধারা, ইহার সর্বশেষ এবং সর্বোন্নত স্তর অর্থাৎ চরম স্তর হইল হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে প্রেরণ। বর্তমান যুগের মুসলিমগণ যদি প্রকৃত ইসলামী আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে তবে তাহা তাহাদের এই শিক্ষার প্রাচীন বিশুদ্ধতা হারাইয়া ফেলার ফল; সেই প্রাচীন শিক্ষায় ফিরিয়া গেলে আবার পূর্ব গৌরবে পৌঁছান সম্ভব। খৃস্ট ধর্মের উপর ইসলামের মৌলিক শ্রেষ্ঠত্ব হইতেছে মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্-এর মতে, ইহার যৌক্তিকতায়, বাস্তবতার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠতায় এবং জীবনের অবাস্তব আদর্শ পরিহারে।

এই ধর্মতত্ত্বে আল্লাহ্‌র সম্মুখে নতি স্বীকার, নবী (স')-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও কু'রআান অবলম্বন দ্বারা ধার্মিকতা লাভ করা যাইতে পারে। এখানে নৈতিকতা ব্যতীত শী'আদের অনুরূপ পয়গম্বর্-পারীর অথবা তাস'াওউফের কোন স্থান নাই; বরং খাঁটি প্রাচীন ও মুসলিম যুক্তিবাদ মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহহ্-এর মতে ইসলামকে রক্ষা করার প্রধান অস্ত্র। প্রকৃতপক্ষে ইহাই গভীরভাবে উপলব্ধি করার কাজে সাহায্য করে। সুতরাং তাঁহার ধর্মতত্ত্ব একটা সমর্থনমূলক আপোসমাত্র। রক্ষণশীল মুসলিমদের অন্য পাশ্চাত্য ধারণার দ্বারোদ্-ঘাটন এবং তাহাদিগকে কিছু দূর পরিচালিত করিয়া লইয়া যাওয়া তাঁহার একটি কৃতিত্ব।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Bergstrasser, Islam und Abendland, in Auslandsstudien, iv., Konigsberg 1929, p. 15 প. ; (২) Goldziher, Richtungen der islamischen Koranauslegung, p. 320 প. ; (৩) R. Hartmann, Krisis des Islam, p. 13 প. ; (৪) Horten, Mohammed Abduh, in Beitrage zur Kenntnis des Orients, xiii., xiv. ; (৫) B. Michel and Cheikh Moustapha Abdel Razik, Cheikh Mohammed Abdou, রিসালাতু'ত-তাওহ'ীদ, Espose de la Religion Musulmane (Translation with introduction on the life and teaching of Muhammad Abduh and bibliography). (৬) Adams, Islam and Modernism in Egypt (with bibliography) ; (৭) ঐ লেখক, Muhammad 'Abduh and the Transvaal Fatwa, in Macdonald Presentation Volume, p. 12 প. ; (৮) Cromer, Modern Egypt, iii. 179—180. (৯) On the life Story of Muhammed 'Abduh is based the trilogy of novels by F. Bonjean and A Deyf : Mansour, El Azhar and Cheikh Abdou l' Egyptien ; (১০) 'আল্লামাঃ রাশীদ রিদ'া, 'আরবী ভাষায় মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহর জীবনী।

J. Schacht (S.E.I.)/আ. কা. মু. আদমুদ্দীন

মুহ'াম্মাদ 'আলী জিন্নাহ', ক'া'ইদ-ই-আ'জ'াম (قائد اعظم محمد علی جناح), পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল, ১৮৭৬ খৃ. করাচী এলাকার খারাদার-এর একটি মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জিন্নাহ' পুঞ্জাহ। করাচীর সিন্ধু মাদ্রাসায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন, ইহার পর খৃস্টান মিশনারী স্কুল হইতে ষোল বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯২ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাত গমন করেন ও ১৮৯৬ সালে লণ্ডনের Lincoln's Inn হইতে ব্যারিস্টারী পাস করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৮৯৭ সালে বোম্বাই হাইকোর্টে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং ১৯০০ সালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরীতে যোগদান করেন। কিছুদিন পরে তিনি আবার আইন ব্যবসায় ফিরিয়া আসেন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। আইন বিশ্লেষণ ও বাগ্মিতায় তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। এইজন্য তাঁহাকে 'ভারতের Simon' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

জিন্নাহ' ১৯০৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করিয়া রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। এই সময় দাদাভাই নওরোযী কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়ার সময় Finsberry-তে নির্বাচন উপলক্ষে দাদাভাই নওরোযীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। পরে বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী করার সময়

বহু ভারতীয় নেতার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। এই সময়ে দাদাভাই নওরোযী ছাড়াও তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, রানাডে, স্যার ফীরোয শাহ মেহ্তা প্রমুখ নেতার সংস্পর্শে আসেন। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের প্রথমদিকে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের মাধ্যমেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হইতে পারে, এই দৃঢ় বিশ্বাস তিনি পোষণ করিতেন। এই সময় কবি সরোজিনী নাইডু তাঁহাকে "হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত" (Ambassador of Hindu-Muslim Unity) আখ্যায় অভি-হিত করেন। ১৯০৯ সালে তিনি ভারতীয় আইন সভার সদস্য নিযুক্ত হন এবং পার্লামেন্টারী রাজনীতিবিদ হিসাবে বিশেষ খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

মুহ'াম্মাদ 'আলী জিন্নাহ্' ১৯১২ সালে সর্বপ্রথম মুসলিম লীগের অধিবেশনে যোগদান করেন। মাওলানা মুহ'াম্মাদ 'আলী ও ওয়াযীর হ'াসানের অনুরোধে তিনি ১৯১৩ সালে মুসলিম লীগের সদস্য হন। তবে ১৯২০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসে তাঁহার সদস্যপদ বহাল ছিল। তখন পর্যন্ত তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সমঝোতা রক্ষার চেষ্টা করেন। পরে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক মনোভাবে নিরাশ হইয়া ইহার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং মুসলিম লীগ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি মিসেস এ্যানি বেসান্তের Home Rule League-এও যোগদান করিয়াছিলেন (১৯১৭ খৃ.) এবং ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ইহার সদস্য ছিলেন। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে তিনি পুনর্বার আইন পরিষদের সভ্য হন।

মুসলিম লীগে যোগদান করিয়া তিনি ইহাকে সুসংহত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৮ সালে নেহরু রিপোর্ট-এ প্রস্তাবিত সংখ্যাগুরু শাসনের প্রতিবাদে তিনি বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে (১৯২৯—৩০ খৃ.) মুসলিমদের অধিকার এবং শাসন সংক্রান্ত কতগুলি মূলনীতিসম্বলিত বিখ্যাত চৌদ্দ দফা উপস্থাপিত করেন। এই চৌদ্দ দফা ছিল : (১) ফেডারেল পদ্ধতিতে ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের কাঠামো তৈয়ারী করিতে হইবে এবং প্রদেশসমূহের হাতে অবশিষ্ট (residuary) ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে হইবে; (২) সবগুলি প্রদেশকে একই ধরনের স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে; (৩) দেশের আইন সভা ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থাগুলি এমনভাবে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে প্রতিটি প্রদেশের সংখ্যালঘুরা, এমন কি সমসংখ্যক সম্প্রদায়ও সেইগুলিতে পর্যাপ্ত ও সক্রিয় প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে; (৪) কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলিম প্রতিনিধিদের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের কম হইলে চলিবে না; (৫) সাম্প্রদায়িক দলগুলির প্রতিনিধি নির্বাচন এখনকার মতই স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে করিতে হইবে, তবে যে কোন সম্প্রদায় যে কোন সময়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে; (৬) আঞ্চলিক পুনর্গঠনের কোন প্রয়োজনীয়তা যদি কখনও দেখা দেয়, তবে তাহা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কোনক্রমেই নষ্ট করা চলিবে না; (৭) সকল সম্প্রদায়কেই পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ বিশ্বাস, উপাসনা, অনুষ্ঠান, প্রচার, সংগঠন ও শিক্ষার সুনিশ্চিত স্বাধীনতা দিতে হইবে; (৮) কোন আইন সভায় ও নির্বাচিত সংস্থায় যদি কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ প্রতিনিধি সদস্যও এই মর্মে অভিযোগ করে যে, কোন বিল বা প্রস্তাব অথবা ইহার অংশবিশেষ তাহাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে, তবে সেই বিল বা প্রস্তাব অথবা সেই সমস্তের অংশবিশেষ গ্রহণ করা চলিবে না; এই ধরনের অপরাপর সমস্যারও অনুরূপ কার্যকরী ও বাস্তব সমাধান খুঁজিয়া নিতে হইবে; (৯) সিন্ধু-কে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে পৃথক করিতে হইবে; (১০) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই অন্যান্য ভারতীয়ের সঙ্গে মুসলমানদিগকেও পর্যাপ্ত অংশ দিতে হইবে; (১২) শাসনতন্ত্রে মুসলিম সংস্কৃতি সংরক্ষণ, মুসলমানদের শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম ও নিজস্ব আইনের ও মুসলিম দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে পর্যাপ্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং এই সব যাহাতে রাষ্ট্র ও অপরাপর স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য ও দানের ন্যায্য অংশ পায়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে; (১৩) কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান মন্ত্রী না হইলে কেন্দ্রে বা প্রদেশে কোন মন্ত্রীসভা গঠিত হইতে পারিবে না; (১৪) ভারতীয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র-সমূহের ঐকমত্য ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় আইনসভা শাসনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না (V. D. Mahajan, A History of India, 3, 188—89)।

১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের লখনৌ অধিবেশনে তিনি মুসলিম-গণকে মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর বৈঠকে তাঁহার সভাপতিত্বে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক (র.) কর্তৃক উত্থাপিত 'পাকিস্তান' প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে ব্যাপক সফরে মুসলিম লীগের বিভিন্ন অধিবেশন ও কনফারেন্সে যোগদান এবং বিবৃতি-বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করেন। 'ঈমান, ঐক্য এবং শৃঙ্খলা'—এই তিন নীতির দিকে তিনি মুসলিম জনগণকে আহ্বান করেন।

১৯৪৬ সালে বৃটিশ মন্ত্রিসভার একটি প্রতিনিধিদল সরেজমিনে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা তদন্তের পর এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার প্রেক্ষিতে ভারত শাসন সংক্রান্ত একটি নূতন পরিকল্পনা পেশ করেন। জিন্নাহ্' তাহা গ্রহণ করেন কিন্তু কংগ্রেস তাহা প্রত্যাখ্যান করে। ইহাতে কমিশনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বৃটিশ সর-কারের পক্ষ হইতে ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন কর্তৃক ভারতের বিভক্তি এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তান প্রস্তাবের মূলকথা ছিল : ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব-দক্ষিণ—এই দুই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র (state) গঠন করা হইবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পরবর্তী এক সংশোধনীর আওতায় দুই অঞ্চলের সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র (state) গঠিত হয়। পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থনে সর্বভারতীয় মুসলিমগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকিলেও প্রস্তাবটি একেবারে অবিতর্কিত ছিল না। অন্যপক্ষে সমন্বিত একটি রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধেও একটি মতবাদ কার্যকরী ছিল।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইলে কা'ইদ-ই-আ'জ'াম মুহ'াম্মাদ 'আলী জিন্নাহ্' পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেলরূপে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এক-বার মাত্র তিনি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। এই সময়

তিনি ঢাকার ঘোড়দৌড় ময়দানের এক সমাবেশে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, উর্দু'ই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে তখন বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছিল। জিন্নাহ'র উপরিউক্ত ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি তাহা আর উল্লেখ করেন নাই।

ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। স্বাধীনতা লাভের মাত্র তের মাস পরেই ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁহার বাগ্মিতা, বলিষ্ঠ যুক্তি, আদর্শনিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁহাকে একটি বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী করিয়াছিল। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে উপমহাদেশের মুসলমানদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া সঠিক নেতৃত্ব দানের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁহাকে 'ক'া'ইদ-ই-আ'জ'াম' (মহান নেতা) বলিয়া আখ্যায়িত করা হয় (আকবর উদ্দীন, কায়েদে আজম, পৃ. ৫২২)। করাচীর জিন্নাহ' রোডের পার্শ্বেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) G. Allana, Quaid-e-Azam Jinnah—the story of a nation, Karachi ১৯৬৭ খৃ.; (২) Hector Bolitho, Jinnah, Oxford University Press ১৯৫৪ খৃ.; (৩) Allama Mohammad Iqbal, Letters of Iqbal to Jinnah, Ashraf Press, Lahore ১৯৬৩ খৃ.; (৪) Jamiluddin Ahmed, Speeches and writings of Mr. Jinnah, Pakistan Publication, Karachi ১৯৬০ খৃ.; (৫) Sarojini Naido, Mohammad Ali Jinnah, An Ambassador of Unity, New Delhi ১৯১৮ খৃ.; (৬) A. A. Rauoof, Meet Mr. Jinnah, India ১৯৫৫ খৃ.; (৭) Saiyid Matlub Hossain, Mohammad Ali Jinnah, Karachi ১৯৪৫ খৃ.; (৮) মুহাম্মাদ শামছুর রহমান, কায়েদ-ই-আজম, ঢাকা, ১৯৬৪ খৃ.; (৯) হাকীম আবদুল মান্নান, মাদারে মিল্লাত, করাচী, ১৯৬৫ খৃ.; (১০) M. V. Mahajan, A History of India, S. Chand & Company Ltd., New Delhi 1980, 3 : 1889; (১১) আকবর উদ্দীন, কায়েদে আজম, স্টুডেন্ট-ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৯ খৃ.; (১২) বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ২খ, ৪৬৮, ৫৪০, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ.।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (محمد احمد بن عبد الله), সুদানের মাহ্দী, ১২৫৮/১৮৩৪ সনের কাছাকাছি 'ওরদ-এর উত্তরে আরগু দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দ'ারার দ্বীপের ডোঙ্গোলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নুবিয়ার 'আরব বেরাবেরাঃ সম্প্রদায়ভুক্ত কুনুয পরিবারের সন্তান ছিলেন। পরবর্তী জীবনে মাহ্দী হইবার দাবী প্রমাণ করিবার জন্য তিনি হযরত রাসূল (স') এবং 'আলী (রা)-এর রক্ত সম্বন্ধ ও মরমী সম্পর্ক প্রমাণের জন্য পিতৃবংশে হ'াসান (রা)-র সহিত এবং মাতৃবংশে হ'াসান (রা) ও 'আব্বাস (রা)—এর সহিত তাঁহার বংশসূত্র যুক্ত করেন। তিনি একজন জাহাজী সূত্রধরের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার বয়োজ্যেষ্ঠা এক ভগ্নী ও তিন ভ্রাতা ছিল। অল্প বয়সেই তাঁহার মধ্যে মরমী প্রবণতা প্রকাশ পায়। কাজেই প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার পর তিনি ১২৭৭/১৮৬১ সনে শায়খ মুহ'ম্মাদ শারীফের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাম্মানিয়্যাঃ সূ'ফী সম্প্রদায়ভুক্ত হন। সাত বৎসর শিক্ষানবিশীর পর মুহ'ম্মাদ শারীফ তাঁহাকে সম্প্রদায়ের শায়খ নিযুক্ত করেন। কিছুদিন তিনি খারতু'ম-এ অবস্থান করেন এবং তথায় বিবাহ করেন। অল্পকাল পরে তিনি আব্বা দ্বীপে (White Nile, কোস্টির উত্তরে) চলিয়া যান। সেখানে তিনি একটি জামি' মস্জিদ নির্মাণ করেন ও একটি খাল্ওয়াঃ (খান্ক'াহ) স্থাপন করিয়া শাগরিদ সংগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহার পীর মুহ'ম্মাদ শারীফের সহিত তিনি বরাবর সম্পর্ক বজায় রাখেন। ১২৮৮/১৮৭২-এ মুহ'ম্মাদ শারীফ তাঁহার নিকটবর্তী এক স্থানে বসবাস শুরু করিলে উহা তাঁহার নিকট অপ্রীতিকর মনে হয়। এই ঘটনার অল্পকাল পরে তিনিই যে মাহ্দী আল-মুন্তাজ'ার (প্রতীক্ষিত), প্রচলিত মতবাদের প্রভাবে এই চেতনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠে। ইহাতে তাঁহার ও তাঁহার পীরের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। তখন তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব পীরের শত্রু শায়খ আল্-কু'রাশীর সহিত মিলিত হন এবং ১২৯৭/১৮৮০ অব্দে তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ডোঙ্গোলা হইতে সেন্নার এবং নীলনদ হইতে কোর্দ্ফান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ভ্রমণকালে তিনি কয়েকটি বিষয়ের নিশ্চিত ধারণা প্রাপ্ত হন, যথা : মিসরীয় সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ, সুদানের মিশ্র অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামীপ্রসূত কোন্দল, তুর্কী ও 'আরবদের মধ্যে বিবাদ, তুর্কী শাসকগোষ্ঠীর প্রতি শী'আদের সনাতন বিরোধিতা—ঐ সব অবস্থাকে তিনি মাহ্দী হওয়ার দাবী উত্থাপনের পক্ষে উর্বর ক্ষেত্ররূপে বিবেচনা করিলেন। তাঁহার চিঠিপত্র ও ঘোষণাদি দেখিয়া বুঝা যায় যে, তিনি (মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদ) যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তাহার ভিত্তি ছিল তাঁহার একটি আত্মিক অভিজ্ঞতা, যাহা তিনি আন্তরিকতার সহিত বিশ্বাস করিতেন। এইরূপ আন্দোলন প্রথম হইতেই নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক ধারণার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ প্রাচ্যদেশে এই জাতীয় ধারণাগুলিকে ধর্ম হইতে পৃথক করা যায় না। এইরূপ আন্দোলন অবশেষে প্রতারণা ও শঠতার আবর্তে পতিত হয়। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিনি অন্তরে অনুভব করিলেন যে, 'জগতকে স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতি হইতে মুক্ত করিবার জন্য' তাঁহার প্রতি আহ্বান আসিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে 'কাফির' তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লোকদিগকে আহ্বান জানাইলেন। ইতিপূর্বে তিনি বায়্'আত [আনুগত্যের শপথ : রাসূল (স')-এর পন্থানুযায়ী, বিবরণের জন্য দ্র. Dietrich, in Islam, 1925, p. 39]-এর মাধ্যমে কোর্দ্ফা ও দ্যারফুর-এর বহু সর্দারকে স্বীয় আজ্ঞা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লন এবং নীতিবোধহীন 'আবদুল্লাহ আত'-তা'আয়্যিশী-র মত করিৎকর্মা লোকদিগকে চাতুর্যের সহিত স্বদলভুক্ত করিতে সমর্থ হন (তা'আয়্যিশী পরবর্তীতে তাঁহার খলীফা হন)। তিনি নির্লজ্জভাবে স্বজনপ্রীতিও প্রদর্শন করিতেন। জনগণকে উত্তেজিত করিবার জন্য তিনি অসংখ্য প্রচার-পুস্তিকা ও ফরমান-পত্র প্রকাশ করেন যাহ'তে বিবৃত হইত স্বপ্নে রাসূল (স')-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাতকারের বর্ণনা এবং এই বিবৃতি যে, রাসূল (স') তাঁহাকে মাহ্দী নিযুক্ত করিয়াছেন; খিদ্'র স্বপ্নযোগে, জিব্রীল, এবং বিভিন্ন কু'তু'বের সহিত সাক্ষাতকারের বিবরণ। ধর্মকে বিশুদ্ধ করা, হিজরাত করা, আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা, মাহ্দীকে অনুসরণ করা এবং জিহাদ করা প্রভৃতির আহ্বানও থাকিত এই সকল প্রচারপত্রে। দার নুবার পর্বত ছিল এই গুপ্ত প্রচারের কেন্দ্র। শা'বান, ১২৯৮/জুলাই, ১৮৮১ অব্দে তিনি প্রথম প্রকাশ্যে মাহ্দীরূপে আবির্ভূত হন। খার্তুমে তাঁহার সহিত সরকার যে

চুক্তি আলোচনা আরম্ভ করেন তাহা নিষ্ফল হয়। আবু'স-সা'উদের অধীনে যে দুইটি সৈন্যদল তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়, তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাহা ছাড়া 'আরাবী পাশার বিদ্রোহের ফলে মিসরীয় সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে শক্তিশালী কার্যক্রম গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফাশোদার গভর্নর রাশীদ পাশা, য়ুসুফ পাশা আল-শাল্লালী (গাদীরে, মে ১৮৮২ খৃ.) এবং হিক্স পাশা (শায়কান বা কাস্‌গিলে) ইঁহাদের নেতৃত্বে প্রেরিত অভিযানগুলি সবই অকৃতকার্য হইল। এইভাবে তাঁহার মাহ্‌দিয়্যাত-এর দাবীর সমর্থক কোর্দুফান হইতে বাহ'রু'ল-গ'যাল-এর ভিতর দিয়া পূর্ব সূদান পর্যন্ত অবাধে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সূদানের সাওয়াকিন-এ 'উছ'মান দিগ্‌নাঃ নামে একজন ভূতপূর্ব দাস ব্যবসায়ী তাঁহার চাকুরী গ্রহণ করে এবং শীঘ্রই মাহ্‌দীর দক্ষতম সেনাধ্যক্ষ বলিয়া গণ্য হয়। মাহ্‌দী তাঁহার ক্ষমতা পশ্চিমদিকে বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে জাগ্‌বূ'ব-এ মুহ'ম্মাদ আস-সানূসীর সহিত এবং মরক্কোর সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপনের সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহী অবস্থায় ১৩০১/১৮৮৪ সনের সামরিক অভিযানে তিনি খার্তুম পৌঁছেন। গোর্ডোনের বীরোচিত প্রতিরোধের পর ১৮৮৫ খৃ. ৩০ জানুয়ারী খার্তুম তাঁহার পদানত হয় এবং গোর্ডোন নিহত হন। এই বিজয়ের পর মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদ বেশী দিন জীবিত ছিলেন না, সম্ভবত জ্বর বিকারে তিনি ৯ রামাদ'ান, ১৩০২/২২ জুন, ১৯৮৫ সালে খার্তুমের নিকটবর্তী ওমদুর্‌মান-এ প্রাণত্যাগ করেন। খলীফা 'আবদুল্লাহ এইখানে তাঁহার কবরের উপর একটি সৌধ (قُبّة-কু'ব্বাঃ) নির্মাণ করেন। সেই সময় হইতে Kitchener কর্তৃক ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে 'আবদুল্লাহ-এর শাসন ও মাহ্‌দী রাজ্য ধ্বংস করা পর্যন্ত এখানেই মাহ্‌দীর সম্প্রদায়ের রাজধানী ছিল।

মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদের পরিচালনাধীনে মাহ্‌দী আন্দোলনের সংগঠন অল্প সময়েই বিকাশ লাভ করে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হযরত (স')-এর সুন্নাত অনুসরণ প্রতিষ্ঠিত করা। ইহা ছিল সম্পূর্ণ সামরিক প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান; কারণ ইহাতে হ'াজ্জ করা অপেক্ষা জিহাদ করার গুরুত্ব ছিল অধিকতর। তাঁহার সঙ্গে যে চারিজন খলীফা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আত্'-তা'আয়িশী ছিলেন সর্বাধিক অন্তরঙ্গ এবং নিঃসন্দেহে তাঁহারই প্রভাব ছিল প্রবলতম। যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি বণ্টন ও কোষাগার (বায়তু'ল-মাল) পরিচালনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইত।

মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদের শিক্ষার মধ্যে কতগুলি জনপ্রিয় চরমপন্থী সূ'ফীবাদের আদর্শ এবং কয়েকটি খাঁটি ইসলামী বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কঠোর যুহ্‌দ (কঠোর সাধনা) প্রগতি বিরোধী ছিল। মাহ্‌দিয়্যাঃ আন্দোলনে শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা এবং হ'াদীছ' ও তাফ্‌সীরের গ্রন্থগুলি জ্বালাইয়া দিবার আদেশ শিক্ষিত সমাজে বিরুদ্ধভাব জাগ্রত করে। কু'রআনের পরে কার্যকরী রহিল কেবল মাহ্‌দীর ঘোষণাবলী, রাতিব, (যি'ক্‌র ওয়াজ'ীফাঃ সংকলন) এবং মাজলিস। মাজ্‌লিস নামক গ্রন্থে পূর্বের সুন্নাতের পরিবর্তে মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদের নিজের সুন্নাত স্থান পাইয়াছে কিন্তু এই গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। চারি মায'হাব বাতিল করার মধ্যে সূ'ফীদের বহু প্রচলিত ইখ্‌তিলাফের প্রবণতা দেখা যায়। খুব সম্ভব কতকগুলি নিয়ম-কানূন-এ ওয়াহ'াবী প্রভাব পড়িয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞা যেমন বেশভূষা, সঙ্গীত, বিবাহাদিতে অপব্যয়, তামাক সেবন ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করা, বিশেষত পীরপূজা ও যাদুর বিরুদ্ধে আন্দোলনের উৎসাহ দেখিয়া তাহাই মনে হয়। কার্যত মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদ মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সম্মানার্হ হইয়া উঠেন।

মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদের একমাত্র প্রকৃত নূতনত্ব এই, তিনি কালিমাঃ শাহাদাতের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন, و اشهد ان محمد احمد بن عبد الله هو مهدى الله و خليفة رسوله (এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ আল্লাহ্‌র মাহ্‌দী এবং তাঁহার রাসূলের খলীফা)। মাহ্‌দী সম্বন্ধীয় প্রচলিত হ'াদীছ'গুলি যেক্ষেত্রে তাঁহার উদ্দেশের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে, সেখানে তিনি উহাতে পরিবর্তন সাধনে দ্বিধাবোধ করেন নাই। সুন্নাতসম্মত রুক্‌নগুলির পরিবর্তে তিনি নিম্নলিখিত ছয়টি রুক্‌ন বিধিবদ্ধ করেন: (১) স'ালাত, জামা'আতে স'ালাত সম্পাদনের উপর সর্বাপেক্ষা বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে, (২) জিহাদ, সুন্নাতের পরিপন্থীরূপে এবং হ'াজ্জের পরিবর্তে, (৩) আল্লাহ্‌র বিধি-নিষেধের আনুগত্য, (৪) কালিমাঃ শাহাদাত, তাঁহার সংযোজনসহ, (৫) কু'রআন পাঠ, (৬) রাতিব (ওয়াজ'ীফাঃ) পাঠ।

ধনী-দরিদ্রের সমতার ন্যায় কয়েকটি চরমপন্থী মতবাদ কতকটা প্রাচীন শী'আদের বিপ্লবী মনোভাব হইতে, কতকটা সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা হইতে মাহ্‌দীর আন্দোলনে প্রবেশ করে। সামাজিক মতবাদগুলি তাঁহার প্রধান বিষয় ছিল না কিন্তু জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য আনুষঙ্গিকভাবে তাহা চাতুর্যের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। কার্যত মাহ্‌দী আন্দোলন ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় কিছুটা কৃতকার্য হইয়াছে। দাসগণ ও দাস ব্যবসায়িগণ একই পতাকাতলে সংগ্রাম করিয়াছে। প্রায়শ অতি নগণ্য ব্যক্তিও অল্পকালের মধ্যে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছে।

সারা বিশ্বে মাহ্‌দীর আধিপত্য স্থাপনকে কেন্দ্র করিয়া মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদের পরলোক তত্ত্ব আবর্তিত হয়। তাঁহার পরিকল্পনা ছিল সূদান বিজয়ের পর মিসর, মক্কা, সিরিয়া ও কন্‌স্টান্টিনোপল জয় করা।

মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদের ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া অতি শীঘ্রই কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইতে থাকে। কখনো কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি ও তাঁহার ভক্ত শিষ্যরা এইরূপ উপাখ্যান সৃষ্টিতে উৎসাহ দিয়াছে এবং কখনো কখনো তাহারা উহাতে বাস্তবিকই বিশ্বাস করিত। তাঁহারই চাপে তাঁহার দরবারের ঘটনাপঞ্জী লেখক ইসমা'ঈল 'আবদু'ল-ক'াদির কিতাবু'ল-মুস্তাহ্‌দী ইলা সীরাতি'ল্-ইমাম আল-মাহ্‌দী নামে একটি অতিরঞ্জিত (জীবনী গ্রন্থ) প্রণয়ন করেন। ইহাতে ১২৯৮ হইতে ১৩০২ হি. পর্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ ছিল কিন্তু খলীফা 'আবদুল্লাহ্‌র সময় উহা দগ্ধ করা হয়। মিসরীয় লেখক শুকায়র (নিম্নে দ্র.) দাবী করেন যে, এই গ্রন্থের একখানি রক্ষা পাইয়াছে এবং উহা তাঁহার নিকট আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) না'উম শু'কায়র বে, তা'রীখু'স-সূদান, কায়রো, ১৯০৩ খৃ. (তৃতীয় খণ্ডে শুক'ায়র, মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদ ও খলীফা 'আবদুল্লাহ্‌র ফারমানগুলি, উপরিউল্লিখিত জীবনী গ্রন্থ হইতে এবং মিসরীয় সেনাবাহিনীতে তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মুহ'ম্মাদ আহ্'মাদ ও 'আবদুল্লাহ্‌র পরিচালনাধীন মাহ্‌দী আন্দোলনের অত্যন্ত পরিপূর্ণ বিবরণ দান করিয়াছেন); (২) জুর্‌জী যায়দান, রিওয়ায়াত আসীর আল-মুতামাহ্‌দী, কায়রো ১৮৯২ খৃ.; (৩) 'আবদু'র-রাহ্'মান আর-রাফি'ঈ, আছ'-ছ'াওরাতু'ল-'আরাবিয়্যাঃ ওয়া'ল-ইহ্'তিলাল আল-ইংকলীযী, কায়রো ১৯৩৩ খৃ.; (৪) F. R, Wingate,

Mahdiism the Egyptian Sudan, London 1891; (৫) ঐ লেখক, The Rise and Wane of the Mahdi Religion, London 1893; (৬) Jos. Ohrwalder, Aufstand u. Reich des Mahdi, Innsbruck 1892; (৭) Slatin Pasha Fire and Sword in the Sudan, London 1896, Hasenclever, Geschichte Agyptens im 19. Jahrhundert, Halle 1917, Ernst L. Dietrich, Der Mahdi Mohammed Ahmed nahc arabischen Quellen, in Isl., 1925, p. 8—90 (with further literature), Neue Mundschau, July-August 1931; (৮) A. v. Tiedemann Mit Kitchener gegen den Mahdi, Berlin 1906; (৯) R. A. Bermann, The Mahdi of Allah, London 1931; (১০) B. M. Allen, Gordon and the Sudan, London 1933; (১১) P. Crabites, Gordon, The Suden and Slave;y, London 1933; (১২) ঐ লেখক, The Winning of the Sudan, London 1934; (১৩) Fr. Charles-Roux, L' Egypte de 1801 a 1882, and H. Deherain, Le Soudan egyptien de Mohammed Aly a 'Ismail Pacha, Paris 1936; (১৪) A. Sammarco, Histoire de I' Egypte moderne, 3 vols, Cairo 1937.

Dietsich (S. E. I.)/শইখ শরফুদ্দীন

মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব (দ্র. ওয়াহ্হাবিয়াঃ)

মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিম, ইমাদু'দ্দীন (امام الدين محمد بن قاسم), সিন্ধু বিজেতা ও ইহার প্রথম মুসলিম শাসক (৯৩/৭১২—৯৬/৭১৫), তরুণ বীর, যোদ্ধা, বিশ্বের খ্যাতনামা সমরনায়কদের অন্যতম। খলীফা প্রথম ওয়ালীদ (শাসনকাল ৮৬/৭০৫—৯৬/৭১৫)-এর চাচাত ভাই, বসরার ওয়ালী হাজ্জাজ-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। জ. ৭৬/৬৯৫ সালে। বাল্যকালে তিনি পিতৃহীন হন। মাক্তাবের শিক্ষা সমাপ্তির পর হইতেই তাঁহার সৈনিক জীবন আরম্ভ হয়। সিন্ধু অভিযানের পূর্বে তিনি পারস্যের 'রায়্য' প্রদেশের শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁহার সর্বাধিক পরিচয় সিন্ধু বিজেতা হিসাবে। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি সিন্ধু জয় করিয়া তথায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন (৯৩/৭১২)।

ইসলাম-পূর্ব যুগ হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন উপকূলে 'আরবদের যাতায়াত ছিল। ইসলাম-উত্তর যুগে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইহার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় খলীফা 'উমার (রা) (১২/৬৩৪—২২/৬৪৪)-এর সময় হইতেই ভারত অভিযানের পরিকল্পনা শুরু হয়। তাঁহার খিলাফাতকালের পারস্য বিজয় এই পরিকল্পনার পথ সুগম করে। 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালেই ১৫/১৬ হি. সালে বাহ্'রায়ন ও 'উমান-এর প্রাদেশিক শাসনকর্তা (হাকিম) 'উছ্'মান ইব্ন 'আস' সমুদ্রপথে ভারত উপকূলে একটি অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'উমার (রা) 'আরবদের সমুদ্র অভিযানের অনভ্যস্ততার কারণে এইরূপ অভিযান নিষেধ করেন। 'উছ্'মান (রা)-এর খিলাফাতকালে (২২/৬৪৪-৩৪/৬৫৬) নৌ-বাহিনী গঠিত হইলে এই প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত হয়। মুসলিম নৌ-বাহিনীর প্রথম সেনাধ্যক্ষ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স। 'আলী (রা)-র খিলাফাতকালে (৩৫/৬৫৬—৪০/৬৬১) মুসলিম বাহিনী ভারত উপকূলে অভিযান পরিচালনা করে। ইতিমধ্যে 'আলী (রা)-র শাহাদাত-এর সংবাদ পৌঁছিলে এই অভিযান ব্যাহত হয়। মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর শাসনামলে (৪০/৬৬১—৬১/৬৮০) মাহীদ ইব্ন মুহাল্লাবের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী ভারত আক্রমণ করে এবং কাবুল জয় করিয়া মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হয় (৪৪/৬৬৫)। খলীফা 'আবদু'ল-মালিকের শাসনামলে (৬৬/৬৮৫—৮৬/৭০৫) মুসলিম বাহিনী রাজপুতানা আক্রমণ করে। ইহাতে আজমীরের রাজা মানিক রায় ও তাঁহার পুত্রের মৃত্যু হয় (৬৭/৫৮৬)। খলীফা আল-ওয়ালীদের শাসনামলে (৮৬/৭০৫—৯৭/৭১৫) হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফ ইরাকের ওয়ালী নিযুক্ত হন। তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও উৎসাহে খুরাসানের শাসনকর্তা কু'তায়বাঃ পরপর খাওয়ারিয্ম, খোজান্দ, শাশ, বোখারা, সমরকন্দ ও ফারগানা জয় করিয়া কাশগড় পর্যন্ত অগ্রসর হন। অতঃপর সিন্ধুর দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ভারত উপকূলে 'আরবদের যাতায়াত ছিল। কিন্তু 'আরব বাণিজ্য জাহাজ সিন্ধুর উপকূলে তথাকার জলদস্যুদের দ্বারা প্রায়ই লুণ্ঠিত হইত। ফলে সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্য বিপদ সংকুল হইয়া পড়ে। একদা সিংহলের উপকূলে একটি 'আরব বাণিজ্যতরী সমুদ্র ঝড়ে বিধ্বস্ত হইলে জীবিত যাত্রিগণ সিংহলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সিংহলের রাজা ইহাদের পরিবার-পরিজনসহ বহু মূল্যবান উপঢৌকনসম্বলিত ৮টি জাহাজ খলীফা ওয়ালীদ ও ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ ইব্ন য়ূসুফকে প্রেরণ করেন। সিন্ধুর দেবল (করাচী) বন্দরে তথাকার জলদস্যুদের দ্বারা জাহাজগুলি লুণ্ঠিত হয় এবং মহিলাসহ সকল যাত্রীকে বন্দী করা হয়। এই সংবাদ হাজ্জাজের নিকট পৌঁছিলে তিনি সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট ইহার ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। কিন্তু দাহির জলদস্যুগণ তাঁহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বলিয়া হাজ্জাজের দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে হাজ্জাজ ক্ষুব্ধ হন এবং দাহিরের ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তিদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে ভারতের হিন্দু রাজাগণ পারস্য অভিযানের সময় মুসলমানদের অগ্রগতি রোধের জন্য পারস্যকে সাহায্য করিয়াছিল। ইহাছাড়া হাজ্জাজের বিরুদ্ধবাদী কতিপয় যুবক সিন্ধু রাজ্যে পলায়ন করিলে হাজ্জাজ দাহিরের নিকট তাহাদের প্রত্যর্পণ দাবী করেন। কিন্তু দাহির এই দাবীও প্রত্যাখ্যান করেন। এই সকল কারণে হাজ্জাজ খলীফা ওয়ালীদের অনুমতিক্রমে সিন্ধু অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি 'উবায়দুল্লাহ ও বুদায়লের নেতৃত্বে পর পর দুইটি অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু দুইটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। অতঃপর তিনি মুহাম্মাদ ইব্ন কাসিমকে ৭১২ খৃস্টাব্দে ১২,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনীসহ সিন্ধু অভিযানে প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে ৫টি প্রস্তর ক্ষেপণাস্ত্র (মান্জানীক) ছিল। এই বাহিনী মাক্রানের মধ্য দিয়া সিন্ধুর দেবল বন্দরে উপনীত হয়। সাত দিন দাহিরের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ চলে। পরে ইব্ন কাসিম অবগত হইলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত দেবল মন্দির-শীর্ষে সবুজ রেশমী পতাকা উড্ডীন থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্থানীয় বাহিনী পরাজয় বরণ করিবে না। অতঃপর ইব্ন কাসিম মান্জানীক ব্যবহারে পতাকাটি অপসারিত করেন। ইহার পর দেবল মন্দির করায়ত্ত হয়। ইব্ন কাসিম তথায় একটি মস্জিদ নির্মাণ করেন এবং সেখানে ৪০০০ সৈন্য রাখিয়া নীরূন আক্রমণ করেন। নীরূনের

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ইব্‌ন ক'াসিমের আনুগত্য স্বীকার করে। ইহার পর ইব্‌ন ক'াসিম সীস্তানের দিকে অগ্রসর হন। সীস্তান ও সেহওয়ান মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করে। ইব্‌ন ক'াসিম সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া দাহিরকে আনুগত্য স্বীকারের আহ্বান জানান। দাহির ইহা প্রত্যাখ্যান করিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। 'রাওর' নামক স্থানে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দাহির পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার স্ত্রী ও সহচরিগণ অগ্নিদগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করে। অতঃপর চারিমাস অবরোধের পর ইব্‌ন ক'াসিম ব্রাহ্মণাবাদ অধিকার করেন। অল্প কালেই আলোর মুসলিম বাহিনীর অধিকারে আসে।

আলোর জয়ের পর মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ক'াসিম সমুদ্রতীর হইতে ৫০০ মাইল দূরে মুলতান আক্রমণ করেন। তিনি পথিমধ্যে রাবী নদীর তীরে সিক্কা দুর্গ অধিকার করেন। দেশীয় শাসকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বহু জাঠ, মেড ও অনেক মুলতানবাসী মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে। দুই মাস অবরোধের পর ৯৪/৭১৩ সালে মুলতান মুসলমানদের অধিকারে আসে। মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ক'াসিম অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিজিত অঞ্চলসমূহে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর তিনি কনৌজে সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই খালীফা ওয়ালীদের মৃত্যু ও মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ক'াসিমের বরখাস্তকরণের সংবাদ পৌঁছিলে এই অভিযান সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নাই।

মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ক'াসিম বিজিত অঞ্চলসমূহের শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য স্থানীয় প্রশাসক ও নিজ প্রতিনিধিবর্গকে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দেন। তিনি ভূম্যাধিকারীদের নিকট হইতে ভূমিরাজস্ব (খারাজ) আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করেন ও সৈন্য বাহিনীতে বাধ্যতামূলক অংশ গ্রহণ হইতে অব্যাহতি দানের বিনিময়ে সুস্থ-সবল বয়স্ক অমুসলিম পুরুষদের উপর জিয্‌য়াঃ কর আরোপ করেন। তিনি তাহাদিগকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন। সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনটি হারে জিয্‌য়াঃ আদায় করা হয়। গৃহহীন অমুসলিমদেরকে জিয্‌য়াঃ দিতে হইত না। কোন অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাকে জিয্‌য়াঃ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। কিন্তু কাহাকেও কখনও জোরপূর্বক ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় নাই। কর আরোপের ব্যাপারে তিনি সব সময় জনসাধারণের সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। ফলে তিনি বিজিত অঞ্চলের সকল শ্রেণীর জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেন। তিনি স্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিগণকে যথাযথ মর্যাদা দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে আনুগত্যের শর্তে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারাই প্রশাসন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। প্রত্যেক আঞ্চলিক শাসক তাঁহার মন্ত্রণা সভার সদস্য ছিলেন। যে-কোন সমস্যায় তিনি তাঁহাদের পরামর্শ চাহিতেন। স্থানীয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নেতৃবৃন্দও তাঁহাকে অকুণ্ঠ সমর্থন যোগাইয়াছেন। খালীফা ওয়ালীদের মৃত্যুর পর খালীফা সুলায়মান ইব্‌ন ক'াসিমকে বরখাস্ত করিলে স্থানীয় জনগণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা অশ্রুসিক্ত চোখে তাহাদের প্রাণপ্রিয় শাসনকর্তাকে বিদায় জানাইয়াছিল।

মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ক'াসিমের মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার উল্লেখ রহিয়াছে। এক বর্ণনামতে সিন্ধুরাজ দাহিরের দুই সুন্দরী কন্যা সূর্য দেবী ও পরিমল দেবীর প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগে খালীফা তাঁহাকে প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন (চাচনামাহ, ১৯৫)। অপর বর্ণনামতে হ'াজ্জাজ কর্তৃক স'ালিহ' ইব্‌ন 'আব্দি'র-রাহ'মানের ভ্রাতাকে হত্যার প্রতিশোধে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ক'াসিম, স'ালিহ' কর্তৃক নিহত হন। দামিশকে তাঁহাকে দাফন করা হয় [ফুতূহ''ল-বুলদান, উর্দু অনু., করাচী ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৬২৫]।

মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ক'াসিমের বীরত্ব অতুলনীয়। তিনি যে ক্ষিপ্রতার সহিত সমগ্র সিন্ধুদেশ জয় করিয়া মুলতান পর্যন্ত মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহার নজীর বিরল। তাঁহাকে নেপোলিয়ানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। স্পেন বিজয়ী মূসা ও ত'ারিক'-এর ন্যায় তাঁহাকেও বিভ্রান্তি ও প্রতিহিংসার শিকার হইতে হয়। ইহাতে তাঁহার সম্ভাবনাময় জীবনের অবসান ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) বালাযু'রী, ফুতূহ''ল-বুলদান, পৃ. ৪৩৫-৪১; (২) তা'রীখ-ই-ফিরিশ্‌তাহ, বোম্বাই, ১৮৩২, ২খ., ৬০৫-৮; (৩) নিজ'ামু'দ্‌-দীন-হ'ারাবী, ত'াবাক'াত আক্‌বারী, লখ্‌নৌ ১৮৭৫ খৃ., পৃ. ৬৩৩-৪; (৪) A. N. Hughes, Gazetteer of the Province of Sind, 1875, পৃ. 24-25; (৫) Imperial Gezetteer of India, 2 : 351, 22 : 395; (৬) Lanepoole, History of India, Vol. iii, chap. I; (৭) চৌধুরী মুহাম্মাদ 'আলী, প্রবন্ধ (উর্দু), সূফী, ৫ম বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৩১ খৃ., পৃ. ২৭-৩৬; (৮) মুহ'াম্মাদ 'আলী ও ইব্‌ন আবী বাক্‌র, তা'রীখ-ই-হিন্দ ওয়া সিন্দ, (ফার্‌সী অনুবাদ, চাচনামাহ)।

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ (দ্র. কায়সানিয়্যাঃ, শী'আঃ)

মুহাম্মদ ইমামু'দ্‌-দীন (محمد امام الدين : মুহাম্মদ ইমামু'দ্‌-দীন) (র), মাওলানা। তাঁহার কুন্‌য়াঃ আবুল ফরীদ; তিনি সায়্যিদ আহ'মাদ শাহীদ-এর অন্যতম প্রধান খালীফা। তাঁহার আদি বাসস্থান নোয়াখালী জিলার রওশানাবাদ এলাকার অম্বরাবাদ পরগণার হাজীপুর গ্রামে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনায় ১১৯১, ১১৯৫, ১১৯৯ বঙ্গাব্দ তাঁহার জন্মসন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় (আল-হেরা, ঢাকা, ১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮০ খৃ., পৃ. ২-৩)। তবে ইহার কোনটিই নির্ভরযোগ্য নহে। তিন বৎসর বয়সেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতার অন্যত্র বিবাহ হইলে মাতার সঙ্গে বিপিতার গৃহে তাঁহাকে আশ্রয় লইতে হয়। এইখানেই তিনি শৈশব অতিবাহিত করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ তীব্র হয়। কিন্তু বিপিতার গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করিতে হইত বলিয়া পড়াশুনার সুযোগ তিনি তেমন পান নাই। এই অবস্থায় এক সময় তাঁহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তিনি গৃহ ত্যাগ করার ইচ্ছা করেন ও এই ব্যাপারে মাতার অনুমতি গ্রহণ করেন। অতঃপর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে এক সুযোগে তাঁহার আঠার বৎসর বয়সে (তাফসীর-ই-'আযীযী, ওয়া'জ'-ই-'আযীযী, পৃ. ২) তিনি সুদূর দিল্লীর পথে যাত্রা করেন। তৎকালে ইসলামী বিষয়ে শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীগণ দিল্লী, রামপুর, সাহারানপুর ইত্যাদি শহরে গমন করিত। তিনি দিল্লীর মাদ্‌রাসা-ই-'আযীযিয়্যাঃতে (ভিন্নমতে প্রথমে রামপুরে) শিক্ষালাভ করেন। তিনি দিল্লীতে শাহ্ 'আবদু'ল-'আযীযের নিকট সি'হ'াহ' সিত্তাঃ অধ্যয়ন করেন।

তাঁহার কর্মজীবন দিল্লীতেই আরম্ভ হয়। দিল্লীর তৎকালীন প্রসিদ্ধ পীর শাহ গু'লাম 'আলীর মাদ্‌রাসায় তিনি শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাঁহার সাহচর্যে থাকিয়া তিনি তাস'াওউফের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং

শাহ গু'লাম 'আলীর নিকট সূ'ফী তত্ত্ব শিক্ষা করিতে থাকেন। এই সময়ে সায়্যিদ আহ্'মাদ শাহীদ-এর সঙ্গে দিল্লীতে তাঁহার সাক্ষাত হইলে তিনি তাঁহার হাতে বায়'আত হন। তিনি ২৫ বৎসর তাঁহার মুরশিদের খিদমতে উপস্থিত থাকিয়া মা'রিফাতের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন (মাওলানা রুহুল আমীন, বঙ্গ ও আসামের পীর আউ-লিয়ার কাহিনী)। তিনি তাঁহার মুরশিদের শিষ্য শাহ মুহ'ম্মাদ ইসমা'ঈল (র) (মৃ. ১২৪৬/১৮৩১ বালাকোটের যুদ্ধে) ও মাওলানা 'আবদু'ল-হ'ায়্যি (র)-এর নিকটও 'ইল্ম-ই তাস'াওউফ শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। হ'াজ্জের উদ্দেশ্যে তিনি ১২৩৬/১৮২১ সালে তাঁহার মুরশিদের সঙ্গে মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন। তৎকালে হ'াজ্জ যাত্রীদের কলিকাতায় জাহাজে আরোহণ করিতে হইত। তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিলে ইমামু'দ্-দীন তাঁহার পীরের অনুমতিক্রমে মাতার সঙ্গে দেখা করিতে নোয়াখালী যান। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনকালে আরও প্রায় ৪০ ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গী হয়। কলিকাতায় আসিয়া এই সকল ব্যক্তি সায়্যিদ আহ্'মাদের মুরীদ হইয়াছিল। হ'াজ্জ সমাপ্ত করিয়া ১২৪০/১৮২৪ সালে ইমামু'দ্-দীন তাঁহার মুরশিদের সঙ্গে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন (গু'লাম রাসূল মিহ্র, সায়্যিদ আহ্'মাদ শাহীদ, পৃ. ৩১৯)। তাঁহার মুরশিদ মক্কা শারীফ হইতে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করেন এবং শক্তি প্রয়োগ করিতেও প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাই তাঁহার আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শিখগণ মুসলমানদের বিরোধিতা ও ইংরেজদের সহায়তা করে এবং পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লয়। ফলে তাহাদের সঙ্গে সায়্যিদ আহ্'মাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয়। সায়্যিদ আহ্'মাদ তাঁহার অনুসারীদিগকে অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিয়া এই জিহাদে শরীক হইতে উৎসাহ প্রদান করেন। ইমামু'দ-দীন তাঁহার মুরশিদের আহ্-বানে এই জিহাদে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

শিখ ও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে তিনি তাঁহার মুরশিদের সঙ্গে ছায়ার ন্যায় অবস্থান করিয়াছেন। সিত্তার নিকটে 'উশ্রাঃ এলা-কায় সায়্যিদ আহ্'মাদ তাঁহার হি'ফাজ'াতের উদ্দেশ্যে যে বারজন মুজাহিদকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ইমামু'দ্-দীন অন্যতম। পাঞ্জতার দুর্গে সায়্যিদ আহ্'মাদের কক্ষের পার্শ্ববর্তী একটি কক্ষে ইমামু'দ্-দীন থাকিতেন। সায়্যিদ আহ্'মাদের পাঞ্জতার হইতে চালিয়ে যাওয়ার সময় ইমামু'দ্-দীনও তাঁহার সঙ্গে যান। গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্মে সায়্যিদ আহ্'মাদ সর্বদা তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন।

ইমামু'দ্-দীনের অনুসরণে তাঁহার ভাই 'আলীমু'দ্-দীন বাংলাদেশ হইতে একদল মুজাহিদকে সঙ্গে লইয়া জিহাদে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গমন করেন এবং তথায় এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। হাযারাহ্ জিলার বালাকোট যুদ্ধে সায়্যিদ স'াহি'ব ১২৪৬/১৮৩১ সালে শহীদ হন এবং ইমামু'দ্-দীন সেই যুদ্ধে আহত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় ময়দানে তিনদিন পড়িয়া ছিলেন (সুস্থ হওয়ার পরেও তাঁহার কপালে ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন দৃশ্যমান ছিল)। অতঃপর তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে তিনি তাঁহার মুর-শিদের অনুসন্ধানে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিতে থাকেন, যদিও মুরশিদের শাহাদাতের সংবাদ ইতিমধ্যে লোকমুখে শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিন মাস এইভাবে অতিবাহিত করার পর তিনি নিজ বাসস্থান নোয়াখালী প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুধারামের নিকটবর্তী সাদুল্লাহপুর গ্রামে স্থায়ী-ভাবে বাস করিতে থাকেন। কথিত আছে, স্বপ্নযোগে তাঁহার পীর তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া হিদায়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। এইখানে (১২২৭ বঙ্গাব্দে) তিনি ইসলাম প্রচারে মনো-নিবেশ করেন। তিনি গ্রামে-গঞ্জে ঘুরিয়া লোকদিগকে ইসলামের বাণী শুনাইতেন। তাঁহার আদর্শ চরিত্র, ধর্মানুরাগ, জিহাদী মনোভাব ও শারী'আত বিষয়ে গভীর জ্ঞানের জন্য এতদঞ্চলের সর্বশ্রেণীর জন-সাধারণের মধ্যে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং বহু লোক তাঁহার মুরীদ হয়। তাঁহার মুরীদ ও ভক্তগণ সাতাইশের (অর্থাৎ ১২২৭ সালে হিদায়াত প্রাপ্ত) মুসলমান নামে অভিহিত হইতেন। তিনি জনসাধারণকে আযাদী লাভের প্রেরণায়ও উদ্বুদ্ধ করিতেন। তাঁহার এই ধরনের প্রচারকার্য সম্পর্কে সরকারের নিকট অভিযোগ পেশ করা হইলে তৎকালীন ইংরেজ জিলা প্রশাসক তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনের পর জিলা প্রশাসকের সন্দেহ দূর হয় এবং তাঁহাকে নির্বিঘ্নে হিদায়াতের কাজ করিয়া যাইতে অনুমতি দেন (রুহুল আমীন, বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়ার কাহিনী)। চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চল হইতে বিদ'আতসমূহ দূর করিতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন ও বহুলাংশে কৃতকার্যও হইয়াছেন। মাও-লানা কারামাত 'আলী জৌনপুরী (র) (মৃ. ১২৯০/১৮৭৩) তাঁহার নিকট সি'রাতু'ল-মুসতাক'ীম গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে নোয়াখালী গমন করিয়াছিলেন (শাহ মুহ'ম্মাদ ইসমা'ঈল ও মাওলানা 'আবদু'ল-হ'ায়্যি এই কিতাবটি সায়্যিদ আহ্'মাদের নির্দেশে রচনা করিয়া-ছিলেন)। ঢাকার শুরীখোলার শাহ আহ'সানুল্লাহ (র) (মৃ. ১৯২৬ খৃ.) কিছু দিন মাওলানা ইমামু'দ্-দীনের খিদমাতে অবস্থান করিয়া-ছিলেন।

মাওলানা তাঁহার উস্তাদ শায়খ 'আবদু'ল-'আযীয মুহ'াদ্দিছ'-এর দারস-ই-তাফ্সীরে উপস্থিত থাকিতেন। যাহা শ্রবণ করিতেন তাহা তিনি লিখিয়া রাখিতেন। ১২৫৯/১৮৪৩ সালে তিনি তাঁহার এই সংকলনের পরিমার্জন করেন। ইহা ফারসীতে লিখিত ও সূরাঃ মু'মিনূন হইতে সূরাঃ য়াসীন পর্যন্ত কু'রআনের তাফ্সীর (মুলতান শহর হইতে প্রকাশিত)।

মাওলানার অনেক কারামাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, কিছু জিনও তাঁহার মুরীদ ছিলেন (রুহুল আমীন, বঙ্গ ও আসা-মের পীর আউলিয়ার কাহিনী)।

ইমামু'দ্-দীন হাতিয়ার দা'ইরা-র চাঁদ শাহ-এর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৌহিত্র ছিলেন মাওলানা 'আবদু'ল-গ'ানী, ওয়ালিয়্যুল্লাহ, হ'াবীবুল্লাহ, ও সি'দ্দীকু'ল্লাহ। তাঁহারা সকলেই ভাল 'আলিম ছিলেন। প্রথমোক্ত জন ইমামু'দ্-দীনের জীবনী ফারসী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা প্রকাশিত হয় নাই। খান বাহাদুর হ'ামীদুল্লাহ (মৃ. ১৮৭০ খৃ.) 'আন্ওয়ারুন্-নাযিরায়ন' নামক গ্রন্থেও ইমামু'দ্-দীনের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানাও বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

ইমামু'দ্-দীন দ্বিতীয়বার হ'াজ্জ সম্পন্ন করিয়া পথে আদান (Aden) বন্দরের নিকটে ১২৭৪/১৮৫৭ সালে ইন্তিকাল করেন। কাফনাবৃত তাঁহার লাশ যথারীতি সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) এম. ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর-আউলিয়াগণ, ফেনী ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ১৩১-৩৩; (২) মুহ'াম্মাদ মুত'ী-'উ'র-রাহ'মান, আঈনাহ্-ই-ওয়ায়সী, পাটনা ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৯৫-৯৮; (৩) রুহুল আমীন, বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়ার কাহিনী, আল-আমীন. ঢাকা, ১ম বর্ষ, ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা; (৪) এ. এস. এম. আতহার উদ্দীন মোল্লা, হযরত মাওলানা ইমামুদ্দীন

(র) (প্রবন্ধ), আল-হেরা, ঢাকা, ১১শ বর্ষ, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা ; (৫) গু'লাম রাসূল মিহ্‌র, সায়্যিদ আহ'মাদ শাহীদ, কিতাব মান্‌যিল, লাহোর ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ৩১৯।

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন

মুহ'াম্মাদ ইল্য়াস (محمد الياس), মাওলানা (মাওলানা৷), ছিলেন প্রখ্যাত মুবাল্লিগ', দক্ষ সংগঠক, বিশিষ্ট মুহ'াদ্দিছ', সমাজ সংস্কারক এবং একজন যোগ্য 'আালিম। তাব্‌লীগ' জামা৷'আতের মূল প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি সমধিক খ্যাত। তাঁহার তা'রীখী নাম আখ্‌তার ইলয়াস।

১৩০৩/১৮৮৫ সনে দিল্লী সন্নিহিত কান্ধালা নামক স্থানে মাতুলালয়ে মাওলানা৷ ইল্য়াস (র)-এর জন্ম হয়। পিতা মাওলানা৷ ইসমা৷'ঈল পুরাতন দিল্লীর নিজ'াামু'দ-দীন নামক বস্তিতে বসবাস করিতেন। প্রখ্যাত সূ'ফী সাধক নিজ'াামু'দ-দীন আওলিয়া৷' (র)-এর মাযা৷র সন্নিহিত এই এলাকাটি উল্লিখিত নামেই পরিচিত। প্রথমা স্ত্রীর ইন্‌তিকালের পর মাওলানা৷ ইসমা৷'ঈল কান্ধালার বিখ্যাত ধর্মপরায়ণ সি'দ্দীক'ী পরিবারে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রী বেগম স'াফিয়্যা৷ঃ ছিলেন কু'রআান মাজীদের হ'াাফিজ'াঃ। ইনি ছিলেন খ্যাতনামা 'আালিম মাওলানা৷ মুজ'াফ্‌ফার হ'সায়ন ও তদীয় পুণ্যবতী স্ত্রী আমাতু'র-রাহ'মাান-এর দৌহিত্রী। প্রধানত এইরূপ আল্লাহ্-ভক্ত মাতা-পিতা ও মাতামহীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালিত হইবার কারণেই বাল্যকাল হইতে মাওলানা৷ ইল্য়াসের মধ্যে দীনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছিল।

মাওলানা৷ মুহ'াম্মাদ ইসমা৷'ঈলের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে মাওলানা৷ ইল্য়াসের জন্ম হয়। পারিবারিক ঐতিহ্যানুসারে শৈশবেই তিনি কু'রআান শারীফ হি'ফ্‌জ' করেন। অতঃপর পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে মাতা ও মাতামহীর তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক কিতাবাদি অধ্যয়ন শুরু করেন। তাঁহার পিতা 'ইবাাদাত-বন্দেগীতে অত্যধিক লিপ্ত থাকায় বালক ইল্য়াসের লেখাপড়ার প্রতি নজর দিতে পারিতেন না। ফলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাওলানা৷ য়াহ'য়া৷ তাঁহাকে নিজের নিকট গাঙ্গুহ-এ লইয়া আসেন। অতঃপর তাঁহার তত্ত্বাবধানে বালকের লেখাপড়া আরম্ভ হয় (১৩১৫ হি.)।

গাঙ্গুহ-এ প্রখ্যাত 'আালিম, মুহ'াদ্দিছ' ও ফাক'ীহ্ মাওলানা৷ রাশীদ আহ্'মাদ -গাঙ্গুহী (র)-এর সান্নিধ্যে ইল্য়াসের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। এই 'আালিমের সান্নিধ্যে থাকিয়া ইল্য়াস একদিকে যেমন 'ইল্‌ম-ই-শারী'আতে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তেমনি অন্যদিকে 'ইল্‌ম-ই-মা'রিফাতেরও ফায়্‌দ' (فيض) লাভ করেন। ১৩২৩ হিজরীতে বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার (ইল্য়াসের) শায়খ ও মুরশিদ মাওলানা৷ গাঙ্গুহী (র) ইন্‌তিকাল করেন। ইহাতে তিনি গভীর আঘাত পান। পরবর্তী জীবনে তিনি বলিয়াছিলেন, "জীবনে দুইটি আঘাত আমাকে মূক করিয়া দিয়াছে ঃ প্রথম আমার আব্বাার ইন্‌তিকাল এবং দ্বিতীয় আমার শায়খ হযরত গাঙ্গুহী (র)-এর চিরবিদায়।"

মাওলানা৷ গাঙ্গুহী (র)-র ইনতিকালের পর তিনি (ইলয়াস) অধিকাংশ সময় নির্জন বাস ও মুরাাক'াবাঃ-র মধ্যে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি কঠোর রিয়াাদ'াত ও মুজাাহাদাঃ-য় লিপ্ত থাকেন। প্রখ্যাত বুযুর্গ মাওলানা৷ 'আবদু'ল-ক'াাদির রায়পুরী (র) একবার বলিয়াছিলেন ঃ তাবলীগ'-ই দীন ও ইশা৷'আতে ইসলাম তথা দীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে মাওলানা৷ ইলয়াস যে অবদান রাখিয়াছেন এবং এই ক্ষেত্রে তিনি যে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার এই কঠোর রিয়াাদ'াত ও মুজাাহাদা-র ফল

মাওলানা৷ ইল্য়াস 'ইল্‌ম-ই-হ'াদীছে' সনদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ গমন করেন এবং উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ মুহ'াদ্দিছ' শায়খু'ল-হিন্দ মাওলানা৷ মাহ'মূদু'ল-হ'াসান-এর নিকট এক বৎসরকাল বুখারী ও তিরমিয'ী শারীফের দারূস গ্রহণ করেন এবং সনদ লাভ করেন। প্রখ্যাত মুহ'াদ্দিছ' 'আল্লামাঃ ইব্‌রাাহীম বাল্য়াাব'ী ছিলেন তাঁহার সহপাঠী। এই সময় তিনি তাঁহার উস্তাদের নিকট জিহাাদেরও বায়'আত গ্রহণ করেন।

দেওবান্দ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় তিনি তাঁহার অগ্রজ মাওলানা৷ য়াহ'য়া৷-র নিকট হ'াদীছে'র দারূস গ্রহণ করিতে থাকেন। অতঃপর 'ইল্‌ম-ই-দীনে সনদ লাভ করিয়া শায়খু'ল-হিন্দ-এর নিকট দ্বিতীয় দফা বায়'আত গ্রহণের গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁহাকে মাওলানা৷ গাঙ্গুহীর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা৷ খালীল আহ'মাদ সাহাারানপুরীর নিকট গমনের পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ মুতাবিক তিনি সাহাারানপুরী (র)-এর খিদমতে হাযির হইয়া 'ইল্‌ম-ই-ত'ারীক'াতে কামাালিয়াত প্রাপ্ত হন। এই পর্যায়ে গাঙ্গুহী (র)-এর খলীফা, সমসাময়িক 'আালিম-'উলামা৷' ও আওলিয়া৷'-ই-কিরাামের সঙ্গে মাওলানা৷ ইল্য়াসের ভক্তি ও ভালবাসার সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ইঁহাদের মধ্যে শাহ 'আবদু'র-রাহ'ীম রায়পুরী, শায়খু'ল-হিন্দ মাওলানা৷ মাহ'মূদু'ল-হ'াসান ও মাওলানা৷ আশরাফ 'আালী থাানাব'ী (র) উল্লেখযোগ্য।

১৩২৮ হি., শাওওয়াল মাসে সাহারানপুর মাদ্‌রাসা মাজ'াাহিরু'ল-'উলূম-এ তাঁহাকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ইহাই ছিল মাওলানা৷ ইল্য়াসের নিয়মিত কর্মজীবনের আরম্ভ। শিক্ষাদান কার্যে তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। ৬ যূ'ল-ক'াদাঃ, ১৩৩০/১৭ এপ্রিল, ১৯১২ সনে তাঁহার মামা মাওলাব'ী রা'উফু'ল-হ'াসান-এর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শাওওয়াল, ১৩৩৩ হি.-তে হ'াজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা মু'আজ্‌'জ'ামাঃ রওয়ানা হন এবং সেইখানে ছয় মাস অবস্থানের পর ১৩৩৪ হি., রাবী'উ'ছ'-ছ'াানী মাসে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

যু'ল-ক'াদাঃ, ১৩৩৪ হি.-র ১০ তারিখে অগ্রজ মাওলানা৷ য়াহ্'য়া৷ এবং ইহার দুই বৎসর পর ১৩৩৬ সনের ২৫ রাবী-'উ'ছ'-ছ'াানী জ্যেষ্ঠ মাওলানা৷ মুহ'াম্মাদ ইন্‌তিকাল করেন। ইঁহাদের মৃত্যুতে তিনি গভীরভাবে শোকাহত হন। অতঃপর পরিবারের ভক্ত ও অনুরক্তদের পীড়াপীড়িতে বস্তি নিজ'াামু'দ-দীনে অবস্থিত মস্‌জিদ ও মাদ্‌রাসার সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণে তিনি রাযী হন। অতঃপর জুমাাদা'ল-উলাার ২০ তারিখে সাহারানপুর হইতে কান্ধালা এবং তথা হইতে বস্তি নিজ'াামু'দ-দীনে চলিয়া আসেন এবং মসজিদ ও মাদ্‌রাসার সার্বিক তত্ত্বাবধান ছাড়াও 'ইবাাদাত-বন্দেগী ও রিয়াাদ'াত-মুজাাহাদায় আত্মনিয়োগ করেন।

এই সময় দিল্লীর দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ মেওয়াতী এলাকার অধিবাসীবৃন্দের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইহাদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুসলিম সমাজপতি ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সুদীর্ঘ উপেক্ষার ফলে ইহারা ধীরে ধীরে ইসলামের আলো হইতে দূরে সরিয়া যায় এবং অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও ধর্মহীনতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় (দ্র. Major

_'owlet, আলওয়ার গেজেটিয়ার, ১৮৭৮ খৃ.; গোরগাঁও গেজেটিয়ার এবং ভরতপুর গেজেটিয়ার, ১৯১০ খৃ.; শেষোক্ত গেজেটিয়ারদ্বয়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আচার-অনুষ্ঠান দৃষ্টে ইহারা ছিল আধা-মুসলিম, আধা-হিন্দু)। পিতা মাওলানা ইসমা'ঈল-এর সঙ্গে পীর-মুরীদীর সম্পর্কসূত্রে তিনি মেওয়াতী অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাহাদের দীনি অবস্থাদৃষ্টে ব্যথিত হন। সর্বপ্রথম তিনি সেখানে একটি মক্তব (মাক্তাব) প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় ক্রমে আরও দশটি মক্তব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এই সকল মক্তবে মেওয়াতী অঞ্চলের শিশু-কিশোরদিগকে কু'রআান শারীফ ও প্রাথমিক মাসা'ইল শিক্ষা দেওয়া হইত। এইভাবে মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি তাবলীগ'-ই-দীনের ভিত্তি রচনা করেন। অতঃপর তিনি বয়স্কদের শিক্ষার উপায় চিন্তা শুরু করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যে পর্যন্ত না সর্বসাধারণের মধ্যে দীনের উপলব্ধি পরিপূর্ণরূপে আসিবে, সে পর্যন্ত মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন সম্ভব নহে।

হি. ১৩৪৪ সনের শাওওয়াল মাসে মাওলানা ইল্য়াস তাঁহার উস্তাদ মাওলানা খালীল আহ্'মাদ সাহারানপুরীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার হ'াজ্জে গমন করেন। হ'াজ্জ পালন শেষে তিনি মদীনা মুনাওওয়ারায় হযরত (স')-এর রাওদ'াঃ যিয়ারাতে যান। এইখানে তিনি তাবলীগ'-ই-দীনের পরিপূর্ণ অনুপ্রেরণা লাভ করেন। অতঃপর হি. ১৩৪৫ সনের ১৩ রাবী'উ'ছ'-ছ'ানী দেশে ফিরিয়া তিনি তাবলীগ'ী প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং অন্যদিগকে বিশেষত 'আলিম সমাজকে সাধারণ মানুষের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের তাবলীগ'ী ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করেন। হি. ১৩৫১ সনে তৃতীয়বারের মত হ'াজ্জ করেন।

মাওলানা ইল্য়াস তাবলীগ'-ই-দীনের উদ্দেশ্যে কেবল বহু মক্তব এবং মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, সংসারী মানুষ ঘর-সংসার ছাড়িয়া মক্তব-মাদ্রাসায় ভর্তি হইবে না, অথচ গভীর মনোযোগ ও পরিপূর্ণ একাগ্রতা ব্যতিরেকে কোন অজ্ঞ লোকের পক্ষে সংক্ষিপ্ত সময়ে 'ইবাদাত-বন্দেগীর প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি রপ্ত করাও সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে দুই-একটি ওয়া'জ'-নাস'ীহ'াত অজ্ঞ জনগণের সামগ্রিক জীবনধারাকে বদলাইয়া দিবে, দীর্ঘদিনের লালিত জাহিলী ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন সাধন করিবে এবং তাহারা সুষ্ঠু 'আমল ও শুদ্ধ 'আক'ীদায় অভ্যস্ত হইয়া যাইবে—এইরূপ মনে করা অবাস্তব। এই সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, লোকদিগকে ছোট ছোট জামা'আতে সংগঠিত করিয়া ঘর-সংসারের পরিবেশ হইতে কিছুদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে এবং মস্জিদ কিংবা ধর্মীয় পরিবেশে সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দীনের তা'লীম প্রদান করিতে হইবে। অতঃপর তাহাদিগের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে দীনের দা'ওয়াত দিতে হইবে যাহাতে তাহারা যাহা শিখিবে, দীনের দা'ওয়াত দিতে গিয়া তাহা জনসাধারণের সমক্ষে বলিতে হইলে নিজেদের অন্তরে তাহা গাঁথিয়া যায়। অধিকন্তু ইহারা দীনী ও 'ইল্মী কেন্দ্রগুলিতে 'আলিম ও মুত্তাক'ীদের মজলিসে নিয়মিত উঠাবসা করিলে, তাঁহাদের কথাবার্তা শ্রবণ করিলে এবং তাঁহাদের কাজকর্ম ও চলাফেরা প্রত্যক্ষ করিলে প্রাত্যহিক দীনী যিন্দেগীর একটি নক্শা তাহাদের মনের উপর প্রতিফলিত হইবে। এতদুদ্দেশ্যে অবসর সময়ে কু'রআান কারীমের কিছু অংশ শুদ্ধ করিয়াপড়া, শারী'আতের মসলা-মাসা'ইল ও আহ'কামের ফাদ'া'ইল এবং রাসূল (স') ও স'াহ'াবাঃ-ই-কিরামের জীবন সম্পর্কে জ্ঞান দান করার ব্যবস্থা করিয়া ইহাদের প্রত্যেকটি জামা'আতকে এক-একটি চলন্ত মাদ্রাসার রূপ দিতে পারিলে সম্ভবত রাসূল কারীম (স')-এর স'াহ'াবীদের আদর্শে ইসলামের আদি যুগের নমুনায় একটি নব্য মুবাল্লিগ' সংঘ সৃষ্টি করা যাইবে। এই উপলব্ধি হইতেই তিনি তাবলীগ' জামা'আতের প্রতিষ্ঠা করেন। ছয়টি উসূ'ল বা মূলনীতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপে ছয় মূলনীতি নিম্নরূপ :

কালিমাঃ, সলাত, 'ইল্ম ও যি'ক্র, ইক্রামু'ল-মুসলিমীন তথা মুসলিমদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাস্'হ'ীহ্'-ই-নিয়্যাত বা নিয়্যাত শুদ্ধ করা এবং নাফ্র ফী সাবীলিল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র রাস্তায় বাহির হওয়া।

তাবলীগ' জামা'আতের লক্ষ্য সম্পর্কে বলিতে গিয়া মাওলানা বলিতেনঃ আমাদের আন্দোলনের আসল লক্ষ্য ইসলামের গোটা 'ইল্মী ও 'আমলী নিজ'াম তথা ইসলামের সমগ্র জ্ঞান ও কর্ম জগতের সঙ্গে মুসলিম উম্মা-র সংযোগ স্থাপন। রইল দা'ওয়াত ব্যপদেশে কাফিলার ইতস্তত বিচরণ তথা তাবলীগ'ী গাশ্ত। ইহা সেই লক্ষ্য হাসিলের প্রাথমিক উপায় বা মাধ্যম এবং কালিমাঃ ও স'ালাতের তা'লীম ও তালক'ীন আমাদের সমগ্র পাঠ্যসূচীর (নিস'াব) অ-আ, ক-খ মাত্র।

মাওলানা ইল্য়াস (র)-এর ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের জীবন্ত প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এই তাবলীগ' জামা'আত। কয়েকজন সহচরকে সঙ্গে লইয়া তিনি এই আন্দোলনের সূচনা করিয়াছিলেন। আজ উহাই লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তরলোকে স্থায়ী আবাস স্থাপন করিয়াছে।

২৩ রাজাব, ১৩৬৩/১৯৪৪ সনের ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রির শেষভাগে এই মহান মুবাল্লিগ' ও দা'ঈ দীর্ঘ রোগভোগের পর ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি একমাত্র পুত্র মাওলানা য়ুসুফ ও এক কন্যা রাখিয়া যান।

মাওলানা ছিলেন খর্বাকৃতির, গৌর বর্ণের এবং হাল্কা-পাতলা গড়নের, কিন্তু বেশ শক্তি-সামর্থের অধিকারী ও কষ্ট সহিষ্ণু। তাবলীগ'ী প্রয়োজনে দরকার বোধে পর্বত আরোহণ এবং গরম লু-হাওয়া বরদাশ্ত করিতেন। তাবলীগ'ী জামা'আত সংগঠনের মধ্যে তাঁহার অদম্য ও উন্নত মনোবলের পরিচয় পাওয়া যায়। দীনের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ও নিষ্ঠা বরাবরই প্রবল ছিল। এমনকি ছাত্রাবস্থায়ও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। তাঁহার উস্তাদ শায়খু'ল-হিন্দ (র) বলিতেন : ইলয়াসকে দেখিলে আমার মানসপটে স'াহ'াবাঃ-ই কিরাম-এর ছবি ভাসিয়া উঠে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুহিউদ্দীন খান, হযরতজী মাওলানা মুহম্মদ ইলয়াছ (র), মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৩৯৭ হি.; (২) সায়্যিদ আবু'ল-হ'াসান 'আলী নাদাব'ী, মাওলানা মুহ'ম্মাদ ইল্য়াস আওর উন্কী দীনী তাহ্'রীক; (৩) মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ্, ছয় নম্বর ও তাবলীগী ছফর বা দাওয়াত ও তাবলীগ, ১৯৭৪ ইং/১৩৮১ বাং; (৪) মাওলানা নূরুর রহমান, তাযকিরাতুল আওলিয়া, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৮২ খৃ., ৬ষ্ঠ., ২৬৫-৭৫; (৫) সায়্যিদ ক'াসিম মাহ'মূদ, ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া, করাচী ১৯৮৪ খৃ., ২২২ ও ৬৩৮-৪০ পৃ.; (৬) 'আবদু'র-রাশীদ আরশাদ সংকলিত, বীস বাড়ে মুসালমান, মাকতাবাঃ রাশীদিয়াঃ লি., লাহোর ১৯৭০ খৃ., ৫৮০-৯৭ পৃ., দ্র. লিরো.; (৭) মাওলানা ইহ'তিশামু'ল-হ'াসান

কানদেহলাব'ী, হ'ালাত মাশাইখ-ই কানদেহলাহ্, দিল্লী ১৩৯৩ হি., পৃ. ২৩০।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

মুহ'ম্মাদ ক'াসিম নানুতাব'ী (محمد قاسم نانوتوی), মাওলানা (১২৪৮/১৮৩২—১২৯৭/১৮৮০), ভারতের যুক্ত প্রদেশ (ইউ. পি.)-এর অন্তর্গত সাহারানপুর জিলার ছোট অথচ ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ নানুতা নগরে ১২৪৮/১৮৩২ সনের শেষভাগে অথবা ১৮৩৩ সনের প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশ পরম্পরা প্রথম খলীফা আবু বাকর সি'দ্দীক' (রা)-এর সহিত যুক্ত হয়। তাঁহার 'তা'রীখী' নাম খুরশীদ হ'সায়ন। তাঁহার পিতার নাম শায়খ আসাদ 'আলী সি'দ্দীক'ী; তিনি ছিলেন ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত। তিনি চাষাবাদ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। মাওলানা নানুতাব'ীর বংশের অনেকেই ছিলেন ধর্ম বিষয়ে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে বুৎপন্ন। তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য 'আল্লামাঃ মামলূক 'আলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের অনেক প্রসিদ্ধ 'আলিমের উস্তাদ।

নানুতা নগরে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিবার পর মাওলানা ক'াসিম দেওবান্দে মাওলানা মাহ্তাব 'আলীর নিকট 'আরবী ও ফারসী অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি সাহারানপুরে মাওলানা মুহ'ম্মাদ নাওয়ায-এর নিকট 'আরবী শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি দিল্লী সরকারী কলেজের 'আরবী বিভাগের অধ্যক্ষ তাঁহার পিতৃব্য মাওলানা মামলূক 'আলী (মৃ. ১৮৫১ খৃ.)-এর নিকট 'আরবী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার এক বৎসর পর উপমহাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মাওলানা রাশীদ আহ্'মাদ গাঙ্গুহী ও মাওলানা মামলূক 'আলীর নিকট উপস্থিত হন। কিছুদিন স্বতন্ত্রভাবে অধ্যয়নের পর রাশীদ গাঙ্গুহী মুহ'ম্মাদ ক'াসিম নানুতাব'ীর সঙ্গে সহপাঠীরূপে অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীকালে তাঁহারা উভয়েই বিশ্বের সেরা 'আলিম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। মাওলানা নানুতাব'ী সি'হ'াহ' সিত্তাঃ অধ্যয়ন করেন মাওলানা 'আবদু'ল-গ'নী মুজাদ্দিদী মুহ'াদ্দিছ' (মৃ. ১৮৭৮ খৃ.) এবং মাওলানা আহ্'মাদ 'আলী মুহ'াদ্দিছ' সাহারানপুরী (মৃ. ১৮৭৯ খৃ.)-এর শাগরিদরূপে।

অধ্যয়ন সমাপ্তির পর মাওলানা নানুতাব'ী গ্রন্থ সম্পাদনা, সংশোধন ও টীকা লিখন ইত্যাদি কাজের জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ১২৬৭/১৮৫১ সনে দিল্লীর আহ্'মাদী মুদ্রণালয়ে যোগদান করেন। তিনি মাওলানা আহ্'মাদ 'আলী মুহ'াদ্দিছ' সাহারানপুরীকৃত স'াহ'ীহ' বুখারীর টীকা প্রস্তুতিতে তাঁহার সহায়তা করেন এবং নিজে স'াহ'ীহ' বুখারীর শেষ পাঁচ অধ্যায়ের টীকা রচনা করেন। এই অধ্যায়গুলিতে স্থানে স্থানে ইমাম বুখারী, ইমাম আবূ হ'ানীফার মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মাওলানা ক'াসিম যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে ইমাম বুখারীর মত খণ্ডন করেন।

মাওলানা ক'াসিম আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করেন ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীর কাছে এবং তাঁহার হস্তে বায়'আত করেন। তিনি শায়খ-এর খিদ্মতে কিছু সময় অবস্থান করিয়া 'সুলূক'-এর মান্যিল-সমূহ অতিক্রম করেন। শায়খ তাঁহাকে খিলাফাত দান প্রসঙ্গে মন্তব্য করিলেন যে, মুহ'ম্মাদ ক'াসিমের যুহ্দ ও তাক'ওয়া ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুলভ হইলেও এই যুগে দুর্লভ।

ওয়ালীয়ুল্লাহ (র) কর্তৃক সংগঠিত আন্দোলনের ফলে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে মাওলানা নানুতাব'ী অংশ গ্রহণ করেন। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কীকে আমীর এবং মাওলানা নানুতাব'ীকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। থানা ভঁবনের ক'াদ'ী 'ইনায়াত 'আলী খানের প্রাসাদের সম্মুখবর্তী প্রান্তরে তাঁহারা জিহাদের পতাকা উত্তোলন করেন। মুজাহিদগণ প্রথমত জয়যুক্ত হন এবং ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁহারা শামেলী জয় করিয়া ফেলেন। অপর-দিকে ইংরেজগণ স্বাধীনতা যুদ্ধের কেন্দ্র দিল্লী হস্তগত করিয়া ফেলিলে মুজাহিদগণের মনোবল ভাঙিয়া যায়। দিল্লী বিজয়ের পর ইংরেজগণ থানা ভবন অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। মুজাহিদ বাহিনী প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরিশেষে পরাজিত হয়। মাওলানা মুহ'ম্মাদ ক'াসিম নানুতাব'ীর উপর গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করা হয় এবং তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিবার উদ্দেশ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুরস্কার ঘোষণা করে। দুই বৎসরকাল গ্রাম-গঞ্জে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার পর তিনি ১৮৬০ খৃস্টাব্দে হি'জায গমন করেন। তথায় তিনি এক বৎসরকাল অবস্থান করেন। অতঃপর ইংরেজরা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করায় তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন।

১৮৬১ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে মাওলানা মুহ'ম্মাদ ক'াসিম গ্রন্থ সম্পাদনা ও টীকা লিখন ইত্যাদি কাজের জন্য নিয়োগপত্র পাইয়া মীরাটের মুজ্তাবাঈ মুদ্রণালয়ে যোগদান করেন। ইহার কিছুকাল পর তিনি দিল্লীর মুজ্তাবাঈ মুদ্রণালয়ে যোগদান করেন। এতদসঙ্গে তিনি শাহ 'আবদু'ল-'আযীয দিহ্লাব'ী (মৃ. ১৮২৪ খৃ.)-এর আদর্শ অনুকরণে এই উদ্দেশ্যে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন যাহাতে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠানটি শাহ ওয়ালীয়ুল্লাহ (র) কর্তৃক সংগঠিত আন্দোলনের কেন্দ্র হইতে পারে এবং ইহার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতার হি'ফাজ'াত হয় অথচ বৃটিশ সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে না দেখে। এই উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে ১৫ মুহ'াররাম, ১২৮২/৩০ মে, ১৮৬৭ সনে মাওলানা মুহ'ম্মাদ ক'াসিম নানুতাব'ীর পৃষ্ঠপোষকতায় দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। কালে ইহা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিদ্যাপীঠ হিসাবে খ্যাতিলাভ করে।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দের পর ইংরেজ সরকার ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতি ঘোষণা করিলে খৃস্টান পাদরীগণ ও আর্য-সমাজ আক্রম-ণাত্মকভাবে ইসলামের সমালোচনা করিতে থাকে। তাহাদের সমা-লোচনার জওয়াব দিবার উদ্দেশ্যে মাওলানা মুহ'ম্মাদ ক'াসিম নানু-তাব'ী বিভিন্ন বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের ৮ মে, শাহজাহানপুর জিলার চান্দপুর গ্রামে খৃস্টান-হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত একটি ধর্মীয় বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিতর্ক অনুষ্ঠানের নাম ছিল: 'মেলা খোদা শানাসী' বা খোদা পরিচিতি সমাবেশ। এই বিতর্ক অনুষ্ঠানে মাওলানা নানুতাব'ী ত্রিত্ববাদ ও অংশীবাদ প্রভৃতি ভ্রান্ত বিশ্বাসের অসারতা এবং একত্ববাদের যথার্থতা প্রমাণে জলন্ত ভাষায় এমন সারগর্ভ-বক্তৃতা প্রদান করেন যে, কোন বিপক্ষ দল তাহা খণ্ডন করিতে পারিল না এবং সভাস্থল তাঁহার জয়-ধ্বনিতে মুখরিত হইল।

পরবর্তী বৎসর (মার্চ, ১৮৭৭ খৃ.) পূর্বোক্ত স্থানে অনুরূপ একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানে আর্যদের পক্ষে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী, মুনশী আনদরমন এবং খৃস্টানদের পক্ষে নভেল্স, ইসকাট ও ওয়া-

করো প্রমুখ প্রখ্যাত পাদ্রী এবং মুসলিমদের পক্ষে মাওলানা মুহ'ম্মাদ 'আলী এবং মাওলানা মুহ'ম্মাদ ক'াসিম নানুতাব'ী অংশ গ্রহণ করেন। পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী হিন্দু ধর্মের পক্ষে বক্তৃতা করেন। মাওলানা নানুতাব'ী ইহার এমন জ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক উত্তর প্রদান করেন যাহা শুনিয়া পক্ষ-বিপক্ষ সকলেই স্তব্ধ হইয়া যায়।

১২৯৪/১৮৭৭ সনে মাওলানা নানুতাব'ী 'আলিমগণের এক কাফিলার সঙ্গে হ'াজ্জে গমন করেন। হ'াজ্জের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ক্রমে কিছুটা আরোগ্য লাভ করিলেও দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না। এই সময়ে রুড়কী-র এক বিশাল সভায় পণ্ডিত দয়ানন্দ স্বরস্বতী আক্রমণাত্মকভাবে ইসলামের সমালোচনা করিতে প্রয়াস পান। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও মাওলানা নানুতাব'ী রুড়কী আগমন করিয়া পণ্ডিত দয়ানন্দকে বিতর্কের আহ্বান জানান কিন্তু পণ্ডিতজী মাওলানার আগমন বার্তা শুনিয়া ভীত-বিহ্বল চিত্তে পলায়ন করেন। মাওলানা নানুতাব'ী রুড়কী-র এক বিশাল জনসমুদ্রে তিনদিন ব্যাপী বক্তৃতায় পণ্ডিত স্বরস্বতীর আক্রমণাত্মক সমালোচনার জওয়াব দেন। রুড়কী হইতে পলায়ন করিয়া পণ্ডিত স্বরস্বতী মীরাটে আগমন করেন এবং তথায় এক জনসমাবেশে পুনরায় ইসলামের সমালোচনা করিতে থাকেন। আমন্ত্রণক্রমে মাওলানা নানুতাব'ী মীরাটে আগমন করেন এবং পণ্ডিতজী পুনরায় পলায়ন করেন। অতঃপর মাওলানা মীরাটের উক্ত জনসমাবেশে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং পণ্ডিতজীর সমালোচনার দাঁত-ভাঙ্গা জওয়াব দেন। এইভাবে তিনি আর্য সমাজী এবং খৃস্টান পাদরীদের ইসলাম বিরোধী প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। ১২৯৫ হিজরী সালে হ'াজ্জের পর হইতে মাওলানা নানুতাব'ী ক্রমাগত অসুস্থ থাকেন। অতঃপর ৪ জুমাদা'ল-উলা, ১২৯৭/১৫ এপ্রিল, ১৮৮০ বৃহস্পতিবার জু'হ্রের পরে তিনি ইন্তিকাল করেন।

মাওলানা মুহ'ম্মাদ ক'াসিম নানুতাব'ী (র) কর্তৃক রচিত গ্রন্থাবলী : আব-ই-হ'ায়াত, মাস'াবীহ'ু'ত্-তারাব'ীহ', হাদিয়্যাতু'শ-শী'আঃ, আদ্-দালীলু'ল-মুহ্'কাম, আজবি'বাঃ আরবা'ঈন, তাস'ফিয়াতু'ল-'আক'াইদ, তাহ্'য'ীরু'ন্-নাস, রাদ্দু ক'াওলি'ল-কাস'ীহ', হ'জ্জাতু'ল-ইসলাম, গুফ্‌তুগু-ই-মায্'হাবী, 'মুবাহ'াছ'াঃ শাহ্জাহানপুর, ইন্তিস'ারু'ল-ইসলাম, কি'ব্লাঃনুমা, জাওয়াব-ই-তুর্কী বাতুর্কী, তাকবীর-ই-দিল্পাযীর, তাওছ'ীকু''ল-কালাম, তুহ্'ফা-ই-লাহ'মিয়্যাঃ, ইন্তিবাহ''ল-মু'মিনীন, ফুয়ূদ'-ই-ক'াসিমিয়্যাঃ, জামাল-ই-ক'াসিমী, লাত'াইফ-ই-ক'াসিমিয়্যাঃ, মাক্তুবাত-ই-ক'াসিমিয়্যাঃ, ক'াস'াইদ-ই-ক'াসিমিয়্যাঃ, আল-আজবি'বাতু'ল-কামিলাঃ ইত্যাদি ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাওলানা মুহ'ম্মাদ য়া'কূ'ব নানুতাব'ী, সাওয়ানিহ'-ই-'উমরী মাওলানা মুহ'ম্মাদ ক'াসিম, দেওবান্দ ১৩৭৩ হি., পৃ. ২৩-৪৮ ; (২) মাওলানা সায়্যিদ মানাজি'র আহ'সান গ'ীলানী, সাওয়ানিহ'-ই-ক'াসিমী, ৩খ, দেওবান্দ. ১৩৭৩ হি. ; (৩) 'আব্দু'ল-ওয়াহি'দ সি'দ্দীক'ী, মাক'ালাত-ই-ওয়াহি'দ, রাওয়ালপিণ্ডি ১৯৭১ খৃ., পৃ. ৫৭—৭৫ ; (৪) মুফ্তী 'আযীযু'র-রাহ্মান, তায্'কিরা-ই-মাশাইখ-ই-দেওবান্দ, করাচী ১৯৬৪ খৃ., পৃ. ১২৭—১৫১ ; (৫) মুহ'ম্মাদ আয়্যুব ক'াদিরী, 'মাওলানা মুহ'ম্মাদ আহ্'সান নানূতাব'ী, করাচী, ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ২০৭—২৩৯ ; (৬) সায়্যিদ মাহ্'বুব রিদ'ব'ী, তারীখ-ই-দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ, দেওবান্দ ১৯৭৮ খৃ., ১খ, পৃ. ১০২—১২২ ; (৭) মাওলানা 'আবদু'ল-হ'ায়্যি, নুয্হাতু'ল-খাওয়াতি'র, ৭খ, হায়দারাবাদ ১৯৭০ ; (৮) হ'াফিজ' ফুয়ূদু''র-রাহ'মান, মাশাহীর-ই-'উলামা'-ই-দেওবান্দ, লাহোর ১৯৭৬খৃ., ১খ, পৃ. ৫৫১—৫৬৪ ; (৯) Ziaul Hasan Faruqi, The Deoband School and the Demand for Pakistan, Bombay 1963, Pp. 16—45 ; (১০) মুহ'ম্মাদ আন্ওয়ারু'ল-হ'াসান শেরকোটী, হ'য়াত-ই-ইম্দাদ, দেওবান্দ ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ২১, ২৩, ৩৫. ৪২ ; (১১) মাওলানা আশ্রাফ 'আলী থানাব'ী, আরওয়াহ্'-ই-ছ'ালাছ'াঃ, করাচী ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ১৯০—২৫৪ ; (১২) মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ আওর উন্কী সিয়াসী তাহ'রীক, লাহোর ১৯৫২ খৃ., পৃ. ২১৯ ; (১৩) মাওলানা সায়্যিদ মুহ'ম্মাদ মিয়া, 'উলামা'-ই-হিন্দ কা শান্দার মাদ'ী, ৫খ., পৃ. ৬০-৭৪ ; (১৪) ঐ লেখক, 'উলামা'-ই-হ'াক্ক' আওর উনূকে মুজাহিদানাহ কারনামে, ১খ, পৃ. ৬৮—৮১ ; (১২) মাওলানা মুহ'ম্মাদ ইক্'বাল কু'রায়শী, মা'আরিফ-ই-নানূতাব'ী, করাচী ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ৬—২৪ ; (১৩) মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ২১৭ ; (১৪) মাওলানা নূরুর রহমান, তাযকিরাতুল আওলিয়া, ঢাকা ১৯৭৭ খৃ., ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪—৩৭০ ; (১৫) 'আনজ'ার শাহ মাস্'উদী, নাক্'শ দাওয়াম, দেওবান্দ ১৩৯৮ হি., পৃ. ২৮—৩০ ; (১৬) মাওলানা 'আবদুল্লাহ, 'উলামা'-ই-দেওবান্দ আওর উর্দু আদাব, পৃ. ২০—৩৪ ; (১৭) মাওলানা সার্ফারায আহ্'মাদ স'াফদার, বানী দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ, মাসিক আর-রাশীদ, দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ সংখ্যা, সাহীওয়াল ১৩৯৬ হি., পৃ. ২৫৭—২৭০ ; (১৮) মাওলানা 'আব্দু'ল-হ'াক্ক', দীনী তা'লীম কে লিয়ে হ'াদ'রাত নানূতাব'ী কা লায়িহ'া-ই-'আমাল, মাসিক আর-রাশীদ, দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ সংখ্যা, পৃ. ৩৯২—৩৯৪ ; (১৯) মাওলানা মুশাররাফ 'আলী থানাব'ী, মাওলানা মুহ'ম্মাদ ক'াসিম নানূতাব'ী, বাহ'ায়হি'য়্যাত মুনাজি'র-ই-ইসলাম, মাসিক আর-রাশীদ, দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ সংখ্যা, পৃ. ৫০৮—৫১৭ ; (২০) এ. এইচ. এম. মুজতবা হুছাইন, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানূতাবী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ২১শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, ২২শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা ; (২১) মাওলানা ক'ারী মুহ'ম্মাদ ত'ায়্যিব, তারীখ-ই-দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ, করাচী ১৯৭২ খৃ., পৃ. ৫৩—৫৪ ; (২২) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ., ৪খ, পৃ. ৯৯ ।

এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন

আল-মুহ'ম্মাদিয়্যাঃ (المحمدية), কতকগুলি বাতিল 'আক'ীদাবিশিষ্ট বিশেষত চরমপন্থী শী'ঈ সম্প্রদায়-এর নাম। কায়সানিয়্যাঃ সম্প্রদায়ের বেলায় দেখা যায় যে, শী'আদের কোন কোন দল নবী কন্যা হযরত ফাতি'মাঃ (রা)-র মধ্যস্থতায় 'আলী-বংশীয় ছাড়াও অন্য শাখার 'আলী-বংশীয়দের প্রতি ইমামাত অর্পণ করিয়াছে। কালক্রমে কোন কোন দল হযরত 'আলী (রা)-র বংশ ছাড়া অপর বংশের লোকের প্রতিও ইমামাত অর্পণ করিয়াছে। এইভাবে মানস্'রিয়্যাসহ আবূ মান্সূ'র আল-'ইজ্লীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। এই ব্যক্তিকে ইরাকের শাসনকর্তা যূসুফ ইব্ন 'উমার

আছ'-ছা'কা'ফী খালীফাঃ হিশামের শাসনকালে অর্থাৎ ১২৫/৭৪৩ সনের পূর্বে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আবূ মানসূ'র তাহার চরম শী'ঈ মতবাদের জন্য ইমাম জা'ফার আস'-সা'াদিক' কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। তখন সে তাহার মতবাদকে আরও তীব্রতর করিয়া 'আলী বংশকেই ত্যাগ করে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর পরিবারই "বেহেশ্ত", শী'আঃ "পৃথিবী" এবং সে নিজে কু'রআনে (৫২ঃ ৪৪) উল্লিখিত "জান্নাত হইতে পতিত টুকরা।" কারণ সে নিজে একবার জান্নাত ভ্রমণকালে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক স্পৃশ্য ও শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, সে ধর্মীয় বিধি-নিষেধগুলি (ফিক্'হ) বাতিল করিয়া দেয়। আবূ মানসূ'রের মৃত্যুর পর ইহাদের একটি দল তৎপুত্র হ'সায়নকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করে। ইহারা হু'সায়নিয়্যাঃ নামে পরিচিত। অপর দল মুহ'াম্মা-দিয়্যাগণ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্নি'ল-হ'াসান ইব্নি'ল-হ'সায়ন ইব্ন 'আলী (রা) ইব্ন আবী তা'ালিবকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করে। তিনি ছিলেন আন্-নাফ্স্'য-যাকিয়্যাঃ বা পবিত্রাত্মা নামে প্রসিদ্ধ, খিলাফাতের দাবীদার। ইনি ১৪৫/৭৬২ সনে মদীনায় 'আব্বাসী খালীফাঃ 'আল-মানসূ'রের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। পুনরায় জনৈক 'আলী-বংশীয়কে স্বীকৃতি প্রদানের দলীলস্বরূপ তাহারা আবূ মানসূ'রের অন্তিম বাণী (ওয়াসি'য়্যাত) বলিয়া কথিত একটি বাণী উল্লেখ করে। তাহারা নিম্নলিখিত উত্তরাধিকারের ক্রমের তুলনা করে:

হু'সায়নী মুহ'াম্মাদ বাকি'র আবূ মানসূ'রের পক্ষে ওয়াসি'য়্যাত ও হ'াসানী মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্‌র পক্ষে আবূ মানসূ'রের ওয়াসি'য়্যাত, এই উত্তরাধিকার পরম্পরা য়াহূদী উত্তরাধিকার ক্রমের (যথা, মূসা, য়ূশা'আঃ ইব্ন নূন, হারূনের পুত্রগণ) সহিত তুলনীয়। উভয় ক্ষেত্রেই এই পরম্পরা গ্রহণ করা হইয়াছিল যেন দুই ভ্রাতার বংশধরের (বাতি'নান) মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি না হয়। মুহ'াম্মাদিয়্যাগণ একটি নিয়মিত দলে গঠিত হইয়াছিল কিনা তাহা নিশ্চিত নহে। আন-নাওবাখ্তী তাঁহার ফিরাক্'শ-শী'আঃ গ্রন্থে এই দলের কোন উল্লেখ করেন নাই। নাম দ্বারা অন্তত এতটুকু বুঝা যায় যে, আন-নাফ্স্'য-যাকিয়্যার বিদ্রোহ একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল এবং উহা শী'ঈদের সকল সম্প্রদায়কে এমনকি হু'সায়নীদিগকেও উহার দিকে আকৃষ্ট করে। এই প্রকার মুগ'ীরিয়্যাগণও সম্ভবত জাবির ইব্ন য়াযীদ আল-জু'ফীর নেতৃত্বে আন-নাফ্স্'য-যাকিয়্যাঃকে অন্তত সদিচ্ছা দ্বারা হইলেও সমর্থন করে। এই মুগ'ীরিয়্যাঃ দল ছিল মুগ'ীর ইব্ন সা'ঈদের অনুসারী। এই ব্যক্তি ১১৯/৭৩৭ সনে য়ূসুফ ইব্ন 'উমারের পূর্ববর্তী শাসনকর্তা খালিদ ইব্ন আব্দিল্লাহ আল-ক'াস্রী কর্তৃক নিহত হয়।

আর একটি সম্পূর্ণ পৃথক চরমপন্থী দলও মুহ'াম্মাদিয়্যাঃ বা মীমিয়্যাঃ নামে পরিচিত। 'উলয়্যানিয়্যাঃ বা 'আয়নিয়্যাঃ নামে একটি দল হযরত 'আলী (রা)-কে আল্লাহ্ মনেক রিত। তাহাদেরই বিপক্ষে এই দল হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে আল্লাহ মনে করিত (না'উযু'বিল্লাহ্)। মীমিয়্যাঃ দলের প্রধান প্রতিনিধি আল্-ফায়্যাদ' ইব্ন 'আলীকে ২৭৯/৮৯২ সনে ও ২৮৯/৯০২ সনের মধ্যবর্তী সময়ে হত্যা করা হয়।

খারিজী উপদল 'আজারিদাদের মধ্যে খারিজী মুহ'াম্মাদিয়্যাঃ নামে আর একটি দল ছিল। এই দল জনৈক মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ্রাকে'র নাম হইতে এই নামের পরিচিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল্-আশ'আরী, মাক'ালাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, ed. H. Ritter, Constantinople, 1928, ১খ, ৮ প., ২২ প.; (২) আল-বাগ'দাদী, পৃ. ৪২ প., ২১৪ প., ২৩৪ প,; (৩) ইব্ন হ'াযম, ৪খ, ১৮৬ প.; (৪) তু. আল-'ঈজী, মাওয়াকি'ফ, ed. Soerensen, Leipzig 1848, পৃ. ৩৫৩ প.; (৫) মাস'উদী, মুরূজ, তু. নির্ঘণ্ট; (৬) I. Friedlander, The Heterodoxies of the Shiites, in JAOS, xxviii and xxix., তু. Index; (৭) Th. Haarbrucker (on Shahrstani's) Religionspar-theien und Philosophenschulen, ii. 409.

R. Strothmann (S.E.I.)/আ. কা মু. আদমুদ্দীন

আল-মুহ'ার্‌রাম (المحرم), মুসলিম বৎসরের প্রথম মাস। এই শব্দটি মূলত নামবাচক বিশেষ্য নয়, গুণবাচক বিশেষণ। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে প্রাচীন মক্কার বৎসরের প্রথম দুই মাস ছিল প্রথম সা'ফার ও দ্বিতীয় সা'ফার (তা'রীখ প্রবন্ধ দ্র.)। আল-মুহ'ার্‌রাম ও সা'ফারের স্থলে আল্-সা'ফারানি এই দ্বিবাচনিক রূপ দেখিয়া তাহা বুঝা যায়। প্রাচীন 'আরব বৎসরের প্রথম অর্ধ বৎসরে "তিনটি মাস ছিল এবং এই তিন মাসের প্রত্যেকটিতে দুই মাস ছিল" (Wellhausen), যেহেতু দুই সা'ফারের পরে দুই রাবী' ও দুই জুমাদা ছিল। দুই সা'ফারের প্রথমটি অলঙ্ঘনীয় পবিত্র মাসগুলির অন্যতম ছিল বলিয়া ইহার গুণবাচক আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল আল-মুহ'ার্‌রাম; ধীরে ধীরে তাহাই মাসের নাম হইয়া গিয়াছে। যু'ল-হি'জ্জাঃ মাসও অলঙ্ঘনীয় পবিত্র মাসগুলির অন্যতম হওয়ায় অধিবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য বৎসরে চারিটি অলঙ্ঘনীয় পবিত্র মাসের তিনটি একাদিক্রমে আসিত। চান্দ্র বৎসরকে সৌর বৎসরের সহিত সমপর্যায়ে আনিবার জন্য বর্ধিত সংযুক্ত মাসটিকে যু'ল-হি'জ্জার পরে ধরা হইত এবং উহা অলঙ্ঘনীয় পবিত্র মাস হইত না। ইহার ফলে মুসলিম 'আলিমগণ এরূপ মাস বৃদ্ধি করাকে সংশ্লিষ্ট মুহ'ার্‌রাম (অলঙ্ঘনীয় পবিত্র) মাসের নূতন করিয়া সা'ফার নাম দেওয়ার শামিল বলিয়া উল্লেখ করেন, অর্থাৎ মুহ'ার্‌রাম (অলঙ্ঘনীয় পবিত্র) মাসকে লঙ্ঘনীয় করা হয়। তাঁহারা বলিতে চান যে, হ'াজ্জের পরবর্তী যে মাসকে তাহারা রীতি অনুসারে আল্-মুহ'ার্‌রাম (অলঙ্ঘনীয়) বলিয়া মনে করেন তাহা অলঙ্ঘনীয় থাকে না অর্থাৎ সা'ফার হয় এবং তাহাদের মতে দ্বিতীয় মাস হয় আল্-মুহ'ার্‌রাম (অলঙ্ঘনীয়)। ইহাতে তাঁহারা লক্ষ্য করেন না যে, প্রকৃতপক্ষে সা'ফার তাহাতে তৃতীয় মাস হয়। কিন্তু যখন ইসলামে বর্ধিত মাস রহিত করা হইল তখন এই ব্যাপারে প্রকৃত ধারণা লোপ পাইল।

প্রাথমিক যুগে বর্ধিত মাস প্রবর্তন করিয়া সৌর বৎসরের সমপর্যায়ে আনিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তাহার কারণ প্রাচীন 'আরবে জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অজ্ঞতা। সে যুগে শীতকালীন অর্ধবৎসর আল্-মুহ'ার্‌রাম দ্বারা আরম্ভ হইত। প্রথম ছয় মাসের নাম দেখিয়া তাহা বুঝা যায়। য়াহূদী বৎসরের ন্যায় 'আরব বৎসরও শরৎকালে আরম্ভ হইত। কু'রআনে সূরাঃ ৯ঃ ৩৭ আয়াতে বর্ধিত মাস যুক্ত করিবার রীতি নিষিদ্ধ হইবার পর বৎসরের প্রথম দিন পহেলা মু'হার্‌রাম বৎসরের সমস্ত ঋতুতেই ঘুরিয়া আসে; কারণ বারটি চান্দ্র মাসে সর্বদাই ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিন হয়, যেমন এখন হইতেছে। মূলত বৎসরের প্রথম মাসে কোন পর্ব অনুষ্ঠিত হইত কিনা তাহা আমাদের জানা নাই। কু'রআনে অলঙ্ঘনীয় পবিত্র মাসের কথা বলা হইয়াছে

(২ ঃ ১৯৪, ২১৭; ৫ ঃ ২, ৫৭)। সূরা ৯ ঃ ৩৬ আয়াতে সময় গণনার পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করিবার উপলক্ষে চারিটি অলংঘনীয় পবিত্র মাসের কথা বলা হইয়াছে।

আল্-মুহ'ার্রাম মাসের ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রথম তারিখ বৎসরের প্রারম্ভ বলিয়া খ্যাত। তাহা ছাড়া নিম্নলিখিত তারিখগুলি বিশেষ-ভাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছে ঃ

৯ ও ১০ তারিখে সি'য়াম পালন করার নির্দেশ হ'াদীছে' আছে। ১০ তারিখে কারবালা (৬০/৬৮০) বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়, এই তারিখে আল-হ'সায়ন ইব্‌ন 'আলী (রা) ইব্‌ন আবী ত'ালিব (দ্র.) খালীফা য়াযীদ ইব্‌ন মু'আবি'য়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শহীদ হন, কাজেই ইহা শী'আদের বড় বিষাদের দিবস (সুন্নীদের নিকট ১০ মুহ'ার্রামের গুরুত্ব সম্বন্ধে 'আশূরা' দ্র.)। এই দিন শী'আরা তাহাদের পবিত্র স্থান, বিশেষত কারবালায় যিয়ারাত করে (মাশহাদ হ'সায়ন দ্র.)। এই দিন 'আলী (রা)-র পুত্রদের মৃত্যু (তা'যিয়াঃ দ্র.) উপলক্ষে ধর্মীয় নাটক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৬ তারিখ জেরুযালেমকে কি'বলাঃ (দ্র.) মনোনয়নের দিন এবং ১৭ তারিখ হস্তী বাহিনীর আগমনের দিন (সূরাঃ ১০৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wellhausen, Reste arab. Heidentums[2] (1897), p. 94—101; (২) Moberg, An-Nasi' (Koran ix, 37) in der islamischen Tradition (Lunds Universitiets Arsskrift, N. F., Avd. I, vol. xxvii, No. 1, 1931); (৩) Buhl, Das Leben Muhammeds (1930), p. 57, note 129, p. 350 প; (৪) আল্-বীরূনী, আছ'ার, ed. Sachau, p. 60, 62, 196, 201, 328 প.; (৫) আল্-ক'ায্‌ব'ীনী, 'আজা'ইবু'ল-মাখ্‌লূক'াত, ed. Wustenfeld, p. 66, 68 (এখানে ১০ মুহ'ার্রামের অন্যান্য ঘটনা প্রদত্ত হইয়াছে); হস্তীবাহিনী সম্পর্কে তু. Buhl, পূ. গ্র., পৃ. ১২ প.।

M. Plessner (S.E.I.)/শইখ শরফুদ্দীন

আল-মুহ'াসিবী (المحاسبى), আবূ 'আব্‌দিল্লাহ হ'ারিছ' ইব্‌ন আসাদ আল-'আনাযী, আল-মুহ'াসিবী (আত্মপরীক্ষাকারী) নামে পরিচিত; ১৬৫/৭৮১ সালের কাছাকাছি সময় বসরায় জন্ম-গ্রহণ করেন এবং ২৪৩/৮৫৭ সালে বাগদাদে ইনতিকাল করেন। ইনি শাফি'ঈ মায্‌'হাবের ফাক'ীহ্ এবং যুক্তিবাদী ধর্মতাত্ত্বিক (মুতাকাল্লিম) ছিলেন। আল-মুহ'াসিবীই সর্বপ্রথম মু'তাযিলীদের কর্তৃক ব্যবহৃত ন্যায়শাস্ত্রের শব্দ-সম্ভার তাহাদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করেন। অবশেষে দীর্ঘকাল অনুধ্যানের পর তাঁহার মধ্যে মানসিক পরিবর্তন আসে এবং তিনি সংসারত্যাগী সূ'ফী জীবন যাপন করিতে থাকেন। এই বিষয়ে তাঁহার ওয়াস'ায়া নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তার্কিকদের বিরুদ্ধে ইমাম আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (র)-এর আক্রমণের ফলে মু'তাযিলীদের সহিত আল্-মুহ'াসিবীও নির্যাতনে নিপতিত হওয়ায় তিনি ২৩২/৮৪৬ সালে তাঁহার মতবাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং অবসর জীবন যাপনকালে ইন্‌তিকাল করেন।

তাঁহার প্রধান গ্রন্থগুলি হইল রি'আয়াঃ লি হ'ক্'ূকি'ল্লাহ্; ওয়াস'ায়া (অধিকতর শুদ্ধভাবে নাস'া'ইহ্'); কিতাবু'ত-তাওয়াহ্‌হুম; মা'ঈয়াতু'ল-'আক্'ল ওয়া মা'নাহ; রিসালাতু'ল-'আজ'মাঃ এবং ফাহ্‌মু'স'-স'ালাত। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ কিতাবু'র-রি'আয়াঃ ১৯৪০ খৃ.-এ Margaret Smith কর্তৃক সম্পাদিত এবং (Gibb. Mem. New Ser. 15) হইয়াছে। কিতাবু'ত-তাওয়াহ্‌হুম ১৯৩৭ খৃ.-এ A. J. Arberry কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কায়রো হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। দাওয়াউ দা'ই'ন-নুফূস গ্রন্থখানি Sprenger তাঁহার প্রতি আরোপ করিয়াছেন; কিন্তু আসলে গ্রন্থখানি তাঁহার পূর্বকালের এবং উহা তাঁহার প্রধান শিক্ষক আহ্'মাদ ইব্‌ন 'আসি'ম আন্‌ত'াকী বিন্যস্ত করেন।

মুহ'াসিবীই সুন্নীদের মধ্যে প্রথম সূ'ফী যাঁহার লেখায় পূর্ণ ধর্ম-নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা পাওয়া যায়। উহাতে অতিশয় মৌলিকভাবে যথার্থ দার্শনিক সংজ্ঞা নিরূপণ করা হইয়াছে এবং হ'াদীছে'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইয়াছে। তদুপরি ক্রমবর্ধমান নৈতিক পরি-শুদ্ধি লাভের জন্য প্রবল প্রচেষ্টা রহিয়াছে।

আল-মুহ'াসিবীর রি'আয়াঃ গ্রন্থে তিনি আন্‌ত'াক'ী কর্তৃক প্রদত্ত আত্মানুসন্ধান প্রণালী বা ত'ারীক'ার ভিত্তিকে পরিত্যাগ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, মানুষের কাজের দুইটি ধারার অর্থাৎ তাহার বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ ও অন্তরের সংকল্পের মধ্যে একটি সম্পর্ক নির্ধারণ সম্ভব (ইহার বিরুদ্ধে 'আল্লাফ ও সমসাময়িক অধিকাংশ মুতাকাল্লিম মত প্রকাশ করিয়াছেন)। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রমাণ করেন যে, সাধকের আধ্যাত্মিক অবস্থা পরম্পরাকে (احوال) ক্রম-বর্ধমান গতিতে পূর্ণ পবিত্রতার স্তরে উন্নয়নের পথে চালিত করা সম্ভব যদি সাধক তাঁহার জীবনে আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন অবলম্বন করেন এবং উন্নত চারিত্রিক নিয়ম পালন করেন; এইভাবেই সত্যিকারের রাহ্‌বানিয়্যাতে (সূরাঃ ৫৭ ঃ ২৭) উপনীত হওয়া যায়।

তাঁহার বিরোধী (মুহ'াদ্দিছ')-গণ, বিশেষ করিয়া হ'াম্বালীগণ নিম্নলিখিত বিষয়ে তাঁহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন ঃ

'ইল্‌ম ও 'আক্'লের (বপনকারীর উদাহরণ) মধ্যে পার্থক্যকরণ, ঈমান ও মা'রিফাতের (ইব্‌ন কার্‌রামের ন্যায়) মধ্যে পার্থক্যকরণ, লাফ্‌জ'কে (কু'রআনের আয়াতের মানুষ কর্তৃক উচ্চারণ) সৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃতি, বেহেশ্‌তে পুণ্যাত্মাগণ সরাসরি আল্লাহ্‌র নৈকট্য উপ-ভোগের জন্য আহূত হইবেন এইরূপ মত পোষণ, স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রমাণের উদ্দেশ্যে হ'াদীছে'র সনদের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মর্মার্থের উপর ও পাঠকের পক্ষে নৈতিক উপকারিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করার কারণেও তাঁহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়েন নাই।

রি'আয়াঃ তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। ইহাতে ৬৯টি অধ্যায় আছে। গ্রন্থখানি ছাত্রকে উপদেশ দানের আকারে রচিত। ইহা আধ্যাত্মিক জীবনের একখানি পরিপূর্ণ নির্দেশক গ্রন্থ। ইহ্'য়া' রচনার পূর্বে ইমাম গ'াযালী (র)-ও ইহা ব্যবহার করিতেন। মাঝে মাঝে গ্রন্থখানি সমালোচিত হইলেও 'আরবী ভাষাভাষী সূ'ফীদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত ইহার সুনাম ছিল। ল্যাটিন ভাষা ব্যবহারকারী খৃস্টান মরমী-দের বেলায় Imitatio Jesu Christi গ্রন্থের সহিত ইহার তুলনা করা যায়। মুরসী, ইব্‌ন 'আব্বাদ, রুন্দী এবং যার্‌রূক' বুরনুসীসহ শাযি'লীয়গণ সর্বদাই ইহা ব্যবহারের সুপারিশ করিয়াছেন। তাঁহা-দের মধ্যে একজন 'ইয্যু'দ-দীন-মাক্'দিসী এই গ্রন্থের একখানি সার-সংকলনও প্রণয়ন করিয়াছেন। আশ'আরী ধর্মতাত্ত্বিকগণও মুহ'া-সিবীকে তাঁহাদের পূর্বসূরীরূপে গণ্য করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Margaret Smith, An early Mystic of Baghdad, a Study of the Life and Teaching of Harith b. Asad al-Muhasibi, London 1935; (২) হুজ্‌ব'ীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ্'জূব, ed. Zhukovski, Leningrad

1926, পৃ. ১৩৪, ২১৯ ; (৩) শা'রানী, মুন্কি'য', সম্পা. কায়রো, পৃ. ২৮—২৯ ; (৪) সাম'আনী, কিতাবু'ল-আন্সাব, GMS, 1912, পত্র ৫০৯ খ. প. ; (৫) সুব্কী, ত'াবাক'াত, ২খ, ৩৭-৪২ ; (৬) L. Massignon, Essaisur les origines···de la mystique. Musulmane, Paris 1922, p. 210, 225 and 126—127 ; (৭) ঐ লেখক, Passion d'al-Hallaj, index দ্র. ; (৮) ঐ লেখক, Textes inedits concernant···· la mystique musulmane, Paris 1929, p. 15—23 ; (৯) Abdul-Halim Mahmoud, al-Mohasibi, Paris 1940 ; (১০) Brockelmann, GAL, S. i. p. 351 প.।

L. Massignon (S.E.I.)/আ. কা. ম. আদমুদ্দীন

মূসা (موسى : মূসা) ('আ) গ্রন্থধারী নবী ও রাসূল। ইংরেজী বাইবেলে ইনি Moses এবং হিব্রু বাইবেলে 'মোশী' নামে উল্লিখিত। মূসা শব্দে কি'ব্তী ভাষানুসারে অর্থ করা হয়, মু-পানি এবং শা-বৃক্ষ। এই অর্থ শা'রানী তাঁহার শারহ'ল-মাক'ামাত, বূলা'ক' ১২৮৪ হি., ৮৯, পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন।

১। কু'রআনে মূসা ('আ)

কু'রআনে মূসা ('আ)-এর বিস্তর বর্ণনা আছে। তিনি ছিলেন রাসূল কারীম (স')-এর পূর্ববর্তী নবী। তিনি রাসূল কারীম (স')-এর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন (৭ : ১৫৭), রাসূল কারীম (স') কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম ও হযরত মূসা ('আ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম একই ইসলাম (৪২ : ১৩)। হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর বিরুদ্ধে কাফিরগণ যেরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিল মূসা ('আ)-এর বিরুদ্ধেও তদ্রূপ অভিযোগ করা হইয়াছিল। তিনিও মানুষকে তাহাদের পূর্বপুরুষদের বিকৃত ধর্ম ও কুসংস্কার হইতে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের সুবিধার জন্য কয়েকটি অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের শক্তি দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করিলে সাপ হওয়া এবং বগলে হাত রাখিয়া তাহা বাহির করিলে উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণ ধারণ করা (২০ : ১৭—২৩, ২৭ : ১০—১২ ; ২৮ : ৩১—৩২) ইত্যাদি অন্যতম। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা হারূন ('আ) ফির'আওনের নিকট প্রেরিত হন। তাঁহার নিকট ওয়াহ্'য়ি প্রেরণ করা হয়; তাওরাত, কিতাব, ফুরক'ান, সু'হু'ফ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তৎপ্রাপ্ত ওয়াহ্'য়ির উল্লেখ রহিয়াছে। (২ : ৫৩ ; ২১ : ৪৮ ; ৫৩ : ৩৮ ; ৮৭, ১৯ ইত্যাদি)। মূসা ('আ)-কে শৈশবে নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়, অতঃপর ফির'আওনের লোকজন তাঁহাকে উঠাইয়া লইল। ফির'আওনের স্ত্রী বলিল, "এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন-প্রীতিকর। ইহাকে হত্যা করিও না, সে আমাদিগের উপকারে আসিতে পারে। আমরা তাঁহাকে সন্তান হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারি।" অতঃপর তাঁহার ভগিনীকে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু শিশু মূসা ('আ) সমাগত ধাত্রিগণের স্তন্যপানে অনীহা প্রকাশ করেন এবং তাঁহার মাতা কর্তৃক স্তন্য প্রদত্ত ও প্রতিপালিত হন। যৌবনে তিনি জনৈক ইস্রা'ঈল বংশীয়কে সাহায্য করিতে আসিয়া একজন মিসরীয়কে অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেন। এই অপরাধের জন্য তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাওবাঃ করেন। মিসরীয়ের হত্যাকারীর সন্ধান শুরু হইলে তিনি গোপনে মাদ্য়ান চলিয়া যান। তিনি সেখানে এক কূপে জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তির [হযরত শু'আয়ব ('আ)] দুই কন্যার রক্ষণাধীন মেষপালকে পানি পান করান। এই কন্যাদ্বয়ের একজন সলজ্জভাবে তাঁহাকে তাঁহার পিতৃ-গৃহে আহ্বান করেন। তিনি সেখানে এই কন্যাকে ৮ বা ১০ বৎসর তাঁহার পিতার মেষ বিনিময় পরিবর্তে বিবাহ করেন। এই প্রাথমিক ইতিহাস কু'রআনে ২৮ : ১—২৮-এ বর্ণিত হইয়াছে।

মূসা ('আ) পবিত্র তু'ওয়া উপত্যকার একটি বৃক্ষস্থ নূর (২০ : ১২ ; ৭৯ : ১৬) হইতে আল্লাহ কর্তৃক ফির্'আওনের নিকট যাওয়ার আদেশ, তাঁহার নুবূওয়াতের নিদর্শন, যথাঃ লাঠির সাপে পরিণত হওয়া এবং হস্ত শ্বেতবর্ণ ধারণ করা প্রাপ্ত হন। তাঁহার জিহ্বার জড়তা ছিল (২০ : ২৫-৩০, ৪৩ : ৫২), হারূন তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে যান (২০ : ৩১ ; ২৫ : ৩৭), ফির'আওন মূসা ('আ)-এর প্রতি অকৃতজ্ঞতার দোষারোপ করিয়া ভৎর্সনা করে। সে বলিল, মূসা ('আ) তৎকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন (২৬ : ১৮)। ফির'আওন তাহার যাদুকরদিগকে একত্র করে। কিন্তু তাহারা প্রথমে লাঠি ও দড়ির সাহায্যে সাপের ন্যায় বস্তু প্রদর্শন করিলে মূসা ('আ) লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করেন ও উহা সাপ হইয়া তাহাদের যাদুর সাপগুলিকে গিলিয়া ফেলে। যাদুকরগণ তখন আল্লাহ্ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। ইহাতে ফির্'আওন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের বিপরীতদিকের হস্তপদ কর্তন করিয়া তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করে (৭ : ১০৯-১২৬ ; ২০ : ৫৭-৭৬ ; ২৬ : ৩৫-৫১)। ফির্'আওন আকাঙ্ক্ষা করে যে, খোদা হিসাবে মানুষ তাহারই উপাসনা করুক। তাই সে হামানকে একটি উচ্চ প্রাসাদ (বুরূজ-صرح) নির্মাণ করিতে আদেশ করে, যেন সে মূসা ('আ)-এর খোদার নিকট পেঁাছিতে পারে (২৮ : ৩৮ ; ১১ : ৩৬)। মূসা ('আ) মোট নয়টি অলৌকিক কার্য সম্পাদন করেন (১৭ : ১০১, ২০ : ৫৭-২৭ : ১২) : ১। লাঠি সাপ হওয়া ; ২। হস্ত শ্বেতবর্ণ হওয়া ; ৩। শত্রুর উপর বন্যা ; ৪। পঙ্গপাল ; ৫। উকুন ; ৬। ব্যাঙ ; ৭। রক্ত ; ৮। অন্ধকার ; ৯। সমুদ্র দ্বিধাকরণ (দ্র. উদাহরণ, ত'াবারী, ed. de Goeje, i. 485)।

মূসা ('আ) আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে ৪০ রাত্রি অবস্থান করেন। তিনি ফলকে লিখিত উপদেশ ও বিধান লইয়া আসেন। তাঁহার অনুপস্থিতকালে সামিরী হাম্বা হাম্বা শব্দকারী একটি স্বর্ণের গো-বৎস তৈয়ার করে ও বানূ ইস্রাঈল উহার পূজা করিতে শুরু করে (৭ : ১৪৮ ; ২০ : ৭৭-৯৮)। মূসা ('আ) এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ফলকগুলি মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিলে উহাদের মধ্যে কয়েকটি ভাঙিয়া যায়। ক'ারূন, ফির্'আওন, হামান প্রভৃতি মূসা (আ)-এর শত্রুগণ ধ্বংস হয় (২৯ : ৩৯)। বানূ ইসরাঈল-কে ৪০ বৎসর কাল তীহ্ প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় (৫ : ২১-২৬)।

কতকগুলি বর্ণনা বাইবেল হইতে বিভিন্ন। যথা : মূসা ('আ)-কে নদী হইতে তোলেন কু'রআনে ফির'আওনের স্ত্রী, বাইবেলে ফির'আওনের কন্যা ; মূসা ('আ) সাহায্য করেন কু'রআনে শু'আয়ব নবীর দুই কন্যাকে, বাইবেলে ৭ জন মেষ চারণকারিণীকে। কু'রআনে মূসা ('আ)-এর নয়টি মু'জিযার কথা আছে ; বাইবেলে আছে ১০টি নৈসর্গিক বিপদের কথা। মূসা ('আ) প্রস্তরে লাঠি দিয়া আঘাত করিয়া বানূ ইসরা'ঈলগণের ১২ গোত্রের জন্য ১২টি পানির উৎস উৎপন্ন করেন (২ : ৬০) ; বাইবেলে যাত্রা (Exodus) পুস্তকে ১৫ : ২৭-তে এলিমের ১২টি ঝরনার উল্লেখ আছে। কু'রআনে হামান ফির'আওনের মন্ত্রী, বাইবেলে হামান পারস্য সম্রাটের মন্ত্রী ও য়াহূদী

বিরোধী। কু'রআনে মূসা ('আ) সম্পর্কে এমন কতকগুলি বিষয়ও উল্লিখিত হইয়াছে যাহা বাইবেলে নাই। যথা : মিসরীয়কে হত্যা করার পর মূসা ('আ) অনুতপ্ত হন, মূসা ('আ) তূ'র পর্বতের সন্নিকটে জ্বলন্ত আগুন দেখিয়াছিলেন রাত্রিকালে এবং উহা হইতে তাঁহার স্ত্রীর জন্য একটা জ্বলন্ত অঙ্গার আনয়ন করিতে চাহিয়াছিলেন (২০ : ৯; ২৮ : ২৯)। আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনার জন্য ফির'আওনের যাদুকর দল নিহত হয়। কু'রআনে বর্ণিত কতকগুলি বিষয় হুবহু বা কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকারে য়াহূদী ধর্মশাস্ত্র হাগ্‌গাদাতেও পাওয়া যায়। যথা : আল্লাহ তা'আলা মূসা ('আ)-এর জন্য অন্য নারীর স্তন্যপান নিষেধ করিয়া দেন (২৮ : ১২); হাগ্‌গাদাতে আছে, মিসরের সকল স্তন্যদাত্রী মাতার নিকটই মূসা ('আ)-কে স্তন্য পানের জন্য দেওয়া হইল, কিন্তু যে মুখ দিয়া তিনি আল্লাহ্‌র সহিত কথোপকথন করিবেন তাহা দ্বারা অপবিত্র কিছু চোষণ করিতে পারেন না (Sota. 12b)। আল্লাহ্ তা'আলা বানূ ইস্‌রাঈলগণের মস্তকের উর্ধ্বে পর্বত স্থাপন করিয়াছিলেন (২ : ৬৩, ৯৩ ; ৭ : ১৭১)। হাগ্‌গাদায় আছে, ইস্‌রাঈল তাওরাত গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিতেছিল। তখন আল্লাহ তাহাদের মস্তকের উপর সিনাই পর্বত স্থাপন করিয়া রাখিলেন, হয় তাওরাত গ্রহণ কর নতুবা মৃত্যু (Sabbath, 80a, Aboda Zara, 2b)। সাব্বাত লঙ্ঘনকারিগণকে বানরে পরিণত করিয়া দেওয়া (২ : ৬৫ ; ৪ : ৫৩ ; ৫ : ৬০ ; ৭ : ১৬৬) হাগ্‌গাদায় বর্ণিত বাবেলের বুরূজ নির্মাণকারীদের বানরে পরিণত হওয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় (Sanhedrin, 109a)।

ক'ারূনকে এমন একজন প্রবল ধনাঢ্য শালী বর্ণনা করা হইয়াছে যাহার ধনাগারের চাবি বহন করিতে বহু শক্তিশালী পুরুষের প্রয়োজন হইত (২৮ : ৭৬); হাগ্‌গাদায় বলা হইয়াছে যে, ক'ারূন (কোরাহ্) একটি মিসরীয় গুপ্ত ধনাগার লাভ করে। তাহার ধনাগারের চাবি বহন করিতে ৩০০ খচ্চরের প্রয়োজন হইত (Pessachim, 119a ; Sanhedrin, 110a ; Pal. Sanh., X. 27d; Ginzberg, Legends, vi. 99, 560)। কু'রআনে বর্ণিত ফির্'আওনের দরবারে জনৈক বিশ্বাসী, যিনি মূসা ('আ)-কে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন (৪০ : ২৮), তাহার কথা য়াহূদী সাহিত্যে নাই।

হযরত মূসা ('আ)-এর খাদি'রের সহিত যাত্রার বিবরণটি (১৮ : ৬০—৮২) য়াহূদী বা খৃস্টান সাহিত্যে নাই। সময় সময় খাদি'রের এই মূসাকে মূসা ইব্‌ন মানাসসি বলিয়া কল্পনা করা হয় যিনি মূসা ইব্‌ন 'ইমরান হইতে ভিন্ন। কিন্তু উহার মূলে কোন যুক্তি নাই (খাদি'র প্রবন্ধে দ্র.)।

২। কু'রআনোত্তর মুসলিম সাহিত্যে মূসা ('আ): নবী-কাহিনীর গ্রন্থগুলিতে (বিশেষ করিয়া ছ'া'লাবীর কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া'তে) পয়গ'াম্বরদের কু'রআনোক্ত কাহিনীর সহিত বাইবেল, হাগ্গাদা ও কিংবদন্তী হইতে অনেক কিছু যোগ করা হইয়াছে।

হাগ্‌গাদা হইতে যোগ করা হইয়াছে যথা : ফির'আওনের অসুস্থ কন্যাগণ মূসা ('আ)-এর দোলনা স্পর্শ করামাত্র আরোগ্য লাভ করিল। Exodus Rabba, i. 23-তে আছে, ফির'আওনের কন্যার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হইল। শিশু মূসা ('আ) ফির'আওনের গণ্ড আঁচড়াইয়া দিলে ফির'আওন তাঁহাকে হত্যা করিতে মনস্থ করে, কিন্তু বিবি আসিয়ার সুপারিশে তাঁহাকে সে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে একখণ্ড স্বর্ণালংকার ও এক খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার রাখিয়া দেয় এই উদ্দেশ্যে যে, তিনি সাধারণ শিশু হইলে অঙ্গারই ধরিবেন। মূসা ('আ) স্বর্ণালংকার ধরিবার ইচ্ছা করেন। কিন্তু জিব্‌রাঈল ('আ) তাঁহার হাত অঙ্গারের উপর রাখেন। মূসা ('আ) তাঁহার দগ্ধ হস্ত তাঁহার জিহ্‌বায় রাখিলেন, ফলে তিনি তোতলা হইয়া যান (Ginzberg, v. 402 ; Hamilton, Zeitschr. f. romaische Philologie xxxvi, 125—159)।

অন্যান্য সংযোজন : ফির'আওন স্বপ্ন দর্শনে ভীত হইয়া শিশু হত্যা করিতে নির্দেশ দেয় ; মূসা ('আ)-কে জ্বলন্ত চুলায় লুকাইয়া রাখা হয়, কিন্তু অগ্নি শীতল হইয়া যায় ; ফলে তাঁহার কোনই ক্ষতি হয় নাই। ফির'আওন দেবতাদের ন্যায় তাহাকেও পূজা করার আদেশ দেয়। সে একটি বুরজ নির্মাণ করায় ও তাহার চূড়া হইতে আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করে। তীর রক্তমাখা অবস্থায় ফির'আওনের নিকট ফিরিয়া আসিলে সে সদম্ভে ঘোষণা করে যে, সে খোদাকে মারিয়া ফেলিয়াছে (ত'াবারী, ১খ, ৪৬৯)। মূসা ('আ)-কে শু'আয়ব ('আ) কাল দাগ-বিশিষ্ট মেষশাবকগুলি দিতে চাহেন ; তারপর সকল মেষই কালদাগ-বিশিষ্ট শাবক প্রসব করে (ছ'া'লাবী, পৃ. ১১২)। জনৈকা মিসরীয় ধার্মিকা রমণীর কথা বার বার উল্লিখিত হয়। ফির্'আওন ইহার একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ সাতটি সন্তান ও তাহাকে হত্যা করে (ছ'া'লাবী, ১১৮, ১৩৯)।

মূসা ('আ)-এর লাঠি সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইহা বেহেশ্‌ত হইতে আসিয়াছিল। হযরত আদাম, হাবীল, শীছ', ইদ্‌রীস, নূহ', হূদ, স'ালিহ', ইব্‌রাহীম, ইস্‌মা'ঈল, ইসহ'াক' এবং য়া'কূ'ব ('আ) প্রমুখ নবীগণ পূর্বে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন (কিসাঈ, পৃ. ২০৮)। ত'াবারীর (পৃ. ৪৬০ প.) মতে জনৈক ফিরিশ্‌তা উহা আনয়ন করেন। মূসা ('আ) ইহা তাঁহার স্ত্রীর নিকট প্রাপ্ত হন। মূসা ('আ)-এর শ্বশুর ইহার মালিকানা লইয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করেন। অতঃপর একজন ফিরিশ্‌তা আসিয়া মূসা ('আ)-এর পক্ষে রায় দেন। ইহা একটি অলৌকিক লাঠি, বিশেষত ছ'া'লাবী (পৃ. ১১১—১১২) ইহার বিস্ময়কর কতকগুলি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা : ইহা অন্ধকারে আলো দেয় ; অনাবৃষ্টির সময় পানি দেয় ; ইহাকে মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলে একটি ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয় ; ইহা দুগ্ধ, মধু এবং সুগন্ধ প্রদান করে। ইহা পাহাড় ও প্রস্তরাদি বিদীর্ণ করে ; নদী ও সমুদ্রে পথ-প্রদর্শন করে। ইহা মেষ-চালকের লাঠিও বটে এবং মূসা ('আ)-এর মেষপালকে হিংস্র জন্তুর কবল হইতে রক্ষা করিত। একদা যখন মূসা ('আ) নিদ্রিত ছিলেন তখন এই লাঠি একটি অজগর হত্যা করিয়াছিল। অন্য সময় ইহা ফির্'আওনের সাতজন গুপ্তঘাতককে হত্যা করে।

কু'রআনোক্ত বর্ণনা, হাগ্‌গাদার বর্ণনা ও অন্যান্য বর্ণনা একত্রে মূসা ('আ)-এর একটি বিচিত্র জীবন আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছে। ছ'া'লাবীতে এই আলেখ্য রোমান্সে পরিণত হইয়াছে।

এতদ্‌সম্পর্কে হারূন, ক'ারূন, আস-সামিরী, তাওরাত, যূশা' প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, ১খ, ৪১৪—৪৪৯ ; (২) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া, কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ১০৫—১৫৬ ; (৩) কিসাঈ, কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া, ed. Eisenberg, পৃ. ১৯৪—২৪০ ; (৪) ইবনু'ল-আছ'ীর, আল্-কামিল, বুলাক', ১খ, ৬১—৭৮ ; (৫) Abr. Geiger, hat Was Mohammed . . ., 1902, p. 149—177 ; (৬) J. Eisenberg, Moses in der arabischen Legende, 1910 ; (৭) M. Grunbaum, Neue Beitrage, p.

153—185 ; (৮) J. Horovitz, Koranische untersuchungen, p. 141—143 ; (৯) R. Basset, 1001 Contes, Recits et legendes arabes, iii. 67, 85 ; (১০) D. Sidersky, Les Origines des Legendes musulmanes dans le Coran et dans la Vie des Prophetes, Paris 1933, p. 73—103 ; (১১) J. Walker, Bible Characters in the Koran, p. 84—111 ; (১২) Speyer, Die bibl. Erzahlungen im Qoran, p. 224—363.

B. Heller (S.E.I.)/আ.কা.মু. আদমুদ্দীন

মেহেরুল্লাহ, মুন্সী (منشى مهر الله = মুন্শী মিহিরু'-ল্লাহ্) প্রখ্যাত ধর্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, প্রসিদ্ধ তার্কিক ও অদ্বিতীয় বাগ্মী মুন্সী মেহেরুল্লাহ বাংলা ১২৬৮ সালের ১০ পৌষ (১৮৬১ খৃ.) যশোহর জিলার ঘোপ গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ঘোপ যশোহর জিলার কালিগঞ্জে বারবাজারের নিকটে অবস্থিত। পিতা মুন্শী ওয়ারিছুদ্দীনের আবাসভূমি ছিল যশোহর শহর হইতে ৫/৬ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে ছাতিয়ানতলা নামক একটি অখ্যাত গ্রামে। মুন্শী ওয়ারিছুদ্দীন একজন ধর্মপরায়ণ, চরিত্রবান ও পরহেযগার লোক ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণই উক্ত গ্রামে প্রথম বসতি স্থাপন করেন।

শিক্ষাজীবনের শুরুতেই মুন্সী মেহেরুল্লাহ পিতৃহীন হন। ফলে তিনি লেখাপড়ার খুব বেশী সুযোগ পান নাই। তবুও 'বোধোদয়' পর্যন্ত তিনি পড়িয়াছিলেন। ইহার পর স্কুল-মাদ্রাসার শ্রেণীক্রমে পড়াশুনা না ঘটিলেও অদম্য জ্ঞানস্পৃহা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তোলে। ফলে ১৩/১৪ বৎসর বয়সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া কয়লাখালী গ্রাম নিবাসী মৌলবী মোসহাব উদ্দীনের নিকট তিন বৎসরকাল 'আরবী-ফারসী শিক্ষা করেন। অন্যান্য সাধারণ ছাত্রের ন্যায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ ও জীবনের ঘটনাবলী হইতে ইহা সন্দেহাতীতরূপেই বুঝিতে পারা যায়। মুন্সী মেহেরুল্লাহর শিক্ষার পিছনে তাঁহার মাতার অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "আমি আমার মাতার যত্ন ও চেষ্টাতেই যাহা কিছু শিখিয়াছি।"

মুন্সী মেহেরুল্লাহ 'আরবী ও ফারসী ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। পবিত্র কু'রআনু'ল-কারীম ছাড়াও শায়খ সা'দীর পান্দনামাহ্ (করীমাহ), গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি পান্দনামাহর বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। অপর দুইখানি গ্রন্থ তাঁহার জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

লেখাপড়া সমাপ্তির পর মুন্সী মেহেরুল্লাহ খোজার হাট নামক স্থানে দর্জির কাজ শিখিতে থাকেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মুন্সী তাজ মাহ্‌মূদ নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট তিনি উর্দু ও ফারসী সাহিত্য চর্চা করিতেন। অতঃপর বিখ্যাত দর্জি জাহাঁ বাখ্‌শ মৃধার নিকট উসমানের দর্জিবিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে মুন্সী মেহেরুল্লাহ ৫/৬ বৎসরকাল এক সাহেব বাড়ীর দর্জি হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। এই সময় মনোহর ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে খৃস্টান পাদ্রীদের প্রভাব ছিল খুব বেশী। তাহাদের প্রচার ও প্ররোচণায় পড়িয়া সেই সময় অনেকেই খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। তাহাদের নিজ ধর্মের প্রতি আস্থা ক্রমেই যেমন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল তেমনি খৃস্ট ধর্মের প্রতি আসক্তি ও অনুরক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল। এমন কি খোদ মুন্সী মেহেরুল্লাহও ইহার খপ্পর হইতে মুক্ত থাকিতে পারিলেন না। এক পর্যায়ে তাঁহার নিজ ধর্মের প্রতি গভীর দ্বিধা ও সংশয় দেখা দেয়। তিনি খৃস্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। মুন্সী মেহেরুল্লাহর পরবর্তী জীবনের সহকর্মী ও একান্ত সহচর মুন্সী জমীর উদ্দীনের ভাষায়, "পাদ্রী আনন্দ বাবুর প্রচার শুনিয়া, বাইবেল ও খৃস্ট ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্মে তাঁহার অবিশ্বাস ও খৃস্ট ধর্মে তাঁহার আস্থা জন্মে।"

এমন সময় খ্যাতনামা ইসলাম প্রচারক ও বক্তা হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ্‌র 'খৃস্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা' নামক পুস্তক এবং 'খৃস্ট ধর্ম প্রচারক পাদ্রী ইশানচন্দ্র মণ্ডল, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুন্সী মোহাম্মদ এহ্‌ছানুল্লাহ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহার 'ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মদের খবর আছে' নামক পুস্তক পাঠে তাঁহার ভাবান্তর ঘটে। তিনি পুনরায় ইসলামে গভীরভাবে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন।

সাহেব বাড়ীতে কাজ করিবার সময় মেহেরুল্লাহ্‌র কয়েকবার দার্জিলিং যাইবার সুযোগ ঘটে। সেখানকার জনৈক ভদ্রলোকের পরামর্শে 'মানসূ'র-ই-মুহ'াম্মাদী' নামক মহীশূর হইতে প্রকাশিত একটি উর্দু সাপ্তাহিকের তিনি গ্রাহক হন। প্রচলিত খৃস্ট ধর্মের অসারতা সম্পর্কে লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেও তিনি সক্ষম হন। খৃস্টান পাদ্রীদের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালের তর্কযুদ্ধগুলিতে এই সব পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থই ছিল মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র একান্ত সহায়ক।

অতঃপর পাদ্রীদের অনুকরণে তিনিও ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা এবং প্রচলিত খৃস্ট ধর্মের অসারতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। খৃস্টান পাদ্রীদের ইসলাম সম্পর্কিত অপপ্রচারের প্রতিবাদও প্রকাশ্যে হাটে-বাজারে করিতে থাকেন। অনেক সময় এমনও হইত যে, হাটের একদিকে পাদ্রীদের বক্তৃতা চলিতেছে, আর অন্যদিকে চলিতেছে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র বক্তৃতা। এই সব বক্তৃতা করিতে গিয়া অনেক সময় পাদ্রীদের সঙ্গে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র তর্কযুদ্ধ বাঁধিয়া যাইত। যশোহরের ঘুরুলিয়া নিবাসী মোহাম্মদ কাসেম এবং ঘোপ নিবাসী মুন্সী গোলাম রাব্বানী এই সব তর্কযুদ্ধে তাঁহার সহযোগী থাকিতেন। অনেক সময় তাঁহারা তর্কেও অংশ গ্রহণ করিতেন।

তর্ক করিতে করিতে তিনি যেমন তার্কিক হইয়া উঠিলেন, তেমনি তর্কযুদ্ধের চাহিদা মিটাইতে গিয়া তিনি ইসলাম ও খৃস্ট ধর্মেও একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে খ্যাত হইয়া উঠেন, বিশেষ করিয়া ইসলাম ধর্মের অসাধারণ জ্ঞান এককালের দর্জি মেহেরুল্লাহ্‌কে বঙ্গবিখ্যাত বাগ্মীকুলতিলক, অদ্বিতীয় সমাজ সংস্কারক মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌য় পরিণত করে।

১৮৯২ খৃস্টাব্দে পাদ্রী জন জমিরুদ্দীন 'খৃস্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় 'আসল কোরআন কোথায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। ইহার জওয়াবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ 'সুধাকর' পত্রিকায় 'ঈসায়ী বা খৃস্টানী ধোঁকা ভঞ্জন' নামে নিবন্ধ লিখেন। জন জমিরুদ্দীন 'সুধাকর' পত্রিকায় পুনরায় আরও একটি প্রবন্ধ লিখেন। ইহার জওয়াবে মেহেরুল্লাহ 'আসল কোরআন সর্বত্র' এই নামে একটি সুদীর্ঘ সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'সুধাকর পত্রিকায়'। ইহার পরিণতিতে পাদ্রী জমিরুদ্দীন আত্মসমর্পণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র আজীবন সহযোগী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন।

ইহার পর হইতেই শুরু হয় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র অপ্রতিহত জয়যাত্রা। পিরোজপুর মহকুমার খৃস্টান পাদ্রীগণ ইসলামকে প্রকাশ্য

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিলে 'মিহির ও সুধাকর' সম্পাদক মুন্সী শেখ রেয়াজ উদ্দীন আহমদের অনুরোধে মুন্সী মেহেরুল্লাহ তাহাদের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অবশেষে তিনদিনের ক্রমাগত যুদ্ধে তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। রাণাঘাট অঞ্চলের মুসলমানগণ সেখানকার পাদ্রীদের জোরালো প্রচারে ভীত হইয়া দলপতি মনরোর বিরুদ্ধে মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীনকে আহ্বান জানান। ইঁহাদের নাম শুনিয়াই হউক কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক, পাদ্রী-দলপতি মনরো নির্ধারিত সভায় অনুপস্থিত থাকেন। বাং ১৩০৫ সালের শেষভাগে নোয়াখালীর পাদ্রীগণও অনুরূপ রণে ভঙ্গ দেয়। অতঃপর ইসলাম প্রচার ব্যাপদেশে "১৩০৪ সাল হইতে ১৩১৩ সাল পর্যন্ত শেখ জমীরুদ্দীন সাহেবসহ তিনি একত্রে পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা, বরিশাল, নোয়াখালী, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নদীয়া, যশোহর, হুগলী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি জিলার শহরে ও মফঃস্বলে ধর্ম সভায় বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।" তাঁহার তেজস্বী ভাষণে জনগণ যেমন মুগ্ধ হইত, তেমনি অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিতও হইত।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ কেবল খৃস্ট ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ হইতেই ইসলামকে রক্ষা করিতে চাহেন নাই ; প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ জীবনের সংস্কারও তাঁহার কাম্য ছিল। মুসলিম-জীবনে তিনি কর্মবোধের প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। মুসলিম সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলনে তিনি চেষ্টা করিতেন, কৃষিকর্মে উৎসাহ দিতেন এবং উৎসাহিত করিতেন শিক্ষাক্ষেত্রেও। তাঁহার চেষ্টায় নানা স্থানে বহু স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজ বাড়ীর পার্শ্বে মনোহরপুর 'মাদরাসা-ই-কারামতিয়া' তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারেও তাঁহার অবদান সামান্য নহে। তিনি দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা লাভে স্বোপার্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেন। বহু ছাত্র তাঁহার আশ্রয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিত।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ শুধু বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, লক্ষ্য হাসিলে তিনি কলমও ধরিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে এই অসাধারণ কর্মবীর ও সমাজসেবী ধর্মপ্রচারক নিউমোনিয়া রোগে ইনতিকাল করেন। নিম্নোক্ত রচনাবলী তাঁহার অমর অবদান :

(১) খৃস্টীয় ধর্মের অসারতা (প্রকাশকাল ১৮৮৬ খৃ., পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬ ; (২) মেহেরুল ইসলাম (১৮৯০ খৃস্টাব্দের পর মুদ্রিত বলিয়া অনুমিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩) ; (৩) খৃস্টান মুসলমান তর্ক-যুদ্ধ ; (৪) বিধবা গঞ্জনা (হিন্দুদের প্রবল আপত্তির মুখে বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত) ; (৫) পান্দনামাহ (শায়খ সা'দীর বিখ্যাত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ, ২য় সং., ১৯০৮ খৃ.) ; (৬) হিন্দু-ধর্ম রহস্য (১৮৯৬ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭, পরবর্তীকালে ইহাও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়) ; (৭) রদ্দে খ্রীস্টিয়ান ও দলিলোল ইসলাম (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, প্রেস হইতে হারাইয়া যায়) ; (৮) উপদেশ-মালা (১৯০৯ খৃ.) ; (৯) ইসলামী বক্তৃতামালা (১৯০৮ খৃ.) ; (১০) নবরতন মালা বা বাংলা গজল (২য় সং., ১৯১১ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবুল হাসানাত, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৮০ খৃ. ; (২) বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ. ; (৩) মুহম্মদ আবু তালিব, মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ : দেশ কাল সমাজ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সং, ঢাকা ১৪০৪/১৯৮৩।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

মোশাররফ হোসেন, মীর (میر مشرف حسین : মীর মুশাররাফ হু'সায়ন) (১৮৪৮—১৯১১) ১৮৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর তদানীন্তন নদীয়া জিলার কুষ্টিয়া মহকুমার লাহিনীপাড়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মীর মু'আজ্জ'াম হু'সায়ন, মাতার নাম দাওলাতু'ন-নিসা এবং পিতামহের নাম মীর ইব্রাহীম হু'সায়ন। তাঁহার মাতামহ মুন্সী মীনাতুল্লাহ একই গ্রামের অধিবাসী। মীর মোশাররফ হোসেনের সপ্তম ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ তাপস সায়্যিদ সা'দুল্লাহ্ প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে বাগদাদ হইতে বাংলা-দেশে আসেন এবং তদীয় পীর ভাই শাহ্ পাহলোয়ানের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফরিদপুর জিলার শিকারা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। সা'দুল্লাহ্র পৌত্র ছিলেন মীর কুতবুল্লাহ। তাঁহার পৌত্র মীর ইব্রাহীম হু'সায়নই মীর মোশাররফ হোসেনের পিতামহ।

বাল্যকালে নিজ বাড়ীতে মুন্সী জমীরু'দ-দীনের কাছে তিনি প্রথমে কু'রআন পাঠ আরম্ভ করেন এবং কিছু ফারসীও শিখেন। বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই তিনি ইংরেজী শিক্ষার জন্য কুমারখালী স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৬৩ সালে তিনি পদম্দী স্কুলে এবং চারি বৎসর পর কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে তিনি ফারসী শিক্ষা করেন। কিন্তু ফারসী ভাষায় বর্ণ পরিচয় এবং বানান পর্যন্তই তাঁহার ফারসী জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজী শিক্ষাও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। সেই সময় তাঁহার অভিভাবকদের ধারণা ছিল, ইংরেজী পড়িলে সমাজে অপাংক্তেয় হইতে হয়। তাই মুরব্বীরা মোশাররফের ইংরেজী শিক্ষায় বেশী উৎসাহ দেখান নাই। সতর বৎসর বয়সে ১৮৬৫ সালে মোশাররফ কলিকাতা যান এবং পিতৃবন্ধু হু'সায়নের বাড়ীতে থাকিয়া কিছুকাল লেখাপড়া করেন। ইহার পর তাঁহার লেখাপড়া আর অগ্রসর হয় নাই। এই-খানেই আঠার বৎসর বয়সে নাদির হু'সায়নের কন্যা আযীযুন-নিসার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু তাঁহার বিবাহিত জীবন সুখের না হওয়ায় আট বৎসর পরে, ১৮৭৩ সালে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি আবার বিবি কুলছুম নাম্নী এক দ্বাদশ বর্ষীয়া কিশোরীকে বিবাহ করেন।

১৮৮৪ সালে মীর মোশাররফ হোসেন ময়মনসিংহ জিলার দেলদুয়ারের জমিদার করীমু'ন-নিসা-র সেরেস্তায় ম্যানেজার নিযুক্ত হন। নানা কারণে অসুবিধায় পড়িয়া এই চাকুরী ছাড়িয়া ১৮৮৪ সালে লাহিনীপাড়ায় নিজ বাড়ীতে চলিয়া যান। ইহার পর ১৯০৩ হইতে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতায় অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। অতঃপর শেষের কয়েক বৎসর তিনি ফরিদপুর পদমদীতে অতিবাহিত করেন। লাহিনীপাড়া, দেলদুয়ার, কুষ্টিয়া, পদমদী, ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর—এই কয়েকটি স্থানেই তাঁহার কৈশোর-উত্তর জীবনের বেশীর ভাগ অতিবাহিত হয়। তাঁহার সাহিত্যকর্মে এই সকল স্থানের লোক, সমাজ ও প্রকৃতি অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

মোশাররফ হোসেন বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বর্তমান কুষ্টিয়া জিলার কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদার 'উরফে কাঙ্গাল হরিনাথ 'গ্রাম বার্তা' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন। মোশাররফ হোসেন কৈশোর হইতে এই পত্রিকার সহিত জড়িত ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক জীবন গড়িয়া তুলিতে কাঙ্গাল হরিনাথের প্রভাব যথেষ্ট। ইহা ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়ও

তিনি কৈশোর হইতেই লিখিতেন। তাঁহার পূর্বে বাংলা গদ্যে উল্লেখ-যোগ্য কোন মুসলিম সাহিত্যকর্ম ছিল না। উনিশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন হইলে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিগত পরিবেশে পরিবর্তন সাধিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু সাহিত্যিকগণ উন্নতমানের রস ও রুচিসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোযোগ দিলেন। মুসলমান শিক্ষিত সমাজ তখনও 'আরবী-ফারসী ও পুঁথি সাহিত্য লইয়া ব্যস্ত রহিল। রাজ্যহারা মুসলিম সমাজ তখনও পরম শত্রু ইংরেজদের সহিত আপোস করিতে পারে নাই। তাহাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নাই। ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল দিক দিয়াই বাঙ্গালী মুসলিমের অধঃপতন ঘটে। বিলম্বে হইলেও মুসলিম-গণের মধ্যে যাঁহারা সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা ও ধর্মীয় জাগরণের চেতনা লইয়া সাহিত্য কর্মে অবতীর্ণ হন, মীর মোশার্‌রফ হোসেন তাঁহাদের অন্যতম এবং প্রধান অগ্রপথিক।

বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের দুই কীর্তিমান সাহিত্যিক পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মের সংগে মোশার্‌রফ হোসেনের সামঞ্জস্য রহিয়াছে। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্যিক পৌরুষ এবং বঙ্কিম চন্দ্রের শিল্প-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়সে বঙ্কিম চন্দ্রের দশ বৎসরের ছোট। কিন্তু তিনি বাংলার মুসলিম সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিম চন্দ্রের তুল্য স্থান দখল করিয়া আছেন। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় বঙ্কিম চন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার চার বৎসর পর। উনিশ শতকের মুসলিম সাহিত্য সাধনায় দুইটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি স্বাতন্ত্র্যধর্মী ও অপরটি সমন্বয়ধর্মী। সাহিত্য সৃষ্টি অপেক্ষা ইসলাম প্রচারেই যাঁহাদের উৎসাহ সমধিক, তাঁহাদিগকে বলা হয় স্বাতন্ত্র্যধর্মী। আর সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য প্রকাশে যাঁহারা আগ্রহী ছিলেন, তাঁহাদিগকে বলা হয় সমন্বয়ধর্মী। মোশার্‌রফ হোসেন ছিলেন সমন্বয়ধর্মীদের অন্তর্ভুক্ত।

মীর মোশার্‌রফ হোসেনের রচিত পঁয়ত্রিশখানি গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া যায়। একাধারে উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, প্রবন্ধ, জীবনী ও রস রচনার লেখক হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত ও বিরাট ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন। উপন্যাস : (১) রত্নবতী (১৮৬৯ খৃ.), (২) বিষাদ সিন্ধু (মহরম পর্ব—১৮৮৫ খৃ., উদ্ধার পর্ব—১৮৮৭ খৃ., এজিদ বধ পর্ব—১৮৯১ খৃ.), (৩) উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০খৃ.), (৪) রাজিয়া খাতুন, (৫) তহমিনা, (৬) বাঁধা খাতা, (৭) নিয়তি কি অবনতি। নাটক : (১) বসন্ত কুমারী নাটক (১৮৭৩ খৃ.), (২) জমিদার দর্পণ (১৮৭৩ খৃ.)। যাত্রা : (১) বেহুলা গীতাভিনয় (১৮৮৯ খৃ.), (২) টালা অভিনয় (১৮৯৯ খৃ.)। প্রহসন : (১) এর উপায় কি (১৮৭৬ খৃ.), (২) ভাই ভাই এইতো চাই (১৮৯৯ খৃ.), (৩) ফাস কাগজ (১৮৯৯ খৃ.), (৪) একি? (১৮৯৯ খৃ.)। কাব্য : (১) গোরাই ব্রীজ অথবা গৌরী সেতু (১৮৭৩ খৃ.), (২) সংগীত লহরী (১৮৮৭ খৃ.), (৩) পঞ্চনারী পদ্য (১৮৯৯ খৃ.), (৪) প্রেম পারিজাত, (৫) বিবি খোদেজার বিবাহ (১৯০৫ খৃ.), (৬) হযরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (১৯০৫ খৃ.), (৭) হযরত হামযার ধর্মজীবন লাভ (১৯০৫ খৃ.) (৮) হযরত বেলালের জীবনী (১৯০৫ খৃ.), (৯) মদীনার গৌরব (১৯০৬ খৃ.), (১০) মোসলেম বীরত্ব (১৯০৭ খৃ.), (১১) বাজীমাৎ (১৯০৮ খৃ.), (১২) মৌলুদ শরীফ (গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত)। প্রবন্ধ : (১) গোজীবন (১৮৮৯ খৃ.), (২) খোৎবা, (৩) মুসলমানের বাংলা শিক্ষা, পাঠ্য পুস্তক (প্রথম ভাগ, ১৯০৩ খৃ., দ্বিতীয় ভাগ, ১৯০৮ খৃ.)। জীবনী : (১) আমার জীবনী (আত্মচরিত, ১৯০৮ খৃ.), (২) হযরত য়ুসুফ (১৯০৮ খৃ.), (৩) বিবি কুলসুম (১৯১০ খৃ.)। রস রচনা : গাজী মিয়ার বস্তানী (১৮৯৯ খৃ.)। প্রবন্ধোপন্যাস : (১) এসলামের জয় (১৯০৮ খৃ.)। ইহা ছাড়া মোশার্‌রফ হোসেন 'আজিজুন নেহার' নামক একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

তাঁহার রচিত বসন্ত কুমারী নাটক, উদাসীন পথিকের মনের কথা, জমিদার দর্পণ, বিষাদ সিন্ধু, গাজী মিয়ার বস্তানী, বিবি কুলসুম সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ। এইগুলিই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া গৃহীত। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব ও সফলতা এই সকল গ্রন্থেই বিধৃত। এই সকল রচনা তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার রচিত সমগ্র সাহিত্য সম্ভারে 'বিষাদ সিন্ধু'ই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। কারবালার বিষাদময় স্মৃতির পটভূমিকায় রচিত তিন সর্গে সমাপ্ত গ্রন্থটি একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। গ্রন্থখানির ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, ঘটনার পারম্পর্য তেমনি সম্ভাব্য পরিণতিমুখী। পাত্র-পাত্রীর চরিত্রাঙ্কনও নিখুঁত। বাংলা সাহিত্যে 'বিষাদ সিন্ধু' এক অভিনব সৃষ্টি। এই গ্রন্থখানি একাধারে ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্টিক উপন্যাস ও গদ্য মহাকাব্য। গ্রন্থখানি বিশুদ্ধ অথচ সহজবোধ্য ভাষারীতিতে রচিত। ইহার ভাষা স্বচ্ছ ও হৃদয়গ্রাহী এবং প্রকাশভঙ্গি অতিশয় মনোজ্ঞ। পরবর্তী কালের সাহিত্যে বিশেষ করিয়া গদ্যশৈলী সৃষ্টিতে মোশার্‌রফ হোসেনের বিশেষ অবদান অবিস্মরণীয়।

মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, তাহ্‌যীব ও তামাদ্দুন তাঁহাকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিল। মুসলিম গৌরবগাঁথা তাঁহার কবি-মানস আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি তাঁহার সাহিত্য-কর্মের মাধ্যমে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে তাঁহার নিজস্ব গৌরব ও ঐতিহ্যে, তাঁহার নিজস্ব শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, নিজস্ব তাহ্‌যীব ও তামাদ্দুনে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মোশার্‌রফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধুর বাংলা গদ্য শব্দ-বন্ধে, ছন্দস্পন্দে এক অবারিত স্রোত ঝর্ণাধারার ন্যায় ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বিষাদ সিন্ধু কেবলমাত্র বিষাদেরই সিন্ধু নহে, সর্বজনীন অনুভূতিতে শাশ্বত সত্যের প্রকাশ এবং মহিমাময় বিষয় গৌরবে প্রাচীন সম্পদের স্বাদ-গন্ধসহ বাংলা সাহিত্যে এক ক্লাসিক স্থাপত্যের মতই ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে এবং ইহার ভাষার উদ্বেল ঊর্মিমুখর তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মধ্যেই মীর মোশার্‌রফ হোসেনের সাহিত্যিক প্রতিভা যথাযথ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

১৯০১ সালে তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী কুলছুমের মৃত্যু হইলে মোশার্‌রফ হোসেন মুষড়িয়া পড়েন এবং ইহার পর তিনি আর কিছু রচনা করিতে পারেন নাই। ১৯১১ সালে ১৯ ডিসেম্বর তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ডঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৪৩ খৃ.; (২) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৬৩ খৃ.; (৩) মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা ১৯৫৬ খৃ.; (৪) মুনীর চৌধুরী, মীর মানস, ঢাকা ১৯৬৪ খৃ.; (৫) ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ১৯৬৪ খৃ.; (৬) ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ.; (৭) মুহম্মদ আবদুল আউয়াল, মীর মোশাররফের গদ্য রচনা, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ.; (৮) ডঃ কাজী আবদুল মান্নান (সম্পা.), মোশাররফ রচনা সম্ভার, ঢাকা, ১ম খণ্ড

১৯৭৬ খৃ., ২য় খণ্ড, ১৯৮০ খৃ.; (৯) বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ., ৪খ., ৬৩।

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (محمد يعقوب على چودهرى : মুহাম্মাদ য়া'কূ'ব 'আলী চৌধুরী), বাংলা ভাষায় ইসলামী ভাবধারার প্রখ্যাত সাহিত্যিক। জন্ম ফরিদপুর জিলার পাংশা থানা শহরের মাগুড়াডাঙী মহল্লায় ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে (বাংলা ১২৯৫ সালের ১৮ কার্তিক)। পিতা ইনায়াতুল্লাহ চৌধুরী এবং মাতা মুন্নাতু'ন্-নিসা খাতুন উভয়েই বিশেষ ধর্মানুরাগী ছিলেন। পিতার চাকুরী জীবন অতিবাহিত হয় বৃটিশ ভারতের জলপাইগুড়ি জিলার হেন্তাবাদ ও ফালাকাটা থানার ও. সি. হিসাবে। পুলিশ অফিসার হইয়াও তিনি অত্যন্ত সৎ, সরল ও ধর্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার সংসার কখনই খুব সচ্ছল ছিল না। ইনায়াতুল্লাহ-র তিন পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে এয়াকুব আলী ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। এয়াকুব আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রওশন আলী চৌধুরী ছিলেন তৎকালীন মুসলিম বাংলার বিখ্যাত 'কোহিনূর' পত্রিকার সম্পাদক ও সমাজ-সেবক। মধ্যম ভ্রাতা আওলাদ হসায়ন চৌধুরী ছিলেন সাংবাদিক।

শৈশবে এয়াকুব আলীর পিতৃবিয়োগ ঘটিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রওশন আলীর তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত পালিত হন ও লেখাপড়া শুরু করেন। ইহাতে বিশেষ আগ্রহের জন্য শিক্ষকগণ তাঁহাকে খুব আদর করিতেন। অল্প বয়সেই তিনি পাংশা এম. ই. স্কুল হইতে ঢাকা বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া মাইনর ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৬ বৎসর বয়সে রাজবাড়ীর রাজা সূর্যকুমার ইন্সটিটিউশন হইতে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়া 'মুহসিন' বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর যথাসময়ে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ. এ. (বর্তমান আই. এ.) পরীক্ষা পাস করেন। বি. এ. ক্লাশে অধ্যয়নকালে চক্ষু পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

কলেজ জীবন হইতেই এয়াকুব আলী সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। কলেজ জীবনের শেষ দিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 'কোহিনূর' সম্পাদক রওশন আলী চৌধুরী গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়ায় এই পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব এয়াকুব আলীর স্কন্ধে পতিত হয়।

ছাত্র জীবন শেষে জীবিকার্জনের প্রয়োজনে তিনি চট্টগ্রামের খান বাহাদুর ফজলুল কাদের প্রতিষ্ঠিত জোরওয়ারগঞ্জ হাইস্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। এইখানেই বিখ্যাত নীতিবাদী সাহিত্যিক ডাঃ লুৎফর রহমানের সঙ্গে তাঁহার হৃদ্যতা গড়িয়া উঠে। দুই আদর্শবাদী সাহিত্যিকের এই বন্ধুত্ব আমৃত্যু স্থায়ী হইয়াছিল।

জোরওয়ারগঞ্জে এক বৎসর চাকুরী করিবার পর তিনি প্রথমে রাজবাড়ীর রাজা সূর্যকুমার ইন্সিটিউশনে (১৯১৫—১৭) এবং পরে পাংশা হাইস্কুলে (১৯১৮—২১) শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করিবার সময়ে তিনি খেলাফত আন্দোলনে অংশ গ্রহণের কারণে কারারুদ্ধ হন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর শিক্ষক পদে কাজের সুযোগ তাঁহার আর হয় নাই। তখন তিনি কলিকাতা যাইয়া মধ্যম ভ্রাতা আওলাদ হসায়ন চৌধুরীর সহিত সাংবাদিকতা শুরু করেন এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন। বাংলা ১৩৩৩ সালে এই সমিতির মুখপত্র হিসাবে তিনি 'সাহিত্যিক' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। এয়াকুব আলী চৌধুরী ও কবি গোলাম মোস্তফা এই পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

এয়াকুব আলীর সাহিত্য জীবন ১৬ বৎসর (১৯০১—১৯১৭) স্থায়ী হইয়াছিল। 'কোহিনূর'-এ তাঁহার লেখার হাতেখড়ি হয় ফারসী গ্রন্থ বুস্তাঁ ও খারেস্তান অনুসরণে 'পরার্থে আত্মদান' ও 'মহত্তের মান' শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে। এয়াকুব আলীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'নূরনবী'। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। অদ্যাবধি ইহা বাংলা সাহিত্যে শিশুদের উপযোগী শ্রেষ্ঠ নবী চরিত বলিয়া বিবেচিত। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ধর্মের কাহিনী' ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে দশটি রচনার সংকলন। তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ 'শান্তিধারা'-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। ইসলামের স্বরূপ, ইসলামের ধারা, রমজান, আজান, উপাসনা, নামাজ শীর্ষক ছয়টি প্রবন্ধ ইহাতে স্থান পাইয়াছে। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক কবি আবদুল কাদিরের মতে, "এ সকল প্রবন্ধ বহিরঙ্গ সৌন্দর্যালংকারে ঝলমল এবং অনুরঙ্গ রহস্যের রসে উদ্বেল।" এয়াকুব আলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'মানব মুকুট'। মহানবী (স')-এর উপর লিখিত এই মনোজ্ঞ গ্রন্থ ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়াও বাংলা একাডেমী হইতে কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় গ্রন্থাকারে 'এয়াকুব আলীর অপ্রকাশিত রচনাবলী' শীর্ষক একখানি গ্রন্থ ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য আকুলতা এয়াকুব আলীর রচনার বৈশিষ্ট্য। 'ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক আদর্শকে সুন্দর-রূপে ফুটাইয়া তোলাই ছিল এয়াকুব আলীর সাহিত্য সাধনার মূল লক্ষ্য।

মুসলমান সমাজের পশ্চাদ্‌পদতা সম্বন্ধে এয়াকুব আলী বিশেষ ভাবনা করিতেন। ফলে ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্য সাধনা করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। বৃটিশ শাসনকালের সেই প্রতিকূল পরিবেশে মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনার সুযোগ-সুবিধা গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যেই তিনি 'কোহিনূর' পত্রিকা ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে যোগ দেন। 'কোহিনূর' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি মুসলিম রেনেসাঁর ভিত্তি নির্মাণের প্রয়াস পান। উল্লেখ্য, এই পত্রিকায় কায়কোবাদ মোহাম্মদ আকরম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, কবি শাহাদৎ হোসেন, মনিরুজ্জা-মান ইসলামাবাদী, ডাঃ লুৎফর রহমান, আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, কাজী ইমদাদুল হক, মৌলবী মুজিবর রহমান, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হইত।

একজন আদর্শবাদী ও সমাজসচেতন সাহিত্যিক হিসাবে এয়াকুব আলী চৌধুরী পরাধীন জাতির আযাদীর রাজনীতি হইতে নিজকে দূরে রাখিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদাংক অনু-সরণে প্রথমে কংগ্রেসের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি তাঁহার মোহ কাটিয়া যায় এবং ক্রমে তিনি মুসলিম লীগের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন। পরবর্তীকালে খিলাফত আন্দোলনের ডাক আসিলে তিনি তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

এয়াকুব আলীর শেষ জীবন নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে কাটে। নিজে সংসার বিরাগী ও চিরকুমার হইয়াও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার মৃত্যুর ফলে তাঁহাদের বিরাট সংসারের বোঝা তাঁহাকে নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিতে হয়। তিনি শেষ জীবনে দৃষ্টিহীনতা ও যক্ষা রোগে

আক্রান্ত হন এবং এই রোগেই ১৯৪০ সালের ১৫ ডিসেম্বর (১ পৌষ, ১৩৪৭) পাংশায় ইনতিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবদুল কাদির (সম্পা.), এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৩৭০ বঙ্গাব্দ ; (২) আবুল হোসেন মল্লিক, এয়াকুব জীবনালেখ্য (পাণ্ডুলিপি), পাংশা কলেজ, ফরিদপুর ; (৩) আবদুল গফুর, সাধক সাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরী, মাসিক পূর্বাচল, ঢাকা, মাঘ, ১৩৮৪।

আবদুল গফুর

য

যবুর (زبور : যাবুর), সম্ভবত 'আরবের দক্ষিণাঞ্চল হইতে গৃহীত শব্দ। ইতিপূর্বে জাহিলী কবিগণ শব্দটি 'লিখন' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত পাওয়া যায় কবি আল-ফারায্দাকে'র গ্রন্থ, নাক'াইদ ৭৫ : ১-এ। মক্কায় ওয়াহ্'য়ি নাযিলের দ্বিতীয় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া কু'রআনে শব্দটির বহুবচন যুবুর (زبر) ব্যবহৃত হইয়াছে। উহা দ্বারা যেমন প্রত্যাদিষ্ট পুস্তকসমূহ বুঝায় (সূরা ২৬ : ১৯৬ ; ৩ : ১৮৩ ; ১৬ : ৪৪ ; ৩৫ : ২৫) তেমনি যে আসমানী লিখনে মানবের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করা হয় তাহাও বুঝায় (সূরা ৫৪ : ৪৩, ৫২)। পক্ষান্তরে উহার একবচন যাবুর কু'রআন শারীফে একমাত্র হযরত দাউদ ('আ)-এর গ্রন্থ সম্পর্কে প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথম দিকে নাযিলকৃত ১৭ : ৫৫ আয়াতে বলা হইয়াছে, "আমরা দাউদকে যাবুর গ্রন্থ দান করিয়াছি।" যবূরের কথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্রও বলিয়াছেন (সূরা ৪ : ১৬৩)। কু'রআনে আরো বলা হইয়াছে : "আমি উপদেশের পর যাবূরে লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার সাধু বান্দাগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইবে" (কু'রআন ২১ : ১০০)। সম্ভবত জাহিলী কবিগণ পূর্ব হইতে অবগত ছিলেন যে, হযরত দাউদ ('আ)-এর উপর যবুর গ্রন্থ নাযিল হয়। উদাহরণস্থলে বলা চলে যে, ইমরুউ'ল-ক'ায়স "মঠবাসী সন্ন্যাসীদের পুস্তকের লেখার ন্যায়" (কা-খাত্তি' যাবুরিন্ ফী মাস'াহি'ফি রুহ্বানী, ৬৩ : ১) কথা দ্বারা এই যাবুর গ্রন্থ বুঝাইয়াছেন। যাহাই বলা হউক না কেন, যবুর শব্দটির ধ্বনির সহিত হিব্রু শব্দ মিয্মোর, সিরীয় শব্দ মায্মোর এবং ইথিওপীয় শব্দ মায্মূরের ধ্বনির সাদৃশ্য আছে। 'আরবী শব্দ যাবুর-এর সহিত এই শব্দটির মিল থাকার দরুন লিখন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সূরাঃ ২১ : ১০৫ আয়াত ছাড়াও কু'রআন শারীফের অন্যান্য আয়াত ও Psalm-এর মধ্যে, বিশেষত উহার ১০৪-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। অধিকন্তু কু'রআন শারীফের বিভিন্ন অংশে যেখানে অর্থের বা ধ্বনির সাদৃশ্য দেখিয়া বাইবেলের কথা মনে হয়, তাহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য Psalm-এর সঙ্গে। কু'রআন এই সাক্ষ্যও বহন করে যে, যাবুর, তাওরাত ও ইনজীলও আল্লাহ্র বাণী। সুতরাং কু'রআনেও উক্ত গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকা স্বাভাবিক। ঐ গ্রন্থগুলিকে যদি নাযিলের সঙ্গে সঙ্গে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হইত এবং বহু নকলে বিকৃত না হইত, তাহা হইলে সাদৃশ্য অধিকতর হইত। কু'রআন শারীফের ভাষ্যকারগণ স্বীকার করেন, সূরাঃ ৪ : ১৬৩ আয়াতে যে যবূরের উল্লেখ আছে উহা সেই নামীয় দাউদের গ্রন্থ। একমাত্র কূফার কতিপয় ভাষ্যকার প্রস্তাব করেন যে, যুবুর বহুবচন শব্দটি লিখন অর্থে পাঠ করা উচিত। ত'াবারী এই মত বর্জন করেন (ত'াবারী, তাফ্সীর, ৬ : ২৮)। আহ'মাদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন সালাম খালীফাঃ হারূনের একজন মাওলা (আশ্রিত) ছিলেন। কথিত আছে, তিনি য়াহূদী ও খৃস্টানদের মাযামীর গ্রন্থ যাবূরের সহিত অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন। মাযামীরের সংখ্যা ১৫০।

গীত-সংহিতার (Psalms) 'আরবী অনুবাদের এক খণ্ডিত অংশ দ্বিতীয়/সপ্তম শতকে রচিত এবং খৃস্টান 'আরবী সাহিত্যের প্রাচীনতম জ্ঞাত নমুনা। B. Violet ইহা দামিশ্কে আবিষ্কার করেন। উহাতে গীত ৭৮-এর ২০-৩১, ৫১-৬১ শ্লোকসমূহের বড় বড় গ্রীক অক্ষরে লিখিত 'আরবী অনুবাদ আছে। আল-কিন্দী তদীয় রিসালাঃ-তে (২০৪/৮১৯ এর কাছাকাছি সময়ে রচিত) এবং ইব্ন কু'তায়বাঃ গীতসমূহের আক্ষরিক অনুবাদ 'ইবনু'ল-জাওযীর ওয়াফা' কিতাব হইতে উদ্ধৃত করেন। নেস্তরীয় ধর্মত্যাগী 'আলী ইব্ন রাব্বান আত্'-ত'াবারীর নিকট সিরীয় ভাষায় অনূদিত একখানা গ্রন্থ ছিল। তিনি তৎপ্রণীত 'ধর্ম ও রাষ্ট্র' নামক গ্রন্থে গীতগুলি একটি পূর্ণ অধ্যায়ে স্থান দিয়াছেন (২৪০/৮৫৪ এর কাছাকাছি সময়ে লিখিত)। মাস্'ঊদী তান্বীহ্ নামক গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠায় গীত-সংহিতাসহ বাইবেলের 'আরবী তরজমার কথা উল্লেখ করেন। এই সকল তরজমা পুস্তকের মধ্যে সা'ঈদ আল-ক'ায়্যূমী কর্তৃক অনূদিত পুস্তকখানি (Fihrist, p. 23, 7. 13 ; তু. also H. Malter, Saadia Gaon, p. 318 প.) এখনও পাওয়া যায়। 'আঁরবী-কাব্যে গীত-সংহিতার যে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ পুস্তক অদ্যাবধি বর্তমান আছে তাহা হইল হ'াফ্স' ইবনু'ল-বির্র্ আল-কূ'ত'ীর উরজূযাঃ, তাহা অন্তত ৫ম/১১শ শতকে রচিত। মুসলিমগণ বলেন, তাওরাত ও যাবূর (দ্র.) গ্রন্থে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। ইব্ন কু'তায়বাঃ ইহা হইতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') সম্পর্কিত বহু সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করেন ; 'আলী ইব্ন রাব্বান নবী (স') সম্বন্ধে হযরত দাউদ ('আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী শীর্ষক অধ্যায়ে অনুরূপ শ্লোক সংকলন করেন। উহার কতকগুলি ইব্ন কু'তায়বার সংকলনের সঙ্গে মিলে, আর কতকগুলি ভিন্ন (তু. G. Vajda, in Memorial Blau, Budapest 1938) ; এবং আস্-সিনূহাজী আরও কয়েকটি শ্লোক সংযোগ করেন। পক্ষান্তরে ইবন হ'াযম Psalms এবং বাইবেলের অন্যান্য পুস্তকের

তাঁর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, উহার কতকগুলি অংশ জাল রচনা। কথিত আছে, বহু ভাষাভাষী মুসলিম 'আলিমগণ যাবূরের অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার নাম "কিতাবু'ল-মাযামীর তারজামাতু'য-যাবূর"। উক্ত গ্রন্থের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে এবং Krarup এবং Cheikho উহার বাছাই করা অংশের সংকলন প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিতে ৬৬৬ হিজরী সন লিখা আছে। সম্ভবত ইব্‌ন হা'যম-এর ফিহ্‌রিস্ত গ্রন্থে উল্লিখিত ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌-এর নামে প্রচারিত কিতাব যাবূর দাঊদ ('আ) এবং উপরিউক্ত গ্রন্থখানি অভিন্ন (Biblioteca Arabo-Hispana, ix. 294)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, (Berlin 1926), p. 69 প.; (২) B. Violet, Ein zweisprachiges Psalmfragment aus Damaskus (Berlin 1902); (৩) C. Brockelmann, in Beitrage z. Assyriologie, iii, 46 প.; (৪) do., in ZATW, XV. 141 প.; (৫) W. Bacher, পূ. গ্র., p. 310; (৬) I. Goldziher, in ZDMG, xxxii, 351 প., 371, 377; (৭) M. Steinschneider, Die arabische Litteratur der Juden, 66; (৮) O. Chr. Krarup, Auswahl pseudodavidischer Psalmen (Copenhagen 1909), (৯) L. Cheikho, in MFOB, iv. 40 প., 47 প.; (১০) W. Rudolph, Die Abhangigkeit des Korans, p. 1৭ প. (Stuttgart 1922); (১১) C. Peters, Arabische Psalmencitate bei Abu Nu'aim, in Biblica 1939.

J. Horovitz (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

যম্‌যম (زمزم : যাম্‌যাম্), মক্কার পবিত্র কূপ, উহা হযরত ইসমা'ঈল ('আ)-এর কূপ নামেও অভিহিত। উহা হা'রাম শারীফে পবিত্র কা'বার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে স্থানে কৃষ্ণ প্রস্তর অবস্থিত, তাহার বিপরীত দিকে অবস্থিত। উহা ১৪০ ফুট গভীর এবং এক সময় উহার উপরে একটি সুদর্শন গম্বুজ ছিল। বর্তমানে উহা হা'রাম শারীফের অন্তর্ভুক্ত। হা'জ্জীগণ উহার পানি স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া পান করেন এবং সুস্থ ও পীড়িত সকলকে পান করাইবার জন্য গৃহে লইয়া যান। 'আরবী যাম্‌যাম্ শব্দের অর্থ প্রচুর পানি এবং যাম্‌যামা শব্দের অর্থ অল্প অল্প করিয়া ঢোক গ্রহণ করিয়া পান করা এবং দাঁতের ফাঁক দিয়া কথা বলা।

মুসলিম ইতিবৃত্তে এই কূপটির উৎপত্তি হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-এর জীবন-কাহিনীর সহিত বিজড়িত। হাজার (هاجر) এবং তাঁহার পুত্র ইস্‌মা'ঈল মরুভূমিতে পানির অভাবে তৃষ্ণায় মরণোন্মুখ হইলে জিব্‌রাঈল ফিরিশতা উহা উন্মুক্ত করেন। উহার চতুর্দিকে প্রস্তর দ্বারা বাঁধ নির্মাণ করিয়া বিবি হাজার সর্বপ্রথম পানি ধরিয়া রাখেন। ইহা সুনিশ্চিত যে, অতি প্রাচীন যুগ হইতেই এই কূপটিকে অত্যন্ত সম্মান করা হইত। জাহিলী যুগে পারসিকগণ এখানে আসিত। প্রাচীন যুগের জনৈক কবির একটি ছন্দে আছে, "প্রাচীনকাল হইতেই পারসিকগণ যম্‌যম কূপের চতুর্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিত।" অন্য এক কবি বলিয়াছেন, সাসানী রাজবংশের পূর্বপুরুষ বাবাকের পুত্র সাসান এই কূপটি দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

পৌত্তলিক যুগে জুরহুমীগণ তাহাদের সমস্ত ধন-সম্পদ নিক্ষেপ করিয়া যম্‌যম কূপটি ভরিয়া ফেলিয়াছিল। মাস্'ঊদী, যাহা হউক, মন্তব্য করেন যে, জুরহুমীগণ ছিল নির্ধন। সুতরাং যে ধন-সম্পদ কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল উহা তাহাদের দ্বারা অবশ্যই আনীত হয় নাই; বরং আনীত হইয়াছিল পারসিকগণ কর্তৃক।

রাসূল কারীম (স')-এর পিতামহ 'আবদু'ল-মুত্ত'আলিব কূপটি পুনরায় আবিষ্কার করত খনন করিয়া উহার চতুর্দিকে পাকা প্রাচীর নির্মাণ করেন; উহার গহ্বর হইতে দুইটি স্বর্ণ-মৃগ, কয়েকখানা "ক'াল-'ঈয়া" তরবারী এবং কয়েকটি বর্ম বাহির করেন। তরবারীগুলি দ্বারা তিনি কা'বার দরজা তৈয়ারী করেন; একটি স্বর্ণ-মৃগের স্বর্ণ দ্বারা পাত তৈয়ার করিয়া দরজা মুড়াইয়া দেন এবং অপর হরিণটি পবিত্র গৃহের অভ্যন্তরভাগে স্থাপন করেন। সেকালে যম্‌যম কূপের পানি মক্কাবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হইত।

২৯৭/৯০৯ সনে যম্‌যমের পানি উপচাইয়া উঠে। ইতিপূর্বে এবংবিধ ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া কাহারও জানা নাই। ফলে কয়েকজন হা'জ্জী নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ হারায়।

অনেক হা'জ্জী মক্কা পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে যে কাফন পরাইয়া তাহাকে দাফন করা হইবে উহা যম্‌যমের পানিতে ধৌত করিয়া লইয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কা'বাঃ প্রবন্ধের প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায় দ্র.; (২) মাস'ঊদী, বিষয়ঃ নির্ঘণ্ট; (৩) H. Kazem Zadeh, Relation d'un pelerinage a La Mecque en 1910—1911, Paris 1912. বিভিন্ন পরিব্রাজকের বর্ণনাঃ (৪) Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr, index দ্র. Zamzam; (৫) Picture in Snouck Hurgronje, Bilder aus Mekka, Leyden 1889, Nrs. i., iii; (৬) The travels of Ali Bey, ii., pl. lvii.; (৭) Gaudefroy-Demombynes, Le pelerinage a la Mekke, Paris 1923, p. 71 প.। আরও দ্র. (৮) য়াকূত আল-হা'মাবী, মু'জামু'ল-বুলদান, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ১৪৭-৯।

B. Carra de Vaux (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

যাকাত (زكوة : যাকাত) 'আ., ইহার আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। ইসলামী গ্রন্থসমূহে যাকাত শব্দ উল্লিখিত অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাকাত যাকাতদাতাকে পাপ ও কৃপণতা হইতে পবিত্র করে। ধনের কিয়দংশ ব্যয় দ্বারা অবশিষ্ট ধন পবিত্র হয়। রাসূল আক্‌রাম (স')-কে সম্বোধন করত আল্লাহ্‌ বলেন : "তাহাদের ধন হইতে স'াদাক'াঃ আদায় কর, ইহা দ্বারা তুমি তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া দিবে" (কু'রআন ৯ : ১০৩)। যাকাতের কল্যাণে ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কু'রআনে উক্ত আছে, "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দান করে, তাহাদিগেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়" (৩০ : ৩৯)। যাকাত দ্বারা ধনে বারাকাত (প্রাচুর্য) হইয়া থাকে (শামী, রাদ্দু'ল-মুহ'তার, ২খ, ১)।

কু'রআন ও হা'দীছে'র মর্মে বুঝা যায় যে, যাকাতই ধনে বারাকাত ও বৃদ্ধির হেতু এবং তদুপরি যাকাত প্রদানে মানব আত্মশুদ্ধি লাভ করে।

কু'রআন ও হা'দীছে'র পরিভাষায় ধনের যে নির্ধারিত অংশ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা মানবের উপর অবশ্য কর্তব্য (ফারদ') করা হইয়াছে উহাকেই যাকাত বলে। ইসলামী আইনে এই অর্থেই যাকাত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

যাকাতের গুরুত্ব ঃ যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ এবং ধর্মানুষ্ঠানে সা'লাতের পরই ইহার স্থান। সা'লাতের সঙ্গে সঙ্গেই যাকাত অবশ্য কর্তব্য (ফারদ')-রূপে নির্ধারিত হইয়াছে। কু'রআন শারীফের বহু স্থানে সা'লাতের আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই যাকাতের আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। হিজরতের পূর্বে নুবুওয়াতের প্রথমভাগে কু'রআনের যে সকল সূরাঃ নাযিল হইয়াছিল, সূরাঃ মুয্যাম্মিল ইহাদের অন্যতম। এই সূরায়ও বর্ণিত আছে ঃ "আর সা'লাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ প্রদান কর" (৭৩ ঃ ২০)। কিন্তু যাকাত সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশাবলী নাযিল হওয়ার পূর্বে সা'হ'াবীগণ নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ প্রায়ই দান করিয়া দিতেন। ২ ঃ ২১৯ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ "লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কী তাহারা ব্যয় করিবে? বল, যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই।" তৎপর কু'রআনের ৯ ঃ ১০৩ আয়াত নাযিল হওয়ার পর যাকাত আদায় ও ইহা নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করা মুসলিমদের উপর অবশ্য কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হইয়াছে।

সা'লাত ও যাকাত—এই দুইটি কর্মই ইসলামী জীবনের প্রাথমিক নিদর্শন। যদি কোন ক'াওম সমষ্টিগতভাবে উহা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে তবে সে ক'াওম মুসলিম মিল্লাতের অন্তর্ভু´় থাকিবে না। এই কারণেই যাহারা যাকাত দিতে অস্বীকার ২.রয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে সা'হ'াবীগণ (রা) জিহাদ ঘোষণা করিয়াছেন। হযরত আবু বাক্‌র (রা) বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র শপথ! যে ব্যক্তি সা'লাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিব" (বুখারী ও মুসলিম)।

হি. ৮ম সনে যাকাত, সা'দাক'াঃ আদায় (৯ ঃ ১০৩) ও উহা যথোপযুক্ত স্থানে ব্যয়ের (৯ ঃ ৬০) দায়িত্বভার মুসলিমগণের ইমামের উপর অর্পণ করিয়া আয়াত নাযিল হয়। রাসূল আক্‌রাম (স')-এর জীবদ্দশায় এই দায়িত্ব স্বয়ং তাঁহারই উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার খলীফাগণ ও মুসলমানগণের ইমামের উপর এই দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। তবে সরকারীভাবে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা মক্কা বিজয়ের পর অবলম্বন করা হইয়াছিল।

যাকাত আধুনিক রাষ্ট্র নির্ধারিত আয়করস্বরূপ নহে ঃ যাকাত আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্য ও একটি 'ইবাদাত, মানুষকে পাপ-পংকিলতা হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা দ্বিবিধ মঙ্গল সাধিত হয়। প্রথমত যাকাত আদায় করিয়া যাকাত প্রদানকারী পাপ, ধনলিপ্সা এবং ধনের প্রতি আসক্তি হইতে উদ্ভূত চারিত্রিক রোগসমূহের দোষ হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত দীন-দরিদ্র, অনাথ, শিশু, বিধবা, নারী, বিকলাঙ্গ, উপার্জনে অক্ষম নারী-পুরুষ, ফকীর-মিসকীন প্রভৃতি যাহারা জীবন ধারণোপযোগী অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, জাতির এমন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিরা তদ্দ্বারা লালিত-পালিত হইয়া থাকে। যাকাতদাতার মঙ্গল সাধনই যাকাত ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় প্রকার মঙ্গল আনুষঙ্গিকভাবেই সাধিত হইয়া থাকে। এইজন্যই কোন স্থানে, কোন সময়ে অনাথ, বিধবা, ফকীর, মিসকীন প্রভৃতি না থাকিলেও ধনীদের প্রতি যাকাত প্রদানের আদেশ সমভাবে বলবৎ থাকিবে।

কতদিন ধন অধিকারে থাকিলে যাকাত দিতে হইবে এবং ইহার পরিমাণ কি এই সম্বন্ধে ওয়াহ্'য়ির মাধ্যমে অবগত হইয়া রাসূল কারীম (স') বিস্তারিত নির্দেশ দান করেন এবং কয়েকজন সা'হ'াবী উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। যাকাত ফকীর, মিসকীন, অভাবগ্রস্ত ইত্যাদির প্রাপ্য (কু'রআন ৯ ঃ ৬০) ও যাকাত গ্রহীতাদের প্রতি ইহা যাকাতদাতাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুগ্রহ নহে, ইহা আবশ্যিক দরিদ্র-কর।

যাকাতের নিস'াব ঃ যে পরিমাণ ধন থাকিলে যাকাত ফরয হয়, ইসলামী পরিভাষায় উহাকে নিস'াব বলে। রৌপ্যের নিস'াব দুই শত দিরহাম, আমাদের দেশে প্রচলিত ওযন হিসাবে বাহান্ন তোলা ছয় মাশা পাঁচ রত্তির সমান। স্বর্ণের নিস'াব বিশ মিছ্'ক'াল; প্রচলিত ওযন হিসাবে ইহা সাত তোলা ছয় মাশার সমান। পণ্যদ্রব্যের নিস'াবও ইহার মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়াই নির্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার নিস'াবও স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিস'াবসদৃশ। নিস'াব পরিমাণ ধন-সম্পদপূর্ণ এক বৎসরকাল মালিকানা স্বত্ব কাহারও অধিকারে থাকিলে উহার যাকাত তাহার প্রতি ফরয হইয়া থাকে। যাকাতের জন্য নিস'াবের মাল বর্ধনশীল (নামী) হইতে হইবে যদিও তাহা কার্যত বর্ধিত না হয় (যেমন টাকাকড়ি প্রভৃতি)।

যাকাতের পরিমাণ ঃ রৌপ্যের ও পণ্যদ্রব্যের যাকাত চল্লিশ ভাগের একভাগ; নদী, বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপায়ে সিঞ্চিত জমির শস্যের যাকাত দশভাগের একভাগ, কৃষক কর্তৃক সেচকার্য দ্বারা যে জমির ফসল উৎপন্ন হয় তাহার উৎপন্ন শস্যের যাকাত বিশ-ভাগের একভাগ এবং অ-মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে বিজয়লব্ধ ধন-সম্পদ, খনিজ-দ্রব্য ও ভূগর্ভে প্রোথিত ধনের যাকাত এক-পঞ্চমাংশ।

পশুর মধ্যে উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং (হ'ানাফী মতে) অশ্বের যাকাত দিতে হয়। পাঁচটি উট, ত্রিশটি গরু বা মহিষ বা উভয়ে মিলিয়া ত্রিশটি এবং চল্লিশটি ছাগল বা ভেড়া অথবা উভয়ে মিলিয়া চল্লিশটি হইলে নিস'াব পূর্ণ হয় এবং উহার যাকাত যথাক্রমে একটি ছাগল, একটি দ্বিতীয় বর্ষের বাছুর এবং একটি ছাগল। উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে যাকাতও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রতিটি অশ্বের যাকাত এক দীনার অথবা ইহার মূল্যের (যাহা অন্ততপক্ষে দুইশত দিরহাম হইতে হইবে) চল্লিশভাগের একভাগ।

যাকাত ব্যয়ের খাত ঃ যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ স্বয়ং আল্লাহ্ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন এবং এইজন্যই নির্ধারিত খাত ব্যতীত অন্যত্র যাকাতের মাল ব্যয় করা যাইতে পারে না। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ নির্ধারণে আল্লাহ্ বলেন ঃ "সা'দাক'াঃ তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদিগের জন্য, যাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করা আবশ্যক তাহাদিগের জন্য, দাস-মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদিগের, আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফির (পর্যটক)-দিগের জন্য। ইহা আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (৯ ঃ ৬০)।

এক ব্যক্তি রাসূল কারীম (স')-এর নিকট যাকাত হইতে কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি বলেন ঃ "আল্লাহ্ যাকাত বণ্টনের ভার কাহারও উপর এমন কি কোন নবীর উপরও অর্পণ করেন নাই; বরং তিনি স্বয়ং উহা ব্যয়ের আটটি খাত নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তুমি এই (পূর্বোল্লিখিত) আট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলে তোমাকে দিতে পারি" (তাফসীর কু'রতু'বী, ৮খ, পৃ. ১৬৮)।

ফকীর ও মিসকীন এই উভয় শব্দেই দরিদ্রকে বুঝায়। মিসকীন অর্থ যাহার কিছুই নাই এবং ফকীর অর্থ যাহার নিস'াবের কম অর্থ আছে। কিন্তু শাব্দিক অর্থের এইরূপ পার্থক্য যাকাতের বিধানে

কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করে না ; কারণ যাকাত পাওয়ার ব্যাপারে এই উভয় শ্রেণীই সমানভাবে অধিকার রাখে।

মুসলমান হওয়া এবং নিস'াব পরিমাণ ধনের অধিকারী না হওয়া অথবা অন্ততপক্ষে এই পরিমাণ ধন আয়ত্তে না থাকা যাকাত-গ্রহীতার জন্য অপরিহার্য শর্ত। এই শর্তসমূহের কোন একটির ব্যতিক্রম হইলেও সে যাকাত পাইতে পারে না। একমাত্র যাকাত সংক্রান্ত কার্যে রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত আছে ; অভাবগ্রস্ত না হওয়া সত্ত্বেও যাকাতের ধন হইতে তাহারা পারিশ্রমিক পাইতে পারে।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ধন না থাকিলে উহা পরিশোধের জন্য তাহাকে যাকাত দেওয়া যাইবে। কিন্তু মদ্যপান এবং বিবাহ-শাদী ও কাহারও মৃত্যু ইত্যাদি উপলক্ষে শারী'আতবিরুদ্ধ দেশ-প্রথা পালন, এবংবিধ কোন প্রকার পাপ-কার্য সমাধানের জন্য ঋণ করিয়া থাকিলে এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের মাল দান করা যাইবে না, কারণ তাহাতে পাপ কার্যে ও অপব্যয়ে উৎসাহ দেওয়া হয়।

উল্লিখিত আয়াতে "আল্লাহ্‌র পথে" কথার উদ্দেশ্য হইল এমন গ'াযী ও মুজাহিদ, যাহার নিকট যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাব ক্রয় করিবার অর্থ নাই অথবা এমন ব্যক্তি যাহার উপর হ'াজ্জ করা ফরয হইয়াছিল, কিন্তু সেই সময় সে হ'াজ্জ করে নাই ; কিন্তু এখন তাহার এই পরিমাণ ধন নাই যদ্দ্বারা সে ফরয্ হ'াজ্জ সম্পন্ন করিতে পারে। ধর্ম-শিক্ষা এবং ধর্মপ্রচার কার্যও এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। যদি যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত কোন দরিদ্র ব্যক্তি এই সকল কাজ করিবার ইচ্ছা করে, তবে যাকাতের মাল হইতে তাহাকে সাহায্য করা উচিত।

যে মুসাফির প্রবাসে অভাব-অনটনে নিপতিত হইয়াছে এবং আবশ্যক পরিমাণ ধন তাহার নিকট নাই, স্বীয় গৃহে তাহার প্রচুর ধন-সম্পত্তি থাকিলেও তাহাকে এই পরিমাণ যাকাত দেওয়া যায় যদ্দ্বারা সফরের কাজ সমাধা করিয়া সে নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারে।

যাকাত আদায় সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তিকে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া এবং গ্রহীতার নিকট হইতে প্রতিদানের আশা না রাখিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যাকাত দিতে হইবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হইবে না।

রাসূল কারীম (স) হযরত মু'আয' (রা)-কে যাকাত সম্পর্কে নির্দেশ দিয়া বলেন : "যাকাত মুসলিম ধনীদের নিকট হইতে আদায় করিয়া দরিদ্রগণের মধ্যেই বিতরণ কর।" ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই ফাক'ীহ্‌গণ বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে এক স্থানের যাকাত অন্য স্থানে প্রেরণ করা উচিত নহে ; বরং কোন স্থানের যাকাতের উপর সেই স্থানের অধিবাসীদের অধিক দাবী রহিয়াছে। কিন্তু কাহারও গরীব আত্মীয়-স্বজন অন্যত্র বাস করিলে সে নিজের যাকাত তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিতে পারে। কারণ ইহাতে গরীবকে সাহায্য ও আত্মীয়কে দান, এই দ্বিবিধ ছ'াওয়াব পাওয়া যাইবে বলিয়া আল্লাহ্‌র রাসূল (স') সুসংবাদ প্রদান করিয়াছেন।

যে দ্রব্যের যাকাত ওয়াজিব—যেমন ব্যবসায়ের পণ্য, আসবাব-পত্র ইত্যাদির চল্লিশ ভাগের একভাগ অথবা এই পরিমাণ মালের মূল্য যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলেই যাকাত আদায় হইয়া যায়। দ্রব্য বা ইহার মূল্য এই উভয় প্রকারে দেওয়াই বৈধ আছে। তবে কোন কোন ফাক'ীহ বলেন যে, বর্তমানকালে নগদ টাকা-পয়সা দেওয়াই উত্তম। কারণ দরিদ্রের অভাব অনেক এবং বিভিন্ন প্রকারের ; নগদ টাকা-পয়সা দ্বারা সকল অভাব পূরণ হইতে পারে।

নিজের দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেওয়া অধিক ছ'াওয়াবের কাজ। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী, মাতাপিতা, সন্তানাদির একে অন্যকে যাকাত দেওয়া দুরস্ত নহে। সন্তানের সন্তান যত নিম্নে হউক, পিতামহ, মাতামহ, প্রপিতামহ ও প্রমাতামহ যত উর্ধ্বে হউক, তাহাদিগকে যাকাত দেওয়াও দুরস্ত নহে।

যাকাত ভিক্ষাবৃত্তির অবসান ঘটাইতে চায়। সুতরাং প্রত্যেককেই এই পরিমাণ দান করা উচিত যেন তাহার ভিক্ষা করিতে না হয়। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণের পরিমাণমত দেওয়া যাইবেই ; তদুপরি তাহাকে নিস'াবের কম যে কোন পরিমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ফকীর-মিস্‌কীনকে এক বৎসর জীবিকা নির্বাহের পরিমাণ যাকাত দেওয়া যায় (মিন্‌হাজ)।

যাকাত প্রদান করিলেই দান করিবার সকল দায়িত্ব পূর্ণ হইল এইরূপ ধারণা ইসলামের পরিপন্থী। ইসলাম যে জীবন ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়াছে তাহা কেবল স্ত্রী, সন্তানাদি ও নিজের উদর পূর্তির দিশ্বেগীই নহে ; বরং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর প্রতি কর্তব্য ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানের উপর অর্পণ করিয়াছে। দানকার্যে হস্ত প্রসারিত না করিলে এই সকল কর্তব্য পালন করা যায় না। এইজন্যই আনুষ্ঠানিক কার্যাবলীর মধ্যে স'লাত ও দানের উপর পবিত্র কু'রআনে অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমান সর্বদা যথাসাধ্য দান করিতে থাকিবে। বৎসরান্তে একবার যাকাত পরিশোধ করিয়াই দান কার্যের যাবতীয় দায়িত্ব প্রতিপালিত হইল মনে করিয়া হস্ত সংকুচিত করিয়া থাকিবে না।

ফিত্'রাঃ

ইহাও এক প্রকার যাকাত। পবিত্র রামাদ'ানের শেষে ইহা প্রত্যেক স'াহি'ব-ই-নিস'াব ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। যাকাতের নিস'াব ও ফিত'রার নিস'াব সমান। তবে যাকাতের নিস'াবের মাল বর্ধনশীল হইতে হইবে, যদিও তাহা কার্যত বর্ধিত না হউক। কিন্তু ফিত'রার নিস'াব গণনায় মাল বর্ধনশীল হওয়ার প্রয়োজন নাই এবং নিস'াবের মাল এক বৎসর অধিকারে থাকারও দরকার নাই। সর্বমোট মূল্য সাড়ে বাহান্ন তোলা রৌপ্যের সমান হইলেই ফিত্'রাঃ দিতে হইবে, অন্যথায় নহে। বরং 'ঈদের দিন নিস'াব পরিমাণ ধন অধিকারে থাকিলেই ফিত্'রাঃ দেওয়া ওয়াজিব হইবে।

স'াহি'ব-ই-নিস'াবের উপর তাহার নিজের এবং তদীয় নাবালিগ সন্তানাদি ও স্বীয় পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত গু'লামের ফিত্'রাঃ দেওয়া ওয়াজিব। এমন কি 'ঈদের দিন সু'ব্‌হ'-স'াদিকে'র পূর্বে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহারও ফিত্'রাঃ দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু যে ব্যক্তি সু'ব্‌হ'-স'াদিকে'র পূর্বে মারা যায় অথবা সু'ব্‌হ'-স'াদিকে'র পরে ইসলাম গ্রহণ করে বা জন্মে, তাহার ফিত্'রাঃ দেওয়া ওয়াজিব নহে।

ফিত্'রাঃ-র পরিমাণ : ফিত্'রাঃ মাথাপিছু এক স'া' গম, বার্লি, খেজুর, কিশমিশ অথবা পনির। শুধু গমের ক্ষেত্রে অর্ধ স'া'-এর কথাও হ'াদীছে' উল্লেখ আছে। ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর মতে এক স'া' ইরাকের ৮ রুত'লের সমান ; কিন্তু ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও আহ্'মাদ (র)-এর মতে হি'জাযী সোয়া পাঁচ রুত'লের সমান। আমাদের দেশী ওজনে এক রুত'ল প্রায় অর্ধ সেরের, এক হি'জাযী স'া' প্রায় পৌনে তিন সেরের এবং এক ইরাকী স'া' পৌনে চার সেরের সমান।

ফিত্'রাঃ আদায়ের নিয়ম ঃ 'ঈদের দিন সু'বহ্' স'াদিক' হইতেই ফিত্'রাঃ ওয়াজিব হয়। কোন ব্যক্তি ইহার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার উপর ফিত্'রাঃ ওয়াজিব নহে। ফিত্'রাঃ নির্দিষ্ট পরিমাণ গম, যব, খেজুর, বালি, কিশমিশ বা পনির দিতে হইবে। এই পরিমাণের অন্য কোন পণ্য দিলে ফিত্'রাঃ আদায় হইবে না। কিন্তু এক সের সাড়ে তের ছটাক গম অথবা পৌনে তিন সের অথবা পৌনে চার সের যব, গম, বালি, খেজুর, কিশমিশ বা পনিরের মূল্য কিংবা এই মূল্যের অন্য শস্য বা বস্তু ইত্যাদিও দেওয়া যাইতে পারে। নিকটবর্তী বাজারে ঐ সব বস্তু যে দরে পাওয়া যায়, সেই দরেই হিসাব করিতে হইবে। যাকাতের ন্যায় ফিত্'রাঃও পূর্বে বর্ণিত অষ্টবিধ খাতে ব্যয় করা উচিত। 'ঈদের দিনই ফিত্'রাঃ আদায় করিতে হইবে। কিন্তু ইহার পূর্বে বা পরে দেওয়াও দুরস্ত আছে।

ফিত্'রাঃ-র গুরুত্ব ঃ ফিত্'রাঃ দ্বারা রামাদ'ানের সি'য়ামের অনিচ্ছাকৃত ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত হয় এবং 'ঈদের দিনে সমাজের দরিদ্র মুসলমানগণেরও সাহায্য হইয়া থাকে।

যাকাত আদায় না করার শাস্তি ঃ যাকাত ফরয হওয়া সত্ত্বেও যাহারা যাকাত দান করে না তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন, "যে সমস্ত লোক স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে না (অর্থাৎ যাকাত দেয় না), অনন্তর আপনি তাহাদিগকে এক অতি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনাইয়া দিন, যাহা সেই দিন দেখা দিবে যেই দিন সেগুলিকে দোযখের অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইবে; তৎপর উহা দ্বারা সেই লোকদিগের ললাটে এবং তাহাদের পার্শ্বদেশে ও পৃষ্ঠে দাগ দেওয়া হইবে। (আর তখন তাহাদিগকে এই কথাও জানাইয়া দেওয়া হইবে যে,) উহা তাহাই বটে যাহা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করিয়া রাখিয়াছিলে। সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ উপভোগ কর" (কু'রআন ৯ ঃ ৩৪, ৩৫)।

রাসূল কারীম (স') বলেন ঃ যে জাতি যাকাত পরিশোধ করে না আল্লাহ্ তাহাদিগকে দুর্ভিক্ষে নিপতিত করেন (জাম্'উ'ল-ফাওয়াইদ, ১খ, পৃ. ১৪৬)।

ইবন হ'াযম বহু আয়াত ও হ'াদীছ' প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করত প্রতি জনপদের ধনীদের সেই অঞ্চলের নিঃস্ব দরিদ্রগণের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বায়তু'ল-মালের সঞ্চিত ধন দরিদ্রগণের অভাব মোচনের পক্ষে যথেষ্ট না হইলে রাষ্ট্রাধিনায়ক ধনীদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করত তাহাদিগকে তাহাদের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করিবেন। (মুহ'াল্লা, ৬খ., পৃ. ১৬৬)।

আবদুল খালেক

যাকারিয়্যা (زكريا) ('আ), পবিত্র কু'রআনের সূরাঃ আল্-'ইমরান (৩ ঃ ৩৭-৪১), আল-আন'আম (৬ ঃ ৮৫), মার্য়াম (১৯ ঃ ২—১১), আম্বিয়া' (২১ ঃ ৮৯—৯০), এই চারি সূরায় হযরত যাকারিয়্যা ('আ)-এর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সূরাঃ আন'আমে নবীগণের নামের সহিত তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট তিন সূরায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

কু'রআনে বর্ণিত হযরত যাকারিয়্যা ('আ) হযরত 'ঈসা ('আ)-এর জননী হযরত মার্য়াম ('আ)-এর অভিভাবক ও হযরত য়াহ'য়া ('আ)-এর পিতা। হযরত যাকারিয়্যা ('আ) সম্বন্ধে কু'রআন মাজীদে যাহা বলা হইয়াছে উহার অনুরূপ বর্ণনা খৃস্টান বাইবেলের লুক লিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে আছে। ইংরেজী বাইবেলে Zechariah, বাংলা অনুবাদে সখরিয়।

হযরত যাকারিয়্যা ('আ)-এর পিতার নাম সম্বন্ধে চরিত গ্রন্থকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁহাদের কোন মতই খুব দৃঢ় বলিয়া মনে হয় না। হ'াফিজ' ইব্ন হ'াজার স্বীয় ফাত্হ'ল-বারী ও ইব্ন কাছ'ীর স্বীয় তাফসীরে চরিত গ্রন্থকারদের সকল মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সকলেই ইহাতে একমত যে, হযরত যাকারিয়্যা ('আ) হযরত সুলায়মান ইব্ন দাউদ ('আ)-এর বংশধর ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ হযরত যাকারিয়্যা ('আ)-এর জীবনের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। পবিত্র কু'রআন ও চরিত গ্রন্থাবলী হইতে প্রামাণিক যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাই এস্থলে প্রদত্ত হইল।

বানূ ইসরাঈলের মধ্যে 'কাহিন' (ধর্মযাজক) নামে একটি অতি সম্মানজনক ধর্মীয় পদ ছিল। বায়তু'ল-মুক'াদ্দাসের ধর্ম কার্যাদি প্রতিপালন এই পদের অধিকারীর উপর ন্যস্ত ছিল। এইজন্য বিভিন্ন গোত্র হইতে পৃথক পৃথক কাহিন নিযুক্ত হইতেন এবং নিজ নিজ গোত্রের নির্ধারিত অনুষ্ঠানাদি তাঁহারাই পালন করিতেন। হযরত যাকারিয়্যা ('আ) বানূ ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কাহিন ও নবী ছিলেন। কু'রআনে তাঁহাকে নবীদের মধ্যে উল্লেখ করত বলা হইয়াছে ঃ "আর যাকারিয়্যা, য়াহ'য়া, 'ঈসা ও ইল্য়াস, তাঁহাদের সকলেই নেককার ছিলেন" (সূরাঃ ৬ ঃ ৮৫)। খৃস্টান বাইবেলের লূক পুস্তকে তাঁহাকে কাহিন বলা হইয়াছে, যেমন য়াহূদী সম্রাট হেরোদ (Herod)-এর সময়ে আবিয়াহ্ গোত্রে যাকারিয়্যা নামে এক যাজক ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী হারূন ('আ)-এর বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল আল-ঈয়শ (ইলীশাবেৎ-Elizabeth)। তাঁহারা উভয়েই আল্লাহ্র প্রতি অকপট বিশ্বাসী ছিলেন এবং বিনা দ্বিধায় আল্লাহ্র সমস্ত নির্দেশ মানিয়া চলিতেন (পরিচ্ছেদ ১, শ্লোক ৫-৬)।

হযরত যাকারিয়্যা ('আ) হযরত দাউদ ('আ)-এর বংশোদ্ভূত এবং তাঁহার সহধর্মিণী 'ঈশা বা আল-ঈয়শ (ইলীশাবেৎ-Elizabeth) হযরত হারূন ('আ)-এর বংশীয় ছিলেন। হযরত যাকারিয়্যা ('আ) জীবিকা অর্জনের জন্য সূত্রধরের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; মুসলিম, ইব্ন মাজাঃ ও মুসনাদ আহ'মাদ হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহের কিতাবু'ল-আম্বিয়া-য় হযরত আবূ হুরায়রাঃ (রা)-এর বাচনিক উল্লেখ আছে ঃ "যাকারিয়্যা সূত্রধর ছিলেন" (মাওলানা মুহ'াম্মাদ হি'ফজু'র-রাহ'মান, ক'াস'াসু'ল-কু'রআন, ২৪৯-৫২)।

হযরত সুলায়মান ('আ)-এর বংশধর হযরত 'ইমরানের পত্নী হ'ান্নাঃ গর্ভাবস্থায় আল্লাহ্র নিকট আবেদন করিলেন যে, তাঁহার সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিবেন এবং তাহাকে স্বীয় কার্যে নিযুক্ত করিবেন না (কু'রআন ৩ ঃ ৩৫)। তাঁহার এই প্রার্থনা আল্লাহ্ কবূল করিলেন এবং তিনি এক কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন; তাঁহার নাম মার্য়াম রাখা হইল। হযরত মার্য়ামের জননী তাঁহাকে লইয়া বায়তু'ল-মুক'াদ্দাসে উপস্থিত হইলেন। তথায় বহু তাপস অবস্থান করিতেন, হযরত যাকারিয়্যা ('আ) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। মারয়াম জননী তথাকার প্রতিবেশী ও তাপসদিগকে বলিলেন ঃ এই কন্যাকে আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছি; তাই আমার নিকট রাখিতে পারি না। সুতরাং তাহাকে লইয়া আসিয়াছি। আপনারা তাহাকে গ্রহণ করুন। প্রত্যেকেই মার্য়ামকে গ্রহণ ও প্রতিপালন করিবার আগ্রহ প্রকাশ

করিল। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল কু'র'আঃ (ভাগ্য পরীক্ষা) দ্বারা ইহা মীমাংসা করা হইবে। ইহাতে হযরত যাকারিয়্যা ('আ) কৃতকার্য হইলেন এবং তিনিই হযরত মার্‌য়ামের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন (মাওলানা আশ্‌রাফ 'আলী থানাব'ী, তাফ্‌সীর বায়ানু'ল-কু'রআন, ৩ ঃ ৩৭ আয়াতের ব্যাখ্যা)।

হযরত মার্‌য়াম একটু বয়স্কা ও বুদ্ধিমতী হইয়া উঠিলে হযরত যাকারিয়্যা ('আ) বায়তু'ল-মুক'দ্দাসে তাঁহার জন্য এক নির্জন প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দিবাভাগে তিনি তথায় আল্লাহ্‌র উপাসনায় মগ্ন থাকিতেন এবং তদীয়া খালা হযরত যাকারিয়্যা ('আ)-এর সহধর্মিণীর সহিত রজনী যাপন করিতেন (মাওলানা হি'ফ্‌জু'র-রাহ'মান, ক'াস'াসু'ল-কু'রআন, ২খ, ২৫৩ পৃ.)।

হযরত যাকারিয়্যা ('আ) মার্‌য়ামের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে তাঁহার নিকট শীতের মৌসুমে গ্রীষ্মের ফল এবং গ্রীষ্মের মৌসুমে শীতের ফল দেখিতে পাইতেন। ইহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি একবার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "হে মার্‌য়াম! তোমার নিকট এই ফল কোথা হইতে আসিয়া থাকে?" মার্‌য়াম বলিলেন ঃ "আল্লাহ্‌র নিকট হইতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমেয় জীবিকা প্রদান করেন।" এই সময় হযরত যাকারিয়্যা ('আ) স্বীয় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিলেন ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনার নিকট হইতে আমাকে অতি উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।"

হযরত যাকারিয়্যা ('আ)-এর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। তদুপরি তিনি এই ব্যাপারে সর্বাধিক চিন্তিত ছিলেন যে, তাঁহার তিরোধানের পর বানূ ইস্‌রাঈলকে সৎ পথে পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি কেহই ছিল না। সুতরাং তিনি আশা করিতেছিলেন, "আল্লাহ্ যদি আমাকে পুণ্যবান পুত্র সন্তান দান করেন তবে আমি নিশ্চিত হইতে পারিব যে, আমার পরেও বানূ ইস্‌রাঈলকে সৎ পথ প্রদর্শনকারী মওজুদ আছে" (ফাত্‌হ'ল-বারী, ২খ, ৩৬৪)। কিন্তু তাঁহার বয়স তখন ইব্‌ন কাছ'ীরের বর্ণনা অনুযায়ী ৭৭ বৎসর এবং অন্য বর্ণনানুসারে ৯০, ৯২ বা ১২০ বৎসর ছিল (আল-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ, ২খ, ৪৯) এবং তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন। এইজন্য প্রচলিত নিয়মানুসারে সন্তান লাভের আশা তাঁহার ছিল না (ক'াস'াসু'ল-কু'রআন, পৃ. ২৫৪)।

কিন্তু হযরত মার্‌য়ামের নিকট অসময়ের ফলমূল আসিতে দেখিয়া তিনিও মনে করিলেন, অস্বাভাবিকভাবে এই অসময়ের ফল আসার ন্যায় আমারও অস্বাভাবিকভাবে সন্তান লাভ অসম্ভব নহে। তিনি পূর্ব হইতেই আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট পুণ্যবান সন্তান প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর ফিরিশ্‌তাগণ তাঁহাকে বলিলেন, "আল্লাহ্ আপনাকে য়াহ্'য়া (John–যোহন) নামক সন্তান প্রদানের সুসংবাদ দিতেছেন। তিনি কালিমাতুল্লাহ্ [অর্থাৎ হযরত 'ঈসা ('আ)-এর নুবূওয়াত]-এর সমর্থনকারী হইবেন এবং ধর্মের নেতা হইবেন, তিনি স্বীয় প্রবৃত্তিকে ভোগ হইতে বিরত রাখিবেন, তিনি নবী হইবেন এবং অতি উচ্চ চরিত্রের অধিকারী হইবেন" (মাওলানা আশ্‌রাফ 'আলী থানাব'ী, তাফ্‌সীর বায়ানু'ল-কু'রআন, ৩ ঃ ৩৭-৩৯ আয়াতের ব্যাখ্যা)। তিনি এই সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র কি করিয়া হইবে? আমার বার্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে এবং আমার স্ত্রী সন্তান প্রসবের যোগ্য নহে।" আল্লাহ্ বলিলেন ঃ "এই অবস্থাতেই পুত্র হইবে। কেননা আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই সংঘটিত করিয়া থাকেন।" তিনি নিবেদন করিলেন ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোন চিহ্ন নির্দিষ্ট করিয়া দিন।" আল্লাহ্ বলিলেন ঃ "তোমার চিহ্ন ইহাই যে, তুমি সুস্থ থাকিয়াও লোকের সহিত ইঙ্গিত ব্যতীত তিন দিন কথা বলিবে না। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রত্যুষে তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা কর" (কু'রআন ৩ ঃ ৩৯-৪০)। আল্লাহ্ বলেন ঃ "হে যাকারিয়্যা! আমি তোমাকে এক পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিতেছি, তাহার নাম য়াহ্'য়া। তাহার পূর্বে এই নামের কোন লোক আমি সৃষ্টি করি নাই" (কু'রআন ১৯ ঃ ৭)। "সে হযরত যাকারিয়্যা ও হযরত য়া'কূবের সন্তানগণের উত্তরাধিকারী এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ পসন্দনীয় ব্যক্তি ছিল" (কু'রআন ১৯ ঃ ৬)।

কথিত আছে যে, হযরত যাকারিয়্যা ('আ) শাহাদাত বরণ করেন। হযরত য়াহ্'য়া ('আ)-এর মৃত্যুর পর য়াহূদীদের আক্রমণে ভীত হইয়া হযরত যাকারিয়্যা ('আ) একটি বৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৃক্ষটি মধ্যভাগে দ্বিখণ্ডিত হইয়া প্রসারিত হইলে যাকারিয়্যা ('আ) ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পোশাকের প্রান্তভাগ বৃক্ষের বাহিরে রহিয়া গেল। ইবলীস তাঁহার সহিত প্রতারণা করিল। শত্রুরা গাছটি করাত দ্বারা চিরিয়া ফেলিল এবং তৎসঙ্গে হযরত যাকারিয়্যা ('আ)-ও কর্তিত হইলেন (ছা'লাবী, পৃ. ২৪০; ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, পৃ. ১২০)। খৃষ্টান চরিত বর্ণনার অনুসরণ করিয়া ছা'লাবী প্রমুখ মুসলিম লেখক উক্ত কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ১খ, ২, ২১৩ প., ৭১৯ প.; (২) ছা'লাবী, ক'াস'াসু'ল-আম্বিয়া, কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ২৩৪-২৪০; (৩) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, বূলাক' ১২৯০ হি., ১খ, ১১৭-১২০; (৪) আল-কি'সাঈ, ক'াস'াসু'ল-আম্বিয়া', ed. Eisenberg, p. 297, 302, 303; (৫) Leo Baeck, Secharja ben Berechja, in MGWJ, 1932, p. 233-319; (৬) D. Sidersky, Les Origines des legendes Musalmanes, Paris 1933, p. 139 প.; (৭) Ch. C. Torrey, The Jewish Foundation of Islam, New York 1933, p. 58, 67, 80; (৮) B. Heller, Islamische Jesaja-Legende; (৯) Islamische Zacharija-Legende MGWJ, 1936, lxxx, 43 প.।

B. Heller (S.E.I.)/আবদুল খালেক

যাবি'য়াঃ (زاوية), প্রকৃত অর্থ দালানের কোণ। প্রথমত খৃস্টান মঠবাসীদের কুঠরী অর্থে, তৎপর ছোট মসজিদ অথবা উপাসনা প্রকোষ্ঠ অর্থে ব্যবহার করা হইত। মুসলিম অধ্যুষিত প্রাচ্যদেশে অদ্যাবধি পূর্বোক্ত অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়; কিন্তু বৃহত্তর মসজিদ অথবা জামি' মসজিদ অর্থে নয়। অন্যদিকে উত্তর আফ্রিকায় যাবি'য়াঃ শব্দ অত্যন্ত সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং মঠ ও বিদ্যালয়সদৃশ ধর্মীয় প্রকৃতির আঙ্গিক-সমষ্টির প্রতি প্রয়োগ করা হয়। ১৮৪৭ খৃস্টাব্দের দিকে Daumas মাগ'রিবী যাবি'য়াঃ-র একটি উত্তম সংজ্ঞা দিয়াছেন (La Kabylie, পৃ. ৬০)। মূলত ঐ অর্থ বর্তমান যুগেও প্রচলিত (তু. Dozy-র উদ্ধৃতি, Suppl. দ্র.)। নিম্নের বিষয়গুলির সবগুলি অথবা কতকগুলি যে কোন যাবি'য়াঃতে পাওয়া যায় ঃ মিহ'রাবসহ প্রার্থনার জন্য কামরা; মারাবুত বা শারীফান সাধু পুরুষদের সমাধিস্থল যাহার উপরে গম্বুজ আছে; শুধু কু'রআন আবৃত্তির জন্য নির্ধারিত একটি কামরা; একটি কুর'আনিয়্যাঃ মাদ্‌রাসা; যাবি'য়ায় তীর্থ যাত্রী, মেহমান, পর্যটক

এবং ছাত্রদের জন্য কয়েকটি আবাসিক কামরা। যাবি'য়ার সংলগ্ন একটি গোরস্থান থাকে। যে সকল ব্যক্তি জীবদ্দশায় সেখানে সমাহিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহাদিগকে সেখানে কবর দেওয়া হয়।

মনে হয় মধ্যযুগের পর হইতে অন্ততপক্ষে মুসলিম পাশ্চাত্যে যাবি'য়াঃ সম্বন্ধে ধারণার কিছুটা বৈশিষ্ট্যমূলক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পক্ষান্তরে মুসলিম প্রাচ্যে অনতিবিলম্বে শব্দটি একটা নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থাৎ একমাত্র ছোট ছোট মসজিদকে যাবি'য়াঃ বলা হইত, সেখানে নির্দিষ্ট শব্দ দায়র, খানক'াহ্ অথবা তেক্‌কে (তাক্‌য়্যাঃ) শব্দের পরিবর্তে প্রয়োগ করা হইত না। এই শব্দগুলি মঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইত এবং উহাদের মূল উৎস পারস্যের সূ'ফীবাদ। পক্ষান্তরে মাগ'রিব অঞ্চলে যাবি'য়াঃ শব্দটি তের শতকে রাবিত'াঃ শব্দের প্রতিশব্দরূপে প্রয়োগ করা হইত; রাবিত'াঃ অর্থাৎ আশ্রম যেখানে সাধুপুরুষ সংসার ত্যাগ করিয়া বাস করিতেন এবং তাঁহার চতুর্দিকে শিষ্য ও ভক্তগণ সমবেত হইত [দ্র. G. S. Colin, transl. of Al-Badisi's Maksad, in AM. xxvi (1926), p. 240, দ্র.]। যাবি'য়াঃ অথবা রাবিত'াঃ সর্বদা রিবাতে'র সহিত অভিন্ন নয়। রিবাতে'র উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন; উহাতে আসলে সেনাবিভাগীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান ছিল। এই সম্পর্কে তিলিম্‌সেনের ইবন মারযুক' (মৃ. ৭৮১/১৩৭৯)-এর একটি উক্তি উল্লেখ করা যায়। তৎরচিত মারীনী সুল্‌ত'ান আবু'ল-হ'াসান 'আলী সম্পর্কে লিখিত "আল-মুস্‌নাদ আস-স'াহ'ীহ' আল-হ'াসান" গ্রন্থের বিয়াল্লিশতম অধ্যায়ে তিনি যাবি'য়াঃ প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচ্যে অনুরূপ স্থানকে রিবাত' বা খানক'াহ্ বলে। অধিকন্তু রিবাত' শব্দটি মরক্কোতে প্রচলিত। সেখানে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সামরিক ক্রিয়াকলাপ ধর্মদ্রোহীদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ছিল, যথাঃ ওয়াদী তান্‌সীফ্‌ত-এর রিবাত' আস্‌ফী এবং সীদী-শীকেব। প্রাথমিক যাবি'য়াঃ আশ্রমগুলি নিশ্চিতভাবে দ্রুত গড়িয়া উঠে। এইগুলি শুধু সংসারত্যাগীদের আশ্রয়স্থলই ছিল না; বরং ধর্মীয় সূ'ফী জীবনের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। এতদিন তাস'াওউফ শহরে পণ্ডিতমণ্ডলীর একচেটিয়া বিষয় ছিল, এই সকল কেন্দ্র হইতে উহা জনগণের সান্নিধ্যে আনীত হইল। যাবি'য়াঃগুলি রূপান্তরিত হইল বিশেষ আকর্ষণ কেন্দ্রে, ধর্মশিক্ষার বিদ্যালয়ে এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা লাভে আকাঙ্ক্ষী পর্যটকগণের কতকটা ব্যয়বিহীন সাময়িক আবাসগৃহে। সমসাময়িক যাবি'য়াঃ সম্পর্কে বলিতে গিয়া ইবন মারযুক' যে উক্তি করিয়াছেন তাহা উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। "ইহা সুস্পষ্ট যে, মাগ'রিব অঞ্চলে যাবি'য়াঃগুলিতে মুসাফিরদিগকে আশ্রয় দান এবং পর্যটনকারীদিগকে খাদ্য প্রদান করা হয়" (দ্র. রিবাত' প্রবন্ধও)।

স্পেনদেশে মুসলিম আমলে গ্রানাডার নাস্‌'রীয়গণের পূর্বে কোন যাবি'য়াঃর উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং সেখানকার যাবি'য়াঃগুলি মারীনীয় সুলত'ান আবু'ল-হ'াসান কর্তৃক নির্মিত যাবি'য়াঃগুলির সমকালীন এবং ইহাদের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল অনুরূপ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে W. and G. Marcais একটি চিত্তাকর্ষক অনুমান উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, মাগ'রিবী মাদ্‌রাসাগুলি স্থাপিত হইয়াছিল চতুর্দশ শতকের মারীনী এবং 'আব্‌দু'ল-ওয়াদিদ শাসকবর্গের ইচ্ছানুসারে। সেগুলি ছিল যাবি'য়াঃর সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয় সরকারী স্বীকৃতি। ইহা সম্ভব যে, বড় বড় ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের পার্শ্বেই এই সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করত যাবি'য়াঃ বিদ্যালয়গুলির ভিতর নগর এবং বহিরস্থ অঞ্চলে প্রচলিত প্রতিযোগিতা শাসকবর্গ কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস করিবার চেষ্টা করেন। বিরাট শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে ফাস শহরের জামি'উ'ল-ক'ারাবি'য়্যীন উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান উত্তর আফ্রিকার নগর কিংবা গ্রামাঞ্চলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যাবি'য়াঃগুলির চতুষ্পার্শ্বে জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছে, ইহারাই মারাবূত' অথবা শারীফান ধর্ম-ভ্রাতৃসংঘগুলির উৎপত্তিস্থল অথবা শাখা উপনিবেশ (দ্র. ত'ারীক'াঃ)।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছাড়াও মুসলিম পাশ্চাত্যের যাবি'য়াঃগুলি রাজধানীর দূরবর্তী অঞ্চলের জনগণের উপর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিত। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ যাবি'য়াঃ আদ-দিলা' (al-Dila') (মধ্য-মরক্কোর তাদ্‌লা অঞ্চলের উম্মু রাবী' নদীর তীরে অবস্থিত)। ইহার কর্ণধারগণ সা'দী রাজবংশের পতনের পর বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করত (সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে) ফাসের উপর নির্ভরশীল এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানের উপর শাসন ক্ষমতা প্রসারিত করেন। বর্তমান যুগেও মধ্য আত্‌লাসের ত্যামারূওয়াল্‌ত্ ও আহ'ান্‌স'ালে অবস্থিত ঈলিগ'-এর 'বারবার' যাবি'য়াঃগুলির উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) M. van Berchem, Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, p. I, Egypte, Paris 1903, p. 174, 244; (২) W. and G. Marcais, Les Monuments arabes de Tlemcen, Paris 1903, p. 270—272; (৩) G. Marcais, Note sur les ribats en Berberie, in Melanges Rene Basset, Paris 1925, ii, 395 প.; (৪) E. Levi-Provencal, Le Musnad d'Ibn Marzuk, Paris 1925, p. 70—71; (৫) R. Dozy, Suppl. aux dict. arabes, i, 615—616. আধুনিক উত্তর আফ্রিকার যাবি'য়াঃগুলি সম্পর্কে কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আছে, যথাঃ (৬) E. Doutte, Les Marabouts, Paris 1900; (৭) L. Rinn, Marabout et Khouan, Algiers 1884; (৮) O. Depont and X. Coppolani, Les Confreries religieuses Musulmanes, Algiers 1897.

E. Levi Provencal (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহীম

আয্‌-যামাখ্‌শারী (الزمخشري), আবু'ল-ক'াসিম মাহ্'মূদ ইব্‌ন 'উমার, পারস্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন 'আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত, ধর্মশাস্ত্রবিদ ও ভাষাতত্ত্ববিদ। ২৭ রাজাব, ৪৬৭/৮ মার্চ, ১০৭৫ তারিখে খাওয়ারিয্‌ম নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। তিনি ছাত্রাবস্থায় ভ্রমণব্যাপদেশে মক্কা গমন করেন। বায়তু'ল-হ'ারামে ইব্‌ন ওয়াহ্‌হ্যাসের নিকট বিদ্যার্থীরূপে কিছুদিন অতিবাহিত করেন। এইজন্য তাঁহার ডাকনাম হয় জারুল্লাহ, আল্লাহ্‌র প্রতিবেশী। ইতিপূর্বেই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করিয়া থাকিবেন। হ'াজ্জ যাত্রাপথে বাগদাদ অতিক্রমকালে তদানীন্তন সুপণ্ডিত 'আলী বংশীয় হিবাতুল্লাহ্ ইব্‌ন শাজারী তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়া তিনি মু'তাযিলাঃ নীতির অনুসরণ করেন। ভাষাতত্ত্ববিদরূপে পারস্য বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও তিনি 'আরবী ভাষায় অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন এবং একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দান কার্যে মাতৃভাষা প্রয়োগ করেন। 'আরাফাতের

দিনে ৫৩৮/১৪ জুন, ১১৪৪-এ তিনি খাওয়ারিয্মের অন্তর্গত জুরজানীয়াতে ইন্তিকাল করেন। ইব্ন বাত্ত্'ত'াঃ (প্যারিস সংস্করণ, ৩খ, ৬) সেখানে তাঁহার সমাধি দর্শন করেন।

তাঁহার প্রধান গ্রন্থ আল-কাশ্শাফ 'আন্ হ'াকাইকি'ত-তান্যীল শীর্ষক কু'রআান শারীফের ভাষ্য ৫২৮/১১৩৪-এ সম্পূর্ণ হয়। পুস্তকখানিতে প্রথমেই তিনি ঘোষণা করেন, কু'রআান শারীফ সৃষ্ট; এইরূপ মু'তাযিলাঃ প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও সুন্নী সম্প্রদায়েও উহার পঠন বহুল প্রচলিত। হ'াদীছে'র প্রতি অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ দিয়া গ্রন্থকার বিশ্বাসমূলক দার্শনিক প্রকৃতির ব্যাখ্যা প্রদানের প্রতিই বেশী মনোযোগ প্রদান করেন। ব্যাকরণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যাদি ছাড়াও তিনি ভাষার আলংকারিক সৌন্দর্যের দিকেও বিশেষ মনোযোগ দেন। এই প্রকারে তিনি কু'রআান শারীফের ই'জায বা অলৌকিকত্ব সমর্থন করেন। তদীয় গ্রন্থে তিনি আভিধানিক দিকের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তিনি কু'রআানের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেন এবং প্রাচীন কাব্য হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় ব্যাখ্যা সমর্থন করেন। বায়দ'াবী যখন তদীয় সুন্নী ভাষ্য প্রকাশ করেন এবং ব্যাকরণগত ব্যাখ্যার যথার্থতায় ও কু'রআানের বিভিন্ন পাঠের আলোচনায় তাঁহাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেন; তখনও সাহিত্য ক্ষেত্রে যামাখ্শারীর গ্রন্থের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। মুসলিম পাশ্চাত্যে তাঁহার বিশ্বাসমূলক মু'তাযিলাঃ মতবাদ মালিকীদিগকে বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেও সেখানে ইব্ন খালদূন তাঁহার ভাষ্যগ্রন্থকে অন্যান্য ভাষ্যের তুলনায় উচ্চতর মর্যাদা দান করিয়াছেন। ইহা অবশ্যই কোন আকস্মিক ঘটনা নহে যে, তাঁহার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি মুসলিম প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যে অল্প পাওয়া যায়। W. Nassau Lees, মাওলাব'ী খাদিম হ'সায়ন এবং মাওলাব'ী 'আব্দু'ল-হ'ায়্যি (কলিকাতা ১৮৫৬ খৃ., দুই খণ্ড) কর্তৃক সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পরে পরেই বূলাক' ১২৯১ হি., কায়রো ১৩০৭, ১৩০৮, ১৩১৮ এবং ১৩৫৪ হি.-এ উহার কয়েকটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। কাশ্শাফ গ্রন্থখানার বার বার ব্যাখ্যা ও টীকা রচিত হইয়াছে। এইজন্য দ্র. Brockelmann, GAL, i. p. 345 প. and Suppl. i. 507 প.। তাঁহার রচিত ব্যাকরণ পুস্তকগুলির মধ্যে ৫১৩—৫১৫/১১১৯—১১২১-এ লিখিত আল-মুফাস্'স'াল সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাঞ্জল ও পরিপূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। উহা প্রকাশ করেন J. B. Broch, Christiania 1859, 1879। উহার টীকা, ভাষ্য এবং তাঁহার অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিক গ্রন্থ সম্পর্কে Brockelmann উদ্ধৃত-পৃষ্ঠাসমূহ দ্র.।

তাঁহার সংকলন গ্রন্থসমূহে ও বাণীসমূহে তাঁহার বিস্ময়কর ভাষাজ্ঞানের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। উহা অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। অদ্যাবধি অমুদ্রিত আল-মুস্তাক্'স'া ফি'ল-আম্ছ'াল গ্রন্থে বহু পুরাতন প্রবাদ সংগৃহীত আছে। এতদ্ব্যতীত তিনি তিনটি প্রবচন গ্রন্থ সংকলন করেন এবং উহাতে যথেষ্ট যত্ন সহকারে অলংকারশাস্ত্রের সুন্দর সুন্দর কলা-কৌশল সন্নিবেশ করেন। গ্রন্থগুলির নাম যথাক্রমে, ১। নাওয়াবিগু'ল-কালিম; ২। রাবী'উ'ল-আব্রার ফী মা য়াসুর্রু'ল-খাওয়াতি'র ওয়া'ল-আফ্কার; ৩। আত্'ওয়াকু'য্'-য াহাব ফি'ল-মাওয়া'ইজ' ওয়া'ল-খুত'াব।

তিনি 'মাক'ামাত নামে কয়েকখানা নীতি ও উপদেশমূলক গ্রন্থও রচনা করেন। উহার প্রথমেই তিনি নিজেকে "য়া আবা'ল-ক'াসিম" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এই সকল রচনা 'আন-নাস'াইহ'ু'ল-কিবার নামেও পরিচিত; তিনি উহাদের সহিত ব্যাকরণ, ছন্দশাস্ত্র এবং আয়্যাম্'ল-'আরাব—'আরবদের গোষ্ঠীয় যুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের পাঁচটি অংশ সংযুক্ত করেন, যাহা ৫১২/১১১৮ সনে কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভের পর তিনি রচনা করিয়াছিলেন। উহা গ্রন্থকারের টীকাসহ কায়রোতে হি. ১৩১৩ ও ১৩২৫ সনে মুদ্রিত হয় এবং O. Rescher কর্তৃক অনূদিত হয় (Beitrage zur Maqamen-literatur, fasc. 6, Greifswald 1913)।

তাঁহার কিতাবু নুয্হাতি'ল-মুতা'আন্নিস ওয়া নাহ্যাতি'ল-মুক্'-তাবিস গ্রন্থখানিও সাহিত্যের অন্তর্গত, ইহা রম্য রচনার অভিধান ধরনের, ইহার পাণ্ডুলিপি আয়া সোফিয়াতে সংরক্ষিত, নং ৪৩৩১ (তু. Rescher, in ZDMG, lxiv. 508)।

তদ্রচিত কবিতার মধ্যে যে সকল কবিতা একটি দীওয়ানে (ফিহ্রিস্ত, কায়রো ৩খ, ১৩১) সংগৃহীত, তন্মধ্যে তদীয় শিক্ষক আবু মুদ'ার সম্বন্ধে লিখিত শোকগাথা আল-'ইয্মীর মাদ্'নূন গ্রন্থে মুদ্রিত, সম্পা. য়াহদাঃ পৃ. ১৬ প.।

হ'াদীছ'শাস্ত্রে তিনি কেবলমাত্র দুইখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেনঃ ১। মুখ্তাস'ারু'ল-মুওয়াফাক'াঃ বায়না আলি'ল-বায়ত ওয়া'স'-স'াহ'াবাঃ, উহার পাণ্ডুলিপি আহ'মাদ তায়মূরের গ্রন্থাগারে বিদ্যমান, দ্র. RAAD, x. 313; ২। খাস'াইসু'ল-'আশারাতি'ল-কিরামি'ল-বারারাঃ, দ্র. Ahlwardt, Berlin Ms. No. 9656; Hesperis, xii. 117, 991.

গ্রন্থপঞ্জী: (১) আল-আন্বারী, নুয্হাতু'ল-আলিব্বা', পৃ. ৪৬৯-৭৩; (২) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, বূলাক' ১২৯৯ হি., ২খ, ১০৭; (৩) য়াকূ'ত, ইর্শাদু'ল-আরীব, ed. Margoliouth, ৭খ, ১৪৭—১৫১; (৪) সুয়ূত'ী, বুগ্'য়াতু'ল-উ'আত, পৃ. ৩৮৮; (৫) ঐ লেখক, ত'াবাক'াতু'ল-মুফাস্সিরীন, ed. Meursinge, পৃ. ৪১; (৬) ইব্ন কু'ত'লুবুগ'া, তাজু'ত-তারাজিম, সম্পা. G. Flugel, No. 217; (৭) মুহ'াম্মাদ 'আব্দু'ল-হ'ায়্যি লাখ্নাব'ী, আল-ফাওয়াইদু'ল-বাহিয়্যাঃ পৃ. ৮৭; (৮) জামীল বেক্, 'উকূ'দু'ল-জাওহার, ১খ, ২৯৪; (৯) ইব্ন তাগ্'রীবির্দী, ed. Popper, ৩খ, ৩৪, ৭—১৭; (১০) Barbier de Meynard, in JA, 1875, ii, 314 প.; (১১) Brockelmann, GAL, i. 344 প., Suppl. i. 507—13; (১২) সারকীস্, মু'জামু'ল-মাত্'বু'আত, স্তম্ভ ৯৭৩ প.; (১৩) Noldeke—Schwally, Gesch des Qorans, ii. 174; (১৪) Goldziher, Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung, p. 117—177.

Brockelmann (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

আয্'-য'াম্মিয়্যাঃ (الذمية), 'দোষারোপকারী' দল। যে শী'আগণ মুহ'াম্মাদ (স')-কে 'আলী (রা)-র প্রাপ্য সম্মান দাবী করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছে। কারণ তাহাদের মতে মুহ'াম্মাদ (স')-কে আল্লাহ্র গুণসম্পন্ন 'আলী (রা)-র দূত বলিয়া বরং স্বীকার করা উচিত। তাহারা 'ইল্বা' (শব্দরূপ নিশ্চিত নয়) ইব্ন যি'রা' আস-সাদূসী নামক জনৈক ব্যক্তির অনুগামী। ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানা যায় নাই। অন্য এক ব্যাপার সম্পর্কে আল-বাগ্'দাদীর মতে আবূ হাশিম জুব্বাঈ-র অনুসারিগণকে বলা হয় য'াম্মিয়্যাঃ (মুহ'াম্মদ বাদ্র সম্পা., পৃ. ১৬৯)।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) শাহ্রাস্তানী, পৃ. ১৩৪; (২) Friedlander, in JAOS, xxix. ১০২।

Anonymus (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

List>

যায়দ ইব্‌ন 'আম্‌র (زيد بن عمرو) ইব্‌ন নুফায়ল একজন মক্কাবাসী কু'রায়শ বংশীয় লোক। তিনি ধর্মানুসন্ধিৎসু হ'নীফ (সরল প্রাকৃতিক ধর্মে বিশ্বাসী) নামে পরিচিত। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') নুবুওয়াত পাইবার পূর্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন নবী (স')-এর বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর। তিনি পৌত্তলিকতা বর্জন করেন, কিন্তু খৃস্ট বা য়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করেন নাই; শিশু কন্যা হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, দেবদেবীর প্রতিমূর্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত অথবা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ ব্যতিরেকে নিহত পশুমাংস আহার করিতে অস্বীকার করেন এবং মক্কা ভূমিতে নিজেকে একমাত্র খাঁটি বিশ্বাসী ও হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের অনুসারী মনে করিতেন। তিনি 'উমার ইব্‌নু'ল-খাত্ত'াব (রা)-এর জ্ঞাতি ভ্রাতা, স'াফিয়্যাঃ বিন্‌তু'ল-হ'াদ্‌'রামী এবং ফাতি'মাঃ বিনত বা'জাকে বিবাহ করেন। তাঁহার একটি মাত্র পুত্র ছিলেন, নাম সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ। এই পুত্র তাঁহার সম্পর্কে বহু ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন।

ধর্মের ব্যাপারে পরিবার-পরিজনগণ তাঁহার উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন করায় তিনি সত্য-ধর্মের সন্ধানে মাওসি'ল পর্যন্ত পর্যটন করিয়া সিরিয়া গমন করেন। আল-বাল্‌ক'ার অন্তর্গত মায়ফা'আ-তে একজন বিদ্বান মঠবাসী সাধুপুরুষ তাঁহাকে জানান যে, মক্কায় একজন সত্যধর্ম প্রচারক নবী জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহাতে তিনি সত্বর প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু লাখ্‌ম্ উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল অতিক্রমকালে তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। অন্য বর্ণনায় জানা যায় যে, যায়দ নিজেও হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ধর্ম প্রচার এবং জীবনের সফলতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ইব্‌ন ইস্‌হ'াক' তাঁহার নামে আরোপিত কতগুলি কবিতা উদ্ধৃত করেন, কিন্তু উহা তাঁহার রচনা কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

যদিও তিনি ইসলাম প্রচারের পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তথাপি হ'াদীছে' তাঁহাকে একজন খাঁটি বিশ্বাসী ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; হযরত মুহ'াম্মাদ (স') প্রকাশ করিয়াছেন তিনি বেহেশতে গমন করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য দু'আ করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Caetani, Annali Dell' Islam. Intord., 164, 180, 182, No. 2. 186, 187; (২) ইব্‌ন সা'দ, ১/১ : ১০৫; (৩) ইব্‌ন ইস্‌হ'াক' ed. Wustenfeld, পৃ. ১৪৩-১৪৬; (৪) ওয়ারাক'াঃ ইব্‌ন নাওফাল প্রবন্ধ ও দ্র.।

V. Vacca (S.E.I. /)মুহাম্মদ আবদুর রহীম

যায়দ ইব্‌ন হ'ারিছ'াঃ (زيد بن حارثة) (রা) ইব্‌ন শারাহ'ীল আল-কাল্‌বী, আবূ উসামাঃ। ইনি আট বৎসর বয়সে লুণ্ঠিত হইয়া ক্রীতদাসরূপে মক্কার নিকটস্থ 'উকায মেলায় আনীত হন যেখানে হ'াকীম ইব্‌ন হি'যাম ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ নামে হযরত খাদীজাঃ (রা)-র এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে তাঁহার ফুফু খাদীজাঃ (রা)-র জন্য ক্রয় করেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ইসলাম প্রচারের পূর্বে হযরত খাদীজাঃ (রা) যায়দ (রা)-কে উপহারস্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করেন। যায়দের পিতা হ'ারিছ'াঃ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া লইবার জন্য মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স') তাঁহাকে মুক্তি দিয়া তাঁহার নিকট থাকিবার অথবা পিতার সহিত চলিয়া যাইবার অধিকার দেন। কিন্তু যায়দ (রা) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে ত্যাগ করিয়া যাইতে অস্বীকার করেন এবং মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে থাকেন। তখন হইতে তিনি কখনও কখনও যায়দ (রা) ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ (স') নামেও পরিচিত হইতেন এবং প্রায়ই হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতেন।

যায়দ (রা) হযরত মুহ'াম্মাদ (স') অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। সম্ভবত যায়দ (রা)-ই প্রথম ইসলাম কবুল করেন। তিনি দূমাতু'ল-জান্‌দাল নামক স্থানে বসবাসকারী গোত্র হইতে উদ্ভূত।

যায়দ মদীনায় হ'ামযাঃ ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-মুত্ত'ালিবের সহিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রথম হিজরীতে তিনি সাওদাঃ বিন্‌ত যাম'আঃ (দ্র.) এবং হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর কন্যাদিগকে মদীনায় আনয়ন করার জন্য মক্কায় গমন করেন। তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। যায়দ (রা) বদ্‌র, উহ'দ ও আল-খান্দাকে'র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং আল-হ'দায়বিয়্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি অনেক অভিযান পরিচালনা করেন (যথাঃ দ্বিতীয় হিজরীতে আল-ক'ারাদাঃ, ষষ্ঠ হিজরীতে আল-জামূন এবং আল-'ঈস ইত্যাদি)। অনেক সময় যখন হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কোন সামরিক অভিযানে ব্যস্ত থাকিতেন, তখন তাঁহার উপর মদীনার শাসনভার ন্যস্ত থাকিত। যায়নাব বিন্‌ত জাহ্‌'শ-এর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ এবং ত'ালাকে'র জন্য 'যায়নাব' প্রবন্ধ দ্র.। এই ত'ালাকে'র পর দত্তক পুত্রকে ঔরসজাত পুত্ররূপে গণ্য করার রীতির বিলোপ সাধন করার জন্য কু'রআনের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়, তন্মধ্যে ৩৩ : ৪০ অন্যতম। যায়নাবের পরে যায়দ উম্ম কুলছু'ম বিন্‌ত 'উক্‌'বাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে যায়দ নামক পুত্র ও রুক'ায়্যাঃ নামক কন্যা জন্মে। তারপর তিনি দুররাঃ বিন্‌ত আবী লাহাবকে বিবাহ করেন। কিন্তু দুইজনকেই ত'ালাক' দেন। অতঃপর হিন্দ বিন্‌ত আল-'আওওয়াম এবং হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কর্তৃক মুক্ত নিগ্রো রমণী উম্ম আয়মানকে বিবাহ করেন। উম্ম আয়মানের গর্ভে তাঁহার পুত্র উসামাঃ (রা) জন্মগ্রহণ করেন।

যায়দ (রা) ৮ হিজরীতে প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে মূতাঃ যুদ্ধে সৈন্যাধ্যক্ষ এবং পতাকা বাহক হিসাবে শহীদ হন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করেন। হ'াদীছ'শাস্ত্রে তাঁহার স্থান উল্লেখযোগ্য। তাঁহার প্রতি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর স্নেহপরায়ণতা এবং কু'রআান শারীফে তাঁহার নামের উল্লেখ থাকায় হ'াদীছে' তাঁহার স্থান বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মিশ্‌কাতু'ল-মাস'াবীহ্'-এর পরিশিষ্ট প্রবন্ধ যায়দ ইব্‌ন হ'ারিছাঃ; (২) ইব্‌ন সা'দ ৩/১ : ২৬—৩১; (৩) ইব্‌ন ইসহ'াক', ed. Wustenfeld, p. 160—161, 801—802; (৪) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দু'ল-গ'াবাঃ, ২খ, ২২৪—২২৭; (৫) Caetani, Annali dell' Islam, Introd., 175, 223, 226, 227; (৬) I A. H., 15, No. 50, 53; 5 A. H., 201; 8 A. H., 7-15; (৭) Lammens, Fatima et les filles de Mahomet. স্থা.; (৮) F. Buhl, Das Leben Muhammeds P. 150.

V. Vacca (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

আয্‌-যায়দিয়্যাঃ (الزيدية), শী'আঃ সম্প্রদায়ের বাস্তবধর্মী দল। ইছ্‌'না' 'আশারিয়্যাঃ (দ্র.) এবং সাব্‌'ইয়্যাঃ (দ্র') হইতে স্বতন্ত্র; কারণ যায়দিয়্যাগণ যায়দ ইব্‌ন 'আলীকে ইমাম বলিয়া স্বীকার করেন। আবূ ত'ালিবের পুত্র 'আলী (রা)-র এই বংশধরই কারবালার বিপর্যয়ের পর সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া উমায়্যাঃ বংশীয়দের নিকট হইতে খিলাফাত ছিনাইয়া লইতে সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন। ইনি ছিলেন হযরত 'আলী (রা)-র পুত্র আল-হ'াসানের পৌত্র। তিনি কূফাবাসীদের ইমাম পদ গ্রহণ করেন। কূফাতে গোপন প্রস্তুতির কাজ

List>

এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া তিনি প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, কিন্তু দাঙ্গায় নিহত হন। অধিকাংশ বর্ণনাসূত্র অনুযায়ী এই ঘটনা ১২২/৭৪০ সালে সংঘটিত হয়; অবশ্য অন্যান্য তারিখেরও উল্লেখ আছে। যায়দের নামে আরোপিত অদ্যাবধি বিদ্যমান রচনার মধ্যে ফিক্'হশাস্ত্রের একখানা পূর্ণ সংক্ষিপ্তসার আছে, কিন্তু উহার মূল গ্রন্থ আমাদের হাতে আসে নাই; উহার সম্পাদনা করেন E. Griffini (Corpus Juris di Ziad Ibn 'Ali, Milan 1919)।

যায়দের মৃত্যুর পর যায়দপন্থীগণ 'আলী বংশীয়দের বহু বিদ্রোহে যোগদান করেন কিন্তু তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন না। ধর্মদ্রোহিতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ লেখকগণ যায়দিয়্যাদের মধ্যে স্বতন্ত্র আটটি মতবাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন, আবু'ল-জারূদ হইতে সালামাঃ ইব্ন কুহায়ল পর্যন্ত ইঁহারা যায়দিয়্যাগণের দুই দলের নেতা। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ইমামের ইলাহিত্বে এবং একজন মাহ্দীর আগমনে বিশ্বাসী ছিলেন, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন সাধারণভাবে শী'আঃ মতবাদে বিশ্বাসী, তাঁহার মধ্যে গোঁড়ামির ভাব ছিল না। ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও একই অবস্থা ঘটিয়াছিল। 'আলী বংশীয় দাবীদারগণ আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া যখন ইমাম হইলেন, তখন যায়দিয়্যাঃগণ একটি সংঘবদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। যতদূর জানা যায়, ইহাতে দুই ব্যক্তির অবদান ছিল: ১। আল-হ'াসান ইব্ন যায়দ, তিনি কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে ২৫০/৮৬৪ সনের কাছাকাছি সময়ে একটি যায়দিয়্যাঃ রাষ্ট্র স্থাপন করেন এবং ২। আল-ক'াসিম আর-রাস্সী ইব্ন ইবরাহীম ত'াবাত'াবা ইব্ন ইসমা'ঈল আদ-দীবাজ ইব্ন ইবরাহীম ইবনি'ল-হ'াসান ইবনি'ল-হ'াসান ইব্ন 'আলী ইব্ন আবী-ত'ালিব (মৃ. ২৪৬/৮৬০)। আল-হ'াসান ইব্ন যায়দের গ্রন্থরাজি কেবল উদ্ধৃতি দ্বারা পরোক্ষভাবে পরিচিত; কিন্তু আল-ক'াসিম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যদিও অকৃতকার্য হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার নাম বর্তমান যুগে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে (Di Matter, in RSO, IX, 1921—1923, p. 301—364) এবং ইবনু'ল-মুক'াফ্ফা'-র বিরুদ্ধে (M. Guidi, La lotta tra l' islam e it manicheismo, Rome 1927) তাঁহার রচিত বিতর্কপুস্তকের মাধ্যমে ইদানিং সুপরিচিত হইয়াছে। যে সম্প্রদায়টি আল-ক'াসিম প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার পরবর্তিগণ বর্ধিত করেন, তাহাই বর্তমানে একমাত্র বিদ্যমান যায়দিয়্যাঃ সম্প্রদায়। উহারা ধর্মতত্ত্বের দিক দিয়া মু'তাযিলী, নৈতিক তত্ত্বের দিক দিয়া মুরজি'আ' বিরোধী এবং সূ'ফী-বাদ বর্জনে নীতিনিষ্ঠ। বস্তুতপক্ষে আধুনিক যায়দী রাষ্ট্রে সূ'ফী সংঘ নিষিদ্ধ। উপাসনা পদ্ধতিতে অন্যান্য শী'ঈদের ন্যায় কতকগুলি দলীয় সাধারণ রীতি রহিয়াছে: যেমন আয'ানে "সর্বোত্তম কাজের দিকে আইস", জানাযায় পাঁচবার তাক্বীর উচ্চারণ করা, মাস্হ' 'আলা'ল-খুফ্ফায়ন বর্জন (মোজাবৃত পদদ্বয় ধৌত করিবার পরিবর্তে মাস্হ' করা), স'ালাতে অধার্মিক ইমাম বর্জন এবং অমুসলিম কর্তৃক য'বেহ' করা পশু-গোশ্ত বর্জন। তাঁহাদের পারিবারিক আইনে মিশ্র-বিবাহ নিষিদ্ধ, অন্যদিকে তাঁহারা মুত'আঃ (দ্র.) অনুমোদন করেন না। তাঁহাদের বিরোধিগণ প্রায় সকলেই মুসলিম হওয়ার কারণে, তাঁহারা ইঁহাদের প্রতি অন্ততপক্ষে নীতিগতভাবে (বুগ'াত) বিদ্রোহী সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন প্রতিপালন করিতেন। বুগ'াত অর্থ যাহারা ইমামের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করে। অধিকন্তু যেহেতু মু'তাযিলী এবং সুন্নীদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল, সেইজন্য তাঁহাদের হইতে নিজেদের পৃথক দেখাইবার জন্য যায়দীগণ বহু সময় নিজদিগকে শুধু বিশ্বাসী আখ্যায় অভিহিত করিতেন। ঠিক তেমনি অন্যের বিরুদ্ধে নিজেদের যুদ্ধকে অনুরূপভাবে আইনগত পরিণামসহ জিহাদ বলিত। মূল যায়দীগণ বিক্ষিপ্তভাবে দেশের সর্বত্র বসবাস করার ফলে আইন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয় এবং উহা কোন সম্প্রদায়ের জন্য মৌলিকভাবে অপরিহার্য নয়। পরবর্তী লেখকগণ এই সকল বিভিন্ন মতকে ইখতিলাফু'ল-ফিক্'হ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাতে ধর্মদ্রোহিতা আরোপ করেন নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই কোন কোন যায়দী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুন্নীর সহযোগে অন্যান্য যায়দিয়্যাঃ বা সুন্নীর বিরোধিতা করেন। ইহার ফলে যায়দী মায্'হাব কার্যত অন্য চারিটি সুন্নী মায্'হাবের পাশাপাশি একটি পঞ্চম মায্'হাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যায়দী মায্'-হাবপন্থী আবু'ল-হ'াসান 'আবদুল্লাহ ইব্ন মিফ্তাহ' তদীয় আল-মুন্তাযা'উ'ল-মুখতার মিনা'ল-গ'ায়ছি'ল-মিদ্রার (১খ., কায়রো ১৩২৮ হি.) গ্রন্থে উহার এক বিস্তারিত আলেখ্য প্রদান করেন। বর্তমান সময়ে দুইটি গ্রন্থ সরকারীভাবে পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহার করিয়া যায়দী রাষ্ট্রে অধিকতর ঐক্য সৃষ্টি করা হইয়াছে; উহার একটি আহ'মাদ ইব্ন য়াহ্'য়া ইবনি'ল-মুরতাদ'াকৃত আল-আযহার ফী ফিক'হি'ল-আইম্মাতি'ল-আত্'হার (Brockelmann, GAL, ii. 239) ও অন্যটি আর-রাওদু'ন-নাদ'ীর (দ্র. গ্রন্থপঞ্জী)।

ইমামের অপরিহার্য গুণাবলী ও যোগ্যতা হইল: (ক) আহ্লু'ল-বায়তের লোক হওয়া, হ'াসান অথবা হ'সায়ন (রা)-এর বংশধরদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, অন্য কথায় নিছক উত্তরাধিকার সূত্রে ইমাম হইবে না; (খ) আক্রমণ অথবা আত্মরক্ষার্থে প্রয়োজনবোধে অস্ত্র ধারণ ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে; সুতরাং কোন শিশু বা লুক্কায়িত মাহদীর বিষয় বিবেচনা করা যাইবে না; (গ) প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও বিদ্যাবত্তা। এইরূপ যোগ্যতায় আরোপিত গুরুত্ব যে কত অধিক তাহা ইমামগণ কর্তৃক লিখিত বিরাট গ্রন্থরাজি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। রাজ-বংশীয় ঐতিহ্য না থাকায় এবং ব্যক্তিগত সাফল্য যোগ্যতার মাপকাঠি বিধায় ইমামের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় না; বরং কোন কোন যুগ ইমাম ছাড়াই চলিয়াছে। আবার ইহার বিপরীতও দেখিতে পাওয়া যায়। একই সময় কয়েকজন ইমাম হইয়াছেন, অন্য কথায় প্রায়ই ইমামের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে; বিরোধী ব্যক্তি যদি পূর্ববর্তী ইমামকে বহিষ্কৃত করিতে পারেন, তাহা হইলে উক্ত ইমামের পদচ্যুতি বা পদ পরিত্যাগ বৈধ বলিয়া স্বীকৃত; তবে স্রোতের গতি ফিরিলে তিনি পুনরায় স্বীয় পদে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন। ইমাম হইবার জন্য নির্ধারিত যোগ্যতায় পরিপূর্ণ অধিকারী না হইলে তাঁহাকে পূর্ণ ইমাম বলিয়া স্বীকার করা হয় না; তাই আমরা দেখিতে পাই শুধু যুদ্ধের ইমাম, শিক্ষার ইমাম প্রভৃতি। যে সকল নেতা যায়দী সম্প্রদায়ের দাবী জাগ্রত রাখিতে পারেন তাহাদিগকে দা'ঈ, মুহ্'তাসিব, মুক্'তাসি'দ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। কাহাকে খাঁটি ইমাম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে সে সম্পর্কে 'আলী বংশীয় ইমামাতের দাবীদারগণের তালিকায় অনিশ্চয়তা দেখা যায়। পরবর্তী যায়দীগণ এই সকল ব্যক্তিকেই মূল শী'আদের সহিত সম্পর্ক সংরক্ষণের অজুহাতে সংগঠিত রাষ্ট্রের ইমাম বলিয়া নির্বাচন করিয়াছেন।

দুইটি ক্ষেত্রে যায়দিয়্যাঃ দলের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হইয়াছে: কাস্পিয়ান সাগরতীরের অঞ্চলগুলিতে আল-হ'াসান ইব্ন যায়দের সময় হইতে ৫২০/১১২৬ সাল পর্যন্ত কালের মধ্যে প্রায় বিশজন ইমাম এবং দা'ঈর উদ্ভব ঘটিয়াছে। তাঁহাদের আবির্ভাব

হইয়াছে অনিয়মিতকাল বিরতিতে এবং কোন কোন সময় তাঁহারা ছিলেন পরস্পর বিরোধী। পরে এখানকার যায়দীগণ ক্ষুদ্র নুক্তাব'ী সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া যায়। য়ামানে যায়দী রাষ্ট্র সংস্থাপক ছিলেন আল-হাদী ইলা'ল-হ'াক্ক য়াহ'য়া ইবনু'ল-হু'সায়ন, আল-ক'াসিম আর-রাস্সীর দৌহিত্র। য়ামানের অন্যান্য রাজ্যের পরেও এই রাষ্ট্রটি টিকিয়াছিল, কিন্তু বহুবার বিতাড়িত হইয়া উহার আদি স্থল 'স'া'দা'তে পরিসীমিত হইয়াছিল। চতুর্থ/দশম শতকের প্রারম্ভে আল-হাদীর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী আন-নাসি'র আহ'মাদের মৃত্যুর পর এবং এই শতক চালু থাকাকালে উক্ত আহ'মাদের পুত্র ও প্রপৌত্রগণ এবং আল-ক'াসিমের বংশোদ্ভূত অথচ হাদী হইতে নহে এইরূপ কোন শাখাই রাজ্য বিস্তারে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই; পরবর্তিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল 'আয়্যানীগণ। তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন বহু গ্রন্থ লেখক ইমাম আল-মাহ্দী আল-হু'সায়ন ইবনু'ল-মানসু'র ইবনি'ল-ক'াসিম; ৪০৪/১০১৩ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার নৈরাশ্যজনক দৃষ্টিভঙ্গির দরুন দলে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং যাহারা সহস্র বর্ষ পর মাহ্দী আসিবে বলিয়া আশা করিতেছিল, তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ৪৪৭/১০৫৫ সনের কাছাকাছি আন-নাসি'র আবু'ল-ফাত্হ' ইবনু'ল-হু'সায়ন সু'লায়হ'ীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিহত হন; তাঁহার উপনাম ছিল আদ-দায়লামী; কারণ তাঁহার আদি কর্মক্ষেত্র ছিল কাস্পিয়ান যায়দীগণের মধ্যে। তিনি যায়দ ইবন 'আলীর বংশধর; সুতরাং য়ামানের ইমামগণকে রাস্সী বলিয়া অভিহিত করা ভুল। ৫৩৩/১১৩৮ সালের কাছাকাছি তাঁহার এক উত্তরাধিকারী ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন (৫৬৬/১১৭০ পর্যন্ত); তিনি আল-হাদী পরিবারের আল-মুতাওয়াক্কিল আহ'মাদ ইবন সুলায়মান। সামরিক অভিযান ছাড়াও তিনি মুত'াররিফীদের ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে লেখনী দ্বারা সংগ্রাম পরিচালনা করেন। ৭ম/১৩শ শতকের বিশৃঙ্খলার কারণ এই ছিল যে, আবু'ল-বারাকাত ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইবনি'ল-ক'াসিম আল-রাস্সীর বংশের আল-মাহ্দী আহ'মাদ ইবন হু'সায়ন দশ বৎসর-কাল ইমাম থাকিবার পর ৬৫৬/১২৫৮ সালে আপন অনুসারিগণ কর্তৃক নিহত হন। আল-মাহ্দী ইব্রাহীম ইব্ন তাজি'দ-দীন আহ'মাদের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইমাম য়াহ'য়া ইব্ন মুহ'াম্মাদ। শেষোক্ত জন আস-সারাজীয় হ'াসানী বংশের অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাসূলী আল-মুজ'াফ্ফার মুসুফের তা'ইয্যস্থ কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। আর আল-হাদী বংশোদ্ভূত আল-মুতাওয়াক্কিল আল-মুত'াহ্হার ইব্ন য়াহ'য়া ছিলেন আল-মু'আল্লাল বি'ল-গ'ামামাঃ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কারণ তিনি খাওলান অভিমুখে বিপজ্জনক পলায়নপথে মেঘের কারণে অন্ধকার হওয়ায় পশ্চাদ্ধাবন-কারী রাসূলী আল-মু'আয়্যাদ দাউদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ইমাম পদে তাঁহার পুত্র আল-মাহ্দী মুহ'াম্মাদ এবং দৌহিত্র আল-মুত'াহ্হারের উত্তরাধিকার লাভের পূর্বে কতিপয় বাহিরের লোক ইমামাত অধিকার করিয়াছিল। উদাহরণত দ্বাদশ ইমাম 'আলী আর-রিদ'ার বংশধর আল-মু'আয়্যাদ য়াহ'য়া ইব্ন হ'াম্যাঃ। কথিত আছে যে, তাঁহার রচনার পৃষ্ঠা সংখ্যা তাঁহার আয়ুর দিন সংখ্যার সমান ছিল। মাত্র কয়েকদিন ইমাম ছিলেন আল-মাহ্দী আহ'মাদ ইব্ন য়াহ্'য়া ইবনি'ল-মুরতাদ'া (মৃ. ৮৩৬/১৪৩২), তিনিও বহু গ্রন্থ লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কয়েকজন ইমাম পরস্পর এবং তাাহিরীদের সহিত যি'মার এবং স'ান্'আর অধিকার লইয়া যুদ্ধ করার পর তদীয় দৌহিত্র আল-মুতাওয়াক্কিল য়াহ্'য়া শারাফু'দ-দীন মিসরীয় মামলুক সেনাধ্যক্ষগণের আক্রমণের ফলে (৯৩৩/১৫২৭) পলায়ন করিয়া 'থু'লা'-য় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদীয় পুত্র আল-মুত'াহ্হার তিহামাঃ পর্যন্ত সমস্ত হৃত রাজ্য সাময়িকভাবে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ইত্যবসরে তুর্কী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ইস্তাম্বুলের কারাগারে তাঁহার দৌহিত্রের জীবনাবসান ঘটে। আল্-আহ্নুমে সাত বৎসর যাবত ইমাম পদে সসম্মানে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর ১০০৪/১৫৯৫ সনে আল-হাদীর অন্য এক বংশ-শাখার আন-নাসি'রু'ল-হ'াসান ইব্ন 'আলীও অনুরূপ বিপর্যয়ে পতিত হন।

পরবর্তী শতকে যায়দীয়াগণ বাধ্য হইয়া তুর্কীদের সহিত বহুবার সংঘাতে লিপ্ত হন। এই সময় বিশেষ করিয়া স'ান্'আ' নগরীতে প্রায়শ শাসনকর্তৃত্বের পরিবর্তন ঘটে, পক্ষান্তরে খাঁটি যায়দী প্রথায় প্রায়ই কয়েকজন ইমাম একই সময়ে কার্য করিতেন। বর্তমান রাজ্যটি স্থাপন করেন ইমাম আল-মুতাওয়াক্কিল য়াহ্'য়া। তিনি ১৯০৪ খৃস্টাব্দে তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং ১৯১৮ সনের নভেম্বর মাসে নিশ্চিতভাবে স'ান্'আ' দখল করেন। তদীয় যুদ্ধ-সংঘাতের ইতিবৃত্ত বহু বিষয়ে (এমনকি খাঁটি যায়দী নিয়মে নির্দেশনামা জারীতেও) ইমাম প্রথম য়াহ্'য়া আল-হাদীর যুগ স্মরণ করাইয়া দেয় (দ্র. 'আবদু'ল-ওয়াসি', তু. গ্রন্থপঞ্জী)। ইমাম আল-মুতাওয়াক্কিল য়াহ্'য়াকে ইমাম য়াহ'য়া আল-হাদীর ২৬তম পুরুষ বলিয়া গণ্য করা হয়; তবে আংশিক স্বীকৃত ইমাম ও বিরোধী ইমামগণসহ হিসাব করিলে তিনি প্রায় ১০০তম উত্তরাধিকারী। বংশ সংক্রান্ত এই দাবী ইমামাত মতবাদের উপর আলোকপাতে সাহায্য করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ মূল গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কে ঃ (১) Isl., i., p. 354—368 and ii., p. 49-78; তাহার পর নিম্নলিখিত গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে ঃ (২) আল-হ'সায়ন ইব্ন আহ'মাদ আল-হ'ায়মী আস'-স'ান্'আনী, আর-রাওদু''ন-নাদ'ীর, ইহা মাজমূ'উ'ল-ফিক'হি'ল-কাবীর গ্রন্থের শারহ' (৪ খণ্ডে, কায়রো ১৩৪৭—১৩৪৯ হি.), য়ুরোপে সংগৃহীত যায়দী পাণ্ডুলিপির কয়েক শতের মধ্যে ভিয়েনার পাণ্ডুলিপিগুলির গ্রন্থ তালিকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। (৩) E. Griffini (in RSO, from vol. ii., 1908)-কৃত মিলানের পাণ্ডুলিপির তালিকাও শেষ হয় নাই; (৪) আরও C. van Arendonk, De opkomst van het zaidietische Imamaat in Yemen, Leiden 1919; (৫) আশ'আরী, মাক'ালাাতু'ল-ইসলাামিয়্যীন, ed. Ritter, index; (৬) শাহরাস্তানী, পৃ. ১১৫-১২১; (৭) ইব্ন হ'ায্ম, আল-ফাস্'ল ফি'ল-মিলাল, কায়রো ১৩২৫ হি., ৪খ, ১৭৯—১৮৮; (৮) J. Friedlander, in JAOS, xxviii., p. 1—80 and xxix., p. 1-183; (৯) R. Strothmann, Das Staatsrecht der Zaiditen, Strassburg 1912; (১০) ঐ লেখক, Kultus der Zaiditen, Strassburg 1912; (১১) আমীন আর-রায়হ'ানী, মুলূকু'ল-'আরাব, বৈরূত ১৯২৪ খৃ., পৃ. ৬৯—১৬৯; (১২) M. Guidi, Gli Scrittori Zaiditi el' esegesi coranica Mu'tazilita, Rome 1925; (১৩) A. S. Tritton, The Rise of the Imams of Sanaa, Oxford 1925; (১৪) 'আবদু'ল-ওয়াসি' ইব্ন য়াহ্'য়া আল-ওয়াসি'ঈ আল-য়ামানী, তা'রীখু'ল-য়ামান, কায়রো ১৩৪৬ হি.; (১) মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়াহ্'য়া যুবারা আল-হ'াসানী আল-য়ামানী আস'-স'ান্'আনী, নায়লু'ল-ওয়াত'ার মিন তারাজিম রিজালি'ল-য়ামান ফি'ল-ক'ারনি'হ'-হ'ালিছ' 'আশার, কায়রো ১৩৪৮ হি.।

R. Strothmann (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

যায়নাব বিন্ত খুযায়মাঃ (زينب بنت خزيمة) (রা) ইবনি'ল-হ'ারিছ' আল-হিলালিয়্যাঃ, উম্মু'ল-মু'মিনীন, হযরত রাসূল কারীম (স')-এর অন্যতম সহধর্মিণী। তিনি জাহিলী যুগ হইতে উম্মু'ল-মাসাকীন অর্থাৎ গরীব-মিস্কীনদের জননী নামে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। চতুর্থ হিজরীতে রাসূল কারীম (স')-এর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তৎপূর্বে তাঁহার প্রথম স্বামী তুফায়ল ইবনু'ল-হ'ারিছ' তাঁহাকে ত'ালাক' দিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় স্বামী 'আব্দুল্লাহ ইব্ন জাহ্'শ হিজরী তৃতীয় সনে উহ'দের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। অতঃপর চতুর্থ দিন রমযান মাসে রাসূল কারীম (স') তাঁহাকে চারি হাজার দিরহাম মাহ্র ধার্য করত বিবাহ করেন। তিনি বিবাহের দুই অথবা আট মাস পর ইনতিকাল করেন। নবী (স')-এর স্ত্রীগণের মধ্যে মদীনায় তিনিই সর্বপ্রথম ইনতিকাল করেন। রাসূল (স') স্বয়ং তাঁহার জানাযাঃ পড়ান। জান্নাতু'ল-বাক'ী'তে তাঁহাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ছিল ৩০ বৎসর (শিবলী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ৪১১ পৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে উল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও দ্র. ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৮খ, ৮২; (২) Caetani, Annali dell' Islam, 4, A. H., 16 and 22; (৩) আত্'-ত'াবারী, ১খ, পৃ. ১৭৭৫—৭৬ ; (৪) ইবনু'ল-আছ'ীর, উস্দু'ল-গ'াবাঃ, ৫খ, ৪৬৬—৬৭ ; (৫) G. H. Stern, Marrage in Early Islam, London 1939, ind:x.

V. Vacca (S.E.I.)/

যায়নাব বিন্ত জাহ্'শ (زينب بنت جحش) (রা) বিন্ত রি'আব আল-আসাদিয়্যাঃ, রাসূল কারীম (স')-এর অন্যতম সহধর্মিণী। তিনি উমায়মাঃ বিন্ত 'আবদি'ল-মুত্ত'ালিবের কন্যা ছিলেন। তাঁহার কুন্য়াঃ (উপনাম) উম্মু'ল-হ'াকাম এবং তাঁহার প্রকৃত নাম বার্‌রাঃ। সর্বপ্রথম যাঁহারা মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতমা। রাসূল (স') যখন স্বীয় আযাদ করা গোলাম ও পোষ্যপুত্র হযরত যায়দ (রা) ইব্ন হ'ারিছ'াঃ-এর সহিত তাঁহাকে বিবাহ দেন তখন তিনি কুমারী (কোন কোন হ'াদীছ' মতে বিধবা) ছিলেন (দ্র. যায়দ ইব্ন হ'ারিছ'াঃ)।

হযরত যায়দ (রা) এককালে ক্রীতদাস ছিলেন বলিয়া রাসূল (স') যখন তাঁহাকে যায়দের সহিত বিবাহ দিতে চাহিলেন, তখন যায়নাব ইহা পসন্দ করিলেন না (ফাত্হ'ু'ল-বারী, তাফ্সীর সূরাঃ আহ'যাব, ইব্ন আবী হ'াতিম হইতে), বরং স্বয়ং রাসূল কারীম (স') যায়নাব (রা)-কে বিবাহ করেন তাঁহার ইচ্ছা ইহাই ছিল, কিন্তু অবশেষে তাঁহার আত্মীয়েরা রাসূল কারীম (স')-এর নির্দেশ পালনার্থে উক্ত বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

বিবাহ হইয়া গেল। প্রায় এক বৎসরকাল হযরত যায়নাব (রা) হযরত যায়দ (রা)-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে রহিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মন কষাকষি সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। অবশেষে যায়দ (রা) রাসূল কারীম (স')-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, "যায়নাব আমার সহিত কড়া কথা বলে, আমি তাহাকে ত'ালাক' দিতে ইচ্ছা করি" (ফাত্হ'ু'ল-বারী, তাফ্সীর সূরাঃ আহ্'যাব)। কিন্তু রাসূল (স') ত'ালাক' না দিবার জন্য তাঁহাকে বার বার বুঝাইতে লাগিলেন। কারণ তাঁহারই আয়োজিত বিবাহের অশুভ পরিণতি লোক সমাজে প্রকাশিত হওয়া তিনি পসন্দ করিতেন না। ইহা পবিত্র কু'রআনে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"আর যাহার প্রতি আল্লাহ্ মঙ্গল করিয়াছেন এবং তুমি যাহার প্রতি মঙ্গল করিয়াছ সেই ব্যক্তিকে যখন তুমি বলিতেছিলে তুমি তোমার স্ত্রীকে ত'ালাক' দিও না এবং আল্লাহকে ভয় কর" (৩৩ ঃ ৩৭), কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদের মনোমালিন্য বিদূরিত হইল না। অবশেষে হযরত যায়দ (রা) তাঁহাকে ত'ালাক' দিলেন। হযরত রাসূল (স') আশংকা করিতেছিলেন যে, তাঁহারই আয়োজিত বিবাহ নিষ্ফল হইলে সংস্কার ব্যাহত হইবে কিন্তু আল্লাহ্ তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়া কু'রআনে নাযিল করিলেন, "আর তুমি যাহা অন্তরে লুকাইয়া রাখিতেছ আল্লাহ্ তাহার প্রকাশকারী, আর তুমি লোকদিগকে ভয় করিতেছ কিন্তু আল্লাহ্কেই ভয় করা উচিত" (৩৩ ঃ ৩৭)। সাধারণত আয়াতের এই অংশে রাসূল (স')-এর প্রতি আল্লাহ্র উক্তি এবং ইহার পূর্ববর্তী অংশ যায়দের প্রতি রাসূল কারীম (স')-এর উক্তি মনে করা হয়। কিন্তু ইহাতে যে বলা হইয়াছে, 'তুমি লোকদিগকে...ভয় করা উচিত।' ইহা রাসূল (স') সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। ইহার পরে ৩৯ আয়াতে বলা হইয়াছে, "যাহারা আল্লাহ্র প্রেরিত সংবাদ পৌঁছাইয়া দেয় এবং তাঁহাকে ভয় করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করে না।" এই আয়াতে ৩৭ আয়াত যে রাসূল (স')-এর প্রতি প্রযোজ্য নহে উহা স্পষ্ট হইয়াছে। হযরত (স') আন্তরিকভাবেই যায়দ (রা)-কে ত'ালাক' দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি নিষেধ সত্ত্বেও ত'ালাক' দিলেন, তখন রাসূল (স') পোষ্য পুত্র গ্রহণরূপ এক অস্বাভাবিক এবং প্রকৃত উত্তরাধিকারীর মহাক্ষতিজনিত প্রথার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে যায়নাব (রা)-কে বিবাহ করেন। যায়দ (রা)-এর সহিত যায়নাব (রা)-এর বিবাহও একটি সংস্কার-উদ্দেশ্যমূলক ছিল। মুক্ত ক্রীতদাসের সহিত সম্ভ্রান্ত কু'রায়শ কুমারী এবং স্বয়ং রাসূল (স')-এর নিকট আত্মীয়ার বিবাহ জাতিভেদ সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে। কু'রআনের আয়াতের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া বিধর্মী লেখকগণ নবী (স')-এর বিমল ও পূতঃ-পবিত্র চরিত্রে কলংক লেপন করিয়াছে। যেহেতু এই বিবাহ দ্বারা দুইটি বদ্ধমূল কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করা আল্লাহ্ ও রাসূল (স')-এর অভিপ্রেত ছিল, এইজন্যই এই বিবাহের বিধান কু'রআনে আসিয়াছে।

যায়নাব (রা)-কে ত'ালাক' দেওয়া হইলে তাঁহার পূর্ব ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য স্বয়ং রাসূল (স') তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তখন 'আরবে পোষ্য পুত্রকে আপন পুত্রতুল্য গণ্য করা হইত এবং পোষ্য পুত্রের স্ত্রীকেও আপন পুত্রবধূই মনে করা হইত। উহা তমসাচ্ছন্ন যুগের কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই ছিল না এবং এই সকল কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করাই ছিল ইসলামের উদ্দেশ্য। তাই পবিত্র কু'রআনে নাযিল হইল ঃ "অনন্তর যায়দ তখন তাহা (অর্থাৎ যায়নাব) হইতে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিল তখন আমি (অর্থাৎ আল্লাহ্) তাহাকে তোমার (অর্থাৎ রাসূল কারীমের) সহিত বিবাহ দিলাম এইজন্য যে, মু'মিনদের প্রতি পোষ্য পুত্রদিগের স্ত্রীদের (বিবাহ) সম্বন্ধে কঠোরতা না থাকে যখন তাহারা তাহাদিগ হইতে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে" (৩৩ ঃ ৩৭)।

ত'ালাকে'র 'ইদ্দাত শেষে রাসূল (স') হযরত যায়নাব (রা)-কে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহ দ্বারা 'আরবে যে পোষ্য-পুত্র আপন পুত্ররূপে বিবেচিত হইত এই কুসংস্কারের অবসান ঘটিল। পোষ্য পুত্র প্রথা দ্বারা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। তাহাতে নির্দিষ্ট ওয়ারিছ'গণের উপর অত্যাচার করা হয়। এই বদ্ধমূল কুপ্রথার মূলোচ্ছেদের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক এই বিবাহ সম্পাদিত হয়। একদিকে ইতঃপূর্বে হযরত যায়নাব (রা)-এর সহিত

হযরত যায়দ (রা) ইব্‌ন হ'ারিছ'ার বিবাহ দ্বারা 'আরবের বংশ-গর্ব খর্ব হইল। অপরদিকে এককালীন ক্রীতদাসের পরিত্যক্ত স্ত্রী হযরত যায়নাব (রা) আশাতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ পাইলেন। তিনি বিশ্বনবী (স')-এর সহধর্মিণী হওয়ার গৌরব লাভ করত বিশ্ব মুসলিমের মাননীয়া জননী হইলেন।

রাসূল কারীম (স')-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে যাঁহারা হযরত 'আইশাঃ (রা)-এর সমকক্ষতা দাবী করিতেন, হযরত যায়নাব (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। স্বয়ং হযরত 'আইশাঃ (রা) বলিতেন, "যায়নাব আমার সহিত প্রতিযোগিতা করিতেন এবং ইহা করিবার অধিকার তাঁহার ছিল।" সৌন্দর্যেও তিনি অসাধারণ ছিলেন এবং রাসূল কারীম (স') তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। নিতান্ত বিনয় ও নম্রতার সহিত হযরত যায়নাব (রা) 'ইবাদাতে লিপ্ত থাকিতেন।

দানশীলতা হযরত যায়নাব (রা)-এর স্বভাবে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তিনি অল্পে পরিতুষ্ট থাকিতেন। তিনি নিজে পরিশ্রম করত জীবিকা অর্জন করিতেন এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় উপার্জিত ধন বিলাইয়া দিতেন। একবার হযরত 'উমার (রা) তাঁহার নিকট বাৎসরিক ভাতা প্রেরণ করিলেন। তিনি উহা পাওয়ার পর আদেশ দিলেন, "আমার আত্মীয়-স্বজন ও য়াতীমদের মধ্যে ইহা বণ্টন করিয়া দাও।" সমস্ত ধন বিতরণ করা হইয়া গেলে হযরত যায়নাব (রা) মুনাজাত করিলেন, "হে আল্লাহ্! ইহার পর বৎসর আমাকে হযরত 'উমার (রা)-এর দান উপভোগ করিতে দিও না।" এই প্রার্থনা আল্লাহ্ কবূল করিলেন এবং সেই বৎসরই তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

ইনতিকাল : রাসূল কারীম (স') একদা তদীয় সহধর্মিণীদিগকে বলিলেন, "যাহার হাত লম্বা সে-ই সর্বপ্রথম আমার সহিত মিলিত হইবে।" ইহা রূপকভাবে দানশীলতার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু তাঁহার সহধর্মিণিগণ ইহাকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করত পরস্পরের হাত মাপিতে লাগিলেন। দানশীলতার কারণে হযরত যায়নাব (রা) উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য বলিয়া প্রমাণিত হইলেন। কেননা রাসূল কারীম (স')-এর সহধর্মিণিগণের মধ্যে তিনিই সকলের পূর্বে ইন্‌তিকাল করেন। পূর্বেই তিনি স্বয়ং কাফনের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং অন্তিম নির্দেশ দিয়াছিলেন, "হযরত 'উমার (রা)-ও যদি কাফন প্রদান করেন তবে ইহার একটি দান করিয়া দিও।" তাঁহার এই অন্তিম নির্দেশ পালন করা হইল। হযরত 'উমার (রা) তাঁহার জানাযাঃ পড়াইলেন। তৎপর কে কে তাঁহার পবিত্র লাশ কবরে রাখিবেন এই বিষয়ে হযরত 'উমার (রা) রাসূল (স')-এর সহধর্মিণিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "যে সকল (মুহ'াররাম) লোক তাঁহার গৃহে যাইতেন তাঁহারাই তাঁহাকে কবরে রাখিবেন।" অনন্তর উসামাঃ, মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ ইব্‌ন জাহ্'শ, 'আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী আহ'মাদ ইব্‌ন জাহ্'শ (রা) তাঁহাকে কবরে রাখিলেন। হযরত যায়নাব (রা) ৫৩ বৎসর বয়সে হি. ২০ সনে ইন্‌তিকাল করেন। ওয়াকি'দীর মতে রাসূল (স')-এর সহিত বিবাহের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৩৫ বৎসর (শিবলী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, পৃ. ৪১৪—৪১৫)।

রাসূল (স')-এর নিকট স্বীয় বিবাহ ব্যাপারে হযরত যায়নাব (রা) গৌরব করিয়া বলিতেন যে, তাঁহার অন্যান্য স্ত্রীকে তাঁহাদের পিতা ও ভ্রাতাগণ বিবাহ দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহিত রাসূল (স')-এর বিবাহ স্বয়ং আল্লাহ্ সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। কু'রআন শারীফে পর্দার আয়াত (৩৩ : ৩৫) তাঁহার ওয়ালীমাঃ (বিবাহ ভোজ) উপলক্ষেই নাযিল হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে এবং তাঁহার ঘটনা উপলক্ষ করিয়াই কু'রআনের সূরাঃ তাহ্'রীমের প্রথম আয়াত (৬৬ : ১) নাযিল হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও : (১) ইব্‌ন সা'দ, ৮খ, ৭১—৮২ ; (২) Caetani, Annali dell'Islam, I. A. H., 15 ; No 25 ; 5 A. H., 20—27 ; 8 A. H., 15 No. 2 ; 10 A. H., 139, No. 8 ; 20 A. H., 267 298, 400-406 ; (৩) ইব্‌ন ইস্‌হ'াক', ed. Wustenfeld, পৃ. ১০০৪ ; (৪) G. H. Stern, Marriage in Early Islam, London 1939, index ; (৫) a literary Portrait : Enrico Ruta Visioni d'Oriente e d'Occidente, Milan 1924, p. 35—45 : Zainab.

V. Vacca (S. E. I.)/আবদুল খালেক

যায়নাব (রা) বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (স') (زينب بنت رسول الله) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর কন্যা। তিনি যে রাসূল কারীম (স')-এর প্রথমা কন্যা সে বিষয়ে চরিত গ্রন্থকারগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। যুবায়র ইব্‌ন বাক্কার বলেন যে, ক'াসিম-এর পরই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইব্‌নু'ল-কাল্‌বীর মতে যায়নাব (রা) রাসূল কারীম (স')-এর সর্বপ্রথম সন্তান। নুবুওয়াত প্রাপ্তির দশ বৎসর পূর্বে রাসূল কারীম (স')-এর ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল কারীম (স') যখন মক্কা হইতে হিজরত করত মদীনায় গমন করেন, তখন তাঁহার পরিবার-পরিজন মক্কায়ই অবস্থান করিতেছিলেন। যায়নাব (রা)-এর বিবাহ তদীয় খালাত ভাই আবু'ল-'আস' ইব্‌নু'র-রাবী'-এর সহিত হইয়াছিল। (শিব্‌লী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ৪২২ পৃ.)।

আবু'ল-'আস' তখনও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন নাই। বদ্‌র যুদ্ধে তিনি মুসলমানগণের হস্তে বন্দী হইলে তাঁহাকেও অন্য বন্দীদের সহিত মদীনায় আনয়ন করা হয়। তাঁহার নিকট মুক্তিপণের অর্থ ছিল না। তাঁহার স্ত্রী যায়নাব (রা)-ও তখন মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি স্বীয় স্ত্রীকে মুক্তিপণের অর্থ প্রেরণের জন্য নির্দেশ দিলেন। বিবাহের সময় হযরত খাদীজাঃ (রা) তাঁহাকে একটি মূল্যবান হার উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। যায়নাব (রা) মুক্তিপণের অর্থের সহিত তাঁহার গলার হারখানাও পাঠাইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত (স') স'াহ'াবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "তোমাদের ইচ্ছা হইলে কন্যাকে তাহার মাতার স্মৃতি-চিহ্ন ফিরাইয়া দিতে পার।" সকলেই ইহা শিরোধার্য করিয়া লইলেন এবং হারখানা ফিরাইয়া দিলেন (সীরাতু'ন-নাবী, ১খ, ৩৩৩ পৃ.)।

উপযুক্ত মুক্তিপণ গ্রহণে আবু'ল-'আস'কে মুক্তি প্রদান করা হইল, কিন্তু যায়নাব (রা)-কে মদীনায় পাঠাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করা হইল। তিনি মক্কায় প্রত্যাগমন করত স্বীয় ভ্রাতা কিনানাঃ-র সহিত যায়নাব (রা)-কে মদীনায় রওয়ানা করিয়া দিলেন। কাফিররা বাধা দিতে পারে, এই আশংকায় কিনানাঃ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রওয়ানা হইয়াছিল। তাঁহারা 'যীতরা' নামক স্থানে পৌঁছিলে কু'রায়শ বংশীয় কাফিরদের কয়েকজন তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং আল-হ'াব্বার ইব্‌নু'ল-আসওয়াদ বর্শার আঘাতে হযরত যায়নাব (রা)-কে মাটিতে ফেলিয়া দিল। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। উহাতে তাঁহার গর্ভপাত হইয়া গেল। কিনানাঃ তখন খাপ হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "এখন কেহ নিকটবর্তী হইলে এই অস্ত্র দ্বারা তাহাকে

হত্যা করিব।" ইহাতে সকলেই দূরে সরিয়া পড়িল। কু'রায়শ সর্দারদের সহিত আবূ সুফ্য়ানও আসিয়াছিল। সে বলিল, "মুহ'াম্মাদ-এর কারণে আমরা যে সংকটে নিপতিত হইয়াছি তাহা তুমি অবগত আছ। এমতাবস্থায় তুমি প্রকাশ্যে তাঁহার কন্যাকে আমাদের হাতছাড়া করিয়া লইয়া গেলে লোকে বলিবে, আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। যায়নাব-কে বাধা দিবার কোন প্রয়োজন আমাদের নাই। গোলমাল ও কোলাহল কমিয়া গেলে সেই সময় লোক-চক্ষুর অন্তরালে তাঁহাকে লইয়া যাইও।" কিনানাঃ এই কথায় সম্মত হইল। তদনুসারে কয়েকদিন পর রাত্রিকালে কিনানাঃ তাঁহাকে লইয়া মদীনায় রওয়ানা হইল। ইতঃপূর্বেই রাসূল কারীম (স) যায়নাব (রা)-কে আনয়নের জন্য যায়দ ইব্ন হ'ারিছ'াঃ (রা)-কে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাত্'ন য়া'জুজ (بطن ياجوج) নামক স্থানে তাঁহার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাত হইল। কিনানাঃ তখন যায়নাব (রা)-কে রাসূল (স)-এর নিকট পৌঁছাইবার দায়িত্ব যায়দ (রা)-এর উপর ন্যস্ত করিলেন। তিনি যায়নাব (রা)-কে লইয়া মদীনায় রওয়ানা হইলেন। যথাসময়ে তাঁহারা মদীনায় পৌঁছিলেন। তখনও যায়নাব (রা)-এর স্বামী অমুসলমান ছিলেন (সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ৪২২-২৩পৃ.)।

আবু'ল-'আস' খুব ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। কয়েক বৎসর পর তিনি শাম (সিরিয়া) হইতে বহু পণ্যদ্রব্য লইয়া স্বদেশে ফিরিতে-ছিলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় সমস্ত মালপত্রসহ 'ঈসের অভিযানে মুসলমান সৈন্যদের হস্তে তিনি আবার বন্দী হইলেন। তাঁহার মালপত্র মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা হইয়া গেল। তিনি চুপে চুপে যায়নাব (রা)-এর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। যায়নাব (রা) তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। রাসূল কারীম (স) সমবেত সাহ'াবী-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সঙ্গত মনে করিলে তোমরা আবু'ল-'আস'-এর মালপত্র ফিরাইয়া দিতে পার।" সকলেই অবনত মস্তকে ইহাতে সম্মত হইলেন। সৈন্যগণ তাঁহার সমস্ত মালপত্র এমন কি একগাছা সূতা পর্যন্ত ফিরাইয়া দিলেন। রাসূল কারীম (স)-এর মহান দরবার হইতে কেহই রিক্ত অবস্থায় ফিরিয়া যাইত না। আবু'ল-'আস'-এর অন্তর ইসলামের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। যায়নাব (রা) এবারও তাঁহার জন্য সুপারিশ করিলেন। তদনুসারে তিনি মুক্তিলাভ করত মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অতঃপর হিসাব-নিকাশ করত অংশীদারগণের প্রাপ্য কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন এবং বলিলেন: "আমি মক্কায় প্রত্যাগমন করত এইজন্য সমস্ত হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়া দিয়া গেলাম যেন তোমরা বলিতে না পার যে, আবু'ল-আস' আমাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিয়া প্রাপ্য আদায়ের ভয়ে মুসলমান হইয়া গিয়াছে" (সীরাতু'ন-নাবী, ১খ, ৩৩৪ পৃ.)।

তৎপর আবু'ল-'আস' (রা) হিজরত করত মদীনায় চলিয়া গেলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যায়নাব (রা) তাঁহাকে অমুসলমান অবস্থায় মক্কায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। এইবার মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর যায়নাব (রা)-এর সহিত তাঁহার পুনরায় বিবাহ হইল।

আবু'ল-'আস' (রা) যায়নাব (রা)-এর সহিত অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করিতেন। স্বয়ং রাসূল কারীম (স)-ও তাঁহার ভদ্র ব্যবহারের প্রশংসা করিয়াছেন। এই বিবাহের পর যায়নাব (রা) অতি অল্পদিন বাঁচিয়া-ছিলেন। হিজরী ৬ষ্ঠ বা ৭ম সনে আবু'ল-'আস' ইসলামে দীক্ষিত হন এবং হিজরী ৮ম সনে যায়নাব (রা) ইন্তিকাল করেন। উম্মু আয়মান (রা), উম্মু'ল-মু'মিনীন সাওদাঃ বিন্ত যাম'আঃ (রা) ও উম্মু'ল-মু'মিনীন উম্মু সালামাঃ (রা) তাঁহাকে গোসল করাইলেন এবং রাসূল (স) স্বয়ং তাঁহার জানাযাঃ পড়াইলেন। আবু'ল-'আস' (রা) ও রাসূল কারীম (স) তাঁহাকে কবরে রাখিলেন।

যায়নাব (রা) উমামাঃ ও 'আলী (রা) এই দুইজন সন্তান রাখিয়া ইন্তিকাল করেন। এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, 'আলী শৈশবেই পরলোকগমন করেন; কিন্তু অন্যদের মতে তিনি পূর্ণবয়স্ক হইয়া ইন্তিকাল করেন। ইব্ন 'আসাকির বলেন যে, তিনি য়ারমূকের যুদ্ধে শহীদ হন। রাসূল (স) উমামাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি সালাতের সময়ও তাঁহাকে সঙ্গে রাখিতেন। সাহ'ীহ' হ'াদীছ'-সমূহে বর্ণিত আছে যে, রাসূল কারীম (স) তাঁহাকে স্বীয় স্কন্ধে রাখিয়া সালাত আদায় করিতেন। তিনি রুকূ'তে যাওয়ার সময় তাঁহাকে স্কন্ধ হইতে নামাইয়া রাখিতেন, সিজ্দাঃ হইতে উঠিয়া আবার স্কন্ধে উঠাইয়া লইতেন। এক ব্যক্তি উপহারস্বরূপ একবার কিছু দ্রব্য রাসূল কারীম (স)-এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে একটি স্বর্ণের হার ছিল। উমামাঃ (রা) তখন এককোণে খেলিতেছিলেন। রাসূল (স) বলিলেন, "আমার পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় তাহাকে আমি ইহা প্রদান করিব।" রাসূল (স)-এর সহধর্মিণীগণ ভাবিলেন যে, উম্মু'ল-মু'মিনীন 'আইশাঃ (রা)-এর ভাগ্যে এই হারখানা জুটিবে। কিন্তু রাসূল (স) উমামাঃ (রা)-কে ডাকিয়া আনিয়া হারখানা স্বয়ং তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন।

আবু'ল-'আস' উমামাঃ (রা)-কে বিবাহ দেওয়ার জন্য অন্তিমকালে যুবায়র ইবনু'ল-'আওয়াম (রা)-কে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন। ফাতি'মাঃ (রা)-এর ইন্তিকালের পর তিনি তাঁহাকে 'আলী (রা)-র সহিত বিবাহ দিলেন। 'আলী (রা) শহীদ হওয়ার সময় তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য মুগ'ীরাঃ (রা)-কে অনুরোধ করিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের ফলে উমামাঃ (রা)-র এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে; তাঁহার নাম ছিল য়াহ্'য়া। কিন্তু কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে যে, উমামাঃ-র কোন সন্তান হয় নাই। মুগ'ীরাঃ (রা)-র গৃহেই উমামাঃ (রা) ইন্তিকাল করেন (সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ৪২৩-২৪ পৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী: প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়াঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৮খ, ৩০-৬; (২) আত-ত'াবারী, ৩খ, ২৩০৩—২৩০৭; (৩) H. Lammens, Fatimah et les filles de Mahomet, Passim; (৪) ইবনু'ল-আছ'ীর, উস্দু'ল-গ'াবাঃ, তেহরান তা.বি., ৫খ, ৪৬৭-৮।

V. Vacca (S.E.I.)/আবদুল খালেক

যায়নু'দ্-দীন (زين الدين) আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-খাওয়াফী, স্বীয় নামানুসারে যায়নিয়্যাঃ নামক এক সূ'ফী ত'ারীক'ার প্রতিষ্ঠাতা। ত'ারীক'াটির মূল উৎস জুনায়দ। ৭৫৭/১৩৫৬ সনে যায়নু'দ-দীন খুরাসানের অন্তর্গত (বূশানজ এবং যূযানের মধ্যবর্তী) খাওয়াফ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৩৮/১৪৩৫ মালীন নামক পল্লীগ্রামে (হিরাত হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে) সমাহিত হন। সে স্থান হইতে তাঁহার মৃতদেহ প্রথমে দারুব'ীন-আবাদে এবং পরে তথা হইতে হিরাতের 'ঈদগাহে স্থানান্তরিত করা হয়। অতঃপর সেখানে একটি মসজিদও নির্মিত হয়। মিসর দেশে নূরু'দ-দীন 'আবদু'র-রাহ'মান আল-মিস'রী (নাফাহ'াতু'ল-উন্স, নং ৫০৫)-এর নিকট হইতে সনদ (ইজাযাঃ) প্রাপ্তির পর তিনি

মধ্য এশিয়ায় প্রত্যাগমন করেন। পুনরায় তিনি মিসরে চলিয়া যান এবং তথা হইতে ৮২২/১৪১৯ সনে খাজাঃ মুহ'ম্মাদ পার্‌সার জন্য একখানি সমাধি প্রস্তর প্রেরণ করেন; খাজাঃ সা'হি'ব মদীনায় ইনতিকাল করিয়াছিলেন। খাজাঃ সা'হি'বের একটি পত্র হইতে তাঁহার চরিতকারগণ তাঁহার সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। মিসর দেশে তাঁহার শাগরিদ ছিলেন 'আবদু'র-রাহ'ীম ইবনি'ল-আমীর আল-মার্‌যিফ্‌নী; তিনি তাঁহার সহিত তৎগৃহে গমন করিয়াছিলেন। জেরুযালেমে তাঁহার একজন শাগরিদ ছিলেন 'আবদু'ল-লাত'ীফ ইব্‌ন 'আব্‌দি'র-রাহ্'মান আল-মাক্'দিসী এবং অপর একজন ছিলেন 'আব্‌দু'ল-মু'ত'ী যিনি ছিলেন একজন মাগ্'রিবী; তাঁহার চতুর্থ শাগরিদ ছিলেন কাশগড়ের খাজাঃ সা'দু'দ-দীন। তিনি সেই স্থানের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা অধিবাসী (মৃ. ৮৬০/১৪৫৬, Relation de l'Ambassade au Kharezm; অনু. C. Schefer, ১৮৭৯ খৃ., পৃ. ১৬৪)। যায়নু'দ-দীন কতিপয় গ্রন্থের প্রণেতা, রিসালাতু'ল-ওয়াস'াম্যা'ল-কু'দ্‌সিয়্যাঃ জেরুযালেমে রচিত, আল-আওরাদু'য-যায়নিয়্যাঃ এবং বৈরাগ্যবাদ সম্পর্কে রচিত একখানা পুস্তিকা। তাঁহার একজন দৌহিত্রের নামও যায়নু'দ-দীন। তিনি বাবুরের সভাসদ ছিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিকথা ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জ্যামী, নাফাহ'াতু'ল-উন্‌স, নং ৫০৬; (২) ত'াশকোপ্রু যাদে, আশ-শাক'াইকু'ন-নু'মানিয়্যাঃ, অনু. O. Rescher, Istambul 1927, p. 38-41; (৩) Brockelmann, GAL, ii. 265, suppl. ii. 285.

D.S. Margoliouth (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

যি'ক্‌র (ذكر), যি'ক্‌র যখন মনে মনে হয় (বি'ল-ক'াল্‌ব) তখন তাহার অর্থ স্মরণ করা, যখন জিহ্‌বা দ্বারা হয় (বি'ল-লিসান) তখন উহার অর্থ উল্লেখ করা, বর্ণনা করা। যি'ক্‌র শব্দটি যখন সূ'ফীদের পারিভাষিক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয় তখন উহার অর্থ হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। শারীরিক অঙ্গ-ভঙ্গি ও বিশেষ ধরনের নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে উচ্চৈঃস্বরে অথবা মনে মনে ধর্মীয় বাণী সংযোগে বার বার আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা প্রকাশসূচক শব্দ উচ্চারণ করার নাম যি'ক্‌র। শব্দগুলি যখন ধ্বনি করিয়া বলা হয় তখন উহাকে প্রকাশ্য যি'ক্‌র (যি'ক্‌রে জালী) এবং যখন মনে মনে বলা হয় তখন তাহাকে অপ্রকাশ্য যি'ক্‌র (যি'ক্‌রে খাফী) বলা হয়। উহাদের মধ্যে কোন্ যি'ক্‌র অধিকতর উপযোগী সে সম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। মনে মনে (বি'ল-ক'াল্‌ব) যি'ক্‌র সম্বন্ধে কু'রআন শারীফে উক্ত হইয়াছে, "এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালক প্রভুকে মনে মনে বিনয় ও ভয়সহকারে অনুচ্চ বাক্যে স্মরণ কর (৭ : ৩০৫)। কু'র্‌আন শারীফে সূরাঃ ৩৩ : ৪১ আয়াতে উক্ত আছে, "হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।" হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বর্ণিত একটি হ'াদীছ' এই প্রসঙ্গে প্রায়শ উল্লেখ করা হয়, "মানুষের কোন দল যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিতে বসে তখনই তাহার চারিদিকে ফিরিশতাগণ সমবেত হন, বেহেশ্‌তী সুষমা তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁহার সন্নিধানে যে সকল ফিরিশ্‌তা অবস্থান করেন তাহাদিগকে এই দল সম্পর্কে বলিতে থাকেন।" যি'ক্‌র অভ্যাসের প্রারম্ভিক উৎকর্ষের যুগে যখন একাকী বহু লোক একত্র যি'ক্‌র করিতেন তাহার বিবরণ সম্বন্ধে Goldziher (WZKM, xiii, ৩৫ প.) দ্র.। তৎপর যখন পরবর্তীকালে দরবেশ ভ্রাতৃসংঘগুলি গড়িয়া উঠিল এবং তাঁহাদের ক্রিয়া-পদ্ধতি নির্ধারিত করা হইল তখন প্রতি ত'ারীক'ারই অপরিহার্য অঙ্গ হইল যি'ক্‌র। যি'ক্‌রের আঙ্গিক ছিল লা৷ ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, সুব্‌হ'া-নাল্লাহ্, আল্-হ'ামদু লিল্লাহ্, আল্লাহু আক্‌বার, আস্‌তাগ্'ফিরুল্লাহ্ এবং আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য গুণবাচক নাম। এই বাক্যগুলি যি'ক্‌র করার সময় বার বার বলা হয়। আধ্যাত্মিক সঙ্গীত, যাহা প্রায়ই প্রেমগীতি-সদৃশ তাহাও মাঝে মাঝে সংযোজন করা হয়; এমন কি নৃত্য এবং বিভিন্ন প্রকারের ঢাক-ঢোল এবং বংশী বাদনও হইয়া থাকে। প্রতি জুমু'আঃ বারে নিয়মিতভাবে তাকিয়্যাঃ বা যাবি'য়াতে অনুষ্ঠিত 'হ'াদ্‌রা'-তে সমস্ত দরবেশের উপস্থিতি আশা করা হয়। এক্ষেত্রে লা৷ ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ সূত্রটি অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ এবং উহাকেই যি'ক্‌রু'ল-জালালাঃ বলা হয়। উহার সঙ্গে সঙ্গে হি'য্‌ব অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক পাঠ সংযোজন করা হইত। কু'রআন শারীফ হইতে নির্বাচিত অংশবিশেষ এবং অন্যান্য প্রার্থনার অংশবিশেষ সহযোগে গঠিত পাঠকে হি'য্‌ব বলে। সহজতর যি'ক্‌র হইল প্রতিবার স'ালাতের পর অথবা অন্ততপক্ষে দিনে দুইবার যি'ক্‌রের শব্দগুলি আবৃত্তি করা; ইহার পারিভাষিক নাম আওক'াত। এই সম্পর্কে অপর একটি ব্যবহৃত শব্দ হইতেছে বি'র্‌দ; সূ'ফীগণ উহার ব্যাখ্যা-দান প্রসঙ্গে উহার অর্থ করিয়াছেন আল্লাহর নিকট পৌঁছা বা তাঁহার সহিত মিলন। অন্যান্য প্রার্থনাকেও বি'র্‌দ বলা হয় এবং এইগুলি নির্ধারিত সময়ে আবৃত্তি করা হয় (Lane, Lexicon, দ্র. হি'য্‌ব এবং বি'র্‌দ)। প্রতিটি সংঘের নিজস্ব যি'ক্‌র-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সংঘের প্রবর্তক উহা রচনা করেন এবং তাঁহার আদেশে সকলে উহা গ্রহণ করে। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই শায়খ অথবা মুক'াদ্দাম উহার পরিবর্তন করিতে পারেন। শাস্ত্রকারগণ কু'রআন শারীফে যি'ক্‌র শব্দের আঠার প্রকারের ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছেন। সূ'ফীগণের নিকট উহার তাৎপর্য ও মূল্যের বিস্তারিত বিবরণের জন্য Dict. of Techn. Terms, ১খ, ৫১২ ও তৎপরবর্তী দ্র.। যি'ক্‌রের বাহ্য ক্রিয়া-পদ্ধতির বর্ণনা Lane's Modern Egyptians by index and Macdonald's Aspects of Islam পুস্তকের ১৫৯ পৃ. দ্র। যি'ক্‌রকে কুসংস্কারাবৃত আচার হইতে মুক্ত করিবার প্রচেষ্টা সম্বন্ধে জানিতে হইলে কিতাবু'ত-তা'লীম ওয়া'ল-ইর্‌শাদ পুস্তকের ৬৩ পৃ. দ্র.। উহা শায়খ আল-বাক্‌রীর নির্দেশে দরবেশ, শায়খ এবং তাঁহাদের শাগরিদদের ব্যবহারের জন্য বিরচিত পুস্তিকা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) A. le Chatelier, Les Confreries musulmanes du Hedjaz (Paris 1887); (২) Depont et Coppolani, Les Confreries religieuses musulmanes (Algiers 1897); (৩) Goldziher, Vorlesungen. by index দ্র. Zhikr; (৪) J. P. Browne, The Derwishes or Oriental Spiritualism (London 1868); (৫) Hughes, Dictionary of Islam. দ্র. Zikr; (৬) D. B. Macdonald, Religious Attitude and Life in Islam. (Chicago 1909) by index দ্র. Darwish and Dhikr.

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

যিন্‌দীক' (زنديق) (ব. ব. যানাদিক'াঃ, যানাদীক', ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যান্‌দাক'াঃ) মুসলিম ফৌজদারী আইনে শব্দটির প্রয়োগ আছে। উহা দ্বারা এমন ধর্মবিরোধী ব্যক্তিকে বুঝায় যাহার প্রচারণা রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক। এই অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড সূরাঃ ৫ : ৩৩, ২৬ : ৪৮; (তু. RMM, 1909, ix. 99-103)

List>

এবং অনন্ত নরকযন্ত্রণা (মাঝিক্রী 'আলিমগণের ধারণা অনন্তকালকে প্রত্যাবর্তনের অনুরোধ করা (ইস্তিতাবাঃ) বিকল্প, হানাফী মত ইহার বিপরীত। তাক্ফীর শব্দটি প্রায়ই তাত্ত্বিক এবং যান্দাকাঃ শব্দের ন্যায় এত কঠোর নহে।

সাসানীয়দের শাসনতন্ত্রে ব্যবহৃত ইরানী শব্দ তালিকা হইতে শব্দটি 'ইরাকে আমদানীকৃত। Darmesteter-কে সংশোধন করিয়া Schaeder প্রমাণ করিয়াছেন যে, মাস'উদীর (হামযা'ঈ কর্তৃক অনুসৃত) এই উক্তি সত্য যে, মাযদিয়ানদের মধ্যে যান্দীক' ছিল এমন ধর্ম বিরোধী দল যাহারা আবেস্তার বিভিন্ন অংশের নূতন নূতন ব্যাখ্যা ও রূপক তাৎপর্য উদ্ভাবন করিত (তু. নবম শতকে যান্দীক' আবালীশ; Barthelemy এ বিষয়ে গবেষণা করেন; তু. Mcnokekhrat xxxvi. 16, Shayast ne Shayast, vi. 7), বিশেষত 'মানী'র অনুগামী মানিকয়ান (Manichaean) (পঞ্চম শতকের আর্মেনিয়ান লেখকের ধর্মদ্রোহিতা সম্বন্ধে প্রামাণ্য লেখার তরজমা Schmidt-কৃত পৃ. ৯৫) অথবা আরো সীমিত অর্থে মানিকয়ান দলত্যাগী মাযদাকের অনুচর বুঝায় (খাওয়ারিয্মীর মতানুযায়ী)।

পদটি ইরান দেশীয় বিধায় 'আবদু'স-সাত্তার সি'দ্দীক'ী প্রমাণ করিয়াছেন যে, Bevan কর্তৃক কথিত আরামায়িক ব্যুৎপত্তির মতবাদ আমাদিগকে বর্জন করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে Vollers কর্তৃক প্রস্তাবিত গ্রীক ব্যুৎপত্তির মতটিও। যিন্দীক' শব্দটি হীরাঃ এবং কূফার মাওয়ালী হ'াম্রা৷ নামক মিশ্র 'আরব-ইরান সমাজের মাধ্যমে 'আরবী ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে (তু. মায্দাকীগণকে হ'ীরায় নির্বাসন দান; উহাতে পরবর্তী শতকে কূ'ফায় শী'ঈ তা'লীমীবাদের ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়)। বাস্তবক্ষেত্রে জা'দ ইব্ন দির্হামের মৃত্যুদণ্ড উপলক্ষে ১২৫/৭৪২-এ 'ইরাকে শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। অতঃপর ১৬৭/৭৮৩ হইতে ১৭০/৭৮৬ পর্যন্ত যখন 'আব্বাসী খালীফাদের আমলে বিশিষ্ট বিচারকের ('আরীফ) অধীনে সরকারী দমনমূলক তদন্ত প্রবর্তিত হয়। সেই সময়ে বাশ্শার ইব্ন বুর্দ এবং সা'ালিহ' ইব্ন 'আবদি'ল-কু'দ্দুস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। শব্দটি পরে পারিভাষিক রূপ লাভ করে এবং এই সাহিত্যধারায় তিনজন বিখ্যাত লেখকের নামোল্লেখ আছে : ইবনু'র-রাাওয়ানদী, আত-তাওহ'ীদী এবং আল-মা'আর্রী; তাহারা "ইসলামের তিনজন যিন্দীক'" নামে পরিচিত। কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে শব্দটি উহার যথার্থ তাৎপর্য হারাইয়াছে। খালীফা মাহ্দীর মতে সরকারী সংস্থায় যিন্দীক' হইল দ্বিত্ববাদী সংসারত্যাগী, তারপর যে মুসলিম মানীপন্থী (ত'াবারী, ৩য়, ৫৮৮)। যদি যিন্দীক' শব্দের এই সরকারী সংজ্ঞাটি ইতিপূর্বেই অসাবধানতাবশত উপরে উল্লিখিত প্রথম নিহত তিন ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে, ইসলামের তিনজন যিন্দীকে'র মনস্তাত্ত্বিকতার ব্যাখ্যা আদৌ করা হয় নাই। বাস্তবক্ষেত্রে রক্ষণশীলদের বিতর্কের বিবরণী অনুযায়ী যিন্দীক' বা ধর্মে স্বাধীন মতাবলম্বী সেই ব্যক্তি, যাহার বাহ্যিক ইসলাম স্বীকৃতি তাহাদের নিকট যথেষ্ট অকপট বলিয়া প্রতীয়মান নহে (তু. বাগদাদের কবি যাহাবী অথবা কবিদের সমালোচক ত'াহা৷ হ'সায়ন)। এই অর্থে শব্দটি বহু পূর্বেই আল-মা'আর্রী কর্তৃক তদীয় রিসালাতু'ল-গু'ফ্রানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থে ইহা দ্বারা বুঝা যায় মুক্তবুদ্ধির দার্শনিকদের প্রগতিশীল মতবাদ। তাঁহাদের প্রধান রচনাবলী ইসলামবিরোধী মতবাদ খণ্ডনের আলোচনায় পাওয়া যায়। ঐগুলি গৃহীত হইয়াছে কয়েকজন গ্রন্থকারের রচনা হইতে, যথাঃ এরানশাহ্রী, আবূ 'ঈসা৷ আল-ওয়ার্রাক', ইবনু'র-রাাওয়ানদী (কিতাবু'ল-যুমুর্রুদ্', তু. RSO, xiv. 1933), খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদ আর-রাাযী (কিতাাব মাখারিকি''ল-আম্বিয়াা') এবং আল-দু'গু'রী, এই সকল গ্রন্থ P. Kraus সম্পাদনা করিয়াছেন।

শব্দটির রাষ্ট্রনৈতিক বৈশিষ্ট্য হইতে তাহার ক্রমবিবর্তনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, উহা দ্বারা ধর্মের এমন বিরোধিতা বুঝায় যাহার ফলে মুসলিম রাষ্ট্র বিপন্ন হয়। ইহা বহু পূর্বেই আল-হ'াল্লাজের বিচারে স্পষ্ট হইয়াছে। যে অপরাধের জন্য নবী কারীম (স') নিয়মিতভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন তাহা হইল রাসূলের নিন্দাবাদ (সাব্বু'র-রাসূল)। আইনশাস্ত্রবিদগণ ক্রমে ক্রমে যান্দাক'াকে চিন্তা জগতে এমন বিদ্রোহ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা নবী (স')-এর সম্মান হানিকর কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত (তু. ইব্ন তায়মিয়্যাঃ এবং ইব্ন হ'াজার আল-হায়ছ'ামী)।

যানদাক'াঃ শব্দের বিভিন্ন মুসলিম মায্'হাব প্রদত্ত সবগুলির সংজ্ঞা একত্রে সমাবেশ করিলে শব্দটির ক্রমবিবর্তনের ধাপগুলি আরও সুস্পষ্ট করা যায়।

খাশীশের মতানুযায়ী (মৃ. ২৫৩/৮৬৭) হ'াম্বালীগণ যিন্দীকদের পাঁচটি শ্রেণী স্বীকার করেন। মু'আত্'তি'লাঃ তাহারা সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তা অস্বীকার করে, তাহারা পৃথিবীটাকে চারিটি মৌলিক পদার্থের অস্থায়ী মিশ্র পদার্থে পরিণত করিয়াছে; মানাব'িয়াঃ এবং মায্দাকি'য়াঃ তাহারা দ্বি-ঈশ্বরবাদী; 'আব্দাকিয়াঃ (কূফার নিরামিষভোজী ইমামী সংসারত্যাগিগণ, তু. Massignon, Recueil, p. 11-12) এবং রূহ'ানিয়াাঃ (চারিটি ভাবোন্মাদনাবাদী সম্প্রদায়, তাহারা ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ ও আইন-কানুনের শৃঙ্খল মুক্ত হইয়া আল্লাহ্র সহিত আত্মার প্রেম নিবেদনের মাধ্যমে সম্মিলন কামনা করে। এবংবিধ মিলন স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে প্রকৃতিগত অভিন্নতা প্রকাশ করে বলিয়া নিন্দিত। এই মতবাদ অনুযায়ী সুন্নী সূ'ফী যেমন রাব্যাহ্' এবং রাবী'আঃকে ইব্ন হ'ায়্যানের ন্যায় ইমামী রসায়নবিদের সঙ্গে এক কাতারে স্থাপন করা হইয়াছে)। ইবন হ'াম্বাল স্বয়ং জাহ্মকে যিন্দীক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, আত্মা একটি নিঃসৃত অজড় বস্তু বিধায় উহা ঐশ্বরিক (divine)।

পশ্চিমাঞ্চলের স্পেন ও মরক্কোর মালিকীগণ সম্বন্ধে Milliot এবং Levi-Provencal গবেষণা করিয়া বলেন যে, তাঁহারা যান্দাক'ার জন্য বিশেষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, বিশেষ করিয়া নবী (স')-এর প্রতি অসম্মানজনক আচরণ ও বিকৃতির ক্ষেত্রে (দ্বিতীয় আল-হ'াকামের রাজত্বকালে কর্ডোভাতে আবু'ল-খায়রের বিচার, ৪৫৭/১০৬৪ সনে টলেডোতে ইব্ন হ'াতিম আল-আয্দীর বিচার এবং পরবর্তীকালে ফাসের ইব্ন যাকূরের বিচার) সমভাবে হ'ানাফীগণ, বিশেষত তুর্কী সাম্রাজ্যের যুগে শী'আদের বিরুদ্ধে ফাতওয়াা দিয়াছিলেন (৯৩৪/১৫২৭-এ ক'াবিদের বিচার; তু. নাাবুলুসী, গ'ায়াতু'ল-মাত্'লুব, ফার্সী পাণ্ডুলিপি, পত্র ৭৭)।

ধর্মতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মু'তাযিলীগণ সর্বপ্রথম যান্দাক'ার মধ্যে দেখিতে পাইলেন, প্রেম নিবেদনমূলক একাগ্রভাব দ্বারা যিন্দীক'রা আবশ্যিক কর্তব্য কাজ হইতে মুক্তি চায় (তু. আল-বাগ'দাদীর ফার্ক গ্রন্থে হু'মামাঃ, সংক্ষেপিত এবং সম্পাদিত, Hitti, পৃ. ১০৫); তৎপর দেখা দিল খুর্রামিয়্যাঃদের ইবাহ'াতের (নিষিদ্ধ কার্যগুলি

বৈধ বলিয়া মনে করা) দিকে প্রবণতা। গ'যালী ইহাকে নাস্তিকতার প্রতি প্রবণতা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

খোদা'ই প্রেমের মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সূ'ফীদিগকে প্রথম প্রথম যিন্দীক' বলিয়া শাস্তি দেওয়া হইত (২৬২/৮৭৫-এ নূরীর বিচার, আল-হ'াল্লাজের প্রাণদণ্ড); আল-হ'াল্লাজ (তু. ত'াওয়াসীন, ২খ) স্বয়ং এক বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, পরিবর্তনক্ষম সম্মিলনের দ্বারদেশে রহস্যাত্মক অনুভূতি আল্লাহ্‌র সঙ্গে অভিন্নতার ভাব সঞ্চার করে; এবং উহাই যান্দাক'াঃ (আখবার, নং ৫২, পৃ. ৮০, ৭ পংক্তি)।

মধ্যপন্থী শী'আগণ চরমপন্থী শী'আগণকে অনুরূপ কারণে যিন্দীক' বলিয়া আখ্যায়িত করিতে চাহেন (যে আবির্ভাব স্বর্গীয় পরমাত্মার সহিত একাত্ম সম্মিলন ঘটায় দা'ওয়া ইলা'র-রুবূবিয়্যাঃ)। যিন্দীক' "ইবনু'ল-মুক'াফ্ফা'-র" মতবাদ খণ্ডন করিয়া যায়দী ইমাম ক'াসিম একখানি গ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া কথিত আছে; উক্ত গ্রন্থ Guidi সম্পাদনা এবং অনুবাদ করেন।

সর্বশেষে ফিহ্‌রিস্ত গ্রন্থে (ed. Flugel, পৃ. ৩৩৮) ইবনু'ন-নাদীম যিন্দীক'দের একটি বিবিধ ধরনের তালিকা প্রদান করিয়াছেন (উহার মূল্যমান ক্ষেত্র বিশেষে অত্যধিক নির্ধারণ করা হয়। উহা কিছুটা কল্পনাপ্রসূত; তু. G. Vajda, Les Zindiqs en pays d'Islam au debut de la periode, abbaside, in RSO 1937)। ঐ তালিকায় দ্বিতীয় মারওয়ান এবং বারমাক'দিগকে শামিল করা হইয়াছে; তাহাদিগকে আবূ শাকির এবং জায়হানীর মত ইসমা'ঈলীদের, নাশির মত একজন ইমামীর এবং আবূ 'ঈসা আল-ওয়ার্‌রাক'র ন্যায় একজন মুক্তবুদ্ধি সমালোচকের সমকক্ষ দেখান হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন হ'াম্বাল, আর-রাদ্দ 'আলা'য-যানাদিক'াঃ (সম্পাদনা ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩১ খৃ.); (২) খাশীশ আন্‌-নাসা'ঈ, ইস্তিক'ামাঃ, সম্পা. Malati (descr. in Massignon, Recueil de textes..., p. 211—212); (৩) S. Dedering, in Bibl. Islamica, No. 9, Leipzig 1936, p. 5, 43, 71; (৪) মাস্'উদী, মুরূজ, ২খ, ১৬৭; (৫) খাওয়ারিয্‌মী, মাফাতীহ', ed. van Vloten, p. 37; (৬) সার্‌রাজ, লুমা', ed Nicholson. p. 431; (৭) হুজ্‌বি'রী, কাশ্‌ফ, অনু. Nicholson, p. 404; (৮) গ'যালী, ফায়স'লু'ত-তাফরিক'াঃ বায়না'ল-ইসলাম ওয়া'য-যান্দাক'াঃ, ed. Kabbani, p. 31, 54—55; (৯) ইব্‌নু'ল-জাওযী, তালবীস ইব্‌লীস, কায়রো ১৩৪০হি., পৃ. ১১৮; (১০) ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ, আস-স'ারিমু'ল-মাসলূল 'আলা শাতিমি'র-রাসূল, হায়দরাবাদ ১৩২২ হি., পৃ. ৫১৫, ৫২৯; (১১) ইব্‌ন হ'াজার আল-হায়ছ'ামী, আল-স'াওয়া'ইক'ু'ল-মুহ'রিকাঃ ফি'র-রাদ্দ 'আলা আহ্‌লি'ল-বিদ্'আঃ ওয়া'য-যানদাক'াঃ, কায়রো ১৩০৮ হি.; (১২) ইব্‌ন কামাল পাশা, ফী তাস্'হ'ীহ' মা'না'য-যিন্দীক' (MS. kopr., No. 1580 descr. in Huart, l.c., infra); (১৩) Ronzevalle, in Mach., i. 681; (১৪) J. Darmesteter, in JA, 1884, p. 562—564; (১৫) Goldziher, Salih und das Zindikthum, in Transactions IXth Orient. Congress, 1892, ii. 104—129; (১৬) Vollers, in ZDMG, I., 1896, p. 642; (১৭) Huart, in XIeme. Congres Intern. Orientalistes, 1897, p. 69-80; (১৮) Massignon, Passion d'al-Hallaj, 1922, index দ্র.; (১৯) Christensen, Kawadh I et le communisme mazdakite, 1925, p. 71 79 (২০) Nyberg, preface to his edition of the Intisar of al-Khaiyat, 1925, p. 55-56; (২১) Mich. Guidi, La lotta tra l'Islam e il manicheismo, 1927; (২২) A. Siddiqi, in Proceedings .... ivth or. Conf. Allahabad, 1926-1928, ii. 228; (২৩) H. H. Schaeder, Iranische Beitrage, i. 1930, p. 274-291, (২৪) ইব্‌ন সাহ্‌ল, আহ'কাম কুব্‌রা, পাণ্ডুলিপি, রাবাত, ডি. ২৬৪, পত্র ২৩৪ খ, ২৪৪ খ., ২৪৬ খ., (তু. Milliot, Recueil de jurisprudence cherifienne, ii. 284, 287; (২৫) Fuck, in Festschrift P. Kahle (1935)।

L. Massignon (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

যিনা (زنا) 'আরবী শব্দ। ইহার অর্থ আইনত পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নহে এরূপ স্ত্রী-পুরুষের যৌন সঙ্গম...। জাহিলী যুগে 'আরবদের মধ্যে যিনাকে পাপ বলিয়া গণ্য করা হইত না; কিন্তু ইহাকে স্বগোত্রীয় লোকদের সম্পত্তির অধিকারে ক্ষতিকর বলিয়া ধরা হইত। কু'রআনে প্রকাশ্যভাবে যিনার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী ও নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়সংযম ধর্মবিশ্বাসীর নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (সূরাঃ ১৭ : ৩২; ২৫ : ৬৮; ৭০ : ৩০)।

সূরাঃ নিসার (৪ : ১৫, ১৬) আয়াতগুলি যিনা সম্বন্ধে প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে তাফ্‌সীরকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কাহারো কাহারো মতে উহাতে উল্লিখিত ফাহি'শাঃ কথাটি অবৈধ সঙ্গম নহে, উহা হইতে লঘুতর দুষ্কর্মের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহারই শাস্তির কথা ঐ আয়াতগুলিতে বলা হইয়াছে। তবে অপরাধ প্রমাণের জন্য এখানে চারিজনের সাক্ষ্য প্রয়োজন বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যিনা বা অবৈধ সঙ্গম প্রমাণের বেলাতেও চারিজন সাক্ষীর প্রয়োজন।

বুখারী ও মুসলিমের হ'াদীছে' হযরত 'উমার (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে : নিশ্চয় আল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ (স')-কে সত্য সহকারে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপর আয়াত নাযিল করিয়াছেন। অনন্তর যাহা আল্লাহ্ নাযিল করিয়াছেন রাজ্‌ম (দ্র.)-এর আয়াত তাহার অন্তর্গত। রাসূলুল্লাহ (স') রাজ্‌ম করিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে আমরাও রাজ্‌ম করিয়াছি। আল্লাহ্‌র কিতাবে রাজ্‌ম তাহাদের জন্য সাব্যস্ত, যে কেহ পুরুষ বা স্ত্রী শারী'আতসঙ্গত বিবাহ বন্ধনে থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করে যখন তাহার প্রমাণ উপস্থিত হয় কিংবা গর্ভ কিংবা স্বীকারোক্তি (দ্র. ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ২য় বর্ষ, প্রবন্ধ আল-কু'রআনে নাসিখ ও মানসূখ, পৃ. ১৭৫)।

কু'রআন মাজীদে সূরাঃ নূরের শুরুতে যিনাকারী ও যিনাকারিণীর কঠিন শাস্তি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (২৪ : ২—৩)। আল্লাহ্ বলেনঃ—"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাহাদের প্রত্যেককে তোমরা এক শত কশাঘাত কর এবং আল্লাহ্‌র এই আদেশ পালনে তাহাদের সম্বন্ধে যেন তোমাদের বিন্দুমাত্রও দয়া না হয় (অর্থাৎ দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের শাস্তি প্রদানে বিরত হইও না বা শাস্তি হ্রাস করিও না) যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনিয়া থাক। আর তাহাদের উভয়কে শাস্তি প্রদানের সময় মুসলমানদের একদল প্রত্যক্ষ করুক (যেন তাহাদের মাধ্যমে এই শাস্তি বিবোষিত হয় এবং প্রবণকারিগণ

উপদেশ গ্রহণ করে ও এই অপকর্ম হইতে অপর লোকেও বিরত থাকে)।

ব্যভিচারী পুরুষকে ব্যভিচারিণী বা অংশীবাদিনী নারী ব্যতীত অন্য কেহ বিবাহ করিবে না এবং ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী বা অংশীবাদী পুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ বিবাহ করিবে না। উহা বিশ্বাসী-দের জন্য হ'ারাম (২৪ ঃ ৩)। যে নারী ও পুরুষদের বিবাহ হয় নাই বা বিবাহ হইয়া থাকিলেও স্ত্রী সহবাস করে নাই তাহারা মুসলিম, স্বাধীন, স্থিরমস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় ব্যভিচার করিলে উপরি-উক্ত আয়াতের নির্দেশানুসারে তাহাদের প্রত্যেককেই একশত করিয়া চাবুক (দুর্‌রাঃ) মারিতে হইবে। কিন্তু ব্যভিচারীরা স্বাধীন না হইয়া দাসদাসী হইলে তাহাদের প্রত্যেককে পঞ্চাশ চাবুক মারিতে হইবে। এই আদেশ ৪ ঃ ২৫ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহিত দাস ব্যভি-চারী হইলে এবং বিবাহিতা দাসী ব্যভিচারিণী হইলে অনুরূপ শাস্তি হইবে। হযরত রাসূল (স')-এর হ'াদীছ' অনুসারে এবং স'াহ'াবী-গণের ইজ্‌মা' মতে স্বাধীন বিবাহিত পুরুষ এবং স্বাধীনা বিবাহিতা নারী ব্যভিচার করিলে প্রস্তরাঘাতে বধ করাই তাহার শাস্তি। হ'াদীছে' ইহা বর্ণিত আছে (মাওলানা আশ্‌রাফ 'আলী থানাব'ী, তাফ্‌সীর বায়ানু'ল-কু'রআান, ২৪—২ ব্যাখ্যা)।

ক্রীতদাসীদের ব্যভিচারের শাস্তি বিধান করত আল্লাহ্ বলেন ঃ অতঃপর ঐ সকল ক্রীতদাসী বিবাহিতা পত্নী হইয়া যাওয়ার পর যদি অশ্লীলতার কর্ম (অর্থাৎ ব্যভিচার) করে, তবে (মুসলমান হইলে প্রমাণের পর) তাহাদের প্রতি ঐ শাস্তির অর্ধেক শাস্তি (প্রয়োগ করা) হইবে যাহা (অবিবাহিতা) স্বাধীন নারীদের প্রতি হইয়া থাকে (৪ ঃ ২৫) (বিবাহের পূর্বেও ক্রীতদাসীদের এই শাস্তি নির্ধারিত আছে এবং তদ্রূপ ক্রীতদাসদেরও এই শাস্তিই প্রদান করিতে হইবে)। উপরিউক্ত শাস্তি এই যে, ক্রীতদাস-দাসীদিগকে পঞ্চাশ চাবুক মারিতে হইবে, কারণ স্বাধীন অবিবাহিত পুরুষ ও স্বাধীন অবিবাহিতা নারীকে একশত চাবুক মারিতে হয়; যেমন সূরাঃ নূর (২৪ ঃ ২)-এ বর্ণিত আছে। সেখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও কুমার ও কুমারীই অর্থ হইবে। আর বিবাহিত স্বাধীন নরনারী সম্পর্কে অতিরিক্ত বিধান পাওয়া গেল যে, যিনার শাস্তিস্বরূপ ইহা-দিগকে প্রস্তর নিক্ষেপ করত মারিয়া ফেলিতে হইবে। এই বিষয়ে বহু হ'াদীছ' বর্ণিত আছে (দ্র. পূর্বোক্ত ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, ২য় বর্ষ)।

ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ প্রস্তরাঘাতে বধ করার বিধান তাওরাত কিতাবেও আছে (দ্র. দ্বিতীয় বিবরণ, ২২/২৪ এবং যোহন, ৮/৫)। নিম্ন ঘটনা হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। একবার মদীনাবাসী য়াহূদী-গণ রাসূলুল্লাহ (স')-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে, তাহাদের মধ্যে জনৈকা নারী ও জনৈক পুরুষ ব্যভিচার করিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স') বলিলেন, "তোমাদের তাওরাত কিতাবে (ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ) প্রস্তরাঘাতে বধ করা (রাজ্‌ম) সম্বন্ধে কি পাইতেছ?" তাহারা বলিল, "আমরা ব্যভিচারীকে অপমান করি ও চাবুক মারিয়া থাকি।" তখন হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (যিনি য়াহূদী হইতে মুসলমান হইয়াছিলেন এবং তাওরাত কিতাবের অভিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন) বলিলেন, "তোমরা মিথ্যা বলিতেছ, কারণ তাওরাত কিতাবে রাজ্‌মের (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) বিধান আছে। তোমরা তাওরাত কিতাব আনয়ন কর।" তখন তাওরাত আনয়ন করত 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সূরীয়াঃ নামক এক য়াহূদী ইহা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু রাজ্‌মের আয়াত আসিলে পর ইহার উপর হাত রাখিয়া ইহার আগে ও পরে পড়িতে লাগিল। তখন 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) বলিলেন, "তোমার হাত উঠাও।" হাত উঠাইলে দেখা গেল যে, তথায় রাজ্‌মের আয়াত লিপিবদ্ধ আছে। তখন য়াহূদীগণ বলিল, "ঠিক, সত্য বলি-য়াছেন। ইহাতে আয়াত রাজ্‌ম আছে।" তখন রাসূলুল্লাহ (স') ঐ ব্যভিচারীদিগকে প্রস্তর নিক্ষেপে মারিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন (বুখারী শারীফ, ২খ., পৃ. ১০১১)।

যিনা অতি জঘন্য পাপ এবং প্রকৃত মু'মিনের মধ্যে এই দোষ থাকিতে পারে না। আল্লাহ্ পবিত্র কু'রআানে বলেন ঃ "আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যাইও না; নিশ্চয় ইহা নির্লজ্জতা ও কুপথ" (১৭ ঃ ৩২)। রাসূল (স')-এর হ'াদীছে' বর্ণিত আছে যে, পরকালেও যিনার কঠোর শাস্তি হইবে। যিনা ও বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা লব্ধ ধন সম্পূর্ণরূপে অবৈধ (হ'ারাম)।

যিনাকারী ব্যক্তি স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, স্থিরমস্তিষ্ক, বিবাহিত এবং বিবাহের পর অবৈধভাবে যৌন সঙ্গমকারী মুসলমান হইলে তাহার শাস্তি প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা। অমুসলমানদের প্রতি হ'াদ্দ (নির্ধারিত দণ্ড) প্রযোজ্য নহে। মালিকী মায্‌'হাব মতে যিনাকারী অবিবাহিত পুরুষকে চাবুক মারার পর এক বৎসরের জন্য নির্বাসন দেওয়ার বিধান আছে, হ'ানাফী মায'হাব মতে ইহা রাষ্ট্র প্রধানের ইচ্ছাধীন।

চারিজন ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী পুরুষ সাক্ষীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ব্যতীত যিনা প্রমাণিত হয় না। এইসব সাক্ষীকে প্রত্যক্ষদর্শী, মুসলমান, প্রাপ্ত বয়স্ক ও স্বাধীন হইতে হইবে। সাক্ষীদিগকে যিনা সংক্রান্ত ঘটনার সমস্ত কার্যের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে হইবে। তাহাদের সাক্ষ্য যথেষ্ট না হইলে মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে ক'য্‌'ফ (প্রবন্ধ দ্র.)-এর জন্য নির্ধারিত শাস্তি দিতে হইবে। শারী'আত-সম্মত প্রমাণের অভাবে বাস্তবক্ষেত্রে অনেক সময়ই যিনার নির্ধারিত দণ্ড দেওয়া চলে না; তবে অপকর্মকারী স্বয়ং স্বীকারোক্তি করিলে অথবা অবিবাহিতা নারী গর্ভবতী হইলে শাস্তি দেওয়া যায়। হ'ানাফী ও হ'াম্বালী মায্‌'হাব মতে এই স্বীকারোক্তি অবশ্য চারিবার করিতে হইবে। সে তাহার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারও করিতে পারে।

দুইটি কারণে হ'াদ্দ প্রযোজ্য নহে। প্রথমত অনিচ্ছুক নারীর উপর বলপূর্বক ব্যভিচার করিলে এবং দ্বিতীয়ত শুবহাঃ অর্থাৎ সঙ্গমকারীর যদি অকৃত্রিম বিশ্বাস থাকে যে, যাহার সহিত সে সঙ্গম করিতেছে সে তাহার জন্য অবৈধ নহে। যিনা সম্পর্কে শুবহাঃর ক্ষেত্রসমূহ এই ঃ অবৈধ বিবাহজনিত যৌন সঙ্গম, ভ্রমবশত নিজ স্ত্রী মনে করিয়া অপর নারীর সহিত যৌন সঙ্গম, একাধিক মালিকের অধীনা ক্রীতদাসীর সহিত সঙ্গম, বংশধরের অধীনস্থ ক্রীতদাসী ও মালিকের অনুমতিক্রমে তদীয় ক্রীতদাসীর সহিত সঙ্গম।

আইনত স্বাধীন নারীকে বিবাহের জন্য মাহ্‌র এবং ক্রীতদাসীকে বিবাহের জন্য 'উক্‌'র দিতে হয়। যিনার নির্ধারিত দণ্ড প্রমাণ অভাবে দিতে না পারিলে তা'যীর হইতে পারে। যাহাদের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ এমন স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সঙ্গম ও বলাৎকারকে শুধু যিনারূপে গণ্য করা হয়। পুং মৈথুন ও পশু মৈথুনের জন্য শাস্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। কাহারও কাহারও মতে উহাতে যিনা অপেক্ষা অধিক শাস্তি দিতে হয়। স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে পর পুরুষের সহিত যিনা করিতে স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদের উভয়কে হত্যা করিয়া ফেলিলে তজ্জন্য সে শাস্তির উপযোগী হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রমাণপঞ্জী ছাড়াও দ্র. (১) Lammens, Le Berceau de l'Islam, p. 279; (২) Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, i. 248 প.; (৩) Wensinck, Handbook, দ্র. Zina; (৪) Juynboll, Handleiding, 3rd ed., p. 305 প.; (৫) Krcsmarik, Beitrage zur Belouchtung des islamichen Strafrechts, in ZDMG, lvii, p. 101 প.; (৬) Hughes, Dictionary of Islam, দ্র. Adultery and Fornication; (৭) Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, ch. vii (end) and xiii. (near the end); (৮) আবু'ল-আ'লা মাওদূদী, তাফহীমু'ল-কু'রআান, ১৩ সং, দিল্লী ১৯৮২ খৃ., ৩খ, পৃ. ৩১৯-৪৩।

J. Schacht (S.E.I.)/আবদুল খালেক

যি'ম্মাঃ (ذمة) আভিধানিক অর্থ চুক্তি, দায়িত্ব, নিরাপত্তা দান। মুসলিমগণের ধর্মীয় বিধানমতে কোন অমুসলিম দেশ মুসলিমগণ জয় করিলে সেই দেশের যে সব অমুসলিম অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে না কিংবা দাসরূপেও গৃহীত হয় না, তাহাদিগকেও জীবন, স্বাধীনতা এবং ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা দান করা হয়। সুতরাং সেই জনগণকে আহ্'-যি'ম্মাঃ বা চুক্তিবদ্ধ জনসমষ্টি বলা হয়। এক কথায় তাহাদিগকে আহ'-যি'ম্মাঃ বা যি'ম্মী নামে অভিহিত করা হয়। যি'ম্মাঃ-র মাধ্যমে তাহারা মুসলিমগণের নিকট হইতে জাগতিক অধিকার লাভ করে এবং মুসলিমগণের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে চুক্তিবদ্ধ হয়। যুদ্ধকালে অমুসলিমগণকে অস্ত্রশস্ত্রসহ বন্দী করা হইলে তাহাদিগকে হত্যা করা, দাসে পরিণত করা, অর্থ বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া, মুসলিম বন্দীর বদলে বিনিময় করা অথবা বিনাশর্তে মুক্তি দান করার বিধান রহিয়াছে। যুদ্ধে লিপ্ত এই প্রকার অমুসলিমগণের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দাসে পরিণত হইবে। উক্ত প্রকারের যি'ম্মাঃ একমাত্র "কিতাবী" জাতির জন্য নির্ধারিত (আহ্লু'ল-কিতাব) এবং তাহারা হইল য়াহূদী, খৃস্টান এবং স'াবি'উন। তাহারা ব্যতীত অন্যদের মোটামুটি জড়বাদী (দাহ্রিয়্যাঃ) শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। যেহেতু তাহারা পৌত্তলিক, সেই কারণে সেখানে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাহাদিগকে নিহত করা অথবা দাসত্বে নিয়োগ করা যাইত। কিন্তু কার্যত এরূপ ভেদাভেদ পরিত্যাগ করা হইয়াছে; মুসলিম রাষ্ট্রগুলির "কিতাবী" জাতি ব্যতীত অপরাপর জাতিকেও সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রত্যেক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত, বয়স্ক সুস্থ-মস্তিষ্ক যি'ম্মীকে অবশ্য মাথাপিছু নিরাপত্তা কর (জিয্য়াঃ দ্র.) প্রদান করিতে হয়, এই কর চুক্তিপত্রে নির্ধারিত হার মুতাবিক হইয়া থাকে। যি'ম্মীর ভূমি ও উহার উৎপন্ন শস্যের উপর খাজনা (খারাজ দ্র.) দিতে হইবে এবং এই ভূমি কোন মুসলমানের অধিকারে গেলেও উহার খারাজ দিতে হইবে; কিন্তু ভূমির মালিক ইসলাম গ্রহণ করিলে খারাজ রহিত হইবে। মুসলিম সৈন্যবাহিনী রক্ষণার্থে তাহাকে অন্যান্য কর ইত্যাদি প্রদান করিতে হইবে। তাহারা মুসলিমের ন্যায় পোশাক-পরিচ্ছদ পরিতে পারিবে না, ঘোড়ায় চড়িতে পারিবে না, অস্ত্রশস্ত্র বহন করিতে পারিবে না এবং সাধারণত মুসলিমগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিবে, আইনগতভাবে তাহাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকিবে। বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার, ফৌজদারী আইনের আওতায় আশ্রয় পাওয়ার এবং বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহাদের কিছুটা বাধ্যবাধকতা থাকে। এই সব বিষয়ে আইন প্রয়োগকালে উহার কঠোরতা বিভিন্নভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি করা হয়; পক্ষান্তরে মুসলিমগণ তাহাদের জানমালের নিরাপত্তার, নিজস্ব ধর্ম পালনের এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাহারা গির্জা পুনঃনির্মাণ অথবা সংস্কার করিতে পারিবে; কিন্তু কোন নূতন স্থানে নূতন গির্জা তৈয়ার করিতে পারিবে না। তাহাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোন প্রকার আক্রমণাত্মক প্রচারণা চালাইতে পারিবে না। তাহাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবন হইতে হইবে শান্ত এবং হিংসামুক্ত। তাহারা মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক নয়, বরং অমুসলিম সমাজের প্রধানগণের শাসনাধীনে তাহারা বসবাস করিবে, যেমন রাব্বী, বিশপ ইত্যাদি, আর এই প্রধানগণই হইবেন মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার সহিত সংযোগ রক্ষাকারী। যি'ম্মীদের সম্পর্কে হযরত রাসূলুল্লাহ (স')-এর উক্তি "যে যি'ম্মীকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়" (বুখারী)। কু'রআান শারীফে তাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"অনন্তর যখন তোমরা তাহাদিগকে (কাফিরদিগকে) পরাজিত কর, তাহাদিগকে বন্দী কর। অতঃপর তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিতে পার কিংবা মুক্তিপণ লইতে পার। তোমরা যুদ্ধ চালাইবে যতক্ষণ না উহারা অস্ত্র সংবরণ করিবে" (৪৭ : ৪)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Juynboll, Handb. des Islamischen Gesetzes, p. 350 প., and references there; (২) Hughes, Dictionary of Islam, p. 710 প. a good statement of the legal situation as to marriage, inheritance, bequests etc.; (৩) R. J. H. Gottheil, Dhimmis and Moslems in Egypt (in old Testament and Semitic Studies in memory of William Rainer Harper, vol. II, Chicago 1908); (৪) মাওয়ারদী, আহ'কামু'স-সুলত'ানিয়্যাঃ (কায়রো ১২৯৮ হি.), পৃ. ১২১ প.; (৫) বালাযু'রী, ফুতূহ', পৃ. ৪৪৭ প., খারাজ সম্পর্কে; (৬) Tritton, Islam and the Protected religions, JRAS, 1928, 1929, 1931.

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

যিয়ানিয়্যাঃ (زيانية) শাযি'লী সূ'ফী ত'ারীক'ার একটি শাখা। উহার মূল আবাসভূমি কে'নাযে'া। উহার প্রধানদের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন Rinn, পূ. গ্র., Depont and Coppolani, Confreries, p. 498 and Cour, পূ. গ্র.। দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে সম্প্রদায়ের প্রধান মুক'াদ্দাম প্রদত্ত পরিচয় পত্রের একটি নমুনা সীলমোহরসহ আছে। তাহাদের প্রচলিত রীতিনীতি অন্যান্য শাযি'লী হইতে কেবল খুঁটিনাটি ব্যাপারে স্বতন্ত্র। তাহাদের সাধারণ যি'ক্রের উদ্ধৃতি দিয়াছেন Rinn, পূ. গ্র., p. 411, উহা কতকগুলি কালিমার পুনরুক্তি, কোন কোনটা এক শতবার এবং কোন কোনটা এক হাজারবার। মরুযাত্রীদল এবং পর্যটকগণকে লুন্ঠনকারীদের হাত হইতে রক্ষা করা এবং পথ-নির্দেশ দান তাহাদের বিশেষত্ব। Rinn-এর যুগে (১৮৮৪ খৃ.) কোন বণিক দক্ষিণাঞ্চলে পণ্য প্রেরণ করিতে সাহস করিত না। মুক'াদ্দামের নিকট হইতে গৃহীত সীলমোহরকৃত এক পত্রসহ একজন অগ্রগামী যিয়ানী সওয়ারের রক্ষণাবেক্ষণে তাহারা পথ চলিত। লুন্ঠনকারিগণ মুক'াদ্দামকে আক্রমণ করিতে রীতিমত ভয় পাইত। এইজন্য Rinn তাহাদিগকে সাহারার অগ্রণী চালক নামে অভিহিত করেন। A. Bernard ১৯৩১ খৃ. (Le Maroo, p. 205) লিখিতে গিয়া প্রায় একই কথা বলিয়াছেন। ফরাসী অধিকৃত আফ্রিকার বাহিরে উক্ত দলের নাম তেমন শোনা যায় না। Depont এবং Coppolani তাহাদের আলজিরিয়াস্থ যাবি'য়াঃ-

List>

গুলির তালিকা এবং মরক্কোতে তাহাদের বিস্তার সম্পর্কিত বিবরণী প্রদান করিয়াছেন।

দলটির প্রতিষ্ঠাতা মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'র-রাহ্'মান ইব্ন আবী যিয়ান। তিনি ১১৪৫/১৭৩৩ সালে ইনতিকাল করেন। RMM, xii, ৩৬০-৩৭৯ এবং ৫৭১-৫৯০-তে A. Cour ফরাসী ভাষায় তাঁহার জীবনের পাণ্ডুলিপি হইতে কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করেন। উক্ত জীবনী গ্রন্থের নাম "ত'াহারাতু'ল-আনফুস ওয়া'ল-আর্ওয়াহি'ল-জিস্মানিয়্যাঃ ফিত্'-ত'ারীক'াতি'য-যিয়ানিয়্যাতি'শ-শাযি'লিয়্যাঃ", উহা একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংকলন, উহাতে আছে প্রধানত অলৌকিক ঘটনাবলীর বর্ণনা। তবে এমন কতিপয় বিশদ বিবরণী দ্বারা অলৌকিক ঘটনাগুলির সম্পূরণ করা হইয়াছে যাহা L. Rinn-এর Marabouts et Khouan (1884, p. 408-15) গ্রন্থে নাই। তাঁহার জন্মস্থান হইতেছে কে'নাদ'া-র নিকটবর্তী থাথা (মরক্কোর অন্তর্গত ফিগুইগ [Figuig]-এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে)। তিনি সীদী মুবারাক ইব্ন 'আযুযঃ-র নিকট সিজিলমাসাঃ নামক স্থানে শিক্ষা লাভ করেন। উস্তাদের মৃত্যুর পর তিনি ফেয গমন করত সেখানে আট বৎসরকাল মুহ'াম্মাদ 'আব্দু'ল-ক'াদির আল্-ফাসী (মৃ. ১১১৬/১৭০৪), আহ'মাদ ইবনু'ল-হ'াজ্জ (মৃ. ১১০৯/১৬৯৭) এবং অন্যান্য শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করেন। Rinn-এর অভিমত এই যে, সম্রাট তাঁহাকে যাদুবিদ্যার অভিযোগে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন। তৎপর তিনি তাফীলালত-এ পলায়ন করেন। সেখানে শাযি'লিয়্যাঃ সূ'ফীদের নাস্'রিয়্যাঃ শাখার মুক'াদ্দাম তাঁহাকে উক্ত শাখাভুক্ত করিয়া লন। অতঃপর তিনি মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রত্যাবর্তন করিবার পর তিনি নিজেকে কে'নাদ্যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সেখানে একটি যাবি'য়াঃ গঠন করেন। তিনি শাযি'লী ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতির কিছুটা সংস্কার সাধন করেন এবং একজন সাধুপুরুষ হিসাবে সুনাম অর্জন করেন, তদুপরি তিনি বহু স্থানে কূপ খনন এবং পানি সিঞ্চনের ব্যবস্থাও করেন।

তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ অলৌকিক কর্ম হইতেছে দস্যু দমন। ইহা দ্বারা তৎপ্রতিষ্ঠিত ত'ারীক'ার ভবিষ্যত নির্ধারিত হইয়াছে। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিভায় বহু আগন্তুক আকৃষ্ট হয় এবং অনতিকাল মধ্যেই তাহারা একটি উন্নতিশীল উপনিবেশ স্থাপন করে। অন্য মুসলমান সাধুপুরুষদের ন্যায় তিনিও বিবাহ করিয়া একটি পরিবারের প্রধান হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে তদীয় ত'ারীক'ার নেতৃত্ব তৎপুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া যান।

গ্রন্থপঞ্জী: প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ।

D. S. Margoliouth (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

যিয়ারত (زيارة : যিয়ারাঃ) 'আরবী শব্দ। ইহার অর্থ দর্শন, সাক্ষাতকার। ধর্মীয় পরিভাষায় পবিত্র স্থান বা কামিল বুযুর্গের সমাধিস্থান দর্শন অর্থে ইহা ব্যবহৃত হয়। সাধারণ মু'মিনদের কবর যিয়ারতের ফাদ'ীলাতও হ'াদীছে' বর্ণিত আছে। যিয়ারতকে মোটামুটি চারিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথাঃ (১) কা'বাঃ শারীফ যিয়ারত, (২) রাওদ'াঃ শারীফ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর রাওদ'াঃ শারীফ যিয়ারত, (৩) পবিত্র স্থান যিয়ারত, (৪) কামিল পুরুষ ও সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থান যিয়ারত।

(১) **কা'বাঃ শারীফ যিয়ারত:** যথানিয়মে কা'বাঃ শারীফ যিয়ারতকে হ'াজ্জ বলে। ইসলাম যে পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, হ'াজ্জ উহাদের অন্যতম। ইহাতেই কা'বা শারীফ যিয়ারতের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যায় (দ্র. হ'াজ্জ)।

(২) **রাওদ'াঃ শারীফ যিয়ারত:** রাওদ'াঃ শারীফ মদীনা শারীফে অবস্থিত। মদীনা শারীফ নানাবিধ কারণে অতি মর্যাদাসম্পন্ন শহর। কিন্তু স্থানটি বিশ্বনবী মুহ'াম্মাদ (স')-এর বাসস্থান ও রাওদ'াঃ শারীফ হওয়ার কারণে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন।

রাসূলুল্লাহ (স')-এর রাওদ'াঃ যিয়ারত অত্যন্ত ছ'াওয়াবের কাজ, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির উত্তম উপায়। কোন কোন 'আলিম সমর্থ ব্যক্তির জন্য রাওদ'াঃ শারীফ যিয়ারত-কে ওয়াজিবের নিকটবর্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স') তাঁহার রাওদ'াঃ শারীফ যিয়ারতের জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যাহারা যিয়ারত করে না, তাহাদিগকে মনুষ্যত্বহীন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স') বলেন: "যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করিবে কি'য়ামতে সে আমার প্রতিবেশীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে" (মিশ্‌কাত-مشكوة)। তিনি অন্যত্র বলেন: "আমার ইনতিকালের পর হ'াজ্জ করত যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করে সে যেন জীবিতাবস্থায় আমার যিয়ারত করিল" (মিশ্‌কাত)। তিনি অন্যত্র বলেন: "যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করে তাহার জন্য সুপারিশ করা আমার কর্তব্য হইয়া পড়ে" [ফাত্‌হ'ু'ল-ক'াদীর হইতে গৃহীত; মুফ্‌তী, সা'ঈদ আহ্'মাদ, মু'আল্লিমু'ল-হ'জ্জাজ, পৃ. ৩৩৩-৩৪]। রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর রাওদাঃ শারীফ যিয়ারতের জন্য হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নলিখিত দু'আ পড়া শ্রেয়, "আস-সালামু 'আলায়কা য়া রাসূলাল্লাহ; আস-সালামু 'আলায়কা য়া আবা বাক্র; আস-সালামু 'আলায়কা য়া 'উমার।"

(৩) **পবিত্র স্থান যিয়ারত:** মক্কা ও মদীনায় আরও বহু মসজিদ, পাহাড়, কূপ ও স্থানের সহিত রাসূল (স') ও স'াহ'াবী (রা)-এর 'ইবাদাত ও প্রচেষ্টার স্মৃতি বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। ধর্মভাবে উদ্দীপ্ত হইবার উদ্দেশ্যে সেই সব যিয়ারত করা নেকীর কাজ।

মক্কা শারীফের পবিত্র স্থানসমূহ: (১) খাদীজাঃ (রা)-এর গৃহ। ফাতি'মাঃ (রা) এই গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (স') এখানে বসবাস করিতেন। কোন কোন 'আলিম বলেন যে, মক্কায় আল-মাসজিদু'ল-হ'ারাম ব্যতীত ইহাই সর্বাধিক পবিত্র স্থান। (২) শি'ব 'আলী—এই স্থানে রাসূলুল্লাহ (স') জন্মগ্রহণ করেন। (৩) আবূ বাক্র (রা)-এর বাড়ী। (৪) শি'ব বানী হাশিম, এই স্থানে 'আলী (রা) জন্মগ্রহণ করেন। (৫) আরক'াম (রা)-এর গৃহ—ইহা মসজিদ স'াফা-এর নিকটবর্তী। 'উমার (রা) এই স্থানে ইসলাম গ্রহণ করেন (মুফ্‌তী সা'ঈদ আহ'মাদ, মু'আল্লিমু'ল-হ'জ্জাজ, পৃ. ৩২৭)।

মদীনার মসজিদসমূহ: মাসজিদ নাবাব'ী ব্যতীত মদীনা শহরের আশেপাশে বহু মসজিদ রহিয়াছে। এই সমস্ত মসজিদে রাসূলুল্লাহ (স') ও স'াহ'াবীগণ (রা) স'ালাত আদায় করিয়াছেন। কতগুলি মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেইগুলি আজিও বিদ্যমান সেইগুলিও রাসূলুল্লাহ (স')-এর সময়ে যেভাবে নির্মিত হইয়াছিল ঠিক সেই আকৃতিতে এখন বিদ্যমান নাই, কারণ বহুবার এইগুলির মেরামত ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে। তথাপি রাসূলুল্লাহ (স') ও স'াহ'াবী (রা)-এর পুণ্য-স্মৃতির সহিত বিজড়িত বলিয়া এই স্থানসমূহ এবং বিদ্যমান মসজিদগুলি পবিত্র। উহাদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ মসজিদগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই: (১) মাসজিদ কু'বা,

List>

ইহা মদীনা হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে মাসজিদ নাবাব'ী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা রাসূলুল্লাহ (স') কর্তৃক স্থাপিত সর্বপ্রথম মসজিদ। রাসূলুল্লাহ (স') হিজরত করিয়া মক্কা হইতে মদীনায় আসিয়া যখন 'আওফ গোত্রে অবস্থান করিতেছিলেন তখন স'াহ'াবীগণকে লইয়া এই মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। আল-মাসজিদু'ল-হ'ারাম, মাসজিদ নাবাব'ী ও আল-মাসজিদু'ল-আক্'স'া-এর পর দুনিয়ার সকল মসজিদ হইতে কু'বা' মাসজিদ উত্তম। রাসূলুল্লাহ (স') বলেন, মাসজিদ কু'বা-তে দুই রাক্'আত স'ালাত এক 'উমরার সমান। (২) মাসজিদ মুস'াল্লা বা মাসজিদ গ'মামাঃ, মানাখাঃ হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (স') এই স্থানে উভয় 'ঈদের স'ালাত আদায় করিতেন। (৩) মাসজিদ জুমু'আঃ, কু'বা-র নূতন রাস্তার পূর্বদিকে বুস্তানু'ল-জাম্'-এর নিকট রানূনা' প্রান্তরে অবস্থিত। এই স্থানে বানূ সালিমের বসতি ছিল। এই মসজিদে রাসূলুল্লাহ (স') সর্বপ্রথম জুমু'আঃ-র স'ালাত পড়িয়াছিলেন। (৪) মাসজিদ সুক'য়াঃ, বাবে 'আন্বারিয়্যাঃ-এর নিকট ভূতপূর্ব রেলওয়ে স্টেশনে অবস্থিত। এই স্থানে একটি কূপ আছে; ইহার নাম বি'র আল-সুক্'য়াঃ। বদ্র যুদ্ধে গমনের সময় রাসূলুল্লাহ (স') এই মসজিদে স'ালাত আদায় করিয়াছিলেন এবং মদীনাবাসীদের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন। (৫) মাসজিদ আহ্'যাব বা মাসজিদ ফাত্'হ', একটি পাহাড়ের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। খান্দাকে'র যুদ্ধে যখন কাফিরগণ একতাবদ্ধ হইয়া মদীনা আক্রমণ করিয়াছিল তখন রাসূলুল্লাহ (স') সোম, মঙ্গল ও বুধ—এই তিন দিন এই স্থানে দু'আ করিয়াছিলেন। (৬) মাসজিদ যাবাব, উহ'দ পাহাড়ের রাস্তায় অবস্থিত। ছ'ানিয়্যাতু'ল-ওয়াদা' (ثنية الوداع)-এর পাদদেশে উহ'দের রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে যাবাব পাহাড়। এই পাহাড়ের উপর মাসজিদ যাবাব অবস্থিত। খান্দাকে'র যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (স')-এর তাঁবু এই স্থানেই স্থাপন করা হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ (স') এই মসজিদে স'ালাতও আদায় করিয়াছিলেন। (৭) মাসজিদু'ল-কি'ব্লাতায়ন ঃ মদীনা শারীফের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'আক'ীক' প্রান্তরের নিকট এক উচ্চস্থানে অবস্থিত। এই মসজিদে দুইটি মিহ'রাব আছে, একটি বায়তু'ল-মাক'দিসমুখী এবং অপরটি কা'বাঃমুখী। এই মসজিদেই কি'ব্লাঃ পরিবর্তনের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে মাসজিদু'ল-কি'ব্লাতায়ন অর্থাৎ দুই-কি'ব্লাঃবিশিষ্ট মসজিদ বলা হয়। (৮) মাসজিদু'ল-ফাযীখ 'আওয়ালী (عوالى) হইতে পূর্বদিকে অবস্থিত। য়াহূদী বানূ নাদ'ীর-এর অবরোধের সময় রাসূলুল্লাহ (স') এই মসজিদে স'ালাত আদায় করিয়াছিলেন (খেজুরের শরাবকে ফাযীখ বলে)। আবূ আয়্যুব আন-স'ারী (রা) কতিপয় লোকসহ একদা তথায় শরাব পানে লিপ্ত ছিলেন। এমন সময় শরাবের নিষেধমূলক কু'রআনের আয়াত নাযিল হয়। তাঁহার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তৎক্ষণাৎ তিনি ভাণ্ডগুলি হইতে সমস্ত শরাব ঢালিয়া ফেলেন। এইজন্য এই মসজিদকে মাসজিদু'ল-ফাযীখ বলা হয়। এই মসজিদের অপর নাম মাসজিদ শাম্স, কারণ ইহা এমন উচ্চস্থানে অবস্থিত যে, এই স্থান হইতে সর্বপ্রথম সূর্যোদয় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। (৯) মাসজিদ বানী-কু'রায়জ'াঃ, মাসজিদ ফাযীখ হইতে সামান্য পূর্বদিকে অবস্থিত। য়াহূদী গোত্র বানূ কু'রায়জ'াঃ-র বসতি অবরোধের সময় রাসূলুল্লাহ (স') এই স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। (১০) মাসজিদ বানী যাফ্'র বা মাস-জিদু'ল-বাগ্'ল, বাকী'ী' হইতে পূর্বদিকে হ'ার্রাঃ বাকিম-এর পার্শ্বে অবস্থিত। এই স্থানে বানূ যাফ্'র বংশের বাসস্থান ছিল। একদা রাসূলুল্লাহ (স') এই স্থানে এক স'াহ'াবীকে কু'রআন পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। তিনি যখন সূরাঃ নিসা'-এর ৪১ নং আয়াত পাঠ করিলেন (আয়াতের অনুবাদ এইরূপ ঃ "অনন্তর কেমন হইবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত হইতে এক-একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে [অর্থাৎ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে] তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত করিব?") তখন রাসূলুল্লাহ (স') খুব রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন ঃ "হে আল্লাহ, যে সকল লোক আমার সম্মুখে উপস্থিত আছে তাহাদের সম্বন্ধে ত আমি সাক্ষ্য দিব। কিন্তু যাহাদিগকে আমি দেখি নাই তাহাদের সম্বন্ধে কিরূপে সাক্ষ্য দিব?" এই মসজিদের নিকটবর্তী এক প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ (স')-এর খচ্চরের পদচিহ্ন আছে। এইজন্য এই মসজিদকে মাস্জিদু'ল-বাগ্'লও বলা হইয়া থাকে। (১১) মাসজিদু'ল-ইজাবাঃ, বাক'ী'-র উত্তরদিকে "বুস্তান সিমান"-এর নিকট অবস্থিত। একদা রাসূলুল্লাহ (স') এই স্থানে স'ালাত আদায় করিলেন এবং দীর্ঘ সময় প্রার্থনায় লিপ্ত রহি-লেন। তৎপর তিনি বলিলেন, "আমি প্রভুর নিকট তিনটি প্রার্থনা করিলাম। প্রথমটি হইল, আমার উম্মাতকে যেন দুর্ভিক্ষ দ্বারা ধ্বংস করা না হয়, দ্বিতীয়টি হইল, আমার উম্মাতকে যেন নিমজ্জিত করিয়া ব্যাপকভাবে ধ্বংস করা না হয়। এই দুইটি প্রার্থনাই কবুল হইয়াছে। তৃতীয়টি হইল আমার উম্মাতের মধ্যে পরস্পর মতানৈক্য ও গৃহযুদ্ধ যেন না হয়। ইহা গৃহীত হয় নাই। (১২) মাসজিদ সিজ্দাঃ বা মাস-জিদু'ল-বুহায়র। ইহা "বুস্তান বুহায়রী" ও "বাসাতীন স'াদাক'াঃ"-এর মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানে রাসূলুল্লাহ (স') দুই রাক্'আত স'ালাত আদায় করিয়াছিলেন এবং অতি দীর্ঘ সিজ্দাঃ করিয়াছিলেন। (১৩) মাসজিদ উবায়্যি-ইহা বাক'ী'-এর সংলগ্ন। এই স্থানে উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা)-এর বাড়ী ছিল। রাসূলুল্লাহ (স') অনেক সময় এই স্থানে আগমন করিতেন এবং এই মসজিদে স'ালাত আদায় করিতেন। (১৪) মাসজিদ বানী হ'ারাম মদীনা শারীফ হইতে মাসজিদ ফাত্'হ'-এর দিকে যাইবার পথে "জাবাল সাল"-এর উপত্যকার ডানদিকে অবস্থিত। এই স্থানে রাসূলুল্লাহ (স') স'ালাত আদায় করিয়াছেন। ইহার নিকটে একটি গুহা আছে। এই গুহাতে একবার রাসূলুল্লাহ (স')-এর উপর ওয়াহ্'য়ি নাযিল হইয়াছিল। খান্দাকে'র যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (স') এই গুহায় রাত্রিকালে শয্যাগ্রহণ করিতেন। (১৫) মাসজিদ আবী বাক্র. মাসজিদ মুস'াল্লা-র নিকট উত্তরদিকে অবস্থিত। (১৬) মাসজিদ 'আলী—ইহাও মাসজিদ মুস'াল্লার নিকটে অবস্থিত। (১৭) মাসজিদ উম্মি ইব্রাহীম 'আওয়ালী-তে মাসজিদ বানী কু'রায়জ'াঃ-র উত্তর দিকে অবস্থিত। এই স্থানে রাসূলুল্লাহ (স')-এর পুত্র ইব্রাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (স') এই মসজিদে স'ালাতও আদায় করিয়াছেন।

জান্নাতু'ল-মু'আল্লা মক্কার কবরস্থান। মদীনার কবরস্থান জান্না-তু'ল-বাক'ী'-এর পর ইহার স্থান। জান্নাতু'ল-বাক'ী' মদীনার শহর সংলগ্ন পূর্বদিকে অবস্থিত। এই কবরস্থানে অগণিত স'াহ'াবী ও ওয়ালী-দরবেশ সমাহিত আছেন। রাওদ'াঃ শারীফ এবং তৎসংলগ্ন আবূ বাক্র সি'দ্দীক' (রা) ও 'উমার (রা)-এর সমাধি যিয়ারতের পর প্রত্যহ, বিশেষত শুক্রবার জান্নাতু'ল-বাক'ী' যিয়ারত করা মুস্তা-হ'াব। যিয়ারতে বাড়াবাড়ি ও অসাবধানতার ফলে অধুনা বহু স্থান পবিত্র স্থানে পরিণত হইয়াছে। কোন নবী, রাসূল, স'াহ'াবী ব ওয়ালী-দরবেশের সহিত এই সকল স্থানের কোন সম্বন্ধই নাই। এই-

রূপ কৃত্রিম মাযার নির্মাণ নিষিদ্ধ ও নিতান্ত অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (স') বলেন : "তিন মসজিদ ব্যতীত সফর করা যাইবে না, কা'বাঃ, মাসজিদ নাবাব'ী ও মাসজিদ আক্'স'া" (বুখারী, ১খ., ১৫৮ পৃ.)। এই হ'াদীছ'-এর সর্বসম্মত অর্থ এই যে, উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত যিয়ারতের উদ্দেশ্যে অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করিতে রাসূলুল্লাহ (স') নিষেধ করিয়াছেন।

কবর যিয়ারত : মৃত্যুকে ও পরকালকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত মুস্তাহ'াব বা ছ'াওয়াবের কাজ। কারণ ইহাতে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে এবং পরকালের কথা মনে উদয় হয়। ইহাতে পাপের প্রতি আকর্ষণ কমে এবং পুণ্যের প্রবণতা বাড়ে।

কবর যিয়ারতের ফাদ'ীলাত : সা'হ'ীহ্' হ'াদীছে' হ'াকিম হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স') বলেন : "তোমরা কবর যিয়ারত কর ; কারণ ইহাতে মন নরম হইয়া থাকে এবং মনের নম্রতা হইতে পুণ্য কর্ম সম্পন্ন হয়। আর কবর যিয়ারত চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করে এবং পরকালকে স্মরণ করাইয়া দেয়।" অপর এক হ'াদীছে' বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স') বলেন : "তোমরা কবর যিয়ারত কর ; কারণ ইহা সংসারের প্রতি বিরাগভাজন করিয়া তোলে এবং পরকালকে স্মরণ করাইয়া দেয়।" বায়হাক'ী-র একটি হ'াদীছে' বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি শুক্রবারে মাতাপিতা কিংবা পিতা বা মাতার কবর যিয়ারত করে তাহাকে ক্ষমা করা হইবে এবং (তাহার 'আমাল নামায়) তাহাকে পিতামাতার খিদ্মতগাররূপে উল্লেখ করা হইবে। কিন্তু কবর প্রদক্ষিণ বা চুম্বন করা নিষিদ্ধ ; ওয়ালী-দরবেশের কবরেও এইরূপ করা অবৈধ।

কবর যিয়ারতের নিয়ম : তিরমিয'ী ও ত'াবারানী হ'াদীছ' গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, কবরে উপস্থিত হইয়া কবরবাসীর উদ্দেশ্যে এইরূপ সালাম দিতে হয় :

السلام عليكم يا اهل القبور من المؤمنين و المسلمين
يغفر الله لنا و لكم و انتم سلفنا و لحن بالاثـر -

একাকী কবর যিয়ারত করা, কি'ব্লাঃকে পশ্চাতে এবং কবরকে সম্মুখে রাখিয়া যতটুকু সম্ভব কু'রআান পাঠ করাই নিয়ম। হ'াদীছে'র বিভিন্ন বিবরণে দেখা যায়, কবরের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে সূরাঃ ফাতিহ'াঃ, ইখ্লাস' তাকাছু'র, য়াসীন ইত্যাদি এক বা একাধিকবার পাঠ করিয়া কবরবাসিগণের উদ্দেশ্যে তাহার ছ'াওয়াব উৎসর্গ করিলে কবরবাসিগণ যেমন আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভ করেন, তেমনি আবৃত্তিকারীও সমূহ ছ'াওয়াবের হক্'দার হইবেন (দ'ামীমাঃ, বিহিশতী গাওহার, পৃ. ১৪৫-৪৬)।

কবর যিয়ারতের সহিত জড়িত অবৈধ কার্যাদি ও দেশজ কুসংস্কারসমূহ : অধুনা বুযর্গগণের কবরস্থানে নির্দিষ্ট দিন-তারিখে ঈস'াল ছ'াওয়াবের নামে বহু লোক সমাগমের সহিত দেশপ্রথা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল মজলিসের কোন কোন স্থানে স্ত্রী-পুরুষের নাচ-গান পর্যন্ত হইয়া থাকে। কবর যিয়ারতের কালে মানবের মনে ধর্মভাব প্রবল হইয়া উঠিবে, ইহাই যিয়ারতের উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায় কবরস্থানে গমন করত শারী'আত বিরুদ্ধ নাচগানের ন্যায় পাপে লিপ্ত হওয়া অপকর্ম।

আসল কথা এই যে, শারী'আত সঙ্গত নিয়মে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি না করিয়া কবর যিয়ারত মুস্তাহ'াব, পুণ্যের কাজ। কোন দিন-তারিখ নির্দিষ্ট না করিয়া কবরস্থানে গমন করত যিয়ারত করা এবং সাধ্যানুযায়ী কু'রআান পাঠ ও অন্যান্য নাফ্ল 'ইবাাদাত করত উহার ছ'াওয়াব কবরবাসীর জন্য উৎসর্গ করাই নিয়ম। ইহাতে স্বয়ং যিয়ারতকারীকেও যে একদিন ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহা স্মরণ করিলে যিয়ারতকারী আধ্যাত্মিকভাবে উপকৃত হইবেন আশা করা যায়।

কেহ কেহ আবার কবরস্থিত ওয়ালী-দরবেশগণের প্রিয়পাত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যিয়ারত উপলক্ষে তাঁহাদের কবরে আহার্য দ্রব্যাদি মায় গবাদি পশু নিবেদন করিয়া থাকে এবং তাঁহাদিগকে নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণকারী বলিয়া মনে করিয়া থাকে। ইহা স্পষ্ট শির্ক এবং এইরূপ নিবেদিত খাদ্য আহার করাও জাাইয নহে ; যেমন আল্লাহ্ বলেন, "আর যাহাতে আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নাম উচ্চারিত হয়" (তাহাও হ'ারাম, ২ : ১৭৩)। কোন কোন লোক বিচিত্র রঙের চাদর ও ফুলের মালা ওয়ালী-দরবেশগণের কবরের উপর স্থাপন করে, ইহা বিদ'আত।

ঈস'াল ছ'াওয়াব, 'উরস, ফাতিহ'াঃখানী ইত্যাদির মাধ্যমে অধুনা জনসাধারণ মনে করিয়া থাকে যে, ওয়ালী-দরবেশগণ লোকের অভাব পূরণ করিতে এবং নানা সংকট দূরীকরণে সক্ষম। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া বহু লোক কার্যসিদ্ধি, ধন লাভ, সন্তান-সন্ততি লাভ, জীবিকা বৃদ্ধি, আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে কবরে ফাতিহ'াঃ ও নিয়ায প্রদান করিয়া থাকে। এই প্রকার বিশ্বাস পোষণ করা যে প্রকাশ্য শির্ক, ইহা কাহারও অবিদিত নহে এবং এই প্রকার অনৈসলামী ধারণার অপনোদনের জন্য পবিত্র কু'রআানে বহু আয়াত নাযিল হইয়াছে এবং এই বিষয়ে বহু হ'াদীছ'ও বর্ণিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : এই সম্পর্কে বহু পুস্তক এবং ফাতওয়ার কিতাব প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুনঃ (১) 'আল্লাামাঃ শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাাহ, হ'জ্জাতুল্লাহি'ল-বাালিগ'াঃ ; (২) মাওলাানা আশরাফ 'আলী থানাব'ী, ইস'লাহ'ু'র-রুসূম ; (৩) 'আল্লাামাঃ শামী, রাদ্দু'ল-মুহ'তার ; (৪) 'আল্লাামাঃ 'আলাাউ'দ্-দীন আবূ বাক্র ইব্ন মাস্'উদ, বাদাাই'উ'স'-স'ানাাই' ; (৫) ইব্নু'ল-হ'াজ্জ, আল-মাদখাল ইত্যাদি।

আবদুল খালেক

যু'ন্-নূন আল-মিস'রী (ذو النون ابو الفيض) আবু'ল-ফায়দ' বা আল-ফায়্যাদ' ছ'াওবাান ইব্ন ইব্রাাহীম একজন খনামধন্য সূ'ফী। তিনি এক নুবিয়াবাসীর পুত্র। মিসরের উচ্চাঞ্চলে ইখ্মীম নামক স্থানে ১৮০/৭৯৬ সনে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না, তবে তিনি অবশ্য কায়রোতে বসবাস করিতেন এবং বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। মু'তাযিলাঃদের বিরোধী মতবাদ কু'রআান শারীফ অ-সৃষ্ট (غير مخلوق) সমর্থন করার কারণে ধৃত হইয়া তিনি বাগদাদে নির্বাসিত হন। কারাবাসের নির্ধারিত কালান্তে মুক্তিলাভ করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর তিনি কায়রোর নিকটবর্তী জীযাঃ নামক স্থানে ২৪৫/৮৫৯ সনে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার সমাধি-প্রস্তর অদ্যাবধি বিদ্যমান এবং উহাই তাঁহার মৃত্যু তারিখ জ্ঞাপন করে (CIA No. 562 ; Massignon, Recueil, de textes, p. 15)। সূ'ফী জীবনীকারগণ তাঁহাকে সূ'ফী মতবাদের জনক হিসাবে শ্রদ্ধা করেন। তিনি মা'রিফাত তত্ত্বের প্রণালীবদ্ধ বিবরণ দান করেন এবং হ'াল ও মাক'ামের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন (তারতীবু'ল-আহ্ওয়াাল ওয়া'ল-মাক'াামাত)। তিনি জাাবির ইব্ন হ'ায়্যাানের মতবাদের অনুসারী বলিয়া ইব্নু'ল-কি'ফ্তী বর্ণনা করেন। ফিহ্রিস্ত (সম্পা. Flugel, p. 358) কিতাবে উল্লেখ আছে যে, আর-রুক্নু'ল-আক্বার এবং কিতাবুছ'-

হি'ক'াঃ তাঁহার রচিত গ্রন্থ। গ্রন্থদ্বয়ের একখানিও পাওয়া যায় নাই। তাই তিনি যে এইগুলি রচনা করিয়াছেন এই দাবী বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। অনুরূপভাবে তিনি সাংকেতিক চিত্র-লিপির অর্থভেদ করিতে পারিতেন এই দাবীও ভিত্তিহীন। ইহাও হয়ত অসম্ভব যে, তাঁহার রচিত বলিয়া যে সব ক্ষুদ্র-পুস্তিকা অদ্যাবধি বিদ্যমান, সেই সব বাস্তবিকই তাঁহার রচনা, পরবর্তী সংকলনকারিগণ তাঁহার বহু ভাষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। খলীফা মুতাওয়াক্কিল যখন তাঁহার ধর্মদ্রোহিতা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করেন, তখন তিনি ধার্মিকদের জীবনী সম্বন্ধে যে দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত বক্তৃতা য়ূসুফ ইব্‌ন হু'সায়ন (অর্থাৎ আর-রাযী)-এর বরাত দিয়া আল-খাত'ীব (তা'রীখ বাগ'দাদ, ৮ খ, পৃ. ৩৯৩-৪) বর্ণনা করিয়াছেন। জুনায়দ এবং আবু য়াযীদ আল-বিসত'ামী (Massignon উদাহরণগুলি দিয়াছেন, Essai Sur les origincs, p. 187-191) প্রমুখ সূ'ফী যেরূপ তীক্ষ্ণ রচনা-রীতি ও বাক্যালংকার প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহার উক্তিতেও তাদৃশ গুণাবলী দৃষ্ট হয়। রসাত্মক ক্ষুদ্র কবিতা রচনায় তাঁহার দক্ষতার দৃষ্টান্ত হইতেছেঃ "জীবদ্দশায় মৃতের মত থাক, যেন মরিয়া গেলে মৃতদের মধ্যে তুমি জীবন্ত থাকিতে পার" (ইব্‌ন 'আসাকির, তা'রীখ দিমাশক', ৫খ, ২৮৩)। প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে তাঁহার কবিতার বহু শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সাররাজ তাঁহার লিখিত চিঠি-পত্রের অংশগুলিও সংরক্ষণ করিয়াছেন। জনৈক রুগ্ন ব্যক্তি তাঁহার নিকট দু'আ' চাহিলে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নরূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছেঃ "প্রিয় ভ্রাতঃ! আপনি আল্লাহ্‌র নিকট আপনার জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, আল্লাহ যেন আপনার উপর বর্ষিত অনুগ্রহ বন্ধ করিয়া দেন। হে ভ্রাতঃ! আপনি জানিয়া রাখুন, যাহার অন্তঃকরণ সত্যসত্যই পবিত্র, তাহার রোগ-ব্যাধি আল্লাহ্‌র সহিত ঘনিষ্ঠতালাভের সোপানমাত্র। তাই আপনি আল্লাহ্‌র কাছে লজ্জিত থাকুন এবং অভিযোগ করা বন্ধ করুন" (কিতাবু'ল-লুমা', পৃ. ২৩৫)। পরবর্তী লেখকগণ রচিত তাঁহার বিস্তারিত জীবনী অদ্যাবধি বিদ্যমান। উহাদের মধ্যে সুয়ূত'ী কর্তৃক লিখিত আস-সিররু'ল-মাক্‌নূন ফী মানাকি'বি যি'ন-নূন অন্যতম। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই নিঃসন্দেহে উপাখ্যানমূলক। হুজব'ীরী কর্তৃক (অনু. Nicholson পৃ. ১০০) তাঁহার মৃত্যুর অপরূপ বিবরণ উহার পরিচায়ক। আমরা অধুনা তাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে সূ'ফীতত্ত্বে তাঁহার অবদানের সঠিক মূল্যায়ন অনেকটা দুরূহ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হুজ্‌ব'ীরী, কাশফু'ল-মাহ'জুব (Transl. Nicholson) p. 100-103; (২) জালালু'দ-দীন রূমী, মাছ'নাব'ী (Transl. C. E. Wilson, London 1910) ২ঃ ১২১—১২৮; (৩) জামী, নাফাহ'াতু'ল-উন্‌স; (৪) ফারীদু'দ-দীন 'আত্ত'ার, তায্‌'কিরাতু'ল-আওলিয়া'।

যুবায়র ইব্‌নু'ল-'আওওয়াম (الزبير بن العوام) (রা) ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদ ইবন 'আবদি'ল-'উয্‌যা ইব্‌ন কু'স'ায়্যি ইব্‌ন কিলাব আবু 'আবদিল্লাহ; তাঁহার পদবী আল-হ'াওয়ারী (অর্থাৎ সাহায্যকারী) শব্দটি ইথিওপীয়। তাঁহার মাতার নাম স'াফিয়্যাঃ বিন্‌ত 'আবদি'ল-মুত্ত'ালিব। সুতরাং তিনি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ফুফাত ভাই এবং খাদীজাঃ বিন্‌ত খুওয়ায়লিদ (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র।

প্রথম যাঁহারা ইস্‌লাম গ্রহণ করেন যুবায়র (রা) তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৬ বৎসর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। হ'াদীছে' উক্ত আছে যে, তিনি পঞ্চম মুসলিম এবং বাল্যকালেই হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে নবী বলিয়া স্বীকার করেন। যাঁহারা জান্নাতবাসী হইবেন বলিয়া হযরত মুহ'াম্মাদ (স') সুসংবাদ দিয়াছেন তিনি সেই দশজনের (দ্র. 'আশারাঃ মুবাশ্‌শারাঃ) একজন। তাঁহার পত্নিগণের অন্যতমা ছিলেন হযরত আবু বাক্‌র (রা)-এর কন্যা আস্‌মা' (রা)। তিনি তাঁহার গর্ভজাত সন্তান 'আব্‌দুল্লাহ্‌র প্রতি বীর মাতা-সুলভ মনোভাব প্রদর্শন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার আর একটি পুত্রের নাম 'উর্‌ওয়াঃ। যুবায়র (রা)-এর পুত্রদের মধ্যে তৃতীয় মুস্'আব; তিনি ইসলামের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। বিপদ-আপদে যুবায়র (রা) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং আবিসিনিয়ায় দুইটি হিজরতেই অংশ গ্রহণ করেন। মদীনায় হিজরত করিবার পর তিনি ইব্‌ন মাস্'উদ (রা)-এর সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। অন্যান্য সূত্র হইতে জানা যায় ত'াল্‌হ'াঃ (রা) অথবা কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা)-এর সহিত উক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর জীবনকালে তিনি বড় বড় জিহাদ ও অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন এবং সাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') স্বয়ং তাঁহাকে আল-হ'াওয়ারী পদবী প্রদান করেন, কারণ কু'রায়জ'াঃ গোত্রের (দ্র.) সহিত যুদ্ধকালে তিনি দক্ষতার সহিত তাঁহার কার্য সম্পন্ন করেন। হযরত (স') বলেনঃ "প্রত্যেক নবীর একজন সাহায্যকারী থাকেন এবং আমার সাহায্যকারী যুবায়র।" হযরত আবু বাক্‌র, হযরত 'উমার, হযরত 'উছ'মান এবং হযরত 'আলী (রা)-এর খিলাফাতকালে তাঁহার মনোভাব, কর্ম এবং তাঁহার ইন্তিকাল (শেষোক্তটি উষ্ট্রযুদ্ধে ৬০-৬৭ বৎসর বয়সে সংঘটিত হয়) সম্বন্ধে তৎকালীন বিষয়বস্তু সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধসমূহ দেখুন।

হ'াদীছে' উক্ত আছে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহাকে অত্যধিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (স') বাক্যালাপকালে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, "ফিদাকা আবী ওয়া উম্মী" অর্থাৎ তোমার জন্য আমার পিতা এবং মাতা উৎসর্গিত। রেশমী বস্ত্র পরিধান করিবার জন্য তিনি বিশেষ অনুমতি লাভ করেন। তাঁহার অন্তিম বাণীর জন্য দ্রষ্টব্য ইব্‌ন সা'দ, ৩/১, ৭৫ প., বুখারী, খুমুস, বাব ১৩।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন ইসহ'াক', সীরাত (ed. Wustenfeld), নির্ঘন্ট; (২) ওয়াকি'দী, অনু. Wellhausen, বার্লিন ১৮৮২ খৃ.; (৩) য়া'কূ'বী, নির্ঘন্ট; (৪) ত'াবারী, নির্ঘন্ট; (৫) ইব্‌ন সা'দ, ৩/১, ৭০-৮০; (৬) বালাযু'রী, নির্ঘন্ট; (৭) মাস'উদী, মুরূজ, সাধারণ নির্ঘন্ট; (৮) ইব্‌ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী, ইস'াবাঃ, সংখ্যা ২৪৭৭; (৯) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দু'ল-গ'াবাঃ, কায়রো ১২৮৬ হি., ২খ, ১৯৬ প.; (১০) হ'াদীছে'র উদ্ধৃতিগুলি সম্পর্কে A. J. Wensinck, Handbook. দ্র.; (১১) Sprenger, Das leben und die Lehre des Mohammad, i, Berlin 1861, p. 374 প., 422 প.; ১২) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, Leipzig 1930, p. 151, 173; (১৩) Caetani, Annali, indices in vols. 11/ii, vi; further vol. vii. 70; viii. 374 প., ix. 30—225 স্থা., 616-690; (১৪) A. Muller, Der Islam in Morgen und Abendland, Berlin 1885, p. 306 প.; (১৫) Weil, Geschichte der Chalifen, নির্ঘন্ট in vol. iii; (১৬) W. Muir, The Caliphate, ed Weir index;

List>

১৭) G. Levi della Vida, in RSO, vi. 440 খ., 448 প.;
১৮) ইক্‌মাল, মিশকাত-এর পরিশিষ্ট, পৃ. ৫৭৫।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

যু'ল-ক'ার্‌নায়ন (ذو القرنين) অর্থ দুই শিংধারী। কু'র-আনে সূরাঃ কাহ্‌ফে বলা হইয়াছে, "তাহারা তোমাকে (নবীকে) যু''ল-ক'ার্‌নায়ন সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। বল, আমি তোমাদিগকে তাহার কিছু বিবরণ শুনাইতেছি....।" বিবরণটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ আল্লাহ্ বলেন, "আমি তাহাকে (যু''ল-ক'ার্‌নায়নকে) পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করিয়াছিলাম এবং তাঁহার প্রয়োজনীয় সব-কিছু যোগাইয়াছিলাম। অতঃপর সে এক অভিযানে বাহির হইল। এই অভিযানে সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছিয়া (مغرب الشمس) সে কাল পানির জলাশয়ে সূর্যকে অস্ত যাইতে দেখিল। সেখানকার অধিবাসীদের সহিত সদ্ব্যবহার করা কিংবা তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করার কথা আমি তাহাকে বলিলাম। সে বলিল ঃ আমি অবশ্যই অত্যাচারিগণকে শাস্তি দিব ; অন্যপক্ষে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্মে নিয়োজিত হইয়াছে তাহাদিগের জন্য পুরস্কার রহিয়াছে। অতঃপর সে আর এক অভিযানে বাহির হইল। এই অভিযানে সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছিয়া দেখিল (مطلع الشمس) এমন এক সম্প্রদায়ের উপর সূর্যোদয় হইতেছে যাহাদিগকে সূর্যের তাপ হইতে রক্ষার জন্য আমি কোন আবরণের (ستر) ব্যবস্থা করি নাই (সম্ভবত উহারা যাযাবর ছিল)। অতঃপর সে আরো এক অভিযানে চলিল। দুই প্রাচীর (سدين ঃ সম্ভবত দুই পর্বত)-এর মধ্যবর্তী এক স্থানে এমন এক গোষ্ঠীর সহিত তাহার সাক্ষাত ঘটিল যাহাদের পক্ষে তাহার ভাষা ছিল দুর্বোধ্য। তাহারা যু''ল-ক'ার্‌নায়নকে অনুরোধ করিল, সে যেন য়া'জুজ ও মা'জুজ-এর আক্রমণ হইতে তাহাদের রক্ষার উপায়স্বরূপ একটি প্রাচীর নির্মাণ করিয়া দেয় এবং তজ্জন্য তাহারা খাজনা দিতে প্রস্তুত আছে। তাহাদের কায়িক পরিশ্রম মাত্র গ্রহণ করিয়া যু''ল-ক'ার্‌নায়ন নিজ ব্যয়ে লৌহ এবং গলানো তাম্রযোগে একটি এমন মজবুত প্রাচীর তুলিয়া দিল যে, য়া'জুজ-মা'জুজের পক্ষে তাহা ডিঙানো বা তাহাতে ফাটল ধরানো সম্ভব হইল না। অতঃপর সে বলিল, "আল্লাহ্‌র রাহ্'-মাতেই তাহার পক্ষে এই প্রাচীর নির্মাণ সম্ভব হইয়াছে ; তবে যে দিন আল্লাহ্‌র ওয়া'দাঃ (وعد) বাস্তবায়িত হইবে, আল্লাহ্ সেইদিন ইহাকে চুরমার করিবেন" (১৮ ঃ ৮৩-৯৮)। এইখানেই কু'রআনের বর্ণনা সমাপ্ত হইল।

বর্ণনায় পাওয়া যায়, যু''ল-ক'ারনায়ন ছিলেন নূহ' ('আ)-এর পুত্র সাম-এর বংশধর, ইব্‌রাহীম ('আ)-এর সমসাময়িক, হ'াজ্জের সফরে একবার ইব্‌রাহীম ('আ)-এর সহযাত্রী এবং খাদ্'র ('আ) ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী। এই মতের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। "যু''ল-ক'ারনায়ন উপনামের শাব্দিক অর্থ (দুই শিংধারী), ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যথা ঃ দিগ্বিজয়ী বীর, পৃথিবীর দুই শিং (قرنى الدنيا)-এর অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ক্ষমতাবান, একাধিক বা দুই কৃতিত্বের অধিকারী, যথা ঃ দুইটি রাজ্য জয় করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন, দুই যুলফ্ (زلف - দুই কানের সম্মুখভাগে লম্বমান কেশ-গুচ্ছ)-এর অধিকারী ইত্যাদি। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বহু ব্যক্তিকে যু''ল-ক'ারনায়ন আখ্যায় ভূষিত করা হইয়াছে। য়ামান-এর একাধিক প্রসিদ্ধ শাসনকর্তা, হ'ীরাঃ-র রাজা আল-মুন্‌যি'র প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই-ভাবে যু''ল-ক'ারনায়নরূপে নন্দিত হইয়াছেন। 'আরবের প্রসিদ্ধ কবি ইমরাউ'ল-ক'ায়স্, 'আওস ইব্‌ন হ'াজার প্রমুখ য়ামান-এর হি'ময়ার বংশীয় কতিপয় বাদশাহকে যু''ল-ক'ারনায়ন উপনামে আখ্যায়িত করিয়াছেন (ফাত্‌হ'ু'ল-বারী, ৬খ)। তা'রীখ ইব্‌ন কাছ'ীরে দেখা যায়, 'আরবগণ পারস্য সম্রাট কায়কো'বাদ এবং ফারীদূনকেও দিগ্বিজয়ী বলিয়া যু''ল-ক'ারনায়ন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

গ্রীসের রাজা ফিলিপ্‌সের পুত্র আলেকজাণ্ডারই কু'রআনোক্ত যু''ল-ক'ারনায়ন—এই মতটি বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। স্বয়ং ইমাম রাযী (দ্র. তাফ্‌সীর কাবীর, সূরাঃ কাহ্‌ফ) এই মতের জোরালো পোষকতা করেন। হ'াফিজ' 'ইমাদু'দ্-দীন ইব্‌ন কাছ'ীর (দ্র. আল-বিদায়াঃ ওয়া'ন-নিহায়াঃ, ২খ, ১০৫-১০৬) একটি তালিকায় যু''ল-ক'ারনায়ন নামে অভিহিত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করিয়া নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

"সা'ঈদ ইব্‌ন বাশীর এবং ক'াতাদাঃ-র সূত্রে ইসহ'াক' ইব্‌ন বিশ্‌র বর্ণনা করেন যে, যু''লক'ারনায়নের নাম ছিল সিকান্দার এবং তিনি সাম ইবন নূহ' ('আ)-এর বংশধর ছিলেন, অথচ Alexandria নগরীর পত্তনকারী ফিলিপস্-এর পুত্র মেসিডোনিয়ার অধিপতি আলেক-জাণ্ডারকেও কেহ কেহ যু''ল-ক'ারনায়নরূপে চিহ্নিত করিতেছেন... কিন্তু এই দুইজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় দুই হাজার বৎসর। .....অন্যপক্ষে যু''ল-ক'ারনায়ন ছিলেন মুসলিম, একজন ন্যায়-পরায়ণ সম্রাট ; অথচ আলেকজাণ্ডার ছিলেন যুদ্ধবাজ মুশ্‌রিক যাঁর শিক্ষক ছিলেন মুশরিক এরিস্টটল ; সুতরাং আলেকজাণ্ডারকে কু'রআনোক্ত যু''ল-ক'ারনায়ন বলা বাতুলতার শামিল।" বস্তুত যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে, কেবল যুদ্ধ জয় এবং সাম্রাজ্যের পরিধির বিবেচনায় 'আরব কবিগণ য়ামান-এর কতিপয় হি'ম্‌য়ার বংশীয় বাদশাহকেও যু''ল-ক'ারনায়নরূপে অভিহিত করিয়াছেন। উদাহরণ-যথাঃ আবূ কারূব তুব্বা' (تبع - য়ামানের বাদশাহদের এক-কালের উপাধি) তাঁহার পিতামহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ

قد كان ذو القرنين جدى مسلما
ملكا تدين له الملوك و تسجد

অর্থাৎ আমার পিতামহ ছিলেন যু''ল-ক'ার্‌নায়ন—একজন মুসলিম ; বহু রাজা তাঁহার অনুবর্তী এবং তাঁহার কাছে সিজ্‌দাবনত ছিলেন। ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ, ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-বার্‌র, ইব্‌ন হ'াজার 'আস্‌ক'ালানী, 'আল্লামাঃ 'আয়নী প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ আলেকজাণ্ডারকে যু''ল-ক'ার্‌-নায়নরূপে গণ্য করার ঘোর বিরোধী।

সাম্প্রতিককালে মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ (দ্র. তার-জুমানু'ল-কু'রআন এবং তৎকৃত কিতাব আস'হ'াবু'ল-কাহ্'ফ, যু''ল-ক'ারনায়ন অধ্যায়, বাংলা অনুবাদ—আখ'তার ফারূক) বলিয়াছেন, পারস্য সম্রাট Cyrus The Great-ই হইলেন প্রকৃত যু''ল-ক'ার্‌নায়ন। মাওলানা মুহ'াম্মাদ হি'ফ্‌জু''র-রাহ'মান (দ্র. ক'াস'াসু'ল-কু'রআন, ২খ, পৃ. ১১৬-২৩৭) উপরিউক্ত মতের সমর্থক। তিনি বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। যু''ল-ক'ার্‌নায়ন সম্পর্কে প্রশ্নকারী কে এবং প্রশ্নের অবয়ব কি—এ বিষয়ে তাঁহারা প্রথম মনোনিবেশ করেন। তাফসীরকারগণ একমত যে, নবী (স')-এর নুবুওয়াতের দাবীর সত্যতা যাচাই করিবার জন্য মদীনার য়াহূদী আহ্'বার ('আলিমগণ) দুইজন কু'রায়শ দূতকে তিনটি প্রশ্ন শিখাইয়া দিয়াছিলেন। প্রশ্নগুলি এই ঃ (১) সেই ব্যক্তির বিবরণ কি, যে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে ক্রমাগত বিজয় অভিযান চালাইয়াছিল ? (২) সেই যুবকদের (আস'-হ'াবু'ল-কাহ্‌ফ) কি পরিণাম হইয়াছিল যাহারা অত্যাচারী রাজার

ভয়ে পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ? (৩) রূহ'-এর স্বরূপ কি? (মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌হ'াক'—'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাসের সূত্রে)। এই প্রশ্নগুলির উত্তরে সূরাতু'ল-কাহ্‌ফ নাযিল হয় (তাফ্‌সীর ইব্‌ন কাছ'ীর, ৩য় খণ্ড)। মুহ'াদ্দিছ'ীন এই হ'াদীছ'টি স'াহ'ীহ' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। মুহ'াদ্দিছ' সুদ্দী (سدى)-র বর্ণনায় আরো কয়েকটি কথার যোগ দেখা যায়। তাঁহার রিওয়ায়াতে রহিয়াছে :

"য়াহূদীগণ (বা কু'রায়শ প্রশ্নকর্তাগণ) নবী (স')-কে বলিল, "আমাদিগকে সেই নবীর বৃত্তান্ত বলুন যাহার উল্লেখ আল্লাহ্ তাওরাতে একবার মাত্র করিয়াছেন।" হযরত (স') জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে?" তাহারা বলিল, "য়ু'ল-ক'ারনায়ন।" সুতরাং য়াহূদীরা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া য়ু'ল-ক'ারনায়ন আখ্যাটি ব্যবহার করিয়াছিল, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইবে বাইবেলের New Testamont-এ। উপরিউক্ত লেখকদ্বয়ের মতে বাইবেল সন্দেহাতীতভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, বাইবেলোক্ত সাইরাস (Cyrus) য়াহূদীদের প্রশ্নের সেই য়ু'ল-ক'ারনায়ন।

Cyrus ছিলেন য়াহূদীদের ত্রাণকর্তা। বাবেলীয় Nebuchadnezzar (بخت نصر)-এর নৃশংস আক্রমণে জেরুযালেম বিধ্বস্ত হয়, বায়তু'ল-মাক্'দিস ধূলিসাৎ হয় এবং বহু য়াহূদী মেষপালের মত বিতাড়িত হইয়া বহুকালের জন্য বাবেলের বন্দীখানায় আবদ্ধ হয়। প্রায় অলৌকিকভাবে আবির্ভূত, পারস্য সাম্রাজ্যের স্বপ্নযুগের পত্তনকারী, তৎকালীন Media এবং Babylon বিজয়ী Cyrus, যাঁহার সাম্রাজ্য একদিকে কৃষ্ণসাগর অথবা Aegean উপসাগর (مغرب الشمس), অপরদিকে Caspian Sea (مطلع الشمس) এবং মাকরান অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তিনি য়াহূদীগণকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং জেরুযালেম ও বায়তু'ল-মাক্'দিসের পুনঃনির্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন এবং এই কাজে য়াহূদীগণের সহায়তা করিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে; বরং তিনি নবী দানিয়াল (Daniel)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এক আল্লাহ্‌র স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। Book of Isaiah (44 : 28, 45 : 1-6)-তে Cyrus-কে রাখাল, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য (Purpose) পূর্ণকারী এবং Lord কর্তৃক apointed-রূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। আরো বলা হইয়াছে যে, Cyrus-এর মাধ্যমে men from the rising and setting sun এই কথা জানিতে পারিবে যে, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেহই অধীশ্বর নহেন। এই সংক্রান্ত বাবেলের পতন এবং জেরুযালেমের পুনরভ্যুত্থানের কথাও Book of Isaiah-তে উল্লিখিত রহিয়াছে। তাঁহার সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, Nebuchadnezzar-এর বন্দীদশা হইতে তাঁহার কৃপায় য়াহূদীদের অব্যাহতি এবং তিনি যে একজন দিগ্বিজয়ী বীর, ন্যায় পরায়ণ নরপতি ও দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ (statesman) ছিলেন—এই সকল কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায় গ্রীক ঐতিহাসিক Herodotus প্রমুখের লেখায়ও (দ্র. "Cyrus" in Encyclopaedia Britannica)। ইস্‌রাঈল বংশোদ্ভূত নহে এমন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বাইবেলে এত উচ্চ প্রশংসা অচিন্ত্যনীয়। সুতরাং Cyrus-এর প্রতি য়াহূদীদের আকর্ষণ ছিল স্বাভাবিক।

প্রশ্ন জাগে, য়াহূদীরা তাঁহাকে য়ু'ল-ক'ারনায়ন আখ্যা দিয়াছিল কি বিবেচনায়? য়ু'ল-ক'ারনায়ন-এর প্রচলিত অর্থে Cyrus এই আখ্যার যোগ্য পাত্র ত ছিলেনই, তাহা ছাড়া য়াহূদীরা একটি স্বতন্ত্র কারণে তাঁহাকে এই আখ্যায় ভূষিত করিতে পারে। বন্দীদশাগ্রস্ত য়াহূদীদের ভবিষ্যত মুক্তি ও পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে নবী দানিয়াল এক স্বপ্ন দেখেন এবং স্বয়ং জিব্‌রীল এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করেন।

দানিয়াল দেখিলেন, Ulai নদীর পাড়ে একটি দুই শিংধারী মেষ সকল জন্তুকে পরাভূত করিল; অল্পক্ষণ পর এক শিংধারী এক ছাগল মেষটিকে ঘায়েল করিল। জিব্‌রীল ('আ)-এর ব্যাখ্যা হইল, দুই শিংধারী মেষ Persia and Media-এর রাজাগণ এবং এক শিংবিশিষ্ট ছাগলটি গ্রীক সাম্রাজ্য (Daniel 8 : 1-22)। বস্তুত গ্রীকরাজ আলেকজাণ্ডার পরবর্তীতে পারস্য আক্রমণ করিয়া ইহাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। যদি য়াহূদীরা এই দুই শক্তিধরের মধ্যে কোন একজনকে য়ু'ল-ক'ারনায়ন আখ্যায় ভূষিত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে রাসূল (স')-কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে তবে সংগত কারণে Cyrus-ই হইবেন সেই ব্যক্তি।

মাওলানা আযাদ আরো লিখিয়াছেন, Pasargadae-এর ধ্বংসাবশেষ হইতে ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে সাইরাসের প্রস্তর নির্মিত একটি প্রতিমূর্তি উদ্ধার করা হইয়াছে যাহাতে তাঁহার মস্তকের উপর ভেড়ার শিং-এর মত দুইটি শিং দৃষ্ট হয়। আযাদ আরো বলেন, Herodotus প্রমুখ গ্রীক ইতিহাসবিদদের বর্ণনায় Cyrus-এর ক্রিয়াকলাপ কু'রআনোক্ত য়ু'ল-ক'ারনায়ন-এর বিবরণের সহিত যতখানি মিলে অন্য কাহারও সহিত তত মিলে না। Media-এর সহিত যুদ্ধে সাইরাসের হাতে গ্রীকগণ পরাভূত এবং তাহাদের gods শক্তিহীন প্রমাণিত হয়। সুতরাং পারস্য সম্রাট সাইরাসের প্রতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বিশেষ প্রসন্ন হইবার কথা নয়। কিন্তু Herodotus, Xenophon প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকের বর্ণনায় দেখা যায় Cyrus ছিলেন একজন অলৌকিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ, জনদরদী সম্রাট এবং দূরদর্শী Statesman। বাইবেলের বর্ণনায় Darius এবং Cyrus-এর রাজত্বকালে Daniel (দানিয়াল) নবী সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন এবং Darius তাহার সাম্রাজ্যময় God of Daniel-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আদেশমূলক ফরমান জারী করিয়াছিলেন (Daniel 6 : 28)। অন্যপক্ষে কু'রআান সাক্ষ্য দিতেছে যে, য়ু'ল-ক'ারনায়ন আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাস রাখিতেন, ন্যায়বান এবং নির্লোভ নরপতি ছিলেন।

তাওরাতের সমালোচকগণ সাইরাস সম্পর্কীয় তাওরাতের বিবরণকে প্রক্ষিপ্ত ঘটনার পরে সজ্জিত বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। সাইরাসের নামটি ঘটনার পরে সংযুক্ত হইয়াছে, এই কথাটি স্বীকার করিয়া লইলেও এই প্রক্ষিপ্ত সাইরাসকে লক্ষ্য করিয়াই য়াহূদীরা য়ু'ল-ক'ারনায়ন আখ্যাটি ব্যবহার করিয়াছিল—এই সম্ভাবনা তিরোহিত হয় না।

বস্তুত যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে, একাধিক পারস্য সম্রাটকে পারস্যবাসীরা এবং 'আরব কবিগণ য়ু'ল-ক'ারনায়ন আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন এবং সম্ভবত তাঁহাদের মুকুটে দুই শিং প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইত। অন্যপক্ষে Darius-ই Book of Daniel-এর বর্ণনামতে Daniel-এর Lord (আল্লাহ্)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশের হুকুম জারী করিয়াছিলেন তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার শিলালিপি হইতে তাঁহার সম্পর্কে এবং তাঁহার বংশ ও রাজত্বকাল সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। Darius সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকগণ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। সুতরাং য়াহূদীগণ কর্তৃক Darius সম্পর্কে য়ু'ল-ক'ারনায়ন আখ্যাটি ব্যবহার করার সম্ভাবনা একেবারে নাই বলা মুশকিল, তবে সাইরাস-

অধিকতর সম্ভাব্য—এই কথা বলার কারণ রহিয়াছে। কু'রআনে বর্ণিত يَاجُوجَ و مَاجُوجَ، سَدَّيْنِ، مَطْلِعَ الشَّمْسِ، مَغْرِبَ الشَّمْسِ ইত্যাদি সনাক্ত করিবার জন্য মাওলানা আযাদ এবং মাওলানা হি'ফ্‌জু''র-রাহ'মান-এর প্রাগুক্ত রচনা অধ্যয়ন করা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থাদিতে সূরাতু'ল-কাহ্‌ফের তাফসীর; (২) Encyclopaedia Britannica-তে Cyrus, Darius এবং Media শিরোনামের প্রবন্ধাদি; (৩) Jewish Encyclopaedia-তে উক্ত প্রবন্ধাদি; (৪) সুলায়মান নাদ্‌ব'ী, আরদু'ল-কু'রআান; (৫) 'আবদুল্লাহ য়ুসুফ আলী, The Holy Qur'an trans. & Commen.; (৬) ইব্‌ন হিশাম, সীরাঃ এবং প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি।

E. Mittwoch (S. E. I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

যু''ল-কিফ্‌ল (ذو الكفل) এক ব্যক্তির নাম। কু'রআান শারীফের সূরাঃ ২১ ঃ ৮৫ ও সূরাঃ ৩৮ ঃ ৪৮ আয়াতে নবীদের সম্পর্কে বলিতে গিয়া যু''ল-কিফ্‌ল-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সুস্পষ্ট পরিচিতি অনিশ্চিত। ভাষ্যকারগণ দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে তাঁহাকে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত, প্রধানত বাইবেলে উল্লিখিত যশুয়া, এলিজাহ (ইল্‌য়াস), যাকারিয়্যা অথবা এযেকীল-এর সহিত সনাক্ত করিয়াছেন। অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত উপস্থাপিত মতটি হইতেছে (ত'াবারী, তা'রীখ, ১খ, ৩৬৪; মুজীরু'দ্‌-দীন, আল্‌-উন্‌সু'ল-জালীল, পৃ. ৬৮) যে, যু''ল-কিফ্‌ল আয়্যুব ('আ)-এর পুত্র বিশ্‌রের উপাধি (কাহারও কাহারও মতে, যথা ঃ TA বাশীর)। তাঁহাকে আল্লাহ্ নবীরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন শামদেশের অবিশ্বাসী লোকদিগকে (অথবা রাজা কিন্'আনকে) ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য। সেখানে তিনি সারা জীবন অতিবাহিত করিয়া ৭৫ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। স'াহ'ীহ' হ'াদীছ'সমূহে তাঁহার নামোল্লেখ না থাকার কারণে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত উপাখ্যানাদির উপর হ'াদীছ'বেত্তাগণ কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। যদিও হ'াদীছে' তাঁহার উল্লেখ নাই, তথাপি কি'স'াসে'র মাধ্যমে তাঁহার নামের সার্থকতা নির্ধারণ করার চেষ্টা হইয়াছে। শব্দটির উৎপত্তি ও বিন্যাসে কিফ্‌ল এবং ক্রিয়ারূপ ك-ف-ل-এর বিভিন্ন অর্থ রহিয়াছে। কিফ্‌ল শব্দের অর্থ প্রতিশ্রুতি অথবা নিরাপত্তা। কথিত আছে, যু''ল-কিফ্‌ল প্রত্যাদেশ বহনকারী এলিশার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া (কাহারও কাহারও মতে তিনি ছিলেন এলিশার জ্ঞাতি ভ্রাতা, ইব্‌ন 'আম্ম,—বায়দ'াব'ী) ইসরাঈলীগণের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত পরিপূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন ঃ দিবাভাগে সিয়াম পালন, সারারাত্র 'ইবাদাতে অতিবাহিত করা এবং কখনও প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকার না করা। শায়ত'ানের প্ররোচনা সত্ত্বেও তিনি এই শর্তগুলি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বাশীরের উপাখ্যানে বর্ণিত আছে, তিনি পৌত্তলিক বাদশাহ কিন'আনকে এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, বাদশাহ সত্য ধর্মে দীক্ষিত হইলে অবশ্যই বেহেশ্‌ত্‌বাসী হইবেন। অপরাপর আখ্যানে কিফ্‌ল শব্দের অর্থ 'দ্বিগুণ'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। যু''ল-কিফ্‌ল আল্লাহ্‌র পুরস্কার দ্বিগুণভাবে লাভ করিয়াছেন কারণ তিনি দ্বিগুণ নেক কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম 'তাকাফ্‌ফালা' শব্দের সহিত সম্পর্কিত; শব্দটির অর্থ "কাহারও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া।" একটি আখ্যান অনুসারে এই নামের ব্যক্তিটি ৭০ (অথবা ১০০) জন ইস্‌রাঈলীকে (বা নবীকে) জনৈক নিষ্ঠুর রাজার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই আখ্যানে A. Geiger (Was hat Moh. aus dem Judent. aufgenommen? 2nd ed., Leipzig 1902, p. 192) ওবাদিয়াহ্ (প্রথম রাজাবলী, ১৮ ঃ ৪) গল্পের প্রতিধ্বনি সঙ্গতভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'কিফ্‌ল' এক প্রকার পোশাকের নামও বটে (দ্বিগুণ অর্থের সহিত সম্পর্কিত), এক প্রকার লম্বা জামা যাহা দ্বিগুণ মোটা; উক্ত নবী তদ্রূপ পোশাক পরিধান করিতেন। ইহাকে দ্বিতীয় রাজাবলী, ২ ঃ ৮-এর সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে, (Elijah wayyiglom) (Ein muhammedanischer Katechismus, by Mehmed Mes'ud, ed. by F. C. Andreas, Potsdam 1910)।

এই যু''ল-কিফ্‌ল ছাড়াও একই নামের অন্য একজন সিদ্ধ পুরুষের উল্লেখ করা হইয়াছে (ইবনু'ল-আছ'ীর, মুরাস্'স'া', C. F. Seybold কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ. ১৯০, ১. ৪ নীচের দিক হইতে); ছ'া'লাবী তাঁহার আখ্যান নবী যু''ল-কিফ্‌লের সহিত সম্পর্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। এই যু''ল-কিফ্‌ল প্রথমে পাপাচারের প্রতি কিছুটা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি এক ধার্মিকা রমণীর দরিদ্র্যাবস্থার সুযোগে তাহাকে পাপকার্যে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রমণী আপাতস্বীকৃতির মাধ্যমে তাঁহাকে নিবৃত্ত রাখেন, ফলে তিনি ধর্মপথে পরিচালিত হন। এইজন্য তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করেন।

উল্লিখিত আখ্যানসমূহ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুসলিমগণ যু''ল-কিফ্‌ল নবী ছিলেন, না কেবল আল্লাহ্‌র একজন নেক বান্দা ছিলেন ('আব্‌দ স'ালিহ্') সে সম্বন্ধে একমত নহেন। প্রথমোক্ত অভিমতের সমর্থকগণের যুক্তি হইতেছে যে, সূরাঃ ২১ (সূরাতু'ল-আম্বিয়া')-এ যু''ল-কিফ্‌ল নাম স্থান পাইয়াছে।

স্থানীয় মুসলিম কিংবদন্তীতে যু''ল-কিফ্‌লের সমাধি এবং মাযার ফিলিস্তীন হইতে বাল্‌খের বিভিন্ন স্থানে নিরূপণ করা হইয়াছে (তু. R. Basset, Nedromah et les Traras, Paris 1901 এবং Goldziher's notes in RHR, xlv. 1902, p. 219)। ইহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া দুইটি স্থানকে তাঁহার স্মৃতিবিজড়িত বলা হইয়াছে। ইহাদের একটি হইতেছে কাফ্‌ল হ'ারিসে অবস্থিত (কাফ্‌র্ হ'ারিস হইতে) নবী কাফিলের কু'ব্বাঃ। এই প্রসঙ্গে মুজীরু'দ-দীন-এর আল-উন্‌সু'ল-জালীল (পৃ. ৬৮) এবং তাজু'ল-'আরূস (viii. ৯৯, 15) দ্র.। Clermont Ganneau-এর বিবরণী অনুসারে (Archaeological Researches in Palestine, ii. ৩০৮) উহার অতীত স্মৃতি-বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া গিয়াছে। এই স্থানটি নাব্‌লুসের সন্নিকটে; এই নাব্‌লুস অঞ্চলে বহু নবীর সমাধি অবস্থিত (তু. ZDPV, ii, 15)। এই ক্ষেত্রে আয়্যুব ('আ)-এর পুত্র বিশ্‌রের সহিত যু''ল-কিফ্‌ল্‌কে অভিন্ন বলা হইয়াছে। সামারিটাগণ তাঁহাকে নূনের পুত্র যশুয়ার সঙ্গী 'কালেব' বলিয়া অভিহিত করেন। বর্তমান যুগ পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে কাফিলে অবস্থিত যু''ল-কিফ্‌লের সমাধি; কাফিলের পূর্ব নাম ছিল বের (বীর) মাল্লাহ'াঃ, মেসোপটেমিয়ার হি'ল্লার দক্ষিণে হিন্‌দিয়্যাঃ খালের বাম তীরে অবস্থিত। এই অঞ্চলগুলিতে বহু সাধু-পুরুষের সমাধিস্থল অবস্থিত এবং য়াহূদীগণ ঐ সমাধিগুলির প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করে (য়াকূ'ত, ২খ, ৫৯৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) কাহিনী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত কু'রআানের আয়াতগুলির তাফ্‌সীর, বিভিন্ন তাফ্‌সীর গ্রন্থে বিশেষ করিয়া ঃ (১)

ত'াবারী, তাফ্সীর, ১৭, ৫২—৫৪ ; (২) যামাখশারী, কাশ্শাফ (কায়রো ১৩০৭ হি.), ২খ, ৫৩ ; (৩) ফাখরু'দ-দীন রাযী, মাফাতীহু'ল-গা'য়ব (বুলাক' ১২৮৯ হি.), ৬খ, ১৮৫ ; (৪) ত'াবারী, ১খ, ৩৬৪ ; (৫) ছ'া'লাবী, 'আরাই'স (কায়রো ১৩১২ হি.), পৃ. ১৫৪—১৫৫ ; (৬) ইব্ন ইয়াস, বাদাই'উ'য্-যুহূর ফী ওয়াক'াই'দু'দ-দুহূর (কায়রো ১২৯৫ হি.), পৃ. ৯৬ ; (৭) তাজু'ল-'আরূস, ৮খ, ৯৯, দ্র. ذوالكفل ; (৮) মুত'াহ্হার ইব্ন ত'াহির আল্-মুক'াদ্দাসী, তাঁহার অধুনালুপ্ত গ্রন্থ কিতাবু'ল-মা'আানীতে যু'ল-কিফ্ল সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন (Livre de la creation et de l'histoire, ed. Cl. Huart, iii. 100, 1. 3 from the foot); (খ) কবর : (৯) Niebuhr Reisebeschreibung nach Arabien etc. (Copenhagen 1778), ii. 264-266 ; (১০) Layard, Niniveh and Babylon (London 1853), p. 500-501 ; (১১) Jules Oppert, Expedition scientifique en Mesopotamie, i. (Paris 1863), 243-246 ; (১২) P. Anastase, in Mashrik, ii. 61-66 ; (১৩) L. Massignon, Mission en Mesopotamie (Cairo 1910, in MIFAO, xxviii), p. 53 ; (১৪) A. Noldeke, Erlebnisse eines turkischen Desorteurs, in Beitrage zur kenntnis d. Orients, ed. by H. Grothe, vii. 53-54 ।

I. Goldziher (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

যুহ্দ (زهد) মুসলিম মরমিয়া তত্ত্বের একটি পারিভাষিক শব্দ। যাহিদের গুণ (বহু বচনে যাহিদূন, যুহ্হাদ ; সূরা ১২ : ২০ আয়াতে যাহিদীন অনিচ্ছুক এই অর্থ হইতে বহু দূরবর্তী মনে হয়) বিরত থাকা ; প্রথমত পাপ হইতে, আধিক্য হইতে, যাহা কিছু আল্লাহ্ হইতে দূরবর্তী করে তাহা হইতে (এই চরম অর্থ হ'াম্বালীগণ স্বীকার করেন), হৃদয় বিচ্ছিন্ন করত সকল নশ্বর বস্তু হইতে বিরত থাকা (এইখানে আমরা সূ'ফীবাদে প্রবেশ করি), সম্পূর্ণ সংসার-বিরাগ, সৃষ্ট সব কিছু বর্জন। সুতরাং যুহ্দ শব্দটি (প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার সমার্থক শব্দ) নিসুক শব্দের স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং উহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহা শুধু ক'ানা'আঃ (ইচ্ছার সংযম ও দমন) নহে ; বরং ওয়ারা' হইতেও অধিক অর্থব্যঞ্জক। ওয়ারা' শব্দের অর্থ বিধান-বিগর্হিত সন্দেহযুক্ত যে কোন কিছুর ব্যবহার হইতে সযত্নে বিরত থাকা। গুণাবলীর স্তর বিন্যাসক্রম পর্যালোচনায় মিস্'রী বলেন, 'ওয়ারা'র পর্যায়' মানুষকে যুহ্দে উপনীত করে। গ'াযালী (র) যুহ্দকে ফাক্'রের পরে এবং তাওয়াক্কুলের পূর্বে স্থান দান করিয়াছেন। দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের যুহ্দের উপলব্ধি হ'াসান বাস'রীর কাল হইতে দারানীর কাল পর্যন্ত গভীরতা লাভ করত একটা নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে ; বর্জন বলিতে শুধু পোশাক-পরিচ্ছদ, আবাসস্থান এবং সুখকর খাদ্য নয় ; বরং রমণী পর্যন্ত বর্জন উহার অন্তর্গত (দারানী)। তৎপর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিশ্লেষণ করেন মুহ'াসিবী, (মালামাতিয়্যাঃ সহ) ; অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত সংসার বিরাগ, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বর্জন ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হয়। ফলে উহা তাওয়াক্কুলের ধারণা পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়।

যুহ্দের মনোরম উদাহরণ বিখ্যাত সূ'ফীদের জীবনীতে পাওয়া যায়। ইবনু'ল-জাওযী উহা বিদ্রূপাত্মক ও বিরূপ মনোভাব লইয়া উপস্থাপিত করেন এবং শাফি'জী ইব্ন 'আব্বাদ রুন্দীকৃত পুস্তক সংসার-বিরাগীদের বিবেকানুবর্তিতা সম্বন্ধীয় ঘটনাদির সংকলনে পরিপূর্ণ। খৃস্টধর্ম, মানীবাদ অথবা হিন্দুধর্মের বৈরাগ্য-অনুষ্ঠানগুলি মুসলিমগণ অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া যে দাবী করা হয় সে সম্পর্কে দ্র. L. Massignon, Essai sur les Origines du lexique technique, Paris 1922, p. 45-80।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মাক্কী, কূ'তু'ল-কু'লূব, ১খ, ২৪২-২৭১ ; (২) খারগূশী, তাহ্য'ীব, পাণ্ডুলিপি বার্লিন, নং ২৮১৯, পত্র ৫৩ খ ; (৩) কু'শায়রী, রিসালাঃ, পৃ. ৬৭ (and Hartmann, Darstellung দ্র.) ; (৪) হুজ্ব'ীরী, কাশফু'ল-মাহ'জূব (Transl. Nicholson, index দ্র.) ; (৫) গ'াযালী, ইহ'য়া', সং. ১৩২২ হি., ৪খ, ১৫৪—১৭১ (resume by Asin Palacios, in MFOB, vol. vii [1914], p. 82-84) ; (৬) E. F. Tscheuschner, Monchsideale des Islam nach Ghazali's Abhandlung uber Armut und Weltentsagung, Gutersloh 1933 ; (৭) ইবনু'ল-জাওযী, তাল্বীস ইব্লীস, সং. ১৩৪০ হি., পৃ. ৩১২—৩১৫ (Darani), p. 374-388 ; (৮) ইব্নু'ল-'আরাবী, আল-ফুতূহ'াতু'ল-মাক্কিয়্যাঃ[১], ৩খ, ১৯৭ ; (৯) ইব্ন 'আব্বাদ রুন্দী, রাসা'ইল, লিথো, ফাস (analysed by Asin Palacios, in Etudes Carmelitaines, April 1932, p. 113-167 and in al-Andalus, Madrid, i., 1933, p. 7-79) ; বিশেষ করিয়া পৃ. ১২২ দ্র. ; (১০) L. Massignon, Recueil de textes inedits, p. 146-148 and p. 17 (for মিস'রী) ; (১১) Tor Andrae, Zuhd und Monchtum, MO, 1931.

L. Massignon (S. E. I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

য়

য়া'কূ'ব (يعقوب) ('আ) একজন প্রসিদ্ধ নবী। হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত ইস্হ'াক' ('আ)-এর পুত্র। কু'রআান মাজীদে ২ : ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০ ; ৩ : ৮৪, ৪ : ১৬৩ ; ৬ : ৮৪ ; ১১ : ৭১ ; ১২ : ৬ ; ১৯ : ৪৯ ; ২১ : ৭২ ; ২৯ : ২৭ আয়াতসমূহে তাঁহার উল্লেখ আছে। তিনি তাঁহার অপর ভ্রাতা 'ঈসূ-এর সহিত যমজ ছিলেন বলিয়া কথিত হয় (ত'াবারী, মিসর, ১খ, ১৬৯)। হযরত য়া'কূ'ব ('আ)-এর অপর নাম ছিল ইস্রাঈল। এইজন্য তাঁহার বংশধরগণকে বানূ ইস্রাঈল বলা হয়। মাতৃগর্ভে য়া'কূ'ব ও 'ঈসূ-

এর লড়াই, প্রতারণাপূর্বক জ্যেষ্ঠ 'ঈসূ হইতে জ্যেষ্ঠের অধিকার হরণ প্রভৃতি সব ইস্রাঈলী গ্রন্থ ও বাইবেল হইতে গৃহীত (দ্র. আদি পুস্তক ২৫ : ২২, ২৯—৩৪ ; ২৭ : ১—২৯)। ইসলামের সহিত এইগুলির কোনই সম্পর্ক নাই।

যৌবনে তিনি 'হারান্' অঞ্চলে মাতুলালয়ে গমন করেন এবং মাতুল কন্যাকে বিবাহ করেন। পরবর্তীকালে তিনি আরও তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের গর্ভে তাঁহার বার পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহার একাদশ ও দ্বাদশ পুত্র, নাম য়ূসুফ ও বিন্য়ামীন, একই মায়ের সন্তান। হযরত য়া'কূ'ব ('আ) হযরত য়ূসুফ ('আ)-কে সর্বাধিক স্নেহ করিতেন বলিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিত। অবশেষে তাহারা তাঁহাকে পিতার নিকট হইতে অপসারিত করার ষড়যন্ত্র করে। একদিন তাহারা তাঁহাকে মেষ চরাইতে তাহাদের সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করে। হযরত য়া'কূ'ব ('আ) পুত্রগণের পীড়াপীড়ি এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে দেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে কূপে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া তাঁহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া মিথ্যা সংবাদ দেয়। ইহাতে য়া'কূ'ব ('আ) অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হন। শেষ বয়সে তিনি পুত্র-শোকে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু য়ূসুফ ('আ)-এর জামা তাঁহার চক্ষুতে স্পর্শ করাইলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পান। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অতিক্রম করার পর য়ূসুফ ('আ) মিসরের খাদ্যমন্ত্রী হইয়া পিতা হযরত য়া'কূ'ব ('আ), মাতা ও ভ্রাতাদিগকে মিসরে আনাইয়া লইয়াছিলেন।

হযরত য়া'কূ'ব ('আ)-এর এই ১২ পুত্র হইতে [মতান্তরে হযরত য়া'কূ'ব ('আ)-এর দশ পুত্র ও হযরত য়ূসুফ ('আ)-এর দুই পুত্র হইতে] বানূ ইস্রাঈলের ১২টি শাখার উৎপত্তি।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআন—প্রবন্ধে উল্লিখিত আয়াতসমূহ ; (২) বুখারী, সূরাঃ য়ূসুফের ব্যাখ্যা ; (৩) ত'াবারী, ১খ, ১৬৯ ; (৪) আছ'-ছ'া'লাবী, কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া' ; (৫) কিসাঈ, কি'স'া-সু''ল-আম্বিয়া'।

আ. কা. মু. আদমুদ্দীন

য়া'জূজ ওয়া মা'জূজ (ياجوج و ماجوج) ইংরেজী বাইবেলে গগ ও ম্যাগগ (তু. Gen. X. 2 ; Ez xxxviii, xxxix), দুইটি জাতি, বাইবেলে এবং মুসলিমদের কিয়ামত-বিবরণে উল্লিখিত। Gen. X.-এ ম্যাগগ য়াফিছে'র সন্তান বলিয়া বিবেচিত ; 'আরবী মূল গ্রন্থসমূহেও উক্ত ধারণা পাওয়া যায় [উদাহরণ বায়দ'াব'ীর ভাষ্য সূরাঃ ১৮ : ৯৪ (৯৩), যেখানে বিভিন্ন হ'াদীছ' উল্লিখিত] ; এখানে এইটুকু বলা যায়, বাইবেলে এবং 'আরবী মূল গ্রন্থে এই দুই জাতিকে প্রাচীন পৃথিবীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী বলা হইয়াছে, সেইখানে নির্জন বাস হইতে তাহারা শেষ দিনগুলিতে বাহির হইয়া আসিবে এবং ধ্বংস করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইবে, অবশেষে ইস্রাঈল ভূমিতে তাহারা লয়প্রাপ্ত হইবে (তু. H. Gressmann, পূ. দ্র.)।

ধারণা করা হয় যে, তাহারা নরমাংস-ভোজী এবং আরমেনিয়া ও আযারবায়জানের পর্বতশ্রেণীর পশ্চাতে বাস করে (ত'াবারী, তাফ্সীর, ১৬ : ১২)। 'আরবী মূল গ্রন্থসমূহের আখ্যান প্রধানত সূরাঃ ২১ : ৯৬ আয়াত সম্পর্কিত "যতদিন না য়া'জূজ ও মা'জূজকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে (শেষের দিনগুলিতে) এবং প্রতি উচ্চভূমি হইতে তাহারা দ্রুত ছুটিয়া আসিবে" প্রভৃতি। যু''ল-ক'ারনায়ন য়া'জূজ ও মা'জূজের জন্য যে প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন, ঐ সম্পর্কে সূরাঃ ১৮ : ৩৯ এবং পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত আছে, 'চলিতে চলিতে সে (যু''ল-ক'ারনায়ন) যখন দুই পর্বতের মধ্যবর্তীস্থলে পৌঁছিল তখন তথায় এক সম্প্রদায়কে পাইল যাহারা তাহার কথা একেবারেই বুঝিতে পারিতেছিল না। উহারা বলিল, "হে যু''ল-ক'ারনায়ন! য়া'জূজ ও মা'জূজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে ; আমরা কি তোমাকে কর দিব এই শর্তে যে, তুমি আমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবে?" সে বলিল, "আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাই উৎকৃষ্ট ; সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদিগের ও উহাদিগের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়িয়া দিব।"

য়া'জূজ ও মা'জূজ সম্পর্কে বহু কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে এবং এইসব হ'াদীছ' এবং তাফ্সীরেও স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে একটি কাহিনী নিম্নরূপ : যু''ল-ক'ারনায়ন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরের পশ্চাতে য়া'জূজ ও মা'জূজ কিয়ামতের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত আবদ্ধ থাকিবে। মুক্তির জন্য তাহারা প্রতিরাত্রে প্রাচীরের তলদেশ খনন করে (পাঠান্তরে, প্রাচীরগায় অনবরত লেহন করিয়া কাগজের মত পাতলা করিয়া ফেলে), কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বেই আল্লাহ্র হুকুমে খনিত অংশ পূর্ণ হইয়া যায় কিংবা লীন (লেহনে ক্ষয়িত) প্রাচীর পূর্বের মত পুরু হইয়া উঠে (ত'াবারী, তাফ্সীর, ১৭ : ৬৪)। অন্য এক কাহিনী অনুযায়ী য়া'জূজ ও মা'জূজ তিন শ্রেণীর : এক শ্রেণী উচ্চতায় দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় ; দ্বিতীয় শ্রেণী যেমন বিরাট বপু তেমনই দীর্ঘকায় ; তৃতীয় শ্রেণীর কর্ণ এত বিশাল যে, তদ্দ্বারা তাহারা নিজেদের শরীর আচ্ছাদিত করিতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআন ১৮ : ৯৪ ও ২১ : ৯৬ আয়াতগুলির তাফ্সীর ; (২) হ'াদীছে'র বিবরণের জন্য তু. Wensinck, Handbook ; (৩) ত'াবারী, ১খ, ৬৮—৬৯, ২১১, ২১৮, ২২৩, ৬২৭ ; (৪) মাস'উদী, মুরূজ, ১খ, ২৬৭, ৩৩৭ ; ২খ, ৩০৮ ; ৩খ, ৬৬ ; (৫) য়া'কূ'বী, ১খ, ১৩, ৯৩ ; (৬) ইব্ন খুররাদায্'বিহ, BGA. vi. 162—169 ; (৭) ইব্ন রুস্তাহ, BGA, vii. 83, 98, 148 প. ; (৮) মাস্'উদী, BGA, viii, 24, 26, 32 ; (৯) ইদরীস, transl. Jaubret, ii. 344, 349, 380, 431 ; (১০) য়াকূ'ত, মু'জাম, ed. Wustenfeld, i. 515 ; ii. 440 ; iii. 53, 131 ; iv. 591 ; (১১) আছ'-ছ'া'লাবী, কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া', Cairo 1290, পৃ. ৩২০ প. ; (১২) J. Friedlander, Die Chadhirlegende und der Alexanderroman, Leipzig-Berlin 1913, indices ; (১৩) de Goeje, De muur van Gog en Magog, in Versl. Med. Ak. Amst., 3rd Series, Vol. 5, p. 87 প. ; (১৪) Noldeke, Beitrage zur Geschichte des Alexanderromans, in Denkschriften d. Kais. Ak. d. Wissenssch., Vienna, Vol. xxxvii, No. 5 ; (১৫) H. Gressmann, Der Ursprung der israelitisch-judischen Eschatologie, Gottingen 1905, p. 180 প. ; (১৬) C. Hunnius, Das Syrische Alexanderlied (Dissertation), Gottingen 1904 ; (১৭) do., Das syrische Alexanderlied, in ZDMG, lx. 159 প. ; (১৮) E. A. Wallis Budge, The History of Alexander The Great, Cambridge 1889 ; (১৯) Fr. Lenormant, Gog et Magog, in Revue des Sciences et des lettres, Louvain 1882, p. 9 প.।

A. J. Wensinck (S. E. I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

List>

য়াতীম (يتيم) অনাথ, পিতৃহীন না-বালিগ' শিশু। প্রাচীন-কালে 'আরব দেশে তাহাদের সংখ্যা ছিল অগণিত। নবী কারীম (স')-এর সমাজ-সংস্কার পরিকল্পনায় অনাথদের সামাজিক উন্নতি বিধান এক বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছিল। তাহাদের স্বপক্ষে অগ্রগামী হইয়া তিনি যেরূপ নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত সংস্কার সাধনে ব্রতী হন তাহা তদানীন্তন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আত্মীয়-স্বজন অনাথদের দায়িত্বভার বহন করিতে অস্বীকার করিলে, সম্প্রদায়ের সরদারের উপর ঐ দায়িত্ব পড়িত; নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে নবী কারীম (স')-কেও এই গুরুভার বহন করিতে হইয়াছিল। সূরাঃ ৯৩ ঃ ৬, ৯ আয়াত-এ (মক্কায় অবতীর্ণ যুগের প্রথমাংশে) নবী কারীম (স')-কে আল্লাহ্ স্মরণ করাইয়া দেন যে, তিনি নিজে যখন য়াতীম ছিলেন, আল্লাহ্ স্বয়ং তখন তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন এবং তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, তিনি যেন য়াতীমের উপর কঠোর না হন। কু'রআান শারীফের যে সকল বিশেষ বিশেষ অংশ য়াতীমের প্রতি সহৃদয় ব্যবহার কর্তব্য-কর্ম বলিয়া নির্দেশিত এবং তাহাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন নিষিদ্ধ, সেই সকল অংশ দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমে ক্রমে নাযিল হইয়াছিল ঃ সূরাঃ ১০৭ ঃ ২; ৯০ ঃ ১৫; ৮৯ ঃ ১৭ (মক্কায় প্রথম কালাংশের); ১৭ ঃ ৩৪; ৭৬ ঃ ৮; ১৮ ঃ ৮২ (মক্কায় দ্বিতীয় কালাংশের); ৬ ঃ ১৫২ (মক্কায় তৃতীয় কালাংশের); ২ ঃ ৮৩, ১৭৭, ২১৫, ২২০ (হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের) ৪ ঃ ৮—১০, ৩৬ (৩-৫ হিজরীর)। ১। সূরাঃ ৮ ঃ ৪১ এবং ৫৯ ঃ ৭ আয়াতে (যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের) ফায়' (দ্র.) অথবা গ'নীমাঃ (দ্র.)-র এক-পঞ্চমাংশে য়াতীমদের প্রাপ্য বরাদ্দ করা হয়। য়াতীমের সম্পত্তির অবৈধ আত্মসাৎ বিশেষভাবে নিন্দিত হয় এবং সূরাঃ ৪ ঃ ১০ আয়াতে দোযখের শাস্তির ভীতি পর্যন্ত প্রদর্শন করা হয়। সূরাঃ ৪ ঃ ২-৬, ১২৭ আয়াতে (৩—৫ হিজরীর) আমরা য়াতীম সম্পর্কে পূর্ণতর বিবরণী পাই। সেখানে বিশেষভাবে এই সকল অন্যায় অপরাধ হইতে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ দান করা হইয়াছে। ২। সূরাঃ ৪ ঃ ২-৬-এ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছেঃ য়াতীমদিগকে তাহাদের সম্পত্তি প্রদান কর এবং ভালোর সহিত মন্দের বিনিময় করিও না এবং তোমাদের ধন-সম্পত্তির সহিত সংযোগ করিয়া তাহাদের ধন-সম্পত্তি ভোগ করিও না; নিশ্চয় ইহা গুরুতর অপরাধ। ৩। তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তোমরা য়াতীমদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না, তবে নারীদের মধ্য হইতে তোমাদের পসন্দমত দুইজন বা তিনজন বা চারিজনকে বিবাহ কর; আর যদি তোমাদের মনে আশঙ্কা জাগে যে, তোমরা সমভাবে ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে (মাত্র) একজন অথবা (ক্রীতদাসীকে) যে তোমাদের অধিকারে রহি-য়াছে; ইহা অপক্ষপাতিত্বের অতি নিকটবর্তী। বিবাহযোগ্য হওয়া পর্যন্ত য়াতীমদিগকে যাচাই কর। যদি দেখ যে, তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধির সঠিক উন্মেষ ঘটিয়াছে তাহা হইলে তাহাদের সম্পদ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও; তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্বেই অমিতব্যয়ে এবং তাড়াহুড়া করিয়া তাহাদের সম্পত্তি গ্রাস করিও না। যে অভাবমুক্ত সে যেন যাহা অবৈধ তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাহাদিগকে তাহাদের সম্পদ সমর্পণ করিবে তখন সাক্ষী রাখিও। হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট। কোন কোন তাফসীরকার মনে করেন যে, ১২৭ আয়াত ৩য় আয়াতের দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে ঃ "তাহারা নারিগণ সম্পর্কে তোমার কাছে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছে; বল আল্লাহ্ তোমাদিগকে তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করিতেছেন, আর অনাথিনী সম্পর্কে তোমাদের প্রতি কু'রআান হইতে পাঠ করা হইয়াছে; তাহাদিগকে তোমরা তাহাদের নির্ধারিত প্রাপ্য দাও না অথচ তাহাদিগকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর। অসহায় শিশুদের এবং য়াতীম-দের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর এবং যে কোন সৎ কাজ তোমরা কর আল্লাহ্ তদ্বিষয় অবহিত।" এই উক্তি হইতে কোন কোন তাফসীরকার মনে করেন যে, তৃতীয় আয়াতটি অনাথিনী বালিকাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং উহাতে তাহাদের অভিভাবকদের সহিত বিবাহ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত 'আাইশাঃ (রা) হইতে বর্ণিত একটি হ'াদীছে' আয়াত দুইটির তাৎ-পর্য এতদার্থে বর্ণনা করা হইয়াছে। অপর একটি হ'াদীছে' (আহ্'-মাদ ইব্ন হ'াম্বাল) অভিভাবককে নিষেধ করা হইয়াছে, সে যেন তাহার অভিভাবকত্বে রক্ষিতা অনাথিনী বালিকাকে বিবাহ করিতে বল প্রয়োগ না করে। অন্যান্য হ'াদীছে' কু'রআানের বিধানসমূহের পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে। অনাথদিগকে আশ্রয় প্রদানের ব্যাপারে একটি হ'াদীছে'র উল্লেখ করা যায়। এই হ'াদীছে' হযরত মুহ'াম্মাদ (স') বিশেষ কারণে আবূ য'ার (রা)-কে অভিভাবকত্ব গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত করেন। হ'াদীছ'টিতে এতদসম্পর্কিত মতবাদের দুইটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত প্রশ্ন উঠে ঠিক কোন্ সময় য়াতীমত্বের অবসান ঘটে (এই বিষয়ে মুসলিম বিধান অনুযায়ী সাবালক হইলে আর য়াতীম থাকে না এই ধারণার উদ্ভব হইয়াছে); বিভিন্ন উত্তরে কোনটিতে বয়স, কোনটিতে বিচার-বিবেচনার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে; এই উত্তরগুলি ইব্ন 'আব্বাস (রা) ও 'আলী (রা)-র মুখ নিঃসৃত। পরবর্তী মায্'হাবগুলির মধ্যে মালিকী ও শাফি'ঈ মায্'হাব অনুসারে য়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও তাহার নিকট স্বীয় ক্রিয়া-কর্মাদি নির্বাহ করিবার দায়িত্ব প্রত্যর্পণ অভিভাবকের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু হ'ানাফী মায্'হাব অনুসারে এই শর্ত পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পর অপ্রযোজ্য। য়াতীমদের অর্থ-সম্পদের জন্য (সাধা-রণভাবে সকল অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্য) যাকাত আদায় করিতে হইবে কিনা এতদসম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আছে। হ'ানাফীগণ যাকাত দিতে হইবে না এই মত পোষণ করেন কিন্তু অন্যান্য মায্'হাব অনুসারে যাকাত দিতে হইবে। এই ব্যাপারে একটি প্রত্যক্ষ উক্তি আছে যে, হযরত 'আাইশাঃ (রা) একজন য়াতীমের সম্পত্তির যাকাত দিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত নবী (স') কিংবা হযরত 'উমার (রা) দাবী করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে যে, অভিভাবক তদীয় আশ্রিতের অর্থ দ্বারা ব্যবসায় পরিচালনা করিবেন যাহাতে যাকাত দিতে দিতে সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া না যায়। য়াতীম সম্পর্কে ফিক্'হ শাস্ত্রের বিধানের জন্য ওয়াসি'য়্যাত এবং বি'লায়াত প্রবন্ধদ্বয় দ্র.। উল্লেখ্য যে, য়াতীমের অভিভাবক যদি দরিদ্র হয় তাহা হইলে সে ন্যায্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারে।

ফিক্'হ অনুসারে য়াতীম তাহার পিতামহের সম্পত্তির উত্তরাধি-কারী হইতে পারে না যদি পিতামহের অন্য পুত্র বিদ্যমান থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে কু'রআানের নিম্নোক্ত ওয়াসি'য়্যাতের আয়াত প্রণি-ধানযোগ্য ঃ "তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যুকাল যখন ঘনাইয়া আসে আর যদি তাহার ত্যাজ্য বিষয়-সম্পদ থাকে তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাহার পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়ের জন্য ওয়াসি'য়্যাত করার বিধান দেওয়া হইল। ধর্মনিষ্ঠদের জন্য ইহা কর্তব্য" (২ ঃ ১৮০)। হ'াদীছ' অনুযায়ী সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওয়াসি'য়্যাত করা

যায়। উক্ত আয়াত অনুযায়ী সেই এক-তৃতীয়াংশ হইতে নিকট আত্মীয়ের যাহারা স্বত্বাংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে (যথা : পিতৃহীন পৌত্র), তাহাদের জন্য ওয়াসি'য়্যাত করার অবকাশ রহিয়াছে। ভিন্ন মতে অবশ্য এই আয়াতটি উত্তরাধিকার-আয়াতগুলি দ্বারা রহিত হইয়া গিয়াছে। এই আয়াত ছাড়াও কু'রআনের ৪ : ৮ আয়াতটিও এই ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক গণ্য করা যায়, "সম্পত্তি বণ্টনকালে আত্মীয়-স্বজন, য়াতীম এবং নিঃস্ব ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহা হইতে তাহাদিগকে কিছু দাও এবং তাহাদের সঙ্গে সদালাপ কর।"

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Wensinck, Handbook, দ্র. Orphans.

J. Schacht (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

য়াফিছ' (يافث) ইংরেজী বাইবেলে উল্লিখিত Japheth, তাঁহার নামের উল্লেখ কু'রআনে নাই; কিন্তু কু'রআনের তাফ্সীর এবং আখ্যানসমূহে নূহ' ('আ)-এর পুত্রদের নাম সুবিদিত। তাঁহারা হইলেন সাম, হ'াম, য়াফিছ', বিশেষ ক্ষেত্রে য়াফীত (ত'াবারী, ১খ, ২২২)। বাইবেলের আখ্যান (Gen. IX. 20—27) যথা : হ'ামের পাপ ও শাস্তি এবং সাম ও য়াফিছে'র আশীর্বাদ লাভ ইত্যাদি মুসলিম আখ্যানসমূহে অনুপ্রবেশ লাভ করিয়াছে। কাহিনীর এই পাঠান্তর পরবর্তীকালে সূচিত হয়। আল্-কি'সা'ঈর বর্ণনায় ইহার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে, নৌকায় হযরত নূহ' ('আ) উদ্বেগের দরুন মোটেই ঘুমাইতে পারেন নাই; বাহির হইয়া আসিয়া-তিনি সামের বুকের উপর ঘুমাইয়া পড়েন; বাতাসের ঝাপটায় তিনি নগ্ন হইয়া পড়েন; সাম ও য়াফিছ' তাঁহাকে ঢাকিয়া দেন, কিন্তু হ'ামের অট্ট-হাসিতে নূহ' ('আ)-এর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়; তখন তিনি নিম্নলিখিত দু'আ এবং অভিশাপবাণী উচ্চারণ করেন : সামের বংশধরগণের মধ্যে বহু নবী জন্ম লাভ করিবে, য়াফিছে'র বংশে রাজা ও বীর পুরুষ আর হ'ামের বংশে কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস জন্মিবে (আল-কিসা'ঈ, পৃ. ৯৯)। কিন্তু হ'ামের বংশধরগণ অন্তর্বিবাহ করে, ইহার ফলে কুশ ইব্ন হ'ামের বংশে আবিসিনিয়াবাসিগণ, হিন্দগণ এবং সিন্দগণ জন্ম লাভ করে; কূ'ত ইব্ন হ'ামের সহিত য়াফিছ' বংশের এক কন্যার বিবাহ হইতে কি'বতীদের উদ্ভব হয়। হযরত নূহ' ('আ) সমগ্র পৃথিবী তদীয় তিন পুত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন : য়াফিছ' ফায়সুন (পিশন) অঞ্চলের অধিকারী হন। তাঁহার বংশধরগণের বিবরণ বিভিন্নভাবে রহিয়াছে : বাইবেলে যেমন আছে ঠিক তদ্রূপ বর্ণনা (ত'াবারী, ২১৭ প.) অথবা আংশিকভাবে সেইরূপ (আল-কিসা'ঈ, ১খ, ১০১) অথবা সম্পূর্ণ ভিন্নতর বর্ণনা। সাধারণত তিনিই য়া'জূজ ও মা'জূজের পূর্বপুরুষ, প্রায় ক্ষেত্রে তুর্কী ও খাযার (Khazars)-দের পূর্বপুরুষরূপে পরিচিত। কদাচিৎ স'াক'ালিবাঃ (صقالبة—Slavs)-দের পূর্বপুরুষরূপে তাঁহার নাম উল্লিখিত হয়। পারস্য ও রূম কখনও সামের বংশের এবং কখনও য়াফিছ'-এর বংশের আবাসস্থল বলিয়া কথিত হয়। বেলশাযার ইব্ন এভিলমেরো-ডাক্ ইব্ন নেবুচাদিনাজার (Belshazzar S/o. Evilmerodach S/o. Nebuchadenezzar)-কে যে সাইরাস (Cyrust)-কে হত্যা করিয়াছে তাহাকে এবং য়াযদগির্দ (Yezdigird)-কেও কখনও য়াফিছে'র বংশধর বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, সাম 'আরবদের, য়াফিছ' রূমদের (য়া'জূজ-মা'জূজ) এবং হ'াম সুদানীদের পূর্ব-পুরুষ। সেমিটিক ইতিহাসে এই তিনজনের মধ্যে সামকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। য়াফিছ' সম্বন্ধে কদাচিৎ এমন বিরূপ উক্তি পাওয়া যায়, যেমন ত'াবারীতে রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ত'াবারী (১ : ২২৩)-র এই উক্তি যে, য়াফিছ'-এর [illegible] কল্যাণকর কিছু ঘটে নাই এবং তাঁহার বংশধরগণ [illegible] ভাষাভিত্তিক বিবেচনায় দেখা যায়, বাহাত্তরটি [illegible] সামের বংশে আঠারটি, হ'ামের আঠারটি এবং য়াফিছ'-এর বংশধরদের মধ্যে ছত্রিশটি ভাষা প্রচলিত। বস্তুত নূহে'র তিন পুত্রের মধ্যে য়াফিছ' হইতেছেন বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, [illegible]; (২) ছ'া'লাবী, কি'সা'-সু''ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ৩৮; (৩) আল-কিসা'ঈ, কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া', ed. Eisenberg, ১খ, ৯৮—১০২।

B. Heller (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

য়াহ্'য়া (يحيى) ('আ) য়ুহ'ান্না, ইংরেজী বাইবেলের জন্ দি ব্যাপ্টিস্ট। কু'রআন শারীফে তিনি নবী হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হযরত 'ঈসা, ইল্য়াস, এলিশাহ এবং অপরাপর নবী, যাঁহারা সত্যপথাবলম্বী হইয়া আল্লাহ্‌র একত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ, তাঁহাদের সঙ্গে য়াহ'য়া ('আ)-এর নামও কু'রআন শারীফে উল্লিখিত আছে (সূরাঃ ৬ : ৮৫)। খৃস্টীয় বাইবেলে (Gospel) বর্ণিত তাঁহার অলৌকিক জন্ম বৃত্তান্ত কু'রআনে দুইবার উল্লিখিত (৩ : ৩৭—৪০ (দ্র.) এবং ১৯ : ১ এবং প.) : তাঁহার পিতামাতা যাকারিয়্যা এবং এলিসাবেত বার্ধক্যে উপনীত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাঁহাদের ঘরে য়াহ্'য়া ('আ)-কে দান করেন। যাকারিয়্যা ('আ)-কে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে : "হে যাকারিয়্যা! আমরা তোমার জন্য একটি পুত্রসন্তান ঘোষণা করিতেছি; তাঁহার নাম হইবে য়াহ্'য়া; তাঁহার পূর্বে কাহাকেও আমি এই নামে নামকরণ করি নাই" (১৯ : ৭)। হযরত 'ঈসা ('আ)-এর ন্যায় শৈশবকাল হইতেই তাঁহার বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পায়। আল্লাহ্ তাঁহাকে নেতা (সায়্যিদ) আখ্যায় বিভূষিত করেন। কোমল স্বভাব এবং পবিত্রতা ছিল তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। "হে য়াহ্'য়া! দৃঢ়ভাবে পুস্তকখানি ধারণ কর" (১৯ : ১২) এই আয়াতাংশে উল্লিখিত গ্রন্থ ভাষ্যকারগণের মতে তৎপূর্ববর্তী গ্রন্থদ্বয় তাওরাত ও যাবূরকে বুঝান হইয়াছে। য়াহ্'য়া ('আ) কোন বিশেষ প্রত্যাদেশ লাভ করেন নাই, বরং তিনি ছিলেন "আল্লাহ্‌র বাণীর সমর্থক" (৩ : ৩৯)। যামাখ্শারী বলেন যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে তাওরাত উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। কু'রআন শারীফে তদীয় ব্যাপ্টিস্ট ভূমিকা গ্রহণের এবং তাঁহার মৃত্যুর বিবরণীর কোন উল্লেখ নাই।

দামিশ্কের প্রধান মসজিদে ব্যাপ্টিস্ট জনের সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। ইব্ন বাতূ'ত'াঃ বলেন, সেখানে যাকারিয়্যা ('আ) পরিবারের সমাধিও রহিয়াছে।

সেন্ট জনের খৃস্টান সম্প্রদায় অথবা ম্যান্ডিয়ানদের সম্পর্কে কু'রআন শারীফে কোন উল্লেখ নাই এবং 'আরব লেখকগণও উক্ত নাম ও তৎসম্পর্কে বিশেষ কিছুই লিখেন নাই কিন্তু তাঁহাদের উল্লেখ প্রসঙ্গে য়াহূদী এবং খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী স'াবিঈ' নামে এক সম্প্রদায়ের কথা বলিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, Indices দ্র.; (২) মাস'ঊদী, মুরূজ; (৩) আল-বিরূনী, আছ'ার, সম্পা. Sachau, পৃ. ২৯৭, ৩০১; (৪) Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus, St. Petersburg 1856.

D. Carra de Vaux (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

য়াহূদ বা য়াহূদী (يهود বা يهودى), য়াহূদীগণ হযরত য়া'কূ'ব ('আ)-এর বংশধর। য়া'কূ'ব ('আ)-এর অপর নাম ইস্রাঈল,

List>

সুতরাং য়াহূদীগণ বানূ ইস্রাঈল নামেও কু'রআনে উল্লিখিত হইয়াছে (২ঃ ৪০, ২১১)। বাইবেলের Old Testament অনুযায়ী Ur of the chaldees-এর বাসিন্দা ইব্রাহীম য়াহূদীদের পূর্বপুরুষ। হযরত য়ূসুফ ('আ)-এর সময় হইতে তাহারা মিসরে বসবাস শুরু করে। তাহারা বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল।

কু'রআন মাজীদে একাধিক সূরাঃয় ইহাদের উল্লেখ হইয়াছে। ফির'আওনের আমলে তাহাদের অবস্থা খুবই করুণ হইয়া পড়ে। হযরত মূসা ('আ)-এর নেতৃত্বে তাহারা ফির'আউনের নির্যাতন হইতে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু তাহারা বার বার আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচরণ করে। ফলে তাহারা বিভিন্ন 'আয'াব ও গ'াদ'াবের সম্মুখীন হয় (দ্র. সূরাঃ ২, স্থা.)। পরবর্তীতে তাহারা তাহাদের কিতাব তাওরাত-এর বিকৃতি সাধন করে (২ঃ ৭৫), উহা স্বহস্তে লিখিয়া বলিত "ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে", "তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে" (২ঃ ৭৯) আল্লাহ্‌র আয়াতকে বিক্রি করিত। এমন কি তাহারা আল্লাহ্‌র নবীগণের কতককে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল ও কতককে হত্যা পর্যন্ত করিয়াছিল (৫ঃ ৭০)। এই বংশে অনেককে আল্লাহ্ নবীর মর্যাদা দান করিয়াছিলেন এবং অনেককে রাজত্বও দিয়াছিলেন (৫ঃ২২); কিন্তু তাহারা নিজেদের অবাধ্যতার কারণে রাজ্যহারা হইয়াছিল এমন কি বন্দীদশায় পতিত হইয়াছিল (১৭ঃ ৪—৬)। একবার জালূত (golieth)-এর, আবার ব্যাবিলনের রাজা বুখ্‌তনাস'স'ার (Nebuchadnezzar)-এর হস্তে তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নির্যাতিত হইতে হইয়াছিল।

হিজরতের পূর্ব হইতেই মদীনায় কয়েকটি য়াহূদী গোত্র বসবাস করিয়া আসিতেছিল। রাসূল (স') তাহাদিগকে আপন করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহারা বরাবর ইসলাম ও তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। মুনাফিক'দের মধ্যে য়াহূদীদের সংখ্যাই ছিল বেশী। কয়েকবার তাহারা রাসূল (স')-এর প্রাণনাশের চেষ্টা করে। ইসলাম ও রাসূল (স')-এর প্রতি ইহাদের শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. মুহ'াম্মাদ (স') প্রবন্ধ।

রোম সাম্রাজ্যের পতন, মুসলিমদের উত্থান ও পরবর্তীতে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে আকৃষ্ট হইয়া য়াহূদীরা পশ্চিম য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়ে। বিভিন্ন সময়ে তাহারা খৃস্টান অধ্যুষিত এলাকাসমূহে নির্বাসিত হয়। দীর্ঘদিন তাহারা রাজ্যহীন (Stateless) অবস্থায় থাকে। খৃ. ১৯ শতকের শেষ দিকে য়াহূদীবাদ (Zionism) আন্দোলন জোরদার হইয়া উঠে। ১৯১৭ খৃ. ব্যালফুর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ফিলিস্তীনে য়াহূদী রাজ্য গঠনের সম্ভাবনা দৃঢ়তর হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে য়াহূদীরা ফিলিস্তীনে আসিয়া বসতি স্থাপন শুরু করে। আদি অধিবাসী 'আরবদের মাটিতে তাহাদের সংঘাত দেখা দেয়। পরে ১৪ মে, ১৯৪৮ খৃ. তথায় ইসরাঈল নামে য়াহূদী রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা হয়। ফিলিস্তীনের 'আরব অধিবাসীরা নানা নির্যাতনের শিকার হইয়া আশ্রয়হীন অবস্থায় পার্শ্ববর্তী 'আরব রাষ্ট্রসমূহে ছড়াইয়া পড়ে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন 'আরব রাষ্ট্রের সহিত ইসরাঈল রাষ্ট্রের সংঘাত দেখা দেয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) A. Geiger, was hat Mohammed us dem Judentum aufgenommen? Bonn 1833; (২) Iirschfeld, Judisohe Elemente in Koran, Berlin 1818; দ্র. কায়নুকা', কু'রায়জ'াঃ ও বানূ নাদ'ীর প্রবন্ধত্রয়।

H. Speyer (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

য়ূনুস ইব্‌ন মাত্তা (يونس بن متى) ('আ) ইংরেজী বাইবেলে জোনাহ (Jonah) আমিত্তাইর পুত্র (দ্বিতীয় রাজাবলী, ১৪ঃ ২৫)। কু'রআন শারীফে তাঁহাকে য়ূনুস নামে চারিবার উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার পিতার নাম উল্লেখ করা হয় নাই, এক স্থলে তাঁহাকে যু''ন-নূন (২১ঃ ৮৭), অন্য এক স্থলে (৬৮ঃ ৪৮) স'াহি'বু'ল-হূ'ত, (মৎস্য কর্তৃক গলাধঃকৃত ব্যক্তি) নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উপাধি স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে যে, মাছে তাঁহাকে গিলিয়া ফেলিয়াছিল, সেই কারণে তাঁহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। কু'রআনে তাঁহাকে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নবী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (৪ঃ ১৬৩; ৬ঃ ৮৭)। ১০ম সূরাঃ য়ূনুস ('আ)-এর নামে অভিহিত; উক্ত সূরাঃয় যে শহরের অধিবাসিগণ 'আয'াব দেখিয়া ঈমান আনিয়াছিল, তাহাদের সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; তাহারা ঈমান আনায় তাহাদিগকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল (১০ঃ ৯৮)। য়ূনুস ('আ) পলায়ন করিয়া একটি জাহাজে চড়িয়া যাইতেছিলেন, সেই জাহাজটি অতিরিক্ত বোঝাই ছিল। জাহাজের যাত্রীরা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পানিতে ফেলিয়া দিলে একটি মৎস্য তাঁহাকে গলাধঃকরণ করে। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র প্রশস্তি না করিলে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মৎস্য উদরে বাস করিতেন। "সুতরাং আমরা তাহাকে একটি তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করিলাম এবং সে রুগ্ন ছিল, তাহার উপর একটি লাউ গাছ জন্মাইলাম এবং লক্ষাধিক লোকের নিকট তাহাকে প্রেরণ করিলাম; তাহারা ঈমান আনিল, তাই আমরা তাহাদিগকে কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করিতে দিলাম" (৩৭ঃ ১৩৯—১৪৮)। "স্মরণ কর যু''ন-নূনকে, যখন সে ক্রোধভরে বাহির হইয়া গিয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল আমরা তাহাকে সংকটে ফেলিব না; তৎপর সে অন্ধকার হইতে ডাকিয়াছিল ঃ তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই। তুমি পবিত্র মহান, আমি তো সীমালংঘনকারী। তখন আমি তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম" (২১ঃ ৮৭—৮৮)। "অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, মাছের সেই লোকটির ন্যায় অধৈর্য হইও না, য়ূনুসের ন্যায় অধৈর্য হইতে তাহাকে নিষেধ করিলাম; সে মহাসংকটে পড়িয়া চীৎকার করিয়া ডাকিয়াছিল; তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তাহার নিকট না পৌঁছিলে সে লাঞ্ছিত অবস্থায় উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইত, তাহার পর তিনি তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এবং তাহাকে সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত করিলেন" (৬৮ঃ ৪৮, ৪৯)।

কু'রআন শারীফে নাই; কিন্তু বুখারী এবং নাবাব'ী ঐশী বাণী বলিয়া একটি উক্তি উল্লেখ করেন ঃ কাহারও বলা উচিত নয় যে, সে য়ূনুস ইব্‌ন মাত্তা অপেক্ষা উত্তম (Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans. i, 257)।

মুসলিম উপাখ্যানে এই উপাদান আরও বিকশিত করা হইয়াছে। য়ূনুস ('আ) নিনিভা দেশে (Niniveh) আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করেন। তাঁহার ক্রোধ উদ্রেকের কারণ কি? ১। তিনি যে কালে বাস করিতেন তখন তাঁহার সম্প্রদায়ের ৯টি গোত্র পূর্ব হইতেই বন্দী হইয়াছিল। রাজা হি'য্‌কি'য় তাঁহাকেই অবরুদ্ধদের নিকট প্রেরণ করেন, যদিও তৎকালে ইসরাঈল বংশের পাঁচজন নবী বিদ্যমান ছিলেন। যেহেতু সমগ্র মিশনের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইল, সেই কারণে তিনি রাগান্বিত হন। ২। এই দায়িত্ব পালনে যাওয়ার জন্য তাঁহাকে

List>

এত তাকীদ করা হইয়াছিল যে, তিনি বস্ত্র পরিবর্তন করিবার বা ভারবাহী পশুর পৃষ্ঠে আরোহণ করিবার অবকাশটুকুও পাইলেন না। এই কারণে তিনি রোষ প্রকাশ করেন; ৩। য়ূনুস ('আ) লক্ষ্য করেন যে, নিনিভাবাসীকে তিনি যে ভীতি প্রদর্শন করেন উহা ফলবতী হয় নাই, সুতরাং তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ধারণা করা হইয়াছে। এজন্য তিনি ক্রুদ্ধ হন। য়ূনুস ('আ) ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, চল্লিশ দিন পর তাহাদের উপর শাস্তি আসিবে; সপ্তত্রিংশ দিবসে তাহাদের বর্ণ পরিবর্তন ঘটিবে। তাঁহারা অনুশোচনানলে দগ্ধ হইয়া অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ প্রত্যর্পণ করে, এমন কি বাড়ীতে প্রোথিত মালপত্রও ফিরাইয়া দেয় (তু. Mischna Gittin v. 5. t. 55a), নরনারী, বালক-বালিকা, জীবজন্তু সকলেই অনুতাপের আচ্ছাদন পরিধান করে; স্তন্যপানরত মানব শিশু ও জীব সন্তানকে দুগ্ধপান হইতে নিবৃত্ত করা হয়। অতঃপর 'আশুরার দিন আল্লাহ্ তাহাদের ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

য়ূনুস ('আ) এই অবস্থায় ভ্রমণ পথে জাহাজে আরোহণ করেন। জাহাজ সমুদ্রে স্থির দণ্ডায়মান থাকে, উহাতে বুঝা যায় যে, কোন পলাতক ক্রীতদাস আরোহী জাহাজে আসিয়াছে। তীর নিক্ষেপণ সাহায্যে ভাগ্য গণনা এবং তদীয় স্বীকারোক্তি অনুযায়ী য়ূনুস ('আ) অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন। তিনি জাহাজ হইতে পানিতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। একটি মৎস্য তাঁহাকে গলাধঃকরণ করিল; মৎস্যটিকে উপদেশ দেওয়া হইল য়ূনুসকে ভক্ষণ না করিয়া তাঁহার আশ্রয়স্বরূপ হইবে (ত'াবারী অনুযায়ী, ১ঃ ৬৮৩; য়ূনুসের মসজিদ)। তাঁহার হাড় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অক্ষত থাকিবে। আল্লাহ্ যে অন্ধকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন (সূরাঃ ২১ ঃ ৮৭) উহা রাত্রির তিমির, সমুদ্রের গভীরতা এবং মাছের গর্ভ—এই ত্রিবিধ অন্ধকার। য়ূনুস ('আ) ৪০ দিন মাছের উদরে অবস্থান করেন, এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত পোষণ করা হয়। মৎস্য তাঁহাকে সমুদ্র সৈকতে উদ্গীরণ করিল, উৎপাটিত-পক্ষ পক্ষীশাবকসম তখন তিনি জীর্ণ-শীর্ণ। শৃঙ্গবিহীন হরিণী (ছ'া'লাবী), ছাগ (ইব্নু'ল-আছ'ীর) অথবা শৃঙ্গধারিণী হরিণী (কিসা'ঈ) তাঁহাকে স্তন্য দান করে। লাউ গাছের তলে তিনি ছায়া লাভ করেন। গাছটি বিশুষ্ক হইলে তিনি আফসোস করেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন ঃ য়ূনুস! লাউ গাছটির প্রতি এত সহৃদয়, অথচ ১,০০,০০০ জনসাধারণের প্রতি তাহার এতটুকু লক্ষ্য নাই। উক্ত নাস'ীহ'াত তাঁহার হৃদয়ে উদাহরণ মাধ্যমে দৃঢ় করা হয়। কুম্ভকার তাহার মৃন্ময়পাত্র সম্বন্ধে একান্ত উদগ্রীব এবং বীজ বপনকারী কীট-পতঙ্গাদির হাত হইতে উপ্ত বীজ রক্ষণার্থে সজাগ সতর্ক। তৎপর একজন রাখাল-বালক তাঁহার আগমন সম্পর্কে ঘোষণা করিল; তখন পৃথিবীর ভূমি, একটি বৃক্ষ ও তাহার পালের একটি পশু অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তাঁহার প্রচারবাণীর সত্যতা সপ্রমাণ করিল। তদানীন্তন রাজা রাখালকে সিংহাসন প্রদান করিয়া য়ূনুস ('আ)-এর সাহচর্যে গৃহত্যাগী জীবন যাপন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করেন।

আল-য়াফি'ঈ রাওদু''র-রায়াহ'ীন গ্রন্থে যে আখ্যানটি উল্লেখ করেন, সম্ভবত তাহা পরবর্তীকালে সৃষ্ট। য়ূনুস ('আ) জিব্রাঈলকে অনুরোধ করেন মানবকুলের শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ব্যক্তিকে দেখাইবার জন্য। তিনি তাঁহাকে এমন এক ব্যক্তিকে দেখান, যিনি হাত, পা, চক্ষু এক এক করিয়া হারাইয়াও আল্লাহ্র উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন (R. Basset, 1001 Contes, iii. 172)।

আল-কিসা'ঈ এই নবীর প্রাথমিক জীবন-ইতিহাসে অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশ করেন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পিতার বয়স ছিল সত্তর বৎসর। তাঁহার জননী অতি সত্বর বিধবা হন; সেই সময় তাঁহার সম্পত্তি বলিতে একটি কাঠের চামচ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। অলৌকিক স্বপ্নপ্রভাবে তিনি যাকারিয়্যা ইব্ন য়াহ্'য়া ('আ)-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি স্ত্রী, পুত্র ও সম্পত্তি হারান। সব কিছুই অলৌকিকভাবে তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী, ১ খ, ৭৮২—৭৪৯; (২) ঐ লেখক, তাফসীর, কায়রো ১৩২১ হি., সূরাঃ ১০ ঃ ৯৮, ৯৪খ, ১০৯-১১; সূরাঃ ২১ ঃ ৮৭, ৮৮; ১৮, ৫৪—৫৮; সূরাঃ ৬৮ ঃ ৪৮, ২৯ তখ, ২৫, ২৬,; (৩) ইব্নু'ল-আছ'ীর, বূলাক', ১খ, ১৪৩—১৪৫; (৪) ছ'া'লাবী, কি'স'াস্''ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩২৫হি., পৃ. ২৫৭-২৬০; (৫) আল-কিসা'ঈ, কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া', ed. Eisenberg, p. 296-311; (৬) Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? Leipzig 1902, p. 188, 189; (৭) Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, i. 257; (৮) J. Horovitz, in Hebrew Union College Annual, ii. 1925, p. 170, 182, 183; (৯) do, Koranische Untersuchugen, p. 154 প.; (১০) Speyer, Die bibl. Erzahlugen im Qoran, 407-410.

B. Heller (S. E. I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

য়ূশা' ইব্ন নূন (يوشع بن نون) ইংরেজী বাইবেলে তাঁহার নাম যশুয়া। কু'রআন শারীফে তাঁহার নামের উল্লেখ নাই, কিন্তু তৎসম্পর্কিত উক্তি আছে। মূসা ('আ) যখন তাঁহার অনুগামিগণকে পবিত্র ভূমিতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন এবং ইস্রাঈলগণ দুর্দান্ত লোকদের সহিত যুদ্ধ করিতে ভীত হইল, তখন তাহাদিগকে যে দুইজন আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তি উৎসাহ দান করেন (সূরাঃ ৫ ঃ ২০—২৬), তাঁহারা য়ূশা' এবং কালেব বলিয়া অনুমান করা হয়। যে যুবক (ফাতা=na'ar, Exod XXXiii-11) খাদি'র-এর নিকট গমনকালে হযরত মূসা ('আ)-এর সঙ্গী হইয়াছিলেন (সূরাঃ ১৮ ঃ ৬০—৬৫) তিনি যে য়ূশা' ব্যতীত অপর কেহ নহেন সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই।

সুবিজ্ঞ ত'াবারী যশুয়ার বাইবেলীয় ইতিকথার সহিত সুপরিচিত ঃ জর্দান নদী নৌকাযোগে অতিক্রম করা, গুপ্তচরসমূহ, জেরিকোর পতন, এ্যাচনের অসততা, গিবিয়নীদের কলাকৌশল, অয়লান্ত এবং বাযাক'। ত'াবারীতে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁহার পর মুসলিম উপাখ্যানে যশুয়ার ব্যক্তিত্বের লক্ষণগুলি থাকিলেও উহা বাইবেলে পাওয়া যায় না, উহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাগ্গাদা হইতে আমদানীকৃত। মিসরবাসীদিগকে সত্যধর্মে আহ্বান করিবার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করা হয়। মূসা ('আ)-এর ইনতিকালের পর য়ূশা' নবী পদে বরিত হন। মূসা ('আ)-এর ওফাতকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন। মূসা ('আ)-এর পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁহার হাতে ছিল (Elijah-Elisha motive)। মূসা ('আ)-কে হত্যা করিয়াছেন বলিয়া য়ূশা'কে সন্দেহ করা হয়; উহার ফলে ইস্রাঈলীগণ সকলেই একটি স্বপ্ন দেখে স্বপ্নে মূসা ('আ) উক্ত সন্দেহ নিরসন করেন। য়ূশা' 'আমালিক'াঃদিগকে পরাভূত করেন। মুসলিম কিংবদন্তীতে এই বিজয় হযরত মূসা ('আ)-এর জীবদ্দশায় অথবা তিরোধানের পর ঘটিয়াছিল এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য দেখা যায়। য়ূশা' ('আ) চল্লিশ দিন যাবত জর্দান নদী অতিক্রম করিতে পারেন নাই; তাঁহার দু'আর ফলে উভয় তীরের পাহাড় দুইটি পুলের আকার ধারণ করিলে লোকজন উহার উপর দিয়া নদী

অতিক্রম করে (আল-কিসা'ঈ)। ছয়মাস যাবত জেরিকো অবরুদ্ধ থাকে এবং সপ্তম মাসে দুন্দুভী নিনাদে প্রাচীরগুলি ভাঙ্গিয়া পড়ে। কখনও জেরেকো বিজয় এবং কখনও সম্মিলিত রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে য়ূশা' সূর্য নিশ্চল রাখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। য়ূশা' কান'আনবাসীদিগকে নির্মূল করেন, তবে তাহাদের এক অংশ রাজা আফ্রীকীস-এর নেতৃত্বে আফ্রিকায় অভিযান করে ; তাহাদের রাজা জিব্র্জীর (জিরজীস) নিহত হন ; অন্যান্য অংশ হইতে উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের উদ্ভব হয়।

ত'াবারীতে (১ ঃ ৫৫৮) একটি অসম্পৃক্ত কিংবদন্তী আছে যে, যে মৃত ব্যক্তির আত্মা ত'ালূতের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন তিনি স্যামুয়েল নন বরং য়ূশা' ('আ)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ত'াবারী ১খ, ৪১৪—৪২৯, ৪৯৯, ৫০৩, ৫২৮, ৫৫৮ ; (২) ইব্নু'ল-আছ'ীর, বুলাক', ১খ, ৭৮, ৭৯ ; (৩) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ১৫৫-১৫৭ ; (৪) আল-কিসা'ঈ, কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া', ed. Eisenberg, পৃ. ২৪০-২৪২ ; (৫) M. Grunbaum, Neue Beitrage zur Semitischen Sagenkunde, Leyden 1893, p. 182--185 ; (৬) J. Horovitz, in Hebrew Union College Annual, ii. 1925, p. 179.

B. Heller (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

য়ুসুফ ইব্ন য়া'কূ'ব (يوسف بن يعقوب) ('আ) একজন নবী, বাইবেলে তাঁহার নাম জোসেফ বা জোযেফ (Joseph), কু'রআনে তিনি য়ুসুফ ('আ) নামে পরিচিত। কু'রআনের সূরাঃ য়ুসুফ (সূরাঃ ১২)-এ য়ুসুফ ও তাঁহার ভাইদের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাকে 'আহ'সানু'ল-ক'াস'াস" বা সর্বোত্তম কাহিনী বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। ঘটনা-বৈচিত্র্যে, সংঘাত সৃষ্টিতে, সত্যাসত্যের দ্বন্দ্বে সর্বোপরি বিভিন্ন চরিত্রের জীবন্ত রূপায়ণে হযরত য়ুসুফ ('আ)-এর বৃত্তান্ত সত্যই অনুপম।

কু'রআন মাজীদে য়ুসুফ ঃ সূরাঃ ১২ ব্যতীত অন্যত্র কু'রআনের দুই স্থলে য়ুসুফ ('আ)-এর উল্লেখ আছে। সূরাঃ ৬ ঃ ৮৪ আয়াতে তিনি একজন সৎপথে পরিচালিত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছেন। আর সূরাঃ ৪০ ঃ ৩৪ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ "পূর্বেও তোমাদের নিকট য়ুসুফ আসিয়াছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ ; কিন্তু সে যাহা লইয়া আসিয়াছিল তোমরা তাহাতে সন্দেহ পোষণ করিতে। পরিশেষে যখন য়ুসুফের মৃত্যু হইল তখন তোমরা বলিয়াছিলে, য়ুসুফের পরে আল্লাহ্ আর কাহাকেও রাসূল করিয়া প্রেরণ করিবেন না।"

সূরাঃ য়ুসুফে বর্ণিত কাহিনীটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ হযরত য়া'কূ'ব ('আ) তাঁহার বারজন পুত্রের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদর্শন পুত্র য়ুসুফকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ; ইহাতে য়ুসুফের অনুজ সহোদর ব্যতীত অন্যান্য ভাইয়েরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়ে। একরাত্রে হযরত য়ুসুফ স্বপ্নে দেখিলেন যে, এগারটি তারা, সূর্য ও চন্দ্র তাঁহাকে সিজ্‌দা করিতেছে। পিতা ভাইদের নিকট তাঁহার স্বপ্নের কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। একদিন পিতার অনুমতি লইয়া তাঁহার ভাইয়েরা য়ুসুফকে তাহাদের সঙ্গে লইল এবং বিজন প্রান্তরের এক কূপে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিল। একদল বণিক য়ুসুফকে কূপ হইতে উদ্ধার করিলে ভাইয়েরা (?) তাঁহাকে নামমাত্র মূল্যে উহাদের নিকট বিক্রয় করিয়া দিল। সন্ধ্যার পর কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া তাহারা পিতার নিকট বলিল যে, য়ুসুফকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। বণিকদল মিসরে যাইয়া মিসর-শাসক 'আযীযের নিকট য়ুসুফকে বিক্রয় করিল। য়ুসুফ-এর অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রভুপত্নী তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়ে এবং একদিন নির্জন কক্ষে প্রেম নিবেদন করিয়া বসে। পূতচরিত্র য়ুসুফ তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে ক্রুদ্ধা প্রভুপত্নী 'আযীযের নিকট য়ুসুফের বিরুদ্ধে দুষ্কর্ম-প্রচেষ্টার অভিযোগ আনয়ন করে কিন্তু প্রভুপত্নীর এক আত্মীয়ের সাক্ষ্যে য়ুসুফ নির্দোষ সাব্যস্ত হন। ইহাতে সম্ভ্রান্ত নারী-মহলে 'আযীয পত্নীর কুৎসা রটনা শুরু হয়। 'আযীয পত্নী তাহাদের জন্য এক ভোজ-সভার আয়োজন করেন এবং য়ুসুফকে তাহাদের সম্মুখে হাযির করেন। য়ুসুফের রূপে তাহারাও সম্মোহিত হইয়া পড়ে কিন্তু য়ুসুফ নির্বিকার রহিলেন। সুন্দরীরা ইহাতে অপমানিত বোধ করিল ও তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করিল। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া য়ুসুফকে কারারুদ্ধ করা হইল। হযরত য়ুসুফ ('আ) প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম অন্তঃদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করিতে পারিতেন এবং দুই কারা-সঙ্গীর স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যা মুতাবিক একজন মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং অন্যজনের শূলদণ্ড হইয়াছিল। কারাগারে তাঁহার বেশ কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ইতোমধ্যে মিসরের রাজা স্বপ্নে দেখিলেন যে, সাতটি সুস্থ সবল গাভীকে সাতটি দুর্বল গাভী আসিয়া খাইয়া ফেলিতেছে, আরও দেখিলেন সাতটি সবুজ শস্য শীষ এবং সাতটি শুষ্ক শীষ। রাজদরবারের পণ্ডিতদের কেহই এই অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারিল না কিন্তু হযরত য়ুসুফ ('আ) অর্থ বলিয়া দিলেন ঃ দেশে সাত বৎসর প্রচুর শস্য জন্মিবে আর পরবর্তী সাত বৎসর একটানা ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলিবে। এই ব্যাখ্যা রাজার অত্যন্ত মনঃপূত হইল। তিনি হযরত য়ুসুফকে মুক্তি দিলেন এবং দেশের ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব দান করিলেন, তিনি শাসকের মর্যাদা লাভ করিলেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়া তাঁহার ভাইয়েরা তিনবার মিসরে আসিয়া তাঁহার নিকট শস্য-সংগ্রহের আবেদন জানাইয়াছিল। তাহারা য়ুসুফকে চিনিতে না পারিলেও হযরত য়ুসুফ ('আ) প্রথমবার দেখামাত্রই তাহাদিগকে চিনিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেকবারই তাহাদিগকে পূর্ণ রসদ বরাদ্দ করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়বার কৌশল করিয়া আপন সহোদরকে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তৃতীয়বার আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক পিতা ও পরিবারের লোকজনসহ মিসরে আসিবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। মিসরে আসিয়া পিতা-মাতা ও এগার ভাই য়ুসুফের সম্মুখে তাঁহার সম্মানে সিজদা করিলেন। হযরত য়ুসুফ ('আ) বলিলেন যে, দয়াময় পালনকর্তা তাঁহার সেই আগেকার স্বপ্ন আজ সত্যে পরিণত করিয়াছেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর এইভাবে সকলের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন ঘটে।

বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীর সহিত পার্থক্য

কু'রআনে য়ুসুফ-কাহিনীর সহিত বাইবেলের কাহিনীর কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। (১) বাইবেলে আরও একটি য়ুসুফের বাল্যকালের স্বপ্নের উল্লেখ রহিয়াছে যাহা কু'রআনে নাই। এই স্বপ্নে ভাইদের শস্যের আঁটিগুলি যোসেফের আঁটির সামনে নত হইয়াছিল (Gen. xxxvii, 5-7)। (২) বাইবেল-মতে য়ুসুফের দ্বিতীয় স্বপ্ন ছিল তারা, সূর্য ও চাঁদের স্বপ্নটি। পিতাকে এই স্বপ্নের কথা জানানো হইলে পিতা য়ুসুফকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন,

"দুনিয়াতে আমরা কি তোমার পূজা করিব ?" (৩) য়ুসুফকে পিতা নিজেই ভাইদের সংবাদ আনিবার জন্য তাহাদের সন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। কু'রআনে দেখা যায়, য়ুসুফকে ভাইদের সঙ্গে পাঠাইবার ইচ্ছা হযরত য়া'কূ'ব ('আ)-এর ছিল না। (৪) পুতিফার ('আযীয) স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করিয়া য়ুসুফকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। কু'রআনে 'আযীয-পত্নীর আত্মীয়ের সাক্ষ্যে য়ুসুফ নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়াছিলেন। (৫) ভাইয়েরা শস্যের সন্ধানে দুইবার মিসরে আসিয়াছিল এবং দ্বিতীয়বারেই য়ুসুফ আত্মপরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। (৬) কু'রআনে হযরত য়া'কূ'ব ('আ) ও হযরত য়ুসুফ ('আ) ছাড়া অন্য কাহারও নাম উল্লেখ নাই। অনেকের মতে 'আযীয মিসর শাসকের নাম নয়, পদবীমাত্র। ভাইদের সংখ্যারও প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই। বাইবেলে ভাইদের সংখ্যা ১২ বলা হইয়াছে এবং নিম্নোক্ত নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, Reuben (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম), Judah, Simeon, Benjamin, (সর্বকনিষ্ঠ); মিসরশাসকের নাম দেওয়া হইয়াছে Putiphar.

কু'রআন ছাড়া অন্য উপাখ্যানে য়ুসুফ ('আ)

কু'রআনের ভাষ্যকারগণ য়ুসুফ-কাহিনীর চরিত্রবর্গের নাম নানা গ্রন্থে সন্ধান করিয়াছেন (দ্র. Goldziher, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, Leiden 1920, index দ্র. মুবৃহামাত) এবং বাইবেলোক্ত নাম ব্যবহার করিয়াছেন। যামাখ্শারী ও বায়দ'াব'ী-তে ভাইদের একজনের 'দান' নামও পাওয়া যায়। কোন সময় Judah, কোন সময় Reuben, কোন সময় Simeon-কে উগ্র মেজাজের দেখানো হইয়াছে। যে বণিক য়ুসুফ ('আ)-কে ক্রয় করিয়াছিল তাহার নাম মালিক ইব্ন দা'র; যে মিসর শাসকের নিকটে তাঁহাকে বিক্রয় করা হইয়াছিল তাহার নাম কি'ত্'ফীর (দ্র.), ইত্'ফীর, ইত্'ফীন, কু'তিফার, কি'ত্তি'ন, কি'ত্তি'ফিন, তাঁহার স্ত্রীর নাম রা'ঈল, পরবর্তীতে (যথাঃ ফিরদাওসী, জামী, শাহীন, কিসা'ঈ ও হিব্রু Sefer hayahar) যালীকা, যুলায়কা; মিসরের রাজার নাম রায়্যান ইব্ন ওয়ালীদ, তাঁহাকে হযরত য়ুসুফ ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; সাকী সর্দারের নাম নাবু, পাচক সর্দারের নাম মুজ্লিব। "আযীয-পত্নীর যে আত্মীয় য়ুসুফের নির্দোষিতার সাক্ষ্য দিয়াছিল সে ছিল দোলনার শিশু। একাদশ নক্ষত্রের নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। য়ুসুফকে বিশ দির্হাম অথবা এক জোড়া জুতার বিনিময়ে বিক্রয় করা হইয়াছিল। সাকী-সর্দার ও পাচক-সর্দারকে রাজার বিরুদ্ধে (বিষ প্রদানে হত্যার) ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার সন্দেহ করা হইয়াছিল। য়ুসুফ কারাগারে সাত বৎসর ছিলেন। য়ুসুফের ক্রয়-দলীল এবং য়ুসুফকে লিখিত হযরত য়া'কূ'বের পত্র বিস্তারিত দেওয়া হইয়াছে। কু'রআনে যে সকল বিষয় স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা হয় নাই, সেই সবের কারণও প্রদর্শন করা হইয়াছে। বহু ক্ষেত্রে এসব কারণ কল্পনাপ্রসূত। য়া'কূ'ব ('আ) কেন কষ্টভোগ করিলেন? কারণ তিনি একটি গো-বৎসকে ইহার জননীর সম্মুখে হত্যা করিয়াছিলেন; কারণ তিনি একবার ক্ষুধার্তকে অন্নদান করেন নাই; কারণ একজন ক্রীতদাসকে তাঁহার মাতা-পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। য়ুসুফ কেন কষ্টভোগ করিলেন?—কারণ তিনি বৃথা দম্ভ করিয়াছিলেন; কারণ তিনি আল্লাহর উপর নির্ভর না করিয়া সাক'ী-সর্দারের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। য়ুসুফের স্বপ্নের কথা ভাইয়েরা কিরূপে জানিল?—তাঁহার চাচীর নিকট হইতে। ভাইয়েরা য়ুসুফকে কীভাবে চিনিল? জন্মচিহ্ন দ্বারা, ইত্যাদি।

ইসলামী উপাখ্যানে য়ুসুফকে সি'দ্দীক' বলা হয়। সাক'ী-সর্দার তাঁহাকে এই নামে সম্বোধন করিয়াছিল (সূরাঃ ১২ : ৪৬)। হাগ্গাদা ও য়াহূদী স্তোত্রমালায় তাঁহাকে has-saddik অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মভীরু বলা হইয়াছে।

য়ুসুফ সৌন্দর্যের জন্য প্রখ্যাত; তিনি জননী রাহ'ীল-এর সৌন্দর্য লাভ করেন। কথিত আছে, য়ুসুফ দশভাগ সৌন্দর্যের মধ্যে নয়-ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (হাগ্গাদা, কি'দ্দুশীন, ৪৯-বি)।

যামাখ্শারীতে বলা হইয়াছে, প্রলুব্ধকারিণী য়ুসুফকে কুকর্মে প্ররোচণা দানকালে প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ দেবমূর্তি আচ্ছাদিত করিয়াছিল যাহাতে উহা গর্হিত কার্যের সাক্ষী না থাকে। য়ুসুফ তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলেন: যে মূর্তির দর্শন ও শ্রবণ শক্তি নাই তুমি তাহার সম্মুখে লজ্জাবোধ করিতেছ, আর যে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী আমি কি তাঁহার নিকট লজ্জিত হইব না?

কু'রআন শারীফে হযরত য়ুসুফ ('আ)-এর মৃত্যু এবং প্রস্তর নির্মিত তাঁহার শবাধার সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। মুসলিম উপাখ্যানে এই ধরনের কাহিনী হাগ্গাদা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহার প্রস্তর শবাধার নীলনদের গর্ভে নিমজ্জিত হয়। বহির্গমনকালে হযরত মূসা ('আ) উহা সঙ্গে করিয়া আনিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু উহা খুঁজিয়া পান নাই; অবশেষে এক বৃদ্ধা (সিরাচ, আশের দুহিতা) তাঁহাকে উহা দেখাইয়া দেয়। মুসলিম উপাখ্যানে কাহিনীটি আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে; নীল নদের তীরবর্তী নাগরিকগণ প্রস্তর শবাধার সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করিয়াছে; ফলে উহা মধ্য নদীতে নিমজ্জিত করা হয় যাহাতে নদীর উভয় তীর সমভাবে উহার ফাদ'ীলাত প্রাপ্ত হয়।

পরবর্তী কাব্যকারগণ য়ুসুফের সহিত যুলায়খার বিবাহ সংঘটন করিয়া একটি উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কু'রআন বা হ'াদীছে' ইহার কোনও ইঙ্গিত নাই। অন্যপক্ষে বাইবেলে দেখা যায় যে, য়ুসুফ ওন-নিবাসী পোটিপেরের জনৈক যাজকের কন্যা আসনৎকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে য়ুসুফের দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠের নাম মনঃশির (—বিস্মৃতিজনক) এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম ইফ্রায়িস (—ফলবান)। দ্র. আদি পুস্তক ৪ : অধ্যায় ৫০, ৫১।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, ১খ, ৩৭১-৪১৪; সূরাঃ ১২ (য়ুসুফের) তাফসীর; বিশেষ করিয়া : (২) ত'াবারী, তাফসীর, কায়রো ১৩২১ হি., ১২ : ৮৩-১৩৫৩; (৩) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া, কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ৬৭-৮৯; (৪) ইবনু'ল-আছ'ীর, পৃ. ৫৪-৬১; (৫) Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, i. 152, 153; (৬) Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? Leipzig, 1902, p. 139-148; (৭) G. Weil, Biblische Legenden der Musulmanner, p. 100-125; (৮) M. Grunbaum, Neue Beitrage zur semitischen Sagenkunde, p. 148-152; (৯) Schapiro, Die haggadischen Elemente im erzahlenden Teil des Korans, 1907; (১০) J. Walker, Bible Characters in the Koran, Paisly 1931, p. 67-75; (১১) Sidersky, Les origines des legendes musulmanes dans le Coran, Paris 1933, p. 52-68; (১২) Spoyer, Die biblioche Erzahlungen im Qoran, p. 187-224; (১৩) J.

Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 154; (১৪) Djami, Yusuf u-Zulaika, ed. and transl. by Rosenzweig; Schlechta-Wssehrd, Jussuf und Zuleicha, Romantisches Heldengedicht von Firdussi, Vienna 1889; (১৫) thereon M. Grunbaum, Zu "Jusuf und Suleicha", in ZDMG, xli. 577; xliii, 1; (১৬) do, Gesammelte Aufsatze zur Sprach-und Sagenkunde, ed. by Felix Perles, Berlin 1901, p. 515-593; (১৭) Wilhelm Bacher, Zwei judisch-persische Dichter, Schahin und Imrani, Budapest 1907; p. 82, 117-124; নারীদের আঙ্গুল কর্তন সম্বন্ধে দেখুন; (১৮) R. Kohler, In die Hand nicht in die Speisen schneiden (Kleinere Schriften zur Marchenforschung, ii. 83-87); (১৯) B. Heller, Die Sage vom Sarge Josefs etc., MGWJ, 1926, p. 271-276.

B. Heller (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

র

রাজাব (رجب) মুসলিম বর্ষপঞ্জীর সপ্তম মাসের নাম। জাহিলিয়্যাঃ যুগে ইহা বৎসরের গ্রীষ্মার্ধের প্রথম মাস ছিল। পরবর্তীকালে প্রক্ষেপণ পদ্ধতি (Intercalation)-তে মাস যোগ করার রীতি বর্জিত হওয়ার ফলে প্রতিটি মাস প্রতি বৎসর একই ঋতুতে নিয়মিতভাবে পড়া বন্ধ হয় (আল-মুহ'াররাম দ্র.)। রাজাব মাস ছিল পবিত্র মাস। এই মাসে হ'াজ্জের অন্তর্ভুত অনুষ্ঠান 'উম্‌রাঃ (দ্র.) যাহা জাহিলী যুগে ছিল তাহা উদ্‌যাপিত হইত। সুতরাং এই মাসে আল্লাহ্‌প্রদত্ত শান্তি অব্যাহত থাকিত। এই মাসে যুদ্ধ-সংঘাত নিষিদ্ধ ছিল, অথচ কু'রায়শ এবং ক'ায়স গোষ্ঠীর মধ্যে এই মাসেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ হয়, সেই কারণে ইহাকে ফিজার সমর (ন্যায় বিরোধী যুদ্ধ) বলা হয়।

কু'রআনে কেবলমাত্র "আশ-শাহ্‌রু'ল-হ'ারাম" (পবিত্র মাস)-এর উল্লেখ আছে, কিন্তু জাহিলী যুগ হইতে যে চারিটি 'মর্যাদাবান' মাসের উল্লেখ পাওয়া যায় (৯ : ৩৬, মুহ'াররাম দ্র.) তাহাদের নামগুলি দেওয়া হয় নাই। ইসলামে রাজাবের গৌরব বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছে, কারণ এই মাসের সহিত রাসূল (স')-এর মি'রাজের (দ্র.) স্মৃতি জড়িত। উক্ত মাসের ২৭ তারিখ মি'রাজের তারিখরূপে নির্ধারিত হয়। এই রাতকে লায়লাতু'ল-মি'রাজ বলে। রাসূল (স')-এর আসমানে আরোহণ সম্বন্ধে বর্ণনা পাঠের মাধ্যমে উক্ত রাত্রের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ইব্‌ন সা'দের (১/১, ১৪৭) মতে, রাসূল (স')-এর 'ইস্‌রা' (নৈশ-ভ্রমণ) ১৭ রাবী'উ'ল-আওওয়ালে এবং মি'রাজ ১৭ রামাদ'ান সংঘটিত হয়। অধিকাংশ 'উলামার মতানুযায়ী ইসরা' এবং মি'রাজ অভিন্ন ঘটনা এবং উহার তারিখ ১৭ রামাদ'ান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Wellhausen, Rest arab. Heidentums, p. 97 প.; (২) আল-বীরূনী, আছ'ার, ed. Sachau, p. 60 প.; (৩) Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, 1910, p. 131 প.। প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতও দ্র.; (৪) দা.মা.ই., লাহোর ১৯৭৩ খৃ., ১০খ, ১৯৩-৪।

M. Pelssner (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

রজ্‌ম (رجم : রাজ্‌ম) প্রস্তর নিক্ষেপ। ر-ج-م একটি Semitic ধাতু। এই ধাতু হইতে গঠিত পদগুলি যাহা বাইবেলের Old Testament-এ ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাদের অর্থ কোন ঘৃণিত জীবকে প্রস্তর মারা, প্রস্তর নিক্ষেপে তাড়াইয়া দেওয়া বা হত্যা করা। "রাজ্‌মাঃ" শব্দের অর্থ "প্রস্তরের স্তূপ, একদল মানুষ, চিৎকার, গোলমাল।" 'আরবীতে এই ধাতুর অর্থ "প্রস্তর মারা, অভিশাপ দেওয়া"; রাজামুন-এর অর্থ প্রস্তরের স্তূপ। ইহাতে কবরের উপর স্তূপাকারে স্থাপিত প্রস্তর ফলক অথবা স্তূপাকারে স্থাপিত প্রস্তরসমূহও বুঝায়। হ'াদীছে' এই স্তূপ প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগ'াফফাল (রা) কর্তৃক বর্ণিত হ'াদীছে' উল্লিখিত "লা তুরাজ্‌জিমু ক'াব্‌রী" কথাটির অর্থ কি "আমার কবর স্তূপাকারে নির্মাণ করিও না" অথবা "আমার কবরে অভিশাপ উচ্চারণ করিও না"—এ সম্বন্ধে আলোচনা দৃষ্ট হয়। ব্যভিচারের শাস্তি হিসাবে আনুষ্ঠানিক প্রস্তরাঘাত (যিনা দ্র.) ব্যতীত 'রাজ্‌ম' শব্দ দ্বারা 'মিনা'-তে, নির্দিষ্ট তিনটি স্থানে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করাও বুঝায় (জাম্‌র, হ'াজ্জ ও মিনা দ্র.)।

গ্রন্থপঞ্জী : যিনা, জাম্‌র প্রবন্ধদ্বয় দ্র., দা. মা. ই, লাহোর ১৯৭৩ খৃ., ১০খ, ২১২।

Gaudefroy Demombynes (S.E.I.)/মুহম্মদ রেযউর রহীম

রব্ব্ (رب : রাব্ব) 'আরবী,অর্থ প্রতিপালক, প্রভু, ক্রীতদাসের মনিব, আল্লাহ। জাহিলী যুগে সম্ভবত 'আরবগণ তাহাদের দেব-দেবী বা কোন কোন দেবদেবীকে রব্ব্ বলিত। উত্তরাঞ্চলের সেমিটিক ভাষায় এতদর্থে রব্ব্ শব্দটি "বা'আল, 'আদান" বা ইত্যাকার আখ্যার সমার্থবাচক বিবেচিত হইত এবং এই ক্ষেত্রে রব্ব্-এর অর্থে প্রাচুর্যের প্রকাশ ছিল। প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরাঃ কু'রায়শ (১০৬ : ৩)-এ আল্লাহ্‌কে মক্কায় অবস্থিত 'এই কা'বার প্রভু'-রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে ত'াইফবাসীরা তাহাদের দেবী 'আল-লাত্'-কে আর-রাব্বাঃ (الربة) বলিত এবং প্রস্তরমূর্তির আকারে তাহার পূজা করিত।

কু'রআনে ব্যবহৃত রব্ব্ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে শামিল আছে সযত্ন পালন, নিয়ন্ত্রণ, পূর্ণত্ব প্রদান ইত্যাদি অর্থাৎ কোন বস্তু বা প্রাণীকে ইহার অস্তিত্বের সর্বনিম্ন পর্যায় হইতে ক্রমে

ক্রমে যিনি পূর্ণতম পর্যায়ে বিবর্তিত করেন তিনিই রব্ব। রাগি'ব ইস্'ফাহানীর মতে রাব্ব্-এর কাজ হইল কোন জিনিসকে এমনভাবে লালন পালন করা যাহাতে তাহা ক্রমোন্নতির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া পূর্ণত্বের লক্ষ্যে উপনীত হয়। আল্লাহ তাঁহার প্রতিটি সৃষ্টিতে ক্রমবর্ধনের উপকরণ নিহিত রাখিয়াছেন, প্রতিটি সৃষ্টির কার্যকারিতার বিশেষ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, কার্যকারিতার প্রয়োজনানুযায়ী সহজাত শক্তি ও বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সেই বিশেষ ক্ষেত্র ও বৃত্তির গণ্ডীতে সৃষ্ট বস্তু বা জীবকে পূর্ণত্বের লক্ষ্যে বিবর্তিত করেন। এই অর্থে আল্লাহ জগতসমূহের রব্ব বা রাব্বু'ল-'আলামীন। প্রাণী জগতে সন্তান উৎপাদন এবং লালনের মধ্যে এই অর্থের কিছুটা প্রকাশ দেখা যায়। মাতাপিতা "যেইরূপ শৈশবে আমাকে লালন-পালন করিয়াছেন" (ربيانى ১৭ : ২৪) কথাটিতে এই অর্থের সীমিত প্রয়োগ লক্ষিত হয়। বাংলা এবং ইংরেজীতে রব্ব্-এর পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক কোন প্রতিশব্দ দেখা যায় না; অগত্যা প্রভু, প্রতিপালক, Lord ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার করা হয়। তাফহীমু'ল-কু'রআনে বলা হইয়াছে—শব্দটি 'আরবী ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয় : (১) মালিক ও মনিব; (২) মুরুব্বী, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষণকারী; (৩) শাসক, আইনদাতা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। আল্লাহ্ তা'আলা এই সব দিক দিয়াই সমগ্র সৃষ্টিলোকের রব্ব্।

সাধারণভাবে মনিব বা প্রভু অর্থে মানুষের সম্পর্কেও রব্ব্ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, (১২ : ৪২, ১২ : ৫০)। কিন্তু নাম্রূদ ও ফির্'আওনের রব্ব্ হওয়ার দাবী অগ্রাহ্য হইয়াছে; কারণ ইহা ছিল ربكم الاعلى অর্থাৎ সর্বময় কর্তৃত্বের (৭৯ : ২৩) দাবী। যাহাদিগকে আল্লাহ্‌র অংশী, সন্তান, সমকক্ষ, সদৃশ ক্ষমতাসম্পন্ন, আল্লাহ্‌র সমক্ষে সুপারিশকারী ইত্যাদিরূপে গণ্য করা হয়। যথাঃ কল্পিত দেবদেবী, ফিরিশতা, নবী, আহ্'বার এবং রুহ্বান প্রমুখ ধর্মপাল, সমষ্টিগতভাবে তাহাদিগকে কু'রআনে اربابا من دون الله (৩ : ৬৩) অথবা ارباب متفرقون (১২ : ৩৯)-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ক্রীতদাস যেন তাহার মালিককে ربى শব্দের পরিবর্তে سيدى শব্দের ব্যবহারে সম্বোধন করে, হ'াদীছে' এই উপদেশ পাওয়া যায় (মুসলিম, আলফাজ' মিনা'ল-আদাব, ১৪-১৫)।

কু'রআনে আল্লাহ্ নিজের সম্বন্ধে সম্বন্ধপদে রব্ব্ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, যথা : রাব্বু'ল-'আলামীন, রাব্বু'স-সামাওয়াতি ওয়া'ল-আরদ', রাব্বু'ল-মাশ্রিক'ায়ন ওয়া রাব্বু'ল-মাগ'রিবায়ন, রাব্বু'শ-'শি'রা, রাব্বু'ন-নাস্, রাব্বুকুমা (মানুষ এবং জিন্ন উভয় জাতির রব্ব্), রাব্বুকুম ইত্যাদি। কিন্তু কোন মনোনীত বিশেষ মানবগোষ্ঠীর যথাঃ ইসমা'ঈল গোত্রীয়দের রব্ব্—এইরূপ আখ্যায় নিজকে আখ্যায়িত করেন নাই (বাইবেলের God of Israel-এর সহিত তুলনীয়)। অবশ্য বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ বাচনভঙ্গীরূপে নিজেকে রাব্বুকা বা রাব্বি মূসা ওয়া হারূন ইত্যাদিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌র প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত অর্থে কু'রআন الربانيون (৩ : ৭৮, ৫ : ৪৪) এবং الربيون (৩ : ১৪৫) এই দুই পদের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, কিন্তু একই ধাতু হইতে উদ্ভূত হইলেও ربوبية এবং ربانية পদদ্বয়ের ব্যবহার দেখা যায় না। ব্যবহারাধিক্যের বিবেচনায় কু'রআনে الله শব্দের পরেই رب-এর স্থান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আরবী অভিধানসমূহ; (২) দা.মা.ই., লাহোর ১৯৭৩ খৃ., ১০খ, ১৭০।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

রামাদ'ান (رمضان) মুসলিম বর্ষপঞ্জীর নবম মাসের নাম। শব্দটির মূল ধাতু ر-م-ض এবং ইহার অর্থ গ্রীষ্মের উত্তাপ। ইহা হইতে অনুমিত হয় কোন্ ঋতুতে মাসটির আবির্ভাব হইয়াছিল—যখন প্রাচীন 'আরবগণ তাহাদের কাল গণনাকে সৌর বৎসরের সঙ্গে সমন্বিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল।

কু'রআনে কেবলমাত্র রামাদ'ান মাসের উল্লেখ আছে (সূরা : ২ : ১৮৫)। "রামাদ'ান মাসই (সেই মাস) যাহাতে কু'রআন নাযিল হইয়াছিল" এই আয়াতেই রামাদ'ানের রোযা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

রামাদ'ানের সিয়ামের নিয়ম-কানূন 'স'াওম' প্রবন্ধে উক্ত আছে (তারাবীহ' তু.)। এই মাসের কয়েকটি দিন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। আল-বিরূনী এবং আরো অনেকে বলেন : রামাদ'ান মাসের ছয় তারিখ 'আলী (রা)-র শহীদ পুত্র হু'সায়ন (রা)-এর জন্ম দিন, দশ তারিখ খাদীজা (রা)-এর মৃত্যু দিবস, সতের তারিখ বদ্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, উনিশ তারিখ মক্কা বিজয়ের দিন, একুশ তারিখ 'আলী (রা) এবং শি'আঃ সম্প্রদায়ের ইমাম 'আলী আর-রিদ'া'(রহ)-র মৃত্যুর দিবস; বাইশ তারিখ 'আলী (রা)-র জন্ম দিন এবং সাতাশ তারিখের রাত্রি লায়লাতু'ল-ক'াদ্র (অন্য মতে তেইশ রামাদ'ান, দ্র. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, শেষ নবীর সন্ধানে, পৃ. ৩২, ৫২১)। ক'াদ্র রাত্রির কথা সূরাঃ 'ক'াদ্র' (৯৭)-এ উল্লিখিত হইয়াছে। এই সূরাঃ-তে উক্ত হইয়াছে যে, এই রাত্রিটি এক হাযার মাস হইতেও উত্তম, ফিরিশতাগণ এই রাত্রিতে অবতীর্ণ হন, ঊষার রক্তরাগ পূর্বাকাশে প্রতিভাত হইবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা রাহ্'মাতধারা বর্ষণ করেন এবং এই রাত্রিতেই কু'রআন নাযিল হওয়া আরম্ভ হয়। এই রাত্রিটি স্পষ্টত কু'রআন নাযিল হইবার দরুন বারাকাতপূর্ণ রাত্রি বলিয়া অভিহিত (৪৪ : ৩)। তবে ২৭ তারিখের রাত্রিটি কু'রআন নাযিলের ব্যাপারে অবিসংবাদিতরূপে নির্ধারিত নহে। সেইজন্য হ'াদীছে'র নির্দেশানুযায়ী ধর্মানুরাগী ব্যক্তিগণ রামাদ'ান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে ২১, ২৩ ইত্যাদি বেজোড় রাত্রিগুলির বেশীর ভাগ বিভিন্ন 'ইবাদাতে অতিবাহিত করেন, কারণ এই রাত্রিগুলির কোন একটি রাত্রি অবশ্যই লায়লাতু'ল-ক'াদ্র (তু. ই'তিকাফ) হইবে।

এই স'াওমের সমাপ্তি ঘটে 'ঈদের মাধ্যমে (দ্র. 'ঈদু'ল-ফিত্'র)। সিয়াম-এর উদ্দেশ্যে যে সংযম শিক্ষা তাহা কু'রআন ও হ'াদীছ' হইতে স্পষ্ট বোধ হয়। "যাঁহারা ঈমান আনিয়াছ, তোমাদের জন্য সি'য়াম বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তিগণের জন্য করা হইয়াছিল, যেন তোমরা পাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পার" (২ : ১৪৩)। "স'াওম ঢালস্বরূপ" (বুখারী ও মুসলিম)। "যে ব্যক্তি মিথ্যা বাক্য ও মিথ্যা আচরণ ত্যাগ না করে, তাহার পানাহার ত্যাগে আল্লাহ্‌র কোনই প্রয়োজন নাই" (বুখারী)। "যে দিন কেহ রোযা রাখে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে কিংবা মূর্খের ন্যায় আচরণ না করে। অনন্তর যদি কেহ তাহাকে গালি দেয় কিংবা তাহার সহিত মারামারি করিতে আসে সে যেন বলে : আমি তো রোযাদার, আমি তো রোযাদার" (বুখারী ও মুসলিম, দ্র. ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অমিয় বাণী শতক)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Wellhausen, Reste[3], p. 97; (২) আল-বীরূনী, আছ'ার, ed. Sachau, p. 60, 32[5], 331 প.; (৩) Snouck Hurgronje, Mekka, ii; (৪) ঐ লেখক, The Achehnese, i; Lane, Manners and Customs, chap. 25; (৫) Mehmed Tevfiq, Ein Jahr in Konstantinopel,

List>

4. Die Ramazan-Nachte, tr. by Th. Menzel. (TB. iii. 1905) ;(৬) Wensinck, Arabic New-Year, in Verh. Ak. Amst., NS., xxv. 2 ; (৭) ঐ লেখক, The Muslim Creed, p. 219 প. ; (৮) Pijper, Fragmenta Islamica ; (৯) Littmann, Uber die Ehrennamen etc., in Isl., viii. 228 প., (১০) দা.মা.ই., লাহোর, ১৯৭৩ খৃ., ১০খ, ৩৪৭।

M. Plessner (S. E. I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

রাতিব (راتب) ঃ ব. ব. রাওয়াতিব, ইহার অর্থ নির্ধারিত কর্ম, দেয় বা প্রাপ্য, যথা ঃ পেনশান বা মাসোহারা। নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণে অনুষ্ঠানের জন্য যে নাফ্ল 'ইবাদাত নিরূপিত হয় তাহাকেও রাতিব বলা হয়। যথা ঃ একাকী বা সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত কোন যি'ক্র। ইন্দোনেশিয়ায় এই শব্দটির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই শব্দটি কু'রআনে পাওয়া যায় না। পারিভাষিক শব্দরূপে হা'দীছে'ও ইহার ব্যবহার নাই। আচীন (Atchin)-এ অনুষ্ঠিত রাওয়াতিব সম্পর্কে Snouck Hurgronje বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) C. Snouck Hurgronje, De Atjehers, Batavia--Leyden 1893—1894, ii. 220 প. ; (২) English transl. by O' Sullivan, The Achehnese, Leyden 1906, ii. 216 প.।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/আ. কা. মু. আদমুদ্দীন

রাফিদ'ী (رافضى), ব. ব. রাফিদ'াঃ অথবা রাওয়াফিদ', শী'আদিগের (দ্র.) অন্যতম আখ্যাস্বরূপ ব্যবহৃত। যাঁহারা আবূ বাক্র ও 'উমার (রা)-এর ইমামাত বা খিলাফাত অস্বীকার করিয়াছেন (رفض), তাঁহাদিগকে আল-আশ'আরী (মাকা'লাতু'ল-ইসলামিয়্যীন, সম্পা. Ritter, পৃ. ১৬, ৫৪, ৫৫) এই আখ্যা দিয়াছেন। তিনি শী'আদের প্রধান তিনটি দলের অন্যতম দল হিসাবে, গু'লাত (দ্র. গ'ালী) ও যায়দীদের পাশাপাশি রাফিদ'ীগণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে আর-রাফিদ'াঃ ইমামিয়্যাদের অপর একটি নামমাত্র। ত'াবারীতে (২ ঃ ১৬৯৯) আবূ মিখ্নাফের একটি বর্ণনার কথা Van Arendonk (De opkomst van het Zaidietische Imamaat in Yemen, Leiden ১৯১৯ খৃ., পৃ. ২৮) উল্লেখ করিয়াছেন, সেই বর্ণনা মতে কূফায় শী'আদিগকে রাফিদ'াঃ বলা হইত, কারণ যখন আবূ বাক্র (রা) ও 'উমার (রা)-এর উপর যায়দ ইব্ন 'আলী অভিসম্পাত উচ্চারণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন তখন তাঁহারাও যায়দকে বর্জন করিলেন (رفض) । সম্ভবত ইহা রাফিদ'ীদের বিরুদ্ধে প্রাচীন কূটতর্কের অন্যতম কৌশল বিশেষ। আসলে রাফদ্'শ-শায়খায়ন (رفض الشيخين) অর্থাৎ আবূ বাক্র ও 'উমার (রা)-এর ইমামাতের অস্বীকৃতিই তাহাদের দলগত বৈশিষ্ট্য। আল-মালাত'ী (কিতাবু'ত-তান্বীহ ওয়া'র-রাদ্দ 'আলা আহ্লি'ল-আহওয়া' ওয়া'ল-বিদ', সম্পা. Dedering, Bibliotheca Islamica, ৯খ., ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ১৪) অনুরূপভাবে ইমামিয়্যাদের ন্যায় রাফিদ'ীদিগকেও একই আখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু যায়দীদিগকে তিনি তাঁহাদের অষ্টাদশ উপ-বিভাগের শেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. Snouck Hurgronje, Mekka 1 ঃ 33 প.)। 'আবদু'ল-কা'াহির আল-বাগ'দাদীও রাফিদ'ীদের সহিত যায়দিয়্যাঃ,ইমামিয়্যাঃ, কায়সানিয়্যাঃ ও গু'লাতদিগকেও একই পর্যায়ভুক্তরূপে গণ্য করিয়াছেন (কিতাবু'ল-ফারক' বায়না'ল-ফিরাক', সম্পা. মুহ'াম্মাদ বাদ্র, কায়রো ১৩২৮/১৯১০, পৃ. ১৫)। শেষোক্ত গ্রন্থকারের মতে 'আবদু-ল্লাহ ইব্ন সাবা'-র অনুসারী সাবাঈয়্যাঃ-গণ ছিলেন প্রথম রাফিদ'ী। এই সমস্ত আলোচনা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, রাফিদ'ী শী'আদের প্রতি প্রযোজ্য একটি সাধারণ অপনাম (তু. আল-মাক্'দিসী, পৃ. ১২৬ infra. খুয্' হায'া'র-রাফিদি'য়্যাঃ) এবং কখনই অনন্যভাবে শী'আদের কোন একটি বিশেষ দলের প্রতি প্রয়োগ করা হয় নাই।

J. H. Kramers (S.E.I.)/কাজী রফীকুল হক

রাবি'আ বাস'রী (رابعة العدوية) ঃ রাবি'আঃ আল-'আদাবিয়্যাঃ) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সূ'ফী এবং দরবেশ মহিলা ; ক'ায়স ইব্ন 'আদী গোত্রের আল-'আতীক' সম্প্রদায়ের একজন ক্রীত-দাসী ; এইজন্য ক'ায়সিয়্যাঃ নামে অভিহিতা এবং পরে স্বাধীনতা-প্রাপ্তা। তিনি ৯৫/৭১৩-৭১৪ অথবা ৯৯/৭১৭-তে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫/৮০১ সনে বসরা নগরীতে ইন্তিকাল করেন। বসরাতেই তাঁহার সমাধি। তাঁহার রচিত এবং লিপিবদ্ধ কয়েকটি কবিতা পাওয়া যায়। সূ'ফী লেখক এবং আওলিয়া'দের জীবনচরিত রচয়িতাগণ তাঁহাদের লেখায় রাবি'আ বাস'রী (র)-এর উল্লেখ এবং উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম দরিদ্র পরিবারে। বাল্যকালে তিনি অপহৃতা এবং ক্রীতদাসীরূপে বিক্রিত হন। স্বীয় চরিত্রের পবিত্রতাবলে তিনি স্বাধীনতা লাভ করেন। তিনি কুমারী জীবন অবলম্বন করিয়া নির্জন বাস করিতে থাকেন। প্রথমে তিনি মরু অঞ্চলে বাস করেন এবং পরে বসরা গমন করেন। বসরায় শাগরিদ ও সহচরগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত। তাঁহারা আসিতেন তাঁহার উপদেশ বা দু'আ' লাভ করিবার এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যে। যাঁহারা তাঁহার নিকট আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন মালিক ইব্ন দীনার, দরবেশ রাবাহ' আল-ক'ায়স, হা'দীছ'বেত্তা সুফয়ান আছ্'-ছ'াওরী এবং সূ'ফী শাক'ীক' আল-বাল্খী। তিনি অত্যন্ত কঠোর সাধনায় রতা এবং সংসার বিরাগিণী ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তিনি কেন বন্ধুদের সাহায্য চান না। উত্তরে তিনি বলেন, "পৃথিবীর সম্পদের যিনি মালিক তাঁহার নিকট পার্থিব সম্পদ যাচঞা করিতে আমার লজ্জাবোধ হয়। এমতাবস্থায় এই সম্পদের উপর যাহাদের কোন কর্তৃত্ব নাই, তাহাদের নিকট উহা কিরূপে কামনা করি ?" অপর এক সুহৃদকে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ "আল্লাহ কি দরিদ্রজনকে ভুলিয়া যাইবেন যেহেতু তাহারা দরিদ্র, আর ধনবানদিগকে স্মরণ রাখিবেন যেহেতু তাহারা ধনী ? তিনি আমার অবস্থা সম্যকভাবে জানেন ; সুতরাং তাঁহাকে কি স্মরণ করাইব ? তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন আমাদেরও সেইরূপ ইচ্ছা করা উচিত।" অন্যান্য মুসলিম দরবেশের মত তাঁহার প্রতিও বহু অলৌকিক ব্যাপার আরোপিত হইয়াছে। তাঁহাকে অনশন হইতে বাঁচাইবার জন্য এবং তাঁহার মেহমানদের আপ্যায়নের জন্য অলৌকিকভাবে খাদ্য সরবরাহ হইত। একবার হা'জ্জের সময় তাঁহার মৃত উটটি তাঁহার ব্যবহারের জন্য পুনরায় জীবন লাভ করে। আলোকের যে আভা তাঁহার চতুষ্পার্শে ফুটিয়া উঠিত তাহাতে প্রদীপের অভাব মিটিয়া যাইত। বর্ণিত আছে যে, তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি বন্ধুদিগকে সরিয়া যাইতে অনুরোধ করেন, যাহাতে সুমহান আল্লাহর দূতগণের আগমন পথ উন্মুক্ত হয়। বাহির হইয়া যাইবার কালে তাঁহারা শুনিলেন যে, তিনি কালিমাঃ উচ্চারণ

করিতেছেন এবং তদুত্তরে ধ্বনিত হইল : "হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার প্রভুর নিকট প্রত্যাগমন কর, সন্তুষ্ট চিত্তে এবং সন্তোষভাজন হইয়া। অতঃপর তুমি আমার বান্দাগণের মধ্যে শামিল হও এবং আমার বিহিশতে প্রবেশ কর" (সূরাঃ ৮৯ : ২৭—৩০)। তাঁহার মৃত্যুর পর কেহ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "মুন্‌কার-নাকীর যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন "কে তোমার প্রভু?" তখন তিনি কি প্রকারে তাঁহাদের হাত হইতে রেহাই পাইলেন?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন : "আমি বলিলাম, তোমরা ফিরিয়া যাইয়া তোমাদের প্রভুকে বল, তোমার হাযার হাযার সৃষ্ট জীব থাকা সত্ত্বেও তুমি একটি বৃদ্ধা অবলা নারীকে ভুলিতে পার নাই; আর বিশ্ব জগতে একমাত্র তুমিই ছিলে যাহার প্রভু এবং যে তোমাকে মুহূর্তকাল ভুলিয়া থাকিতে পারে নাই অথচ আজ তুমি সেই আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছ কে তোমার প্রভু?

রাবি'আ বাস'রী (র)-র যেই সকল মুনাজাত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি, যাহা তিনি নীরব-নিশীথে ছাদে গিয়া নিবেদন করিতেন তাহা নিম্নরূপ : "হে আমার প্রভু! আসমানের বুকে যখন তারকার মালা, মানবের আঁখি যখন মুদ্রিত, রাজবাড়ীর প্রাসাদ-দ্বার যখন রুদ্ধ, প্রত্যেক প্রেমিক যখন তাহার প্রেমিকার সহিত নির্জন মিলনে তুষ্ট, এহেন রজনীতে, হে আমার অন্তর্যামী! আমি একাকিনী তোমারই সকাশে।" তাঁহার আর একটি দু'আ' এইরূপ : "হে আমার প্রভু! যদি কভু আমি জাহান্নামের জ্বালার ভয়ে তোমাকে ডাকি তবে তুমি আমাকে সেই জাহান্নামে জ্বালাইও; যদি কভু তোমার জান্নাতের আশায় তোমাকে স্মরণ করি তবে সেই জান্নাত হইতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিও; আর তোমারই প্রেমে যদি তোমায় ডাকি তাহা হইলে তোমার অনন্ত জ্যোতি হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।" সূ'ফী পথে যাত্রার সূচনা যে তাওবাঃ, সেই বিষয়ে তিনি বলেন : "মানুষ কিরূপে তাওবাঃ করিবে যদি আল্লাহ তাহার অন্তঃকরণে অনুতাপের বীজ উপ্ত না করেন এবং তাহাকে সাদরে গ্রহণ না করেন? তিনি তোমার দিকে মুখ ফিরাইলে তুমিও তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতে পারিবে।" তিনি বলেন : "বান্দার হৃদয়ে আল্লাহ্ যে কৃতজ্ঞতার উন্মেষ ঘটান উহার লক্ষ্য দান নহে।" বসন্ত সমাগমে সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করিবার জন্য বাহিরে আসিতে তাঁহাকে অনুরোধ করা হইলে তিনি বলেন : "বরং ভিতরে আসিয়া স্রষ্টাকে দেখ। স্রষ্টার ধ্যান আমাকে সৃষ্টির অনুধাবন হইতে বিমুক্ত করিয়াছে।" জান্নাঃ সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ধারণা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তরে বলেন : "প্রথমে প্রতিবেশী, তৎপরে গৃহ (জান্নাঃ) (الجار ثم الدار)।" এই উক্তির ব্যাখ্যায় ইমাম গ'াযালী (র) বলেন : "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ্‌কে উপলব্ধি করিতে পারে নাই সে পরকালে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না; যে ব্যক্তি তাঁহার সন্দর্শন সুখ এই পৃথিবীতে ভোগ করিতে পারে নাই সে পর-জগতে তাঁহার দর্শন-আনন্দে বঞ্চিত হইবে; যে ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুত্ব ইহকালে কামনা করিল না, সে পরকালে তাঁহার নিকট কোন আবেদন নিবেদন করিতে পারিবে না। যে বীজ বপন করে নাই সে কি প্রকারে ফললাভ করিবে?" (ইহ্'য়া', ৪র্থ, ২৬৯)। রাবি'আর উপদেশাবলীতে পারলৌকিকতা প্রকট। তিনি বলেন, "তিনি যে জগত হইতে আসিয়াছেন সেই জগতে ফিরিয়া যাইবেন। এই দুনিয়াতে তিনি দুঃখের জীবন যাপন করিয়া পরজগতের পাথেয় সঞ্চয় করেন।" এক ব্যক্তি তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া বিদ্রূপের সুরে বলেন, "যাহার মুখের বাণী এত হৃদয়গ্রাহী তিনি বিশ্রামাগার পরিচালনার পক্ষে যোগ্য ব্যক্তি।" রাবি'আ (র) প্রত্যুত্তরে বলেন, "আমি নিজে একটি বিশ্রামাগারই তো চালাইতেছি। যাহা কিছু আমার মনের ভিতরে, তাহাকে আমি বাহির হইতে দেই না, আর যাহা বাহিরের, তাহাকে ভিতরে আসিতে দেই না। কে ভিতরে আসে, কে বাহিরে যায়, সেইজন্য আমার কোন ভাবনা নাই; আমি ভাবি আমার হৃদয়ের ভাবনা, মাটির কায়ার ভাবনা আমার মনে স্থান পায় না।" তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইল, তিনি কিরূপে দরবেশের পর্যায়ে উপনীত হইলেন। তিনি জওয়াবে বলেন : "আমার যাহাতে কোন প্রয়োজন নাই তাহা আমি সর্ব প্রযত্নে পরিহার করিয়াছি আর চিরসত্য সেই মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করিয়াছি।"

মরমী প্রেমের (মুহ'াব্বাঃ) দীক্ষা দানের এবং আল্লাহ্‌র সাহচর্য সাধনার (উন্‌স্) মাধ্যমে তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বলিতেন, "প্রত্যেক খাঁটি প্রেমিক তাহার প্রেমাস্পদের অন্তরঙ্গতা অর্জনের প্রয়াসী" এবং তিনি আবৃত্তি করিতেন :

> "তোমাকেই করেছি আমি হৃদয়ের সহচর, তাহাদের জন্য আমার দেহটি রহিল, যাহারা তাহার সঙ্গ কামনা করে। আমার এই তনু তাহার অতিথিদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কিন্তু আমার আত্মার অতিথিই আমার অন্তঃকরণের প্রেমাস্পদ।"
>
> (ইহ্'য়া', ৪র্থ, পৃ. ৩৫৮, হ'াশিয়াঃ)।

নিঃস্বার্থ প্রেম এবং সেবা কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা তিনি প্রদর্শন করেন একবার এক হাতে অগ্নি এবং অন্য হাতে পানি লইয়া। তাঁহার এইরূপ কার্যের মর্ম বিশ্লেষণ করিতে বলিলে তিনি বলেন, "আমি জান্নাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে এবং জাহান্নামে পানি ঢালিতে যাইতেছি যেন যাহারা আল্লাহ্‌র পথে যাত্রা শুরু করিবে তাহাদের সম্মুখ হইতে (জান্নাত ও জাহান্নামের) উভয় পরদাই উন্মোচিত হয়, যাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য সুনিশ্চিত হয় এবং তাহারা যেন কেবল তাহাদের প্রভুর প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারে, অপর কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা বা বিপদের ভয় তাহাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে। বিহিশতের আশা এবং দোযখের ভয় না থাকিলে কি হইত? কেহই তাহার প্রভুর 'ইবাদাত করিত না অথবা তাঁহাকে মান্য করিত না" (আফলাকী, মানাকি'বু'ল-'আরিফীন, ইণ্ডিয়া অফিস, নং ১৬৭০, পত্র ১১৪ ক)। নবী কারীম (স')-এর প্রতি তাঁহার ভালবাসা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "তাঁহাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু স্রষ্টার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির প্রতি অনুরাগ হইতে আমাকে বিরত রাখে।" তিনি আরো বলেন, "আল্লাহ্‌র প্রেমে আমি এত মাশগুল যে, তিনি ছাড়া আর কাহারও ভালবাসার স্থান আমার হৃদয়ে নাই।" আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁহার কর্তব্য পালন এবং উহার পিছনে তাঁহার যে দুর্জয় অনুরাগ, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতে আমি আত্মনিয়োগ করিয়াছি, জাহান্নামের ভয়ে নহে। ভয়ের কারণে করিলে আমার মত এমন হতভাগিনী ভাড়াটিয়া দাসী আর কেহ থাকিত না। জান্নাতের আশায়ও নহে, কারণ যাহা আমাকে দেওয়া হইয়াছে এমন বস্তুর জন্য দাসত্ব করিলে আমি হইতাম এক অপদার্থ দাসী। শুধুমাত্র তাঁহার প্রেম ও সন্তোষের জন্য আমি তাঁহার সেবা করি। প্রেম দুই প্রকার, এক প্রকার প্রেম নিজস্ব লক্ষ্যের দিকে চলে; অন্য প্রকার প্রেম কেবল আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার মহিমা কামনা করে। এই দুই প্রকার প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার রচিত নিম্নরূপ কবিতা প্রসিদ্ধ এবং প্রায়শ উদ্ধৃত হইয়া থাকে, "আমি তোমাকে দুইভাবে ভাল-

বাসিয়াছি ঃ স্বার্থপরভাবে ভালবাসিয়াছি এবং এমনিভাবে যেমনটি তোমার যোগ্য। আমার স্বার্থ বিজড়িত প্রেমে তোমাতে পাই আনন্দ অথচ আমি তখন তোমাকে ছাড়া অন্য সব কিছুর প্রতি থাকি একেবারে অন্ধ। যে প্রেম সত্যি সত্যি তোমার যোগ্য, সেই প্রেমে তোমার-আমার মধ্যকার আবরণ উন্মোচিত হয় যেন আমি তোমার পানে তাকাই। যে ধারার প্রেমই হউক, এইরূপ বা সেইরূপ কোনটাতে আমার কিছু কৃতিত্ব নাই, উভয় ক্ষেত্রে সব প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য।"

মন্তব্য করিতে গিয়া গ'যালী (র) বলেন ঃ রাবি'আ (র) স্বার্থ প্রণোদিত প্রেম দ্বারা সেই প্রেমকে বুঝাইতে চহিয়াছেন যে প্রেমে তাঁহার অনুগ্রহ, করুণা এবং ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি লাভ হয়। আর আল্লাহ্র যোগ্য প্রেম তাহা, যাহা তাঁহার সৌন্দর্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের কারণে জন্মলাভ করে। শেষোক্ত প্রকার প্রেম উচ্চতর এবং সুন্দরতর (ইহ্'য়া', ৪র্থ, ২৬৭)। অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় রাবি'আ (র)-ও আল্লাহ্র সহিত মিলন (وصل) কামনা করেন। তাঁহার এক কবিতায় তিনি বলেন, "তোমার সহিত মিলনই আমার একমাত্র আশা, কেননা এই মিলনই আমার কামনা-আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য।" তিনি আরো বলেন, "আমি আমার সত্তা হারাইয়া বিলীয়মান হইয়াছি। আমি আল্লাহ্র সহিত একাত্ম হইয়াছি এবং আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই।"

আগের দিনের দরবেশগণ হইতে রাবি'আ (র) পৃথক ছিলেন, কারণ প্রাথমিক যুগের সূ'ফীগণ শুধু গৃহত্যাগী, নির্জনবাসী কিন্তু রাবি'আ (র) ছিলেন খাঁটি তত্ত্বপিপাসু, প্রেমাবেগে অনুপ্রাণিত, আল্লাহ্র সহিত একাত্ম মিলনে সচেতন। তিনিই সেই সকল সূ'ফীর অন্যতম যাঁহারা সর্বপ্রথম বিশুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব প্রচার করেন, নিঃস্বার্থ এবং শুধু আল্লাহ্র খাতিরেই তৎপ্রতি নিষ্কাম প্রেম শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা এই নিষ্কাম প্রেমের উপদেশের সংগে সর্বপ্রথম কাশ্ফ (كشف) তত্ত্বও প্রকাশ করেন তাঁহাদের মধ্যেও তিনি অন্যতম। কাশ্ফ বলিতে বুঝায় পর্দা উন্মোচন যাহাতে প্রেমিক তাঁহার প্রেমাস্পদের সুধা উপলব্ধি করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আত্ত'ার, তায'কিরাতু'ল-আওলিয়া', ed. Nicholson, ১খ, ৫৯ প.; (২) তাকি'য়্যা'দ-দীন আল-হি'স্'নী, সিয়ারু'স্'-স'ালিহ'াত, প্যারিস নং ২০৪২, পত্র ২৬ প.; (৩) M. Zihni, মাশাহীরু'ন্-নিসা', লাহোর ১৯০২ খৃ., পৃ. ২২৫; (৪) ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতু'ল্-আ'য়ান; (৫) আল-মুনাব'ী, আল-কাওয়াকিবু'দ্-দুর্রিয়্যাঃ, Br. Mus. Add. 23, 369, পত্র ৫০ প.; (৬) আশ-শা'রানী, আত'-ত'াবাক'াতু'ল্-কুব্রা, কায়রো ১২৯৯ হি., পৃ. ৫৬; (৭) জামী, নাফাহ'াতু'ল-উন্স, ed. Nassau-Less, পৃ. ৭১৬ প.—Chief references to teaching: (৮) আল-গ'াযালী, ইহ্'য়া', কায়রো ১২৭২ হি., ৪র্থ, ২৬৭, ২৬৯, ২৯১, ৩০৮, 2nd ed., ১৩৪০ হি., ২খ, ২১১; (৯) কালাবাায'ী, কিতাবু'ত-তা'আর্রুফ, ed. Arberry, Cairo 1934, p. 73, 121; (১০) আল-কু'শায়রী, রিসালাঃ, বুলাক' ১৮৬৭ খৃ., পৃ. ৮৬, ১৭৩, ১৯২; (১১) আল-মাক্কী, কূ'তু'ল্-কু'লূব, কায়রো ১৩১০ হি., ১খ, ১০৩, ১৫৬ প.; ২খ, ৪০, ৫৭ প.; (১২) Margaret Smith, Rabia the Mystic and her Fellow-saints in Islam, Cambridge 1928.

M. Smith (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

রাদা'আ (رضاع ،رضاع ،رضاعة) যথাক্রমে রিদ'া', 'রাদা'আ'ঃ) শব্দের অর্থ স্তন্য দান। পারিভাষিক অর্থ ঃ যে স্তন্য দানের কারণে দুগ্ধসম্পর্কের উদ্ভব এবং বিবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তাহাই রাদা'আ। অনুমিত হয় যে, দুগ্ধ সম্পর্কের ধারণা প্রাচীন 'আরবদের মধ্যে ছিল (তু. Robertson Smith, Kinship and Marriage in early Arabia, p. 176, 196, note 1)। কু'র-আনে যে সকল আত্মীয়ার সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দুগ্ধভগ্নীর উল্লেখ দেখা যায় (৪ ঃ ২৩)। প্রাচীন 'আরবে রক্ত সম্পর্কের দরুন শুধু মাতা ও ভগ্নীর সহিত বিবাহে বাধা ছিল (তু. Robertson Smith, পূ. গ্র.)। হ'াদীছে'র ব্যাখ্যায় দেখা যায়, রক্ত সম্পর্কের দরুন যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় দুগ্ধ-সম্পর্কের দরুনও তাহা নিষিদ্ধ অর্থাৎ অনুরূপ আত্মীয়তার ক্ষেত্রে বিবাহ হ'ারাম (বুখারী, মিশকাত, কিতাবু'ল-মুহ'ার্রামাত দ্র.), যথা ঃ দুধ-ভায়ের কন্যার সহিত বিবাহ হ'ারাম। একই স্ত্রীলোকের স্তন্য পানের কারণে মুহ'াম্মাদ (স') ও তাঁহার পিতৃব্য হ'ামযাঃ (রা)-র মধ্যে দুগ্ধ-ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয় এবং এইজন্য তিনি হ'ামযাঃ (র)-র কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। একই ব্যক্তির দুই স্ত্রীর দুগ্ধ-পোষ্য সন্তানদের মধ্যে হ'াদীছ' অনুসারে বিবাহ নিষিদ্ধ; কারণ ইহারা দুগ্ধ-সম্পর্কে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা-ভগ্নীর তুল্য। অন্যপক্ষে দুধ-মাতার স্বামীর ভাই দুধ-সম্পর্কে সম্পর্কিত নহে। এই বিধান প্রসঙ্গে একটি হ'াদীছে' বিতর্ক লিপিবদ্ধ আছে (কান্যু'ল-'উম্মাল, ৩খ, নং ৩৯১১)। দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হইবার নিমিত্ত কি পরিমাণ স্তন্য পান আবশ্যক সে প্রশ্নে বহুদিন হইতে একটি মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন হ'াদীছে' উল্লেখ আছে, বিচ্ছিন্নভাবে দুগ্ধ-পোষ্যের স্তন্য পান বা দুই একবার স্তন্য পান করা দুধ-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যথেষ্ট হইবে না। কেহ কেহ বলেন, সাত-বারের কম স্তন্য পান করিলে দুগ্ধ-সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। ভিন্ন মতে শিশু দুগ্ধ-পানের পূর্ণ সময় পর্যন্ত দুধ পান করিলে দুধ-সম্পর্ক ঘটিবে। পক্ষান্তরে হ'াদীছে' উক্ত আছে, স্তন্যের পরিমাণ যাহাই হউক না কেন তাহাতে বিবাহ নিষিদ্ধ হইবে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে দুধ-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বয়স্কদিগকে দুগ্ধ-দানের অবৈধ প্রথাও প্রচলিত ছিল। হযরত (স')-এর উক্তিতে এই প্রথা বন্ধ হয়। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এই উক্তিটি হইল ঃ একমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে স্তন্যদান করা হয় তাহা হইতেই দুগ্ধ-সম্পর্কের উদ্ভব হয় (فانما الرضاعة من المجاعة। মিশ্কাত ঃ বাবু'ল-মুহ'ার্রামাত দ্র.), অর্থাৎ শৈশবে দুগ্ধ-দানই দুগ্ধ-সম্পর্কের সৃষ্টি করে। বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনাক্রমে কোন শিশুকে দুগ্ধ দান করিয়া বিবাহ সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টাও অবৈধ (কান্যু'ল-'উম্মাল, নং ৩৮৮৫)। আরও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রসঙ্গে মতানৈক্য দেখা যায় যাহার মীমাংসা হ'াদীছে' সম্যক পাওয়া যায় না বলিয়া উহা পরবর্তী যুগে বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল। বিষয়টি হইল কোন্ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দুগ্ধ পান করিলে দুধ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়? কোন কোন স্থানে উল্লেখ আছে শিশুর দুধ ছাড়ার সময় পর্যন্ত; কোন স্থলে সমগ্র শৈশবকাল যাহার কোন সময়সীমা নির্ধারিত হয় নাই; কোন ক্ষেত্রে স্তন্যদানের জন্য নির্দিষ্ট সময় দুই বা আড়াই বৎসর। দুই বৎসরের সমর্থনে সূরাঃ ২ ঃ ২৩৩ আয়াত উদ্ধৃত করা হইয়াছে ঃ "মায়েরা শিশুগণকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য দান করিবে যদি তাহারা (ত'ালাক'প্রাপ্তা স্ত্রী ও তাহার স্বামী) ঐকমত্যে স্তন্যদানের সময়কে পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হয়।" পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্র. আশ-শাওকানী, পৃ. ১২০।

সুন্নী চার মায্'হাবের ফাক'ীহগণ একমত যে, দুধসম্পর্ক স্থাপিত হয় এক পক্ষে পুরুষ এবং তাহার সন্তান-সন্ততি আর অন্য পক্ষে ধাত্রীমাতা

তাহার দুগ্ধ-সম্পর্কিত এবং রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে কিন্তু কোন পুরুষের সহিত তাহার দুধভাই বা তাহার ঊর্ধ্বতন পুরুষ বা পার্শ্ব-আত্মীয়গণের দুধ-সম্পর্ক থাকে না ; তদ্রূপ দুধমাতার সহিত তাহার দুগ্ধ-পালিত শিশুর ঊর্ধ্বতন পুরুষ বা পার্শ্ব-আত্মীয়ের সহিত দুধ-সম্পর্ক হয় না। হ'নাফী বা মালিকীগণ স্তন্য দানের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্বল্পতম সময় নিরূপণ করেন নাই কিন্তু শাফি'ঈগণ কমপক্ষে পাঁচবার স্তন্য পান নির্ধারণ করেন। স্তন্য দানের সময়সীমা মালিকী (যদি পূর্বেই দুগ্ধ পান ছাড়াইয়া না দেওয়া হয়), শাফি'ঈ এবং হ'াম্বালীদের মতে দুই বৎসর এবং হ'নাফীদের মতে ২½ বৎসর ; জ'াহিরীগণের মতে বয়স্ককে স্তন্যদানও দুগ্ধ-সম্পর্ক সৃষ্টি করে। দুগ্ধ-সম্পর্ক প্রমাণের জন্য শাফি'ঈ (র)-র মতে চারিজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যের প্রয়োজন, ইমাম মালিক (র)-এর মতে দুইজনের সাক্ষ্য যথেষ্ট যদি স্তন্য দান সম্বন্ধে বহু লোক অবহিত থাকে এবং হ'নাফীদের মতে একজন মাত্র স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য প্রয়োজন। কোন কোন ফাক'ীহের মতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য দ্বারা দুগ্ধ-সম্পর্ক প্রমাণিত হইবে (দ্র. শাওকানী, নায়লু'ল-আওত'ার, কায়রো ১৩৪৫ হি., ৭খ, ১১৩ প.)। মক্কার ধনী লোকেরা জাহিলী যুগ হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত সন্তান প্রতিপালনের জন্য বেদুঈন ধাত্রী নিয়োগ প্রথা প্রচলিত রাখিয়াছেন (তু. Lammens, La Mecque a la veille de l'hegire, p. 101)। ইসলামী যুগের গোড়ার দিকের সাধারণ প্রথা অনুসারে খোরাক ও পোশাকের বিনিময়ে ধাত্রী নিযুক্ত করার নিয়মটি সমাজ-ব্যবস্থায় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল যদিও এই ব্যবস্থা শারী'আতের বিধান নহে। একটি হ'াদীছে' দুধ-মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপায়রূপে তাহাকে একটি পুরুষ বা নারী ক্রীতদাস বা দাসী দান করার সুপারিশ রহিয়াছে। ত'ালাকে'র দরুন বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পর ত'ালাক'প্রাপ্তা স্ত্রী কর্তৃক অথবা খোরপোষের এবং নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিযুক্ত ধাত্রী কর্তৃক কিভাবে শিশুকে স্তন্য দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কু'রআনের সূরাঃ ২ : ২৩৩ আয়াতে তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) তাফসীর গ্রন্থসমূহে ২ : ২৩৩ আয়াতের ভাষ্য ; (২) ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে আর-রাদ'া'আঃ অধ্যায় ; (৩) Wensinck, Handbook, দ্র. Nursing ; (৪) Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, p. 219 ; (৫) ঐ লেখক, Handleiding[3], p. 185 ; (৬) Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, p. 161 ; ইমামীদের জন্যঃ (৭) Querry, Droit musulman. i. 657 প.।

J. Schacht (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

আর-রাযী (الرازی) ফাখরু'দ-দীন আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উমার ইব্নি'ল-হ'সায়ন, বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ও ধর্মীয় দার্শনিক। তিনি ৫৪৩ অথবা ৫৪৪/১১৪৯ সনে আর-রা'য়-এ জন্মগ্রহণ করেন। সেইখানে তাঁহার পিতা দি'য়াউ'দ-দীন 'উমার খাত'ীব (সুবকীতে তাঁহার জীবনী, ত'াবাক'াত, ৪খ, ২৮৫) ছিলেন। এই কারণে পুত্রকেও "ইব্ন খাত'ীবি'র-রা'য়" বলা হয়। স্বীয় শহর রা'য় ও মারাগ'াতে সুযোগ্য অধ্যাপকদের নিকট অধ্যয়ন করিয়া তিনি শাফি'ঈ ও আশ'আরী মতের প্রবক্তা হিসাব কাজ করেন। তিনি মু'তাযিলাঃ মতবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য খাওয়ারিযম গমন করেন, সেখানে এই মতবাদ প্রবল ছিল কিন্তু পরে তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং বুখারা ও সামারক'ান্দে গমন করেন। আনুমানিক ৫৮২/১১৮৫ সনে তিনি গ'াযনাঃ ও পাঞ্জাবে চাকুরী করেন এবং অবশেষে গে'ারী সুলত'ানগণ ও খাওয়ারিযম শাহ 'আলাউ'দ-দীনের আশ্রয়ে তিনি হিরাত-এ অবস্থান করেন। পরিণত বয়সে তিনি শেষোক্ত 'আলাউ'দ-দীনের রাজধানী জুরজানিয়্যাতেও (Tashkopruzade, মিফতাহ'স-সা'আদাঃ, হায়দরাবাদ ১৩২৯ হি., ১খ, ৪৪৭) কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহারই জন্য হিরাতে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শায়খু'ল-ইসলাম উপাধিপ্রাপ্ত যশস্বী জ্ঞানবিদ হিসাবে তিনি সেখানে বহু ছাত্রকে আকৃষ্ট করেন। অবশ্য তাঁহার শত্রুও ছিল অনেক। তাহাদের মধ্যে তাঁহার সহোদর ভাই রুকনু'দ-দীনও ছিলেন। ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন এই অভিযোগে কার্রামিয়্যাঃ-দের আক্রমণে ৫৮৫/১১৮৯ সনে তিনি সমূহ বিপদের সম্মুখীন হন। কথিত আছে যে, এই কার্রামিয়্যাঃ-দেরই প্ররোচনায় বিষ প্রয়োগে ৬০৬/১২০৯ সনে তিনি হিরাতে ইনতিকাল করেন। আর-রাযীর জীবন সাধনার গুরুত্বপূর্ণ অবদান হইতেছে দর্শন ও ধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা। এই ব্যাপারে তিনি অনন্যসাধারণ যুক্তিবাদের পরিচয় দিয়াছেন যাহা তাঁহার যুগের জ্ঞানিগণের অগম্য ছিল। জীবনের প্রথম ভাগে রচিত তাঁহার উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত গ্রন্থ শারহ''ল-ইশারাত (ইব্ন সীনার ভাষ্য) এবং আল-মাবাহি'ছু''ল-মাশ্‌রিকি'য়্যাঃ। এই লেখাগুলিতে তিনি পূর্ববর্তী দার্শনিকদের চিন্তা ও লেখাকে এমনভাবে অব্যাহত রাখেন যে, তাহাতে তিনি আল-ফারাবী ও আবূ বাক্র মুহ'াম্মাদ ইব্ন যাকারিয়্যা' আর-রাযী-এর গুণগ্রাহী-রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শারহ' সাক্'তি''য-যান্দ গ্রন্থখানি যাহা আবু'ল-'আলা আল-মা'আর্রীর সাক্'তু''য-যান্দ-এর ভাষ্য, কবি মা'আর্রীর প্রতি তাঁহার উচ্চ মনোভাবের প্রমাণ তাঁহার এই রচনা।

রাযী তৎকালীন পণ্ডিত ব্যক্তিদের যে বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা যেমন তাঁহার সুস্পষ্ট মতবাদের জন্য তেমনি তাঁহার উগ্র ব্যক্তিত্বের জন্যও বটে। এই বিষয়ের কিছু ধারণা তাঁহার কতকটা আত্মজীবনীমূলক রচনা 'মুনাজ'ারাতু'ল-'আল্লামাঃ ফাখ্‌রি'দ-দীন'-এ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে তিনি ট্রান্‌সঅক্সিয়ানার পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার সাক্ষাত ও আলোচনার বর্ণনা দিয়াছেন। ইহা খুবই সম্ভব যে, এই ব্যক্তিভিত্তিক রচনাটি তাঁহার সমসাময়িক-দের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁহার মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য রচিত। এই মূল্যবান গ্রন্থটির একটি মাত্র পাণ্ডুলিপি মিসরীয় গ্রন্থাগারে আছে, তু. P. Kraus, The "Controversies." of Fakhr al-Din Razi, in Islamic Culture ১২ (১৯৩৮ খৃ.), পৃ. ১৩১। বিশেষ-ভাবে 'মুনাজ'ারাত' গ্রন্থটিতে প্রতিভাত হয় যে, আর-রাযী অনেক ক্ষেত্রে আল-গ'াযালী (র)-র মতের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

তাঁহার পরবর্তীকালের রচনা 'কিতাব মুহ'াস্'স'াল আফকারি'ল-মুতাক'াদ্দিমীন ওয়া'ল-মুতাআখ্‌খিরীন' অধ্যাত্মবিদ্যার সংক্ষিপ্ত পুস্তক (সংক্ষিপ্ত অনুবাদ : M. Horten, Die philosophischen Ansichten von Razi und Tusi, Bonn 1912, and Die spekulative und positive Theologie des Islam und ihre Kritik durch Tusi, Leipzig 1912) এবং কু'রআনের বিখ্যাত তাফসীর মাফাতীহ''ল-গ'ায়ব

যাহাকে 'আত্-তাফসীরু'ল-কাবীর'ও বলা হয়। এই রচনাটি কেবল-মাত্র কু'রআনের মু'তাযিলী ব্যাখ্যার (যামাখ্শারী-কৃত আল-কাশশাফ-এ যাহার প্রকাশ) আশ্'আরী উত্তর নহে, বরং তাঁহার দার্শনিক মতবাদ প্রকাশের মাধ্যমও বটে। Goldziher (Isl. ১৯১২ খৃ.) প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, আর-রাযী কোন কোন ক্ষেত্রে মু'তাযিলী মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভাষ্য (তাফ্সীর কাবীর) অসমাপ্ত রাখিয়া যান। তাঁহার শিষ্য ও দামিশ্কের প্রধান ক'াদ'ী শামসু'দ-দীন আহ'মাদ ইব্‌ন খালীল আল-খুওয়ায়্যী (মৃ. ৬৩৯/১২৪২) এবং নাজ্মু'দ-দীন আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'ম্মাদ আল-ক'ামূলী (মৃ. ৭৭৭/১৩৭৫) এই তাফসীর সমাপ্ত করেন। এই গ্রন্থের বেশ কয়েকটি প্রাচ্য সংস্করণ আছে, যথা : বুলাক' ১২৭৮ হি., কায়রো ১৩০৮ হি., ইস্তাম্বুল ১২৭৮ হি. ; তু. R. P. Mc. Neile, An Index to the commentary of Fakhr al-Razi, লণ্ডন ১৯৩৩ খৃ.। ইহার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইল মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন আবি'ল-ক'াসিম আর-রাগ'ী (মৃ. ১৭০৭ হি.) রচিত 'আত্-তানব'ীর ফি'ত্-তাফসীর মুখতাস'ারু'ত-তাফসীরি'ল-কাবীর' নামক গ্রন্থ। আর-রাযীর অন্যান্য রচনার মধ্যে রহিয়াছে, মানাকি'বু'ল-ইমাম আশ্-শাফি'ঈ, ফিক্'হ বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ (যেমন, শাফি'ঈ উসূ'ল সম্পর্কীয় রচনা কিতাবু'ল-মাহ'সূ'ল), এবং জ্যোতিষশাস্ত্র, অলঙ্কার ও বিশ্বকোষ সম্পর্কীয়।

জীবনের শেষদিকে আর-রাযী প্রচারক হিসাবে অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি কালাম-এর তর্কশাস্ত্রীয় বিচার পদ্ধতির অকার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, একমাত্র কু'রআন পাঠের মধ্যেই তিনি পাইতেন সর্বোচ্চ সন্তোষ ও মানসিক শান্তি।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন আবী উস'ায়বি'আঃ, ইব্‌নু'ল-কি'ফ্‌ত'ী, ইব্‌ন খাল্লিকান, আস'-স'াফাদী, আয'-য'াহাবী ; (২) য়াকু'ত, আস-সুব্‌কী ও ইবনু'স-সা'ঈ—এই সকল গ্রন্থে জীবনচরিত পাওয়া যাইবে। তু. also Barhebraeus, মুখ্‌তাস'ারু'দ-দুওয়াল, পৃ. ৪১৯ ; (৩) I. Goldziher, Aus der Theologie des Fachr al-Din Razi, in Isl. iii. (1912), p. 213—47 ; (৪) do., Vorlesungen uber den Islam, 1910, Index দ্র. Fachr al-Din al-Razi ; (৫) do., die Richtungen der Muh. Koranauslegung, p. 123 ; (৬) Brockelmann, GAL, i. 666 প. ; (৭) Suppl. i. 920 প. ; (৮) T. J. de Boer, Geschichte der Philosophie in Islam.

J. H. Kramers (S.E.I.)/কাযী রফীকুল হক

রাসূল (رسول) 'আরবী শব্দ, ব. ব. رسل : রুসুল, দূত, প্রেরিত ব্যক্তি, প্রতিনিধি, বার্তাবাহক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধর্মীয় অর্থে আল্লাহ্‌র মনোনীত যে স্বাধীন পুরুষ আল্লাহ্‌র বাণীপ্রাপ্ত হন এবং তাহা মানব সমাজে প্রচারের (تبليغ বা بلاغ ৫ : ৬৭, ৯৯) দায়িত্ব বহন করেন তিনি রাসূল (নবী দ্র.)। যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র বার্তায় (وحى) বিশ্বাসী আত্মসমর্পণকারিগণকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, ইহলোকে শান্তি এবং পরলোকে অনন্ত সুখময় জীবনের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং যাহারা আল্লাহ্‌র বার্তা প্রত্যাখ্যান করে তাহাদিগকে ইহলোকে বিপর্যয় এবং পরলোকে কঠিন শাস্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেন, তাঁহাকে কু'রআনে সুসংবাদদাতা (مبشر) এবং সতর্ককারী (انذر) অথবা যথাক্রমে مبشر এবং منذر-রূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে (৪ : ১৬৫)। আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি মানুষ যাহাতে পথভ্রষ্ট না হয়, সেজন্য আল্লাহ্‌র রাহ'মাত-রূপে যুগে যুগে মানব সমাজে মানুষের শিক্ষক এবং আদর্শরূপে রাসূলগণের আবির্ভাব হইয়াছে। অন্যপক্ষে পরকালে মানুষ যাহাতে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কোন অজুহাত (حجة) দিতে না পারে, সেইজন্য منذرين অর্থাৎ সতর্ককারীরূপে রাসূল প্রেরিত হইয়াছে (৪ : ১৬৫)। পরকালে রাসূলগণ স্ব স্ব উম্মাতের কৃতকর্মের সাক্ষীরূপে আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হইবেন (৪ : ৪১, ৪৮ : ৮)।

প্রায় অভিন্ন অর্থে 'রাসূল' এবং 'নাবী' শব্দের ব্যবহার কু'র-আন মাজীদে দেখা যায়। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে যিনি কিতাব লাভ করেন এবং উন্নততর বা নূতন জীবন বিধান (শারী'আঃ) প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন তিনিই রাসূল (আবু'ল-মুনতাহার ভাষ্য ফিক্'হ আক্‌বার, ২খ, হায়দ্রাবাদ ১৩২১ হি., পৃ. ৪)। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক রাসূল নবীও বটেন কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নহেন। হ'াদীছে'র বর্ণনায় নবীদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, তন্মধ্যে তিনশত তের (বা পনর) জন রাসূল (মিশকাত, বাব বাদ্'উ'ল-খাল্‌ক' ওয়া যি'ক্‌রি'ল-আম্বিয়া')। কিন্তু এই প্রকারভেদ সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নহে। নবী এবং রাসূলের মধ্যে প্রভেদ করা হয় কেবল বিশেষ কোন তাত্ত্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে, সাধারণত প্রকারভেদ করা হয় না, যেমন নাসাফী তাঁহার 'আক'াইদ গ্রন্থে উভয়কে একই পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহ্‌র মনোনীত মানব (২২ : ৭৫); অতি-মানব, অবতার কিংবা রক্ত-সম্পর্ক-তুল্য কোন সম্পর্কে আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কিত ছিলেন না, বরং তাঁহাদের প্রায় সকলেই সংসারী মানুষের জীবন যাপন করিতেন (১৩ : ৩৮)। পার্থক্যের মধ্যে শুধু এই ছিল যে, তাঁহারা ওয়াহ্'য়ি (وحى)-র মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অতি উচ্চ মানবিক গুণসম্পন্ন (عباد مكرمون ২১ : ২৫-২৬) হইতেন। 'ঈসা, 'উযায়র ('আ) এবং অন্যান্য নবী সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র সন্তানত্বের দাবী কু'রআন দৃঢ়ভাবে নাকচ করিয়াছে, কারণ মানব রাসূলের অনুকরণ কমবেশী সকল মানুষের সাধ্যায়ত্ত, ফিরিশ্‌তা বা অলৌকিক রাসূলের অনুসরণ তাহাদের সাধ্যাতীত (১৭ : ৯৫)। অবশ্য ফিরিশতাদের সম্পর্কেও রাসূল শব্দের প্রয়োগ কু'রআনে (২২ : ৭৫) রহিয়াছে এই অর্থে যে, আল্লাহ তাহাদিগকে প্রেরণ করেন বিভিন্ন কাজে, যথা : আল্লাহ ফিরিশতাগণকে ওয়াহ্'য়ির বাহকরূপে রাসূলদের কাছে পাঠাইয়াছিলেন (১৬ : ২); ইব্‌রাহীম ('আ)-এর কাছে আসিয়াছিলেন একাধিক রাসূল ইসহ'াক' ('আ)-এর জন্মের সুসংবাদ দিবার জন্য (১১ : ৬৯) এবং তাঁহারাই লূত' ('আ)-এর ক'াওমকে ধ্বংস করিবার (১১ : ৭৬) জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। 'ঈসা ('আ)-এর জন্মের পূর্বাভাস দিবার জন্য যে ফিরিশতা মার্‌য়াম ('আ)-এর নিকট গিয়াছিলেন তাঁহাকে روحنا বলা হইয়াছে (১৯ : ১৭) এবং তিনি নিজের স্বরূপ বলিয়াছিলেন : انما انا رسول ربك (১৯ : ১৯) অর্থাৎ আমি আপনার প্রভুর রাসূল ছাড়া কেহ নহি। মানবের কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ করিবার জন্য (৮২ : ১০-১১, ১০ : ২১), জিহাদে মুসলিম বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধির জন্য (৩ : ১২৩, ১২৪ ইত্যাদি) ফিরিশ্‌তা মোতায়েন করার

List>

উল্লেখও দেখা যায়। কিন্তু সরাসরি মানব সাধারণের পথ প্রদর্শনের কাজে ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত হন নাই এবং সেই অর্থে ফিরিশ্‌তারা রাসূল নহেন। বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত এবং প্রেরিত হইয়াছেন বিধায় ফিরিশতাদের সম্বন্ধে ‘রাসূল’-এর প্রয়োগ হইয়াছে।

কু’রআনের বর্ণনায় দেখা যায় প্রতি ক’ওম ও উম্মাঃ (দ্র.)-এর (قوم বা امة) কাছে রাসূল প্রেরিত হইয়াছেন (১০ ঃ ৪৭, ৩৫ ঃ ২৪) এবং যাহাদের কাছে প্রেরিত সেই ক’ওমের ভাষায় তাঁহারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন (১৪ ঃ ৪)। সকল রাসূলের প্রচার ছিল একত্ববাদভিত্তিক (২১ ঃ ২৫ ; Mathew ৪ ঃ ১০) অথচ মানুষ বহু মতবাদ সৃষ্টি করিয়া মানব জাতির ঐক্য নষ্ট করিয়াছে (৪ ঃ ১৫০, ২১ ঃ ৯২-৯৩)। কু’রআনে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রত্যেক নবী হইতে আল্লাহ এই অঙ্গীকার (ميثاق) গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, পরবর্তীতে কোন রাসূল অনুরূপ বাণী লইয়া আগমন করিলে তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হইবে এবং তাঁহার প্রচারকার্যে সহায়তা করিতে হইবে (৩ ঃ ৮১) ; সুতরাং রাসূলগণ তাঁহাদের অনুসারিগণকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিতেন। বাইবেলেও ইহার সাক্ষ্য বিদ্যমান। যথা ঃ John, the Baptist বলেন ঃ “আমার পরে যিনি আসিবেন তিনি আমা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাবান হইবেন” (Mathew 3 ঃ 11)। Moses বলেন ঃ “তোমাদের প্রভু তোমাদের মধ্য হইতে আমার মত একজন Prophet সৃষ্টি করিবেন এবং তোমরা অবশ্যই তাঁহার কথায় মনোনিবেশ করিবে” (Deut. 18 ঃ 15)। যীশু বলেন, “এখনও তোমাদের কাছে আমার অনেক কিছু বলিবার রহিয়াছে কিন্তু তোমরা সে বোঝা বহন করিতে পারিবে না। যাহা হউক, যখন তিনি, the spirit of truth, আসিবেন তিনি তোমাদিগকে সকল সত্যের সন্ধান দিবেন” (John. 16 ঃ 12-14)। কু’রআনের বর্ণনায় ‘ঈসা (‘আ) ‘আহ্‌’মাদ’ নামক পরবর্তী রাসূলের আগমনের সুসংবাদ দিয়াছেন (৬১ ঃ ৬)। দেখা যায় আল্লাহ মানব জাতিকে সৎপথ দেখাইবার জন্য যুগে যুগে পর্যায়ক্রমে রাসূল প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং কু’রআনে বিশ্বাসিগণকে সমস্ত রাসূলের রিসালাত (رسالة)-এর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (২ ঃ ২৮৫, ৩ ঃ ৮৩, ৪ ঃ ১৫০)। কু’রআনের বহু আয়াতে দেখা যায়, ইস্‌রাঈল বংশীয়গণ রাসূলদের সহিত সম্পাদিত পরবর্তী রাসূলকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্পর্কীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে (২ ঃ ৮৩, ৫ ঃ ৭০ ইত্যাদি)। উদাহরণস্বরূপ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, য়াহূদীদের মধ্যকার একটি বিরাট সম্প্রদায় ‘ঈসা (‘আ)-কে স্বীকার করে নাই এবং য়াহূদী ও খৃস্টান উভয় সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মুহ’াম্মাদ (স’)-এর রিসালাত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ফলে তাওহ’ীদের পরিপন্থী বহু মতবাদের উদ্ভব হয় এবং মানব জাতির ঐক্য নষ্ট হয়।

প্রথমে বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাসরত বিভিন্ন ক’াওমের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রাসূল প্রেরিত হইয়াছিলেন। কু’রআনে বিশেষভাবে ক’াওম-নূহ’ ক’াওম-‘আাদ ও ছ’ামূদ, ক’াওম-ইবরাহীম ও লূত’, ক’াওম ফির‘আওন, বানূ-ইসরাঈল এবং তাহাদের নিকট প্রেরিত রাসূলদের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। বাইবেলের বর্ণনায়ও এই কথাটি অর্থাৎ অঞ্চল বা ক’াওমবিশেষে সীমাবদ্ধ রিসালাতের কথা সুস্পষ্ট ঃ “ইসরাঈল বংশীয় রাসূলগণ কেবল ইসরাঈলীদের নিকটই প্রেরিত হইয়াছিলেন।” যীশু বলিয়াছেন ঃ “আমি কেবল ইসরাঈল বংশের পথভ্রষ্ট মেষপাল (lost sheep) ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রেরিত হই নাই” (Mathew, 15 ঃ 25-26)। যীশু যখন তাঁহার বারজন apostle-কে প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “তোমরা Gentile-দের আবাস-ভূমির পথ ধরিও না, কোন Samaritan নগরে প্রবেশ করিও না ; বরং ইসরাঈল পরিবারের (house of Israel) পতিত মেষপালের দিকেই গমন করিও” (Mathew 10 ঃ 5-7)। কিন্তু Paul বলিতেছেন ঃ “For he (god) that wrought affectually in Peter to the apostleship of the cercumcision, the same was mighty in me toward the gentiles” (Epistle of Paul to the Galations—2 ঃ 8)। New English Bible (British & Foreign Bible Society, Second Impression, 1972, p. 907) গ্রন্থে ইহার অনুবাদ এইরূপ ঃ “For God whose action made Peter an apostle to the Jews, also made me and apostle to the Gentiles” অর্থাৎ যে God-এর নির্দেশে Peter (খাতনাকারী) য়াহূদীদের নিকট Gospel প্রচারের ভারপ্রাপ্ত apostle নিযুক্ত হইয়াছেন তিনিই আমাকে (অ-য়াহূদী) gentile-দের নিকট তাহা প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। স্পষ্টত যীশুর প্রচারক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকিলেও মনে হয় God-এর নাম করিয়া Paul তাঁহাকে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বশেষ রাসূল মুহ’াম্মাদ (স’)-এর রিসালাত কোন অঞ্চল বা ক’াওম বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রথমদিকে তাঁহার প্রচারের ক্ষেত্র স্বভাবতই মক্কা (উম্মু’ল-কু’রাা) এবং সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীরাই (و من حولها) (৬ ঃ ৯৩) ছিল, যাহাদের নিকট মুহ’াম্মাদ (স’)-এর পূর্বে কোন্ সতর্কবাণী প্রচারক আসেন নাই (২৮ ঃ ৪৬, ৩২ ঃ ৩, ৩৪ ঃ ৪৪) ; কিন্তু তিনি যে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত রাসূল এই ঘোষণাবাণী কেবল মদীনায় অবতীর্ণ সূরাঃগুলিতে নহে ; বরং মক্কায় অবতীর্ণ একাধিক সূরায়ও দৃষ্ট হয় (২১ ঃ ১০৭, ২৫ ঃ ১)। ঐতিহাসিক কারণে হ’দায়বিয়্যাঃর সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁহার প্রচারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুযোগ লাভ করেন নাই, হ’দায়বিয়্যাঃর সন্ধির অব্যবহিত পরেই মুহ’াম্মাদ (স’)-এর দূতগণ রোমরাজ, পারস্য সম্রাট, আবিসিনিয়া এবং মিসর অধিপতিদের দরবারে ইসলামের আহ্বান লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই আহ্বান শুধু রাজন্যবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রজাদের দায়িত্বও তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল।

কু’রআনে সকল নবী ও রাসূলের নাম উল্লিখিত হয় নাই (৪ ঃ ১৪৬) ; হযরত আদাম (‘আ) হইতে মুহ’াম্মাদ (স’) পর্যন্ত কেবল পঁচিশজনের নাম দেখা যায়। মুসলিম ‘আলিমদের মতে নূহ’ (‘আ) সর্বপ্রথম বিধানদাতা বা শারী‘আঃ প্রবর্তনকারী রাসূল ছিলেন। ইতঃপূর্বে হযরত আদাম (‘আ) এবং তাঁহার পুত্রগণ এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস, আখিরাতে বিশ্বাস এবং জীবন ও জীবিকা অর্জন সম্পর্কে সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত রকমের অনুশাসন লাভ করিয়াছিলেন। কু’রআনে বর্ণিত রাসূলদের উপাখ্যানে দেখা যায়, নূহ’ (‘আ) হইতে মুহ’াম্মাদ (স’) পর্যন্ত সমস্ত রাসূল কঠোর সংগ্রামী প্রচার জীবন যাপন করিয়াছিলেন। হযরত যাকারিয়্যা ও য়াহ্‌’য়া (‘আ)-কে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করিতে গিয়া বিরুদ্ধবাদী মুশ্‌রিকদের হাতে শহীদ (2 ঃ 87, Mathew 23, 29, 36) হইয়াছিল, ইস্‌রাঈল

(‘আ) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন ইত্যাদি। কু'রআানে কখনও সংক্ষেপে, কখনও অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে, প্রয়োজনবোধে এবং উপলক্ষভেদে একাধিকবার উপরিউক্ত রাসূলগণের প্রচারের উপাখ্যান বর্ণনার প্রধান উদ্দেশ্য : (ক) মানব জাতির সামনে রাসূলদের উন্নত ও নিষ্কলুষ চরিত্র, তাঁহাদের অনাড়ম্বর এবং মানব-প্রেমে নিবেদিত প্রাণ, মানুষের কল্যাণ সাধনে উদ্বুদ্ধ শান্তিকামী জীবন, সত্যে তাঁহাদের অটল বিশ্বাস, সত্য প্রচারে তাঁহাদের নির্ভীকতা, শ্রম, ধৈর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা ইত্যাদির আদর্শ স্থাপন করা ; (খ) এক আল্লাহ্র প্রেরিত উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত সমস্ত রাসূলের প্রচারের ঐক্য তথা আল্লাহ্র একত্ববাদভিত্তিক জীবন-বিধানের মৌলিক ঐক্য সম্বন্ধে মানব জাতিকে সম্যক্ অবহিত করা এবং (গ) মুহ'াম্মাদ (স')-এর রিসালাত এবং কু'রআান মাজীদের নুযূলের মাধ্যমে যথাক্রমে রিসালাত এবং কিতাব প্রেরণের সমাপ্তি ঘোষণা করা। এতদ্ভিন্ন রাসূলদের উপাখ্যান বর্ণনায় কয়েকটি আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্যও পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ নিম্নরূপ :

(১) সত্য প্রচারে সাময়িক ব্যর্থতা ও বিড়ম্বনাজনিত মুহ'াম্মাদ (স')-এর উৎকণ্ঠা (২৬ : ২) নিবারণের জন্য তাঁহার সম্মুখে অন্যান্য রাসূলের সংগ্রামের ইতিকাহিনী বারবার তুলিয়া ধরা হইয়াছে, পরিণামে সত্যের তথা রাসূলদের অবধারিত জয়ের এবং সত্যবিরোধী জাতিসমূহের অবশ্যম্ভাবী পতনের ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হইয়াছে (২২ : ৪২-৪৮) বহু আয়াতে।

(২) নাযিল হওয়ার দীর্ঘকাল পরে সংকলিত আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইনজীলের মধ্যে রাসূলদের কাহিনী বর্ণনায় নানা কারণে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ ও কিংবদন্তীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছিল, কু'রআানের বর্ণনায় তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে প্রসঙ্গক্রমে, যথা : (ক) মূসা (‘আ)-এর সাময়িক অনুপস্থিতিতে হারূন (‘আ) গো-বৎস গঠন করিয়া ইসরাঈলীগণকে ইহার পূজায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন এই বর্ণনা পাওয়া যায় Exodus ৩২ তম পরিচ্ছেদে ; কিন্তু কু'রআান 'সামিরী' নামক এক ব্যক্তিকে এই কাজের জন্য দায়ী করে এবং বলে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া হারূন (‘আ) প্রায় হত্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন (২০ : ৮৫-৯৭)। (খ) kings I (11 : 3-4)-এর বর্ণনায় দেখা যায়, সুলায়মান (‘আ)-এর সাতশত স্ত্রী এবং তিন-শত উপপত্নী ছিল ; বৃদ্ধ বয়সে কতিপয় স্ত্রী সুলায়মান (‘আ)-এর অন্তকরণকে other god অর্থাৎ god of Israel হইতে ভিন্ন অন্যান্য উপাস্যের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল ; ইহাতে সুলায়মানের উপর god রাগান্বিত হন। অন্যপক্ষে য়াহূদীরা সুলায়মান (‘আ)-কে যাদুকর বলিত। কু'রআান এই সব অপবাদ খণ্ডন করিয়াছে (২ : ১০২)। (গ) য়া'কূ'ব (‘আ) (Jacob) তাঁহার মাতা রেবেকা-র কুপরামর্শে অন্ধ পিতা ইস্হ'াক' (‘আ) (Isaac)-কে প্রতারিত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা Esau-কে জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন অর্থাৎ পিতার আশীর্বাদ ও গোত্রের কর্তৃত্ব লাভ করিলেন (Genesis, ch. 27)। কু'রআানের বর্ণনায় য়া'কূ'ব (‘আ)-এর চরিত্রে এমন কোন কলংকের উল্লেখ দেখা যায় না। (ঘ) Genesis, ch. 22-এর বর্ণনায় দেখা যায়, ইব্রাহীম (‘আ) তাঁহার 'একমাত্র' পুত্র ইসহ'াক কে আল্লাহ্র আদেশে কু'রবানী করিতে উদ্যত, [অথচ বাইবেলেই উল্লেখ আছে, ইসমা'ঈল নামেও তাঁহার অপর এক পুত্র ছিলেন (আদি পুস্তক : ১৬/১-৪, ১১, ১৬, ১৭/১৫-২৫) এবং তিনিই ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (ঐ, ১৭/২৪-২৫, ২১/৫), কিন্তু খৃস্টানগণ এই সুস্পষ্ট বাণী অস্বীকার করিতে চায়] অথচ কু'রআান অনুযায়ী ইসমা'ঈল ছিলেন সেই য'াবীহ'ুল্লাহ (ذبيح الله ৩৭ : ১০২, ১১২)। (ঙ) Gospel-এর সর্বত্র ‘ঈসা (‘আ)-এর শূলবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, অথচ কু'রআান স্পষ্ট ঘোষণা করে, য়াহূদীরা তাঁহাকে হত্যা করে নাই, শূলবিদ্ধও করে নাই (৪ : ১৫৭ দ্র. মুহ'াম্মাদ আলী Commentry ইত্যাদি)। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া হইল।

(৩) পূর্ববর্তী রাসূলদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারিগণের অপপ্রচারণার স্বরূপ বর্ণনা করাও ছিল একটি আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য। মুহ'াম্মাদ (স')-এর ব্যাপারেও প্রায় একই ধরনের অপবাদ [যথা : তিনি কবি (شاعر), যাদুকর (ساحر), গণক (كاهن), পাগল (مجنون) ইত্যাদি] ও অপপ্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল।

(৪) পূর্ববর্তী রাসূলগণের শারী'আতে যাহা বিধিসম্মত বা অবৈধ ছিল তাহার প্রাসঙ্গিক বর্ণনা। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী জীবন বিধান মুহ'াম্মাদ (স')-এর সময়ে পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে ; সুতরাং পূর্ববর্তী রাসূলগণের সময়ে যাহা বৈধ ছিল বলিয়া কু'রআানে বর্ণিত হইয়াছে তাহা পরিপূর্ণ ইসলামের অঙ্গীভূত হইয়াছে, যথা : মূসা (‘আ)-এর সময়কার দণ্ডবিধি (৫ : ৪৫) এবং যাহা অবৈধ ছিল, যথা : লূত' (‘আ)-এর সম্প্রদায়ের অস্বাভাবিক যৌনকর্ম (২ : ৮০-৮১) তাহা নিন্দিত এবং ইসলামবহির্ভূত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে আনুষঙ্গিক বর্ণনার মাধ্যমে।

(৫) বাইবেলের বর্ণনা মতে মূসা (‘আ) God-এর নির্দেশে তাঁহার ভ্রাতা হারূন (‘আ) এবং তৎপুত্রগণকে বিপুল আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যাজকত্বে (Priesthood) অভিষিক্ত (Consecrate) করিলেন (Exodus : ch. 28) এবং Levy-এর পুত্রগণকে (Levites) হারূনের সহায়তাকারী যাজক (ministers) নিযুক্ত করিলেন (Numbers 3 : 6-10)। এই যাজকত্ব ছিল সর্বকালের জন্য পুরুষানুক্রমিক—hereditary for all time (Exodus, ch. 40)। এই যাজক সম্প্রদায়ই চক্রান্তমূলকভাবে যীশুর প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিল। মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রচারে ইহারা যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছিল। কু'রআানে ইসরাঈল বংশীয় রাসূলগণের বর্ণনায় ঘূণাক্ষরেও এই কথার উল্লেখ নাই যে, মূসা (‘আ) প্রমুখ কোন রাসূল আল্লাহ্র নির্দেশে এই যাজকত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

আল্লাহ্ কোন কোন রাসূলকে অন্য রাসূলদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলেন (২ : ২৫৩)। কু'রআানের বর্ণনায় তাঁহাদের সাফল্যের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান দৃষ্ট হয়। গুটি কতক বিশ্বাসী ছাড়া নূহ' (‘আ)-এর সমস্ত উম্মাত প্লাবনে ধ্বংস হইল ; হূদ, স'ালিহ', লূত' ও শু'আয়ব (‘আ)-এর ক'াওম গযব (غضب)-রূপী প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, স্পষ্টত তাঁহারা বেশী সাফল্য লাভ করেন নাই। মূসা (‘আ)-এর ক'াওম বারে বারে তাঁহার অবাধ্যতা করিল এবং অবশেষে প্রতিশ্রুত আবাসভূমিকে শত্রু ('আমালিক'া:)-এর কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য জিহাদে যাইতে অস্বীকার করিল (৫ : ২৪) ; ‘ঈসা (‘আ)-কে বাইবেলের মতে তাঁহার এক শিষ্য শত্রুদের হাতে তুলিয়া দিল, অপর এক শিষ্য তাঁহার সহিত প্রাণভয়ে সম্পর্কই অস্বীকার করিল (Mathew 26 : 47-50 ; 69-70)। বাইবেলে এবং কু'রআানে (৫ : ২০) বর্ণিত হইয়াছে, ইসরাঈল বংশীয়দের মধ্যে অনেককে আল্লাহ্ নবীর মর্যাদা দান করিয়াছিলেন এবং অনেককে রাজ্য-রাজত্ব দিয়াছিলেন—কিন্তু, এই জাতি নিজেদের অবাধ্যতার কারণে রাজ্যহারা হইয়াছিল,

List>

এমন কি বন্দীদশায় পতিত হইয়াছিল (১৭ ঃ ৪-৮); একবার জালূত (Golieth)-এর আবার ব্যবিলনের রাজা বুখ্তনাস্'র (Nebuchadnezzar)-এর হস্তে তাহাদিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করিতে হয়। বাইবেলেও এই বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যায়। আপ্রাণ চেষ্টায়ও ইস্রাঈল বংশীয় রাসূলগণ এই পরিস্থিতি রোধ করিতে পারেন নাই। প্রচারে সাফল্যের বিবেচনায় কোন রাসূল মুহ'াম্মাদ (স')-এর সমকক্ষ নহেন, ইতিহাসের ইহাই সাক্ষ্য। মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার জীবদ্দশায় উম্মাঃ-এর উপরিউক্ত রূপ অবাধ্যতার সম্মুখীন হন নাই; বিরুদ্ধাচারিগণ 'আকাশ হইতে শিলাবৃষ্টি' কামনা করিয়াছে, যদি বাস্তবিক মুহ'াম্মাদ সত্যবাদী হয় অথবা অন্য প্রকার 'বেদনাদায়ক 'আযা'াব' প্রার্থনা করিয়াছে কিন্তু আল্লাহ্ মুহ'াম্মাদ (স')-এর উপস্থিতিতে সেইরূপ 'আযা'াব দিতে রাযী হন নাই (৮ ঃ ৩২—৩৩) রাসূলের খাতিরে। য়াহূদী, মুশরিক এবং খৃস্টান শক্তি সম্মিলিতভাবে ইসলাম ও মুসলিমগণকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছে মুহ'াম্মাদ (স')-এর জীবদ্দশায়, (প্রসঙ্গত খৃস্টান শক্তি তাঁহার অন্তর্ধানের পর বিশেষভাবে, দ্র. ক্রুসেডের বিবরণ) কিন্তু তাহারা সফলকাম হয় নাই। রাসূলগণের মর্যাদায় ও সাফল্যের তারতম্য থাকিলেও কু'রআানের নির্দেশে মুহ'াম্মাদ (স') এবং তাঁহার উম্মাত ঘোষণা করেঃ "لا نفرق بين احد من رسله" আমরা তাঁহার (আল্লাহ্র) রাসূলদে মধ্যে কোন তারতম্য করি না (২ ঃ ২৮৫) অর্থাৎ সমভাবে সকলের প্রতি বিশ্বাস রাখি। মুহ'াম্মাদ (স') পূর্ববর্তী রাসূলগণের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়াছেন; কিন্তু বিনয়-নম্র ভাষায়। তিনি বলিয়াছেন, "আমি রাসূলদের সরদার (বা সেনাপতি قائد المرسلين) - و لا فخر ইহাতে কোন অহমিকাবোধ আমার নাই।" তাঁহার কথায় "......নবীগণ বৈমাত্রেয় ভাই, তাঁহাদের জননী ভিন্নতর, তাঁহাদের দীন এক।" (উপরিউক্ত হ'াদীছ'গুলির জন্য দ্র. মিশকাত ঃ বাব بدء الوحى এবং বাব فضائل سيد المرسلين و ذكر للانبياء)।

রিসালাতে বিশ্বাসের সহিত রাসূলদের নিষ্পাপ হওয়া (عصمة) সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ। সত্যবাদী হওয়া এবং বুদ্ধিমত্তা রিসালাতের দায়িত্ব পালনের পক্ষে অপরিহার্য। তাঁহারা বিশ্বাসী (امين) হইতেন। কু'রআানের কথায় "কোন নবীর পক্ষে বিশ্বাসভঙ্গ (ان يغل) সম্ভব নহে" (৩ ঃ ১৬১)। তাঁহারা জাগতিক শিক্ষার (আনুষ্ঠানিক নাই বা হইল) অতিরিক্ত ওয়াহ্'য়ির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও সার্বিক শিক্ষা লাভ করিতেন এবং স্বভাবত আত্মকেন্দ্রিক ও বস্তুবাদী মানুষকে আধ্যাত্মিক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার মাধ্যমে ন্যায়নিষ্ঠ সামাজিক জীবে পরিণত করিয়া মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। صلوات الله عليهم اجمعين।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে বরাতের উল্লেখ রহিয়াছে।

আহমদ হোসাইন

রাহ্বানিয়্যাঃ (رهبانية) বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, রাহিব শব্দ হইতে ইহা উৎপন্ন। কু'রআানে শব্দটি মাত্র এক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে (সূরাঃ ৫৭ ঃ ২৭)। বলা হইয়াছে, "... যাহারা তাঁহার ('ঈসা 'আ)-এর অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে আমি অনুকম্পা ও অনুগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছি; বৈরাগ্যের উদ্ভাবক তাহারাই; আমরা ইহাকে তাহাদের কর্তব্যরূপে নির্ধারিত করি নাই; আল্লাহ্র সন্তুষ্টির সন্ধান ব্যতীত (অন্য কিছু তাহাদের কর্তব্যরূপে নির্দেশিত হয় নাই); অতঃপর তাহারা সার্থকভাবে তাহা (তাহাদের উদ্ভাবিত বৈরাগ্য) পালনও করে নাই (কদাচারের কালিমায় ইহাকে লিপ্ত করিয়াছে), সুতরাং তাহাদের মধ্যে যাহারা বিশ্বাসে অটল রহিয়াছে তাহাদিগকে আমি প্রাপ্য প্রতিদান দিয়াছি; তাহাদের অনেকেই দুষ্কৃতকারী।"

তাফসীরকারদের মতে বৈরাগ্য একটি মানব সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। অধিকন্তু কদাচারীরা ইহাকে কলংকিত করিয়াছে।

বৈরাগ্য ইসলামে কখনও স্বীকৃত হয় নাই। বহু হ'াদীছে' বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেখা যায়। 'উছ'মান ইব্ন মায'উন (রা)-এর স্ত্রী যখন মুহ'াম্মাদ (স')-এর নিকট স্বামীর উপেক্ষার অভিযোগ করেন তখন মুহ'াম্মাদ (স') স্ত্রীর পক্ষ সমর্থন করত 'উছ'মানকে বলেন ঃ "রাহ্বানিয়্যাঃ আমাদের কর্তব্যরূপে নির্ধারিত হয় নাই" (আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৬ ঃ ২২৬; দারিমী, নিকাহ', বাব-৩)। অপর একটি হ'াদীছে'ও কথাটি দেখা যায় ঃ "তোমরা নিজেদের বিব্রত করিও না, তাহা হইলে আল্লাহ্ও তোমাদিগকে বিব্রত করিবেন না। কেহ কেহ নিজদিগকে বিপদগ্রস্ত করিয়াছে, অতঃপর আল্লাহ্ও তাহাদিগকে বিপদে ফেলিয়াছেন। তাহাদের উত্তর-পুরুষগণ আশ্রম এবং মঠে আবাস গ্রহণ করিয়াছে; এই সন্ন্যাস আমরা তাহাদের জন্য কর্তব্যরূপে নির্ধারিত করি নাই" (আবূ দাঊদ, আদাব, বাব ৪৪)। মানব সমাজে থাকিয়া সংসার-ধর্ম পালন করা, পার্থিব সুখৈশ্বর্যে মোহাবিষ্ট না হইয়া যথাসম্ভব নির্লিপ্ত এবং কল্যাণময় জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করাই ইসলামের আদর্শ। ইসলাম বৈরাগ্য পরিহার করিতে এবং তৎপরিবর্তে স্বাভাবিক জীবন গ্রহণ করিতে মানব জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। একটি হ'াদীছে' আছে, "প্রত্যেক নবীই কোন না কোন প্রকার বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন; এই উম্মাতের বৈরাগ্য হইল মহান আল্লাহ্র পথে জিহাদ" (আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩ ঃ ২৬৬, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা)-র প্রতি আরোপিত, ঐ ৩ ঃ ৮২; তু. ত'ারীক'াঃ, যুহ্দ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ উপরে উদ্ধৃত প্রমাণপঞ্জী ছাড়াও দেখুনঃ (১) L. Massignon, Essai etc. p. 123 প.; (২) কু'রআানের ৫৭ ঃ ২৭ আয়াতের তাফসীর; (৩) ইব্ন সা'দ, ৩/১ ঃ ২৮৭; (৪) হ'ারীরী, মাক'ামাত, ed. de Sacy, p. 570—71; (৫) যামাখ্শারী, আল-ফাইক', হায়দ্রাবাদ ১৩২৪ হি., ১খ, ২৬১; (৬) ইব্নু'ল-আছ'ীর, নিহায়াঃ, দ্র.; (৭) Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammad, i. 389; (৮) Goldziher, Muhammedanische Studien, ii. 394; (৯) do., in RHR, xviii, 193-194, xxxvii. 314; (১০) Pautz, Mohammeds Lehre von der Offenbarung, p. 194; (১১) Tor Andrae, Zuhd und monchtum, in MO, 1931.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

রাহ্'মানিয়্যাঃ (رحمانية) একটি আলজিরীয় সূ'ফী সংঘের (ত'ারীক'া) নাম। মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দি'র-রাহ্'মান আল-গুশতুলী আল-জুরজুরী আল-আযহারী আবূ ক'াবরায়ন-এর নামানুসারে সংঘটির নামকরণ করা হইয়াছে। তিনি ১২০৮/১৭৯৩-৯৪-এ ইনতিকাল করেন। এই সূ'ফীদলটি খালওয়াতিয়্যাঃ সংঘের একটি

List>

শাখা। এক সময়ে সংঘটি মুস্'ত'াফা আল-বাক্রী আশ-শামীর নামানুসারে আল-বাক্রিয়্যাঃ নামে অভিহিত হইত। তিউনিসিয়ার অন্তর্গত নিফ্তা নামক স্থানে এবং অন্যান্য কোন কোন অঞ্চলে দলটি মুস্'ত'াফা ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আয্যূয-এর নামানুসারে 'আয্যূযিয়্যাঃ নামেও অভিহিত হইত।

স্থাপয়িতার জীবনী

তাঁহার পরিবার ছিল আইত ইস্মা'ঈল উপজাতীয়দের অন্তর্ভুক্ত। এই গোত্র ক'াবিলিয়্যাঃ জুরজুরাঃ-এর অন্তর্গত গাশ্তুলাঃ মিত্র গোত্রগুলির অন্যতম। তিনি প্রথমে গৃহে এবং তৎপর আলজিরিয়াতে বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি ১১৫২/১৭৩৯-৪০ সনে হ'াজ্জ করেন, হ'াজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কায়রোস্থ আল-আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল ছাত্র হিসাবে অতিবাহিত করেন। সেখানে মুহ'াম্মাদ ইব্ন সালিম আল-হ'াফনাব'ী (মৃ. ১১৮১ হি.: সিল্কু'দ-দুরার, ৪খ, ৫০) তাঁহাকে খাল্ওয়াতী ত'ারীক'ায় দীক্ষিত করেন এবং তদানীন্তন ভারত ও সুদানে উহা প্রচার করিতে নির্দেশ দেন। ত্রিশ বৎসর অনুপস্থিতির পর তিনি আলজিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্বগ্রামে উহা প্রচার আরম্ভ করেন। সেখানে তিনি একটি যাবি'য়াঃ স্থাপন করেন। অনুমিত হয় যে, খালওয়াতিয়্যাঃ পদ্ধতিতে তিনি কিছু সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি তাঁহার লেখা 'সাতবার স্বপ্নে মুহ'াম্মাদ (স')-কে দর্শন' পুস্তকে তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং ত'ারীক'াঃ সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবী করিয়াছেন; যথা: জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রয়োজন তাঁহার ত'ারীক'াভুক্ত হওয়া, তাঁহার প্রতি এবং তাঁহার সঙ্গের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা, তাঁহার সহিত সাক্ষাত করা, তাঁহার কবরের সামনে দাঁড়ান এবং তাঁহার যি'ক্রের আবৃত্তি শ্রবণ। বহু সংখ্যক অনুগামী লাভে তাঁহার সাফল্য স্থানীয় মুরাবিত'দের মনে হিংসার উদ্রেক করে। ফলে তিনি আলজিরিয়ার নিকটবর্তী হ'াম্মায় প্রস্থান করেন। এখানেও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহার কার্যকলাপের বিরোধিতা করেন। মালিকী মুফতী 'আলী ইব্ন আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক মজ্লিসে তাঁহারা তাঁহাকে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান জানান। তাঁহার অনুগামীদের সংখ্যা দেখিয়া বিস্মিত তুর্কী কর্তৃপক্ষীয়দের প্রভাবে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত সর্বসম্মত মতবাদের বিরোধিতার অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন বটে, কিন্তু স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করাই তিনি সমীচীন মনে করেন। কিছুদিন পরে তিনি সেখানে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে 'আলী ইব্ন 'ঈসা আল-মাগ্'রিবী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। কথিত আছে, তুর্কীগণ চুরি করিয়া তাঁহার মৃতদেহ লইয়া গিয়া হ'াম্মাতে মহাজাঁকজমকের সহিত দাফন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কবরের উপর একটি কু'ব্বাঃ এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁহার গোত্র আইত ইস্মা'ঈলের মতে তাঁহার মৃতদেহ মূল কবর হইতে স্থানান্তরিত হয় নাই, বরং অলৌকিকভাবে একটি দ্বিতীয় মৃতদেহের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই কারণে তাঁহাকে 'আবূ ক'াব্রায়ন' অর্থাৎ দুই কবরের অধিকারী আখ্যা দান করা হইয়াছে।

সংঘের ইতিবৃত্ত এবং প্রসার

১২০৮/১৭৯৩-৯৪ হইতে ১২৫১/১৮৩৬-৩৭ পর্যন্ত 'আলী ইব্ন 'ঈসা আল-মাগ্'রিবী সংঘের অবিসংবাদিত সাংবাদিক নেতা ছিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী নেতা অতি অল্পদিনের মধ্যে ইনতিকাল করেন। পরবর্তী বৎসর হইতে যদিও উক্ত সংঘের প্রতি অনুরাগী অনুগামীদের সংখ্যা বাড়িতেছিল, তথাপি সংঘটি বহু স্বাধীন শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। অপর একজন মাগ্'রিবী আল-হ'াজ্জ বাশীরের নেতৃত্ব গ্রহণের বিপক্ষে আইত ইস্মা'ঈলীগণ আপত্তি করিবার কারণে সংঘের মধ্যে এই প্রকার ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। ফরাসীদের প্রখ্যাত বৈরী 'আবদু'ল-ক'াদিরের সমর্থন সত্ত্বেও বাশীর পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 'আলী ইব্ন 'ঈসার বিধবা পত্নী উক্ত পদে কিছুদিন অধিষ্ঠিতা থাকেন, কিন্তু যাবি'য়ার আর্থিক অবনতির ফলে এই রমণীও শেষ পর্যন্ত বাশীরকে ডাকিয়া আনিয়া পুনরায় উক্ত পদে বহাল করেন। ইত্যবসরে অন্যান্য যাবি'য়ার স্থাপয়িতাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১২৫৯/১৮৪৩-৪৪ সনে 'আলী ইব্ন 'ঈসার জামাতা আল-হ'াজ্জ 'আম্মার নেতৃপদ লাভে কৃতকার্য হন। Bu Baghla ফরাসীদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। 'আম্মার উহাতে অংশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবার কারণে তাঁহার প্রতিপত্তি দিন দিন ক্ষীণ হইতে দেখিয়া তিনি ১৮৫৬ সালের আগস্ট মাসে তাঁহার অনুগামিগণকে রণসাজে সজ্জিত করেন এবং অভিযান পরিচালনা করত প্রথমদিকে বেশ সফলতা অর্জন করেন। পরবর্তী বৎসর তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার পত্নী (কিংবা শাশুড়ী) অনতিকাল মধ্যে একশত খাওয়ান (خوان)-এর পুরোধা হিসাবে আত্মসমর্পণ করেন। 'আম্মার তিউনিসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথা হইতে তাঁহার কার্যাদি পরিচালনা করিতে থাকেন কিন্তু সংঘের অনুগামীরা ব্যাপকভাবে তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করে নাই। আইত ইস্মা'ঈলীদের মধ্যে তাঁহার স্থান স'াদ্দুকে'র মুহ'াম্মাদ আম্যিয়ান ইব্নু'ল-হ'াদ্দাদ গ্রহণ করেন। (১৮৭১ সনের ৮ এপ্রিল আশি বৎসর বয়সে তিনি ফরাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। ঐ সময় ফরাসীগণ Franco-Prussian যুদ্ধে পর্যুদস্ত হইয়াছিল। বহু বিস্তৃতি লাভ সত্ত্বেও এই বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। জুলাই মাসের ১৩ তারিখে ইব্নু'ল-হ'াদ্দাদ সেনাপতি Saussier-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সেনাপতি তাঁহাকে Bougie প্রেরণ করেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থারূপে মূল যাবি'য়াটিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ইব্নু'ল-হ'াদ্দাদের পুত্র 'আযীযকে নিউ ক্যালেডোনিয়ায় নির্বাসিত করা হইলে তিনি সুকৌশলে জিদ্দায় পালাইয়া গিয়া তথা হইতে স্বীয় দলের উপর শাসন পরিচালনা করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা কর্তৃক নিযুক্ত বহু সংখ্যক মুক'াদ্দাম এবং যাবি'য়ার অন্যান্য স্থাপয়িতাও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। Depont এবং Coppolani এই সকল ব্যক্তি এবং তাঁহাদের প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তিউনিসিয়া এবং সাহারা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের রচিত গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, সংঘের অনুরাগী ব্যক্তিদের সংখ্যা ১,৫৬,২১৪ জন (১৮৯৭ খৃ.)। Rinn বলেন যে, Tolga অঞ্চলের রাহ'মানিয়্যাঃগণ বরাবর ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখেন।

সংঘের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি

মুরীদকে সাতটি "কালিমাঃ" শিক্ষা দেওয়া সংঘের প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সর্বপ্রথম ও প্রধান কালিমাঃ ছিল, (২) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্', দিবা-রাত্রির মধ্যে ১২,০০০ হইতে ৭০,০০০ বার ইহা জপ করিতে হয়। ইহার পর আরো কালিমাঃ শিক্ষা দেওয়া হইত যদি শায়খ শিক্ষানবীশের ক্রমোন্নতিতে সন্তুষ্ট হইতেন। পরবর্তী

List>

কালিমাগুলি যথা : ২। আল্লাহ তিনবার, ৩। হুওয়া (هو), ৪। হ'ায়্য' তিনবার ; ৫। হায়্যু (حى) তিনবার, ৬। ক'ায়্যুম তিনবার ; ৭। ক'াহ্হার তিনবার (Rinn-এর তালিকা একটু স্বতন্ত্র)। Rinn বলেন, শাযি'লী (شاذلى)-এর প্রতি আরোপিত সংঘের যে 'যি'ক্র' তাহা বৃহস্পতিবার বিকাল হইতে শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত কমপক্ষে ৮০ বার পাঠ করিতে হয় এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিনে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পড়িতে হয়। খুবই সমাদৃত যি'ক্র হইল আয়াতু'ল-কুরসী এবং পর পর সূরা : ১, ১১২-১১৪ (স্থাপয়িতার সনদে উল্লিখিত, A. Delpech কর্তৃক অনূদিত, দ্র. RA. 1874 ; আরও দ্র. পূর্বে উল্লিখিত "সাতটি স্বপ্ন", Rinn অনূদিত, পৃ. ৪৬৭)।

সংঘের সাহিত্য

সংঘের সাহিত্যের অধিকাংশ গ্রন্থই পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত। সংঘের প্রতিষ্ঠাতাও কতিপয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। A. Cherbonneau, in AJ, ১৮৫২ খৃ, পৃ. ৫১৭-তে 'আর-রাহ'মানিয়্যাঃ' শিরোনামে একটি প্রশ্নমালাসম্বলিত সন্দর্ভের বর্ণনা করিয়াছেন। উহা মুহ'াম্মাদ ইব্ন বাশ্তারযী রচনা করেন এবং উহার সহিত তদীয় পুত্র মুস্'তাফাকৃত একটি ভাষ্যও সংযোজিত রহিয়াছে। এই সন্দর্ভটি সম্ভবত ফরাসী লেখকগণ যাহাকে Presents dominicaux আখ্যা দিয়াছেন সেই গ্রন্থই। সংঘের আর একটি গ্রন্থের নাম : আর-রাওদু'ল-বাসিম ফী মানাকি'বি'শ-শায়খ মুহ'াম্মাদ ইবনি'র-রাসিম।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) M. P. Geuthner-এর সৌজন্যে Caid Benhassine Larba of Khanga Sidi Nadji-এর সহিত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ; (২) E. de Neveu, Les Khouan, Paris 1846 ; (৩) L. Rinn, Marabouts et Khuan, Alger 1884 ; (৪) O. Depont and X. Coppolani, Les Confreries religieuses Musulmanes, Algiers 1897 ; (৫) H. Garrot Histoire generale de l' Algerie, Algiers 1910।

D. S. Margoliouth (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

রাহিব (راهب) বহুবচনে রুহ্বান, রাহাবীন, রাহাবিনাঃ, অর্থ সাধু, দরবেশ। জাহিলী কাব্যে, কু'রআনে এবং হ'াদীছে' রাহিব অজানা ছিল না। জাহিলী কবিগণ রাহিব এবং তাহাদের আস্তানার উল্লেখ করিয়াছেন। রাত্রে দূর হইতে পথিকেরা আস্তানার আলো দেখিত এবং আশ্রয়স্থানের সন্ধান পাইত ইত্যাকার কথা সেই সকল কবিতায় দেখা যায়।

কু'রআনে 'কি'স্সীস, রুহ্বান' এবং কখনও 'আহ্'বার'-কে খৃস্টীয়দের (আহ্'বার রাব্বীদের) ধর্মীয় নেতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ৯ : ৩৪ আয়াতে আহ্'বার এবং রুহ্বান-কে অসদুপায়ে মানুষের সম্পদ গ্রাস করার জন্য দায়ী করা হইয়াছে। ৯ : ৩১ আয়াতে আল্লাহ্র পরিবর্তে আহ্'বার, রুহ্বান এবং মাসীহ' ইব্ন মার্য়ামকে প্রভু (ارباب)-রূপে গ্রহণ করার অভিযোগ করা হইয়াছে। "যাহারা বলে : আমরা নাসারা, তুমি তাহাদিগকে পাইবে মু'মিনদের প্রতি সদ্ভাব পোষণের ক্ষেত্রে অধিকতর নিকটবর্তী (اقربهم مودة); কারণ ইহাদের মধ্যে কি'স্সীস এবং রুহ্বান রহিয়াছে; ইহারা অহংকার প্রকাশ করে না" (৫ : ৮২), এই আয়াতে খৃস্টান সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করা হইয়াছে। হ'াদীছে' অনেক ক্ষেত্রে রাহিব-এর উল্লেখ পাওয়া যায় (তু. বুখারী, আম্বিয়া', বাব ৫৪ ; মুসলিম, যুহ্দ, হ'াদীছ' ৭৩, তাওবাঃ, হ'াদীছ' ৪৬, ৪৭ ; তি'র্মিযী', তাফ্সীর সূরাঃ ৮৫, বাব ২ ; মানাকি'ব, বাব ৩ ; নাসাঈ, মাসাজিদ, বাব ১১ ; ইব্ন মাজাঃ, ফিতান, বাব ২০, ২৩ ; দারিমী, ফাদ'াইলু'ল-কু'রআন, বাব ১৬ ; আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ১ : ৪৬১ ; ২ : ৪৩৪ ; ৩ : ৩৩৭ ; ৫ : ৪ ; ৬ : ১৭ bis)। মুসলিম সাহিত্য হইতে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাহিব উপাধিটি বহু ধরনের ধার্মিক ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য হইত ; সুতরাং যদিও ইসলামে রাহ্বানিয়্যাতের স্থান নাই, যদিও দুষ্কৃতিকারী সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে কু'রআনে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা হইলেও রাহিব শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বা রাহিবদের প্রতি ব্যবহারে অশ্রদ্ধার কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী : রাহ্বানিয়্যাঃ প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/কাজী রফীকুল হক

রাহ'ীম, রাহ্'মান, (দ্র. আল্লাহ্)

রিদ্দাঃ (الردة : আর-রিদ্দাঃ) ধর্মত্যাগ, ইসলাম গ্রহণের পর তাহা ত্যাগ করা। ফিক্'হ অনুযায়ী ইসলাম-ত্যাগীদের সম্পর্কে যে বিধান রহিয়াছে তজ্জন্য মুরতাদ্দ প্রবন্ধ তু.। মুহ'াম্মাদ (স')-এর ইন্তিকালের পর কতিপয় 'আরব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম ত্যাগের যেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল তাহাকেও রিদ্দাঃ বলা হয়। এই সময়ে কয়েকজন ভণ্ড নবীর উদ্ভব হইয়াছিল (আল-আসওয়াদ, মুসায়লিমাঃ, তু'লায়হ'াঃ প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য)। Caetani অবশ্য দেখাইয়াছেন যে, সম্ভবত বাস্তব ক্ষেত্রে শুধু মধ্য 'আরবের কিছু সংখ্যক 'আরবই বিদ্রোহী হইয়াছিল। 'আরবের বাকী অংশ আবূ বাক্র (রা)-ই (Annali dell' Islam, ২, ii. : ৮৫০ প.) সর্বপ্রথম জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

Anonymous (S.E.I.)/কাজী রফীকুল হক

আর-রিফা'ঈ (الرفاعى) আহ'মাদ ইব্ন 'আলী আবু'ল-'আব্বাস, রিফা'ঈ ত'ারীক'ার প্রবর্তক। ওয়াসিত'-এর অন্তর্গত উম্মু 'আবীদাঃ নামক স্থানে ২২ জুমাদা'ল-উলা, ৫৭৮/২৩ সেপ্টেম্বর, ১১৮৩ সনে তিনি মারা যান। তাঁহার জন্ম মুহ'ার্রাম, ৫০০/সেপ্টেম্বর, ১১০৬ মতান্তরে রাজাব, ৫১২/অক্টো-নভেম্বর, ১১১৮ সনে বসরা-র অন্তর্গত ক'ারয়াত হ'াসান নামক গ্রামে। উল্লিখিত স্থান বাত'া'ইহ' (بطائح) নামে পরিচিত অঞ্চলের অন্তর্গত হওয়ায় তিনি বাত'া'ইহ'ী আখ্যায় (نسبة) আখ্যায়িত হন। 'রিফা'ঈ' তাঁহার একজন পূর্বপুরুষ 'রিফা'আঃ'-এর সহিত সম্পর্কিত, ইহাই প্রচলিত ব্যাখ্যা ; কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে একটি উপজাতীয় আখ্যা মনে করেন। বলা হয় হি. ৩১৭ সনে আহ্'মাদের এই পূর্বপুরুষ 'রিফা'আঃ' মক্কা হইতে স্পেনের অন্তর্গত সেভিল-এ গমন করেন এবং তথা হইতে আহ্'মাদের পিতামহ হি. ৪৫০-তে বসরায় আসিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে 'আল-মাগ'রিবী'ও বলা হয়।

তাঁহার সম্বন্ধে ইব্ন খাল্লিকান-এর বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত। বিস্তৃত বিবরণের জন্য য'াহাবী-র তা'রীখু'ল-ইসলাম (Bodleian MS) দ্রষ্টব্য। এই বর্ণনা মুহ'য়্যি'দ-দীন আহ্'মাদ ইব্ন সুলায়মান আল-হ'াম্মামীকৃত তাঁহার (আহ'মাদের) মানাকি'ব-এর সংগ্রহ হইতে গৃহীত এবং হি. ৬৮০-তে হ'াম্মামীর কোন এক শাগরিদের নিকট পঠিত হইয়াছিল। আবু'ল-হুদা এফেন্দী আর-রিফা'ঈ আল-খালিদী আস-

List>

স'য়্যাদী-র গ্রন্থ তান্‌ব'ঈরু'ল-আব্‌স'ার (কায়রো ১৩০৬ হি.) এবং কি'লাদাতু'ল-জাওহার (বৈরূত ১৩০১ হি.) নামক গ্রন্থে প্রদত্ত একই বিষয়ের গ্রন্থতালিকায় হ'াম্মামীর মানাকি'ব-এর উল্লেখ নাই। শেষোক্ত গ্রন্থটি (কি'লাদাতু'ল-জাওহার) একখানি বিশাল জীবনীগ্রন্থ; ইহাতে প্রায়শই তাকি'য়্যু'দ্‌-দীন 'আবদু'র-রাহ্'মান ইব্‌ন 'আবদি'ল-মুহ্'সিন আল-ওয়াসিত'ী (মৃ. ৭৪৪ হি., হ'াজ্জী খালীফাঃ-এর জ্ঞাত) কর্তৃক রচিত 'তির্‌য়াকু''ল-মুহি'ব্বীন', ক'াসিম ইবনু'ল-হ'াজ্জ রচিত "উম্মু'ল-বারাহীন", 'ইয্‌যু'দ-দীন ফারূহ'ী (মৃ. ৬৯৪ হি.) প্রণীত আন-নাফ্‌হ'াতি'ল-মিস্‌কিয়্যাঃ গ্রন্থদ্বয়ের এবং অন্যান্য রচয়িতার উল্লেখ রহিয়াছে। কোন এক য়া'কূ'ব ইব্‌ন কুরায, যিনি রিফা'ঈর মুআয্'যি'নরূপে কাজ করিতেন, তাঁহার সূত্রে আল-হ'াম্মামী-র মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত হয়। এই জাতীয় তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিস্তর সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। কোন কোন বর্ণনা মতে তিনি পিতার মৃত্যুর পরে জাত সন্তান কিন্তু অধিকাংশের বর্ণনায় দেখা যায়, আহ'মাদের বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁহার পিতা হি. ৫১৯-এ বাগদাদে ইনতিকাল যান। তখন তিনি তাঁহার মাতুল বসরার নিকটবর্তী 'নাহ্‌র দাক্'লা'-বাসী মান্‌সূ'র আল-বাত'া'ইহ'ী কর্তৃক লালিত-পালিত হন। এই মানসূ'র ছিলেন আহ'মাদ কর্তৃক (অবশ্য যদি তাঁহার পৌত্র নির্ভুল বর্ণনা দিয়া থাকেন, কি'লাদাঃ, পৃ. ৮৮) 'রিফা'ইয়্যাঃ' নামে অভিহিত কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান এবং তাঁহার (মান্‌সূ'রের) সম্বন্ধে শা'রানী রচিত "লাওয়াকি'হ''ল-আনওয়ার", ১ ঃ ১৭৮-তে কিছু আলোচনা রহিয়াছে। মাতুল মানসূ'র এই আহ'মাদকে শাফি'ঈ পণ্ডিত আবু'ল-ফাদ্'ল 'আলী আল-ওয়াসিত'ী ও জনৈক আবূ বাক্‌র আল-ওয়াসিত'ীর অধীনে শিক্ষাদীক্ষার জন্য ওয়াসিতে' পাঠাইয়াছেন। ২৭ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষার পর তিনি আবু'ল-ফাদ্'লের নিকট হইতে 'ইজাযাঃ' এবং তাঁহার মামা মান্‌সূ'রের নিকট হইতে 'খির্‌ক'াঃ' লাভ করেন। তাঁহার মামা তাঁহাকে উম্ম 'আবীদাঃ গিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে উপদেশ দেন। সেই স্থানে (মনে হয়) তাঁহার মাতৃকুলের সম্পত্তি ছিল এবং সেইখানে তাঁহার (মাতার) পিতা য়াহ্'য়া আন-নাজ্জারী আল-আন্‌স'ারীকে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। পরের বৎসরই (৫৪০ হি.) মানসূ'র মারা গেলেন এবং নিজ সন্তানকে বাদ দিয়া আহ'মাদকে তাঁহার সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব অর্পণ করিয়া গেলেন।

তাঁহার কর্মতৎপরতা উম্ম 'আবীদাঃ ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই গ্রামগুলির নাম ভৌগোলিকদের অজানা, এমন কি য়াকূ'ত উম্ম 'আবীদাঃ নামটিও উল্লেখ করেন নাই, যদিও মারাসি'দু'ল-ইত্তি'লা'-এর একটি অনুলিপিতে এই গ্রামটির উল্লেখ আছে। সিব্‌ত' ইবনু'ল-জাওযী তৎকৃত মির্‌আতু'য-যামান-এ (শিকাগোঃ ১৯০৭ খৃ., পৃ. ২৩৬) বলেন যে, তাঁহাদের একজন শায়খ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি শা'বানের কোন এক রাত্রিতে রিফা'ঈর সহিত ১ লক্ষ লোক দেখিয়াছিলেন। 'শায'রাতু'য'-য'াহাব' অনুসারে ইহা সিব্‌ত' ইবনু'ল-জাওযীর নিজস্ব অভিজ্ঞতা যদিও তিনি রিফা'ঈর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে হি. ৫৮১-তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তানব'ীরু'ল-আব্‌স'ার (পৃ. ৭, ৮)-এর মতে এই অভিজ্ঞতা তাঁহার এবং তাঁহার পিতামহ উভয়েরই।

তাঁহার অনুসারিগণ তৎকর্তৃক কোন গ্রন্থ প্রণয়নের কথা উল্লেখ করেন নাই কিন্তু আবু'ল-হুদা তাঁহার কয়েকটি রচনার কথা বলিয়াছেন। (১) যথাক্রমে হি. ৫৭৭ (৩ রাজাব) ও হি. ৫৭৮-এ প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতা (মাজ্‌লিস); (২) গাথা কাব্যের একটি সম্পূর্ণ দীওয়ান; (৩) দু'আ' সমষ্টি (আদ'ইয়্যাঃ) অর্থাৎ নিয়মিত পঠিত দু'আ' (আওরাদ) এবং ঝাড়ফুঁক (আহ'যাব); (৪) খুত্'বা (Sermon)-এর কলেবরপ্রাপ্ত বহু সাময়িক উক্তি যাহা বহু পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে বর্ধিত হইয়াছে। যেহেতু ১ম, ২য়, এবং ৪র্থ প্রকারের রচনায় তিনি 'আলী এবং ফাতি'মাঃ (রা) হইতে তাঁহার উদ্ভবের এবং দুনিয়াতে রাসূলের 'না'ইব' হইবার দাবী করিয়াছেন অথচ তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহাকে অত্যন্ত বিনয়ী এবং নিরহংকার ব্যক্তিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, এমন কি তাঁহার সম্পর্কে কু'ত্'ব, গ'াওছ' বা শায়খ ইত্যাদির দাবী খণ্ডন করিয়াছেন; সুতরাং উপরিউক্ত তথ্যাবলীর বিশুদ্ধতা সন্দেহাতীত নহে।

'শায'রাতু'য'-য'াহাব' (৪ ঃ ২৬০) গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, রিফা'ঈদের প্রতি আরোপিত অদ্ভুত কার্যাবলী যথা ঃ উত্তপ্ত চুল্লীতে উপবেশন, সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ ইত্যাদি (Lane কর্তৃক বর্ণিত Modern Egyptians, ১খ, ৩০৫) এই ত'রীক'ার প্রতিষ্ঠাতার কাছে অজ্ঞাত ছিল; মোঙ্গল আক্রমণের পর এইগুলি প্রচারিত হইয়াছিল। বাস্তবে যাহাই হউক না কেন, এইগুলি তাঁহার আবিষ্কার নহে; কারণ এই ধরনের কার্যকলাপ চতুর্থ হিজরীতে তানূখী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। য'াহাবী কর্তৃক বর্ণিত (সুব্‌কী কর্তৃক পুনরাবৃত, ত'াবাক'াত, ৪খ, ৪০) কাহিনীগুলি ভারতীয় 'অহিংসা' মতবাদের (অর্থাৎ জীবন্ত প্রাণী, এমনকি উকুন ও পঙ্গপাল মারা কিংবা উহাদিগকে ব্যথা দেওয়ার অনিচ্ছা) পর্যায়ভুক্ত। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি দারিদ্র্য, পানাহারে সংযম এবং আঘাতের প্রতিরোধে বিরত থাকার শিক্ষা দিতেন। এইরূপ 'মিরআতু'য-যামানে' বর্ণিত আছে, কিভাবে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে চুল্লী খোঁচাইতে ব্যবহৃত হয় এমন একটি লৌহ শলাকা দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করার সুযোগ দিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা স্ত্রীর 'মাহ্‌র' প্রত্যর্পণ করিয়া তাহাকে "ত'ালাক'" দেওয়ার জন্য পাঁচশত দীনার তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন (অবশ্য মাহ্‌রের টাকার অংকের সহিত তাঁহার দারিদ্র্য সঙ্গতিপূর্ণ নহে অনুমিত হয়)।

তাঁহার সমসাময়িক শায়খ 'আব্‌দু'ল-ক'াদির জীলানী (র)-র সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিষয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। 'বাহ্‌জাতু'ল-আস্‌রার'-এ আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটিহীন ইসনাদের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ আছে যে, যখন বাগদাদে বসিয়া শায়খ 'আবদু'ল-ক'াদির (র) ঘোষণা করেন যে, তাঁহার পা প্রত্যেক দরবেশের গ্রীবার উপর আছে, তখন উম্ম্ 'আবীদায় বাসরত রিফা'ঈকেও বলিতে শোনা যায়, 'এবং আমার গ্রীবার উপরও।' উক্ত বর্ণনার ইসনাদে আছেন রিফা'ঈর দুই ভাগিনেয় এবং অন্য এক ব্যক্তি, যিনি হি. ৫৭৬-তে উম্ম্ 'আবীদায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, উপরিউক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে কেহ কেহ তাঁহাকে 'আবদু'ল-ক'াদির (র)-এর শাগরিদদের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। অন্যপক্ষে আবু'ল-হুদার বর্ণনা অনুসারে শায়খ 'আবদু'ল-ক'াদিরকে সেই অলৌকিক ঘটনার প্রত্যক্ষকারীরূপে দাঁড় করাইয়াছেন যেইক্ষেত্রে মদীনায় হি. ৫৫৫ সনে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার হস্ত চুম্বনের জন্য কবর হইতে তাহা রিফা'ঈর দিকে প্রসারিত করিয়াছিলেন। অন্যপক্ষে রিফা'ঈ তাঁহার হি. ৫৭৮ সনে রচিত কথিকায় তাঁহার পূর্ববর্তিগণের মধ্যে মান্‌সূ'রের নামোল্লেখ করিয়াছেন, শায়খ 'আবদু'ল-ক'াদিরের

লাভ করেন নাই। সুতরাং ইহা খুবই সম্ভাব্য যে, তাঁহারা দুইজন স্বাধীনভাবে কাজ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পরিবারের বিস্তারিত বর্ণনা ফারাযদা'ক্'র কাছ হইতেই উদ্ধৃত হইয়াছে। আল-ফারাযদা'ক্' ছিলেন 'উমার নামে তাঁহার এক সাহাবির পৌত্র। তাঁহার মতে রিফা'ঈ প্রথমে আনসূলের ভাগিনেয়ী খাদীজাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার (খাদীজার) ভগ্নী রাবী'আকে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-ক'াসিমিয়্যার কন্যা নাফীসাকে বিবাহ করেন। তাঁহার অনেক কন্যা সন্তান এবং তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। পুত্রগণ সকলেই পিতার জীবদ্দশায় মারা যায়। তাঁহার সূ'ফীসংঘের প্রধানের পদ তাঁহার ভগ্নীপুত্র 'আলী ইবন 'উছ'মান পাইয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তথ্য সূত্রসমূহ প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।

D. S. Margoliouth (S.E.I.)/কাজী রফীকুল হক

রিবা (ربو অথবা ربا ঃ রিবা, লেখ্যরূপ ভিন্ন হইলেও উচ্চারণ অভিন্ন) শাব্দিক অর্থ বৃদ্ধি, ব্যবহারিক অর্থ সূদ, কুসীদ। ইসলামী কিতাব-পত্রে পাঁচ রকমের লেনদেন সম্পর্কে রিবা শব্দের ব্যবহার দেখা যায় ঃ

(১) মী'আদী ক'ারদে'র (২ ঃ ২৭৫) সূদ, বিনিময় ব্যতীত মূলধনের অতিরিক্ত অর্থ, সামগ্রী বা সেবা শর্তাধীনে গ্রহণ;

(২) ربا الفضل বিস্তারিত বিবরণ পরে দেখুন;

(৩) ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কতক গর্হিত কাজ সম্বন্ধেও রিবা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় (আল-'আসক'ালানী, ফাতহ'ু'ল-বারী, المطبعة البهية কায়রো ১৪৩৮, হি. ৪র্থ, ২৫);

(৪) যে উপহারের পিছনে অপেক্ষাকৃত অধিক বা উচ্চতর প্রতিদানের লোভ থাকে তাহাকেও রিবা বলা হয়। সূরাতু'র-রূম (৩০ ঃ ৩৯)-এ বলা হইয়াছে ঃ ধন-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মানুষের সম্পদে যাহা তোমরা রিবা দিয়া থাক, আল্লাহ্'র হিসাবে তাহার বৃদ্ধি হয় না (فلا يربوا)। ইবন জারীর (তাফসীর জামি'উ'ল-বায়ান, মিসর, ২১ ঃ ২৭)-এর মতে এই রিবা উপরিউক্ত প্রকারের উপহারকে বুঝায়;

(৫) যে কোন হ'ারাম কাজ সম্পর্কেও কোন কোন ক্ষেত্রে রিবা শব্দটির অ-পারিভাষিক ব্যবহার দেখা যায়। যথা ঃ হযরত (স') বলিয়াছেন ঃ ان اربى الربا استطالة الرجل فى عرض اخيه কোন ব্যক্তির পক্ষে আপন ভাইয়ের 'ইয্যত-আবরূর (সম্মানের) প্রতি হস্ত প্রসারণ সকল রিবার চূড়ান্ত রিবা বিশেষ ('আলী আল-মুত্তাক'ী, কানযু'ল-'উম্মাল, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, দাক্ষিণাত্য, ১৩১২ হি., ২ ঃ ২১৪, হ'াদীছ' ৪৬৩২)।

শেষোক্ত তিনটি অর্থে 'রিবা'-র ব্যবহার বিরল এবং অ-পারিভাষিক। পারিভাষিক অর্থে, বিশেষত ফিক্'হের পরিভাষায় প্রথমোক্ত দুইটি অর্থেই ইহার ব্যবহার অধিক; সুতরাং সেই দুই অর্থে রিবা সম্বন্ধে আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ربا النسيئة বা মেয়াদী কর্জের (ক'ারদ') সূদ অত্যন্ত ক্ষতিকর রকমের রিবা; কু'রআান ইহাকেই সাকুল্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে; সেইজন্য ইহাকে ربا القرآن বলা হয়। অন্যপক্ষে অজ্ঞতার (জাহিলিয়্যাঃ) যুগে এই প্রকার লেনদেন রিবারূপে পরিচিত ছিল; সেইজন্য ইহাকে ربا الجاهلية-ও বলা হয়। ইমাম আবূ বাক্র আল-জাস্'সা'াস' ও আল-রাযীর মতে (আহ্'কা'মু'ল-কু'রআান, মিসর ১৩৪৭ হি., ১ম, ৫৫৭) هو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقرض অর্থাৎ যে কর্জের আদায়ের একটি মেয়াদ শর্তরূপে থাকে এবং গ্রহীতার উপর আসলের অধিক মাল দিবার শর্ত আরোপিত থাকে তাহাই রিবা। হ'াদীছে' উক্ত হইয়াছে كل قرض جر منفعة فهو ربا অর্থাৎ যে কর্জ মানফা'আঃ (মুনাফা) আকর্ষণ করে তাহাই রিবা। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবূ ইসহ'াক' আল-যাজ্জাজ (তাজু'ল-'আরূস ربو দ্র.)-এর কথায় রিবা হইল ঃ كل قرض يوخذ بسه اكثر منه "যে-কর্জের দরুন আসলের অতিরিক্ত নেওয়া হয়।" এই সংজ্ঞাটি হ'াদী'ছ'রূপে হ'ারিছ' ইবন মুহ'াম্মাদ ইবন মুহ'াম্মাদ ইবন আবী উসামাঃ-এর মাসনাদেও পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমিত হয় যাজ্জাজের উপরিউক্ত সংজ্ঞা হ'াদীছ'ভিত্তিক। প্রসিদ্ধ স'াহ'াবী فضالة بن عبيد (রা)-এর প্রদত্ত সংজ্ঞা এই ঃ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا যে কর্জ মানফা'আঃ আকর্ষণ করে তাহা নানা প্রকার রিবা-র মধ্যে অন্যতম। স'াহ'াবী (রা)-দের যুগে রিবা-র উপরিউক্ত অর্থই ছিল সর্বজনবিদিত।

পূর্ববর্তী রাসূলগণের শারী'আতেও এই রিবা নাসীআঃ নিষিদ্ধ ছিল। প্রাচীন ধর্মপুস্তকগুলিতে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে; "If thou lend money to any of my people that is poor by thee, thou shalt not be to him as an usures neither shalt thou lay upon him usury" (Exodus, 22 ঃ 25) অর্থাৎ আমার লোকদের মধ্যে তোমা অপেক্ষা দরিদ্র কাহাকেও কিছু অর্থ ঋণ দিয়া তুমি তাহার সহিত কুসীদজীবীর আচরণ করিবে না, তাহার উপর সূদের বোঝাও চাপাইবে না। আরও দেখুন, Psalms ১৫ ঃ ৫, Nehemia ৫ ঃ ৭, Proverbs ২৮ ঃ ৮; EZEKIEL 18 ঃ 8, 13, 17; 22 ঃ 12। এই সমস্ত পুস্তকে রিবা 'usury' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

রাসূল (স') কর্জ পরিশোধের সময় কিছু অতিরিক্ত দিতেন এবং বলিতেন خيركم احسنكم قضاء (বুখারী ও মুসলিম, দ্র. মিশকাত, বাবু'ল-ইফলাস ওয়া'ল-ইন্যা'ার, ১ম ফাস্'ল) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে কর্জ পরিশোধের বেলায় আসল অপেক্ষা অধিকতর বা উৎকৃষ্টতর প্রদান করে। এক সময় রাসূল (স') কর্জরূপে গৃহীত একটি উটের বাচ্চার বদলে একটি পূর্ণবয়স্ক উট দিয়াছিলেন। এই আধিক্য রিবারূপে গণ্য নহে; কারণ ইহা مشروط বা পরিশোধের শর্তভুক্ত ছিল না, جر منفعة কথাটিতেও মানফা'আঃর শর্তের ইঙ্গিত রহিয়াছে (আন-নাওয়াব'ী, শারহ্' স'াহ'ীহ' মুসলিম, দিল্লী, ২য়, ৩০)। সুতরাং বিনাশর্তে আসলের উপর যাহা দেওয়া হয় তাহা রিবা নহে। কু'রআানের বাক'ারাঃ, আল-'ইমরান, নিসা' ও রূম সূরাসমূহে মোট বারোটি আয়াতে রিবা সংক্রান্ত ইরশাদ রহিয়াছে।

কু'রআানের ঘোষণা (২ ঃ ২৭৫) "যাহারা রিবা খায় তাহারা (পরকালে সোজা হইয়া) দাঁড়াইবে না; তাহারা কেবল শয়তানের স্পর্শে বেসামাল ব্যক্তিদের মতই দাঁড়াইবে; কারণ তাহারা বলে ঃ ক্রয়-বিক্রয়-(এর মুনাফা'আঃ) রিবা সদৃশই ত। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ এবং রিবাকে অবৈধ করিয়াছেন; অতএব যে ব্যক্তি প্রতিপালকের অনুশাসন লাভ করিয়াছে এবং (সূদ গ্রহণ হইতে) বিরত রহিয়াছে, অতীতে যাহা গ্রহণ করিয়াছে তাহা তাহারই এবং তাহার ব্যাপার আল্লাহ্'র উপর ন্যস্ত; অন্যপক্ষে যাহারা আবার সূদ গ্রহণ শুরু করিবে তাহারা জাহান্নামের অধিবাসী হইবে; সেইখানে

তাহারা স্থায়ী হইবে। ২ : ২৭৬ ; আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন, "আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।" উপরিউক্ত দুইটি আয়াত মদীনায় নাযিল হইয়াছিল। কুসীদজীবীরা, বিশেষত য়াহূদী কুসীদ ব্যবসায়ীরা তাহাদের এই ব্যবসায়ের মাধ্যমে মদীনার সমাজে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের ধর্মে কুসীদ অবৈধ কিন্তু তাহাদের যাজকগণ তাহাদিগকে এই অবৈধ ব্যবসায়ে বাধা দিত না কিংবা যাজকগণের বাধা তাহারা মানিত না (৫ : ৬৩)। মদীনার প্রসিদ্ধ "আওস' এবং 'খায্‌রাজ' গোত্রের মধ্যে বহুকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পিছনে ছিল প্রধানত য়াহূদীদের এই কুসীদ (৫ : ৬৪)। ঋণ করিয়া যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধোত্তর দুর্বলতার দরুন ঋণের উপর অধিকতর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা মদীনার সমাজ কাঠামোকে চৌচির করিয়া দিয়াছিল এবং য়াহূদীদিগকে মদীনাবাসিগণের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের ষড়যন্ত্রমূলক ভূমিকা পালনে সহায়তা করিতেছিল। বর্তমান শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক কুসীদজীবীরা বৃহত্তর অঙ্গনে যে ভূমিকা পালন করিতেছে এবং আতংকগ্রস্ত দুর্বল দেশগুলি ঋণ করিয়া যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করার যে প্রচেষ্টা চালাইতেছে এই পরিস্থিতি উপরিউক্ত অবস্থার সহিত তুলনীয়। এই প্রেক্ষিতে সুদের ব্যবসা সম্পর্কে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ঘোষণা করা হইলঃ (২ : ২৭৮) আল্লাহ্‌কে ভয় কর, সুদের বকেয়া দাবী পরিহার কর যদি তোমরা সত্যই মু'মিন হও। অবস্থার গুরুত্ব আরো প্রকট হইয়াছে পরবর্তী ঘোষণায় : (২ : ২৭৯) "যদি (সুদের ব্যবসা এবং বকেয়া দাবী পরিত্যাগ) না কর তবে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সহিত যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়া রাখ; যদি তোমরা তাওবাঃ কর (এবং সুদের ব্যবসা পরিত্যাগ কর) তবে মূলধন তোমাদের প্রাপ্য হইবে, না তোমরা অত্যাচার করিবে, না অত্যাচারের শিকার হইবে।" এই সঙ্গে যাহারা দৃশ্য কারণে মূলধন পরিশোধে অপারগ বা তাৎক্ষণিকভাবে অসমর্থ তাহাদের অনুকূলে "মোরেটোরিয়াম" Moratorium ঘোষিত হইল : (২ : ২৮০) "যদি ঋণী অভাবগ্রস্ত হয় তবে সচ্ছলতা অর্জন পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দেওয়া উচিত ; স'াদাক'াঃ (দাবী পরিত্যাগ) করা তোমাদের (ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের) জন্য হইবে আরো কল্যাপকর।" কুসীদজীবী সাধারণত কৃপণ, লোভী, সঞ্চয়প্রবণ এবং দানবিমুখ হইয়া থাকে। এই চারিত্রিক দোষ সংশোধনের জন্য যাকাত (زكوة) ও স'াদাক'াঃ (صدقة)-এর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে রিবা সংক্রান্ত আয়াতে।

"বহু গুণ বর্ধিত (اضعافا مضاعفة) বা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খাইবে না" (৩ : ১২৯) এই আয়াত স্বল্প সুদ বৈধ ঘোষণা করে না ; কারণ পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতের (২ : ২৭৮ وذروا ما بقى من الربوا)-র মাধ্যমে উচ্চ কিংবা নিম্নহারের সমস্ত রিবার দাবী পরিত্যাগের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বহু গুণে বর্ধিত সুদে কর্জ দান ও গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত ছিল ইহার প্রতি ইঙ্গিত আয়াতে রহিয়াছে বটে কিন্তু ইহাতে বৈধ অবৈধ সুদের আইনগত পরিমাপ নির্ধারণ উদ্দেশ্য নহে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, "আমার আয়াতকে স্বল্পমূল্যে (ثمنا قليلا) বিক্রয় করিও না" কথাটির এই অর্থ নহে যে, (ثمن كثير) অর্থাৎ উচ্চমূল্যের বিনিময়ে বিক্রয় সিদ্ধ হইবে। তুচ্ছ পার্থিব সামগ্রীর বিনিময়ে তাওরাত ইন্‌জীলের আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানের প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া কথাটি বলা হইয়াছিল।

সাকুল্যে সুদ পরিহারের নির্দেশ পরবর্তী (২ : ২৭৯) আয়াতে আরো সুস্পষ্ট : "যদি তোমরা তাওবাঃ কর তবে মূলধন তোমাদের প্রাপ্য হইবে ; না তোমরা অত্যাচার করিবে, না তোমাদের প্রতি অত্যাচার করা হইবে।" হযরত (স')-এর ঘোষণা : "শুনিয়া রাখ, জাহিলিয়্যাঃ-এর যুগে প্রচলিত সর্বপ্রকার রিবা রহিত করা হইল" (ইব্‌ন কাছ'ীর, মিসর ১৩৫৬ হি., ১খ, ৩৩১)—ইহাতেও সর্ব প্রকার রিবা নিষিদ্ধ হইয়াছে হারের তারতম্য নির্বিশেষে।

হযরত (স')-এর প্রধান স'াহ'াবীদের যুগেও মেয়াদী কর্‌জে শর্তের ভিত্তিতে গৃহীত বর্ধিত পরিমাণ অর্থ, সামগ্রী বা সেবা রিবারূপে বিবেচিত হইত। উদাহরণ : ইমাম বুখারী (র) 'কিতাবু'ল-ইসতিক্‌'রাদ'' অধ্যায়ে "اذا اقرضه الى اجل مسمى" শীর্ষক পরিচ্ছেদে হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা)-এর যেই উক্তিটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার অনুবাদ এইরূপ : "মেয়াদী কর্‌জে কোন দোষ নাই এমন কি উৎকৃষ্টতর দিরহামে ইহা পরিশোধ করা হইলেও যদি তাহা শর্তকৃত না হয়" (স'াহ'ীহ' বুখারী, صح المطابع، دهلى হি. ১৩৫৭, ১খ, ৩২৩)। শর্ত করা হয় নাই কিন্তু প্রচলিত এবং প্রায় দুরতিক্রম্য রীতি অনুযায়ী খাতক-প্রদত্ত উপহারকেও (هدية) রিবারূপে গণ্য করিয়াছেন হযরত (স')-এর স'াহ'াবীগণ (রা) ; কারণ المعروف كالمشروط অর্থাৎ প্রচলিত রিওয়াজের দরুন যাহা 'জানা' (معروف) তাহা শর্তাধীন প্রাপ্যের সহিত তুলনীয়, এই ফিক্‌'হী মূলনীতি অনুযায়ী সামাজিক রীতির তাকীদে প্রদত্ত উপহারও তাঁহাদের মতে চুক্তিকৃত রিবার তুল্য। কোন ব্যক্তি পাঁচ শত দিরহাম ধার করিল এই শর্তে যে, গ্রহীতা তাহার ঘোড়াটি আরোহণের জন্য ক'রদ'দাতাকে দিবে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। স'াহ'াবী 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌'উদ (রা) বলিলেন, ঘোড়াটির ব্যবহার সুদে গণ্য হইবে (বায়হাক'ী, আস-সুনানু'ল-কুব্‌রা, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, দাক্ষিণাত্য হি. ১৩৫২, ৫খ, ৩৫১)। বিশ দিরহাম ধার করিয়া কয়েকবারে কর্জ গ্রহীতা যাহা কিছু উপহারস্বরূপ দিল, ক'রদ'দাতা তাহা বিক্রয় করিয়া মোট তের দিরহাম পাইল। হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) রায় দিলেন, ক'রদ'দাতা বাকী সাত দিরহাম মাত্র দাবী করিতে পারে ; তদতিরিক্ত রিবারূপে গণ্য হইবে (উল্লিখিত গ্রন্থের ৫খ, পৃ. ৩৫০ দ্র.)।

ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তি হইতে বা বায়তু'ল-মাল হইতে ব্যবসায়ে খাটাইবার জন্য কর্জ নেওয়া বা কোন গোত্র অপর গোত্র হইতে সমগ্র গোত্রের স্বার্থে কর্জ গ্রহণ করা হযরত (স') এবং স'াহ'াবী (রা)-দের যুগে অজানা ছিল না। এইরূপ ক'রদ'কে قراض বলা হইত। রিবা নিষিদ্ধ হওয়ার পর এইরূপ ক'রদে'র বেলায় গ্রহীতা সম-পরিমাণ অর্থ বা সামগ্রী পরিশোধ করিতেন অথবা চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশের ভাগ দিতেন। হযরত যুবায়র ইবনু'ল-'আওওয়াম (রা) তাঁহার কাছে (আমানাত)-এর জন্য আনীত অর্থ ক'রদ'রূপে গ্রহণ করিয়া তাহা ব্যবসায়ে খাটাইয়া লাভবান হইতেন এবং আসল টাকা পরিশোধ করিতেন (বুখারী, কিতাবু'ল-জিহাদ, বাব, বারাকাতে আল-গ'াযী ফী মালিহী, দিল্লী ১৩৫৭ হি., ১খ, ১৪৪)। ইহাতে অর্থ প্রদানকারী পরোক্ষে লাভবান হইত ; কারণ আমানতের অর্থ বা সামগ্রী নষ্ট হইলে আমানতদারের উপর তাহার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব বর্তায় না, কিন্তু ক'রদ' পরিশোধের জন্য যে কোন অবস্থায় ক'রদ' গ্রহণকারী দায়ী থাকে। সুতরাং পুনঃপ্রাপ্তির নিশ্চয়তাই ছিল অর্থ প্রদানকারীর লাভ।

হযরত 'উমার (রা)-এর সময়ে হিন্দ ইব্ন 'উত্বাঃ ব্যবসায়ে খাটাই-বার জন্য বায়তু'ল-মাল হইতে ক'র্‌দ গ্রহণ করিয়াছেন (ত'াবারী, কায়রো ১৩৫৭ হি., ৩খ, ৮৭)। হযরত 'আব্দুল্লাহ ও 'উবায়দু'-ল্লাহ ইব্ন 'উমার (রা) ইরাকের গভর্নর আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-র তহবিলে সঞ্চিত মদীনায় প্রেরিতব্য অর্থ হইতে কর্জ গ্রহণ করিয়া তাহা ব্যবসায়ে খাটাইলেন। পরিশোধের সময় হযরত 'উমার (রা) লাভের অংকসহ সম্পূর্ণ অর্থ দাবী করিলেন। এক সা'হা'াবীর পরামর্শে অবশেষে এই ক'র্‌দ'কে قراض রূপে গণ্য করা হইল এবং লাভের অর্ধাংশসহ বায়তু'ল-মালে জমা করা হইল (মালিক, মুওয়াত্ত'া' দারু'ল ইশা'আত, করাচী ১৩৭৩ হি., পৃ. ২৭৫)। সুতরাং ব্যবসায়ে খাটাইবার উদ্দেশ্যে কর্জ গৃহীত হইলেও অনির্দিষ্ট লভ্যাংশের পরিবর্তে নির্দিষ্ট সূদের শর্তে মেয়াদী কর্জ রিবা্র আওতাভুক্ত হইবে।

মক্কায় রিবা-র প্রচলন ছিল; রাসূলুল্লাহ (স')-এর পিতৃব্য 'আব্বাস (রা) সূদের ব্যবসা করিতেন। কিন্তু তখনও মক্কায় রিবা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নাই। মাক্কী সূরাঃ "রূম"-এর আয়াতে (৩০ঃ ৩৯) ربا-এর অর্থ অধিক সংখ্যক মুফাস্‌সিরের মতে এমন উপ-হার-উপঢৌকন যাহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট প্রতিদানের আশায় ও উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। উপরিউক্ত আয়াতে রিবা-র অসারতার কথা আছে, নিষেধাজ্ঞা নাই। মাদানী সূরাঃ আল-'ইমরান (৩ঃ ১২৯)-এর নিষেধবাণী বহুগুণে বর্ধিত সূদের সম্পর্কে, ইহাতেও সরাসরি সর্বপ্রকার সূদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই। নির্দিষ্ট তারিখে কর্জ পরিশোধ না করিলে পরিশোধের সময়সীমা বারবার বাড়া-ইয়া দেওয়া এবং পরিশোধ্য কর্জের অংক দ্বিগুণিত করার রীতির দরুন অনেক ক্ষেত্রে আসল টাকার বহুগুণ বেশী সূদ আদায় করা হইত। ইহাতে অনেক পরিবার নিঃস্ব হইয়া পড়িত। রিবা-র এই প্রকারভেদেরই নিষেধাজ্ঞাসূচক অনুশাসন এই আয়াতে নাযিল হইয়াছিল। মাদক দ্রব্য নিষেধের বেলায় যেমন প্রথমে দুই পর্যায়ে মদ্যপানের কুফলের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ রিবা-র ক্ষেত্রেও দেখা যায়, পূর্বোল্লিখিত দুইটি আয়াতে রিবার সার্বিক অবৈধতা ঘোষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং অবশেষে (২ঃ ২৭৫-২৭৯) পরিষ্কার ভাষায় রিবা হ'ারাম ঘোষিত হইয়াছে। রিবা-র অবৈধতা ঘোষণার সঙ্গে এক ক্ষেত্রে যাকাতের (و ما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله) প্রশংসা অপর—ক্ষেত্রে সা'দাকা'র (و يربي الصدقات) করিবার উৎসাহ দান করা হইয়াছে।

ফলকথা, মেয়াদী কর্জে বিনা বিনিময়ে আসলের অতিরিক্ত যাহা কিছু গ্রহণ করা হয় তাহা যে রিবা এবং হ'ারাম এ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ কখনও ছিল না এবং নাই। বুখারী এবং মুসলিমের সম্মত এক বর্ণনায় দেখা যায়-الربوا فى النسيئة অর্থাৎ মেয়াদী কর্জের (বিনিময়ের) বেলায়ই রিবার প্রশ্ন উঠে। একই হ'াদীছে'র ভিন্ন সূত্রের বর্ণনায় দেখা যায় لا ربوا فى ما كان يدا بيد (নগদ এ হাত ঐ হাত বিনিময়ে রিবা-র কথা নাই, দ্র. মিশকাত, বাবু'র-রিবা, ৩য় ফাস্'ল)। হযরত 'উমার (রা) সম্বন্ধে বলা হয়, তিনি বলিয়াছেন: "শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ কু'রআনের আয়াতের মধ্যে রিবা সম্পর্কীয় যে আয়াত, উহার বিশদ ব্যাখ্যা দানের পূর্বেই হযরত (স')-এর ইন্তিকাল হইয়া যায়, সুতরাং তোমরা রিবা পরিত্যাগ কর আর যাহাতে রিবা-র সন্দেহ হয় তাহাও পরিত্যাগ কর" (কান্‌যু'ল-'উম্মাল, দাক্ষিণাত্য ১৩১২ হি., ২খ, ২৩১, হ'াদীছ' ৪১৫৪)। একই গ্রন্থে উদ্ধৃত হ'াদীছ' ৪৯৬৯-তে হযরত 'উমারই আবার বলিয়াছেন: "তোমরা কি মনে কর আমরা রিবা-র প্রকারভেদ সম্পর্কে অবহিত নহি; বরং এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা বড় 'আলিম হওয়া আমার কাছে মিসর এবং সন্নিহিত অঞ্চলের অধি-পতি হওয়া অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। তবে কতক প্রকারভেদ রহিয়াছে যাহা কাহারো কাছে প্রচ্ছন্ন নহে, যথাঃ পণ্যর بيع سلم এবং অপক্ক ফলের বিক্রয় ইত্যাদি।" 'উমার (রা) সর্বজনবিদিত ربا لنسيئة-এর নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করিতেন না। তাঁহার সন্দেহ ছিল বহু বিতর্কিত ربا الفضل সম্বন্ধে।

الفضل অর্থ অতিরিক্ত; একজাতের কোন জিনিসের অসম বিনিময়ের মধ্যে ربا الفضل নিহিত। যথাঃ এক মণ ধানের বিনিময়ে এক মণের অতিরিক্ত ধান বা অন্য কিছু গ্রহণ করা। হ'াদীছে'র বর্ণনার ভিত্তিতে এই রিবা নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেইজন্য ইহাকে ربا النسيئة ও বলা হয়। কোন্ কোন্ জিনিসের কি প্রকার বিনিময় রিবা দোষে দুষ্ট, এই প্রশ্নে সা'হা'াবাঃ (রা)-এর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল; 'উমার (রা)-এর সন্দেহও এই পর্যায়ের। ফাক'ীহদের মধ্যে এই সম্বন্ধে দুরতিক্রম্য মতভেদ রহিয়াছে। হযরত (স')-এর যে উক্তিতে এই فضل-কে রিবা পদবাচ্য ঘোষণা করা হয় তাহা নিম্নরূপঃ "(তোমরা বিক্রয় কর) সোনা—সোনার বদলে مثلا بمثل অর্থাৎ সম-পরিমাণে, রূপা—রূপার বদলে সম-পরিমাণে, খেজুর—খেজুরের বদলে সম-পরিমাণে, গম—গমের বদলে সম-পরিমাণে, যব—যবের পরিবর্তে সম-পরিমাণে, লবণ—লবণের বদলে সম-পরিমাণে, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কিছু দিয়াছে কি লইয়াছে اربى فقد, সে রিবা দিয়াছে বা লইয়াছে; তোমরা সোনা বিক্রয় কর রূপার পরিবর্তে যেমন ইচ্ছা يدا بيد অর্থাৎ এ-হাত ও-হাত (নগদ, ধারে নহে) এবং যব বিক্রয় কর খেজুরের পরিবর্তে যেমন ইচ্ছা এ-হাত ও-হাত (কান্‌যু'ল-'উম্মাল, দাক্ষিণাত্য ১৩১২ হি., ২খ, ২১৫, হ'াদীছ' নং ৪৬৬৯, বর্ণনা তিরমিয'ী)। এই হ'াদীছে' ছয়টি পদার্থের উল্লেখ আছে। ফিক্'হের পরিভাষায় ইহারা اموال ربوية অর্থাৎ রিবা সম্পৃক্ত সামগ্রীরূপে উল্লিখিত হয়। কেবল এই ছয়টি সামগ্রীর বিনিময়ের মধ্যেই রিবা সীমাবদ্ধ, না আরো পদার্থের বিনিময়ের সহিত রিবার সংশ্রব আছে এই প্রশ্নের সরাসরি জওয়াব হ'াদীছে' পাওয়া যায় না। 'জ'াহিরী' (যাঁহারা কি'য়াস মানেন না)-দের মতে রিবা এই ছয়টি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশিষ্ট ফাক'ীহদের মতে সমপর্যায়ভুক্ত সকল সামগ্রী ইহাতে শামিল আছে। কিন্তু সম-পর্যায়ে স্থির করার মানদণ্ড সম্বন্ধে মতানৈক্য দেখা দেয়। ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর মতে মানদণ্ড দুইটিঃ وزن অর্থাৎ বাটখারার মাপঃ সোনা ও রূপা এই পর্যায়ের; এবং كيل অর্থাৎ খাদ্যজাতীয় পাত্রের মাপঃ অপর চারিটি জিনিস (খেজুর, লবণ ইত্যাদি) এই পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং كيلى এবং وزنى সর্বপ্রকার পদার্থের বিনিময়ে বিক্রি হইতে হইবে مثلا بمثل يدا بيد এবং যদি একই জাতের পদার্থের (اتحاد الجنس) বিনিময় করিতে হয়। নতুবা ইহাতে রিবা হইবে। ইমাম শাফি'ঈও দুইটি মানদণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে হ'াদীছো'ক্ত ছয়টি পদার্থের মধ্যে সম-বৈশিষ্ট্য

দুইটি : نقدية মূল্য নির্ণয় ও প্রদানে ব্যবহার (সোনা ও রূপা) এবং طعام খাদ্যরূপ ব্যবহার (খেজুর, লবণ ইত্যাদি)। ইমাম মালিকের মতে খাদ্যদ্রব্য এবং সঞ্চয় বা জমা করিয়া রাখার (ذخيرة) উপযোগী বস্তুসমূহের বিক্রয় সমপরিমাণে এবং নগদ হইতে হইবে; ধারে বিক্রয় বা কোনটা পরিমাণে বেশী হইলে তাহাতে রিবা হইবে। ইমাম আহ'মাদ ইবন হ'াম্বাল (র)-এর মত সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় তিনি ইমাম আবূ হ'ানীফার মতের সমর্থক ছিলেন, অন্য বর্ণনায় তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর মতাবলম্বী ছিলেন। অপর একটি প্রায় সমার্থক মতও তাঁহার মতরূপে বর্ণিত হয়। এই মতপার্থক্যের উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইমাম শাফি'ঈর মতে লোহা যেহেতু খাদ্য নহে এবং মূল্য প্রদানেও ব্যবহৃত হয় না; সুতরাং ইহার সহিত রিবার সম্পর্ক নাই, কিন্তু ইমাম আবূ হ'ানীফার মতে ইহাতে রিবার সম্পর্ক আছে।

প্রকৃতপক্ষে ربا الفضل-কে হ'ারাম ঘোষণা করা ছিল একটি নিবারণমূলক ব্যবস্থা। যেহেতু 'আরবদের মধ্যে এক জাতীয় জিনিসের বিনিময় প্রচলিত ছিল এবং ইহাতে পরিমাণের তারতম্য ঘটিত। সুতরাং এই আশংকা দেখা দিয়াছিল যে, ক্রমে এই প্রকার বিনিময় ربا النسيئة-এর রূপ পরিগ্রহ করিবে। ربا الفضل বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত (স')-এর একটি কথায় (انی اخاف عليكم الربا-দ্র. কানযু'ল-'উম্মাল, ২খ, ২৩১) এই আশংকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং ربا النسيئة-এর পথ সম্যক বন্ধ করিবার জন্য উক্ত অনুশাসন প্রবর্তিত হয় (ইবনু'ল-ক'ায়্যিম, اعلام الموقعين ২খ, ১০০০)। কিন্তু কতক স'াহ'াবী এই অনুশাসন সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রখ্যাত স'াহ'াবী 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা)। তিনি উসামাঃ ইবন যায়দ (রা)-এর বর্ণনা (لا ربا الا النسيئة)—ধারে বিনিময় ছাড়া অন্য কিছুতে রিবা হয় না—তাঁহার মতের দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হ'াকিম-এর হ'াদীছ' সংকলন আল-মুস্তাদ্রাক-এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, যখন আবূ সা'ঈদ খুদ্রী (রা) তাঁহাকে ربا الفضل-এর অবৈধতা সম্পর্কীয় হ'াদীছ' বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন তখন ইবন 'আব্বাস (রা) তাওবাঃ করিয়া তাঁহার পূর্বমত পরিহার করিলেন ('আস্ক'ালানী, ফাত্হ''ল-বারী, মিসর ১৩৪৮ হি., ৪খ, ৩০৩)। অধিকাংশ ফাক'ীহ-এর মতে উসামাঃ (রা)-এর রিওয়ায়াত বস্তুত بيع صرف (মূল্যমানরূপে ব্যবহৃত সোনা ও চাঁদির বিনিময়) সম্বন্ধে যাহা সম-পরিমাণে এবং নগদ হইতে হইবে—মেয়াদী হইলে রিবা হইবে। কোন কোন স'াহ'াবীর মতে, এই হ'াদীছে'র বক্তব্য কু'রআন মাজীদে নিষিদ্ধ সেই কর্জ সম্বন্ধে যাহা কঠোর শাস্তি ও গুরুতর পরিণামের সহিত সম্পৃক্ত।

রিবা এবং Interest : সমার্থবাচকরূপে সচরাচর ব্যবহৃত হইলেও এই দুইটি পরিভাষাগত শব্দের অর্থের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য রহিয়াছে। ইন্টারেস্টের প্রতিশব্দ 'আরবীতে 'ফাইদাঃ', ফারসীতে 'সূদ' হয়। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে কোন উৎপাদনমূলক কাজে পুঁজি খাটাইলে (পুঁজি যে প্রকারেরই হউক) প্রতিদান বা ফলরূপে যাহা আনুপাতিকভাবে পাওয়া যায় তাহা ইন্টারেস্ট। অপরপক্ষে রিবা হইল সেই অর্থ সামগ্রী যাহা ঋণ দাতা শর্তরূপে নির্দিষ্ট করিয়া কোন কর্জ গ্রহীতার নিকট হইতে উসুল করে; ঋণ গ্রহীতা সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে এই ক'ারদ' গ্রহণ এবং ব্যবহার করে। কোন শিল্প কারখানায় যন্ত্রপাতি ভাড়া দিয়া বা যৌথ (مضاربة) কারবারে কিংবা সহযোগিতাভিত্তিক (شركة) ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগের ফলে যে মুনাফা (মুনাফা'আঃ) পাওয়া যায় তাহা ইন্টারেস্ট; কিন্তু ইহাকে ফিক্'হের পরিভাষায় রিবা বলা যায় না। অবশ্য কোন বাণিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করিয়া শর্তাধীন এবং নির্দিষ্ট হারে যাহা গ্রহণ করা যায় তাহা যুগপৎভাবে ইন্টারেস্ট এবং রিবারূপে গণ্য হইবে। যেহেতু পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কর্জ-দাতা ব্যবসায়ী পক্ষকে নির্দিষ্ট হারে সূদ আদায়ের শর্তে কর্জ দেয়, সেইজন্য ব্যবহারিকভাবে রিবা এবং ইন্টারেস্ট সমার্থবাচক হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের তত্ত্বগত পার্থক্য ঘুচিয়া গিয়াছে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে এই কথাটি পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কোন ব্যাংক কর্জ গ্রহীতাদের নিকট হইতে ইন্টারেস্টরূপে যাহা আদায় করে এবং আমানতদাতাগণকে যাহা দেয়, তাহা রিবার শামিল। এই কারণে বর্তমান যুগের 'আলিমগণ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করিতেছেন, ইসলামী ব্যবস্থায় বর্তমান ইন্টারেস্টভিত্তিক ব্যাংকের পুনর্গঠন কিভাবে হইতে পারে। এই বিষয়ে এ পর্যন্ত যাহা কিছু বলা এবং লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে মৌলিক কথাটি এই যে, ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যাংকের ভিত্তি হইতে হইবে অংশীদারিত্ব (شركة) এবং যৌথ ব্যবসা (مضاربة)। এই মূলনীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

যাঁহাদের মূলধনে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হইবে তাঁহারা হইবেন অংশীদার। তলবমাত্র আদায়ের শর্তে বিনা সূদে কারেন্ট একাউন্ট যেমন আছে তেমনি থাকিবে এবং সেভিংস একাউন্টও সূদ বিবর্জিত। উভয় একাউন্টের অর্থ ব্যাংকের কাছে কর্জস্বরূপ থাকিবে। এতদ্ব্যতীত থাকিবে যৌথ ব্যবসা সম্পর্কিত ফিক্সড ডিপোজিট, যাহা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যাংকে জমা হইবে। ইহার উপর ব্যাংকের ব্যবসায়ের আনুপাতিক লভ্যাংশ আমানতদাতাগণ পাইবেন। সকল সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের একাংশ রিজার্ভে রাখিয়া বাকী অর্থ ব্যাংক শিল্প-বাণিজ্যে শির্কাত বা মুদ'ারাবাঃ-র ভিত্তিতে বিনিয়োগ মাধ্যমে চুক্তিকৃত শতকরা হিসাবে লভ্যাংশ অর্জন করিবে এবং চুক্তিকৃত শতকরা হারে লগ্নিকারকদের মধ্যে তাহাদের প্রাপ্য ব্যবসায় উদ্দেশ্যে বিনিয়োজিত অর্থের লভ্যাংশ বিতরণ করিবে। কমিশন বা পারিশ্রমিকরূপে ব্যাংক যাহা উপার্জন করিয়া থাকে, তাহাও চালু থাকিবে। যথা Locker রক্ষা, মুসাফিরী-চেক ইস্যু করা, ব্যাংক ড্রাফট এবং লেটার অব ক্রেডিট ইস্যু করা, দালালী, ব্যবসায়িক পরামর্শ দান ইত্যাদির পারিশ্রমিক অনেক প্রকার লেনদেনের ব্যাপারে ব্যাংক প্রতিনিধিত্ব (وكالة) এবং যামানত (ضمانة)-এর দায়িত্ব পালন করে, বৈধভাবেই ইহার জন্য পারিশ্রমিক আদায় করে ও তাহা হইতে ইনটারেস্ট প্রদান করে এবং ব্যাংকের পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ করে—এইরূপ কাজও চালু থাকিবে। একদিন, এক সপ্তাহ, এক মাস ইত্যাকার স্বল্প মেয়াদী কর্জের বেলায় লভ্যাংশের চুক্তি অবাস্তব। এইরূপ ক্ষেত্রে কর্জের দরখাস্তের ফরম এবং নিয়মাবলীর কাগজ-পত্র বিক্রয়সূত্রে বৈধ উপার্জন করিতে পারে। এই উপার্জনের সহিত অর্থের পরিমাণের আনুপাতিক সম্পর্ক থাকিবে না এবং সকল ক্ষেত্রে সমান হইবে। হিসাব রক্ষা ও আনুষঙ্গিক ব্যয়রূপে ফিস বা কমিশন নেওয়াও অবৈধ হইবে না। অতি সংক্ষেপে বিবৃত এই সব উপায়ে ব্যাংক-কে রিবা-মুক্ত করা যায়—ইহাই এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদের মত। ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান নির্ণয়ে নীতি-নিষ্ঠার অভাবের কারণে জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে বটে কিন্তু সুষ্ঠু নির্ণায়ক সংস্থা

(assessment mechanism) সৃষ্টির মাধ্যমে এই জটিলতা অতিক্রম করিতে এবং ব্যবসায়িগণকে নীতি-নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। জানা যায়, জার্মানী এবং ফ্রান্সে শিরকাঃ-এর ভিত্তিতে কতিপয় ব্যাংক তাহাদের কার্য পরিচালনা করে। তাত্ত্বিক বিচারে এইরূপ ব্যাংক অসম্ভব কিছু বলিয়া মনে হয় না; বর্তমান বিশ্বে ধীরে ধীরে যে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতেছে—তাহা ইহার বাস্তব নমুনা।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় গুটি কতক লোকের হাতে বিস্তর পুঁজি কেন্দ্রীভূত হওয়ার ব্যাপারে রিবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইহাতেই দেশের সম্পদ, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাজারের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ তাহাদের হাতে চলিয়া যায়, জিনিসপত্রের সরবরাহ এবং দ্রব্যমূল্য তাহারাই নিজেদের স্বার্থে নির্ধারণ করে এবং ইহার কুফল মানুষের জীবন ও চরিত্র হইতে শুরু করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। রিবাকে হ'ারাম ঘোষণা করিয়া ইসলাম চায় ধন-বৈষম্য সৃষ্টির প্রধানতম কারণের অপসারণ। ব্যক্তিকেই হউক কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানকে শিল্প-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে কর্জ দিলে লাভ-লোকসানের আনুপাতিক অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে, ইহাই ন্যায়সঙ্গত; সমস্ত ঝুঁকি অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া অযৌক্তিক। অধুনা শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি সূদী কর্জ দিয়া অনুন্নত জাতিসমূহের উপর যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করিতেছে তাহার পরিণাম অশুভ হইতে বাধ্য।

রিবা-র প্রচলন রোধের উদ্দেশ্যে যে-সকল ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত রিবা সদৃশ অনুপার্জিত আয়ের সংস্রব দেখা দিয়াছে বা আশংকা হইয়াছে তাহাও হযরত (স') নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। বুখারী অনুভূতও মুসলিম সম্মত রিওয়ায়াতে দেখা যায়, হযরত (স') নিকৃষ্ট খেজুরের দুই صاع-এর পরিবর্তে উৎকৃষ্ট এক صاع খেজুরের বিনিময় নিষেধ করিয়া এই উপদেশ দিলেন যে, "প্রথমে নিকৃষ্ট খেজুরগুলিকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় কর; তারপর সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থে উৎকৃষ্ট খেজুর ক্রয় কর" (মিশকাত, বাবু'র-রিবা দ্র.)। বিনিময় প্রক্রিয়া যেমনই হউক, পরিণামফল হইবে এক এবং অভিন্ন, অর্থাৎ নিকৃষ্ট অধিক পরিমাণের খেজুরের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট ন্যূন পরিমাণের খেজুর প্রাপ্তি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, তিনি কৌশলে রিবা এড়াইয়া যাইবার পরামর্শ দিলেন মাত্র। এই হ'াদীছ' দৃষ্টে ফাক'ীহগণ এইরূপ কলাকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ বৈধ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু অন্য একটি অনুরূপ সম্মত রিওয়ায়াতের প্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, উপরিউক্ত প্রক্রিয়াটি কেবল কৌশলগত বাচনিক আদান-প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না; বরং বাস্তবে দুইটি ক্রয়-বিক্রয় পর পর সংঘটিত হইতে হইবে অর্থাৎ চুক্তিকৃত অর্থের বিনিময়ে (ক) নিকৃষ্ট খেজুর বিক্রয় এবং (খ) উৎকৃষ্ট খেজুর ক্রয় এবং উভয় ক্ষেত্রে বাস্তব আদান-প্রদান সম্পন্ন হইতে হইবে; কারণ হযরত (স') বলিয়াছেন: "যে ব্যক্তি কোন খাদ্য-সামগ্রী ক্রয় করিবে সে উহা বিক্রয় করিবে না যে পর্যন্ত না সে উহাকে নিজের আয়ত্তে লইয়া ফেলে (حتى يستوفيه), যতক্ষণ না আদান-প্রদানের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হয়" (দ্র. মিশকাতের পূর্বোল্লিখিত বাব)। অধিকন্তু যদি উৎকৃষ্ট খেজুরের পরিবর্তে অধিক পরিমাণ নিকৃষ্ট খেজুরের বিনিময় কিংবা খাদযুক্ত সোনা-রূপার পরিবর্তে অসম পরিমাণ নিখাদ সোনা-রূপার বিক্রয় বৈধ করা হয়, তবে কথার ফাঁকে অবৈধ রিবা-র প্রচলনের সমূহ আশংকা রহিয়াছে। সুতরাং এক জাতীয় জিনিসের বিনিময় مثلا بمثل এবং يدا بيد হইতে হইবে। নিকৃষ্ট সামগ্রীর বদলে মেয়াদান্তে সমপরিমাণ উৎকৃষ্ট সামগ্রী লইলেও তাহা মেয়াদী কর্জের সূদ গণ্য হইবে। অনুরূপভাবে তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন নিশ্চিত পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে আন্দাজ করিয়া অ-নিশ্চিত পরিমাণ স্তূপীকৃত খেজুরের বিক্রয়, কারণ তাহাতে রিবা-র আশংকা বিদ্যমান; কাঁচা ফলের পরিবর্তে শুষ্ক ফল সম-পরিমাণে বিক্রয়ও নিষিদ্ধ; ব্যবহারোপযোগী হইবার পূর্বে গাছে থাকিতে ফল বিক্রয় নিষেধ, কারণ উপযোগী হইবার সময় পর্যন্ত ফলে যে পুষ্টি সাধিত হইবে তাহা বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে; বরং فضل বা রিবা ইত্যাকার বিনিময় সম্বন্ধে হযরত (স')-এর কথা হইল, "কিসের পরিবর্তে তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করিবে?" (দ্র. মিশকাত, কিতাবু'র-রিবা, বাবু'ল-মানহী 'আনহু মিনা'ল-বুয়ূ')। কু'রআন কারীমের নির্দেশ: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم "তোমরা পরস্পরের সামগ্রী গর্হিত উপায়ে উদরস্থ করিও না, তবে যদি তাহা তোমাদের স্বীকৃত তিজারতের মাধ্যমে হয় তাহা বৈধ" (৪ : ২৯)। রিবা-র সুদূরপ্রসারী কুফল হেতু হযরত (স') "যে-ব্যক্তি রিবা উদরস্থ করে, যে তাহা করায়, যে-ব্যক্তি ইহার দলীল লিখে এবং যে সাক্ষ্য দেয় সকলকে অভিসম্পাত দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাহারা (পাপার্জনে পরস্পর) সমান" (মুসলিম, মিশকাত, বাবু'র-রিবা)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত হ'াওয়ালাঃ ছাড়াও : (১) ইব্‌ন কাছ'ীর, তাফ্‌সীর আসরারু'ত-তা'ব'ীল, ১খ, আল-মাকতাবাতু'ল-কুবরা, ১৩৫৬ হি.; (২) বায়হা'কী, আস্-সুনানু'ল-কুবরা, দাইরাতু'ল-মা'আরিফ, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য ১৩৫২ হি., ৫খ.; (৩) ইব্‌ন রুশদ, বিদায়াতু'ল-মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতু'ল-মুক্'তাসি'দ, মুস্'তা'ফা আল-বাবী, মিসর ১৩৭৯ হি., ২খ, ১২৮; (৪) ইব্‌ন কু'দামাঃ, আল-মুগ্'নী, দারু'ল-মানার, মিসর ১৩৬৭ হি.; (৫) আন্‌ওয়ার ইক্'বাল কু'রায়শী, ইসলাম আওর সূদ, হানিয়াঃ পাবলিশিং হাউস, ১৯৭১ খৃ.; (৬) ফাদ্'লু'র-রাহ'মান, তিজারাতী সূদ, শু'বাঃ দীনিয়্যাত, মুসলিম ইউনিভার্সিটি, 'আলীগড় ১৯৬৭ খৃ.; (৭) মুফতী মুহ'ম্মাদ শাফী' ও মুহ'ম্মাদ তাকী' 'উছ'মানী, মাস্'আলা-ই-সূদ, ইদারাতু'ল-মা'আরিফ, করাচী ১৩৯০ হি.; (৮) নাজাতুল্লাহ সি'দ্দীকী, গ'ায়র সূদী বেংকারী, ইসলামিক পাবলিকেশনস, লাহোর ১৯৬৯ খৃ.; (১০) এস. এ. ইরশাদ, গ'ায়র সূদী বেংকারী, করাচী তা. বি.; (১১) B. W. Dempsoy, Interest and Usury, London 1948; (১২) Keirstead Burton, Capital, Interest and Profit, Oxford 1959; (১৩) Wensinck, Handbook দ্র. usury, শাওকানী, নায়লু'ল-আওত'ার, কায়রো ১৩৪৫ হি., v. 295 প.; (১৪) Goldziher, Die Zahiriten, p. 41 প.; (১৫) Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, ii, 141 প., 152 প., 244 প.; (১৬) K. T. Hosain, Thoughts on Islamic Economics, IERB, Dhaka, 1980, pp. 155-156.

• J. Schacht (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

রিবাত' (رباط) একটি সুরক্ষিত মুসলিম আশ্রয়। মূল ক্রিয়া পদ ربط (অর্থ 'বাঁধা, সংযুক্ত করা') হইতে এই শব্দটির যে সকল বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে যেইটি সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত তাহা কু'রআনের ৮ঃ ৬০ আয়াতের সহিত সম্পর্কিত। বলা হইয়াছে ঃ "কাফিরদের মুকাবিলার জন্য তোমরা যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখিবে।" আয়াতের 'রিবাতু''ল-খায়ল' মূলত অশ্ব সমাবেশের জায়গা, যেখানে ঘোড়াগুলির পায়ে দড়ি বাঁধিয়া উহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। এই অর্থটির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে আর দুইটি অর্থের ঃ সরাইখানা ও অশ্বশালা, যেখানে ডাক হরকরা ও বার্তা-বাহকদের জন্য অশ্ব মওজুদ রাখা হয়। যুগপৎভাবে ধর্মীয় এবং সামরিক প্রতিষ্ঠান বুঝাইবার জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হইত। মুসলিম অধিকারভুক্ত দেশের সীমান্ত রক্ষা এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য 'রিবাত'' গঠিত হইত। বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যে এই ধরনের সুরক্ষিত মঠের (monastery) অস্তিত্ব ছিল। Procopius কর্তৃক উল্লিখিত সমুদ্রের তীরে কার্থেজ নগরীতে নির্মিত Mandrakion ঘাঁটিটি ইহার একটি দৃষ্টান্ত। এই জাতীয় সুরক্ষিত মঠে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের (Crusade) জন্য য়ুরোপ হইতে আগত যোদ্ধাগণ মঠবাসীদের সহিত যোগদান করিত। ইসলামের প্রথম যুগে সাধারণ তাঁবু ছাউনীতে সীমান্ত প্রহরার কাজ চলিত। মুসলিম অধিকার সম্প্রসারিত হইলে মুসলিম শাসকগণ খৃস্টান এবং পারসিকদের মুসলিম রাষ্ট্র ধ্বংসের পৌনঃপুনিক প্রচেষ্টা রোধের জন্য দুর্গ নির্মাণে বাধ্য হয় এবং ইহাতে সীমান্তরক্ষী সৈন্য মোতায়েন করা হয়। পাশ্চাত্য দেশের দুর্গের ন্যায় বিপদের সময় সন্নিহিত জনপদসমূহের অধিবাসিগণকে রিবাতে' আশ্রয় দেওয়া হইত। সেইখান হইতে আতংকিত জনসাধারণকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত অপরাপর সীমান্ত সৈনিক ঘাঁটিতে এবং দেশের অভ্যন্তরে বাসরত সাহায্যকারীদের নিকট বিপদ-সংকেতও প্রেরণ করা যাইত। সুতরাং সুরক্ষিত প্রাচীরের অভ্যন্তরে থাকিত বসবাসের ঘর, অস্ত্রাগার, খাদ্য ভাণ্ডার এবং সতর্ক সংকেত প্রদানের জন্য বুরুজ। অনেকক্ষেত্রে রিবাত' বলিতে সামান্য একটি নিরীক্ষণ-মঞ্চ (Watch tower) এবং বায়যান্টাইন শাসকদের নির্মিত সীমান্ত দুর্গের ন্যায় ক্ষুদ্র দুর্গ বুঝায়। ইহা হইতে বুঝা যায় কেন ভৌগোলিকগণ এত বেশী সংখ্যক রিবাতে'র কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, কেবলমাত্র ট্রান্সঅক্সিয়ানাতেই কম-পক্ষে ১০,০০০ রিবাত' ছিল (ইব্ন খাল্লিকান, de Slane অনূদিত, ৩খ, ১৫৯, নং ৩)। সমুদ্র উপকূলেও যথেষ্ট রিবাতে'র ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ফিলিস্তীন ও আফ্রিকার সমগ্র উপকূলে বহু রিবাত' ছিল। বলা হইয়াছে যে, রিবাতে'র সহিত সংযুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন দীপ-মঞ্চগুলি এক রাত্রির মধ্যেই আলেকজান্ড্রিয়া হইতে সেউটা পর্যন্ত সংবাদ প্রেরণ করিতে সক্ষম ছিল। ইহা স্পষ্টত অতিশয়োক্তি। এই উক্তি হইতে অন্তত একথা আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা বেশ সক্রিয় ছিল এবং সেই সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়ার সম্বন্ধে ইহা অনুমিত হয় যে, এই স্থানের দীপমঞ্চ রিবাতে'র প্রয়োজন মিটাইত। খৃস্টীয় সাম্রাজ্যের সীমান্তের ন্যায় স্পেনীয় উপকূলেও রিবাত' ছিল, বিশেষত আল্-মুরাবিতূ'ন (Almoravids)-এর আগমনের পরে যখন জিহাদী মনোভাব খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

সিসিলী দ্বীপের ব্যাপারে পালের্মো (Palermo)-এর নিকটবর্তী রিবাত'সমূহ সম্পর্কে ইব্ন হা'ওক'াল কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়াছেন। মাল্টীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত Gozo দ্বীপের ক্ষুদ্র শহর 'রাবাতো' সম্পর্কেও আমরা অবগত। ধর্মানুরাগী ব্যক্তিবিশেষকে বহু সংখ্যক রিবাত' স্থাপনের কাজে উৎসাহিত করা হইত, বিশেষত ইফ্রীকি'য়্যার অন্তর্গত ত্রিপলী ও স্ফাক্স্ (Sfax)-এর ন্যায় শহরাদির আশেপাশে নিজস্ব ব্যয়ে রিবাত' নির্মাণ করা অথবা প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে মযবূত করা ছিল একটি পুণ্য কর্ম, ইসলামের সেবার জন্য জনগণকে রিবাতে' যোগদানে উৎসাহ প্রদান, রিবাত'বাসী সেনাদলের জন্য রসদের ব্যবস্থা জোরদার করা এবং সর্বোপরি নিজে রিবাতে' যোগদান করা সমভাবে পুণ্যের কাজ ছিল। আল-মাক্'দিসী ফিলিস্তীন উপকূলের রিবাত'গুলির অন্য একটি ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন ; এই রিবাত'গুলি মুসলিম যুদ্ধবন্দীবাহী খৃস্টানদের যুদ্ধ জাহাজগুলির আগমনের সংবাদ আলোর সাহায্যে প্রচার করিত। মুক্তিপণ দ্বারা এই মুসলিম বন্দীগণকে মুক্ত করার জন্য সকলেই সামর্থ্য অনুযায়ী দান করিত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায়। রিবাত' নির্মাণ এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বহু রিবাত' নির্মাণের দায়িত্ব স্বভাবত দেশের শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল। ইফ্রীকি'য়াতে প্রথম 'আব্বাসী গভর্নর হারছা'মাঃ ইব্ন আ'য়ান (১৭৯/৭৯৫) কর্তৃক মোনাস্তিরের সর্বপ্রথম রিবাত' নির্মিত হইয়াছিল। তৃতীয়/নবম শতক ছিল স্বর্ণযুগ। আগ্'লাবীগণ সমগ্র পূর্ব উপকূলে রিবাতে'র ও মাহ্'রাসের (محرس) সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মাহ্'রাস শব্দের অর্থ একটি সুরক্ষিত এলাকা, যাহার মধ্যে কিছু সংখ্যক রক্ষীসেনা অথবা একটি প্রহরা বুরুজ থাকিত। মোনাস্তিরের রিবাত'টি ছিল গুরুত্বপূর্ণ ; দ্বাদশ শতকে আল-মাহ্দিয়্যাঃ হইতে লাশ আনা হইত এই পুণ্যময় স্থানে দাফন করিবার জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে ২০৬/৮২১-এর আগ্'লাবী যিয়াদাতুল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সূস-এর রিবাত'টি বেশ গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিল এবং সূস বন্দর হইতে মুসলিম বাহিনী সিসিলী অভিযানে সমুদ্র পথে গমন করিয়াছিল।

ইফ্রীকি'য়্যার পূর্ব উপকূলের তুলনায় অবশিষ্ট বার্বারী উপ-কূলভাগ অপেক্ষাকৃত কম সুরক্ষিত ছিল, কারণ রোমকদের সরাসরি আক্রমণের অধিকতর আশংকা ছিল এই পূর্ব উপকূলে এবং এইখানে ছিল সামুদ্রিক অভিযানসমূহের ঘাঁটি। নরম্যান নৌদস্যুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য 'মাগ্'রিব' উপকূলের শেষ প্রান্তে 'নাকূর ও আরযিলায় কতগুলি রিবাত' ছিল ; এবং 'Sale'-এও রিবাত' ছিল বার্গ'াওয়াত'াঃ ধর্মবিরোধীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার জন্য।

যদিও বেশীর ভাগ রিবাত' ছিল সরকারী প্রতিষ্ঠান, তবুও মনে হয়, রিবাতে' যোগদানকারী যোদ্ধাদের কর্ম কোনক্রমেই বাধ্যতামূলক ছিল না। রিবাত'বাসীরা (মুরাবিতূ'ন) ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক ধর্মপ্রাণ মুসলিম, যাঁহারা ইসলামকে রক্ষা করার জন্য আত্মনিয়োগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কেহ কেহ আশ্রমে প্রবেশের ন্যায় রিবাতে' যোগদান করিত জীবনের বাকী দিনগুলি সেইখানে অতিবাহিত করিবার উদ্দেশ্যে, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই সেখানে দীর্ঘ অথবা স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান করিত এবং স্বেচ্ছাসেবী সেনা-দলকে বৎসরে কয়েকবারই সম্পূর্ণরূপে বদলী করা হইত। আরযিলা-রিবাতে' সেনাদলের এই বদলী 'আশূরা' (১০ মুহ'ররাম)

List>

উৎসবের শুরুতে, রমযানের প্রারম্ভে এবং আল-'ঈদু'ল-কাবীরে সংঘটিত হইত। এই উপলক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য মেলাও বসিত। বিপদের সময় ঢোল শোহরত-এর সাহায্যে রিবাত' সন্নিহিত চতুস্পার্শ্বস্থ স্থানের সমর্থ লোকদিগকে আহ্বান করিয়া সেনাদলের শক্তি বৃদ্ধি করা হইত (ফিলিস্তীনে, আল-মাক্'দিসীর বর্ণনানুসারে)।

রিবাতে'র জীবন সামরিক অনুশীলনে, প্রহরার এবং ধর্মের অনুশীলনে অতিবাহিত হইত। মুরাবিত'গণ কোন শায়খের নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘ আরাধনার মাধ্যমে আপনাদিগকে শহীদের মর্যাদা লাভের জন্য প্রস্তুত করিত। প্রাচীন রিবাতে'র স্থাপত্যে মুরাবিত'দের জীবনের এই সামরিক ও ধর্মীয় দ্বৈত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মোনাস্তিরে ও সূস রিবাত'দ্বয়ে প্রাপ্ত প্রমাণ তিউনিসিয়ায় সংরক্ষিত আছে। মোনাস্তিরের রিবাত' এখনও চিত্তাকর্ষক। কিন্তু বারে বারে পুনর্নির্মাণের ফলে ইহার মূল নক্সাটি দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সূসের রিবাত'টি অধিকতর সরল নমুনারূপে গণ্য। ইহার সুউচ্চ চতুষ্কোণী প্রাচীর এবং প্রত্যেক কোণায় ও প্রাচীরের মধ্যস্থলে অর্ধবৃত্তাকার বুরূজ এই দেশের বায়যানটাইন আমলের দুর্গের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহার প্রাচীরের মধ্যখানে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান একটি অংশে ইহার একমাত্র প্রবেশ পথ। সিঁড়ি ইহার মধ্য-অঙ্গনের অভ্যন্তরে পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে এবং অঙ্গনের চতুস্পার্শ্বে রহিয়াছে আচ্ছাদিত গ্যালারী এবং অনাড়ম্বর প্রকোষ্ঠসমূহ। দুইটি সোপান দ্বারা সংযুক্ত দ্বিতলেও অংগনের তিনদিকে কতগুলি কক্ষ আছে। চতুর্থ দিকে অসমানভাবে মিহ'রাবযুক্ত একটি হলঘর। ইহাই রিবাতে'র বক্তৃতা গৃহ ও উপাসনালয়। কি'বলাঃ-র দিকের দেওয়ালটিতে কামান ছুড়িবার ছিদ্র আছে। দ্বিতলের ছাদের উপরিভাগে সতর্কীকরণ মঞ্চের দরজা। মঞ্চটি গোলাকৃতি (cylindrical), এককোণের বহির্মুখে প্রসারিত অংশের চতুষ্কোণ অংশ তল হইতে উত্থিত হইয়া প্রায় ৬০ ফুট উঁচুতে উঠিয়াছে। গৃহের শীর্ষ-দেশের উপর একটি ছোট গুম্বজ উঠিয়াছে, অনেকটা সেই যুগের মসজিদের ন্যায়।

সূস রিবাত'টি আমাদিগকে বীরত্বপূর্ণ যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তখন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতিও ছিল স্পষ্টভাবে সামরিক ধরনের। এই সীমান্ত ঘাঁটিগুলি ইসলামী ভূখণ্ডের সীমানায় থাকিয়া রণকৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিত। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে 'মাগ্'রিব'-এর শেষ প্রান্তেও সেই রিবাত'গুলি এই বৈশিষ্ট্য অটুট রাখিয়াছিল। স্পেনস্থিত খৃস্টানদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ মুসলিমদের মধ্যে জিহাদী ঐতিহ্যকে উজ্জীবিত করিয়াছিল। আমরা জানি যে, নিম্ন সেনেগালের কোন একটি দ্বীপে নির্মিত একটি রিবাত' 'লামতূনাঃ বারবার'-দের কৃতিত্বের প্রারম্ভিক সোপান ছিল এবং তাহারা আল-মুরাবিতূ'ন (Al-moravids) নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের উত্তরসূরী আল-মুওয়াহ্'হি'দূন (Al-mohads) নির্মিত অন্তত দুইটি রিবাত' উল্লেখযোগ্য। ৫২৮/১১৩৮ সনে 'আবদু'ল-মু'মিন যখন আল-মুরাবিত'দের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন তিনি 'তাযা' রিবাত'টিকে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। 'রিবাতু'ল-ফাত্'হ'' নামটি এখনও 'রাবাত'' শহরের নামের মধ্যে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। এই রিবাত'টির অবস্থানক্ষেত্র পোতারোহণের স্থান না হইলেও, অন্ততঃপক্ষে স্পেন আক্রমণের প্রস্তুতিতে সৈন্য সমাবেশের একটি বিরাট ছাউনি এখানে ছিল। আল-মুওয়াহ্'হিদগণের নির্মিত এই রিবাত'টি তাঁহাদের পতনের পরও ইহার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। রাবাত' কিংবা ইহার সংলগ্ন সালাঃ নামক ছোট শহরটি, যাহা একটি রিবাতে'র মর্যাদা দাবী করিতে পারে, অবশেষে মারীনী শাসনকর্তাদের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহারা এই স্থানে সমাধিস্থ হইয়া ধর্মযোদ্ধাদের মর্যাদা প্রাপ্তির আশা করিতেন।

চতুর্দশ শতকেও উপকূলভাগে খৃস্টানদের অবতরণ রোধের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ 'রিবাত'রূপে ব্যবহারের জন্য' মাহ্'রাস (সতর্কীকরণ মঞ্চ) নির্মিত হইয়াছিল। মারীনী শাসক আবু'ল-হ'াসানের ইতিহাস লেখক ইব্ন মার্যূক' উহাদের সম্পর্কে বলেন যে, এই ঘাঁটিগুলিতে অবশ্য বেতনভুক সৈনিক মোতায়েন করা হইত। সুতরাং ঐগুলি প্রকৃত রিবাত' নহে, রিবাতে'র সেনানী হয় স্বেচ্ছাসেবক। যে ক্ষেত্রে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মাগ্'রিব-এর শেষ প্রান্তে অবস্থিত আসফি-এর ন্যায় স্থানের একটি রিবাত' পর্তুগীজদের সহিত যুদ্ধে কেবল সামরিক ভূমিকাই পালন করিতেছে, সেই ক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলে, যেথায় অমুসলিম আক্রমণের আশংকা আর রহিল না, সেথায় এই প্রতিষ্ঠানটির চেহারাই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল; বরং বলা যায় যে, পূর্বতন রিবাতে' যে ক্ষেত্রে সামরিক অনুশীলনের সহিত বরাবর কঠোর শৃঙ্খলা ও পবিত্র যি'ক্র অনুশীলিত হইত, পরবর্তী রিবাত'গুলিতে সামরিক কুচকাওয়াজের কোন স্থানই রহিল না, দরবেশী আচার ইহার স্থান দখল করিল। ৬ষ্ঠ/১২শ শতাব্দী হইতে সম্ভবত আরো পূর্ব হইতে, মরমীবাদের ক্রমবিকাশ ও সূ'ফীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ার কারণে এই ব্যারাকগুলি আশ্রমে পরিণত হইয়া তাহাদের অস্তিত্বের একটি নবতর সার্থকতার উদ্ভব হইল। পারস্য হইতে রিবাতে'র এই বিবর্তন শুরু হইয়াছিল এবং ক্রমে ইহা মুসলিম জাহানেও দ্রুত বিস্তার লাভ করে। পূর্বাঞ্চলে 'আরবী রিবাত' ফারসী 'খানক'াহ'-এর রূপ পরিগ্রহ করে। ইব্ন জুবায়র (Wright ও de Goeje সম্পা. ২৪৩,) সিরীয় মরুভূমির উত্তরদিকে রা'সু'ল-'আয়ন-এ সূ'ফীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি খানক'াহ-এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাকে রিবাত'ও বলা হইত। কিন্তু ইবনু'শ-শিহ্'নার মত লেখক আলেপ্পোর বর্ণনা প্রসঙ্গে খানক'াহ ও রিবাতে'র মধ্যে যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন তাহা খুব স্পষ্ট নহে। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্থায়ী বাসিন্দারা সারা জীবন অতিবাহিত করিত আর রিবাতে' পূর্বের মত ধর্মপ্রাণ লোকেরা স্বল্পকালের জন্য আসিত; কিন্তু সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় না যে, ইহাই সত্যিকারের প্রভেদ। যাহা হউক, আলেপ্পো শহরের অন্তর্গত চারিটি রিবাতে'র (তন্মধ্যে একটি ছিল মাদরাসা ও ইহার প্রতিষ্ঠাতার সমাধিগৃহের সহিত সংযুক্ত কু'রআন পাঠক এবং সূ'ফীদের আবাস) একটিরও আর সামরিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন ছিল না। ইব্ন বাতূ'ত'াঃ কর্তৃক উল্লিখিত দুইটি রিবাত'ও একই ধরনের। Van Berchem কর্তৃক কায়রোতে প্রাপ্ত একটি মাত্র শিলালিপিতে যে রিবাতে'র উল্লেখ আছে তাহা হইতেছে মালিক আশরাফ 'ইনাল (৮৬০/১৪৫৫)-এর ধর্মশালা।

'বারবারী'তে প্রাচ্য সূ'ফীবাদের ঢেউ লাগে ১১শ—১২শ শতাব্দীতে। ফলে অনুরূপভাবে এখানেও 'রিবাত'' নামটি বজায় রাখা হইয়াছিল। কিন্তু উহা 'যাবি'য়াঃ' (দ্র.)—এর প্রতি প্রযুক্ত হইত, সেখানে সংসারত্যাগীরা কোন শায়খ অথবা তাঁহার সমাধিকে কেন্দ্র করিয়া সমবেত হইত। ইব্ন মার্যূক' একটি পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু তাহা এখনও দুর্বোধ্যই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার মুরশিদ আবু'ল-হ'াসান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যাবি'য়াঃ সম্পর্কে বলিতে গিয়া তিনি বলেন যে, খানক'াহ (ফারসী শব্দ) ও রিবাত' সমার্থক। তিনি আরও

বলেন, "ফাক'ীরদের পরিভাষায় রিবাত' অর্থ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ ও (সীমান্ত) প্রহরার জন্য আত্মনিয়োগের স্থান। অন্যপক্ষে সূ'ফীদের পরিভাষায় ইহা এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ আল্লাহ্‌র আরাধনায় নিজেকে আবদ্ধ রাখে।" মনে হয় শব্দটির শেষোক্ত ব্যবহারই তাঁহার কালে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। তিলিম্‌সানের (Tlcmcen) নিকটবর্তী রিবাতু'ল-'উব্বাদ কতকগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি যাহা বিখ্যাত সূ'ফী সীদী বূ মাদ্‌য়ান-এর সমাধির চতুষ্পার্শ্বে গড়িয়া উঠিয়াছে। ওরানের দক্ষিণ পশ্চিমস্থিত Taskedelt-এর রিবাত'টি বানূ ইয়্‌নাসিন-এর এক ওয়ালীর নামে উৎসর্গিত। ওয়াদী সবূ (Sbu) সীমান্তস্থিত আক্বেরত'াত-এর রিবাত'টিতে দুইজন মারীনী রাজপুরুষের কবরসহ মসজিদ এবং তু'লবা (কু'রআন পাঠক)-দের কামরা আছে।

পুরাতন 'আরবী শব্দ 'রিবাত''-এর অপব্যবহারের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে 'মুরাবিত''-এর অর্থের পরিবর্তন। এই শব্দটির প্রয়োগ এমন কোন ফাক'ীরের প্রতি হইতেছে যিনি নিজস্ব শক্তিগুণে অথবা অন্তঃপ্রেরণা (intuition) প্রাপ্তির ফলে কিংবা কোন এক ওয়ালী (দ্র.)-এর সহিত সম্বন্ধের বদৌলতে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধালাভ করেন।

ইহা অনুমিত হয় যে, শেষ জিহাদের দেশ মুসলিম স্পেনের সীমান্তগুলিতে পর পর রিবাত' নির্মাণের মাধ্যমে খৃস্টান শক্তির পুনর্বিজয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু নিশ্চিত হওয়ার জন্য আরও গবেষণার প্রয়োজন। F. Hernandez এবং H. Terrasse কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার ফলে মুসলিম স্পেনের সামরিক স্থাপত্য তথা দুর্গগুলির নির্মাণের তারিখ ও উহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য হয়ত জানা যাইতে পারে। অর্থগত বিবর্তনের ফলে ইহা সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, রিবাত' আর দুর্গের অর্থে ব্যবহৃত হয় না। স্পেনের 'আরবী গ্রন্থকারদের মধ্যে যেমন, আল-মাক্ক'ারী এবং ইব্‌ন মারযূক' উল্লিখিত ফাক'ীরদের মধ্যেও—রিবাত' শব্দটি সাধারণত আত্মরক্ষামূলক পবিত্র যুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া শব্দটি স্পেনীয় ভাষায় যে rebato-রূপে দেখা যায় তাহার অর্থ J. Oliver Asin-এর মতে, "মুসলিম যুদ্ধ-কৌশল অনুযায়ী একদল অশ্বারোহী কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণ।" যদিও 'আরবী শব্দটি ইহার মূল অর্থ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে, তবুও এই শব্দ হইতে উদ্ভূত অন্য একটি শব্দ সাধারণভাবে একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইত। স্পেন দেশে 'রাবিত'াঃ'-এর সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং উহাদের স্মৃতি বিভিন্ন স্থানের নামে বিভিন্নরূপে (Rapita, Ravita Rabida) রক্ষিত আছে। রাবিত'াঃ শব্দটি বারবারী দেশেও ব্যবহৃত হইত। ইহার অর্থ একটি নিভৃত আশ্রম যাহাতে একজন ধার্মিক লোক আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং যেইখানে তিনি তাঁহার শাগরিদ পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন (দ্র. আল-বাদিসী, মাক্'স'াদ, Colin অনূদিত, পৃ. ২৪০ ও যাবি'য়াঃ প্রবন্ধটি)। সমগ্র উপদ্বীপে এই শব্দটির এই অর্থই প্রচলিত ছিল, সকল নিদর্শন ইহাই প্রমাণ করে। স্পেনে রাবিত'াঃ-এর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং রিবাত' শব্দের সহিত ইহার সংঘর্ষ সব কিছুই সেই বিশাল মরমী সূ'ফী আন্দোলনের সহিত সম্পৃক্ত যাহা পারস্যে শুরু হইয়াছিল। ফলে ইসলামের বীরত্বপূর্ণ গৌরবময় যুগে যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল জিহাদের সহিত সম্পর্কিত এবং ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা অধিকতর সামরিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তদস্থলে গড়িয়া উঠিল মঠ-সদৃশ একটি প্রতিষ্ঠান যাহা প্রাচ্যে খানকাহ নামে, এবং বারবারীতে যাবি'য়াঃ নামে অভিহিত হইত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবু'ল-'আরাব, Classes des Savants de 'l-Ifrikiya, অনূদিত এবং সংকলিত Bencheneb, Algiers 1920; (২) আল-বাক্‌রী, Description de l'Afrique Septentrionale, ed. and Transl. de Slane, Algiers 1911-1913; (৩) আল-ইদ্‌রীসী, Description de l'Afrique et de l'Espagne, ed and transl. Dozy and de Goeje, Leyden 1866; (৪) ইব্‌ন হ'াওক'াল, Transl. de Slane, in JA, 1842, i. 168; (৫) do., Description de Palerme, Transl. Amari, in JA, 1845, i. 96; (৬) ইব্‌ন খাল্লিকান, Transl. de Slane, i. 159, No. 3; (৭) আল-মাক'দিসী, in Le Strange, Palestine under The Moslems. p. 23-24; (৮) ইবনু'শ-শিহ'নাঃ, Les perles choisies, Transl. Sauvaget, Bairut 1933, i. 107; (৯) ইব্‌ন মারযূক', মুসনাদ ed. and Transl. E. Levi-Provencal, in Hesperis, v., 1925; (১০) Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, দ্র. ribat, mahras; (১১) Van Berchem, Materiaux pour un Corpus etc., Paris 1894, P. 162, No. 3, 408, No. 4; (১২) Doutte, Les Marabouts, in RHR, xl.—xli., Pr. in Part 1900; (১৩) H. Basset and E. Levi-Provencal, Chella, Paris 1923; (১৪) G. Marcais, Note sur les ribats en Berberie, in Melanges Rene Basset, Paris 1925, ii. 395—430; (১৫) do., Manuel d' art musulman, i. 45—46; (১৬) Jaime Oliver Asin, Origen arabe de rebato; arrobda y sus homonimos, Madrid 1928; (১৭) H. Basset and H. Terrasse, Sanctuaires et forteresses almohades, in Hesperis, 1932 (the ribat of Tit), p. 337—376.

G. Marcais (S.E.I.)/কাজী রফীকুল হক

রুক'ায়্যাঃ (رقية) (রা) মুহ'াম্মাদ (স') ও খাদীজাঃ (রা)-এর কন্যাগণের অন্যতমা। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং আবূ লাহাবের পুত্র 'উত্‌বার সহিত পরিণীতা হন। হযরত (স')-এর নুবুওয়াত লাভের পূর্বে এই বিবাহ সংঘটিত হয়। হযরত (স')-এর নুবুওয়াত লাভের পর আবূ লাহাবের আদেশে 'উত্‌বাঃ তাঁহাকে ত্যাগ করে। তখন রাসূল (স') 'উছ্'মান (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। হযরত 'উছ্'মান (রা) যখন আবিসিনিয়াতে হিজরত করেন তখন রুক'ায়্যাঃ (রা)-ও তাঁহার সহগামিনী হন (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ২০৮)। তাঁহাদের একটি পুত্র হয়, নাম 'আব্‌দুল্লাহ। তিনি শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। বদ্‌রের যুদ্ধের সময় হযরত রুক'ায়্যাঃ (রা) ইনতিকাল করেন। তাঁহার শুশ্রূষায় নিয়োজিত ছিলেন বিধায় 'উছ্'মান (রা) এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অতঃপর রাসূল (স')-এর আর এক কন্যা উম্মু কুলছূ'ম (রা)-এর সহিত 'উছ্'মান (রা)-এর বিবাহ হয়। এইজন্য তিনি যু'ন-নূরায়ন (দুই আলোকের অধিকারী) আখ্যায় ভূষিত হন। রুক'ায়্যাঃ (রা)-এর বয়স ও বিবাহের তারিখ সংক্রান্ত বিবরণ খাদীজাঃ, ফাতি'মাঃ ও উম্মু কুলছূ'ম (রা)-এর এতদসংক্রান্ত বিবরণের সহিত ঘনিষ্ঠ-

ভাবে সংশ্লিষ্ট [দ্র. খাদীজাঃ, ফাতি'মাঃ, উম্মু কুলছূম (রা)]।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ১২৯, ২০৮ প. ২৪১ ; (২) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৮খ, ২৪ প. ; (৩) ত'াবারী, ৩খ, ২৪৩০ ; (৪) ওয়াকি'দী, অনু. Wellhausen, p. 66, 71, 83 ; (৫) Caetani, Annali dell' Islam, Index, at the end of vol. ii ; (৬) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 120, 151, 172, 243, 378 ; (৭) Lammens, Fatima et les filles de Mahomet, p. 3 প.।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ রিযাউর রহীম

রূহুল আমিন (روح الأمين : রূহ'ল-আমীন), মাওলানা ১২৮৯ (?) বঙ্গাব্দে ২৪ পরগণা জিলার বশিরহাট মহকুমার টাকী নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুন্শী সাখী দবীরুদ্দীন ও মাতার নাম রহীমা খাতুন। তাঁহার পিতা-মাতা উভয়েই ধার্মিক ছিলেন। পুত্রকে দীনী শিক্ষা প্রদান করার জন্য পিতার বিশেষ আগ্রহ ছিল; কিন্তু মক্তব-মাদরাসার অভাবে রূহুল আমিন শৈশবে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইলেন না। এগার বৎসর বয়সে তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন। তাঁহার মেধা ছিল প্রখর। মাত্র তিন বৎসরেই তিনি কু'রআন মাজীদ, একটি ফারসী কিতাব এবং কয়েকটি বাংলা পুস্তক পাঠ সমাপ্ত করেন। অতঃপর সূ'ফী 'আবদু'শ-শাফী-র তত্ত্বাবধানে বশিরহাট হাই স্কুলের হেড মৌলবী ওয়াজেদ 'আলীর নিকট তিনি ফারসী ও 'আরবী পুস্তকাদি অধ্যয়ন করেন। ওয়াজেদ 'আলীর আকস্মিক ইনতিকালের ফলে এবং বশিরহাটে তাঁহার লেখাপড়ায় কোন সুবিধা না থাকায় উক্ত সূ'ফীর উদ্যোগে তিনি ১৪/১৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। আর্থিক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও পুত্রের খরচের জন্য তাঁহার পিতা প্রতি মাসে দশ টাকা প্রেরণ করিতেন।

মাদরাসার প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। জামা'আত উলা (ফাদি'ল) পরীক্ষায় তিনি সমগ্র আসাম ও বাংলার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

মাদ্রাসায় অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে 'ইল্ম-ই-কি'রা'আতে বিশেষ পারদর্শী ক'ারী বশীরুল্লাহ্র শিষ্যত্বে তিনি তাজ্‌বী'দ (تجويد)-এর নিয়ম-কানূনসহ কু'রআন শারীফ আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। তৎপর ইংরেজী শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি আলিয়া মাদরাসার এ্যাংলো-পারসিয়ান বিভাগে ভর্তি হন, কিন্তু সাংসারিক অসুবিধার কারণে এক বৎসর পর তাঁহাকে ইহা পরিত্যাগ করিতে হয়।

এক সময় তাঁহার নিজ গ্রাম টাকী নারায়ণপুরে নদীর ভাঙনের আশংকা দেখা দিলে তিনি বশিরহাটে নূতন বাড়ী নির্মাণ করেন ও তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। তিনি তাঁহার বাড়ীতে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন এবং মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য কিতাবসমূহ সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থাগারে প্রায় ২৫,০০০ গ্রন্থ ছিল (কর্মবীর মাওলানা রূহুল আমিন, পৃ. ৯২)। তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা ছিল প্রবল। ওয়া'জ'-এর দাওয়াতে তাঁহাকে প্রায়ই সফরে থাকিতে হইত। সফরেও কিছু কিতাবপত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিত। রেলগাড়ীতে, স্টীমারে বা স্টেশনে একটু ফাঁক পাইলেই তিনি হয় কোন কিতাব পড়িতেন অথবা কিছু লিখিতেন। তিনি অসংখ্য হ'াদীছে'র হ'াফিজ'ও ছিলেন।

কিতাবী জ্ঞান-অর্জন শেষ করিয়া তিনি বা'তিনী জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে প্রথমে মাওলানা গু'লাম সালমানী (র) (মৃ. ১৩৩০/১৯১২)-এর এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে মাওলানা আবূ বক্র সিদ্দীকী (র) (মৃ. ১৩৫৮/১৯৩৯)-এর মুরীদ হন। তিনি শেষোক্ত পীরের খিলাফাত লাভ করেন এবং তাঁহার নির্দেশে ওয়া'জ' করা ও কিতাব রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

শাহ্ আবূ বক্র সিদ্দীকী (র) প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান-ই-ওয়া'ইজ'ীন-ই-বাঙ্গালাহ'-র তিনি সেক্রেটারী ও প্রধান প্রচারক ছিলেন (মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, পৃ. ৩৩)। একাদিক্রমে ৩০/৩২ বৎসর তিনি বাংলা ও আসামের শহর-গ্রামে ওয়া'জ' করেন এবং ইহাতে তিনি কু'রআন ও হ'াদীছে'র বাহিরে কিছু বলিতেন না। তিনি ওয়া'জে' অনর্গল হ'াদীছ' আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তিনি মায'হাব বিরোধী, বিদ'আতী ও ভণ্ড ফকীর-দরবেশদিগের সঙ্গে বহু স্থানে তর্কবিতর্ক (বাহ'াছ') করেন ও তাহাদিগকে দলীল-যুক্তি দ্বারা পরাজিত করেন। এইরূপ বাহ'াছে'র কিছু কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। যথাঃ গৌরীপুরের বাহাছ, সিরাজগঞ্জের বাহাছ, নবাবপুরের বাহাছ ইত্যাদি (কর্মবীর মাওলানা রূহুল আমিন, পৃ. ৬০—৬৯)।

তাঁহার সমসাময়িক বাঙ্গালী 'আলিমগণ সাধারণত বাংলা ভাষার চর্চা করিতেন না এবং বাংলাতে পুস্তক রচনায় অভ্যস্ত ছিলেন না। আবূ বক্র সিদ্দীকী (র) রূহুল আমিনকে বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তক রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে যখন তিনি তাঁহার পীরের সঙ্গে হ'াজ্জ করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পীর তাঁহাকে বাংলা ভাষায় পরিষ্কারভাবে হ'াজ্জ ও যিয়ারাতের বিবরণ লিখিয়া ছাপাইয়া বাঙ্গালী হ'াজ্জীদিগের হ'াজ্জ সহজসাধ্য করিবার নির্দেশ দেন। তিনি এই নির্দেশ পালন করেন। মায'হাব অনুসরণ (তাক'লীদ), ক'াদিয়ানী মতবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতিপক্ষের মতামত খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে তিনি যে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেন তন্মধ্যে কয়েকটি হইতেছে : (১) মাজহাব মীমাংসা ; (২) ছায়েকাতোল মোছলেমিন ; (৩) দাফেয়োল মোফছেদিন ; (৪) ফেরকাতোন নাজেয়ীন ; (৫) কাদিয়ানি-রদ (ছয় খণ্ডে সমাপ্ত)। প্রয়োজনীয় মাস্'আলাঃ-মাসা'ইল সম্পর্কে বাংলায় নির্ভরযোগ্য পুস্তকের অভাব দেখিয়া তিনি লিখেন (৬) জরুরী মাসায়েল (৩ ভাগে), (৭) হানাফী ফেকাহতত্ত্ব বা মাছলা ভাণ্ডার (৩ ভাগে), (৮) অতি জরুরী মাছলা মাছায়েল, ইত্যাদি। তিনি বহুবিধ ফাত্ওয়াও প্রদান করিয়াছেন। সেই সকল ফাত্ওয়া 'ফাতাওয়ায়ে আমিনীয়া' গ্রন্থে (৭ ভাগে) সংরক্ষিত আছে। তিনি মাওলানা আকরম খাঁ (মৃ. ১৯৬৮ খৃ.) (দ্র.)-এর "মোস্তফা চরিত" ও 'তাফ্সীর' গ্রন্থে উল্লিখিত 'আক'া'ইদ সংক্রান্ত কিছু মত ও মন্তব্যের জবাবে 'খাঁ ছাহেবের মোস্তফা চরিতের প্রতিবাদ', 'খাঁ ছাহেবের তাফ্ছীরের প্রতিবাদ', 'আমপারার তাফছীর' ইত্যাদি রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রচলিত অনৈসলামিক ক্রিয়া-কর্মের বিরুদ্ধে এবং ধর্মীয় কিছু সমস্যা সম্পর্কেও তিনি লেখনী চালনা করিয়াছেন। তাঁহার এই জাতীয় রচনা যথা : (১) তরদীদোল মোবতেদান ; (২) বাগমারী ফকিরের ধোকাভঞ্জন ; (৩) এবতালোল বাতেল ; (৪) গ্রামে জোমা (জুমু'আঃ) ; (৫) ইসলাম ও সঙ্গীত ; (৬) ইসলাম ও বিজ্ঞান ; (৭) ইসলাম ও পর্দা ; (৮) দাফীন ও জাফীনের মীমাংসা ; (৯) খতম ও জিয়ারতের উজরতের মীমাংসা ইত্যাদি। পীরী-মুরীদী ও তাস'াওউফ সম্পর্কেও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ

পুস্তক রহিয়াছে। তাঁহার 'বঙ্গানুবাদ মেশকাত মাছাবিহ' ও কু'রআান মাজীদের প্রথম তিন পারার তাফ্সীর তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানের পরিচায়ক। তিনি জীবনী গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন যথা : (১) ফুরফুরার পীর ছাহেবের বিস্তারিত জীবনী (পৃ. সংখ্যা ৪৫৯), (২) হজরত বড় পীরের জীবনী (পৃ. সংখ্যা ১২২) এবং (৩) বঙ্গ ও আসামের পীর আওলিয়ার কাহিনী। তিনি প্রায় ১৩৫টি পুস্তক-পত্রিকার রচয়িতা এবং সবগুলিই বাংলা ভাষায় লিখিত। তন্মধ্যে ১১৪টি পুস্তক এই যাবত প্রকাশিত হইয়াছে (কর্মবীর মাওলানা রূহল আমিন, পৃ. ১১৫—২০; আল-আমিন, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭, পৃ. ১৮)।

তাঁহার সময়ে পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনা অধিকতর দুরূহ ব্যাপার ছিল। এতদসত্ত্বেও মাওলানা রূহল আমিনের সম্পাদনায় ও পরিচালনায় ১৯২৬ সালে সাপ্তাহিক 'হানাফী' প্রকাশিত এবং ইহা দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরবর্তীকালে সাপ্তাহিক 'মোসলেম' ও মাসিক 'সুন্নত আল-জামায়াত' প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি পত্রিকাই মুসলিম সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি 'ইসলাম দর্শন', 'শরিয়াত', শরিয়াতে এসলাম' ইত্যাদি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

বাংলার বহু স্থানে তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া মসজিদ-মাদরাসায় সাহায্য-সহযোগিতা করিয়াছেন। তিনি নিজ গ্রামে য়াতীমখানা ও ওল্ডস্কীম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

তিনি রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রাদেশিক জাম'ইয়্যাত-ই-'উলামাা'র সভাপতি ও নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি এক সময় শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন; কারণ প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নীতির ব্যাপারে একমত হইতে পারেন নাই (আল-আমীন, ১ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ঢাকা ১৯৬৭, পৃ. ১০)।

তিনি অমায়িক, মিতভাষী, বিনম্র কিন্তু বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, অথচ খুব সাদাসিধা জীবন যাপন করিতেন। সত্য প্রকাশে তিনি ছিলেন নির্ভীক। আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। তাঁহার পীর তাঁহাকে 'ইমাম' ও "আল্লামাঃ-ই-বাঙ্গালা' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন (কর্মবীর মাওলানা রূহল আমিন, পৃ. ২৬, ২৭)। মাওলানা রূহল আমিনের বহু মুরীদ রহিয়াছে। খুলনার মোহাম্মদ মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন (হামিদী চরিত, পৃ. ৭৩—৭৬)।

জীবনে বিশ্রামের অবকাশ তিনি পান নাই। ফলে ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতে থাকে। দৈনন্দিন কাজ চালাইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িলে তিনি অগত্যা কলিকাতায় যাইয়া স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসাধীন হন। বাহ্যত তাঁহার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছিল। এমন সময় ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ১৬ কার্তিক (১৯৪৫ খৃ., ২ নভেম্বর) শুক্রবার যথারীতি তাহাজ্জুদ ও ফজরের স'ালাত আদায় করিয়া যখন তিনি বস্ত্রাবৃত অবস্থায় ওয়াজ'ীফাঃ পাঠ করিতেছিলেন, তখনই তিনি ইন্তিকাল করেন। কলিকাতায় একবার এবং বশিরহাটে আর একবার তাঁহার স'ালাত-ই-জানাযাঃ পড়া হয়। শনিবার অপরাহ্নে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখস্থ আম্রকাননে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মোহাম্মদ মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী, কর্মবীর মাওলানা রূহল আমিন, ২৪ পরগণা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ; (২) মোহাম্মদ এবরাহিম মোহাব্বতপুরী, হামিদী চরিত, বগুড়া ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ; (৩) দিওয়ান মুহাম্মদ ইবরাহীম তর্কবাগীশ, হাকীকতে ইনসানিয়াত, ১৩৯০ হি., পৃ. ৩৬; (৪) আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, বাংলা একাডেমী ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৪৬৪; (৫) মুহ'াম্মাদ মুত'ীউ'র-রাহ'মান, আাঈনা-ই-ওয়ায়সী, পাটনা ১৯৭৬ খৃ., পৃ. ২৪৭; (৬) মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৭ খৃ., পৃ. ৯৯, ১০১, ১১৯, ৪৪৬; (৭) মোঃ জয়নুল আবেদীন, হাদীয়ে বাংলা আল্লামা হযরত মাওলানা রূহল আমিন (রঃ), আল-আমিন, ১ম বর্ষ, ৫—১২ সংখ্যা, ঢাকা মে, ১৯৭৫—জুন, ১৯৭৭।

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন

ল

লাওহ্' (لوح) 'আ., তক্তা, ফলক, প্রথম অর্থে কু'রআানে ৫৪ : ১৩-তে উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে নূহ' ('আ)-এর নৌকাকে বলা হইয়াছে য'াত আল্ওয়াাহ', দ্বিতীয় অর্থটি হইল যাহার উপর লেখা হয় এমন ফলক। যেমন সূরা : ৭ : ১৪৫-এ আছে, "ফলকগুলিতে সর্ব বিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়াছি (সূরা : ৭ : ১৪৫, ১৫০, ১৫৪; এখানে বহুবচন আলওয়াাহ্' ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্র. LA. iii, 421)। আদ-দাওয়াাত ওয়া'ল-লাওহ্' (বুখারী, তাফ্সীরু'ল-কু'রআান, সূরা : ৪, বাব ১৮) শব্দ দ্বারা কালি ও কাগজ বুঝায়। সমগ্র কু'রআান বুঝাইতে হ'াদীছে' আছে, "মাা বায়না'ল-লাওহ'ায়ন" অর্থাৎ "দুই মলাটের মধ্যে যাহা আছে" (বুখারী, তাফ্সীর, সূরা : ৫৯, বাব ৪, লিবাস, বাব ৮৪); মাা বায়না'ল-দাফ্ফাতায়ন (বুখারী, ফাদ'াইলু'ল-কু'রআান, বাব ১৬)।

আল-লাওহ্' বলিতে আসমানে রক্ষিত ফলককেও বুঝায়। উহাকে সূরা : ৮৫ : ২২-এ 'লাওহ্' মাহ্'ফূজ'' বলা হইয়াছে (আল-কু'রআান দ্র.)। এই আয়াত অনুযায়ী ইহাকে সাধারণত "সুরক্ষিত ফলক বলা হয়।' 'লাওহ্' মাহ্'ফূজ'' কথার মধ্যে মাহ্'ফূজ' শব্দটি মাহ'ফূজু'ন্ অথবা মাহ'ফূজি'ন্ দুই রকমেই পড়া যায়। প্রথম ক্ষেত্রে উহা কু'রআানের এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লাওহে'র বিশেষণ হইবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় অর্থ হইবে 'অবশ্যই ইহা

মহান কু'রআন ফলকে সুরক্ষিত', শেষোক্ত ক্ষেত্রে ইহার অর্থ হইবে, "অবশ্যই ইহা মহান কু'রআন সুরক্ষিত ফলকে (অবস্থিত)" (দ্র. তাফ্সীরসমূহ)।

সূরা ঃ ৯৭ ঃ ১-এর ব্যাখ্যা দানকালে তাফ্সীর লেখকগণ লাওহে'র উল্লেখ করিয়াছেন, "আমি ইহা (কু'রআন) কাদ্‌রের রাত্রিতে নাযিল করিয়াছি", ইহাতে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট প্রথম কু'রআন নাযিল হওয়া অথবা সপ্তম আসমানের ঊর্ধ্বস্থিত লাওহ্' মাহ্ফূজ' হইতে নিম্নতম আসমানে নাযিল হওয়া বুঝাইতেছে।

কাহারও কাহারও মতে কু'রআন সুরক্ষিত আছে যে লাওহে', তাহা এবং উম্মু'ল-কিতাব (১৩ ঃ ৩৯) অভিন্ন। আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তসমূহ কলমের দ্বারা লাওহে' লিখিত হইয়া থাকে। অতএব আমাদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে হইবে। যথা ঃ (ক) কু'রআনের মূল লিপি হিসাবে লাওহ্'। তু. Old Testament সম্পর্কীয় প্রক্ষিপ্ত সাহিত্যে ধর্মগ্রন্থের মূল লিপির ধারণা পাওয়া যায়। Book of Jubilees, iii, 10 পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, সন্তান জন্মের পর স্ত্রীলোকের শুচিতাসাধন সংক্রান্ত আইনগুলি (Leviticus, xii.) বেহেশতের ফলকে লেখা আছে। Jub., xii. 24 প.-এ কুটীর উৎসব (feast of Booths) (Leviticus, xxiii, 40-43) সম্বন্ধে এবং Jub. xxxii 15-এ ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য সংক্রান্ত আইন (Lev. xxvii) সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা হইয়াছে।

(খ) আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তগুলির লিখনরূপে ফলকের (লাওহে'র) কথাও Book of Jubilees-এ দেখা যায়। Jub., v. 13-এ বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত লাওহ্' মাহ্ফূজে' লিখিত আছে। এই ফলকের লিখন হইতে ইদ্‌রীস (আ) (Enoch) ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন (Book of Enoch, xciii. 2; তু. lxxxi.; ciii. 2 cvi. 19)।

অন্যান্য অনুচ্ছেদের জন্য দেখুন Index to Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, দ্র. Tablets; এই দুই প্রকার ধারণার কোনটি কোন্ প্রকার বর্ণনার সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। মরমী ও দার্শনিক সাহিত্যে লাওহ্'কে মহাজাগতিক বিধানে একটি স্থান দেওয়া হইয়াছে। কখনও ইহাকে 'আক্'ল কা'আল (সদা ক্রিয়াশীল বুদ্ধি) এবং কখনও নাফ্স কুল্লী অথবা উম্মু'ল-হ্যূলী (মূল বস্তুর জননী) বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। গ'যালী (র)-র সৃষ্টিতত্ত্বে লাওহ্' মাহ্ফূজ' হইল চিরক্রিয়াশীল ধারণার কেন্দ্র (তু. Wensinck, On the relations between Ghazali's Cosmology and his Mysticism, in Med. Ak. Amst., part 15, ser. A, No. 6)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ তাফ্সীরসমূহে উদ্ধৃত আয়াতসমূহের আলোচনা, (১) J. Horovitz, Koranische untersuchungen, Berlin-Leipzig 1926, p. 65 প.; (২) Dict. of the Technical Terms, ii. 1291—1293.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/রিয়াউর রহীম

আল-লাত (اللات) প্রাচীন 'আরবের একটি দেবী। শব্দটির (আল-ইলাহাঃ হইতে) অর্থও 'দেবী', তবে ইহা কোন বিশেষ দেবীর নাম ছিল। 'আরবদের মতে (যথাঃ ইব্‌ন রা'ঈশ, ed. Jahn, 44) ইহা সূর্য। প্রাচীন নাবাত'ীয় ও পামীরীয় শিলালিপিতেও এই নাম দেখা যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বেদুঈন গোত্র ইহার পূজা করিত (যেমন হাওয়াযিন, ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৮৪৯)। আল-লাতের নামে শপথ প্রায়ই জাহিলী 'আরব কবিদের মধ্যে দেখা যায় (যেমন আবূ সা'দ, ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৫৬৭-তে; মুতালাম্মিস, সম্পা. Vollers. p. 2; আওস ইব্‌ন হ'াজার, সম্পা. Geyer, পৃ. ১১, এবং কিতাবু'ল-আগ'ানী, ৭খ, ১৭৩-এ আল-আখ্‌ত'াল)। তা'ইফের নিকট ওয়াজ্জ উপত্যকায় এই দেবীর প্রধান মন্দির ছিল। মু'আত্তিব ('আত্তাব) ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কা'ব ইহার পুরোহিত ছিল। একটি সুসজ্জিত ঘ'নত শ্বেত প্রস্তরই ছিল এই দেবীর প্রতীক।

প্রায় আল-লাতের নাম আল-'উয্যার নামের সহিত একত্রে উল্লিখিত হয় (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১৪৫, ২০৬, ৮৭১, তাহার সঙ্গে ওয়াদ্দ-এর নামও উল্লিখিত হয়; 'আওস ইব্‌ন হ'াজার, পৃ. ১১)। কু'রায়শগণ লাত, মানাত এবং 'উয্যা এই তিন দেবীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত (কু'রআন ৫৩ ঃ ১৯ প.)। ত'াবারী, ১খ, ১৩৯৫ অনুসারে আবূ সুফ্‌য়ান উহ'দ যুদ্ধে আল-লাত ও আল-'উয্যাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পর তা'ইফে আল-লাত এবং ইহার মন্দির আল-মুগ'ীরাঃ (রা) ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনি এখানকার পুরোহিতের আত্মীয় ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূ'ত, মু'জাম, সম্পা. Wustenfeld, iii. 665 প.; iv, 336 প.; (২) আযরাক'ী, সম্পা. Wustenfeld, p. 79; (৩) ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৫৫, ৯১৪ প.; (৪) ত'াবারী, ১খ, ১১৯২ প.; (৫) ওয়াকি'দী, অনু. Wellhausen পৃ. ৩৮৪ প.; (৬) ইব্‌ন সা'দ, ১/১, ১৩৭ প.; (৭) Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epigraphik, p. 219; (৮) Baethgen, Beitrage zur semitischen Religionsgeschichte, p. 97 প., 128; (৯) Lagrange, Etudes sur les Religions semitiques², 76, 135; (১০) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, p. 29-34, 61; (১১) Lammens, in MFOB, viii, 202 প.; (১২) Doughty, Travels in Arabia Deserta, ii. 511, 515 প.।

F. Buhl (S.E.I.)/রিয়াউর রহীম

লাক্'ীত (لقيط), কোন ব্যক্তি কর্তৃক রাস্তাঘাটে ফেলিয়া যাওয়া শিশুকে বুঝাইবার জন্য লাক্'ীত পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। ইহা লুক'ত'াঃ (দ্র.)-রই অন্তর্ভুক্ত। আইনের ভাষায় কোন ব্যক্তি তাহার মালিকানাধীন শিশুকে দারিদ্র্যের ভয়ে অথবা যিনার অভিযোগ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাস্তায় ফেলিয়া গেলে সেই শিশুকে লাক্'ীত বলে। পথিপার্শ্ব হইতে যে ব্যক্তি তাহাকে কুড়াইয়া নেয় তাহাকে মুলতাকি'ত' বলে। 'আল্লামাঃ ইব্‌ন হ'াযম (র)-এর মতে কোন ব্যক্তি রাস্তায় পরিত্যক্ত শিশু দেখিতে পাইলে তাহাকে তুলিয়া নিয়া ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা তাহার অবশ্য কর্তব্য। ইহা একটা পুণ্যের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ "পুণ্য ও আল্লাহ-ভীতিমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপাচার ও সীমালংঘনমূলক কাজে সহযোগিতা করিও না" (৫ ঃ ২)। মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ "আর যদি কেহ কাহারও জীবন দান করে—তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকে জীবন দান করিল"

(৫ ঃ ৩২)। সে যদি তাহাকে তুলিয়া না নেয় এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় শিশুটি ধ্বংস হইয়া যায় তবে ইহাতে উক্ত ব্যক্তি চরম গুনাহ্গার সাব্যস্ত হইবে। কেননা সে একটি নিষ্পাপ শিশুকে অনাহারে, অতি ঠাণ্ডায় বা গরমে মরিয়া যাইতে অথবা হিংস্র প্রাণী কর্তৃক নিহত হইতে দিয়াছে। এইজন্য সে নিঃসন্দেহে ইচ্ছাকৃতভাবে মানব হত্যাকারী। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না—তাহাকে আল্লাহ্ও অনুগ্রহ করেন না" (আল-মুহ'াল্লা, ৯খ, ১৬২-৬)।

লাক'ত্বি'-এর রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। মুলতাকি'ত' বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি তাহার লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে তবে সরকার তাহার উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই তাহাকে বিধর্মীদের হাতে অর্পণ করা জাইয নয়। সুলায়ম গোত্রের সুনায়ন ইব্‌ন জামীলাঃ 'উমার ইব্‌নু'ল-খাত্ত'াব (রা)-এর খিলাফাতকালে একটি মানবূয' (পরিত্যক্ত শিশু) পাইলেন। তিনি বলেন, আমি ইহা লইয়া 'উমার (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, কেন তুমি ইহা তুলিয়া আনিলে? আমি বলিলাম, ইহা পতিত অবস্থায় ধ্বংস হইয়া যাইতেছিল—তাই আমি তুলিয়া নিয়াছি। 'উমার (রা)-এর 'ইরীফ (যে মানুষকে পরিচয় করাইয়া দেয়) তাঁহাকে বলিল, হে আমীরু'ল-মু'মিনীন! সুনায়ন একজন ভাল লোক। 'উমার (রা) বলিলেন, তাই? সে বলিল, হাঁ। তিনি সুনায়নকে বলিলেন, যাও, সে মুক্ত-স্বাধীন, তুমি তাহার উত্তরাধীকারী এবং তাহার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমাদের (সরকারের) উপর।

হ'াদীছ'টি মুওয়াত্ত'া' ইমাম মালিক, মুসনাদ ইমাম শাফি'ঈ, 'আবদু'র-রায্যাকে'র মুস'ান্নাফ, ত'াবারানীর মু'জাম ও বায়হাক'ীর আস-সুনান-এ উল্লেখ আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে আছে, 'উমার (রা) বলেন, "বায়তু'ল-মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) হইতে তাহার ভরণ-পোষণের ব্যয়ভার বহন করার দায়িত্ব আমাদের।" সা'ঈদ ইব্‌নু'ল-মুসায়্যাব (র) বলেনঃ 'উমার ইব্‌নু'ল-খাত্ত'াব (রা)-এর নিকট কোন পরিত্যক্ত শিশু লইয়া আসিলে তিনি তাহার ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ ও খাদ্য বরাদ্দ করিতেন এবং অভিভাবককে তাহার প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। অভিভাবক প্রতি মাসে তাহার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ও খাদ্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার হইতে তুলিয়া নিত। তাহার দুধ পানের ব্যয়ভারও তিনি বায়তু'ল-মাল হইতে বরাদ্দ করিতেন। তামীম নামক এক ব্যক্তি একটি পরিত্যক্ত শিশুসহ 'আলী (রা) ইব্‌ন আবী ত'ালিবের নিকট আসিল। তিনি তামীমকে তাহার লালন-পালনের দায়িত্ব দিলেন এবং তাহার জন্য মাসিক ১০০ দিরহাম বরাদ্দ করিলেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি একটি ব্যভিচারজাত শিশুকে মাসিক ১০০ দিরহামের বিনিময়ে লালন-পালনের দায়িত্ব তামীমের উপর অর্পণ করেন। পরিত্যক্ত শিশুর সহিত কোন মালপত্র পাওয়া গেলে ইহা তাহারই হইবে। তাহার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যয়ভারও সরকারকে বহন করিতে হইবে। লাক'ত্বি' যদি কন্যা সন্তান হয় তবে বয়ঃপ্রাপ্তা হওয়ার পর তাহার বিবাহের ব্যয়ভারও সরকারকে বহন করিতে হইবে, এমন কি তাহার মোহরানার টাকাও সরকারকেই পরিশোধ করিতে হইবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) 'আলী ইব্‌ন আবী বাক্‌র আল-মারগ'ীনানী, আল-হিদায়াঃ, কুতুবখানাহ্ রাহ'ীমিয়্যাঃ, দেওবন্দ (ভারত) তা. বি., ১খ, পৃ. ৫৯১-৩, ইংরেজী অনু. Charls Hamilton, Kitab Bhavan, New Delhi 1979, p. 206-208 ; (২) 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন য়ূসুফ আয-যায়লা'ঈ, নাস'বু'র-রায়াঃ লি-আহ'াদীছি'ল-হিদায়াঃ, লাখনৌ ১৩০১ হি. ২খ, পৃ. ১৬৯-২ ; (৩) ইব্‌ন হ'াযম, আল-মুহ'াল্লা, মিসর ১৩৮৯/১৯৬৯, ৯খ, ১৬২-৬ ; (৪) ইমাম মালিক, আল-মুওয়াত্ত'া', কিতাবু'ল-আক'দিয়াঃ, বাব আল-ক'াদা' ফি'ল-মানবূয'।

মুহাম্মদ মূসা

লুক'ত'াঃ (لقطة) 'আ., প্রাপ্ত বস্তু (সঠিক অর্থ কুড়ানো জিনিস)। হারানো ও প্রাপ্ত বস্তু সম্বন্ধে মুসলিম আইনের প্রধান নীতি হইল প্রাপকের কবজ হইতে মালিকের স্বার্থ রক্ষা করা। কখনও কখনও সামাজিক বিবেচনাও ইহার সহিত মিশ্রিত থাকে। সাধারণত পড়িয়া পাওয়া বস্তু কুড়াইয়া লওয়া আইনসম্মত ; কিন্তু ইহা যথাস্থানে থাকিতে দেওয়া অধিকতর প্রশংসনীয় বলিয়া কখনও কখনও বলা হয়। প্রাপ্ত বস্তু তুচ্ছ বা ধ্বংসশীল না হইলে উহার প্রাপককে এক বৎসর যাবত ঘোষণা করিতে হইবে। এক বৎসর সময়ের শেষে, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফি'ঈর মতে, প্রাপক এই বস্তু অধিকারে রাখিতে সক্ষম হইবে এবং ইহা ইচ্ছা-মত ব্যবহার করিতে পারিবে ; কিন্তু ইমাম আবূ হ'ানীফার মতে—কেবলমাত্র 'দরিদ্র ব্যক্তি' ইহা রাখিতে ও ব্যবহার করিতে পারিবে। কিন্তু উক্ত সময় শেষ হইবার পূর্বে ইহা স'াদাক'াঃ হিসাবে দান করা ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ ও ইমাম মালিকের মতে আরও উত্তম। যদি মালিক উক্ত সময় শেষ হইবার পূর্বে উপস্থিত হয় তবে সে তাহার মাল ফেরত পাইবে। যদি সময় শেষ হইবার পরেও সে উপস্থিত হয় এবং তখনও মালটি প্রাপকের নিকট থাকে, তাহা হইলেও সে ইহা ফেরত পাইবে। যদি প্রাপক আইন অনুসারে ইহার কোন ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়া থাকে, তবে সে মালিকের নিকট উহার মূল্যের জন্য দায়ী থাকিবে। কেবল দাউদ আজ'-জ'াহিরী এই ক্ষেত্রে মালিকের কোন দাবী স্বীকার করেন নাই। ইমাম মালিক ও ইমাম ইব্‌ন হ'াম্বালের মতানুসারে কুড়ানো বস্তুর বর্ণনা ঠিকভাবে দিতে পারিলেই মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, প্রমাণ (বায়্যিনাঃ) উপস্থিত করার প্রয়োজন নাই। মরুভূমিতে গৃহপালিত জীবজন্তু পাওয়া গেলে সেই সম্বন্ধে বিশেষ আইন অনুসৃত হয় যাহা জন্তুটি বিপদাশংকামুক্ত থাকিলে প্রাপকের পক্ষে বেশী কঠিন এবং বিপরীত ক্ষেত্রে প্রাপকের পক্ষে কিছুটা সহজ ; মক্কার হ'ারাম শারীফের মধ্যে কোন বস্তু পাওয়া গেলে সে সম্বন্ধে ইমাম শাফি'ঈ ও ইমাম ইব্‌ন হ'াম্বালের আরও কতকগুলি বিধান আছে।

ফিক্'হের এই ব্যবস্থা কতকগুলি হ'াদীছে'র উপর প্রতিষ্ঠিত। এইগুলি একাধিক বর্ণনায় পাওয়া গিয়াছে। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কতিপয় ফাক'ীহের মতে মালিকের জন্য দুই বা তিন বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। প্রাচীন আইনবেত্তাগণের মতে প্রাপ্ত বস্তু হইল গচ্ছিত বস্তুর (ওয়াদী'আঃ) ন্যায়, আবার ধর্মীয় নীতি-বোধ অনুযায়ী অন্যের হারানো খেজুর পাইলে উহা কুড়াইয়া লইয়া খাওয়া উচিত নহে, কারণ উহা যাকাতের মাল হইতে পারে। একটি হ'াদীছে' মক্কার হ'াজ্জীদিগকে অন্যের হারানো কোন বস্তু পাইলে তাহা কুড়াইয়া লইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Wensinck, Handbook, দ্র. Lakta ; (২) Juynboll, Handleiding tot de kennis van de Mo-

hammedaansche wet (3rd. ed.), p. 386; (৩) Santillana, Istituzioni di Diritto Musulmano Malichita, vol. i., p. 328 প.; (৪) G. Bergstrasser, Grundzuge, index, দ্র. Luqta; (৫) J. Schacht, Origins of Muh. jurisprudence, p. 161.

J. Schacht (S.E.I.)/রিয়াউর রহীম

লুক্‌মান (لقمان) প্রাচীন 'আরবের একজন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ব্যক্তির নাম। কু'রআন শারীফে তাঁহার নামের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালের কিংবদন্তীমূলক কাহিনীতে এবং কাব্যে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। লুক্‌মানের কাহিনী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তিনটি প্রধান স্তরে: ১। কু'রআন-পূর্ব অবস্থা: লুক্‌মান মু'আম্মারী (দীর্ঘজীবী), জাহিলী যুগের দীর্ঘজীবী বীর; ২। কু'রআনের যুগের অবস্থা: লুক্‌মান হিতোপদেশমূলক প্রবাদ বাক্যসমূহের রচয়িতা; ৩। কু'রআনের পরবর্তী যুগের অবস্থা: লুক্‌মান উপদেশমূলক উপাখ্যান রচয়িতা।

১। 'আরবের কিংবদন্তীতে লুক্‌মান

প্রাচীন যুগের পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিতে লুক্‌মান চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে: ১। মু'আম্মাররূপে; ২। বীররূপে; ৩। সুবিজ্ঞ ব্যক্তিরূপে। তাঁহাকে দীর্ঘজীবীরূপে দেখান হইয়াছে। তিনি সাতটি শকুনের জীবনকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন; তিনি একটি শকুন পালন ও উহার মৃত্যুর পর অপর একটি শকুন আনিয়া পোষেন; এইভাবে একটির পর একটি করিয়া ছয়টি শকুন পালন করেন, তাহারা মরিয়া যায়, অথচ তাহাদের প্রতিপালক লুক্‌মান বাঁচিয়া থাকেন, কিন্তু সপ্তম শকুনটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। সপ্তম শকুনটির নাম ছিল লুবাদ (তু. দামীরী, হ'ায়াতু'ল-হ'ায়াওয়ান, দ্র. নাস্‌র ও লুবাদ)। 'আরববাসীদের নিকট শকুন অতি দীর্ঘজীবীদের সর্বজনপরিচিত প্রতীক (Ps. ciii. 4; Goldziher. Abh. zur arabisch. Phil., ii., p. li. প.); R. Basset (Loqman Berbere, p. xxvii-xxix) Sidonius Apollinarius কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাতে লুক্‌মানের দীর্ঘ জীবন সম্পর্কীয় উপাখ্যানের একটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন, যথা: Romulus-এর পাখী পর্যবেক্ষণ। তিনি বারটি শকুন দেখেন, উহার তাৎপর্য এই যে, বার যুগ পর্যন্ত রোম প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আবু হ'াতিম আস-সিজিস্তানী তাঁহার রচিত কিতাবু'ল-মু'আম্মারীন গ্রন্থে স্বীকার করেন যে, দীর্ঘ জীবনকালের পরিমাণ অনুপাতে লুক্‌মানের স্থান দ্বিতীয়, প্রথম স্থানের অধিকারী খাদি'র। R. Basset (Loqman Berbere, Paris 1890, p. xxx.-xxxiv.) জাহিলী যুগের কবিদের কাব্যে লুক্‌মানের বিষয় কিছু আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করেন এবং Horovitz (Koranische untersuchungen, 1926, p. 133-138) মুসলিম যুগের প্রথমদিকের কবিদের কাব্যে লুক্‌মান সম্বন্ধে তথ্যের অন্বেষণ করেন। কবি আল-আ'শা লুক্‌মানের সাতটি শকুনের বিষয় এবং জানীদ তাঁহার দীর্ঘ জীবন সম্পর্কে জানিতেন। ইমরুউ'ল-কা'য়স ও লাবীদ তাঁহাকে 'আদ-এর পুত্র বলিয়া অভিহিত করেন। পরবর্তীকালীন উপাখ্যানে 'আরবের পৌরাণিক কাহিনী ও কু'রআনে লুক্‌মান সম্বন্ধে বর্ণিত ঘটনার সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়। লুক্‌মান খুব বলিষ্ঠ ছিলেন (ত'াবারী ১ম, ২৩৫-২৪০)। প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীতে লুক্‌মান বীররূপে চিত্রিত, কবি ত'ারাফার বর্ণনায় তিনি একজন মায়সির (জুয়া) খেলোয়াড় (জুয়াড়ী)। কথিত আছে, লুক্‌মানই সর্বপ্রথম যৌন ব্যভিচারের জন্য প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করার (তিনি স্বীয় ব্যভিচারিণী পত্নী এবং তাঁহার উপপতিকে এইরূপে হত্যা করেন) এবং লুণ্ঠনের অপরাধের জন্য হস্ত কর্তনের শাস্তি বিধান করেন। পরবর্তী উপাখ্যানে তিনি য়ামানের রাজারূপে চিত্রিত (ত'াবারী, আবু'ল-ফিদা')। জাহিলী উপাখ্যানে লুক্‌মান একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি, জাহিলী যুগের আ'শা, লাবীদ প্রমুখ কবি তাঁহাকে এইরূপ ব্যক্তিত্বের ভূমিকায় উত্থাপন করিয়াছেন, কু'রআনেও তাঁহার প্রজ্ঞার উল্লেখ করা হইয়াছে।

২। লুক্‌মান: প্রবাদবাক্য রচয়িতারূপে

কু'রআন শারীফের সূরা: ৩১-এ অর্থাৎ সূরা: লুক্‌মানে তাঁহাকে সুবিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যিনি ধর্মভাবে উদ্দীপ্ত বহু উপদেশবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। হিতোপদেশচ্ছলে লুক্‌মান বলেন: পরিমিত পদক্ষেপে চলাফেরা করিবে। কণ্ঠস্বর সংযত রাখিবে, সমস্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাধিক অপ্রীতিকর (৩১:১৯)।

তিনি তাঁহার পুত্রকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা কু'রআনে উল্লিখিত হইয়াছে (৩১:১২-১৯)। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ লুক্‌মানের জ্ঞানপূর্ণ বাণীর দশ হাজার অধ্যায় অধ্যয়ন করিয়াছেন বলিয়া গর্ববোধ করিয়াছেন। 'আরবী ভাষায় সংকলিত প্রবাদবাক্যসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশের (মায়দানী উল্লেখযোগ্য) মূল উৎস লুক্‌মান (দেখুন, R. Basset, op. cit., xliv-liv)। ছ'া'আবী তাঁহার পুস্তক মাজালিসে একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় লুক্‌মানের জ্ঞানসম্ভার বর্ণনায় নিয়োজিত করিয়াছেন। সূরা: লুক্‌মান-এর সহিত বহু উক্তির সম্পর্ক বিদ্যমান। সূরা: ৩১:১৪ এবং পরবর্তী আয়াতে পিতা-মাতার প্রতি সন্তান-সন্ততির কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দান করা হইয়াছে। কিন্তু পিতা-মাতা যদি এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও 'ইবাদাত করিবার জন্য তাহাদিগকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে তবে তাহা হইতে সাবধান করা হইয়াছে। ছ'া'লাবীর গ্রন্থে লুক্‌মানের মুখনিঃসৃত একটি বাণী: "বন্ধুদের সহিত অমায়িক ও বিনীত ব্যবহার কর, কিন্তু কস্মিনকালেও আল্লাহ্‌র নিয়ম ভঙ্গ হয় এইরূপ কার্য করিও না।" লুক্‌মান উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেন, "পানি যেইরূপ বৃক্ষের বৃদ্ধির জন্য দরকার সেইরূপ শিশু ও বালক-বালিকাদের মঙ্গলের জন্য লাঠির প্রয়োজন।" আখিক'ার গ্রন্থেও প্রায় অনুরূপ কথা রহিয়াছে—যথা: "সন্তানদিগকে শাস্তি দান হইতে বিরত হইও না, বাগানে যে রকম গোবর সার প্রয়োজন তাহাদের ক্ষেত্রেও সেইরূপ লাঠির শাসন অত্যন্ত দরকারী।" মায়দানী-র 'আরবী প্রবাদগ্রন্থে লুক্‌মানকে একটি হিতোপদেশের জন্য অশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। তিনি বলেন: "হে আমার পুত্র! ব্যাধি তোমাকে আক্রমণ করিবার পূর্বেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ কর।" ইহা বেন সিরা-এর Alphabet-এর প্রথম বাক্যটির অনুরূপ: "ডাক্তারের প্রয়োজন হইবার পূর্বেই তাঁহাকে সম্মান জ্ঞাপন করিও।"

কথিত আছে, লুক্‌মান দাউদ ('আ)-এর কাজী পদে নিযুক্ত হন। লুক্‌মান নবী য়ূনুস ('আ)-এর সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহাকে য়াহূদীগণের বিচারক নামে অভিহিত করা হয়। মুসলমানদের কিংবদন্তীমূলক কোন কোন আখ্যানে লুক্‌মানকে নবীও বলা হইয়াছে

List>

এবং বলা হয়, তাঁহাকে 'মাজাল্লাঃ' (megilla) বা জ্ঞানলিপি অর্পণ করা হইয়াছিল (ত'াবারী, ১খ, ১২০৮)। যি'কর লুক্'মান গ্রন্থে নবী, রাসূল এবং মুরসালের মধ্যে পার্থক্য দেখান হইয়াছে। উহাতে উল্লিখিত আছে, দানিয়েল এবং যু''ল-ক'ারনায়ন-এর ন্যায় লুক্'মানও নবী ছিলেন, কিন্তু কোন বিশেষ জাতির কাছে প্রচারের দায়িত্বে প্রেরিত (مرسل) হন নাই। ইব্ন কাছ'ীর বলেন যে, প্রাচীন 'আলিম-গণের মধ্যে একমাত্র 'ইক্রিমাঃ তাঁহাকে নবী বলিয়াছেন।

৩। গল্প রচয়িতারূপে লুক্'মান

পরবর্তী মুসলিমগণ লুক্'মানকে উপদেশমূলক প্রবাদসমূহের রচয়িতারূপেও সম্মান করেন। কয়েক শতাব্দী পর তিনি পশু-পাখীকে অবলম্বন করিয়া নীতিমূলক গল্প রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'আরবীতে আম্ছ'াল শব্দের প্রয়োগ উপদেশমূলক প্রবাদ ও নীতি-মূলক গল্প (fable) উভয়ের জন্য হয়। এইভাবে লুক্'মান 'আরবের ঈসোপ (Aesop)-এ পরিণত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, য়ুরোপে ঈসোপ কর্তৃক কথিত বহু গল্পই 'আরবে লুক'মানের নামে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে কে কাহার অনুবর্তী তাহা গবেষণা-সাপেক্ষ। লুক্'মান সম্পর্কে রচিত সর্বপ্রথম কাহিনীতে তাঁহাকে বীররূপে দেখান হইয়াছে। মুসলিমগণ তাঁহাকে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি (হ'াকীম), বিচারক, মন্ত্রী, এমন কি একজন নবী হিসাবেও বর্ণনা করেন। পরবর্তী প্রাচ্য কিংবদন্তীতে একজন সূত্রধর অথবা রাখাল, দর্জী, বিকলাঙ্গ ক্রীতদাস অথবা এক মিসরবাসী, নিউবিয়াবাসী, ইথিওপিয়াবাসী ক্রীতদাস ইত্যাদি বিভিন্নরূপে তিনি চিত্রিত হইয়াছেন।

প্রাচীনতর 'আরবী সাহিত্যে লুক্'মানের উপাখ্যান দেখা যায় না। মধ্যযুগের শেষের দিকে সর্বপ্রথম 'আরবী সাহিত্যে তাঁহার উপাখ্যান প্রকাশ পায়। Jos. Derenbourg-এর প্যারিস পাণ্ডুলিপি ১২৯৯ সনে প্রকাশিত হয়। উহাতে একচল্লিশটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানগুলি বারবার ছাপান হইয়াছে এবং পণ্ডিত মহলে পূর্ণভাবে আলোচিত হইয়াছে। Derenbourg, R. Basset, Chauvin বিশেষভাবে এগুলির পণ্ডিতসুলভ আলোচনা করিয়াছেন। তবে নজীর-বিহীন কয়েকটি মাত্র গল্প ছাড়া এই ধরনের গল্প অন্যান্য সূত্রেও পাওয়া যায়, যথা : Syriac fables of Sophos (-aesopus), Landsberg কর্তৃক প্রকাশিত।

৪। লুক্'মানের সহিত সংশ্লিষ্ট লোক-কাহিনীর চরিত্রগুলি

লুক্'মান একজন বহুমুখী প্রতিভাবান ব্যক্তি। তিনি একাধারে মু'আম্মার (দীর্ঘজীবী) বীর, সুবিজ্ঞ ব্যক্তি, প্রবাদ রচয়িতা এবং নীতিমূলক গল্প রচয়িতা। সুতরাং তাঁহাকে প্রায়শ অন্যান্য লোককাহিনীর নায়ক, যথা : Prometheus অথবা Alkmaion, Lucian অথবা Solomon বলিয়া সনাক্ত করা এবং তাঁহাদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আবু'ল-ফারাজ লুক'মান সম্পর্কে বলিয়াছেন, তিনি Empedocles-এর শিক্ষক ছিলেন। বাল'আম, আখিক'ার ও ঈসোপ—এই তিনজনের সঙ্গে লুক্'মানের সম্পর্ক নির্ণয় ব্যাপারে আরোও গবেষণার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বাল্'আমের সহিত লুক্'মানের অভিন্নতা একটি সুপ্রাচীন কিংবদন্তী। 'আরবী উপাখ্যানে নিম্নোক্ত বংশ-পরিচয় রহিয়াছে : লুক্'মান ইব্ন বা'উর ইব্ন নাহু'র ইব্ন তারিখ (= আযার, ইব্রাহীমের পিতা)। ইহা সুস্পষ্ট যে, কু'রআনের ব্যাখ্যাকারিগণ বাইবেলে লুক্'মানের অনুরূপ কোন ব্যক্তিত্বের সন্ধান করিয়াছেন এবং বাল'আমের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। بلعم এবং لقم উভয়ের অর্থ গলাধঃকরণ। অতঃপর উহা মুসলিম কিংবদন্তীর রূপ লাভ করে এবং হিব্রু "মিশলি সিন্দবাদ"-এ অনুপ্রবেশ করে যাহাতে লুক্'মান রাজপুত্রের সাতজন বিজ্ঞ শিক্ষকের অন্যতমরূপে গণ্য হন (ed. Cassel, p. 220 প.)। এইরূপে লুক্'মানের অনুপ্রবেশ ঘটে Disciplina clericalis of Petrus Alphonsus-এ যাহার ভাষ্যাংশ হইল : "Balaam qui lingua Arabica vocatur Lucaman।" লুক্'মান সম্বন্ধে কু'রআন-পূর্ব যুগের প্রচলিত 'আরবের উপকথায় এবং কু'র-আনের সূরাঃ লুক্'মানে কোথায়ও হাগ্গাদা এবং বাইবেলোক্ত ঘৃণিত বাল্'আমের চিহ্ন মাত্র নাই। সুতরাং এতদুভয়ের অভিন্নতা অসম্ভব মনে হয়। লুক্'মানকে কু'রআনের কোন কোন তাফ্সীরে Be'or-এর পুত্র অর্থাৎ বাল্'আমরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে, কখনও তিনি আয়্যুব নবীর ভাগিনেয় কিংবা খালাতো ভাই উল্লিখিত হইয়াছেন।

বহু পূর্বেই লুক্'মানের সহিত আখিক'ার-এর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। অধুনা Rendel Harris তাহাদের অভিন্নতা সম্বন্ধীয় মতের শক্তিশালী সমর্থক হইয়াছেন। ইহার আলোচনার্থে তৎপ্রণীত Story of Ahikar গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়টি তিনি নিয়োজিত করেন। অভিন্নতার ভিত্তি হইল সূরাঃ লুক্'মান (৩১ : ১৯)-এ যেমন, তেমনি আখিক'ার-এও গর্দভ কণ্ঠের সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করা হইয়াছে। অন্যপক্ষে 'আরবগণ তাঁহাকে কিংবদন্তী এবং ইতিহাসের অন্য চরিত্রসমূহের সহিত সাদৃশ্যের প্রেক্ষিতে নানা অনুমানমূলক মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে লুক্'মানের উপাখ্যানসমূহের বিষয়বস্তু ঈসোপের উপাখ্যানের সহিত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যপূর্ণ, কিন্তু লু'ক্মান আখিক'ার-এর সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নহেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) কু'রআনের সূরাঃ ৩১-এর তাফ্সীর, বিশেষ-ভাবে ত'াবারীর তাফ্সীর, কায়রো ১৩২১, হি. ২১খ, ৩৯-৫০ ; (২) ছ'া'আবী, কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ২২০--২২২ ; (৩) Rene Basset, Luqman Berbere, Paris 1890-এ অনেক সূত্র পাওয়া যায় যাহা প্রাচীন কিংবদন্তী এবং তুলনামূলক লোক-কাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যাহাতে 'যি'কর লুক্'মান ইব্ন 'আদ' (p. Lxxi-Lxxx) অধ্যায়টি প্রকাশিত হইয়াছে। আরও দেখুনঃ (৪) C.H. Toy, The Lokman legend, in JAOS, xiii., 1889, p. Clxxii—CLxxvii ; (৫) Jos. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin—Leipzig, 1926, p. 132—136 (ইহাতে লুক্'মান সম্বন্ধে একটি পূর্ণ অধ্যায় আছে) ; (৬) Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes, iii, 1—82 ; (৭) Jos. Derenbourg, Fables de Loqman le sage, Berlin-London 1850, p. 5—50 ; (৮) Akhikar-Aesop সম্পর্কে দেখুন Noldeke, Untersuchungen zum Achiqar-Roman, Berlin 1913, p. 61—63 ; (৯) লুক্'মান-আখিক'ার সম্পর্কে দেখুন Conybeare, Rendel Harris, Agnes Smith Lewis, The story of Ahikar, Cambridge 1913, p. lxxix—lxxxiii.

B. Heller (S.E.I.)/মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ও আ.কা.মু. আদমুদ্দীন

লূত' (لوط) ('আ), বাইবেলে উল্লিখিত লোট (Lot)। কু'রআনে তিনি একজন বিশিষ্ট পয়গ'াম্বররূপে উল্লিখিত ; কিন্তু বাইবেল, হাগ্গাদা এবং খৃস্টান ধর্মযাজকদের নিকট তিনি সেইরূপ মর্যাদা লাভ করেন নাই। লূতে'র এইরূপ প্রসিদ্ধি কু'রআনেই

প্রথম। কু'রআনে লূত' ('আ)-এর ধর্ম প্রচারে প্রবল বিরোধিতার জন্য (Sodom) সদোমবাসীদের উপর যে গযব নাযিল হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া অবাধ্য লোকদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নূহ', হূদ, স'ালিহ', ইব্রাহীম, মূসা ('আ) প্রমুখের ন্যায় লূত' ('আ)ও হযরত মুহ'ম্মাদ (স)-এর পূর্ববর্তী নির্বাচিত নবীদের অন্যতম। হযরত মুহ'ম্মাদ (স)-কে উঁহার দেশবাসী যেরূপ অস্বীকার করিয়াছে, তাঁহার পূর্বে তদ্রূপ নূহ'-এর ক'াওম এবং 'আদ ও ছ'ামূদ জাতিও তাহাদের পয়গাম্বরদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল (২২ : ৪২, ৪৩)। লূতে'র সম্প্রদায়ের জন্য ক'াওম লূত' (১১ : ৭০, ৭৪, ৮৯; ২২ : ৪৩) ও ইখওয়ান লূত', (৫০ : ১৩) কু'রআনে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের বাসস্থান সদোমে (পরবর্তী কিংবদন্তীতে সাদূম)। লূত' স্পষ্টত পয়গাম্বর (মুরসালূন)-দের অন্যতম (৩৭ : ১৩৩), তিনি রাসূল আমীন, (আস্থাভাজন রাসূল) (২৬ : ১৬২) এবং হু'কম, 'ইল্ম, বিচার এবং বুদ্ধির ধারক। ইব্রাহীম ('আ) যখন লোকদিগকে সতর্কবাণী শুনাইতেছিলেন তখন লূত' ('আ) তাঁহার উপর ঈমান আনেন (২৯ : ২৬)। ইব্রাহীম ('আ) যখন স্বদেশ পরিত্যাগ (হিজরত) করেন তখন লূত' ('আ) তাঁহার সঙ্গে মুহাজির হন (২৯ : ২৬), তাঁহারা সুখ-সমৃদ্ধির দেশে প্রবেশ করেন (২১ : ৭১)। লূতে'র জাতি মেহমানদারী নিষিদ্ধ করে (১৫ : ৭০); তাহারা রাহাজানি করিত; তাহারাই সর্বপ্রথম জাতি যাহারা পুরুষে পুরুষে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হইয়াছিল। তাহাদিগকে শাস্তি দানের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাদিগকে প্রেরণ করেন। ইব্রাহীম ('আ) তাহাদের জন্য সুপারিশ করেন (১১ : ৭৪, ৭৫) এবং তাহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রার্থনা জানান। কারণ লূত' ('আ) তাহাদিগের মধ্যে বাস করিতেন (২৯ : ৩২)। লূত' ('আ)-এর পত্নী ব্যতীত তাঁহার পরিবারের সকলকে এবং লূত' ('আ)-কে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দান করত ফিরিশ্তাগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন। অতঃপর ফিরিশ্তাগণ লূত' ('আ)-এর নিকট গমন করেন। লূত' ('আ)-এর সম্প্রদায় এই মেহমানদের সহিত দুষ্কর্ম করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে দাবী করে। লূত' ('আ) তখন বলেন, "হে আমার সম্প্রদায়! ইহারা আমার কন্যা (সম্প্রদায়ের সকল কন্যা), তোমাদিগের জন্য ইহারা পবিত্র, সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর" (১১ : ৭৮)। কিন্তু এই কথায় তাহারা সন্তুষ্ট হইল না। ফিরিশ্তাগণ তাঁহাকে পুনরায় আশ্বস্ত করিয়া বলেন, "আমরা আপনাকে এবং আপনার স্ত্রী ব্যতীত পরিবারের সকলকে রক্ষা করিব, কিন্তু কেহ যেন পিছনে ফিরিয়া না দেখে।" ফিরিশ্তাগণ প্রত্যূষে সমগ্র নগরী সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলেন। আল্লাহ্র নিদর্শন চিহ্নিত সিজ্জীল (প্রস্তর) (১১ : ৮৩) বারিধারাসম নগরীর উপর বর্ষিত হয় ১৫ : ৭৪, ৭৫)।

কু'রআন শারীফে লূত' ('আ)-এর বিবরণী সম্পর্কিত ইতিবৃত্তে অন্য কোন নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিধ্বস্ত নগরটিকে আল-মু'তাফিকা (বিধ্বস্ত, ৫৩ : ৫৩) বলা হইয়াছে। উহার বহুবচন আল-মু'তাফিকাত (বিধ্বস্ত নগরসমূহ ৯ : ৭০; ৬৯ : ৯)। হিব্রু ভাষায় উহার অনুরূপ শব্দ মাহ্পিকা শব্দটি সদোম সম্পর্কে বাইবেলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কু'রআনের ভাষ্যকারগণ এবং নবীকাহিনীর ইতিবেত্তাগণ (ত'া'আবী, কিসা'ঈ) বাইবেলের উক্ত আখ্যানটি বিশদভাবে অবগত ছিলেন (ত'াবারী, ১খ, ৩৪৬, ৩৪৭)। তাঁহারা নামের তালিকার অনুক্ত স্থানগুলি পূর্ণ করত সমস্ত নামই সরবরাহ করিতে পারিয়াছেন। মুসলিম পৌরাণিক কাহিনীতে উহার সর্বৈব ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। লূত' নামটির উদ্ভব লাত'া শব্দ হইতে উহার অর্থ নিজেকে স্নেহভাজন করা। ইব্রাহীম ('আ)-এর হৃদয় লূত' ('আ)-এর প্রতি স্নেহানুরক্ত ছিল বলিয়া তাঁহার এইরূপ নামকরণ সার্থক হইয়াছে (ছ'া'লাবী)। লূত' ('আ)-এর পত্নীর নাম হাল্সাক'া' বা ওয়াইলা; তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম রীছ' (?), কনিষ্ঠা রাযিয়া (?) (ত'াবারী), যুগ'ার (যাকূ'ত) অথবা রাওয়ায়া (?) (আল-কিসা'ঈ)। কেবলমাত্র সাদূমের নামই উল্লিখিত হয় নাই, অধিকন্তু আরও চারিটি নগরীর নাম পাওয়া যায়, ঐ নামগুলির সহিত বাইবেলে উল্লিখিত 'আমোরা, আদ্মাহ্, সেবা'ঈম এবং সে'া'আর নামগুলির সাদৃশ্য সুবিদিত। ছ'া'লাবী বলেন, শেষোক্ত নগরীটি ধ্বংসের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল (Gen. xix. 20—22)। কারণ উহার অধিবাসিগণ লূত' ('আ)-এর উপর ঈমান আনিয়াছিল। আবু'ল-ফিদা' (ed. Fleischer, p. 24)ও বা'লা' নামটির সহিত সুপরিচিত। উহাই বাইবেলে উল্লিখিত বেলা'। বেলা' সে'া'আর-এর পূর্বেকার নাম (Gen. xiv. 2, 8)। মরুসাগর অদ্যাবধি বাহ্'র লূত' নাম বহন করিতেছে।

মুসলিম লোককথার সঙ্গে প্রাচীন হাগ্গাদার কোন সঙ্গতি নাই বলিলেই চলে (Genesis rabba, xlix., l, Sanhedrin, 109 প.)। লূত' ('আ)-এর পত্নী লবণের স্তম্ভে পরিণত হইল, এই ঘটনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন য়াহূদী হাগ্গাদাতে উক্ত আছে, লূত' ('আ)-এর পত্নী মেহমানদিগকে লবণ দিতে রাযী হয় নাই (Genesis rabba, l. 4; li. 5)। মুসলিম কাহিনীতে উহার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ : মেহমান বাড়ীতে আসিলেই লূত' ('আ)-এর স্ত্রী প্রতিবেশীদের বাড়ী দৌড়াইয়া গিয়া লবণ ধার করিত, উদ্দেশ্য সকলে জানুক লূত' ('আ) নিষিদ্ধ মেহমানগণকে ভোজন করাইতেছেন (ছ'া'লাবী, কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ৬৬)। মুসলিমগণের এই ব্যাখ্যা পরবর্তী মিদ্রাশ হাগ্গাদোল (সম্পা. Schechter, পৃ. ২৮৮, ২৮৯)-এ অনুপ্রবেশ করিয়াছে এবং Targum Pseudo-Jonathan-এ উহা Gen. xix. 26-এর সহিত বহু পূর্ব হইতেই সম্পর্কযুক্ত। ইহা পৌরাণিক উপাখ্যান প্রচারের মনোজ্ঞ দৃষ্টান্ত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইবনু'ল-আছ'ীর, ১খ, ৪৬—৪৮; (২) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ৬৫-৭; (৩) আল-কিসা'ঈ, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া', সম্পা. Eisenberg, ১খ, ১৪৫—১৪৯; (৪) Geiger, Was hat Muhammad. . .? 1902², p. 109, 124, 129—131; (৫) M. Grunbaum, Neue Beitrage, p. 132—141; (৬) Horovitz, Hebrew Union college Annual, 1925, ii., p. 152, 187; (৭) do., Koranische uutersuchungen, 1926, p. 21, 26, 45, 49, 50 প., 54, 136, (৮) Speyer, Die bibilische Erzahlungen im Qoran, p. 151—158; (৯) J. Walker, Note on the Koranic word "sijjil", Islamic Culture 1935, p. 635—637; (১০) D. Kunstlinger, Christliche Herkunft der Kuranischen Lot-Legende, RO 1930.

B. Heller (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

শ

শয়তান (شيطان : শায়ত'ান) অভিধানে শয়তানের অর্থ "প্রত্যেক গর্বিত এবং বিদ্রোহী জিন্ন, (দ্র.) মানুষ এবং প্রাণী"। তবে যখন কোনও অশরীরী সত্তাকে শয়তান বলা হয়, তখন তাহার স্বতন্ত্র ইতিহাসসহ দুইটি বিশেষ অর্থ আছে। শয়তান দুষ্ট-শক্তি অর্থে য়াহূদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং অতিমানবীয় শক্তি অর্থে পৌত্তলিক 'আরবেরা বিশ্বাস করিত। অবশ্য উভয় অর্থের মধ্যেই যোগাযোগ রহিয়াছে। হযরত সুলায়মান ('আ)-এর কাহিনীতে শয়তান জিন্নদের মধ্যে জ্ঞান এবং শক্তিতে শ্রেষ্ঠ জিন্নমাত্র, এমন কি তাহাদের শক্তিও সীমাবদ্ধ। দৈত্য-দানব যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার সহিত এই শব্দের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। পরবর্তী লেখকগণ কোন কোন অশরীরী শয়তানের নামও উল্লেখ করিয়াছেন। 'আরব পৌত্তলিকদের দেবতাগুলি যে শেষ পর্যন্ত দৈত্য-দানবের পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছিল ইহারও কিছু কিছু প্রমাণ রহিয়াছে। ত'াবারী বলেন (তাফসীর), অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাহাদের আনুগত্য স্বীকার করে, উহারাই শয়তান। ক'াওস কু'যাহ' (রং ধনু) পরবর্তীকালে শয়তানের দুই শৃঙ্গ বলিয়া কথিত। এইরূপ প্রাচীন কুসংস্কারের অনুসরণ করিয়া বিশ্বাস করা হয় যে, শয়তান বিষ্ঠা, গোবর ও সর্বপ্রকার ময়লা আবর্জনাদি ভক্ষণ করে এবং সূর্যালোক ও ছায়ার মধ্যবর্তী সীমানায় প্রায়শ অবস্থান করে। শয়তান শব্দটি কু'রআনে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম মক্কী যুগে অবতীর্ণ সূরায় অনির্দিষ্ট একবচনরূপে দেখা যায়, এবং তাহা একবারই মাত্র। দ্বিতীয় মক্কী যুগের আয়াতগুলিতে "আশ-শায়ত'ান" এই নির্দিষ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শয়তানকে ইবলীস্ (দ্র.) নামেও উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত আদাম ('আ)-কে সিজদাঃ করার আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করায় ইব্‌লীস অভিশপ্ত ও বিতাড়িত (রাজীম) হইয়াছে; কু'রআনের বহু স্থানে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। (সূরা ঃ ১৮ ঃ ৫০; ৭ ঃ ১১; ১৫ ঃ ৩১, ৩২; ১৭ ঃ ৬১)। হ'াদীছে' এই ইব্‌লীসকে শয়তানদের সর্দাররূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

কু'রআন ঘোষণা করিতেছে যে, শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট (৭ ঃ ১২, ৩৮ ঃ ৭৬)। তাফসীরকারগণ উহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, (মনুষ্য সৃষ্টির পূর্বে) ফিরিশতাগণ আলোক দ্বারা সৃষ্ট, শয়তান অগ্নি অথবা অগ্নির ধূম্র দ্বারা সৃষ্ট। শয়তানের আদৌ কোন জড়দেহ নাই অথবা কোন সূক্ষ্ম দেহ আছে কি না এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় নাই। আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলে তাহার জন্য অবধারিত শাস্তি পৃথিবী ক্ষয় হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে, অতঃপর সে জাহান্নামের অগ্নিতে তাহার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করিবে। সে জাহান্নামের কর্তা নহে। কু'রআন অনুসারে মালিকই জাহান্নামের কর্তা, Nöldeke-এর মতে ইহা (শয়তান) আবিসিনীয় ভাষার শব্দবিশেষ হইতে গৃহীত, ইহার অর্থ অভিশপ্ত। শয়তানের অন্যান্য নাম হইল ত'াগূ'ত এবং জান্ন; জান্ন শব্দের অর্থ জিন্নের পিতা বলিয়া কথিত। যে শক্তি মানুষের অন্তরে স্বাভাবিক সৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দান করে এবং কুপরামর্শ দিয়া মানুষকে ভুলাইয়া বিপথগামী করে সেই শয়তান। কু'র্-আন অনুযায়ী এক বা ততোধিক শয়তান এই কাজে ব্যাপৃত। পরন্তু বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক মানুষের সহিতই শয়তান ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। কাহারও জন্য এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। রাসূল কারীম (স')-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনার সঙ্গেও কি শয়তান আছে?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "হাঁ, আছে, তবে আল্লাহ আমাকে শয়তানের উপর জয়যুক্ত করিয়াছেন এবং সে আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে" (মুসলিম, প্রথম খণ্ড)। মানুষের সঙ্গে শয়তানের ঘনিষ্ঠতা ঠিক তাহার দেহের সঙ্গে রক্তের ন্যায়। শয়তান মানুষকে প্ররোচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত করিতে পারে বটে তবে মানুষকে কুকাজ করিতে বাধ্য করিতে পারে না। পাপে লিপ্ত করিয়া শয়তান মানুষকে বিপন্ন অবস্থায় রাখিয়া সরিয়া দাঁড়ায়। হ'াদীছ' অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই এক-একজন ফিরিশ্‌তা এবং এক-একটি শয়তান রহিয়াছে, তাহারা তাহাকে ভাল-মন্দ কাজের উৎসাহ যোগায়। কথিত আছে যে, হ'াসান বাস্'রী (র) বলিয়াছেন, "মানুষের অন্তরে যুগপৎ যে দুইটি ভাবের উদয় হয় সে দুইটিই ইহারা।"

শয়তান সম্পর্কে যে সব ধারণা পোষণ করা হইত, তাহা হইল এই যে, তাহারা অতি স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের পরিচয় গোপন করত মানুষ ও অন্যান্য জীবের রূপ ধারণ করিতে পারে। তাহাদের অনেকের নাম আছে। হ'াদীছে' আছেঃ শয়তান রমযান মাসে আবদ্ধ থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কু'রআনের আয়াতসমূহ ও উহার তাফ্‌সীর; (১) Goldziher, Abhandlungen zur arabisohen philologie, i. 106 প.; (২) Noldeke, Neue Beitrage, p. 34; (৩) আল-জাহি'জ', কিতাবু'ল-হ'ায়াওয়ান; (৪) ছ'া'লাবী, ক'া'সা'সু''ল-আম্বিয়া'; (৫) ত'াবারী, ১খ, ৭৮; (৬) আল-গ'াযালী, ইহ্'য়া, ৩খ, ২০ প.; (৭) আল-ক'াযব'ীনী, 'আজাইবু'ল-মাখলুক'াত; (৮) আল-মাস্'উদী; মুরূজু'য'-য'াহাব, ৩খ, ৩২১; (৯) J. Horovitz, Koranische Unters., p. 120; (১০) A. Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, p. 187-190.

A. S. Tritton (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

শরাব (شراب : শারাব, ব. ব.-আশ্‌রিবাঃ) পানীয়। হ'াদীছ' সংকলনসমূহে আশ্‌রিবাঃ অধ্যায়ে দুইটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে; পানীয় এবং পান-সম্পর্কিত পালনীয় বিধি-নিষেধ। এখানে শেষোক্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইতেছে, যেহেতু পূর্বেরটি 'খাম্‌র' প্রবন্ধে ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

পানীয় গ্রহণের পূর্বে এবং পরে আল্লাহ্‌র প্রতি শুক্‌র উচ্চারণ করিতে হইবে (আবু দাউদ, আশ্‌রিবাঃ, বাব ২১; দারিমী, আত'-

ঈমাঃ, বাব ৩ ; ইব্‌ন হাম্বাল, ১খ, ২২৫, ২৮৩ ; ৩খ, ১০৩, ১১৭) ; পানপাত্র ডান হাতে ধারণ করিবে, বাম হাতে নহে। রাসূলে কারীম (স) বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ আহার করে সে যেন ডান হাতে আহার করে এবং যখন সে পান করে তখন ডান হাতেই যেন পান করে। কেননা শয়তান বাম হাতে আহার করে এবং পান করে" (মুসলিম, আশ্‌রিবাঃ হাদীছ ১০৫, ১০৬)।

দাঁড়াইয়া পান করা নিষেধ কিনা এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। বহু সংখ্যক উক্তির মর্মানুসারে দাঁড়াইয়া পান করা নিষিদ্ধ বলিয়া বুঝা যায় (যথাঃ মুসলিম, আশ্‌রিবাঃ, হাদীছ ১১২-১২৩)।

পক্ষান্তরে ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন যে, তিনি হযরত (স)-কে যামযামের পানি দিয়াছিলেন, তিনি উহা দাঁড়াইয়া পান করিয়াছিলেন (মুসলিম, আশ্‌রিবাঃ, হাদীছ ১১৭-১২০)। এই হাদীছ অনুযায়ী যামযামের পানি দাঁড়াইয়া পান করা বিধেয়।

'আলী (রা) হযরত (স)-কে দাঁড়াইয়া পান করিতে দেখিয়াছেন (ইব্‌ন হাম্বাল, ১খ, ১০১ প.)।

মশকের মুখে মুখ লাগাইয়া পানি পান করা (তু. আবূ দাউদ, আশ্‌রিবাঃ, বাব ১৪) অথবা পানের উদ্দেশ্যে মশকের মুখকে বাঁকা করিয়া মুখে পোরা নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে (ইব্‌ন মাজাঃ, আশ্‌রিবাঃ, বাব ২০), কিন্তু অন্য মতে ইহাও সিদ্ধ (তিরমিযী, আশ্‌রিবাঃ, বাব ১৮)। পানীয় কুকুরের ন্যায় লেহন করিবে না (ইব্‌ন মাজাঃ, আশ্‌রিবাঃ, বাব ২৫)। পানীয় দ্রব্যে ফুৎকার দিবে না বা শ্বাস ত্যাগ করিবে না (মুসলিম, আশ্‌রিবাঃ, হাদীছ ১২১ ; আবূ দাউদ, আশ্‌রিবাঃ, বাব ১৬, ২০)। পক্ষান্তরে পানীয় তিনবারে গ্রহণ করিবে ও প্রতি বিরতিকালে শ্বাস গ্রহণ করিবে, কারণ এই নিয়ম তৃপ্তিদায়ক ও স্বাস্থ্যকর (আবূ দাউদ, আশ্‌রিবাঃ, বাব ১০ ; ইব্‌ন সা'দ, তাবাকাত, ed. Sachau, I/ii. 103) ; একই ঢোকে সব পানি পান করিবে না (আবূ দাউদ, তাহারাঃ, বাব ১৮)। যদি এক সঙ্গে কয়েকজন পান করে, তবে পান পাত্র পরিবেশনা ডান দিক হইতে শুরু করিবে (বুখারী, শারব, বাব ১)।

এই বিষয়ে বিধর্মিগণ হইতে মুসলিমদের রীতি স্বতন্ত্র। কাফির-গণ সাত উদর পূর্ণ করিয়া পান করে এবং মুসলিম শুধু এক উদর পূর্ণ করে (মালিক, মুওয়াত্তা', কিতাবু'ল-আশ্‌রিবাঃ, দামিশকে মুদ্রিত, ১৯৪৭ খৃ.)।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

শারী'আত (شريعة ; শারী'আঃ) শারী'আঃ এবং শার' অর্থ জলাশয়ে কিংবা কূপে যাইবার পথ, অনুসরণীয় স্পষ্ট পথ ; পারি-ভাষিক অর্থে ইসলামের আইন-কানুন। ইহার বহুবচন شرائع। শারাই' দ্বারা ইসলামী শারী'আতের প্রতিটি বিধান বুঝাইলেও শব্দটি কার্যত শারী'আত অর্থেই ব্যবহৃত হয়। শির'আঃ শব্দটি দ্বারা প্রচলিত রীতিনীতি বুঝায়। শব্দটি একণে অপ্রচলিত হইলেও উহা শারী'আত শব্দের সমার্থবাচক। শারি' (شارع, বিধানদাতা) শব্দ পারিভাষিক অর্থে রাসূল-কারীম (স)-কে বুঝায়, কারণ তিনি শারী'আতের প্রচারক। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা দ্বারা আল্লাহকে বুঝায় ; কারণ তিনিই প্রকৃত বিধানদাতা। মাশরূ' (مشروع, বিহিত) শব্দ দ্বারা যে সমস্ত বিষয় ইসলামে বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং শারী'আত কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা বুঝায়। যাহা কিছু শারী-'আতের সহিত সম্পর্কিত অথবা যাহা উহার সহিত সঙ্গতি রাখে অথবা যাহা শারী'আতসম্মত তাহাকে শার'ঈ (شرعى) বলে।

১। শারী'আত শব্দের পারিভাষিক ব্যবহার কু'রআনের কতিপয় আয়াত হইতে গৃহীত ; যথাঃ মক্কায় শেষের দিকে অবতীর্ণ ৪৫ : ১৮ আয়াত, "অতঃপর আমি তোমাকে দীনের শারী'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলাম। অতএব তুমি উহা অনুসরণ কর এবং অজ্ঞ ব্যক্তিদের খেয়াল-খুশী অনুসরণ করিও না।" ৪২ : ১৩ আয়াত (একই সময়ে অবতীর্ণ, সম্ভবত কিছু পরে), "তিনি তোমার জন্য জীবন-ব্যবস্থার একটি বিধান (শারী'আঃ) বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, যে বিধান তিনি..." ইত্যাদি ; ঐ, ২১ আয়াত, "(মিথ্যা উপাস্যগণ) যাহারা তাহাদের জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি শারী'আত বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছে তাহা আল্লাহ তা'আলা সমর্থন করেন না" ; ৫ : ৪৮ (মদীনায়, সম্ভবত মদীনার প্রথমদিকে অবতীর্ণ), "তোমাদের প্রতিটি জাতিকে একটি শির'আঃ (পথ) এবং একটি মিনহাজ (পদ্ধতি) প্রদান করিয়াছি।"

ত'াবারী কু'রআনের ৪৫ : ১৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় শারী'আতের একটি প্রাচীন সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে শারী'আত বলিতে ফারাইদ (দায়ভাগ), হাদ্দ (শাস্তি), আদেশ এবং শার' বলিতে সামগ্রিকভাবে মানুষের কার্যাবলী সম্পর্কে আল্লাহর অনুশাসন বুঝায়। ইহা নৈতিকতা (আখলাক') সম্পর্কিত বিষয়গুলি হইতে স্বতন্ত্র। আখলাক' স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়। ফিক্‌হ (উহার যাবতীয় সহকারী বিদ্যাসহ) শারী'আতের বিজ্ঞান (দ্র. ফিক্‌হ) এবং সময় সময় উহাকে শারী'আতের সমার্থবাচক বলা যাইতে পারে এবং উসূলু'ল-ফিক্‌হ (দ্র. উসূল)-কে উসূলু'শ-শার' বলা হয়। সুন্নী মতানুসারে মানুষের কার্যের ভালমন্দ বিচারের ভিত্তি (মানূদা') হইল শারী'আত। কাজেই ইহা একমাত্র আল্লাহ কর্তৃক বিহিত করা হয়। মু'তাযিলীগণের মতে উহা পূর্বস্থিত যুক্তির সিদ্ধান্তকে অনু-মোদন করে মাত্র।

প্রকাশ্য বিচার্য হিসাবে শারী'আত আল্লাহ্‌র এবং মানুষের সহিত মানুষের বাহ্যিক সম্পর্ককে প্রধানত বিধিবদ্ধ করে ; কিন্তু ইহা দ্বারা অভ্যন্তরীণ অনুভূতি এবং অভ্যন্তরীণ মনোভাবগুলিকে সব সময় লক্ষ্য করা যায় না। এমন কি অনেক শার'ঈ কার্যে যে নিয়্যাত (সংকল্প)-এর প্রয়োজন হয় তাহাতে অন্তরের সমর্থন রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হয়। আল-গাযালীর ন্যায় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং স্বয়ং ফাকীহগণও বলেন যে, শুধু শারী'আতের বিধি-নিষেধ মান্য করাই যথেষ্ট নহে। শারী'আত সম্পর্কে সূফীদের (দ্র. তাসাওউফ) মনোভাব এই মতের সহিতই সামঞ্জস্যপূর্ণ। শারী'আঃ সূফীর মার্গপথে প্রথম ধাপমাত্র। উন্নততর ধর্মীয় জীবনযাত্রার জন্য ইহাকে একটি অপরিহার্য ভিত্তিরূপে মনে করা হয়, কারণ উন্নত জীবন দ্বারাই শারী'আতের সার্থকতাকে মার্জিত ও উন্নীত করা যাইতে পারে [এইভাবে শারী'আত ও হাকীকাত (আধ্যাত্মিক সত্তা) পরস্পর সম্পূরক জোড়া]। মোটকথা, ইসলামী চিন্তাধারায় শারী'আত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং উহা মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা।

২। আল্লাহ্‌র আইন তা'আব্বুদী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাসরূপে মানুষকে উহা বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করিতে হইবে, যেমন প্রজ্ঞাসম্মত বিষয়। শারী'আতের মূলনীতিগুলি আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত দীর্ঘ দিনে নানা কারণ পরম্পরার ভিতর দিয়া মুসলিম আইন

ক্রমশ বিকশিত হইয়াছে। আল্লাহ তাঁহার আইনের তাৎপর্য সম্পকে অনুসন্ধান করিতে মানুষকে অনুমতি দিয়াছেন। এইজন্য ইসলামী আইনের গূঢ় অর্থ ও উহার যৌক্তিকতা (হি'কমাঃ) সম্পর্কে প্রায়শই উল্লেখ দেখা যায়।

এই কারণেই আধুনিক অর্থে শারী'আতকে আইন বলা যায় না, ইহার বিষয়বস্তুর কারণেও নহে। ইহা হইল ইসলাম অনুসারীদের জন্য একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান যাহা তাহাদের সমগ্র ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনকে অভ্রান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোন প্রকার সীমারেখা স্বীকার করে না। অমুসলিমদের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলে তাহাদের কার্যকেও ইসলাম অবাধে চলিতে দেয়। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিতরে অমুসলিমদের উপর শুধু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই শারী'আত প্রযোজ্য হয়। এমন কি মুসলিম রাষ্ট্রের বাহিরে মুসলিমগণও শারী'আতের কতক-গুলি বিধান পালনে বাধ্য নহে। সুতরাং কোন কোন ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শারী'আতের বিধানের প্রয়োগ সীমিত হয়।

শারী'আতের বিধানগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) ইবাদাত ও ধর্মীয় কর্তব্য সম্পর্কিত বিধান, (২) বিচার ও রাজনীতি সংক্রান্ত বিধান। মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিতে এইগুলির গুরুত্ব সমান। এতদ্ব্যতীত ফিক্'হ গ্রন্থে বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বিধান রহিয়াছে। ঐ সব বিধান উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর কোন একটিতে শামিল করা দুষ্কর, অথচ মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গীতে উহাদের গুরুত্বও সমপর্যায়ের। উদাহরণত বৈধ ও অবৈধ বাদ্যযন্ত্র, স্বর্ণ-রৌপ্যের তৈজস-পত্রের ব্যবহার, নারী-পুরুষের সামাজিক মিশ্রণ, ঘোড়দৌড় ও তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা, প্রাণীর চিত্রাংকন, পুরুষ ও নারীর পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি। শারী'আতের ক্রমবিকাশের মৌলিক কারণ হইতেছে জীবনের সর্বপ্রকার কর্মের ধর্মীয় মূল্যায়ন এবং নীতি নির্ধারণ, যেমন অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ। শারী-'আতের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ইহার প্রাথমিক স্তরে কু'রআনে প্রকাশমান। ইসলামী আইনের বস্তুগত উৎস সম্বন্ধে বলা যায় যে, ব্যাপকভাবে বিভিন্ন সূত্রের বহু উপাদান (প্রাচীন 'আরবীয় বেদুঈন ধারণা, ব্যবসায়কেন্দ্র মক্কা শহরের বাণিজ্য আইন, মরূদ্যান মদী-নার কৃষি আইন; বিজিত দেশসমূহের প্রথাগত আইন, যাহার কতক-গুলি রোমক প্রদেশসম্ভূত, য়াহূদী আইন) প্রয়োজন মত রক্ষিত ও গৃহীত হইয়াছে। তবে উহা সাধারণ ধর্মীয় নীতির আলোকে পরিমার্জিত হইয়াছে। ফলে কতকগুলি অতি উচ্চ শ্রেণীর মৌলিক আইন সৃজিত হইয়াছে। এই সাধারণ আদেশ ও নিষেধসূচক প্রব-ণতা দ্বারা শারী'আতের বিচিত্র উপাদান অবিভাজ্য সত্তায় পরিণত হইয়াছে। শারী'আতের ধারাবাহিক শ্রেণীবিভাগ কখনও হয় নাই। তবে সুন্নীগণ কখনও কখনও উহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এইরূপে বিভক্ত করিয়া থাকেন ঃ (১) 'ইবাদাত (উপাসনা সংক্রান্ত কর্তব্য); (২) মু'আমালাত (সাধারণ পৌর কাজ-কারবার ও আইনঘটিত ব্যাপার) এবং (৩) 'উক্'বাত (দণ্ড)। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগকে কোন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ইছ্'না' 'আশারিয়্যাঃ শী'আ-গণ একই ধরনের একটি আনুষ্ঠানিক বিভাগ ব্যবহার করে। কিন্তু তাহাদের এই বিভাগ যুক্তিসঙ্গতভাবে করা হয় না, যথাঃ (১) 'ইবা-দাত, (২) 'উক্'দ (চুক্তি) (৩) ঈক'া'আত (একতরফা প্রয়োগ বা হস্তান্তর) এবং (৪) আহ্'কাম (অন্যান্য বিধান)।

৩। নবী (স')-এর ইন্তিকালের পর আল্লাহ্র আদেশের জ্ঞান মূলত সরাসরি কু'রআন এবং হ'াদীছ' হইতে গৃহীত হইত (ইহা-রই ফলে তাফসীর ও হ'াদীছ'শাস্ত্র ফিক্'হের অন্তর্ভুক্ত); কিন্তু পরবর্তীকালে সুন্নীদের মধ্যে (কতক হ'াম্বালী, ওয়াহ্হাবী এবং শী'আদের বিপরীত) কেহই স্বাধীনভাবে এই সমস্ত উৎস লইয়া অনু-সন্ধান ও আলোচনার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই (দ্র. ইজ্তি-হাদ, তাক্'লীদ)। পরবর্তী বংশধরগণ শারী'আতের জ্ঞান প্রামাণ্য ভাবে শুধু ফিক্'হ হইতেই লাভ করিত। চারিটি সুন্নী মায্'হাব (ব.ব. মায'াহিব) ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত ফিক্'হ-এর সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছে এবং উহার (মায'াহিবের) প্রামাণ্যতা ইজমা'র উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমকে উহা গ্রহণ করিতেই হইবে। তবে অধুনা তথাকথিত আধুনিকতাবাদীদের আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করিতেছে; আধুনিকতাবাদীরা শারী'আতের ঐতিহ্যবাহী কাঠামো সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং বর্তমানের ধারণা ও প্রয়োজনানুসারে উহা সংশোধনের অধিকার দাবী করে।

ফিক্'হের ক্রমবিকাশের ফলে আধুনিক অর্থে শারী'আত আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই এবং তাহা হইতেও পারে না। নিকট অতীত এবং বর্তমান শতাব্দীতে সাধিত 'সংকলন'গুলি য়ুরোপীয় প্রভাবা-ধীনে হইয়াছে এবং উহাও অবিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের জন্য। এই-গুলি কোন শারী'আত 'আদালত প্রয়োগ করে না। অপরপক্ষে ফিক্'হ গ্রন্থগুলি বিশেষত পরবর্তী যুগে রচিত এবং জনসাধারণ্যে প্রামাণ্য বলিয়া (ইজমা' দ্বারা) স্বীকৃত পুস্তকগুলি প্রকৃতপক্ষে খাঁটি মুসলিমগণের জন্য 'আইন গ্রন্থ'। ইহাতে আল্লাহ্র শারী'আত এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, উহা মুসলমানের জন্য তাহার অনুসৃত মায'হাব অনুসারে অবশ্য পালনীয়। কিন্তু ফিক্'হ গ্রন্থের বিধান যথেষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাবে বিশেষ ক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা নির্ধারণ করা সকলের কাজ নহে। সাধারণ লোককে বিশেষ জ্ঞানী হইতেই এই সব বিধান গ্রহণ করিতে হয়। ইহা 'ফাত্ওয়া' (দ্র.)-র সাহায্যে করা হয়। যে বিশেষজ্ঞ 'ফাত্ওয়া' দেন তাঁহাকে মুফ্তী বলে।

৪। ঈমানের পরই কু'রআনে স'ালাত (নামায), যাকাত ও স'াওম (রোযা)-এর উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ঈমান ও হ'াজ্জসহ এই কয়টি ইসলামের মূল ভিত্তি। এইগুলির পরই জিহাদ মুসলিমদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। যেহেতু উহা সাময়িক সেইজন্য উহা রুকনের স্থান লাভ করে নাই, তবে উহাতে অন্য সব 'ইবাদাত অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। খারিজীগণ জিহাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। শী'আগণের মতে তাহাদের ইমামদের প্রতি আনুগত্য ঈমানের অন্যতম অঙ্গ। ইসমা'ঈলীগণও জিহাদকে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে। সুন্নী মুসলিমগণের মতে ইসলাম ৫টি রুকন (ব.ব. আরকান-ভিত্তি-এর) উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐগুলি হইল 'শাহাদাত বা ঈমান, স'ালাত, যাকাত, স'াওম (রমযান মাসে) ও হ'াজ্জ।' ঈমান সাধারণত ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয় না। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন এত অধিক যে, পরবর্তীকালে ঈমান 'ইল্ম কালাম' [দ্র.] নামে একটি বিশেষ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হইয়া পড়ে। অন্য চারিটি আরকান ত'াহারাত (পবিত্রতা, ইসমা'ঈলীগণ ইহাকে আর একটি রুকন বলিয়া মনে করে)-সহ পঞ্চ 'ইবাদাত নামে কথিত হয়। ঐতিহ্যগত বিন্যাস অনুসারে হ'াদীছ' ও ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে প্রথম দিকের অধ্যায়গুলিতে এই পাঁচটি 'ইবাদাত আলোচিত হয়। অতঃপর থাকে অন্যান্য

বিষয়, যথাঃ চুক্তি, দায়ভাগ (ফারাইদ'), বিবাহ ও পারিবারিক আইন, ফৌজদারী আইন, জিহাদ এবং সাধারণভাবে অমুসলিমদের সহিত ব্যবহার, খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে নিয়ম-কানুন, কুরবানী ও পশু যা'বৃহ', প্রতিজ্ঞা ও শপথ, বিচার পদ্ধতি ও সাক্ষ্য দান, দাসমুক্তি প্রভৃতি। শাফি'ঈগণ সাধারণত এইভাবেই ফিক্'হী বিষয়সমূহের বিন্যাস করেন। যাহা হউক, সকল বিন্যাস পদ্ধতিই মোটামুটি একই প্রকার এবং দ্বিতীয় শতকের হ'াদীছ' বিন্যাস প্রণালীর উপর ন্যস্ত।

ইসলামী মূল্যায়ন পদ্ধতি শারী'আত কর্তৃক সমস্ত কাজকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। উহাদিগকে আল্-আহ্'কামু'ল-খাম্সাঃ বলা হয়। যথাঃ (১) ফারদ' (ফরয—বাধ্যতামূলক), ওয়াজিব (যাহা করা অতিশয় পুণ্যজনক এবং পরিহার করা শাস্তি-যোগ্য, অবশ্য কর্তব্য)। ফারদ'কে আবার ফারদ' 'আয়ন (ব্যক্তিগত ফরয) এবং ফারদ' কিফায়াঃ (সমষ্টিগত ফরয অর্থাৎ যাহা মহল্লার সকলের উপর ফরয কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক উহা পালন করিলে সকলের ফরয আদায় হয়, দ্র. ফারদ'), যথাঃ মৃতের কাফন-দাফন। নিম্নলিখিত শ্রেণীতেও অনুরূপ বিভাগ অনুসৃত হইয়াছে; (২) পুণ্যজনক (সুন্নাত) সাধারণ রীতি, [এই অর্থে সুন্নাতকে রাসূল কারীম (স')-এর সুন্নাত-এর সহিত মিশ্রিত করা উচিত হইবে না, উহা উস্'ূলু'ল-ফিক্'হের একটি সূত্র], মানদূব (প্রশংসিত), মুস্তাহ'াব্ব (বাঞ্ছনীয়), নাফ্ল বা নাফিলাঃ (ঐচ্ছিক পুণ্যজনক কাজ); ইহাকে তাত'াব্বু'' (تطوع) বলে অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ না করিলে শাস্তি হইবে না কিন্তু উহা করিলে পুরস্কারযোগ্য হয়; (৩) নিরপেক্ষ (মুবাহ' বা মুরাখ্খাস') অর্থাৎ যে সকল কাজ করা বা না করা সম্বন্ধে শারী-'আতে নির্দিষ্ট কিছু উল্লেখ নাই এবং যে সকল কাজের জন্য কোন পুণ্যও নাই, কোন শাস্তিও নাই; মুবাহ'কে জাইয বা অনুমতি-প্রাপ্ত (নীচে দ্র.) এবং হ'ালাল (বৈধ) অর্থাৎ যাহা হ'ারাম নহে (নীচে দ্র.) হইতে পার্থক্য করিতে হইবে; (৪) দূষণীয় (মাকরূহ) অর্থাৎ যে সকল কাজের জন্য কোন নির্ধারিত শাস্তি না থাকিলেও তাহা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সমর্থিত নহে; পরবর্তী যুগের শাফি'ঈগণ মাকরূহ শব্দটিকে আর একটু কোমলতার আকার দিয়া খিলাফু'ল-আওলা' অর্থাৎ 'উত্তমের ব্যতিক্রম' শব্দ ব্যবহার করেন। তেমনি আওলা (উত্তম) নিরপেক্ষ ও পুণ্যজনক কার্যের মধ্যবর্তী; (৫) নিষিদ্ধ (হ'ারাম, মাহ্'জূ'র) অর্থাৎ যে সমস্ত কাজ আল্লাহ্র শাস্তির যোগ্য। ইহার বিভিন্ন দিক হইল, 'পাপ' (মা'সি'য়াঃ, ইছ্'ম), 'মহাপাপ' (কাবাইর), 'ক্ষুদ্র পাপ' (স'াগাইর) এবং 'সীমালঙ্ঘন' (তা'আদ্দী)। আইন কর্তৃক ঈপ্সিত কার্যকে বলা হয় মাত্'লূব, ইহা ফারদ', সুন্নাত অথবা আওলা হইতে পারে। উপরিউক্ত শ্রেণীগুলির আরও শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে।

যে সব পরিস্থিতিতে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহা ঐ সমস্ত শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই নিহিত আছে। উহা বহু প্রকারের হইতে পারে। আইনজ্ঞদের মধ্যে এই সব ক্ষেত্রে বিস্তর মতভেদ (ইখতিলাফ) হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। একদলের মতে যাহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ অথবা নিশ্চিত কর্তব্য, অপর দল তাহাকেই দূষণীয় (মাকরূহ) অথবা পুণ্যজনক এমনকি নিরপেক্ষ (মুবাহ') মনে করিতে পারেন। এইরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য ইসলামের উদারতার প্রবণতা অনুভূত হয়।

আইনগত তাৎপর্য হিসাবে কতকগুলি বিশেষ অর্থে অপর একটি নাম প্রয়োগ করা হয়। হ'ানাফীগণ ইহার দুইটিকে সকল অপেক্ষা বেশী সম্প্রসারণ করিয়াছে। যথাঃ (১) বৈধ, সিদ্ধ (স'াহ'ীহ') যখন কোন কাজের মূল (اصل) ও গুণ (وصف) আইনানুগ হয়; (২) দূষণীয়, যদি বিষয়টি অনুরূপ হয় অথচ কাজটি কোন নিষিদ্ধ বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হয়; (৩) অশুদ্ধ (ফাসিদ), যদি ইহার মূল শারী'আত সম্মত হয় কিন্তু গুণ তদ্রূপ না হয়; (৪) অসিদ্ধ (বাতি'ল) যদি কাজটির মূল বা গুণ কোনটিই আইনসম্মত না হয়। (১) ও (২)-এর ক্ষেত্রে আইনগত পরিণাম পূর্ণভাবে কার্যকর হইবে। (৩)-এর ক্ষেত্রে (কার্যকর হইবে) কেবল বিশেষ অবস্থায় অথবা কতকগুলি বাধা-নিষেধসহ; (২)-এর ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব যুক্ত হইতে পারে; (৪)-এর ক্ষেত্রে আইনগতভাবে উহা অকার্যকর হইবে। অন্যান্য মায্'হাব ফাসিদকে বাতি'ল (দ্র.) হইতে পৃথক করে না। স'াহ'ীহ্'কে 'আইনগত কার্যকর' বলিয়া গণ্য করা হয়, মাক্রূহকেও উহাতে শামিল করা যায়। এইরূপ বৃহত্তর ধারণার প্রত্যক্ষ পরিভাষা হইল 'নাফিয'' (বস্তুগতভাবে কার্যকর), লাযিম (ইহার প্রাথমিক অর্থে) ভাবগত হিসাবে অপরিহার্য এবং ওয়াজিব (অপরিহার্য, উপরে উল্লিখিত ওয়াজিব হইতে পৃথক)। এই ব্যাপকতর অর্থে স'াহ'ীহ' কার্যত জাইয (উপরে দেখুন)-এর সমার্থক, উভয় শব্দেই যাহা কিছু ধর্মীয় দৃষ্টিতে অনুমতিযোগ্য তাহাই বুঝায়; সুতরাং আইনত সিদ্ধ ঠিক অনুরূপ অর্থে ইজাযাঃ (কিছুকে জাইয, অনুমোদিত বলিয়া ঘোষণা) সম্পূর্ণ আইনগত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়; যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোন চুক্তিতে সম্মতি প্রকাশ করে তবে তাহাতেই উহা সিদ্ধ হয়।

৫। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ইন্তিকালের পর তাঁহার উত্তরা-ধিকারী প্রথম খালীফা স্বাভাবিকভাবেই প্রধান বিচারপতিরূপে তাঁহার আরব্ধ কার্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি শী'আঃ ধারণার অনুরূপ কোন ঐশী প্রত্যাদেশ প্রকাশের দাবী করেন নাই। শী'আঃ মতবাদ অনুসারে তাহাদের ইমামগণ কার্যত ঐশী প্রত্যাদেশের বাহন হিসাবেই হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর উত্তরাধিকারী ছিলেন, তবে তাহাদের মধ্যে এই ধারণাটি মাত্র একটি ধর্মীয় মতবাদ হিসাবে রহিয়া গিয়াছে। উহা আইনের ক্রমবিকাশে কোন প্রভাবই বিস্তার করে নাই। সুন্নীদের কথা এই যে, রাসূল কারীম (স')-এর পর ইসলামের প্রথম যুগে আইন কিরূপ হইবে এবং উহা কিরূপে কার্যকর করা যাইবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ভার খালীফা-দিগকে কেন্দ্র করিয়া হযরতের স'াহ'াবীগণের উপরই ন্যস্ত ছিল। সুতরাং শারী'আতে সম্পূর্ণ অবাস্তব কোন ধারণা অনুপ্রবেশের কোন আশংকা ছিল না।...কু'রআনের বিধান এবং রাসূল কারীম (স')-এর অন্য ব্যবস্থাগুলি অবশ্য মানিয়া চলা হইত। নূতন সিদ্ধান্তগুলিও তাঁহার প্রচারিত নীতি অনুসারে গৃহীত হইত। তবে বিজিত দেশসমূহে প্রচলিত যে সমস্ত আইনগত সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইত তাহা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী না হইলে অনায়াসে গৃহীত হইত। উমায়্যাদের শাসনকালে নবী (স')-এর স'াহ'াবীগণ তাঁহাদের এই গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা হারাইলেন। তখন তাঁহারা ও তাঁহাদের উত্তরসূরিগণ (তাবি'ঊন) সাধারণভাবে বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থার সংস্পর্শে না থাকায় কর্তব্যে আদর্শ মতবাদ বিকাশের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে আদর্শ পথ অব-লম্বন করিলেন তাহা ক্রমশ বাস্তব রাজনৈতিক জীবনের সহিত সম্পর্কহীন হইয়া পড়িল। তাঁহারা সমগ্র জীবন এবং তৎসহ সমগ্র আইনকে ধর্মীয় ছাঁচে গঠন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আইনগত

সিদ্ধান্ত শুধু কু'রআন হইতেই গ্রহণ করিতেন না; বরং হযরত (স')-এর সা'হী'হ' হা'দীছ' হইতেও বিধান গ্রহণ করিতেন। এইভাবে প্রাথমিক যুগের খালীফাদের পরামর্শ সভার সদস্যদের মধ্য হইতে এক-দল শিক্ষিত লোকের উদ্ভব হইল। প্রাথমিক 'আব্বাসীগণ শারী'আত ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য দূরীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহাতে একমাত্র স্থায়ী ফল এই হইল যে, ধর্মীয় দল ও রাজকীয় শক্তির মধ্যে একটি সাময়িক সমঝোতা বা আপোষ হইল। ধার্মিক ব্যক্তিগণ কার্যত শাসন কর্তৃপক্ষের আনুগত্য মানিয়া লইলেন। শারী'আত ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যে কোন মুসলিম ক্ষমতাসীন শক্তির আনুগত্য স্বীকার করে। তবে মতবাদ হিসাবে নিন্দা করিবার পূর্ণ অধিকারও তাঁহাদের রহিয়াছে। এইজন্যই আমরা সর্বত্র 'আধুনিক যুগে'র বিরুদ্ধে খেদোক্তি এবং 'দুনয়াদার শাসকদের' বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিতে দেখি। শাসকেরা ধর্মীয় আইনকে মত-বাদ হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা শারী'আতের আওতার মধ্যে কোন আইন প্রণয়নের অধিকার দাবী করেন নাই, কিন্তু প্রয়োজন-বোধে আইনগত ব্যাপারে স্বাধীনভাবে আইন (কানূন, কখনও কখনও সিয়াসাঃ নামে অভিহিত) জারী করিয়া এবং প্রশাসনিক 'আদালত কায়েম করিয়া শারী'আতকে কার্যত অকার্যকর করিয়া ফেলিতেন। তবে বিশেষভাবে ধার্মিকরূপে বিবেচিত হইতে চাহিলে তখন তাঁহারা কখনও কখনও যথাযথ কার্য প্রণালীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শারী'আতের বিধান বিশেষত শারী'আতের দণ্ডবিধি আইন কার্যকর করিতেন। শারী'আত মূলত বিশিষ্ট শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। ইহাতে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ শক্তি নিহিত আছে। ফলে ইহা এখনও অতিশয় আগ্রহের সহিত অধীত হইয়া থাকে। যেহেতু শারী'আতকে একটি দুর্লভ আদর্শ বলিয়া ধরা হইয়াছিল এবং যেহেতু ইজ্মা' [দ্র.] অভ্রান্ত এবং ইজ্তিহাদ [দ্র.] বন্ধ হইয়াছে, তাই যাহা কিছু সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা হইতে মতভেদ করা চলিবে না, এই মতবাদের কারণে উহা খুবই রক্ষণশীল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ মুহা'দ্দিছ' দিহ্লাবী (র)-এর প্রচেষ্টায় ইজ্তিহাদের যৌক্তিকতা স্বীকৃত হইয়াছে।

৬। শারী'আতের মতবাদ ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের মধ্যে খুব স্পষ্ট রেখা টানা উচিত হইবে না। ইহা বিশেষভাবে কাযী (কাদী দ্র.)-র পদ সম্পর্কে বিবেচ্য। কাযী ধর্মীয় বিষয়ের বিচারক। তিনি আবার রাষ্ট্রীয় কর্মচারীও; মুসলিম শাসকগণ সর্বদাই কাযী নিয়োগ করিতেন এবং তাঁহার রায় কার্যকরী করিবার জন্য তাঁহাকে প্রয়োজনীয় উপকরণ (অন্তত নীতিগতভাবে) প্রদান করিতেন। প্রাথমিক যুগের কাযীগণ কু'রআন, হা'দীছ' ও খালীফার নির্দেশ ছাড়াও ন্যায়পরায়ণতা ও প্রচলিত রীতিভিত্তিক আইনের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের নিজ বিবেক-বিবেচনা অনুযায়ীই বিচার কার্য পরিচালনা করিতেন এবং তাহাতে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। সমগ্র প্রাথমিক যুগ ব্যাপিয়া শারী'আতের উন্নয়নে বিচার বিভাগের দান সর্বাধিক। কিন্তু 'আব্বাসীগণের ক্ষমতাসীন হইবার কালে যখন শারী'আত একটি নির্দিষ্ট আকার পরিগ্রহ করিল, তখন কাযী শাসনযন্ত্র হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে এই প্রামাণ্য মতবাদের অধীন হইয়া পড়িলেন। ইহা ছিল নীতি। কিন্তু কার্যত কাযী যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত এবং বরখাস্ত হই-তেন এবং তাঁহার রায় কার্যকর করার জন্য যাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেন তাঁহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পারিতেন না। শারী'আতের আইন প্রয়োগে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন মুক'দ্দামাঃ কাযীর দরবারে পেশ করা হইত না। বস্তুত কোন কোন স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তার আমলে এরূপ হইয়া থাকিলেও কাযী স্বয়ং সুলত'ানকে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগের জন্য 'আদালতে উপস্থিত করাইয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইলে শাস্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য করার নজীরও বিরল নহে। যদিও উমায়্যাঃ খালীফাদের আমলে সময় সময় শাসন কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাহত করা হইত, নীতি সত্ত্বেও 'আব্বাসীদের আমলে ইহা সম্পূর্ণ-রূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। শারী'আত নিজেও কিয়ৎ পরিমাণে নাজি'রু'ল-মাজ'ালিম (الناظر المظالم)-এর এবং মুহ্'তাসিবের (محتسب) 'আদালতকে স্বীকৃতি দেয়। উহা দীর্ঘকাল যাবত কাযীর 'আদালত ছাড়াও নির্দিষ্ট বিচার প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হইয়াছিল। প্রথ-মোক্ত 'আদালত সেই সমস্ত অপরাধের বিচার করিত যাহা দমন করিবার উপায় কাযীর ছিল না। পরবর্তী (মুহ্'তাসিব) 'আদালতকে পুলিশ-আদালত বলা যায়। এইভাবে ইসলামে সর্বত্র দ্বৈত বিচার-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। ইহাকে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা বলা যায়। ফৌজদারী, অর্থসংক্রান্ত ধর্মনিরপেক্ষ আইন ও ভূ-সম্পত্তি বিষয়ক আইনগুলি ক্রমশ অধিকতর ধর্মনিরপেক্ষ 'আদালতের এক-চেটিয়া অধিকারে পরিণত হয়। অধিকন্তু শারী'আত মুসলিম রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং যুদ্ধ সম্পর্কে সর্বদা কার্যকর হয় নাই। অবশেষে কাযীর অধীনে থাকিল শুধু জুমু'আর সা'লাত, সম্পূর্ণ ধর্মীয় কার্য, বিবাহ, পরিবার এবং দায়ভাগ সম্পর্কিত আইন এবং আংশিকভাবে ওয়াক্'ফ (দ্র.) আইন অর্থাৎ যে সকল বিষয় জন-সাধারণের মনে ধর্মের সহিত অধিকতর জড়িত বলিয়া বিবেচিত হইত এবং সর্বদাই শারী'আতের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের চরমোন্নতির যুগে খালীফাদের আনুকূল্যে শারী'আতের ব্যবহারিক প্রয়োগ, এমন কি দীওয়ানী ও ব্যবসায় সংক্রান্ত আইনে চরম উন্নতি লাভ করে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে আইনের আওতা সমভাবে প্রযুক্ত হয়। কাযীগণ পদ-মর্যাদা হিসাবে সুবিন্যস্ত হন। প্রধান মুফ্তী, শায়খু'ল-ইসলাম (দ্র.) শারী'আতের যথাযথ প্রয়োগ তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফৌজদারী, অর্থ সংক্রান্ত এবং ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনগুলি তথাকথিত ক'ানূন-নামাঃ-র ধর্মনিরপেক্ষ বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইত। ঐগুলি শারী'আতের বিরোধী নহে বলিয়া মনে করা হইত। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনে (দ্র. তান্জ'ীমাত) য়ুরোপীয় ধরনে বিন্যস্ত আইন প্রচলিত হয়। প্রথমে বাণিজ্য ব্যাপারে এবং পরে দণ্ডবিধি ব্যাপারে এই আইন প্রবর্তিত হয়। ১৮৭৬ খৃ. 'মেজেল্লে' (Medjelle)-তে শারী'আতের দীওয়ানী আইন বিধিবদ্ধ হয়। একটি আইন-সংগ্রহ (Code) হিসাবে ইহাতে অবশ্য কতিপয় সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাহা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে ইহা শারী'আতী মতবাদের অনুরূপ ছিল না এবং শারী'আঃ 'আদালতে ব্যবহারের জন্য ইহা সংকলিত হয় নাই; বরং ধর্মনিরপেক্ষ 'আদালতের জন্যই ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ১৯২৬ খৃ. সুইস দীওয়ানী (এবং ইতালীয় দণ্ডবিধি) আইন গ্রহণ করার মাধ্যমে সর্বশেষ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ইহাতে বিবাহ, পরিবার এবং দায়ভাগ সম্পর্কিত আইনেও শারী'আতকে বাদ দেওয়া হয়। অবশেষে ১৯২৮ খৃস্টাব্দের গঠনতন্ত্রে শারী'আতে

উদ্দেশ্য একেবারেই বাদ দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষ করা হয়। মুসলিম দেশ হিসাবে এ ক্ষেত্রে একমাত্র আলবেনিয়া শারী'আতকে একেবারে ত্যাগ করিয়া তুরস্কের অনুসরণ করিয়াছে। মিসরে কার্যত শারী'আতের পরিত্যক্ত ক্ষেত্রগুলিতে য়ুরোপীয় ধরনের আইন গ্রহণ শুরু হয় ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে। Medjelle-র বর্ণিত কার্যবিধির ন্যায় কতকগুলি শারী'আতী কার্যবিধির সংশোধন প্রথম ১৯১০ খৃস্টাব্দে প্রবর্তিত হয় এবং তাহা শারী'আতী 'আদালতগুলিতে অবশ্য পালনীয় ঘোষণা করা হয়। অবশেষে পারিবারিক আইনের কতকগুলি মৌলিক বিষয় প্রথমে ১৯২০ খৃস্টাব্দে সতর্কতার সহিত এবং ১৯২৯ এবং ১৯৩১ খৃস্টাব্দে সাহসিকতার সহিত পরিবর্তিত হয় (এ ক্ষেত্রেও তুরস্ক ১৯১৭ খৃস্টাব্দে প্রথম পথ দেখায়)।

৭। এই সমস্ত হইল শারী'আত ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধীয় ব্যাপার। নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি জনসাধারণের বিশ্বাসে এবং কার্যে অসামঞ্জস্য হেতু সৃষ্ট কতগুলি সমস্যা সম্বন্ধীয়। ইহা লক্ষণীয় যে, ক্ষুদ্রতর খুঁটিনাটি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, তদ্রূপ শারী'আতের অনুসরণে কঠোরতা এবং শিথিলতার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। অবশ্য সংকীর্ণ অর্থে আনুষ্ঠানিক এবং ধর্মীয় কার্যে জড়তা ও অবহেলা সাধারণভাবে বিদ্যমান, অপরপক্ষে শারী'আতের অনুসরণ মুসলিমগণের নিকট গুরুত্বপূর্ণ; ইহারই কারণে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রধান প্রধান ধর্মীয় কর্তব্য যথাসাধ্য আন্তরিকতার সহিত পালন করার প্রচেষ্টা দেখা যায়; এমন কিছু শারী'আতের বিধি-বিধানও আছে যাহা মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করে। ইহাও সত্য যে, শারী'আতে অন্তত নীতি হিসাবে গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়গুলিকেও অনেক সময় অবহেলা করা হয়। বিবাহ, পরিবার এবং দায়ভাগ সংক্রান্ত আইনগুলি গুরুত্ব সহকারে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু এখানেও স্থানীয় প্রথাগত নিয়মকে ('আদাত, 'উরফ, দস্তুর, রুসূমাত) কিছুটা প্রাধান্য দেওয়া হয়। আইনের অন্য অংশ অনেক দিন আগে হইতেই বাস্তব ক্ষেত্রে গুরুত্ব হারাইয়াছে। অবশ্য সর্বত্র এবং সর্বযুগেই বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন ও আছেন, যাঁহারা শারী'আতের নীতি যথাসম্ভব এমন কি ব্যবসা-বাণিজ্যেও পালন করেন, এখনও তাঁহারা অনেক সময় ব্যাংকের সুদ বর্জন করেন। কিন্তু শারী'আতের অবশ্য পালনীয় আদেশ-নিষেধগুলি রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিপালিত হইতেছে না। ফলে বাণিজ্যিক আইনের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিনীতিই অবাধে মানা হইতেছে। এখানে শারী'আত পূর্ণরূপে কার্যকর হইতেছে না। এই সমস্ত প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে 'হি'য়াল' (কৌশলে আইন এড়াইবার উপায়)-ও অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি শারী'আতের প্রত্যক্ষ বিরোধী না হইলেও শারী'আতের নীতিগুলির মধ্যে অধিকতর নমনীয়তা আনয়ন করিয়াছে। ইহার কতকগুলিকে শারী'আতের (বিশেষভাবে স্থাবর সম্পত্তির আইনে) বহু পরিপূরক ব্যবস্থা বলা যায়। উদাহরণত বহু শর্তসম্বলিত লিখিত দলীলের ব্যবস্থা। 'হি'য়াল' এবং 'শুরূত' ছাড়া প্রকৃত চলিত রীতিনীতি জানার জন্য ফাতওয়া সংগ্রহও বিশেষ মূল্যবান। এইগুলি দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন্ দেশের লোক আইনের কোন্ অংশের প্রতি সর্বাধিক আগ্রহশীল, আইনে কোন্ কোন্ 'অপপ্রয়োগ' সর্বাধিক প্রচলিত এবং আইনসঙ্গত হওয়া সম্পর্কে কোন্ কোন্ অবস্থা সংশয় উৎপাদন করে। এই 'আদাত (প্রচলিত রীতিনীতি) পরিবেশ ভেদে বিভিন্ন হয় এবং উহা প্রাচীন প্রচলিত আইনের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। এই প্রাচীন প্রচলিত আইনগুলি প্রাথমিক যুগে শারী'আতে উদারভাবে গৃহীত হইয়াছিল যদিও উহা শেষ পর্যন্ত ফিক্'হের শরকম মূলনীতিতে (দ্র. উসূ'ল) পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু জনমনে 'আদাত'-এর প্রভাব বিদ্যমান। শারী'আতের আইন এবং প্রচলিত ঐ সব রীতিনীতিতে উল্লেখযোগ্য বিরোধ না থাকার কারণেই এইরূপ হইয়াছে মনে করা অসঙ্গত নহে। উদাহরণত ইন্দোনেশিয়ার (ধর্মীয় 'আলিমগণ ছাড়া) কর্তৃপক্ষীয় মুসলিম সমাজে 'আদাত' আইনগুলি নীতিগতভাবে হইলেও শারী'আতের ন্যায় পালনীয় মনে করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Sprenger, Dictionary of the Technical Terms.; (২) Goldziher, Vorlesungen ubar den Islam, 2nd ed., p. 30 প.; (৩) Snouck Hurgronje, in : Bertholet-Lohmann, Lehrbuch der Religionsgeschichte, 4th ed., p. 695 প.; (৪) Macdonald, Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory; Santillana, in : Arnold and Guillaume, The Legacy of Islam, p. 284 প.; (৫) R. Levy, An Introduction to the Sociology of Islam, 2 Vols. ; (৬) art. LAW in, T. P. Hughes, A Dictionary of Islam. Also the relevant Chapters in M. Guidi, Storia della' Religione dell' Islam, in : P. Tacchi Venturi, Storia delle Religioni, vol. 2; (৭) Lammens, L' Islam; Snouck Hurgronje, Mohammedanism; (৮) A. A. Fyzee, Outlines of Muhammedan Law, Oxford 1949. Important monographic investigations : Goldziher, Die Zahiriten; (৯) do., Muhammedanische Studien, Vol. 2; (১০) do., in Zeitschr. f. vergl. Rechtswissensch., viii, p. 406 প.; (১১) do., Das muslimische Recht und seine stellung in der Gegenwart, Budapest 1916 (reprinted from Pester Lloyd; 31st October, 1916); (১২) Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, especially vols. ii and iv. 1, 2; (১৩) Bergstrasser, in Isl, xiv. p. 76 প.; (১৪) do., in Islamica, iv. p. 283 প.; (১৫) Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence. Manuals : Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes; id., Handleiding, 3rd ed.; (১৬) Lopez Ortiz, Derecho musulman; (১৭) Santillana, Istituzioni di diritto musulmano malichita, 2 vols.; (১৮) G. Bergstrasser, Grundzuge des Islamischen Rechts.—Translations of arabic works : Baillie, A. Digest of Moohummudan Law, 2 Vols.; (১৯) Sachau, Muhammedanisches Recht nach Schaifitischer Lehre; (২০) I. Guidi and D. Santillana, Il "Muhtasar" o sommario del diritto malechita di Halil ibn

List>

Ishaq. 2 vols. ; (২১) Querry, Droit musulman, recueil de lois concernant les musulmans schyites, 2 Vols. For the modernism : Snouck Hurgronje, Mohammedanism ; (২২) R. Hartmann, Die Krisis des Islam.—For the actual Practice, See 'Ada—Bibliographies : for European Works. Juynboll ll.c.c. ; (২৩) Pfannmuller, Handbuch der Islam-Literatur ; for oriental sources : (২৪) Aghnides, Mohammedan Theories of Finance.

J. Schacht (S.F.I.)/সম্পাদনা পরিষদ

শরীফ (شريف শারীফ), আশ্‌রাফ, শুরাফা', অভিজাত, সম্মানিত, যাহার মূল উচ্চপদ ও বৈশিষ্ট্যের ভাব প্রকাশ করে, **অর্থ :** প্রধানত এমন একজন স্বাধীন লোক যে তাহার খ্যাতনামা পূর্বপুরুষদের বংশধর বিধায় সম্মানের আসন দাবী করিতে পারে (দ্র. লিসানু'ল-'আরাব, ১১শ, ৭০ প.)। ইহা অবশ্য স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, পিতৃপুরুষদের প্রশংসনীয় গুণাবলী তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতে পারে, বংশে কয়েকজন খ্যাতিসম্পন্ন পূর্বপুরুষ জন্মলাভ করা শারাফ্ (হ'াসাব), দা'খ্ম বা 'অট্টট' আভিজাত্যের প্রয়োজনীয় শর্ত (Goldziher, Muh. Stud., i. 41 প. ; Lammens, Le Berceau de l, Islam, 1914 p. 289 প.)।

শরীফগণ বিশিষ্ট পরিবারের প্রধান ছিলেন, যাঁহাদের প্রতি গোত্রের প্রশাসন অথবা শহরগুলির মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল (তু. ইব্‌ন হিশাম, সীরাঃ, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ২৩৭, ২৯৫ ; আত'-ত'াবারী আখবারু'র-রুসুল ওয়া'ল-মুলুক, সংস্করণ লাইডেন, ১শ, ১১৯১ ; আশ্‌রাফু'ল-হ'ীরাঃ, ঐ, ১শ, ২০১৭ ; আশ্‌রাফু'ল-ক'াবাা'ইল, ঐ, ২শ, ৫৪১ ; কুফার আশ্‌রাফ, ঐ, ২শ, ৬৩১ প., স্থা. ; খুরাসানের আশ্‌রাফ, ঐ, ৩শ, ৭১৪ ; আশ্‌রাফু'ল-আ'আজিম, আল-য়া'ক্‌'বী, ed. Houtsma, ২শ, ১৭৬)। শরীফগণ নিজদিগকে অভিজাত (আহ্‌লু'ল-ফাদ্'ল) মনে করিতেন, তাঁহাদের তুলনায় অমার্জিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ (আরাযি'ল, সুফাহাা', আখিস্‌সাা') সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক (ত'াবারী, ২শ, ৬৩১, ৭)। সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর লোকদের (দ'া'ঈফ, ওয়াদ'ী') বিপরীত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্যই শরীফ শব্দ ব্যবহৃত হয় (আল-বুখারী, বাদউ'ল-ওয়াহ্'য়ি, বাব ৬, আল্-হ'দূদ, বাব ১১, ১২)। এই মর্মে শব্দটির প্রয়োগ প্রাচীন ইসলামী সাহিত্যে প্রায়শ দেখিতে পাওয়া যায়, দৃষ্টান্তস্বরূপ আল-বালাযু'রীর ইতিহাস গ্রন্থের নাম আনসাবু'ল-আশ্‌রাফ উল্লেখযোগ্য।

স্বাভাবিক কারণে ইসলামে নবী-পরিবারের সদস্য হওয়া একটি বিশেষ সম্মানের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়। আহ্‌লু'ল-বায়ত বাক্যাংশ কু'রআানের ৩৩ : ৩৩ আয়াতে বিদ্যমান, "হে নবী পরিবার ! আল্লাহ্ তোমাদিগ হইতে অপবিত্রতা দূর করিতে এবং তোমাদিগকে যথাযথরূপে বিশুদ্ধ করিতে চাহেন।" শী'আগণ ইহাকে সুন্নী হ'াদীছে' উল্লিখিত সুপরিচিত চাদরের হ'াদীছে'র মাধ্যমে (হ'াদীছু'ল-কিসাা', হ'াদীছু'ল-'আবাা') ব্যাখ্যা করিয়া 'আলী, ফাতি'মাঃ (রা) ও তাঁহাদের পুত্রদের উপর প্রয়োগ করিয়াছে (দ্র. আল-কুমায়ত, আল-হাাশিমিয়্যাত, সম্পা. Horovitz, Leiden ১৯০৪ খৃ., মূল অংশ, পৃ. ৩৮, শ্লোক ৩০, তু. পৃ. ৯২, শ্লোক ৬৭)। সুন্নীদের প্রচলিত মতানুসারে 'আলী, ফাতি'মাঃ, আল-হ'াসান, আল-হ'সায়ন (রা) ও মহানবী (স')-এর পত্নিগণ আহ্‌লু'ল-বায়তের অন্তর্ভুক্ত। 'আব্বাসীগণও ক্ষমতা দখলের অন্যতম যুক্তি হিসাবে শী'আঃদের বিরোধিতার মুখে নিজেদেরকেও আহ্‌লু'ল-বায়তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করেন।

হ'াদীছু'ছ'-ছ'াক'ালায়নের এক বর্ণনাতে আহ্‌লু'ল-বায়তের আরও ব্যাপক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত ব্যাখ্যায় সেই সকল ব্যক্তিকেও শামিল করা হইয়াছে যাহাদের জন্য স'াদাক'াঃ গ্রহণ নিষিদ্ধ। এইরূপ লোকের মধ্যে 'আলী, 'আক'ীল, জা'ফার এবং আল-'আব্বাসের বংশধরগণের নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে। এই মতানুসারে বানূ হাাশিমের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুইটি ঐতিহাসিক পরিবার, ত'ালিবী, ও 'আব্বাসীগণও আহ্‌লু'ল-বায়তের অন্তর্ভুক্ত ; দ্র. Lemmens, ফাতি'মাঃ, রোম ১৯১২ খৃ., পৃ. ৯৫ প. ; Strothmann, Das staatsrecht der Zaiditen, Strassburg 1912, p. 19 প. ; van Arendonk, De Opkomst van het Zaidietische Imamaat in Yemen, Leyden. p. 65 প.।

সীরাত (দ্র.) প্রণেতাগণ বানূ হাাশিম গোত্রকে মর্যাদার দিক দিয়া সকলের আগে স্থান দিয়াছেন, কারণ এই পরিবারে রাসূল কারীম (স')-এর জন্ম হইয়াছে। বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত একটি হ'াদীছে' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। আল্লাহ্‌র নবী বলিয়াছেন : "আল্লাহ্ ইব্‌রাহীমের পুত্রদের মধ্য হইতে ইসমা'ঈলকে, ইসমা'ঈলের পুত্রদের মধ্য হইতে বানূ কিনানাকে, বানূ কিনানাঃ হইতে কু'রায়শকে এবং কু'রায়শ হইতে বানূ হাাশিমকে নির্বাচিত করিয়াছেন" (ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, সম্পা. Sachau, ১/১, ২)। এই মর্মের অপর হ'াদীছে'র শেষ বাক্যটি হইল, "ফলে আমি (অর্থাৎ মুহ'াম্মাদ) তোমাদের মধ্যে পরিবারের দিক দিয়া সর্বোত্তম" (ইব্‌ন 'আব্‌দ রাব্বিহ্, ২শ, ২৪৭)।

আল-কুমায়ত মহানবী (স')-এর আভিজাত্যের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন (পূ. গ্র., পৃ. ১৪, ৪৫)। তাঁহার মতে বানূ হাাশিম "অত্যুৎকৃষ্ট আভিজাত্যের শীর্ষ" (ঐ, পৃ. ৫, ১৪), তাঁহাদিগকে "সকল মানুষের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান" করা হইয়াছে (পৃ. ৫৮, ৮৭)। সুতরাং মহানবী (স')-এর সহিত আত্মীয়তার সূত্র স্থাপিত হইলে তাহা শারাফের দাবীর জন্য একটি জোরালো প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়। ত'ালিবীগণের জন্য আল-কুমায়ত পূর্বেই আশরাফ ও সাদাঃ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন (ঐ, পৃ. ১০, পৃ. ৫৬)। বানূ হাাশিমের এই বিশেষ মর্যাদার পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, সম্মানসূচক উপাধি 'আশ-শারীফ্' 'আব্বাসী যুগের শেষ পর্যায়ে (প্রায় ৪র্থ/১০ম শতাব্দী) আল-'আব্বাস ও আবূ ত'ালিবের বংশধরগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। কথিত আছে যে, 'আলীর বিশেষ উপাধি 'শারীফ' ছিল, (মুহি'ব্বু'দ-দীন আত'-ত'াবারী, আর-রিয়াাদু'ন-নাদি'রাঃ, কায়রো ১৩২৭ হি., ২শ, ১৫৫)। আত'-ত'াবারী (৩শ, ৬৩৫,) বানূ হাাশিমের পাশাপাশি একটি বিশেষ দলরূপে আশরাফেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্-মাাওয়ার্‌দীর মতে (আল-আহ্'কামু'স-সুলত'ানিয়্যাঃ, ed. Enger, Bonn ১৮৫৩ খৃ., পৃ. ১৬৫,) বানূ ত'ালিব ও বানূ 'আব্বাস এই উভয়ই আশরাফ। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীর শেষার্ধের সাহিত্যের ইতিহাস হইতে আশ-শারীফ আর-রাদ'ী এবং আশ-শারীফ আল-মুর্‌তাদ'া নামক দুই ভ্রাতা সম্পর্কে আমরা অবহিত হই (দ্র. Brockelmann, GAL, ১শ, ৮১)। আস-সুয়ূত'ীর রচিত রিসালাতু'স-সুলালাঃ আয-যায়নাবিয়্যার পত্র ৪ক প.-তে আছে (আস'-

স'ক্ষ্যান, পৃ. ১১২ প.) প্রাথমিক যুগে (আস'-স'দরু'ল-আওওয়াল) আহ্‌লু'ল-বায়তের অন্তর্ভুক্ত সকলের জন্য আশ-শারীফ নাম ব্যবহৃত হইত, সে হ'াসানী, হ'সায়নী অথবা 'আলাব'ী অর্থাৎ মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হ'ানাফিয়্যার বংশধর অথবা 'আলীর অন্য পুত্রের বংশধর অথবা জা'ফারী, 'আক'ীলী কিংবা 'আব্বাসী যাহাই হউক না কেন। তিনি বলেন, "আয'-যাহাবীর ইতিহাসে আমরা প্রায়শ আশ-শারীফ আল-'আব্বাসী, আশ-শারীফ আল-'আক'ীলী, আশ-শারীফ আল-জা'ফারী ও আশ-শারীফ আয-যায়নাবীর ন্যায় উপাধি দেখিতে পাই।" তিনি আরও মন্তব্য করেন, ফাতি'মীগণ আশ-শারীফ নাম একমাত্র আল-হ'াসান ও আল-হ'সায়নের বংশধরগণের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন এবং তাহা মিসরে তাঁহার (সুয়ূত'ীর) সময় প্রচলিত থাকে। আস-সুয়ূত'ী অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৬ ক/খ, আস'-স'ক্ষ্যান, পৃ. ১৯০ প., অনুরূপভাবে ইব্‌ন হ'াজার আল-হায়ছ'ামী, আল-ফাতাবি'ল-হ'াদী-ছি'য়্যাঃ, পৃ. ১২৪ প.), আশরাফের অনুকূলে কোন ওয়াক্'ফ অথবা ওয়াসি'য়্যাতকৃত সম্পত্তি একমাত্র আল-হ'াসান ও আল-হ'সায়নের বংশধরগণের প্রাপ্য, কারণ মিসরের ফাতি'মীদের আমল হইতে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই শব্দটি ছিল কেবল হ'াসানী ও হ'সায়নীদের প্রতি প্রযোজ্য এবং ইহা স্থানীয় প্রথা ('উরফ)-ও ছিল। উপসংহারে আস-সুয়ূত'ী মন্তব্য করেন, মিসরের ভাষাগত ব্যবহার অনুসারে আভিজাত্য (শারাফ) বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা: এক শ্রেণীতে সমগ্র আহ্‌লু'ল-বায়ত অন্তর্ভুক্ত, আর একটিতে শুধু 'আলীর বংশধরগণ (যু'রিয়্যাঃ), যাহাতে যায়নাবীগণ (যায়নাব বিন্‌ত 'আলীর বংশধরগণ) এবং 'আলীর কন্যাদের সকল পুত্র শামিল এবং সর্বশেষ শারাফু'ন-নিসবাঃ নামক একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী আছে যাহাতে কেবল আল-হ'াসান ও আল-হ'সায়নের বংশধরগণ স্থান লাভ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিকদের রচনায় শরীফ উপাধি সর্বপ্রথম 'আব্বাসী সাম্রাজ্যে ভাঙন দেখা দেওয়ার সময় 'আলাব'ীদের জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন 'আলাব'ীগণ সর্বত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ত'াবা-রিস্তান ও 'আরবে ক্ষমতা দখল করে (Snouck Hurgronje, Mecca, i. 56প.)।

সায়্যিদ (প্রভু)-এর অবস্থা শরীফের সমতুল্য। মনিব (যথা: আল-বুখারী, আল-আহ্'কাম, বাব ১, ইত্যাদি; আত-তিরমিয'ী, আল-বিরর, বাব ৫৩) এবং স্বামী (যথা: কুর'আন ১২: ২৫) অর্থেও সায়্যিদ ব্যবহৃত হয়। কোন গোত্র বা সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তির সাধারণ নামও সায়্যিদ (তু. কু'রআন ৩৩: ৬৭; ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ২৯৫,), তাহার কর্তৃত্বের ভিত্তি প্রধানত বিচক্ষণতা (হি'লম), বদান্যতা ও ভাষাগত দক্ষতার ন্যায় ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপর স্থাপিত (তু. ইব্‌ন কু'তায়বাঃ, 'উয়ূনু'ল-আখবার, ১খ, ২২৩ প.)। কোন লোককে সায়্যিদরূপে চিহ্নিত করার জন্য কিছু দৈহিক গুণাবলীরও প্রয়োজন বলিয়া কথিত আছে (ইব্‌ন কু'তায়বাঃ, পূ. গ্র.; Mez, Die Renaissance des Islams, p. 144)। কু'রআন য়াহ্'য়া নবীকে সায়্যিদরূপে প্রশংসা করিয়াছে (৩: ৩৯)। 'আলাব'ী ও ত'ালিব'ীদের উপাধিরূপে শরীফ ও সায়্যিদের ব্যবহার প্রায় একই সময়ে পরিলক্ষিত হয়। একটি হ'াদীছে' আল-হ'াসান, আল-হ'সায়ন এবং তাঁহাদের মাতা-পিতাকে সায়্যিদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মহানবী (স') আল-হ'াসান সম্পর্কে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, "আমার এই পুত্র একজন সায়্যিদ এবং সম্ভবত আল্লাহ তাহার মাধ্যমে দুই দল মুসলিমের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবেন" (আল-বুখারী, ফিতান, বাব ২০, সংখ্যা ২, ফাদ'া'ইলু'স-স'াহ'াবাঃ, বাব ২২; আত-তিরমিয'ী, মানাকি'ব, বাব ৩০)। হ'াদীছে' আল-হ'সায়ন "সায়্যিদ শাবাবি আহ্‌লি'ল-জান্নাঃ" বেহেশ্‌তবাসী যুবকদের নেতারূপে বর্ণিত হইয়াছেন (আন-নাবহানী, পৃ. ৬৪, ১৭ প.) এবং তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে তিনি "সায়্যিদা শাবাবি" (যুবকদের দুই নেতা) প্রমুখরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন (আত-তিরমিয'ী, ঐ; আন-নাসাঈ, খাস'াইস' আমীরি'ল-মু'মিনীন 'আলী ইব্‌ন আবী ত'ালিব, কায়রো ১৩০৮ হি., পৃ. ২৪, ২৬)। আর তাঁহাদের জননী ফাতি'মাঃ সম্পর্কে হ'াদীছে' বলা হইয়াছে, "আমার কন্যা ফাতি'মাঃ (অর্থাৎ নবী কারীমের) (এই) সম্প্রদায়ের মহিলাগণের কর্ত্রী" অথবা "বিশ্ব-জগতের মহিলাগণের কর্ত্রী", বেহেশ্‌তবাসী মহিলাগণের কর্ত্রী" প্রমুখ (সায়্যিদাতু নিসা'ই উম্মাতী, এবং হাযি'হি'ল-উম্মাঃ, সায়্যিদাতু নিসাই'ল-'আলামীন, সায়্যিদাতু নিসা'ই আহ্‌লি'ল-জান্নাঃ, ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৮খ, ১৭ প.; আল-বুখারী, ফাদ'াইলু আস'হ'াবি'ন-নাবী, বাব ২৯; আন-নাসাঈ, পূ. গ্র., ২৩ প., আন-নাব্‌হানী, পৃ. ৫৪, ৩ প.)। মহানবী (স') 'আলী (রা)-কে সায়্যিদু'ল-'আরাব এবং সায়্যিদু'ল-মুসলিমীন নামে অভিহিত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে এবং একদা তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছিলেন, "তুমি এই জগতে একজন সায়্যিদ এবং পরজগতেও একজন সায়্যিদ" (মুহি'ব্বু'দ-দীন আত'-ত'াবারী, পূ. গ্র., ২খ. ১৭৭)।

শুরুর দিকে যাহারা নিজেদের সমাজে বা কর্মক্ষেত্রে কিছু কর্তৃত্বের অধিকারী হইয়াছে তাহাদের প্রতি সায়্যিদ প্রযোজ্য হইয়া থাকিবে। হ'াসানী বংশীয় ইব্‌ন মুহান্নার বংশ বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ, 'উমদাতু'ত'-ত'ালিব ফী আনসাব আবী ত'ালিব-এ প্রত্যেক আলাব'ী প্রায়ই সায়্যিদরূপে বর্ণিত হইয়াছে (বোম্বাই সংস্করণ, ১৩১৮ হি., পৃ. ৫২)। আয'-য'াহাবী (তা'রীখু'ল-ইসলাম, পাণ্ডু. লাইডেন ১৭২১, পত্র ৬৫ক) দ্বাদশ ইমাম 'আলী ইব্‌ন মুহ'াম্মাদকে এই উপাধি প্রদান করিয়াছেন। আস-সায়্যিদ আশ-শারীফ অথবা আশ-শারীফ আস-সায়্যিদ একই সঙ্গে ব্যবহার হইতেও দেখা যায় (আন-নুওয়ায়রী, নিহায়াতু'ল-'আরাব, কায়রো ১৩৪২ হি., ২খ, ২৭৭,; আল-খাযরাজী, আল-'উকু'দু'ল-লু'লু'ইয়াঃ, i, GMS, iii. 4, লাইডেন—লন্ডন ১৯১৩ খৃ., পৃ. ৩১৪,)। সায়্যিদ শব্দ সূ'ফী, তাপস এবং খ্যাতনামা শাস্ত্রবিদগণের প্রতিও প্রযোজ্য ছিল, যথা: আস-সাদাঃ (আস-সূ'ফীয়াঃ), আস-সাদাতু'ল-আওলিয়া' (আশ-শারানী, ত'াবাক'াতু'ল-খাওয়াস্'স', কায়রো ১৩২৯ হি., পৃ. ২, ৯, ৩, ৯, ১৯৫, ৩); আস-সাদাতু'ল-আ'ইম্মাঃ (ইব্‌ন হ'াজার আল-হায়ছ'ামী, আল-ফাতাবি'ল-হ'াদীছি'য়্যাঃ, পৃ. ১২৪)। পুণ্যবান ব্যক্তিদিগকে সায়্যিদী অথবা সীদী (আমার নেতা) (প্রায়শ আশ-শা'রানী, লাওয়াকি'হ''ল-আন্‌ওয়ার ফী ত'াবাক'াতি'ল-আখ্‌য়ার, কায়রো ১৩১৫ হি.) বলিয়া সম্বোধন করার রীতি সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল এবং দাস তাহার মনিবকে উদ্দেশ্য করিয়া বলার সময়ও উহা ব্যবহার করিত।

আশ-শারীফের ন্যায় আস-সায়্যিদ অনেক মুসলিম দেশে কেবল হ'াসানী ও হ'সায়নীদের জন্য ব্যবহৃত হইতে শুরু করে, যেমন হ'াদ্'রামাওতে তাঁহাদের সাধারণ উপাধি ছিল সায়্যিদ (Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr, iii. 163)। আল-খাযরাজী

List>

হইতে জানা যায় (পু. গ্র., ১খ, ৩১৫ প. স্থা.), তাঁহার সময় শরীফ তাঁহাদের (হ'াসানী ও হ'সায়নী) সাধারণ নাম ছিল এবং আমীন আর-রায়হ'ানীর মতে (মুলুকু'ল-'আরাব, বৈরূত ১৯২৪ খৃ., ১খ, ৯২, নোট ১) এখন তাহা সায়্যিদ। হি'জাযে যে সকল হ'াসানীর পূর্বপুরুষগণ মক্কায় বসবাস করিত, একমাত্র তাহাদিগকে শরীফ এবং শুধু আল-হ'সায়নীদিগকে সায়্যিদ নামে অভিহিত করার রেওয়াজ ছিল কিন্তু মক্কাবাসিগণ প্রধান শরীফকে 'সায়্যিদানা' বলে এবং প্রধান শরীফ তাঁহার পরিবারের সদস্যবৃন্দকে সায়্যিদ উপাধি দিয়া থাকেন (Snouck Hurgronje, Mekka, i. 57; do, Verspr. Geschr., iii. 163, V. 31, 40; আন-নাবৃহানী, পৃ. ৪১)। পারস্যে প্রচলিত সায়্যিদ ও মীর (আমীর) নামদ্বয় তুরস্ক এবং ভারত উপমহাদেশেও প্রচলিত আছে। মালয় দ্বীপপুঞ্জেও সায়্যিদ উপাধির প্রচলন রহিয়াছে। সেখানকার Atjeh এলাকার সম্মানসূচক উপাধি হ'াবীব (প্রিয়)-ও ব্যবহৃত হয়, যাহার ব্যবহার 'আরবেও দৃষ্ট হয় (Snouck Hurgronje, The Achehnese, i. 155.)।

'আব্বাসী আমলে আশ্রাফ, ('আব্বাসী ও ত'ালিবীগণ) সাধারণত তাহাদের মনোনীত একজন নাক'ীব-এর কর্তৃত্বাধীনে থাকিতেন যাঁহার উপাধি ছিল নাক'ীবু'ল-আশরাফ। এই পদটির ইতিহাস যতদূর সম্ভব অল্পই উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহা পূর্বে উমায়্যাঃ আমলেও বিদ্যমান ছিল বলিয়া Von Kremer (Culturgeschichte d. Orients unter den Chalifen, Vienna 1875, i. 449, note 1) উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইব্ন খাল্দূনের আল-'ইবার (বুলাক' ১২৮৪ হি., ২খ, ১৩৪, ৫ নিম্ন হইতে)-এর বরাত দিয়াছেন, কিন্তু এই উক্তি খুবই সন্দেহপূর্ণ; কারণ তাঁহার উদ্ধৃত অংশগুলি সম্ভবত নির্ভুল নহে (দ্র. ত'াবারী, ২খ, ১৬; ult., ১৭)। বানূ হাশিমের দুইটি শাখা সম্ভবত প্রথম হইতেই একজন দলপতির অধীনে ছিল; যেরূপ ৩০১/৯১৩—৪ সালের দিকে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ('আরীব, ed. de Goeje, পৃ. 47, 10)। 'আলাব'ী 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন জা'ফার আল-হি'ম্মানী (মৃ. ২৬০/৮৭৩-৪) কূফাতে নাক'ীব ছিলেন (আল-মাস'উদী, মুরূজু'য-য'াহাব, প্যারিস ১৮৬১—১৮৭৭ খৃ., ৭খ, ৩৩৮)। সম্ভবত এই সময়ে বড় বড় শহরে পরবর্তীকালের ন্যায় অভিজাত প্রধান ছিলেন, তাঁহারা আবার সর্বপ্রধান (নাক'ীবু'ন-নুক'াবা') ব্যক্তির অধীনে ছিলেন। সাধারণভাবে নাক'ীবকে বংশ পরিচয় সংক্রান্ত ব্যাপারে উত্তম জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইত। জন্ম-মৃত্যুর তারিখসহ অভিজাতগণের একটি তালিকা রাখা এবং কেহ 'আলাব'ী বলিয়া দাবী করিলে তাহার সত্যতা পরীক্ষা করা তাহার কর্তব্য ছিল (দ্র. 'আরীব, পৃ. ৪৯ প., ১৬৭)। তাঁহাকে আশরাফের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইত; তিনি তাঁহাদিগকে সীমাতিক্রম হইতে ও মর্যাদা হানিকর কাজ হইতে বিরত রাখিতেন। তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদনের কথাও তিনি তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। তাঁহাকে তাঁহাদের বিভিন্ন দাবী, বিশেষত অর্থ সংক্রান্ত দাবীর প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইত এবং আশরাফের ওয়াক্'ফ সম্পত্তি যথাযথরূপে পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহাও দেখাশুনা করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত শরীফদের ঘরের মেয়েদের বিবাহ নীচু বংশে যাহাতে না হয় সেই বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইত। প্রধান নাক'ীবের কিছু বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাসহ আরও বিশেষ কিছু দায়িত্ব ছিল (তু. আল-মাওয়ারদী, পু., গ্র., পৃ. ১৬৪.; Vo Kremer, পূ. শ., i. 448 প.; Mez, পূ. গ্র., p. 145)।

মিসরে আশরাফ তাঁহাদের বিশেষ নিদর্শন হিসাবে সবু পাগড়ী পরিধান করিতেন। সুলত'ান আল-আশরাফ শা'বান (৭৬৪-৭৭৮/১৩৬৩—১৩৭৬) ৭৭৩/১৩৭১—২ সালে নির্দেশ দেন অন্যান্য লোক হইতে পৃথকীকরণের জন্য এবং তাঁহাদের পদমর্যাদা চিহ্নস্বরূপ আশরাফকে পাগড়ীর সঙ্গে একটি সবুজ ব্যাজ (শুত্'ফাঃ পরিতে হইবে (ইব্ন ইয়াস, বাদাই'উ'য্-যুহূর, কায়রো ১৩১১হি ১খ, ২২৭; 'আলী দেদে, মুহ'াদ'রাতু'ল-আওয়াইল ওয়া মুসামারা তু'ল-আওয়াখির, বুলাক' ১৩০০ হি, পৃ. ৮৫; Dozy, Dict. de noms des Vetements chez les Arabes, পৃ. ৩০৮; Me পূ. গ্র., পৃ. ৫৯)। সুতরাং আশরাফের সবুজ পাগড়ী পরিধান এ নির্দেশের ফলে শুরু হয় বলিয়া অনুমিত হয়। আল-কাত্তানী মতে (আদ-দি'আমাঃ লি-মা'রিফাতি সুন্নাতি'ল-ইমামাঃ) শরীফদে কর্তৃক সবুজ পাগড়ী পরিধান মিসরের পাশা আস্-সায়্যিদ মুহ'াম্মা আশ্-শারীফের নির্দেশক্রমে হয় (তু. আল-ইসহ'াক'ী, আখ্বারু'ল উওয়াল ফী মান তাস'াররাফা ফী মিস্'র মিন্ আরবাবি'দ-দুওয়াল কায়রো ১৩১১ হি., পৃ. ১৬৪)। ইহা ১০০৪/১৫৯৬ হইতে শুরু হয় তিনি কা'বার কিস্ওয়াঃ পর্দা পরিদর্শনকালে প্রত্যেক শরীফকে সবুজ পাগড়ী পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিবার নির্দে দিয়াছিলেন। আস্-সুয়ূত'ী মন্তব্য করেন, এই ব্যাজ পরিধান একটি নূতন ব্যবস্থা ও বৈধ (বিদ'আঃ, মুবাহ'াঃ)। নিদেনপক্ষে এই ব্যাজ আশরাফের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে হইয়াছে বলা চলে কু'রআনের আয়াত ৩৩ : ৫৯ (হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে কন্যাগণকে ও মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তাহারা যেন তাহাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর টানিয়া দেয়) হইতে কেহ কেহ এই ধারণায় উপনীত হইয়াছেন যে, বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা করা বিধেয়। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আস'-স'াব্বান (পৃ. ১৯১) মন্তব্য করিয়াছেন, সবুজ ব্যাজ অথবা সবুজ পাগড়ী পরিধান আশরাফের জন্য অনুমোদিত এবং তাঁহাদের ব্যতীত অন্যদের জন্য নিন্দনীয়, কারণ অন্যরা উহা পরিধান করিয়া তাহাদের আসল বংশগত মর্যাদা হইতে অন্য বংশীয় মর্যাদায় নিজেদিগকে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস পাইবে, যাহা অনুমোদনযোগ্য নহে। এক্ষেত্রে আল-কাত্তানী এমন কি কোন কোন মালিকী ফাক'ীহ যাহারা শরীফ নহে তাহাদের জন্য সবুজ পাগড়ী পরিধান নিষেধ বলিয়া মনে করেন। অন্যান্য ফাক'ীহ দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, সবুজ জান্নাতবাসীদের পোশাকের রঙ (দ্র. কু'রআন, ১৮ : ৩১, ৭৬ : ২১) এবং তাহা মহানবী (স')-এর প্রিয় রঙ ছিল (আল-কাত্তানী, পৃ., ৯৫ প.)।

সবুজ পাগড়ী সমগ্র মুসলিম জগতে আশরাফের মস্তকাবরণরূপে সাধারণত গৃহীত হয় নাই। 'আরবে তাঁহারা শুভ্র পাগড়ীই অধিক পরিধান করিতেন (Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr. ৪/১, ৬৩)। পারস্যে সবুজ রঙ অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছিল (Chardin, Voyages, v. 290); P. M. Sykes-এর Ten Thousand Miles in Persia, London 1902, পৃ. ২৪, অনুসারে তথায় নীল পাগড়ী ও সবুজ কটিবন্ধ দ্বারা সায়্যিদগণ চিহ্নিত হইতেন। ভারতীয় উপমহাদেশে সায়্যিদগণ সবুজ পোশাক পরিধান করেন; এজন্য তাঁহারা প্রায়শ 'সাব্যপুশ্'-'সবুজ পোশাক

শরিফিত' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আল্-বাত্নূনীর মতে, (পৃ. ৪২ প.) কন্স্টান্টিনোপলে সবুজ পাগড়ী আভিজাত্যের প্রতীক নহে। সেইখানে উহা কেবল শিক্ষিত লোক ও হাজীরাই পরিধান করে না, বরং কারিগর ও রাস্তার ব্যবসায়িগণও পরিয়া থাকে, বিশেষত শীতকালে যখন উহা খুব তাড়াতাড়ি ময়লা হয় না। এইজন্য তথায় অনেক আশরাফ সবুজ রঙ এড়াইয়া চলে বলিয়া কথিত আছে।

মহানবী (স')-এর বংশোদ্ভূত লোক, সুন্নীনীতি অনুসারে অন্য উপায়ে পৃথকরূপে চিহ্নিত হইয়া থাকেন। উদাহরণস্বরূপ স'াদাক'াঃ (যাকাত দ্র.) গ্রহণে তাঁহাদের জন্য নিষেধ। মহানবী (স') স'াদাক'াঃ প্রসঙ্গে বারবার ইহা বলিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, স'াদাক'াঃ মানুষের (সম্পদের) ময়লা (মুসলিম, কিতাবু'য্ যাকাত, পৃ. ১৬৭, ১৬৮) এবং তাহা মুহ'াম্মাদ (স') ও তাঁহার পরিবারের জন্য গ্রহণযোগ্য নহে। আইনবেত্তাদের মধ্যে এই প্রশ্নে মতবিরোধ রহিয়াছে যে, এই আইন কি শুধু বানূ হাশিম, না বানূ মুত্ত'ালিব ও তাহাদের মাওয়ালীর উপরও প্রযোজ্য এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান (স'াদাক'াতু'ন-নাফ্ল, স'াদাক'াতু'ত্-তাত'াব্বু") ও কি ইহার অন্তর্ভুক্ত (আন-নাবহানী, পৃ. ৩৩ প.)।

হযরত ফাতি'মাঃ (রা)-এর পুত্রগণ "আল্লাহ্র রাসূলের পুত্র"রূপে আখ্যায়িত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের বংশধরগণ সরাসরি মহানবী (স')-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে প্রায়শ ইব্নু রাসূলিল্লাহ (স') (রাসূলুল্লাহ্র সন্তান)-রূপে সম্বোধন করা হইত।

আহ্লু'ল-বায়ত বংশগত আভিজাত্যে সকলের শ্রেষ্ঠ, কাজেই এই পরিবারের মহিলা জন্মসূত্রে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারিণী, তাহার কোন সমকক্ষ (কুফ্') নাই। আস্-সুয়ূত'ীর মতে (পত্র ৩ ক, প., -আস'-স'াব্বান, পৃ. ১৮৮; তু. ইব্ন হ'াজার আল্-হায়ছ'ামী, পূ. গ্র., পৃ. ১২৩, ৩১) ইহা বহু প্রাচীন মত যে, শারীফাঃ মহিলার সঙ্গে যে শরীফ নহে এমন পুরুষের বিবাহের ফলে যে পুত্র সন্তান জন্মলাভ করিবে সে শরীফ নহে। আস'-স'াব্বান স্বীয় গ্রন্থের ১৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, অনেকের বিবেচনায় সে শরীফ। বাস্তবক্ষেত্রে অবশ্য শারীফাঃ মহিলার সঙ্গে শরীফ নহে এমন পুরুষের বিবাহ খুবই বিরল (Snouck Hurgronje, The Achehnese, Leyden 1906, i. 158; do, Verspr. Geschr., iv/i. 297 প.; Mrs. Meer Hasan Ali, Observations on the Mussulmans of India[2], with notes by W. Crooke, London 1917, p. 4 প.।

আশরাফ, বিশেষত তাহাদের ধার্মিক ও শিক্ষিতজনদের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত; ইহা মহানবী (স')-এর প্রতি শ্রদ্ধার স্বাভাবিক পরিণতি।

সমগ্র মুসলিম জগতে অসংখ্য সায়্যিদ এবং শরীফের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি পরিবার দীর্ঘ কিংবা স্বল্পকালের জন্য শাসন ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, যথাঃ তাবারিস্তান, দায়লাম, পশ্চিম 'আরব, য়ামান ও মরক্কো প্রভৃতি স্থানে। অতঃপর কয়েকটি পরিবার স্থানীয় প্রভাব বজায় রাখিয়াছে কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দরিদ্র জীবন যাপন করিত এবং এখনও করে।

শরীফ, সায়্যিদ এবং তাঁহাদের প্রতি নিবেদিত শ্রদ্ধার বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. Snouck Hurgronje, Mekka, i. 32 প., 70 প.। হ'াদ'রামাওতের সায়্যিদদের প্রতিনিধিগণ মালয় দ্বীপপুঞ্জেও বিদ্যমান। তাঁহারা সিআক (Siak) ও পন্টিয়ানক (Pontianac) সালত'ানাতের প্রতিষ্ঠাতা। ইহাদের সম্বন্ধে দ্র. ঐ, Verspr. Geschr. iii, 162 প. এবং The Achehnese, i. 153 প.; v. d. Berg, Le Hadramout etc., Batavia 1886; D. v. d. Meulen, Hadramaut, Leiden 1932।

৪র্থ/১০ম শতাব্দী হইতে ১৯২৪ খৃ. পর্যন্ত মক্কা ও হি'জাযের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শারীফদের ইতিহাসের জন্য দেখুন Snouck Hurgronje, Mekka, i. এবং Mekka শীর্ষক প্রবন্ধ (ইতিহাস); আরও তু. আল-বাতানূনী, আর-রিহ্'লাতু'ল-হি'জাযিয়্যাঃ, কায়রো ১৩২৯ হি., পৃ. ৭৩ প.; 'আরবের আশরাফ পরিবারসমূহের তথ্য লণ্ডনের Naval Intelligence Division-এর Geogr. Sect. কর্তৃক প্রণীত A Hand book of Arabia, তা. বি., ১ম খণ্ডে পরিবেশিত হইয়াছে, Ind. দ্র. Ashraf.

ত'ালিবীদের বংশ পরিচয় আহ'মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহান্না আদ-দাঊদী আল-হ'াসানীকৃত 'উমদাতু'ত'-ত'ালিব ফী আনসাবি আলি আবী ত'ালিব, বোম্বাই ১৩১৮ হি., গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) আন-নাসা'ঈ, খাস'াইস' আমীরি'ল-মু'মিনীন 'আলী ইব্ন আবী ত'ালিব, কায়রো ১৩০৮ হি.; (২) রাদ্'য়া ইব্নু'ল-হ'াসান . . . ইবনি'ল-বিত'রীক আল-হি'ল্লী, কিতাব খাস'াইস' ওয়াহ্'য়ি'ল-মুবীন ফী মানাকি'বি আমীরি'ল-মু'মিনীন, লিথো, ১৩১১ হি.,; (৩) ঐ, কিতাবু'ল-'উম্দাঃ লিথো, বোম্বাই ১৩০৯ হি.; (৪) আল-মাক'রীযী, কিতাবুন ফীহি মা'রিফাতু মা য়াজিবু লি আলি'ল-বায়ত, মিনা'ল-হ'াক্ক 'আলা মান 'আদাহুম, Leiden পাণ্ডু. ৫৬০, ১৩ (Cat. Cod. Arab., ii. 50); (৫) আস-সুয়ূত'ী, রিসালাতু'স-সুলালাতি'য-যায়নাবিয়্যাঃ, Leyden MS. 2326 (Cat. Cod. Arab., ii. 65); (৬) do, ইহ্'য়া উ'ল-মায়্যিত ফি'ল-আহ'াদীছি'ল-ওয়ারিদ'াঃ ফী আলি'ল-বায়ত, আশ-শাবরাব'ী-র আল-ইত্হ'াফ-এর হ'াশিয়্যাতে, নীচে দেখুন; (৭) ইব্ন হ'াজার আল-হায়ছ'ামী, আস'-স'াওয়াইকু'ল-মুহ'রিক'াঃ ফি'র-রাদ্দি 'আলা আহ্লি'ল-বিদ'আঃ ওয়া'য-যানদাক'াঃ, কায়রো ১৩০৮ হি.; (৮) ঐ লেখক, আল-ফাতাবি'ল-হ'াদীছি'য়্যাঃ, কায়রো ১৩২৯ হি.. (৯) আশ-শাবরাব'ী, আল-ইত্হ'াফ বি-হ'ব্বি'ল-আশরাফ, কায়রো ১৩১৮ হি.; (১০) মুহ'াম্মাদ আস'-স'াব্বান, ইস'আফু'র-রাগি'বীন ফী সীরাতি'ল-মুস'ত'াফা ওয়া ফাদ'াইলি আহ্লি বায়তিহি'ত'-ত'াহিরীন, শাব্লান্জীকৃত নূরু'ল-আব্স'ার ফী মানাকি'বি আলি বায়তি'ন্-নাবী আল-মুখতার, কায়রো ১৩২২ হি.-এর হ'াশিয়ায়; (১১) য়ূসুফ ইব্ন ইসমা'ঈল আন-নাবহানী, আশ-শারাফু'ল-মুআব্বাদ লি-আলি মুহ'াম্মাদ, কায়রো ১৩১৮ হি.; (১২) Niebuhr, Beschreibung von Arabien, Copenhagen 1722, p. 11 প.; (১৩) E. W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, 3rd ed., London 1842, i. 42, 46, 197, 210, 366; (১৪) E. Westermarck, Ritual and Belief in Morocco, 1926, Ind. দ্র. sherifs, Sidi, Siyed.

C. Van Arendonk (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

শহীদ (شهيد : শাহীদ), সাক্ষী, ইসলামী পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্‌র জন্য যুদ্ধে (জিহাদে) নিহত ব্যক্তি। শাহীদ (দ্র. ব. ব. শুহাদা') কু'রআনে মাঝে মাঝে শাহিদ (দ্র., ব. ব. শুহুদ-সাক্ষী) অর্থে ব্যবহৃত (ইহাদের মূল অর্থে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই অর্থাৎ উভয় শব্দই প্রথমে সাক্ষী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে)। এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইল এই, সূরাঃ ২ : ১৩৩, "অথবা তোমরা কি সাক্ষী ছিলে, যখন য়া'কূ'ব মুমূর্ষু সময়ে তাঁহার পুত্রদেরকে বলিয়াছিলেন" .... ; সূরাঃ ২৪ : ৬, "যাহারা তাহাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ দেয় অথচ তাহারা নিজেরা ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী নাই।" সূরাঃ ২ : ১৪৩ "এবং এইভাবে তোমাদিগকে মধ্য-পন্থী (উত্তম) জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি, যেন তোমরা লোকদের বিষয়ে সাক্ষী হইতে পার"; সূরাঃ ৫০ : ২১ "(বিচারের দিনে) প্রত্যেক আত্মাই একজন চালক এবং একজন সাক্ষী লইয়া উপস্থিত হইবে।"

শহীদ অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা : সূরাঃ ৩ : ৯৮ "এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকার্যের সাক্ষী," সূরাঃ ৫ : ১১৭ "তুমি সর্ব বিষয়ে সাক্ষী।" সুতরাং শহীদ আল্লাহ্‌র অন্যতম উৎকৃষ্ট নাম (আল্-আস্মাউ'ল-হু'স্না, দ্র. আল্লাহ্ প্রবন্ধ)। কু'রআনের দুই স্থানে "ধর্মের জন্য নিহত" এই অর্থে শহীদ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়, যথা : সূরাঃ ৩ : ১৪০ এবং ৪ : ৬৯ আয়াত। কু'রআনে বিভিন্ন আয়াতে শহীদ সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে, যথাঃ সূরাঃ ৩ : ১৫৭ "তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হইলে বা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে (আল্লাহ্ তাহাকে ক্ষমা ও রহমত করিবেন) আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ক্ষমা এবং করুণাই উত্তম তাহা হইতে যাহা তাহারা সঞ্চয় করিয়াছে।" সূরাঃ ৩ : ১৬৯ "যাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত মনে করিও না ; বরং তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত ও তাহারা জীবিকাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে" (তু. ২ : ১৫৪)। সূরা : ৪৭ : ৪—৬ "এবং আল্লাহ্‌র পথে যাহারা নিহত হয় আল্লাহ্ তাহাদের কার্য কিছুতেই বৃথা যাইতে দিবেন না। তিনি তাহাদিগকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করিবেন এবং তাহাদের অবস্থা ভাল করিয়া দিবেন। আর তিনি তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন, যাহা তিনি তাহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন।"

শহীদ ধর্মার্থে নিহত হওয়ার অর্থে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই অর্থে কু'রআনের কয়েক স্থানে ও হ'াদীছে'র প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। অবিশ্বাসীদের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুবরণ দ্বারা যাহারা তাহাদের ঈমানকে গৌরবান্বিত করে, তাহারা 'শহীদ' এবং তাহাদের জন্য বেহেশ্তে যে মহাসুখ অপেক্ষমান, অসংখ্য হ'াদীছে' তাহাও বর্ণিত আছে। তাহার এই আত্মবিসর্জনের ফলে সে কবরের পরীক্ষার প্রশ্নকারী ফিরিশতা মুন্কার এবং নাকীর (দ্র.)-এর প্রশ্ন হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে এবং তাহাকে বার্যাখ (দ্র.)-ও অতিক্রম করিতে হইবে না। শহীদ বেহেশ্তে আল্লাহ্‌র 'আরশের সান্নিধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে। হযরত (স) স্বপ্নে একটি অতি মনোরম বাসস্থান দেখিয়াছিলেন উহা ছিল, 'দারু'শ-শুহাদা'। শহীদের জখমগুলি বিচারের দিনে রক্তের ন্যায় উজ্জ্বল লাল বর্ণের হইবে এবং কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধযুক্ত হইবে। একমাত্র শহীদ ছাড়া বেহেশ্তের অন্য কোন অধিকারী পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে চাহিবে না। শহীদ হওয়ার ফলে সে বেহেশতে যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছে, সেই কারণে সে পুনঃপুন শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিবে। শহীদগণ মৃত্যুর পরে সকল গুনাহ হইতে মুক্ত। সুতরাং হযরত (স')-এর সুপারিশ তাঁহাদের আবশ্যক হইবে না। অধিকন্তু পরবর্তী হ'াদীছে' আমরা আরও দেখিতে পাই যে, তাঁহারাই অপরের জন্য সুপারিশ করিবেন। শহীদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা পবিত্র এবং এই কারণেই ফিক্'হের গ্রন্থে একটি মতে দেখা যায় যে, মৃতদের মধ্যে একমাত্র তাঁহাদিগকেই গোসল দেওয়া হয় না (তু. A. J. Wensinck, Handbook, দ্র. Martyrs)।

ফিক্'হ্শাস্ত্রে মৃতের সহিত সংশ্লিষ্ট 'স'ালাত' অধ্যায়ে শহীদকে গোসল দেওয়া হইবে কিনা, তাহার রক্তাক্ত পোশাক-পরিচ্ছদসহ দাফন করা হইবে কিনা, প্রধানত এই প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করিয়া মায'হাবসমূহের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি জিহাদে মৃত্যুবরণ করিবে সে-ই কেবল আল্লাহ্‌র কাছে শহীদ হিসাবে গণ্য হইবে। কেননা নিয়্যাত (সংকল্প) দ্বারাই কর্মফল বিচার করা হইয়া থাকে। ব্যাপক অর্থে বিভিন্ন শ্রেণীর শাহাদাঃ দেখা যায়, সেইগুলি এই : যে ব্যক্তি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হওয়া সত্ত্বেও রক্ষা পাইয়া মৃত্যুর পূর্বে নিজের কাজ-কর্মের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হয়, সে পারিভাষিক অর্থে শহীদ নহে। আমরা হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহের জিহাদ অধ্যায়ে ফাদ'লু'শ-শাহাদাঃ অধ্যায়ে দেখিতে পাই, ধর্মার্থে প্রাণদানকে সেইখানে প্রশংসা করা হইয়াছে। শাহাদা'ঃর প্রশংসা প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর্মার্থে প্রাণ বিসর্জনে আকাঙ্ক্ষা জাগায়, এমন কি কতিপয় হ'াদীছ' অনুযায়ী হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এবং হযরত 'উমার (রা)-ও ইহার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সত্যপথে চলিতে গিয়া স্বার্থত্যাগ, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ এবং নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া সত্যপথযাত্রীর মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সুতরাং সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণও শুহাদার জন্য প্রতিশ্রুত পুরস্কার লাভ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত মু'মিন কোন অপঘাতে বা দুরারোগ্য রোগে মৃত্যুবরণ করিলে তাহাকেও শহীদ বলিয়া বিবেচনা করা হইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্ত যেমন, যে কেহ প্লেগ অথবা পাকস্থলীর পীড়ায়, অনাহারে, পিপাসায়, নিমজ্জনে, জীবন্ত প্রোথিত হইয়া, দগ্ধ হইয়া, বিষ-ক্রিয়ায়, বজ্রাঘাতে, দস্যু-কবলে, হিংস্র জন্তু কর্তৃক মৃত্যুবরণ করে বা নিহত হয় অথবা যে মাতা সূতিকা শয্যায় এবং যে ব্যক্তি কোন মহৎ কার্য করিতে যাইয়া যথাঃ হ'াজ্জ-যাত্রায় অথবা বন্ধু-স্বজনহীন প্রবাসে অথবা প্রার্থনারত অবস্থায় শুক্রবার রাত্রিতে অথবা আল্লাহ্‌র পথে জ্ঞানান্বেষণের উপলক্ষে ("ফী ত'ালাবি 'ইল্মি'দ-দীন") জুল্মের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের সমর্থনে ("আম্র্ বি'ল্-মা'রূফ ওয়ানাহী 'আনি'ল-মুন্কার্")।

শী'আঃ সম্প্রদায়ের মতে এই ধরনের শহীদগণের সমাধি-স্তম্ভগুলি মাশ্হাদ (দ্র.)-রূপে গণ্য, পবিত্র স্থানরূপে সম্মানার্হ এবং তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। আমরা আরও দেখিতে পাই যে, খোদিত লিপিতে সুলত'ানগণকে শহীদ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শব্দটি এখানে উহার আসল তাৎপর্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। উহা মৃত ব্যক্তিকে ধার্মিক আখ্যা দান ব্যতীত আর কিছু নহে। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় ধর্মকেন্দ্রগুলিকে 'মাশ্হাদ' নামে অভিহিত করা হয় যাহার সহিত শহীদের কোন সম্পর্ক নাই। তুরস্কে সাধারণভাবে সমাধি স্থানগুলিকে 'শেহীদলিক' এবং শেশ্হেদ্ (যেমনি উচ্চারণও করা হয়) বলা হয় (দেখুন, Mordtmann, In Isl. xii, 223)।

শী'আদের নিকট শাহাদাঃ-র তাৎপর্য অসাধারণ গুরুত্ব বহন করে। তাহাদের মতে হু'সায়ন (রা) শ্রেষ্ঠ শহীদ, ধর্ম-পথে প্রাণদানকারীদের

রাজা, শাহ্-ই-শুহাদা'। শী'আদের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়করূপে হুসায়ন (রা)-এর প্রতি এবং নবী (স)-এর পরিবারের অপরাপর সদস্যের প্রতি নির্যাতনের পূর্ণ বর্ণনাসহ ন্যায়ের সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন সম্পর্কিত সমৃদ্ধ সাহিত্য রহিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে হুসায়ন ইব্ন 'আলী আল-ওয়া'ইজ' আল-কাশিফী কর্তৃক লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'রাওদা-তুশ-শুহাদা' উল্লেখ করা যায়। উহা তুর্কী ভাষায় (ফুদূলী কর্তৃক হাদীকাতু'শ-সু'আদা' নামে) এবং পূর্ব তুরস্কের ভাষায় অনূদিত এবং কয়েকবার সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারত উপমহাদেশের স্থানে স্থানে শহীদদের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রেওয়াজ আছে। লাহোরের নিকট শহীদগঞ্জে বহু সংখ্যক শহীদের সমাধি আছে বলিয়া কথিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হাদীছ গ্রন্থসমূহে কিতাবু'ল-জিহাদ, (২) A. J. Wensinck, The Oriental Doctrine of the Martyrs. Med. Akad. Amsterdam 1921, liii. Ser. A, No. 6; (৩) Goldziher, Muhammedanische Studien, ii. 387-391; (৪) Muh. A'la, Dict. of Techn. Terms দ্র.; (৫) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin 1926, p. 50; (৬) ফিক্'হ গ্রন্থসমূহ, হানাফী ঃ ইব্নু'ল-হালাবী, মুলতাকাতু'ল-আবহু'র, উহার শারহ' মাজমা'উ'ল-আনহুর এবং আদ-দুররু'ল-মুনতাকা সহ, কনস্টান্টিনোপল ১৩২৮ হি., ১খ, ১৮৮; (৭) শাফি'ঈ ঃ বাজূরী, হাশিয়াঃ, কায়রো ১৩২১হি., ১খ., ২৬৫; (৮) মালিকী ঃ খালীল ইব্ন ইসহাক', মুখতাসার; (৯) যায়দী ঃ যায়দ ইব্ন 'আলী, মাজ্মূ'উ'ল-ফিক্'হ, ed. Griffini, পৃ. ৭০, ২৩৭; (১০) শা'রানী, মীযান, কায়রো ১৩১৭ হি., ১খ, ১৯৭; (১১) ইবনু'ল-হাজ্জ, মুদখাল, ২খ, ১১৬ প.; (১২) Haneberg, Das Muslimisohe Kriegsrecht, p. 239 প.; (১৩) Van Berchem, Corpus Inscriptionum Arabicarum, (১৪) Jerusalem ville, ii. p. 84 etc.; (১৫) do. in Diez, Churasanische Baudenkmaler, i. 89 প.; (১৬) শী'আঃ সম্পর্কে ঃ Goldziher, Vorlesungen, p. 123; (১৭) van Berchem, La Chaire de la Mosque d'Hebron, in Festschrift Eduard Sachau, Berlin 1915, p. 301 প.; (১৮) E. G. Browne, Hist. of Persian liter. in Modern Times, p. 172 প.; (১৯) Ivar Lassy, The Muharram Mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia., Diss. Helsingfors, 1916, p. 132 প.; (২০) Geiger-Kuhn, Grundriss der iranischen Philologie, ii. 358; (২১) A. Noldeke, Das Heiligtum des Husain zu Kerbela, 1909, p. 37. 43.

W. Bjorkman (S. E. I.)/নুরুদ্দীন আহমদ

শহীদুল্লাহ্, ডক্টর মুহম্মদ (شهید الله ڈاکٹر : মুহাম্মাদ শাহীদুল্লাহ) (১৮৮৫—১৯৬৯ খৃ.) ১৮৮৫ খৃ., ১০ জুলাই, শুক্রবার (২৭ আষাঢ়, ১২৯২ বঙ্গাব্দ) পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জিলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 'আকীকার সময় তাঁহার নাম রাখা হয় মুহম্মদ ইব্রাহীম। পবিত্র মুহাররাম মাসে মায়ের গর্ভে তাঁহার উন্মেষ বলিয়া শাহীদ-ই-কারবালার স্মরণে তাঁহাকে শহীদুল্লাহ্ নামে ডাকা হইত। পরে এই নামেই তিনি পরিচিত হন। তাঁহার পিতার নাম মুন্শী মফিজ উদ্দিন আহমদ এবং দাদার নাম মুন্শী গোলাম মুহীউদ্দিন। তাঁহার মাতা হরুন্নিসা চব্বিশ পরগণার জগদিয়ার অধিবাসী কাজী আবদুল লতীফের কন্যা।

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সায়্যিদ 'আব্বাস 'আলী মাক্কী ওরফে পীর গোরা চাঁদ নামক একজন কামিল সাধক 'আরবদেশ হইতে বাংলা দেশে আসিয়া চব্বিশ পরগণায় খানকাহ স্থাপন করেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ মুরীদ ও খাদিম হিসাবে তাঁহার সঙ্গে আসেন শায়খ দারাা মালিকী। এই শায়খ দারাা মালিকী সায়্যিদ 'আব্বাস 'আলী মাক্কীর কাছাকাছি পেয়ারা গ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং পীরের মাযারের মুতাওয়াল্লী নিয়োজিত থাকেন। তাঁহার ওয়ারিছগণ বংশানুক্রমে গোরা চাঁদ পীরের দরগাহের মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। এই মুতাওয়াল্লী বংশের প্রথম পুরুষ দারাা মালিকী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র পূর্বপুরুষ।

শিক্ষা জীবন ঃ শৈশবে নিজ গ্রামের মকতবে পড়া শেষ করিয়া মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে তাঁহার পিতার কর্মস্থল হাওড়ায় বেলিলিয়াস Middle English স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে পঞ্চানন তলা এম. ই. স্কুলে চলিয়া যান। তথা হইতে ১৮৯৯ সালে মধ্য ইংরেজী পরীক্ষা পাস করেন। ইহার পর ১৯০০ সালে তিনি হাওড়া জিলা স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। তাঁহার বাড়ীতে 'আরবী ও ফারসীর চর্চা ছিল, কিন্তু তবুও তিনি মাওলাবী সাহেবের কঠোরতার ভয়ে 'আরবী বা ফারসীর বদলে স্কুলে সংস্কৃতকে দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করেন। সংস্কৃতে তিনিই শ্রেণীতে সর্বোচ্চ নম্বর পাইতেন। এই স্কুলে থাকিতেই তিনি বিভিন্ন ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি স্কুলের পাঠ্য বই ছাড়া প্রচুর অন্য বই পড়িতেন। ইহাতে তিনি একাধিক ভাষা শিখেন। স্কুল জীবনেই তিনি 'আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, উড়িয়া ও তামিল ভাষা পড়িতে শিখিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে হাওড়া জিলা স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং মাদরাসার তদানীন্তন কলেজ বিভাগে ভর্তি হন। তবে তখনকার ব্যবস্থানুযায়ী অন্য ছাত্রদের সহিত প্রেসিডেন্সী কলেজে যাইয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। এই স্থান হইতে তিনি ১৯০৬ সালে এফ. এ. (First Arts ঃ বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক) পাস করেন। অতঃপর সংস্কৃতে অনার্সসহ চুঁচুড়াস্থিত হুগলী মুহসিন কলেজে বি. এ.-তে ভর্তি হন। এখানে তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণে বি. এ. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। তখন তিনি সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া যশোহর জিলা স্কুলে চলিয়া যান। এখানে চাকুরীরত অবস্থাতেই তিনি বি. এ. পরীক্ষা দেন; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রতিটি বিষয়ে পাস করিলেও এগ্রিগেট নম্বর কম থাকায় ডিগ্রি লাভে অকৃতকার্য হন। তিনি তখন চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া ১৯০৯ সালে কলিকাতা সিটি কলেজে ভর্তি হন। এখান হইতে তিনি ১৯১০ সালে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 'বেদ' সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর জওয়াবে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পান। বাঙ্গালী মুসলিমদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম সংস্কৃতে অনার্সসহ বি. এ. পাস করিলেন। এই কৃতিত্বের ফলে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। অতঃপর তিনি সংস্কৃতে এম. এ. পড়িবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং একই সঙ্গে আইনও পড়িতে থাকেন। ভর্তি হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যেই প্রখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত

List>

সাম্প্রদায়ী একজন "ম্লেচ্ছকে বেদ ভাষা পড়াইয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম করিতে অক্ষম"—এই অজুহাতে শহীদুল্লাহকে সংস্কৃত ত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রকে কেন সংস্কৃত পড়িতে দেওয়া হইবে না, তাহা লইয়া শিক্ষিত সমাজে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তুমুল বিতর্ক চলিতে থাকে। অবশেষে উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও বিখ্যাত দার্শনিক হরিনাথ দে-র পরামর্শে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) বিষয়ে এম. এ. পড়েন এবং ১৯১২ সালে এই বিষয়ে এম. এ. পাশ করেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়েও বাঙ্গালী মুসলিমদের মধ্যে তিনি প্রথম এম. এ.। ইহার পর ১৯১৪ সালে তিনি বি. এল. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯১৩ সালে ভারত সরকার প্রাচ্যবিদ্যার অন্যতম কেন্দ্র জার্মানীতে সংস্কৃতে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি বৃত্তি ঘোষণা করিলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুপারিশক্রমে শহীদুল্লাহ এই বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ছাড়পত্র না পাওয়ায় এইবার তাঁহার বিদেশে যাওয়া হইল না। ইহার তের বৎসর পর ১৯২৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত অবস্থায় প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের Sorbonne-এ উচ্চ শিক্ষার জন্য মনোনীত হন এবং সেখানে থাকিয়া ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা Diplo Phon লাভ করেন। অতঃপর তিনি Les Chants Mystique de Kanha et de Saraha শীর্ষক প্রাচীন বাংলার অন্যতম নিদর্শন চর্যাপদের পদকর্তা কাহ্ন ও সরহের সম্পর্কে গবেষণা অভিসন্দর্ভ লিখিয়া ১৯২৮ সালে Docture de Literateure ডিগ্রী লাভ করেন। Sorbonne-এ অবস্থানকালে অবকাশ সময়ে তিনি জার্মানীর Freiburg বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছুকাল অধ্যয়ন করেন।

বিবাহ ঃ বি. এ. পাস করার পর ১৯১০ সালে ১০ অক্টোবর চব্বিশ পরগণা জিলার দে গঙ্গা ভাসজিয়া নিবাসী মুন্শী মুহাম্মদ মুত্তাকীমের কন্যা মারগুবা খাতুনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। শহীদুল্লাহ সাত পুত্র ও দুই কন্যার পিতা ছিলেন।

কর্মজীবন ঃ যশোহর জিলা স্কুলে শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকিবার সময় তাঁহার অন্যতম হিতৈষী বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (র.)-এর অনুরোধে ১৯১৪ সালে তিনি চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এবং এক বৎসরকাল কাজ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি বসিরহাট মহকুমা আদালতে আইন ব্যবসায় যোগ দেন, কিন্তু এই ব্যবসায় তাঁহার মন বসিল না। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসাবে ১৯১৯ সালে তিনি শরৎ কুমার লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক পদে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মুসলিম ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়কের কর্তব্য পালন করেন। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৯২১ সালে তিনি লেকচারার হিসাবে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে যোগদান করেন। এখানে ১৯২২ সাল হইতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে আইন বিভাগেও খণ্ডকালীন অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি 'রীডার' পদে উন্নীত হন এবং বিভাগীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালের ৩০ জুন তিনি বিভাগীয় রীডার ও অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর সেই বৎসরই বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং চারি বৎসর সাফল্যের সহিত কাজ করিয়া ১৯৪৮ সালে পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে Supernumerary Professor হিসাবে যোগদান করেন। এখানে ১৯৫২ সালে প্রফেসর হিসাবে পুনরায় বিভাগীয় অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পর ১৯৫৪ সালে ১৫ নভেম্বর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শেষবারের মত অবসর গ্রহণ করেন। এখানে তিনি ১৯৫৩ সাল হইতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ফরাসী ভাষার খণ্ডকালীন অধ্যাপকও ছিলেন। ইতিমধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি সেখানকার বাংলা বিভাগের প্রথম প্রফেসর ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অতঃপর রাজশাহী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৯৫৯ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় উর্দু উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে উর্দু অভিধানের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমীতে 'পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'-এর প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং গ্রন্থখানির সম্পাদনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। ১৯৬৫ সালে এই অভিধানের কাজ শেষ না হইতেই তিনি বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষের সম্পাদনার ভার প্রাপ্ত হন এবং ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এই কাজ করিয়া যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গ্রন্থখানি ১৯৮২ সালে দুই খণ্ডে 'সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ' নামে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল দায়িত্ব পালনের সহিত শহীদুল্লাহ বিভিন্ন সময়ে অন্য বহু পদের অতিরিক্ত দায়িত্বও পালন করেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯১৭ সালে তিনি দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৯১৮ সালে দ্বিতীয় নিখিল বঙ্গ মুসলিম সাহিত্য সমিতির সভাপতি ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩২-৩৩ সালে তিনি সলীমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট হিসাবে কাজ করেন। এই সময়ের মধ্যে কলা ও আইন অনুষদের সদস্য, কলা অনুষদের ডীন, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডীন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৩৫ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনীর বানান সংস্কার উপসংঘের সভাপতি এবং ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক গঠিত ভাষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান ও পূর্ব পাকিস্তান ভাষা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালে নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৫১ সাল হইতে তিনি ঢাকার এশিয়াটিক সোসাইটির স্থপয়িতা সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ১৯১০-১৫ সাল পর্যন্ত সেই পদে বহাল থাকেন। ১৯৩৬-১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি পূর্ব বঙ্গ সাহিত্য-সমাজের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ১৯৪১ সালে নিখিল ভারত প্রাচ্যতত্ত্ব সম্মেলনের ভাষাতত্ত্ব শাখার সভাপতির পদে বরিত হন। ১৯২৩ সালে তিনি শান্তি নিকেতনের সমাবর্তন উৎসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ভারতের জয়পুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক P. E. N. সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। 'উলামা' প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে তিনি নব্য চীন প্রজাতন্ত্র ভ্রমণ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি লাহোরে অনুষ্ঠিত Linguistic Research Group of Pakistan-এর সেমিনারে যোগদান করেন এবং ১৯৬৩ সালে সেই সেমিনারের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে সিলেটে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান

স্কৃতিক সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন।

সাহিত্য কর্ম : ড. শহীদুল্লাহ ছিলেন একাধারে বহু ভাষাবিদ ণ্ডিত, সাহিত্যিক, ধর্মবেত্তা ও শিক্ষাবিদ। তিনি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, দী, উর্দু, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিংহলী, ব্বতী, সিকিমী, হিব্রু, 'আরবী, ফারসী, ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ভৃতি বহু ভাষায় লিখিতে, পড়িতে ও কথা বলিতে পারিতেন। ষাতাত্ত্বিক শহীদুল্লাহ ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ংলা ভাষার কুরসীনামা ঠিক করেন এবং প্রমাণ করেন, 'বাংলা স্কৃতের দুহিতা নহে ; বরং দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়া।' তাঁহাকে অনেকেই বিন্ত অভিধান' বলিয়া আখ্যায়িত করিতেন। ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে নি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন প্রবন্ধ, বিতা, গল্প, ইত্যাদি রচনা করিয়াছেন তেমনি জীবনী, অনুবাদ ও ধর্মীয় হিত্যেও তাঁহার দান অবিস্মরণীয়। তিনি অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক-ল ধরিয়া সাহিত্য সাধনা ও অধ্যাপনা করিয়াছেন। তাঁহার বহু ত্রী ছাত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার রচনার ষা সাবলীল ও স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের পরিচয় বহন করে। হার বহু রচনা অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাঁহার প্রকাশিত রচনাবলী ঃ বিষয়ক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি ষয়ক রচনা, ধর্মবিষয়ক রচনা, জীবনী, অনুবাদ এবং গল্প ও বিতা। ভাষা, ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃতি বিষয়ক তাঁহার রচনাবলী :) Les Chants Mystiques de Kanha et de Saraha ১৯৮২ খৃ.), (২) Les Sons du Bengalie (১৯২৮), (৩) ষা ও সাহিত্য (১৯৩১), (৪) বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৩৫), (৫) মাদের সমস্যা (১৯৪৯), (৬) বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৫৯),) বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খণ্ড (১৯৬৩), দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৬৫), (৮) Tradition and Culture in East Pakistan আবদুল হাই সহযোগে, ১৯৬৩), (৯) Buddhist Mystic ngs (১৯৬০)। তাঁহার ধর্ম বিষয়ক রচনাবলী : (১) অমিয় ণী শতক (১৯৪১) ; (২) মহাবাণী (১৯৪৬) ; (৩) বাইয়াত নামা ৯৪৮) ; (৪) প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২), (৫) হজ্জের রওজা পাকের যিয়ারতের দোয়া ও দরূদ (১৯৫৭), (৬) মুহররম রীফ (১৯৬২), (৭) রোযার ঈদ ও ফেৎরা (১৯৬৩), (৮) ইসলাম সঙ্গ (১৯৬৩), (৯) Essays on Islam (১৯৪৫) ; (১০) lundred Sayings of the Holy Prophet (১৯৪০)। হার রচিত জীবনী গ্রন্থ : (১) ইকবাল (১৯৪৫), (২) শেষ বীর সন্ধানে (১৯৬১) ; (৩) ছোটদের রসূলুল্লাহ্ (স') (১৯৬২)। তৎকৃত নুবাদ গ্রন্থ : (১) দীওয়ান-ই-হাফীজ (১৯৩৮), (২) শিক্ওয়াহ্ জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ (১৯৪২), (৩) রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম ৯৪২), (৪) বিদ্যাপতি শতক (১৯৫৪) ; (৫) বাংলা আদব কি রিখ (১৯৫৭) ; (৬) অমর কাব্য (১৯৬৩) ; (৭) আল্-কুরআনের রজমা (অপ্রকা.)। গল্প ও গল্প সংগ্রহ : (১) রকমারী (১৯৩২), ২) গল্প সঙ্কলন (সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে, ১৯৫৩)। াহার সম্পাদিত গ্রন্থ : আলাওলের পদ্মাবতী (১৯৫০)। তৎসম্পাদিত ত্র-পত্রিকা : (১) আঙুর (শিশু পত্রিকা, ১৯১০), (২) মাসিক আল-সলাম (সহ-সম্পাদক, ১৯১৫) ; (৩) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য ত্রিকা (যুগ্ম সম্পাদক, মোজাম্মেল হক সহযোগে, ১৯১১) ; (৪) he Peace (১৯২২), (৫) মাসিক বঙ্গ ভূমি (১৩৩৭) ; (৬) াক্ষিক তকবীর (১৯৪৭)। ইহাছাড়া তিনি স্কুল ও মাদরাসার কিছু পাঠ্য বইও প্রণয়ন করেন। উপরিউক্ত রচনাবলী ছাড়াও তাঁহার বহু প্রবন্ধ, কবিতা, অনুবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়াইয়া রহিয়াছে !

ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় জীবন : ব্যক্তিগত জীবনে শহীদুল্লাহ মিতাচারী ও ধর্মপ্রাণ মুসলিম হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁহাকে কেহ কখনও স'লাত ও সি'য়াম ক'াযা' করিতে দেখে নাই। যেখানেই হউক এবং যেভাবেই হউক তিনি স'লাত আদায় করিয়া লইতেন। তাঁহার ধর্ম প্রবণতায় কোথাও গোঁড়ামী ছিল না। তিনি সরল সহজভাবে যাহা বুঝিয়াছিলেন, যাহা বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহাই মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চিন্তায় ও কর্মে, বিশ্বাসে ও আনুষ্ঠানিক আচরণে ছিলেন একনিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। উত্তরা-ধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সূ'ফীমতের ঔদার্য এবং পারিবারিক পরিবেশের নিষ্ঠা তাঁহাকে প্রকৃত মুসলিম তথা প্রকৃত মানব করিয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা, মানব প্রেম ও আল্লাহ-ভক্তির এক সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন : তাঁহাকে আমরা একজন যুগনায়ক মুসলমান বাঙ্গালী বলিয়া অভিবাদন করি ; তিনি তাঁহার বাঙ্গালীত্বের মর্যাদা ভুলিয়া যান নাই ; তিনি পুরাপুরি মুসলমান বাঙ্গালী, কেবল বাঙ্গালী মুসলমান নহেন। তিনি ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দীকী (র)-র মুরীদ ছিলেন এবং পরে মুজাদ্দাদিয়া ত'রী-ক'ায় দীক্ষা দেওয়ার জন্য খিলাফাত পাইয়াছিলেন। ১৯৫৫ সালে তিনি হ'জ্জ পালন করেন।

সম্মান ও পুরস্কার : জ্ঞান তাপস শহীদুল্লাহ তাঁহার সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বদেশে ও বিদেশে বহু খিত'াব ও সম্মান লাভ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা সংস্কৃতি পরিষদ হইতে বিদ্যাবাচস্পতি উপাধি লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তাঁহাকে Pride of Performance পদক ও দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেন। ১৯৬১ সালে Indian Institute of Cultural Relations-এর ফেলো মনোনীত হন। ১৯৬৭ সালে ফরাসী দেশের সম্মানজনক উপাধি Savoir de les ordre d'arts et d'lettres লাভ করেন। এই সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'প্রফেসার ইমেরিটাস' নিয়োগ করে। ১৯৬৯ সালে তাঁহাকে পাকিস্তান সরকার মরণোত্তর হিলাল-ই-ইমতিয়াম খিত'াব দেয়। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ছাত্রাবাস ঢাকা হলের নাম পরিবর্তন করিয়া মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হল রাখা হয়। ১৯৭৭ সালে তাঁহাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানজনক মরণোত্তর ডি. লিট. উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁহাকে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক দান করে।

ইন্তিকাল : ১৯৬৯ সালের ১৩ জুলাই রবিবার মাসাধিক কাল পক্ষাঘাত রোগে ভুগিয়া মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ৮৪ বৎসর বয়সে ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। বর্তমান শহীদুল্লাহ হলের উত্তরে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, কলিকাতা, ১ম সংখ্যা ১৩২৫ বা., ৪র্থ সংখ্যা ১৩২৭ বা., ১ম সংখ্যা ১৩৩১ বা., ১ম ও ২য় সংখ্যা ১৩৪৮ বা., ৪র্থ সংখ্যা ১৩৫৩ বা., ১ম ও ২য় সংখ্যা ১৩৬১ বা., ২য় সংখ্যা ১৩৬৩ বা., (২) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৪, কার্তিক ১৩২৫, শ্রাবণ ১৩২৭, শ্রাবণ ১৩২৯ ; (৩) সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষা ও শীত সংখ্যা, ঢাকা

১৩৬৪ বা., শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা সংখ্যা, বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৫ বা., শীত সংখ্যা ১৩৭০ বা. ; (৪) বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা, ১ম ও ৩য় সংখ্যা ১৩৬৭ বা., ৪র্থ সংখ্যা ১৩৬৯ বা. ; (৫) Indian Historical Quarterly, 1933, ix—3 ; (৬) Journal of the Cylone Branch of the Royal Asiatic Society, 1962, viii—l ; (৭) Muhammad Shahidullah Felicitation Volume, Linguistic Research Group of Pakistan, 1965 ; (৮) Shahidullah Presentation Volume, Linguistic Research Group of Pakistan, 1967 ; (৯) ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা সাহিত্যের কথা, ঢাকা, ১ম খণ্ড, ১৯৫৩ খৃ., ২য় খণ্ড, ১৯৬৫ খৃ. ; (১০) মুহম্মদ শফীউল্লাহ (সম্পা.), শহীদুল্লাহ সম্বর্ধনা গ্রন্থ, ঢাকা ১৯৬৭ খৃ. ; (১১) আজহারুদ্দীন খান, বাংলা সাহিত্যে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কলিকাতা ১৯৬৮ খৃ. ; (১২) আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা ; (১৩) ডক্টর সুকুমার সেন, বাংলা সহিত্যের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা ১৯৫৪ খৃ. ; (১৪) ডঃ আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৬৫ খৃ. ; (১৫) ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ১ম খণ্ড, ১৯৬৭ খৃ., ৩য় খণ্ড ১৯৬৮ খৃ. ; (১৬) বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ. ; (১৭) আ. জ. ম. তকীয়্যুল্লাহ, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পরিচিতি, ঢাকা ১৯৮১ খৃ.।

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ

শাত্'হ্' (شطح) 'আ, ব.ব. শাত'হ'াত' অথবা (কালিমাত) শাত্'হ'ীয়াত, সূ'ফী পরিভাষায় ইহার অর্থ, আবেগপূর্ণ মরমিয়া বাক্য অথবা আরও যথাযথরূপে বলিতে গেলে ঐশী অনুপ্রেরণার বাণী।

শব্দ প্রকরণ, সম্ভবত সিরীয় (সুর্য়ানী) ভাষা হইতে গৃহীত। (শাত'াহ:-বিস্তৃত করা বা হওয়া), এই শব্দটি 'আরবীতে ش - ط - ح মূল হইতে উৎপন্ন, অর্থ ঃ 'আলোড়িত করা' (মিশ্'ত'াহ্'—যেখানে ময়দা পেষা হয়)। খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে সূ'ফীগণ পরিভাষাটি গ্রহণ করিয়া পর পর দুই রকম অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন ঃ (১) ঐশী প্রভাব অনুপ্রবেশের ফলে চেতনার উদ্বেলিত অবস্থা, (২) এইরূপ উদ্বেলনের ফলে উৎসারিত ঐশী অনুপ্রেরণার বাণী। সূ'ফীগণ শাত'হে'র মধ্যে প্রাথমিক ফায়্দ' (فيض=অনুগ্রহ) লাভের পর পরবর্তী পর্যায়ে সাধক চিত্তের পূর্ণ শুচিতা অর্জনের নিদর্শন দেখিতে পান (খাত'রাত, ফাওয়াইদ, নুকাত)। কিন্তু অধিকাংশ তত্ত্ববিদ প্রথমত শারী'আতের প্রতি নিষ্ঠাবশত এবং পরে তাওহ'ীদী 'আক'ীদার দরুন এই অবস্থাকে ক্ষণস্থায়ী বলিয়া গণ্য করেন এবং ইহা ঐশী নিঃশব্দে পূর্ণ বিলুপ্তির পূর্বাবস্থা বলিয়া বিবেচনা করেন। পক্ষান্তরে মুহ'াসিবী ও হ'াল্লাজ [দ্র.] প্রমুখের ধারণা এই যে, এই সকল স্বর্গীয় স্পর্শে প্রেমিকের কম্পিত স্বর রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং অবিরাম স্বর্গীয় অনুভূতির ফলে সে চিরকালের জন্য 'তোমার ও আমার মধ্যে' প্রেমালাপে (মুহ'াদাছ'াঃ) সম্মতি জ্ঞাপন করে। কিছু সংখ্যক সূ'ফী মনে করেন যে, দরবেশদের 'ভাবোন্মাদনামূলক উক্তিসমূহ' হ'াদীছ' কু'দসী (হ'াদীছ' দ্র.)-এর পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু এই ধারণা অযৌক্তিক ও ভ্রমাত্মক। অনুরূপ কতিপয় উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

আবু য়াযীদ আল-বিস্'তামী (মৃ. ২৬১/৮৭৫) ঃ "প্রশংসা আমার জন্য (সুব্হ'ানী), আমার সুপারিশ মুহ'াম্মাদ (স')-এর সুপারিশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আমি তোমাকে যে মান্য করি তদপেক্ষা বেশী আমাকে তুমি মান্য করিবে। আদাম ('আ) তাঁহার আল্লাহ্কে এক লুক্'মা খাদ্যের জন্য বিক্রয় করিয়াছিলেন। তোমার স্বর্গ শিশুদের একটি খেলামাত্র।" আল-হ'াল্লাজ (মৃ. ৩০৯/৯২২) ঃ "আমি সত্য (আনা'ল-হ'াক্ক')। ইহা কি তুমি, না ইহা আমি? উহা দুই আল্লাহ সৃষ্টি করিবে। আহ্! দয়া করিয়া আমাদের দুইজনের মধ্য হইতে আমি ('ইহা আমি') তুলিয়া লও। আমি আমার আনন্দের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষী নহি ; বরং আমার বেদনার জন্য তোমাকে চাই। তাহাদিগকে ক্ষমা কর কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিও না। নিখুঁত প্রেমিকের জন্য প্রার্থনা অধার্মিকতা।" আবু বাক্র নাস্সাজ আত'-তূ'সী (মৃ. ৪৮৭/১০৯৪) ঃ "হে বিপথগামীদের পরিচালক! আমাকে আরও বিপথগামী করিয়া দাও।" আহ'মাদ্ আল-গ'ায্যালী (ইমাম গ'াযালী নহেন) (মৃ. ৫১৭/১১২৩) ঃ "একমাত্র আল্লাহ্ই আল্লাহ্কে বুঝিতে পারে। আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী কোন প্রভু নাই।" এই সকল এবং তদ্রূপ উম্মাদনাময় বাক্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া বিভিন্ন পুস্তিকা রচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সার্রাজ, লুমা', সম্পা. Nicholson, London 1914, p. 375—409 (with an extract from the Commentary, of Djunaid on the Shatahat of Bistami, Probably from Duri) ; (২) খারগুশী, তাহ্য'ীব, MS. Berlin, Sprenger 832, f. 230a ; (৩) সুলামী, গ'ালাত'াত, MS. কায়রো, ৭খ, ২২৮ ; (৪) বাক্'লী, শাত'হ'ীয়াত, MS. শাহীদ 'আলী পাশা, ১৩৪২ (উদ্ধৃতি হ'াল্লাজ, কিতাবু'ত-ত'াওয়াসীন, সম্পা. Massignon, Paris 1913) ; (৫) কাওরানী, মাসলাক জালী ফী হু'ক্মি শাত্'হি''ল-ওয়ালী, MS. Stambul, ওয়ালিয়্যু'দ-দীন ১৮১৫, (তু. MS., 1821 & IX. of the same library) ; (৬) দারা শিকুহ, শাত'হ'াত (হ'াসানাতু'ল-'আরিফীন) ; (৭) L. Massignon, "Anal Hakk" (in Der Islam, 1912, 248—257) ; (৮) do, Passion d'al Hallaj, Paris 1922, p. 713, 935 ; হ'াদীছ' কু'দ্সী সম্পর্কেঃ (৯) রাগি'ব পাশা, সাফীনাঃ, কায়রো ১২৮২ হি., পৃ. ১৬২ ; (১০) L. Massignon, Essai sur les origines de la Mystique musulmane, Paris 1922, P. 100—108 . (১১) S. Zwemer, in Moslem World, 1922, P. 263—275.

L. Massignon (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

শাত্ত'ারিয়্যাঃ (شطارية) কন্স্টান্টিনোপলের Imperial Board of Dorwishes কর্তৃক S. Anderson-কে সরবরাহকৃত ১৬১টি সূ'ফী সম্প্রদায়ের তালিকাটির অন্তর্গত একটি সূ'ফী ত'ারীক'াঃ (Moslem World, ১৯২২ খৃ., পৃ. ৫৬)। নিম্নোদ্ধৃত ফারসী গ্রন্থে ইহা মায'হাব-ই-শুত্ত'ার (অথবা শাত্ত'ার) নামে পরিচিত, যেহেতু সাধকদের জীবনীমূলক বিখ্যাত অভিধানসমূহে শাত্ত'ার নামক কোন ব্যক্তির উল্লেখ নাই, সুতরাং শাতি'র-এর বহুবচনরূপে পূর্বোক্ত উচ্চারণটি বিশুদ্ধতার দাবী করিতে পারে। Redhouse-এর মতে শাতি'র "এমন একজন সাধক যিনি পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন", কিন্তু ইহা সামী পাশা কর্তৃক অনুমোদিত নহে (দ্র. গু'লাম সার্ওয়ারকৃত খাযীনাতু'ল-আস্'ফিয়া', কানপুর ১৮৯৩ খৃ., লিথো. ২খ, ৩০৬-৮-এ জনৈক কল্পিত প্রতিষ্ঠাতার জীবন-চরিত)।

আবু'ল-ফাদ্'ল বলিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার শিক্ষকগণ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন (আঈন-ই-আকবারী, অনু. Jarrett, তৃত, ৪২২)। কিন্তু তিনি এই সম্প্রদায়ের নাম তৎকৃত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন নাই (ঐ, ৩৪৯—৩৬০)। তিনি ভারতের জৌনপুরে এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্র অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (ঐ, ৩৭৩)। সূফী সাহিত্যে ইহার বিশেষ উল্লেখ নাই।

এই ত'রীক'াঃপন্থীদের নীতি সংক্রান্ত কিছু তথ্য আওরঙ্গযেবের সমসাময়িক শায়খ মুহ'ম্মাদ ইব্রাহীম গাযুর-ই-ইলাহী রচিত ইর্শাদাতু'ল-'আরিফীন গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। উহার প্রধান অংশগুলি নিম্নরূপঃ শুত্ত'ারী ত'রীক'ায় কালিমার নেতিবাচক অংশ (লা ইলাহা) বর্জন করিয়া কেবল ইতিবাচক (ইল্লাল্লাহ্) গ্রহণ করা হইয়াছে। মুরাক'বাঃতে (ধ্যানে) না-সূচকের কাছে উপস্থিত থাকা সময়ের অপব্যয়, কারণ ইহা অনস্তিত্বের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। শুত্ত'ারী ত'রীক'ায় অহম বিলুপ্তি নাই। ইহাতে "আমিই আমি" ছাড়া আর অন্য কিছুই নাই।

একজনকে বুঝা, একজনকে বলা, একজনকে দেখা এবং একের অস্তিত্বই তাওহ'ীদ, "আমি একক এবং আমার কোন অংশীদার নাই", নাফ্স ও মুজাহাদার কোনটির সঙ্গেই শুত্ত'ারীদের বিরোধ নাই। তাহাদের কাছে ফানা৷ অথবা ফানাউ'ল-ফানা' বলিতে কিছু নাই। কারণ ফানা'র জন্য দুইটি অস্তিত্বের প্রয়োজন, প্রথম যেটি লোপ পাইবে এবং দ্বিতীয় যাহার মধ্যে বিলুপ্ত হইবে, ফলে ইহা তাওহ'ীদের বিরোধী। শুত্ত'ারীগণ তাওহ'ীদ স্বীকার করে এবং সকল স্তরে সি'ফাত (গুণাবলী)-সহ য'াত (সত্তা) ও তাজাল্লিয়াত (জ্যোতি) প্রত্যক্ষ করে। শুত্ত'ারীগণ অভিযোগ করে না। যখন যা পায় তাহাই আসল দাতাকে স্মরণ করিয়া ভক্ষণ করে।

"তোমার য'াত, সি'ফাত ও আফ'আল আল্লাহ্র য'াত, সি'ফাত ও আফ'আলের অনুরূপ মনে কর এবং এক হইয়া যাও'— ইহাই হইল শাত্ত'ারীদের পথ, কিন্তু ইহা অন্যান্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানীর (আবরার ও আখ্য়ার) পথ নহে। তাহারা বিধি-ব্যবস্থা ও মুজাহাদাত পালন করে এবং বলে, "তোমার নাফ্সকে ফানা-র পথে এবং আল্লাহ্র সত্তাকে বাক'া-র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত বিবেচনা কর; তোমার নাফ্স্কে 'উবূদিয়্যাতের (দাসত্ব) পর্যায়ে এবং তাঁহার সত্তাকে রুবূবিয়্যাতের (প্রভুত্ব) মর্যাদায় চিন্তা কর।"

গ্রন্থপঞ্জীঃ ইন্দোনেশিয়ার শাত্ত'ারিয়্যাঃ-র জন্য দ্র. (১) Snouck Hurgronje, The Achehnese, ii. 18 প.; (২) do. in Meded. Ned. Zendelingengenootschap, xxxii, 186; (৩) D. A. Rinkes, Abdoerraoef van Singkel, Dissert, Leiden 1909, register.

D. S. Margoliouth (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

শাদ্দাদ (شداد) 'আদ-এর দুই পুত্র ছিলেন, শাদীদ ও শাদ্দাদ্। প্রথমে শাদীদ রাজা হন এবং বহু দেশ জয় করেন। শাদীদের মৃত্যুর পর শাদ্দাদ রাজা হন। তিনি বেহেশ্তের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া 'আদনের মরুভূমিতে তদনুরূপ একটি বেহেশ্ত নির্মাণ করেন। তিনি এই বেহেশ্তের নাম দেন ইরাম। বেহেশ্ত নির্মাণ সম্পূর্ণ হইলে তিনি তাঁহার আত্মীয়-স্বজন লইয়া সেখানে যাত্রা করেন। এক দিন ও এক রাত্রির পথ বাকী থাকিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর আকাশ হইতে একটি ভীষণ শব্দ প্রেরণ করেন ফলে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হন (বুখারী, কিতাবু'ত্-তাফ্সীর ৮৯ ঃ ৬ আয়াতের তাফ্সীর, ইহার হ'াশিয়ায় ক'াস্ত'াল্লানী এরূপ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা য়াহূদীসূত্র হইতে প্রাপ্ত ও ভিত্তিহীন) অন্য বর্ণনামতে বলা হয়, শাদ্দাদ তাঁহার নির্মিত বেহেশ্তের দ্বারে উপনীত হইয়া ঘোড়া হইতে অবতরণের জন্য এক পা কেবল মাটিতে রাখিয়াছেন এবং অপর পা তখনও ঘোড়ার রিকাবে রহিয়াছে এমন সময় তাঁহার প্রাণ হরণের জন্য 'আয্রাঈল ('আ) ফিরিশ্তা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাদ্দাদ বেহেশ্তে প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্ত তাহা দেখিয়া আসার জন্য সময় প্রার্থনা করিলেও 'আয্রাঈল ('আ) তাহাতে সম্মত না হইয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণ হরণ করেন। উপরিউক্ত কাহিনীরও কোন ভিত্তি নাই (মুহ'ম্মাদ 'আব্দু'র-রাশীদ নু'মানী, লুগ'াতু'ল-কু'রআন, ১খ, ৭১, ইরাম শব্দ দ্র.)।

আ.কা.মু. আদমুদ্দীন

শাফা'আত (شفاعة ঃ শাফা'আঃ) সুপারিশ জ্ঞাপন, মধ্যস্থতা-করণ। যে ব্যক্তি সুপারিশ অথবা মধ্যস্থতা করে তাহাকে বলা হয় শাফি' (شافع) অথবা শাফী' (شفيع)। ধর্মীয় পরিভাষা ছাড়া অন্যত্রও উহার ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। যেমন কোন রাজা-বাদশাহের সমীপে দরখাস্ত পেশ করা (লিসান, ঐ শব্দ), ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির অনুকূলে মধ্যস্থতা করা (বুখারী, ইস্তিক্'রাদ', বাব ১৮)। বিচার-ব্যবস্থায় সুপারিশ জ্ঞাপনের কথা খুব কমই জানা যায়। একটি হ'াদীছে' বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহার সুপারিশ দ্বারা আল্লাহ্র নির্ধারিত হ'াদ্দ অর্থাৎ কু'রআনে উল্লিখিত দণ্ডবিধির কার্যকরীকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সে তাহার এই কার্য দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্র-ই বিরোধিতা করে (ইব্ন হ'াম্বাল, ২ ঃ ৭০, ৮২; দ্র. বুখারী, আম্বিয়া', বাব ৫৪; হ'দূদ, বাব ১২)।

কু'রআনে শাফা'আত শব্দের ব্যবহার সাধারণত বিচার দিবস সম্পর্কে পরিলক্ষিত হয়। কু'রআনে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত তাঁহার নিকট কেহই শাফা'আত করিতে পারিবে না। বিচার দিবসের বর্ণনায় কু'রআনে বলা হইয়াছে, "সেই দিবস কোন শাফা'আত গৃহীত হইবে না" (২ ঃ ৪৮ ও ৫৪)। ১০ ঃ ১৮ আয়াতে বলা হইয়াছে, "তাহারা আল্লাহ্র দাসত্ব বরণ করে না বরং বরণ করে তাহাদের, যাহারা তাহাদিগের কোন অপকার করিতে পারিবে না, উপকারও না এবং তাহারা বলে, ইহারাই আল্লাহ্র সমীপে আমাদের জন্য শাফা'আত করিবে।" ৭৪ ঃ ৪৮ আয়াতে আরও বলা হইয়াছে, "শাফা'আতকারীদের শাফা'আত তাহাদের কোনই কাজে আসিবে না।"

৩৯ ঃ ৪৪ আয়াতে বলা হইয়াছে, "(হে রাসূল!) আপনি বলুন, সকল শাফা'আত (অনুমতি ও মঞ্জুরী প্রদান) আল্লাহ্র-ই ইখ্তিয়ারে।" এইরূপ এবং এই ধরনের আরও বহু আয়াত রহিয়াছে। উহাদের সুসমঞ্জস তাৎপর্য এই যে, শাফা'আত আল্লাহ্র অনুমতি সাপেক্ষ, এই অনুমতি লাভ না করিয়া কাহারও পক্ষে শাফা'আত করা সম্ভবপর নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লিখিত হইলঃ

"এমন কে আছে যে ব্যক্তি তাঁহার (আল্লাহ্র) অনুমতি ভিন্ন তাঁহারা সমীপে শাফা'আত করিতে পারে" (২ ঃ ২৫৫)? যাহারা এই অনুমতি লাভ করে তাঁহাদের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া বলা হইয়াছে, "শাফা'আতের সুযোগ শুধু তাহারাই প্রাপ্ত হইবে যাহারা আল্লাহ্র

নিকট শাফা'আত করার অধিকারপ্রাপ্ত" (১৯ : ৮৭)। ৪৩ : ৮৬ আয়াতে বলা হইয়াছে, "আল্লাহ্কে ছাড়া তাহারা অন্য যাহাদের প্রতি (সাহায্য পাওয়ার আশায়) প্রার্থনা করে, তাহাদের শাফা'আতের কোনই ক্ষমতা নাই, কিন্তু যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া উহার সাক্ষ্য প্রদান করে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।"

শুধু কু'রআান মাজীদেই নয়, সর্বস্বীকৃত হ'াদীছ'সমূহেও শাফা'আত সম্পর্কে বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। হ'াদীছে' মূলত পারলৌকিক বিচারকালের বর্ণনা প্রসঙ্গেই শাফা'আতের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। তবু রাসূল কারীম (স') তাঁহার জীবদ্দশাতেও (আল্লাহ্র সমীপে মু'মিনদের পাপ মার্জনার) সুপারিশ জ্ঞাপন করিয়াছেন। হযরত 'আাইশাঃ (রা)-এর রিওয়ায়াতে জানা যায়, রাসূল কারীম (স') অনেক সময় গভীর রাত্রে তাঁহার ('আাইশাঃ) পার্শ্বদেশ হইতে নিঃশব্দে উঠিয়া বাক'ী'উ'ল-গ'ার্ক'াদ (জান্নাতু'ল-বাক'ী' নামক মদীনার কবরস্থান)-এ গমন করিতেন এবং পরলোকগত আত্মাসমূহের জন্য আল্লাহ্র মার্জনা ভিক্ষা করিতেন (মুসলিম, জানাা'ইয, হ'াদীছ' ১০২; তিরমিয'ী, জানাা'ইয, বাাব ৫৯)। অনুরূপভাবে জানাাযার স'ালাতে পঠিত দু'আাসমূহেও তাঁহার ইস্তিগ্'ফার (মার্জনা ভিক্ষা) দেখিতে পাওয়া যায় (ইব্ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, ৪ : ১৭০ প.)। ঐ একই গ্রন্থের ৩৮৮ পৃষ্ঠায় উহার শুভ ফলের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। মৃত আত্মার জন্য মার্জনা ভিক্ষা এই স'ালাত (স'ালাতু'ল-জানাা'ইয)-এর একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে (অদ্যাবধি মুসলিম সমাজে) বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে (দ্র. আবূ ইস্হ'াক' আশ্-শীরাযী, কিতাবু'ত-তান্বীহ, সম্পা. J. W. T. Juynboll, p. 48)। এইজন্য উহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। স'াহ'ীহ' মুসলিমের জানাা'ইয অধ্যায়ে ৫৮ নং হ'াদীছে' কোন মৃত মুসলিমের জানাাযার স'ালাতে যদি একশত ব্যক্তি যোগদান করে এবং প্রত্যেকেই তাহার পাপের জন্য আল্লাহ্র মার্জনা ভিক্ষা করে তবে সেই প্রার্থনা আল্লাহ্ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার নিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মুস্নাদে (৪ : ৭৯, ১০০) ১০০ জনের স্থলে ৩ কাতার (قطار)-এর কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

বিচার দিবসে রাসূল কারীম (স')-এর শাফা'আতের বিবরণ সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ বহু হ'াদীছ' গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে (বুখারী, তাওহ'ীদ, বাাব ১৯; মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ৩২২, ৩২৬-৩২৯ ; তিরমিয'ী, তাফসীর, সূরাঃ ১৭, হ'াদীছ' ১৯ ; ইব্ন হ'াম্বাল ১খ, ৪)। উক্ত হ'াদীছে'র মূল কথা নিম্নরূপ :

বিচার দিবসে আল্লাহ্ সকল মানুষকে সম্মিলিত করিবেন, কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় তাহারা নিজেদের প্রয়োজনের তাকীদে সর্ব প্রথম আদি পিতা হযরত আাদাম ('আা)-এর নিকট গমন করিয়া তাঁহার শাফা'আত কামনা করিবে। হযরত আাদাম ('আা) তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবেন যে, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ দ্বারা তৎকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতির সূচনা হইয়াছে এবং পৃথিবীতে উহার প্রকাশ ঘটিয়াছে। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে নূহ' ('আা)-এর নিকট গমনের পরামর্শ প্রদান করিবেন। কিন্তু তাঁহার নিকট গেলে তিনিও তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করিয়া হযরত ইব্রাাহীম ('আা)-এর নিকট যাইতে বলিবেন। এইভাবে তাহারা বিশিষ্ট নবী-রাসূলগণের নিকট আবেদন জানাইয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া যখন হযরত 'ঈসাা ('আা)-এর সমীপে উপস্থিত হইয়া আবেদন জানাইবে তখন তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে আখিরী নবী হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নিকট তাঁহার সাহায্য লাভের জন্য আবেদন জ্ঞাপনের পরামর্শ দান করিবেন। তাঁহার নিকট তাঁহারা আগমন করিলে তিনি রাযী হইবেন এবং আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁহার নিকট সুপারিশ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সিজ্দায় নিপতিত হইবেন। দীর্ঘ সময় সিজ্দায় আল্লাহ্র প্রশংসা ও আবেদন-নিবেদনে নিরত থাকার পর তাঁহাকে ডাকিয়া বলা হইবে, "উত্থান করুন, আপনার শাফা'আত মঞ্জুর করা হইবে।"

বিচার অনুষ্ঠানের পর রাসূল কারীম (স')-এর শাফা'আতের ফলে শেষ পর্যন্ত যাহাদের জন্য জাহান্নাম চিরস্থায়ী হয় নাই, তাহাদের ব্যতীত আর সকলকেই জাহান্নাম হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর শাফা'আত ইজ্মা' (দ্র.) দ্বারাও স্বীকৃত। ১৭ : ৭৯ আয়াতে উল্লিখিত مقاما محمودا (প্রশংসিত স্থান) শব্দটি হ'াদীছ' ও তাফসীর গ্রন্থ মুতাবিক রাসূল কারীম (স')-কে শাফা'আত-এর অধিকার দানের ইঙ্গিত বহন করে (তাফসীর আর-রাযী, ১খ, ৩৫১ ; মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ৩২০)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে তাঁহার প্রভুর তরফ হইতে দুইটি বিষয়ের মধ্যে একটি বাছিয়া লওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। উহার একটি এই যে, তাঁহার উম্মাতের অর্ধেক বেহেশ্ত লাভ করিবে—ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া, অপরটি তাঁহার উম্মাতের জন্য শাফা'আতের অধিকার লাভ করা। এই দুইটির মধ্যে তিনি শেষোক্তটি অর্থাৎ শাফা'আতের অধিকার বরণ করিয়া লন (তিরমিয'ী, কি'য়াামাঃ, বাাব ১৩ ; ইব্ন হ'াম্বাল, ৪খ, ৪০৪)।

জাহান্নামের অধিবাসীরা (জাহান্নামিয়্যূন) কিরূপে (তাঁহার শাফা-'আতের ফলে) তাহাদের ভয়াবহ অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিবে উহার বিবরণ হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহে রহিয়াছে (মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ৩২০)। তাঁহার অনুসারীদের মুক্তির জন্য হ'াদীছে' বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক নবীর বিশেষ ধরনের দু'আা রহিয়াছে। এই ব্যাপারে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাঁহার নিজস্ব দু'আা অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন। বিচার দিবসে তিনি এই দু'আার সাহায্যে তাঁহার উম্মাতের শাফা'আত করিবেন (দ্র. ইব্ন হ'াম্বাল, ২খ, ৩১৩ ; মুসলিম ঈমান, হ'াদীছ' ৩৩৪ প.)।

ফিরিশতা, নবী, রাসূল, শহীদ এবং ওয়ালী-দরবেশগণও শাফা'আত করার অনুমতি পাইবেন বলিয়া হ'াদীছে' উল্লেখ আছে, (বুখারী, তাওহ'ীদ, বাাব ২৪ ; ইব্ন হ'াম্বাল, ৩খ, ৯৪ প., ৩২৫ প., ৫খ, ৪৩ ; আবূ দাাউদ, জিহাদ, বাাব ২৬ ; ত'াবারী, তাফসীর ৩খ, ৬, দ্বিতীয় সূরায় ২৫৫ আয়াতের ভাষ্য ; ১৬ : ৮৫ ও ১৯শ সূরায় ৮৭ আয়াতের ভাষ্য ; ২৯ : ৯৮ ও ৭৪ সূরায় ৪৮ আয়াতের ভাষ্য ; আবূ ত'ালিব আল-মাক্কী, কূতু'ল-কু'লূব, ১খ, ১৩৯)।

উপরিউক্ত সকল শ্রেণীর সুপারিশকারিগণ তাঁহাদের শাফা'আত পেশ করার পরও আল্লাহ্ তাঁহার বিশেষ রাহ্'মাতে আরও অনেক পাপীকে মুক্তি দান করিবেন। এই বিশেষ রাহ্'মাতের জন্য হ'াদীছে' শাফা'আত শব্দের ব্যবহার আছে (বুখারী, তাওহ'ীদ, বাাব ২৪, তু. সূরাঃ ৩৯ : ৪৫)।

শাফা'আতের ব্যাপারে (অন্যান্য অংশ গ্রহণ করিলেও) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বজায় থাকিবে, কারণ তিনিই উম্মাতের জন্য সর্বপ্রথম শাফা'আত করার গৌরব লাভ করিবেন (মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ৩৩০, ৩৩২ ; আবূ দাাউদ, সুন্নাঃ, বাাব ১৩)।

List>

শাফা'আত সম্পর্কে সর্বশেষ আলোচ্য বিষয় হইতেছে যে কাহার জন্য উহা কার্যকরী হইবে? বিশ্বস্ত ও সর্বস্বীকৃত হা'দীছ' হইতে জানা যায় যে, যাহারা আল্লাহর সহিত অপর কাহাকেও শরীক করিবে না, তাহারাই শাফা'আত লাভের যোগ্য বিবেচিত হইবে।

কাবীরাঃ, গুনাহ (বড় বড় পাপ কাজ, যেমন চুরি করা, মিথ্যা বলা ইত্যাদি)-তে লিপ্ত ব্যক্তিগণ (আহ্লু'ল-কাবা'ইর)-ও এই শাফা'আতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল কারীম (স') স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমার শাফা'আত আমার উম্মাতের কাবীরাঃ গুনাহ-কারীদের জন্য" (আবূ দাঊদ, শাফা'আঃ; তিরমিয'ী, কি'য়ামাঃ, বাব ১১)। কিন্তু মু'তাযিলী দল শাফা'আতে বিশ্বাসী নহে (দ্র. যামাখ্শারী, কাশ্শাফ, ২খ, ৪৮)। ফাখ্রু'দ-দীন আর-রাযী তদীয় তাফ্সীর কাবীরে মু'তাযিলীদের অভিমত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (১খ, ৩৫১ প., ৪খ, ৪০৪)। তাঁহাদের মতে একবার যাহারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে উহা হইতে আর কখনই তাহাদিগকে মুক্ত করা হইবে না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ছাড়াও দেখুন ঃ (১) গ'যালী, আদ্-দুর্রাতু'ল-ফাখিরাঃ, ed. and Transl. by Gautier (Geneva, Basle and Lyons 1878), মূল পৃ. ৬৬; অনু. পৃ. ৫৬; (২) M. Wolff, Mohammedanische Eschatologie (1872), p. 100 প.; (৩) R. Leszynski, Mohammedanische Traditionen uber das letzte Gericht, Diss. Heidelberg 1909, p. 50 প.; (৪) দ্র. Goldziher, Muhammedanische Studien, ii. 308 প.; (৫) ইব্ন হ'াযম, কিতাবু'ল-ফাস্'ল ফি'ল-মিলাল ওয়া'ল-আহওয়া' ওয়া'ন-নিহ'াল, কায়রো ১৩১৭-১৩২১ হি., ৪খ, ৬৪ প.; (৬) কাশ্শাফ ইস্'তি'-লাহ'াতি'ল-ফুনূন, কলিকাতা ১৮৬২ খৃ.; (৭) T. Huitema. De voorspraak (shafa'a) in den Islam. Leiden 1936.

J. A. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহমান

আশ্-শাফি'ঈ (الشافعى) (র), তাঁহার পূর্ণ নাম আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'ম্মাদ ইব্ন ইদ্রীস। ইনি শাফি'ঈ মায্'হাবের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। সেই সব হইতে ঐতিহাসিক সত্যতা নিরূপণ, বিশেষ করিয়া দিন-তারিখ নির্ণয় খুবই কঠিন। আদি বৃত্তান্ত খুব কমই পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মধ্যে আল-মাস্'ঊদীই (মৃ. ৩৪৫ হি.) সর্বপ্রথম তাঁহার উল্লেখ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে মাত্র একখানা প্রামাণ্য দলীল পাওয়া যায়। উহা একখানা ওয়াক্'ফনামাঃ। উহা তাঁহার মক্কার দুইখানা বাড়ীর বিষয়, সা'ফার, ২০৩/আগস্ট, ৮১৮-এ সম্পাদিত হয় (উম্ম, ৬খ, ১৭৯-Kern, in MSOSAs, 1904, p. 55)। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শা'বান, ২০৩/ফেব্রুয়ারী ৮১৯-এর দানপত্র (উমম, ৪খ, ৪৮-Kern in MSOSAs, 1904, p. 59) এবং তাঁহার ফুস্'তা'তে'র বাড়ী সম্পর্কীয় দানপত্র (উম্ম, ৩খ, ২৮১) রহিয়াছে। ইহাতে নাম ও তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই সত্য, কিন্তু উহা যে শাফি'ঈ (র)-এর নিজস্ব ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। পরবর্তীকালে তাঁহার জীবনী লেখকরা দাঊদ আজ'-জ'াহিরী (মৃ. ২৭০ হি.), আল-সাজী (মৃ. ৩০৭ হি.) এবং ইব্ন আবী হ'াতিম (মৃ. ৩২৭ হি.)-র পুরাতন 'মানাকি'ব' ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইতিপূর্বে অনেক প্রবাদ প্রচলিত হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ আল-খাত'ীবু'ল-বাগ্'দাদী (পৃ. ৫৯) ইব্ন 'আবদি'ল-হ'াকাম (মৃ. ২৫৭ হি.) হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার জন্মগ্রহণের সহিত মিসরের আকাশে বৃহস্পতি গ্রহের উদয়ের ব্যাপারটি সংযুক্ত করেন।

আশ-শাফি'ঈ (র) কু'রায়শ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি একজন হাশিমী ছিলেন এবং রাসূল কারীম (স')-এর দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। তাঁহার মাতা ছিলেন আয্দ বংশীয়া। তিনি ১৫০/৭৬৭ সনে গ'ায্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মাতা তাঁহাকে মক্কায় লইয়া আসেন। সেখানে তিনি খুবই দরিদ্র অবস্থার মধ্যে বহুকাল অতিবাহিত করেন ও সেখানকার অধিবাসীদের নিকট হইতে প্রাচীন 'আরবী কবিতা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানার্জন করেন। উদাহরণত তিনি কিতাবু'ল-উম্ম-এ যুহায়র, ইমরু'ল-ক'ায়স, জারীর প্রভৃতির কবিতা উদ্ধৃত করেন (দ্র. Heffening, Islam. Fremdenrecht, p. 147, note. 1)। ভাষাবিদ আল-আস'মা'ঈ এই বালকের নিকট হইতে বানূ হুয'ায়লের কবিতা (দ্র. উম্ম, ২খ, ১৬৭; ৪খ, ১৩৩) ও শান্ফারা-র দীওয়ান শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি মক্কায় মুসলিম আল-যান্জী (মৃ. ১৮০ হি.) এবং সুফ্য়ান ইব্ন 'উয়ায়নাঃ (মৃ. ১৯৮ হি.)-র নিকট হ'াদীছ' ও ফিক'হ অধ্যয়ন করেন। তিনি সম্পূর্ণ মুওয়াত্ত'া' কন্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন প্রায় কুড়ি বৎসর তখন তিনি ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র)-এর নিকট গমন করেন। ১৭৯/৭৯৬ সনে ইমাম মালিক (র)-এর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁহার নিকট অবস্থান করেন। আল-খাত'ীব (পৃ. ৫৬) তাঁহার অন্য শিক্ষকদের একটি তালিকা দিয়াছেন। ইহার পরে তিনি একটি চাকুরী লইয়া য়ামানে গমন করেন। সেখানে তিনি 'আলী বংশীয়দের ষড়যন্ত্রে জড়িত হইয়া পড়েন। তিনি গোপনে যায়দী ইমাম য়াহ'য়া ইব্ন 'আবদিল্লাহ্র অনুগামী ছিলেন বলিয়া কথিত হয় (দ্র. v. Arendonk, Opkomst van het Zaiditische Imamaat, p. 60, 290)। 'আলী বংশীয়দের সহিত তাঁহাকেও ১৮৭/৮০৩ সনে রাক্ক'ায় খলীফা হারূনু'র-রাশীদের সমীপে বন্দী করিয়া আনা হয়। পরে তাঁহাকে ক্ষমা করা হয়। এই ঘটনার দরুন তিনি প্রসিদ্ধ হ'ানাফী পণ্ডিত মুহ'ম্মাদ ইবনু'ল-হ'াসান আশ-শায়বানী (মৃ. ১৮৯/৮০৫)-এর সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁহার অনেক পুস্তক নকল করেন। শায়বানীর বিরোধিতা করিতে তিনি সাহসী হন নাই; কারণ শায়বানী তখন খলীফার দরবারে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাই তিনি ১৮৮/৮০৪-এ হ'ার্রান ও সিরিয়া হইয়া মিসরে গমন করেন। সেইখানে তাঁহাকে ইমাম মালিক (র)-এর একজন শিষ্য বলিয়া সমাদরের সহিত গ্রহণ করা হয়। ১৯৪/৮১০-এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাগদাদে প্রত্যাবর্তন এবং নিজেকে একজন অধ্যাপক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। এখানে তিনি 'আবদুল্লাহ-এর সহিত সংযুক্ত হন। 'আবদুল্লাহ মিসরের নব নিযুক্ত শাসনকর্তা 'আব্বাস ইব্ন মূসার পুত্র ছিলেন এবং ২৬ শাওওয়াল, ১৯৮/২১ জুন, ৮১৪ তারিখে মিসরে গমন করেন (আল-কিন্দী, ed. Guest, p. 154)। এইখানে অশান্তি সংঘটিত হওয়ায় তিনি (শাফি'ঈ) শীঘ্রই মক্কায় গমন করেন এবং শেষবারের মত ২০০/৮১৫-৬ সনে মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ফুস্'তা'তে' ২০৪ হি.-এর রাজাব মাসের শেষ দিবস/জানুয়ারী ২০, ৮২০ খৃ.-এ ইনতিকাল করেন। মুক'ত্ত'াম পাহাড়ের পাদদেশে বানূ 'আবদি'ল-হ'াকামের গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। তাঁহার সমাধির স্মারকলিপি আল-খাত'ীবের গ্রন্থের ৭০ পৃ. পাওয়া যায়। এইখানে সুলত'ান

স'লাহ'’দ-দীন একটি সুবৃহৎ মাদ্রাসা নির্মাণ করেন (ইব্ন জুবায়র, রিহ্'লাঃ, পৃ. ৪৮)। যে কু'ব্বাটি এখনও বিদ্যমান, তাহা 'আয়্যুবী সুলত'ান আল-মালিকু’ল-কামিল (৬০৮/১২১১-১২ সনে) নির্মাণ করেন। ইহা সব সময়ই একটি বিখ্যাত যিয়ারাতের স্থানরূপে পরিগণিত (তু. আল-'আয়্যাশী, মৃ. ১০৯০/১৬৭৯, রিহ'লাঃ, ফাস ১৩১৬ হি., ১খ, ১৫১)।

আশ-শাফি'ঈ (র)-কে একজন উদারপন্থী দার্শনিক বলা চলে। স্বাধীনভাবে আইন উদ্ভাবন ও তৎকালে সংগৃহীত হ'াদীছ' অনুসরণের নীতি গ্রহণ করিয়া একটি মধ্যবর্তী পথ তিনি অবলম্বন করেন। তিনি যে শুধু আইনের সমগ্র উপাদান লইয়াই কাজ করিয়াছেন তাহা নহে; বরং তিনি তাঁহার রিসালাঃ গ্রন্থে (কায়রো ১৩২১ হি.; L. B. Graf কর্তৃক উহার সার সংকলন al-Shaf'is' verhandeling over de 'Wortelen' van den Fikh, Amsterdam 1934) আইনের ধারণা এবং মূলনীতি সম্পর্কেও পর্যালোচনা করেন। তাঁহাকে উস্'লু’ল-ফিক্'হের প্রবর্তনকারী বলিয়া অভিহিত করা হয়। হ'ানাফী মায'হাব হইতে ভিন্নমত পোষণপূর্বক তিনি ইস্তিহ্'সান (দ্র.)-কে নাকচ করিয়া কি'য়াস সম্পর্কে (রিসালাঃ, পৃ. ৬৬ ও ৭০) কড়া-কড়িভাবে নিয়ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। ইস্তিস্'হ'াব (দ্র.)-এর নীতি পরবর্তীকালে শাফি'ঈ মায'হাব অবলম্বীদের দ্বারা প্রচলিত হয় (তু. Goldziher, Zahiriten, p. 20 প.; Bergstrasser, Anfange und Charakter des juristischen Denkens im Islam. in Isl., xiv. [1924], 76-80)। তাঁহার মৌলিক কার্যাবলীর দুইটি যুগ নির্ধারণ করা যায়, প্রাথমিক ('ইরাকে) এবং পরবর্তী (মিসরে); উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, আল-হ'াকিম (মৃ. ৪০৫ হি.) রিসালাঃ সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্য করেন (আল-'আস্ক'ালানী, পৃ. ৭৭)। রিসালাঃ শুধু পরবর্তীকালের সংস্করণেই বর্তমান। এই দুই যুগের কথা প্রায়ই কিতাবু’ল-উম্ম ও পরবর্তীকালের শাফি'ঈ-দের মতবাদে প্রতিফলিত দেখা যায়। তাঁহার চারিজন শাগরিদ তাঁহার পুরাতন শিক্ষাকে চালু করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। ইঁহারা হইলেন: (১) আয-যাফারানী (মৃ. ২৬০ হি.); (২) আবূ ছ'াওর (মৃ. ২৪০ হি.); (৩) আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (মৃ. ২৪১ হি.) এবং (৪) আল-কারাবীসী (মৃ. ২৪৫ হি.)। আরও ছয়জন শাগরিদ ইহাতে পরবর্তীকালে শরীক হন। ইঁহারা হইলেন: (১) আল-মুযানী (মৃ. ২৬৪ হি.); (২) আর-রাবী' ইব্ন সুলায়মান আল-জীযী (মৃ. ২৫৬ হি.); (৩) আর-রাবী' ইব্ন সুলায়মান আল-মুরাদী (মৃ. ২৭০ হি.); (৪) আল-বুওয়ায়ত'ী (মৃ. ২৩১ হি.); (৫) হ'ারমালাঃ (মৃ. ২৪৩ হি.) এবং (৬) য়ূনুস ইব্ন 'আব্দি’ল-আ'লা' (মৃ. ২৬৪ হি.) [ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াত, ১খ, ১২৯]।

আশ-শাফি'ঈ (র) কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করিয়া বিরোধী মতাবলম্বীর সহিত কথোপকথনের মাধ্যমে যে সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা রাখিয়া গিয়াছেন (যাহা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়) তাহা উপরে বর্ণিত আর-রাবী' ইব্ন সুলায়মান আল-মুরাদী কর্তৃক পরিবেশিত হইয়াছে। ইহার একটি তালিকা আল-ফিহ্রিস্তের ২১০ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়টি আল-'আস্ক'ালানীর গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় আল-বায়হাক'ী (মৃ. ৪৫৮ হি.) দিয়াছেন এবং তৃতীয়টি য়াকূ'তের গ্রন্থের ৩৯৬—৩৯৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। ঐ সব গ্রন্থে যে সব শিরোনাম উল্লিখিত হইয়াছে, উহার অধিকাংশই কিতাবু’ল-উম্মের অংশবিশেষ। উহা আশ-শাফি'ঈর লেখা ও বক্তৃতার সংগ্রহ। এই সংগ্রহের যে নামকরণ করা হইয়াছে, তাহা মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, তবে কালক্রমে এই নাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ইব্ন হ'াজার (মৃ. ৮৫২ হি.) ইহা জানিতেন (দ্র. মুরতাদ'া আয-যুবায়দী, ইত্হ'াফ, ৬খ, ২৩৯); কিন্তু আল-ফিহ্রিস্তের গ্রন্থকার, এমন কি য়াকূ'তও এই নাম জানেন না। আবূ ত'ালিব আল-মাক্কী (মৃ. ৩৮৬ হি., কূ'তু’ল-কু'লূব, কায়রো ১৩১০ হি., ২খ, ২২৮) ইহা উল্লেখ করেন (তাহা হইতেই বর্ণনাটি সংক্ষিপ্তাকারে গ'াযালীর ইহ্'য়া'তে, কায়রো ১৩২৭ হি., ২খ, ১৩১-এ উল্লিখিত)। আল-বায়হাক'ী অনুরূপভাবে ইহা জানিতেন (আল-'আসক'ালানী, পৃ. ৭৮ এবং নাওয়াব'ী, তাহ্-য'ীব, পৃ. ৬৭)। খোদ এই গ্রন্থেই ইহা শুধু ঐ সমস্ত অংশে উল্লিখিত যাহা ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে (দ্র. উম্ম, ১খ, ১৫৮; ৩খ, ২৮৬)। আবূ ত'ালিব আল-মাক্কীর মতে (পূ. গ্র., তু. গ'াযালী, পূ. গ্র.; হ'াজ্জী খালীফাঃ, কাশ্ফ, ৫খ, ৫২) আল-বুওয়ায়ত'ী সংগ্রহটি সংকলন করেন। পরে তাঁহার নিজ নাম ব্যতীতই ইহা রাবী' ইব্ন সুলায়মান আল-মুরাদীর নামে প্রচলিত হইয়া পড়ে। রাবী' ইব্ন সুলায়মান আল-মুরাদী তাঁহার নিজের সংযোজনসহ উহা প্রকাশ করেন।

আশ-শাফি'ঈর মৃত্যুর অল্প কিছু সময় পরেই ইহা হইয়া থাকিবে। কারণ আর-রাবী' এই চয়ন মিসরে ২০৭ হি.-তে প্রচার করিতেছিলেন (উম্ম, ২খ, ৯৩)। মুদ্রিত সংস্করণটি আর-রাবী' আল-মুরাদীর সংস্করণের উপর ভিত্তি করিয়া করা হইয়াছিল যদিও ইহাকে একটু ভিন্নভাবে সাজান হইয়াছে। ইহার কতিপয় অংশ প্রাথমিককালে সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল (উম্ম, ২খ, ২৩৭, সম্পাদকের বর্ণনা)। আল-বায়হাক'ী ৫ম/১১শ শতাব্দীতে আর একটা সংস্করণ পাইয়াছিলেন। রাবী'-এর অথবা পরবর্তীকালের শাফি'ঈ প্রভাবযুক্ত (মুযানীর মুখ্তাস'ার) বিন্যাসের কোনটির সহিতই উহার মিল ছিল না। সম্ভবত ইহা বুওয়ায়ত'ীর বিন্যাস যাহা ইব্ন আবী জারূদের বিন্যাসকৃত গ্রন্থসহ আর-রাবী' ব্যবহার করিয়াছিলেন (দ্র. উম্ম, ১খ, ৯৬, ১৫৭; ২খ, ৫২; ৭খ, ৩৮৯ ইত্যাদি)। Brockelmann-এর বর্ণনা (Suppl., ১খ, ৩০৪) যে, বুওয়ায়ত'ীর সংস্করণ পাণ্ডুলিপি আকারে কনস্টান্টিনোপলে সংরক্ষিত আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে উহা সত্য নহে। আরও পরবর্তীকালে বহু পণ্ডিত 'উম্ম'-এর সম্পাদনা করেন। উদাহরণত ইবনু’ল-মাক্কান (মৃ. ৭৪৯/১৩৪৮-৯) এবং সিরাজু’দ-দীন আল-বুলক'ীনী (মৃ. ৮০৫/১৪০২—৩)।

শেষোক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত আর-রাবী'-এর সঙ্কলন কায়রো সংস্করণে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সংস্করণ মূল গ্রন্থের উৎস ও ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানার্জন করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। কারণ যিনি ইহা সম্পাদনা করিয়াছেন তিনি বুল্ক'ীনীর পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সহিত যে গরমিল ছিল, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। অধিকন্তু উম্ম-এর প্রচলিত গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের বহু সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা প্রবিষ্ট হইয়াছে (উদাহরণত ৩: ২২৬)। উদাহরণস্বরূপ আল-স'য়্মালী (র), ইবনু’স-স'াব্বাগ (মৃ. ৪৭৭ হি.), আল-মাওয়ারদী এবং আরও অনেকের উদ্ধৃতি দেওয়া যায় (দ্র. উম্ম, ১খ, ১১৪ প., ১৫৮)। পাণ্ডুলিপিটি খুব সতর্কতার সহিত অধ্যয়ন করিলেই এই বিষয়ে অধিকতর আলোকপাত করা সম্ভব। আর-রাবী'-এর প্রাথমিককালের গ্রন্থ হইতে আত'-ত'াবারীর ইখতিলাফু’ল-ফুক'াহা' গ্রন্থে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা আর-রাবী'-এর পাঠের প্রাচীনতম নমুনা এবং পর্যালোচনার ক্ষেত্রে

বিশেষ সহায়ক। আত'-তা'বারী উম্ম গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর সংস্করণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (দ্র. Heffening, in Festschrift P. Kahle, Leyden 1935, p. 104 প. and discussion of Schacht's edition of Tabari, in Deutsche Literature-Zeitung, 1935, col. 181 প.)। সম্প্রতি যাকী মুবারাক এই গ্রন্থ যে ইমাম শাফি'ঈর রচনা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং আল-বুওয়ায়ত'ীকে উহার রচয়িতা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, ইহা আল-বুওয়ায়ত'ী তাঁহার উস্তাদের শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আবু মুহ'াম্মাদ আর-রাবী' ইব্ন সুলায়মান আল-মুরাদী এবং আবু মুহ'াম্মাদ আর-রাবী' ইবন সুলায়মান আল-জীযী ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, আল-গ'াযালী গ্রন্থের প্রকাশক হিসাবে যে রাবী 'ইব্ন সুলায়মানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তিনিই আল-জীযী। এই নিবন্ধে যে যুক্তির অবতারণা হইয়াছে তাহা সমর্থন করা যায় না। ইহা অবশ্য আল-আযহারের পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদন লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমত প্রচলিত গ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে, আল-বুওয়ায়ত'ী আশ-শাফি'ঈর বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর সংগ্রহকারক ও ও সম্পাদকমাত্র ছিলেন। দ্বিতীয়ত, একই ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন নাম ও কুন্য়াঃ-র ব্যবহার 'আরবী সাহিত্যে সচরাচর পাওয়া যায় (যেসব উদাহরণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা একই ব্যক্তির সম্বন্ধে সমভাবে প্রযোজ্য হইতে পারে; উম্ম-এর ৫, ৭-এ যে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে ঐ সকলকে নিঃসন্দেহে ব্যাখ্যা করা যায়)। উপ-সংহারে বলা যায় যে, প্রকাশক আর-রাবী' আল-মুরাদী যাঁহাকে সাধারণত গ্রন্থের 'রাব'ী' বলা হয়, তিনি যে ইহার প্রকাশক নহেন তাহা প্রমাণিত হয় নাই এবং ইহা বিশ্বাসযোগ্যও নহে।

আল-বায়হাক'ী যে সব গ্রন্থকে ভিন্ন গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করি-য়াছেন প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ সব উম্ম গ্রন্থের অংশবিশেষ। ঐ সমস্ত গ্রন্থ : জিমা'উ'ল-'ইল্ম (উম্ম, ৭খ, ২৫০ প.), কিতাব ইব-ত'ালি'ল-ইসতিহ্'সান (৭খ, ২৬৭. প.); কিতাব বায়ানি'ল-ফারদ' (৭খ, ২৬২ প.), কিতাব সি'ফাতু'ল-আম্র ওয়া'ন-নাহ্য়ি (৭খ, ২৬৫), কিতাব ইখ্তিলাফি মালিক ওয়া'শ্-শাফি'ঈ (৭খ, ১৭৭), কিতাব ইখতিলাফি'ল-'ইরাক'িয়ায়ন (৭খ, ৮৭ প. অর্থাৎ আবু হ'ানীফাঃ এবং ইব্ন আবী লায়লা; মৃ. ১৪৮ হি.), কিতাব ইখতিলাফ মা'আ মুহ'াম্মাদ ইব্নি'ল-হ'াসান (৭খ, ২৭৭ = কিতাবু'র-রাদ্দ 'আলা মুহ'া-ম্মাদ ইব্নি'ল-হ'াসান), কিতাব ইখ্তিলাফ 'আলী ওয়া 'আবদি-ল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (৭খ, ১৫১ প.)। কিতাব ইখ্তিলাফি'ল-হ'াদীছ' উম্ম গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের হ'াশিয়াঃ-য় এবং মুসনাদ গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের হ'াশিয়াঃ-য় মুদ্রিত হইয়াছে।

মুসনাদে তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে হ'াদীছ' সংগ্রহ করা হইয়াছে। যথা : অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বর্তমানে অস্তিত্বহীন কিতাব আহ্'কামু'ল-কু'রআন, কিতাব ফাদ'াইল কু'রায়শ। এইগুলি অন্যান্য গ্রন্থসহ ফিহ্রিস্ত এবং য়াকূ'তে উল্লিখিত। ইহা আবু'ল-'আব্বাস আল-আস'াম্ম (মৃ. ৩৪৬ হি.) কর্তৃক প্রচারিত সংস্করণে পাওয়া যায়। তিনি ইহা ২৬৬ হি. সনে আর-রাবী' ইব্ন সুলায়মান হইতে গ্রহণ করেন (দ্র. উম্ম, ৬খ, ২৭৪)। কিতাবু'ল-মাবসূত' ফি'ল-ফিক্'হ (ফিহরিস্ত, পৃ. ২১০) একখানা বৃহদাকারের আইন গ্রন্থ। ইহা আল-বায়হাক'ী পাইয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি আল-মুখতা-স'ারু'ল-কাবীর ওয়া'ল-মানছূ'রাত নামেও পরিচিত ছিল। আশ-শীরাযী (ত'াবাক'াত, নং ১২৮) কিতাবু'ল-আমালী নামীয় একখানি পুস্তক ইব্ন আবি'ল-জারূদ কর্তৃক প্রচারিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিতাব ওয়াসি'য়্যাতি'শ-শাফি'ঈ নামে ইমাম শাফি'ঈর একখানি ধর্মবিশ্বাস ব্যাখ্যামূলক পুস্তক বর্তমান আছে (ইহা য়াকূ'ত, ed. by Kern in MSOSAs, 1910-এ উল্লিখিত)। এতদ্ব্যতীত আল-ফিক্'হু'ল-আকবার নামীয় একটি গ্রন্থও তাঁহারই রচিত বলিয়া উল্লিখিত হয় (কায়রো ১৩২৪ হি. ও প্রায়শ)। ইহা আশ'আরীর সমসকার একটি ক্ষুদ্রাকারের ধর্মীয় পুস্তক (তু. Wensinck, The Muslim Creed, Cambridge 1932, p. 264 প.)। কয়েকটা কবিতা হইতে শাফি'ঈর কাব্য-প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া যায় (দ্র. আল-মাস'ঊদী, মুরূজ, ৮খ, ৬৬; আল-গ'াযালী, ইহ্'য়া', ২খ, ১৩০; ইব্ন খাল্লিকান, ১খ, ৪৪৮; আল-'আসক'ালানী পৃ. ৭৩)।

বাগদাদ এবং কায়রোই তাঁহার অধ্যাপনা কার্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। তাঁহার প্রধান প্রধান ছাত্রের নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই দুইটি নগর হইতেই তৃতীয় ও চতুর্থ/নবম ও দশম শতকে ইমাম শাফি'ঈর শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে এবং ক্রমশ তাঁহার অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, যদিও আহ্লু'র-রা'য়-এর কেন্দ্র বাগদাদে ইমাম শাফি'ঈকে প্রথমত কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়া-ছিল। চতুর্থ/দশম শতকে মিসরের বাহিরে মক্কা-মদীনাকে শাফি'ঈ মায'হাবের প্রধান কেন্দ্ররূপে গণ্য করা হইত। খৃস্টীয় দশম শতা-ব্দীর প্রথমভাগে ইঁহারা সিরিয়ার আওযা'ঈদের তুলনায় সফলকাম হইয়াছিলেন এবং আবু যুর'আঃ (৩০২/৯১৫)-এর সময় হইতে ক্রমাগত দামিশ্কের কায-ীর পদ অধিকার করিয়াছিলেন। মাক্'-দিসীর সময় শাফি'ঈগণ সিরিয়া, কিরমান, বুখারা এবং খুরা-সানের অধিকাংশ স্থানে কায-ীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উত্তর মেসোপটেমিয়া (আকূ'র) এবং দায়লামে (এই সময় মিসর শী'ঈ ছিল) ও তাঁহাদের শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব ছিল। হিজরী ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে (খৃ. ১১শ/১২শ) বাগদাদে হ'াম্বালীদের সহিত এবং ইস্'ফাহানে হ'ানাফীদের সহিত তাহাদের প্রায়ই কলহ-বিবাদ হইত। পক্ষান্তরে গ'াযনার ঘুরী রাজাদিগকে তাঁহারা তাঁহাদের পক্ষে পান (Snouck Hurgronje, Versper. Geschr., ২খ, ৩০৬)। য়াকূ'তের সময় (মৃ. ৬২৪/১২২৭; মু'জাম, ২খ, ৮৯৩) তাহারা আর্-রা'য়-এ শী'ঈ ও হ'ানাফীগণের সহিত বিতর্কে লড়িয়া প্রতিপত্তিশালী হন। মিসরের সুলত'ান স'ালাহ'ু'দ-দীনের (৫৬৪/১১৬৯) সময় পুনরায় ইহা একটি প্রভাবশালী মায'হাবে পরিণত হয়। কিন্তু আল-মালিকু'জ'-জ'াহির বায়বারস্ ২৮ যু'ল-কা'দাঃ, ৬৬৩/১১ সেপ্টেম্বর, ১২৬৫ কায়রোর জন্য এবং ৬ জুমাদা'ল-উলা, ৬৬৪/১৩ ফেব্রুয়ারী, ১২৬৬ দামিশকে শাফি'ঈদের সঙ্গে সঙ্গে হ'ানাফী, হ'াম্বালী ও মালিকী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন (আন-নুওয়ায়রীর মতে, in Isl., xxiv, 1937, p. 131, note 4; সুব্কী ৫খ, তু. ১৩৪)।

তুরস্কের 'উছ'মানীয় সুলত'ানদের বিজয়পূর্ব শতাব্দীসমূহে শাফি'ঈগণ ইসলামের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে অপ্রতিহত প্রাধান্য লাভ করেন। ইব্ন জুবায়রের সময় (রিহ্'লাঃ, পৃ. ১০২) একজন শাফি'ঈ ইমাম মক্কায় স'ালাতে ইমামতী করিতেছিলেন। হিজরী দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে 'উছ'মানী সুলত'ানগণ ইঁহাদের স্থলে হ'ানাফীগণকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহারা হ'ানাফীদিগকে কনস্টা-

স্টিনোপলের বিচারক পদেও নিযুক্ত করেন। পক্ষান্তরে সা'ফাব'ী-গণের উত্থান (১৫০১ হি.)-এর সঙ্গে সঙ্গে মধ্য এশিয়ার বিচারকের আসন শী'আদের হাতে যায়। এতদসত্ত্বেও মিসর, সিরিয়া এবং হি'জাযের অধিবাসীরা শাফি'ঈ মায'হাবে থাকিয়া যায় (Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr, ২খ, ৩৭৮/৯)। আজ পর্যন্ত আযহার মসজিদে (যেখানে ১৭২৪—১৮৭০ খৃ. পর্যন্ত সর্বদা শাফি'ঈ ইমাম থাকিতেন) অন্যান্য মায'হাবের সহিত শাফি'ঈ মায'হাবের শিক্ষাকেও বিশেষ যত্ন সহকারে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। দক্ষিণ 'আরবে, বাহ্'রায়নে, মালয় দ্বীপপুঞ্জে, পূর্ব আফ্রিকায়, দাগি'স্তানে এবং মধ্য এশিয়ার বহু স্থানে এখনও শাফি'ঈ মায'হাব খুবই প্রভাবশালী।

উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ শাফি'ঈদের অন্যতম হইলেন মুহ'াদ্দিছ' আন্-নাসাঈ (মৃ. ৩০৩/৯১৫), আল-আশ্'আরী (মৃ. ৩২৪/৯৩৫), আল-মাওয়ারদী (মৃ. ৪৫০/১০৫৮), আশ্-শীরাযী (মৃ. ৪৭৬/১০৮৩), ইমামু'ল-হ'রামায়ন (মৃ. ৪৭৮/১০৮৫), আল-গ'াযালী (মৃ. ৫০৫/১১১১), আর্-রাফি'ঈ (মৃ. ৬২৩/১২২৬) এবং আন্-নাওয়াব'ী (মৃ. ৬৭৬/১২৭৭)।

আন্-নাওয়াব'ী বলেন (তাহ্য'ীব, পৃ. ৪) যে, তাঁহার সময় পাঁচখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল: (১) আল-মুযানী (মৃ. ২৬৪/৮৭৭)-এর আল-মুখ্তাস'ার, মায'হাবের প্রতিষ্ঠাতার গ্রন্থসমূহের সারাংশ; (২) আত্-তান্বীহ এবং (৩) আল-মুহায্'য'াব, উভয় পুস্তকই আশ্-শীরাযী কর্তৃক রচিত; (৪) আল-ওয়াসীত' এবং (৫) আল-ওয়াজীয (উভয় গ্রন্থই আল-গ'াযালী কর্তৃক রচিত)। গ্রন্থ দুইখানা আল্-গ'াযালীর আল-বাসীত' গ্রন্থের সারাংশ। ইহাদের ভিত্তি হইল তাঁহার উস্তায' ইমামু'ল-হ'ারামায়নের লিখিত নিহায়াতু'ল-মাত'লাব। অবশ্য পরবর্তীকালে লিখিত অন্য সব গ্রন্থ এই সমস্তের উপর ভিত্তি করিয়া লেখার পর এইসব গ্রন্থ কম বেশী অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। আবু শুজা' (মৃ. ৫০০/১১০৬-এর কিঞ্চিৎ পূর্বে) লিখিত তাক'রীব নামীয় গ্রন্থই সর্বপেক্ষা ছোট আকারের সংক্ষিপ্ত-সার। ইহা লাইডেনে S. Keyser ১৮৫৯ খৃ. অনুবাদসহ সম্পাদনা করেন, ইহার সহিত ইব্ন ক'াসিম আল-গ'াযযী (মৃ. ৯১৮/১৫১২) লিখিত ফাত্হ'ল-ক'ারীব নামীয় ইহার শার্হ' (ভাষ্য) এবং উক্ত শার্হে'র বাজূরী (মৃ. ১২৭৭/১৮৬১)-কৃত টীকাসহ L. C. van den Berg-এর অনুবাদ ও সম্পাদনা (Leyden 1895) আছে। পরবর্তীকালের প্রামাণ্য গ্রন্থ হইল গ'াযালী ও নাওয়াব'ীর লেখার উপর ভিত্তি করিয়া রাফি'ঈ (মৃ. ৬২৩/১২২৬) লিখিত মুহ'াররার নামীয় গ্রন্থ, ইহার সার-সংগ্রহ হইল মিন্হাজু'ত্-ত'ালিবীন। উহা তিন খণ্ডে L. W. C. vae den Berg অনুবাদসহ বাটাভিয়ায় ১৮৮২-৮৪ খৃ. সম্পাদনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আর দুইটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হইল মিন্হাজের দুইটি শার্হ', আর-রাম্লী (মৃ. ১০০৪/১৫৯৫) লিখিত নিহায়াঃ এবং ইব্ন হ'াজার আল-হায়ছ'ামী (মৃ. ৯৭৩/১৫৬৫) লিখিত তুহ্'ফাঃ। এখানে ইবনু'ল-খাত'ীব আশ-শার্বীনী (মৃ. ৯৭৭/১৫৬৯) কর্তৃক লিখিত আল-মুগ্'নী নামীয় গ্রন্থেরও উল্লেখ করা যায়। উহা মিন্হাজ নামীয় গ্রন্থের ভাষ্য, তাহা ছাড়া উল্লেখ্য হইল, যাকারিয়্যা আল-আনস'ারী (মৃ. ৯২৬/১৫২০)-এর মান্হাজু'ত'-তু'ল্লাব, মিন্হাজের যাহা একখানি সার-সংগ্রহ এবং গ্রন্থকারের ভাষ্য ফাত্হ'ল-ওয়াহ্হাবসহ।

আল-গ'াযালীর গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া লিখিত আল-ক'াযব'ীনী (মৃ. ৬৬৫/১২৬৬)-এর হ'াব'ী, উহার ইব্নু'ল-মুক'রি' (মৃ. ৮৩৭/১৪৩৩) কৃত আল-ইর্শাদ নামক সার-সংগ্রহ এবং এই সার-সংগ্রহের ইব্ন হ'াজার কর্তৃক লিখিত ফাত্হ'ল-জাওয়াদ এবং আল-ইমদাদ নামক দুইটি ভাষ্য পুস্তক। মুহ'ার্রারের অপর একটি সার-সংগ্রহ হইল নাওয়াব'ীর রাওদ'াঃ; মুক'রি' আবার ইহার আর একটি সার-সংক্ষেপ রচনা করেন। যাকারিয়্যা আল-আন্স'ারী ইহার একখানি ভাষ্য রচনা করেন। ইহার নাম আসনা'উ'ল-মাত'ালিব (গ'াযালীর উপর এই দুই গ্রন্থের নির্ভরতার জন্য দ্র. Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr., ৪/১ : ১০৫)।

যে অসংখ্য ফাত্ওয়া সংগ্রহ করা হয় তাহার মধ্যে আন-নাওয়াব'ী, ইব্নু'ল-ফির্কাহ্' (মৃ. ৬৯০/১২৯১), আয্-যার্কাশী (মৃ. ৭৯৪/১৩৯২) এবং বিশেষভাবে আর-রামলী ও ইব্ন হ'াজার সংগৃহীত ফাত্ওয়া সমধিক প্রসিদ্ধ।

'উস্'ল' সম্বন্ধে ইব্ন খালদূন নিম্নে বর্ণিত চারিখানা গ্রন্থকে প্রামাণ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন: আবু'ল-হু'সায়ন আল-বাস্'রী (মৃ. ৪৩৬/১০৪৪) লিখিত ভাষ্য আল-মু'তামাদ্ সহ 'আবদু'ল-জাব্বার (মৃ. ৪১৫/১০২৪) লিখিত, আল-'আহ্দ, ইমামু'ল-হ'ারামায়ন কর্তৃক লিখিত আল-বুরহান এবং আল-গ'াযালী লিখিত আল-মুস্তাস্'ফা। ফাখ্রু'দ-দীন আর-রাযী (মৃ. ৬০৬/১২০৯) এই সকল গ্রন্থকে তাঁহার মাহ্'সূ'ল নামক গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবেশিত করেন। উক্ত গ্রন্থ আবার বায়্দ'াব'ী (মৃ. ৬৮২/১২৮৬)-র মিনহাজু'ল-উসূ'ল গ্রন্থের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত। আল-আস্নাব'ী (মৃ. ৭৭২/১৩৭০) কর্তৃক ইহার একটি ভাষ্য রহিয়াছে। পরবর্তী বিখ্যাত গ্রন্থ হইল তাজু'দ-দীন আস্-সুব্কী (মৃ. ৭৭২/১৩৭০) রচিত জাম্'উ'ল-জাওয়ামি'।

শাফি'ঈ মায'হাব মতে মুসলিম আইন L. W. C. van den Berg কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। উহা De beginselen van het mohammed. recht[3], নামে বাটাভিয়ায় (অধুনা জাকার্তায়) ১৮৮৩ খৃ.-এ ছাপা হইয়াছে। (সে সম্বন্ধে দ্র. Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr., ii. 59-221), French tr. by R. de France de Tersant : Principes du droit musulman...(Algiers 1886); Ed. Sachau, Muham. Recht. (Stuttgart and Berlin, 1897; তু. Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr. ii. 367—414); Th. W. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes (Leyden 1910), Italian tr. with notes by G. Baviera : Manuale di diritto musulmano.. (Milan, 1916); do, Handleiding tot de kennis van de mohammed. wet, Leyden 1930.

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, তা'রীখ বাগ'দাদ, কায়রো ১৯৩১ খৃ., ২খ, ৫৬-৭৩; (২) আস্-সাম'আনী, কিতাবু'ল-আন্সাব, in GMS. XX., পত্র ৩২৫ vi; (৩) য়াকূ'ত, ইর্শাদু'ল-আরীব, in GMS, ৬/৬, ৩৭৬—৯৮; (৪) আন্-নাওয়াব'ী, চরিতাভিধান, ed. Wustenfeld, পৃ. ৫৬-৭৬; (৫) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৫৬৯; Fragmenta hist. arab. i, 359 প.; (৬) আল-'আসক'ালানী, তাওয়ালি'ত-তা'নীস (বূলাক' ১৩০১ হি.); (৭) Wustenfeld, Der Imam al-Shafi'i, in Abh. Gott. Ak W., xxxvi. (1890); (৮) de Goeje, Einiges uber den

Imam as-Safi'i, in ZDMG, xlvii. (1893), 106-17; (৯) Goldziher, Zahiriten, p. 20-26; (১০) Brockelmann, GAL, i. 188 প., Suppl. i. 303 প.; (১১) Heffening, Islam. Fremdenrecht, (Hannover 1925), p. 145 প., 149; (১২) Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford 1950); (১৩) বাকী মুবারাক, ইস'লাহ্' আশ্-শাখত্' ফী তা'রীখি'ত-তাশ্‌রী'ই'ল-ইস্‌লামী, কায়রো ১৯৩৪ খৃ.।

শাফি'ঈদের বিস্তার: (১৪) আস-সুব্‌কী, ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ইয়্যাঃ আল-কুব্‌রা (কায়রো১৩২৪ হি.), ১খ, ১৭২—১৭৫; (১৫) ইব্‌ন খালদূন, মুক'াদ্দিমাঃ, কায়রো ১৩২৭ হি., পৃ. ৫০০ প. (de Slane, in NE, xxi/I. [1868] p. 10 প.); (১৬) A. Mez, Renaissance des Islam (Heidelberg, 1922), p. 202—6; (১৭) আহ'মাদ তায়মূর, নাজ'রাঃ তা'রীখিয়্যাঃ ফী হ'দূছি'ল-মায'াহিবি'ল-আর্‌বা'আঃ, কায়রো ১৩৪৪ হি., পৃ. ২৮ প.।

W. Heffening (S.E.I.)/মিযানুল করীম

শা'বান (شعبان) চান্দ্র বর্ষের অষ্টম মাসের নাম। স'াহ'ীহ' হ'াদীছে' রাজাব মুদ'ারের পরেই এই মাসের স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইরান ও ভারত উপমহাদেশে এই মাসের একটি রজনীকে শাব-ই-বারাত বলা হয় (নিম্নে দেখুন)। আচেনীয়গণ (Atchehnese) ইহাকে বলে কান্দুরি বু (Kanduri bu); জাভার অধিবাসিগণ ইহাকে রুআহ্ (Ruah) বলিয়া আখ্যায়িত করে (আরওয়াহ' হইতে, দ্র. Juynboll, Handleiding[4]. 160), আর টিগ্রে গোত্রে (Tigre tribes) ইহাকে মাদ্দাগেন বলা হয়। মাদ্দাগেন শব্দের অর্থ যাহা রাজাব মাসের অনুগমন করে।

প্রাচীন 'আরবে তাৎপর্যের দিক দিয়া রমযান মাসের সহিত শা'বান মাসের (উহার এক অর্থ দ্বারা 'বিরতি' বুঝা যাইতে পারে) সাদৃশ্য রহিয়াছে। হ'াদীছে'র বর্ণনা হইতে জানা যায়, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') অন্য মাস অপেক্ষা শা'বান মাসেই অধিকতর নফল রোযা রাখিতেন (বুখারী, স'াওম, বাব: ৫২; মুসলিম, সি'য়াম, হ'াদীছ' নং ১৭৬, তিরমিযী, স'াওম, বাব ৩৬)। হযরত 'আইশাঃ (রা) পূর্ববর্তী রমযানের পরিত্যক্ত স'াওম শা'বান মাসে ক'াদ'া আদায় করিয়াছিলেন।

প্রাচীন 'আরবী সৌরবর্ষে শা'বান এবং রমযান—এই উভয় মাসই গ্রীষ্মকালে পড়িয়াছিল। এই সময়টির কেন্দ্র ছিল শা'বানের ১৫ তারিখ। এই দিবসটি মুসলিম সমাজে আজ পর্যন্ত নববর্ষের সমারোহ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছে। জনসাধারণের বিশ্বাসমতে ১৫ শা'বানের পূর্ব-রাত্রিতে জীবন-তরুতে একটি ঝাঁকুনি দেওয়া হয়—উক্ত তরুর পত্রসমূহে সমস্ত জীবিত ব্যক্তির নাম লিখিত রহিয়াছে। ঝাঁকুনির ফলে যে সব পত্র শাখাচ্যুত হইয়া নিম্নে পতিত হয় তাহাতে যাহাদের নাম লিখিত রহিয়াছে আগামী বর্ষে তাহাদের মৃত্যু ঘটিবে। হ'াদীছে' বলা হইয়াছে, এই রাত্রে আল্লাহ সর্বনিম্ন আকাশে অবতরণ করিয়া মরণশীল মানবমণ্ডলীকে তাহাদের পাপের মার্জনা প্রার্থনার আহবান জানান (তিরমিযী, বাব: ৩৯)।

শা'বান মাসকে মু'আজ্জাম বা মহিমান্বিত এই বিশেষণে বিভূষিত করা হইয়াছে। ইরান ও ভারত উপমহাদেশে ১৪ শা'বানের দিবাগত রাত্রে মৃত ব্যক্তিদের রূহে'র মাগ্‌ফিরাত কামনা করিয়া জনসাধারণ দু'আা পাঠ করে, দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করে, নিজেরা হালুয়া রুটি খায় ও পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘরে পাঠায় এবং আলোকসজ্জা, আতশবাজীর মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। আতশবাজী ও আলোকসজ্জা ইত্যাদি বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (স') এই দিনে নাফল সি'য়াম রাখিতে ও রাত্রিতে নাফল 'ইবাদাত করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং তিনি রাত্রিতে জান্নাতু'ল-বাক'ী' কবরস্থানে গমন করিয়া মৃত ব্যক্তিদের রূহে'র মাগ্‌ফিরাতের জন্য দু'আা করিয়াছিলেন। এই রাত্রিকে বলা হয় লায়লাতু'ল-বারা'আত বা শাব-ই-বারা'আত—যাহার অর্থ করা হয় নিষ্কৃতির রাত্রি তথা পাপ মার্জনার রজনী, কিন্তু লায়লাতু'ল-বারা'আত এই শব্দদ্বয় এই অর্থে কু'রআন ও হ'াদীছে' নাই।

আচেহ (Atcheh, ইন্দোনেশিয়ার একটি দ্বীপ) দেশেও ঐ একইভাবে পরলোকগত ব্যক্তিদের রূহ'ানী মঙ্গলের উদ্দেশ্যে উক্ত রাত্রি প্রার্থনায় ব্যয়িত হয়। কবরস্থানগুলি পরিষ্কার করা হয় ও (কান্দুরী) নামক খাদ্য (নিয়াষ) বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই সব মঙ্গল ক্রিয়ার শুভ ফল দ্বারা মৃত ব্যক্তিগণ উপকৃত হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এই রাত্রির বিশেষ স'ালাতকে বলা হয় "স'ালাতু'ল-হ'াজাঃ'। এই চান্দ্র মাসের শেষ কয়েক দিবসে এই দেশের রাজধানীতে একটি মেলা বসে।

মরক্কোতে শা'বানের সমাপ্তি দিবসে একটি উৎসব পালিত হয়। L. Brunot-এর রচিত La mer dans les traditions et les industries indigenes a Rabat et Sale (Paris 1921)-এর ১৮ পৃষ্ঠায় এই উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যাইবে।

গ্রন্থপঞ্জী: উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও দেখুন: (১) E. Littmann, Die Ehrennamen und Neubenennungen der isl. Monate, in Isl. viii, 1918, 288 প.; (২) Herklots, Qanoon-i-Islam; (৩) C. Snouck Hurgronje, The Achehnese, i, 221 প.; (৪) do, Mekka, ii. 76, 291; (৫) A. J. Wensinck, Arabic New-year (Verh. Ak. Amst., new ser. xxv. No. 2), p. 6 প.; (৬) G. F. Pijper, Lailat al-Nisf min Sha'ban op Java, in TTLV 1933.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহমান

শাব্বীর আহ্'মাদ 'উছ্'মানী (شبیر احمد عثمانی) (১৮৮৭-১৯৪৯ খৃ.), শায়খু'ল-ইসলাম, 'আলিম, রাজনীতিবিদ ও প্রবন্ধকার। তাঁহার মূল নাম শাব্বীর আহ্'মাদ ও উপাধি শায়খু'ল-ইসলাম। হযরত 'উছ'মান (রা)-এর বংশধর ছিলেন বলিয়া তিনি নিজের নামের সংগে 'উছ'মানী শব্দটি জুড়িয়া দেন। তিনি ১০ মুহ'াররাম, ১৩০৫/১৮৮৭ খৃ. তদানীন্তন যুক্ত প্রদেশের (ভারত) বিজনৌর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দেওবান্দের দারু'ল-'উলূম মাদরাসায় তিনি ফিক্'হ, হ'াদীছ', দর্শন, মান্‌তি'ক', ও 'আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন শায়খু'ল-হিন্দ মাওলানা মাহ'মূদ হ'াসানের অন্যতম বিশেষ শাগরিদ। দেওবান্দ মাদরাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি দিল্লীর ফাতহ্'পুরী মসজিদে কিছু দিন অধ্যাপনা করেন। অতঃপর তিনি দেওবান্দ দারু'ল-'উলূম মাদরাসায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ভারত বিভাগের প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া ১৯৪৬ সালে যখন উপমহাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন তিনি মুসলিম লীগের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া পাকিস্তান দাবীর পক্ষে জনমত গড়িয়া তোলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য

List>

নির্বাচিত হন এবং স্থায়ীভাবে করাচীতে বসবাস শুরু করেন। ১৯৪৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর ইনি ইন্তিকাল করেন।

মাওলানা 'উছ'মানী ছিলেন জাম'ইয়্যাত-ই-'উলামা'-ই-ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৪৫ খৃ.)। ইহা ছিল পাকিস্তান সমর্থক 'আলিমদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন। মুসলিম লীগের শক্তি বর্ধন ও পাকিস্তান অর্জনের মূলে এই সংগঠনের ভূমিকা অসামান্য।

মাওলানা 'উছ'মানী তিন খণ্ডে (কিতাবু'র-রিদ'া'আঃ পর্যন্ত) স'াহ'ীহ' মুস্লিম-এর শারহ' রচনা করিয়াছেন। শায়খু'ল-হিন্দ (মাহ'মূদ হ'াসান)-এর কু'রআনের অনুবাদে তিনি টীকা সংযোজনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসের ২৫-২৭ তারিখে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক জাম'ইয়্যাত-ই-'উলামা-ই-ইসলামের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি যে বক্তব্য রাখিয়াছিলেন, তাহা 'হামারা পাকিস্তান' (পৃ. ৮০) নামে হায়দরাবাদের নাফীস একাডেমী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা, ইহার গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান, আদর্শ, গঠনতন্ত্র, প্রশাসনিক কাঠামো, এবং খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি একজন প্রবন্ধকারও ছিলেন। তাঁহার রচনাগুলি মূলত ইসলাম ধর্ম, ইসলামী দর্শন ও সমাজবিষয়ক। তাঁহার 'ইসলাম' ও 'মু'জিযাত' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি (পৃ. সংখ্যা ১৩২) লাহোরের ইদারা-ই-আশ্রাফিয়্যাহ্ হইতে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার আরও কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন ইদারা-ই-ফুরূগ'-ই-উর্দূ হইতে ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংকলনের অন্যান্য প্রবন্ধ হইতেছে ই'জাযু'ল-কু'রআন, আর-রূহ' ফি'ল-কু'রআন, আল-'আক্'ল ওয়া'ন-নাক্'ল এবং হি'জাব-ই-শার'ঈ। এই গ্রন্থের আল-'আক্'ল ওয়া'ন-নাক্'ল শীর্ষক প্রবন্ধটি গবেষণামূলক ও কৃতিত্বের দাবীদার। ইহাতে তিনি এই মর্মটি প্রমাণ করার প্রয়াস পান যে, সত্য ধর্ম সুস্থ বুদ্ধির পরিপন্থী হইতে পারে না। তবে বুদ্ধি সকল ক্ষেত্রে ধর্মের যাবতীয় গূঢ় তত্ত্ব অনুধাবনে সক্ষম নহে। সুতরাং আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলীতে বিধৃত মূল সত্যের নিরিখে বুদ্ধি-বিবেক উদ্‌ঘাটিত জ্ঞানকে যাচাই করিতে হইবে। হি'জাব-ই-শার'ঈ নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন, নারী স্বাধীনতার নামে যে পর্দাহীনতা এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ রহিয়াছে, তাহাও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। মাওলানা 'উছ'মানী দেশবাসীর কাছে, বিশেষত 'উলামা' মহলে বিশেষ সম্মানের অধিকারী।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) উ. এ. ই., ফিরোজ এণ্ড সন্স লি., লাহোর, ১৯৬২ খৃ., পৃ. ৯৬৩ ; (২) ইদারাহ্-ই-ফুরূগ'-ই-উর্দূ, মাক'ালাত-ই-'উছ'মানী, লাহোর ১৯৪৭ খৃ., ভূমিকা, পৃ. ৫—৬।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্

শামসিয়্যাঃ (شمسية) দরবেশদের একটি দল বিশেষ, শামসু'দ-দীন আবু'ছ'-ছ'ানা আহ'মাদ ইব্ন আবি'ল-বারাকাত মুহ'াম্মাদ সীওয়াসী অথবা সীওয়াসীযাদাহ (মৃ. ১০০৯/১৬০০-১৬০১)-র নামে এই দলটির নামকরণ। তাঁহাকে ক'ারা শামসু'দ-দীন এবং শাম্সীও বলা হইত। তিনি না'ঈমা (কন্স্টান্টিনোপল ১২৮১ হি., ১খ, ৩৭২) এবং পিচেব'ী (কনস্টান্টিনোপল ১২৮৩ হি., ২খ,২৯০) প্রমুখ ঐতিহাসিক কর্তৃক তুর্কী সম্রাট তৃতীয় মুহ'াম্মাদের আমলের দরবেশগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন যে, (সম্ভবত এই সম্রাটের প্রমাণ সূত্রে, যাঁহার পত্র von Hammer কর্তৃক Geschichte der Osmanischen Dichtkunst, iii. 286-এ উদ্ধৃত হইয়াছে) তিনি এর্লাউ (Erlau) দখলের সময় (১০০৫/১৫৯৬) যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তুর্কী ভাষায় বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি হ'াজ্জী খালীফাঃ কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, অবশ্য এই নামের অন্য লেখক থাকায় তাঁহার কিছুটা ভ্রান্তি হইয়াছিল। ঐ একই নামের লেখকদের একখানা পুস্তক 'মানাক্বিবু'ল-'আরিফীন'-এর একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। গুল্শানাবাদ নামে অন্য একখানা ভিয়েনা গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই ফির্ক'াঃ সম্পর্কে বর্ণনা য়ুরোপীয় গ্রন্থসমূহে মুখ্যত d'Ohsson-এর মারফত পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার একটি তালিকায় (Tableau, iv. 625) ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। von Hammer সেখান হইতে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন (Geschichte des Osmanischen Reiches, iv. 236)। ইহাও তিনি লিখিয়াছেন যে, এই দলের প্রতিষ্ঠাতা মদীনায় বসবাস করিতেন এবং সেখানে ইন্তিকাল করেন। তুর্কী কবিতা ' সম্পর্কে লিখিত তাঁহার পরবর্তী গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেন যে, ইনি সীওয়াসে খাল্ওয়াতী ত'ারীক'ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

ক'ামূসু'ল-আ'লামে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি খাল্ওয়াতী ত'ারীক'ার পুনর্গঠক ছিলেন। জনৈক নাক্'শবান্দীকৃত বংশবিবরণী যাহা Le Chatelier, (Confreries . p. 50) কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে শামসিয়্যাঃ দরবেশ দলকে খাল্ওয়াতিয়্যাঃ দলের একটি শাখা এবং উহা সীওয়াসেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। Cuinet-কৃত (La Turquie d'Asie, i. 666) গ্রন্থে সীওয়াসে তাকীয়াগুলির তালিকায় উহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তাহা হইলে সম্ভবত ইহা খাল্ওয়াতীদের একটি স্থানীয় নাম ছিল, যাহা অবিলম্বেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। Le Chatelier, পূ. গ্র., পৃ. ১৭৯-এ উল্লেখ করিয়াছেন যে, মিসরে বাদাবি'য়্যাঃ দলের একটি শাখা এই নামে পরিচিত ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে বরাতের উল্লেখ আছে।

D. S. Margoliouth (S.E.I)/নূরুদ্দীন আহমদ

শামছুল হক (شمس الحق : শামসু'ল-হ'াক্ক') মাওলানা ফরীদপুরী, ১৮৯৫ খৃ. বাংলাদেশের ফরিদপুর জিলায় এক ঐতিহ্যবাহী সংগ্রামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হযরত শহীদ সায়্যিদ আহ্'মাদ (র)-এর ইংরেজ বিরোধী জিহাদের পরবর্তী অধ্যায়ে অংশ নিয়াছিলেন। ইসলামকে সম্যক্ ও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার ঐকান্তিক প্রেরণায় তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে হযরত থানাব'ী (দ্র. আশরাফ 'আলী)-র দরবারে উপস্থিত হন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রথমে মাজ'াহিরু'ল-'উলূম সাহারানপুর এবং পরে দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ (দ্র. দেওবান্দ)-এ শিক্ষা লাভ করেন।

১৯৩০-৩৫ খৃ. এই পাঁচ বৎসরকাল ব্রাহ্মণবাড়িয়া য়ূনুসিয়া মাদরাসা এবং পরে ১৯৩৬ হইতে ১৯৫০ খৃ. পর্যন্ত ঢাকা আশরাফুল 'উলূম মাদরাসায় কৃতিত্বের সহিত বিভিন্ন হ'াদীছ' গ্রন্থের অধ্যাপনা করেন। এই বিদ্যোৎসাহী কর্মীপুরুষ ঢাকার লালবাগস্থ জামিআ কুরআনীয়া এবং ফরিদপুরে গওহরডাঙ্গায় খাদেমুল-ইসলাম মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি খাদেমুল-ইসলাম নামে একটি ইসলামী সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনও কায়েম করিয়া গিয়াছেন। ১৯৬৯ খৃ. তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট 'আলিম, দীন ও ক'াওমের এক-

List>

নিষ্ঠ সেবক এবং মুহ'াদ্দিছ'। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে ইসলামের মূল চিন্তাধারা এই দেশের জনগণের সামনে তুলিয়া না ধরা পর্যন্ত সমাজের সার্বিক সংস্কার সম্ভব নহে। তাই তিনি বিভিন্ন ইসলামী বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত খাদেমুল-ইসলাম জামা'আত-এর প্রকাশনী বিভাগ তাঁহার ছিয়াত্তরটি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছে, ইহার অধিকাংশই অনুবাদ। নিম্নে বাংলায় লিখিত তাঁহার কতিপয় গ্রন্থের নাম দেওয়া গেল ঃ

১। তাফসীরুল কুরআন, কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ; ২। তাফসীরে সূরায়ে য়াসীন; ৩। সূরায়ে ফাতিহা ও পাঞ্জসূরা; ৪। তাবলীগে দীন; ৫। ফরাউজ ঈমান ৬। বেহেশ্‌তী জেওর; ৭। হায়াতুল মুসলিমীন; ৮। বেদআত ও ইজতেহাদ; ৯। বৃটিশ শাসনের বিষফল; ১০। চরিত্র গঠন; ১১। জীবন্ত মসজিদ; ১২। জামা'আতী জিন্দেগী; ১৩। মাতৃ জাতির মর্যাদা; ১৪। জেহাদের ফজিলত; ১৫। বিশ্ব কল্যাণ; ১৬। বাংলা ফরায়েজ; ১৭। মানুষের পরিচয়; ১৮। তাছাওউফ তত্ত্ব।

ফরীদুদ্দীন মাসউদ

শাযি'লিয়্যাঃ (شاذلية) অথবা শাযা'লিয়্যাঃ, আফ্রিকায় উচ্চারিত শাদুলিয়্যাঃ, দরবেশদিগের একটি ত'রীক'াঃ। ইহা আবু'ল-হ'াসান 'আলী ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ 'আশ-শাযি'লীর নামানুসারে আখ্যায়িত। তাঁহার উপাধি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে তাজু'দ-দীন এবং তাক'ীয়ু'দ-দীনরূপে উল্লিখিত হইয়াছে (৫৯৩-৬৫৬ হি.)।

শাযি'লী পদ্ধতি (ত'রীক'াঃ)

শাযি'লী কোন বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বহু বাণী এবং একটি প্রশস্তিমূলক গীতি-কবিতা তাঁহার নামে আরোপিত রহিয়াছে। তাঁহার অন্যতম ছাত্র তাজু'দ-দীন আল-ইস্কান্দারী কর্তৃক হি. ৬৯৪ সনে রচিত গ্রন্থে তাঁহার বাণীসমূহের কতকাংশ সঙ্কলিত হওয়ায় ইহা ধারণা করা যাইতে পারে যে, ঐগুলি মোটামুটিভাবে খাঁটি। তাঁহার সর্বাধিক পরিচিত রচনার নাম হি'য্‌বু'ল-বাহ্‌'র—শাব্দিক অর্থে সমুদ্রের ওয়াজ'ীফাঃ অর্থাৎ সামুদ্রিক বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার দু'আ'। উহা রচিত হইয়াছিল লোহিত সাগর বক্ষে, সমুদ্র ভ্রমণের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে। ইব্‌ন বাতু'তা'ঃ তদীয় গ্রন্থে (১, ৪১) উহার যে উদ্ধৃতি প্রদান করেন L. Rinn উহার অনুবাদ প্রকাশ করেন (Marabouts et khouan, p. 229)। হ'াজ্জী খালীফাঃ বলিয়াছেন যে, ইহার অনন্যসাধারণ শক্তি আছে (৩খ, ৫৮)। ইহার রচয়িতাও মনে করিতেন যে, ইহারই কল্যাণে বাগদাদের পতন প্রতিরোধ করা যাইতে পারিত। ইহার বহু ভাষ্যের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। লাত'াইফ (২খ, ৪৭—৬৬) এবং মাফাখির (পৃ. ১৩৫ প.) গ্রন্থদ্বয়ে আরও বহু তন্ত্রমন্ত্র এবং দু'আর উল্লেখ রহিয়াছে, মাফাখির-এ বেশ কিছু সুদীর্ঘ আলোচনাও স্থান লাভ করিয়াছে। উহার কোনকোনটিতে মুরীদগণকে সাধনার যে সব স্তর অতিক্রম করিতে হয় তাহার সবিস্তার বিবরণ রহিয়াছে। অবশ্য এই ধরনের বিবরণের ভাষা স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ পাঠকগণের নিকট দুর্বোধ্য।

এই সব রচনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, শাগরিদবৃন্দের হৃদয়ে উচ্চমানের নৈতিকতার প্রেরণা সঞ্চার করাই ছিল শাযি'লীর প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি তাহাদের জন্য যে সব গ্রন্থ অনুমোদন করেন তাহাতেও উক্ত উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ইহ্‌'য়া' 'উলূমি'দ-দীন' এবং 'কূ'তু'ল-কু'লূব'-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ত'রীক'ার মূলনীতি ৫টি এবং তাহা নিম্নরূপ বলিয়া উল্লিখিত হয় ঃ

(১) গোপনে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র ভয়।

(২) বাক্যে এবং কার্যে রাসূল কারীম (স')-এর সুন্নাতের অনুসরণ।

(৩) সম্পদ এবং বিপদ উভয় অবস্থাতেই মানুষের প্রতি অবজ্ঞা।

(৪) ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ব ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার (মাশিয়্যাঃ ইলাহী) সম্মুখে আত্মসমর্পণ।

(৫) সুখে ও দুঃখে, আনন্দ ও বেদনায় আল্লাহ্‌র শরণার্থী হওয়া।

এই কথা মনে করা বোধ হয় ঠিক হইবে না যে, তিনি সত্য সত্যই এমন একটি সংস্থা গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা পরবর্তীকালে ত'রীক'াঃরূপে পরিচিত হইয়া উঠিবে। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুসারিগণের মধ্যে যাহারা যে ব্যবসায়ে এবং পেশায় রত রহিয়াছে তাহারা তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকিবে এবং সম্ভবমত দৈনন্দিন নিয়মিত কাজকর্ম করিয়াও ধর্মীয় আরাধনা ('ইবাদাত) সম্পন্ন করিবে। এরূপ কাহিনী বিবৃত রহিয়াছে যে, তাঁহার শাগরিদবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়া দরবেশী জীবন যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা সমর্থন না করিয়া তাহাদিগকে ধর্মীয় নেতার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখিয়া তাহাদের স্ব স্ব কাজ চালাইয়া যাওয়ার তাকীদ প্রদান করেন।

ভিক্ষাবৃত্তি নিরুৎসাহিত করা হয়। এমনকি ইহাও দাবী করা হয় যে, তাহাদের মিলনায়তনের জন্য সরকারী সাহায্যদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। বস্তুত এরূপ মনে করিবার কারণ রহিয়াছে যে, যাবি'য়াঃ অথবা অনুরূপ গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা শাযি'লী কিংবা তাহার উত্তরাধিকারী আবু'ল-'আব্বাসের মনে স্থান লাভ করে নাই। বিপুল অর্থকরী, উচ্চপদ গ্রহণ এবং বিলাসবহুল জীবন পদ্ধতিও তাঁহা কর্তৃক নিরুৎসাহিত হয় নাই। পরবর্তী বিবরণে জানা যায় যে, তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে এই মনোভাব সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত অক্ষতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

অন্যান্য সূ'ফীদের ন্যায় আশ-শাযি'লীর সন্দেহাতীত চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ছিল আল-ফানা', এবং উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল তাহা ছিল 'আওরাদ' (নাফ্‌ল স'ালাত এবং দু'আ) এবং 'আয্‌'কার' নামে অভিহিত প্রচলিত ধর্মীয় সাধনা। নিয়মমত উক্ত যি'ক্‌র-আয্‌'কারের বিধি-বিধান (ওয়াজ'ীফাঃ) নির্বাচন করিয়া নির্দিষ্ট সংখ্যায় উহা জপ করিবার নির্দেশ প্রদত্ত হইত। এইসব প্রক্রিয়া এবং উহা পালনের আনুষ্ঠানিক নিয়ম-পদ্ধতির তাফ্‌স'ীল 'মাফাখির' গ্রন্থে (১২৫-২৬ পৃষ্ঠায়) উল্লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, শায়খ মুরীদগণের অবস্থাভেদে প্রত্যেকের উপযোগী পরিবর্তিত ব্যবস্থা প্রদান করিতেন। এমন কি অপর কোন শায়খ-এর ব্যবস্থা ও পদ্ধতি যদি অধিকতর কার্যকরী অনুভূত হয় তবে তাহা গ্রহণ ও অনুসরণের অনুমতিও তিনি দিতেন। মাফাখির-এ বর্ণিত অলৌকিক শক্তি অর্জনের ধারণা হইতে এই ধরনের জপতপের (ওয়াজ'ীফাঃ) ব্যবহার সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না (পূ. দ্র.)।

শাযি'লিয়্যাঃ পদ্ধতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ নিগূঢ় জ্ঞানের (علم باطن) অধিকারী হওয়া ছাড়াও নিজদিগকে রক্ষণশীল সুন্নী বলিয়া দাবী করিতেন। সুন্নাতের প্রতি ইঁহাদের নিষ্ঠা ছিল অবিচল। এই পদ্ধতির অনুসারীদের মধ্যে কেহ অন্তঃপ্রেরণায় ইলহামরূপে (كشف) কিছু প্রাপ্ত হইলে তাহা যদি সুন্নাঃ বিরোধী হইত তবে সেই ইলহাম প্রত্যাখ্যান করিয়া সুন্নাঃ অনুসরণের নির্দেশই তাহাকে দেওয়া হইত।

সুন্নাতের প্রতি এই নিষ্ঠা সত্ত্বেও শাযি'লীদের কোন কোন দাবী ইমাম ইব্ন তায়মিয়্যাঃ (র)-র নিন্দা ও সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। অপরপক্ষে এই ব্যাপারে ইব্ন তায়মিয়্যার সমর্থকগণের কঠোর মনোবৃত্তির জন্য তাঁহারা ঐতিহাসিক য়াফি'ঈ কর্তৃক নিন্দিত হন (৪খ, ১৪২)। শাযি'লিয়্যাঃ ত'রীকা'র লোকজন তিনটি বৈশিষ্ট্যের দাবীদার :

(১) লাওহ' মাহ'ফূজ' হইতে তাঁহারা সবাই নির্বাচিত অর্থাৎ আদিকাল হইতেই তাঁহারা এই দলের জন্য পূর্ব নির্ধারিত।

(২) তাঁহাদের ভাবমত্ততার পরেই আসে সংযম ও স্থৈর্য অর্থাৎ ভাবমত্ততা তাঁহাদিগকে কর্মজীবন যাপনে স্থায়ীভাবে অক্ষম করে না।

(৩) চিরকাল তাঁহাদের মধ্য হইতেই কু'ত্'ব (দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠতম ওয়ালী) নির্বাচিত হইতে থাকিবেন।

শাযি'লিয়্যাঃ ত'রীকা'র বিস্তার

গোড়ার দিকে ধর্মীয় ইমারাতের অস্তিত্ব না থাকায় এই ত'রীকা'র প্রচার প্রসার ও অগ্রগতি সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন। স্পষ্টত তিউনিসে প্রথম অনুসারীদল গঠিত হয়। তবে শাযি'লীর উত্তরাধিকারী আবু'ল-'আব্বাস আল্-মুর্সী (মৃ. ৬৮৬ হি.) ৩৬ বৎসর আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাস করেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে "তিনি একটি বারও তথাকার গভর্নরের চেহারা দর্শন করেন নাই কিংবা কাহাকেও তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন নাই" (লাত'া'ইফ, ১খ, ১২৮) এবং তিনি প্রস্তরের উপর প্রস্তর স্থাপন করেন নাই অর্থাৎ দালান-কোঠা নির্মাণ করেন নাই। 'আলী পাশা মুবারাক (খিত'াত' জাদীদাঃ, ৭খ, ৬৯) তাঁহার নামে পরিচিত একটি মসজিদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১১৮৯/১৭৭৫-৭৬ পুনঃনির্মিত) যাহা নিঃসন্দেহে তদীয় শাগরিদবৃন্দ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। তিনি আরও দুইটি মসজিদের উল্লেখ করিয়াছেন, উহার একটি তাঁহার শাগরিদ য়াকূ'ত আল্-'আরশী (মৃ. ৭০৭ হি.) এবং অপরটি তাঁহাদের উভয়ের শাগরিদ তাজু'দ্-দীন ইব্ন 'আত'া আল্-ইস্কান্দারী (মৃ. ৭০৯ হি., লাত'া'ইফ-এর গ্রন্থকার) নামে অভিহিত। প্রথমটিকে জামি' মাস্জিদ বলা হয় এবং উহা প্রচুর ওয়াক্'ফ সম্পত্তি দ্বারা সমৃদ্ধ। উপরিউক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রথম দুইজনের সম্মানার্থে 'মাওলিদ' অনুষ্ঠিত হয়। 'আলী পাশা লিখিয়াছেন যে, প্রধানত মাগ্'রিবের অধিবাসীবৃন্দই এই মসজিদগুলিতে প্রায়শ আগমন করিয়া থাকে। এই ত'রীকা'পন্থীদের একটি মসজিদ কায়রোতে রহিয়াছে বলিয়াও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু মসজিদটি এখন ধ্বংসের পথে।

শাযি'লীর অনুসারীবৃন্দকে মিসরের পশ্চিমদিকেই বেশী দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু H. H. Jessup (Fifty-three years in Syria, ২খ, ৫৩৭) দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, তাঁহার সময় সিরিয়ায় বিপুল সংখ্যায় এই ত'রীকা'র অনুসারিগণ বাস করিত। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ইহারা বাইবেলের পুরাতন ও নববিধান অধ্যয়নের সুপারিশ করিত এবং খৃস্টানদের সহিত সখ্যতা স্থাপনের অনুকূলে প্রচারকার্য চালাইত। "মাউন্ট হারমনের উত্তরস্থ বুকা-এর কোরাউন অধিবাসিনী এক শিষ্যা ১৮৯২ খৃ.-এ সিরিয়ায় এক প্রচার ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি সংস্কার এবং সৎ জীবনের স্বপক্ষে প্রচার করিতেন। মুসলিম, খৃস্টান এবং য়াহূদী পরস্পর ভাই ভাই—এই কথার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি দামিশ্'ক, হ'াস্'বায়া, সিদন, টায়ার এবং অন্যান্য শহরের মসজিদসমূহে ভাষণ দান করেন এবং লোকদিগকে তাহাদের পাপাচারের জন্য তিরস্কার করেন। এই ত'রীকা'র প্রতিষ্ঠাতার মতামতের সহিত এই ধরনের ধর্মীয় সহনশীলতা যে সুসমঞ্জস নহে তাহা বিনাদ্বিধায় মনে করা যায়।

C. Niebuhr-এর বিবরণে জানা যায় যে, শায়খ শাযি'লীকে দক্ষিণ 'আরবের মোখা নামক স্থানের শ্রেষ্ঠ সাধকরূপে গণ্য করা হইত। বস্তুত তিনিই ছিলেন কফি পানের প্রবর্তক (Reisebeschr. nach Arabien, i. 439, ফরাসী অনু. ১খ, ৩৫০)। S. de Sacy পরবর্তী এক সময়ে (Chrest. Arabe, ii. 274) জিহাননুমা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখান কিরূপে শাযি'লী হি. ৬৫৬ সালে 'আরবে আগমন করেন। কতিপয় অলৌকিক ঘটনা পরম্পরায় কিরূপে কফির উৎপাদন মোখার প্রধান শিল্পে পরিণত হয় তাহার বর্ণনা উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব মোখার পৃষ্ঠপোষক 'আলী ইব্ন 'উমার আল্-কু'রাশী এই ত'রীকা'র পরবর্তী সময়ের সদস্য (তাঁহার কবিতা মাফাখিরের ৭ম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে)। তিনি ছিলেন সেই সময়ের শাযি'লিয়্যাঃ ত'রীকা'র প্রধান পুরুষ নাসি'রু'দ্-দীন মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আব্দি'দ-দাইম ইব্নি'ল-মায়লাকে'র (মৃ. ৭৯৭ হি.) শিষ্য এবং সম্ভবত ভ্রাতুষ্পুত্র (Ritter, Erdkunde, Arabien, ii, 572)। Niebuhr-এর বিবরণী হইতে ইহা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না যে, তাঁহার সময়ে 'মোখা'-র অধিবাসীবৃন্দ শাযি'লী ত'রীকা'ঃ কতদূর অনুসরণ করিয়া চলিত এবং তাহারা সত্য সত্যই উক্ত ত'রীকা'র অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তাহাও স্পষ্ট নয়।

শাযি'লী ত'রীকা'র প্রধান কর্মস্থল মিসরের পশ্চিমদিকস্থ আফ্রিকা এবং প্রধানত আলজিরিয়া এবং তিউনিসিয়ায় অবস্থিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। এই অঞ্চলের ধর্মীয় ইতিহাসের উপাদান বর্তমানে অতিশয় অপ্রতুল। ১৮০৫ খৃ.-এ লিখিত ত'াবাক'াত ওয়া'দ'-দ'ায়ফুল্লাহ নামীয় একটি পাণ্ডুলিপি হইতে Macmichael ১১৫৫ হি.-তে মৃত একজন শায়খ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি তদীয় ইতিহাস গ্রন্থে পেশ করিয়াছেন (A History of the Arabs of the Sudan, ii. 250)।

তাঁহার (খোগালী ইব্ন 'আব্দি'র-রাহ্'মান ইব্ন ইব্রাহীম) বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি কু'রআন এবং সুন্নাঃ দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন এবং শাযি'লিয়্যাঃ সাধুদিগণের উপদেশ ও দৃষ্টান্তসমূহ কথায় ও কাজে অনুসরণ করিয়া চলিতেন। তিনি জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বসরার সবুজ দীর্ঘ জামার কথা বলা যাইতে পারে। তিনি মাথায় পরিতেন একটি লাল রঙের ফেজ (ত'রবূশ) এবং উহার চতুর্দিকে পাগড়ীর ন্যায় বাঁধিতেন দামী মসলিন বস্ত্র। তিনি পায়ে জুতা (সা'রমূগা) পরিধান করিতেন। তিনি ভারতীয় সুগন্ধি চন্দন কাঠের (আল-'উদু'ল-হিন্দী) ধূম, (ধূপ এবং 'আত্'র প্রভৃতি দ্বারা) (পরিবেশ এবং) নিজেকে সুবাসিত করিয়া রাখিতেন। তিনি আবিসিনিয়ার গন্ধ-গোকুলের (civet) দেহ হইতে প্রস্তুত সুগন্ধি তাঁহার দাঁড়ি এবং জামা-কাপড়ে লাগাইতেন। উপরিউক্ত সমস্ত কিছুই তিনি শায়খ আবু'ল-হ'াসান আশ-শাযি'লীর অনুকরণে করিতেন। ......তাঁহার নিকট কেহ এই মন্তব্য করেন যে, কা'াদিরিয়্যাঃগণ কেবলমাত্র সুতি জামা এবং অল্প পরিমাণ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। উত্তরে তিনি বলেন, "আমার পরিচ্ছদ জগতের নিকট এই ঘোষণা প্রচার করে যে, 'দুনিয়ার কাছে আমাদের কিছু চাহিবার নাই'; অপরপক্ষে তাহাদের বস্ত্রের স্বল্পতা এই ঘোষণা করে

যে, তাহারা অভাবগ্রস্ত অর্থাৎ আমরা দুনিয়ার মুখাপেক্ষী নহি; বরং তাহারাই দুনিয়ার মুখাপেক্ষী।"

ঐ একই বিবরণে এই ত'রীক'ার কতিপয় বিশিষ্ট সদস্যের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। লাত'া'ইফে উল্লিখিত বিবরণাদির সঙ্গে শায়খের আচরণের হুবহু মিল পরিলক্ষিত হয়, পরবর্তী অনুচ্ছেদে যাহা বলা হইয়াছে তৎপ্রতিও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

"তাঁহার অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি পার্থিব মর্যাদায় মহীয়ান কাহাকেও অভিবাদন করার জন্য স্বীয় আসন হইতে দণ্ডায়মান হইতেন না; এমন কি দেশের শাসনকর্তা আওলাদ আগিব কিংবা গা'আলের রাজা অথবা অন্য কোন অভিজাত সামন্তের সম্মানার্থেও না। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত কেবল শায়খ ইদ্‌রীসের খলীফা এবং শায়খ সু'গ'ায়িরানের খলীফা"—এই দুই ব্যক্তির বেলায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে সি মায়সূম (আল-মি'সূ'ম) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ্'মাদ নামক এক ব্যক্তির প্রচেষ্টার ফলে শাযি'লিয়্যাঃ ত'ারীক'ার বেশ বিস্তৃতি ঘটে। আনুমানিক ১৮২০ খৃ.-বোগার এবং মিলিয়ানার মাঝামাঝি স্থানে বসবাসকারী 'গ'ারীব' নামক গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৬ ও ১৯০৭ খৃ.-এর Revue Africaine পত্রিকায় A. Joly তাঁহার জীবনী সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মফস্বলের প্রাদেশিক শিক্ষকদের নিকট কিছুদিন শিক্ষালাভের পর তিনি আলজিরিয়ায় ইসলামী বিদ্যার পাদপীঠ মাযোমায় (Mazouma) পদার্পণ করেন। সেখানে যাহা শিক্ষণীয় ছিল তাহা সমাপ্ত করিয়া পুনরায় তিনি 'গ'ারীব' গোত্রে ফিরিয়া আসেন। এখানে তিনি দুইটি মসজিদ স্থাপন করেন। মসজিদ দুইটিকেই তিনি তাঁহার শিক্ষালয়রূপে ব্যবহার করেন। একটিতে তিনি কু'রআন এবং ফিক্'হ (ব্যবহারশাস্ত্র) আর অপরটিতে তিনি 'আরবী ব্যাকরণ ও মান্‌তি'ক' (তর্কশাস্ত্র) শিক্ষা দিতেন। বিভিন্ন ত'ারীক'ার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত রাখায় তিনি মাদানিয়্যাঃ এবং শাযি'লিয়্যাঃ—এই দুই মতবাদের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় বিরাজ করিতে থাকেন। ১৮৬০ খৃ. তিনি আলজিয়ার্সের নিকট 'আবদু'র-রাহ'মান আছ্'-ছ্'া'আলিবী-র মাযারে যিয়ারাত করেন। এই (মাযারে সমাহিত) তাপস ছিলেন একজন শাযি'লী; তাই সি মায়সূম উক্ত মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই ত'ারীক'ার জনৈক সদস্য উহাতে যোগদানের জন্য তাঁহাকে আহ্বান জানান এবং উহার শায়খ 'আদ্দার সহিত ওয়ালাদ লাক্‌রাদ (Walad Lakreud)-এর জাবালু'ল-লুহে' সাক্ষাত করিতে বলেন। উক্ত স্থানে গমন করিয়া তিনি কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন। অতঃপর 'গ'ারীব'-এ প্রত্যাবর্তন করেন। অন্যান্য মুরীদকে যে সমস্ত প্রাথমিক সাধনায় উত্তীর্ণ হইতে হয় বিশেষ ব্যবস্থায় তাঁহাকে উহা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। উক্ত সংস্থায় প্রবেশের সময় সকলকে 'মুক'াদ্দিম' পদ হইতে যাত্রা শুরু করিয়া স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু যোগদানের কিছু পরেই তাঁহাকে শায়খের সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করা হয়। ১৮০৫ খৃ. তিনি বোগ'ারিতে একটি 'যাবি'য়াঃ' (زاوية) স্থাপন করেন এবং পর্যায়ক্রমে গ'ারীব ও বোগ'ারিতে অবস্থান করিতে থাকেন। কিন্তু অবশেষে বোগ'ারিতেই তিনি স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। ১৮৬৬ খৃ. 'আদ্দার ইনতিকালের পর তিনি মধ্য আলজিরিয়ার শায়খ পদে বরিত হন। অবশ্য গোড়ার দিকে 'আদ্দার পুত্রের সহিত তাঁহাকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। আলজিয়ার্সের এক সরকারী মাদরাসার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য তাঁহার প্রতি আমন্ত্রণ জানান হয়, কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করেন। যাহা হউক এই আমন্ত্রণ (ও উহার প্রত্যাখ্যান) তাঁহাকে য়ুরোপীয় উচ্চপদস্থ অফিসার মহলে পরিচিত করিয়া তোলে। ১৮৮৩ খৃ. তাঁহার মৃত্যু অবধি তাঁহার প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অব্যাহত থাকে। এই সময়ের মধ্যে তেল ওরানাইস (Tell Oranais)-এর বৃহত্তর অংশ এবং সমগ্র পশ্চিম আলজিরিয়ায় তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মুস্তাগ'ানেম, মাস্কারা, রেলিযানে, নেদরোমা, ওরান, তিলিমসেন প্রভৃতি স্থানে তাঁহার খলীফাগণ কার্যরত থাকেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই খলীফাগণের কেহ কেহ নিজেদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। ফলে সি মায়সূম মুহ'াম্মাদ নিয়ন্ত্রণের যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার সমাপ্তি ঘটে।

Depont এবং Coppolani (p. 454) বিগত শতাব্দীর শেষাংশের শাযি'লিয়্যাঃগণের যে সংখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, আলজিয়ার্স এবং কন্‌স্টান্টিনে এই ত'ারীক'ার অনুসারী ছিল ১১টি 'যাবি'য়াঃ'-সহ ১৫ সহস্রেরও নিম্নে। শাযি'লিয়্যাঃ মতবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন দলসমূহের সংখ্যা উক্ত পরিসংখ্যানে ১৩ পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে শায়খিয়্যাঃ, ত'ায়বিয়্যাঃ এবং দিরক'াবি'য়্যাদের সংখ্যাই অত্যধিক বলিয়া উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে।

শাযি'লিয়্যাঃ ত'ারীক'ার প্রাথমিক যুগে যদিও উহা একটি পৃথক সংগঠনরূপে পরিকল্পিত হয় নাই এবং সমমতবাদীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে নাই, তথাপি কালক্রমে উহা একটি আনুষ্ঠানিক ত'ারীক'ার রূপ পরিগ্রহ করে।

শাযি'লিয়্যাঃ ত'ারীক'ার সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকর্ম

ইহা লক্ষণীয় যে, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শাযি'লী এবং তাঁহার খলীফা আবু'ল-'আব্বাস আল্‌-মুর্সী এই দুইজনের কেহই কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যান নাই। তবে শাযি'লীর শাগরিদ য়াক্‌'ত আল্‌-আর্‌শী মানাকি'ব রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের উভয়ের মুরীদ তাজু'দ্‌-দীন আল্‌-ইস্কান্দারী ছিলেন বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার গ্রন্থগুলির একটির নাম লাত'া'ইফু'ল-মিনান (لطائف المنن)। উহাতে এই সূ'ফী সংঘের প্রথম দুই প্রধানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আর একটি গ্রন্থের নাম মিফতা'হ'ল-ফালাহ' ওয়া মিস'বাহ'ল-আরওয়াহ'। এই উভয় গ্রন্থ আশ্‌-শা'রানীর লাত'া'ইফু'ল-মিনান-এর হ'াশিয়ায় মুদ্রিত হইয়াছে (কায়রো ১৩২১ হি.)। প্রথম গ্রন্থটিই শাযি'লীর জীবন চরিত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের প্রধান উৎস। শাযি'লীর একটি জীবনী গ্রন্থের নাম দুর্‌রাতু'ল-আস্‌রার, ইহা খুব বেশী দিন পরে রচিত নহে। লেখকের নাম মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল্‌-ক'াসিম আল্‌-হি'ময়ারী ইবনি'স'-স'াব্বাগ', 'মাফাখির'-এ উহা হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করা হইয়াছে।

অপর একটি জীবন চরিতের লেখক হইতেছেন আবু'ল-ফাদ্'ল 'আবদু'ল-ক'াদির ইব্‌ন মু'আয়যিল (মৃ. ৮৯৪ হি.)। Haneberg উহার উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন (ZDMG, vii, 14. প.)। এই ত'ারীক'ার সাধারণ পরিচিতি ও বিবরণাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে ইব্‌ন ইয়াদ'-এর "আল-মাফাখিরু'ল-'আলিয়াঃ ফি'ল-মা'আছি'রি'শ-শাযি'লিয়্যাঃ" গ্রন্থে (কায়রোয় মুদ্রিত ১৩১৪ হি.)। ইহা সুয়ূত'ীর পরবর্তী রচনা। এই গ্রন্থে মতবাদ সম্পর্কীয় তথ্যের জন্য দুইটি পুস্তিকার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমটির নাম আল-উসূ'ল এবং

দ্বিতীয়টির নাম 'আল-উম্মাহাত', লেখকের নাম সীদী যাররূক' (শিহাবু'দ-দীন আহ'মাদ আল্-ফাসী, মৃ. ৮৯৬ হি.)। Haneberg (পূ. গ্র.) শাযি'লী কবি 'আলী ইব্ন ওয়াফা' (মৃ. ৮০৭ হি.) এবং তদীয় পিতা মুহ'াম্মাদ ওয়াফা'র কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শেষোক্ত ব্যক্তি কতিপয় মরমী কবিতা ও একটি দীওয়ানের রচয়িতা। দীওয়ানের অধিকাংশ গীতি কবিতায় আল্লাহ্‌র প্রতি কবি হৃদয়ের আত্মনিবেদনের অবিমিশ্র সুর অনুরণিত। ইতিপূর্বে উল্লিখিত নাসি'রু'দ্-দীন-এর হ'াদু'স্-সূলূক শীর্ষক একটি কবিতা হ'াজ্জী খালীফাঃ কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। সুয়ূত'ী তাঁহার বুগ'য়াতু'ল-উ'আত (পৃ. ২৪৬)-এ আলেকজান্দ্রিয়ার দাঊদ ইব্ন 'উমার ইব্ন ইব্‌রাহীম (মৃ. ৭৩৩ হি.) নামক এক শাযি'লী লেখকের উল্লেখ করিয়াছেন। 'কিতাব ত'াবাক'াতি'শ্-শাযি'লিয়্যাতি'ল্-কুবরা' গ্রন্থে আল্-হ'াসান ইব্নু'ল্-হ'াজ্জ মুহ'াম্মাদ আল্-কাওহান আল্-ফাসী কর্তৃক শাযি'লী সাধকদের জীবন কথা বিবৃত হইয়াছে (কায়রো ১৩৪৭ হি.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত য়ুরোপীয় গ্রন্থসমূহের সহিত যোগ করুন (১) Asin Palacios, Sadilies y alumbrados, in Andalus, 1944 প.।

D. S. Margoliouth (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহমান

শায়খ (شيخ) প্রবীণ ব্যক্তি, পঞ্চাশের ঊর্ধ্ব বয়স্ক (দ্র. লিসান, ৩খ, ৫০৯), বয়োবৃদ্ধ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শায়খ গোত্র অথবা পরিবারের প্রধান ব্যক্তি। প্রাচীন 'আরবে সায়্যিদ উপাধি গোত্রপ্রধান অর্থে ব্যবহৃত হইত। প্রায়শ তাঁহাকেই শায়খ উপাধিতে ভূষিত করা হইত। বেদুঈনগণের উপর শায়খের নৈতিক প্রভাব প্রবল ছিল। সুদীর্ঘ কর্মজীবন এবং খ্যাতির কারণে তাঁহারা শায়খরূপে বরিত হইতেন।

মুসলিম আমলে শায়খ অর্থে অনেক সময় সর্বপ্রধান নেতা বুঝাইত। যথা ঃ ৪/১০ শতাব্দীতে সংস্কারক আবূ য়াযীদ নিজকে শায়খু'ল-মু'মিনীন অর্থাৎ বিশ্বাসীদের শায়খ নামে আখ্যায়িত করেন (ইব্নু'ল-'আয'ারী, বায়ান, ed. Dozy, i. 225, Transl. Fagnan, i. 315)। ইব্ন বাত্তূ'ত'াঃ (২খ, ২৮৮-২৮৯) এক নগরীর শাসন-কর্তাকে এই উপাধিতে উল্লেখ করিয়াছেন। মদীনার শাসনকর্তার উপাধি অবশ্য শায়খু'ল-হ'ারাম। ইব্ন খালদূন (মুক'াদ্দিমাঃ, ২খ, ১৪ এবং অনু. ১৬৫) বলেন যে, তিউনিসিয়ার হ'াফ্স'ী দরবারের প্রধান মন্ত্রী, যিনি সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী-দিগকে নিয়োগ করিতেন, আল-মুওয়াহ'হি'দ্‌দের শায়খ বলিয়া কথিত হইতেন। 'সা'দী শারীফ' রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহ'াম্মাদ আল-মাহ্‌দীর এবং ওয়াত্ত'াসী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহ'াম্মাদ উভয়ই শায়খ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাম্প্রতিককালে এই উপাধি একটি সাধারণ সৌজন্যসূচক সম্বোধন এবং সম্মানসূচক আখ্যায় পরিণত হইয়াছে। পরিবারের প্রধান ব্যক্তি, মর্যাদাশালী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, বিদ্বান, বয়স নির্বিশেষে ধার্মিক ব্যক্তিবর্গ, পেশাগত মর্যাদাশালী ব্যক্তি এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারিগণকে শায়খ সম্বোধন করা হয়। প্রধান মুফতীর প্রতি ইস-লামের সর্বোচ্চ ধর্মীয় উপাধি শায়খু'ল-ইসলাম (দ্র.) প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। শায়খু'দ্-দীন ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী, শায়খু'ল-মাদীনা পুলিশ প্রধান, শায়খু'ল-বালাদ মেয়র অথবা পৌর প্রধানের উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। স'াহ'ীহ' বুখারী এবং মুসলিমের ইমামদ্বয়ের 'শায়খ' উপাধি হ'াদীছ'শাস্ত্রে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বসূচক (ইব্ন খালদূন, মুক'াদ্দিমাঃ, ২খ, ১৬৫)। হ'াজ্জ যাত্রা সংক্রান্ত কর্মাধ্যক্ষকে মিসরে শায়খু'ল-জামাল্ আখ্যা দেওয়া হইত (Perron, Precis de jurisprudence Musulmane, ii. 641)।

উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানকেও 'শায়খ' বলা হয়, যথা ঃ শায়খু'ল-হা'দীছ', শায়খু'ল-হান্‌দাসাঃ। সূ'ফী ত'ারীক'ায় (দ্র.) শায়খ উপাধি বিশেষ মর্যাদা ও তাৎপর্যপূর্ণ।

A. Cour (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

শায়খ সা'দী, মুশার্‌রিফু'দ-দীন, ইব্ন মুস'লিহ''দ-দীন (شيخ سعدى مشرف الدين بن مصلح الدين) (র) (তু. তাঁহার গ্রন্থাবলীর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি, নং ৮৭৬, ইণ্ডিয়া অফিস, ১৩২৮ খৃ. অর্থাৎ সা'দীর ইন্তিকালের ৩৭ বৎসর পরে লিখিত)। তাঁহার জ. প্রায় ৫৮০/১১৮৪ ও মৃ. যু'ল-কা'দাঃ, ৬৯১/সেপ্টেম্বর, ১২৯২ সনে, শীরাযে। শৈশবেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। আতাবিক-ই-ফারিস সা'দ ইব্ন যান্‌গী, যিনি ১১৯৫ খৃ. পারস্যের ফারিস অঞ্চলের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই অনুগ্রহের স্বীকৃতিস্বরূপ সা'দ নামানুসারে তিনি সা'দী কবি নাম (তাখাল্লুস') গ্রহণ করিয়াছিলেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁহাকে বাগদাদে প্রেরণ করা হয়। মতান্তরে আবূ বাক্‌র-এর পুত্র এবং প্রথম সা'দ-এর পৌত্র ২য় সা'দ-এর নামানুসারে কবি সা'দী নামে অভিহিত হন। কিন্তু ইহা যথার্থ মনে হয় না, কারণ সা'দীর দেশ ভ্রমণ হইতে শীরাযে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পর ২য় সা'দের রাজত্বকাল আরম্ভ হয়। তখন সা'দীর বয়স ৬৬ বৎসর ছিল এবং ইতিপূর্বে তাঁহার বেশ কিছু রচনাও প্রকাশিত হইয়াছিল, অন্যপক্ষে কবির ২য় সা'দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিশেষ কোন হেতুও দেখা যায় না। কারণ ২য় সা'দ কবির প্রতি উল্লেখযোগ্য কোন অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না, অবশ্য ১ম সা'দ কবির পিতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আবূ বাক্‌র-এর সঙ্গে সা'দীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার বূস্তাঁ (بوستان) গ্রন্থের মুখবন্ধে আবূ বাক্‌র-এর প্রশংসায় কিছু চরণ রহিয়াছে এবং তাঁহার মৃত্যুতে (৬৫৯/১২৬০) সা'দী একটি মারছি'য়াঃ রচনা করিয়াছিলেন।

সা'দী বাগ্‌দাদের বিখ্যাত নিজ'ামিয়্যাঃ কলেজে অধ্যয়ন করার কালে আবু'ল-ফারাজ ইব্নু'ল-জাওযী (মৃ. ৫৯৭/১২০০) এবং শিহাবু'দ-দীন সুহরাওয়ার্দী (মৃ. ১২৩৪ খৃ.)-এর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য শিক্ষকের নাম জানা যায় না। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান-অর্জনের প্রতি মনোযোগ দেন। শায়খ 'আবদু'ল-ক'াদির জীলানী (র) (মৃ. ৫৬১/১১৬৬)-এর নিকট তিনি বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ তাঁহার ইন্তিকালের পর সা'দীর জন্ম হয় (তায্‌কিরাতু'শ-শু'আরা', Browne কর্তৃক সম্পা., পৃ. ২০২)। কথিত আছে, শায়খ শিহাবু'দ-দীন সুহরাওয়ার্দীর নিকট তিনি তাস'াওউফের শিক্ষাও লাভ করিয়াছিলেন (বূস্তাঁ, Graf মুদ্রিত, পৃ. ১৫০)। আফলাকী-র একটি বর্ণনা অনুযায়ী জালালু'দ-দীন রূমী (মৃ. ৬২৯/১২৩১)-এর সঙ্গেও তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল (বূস্তাঁ, অনু. Huart, ১খ, ২৩৮ প.; বূস্তাঁ, পৃ. ১৬৫ প.)।

সা'দী তাঁহার দীর্ঘ জীবনের ৩০ বৎসর অধ্যয়নে, ৩০ বৎসর ভ্রমণে ও কাব্য রচনায়, ৩০ বৎসর ধ্যানে ও আরাধনায় এবং স্বীয় রচনার বিন্যাস ও পূর্ণতা সাধনে এবং শেষ ১২ বৎসর সূ'ফীতত্ত্বের শিক্ষ

জ্ঞান ও প্রচারে অতিবাহিত করেন। তিনি মধ্য এশিয়া, তুরস্ক, বল্খ, গযনী, 'আরব, সিরিয়া, মিসর ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি কমপক্ষে ১৪ বার হ'াজ্জ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি সূ'ফী সাধকের ন্যায় এই দীর্ঘ ভ্রমণ সমাপ্ত করেন। ভ্রমণকালে তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন। ফলে বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হন। সিরিয়া সফর কালে ত্রিপলীতে তিনি খৃস্টানদের (Crusders) হস্তে বন্দী হন। Henry Masse-র মতে এই এলাকা ৬১৮/১২২১ সালে খৃস্টানগণ অবরোধ করিয়াছিল। তাঁহার পিতার এক বন্ধু মুক্তিপণ আদায় করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনেন এবং তাঁহার সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু এই বিবাহ স্থায়ী হয় নাই। কথিত আছে যে, য়ামান ভ্রমণকালে তিনি আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। ভারত ভ্রমণের একটি ঘটনা তিনি বূস্তাঁ কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ঘটনাটি হইল এই যে, তিনি সোমনাথ গমন করিয়াছিলেন; সেখানকার প্রসিদ্ধ মন্দিরের দেবমূর্তিটিকে প্রতিদিন প্রাতে ভক্তদের প্রার্থনার জওয়াবে হাত উঠাইতে দেখিয়া তিনি আশ্চর্যান্বিত হন। ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি পূজারীর ছদ্মবেশে কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন; অবশেষে একদিন তিনি আবিষ্কার করেন যে, এক ব্যক্তি মূর্তিটির পশ্চাতে একটি গুপ্তস্থানে বসিয়া রজ্জুর সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়ে মূর্তিটির হাত উত্তোলন করে (শি'রু'ল-'আজাম, আলীগড় ১২৩২ হি., ২খ, ৪০)। দীর্ঘ ভ্রমণ পর্যায় শেষ করিয়া তিনি ১২৫৬ খৃ. শীরাযে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

খৃস্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুলতানের শাসনকর্তা যুবরাজ মুহ'াম্মাদ খান শাহীদ তাঁহার পিতা গি'য়াছু''দ-দীন বালবানের পক্ষ হইতে শায়খ সা'দীকে ভারতে আগমন করিবার জন্য দুইবার আমন্ত্রণ জানান। বয়োবৃদ্ধির কারণে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু গুলিস্তাঁ ও বূস্তাঁ নিজ হস্তে নকল করিয়া তাঁহার নিকট উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তিনি ৬৫৫/১২৫৭ সালে বূস্তাঁ এবং এক বৎসর পর গুলিস্তাঁ রচনা করেন। এই দুইটি তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত রচনা। ফারসী সাহিত্যের অধ্যয়ন এই দুইটির অধ্যয়ন ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া অনেকে মনে করেন। বূস্তাঁ- নৈতিকতা বিষয়ে রচিত কাব্যগ্রন্থ। গুলিস্তাঁ গদ্যে লিখিত; হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে নৈতিকতার বিষয়াদি ইহাতে গল্পের আকারে পরিবেশন করা হইয়াছে। চিত্তাকর্ষক করার উদ্দেশ্যে বর্ণনার মাঝে মাঝে কবিতার সংযোজন রহিয়াছে। কু'র-আন ও হ'াদীছ' হইতেও উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া বক্তব্য সুন্দর ও জোরালো করা হইয়াছে। এই দুইটি গ্রন্থ একত্রে 'সা'দীনামাহ' নামেও পরিচিত। ইহাতে বর্ণিত ঘটনাপুঞ্জ সা'দীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি।

সা'দীর পূর্বেও ক'াস'ীদার অংশ হিসাবে গ'াযাল রচিত হইত। ক'াস'ীদার প্রাথমিক অংশে প্রণয়মূলক ভাবধারা এবং প্রিয়ার সৌন্দর্য বর্ণনা করা হইত। এই অংশ তাশ্‌বীব নামে অভিহিত হইত। আনওয়ারী এবং জ'াহীর ফারয়াবী (মৃ. ৫৯৮/১২০১) পৃথকভাবে গ'াযাল রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে ক'াস'ীদার ই রচনাশৈলীই অনুসরণ করা হইয়াছে অর্থাৎ তাঁহাদের গ'াযালে ক'াস'ীদার কিছু বৈশিষ্ট্য, যথা: ভাষার চাকচিক্য, অতিরঞ্জন এবং অলঙ্কারের আতিশয্য দৃষ্ট হয়। সা'দী সর্বপ্রথম হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতি গ'াযালে সফলভাবে প্রকাশ করেন। গ'াযালের ভাবধারা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করিয়া তিনি গ'াযালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। এইজন্য সা'দীকে গ'াযালের ইমাম আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

সূ'ফীতত্ত্বের নিগূঢ় বিষয়ে তাঁহার সুগভীর জ্ঞান ছিল। তিনি তাঁহার পদ্য ও গদ্য রচনায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে জাগ্রত ও সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে তাস'াওউফের মর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচনায় সূ'ফীদের বর্ণনা দিয়াছেন এই উদ্দেশ্যে যে, তাহা নৈতিক শিক্ষার সহায়ক হইবে। নীতি শিক্ষক হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি কৌতুকপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কৌতুকে সহানুভূতির ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁহার সমালোচনায় তিরস্কার নাই, দরদ আছে। তিনি কখনও সরাসরি উপদেশ দেন নাই এবং উপদেশ গ্রহণ করিতেও বলেন নাই। কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়টি পরিস্ফুট করিয়া তোলেন। ফলে পাঠকের মন স্বভাবত উহাতে প্রভাবিত হয়। তাঁহার এই সকল লেখায়, যাহা সাধারণত গুলিস্তাঁ, বূস্তাঁ ও পান্দনামাহ-এ স্থান পাইয়াছে, একঘেঁয়েমি নাই, ফলে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক হয় না। তাঁহার মতে স্বীয় স্বার্থের কথা ত্যাগ করিয়া মানুষের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতির প্রদর্শনই প্রকৃত পুণ্য। তাঁহার সুন্দর রচনাশৈলী, সরল-সহজ বর্ণনা ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে নীরস নৈতিক উপদেশকে চিত্তাকর্ষক করিবার অপূর্ব ক্ষমতা তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছে।

সা'দীর নিজস্ব রচনায় তাঁহার জীবনী ও রচনা সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক'াস'ীদাঃ তিনি জীবনের শেষের দিকে রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহাতে এমন কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে ইঙ্গিত আছে, যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছে দেশ ভ্রমণ হইতে শীরাযে প্রত্যাগমনের পর। প্রাচীন গ'াযালসমূহ তাঁহার যৌবনকালের রচনা বলিয়া মনে হয়। Henry Masse সা'দী সম্পর্কে তাঁহার Essai sur le poete Saadi (Paris 1419) প্রবন্ধে সা'দীর রচনাসমূহের কাল নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন। 'আলী ইব্‌ন আহ্'মাদ আবূ বাক্‌র বীসাতুন (সা'দীর মৃত্যুর ৫৩ বৎসর পরে যাঁহার জন্ম)-এর সংকলিত কুল্লিয়্যাত গ্রন্থই সা'দীর রচনার প্রধান সংকলন। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত কুল্লিয়্যাতে (২ খণ্ডে, মুদ্রণ ১৭৯১ ও ১৭৯৫ খৃ.) সংকলকের একটি ভূমিকাও রহিয়াছে এবং বীসাতুন-এর কুল্লিয়্যাতই ইহার উৎস। কলিকাতা সংস্করণের প্রথম খণ্ডের শুরুতেই আছে সাতটি নিবন্ধ—যেগুলির বিষয়বস্তু সূ'ফীতত্ত্ব ও নৈতিকতা।

সা'দীর পান্দনামাহ (করীমাহ নামেও পরিচিত) ফারীদু'দ-দীন 'আত্ত'ারের পান্দনামাহ-র পদ্ধতিতে রচিত একটি মাছ'নাব'ী। দ্বিতীয় খণ্ডে রহিয়াছে ফারসী ও 'আরবী গ'াযালের দীওয়ান (কবিতা সংগ্রহ), নৈতিকতা বিষয়ক ক'াস'ীদাঃ, মারছি'য়্যাঃ (শোকগাথা), 'আরবী ও ফারসী এই দুই ভাষার মিশ্রণে রচিত কবিতা (মুলাম্মা'আত), তারজী'বান্দ (প্রতি স্তবকের পরে একই পংক্তির পুনরাবৃত্তি) এবং গ'াযালের চারটি বিভাগ (১) প্রাচীন গ'াযাল; (২) ত'য়্যিবাত (সুন্দর গীতি কবিতা); (৩) বাদাই' (অলঙ্কারপূর্ণ কবিতা); (৪) খাওয়াতিম (অঙ্গুরীসমূহ); ইহার শেষাংশে স'াহি'বিয়্যাঃ বা স'াহি'বনামাহ, মুক'াত্ত'া'আত (খণ্ড বা ক্ষুদ্র কবিতা), মুদ্'হি'কাত (হাসির কবিতা), রুবা'ইয়্যাত (চতুষ্পদী) ও মুফ্-

রাদাাত (এক চরণের কবিতা) স্থান পাইয়াছে। হাযালিয়্যাত ও খাবীছাত (যাহা অশালীন কথাবার্তা প্রকাশ করে) নামেও তাঁহার কিছু কবিতা রহিয়াছে। খাওয়াতিম তাঁহার শ্রেষ্ঠ গাযাল রচনা বলিয়া ধারণা করা হয় (দা. মা. ই., ১১খ, ৪৬)।

ইরানে গুলিস্তাঁ ও বূস্তাঁ-র তুলনায় তাঁহার দীওয়ানের সমাদরই বেশী (Browne, A year amongst the Persians, পৃ. ২৮১)। তাঁহার গুলিস্তাঁ ও বূস্তাঁর অনেক অংশ প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত ইরানীর কণ্ঠস্থ। বেশ কয়েকজন কবি তাঁহাদের রচনায় সা'দীর অনুসরণ ও অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন (এই ধরনের পুস্তকের তালিকার জন্য দ্র. Ethe, Grundriss Iranischen Philologie, ২খ, ১৭)। গুলিস্তাঁর পদ্ধতিতে জামী-র বাহারিস্তান লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই ধরনের কোন পুস্তকই গুলিস্তাঁর ন্যায় সমাদৃত হয় নাই।

ইরানের বাহিরে ভারত উপমহাদেশ ও তুরস্কে সা'দীর গ্রন্থরাজি সমধিক পরিচিত এবং এই দুই দেশের সাহিত্যেও তাঁহার রচনার প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। বেশ কিছু ভারতীয় ভাষায় গুলিস্তাঁ-র অনুবাদ হইয়াছে। আফসূস কৃত (১৮০২ খৃ.) গুলিস্তাঁ-র উর্দূ অনুবাদ সুবিদিত। পদ্যে গদ্যের সংযোজন রীতি ভারতীয় সাহিত্য জগতে প্রাচীনকাল হইতেই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সম্ভবত সা'দী গুলিস্তাঁ রচনায় ভারতীয় রচনা রীতির দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন (দা. মা. ই., ১১খ, ৪৬)। তুর্কী ভাষায় সা'দীর প্রায় সকল রচনা অনূদিত হইয়াছে। 'আল্লামাঃ তাফ্তাযানী ৭৫৫/১৩৫৪ সালে তুর্কী ভাষায় বূস্তাঁ অনুবাদ করিয়াছিলেন (Gibb, History of Ott. Poetry, ১খ, ২০২)। নব্য তুর্কী সাহিত্যে সা'দীর রচনার কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দি'য়া' পাশা সা'দীকে শ্রেষ্ঠ ফারসী সাহিত্যিক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (দি'য়া' পাশা, খারাবাত, কু'সত্'নতু'নিয়াহ, ১২৯১/১৮৭৪, ১খ, ভূমিকা, পৃ. ২২)।

মুসলিম বিশ্বের বাহিরেও সা'দী সুপরিচিত। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায় গুলিস্তাঁ ও বূস্তাঁ-র অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৬৩৪ খৃ. Andre du Rye ফরাসী ভাষায় গুলিস্তাঁ অনুবাদ করিয়াছিলেন। ল্যাটিনে (১৬৫১ খৃ.), জার্মান ভাষায় (১৬৫৪ খৃ.) ও ইংরেজীতে (১৭৭৪ খৃ.) ইহা অনূদিত হয় এবং কয়েকবার প্রকাশিত হয়। বূস্তাঁ-র অনুবাদ ডাচ (Dutch) ভাষায় ১৬৮৮ খৃ. সম্পন্ন হইয়াছে।

সা'দীর সমাধি সৌধ (সা'দিয়াহ) শীরায শহরের পূর্বাংশে অবস্থিত। পাহ্লাবী রাজত্বকালে উহা নূতন করিয়া নির্মাণ করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দাওলাত শাহ, তায'কিরাতু'শ-শু'আরা', Browne সম্পা., ১৯০১ খৃ.; (২) হামদুল্লাহ মুস্তাওফী, তারীখ-ই-গুযীদাহ, Gibb Memorial Series; (৩) শিবলী নু'মানী, শি'রু'ল-'আজাম, আলীগড় ১৩২৫ হি., ২য় খণ্ড; (৪) E. G. Browne. A literary History of Persia, Cambridge, England, 1977, Vol. ii, 525—58; (৫) ঐ, A year amongst the Persians, Cambridge, England, p. 28; (৬) দা.মা.ই., লাহোর, ১৯৭৫ খৃ., ১১খ, ৪১—৪৭; (৭) মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, ইরানের কবি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ১২৮—১৩৪।

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন

শায়খী (شيخى) পারস্যের দলত্যাগী জনৈক শী'আঃ ধর্মতত্ত্ববিদ আহ্'মাদ আহ্'সাঈ-র অনুসারী দল। আহ্'সাঈ-র ছাত্র রেশত্-এর সায়্যিদ কাজি'ম এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্য কির্মানের হা'জ্জী মুহা'ম্মাদ কারীম খান এবং মুল্লা মুহা'ম্মাদ মামাকা'নী এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তি ১৮৪৭ সনের শেষদিকে তাব্রীযে বাবীদের বিচার করার জন্য যে কমিশন গঠন করা হইয়াছিল উহার সদস্য ছিলেন। শায়খীদের মতবাদ নিশ্চিতরূপে বাবীদের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। তাঁহারা বিশুদ্ধ হা'দীছে'র অনুসরণকারী আখ্বারীদের মতবাদের বিরোধী ছিলেন। আখবারীগণ অসংখ্য হা'দীছ' গ্রহণ করা এবং বিনা সমালোচনায় হা'দীছ' গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। এই একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁহারা সূফী চিন্তাধারার কাছাকাছি ছিলেন।

শায়খী সম্প্রদায় ধর্মের এবং হা'দীছে'র মূলনীতির নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ১২ ইমামই হইতেছেন সৃষ্টির কারণ, কেননা তাঁহারাই হইতেছেন আল্লাহর অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি ও আল্লাহ্র ইচ্ছার ব্যাখ্যাদানকারী। তাঁহারা সৃষ্টি না হইলে আল্লাহ্ কিছুই সৃষ্টি করিতেন না। সুতরাং তাঁহারাই হইতেছেন সৃষ্টির আদি কারণ। ঐশ্বরিক সকল কাজই তাঁহাদের দ্বারা স্ফুরিত, কিন্তু তাঁহাদের নিজস্ব কোনও ক্ষমতা নাই। তাঁহারা প্রকাশ মাধ্যম মাত্র। সুতরাং তাফ্ব'ীদে'র (আল্লাহ্ কর্তৃক তাঁহার ক্ষমতা অন্যকে অর্পণ) অপবাদ শী'আঃ পণ্ডিতগণ অন্যায়ভাবে শায়খী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আনয়ন করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ যেহেতু অবোধগম্য ও সৃষ্ট জীবের চিন্তার অতীত, সুতরাং তিনি কেবল তাঁহার মাধ্যমে ইমামগণের দ্বারাই পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। তাঁহারাই হইতেছেন প্রকৃত প্রস্তাবে সর্বশক্তিমানের মূর্ত প্রকাশ। তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ আল্লাহ্রই বিরুদ্ধাচরণ। ইমামগণের অন্তরই হইতেছে 'লাওহ্' মাহ'ফূজ'' যাহা সকল বেহেশ্ত এবং নিখিল জগতকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। ইমামগণই সৃষ্টির আদি এবং সৃষ্ট জগতে তাঁহারাই সর্বাগ্রবর্তী।

পরকালে সশরীরে উত্থান অস্বীকার করে বলিয়া শায়খীদের প্রতি অভিযোগ করা হইয়াছে। তাহাদের উত্তর এই যে, মানুষ দুইটি দেহের অধিকারী। উহার একটি অস্থায়ী উপাদানে গঠিত ঠিক পোশাকের ন্যায়, মানুষ কখনও উহা পরিধান করে আবার কখনও খুলিয়া রাখে। এইটি হইল সেই দেহ, যাহা কবরে মিশিয়া যাইবে। এই দেহ যখন মাটিতে ক্ষয় হইয়া যায়, তখন অন্যটি টিকিয়া থাকে; এই সূক্ষ্ম শরীর অদৃশ্য জগতের অন্তর্ভুক্ত, এই দেহই পুনরুত্থিত হইবে। তৎপর উহাই বেহেশ্তে অথবা দোযখে যাইবে।

এই সম্পর্কে তাহাদের ধারণা ক্রমে আরও স্পষ্টতর হইয়াছে। তাহারা দুইটি জাসাদ এবং দুইটি জিস্ম (এই 'আরবী শব্দদ্বয়, উভয়েরই অর্থ শরীর) স্বীকার করেন। প্রথম জাসাদ চারিটি দৃশ্যমান উপাদানে গঠিত, উহা হইতেছে এই জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শরীর; পারলৌকিক জীবনে ইহার কোনও অংশ নাই। দ্বিতীয় জাসাদ স্থায়ী এবং পরবর্তী জীবনে উপস্থিত হয়। মৃত্যুর পরেই আত্মা বায়ুযানে প্রথম জিস্ম অবলম্বন করিয়া সিঙ্গার ফুৎকার পর্যন্ত অবস্থান করিবে। দ্বিতীয় জিস্ম ক্রমাগত টিকিয়া থাকিবে। এই অবস্থায় থাকিয়া আত্মা দেহ ধারণ করিবে এবং এই দ্বিতীয় জাসাদের দিকে অগ্রসর হইবে। ইহা অবশেষে পরিশুদ্ধ হইয়া কবর হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

আল্লাহ্‌র জ্ঞান

আল্লাহ্‌র জ্ঞান দুই প্রকার, একটি হইল শাশ্বত। আকস্মিক ব্যাপারের সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। আর একটি হইল নব সৃষ্ট জ্ঞান (মুহ্'দাছ')। ইহাই হইতেছে জ্ঞাত বস্তুর প্রকৃত সত্তা এবং ইমামগণই হইতেছেন এই জ্ঞানের দ্বার (বাব) যাহা দ্বারা এই জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। এই জগত কালের বুকে চিরন্তন এবং অস্তিত্ব হিসাবে নূতন। কেননা বস্তু ব্যতীত আপতন, ভিত্তি ব্যতীত আকার কখনও অস্তিত্বে আসিতে পারে না। আপতন ক্ষণস্থায়ী; কখনো উহা বিদ্যমান থাকে এবং কখনো বিলুপ্ত হয়। উহা মূলে কিছুই ছিল না এবং পরিণামও নাস্তিতে পর্যবসিত হয়। অন্যপক্ষে বস্তু ক্ষণস্থায়ী নহে। সে কারণে জড় পদার্থের অস্তিত্ব হইল অভিনব কিছু, উহা ভবিষ্যতের জন্য চিরন্তন, কিন্তু অতীতে নয়। অন্যথায় ভবিষ্যত জীবন অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িবে এবং বেহেশত ও দোযখ বিলুপ্ত হইবে! নবী পরিবারের লোকজনের এবং ইমামগণের প্রতি প্রেমই বেহেশত; বেহেশ্ত এবং দোযখ মানুষের কর্ম দ্বারা সৃষ্টি হয়।

ইমামগণের জড় দেহ মৃত্যুর পরে কবরে বিলীন হইবে। পক্ষান্তরে ইহা সত্য যে, তাঁহারা সূক্ষ্ম দেহের অধিকারী। তাঁহারা মৌলিক পদার্থ চতুষ্টয় যোগে সৃষ্ট মানুষের রূপেই লোকচক্ষে দৃশ্যমান। যেইমাত্র তাঁহাদের ভৌতিক দেহ মানবীয় প্রয়োজনে আসিবে না, তখন যেখান হইতে তাঁহারা উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেখানে উহা ফিরাইয়া দিবেন এবং উহার প্রতিটি অণু-পরমাণু স্ব স্ব মূলে প্রত্যাবর্তন করিবে। পক্ষান্তরে শী'ঈগণ বিশ্বাস করেন যে, ইমামগণের দেহ কালের কবলে ধ্বংস হইবে না।

জ্ঞাত বস্তুর পক্ষে শাশ্বত হওয়া সম্ভব নহে। উহা অবশ্যই নূতন এবং সম্ভাব্য যাহা সুনিশ্চিত হইবে। উহা আল্লাহ্‌র সত্তা হইতে ভিন্ন। কিন্তু জ্ঞাতব্য বস্তুর অস্তিত্বের পূর্ব হইতেই জ্ঞান বর্তমান ছিল। জ্ঞান দ্বিবিধ, মৌলিক জ্ঞান এবং নব সৃষ্ট জ্ঞান। শেষোক্ত জ্ঞান দ্বিবিধ, সম্ভাবনার জ্ঞান ('ইল্‌ম ইমকানী) এবং বস্তুর জ্ঞান ('ইল্‌ম আক্‌ওয়ানী)। প্রথমোক্ত জ্ঞান হইল কোন কিছু অস্তিত্বে আসার পূর্বে তাঁহার জ্ঞান; শেষোক্তটি হইল কোন কিছুর অস্তিত্বে আসার পরবর্তী জ্ঞান। এই শেষোক্ত অর্জিত জ্ঞান আল্লাহ্‌র গুণ নহে কিন্তু উহা আল্লাহ্‌র সহিত বিদ্যমান।

তাঁহারা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ (আম্‌র)-এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দান করেন। উহা সর্বপ্রথম সৃষ্ট বস্তু এবং সৃষ্ট জগতের পূর্বে সৃষ্ট; যাহা খাল্‌ক' শব্দের সঠিক তাৎপর্য। প্রথম 'আম্‌র' দ্বারা একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় জগত সৃষ্ট হয়। ইহার মধ্য দিয়াই সময় অস্তিত্বশীল। পরবর্তী জগতের কোন প্রভাব ইহার উপর পতিত হয় না। অন্যান্য সৃষ্ট জীবের জ্ঞানের পূর্বে অজ্ঞতা থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ ইহার ব্যতিক্রম। মানুষের জ্ঞান আপাত কিন্তু আল্লাহ্‌র বেলায় ইহা হইতে পারে না। মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতিবিম্ব হইতে জগতের ধারণা অর্জন করে। আল্লাহ্‌র বেলায় তাহা আবশ্যক নহে, তিনি সৃষ্টিকে মূল সত্তা হইতে জানেন। যেমন অস্তিত্ব হিসাবে সৃষ্টি বহু এবং বিভিন্ন, আল্লাহ্‌র জ্ঞানেও উহারা বহু এবং বিভিন্ন হিসাবে বিদ্যমান।

তাঁহারা সূ'ফীবাদ এবং ইহার ওয়াহ্'দাতু'ল-ওয়াজূদ (অদ্বৈতবাদ) মতবাদের নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আল্লাহ্‌র সত্তা বহুতে বিভক্ত হইতে পারে না। তাঁহারা নবীর অলৌকিকত্ব (মি'রাজ, চন্দ্র খণ্ডিতকরণ) ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, উহা বাস্তব অর্থে নহে, উহা রূপক এবং যুক্তিবাদী অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

ন্যাসি'রু'দ্-দীন শাহের রাজত্বের প্রারম্ভে মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে জনৈক শায়খীকে সাধারণ স্নানাগারে প্রবেশ নিষেধ করায় তাবরীযে ১২৬৬/১৮৫০ সনে গণ্ডগোল দেখা দেয়। শাসনকর্তা ইহা প্রশমিত করেন এবং দুই দলের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন। পরবর্তী সময়ে কয়েকবার এই দলের লোকদের উপর নির্যাতন চলিয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) রিদ'া কু'লী খান, রাওদ'াতু'স-স'াফা ন্যাসি'রী, তেহরান ১২৭৪ হি. ১০খ, ৯৩; (২) A. L. M. Nicolas, Essai sur le Cheikhisme, iii. (-RMM 1911) and iv., Paris 1911; (৩) E. G. Browne, A History of Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924, p. 150, 403; (৪) do., Traveller's Narrative, ii., Paris 1900, p. 236, 278; (৫) Gobineau, Religions et philosophies², Paris 1900, p. 30—32; (৬) Brockelmann, GAL, Suppl. ii. 844—5.

Cl. Huart (S.E.I.)/নুরুদ্দীন আহমদ

শায়খু'ল-ইসলাম (شيخ الاسلام) এই সম্মানসূচক উপাধি হি. ৪র্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তখন ইসলাম শব্দযোগে অন্যান্য মর্যাদাসূচক উপাধি (যেমন 'ইয্‌য, জালাল, সায়ফু'ল-ইসলাম) বৈষয়িক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের বেলায় ব্যবহৃত হইত (ফাতি'মী মন্ত্রীবর্গের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে, তু. van Berchem, ZDPV, xvi., p. 101)। শায়খু'ল-ইসলাম উপাধি বরাবরই 'উলামা' এবং কখনও কখনও আধ্যাত্মিক প্রধানগণের জন্য সংরক্ষিত ছিল, ঠিক সেই সকল সম্মানসূচক উপাধির ন্যায়, যাহার প্রথম অংশে 'শায়খ' শব্দ রহিয়াছে (যেমন শায়খু'দ্-দীন; ফাক'ীহ আসাদ ইবনু'ল-ফুরাতকে ইব্‌ন খালদূন কর্তৃক শায়খু'ল-ফুতূয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল (তু. মুক'াদ্দিমাঃ, অনুবাদ de Slane, i., p. lxxviii)। এই উপাধিসমূহের মধ্যে একমাত্র শায়খু'ল-ইসলামই ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সুতরাং হি. ৫ম শতাব্দীতে খুরাসানের শাফি'ঈ মায'হাবের নেতা ইস্‌মা'ঈল ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ'মানকে সুন্নীগণ কর্তৃক সৌজন্যমূলক শায়খু'ল-ইসলাম আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল (তু. জুওয়ায়নী, জিহান-গুশা, ২খ, ২৩, উহাতে খুরাসানের শায়খু'ল-ইসলাম সম্পর্কে রহিয়াছে)। এই সময় আধ্যাত্মিক নেতা আবূ ইসমা'ঈল আনস'ারী (৩৯৬—৪৮১/১০০৬—১০৮৮)-র দলীয় লোকেরা তাঁহার জন্য এই উপাধি দাবী করিয়াছিল (আস-সুবকী, ত'াবাক'াত, কায়রো ১৩২৪ হি., ৩খ, ১১৭, জামী, নাফাহ'াতু'ল-উন্‌স, ed. Lees, Calcutta 1859, p. 33, 376)।

হি. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ফাখরু'দ-দীন আর-রাযী (দ্র.) শায়খু'ল-ইসলাম বলিয়া আখ্যায়িত হইতেন। পরবর্তী শতাব্দীতে ইহার অন্যান্য দৃষ্টান্ত যেমন আধ্যাত্মিক, শায়খ, আরদাবীলের শায়খ স'াফীয়ু'দ-দীন (তু. Browne, Persian literature in Modern Times, p. 33) এবং ধর্মতত্ত্ববিশারদ আল-তাফতাযানী। মিসরে এবং পারস্যে (কোন পদমর্যাদা হিসাবে নয়) শুধু ফাক'ীহ এবং অধিকন্তু যাঁহারা ফাত্‌ওয়া দ্বারা কিছু খ্যাতি এবং বহু সংখ্যক ফাক'ীহের সমর্থন লাভে সক্ষম হইয়াছেন, সম্মানসূচক শায়খু'ল-ইসলাম উপাধি শুধু তাঁহাদের ক্ষেত্রেই আরোপিত হইয়া থাকে। মামলুক বাদশাহগণের আমলের প্রারম্ভেই ইহা দেখা

গিয়াছিল। ইব্ন তায়মিয়্যাঃ (র)-এর শিক্ষা দ্বারা যে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়, তাহাতে তাঁহার বিপক্ষীয় লোকগণ তাঁহাকে শায়খু'ল-ইসলাম উপাধিতে অভিহিত করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। এই উপাধি তাঁহাকে তাঁহার অনুসারিগণ প্রদান করিয়াছিলেন। ইব্ন তায়মিয়্যাঃ এবং ইব্ন ক'ায়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ (র)-র মতানুসারী আধুনিককালের মুসলিমগণ কেবল এই দুইজন ফাক'ীহ্কেই ধর্মীয় নেতা এবং প্রকৃতপক্ষে শায়খু'ল-ইসলাম উপাধির যোগ্য বলিয়া মনে করেন (আল-মানার, ৯খ, ৩৪; Goldziher, Die Richtungen der islamischen Koranauslegung, p. 339)। ৭০০/১৩০০ শতাব্দী পর্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন মুফতী শায়খু'ল-ইসলাম উপাধি নিজের জন্য দাবী করিতে পারিতেন। মাহ'মূদ ইব্ন সুলায়মান আল-কাফাব'ী (মৃ. ৯৯০/১৫৮২) হ'ানাফী ফাক'ীহগণের জীবনী-গ্রন্থ আল-আ'লামু'ল-আখ্য়ার মিন ফুক'াহা' মায'হাবি'ন-নু'মান আল-মুখতার (Brockelmann, Gal, ii. 572)-এ লিখিয়াছেন যে, মুফতীর মধ্যে তাঁহারাই শায়খু'ল-ইসলাম নামে অভিহিত হইতেন, যাঁহারা মতভেদগুলি মীমাংসা করিতেন এবং সাধারণ শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন ('আলী এমীরীর 'Ilmiye Salnamesi, p. 306 অনুসারে)। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মিসর এবং রাশিয়ায় অদ্যাবধি এবং তুরস্কে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত (তু. Ewliya Celcbi, সিয়াহ'তনামাঃ, স্থা.) যে কোন স্তরের মুফতীকেই (শী'আঃ-সুন্নী নির্বিশেষে) শায়খু'ল-ইসলাম আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; তবে দেওয়া হইতই এমন কথাও নয়। পারস্যে এই উপাধি বিকাশের ধারা ছিল স্বতন্ত্র। এইখানে শায়খু'ল-ইসলাম প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রামে মুল্লা এবং মুজতাহিদ সমন্বয়ে গঠিত 'আলিম পরিষদের বিচারপতি হিসাবে সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। স'াফাব'ী শাসনকালে তিনি স'াদ্রু'স'-সু'দূর কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন (তু. Tavernier, Les six voyages, Paris ১৭৬৭ খৃ., ১খ, ৫৯৮, তিনি তাঁহাকে Scheik el-selom নামে উল্লেখ করিয়াছেন; Curzon, Persia, London 1892, i 452, 454)।

কন্স্টান্টিনোপলের মুফতীর প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে এই উপাধি আরোপিত হওয়ার পূর্বেই ইহা সমধিক খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হয়। তুর্কী সম্রাটগণের আমলে এক সময়ে শায়খু'ল-ইসলামের কার্যালয় ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করে। অন্যান্য মুসলিম রাজ্যে এইরূপ দেখা যায় নাই। তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রথম শতাব্দীতে আধ্যাত্মিক শায়খগণ 'আলিমদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন এবং প্রথম মুহ'াম্মাদ কর্তৃক সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের পরে নূতন সুন্নী প্রভাব এবং আধ্যাত্মিক শী'আঃ প্রভাবের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ দেখিতে পাওয়া যায় (যথাঃ বাদ্রু'দ-দীন আল-মাহ'মূদের দুর্ঘটনা)। প্রথম সালীমের অধীনে সুন্নী মতবাদের বিজয় দ্বারা ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল। ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহে ইহার ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত তথ্যগুলি সঠিকরূপে পরিবেশিত হয় নাই; সুতরাং এই সব বর্ণনা সতর্কতার সহিত গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত পুরাতন সূত্রগুলি হইতেও ইহার বিষয় খুব সামান্যই জানিতে পারা যায়। সুতরাং চরিত সংগ্রহ আস-শাক'াইকু''ন-নু'মানিয়্যাঃ (প্রথম সুলায়মানের তত্ত্বাবধানে সংকলিত) সর্বতোভাবে সুন্নী দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হইয়াছে। কিন্তু উহা দ্বারা স্পষ্টতই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তুর্কী সাম্রাজ্যের অধিকাংশ পূর্ববর্তী ফাক'ীহ্-ই মিসরে অথবা পারস্যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন অথবা 'আরব অথবা পারসিক শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ফাখরু'দ-দীন আল-'আজামী (মুফতী ১৪৩০—১৪৬০ খৃ.), 'আলা-উ'দ-দীন আল-'আরাবী প্রমুখের ন্যায় কনস্টান্টিনোপলের প্রথম আমলের কতিপয় মুফতী ভিন্ন দেশীয় ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে 'উছ'মানের শ্বশুর শায়খ ইদী বালী তুর্কী ভূখণ্ডের প্রথম মুফতী ছিলেন বলিয়া কথিত ('Ilmiye Salnamesi' p. 315)। তাঁহারা আরও দাবী করেন যে, দ্বিতীয় মুরাদের অধীনে সর্বপ্রথমে অন্যান্য সকল মুফতীর উপরে ক্ষমতাসম্পন্ন মুফতিউ'ল-আনাম নিযুক্ত করা হইয়াছিল (সিজিল্ল-ই-'উছ'মানী, ১খ, ৬) এবং দ্বিতীয় মুহ'াম্মাদ কর্তৃক কন্স্টান্টিনোপল দখলের পর নূতন রাজধানীর মুফতীকে সরকারীভাবে শায়খু'ল-ইসলাম উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। সেই সময় খিদ্'র বেগ চেলেবিকে দুইজন ক'াদ'ী 'আস্কারের উপরে কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছিল (d' Ohsson, von Hammer), মুফতী যে তখনই অনেকখানি গুরুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন, উহার কোন প্রমাণ নাই। শাক'াইক' অনুসারে এই খিদ্'র বেগ শুধুমাত্র ইস্তাম্বুলের ক'াদ'ী ছিলেন, পক্ষান্তরে ফাখরু'দ-দীন আল-'আজামী মুফতী ছিলেন (পূ. গ্র., p. III, 81)। অবশ্য পরবর্তী সময়ে শায়খু'ল-ইসলাম উপাধির অধিকারী ব্যক্তিদের জীবনী লেখক দাওহ'াতু'ল-মাশাইখ গ্রন্থটি (দেখুন গ্রন্থপঞ্জী) মুফতী মুহ'াম্মাদ শামসু'দ-দীন ফিনারী (মৃ. ১৪৩০ খৃ.)-র জীবনী দিয়াই শুরু করিয়াছেন। ইহা একটি প্রচলিত রেওয়াজ বলিয়াই অনুমিত হয়। একমাত্র প্রথম সালীমের সময়ই কন্স্টান্টিনোপলে মুফতীর অসামান্য প্রভাব সূচিত হয় এবং ২৪ বৎসর যাবত খ্যাতনামা যিম্বিল্লি 'আলী জামালী এফেন্দী এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি ১৫০১ খৃ. হইতে ১৫২৫ খৃ. পর্যন্ত মুফতী ছিলেন। ক'াদ'ী 'আসকার'দ্বয় তখনও মর্যাদায় তাঁহার অপেক্ষা অগ্রগণ্য ছিলেন যেহেতু রাজকীয় দীওয়ানে (cabinet) তাহাদের আসন গ্রহণের অধিকার ছিল, কিন্তু মুফতীর তাহা ছিল না (শাক'াইক', পৃ. ৩০৫)। পক্ষান্তরে জানা যায় যে, উক্ত জামালী এফেন্দী সুলত'ান প্রথম সুলায়মানের নিকট হইতে তৎকর্তৃক প্রস্তাবিত ক'াদ'ী 'আসকারের যুক্ত-পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন (শাক'াইক', পৃ. ৩০৭)। সুলায়মানের আমলেই দেখা যায় যে, কনস্টান্টিনোপলের প্রধান মুফতী সাম্রাজ্যের সকল 'আলিম এবং সেই সঙ্গে সকল পর্যায়ের বিচারকগণের উপর অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব অর্জন করেন। d' Ohsson ও von Hammer-এর মতে এই মুফতী ছিলেন চিবি'যাদাহ্ মুহ্যি'দ-দীন এফেন্দী। উল্লেখ যে, ইনিই প্রথম মুফতী যিনি সুলত'ান কর্তৃক তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন (১৫৪১ খৃ.)।

কনস্টান্টিনোপলের মুফতীদের পদগত গুরুত্ব বৃদ্ধি ও মর্যাদার উন্নতি স্বাভাবিকভাবেই অর্জিত হইয়াছিল। সুলত'ানদের ইহাতে কোন হাত ছিল না, অবশ্য সুলত'ানগণ তাঁহাদিগকে শায়খু'ল-ইসলাম উপাধি প্রদান করিয়া ইহার স্বীকৃতি দান করিয়াছিলেন। অনেক মুফতীই এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন (নিম্নে দ্র.)। বিভিন্ন দিকে এই ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। Gaudefroy-Demombynes-এর একটি আকর্ষণীয় ধারণা এই যে, তিনি তুর্কীগণ কর্তৃক মিসর বিজিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপলের মুফতী এবং 'আব্বাসী খলীফাগণের মর্যাদার মধ্যে একটি চিত্তাকর্ষক সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন (La Syrie, Paris 1923, p. xxii)। পরিশেষে তুর্কী সাম্রাজ্যে শায়খু'ল-ইস-

লাম পদটিতে হয়তো আমরা প্রাচীন মরমী ধর্মীয় ঐতিহ্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিতে পারি, যে ঐতিহ্য বৈষয়িক প্রতিপত্তির পাশাপাশি বিচার-ক্ষমতা বর্জিত ধর্মীয় কর্তৃত্বের দাবীদার ছিল, বলিতে গেলে ইহা ছিল জনসাধারণের ধর্মীয় চেতনার অভিব্যক্তি।

উক্ত উপাধিধারীদিগকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা সুলত'ানগণের হাতে থাকা সত্ত্বেও (এই ক্ষমতা তাঁহারা মাঝে মধ্যে প্রয়োগও করিতেন) শায়খু'ল-ইসলামের পদটি যেভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী উহার পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল এই শেষোক্ত অনুমানই উহার ব্যাখ্যা। ২য় 'উছ'মান (১৬১৮-১৬২২ খৃ.) তাঁহার সময়ে মুফতীকে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন যেহেতু তিনি তাঁহার ভ্রাতৃ-হত্যা বৈধ বলিয়া ফাতওয়া দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু পরবর্তী সুলত'ানগণের আমলে শায়খু'ল-ইসলামের বিশেষ অধিকারগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৪র্থ মুরাদ মুফতী আখী যাদাঃ হ'সায়নকে (১৬৩২ খৃ.) হত্যা করাইয়াছিলেন, কিন্তু পদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

ইহার ষোল বৎসর পরে মুফতী 'আবদু'র-রাহ'ীম এফেন্দীই ১ম ইব্রাহীমের সিংহাসনচ্যুতি এবং হত্যার ব্যাপারে অগ্রনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য সেজন্য তাঁহাকে তাঁহার পদ হারাইতে হইয়াছিল। সর্বশেষ মুফতী যিনি দীর্ঘ কয়েক বৎসরকাল নিজ পদে বহাল থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি ছিলেন আবু'স'-সু'ঊদ (১৫৪৫-৭৪ খৃ.)। ইহার পরে তাঁহারা গড়ে তিন-চারি বৎসর ব্যবধানে একজন আরেকজনের স্থলবর্তী হইতেন। ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে একই মুফতীর কয়েকবার স্বপদে বহাল হওয়াও সম্ভব হইয়াছিল। মুফতীদের যতই ঘন ঘন পরিবর্তন করা হইত, ততই ইহার সহিত প্রধান মন্ত্রী, রাজকীয় হেরেম, 'জেনিসারী' (বিশেষ সৈন্যবাহিনী) প্রভৃতি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে জড়িত হইত। এই ষড়যন্ত্রে কোন কোন মুফতীও নীতিবিগর্হিতভাবে জড়াইয়া পড়িতেন, যেমন বিখ্যাত ক'ারা চেলেবি যাদাঃ-এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন চরিত্রবান, তবুও তাঁহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে প্রায় কিছুই ছিল না।

পরবর্তীকালে (কখনও কখনও) একই পরিবারের লোক পুরুষানুক্রমে মুফতী হইতেন। তাঁহারা বিচার বিভাগীয় কোন সর্বোচ্চ পদে কার্যরত থাকার পর পদোন্নতির মাধ্যমে শায়খু'ল-ইসলামের পদ (সচরাচর তুর্কী উচ্চারণ মাশীখাত) অর্জন করিতেন। সুতরাং অধিকাংশ মুফতীই পদে নিযুক্তির পূর্বে 'ক'াদ'ী 'আসকার' থাকিতেন। এই প্রথা 'উলামা' এবং তাঁহাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একাত্ম বোধ সৃষ্টি করিয়াছিল। এই একাত্মবোধ পরবর্তীকালে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনায় প্রতিভাত হইয়াছে।

রাজ্যে উৎসবাদির ক্ষেত্রে শায়খু'ল-ইসলামের পদমর্যাদার যথার্থ অভিব্যক্তি ঘটিত। উৎসবের আইনানুসারে তিনি তৎকালীন 'আবু হ'ানীফাঃ'-র মর্যাদায় ভূষিত হইতেন। একমাত্র প্রধান মন্ত্রীই পদমর্যাদায় তাঁহার ঊর্ধ্বে থাকিতেন। শায়খু'ল-ইসলাম ব্যতীত তাঁহার আরও কতিপয় উপাধি থাকিত। উহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উপাধি মুফতি'ল-আনামই সর্বাধিক প্রচলিত ছিল।

রাজনৈতিক কর্তব্য হিসাবে সাধারণত ফাত্ওয়া প্রদান করাই তাঁহার কর্তৃত্বাধীন ছিল। সাধারণ লোকের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ফাত্ওয়া প্রদানের জন্য ফাত্ওয়া' আমীনী (Emini) নামে (পরে দেখুন) ভিন্ন একটি পদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। অবশ্য রাষ্ট্রীয় নীতি এবং শৃঙ্খলার ব্যাপারে অসংখ্য প্রশ্ন ফাত্ওয়া-এর সহিত জড়িত ছিল। 'আলী জামালী কর্তৃক মিসরের (১৫১৬ খৃ.) বিরুদ্ধে এবং আবু'স্'-সু'ঊদ কর্তৃক ভেনিসের (১৫৭০ খৃ.) বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফাত্ওয়া এই সম্পর্কে প্রথম পর্যায়ের উদাহরণ। দ্বিতীয় 'উছ'মানের আমলে মুফতী আস'আদ এফেন্দী ফাত্ওয়া দ্বারা যুবরাজদের ভ্রাতৃ-হত্যা অনুমোদন করিতে অস্বীকার করেন। সামাজিক শৃঙ্খলা বিষয়ক ফাতওয়ার দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আবু'স'-সু'ঊদ কর্তৃক কফি পান সংক্রান্ত এবং 'আবদুল্লাহ এফেন্দী কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের বৈধ হওয়ার ফাতওয়া' (১৭২৭ খৃ., দেখুন Babinger, Stambuler Buchwesen, Leipzig 1919, p. 9) এবং আস্'আদ এফেন্দী কর্তৃক তৃতীয় সালীমের 'নিজ'াম-ই-জাদীদ' (সংস্কার) বৈধকরণের ফাতওয়া। মুফতীগণ তাঁহাদের ফাত্ওয়া-র সাহায্যে বিভিন্ন ক'ানুননামাঃ অনুমোদন করত রাজকীয় আইন প্রণয়নের সহিত সহযোগিতা করিতেন, যথা: ১ম সুলায়মানের সমস্ত ক'ানুনে আবু'স'-সু'ঊদের অনুমোদন ছিল (তু. Milli tetebbuler medjmuasi, 1331, i. Nos 1 and 2)। এতদ্ব্যতীত গুরুত্বপূর্ণ সকল রাজনৈতিক বিষয়ে শায়খু'ল-ইসলামের সহিত পরামর্শ করার নিয়ম ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুফতীগণ এইভাবে সামাজিক ব্যাপারে তাঁহাদের ফলপ্রসূ প্রভাব খাটাইতেন। যদিচ তাঁহাদের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে তাঁহাদিগকে সুলত'ানের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে অনেক সময় পীড়ন ভোগ করিতে হইত।

যদিও খৃ. ১৯শ এবং ২০শ শতাব্দীতে তুর্কী সাম্রাজ্যে শায়খু'ল-ইসলামের আর কখনও সেই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল না, তথাপি প্রয়োজনের তাকীদে কখনও কখনও প্রশাসনিক কৌশলরূপে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষে ঐ মর্যাদাপূর্ণ এক ঐতিহ্যবাহী পদের অধিকারীর নিকট ফাত্ওয়ার আবেদন করা হইত। যেমন ১৯০৯ খৃস্টাব্দে 'আবদু'ল-হ'ামীদের অপসারণের সময়ে, ১৯১৪ খৃস্টাব্দে জিহাদের ঘোষণা এবং ১৯২০ খৃস্টাব্দে আংকারার জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে ফাত্ওয়া। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ফাত্ওয়াসমূহ শুধু তুর্কী সাম্রাজ্যের জাতীয় নীতির সহিত জড়িত ছিল না; বরং উহা সমগ্র মুসলিম জাহানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। ফলে সমগ্র মুসলিম জগতে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক জাগরণ লক্ষিত হইল এবং 'উছ'মানী খিলাফাতের মর্যাদা এবং শায়খু'ল-ইসলামের প্রভাব বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের আন্দোলনকে জোরদার করিয়া তুলিল। ১৬শ শতাব্দীর পর্যটকগণ (e. g. Ricaut) শায়খু'ল-ইসলামকে পোপের সহিত তুলনা করিয়াছেন। Volney (Voyage on Syria, Paris 1789/1790, ii, 371) তাঁহাকে সমগ্র মুসলিম জাহানের খলীফার ধর্মীয় প্রভাবের প্রতিভূ মনে করিতেন। যথার্থভাবে বলিতে গেলে ইহা সত্য যে, মুফতীর যে কোন ফাত্ওয়ায় সকল মুসলিমের প্রতিই আহ্বান থাকিত এবং যাহার ইচ্ছা হইত সে উহা অনুসরণ করিত। একমাত্র ১৯১৪ খৃ. খৃস্টান এবং মুসলিম উভয়েই কনস্টান্টিনোপলের শায়খু'ল-ইসলামের আধ্যাত্মিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়াছিল (তু. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, iii. 272)।

'আলিম সমাজের প্রধানরূপে বিচার বিভাগীয় ৬টি উচ্চ পর্যায়ের পদে সরকার কর্তৃক মনোনয়ন দানের পূর্বে মুফতীর নিকট সুপারিশ চাওয়া হইত। মুফতী কদাচিৎ বিচারকরূপে কাজ করিতেন।

খৃ. ১৮শ শতাব্দীর শেষদিকে যখন তুর্কী সাম্রাজ্যের শাসন কার্যের

আধুনিকীকরণ শুরু হইল, তখন শায়খু'ল-ইসলামের কর্তৃত্বাধীনে একটি শাসন বিভাগ ক্রমান্বয়ে গঠন করা হইল। মুফতীর বহুবিধ কার্যে সহযোগিতা করার জন্য তখন কতিপয় লোক নিযুক্ত হইত; যেমন, কেতখোদা অথবা কা'আয়া; ইহারা মুফতীর প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিতেন। তেল-খীস'জী (tel-Khisdji) খলীফার দরবারে মুফতীর প্রতিনিধি ছিলেন। মিক্তুব্জী (mektubdji) সাধারণ কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন এবং ফাত্ওয়া আমীনীর দায়িত্ব ছিল জনসাধারণ কর্তৃক প্রার্থিত ফাত্ওয়া প্রস্তুত করা এবং সরবরাহ করা। এই সকল কার্যানুষ্ঠানের জন্য প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দফতর থাকিত। তানজ'ীমাতের যুগে (প্রশাসনিক পুনর্গঠন যুগে, ১৮৩৯ খৃ.-এর পরে) ঐ সকল বিভাগীয় দফতর সুসংবদ্ধ করা হইয়াছিল। জেনিসারীদের প্রধানের পূর্ববর্তী বাসগৃহকেই তখন শায়খু'ল-ইসলামের দফতরে পরিণত করা হইল। তখন হইতে সেই দফতরকে শায়খু'ল-ইসলাম 'ক'াপিসি' অথবা বাব-ই-ফাত্ওয়া বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইত। এই দফতরগুলি লোপ করার পূর্ব পর্যন্ত এইগুলি এইখানেই অবস্থিত ছিল। এই বিভাগটি আওক'াফ ছাড়া ধর্মভিত্তিক সকল প্রতিষ্ঠানের শাসন এবং সংরক্ষণের বিধিব্যবস্থা করিত। তিনি এই পর্যায়ে ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের সমশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন; যেইগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীতে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তিনি মন্ত্রী পরিষদের সদস্য থাকিতেন এবং তাঁহার কার্যকালের মেয়াদ উক্ত মন্ত্রী পরিষদের মেয়াদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিত। মন্ত্রী পরিষদের অন্য সদস্যের উপর তাঁহার প্রাধান্য ছিল। মিদহ'াত পাশা কর্তৃক ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে গণতন্ত্রের ২৭ ধারায় ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। উক্ত ধারা মতে, প্রধান মন্ত্রী ও শায়খু'ল-ইসলাম সরাসরি সুলত'ান কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন, পক্ষান্তরে অপরাপর উযীরগণ প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। ১৮শ শতাব্দী হইতে প্রধান মন্ত্রী এবং শায়খু'ল-ইসলামই ছিলেন মাত্র দুইজন কর্মচারী, যাঁহাদের পদাভিষেক হইত সুলত'ানের সামনে। ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী সাম্রাজ্যে শায়খু'ল-ইসলামের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। ১৮৩৯ খৃ. তুর্কী রাষ্ট্রীয় পরিষদ (শূরা-ই-দাওলাত) অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহার প্রভাব অনেকখানি হ্রাস করে। অতঃপর ১৮৭৯ খৃ. নূতন বিচার-বিভাগীয় মন্ত্রীর অধীনে ('আদলিয়াঃ নেজ'ারেতী) গঠিত নূতন 'আদালত এবং ফৌজদারী বিধি সম্পর্কিত ট্রাইবুন্যাল শায়খু'ল-ইসলামের ক্ষমতা আরও বহুলাংশে লোপ করিয়া দেয়। শারী'আঃ এবং নিজ'ামিয়াঃ ট্রাইবুন্যাল অনুসারে তাঁহার ক্ষমতা এবং অধিকারের সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। নবীন তুরস্কে এই ব্যবস্থা একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় সংস্কাররূপে গণ্য হয় (দ্র. যিয়াগোক আলাপের কবিতা 'মেশীখাত, পৃ. ৬২ of Aus der religiosen Reformbewegung in der Turkei, by Dr. A. Fischer, Leipzig 1922)। ইহার স্বাভাবিক পরিণতিতে ১৯১৬ খৃ.-এ নব-গঠিত তুর্কী সরকার মাহ'াকিম-ই শারী'আঃ-র শাসন পরিচালনভার বিচার বিভাগীয় মন্ত্রীর অধীনে এবং মাদরাসাগুলি শিক্ষা মন্ত্রীর অধীনে স্থানান্তরিত করে। আধুনিক সামাজিক আইন প্রবর্তনের নামে শায়খু'ল-ইসলাম সম্পর্কে এই সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল, সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলিতে গিয়া এই অজুহাত পেশ করা হয় যে, তানজ'ীমাতের সময় যে সকল ভুলভ্রান্তি করা হইয়াছিল উহার পুনরাবৃত্তি যেন না হয় এবং মাশীখাত-ই-ইসলামিয়্যাকে একটি খাঁটি ধর্মীয় দফতরে যেন পরিণত করা যায় (দ্র. e.g. The Tanin of Oct. 31 and Nov. 2, 1916)। শায়খু'ল-ইসলামাত দফতরের অধীন একই উদ্দেশ্যে ১৯১৭ খৃ.-এ দারু'ল-হি'ক্মাঃ আল-ইসলামিয়্যাঃ (ইসলামী জ্ঞান কেন্দ্র) নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মুদ্রস (Mudros)-এর সাময়িক সন্ধির পর (২ নভেম্বর, ১৯১৮ খৃ.) নূতন সরকার আসিয়া নব্য তুর্কীদের সংস্কার বাতিল করিয়া দেন। অবশ্য শায়খু'ল-ইসলামাত-এর দিনও তখন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। কেননা ১৯২২ সনের নভেম্বরে তুর্কী জাতীয়তাবাদী দলের বিজয়ের পরে কনস্টান্টিনোপলে পূর্ববর্তী সরকারের যে সকল সংস্থা ছিল, সবই বিলোপ করা হইল। নূতন সরকারের কর্মচারীবৃন্দ পূর্ববর্তী সরকারের কর্মকাণ্ডগুলি আঙকারায় সম্পন্ন করিতে থাকে। এই সরকার শায়খু'ল-ইসলামাত তাঁহাদের সরকারের অন্তর্ভুক্ত করিলেন না। নূতন সরকারের গঠনতন্ত্রে শার'ইয়াঃ ওয়াকালেতী নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদের মুল্লা-বিরোধী মনোভাবের জন্য শায়খু'ল-ইসলামাত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত হয় নাই। তদস্থলে তাঁহারা ১৯২৪ সনের ৩ মার্চ তুর্কী খিলাফাত উচ্ছেদের দিনে একটি আইন পাস করত উদারভিত্তিক 'দিয়ানাত ইশ্লেরি রেইস্লিরি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শায়খু'ল-ইসলাম-এর পদের তাঁহার জীবনের শেষদিকের পূর্ণ ইতিবৃত্ত মুস্ত'াফা খায়রী এফেন্দীর শক্তিমান পরিচালনাধীনে তদানীন্তন শায়খু'ল-ইসলামাত কর্তৃক ১৩৩৪/১৯১৬ সনে প্রকাশিত 'Ilmiye Salnamesi-তে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) রিফ্'আত এফেন্দী, দাওহ'াতু'ল-মাশা'ইখ, লিথো. ইস্তাম্বুল তা. বি.; (২) 'আলী এমীরী এফেন্দী, যায়ল, 'ইল্‌মিয়া সালনামেসি, পৃ. ৩২২—৬৪১; (৩) Ricaut, The History of the Present state of the Ottoman empire[6], London 1686, p. 200 প.; (৪) D'Ohsson, Tableau General de l'Empire Othoman, ii, Paris 1790, p. 256 প.; (৫) J. von Hammer, Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung, Vienna 1815, ii. 373 প.; (৬) Dr. Stephan Kekule, Uber Titel, Amter, Rangstufen und Anreden in der offiziellen osmanischen Sprache, Halle 1892, p. 16 প.; (৭) G. Young, Corps de droit Ottoman, Oxford 1905, i. 285 প.; (৮) A. H. Lybyer, The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman The Magnificent, Cambridge 1913, p. 207 প.।

J. H. Kramers (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

শায়বাঃ (شيبة) কা'বাঃ-রক্ষকদের নাম (সাদানাঃ, হ'াজাবাঃ)। ইঁহাদের কর্তৃত্ব অবশ্য আল্লাহ্‌র গৃহের (মাস্জিদু'ল-হ'ারাম) সম্পূর্ণ এমন কি, যাম্‌যাম কূপের প্রাচীর ও উহার সংলগ্ন স্থানসমূহ পর্যন্তও প্রসারিত নহে। ইঁহারা হইতেছেন বানূ শায়বাঃ বা শায়বিয়্যূন এবং ইঁহাদের দলপতিকে যা'ঈম বা শায়খ বলা হইত।

আধুনিক গ্রন্থাবলীতে ইঁহাদের বিষয় খুব সামান্যই উল্লেখ রহিয়াছে। যে সময়ে ইঁহারা কা'বাঃ শারীফের দ্বারোদ্ঘাটন করেন, তৎকালীন বর্ণনা পাওয়া যায় Snouck Hurgronje-এর রচনায়। তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা কিছু দর্শনীর (fee) বিনিময়ে মু'মিনগণকে কা'বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি

মক্কার এই রসাত্মক প্রবচনটির উদ্ধৃতি দান করেন ঃ "বানূ শায়বাগণ যখন হাসিমুখ তখন নিঃসন্দেহে উক্ত দিনটি কা'বাঃ গৃহের দ্বার উন্মোচনের দিন।" পবিত্র গৃহের গি'লাফের খণ্ডিতাংশসমূহের বিক্রয়লব্ধ অর্থ তাঁহাদের জন্য আর একটি আয়ের উৎস। উক্ত গি'লাফ তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর পরিবর্তিত হইয়া থাকে। বাহাত বাদশাহ্র জন্য সংরক্ষিত গি'লাফের জড়োয়া অংশসমূহ অল্প বিস্তর বিনামূল্যে হা'জ্জ উপলক্ষে বাদশাহ্র প্রতিনিধিত্বকারী বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরিত হয়। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী (Chroniken d. Stadt Mekka, iii. 72) অবশিষ্টাংশ (গি'লাফ) শায়বিয়্যূনদের প্রাপ্য। তাঁহারা ইহা মসজিদের প্রধান দ্বার বাবু'স-সালাম-এ (বাত্তানূনী, পৃ. ১৩৯) প্রাচীন বাব বানী শায়বাঃয় অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্রয় কেন্দ্রে বিক্রয় করিতেন। কা'বার মেঝে পরিষ্কার কার্য হইতেছে একটি পবিত্র ক্রিয়া, উহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া সুবিখ্যাত ব্যক্তিগণ গৌরবান্বিত বোধ করেন (ইবন জুবায়র, পৃ. ১৩৮; বাত্তানূনী, পৃ. ১০৯)। উক্ত ক্রিয়ায় (কা'বার মেঝে পরিষ্কারের কাজে) ব্যবহৃত বলিয়া ঘোষিত খর্জুরপত্র নির্মিত সম্মার্জনীসমূহও তাঁহারা (শায়বিয়্যূন) তথায় (বাবু'স-সালাম-এ) বিক্রয় করিয়া থাকেন। বিশ্বাসিগণের প্রদত্ত উপহারসমূহও, যদ্দ্বারা কা'বাঃ শারীফের অভ্যন্তরভাগ সুসজ্জিত হয়, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত থাকে। এই ভাণ্ডারে অত্যন্ত বিচিত্র সামগ্রীর সমাবেশ রহিয়াছে, যথা ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্মিত দ্রব্যাদি, বহুমূল্য প্রস্তরসমূহ, অতীব সুসজ্জিত প্রদীপরাজি, দূর দেশস্থিত ইসলামে দীক্ষা গ্রহণকারিগণের উপহাররাশি।

গোত্র প্রধান শায়বার জীবিতকালে হযরত 'উমার (রা) একবার কা'বার ধন-সম্পদ জনগণের মধ্যে বিতরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাসূল কারীম (স') ও হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর সময় এইরূপ করা হয় নাই বলিয়া তিনি নিরস্ত হন (উসদু'ল-গা'বাঃ, ৩খ, ৮)। কা'বাঃ শারীফের অভ্যন্তরস্থ পর্দার যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। এক সময়ে মাকা'াম ইব্রাহীমের তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁহাদের উপর অর্পিত ছিল।

শায়বিয়্যূন কর্তৃক এই সব বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান পরিচালনা এতটা সুপরিচিত যে, ইহা এখন আর কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করে না। এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা পূর্ববর্তী লেখকগণের এবং বিশেষ করিয়া হা'জ্জ ও 'উমরাঃ যাত্রীদের অধিকতর কৌতূহলের উদ্রেক করিতেন। ইবন জুবায়র (১১৮৩ খৃ. এবং নাসি'র-ই-খুসরাও, ১২৭৬ খৃ.) এই সম্পর্কে বিশেষ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন।

বানূ শায়বার এই বিশেষ অধিকার বহু প্রাচীন। নবম শতাব্দীর ঐতিহাসিক ইবন হিশাম, ইবন সা'দ, য়া'কূবী এবং হা'দীছে'র গ্রন্থসমূহের সংকলকগণ ইহা সমর্থন করেন।

মক্কার আত্মসমর্পণের দিনে মহানবী (স') কা'বার চাবি 'উছ'মান ইব্ন ত'ালহা'ঃ-র হাত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। এই ত'ালহা'ঃ ইতঃপূর্বে আল-হ'দায়বিয়্যায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (তাবারী, ত'া'রীখ, ১খ, ১৬০৪, ২খ, ২৩৪৮; ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৫খ, ৩৩১; আল-আয্রাক'ী, Chroniken, ১খ, ১৮৭)। কা'বাঃ শারীফের প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক এই সময় উল্লিখিত 'উছ'মান ইব্ন ত'ালহা'ঃ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত এই শায়বাঃ মক্কা বিজয়কাল পর্যন্তও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। তবে এই বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, য়াযীদ ইব্ন মু'আবি'য়ার শাসনকালাবধি তাঁহার যথেষ্ট আঞ্চলিক প্রভাব ছিল (দ্র. ইব্ন হিশাম, পৃ. ৮৪৫; Chroniken, ১খ, ৬৭, ২খ, ৪৬, ৩খ, ১৫)।

একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবলে শায়বিয়্যূন পবিত্র গৃহের হি'জাবাঃ (তত্ত্বাবধায়ক পদ) লাভ করিয়াছিলেন। যাম্যামের পার্শ্ববর্তী প্রবেশ-দ্বারের নিম্নস্থ পথের নাম হইতে ইহা অনুমান করা যায়। উক্ত প্রবেশ-দ্বারের নিম্নস্থ পথ 'মাসজিদু'ল-হ'ারাম'-এর প্রাচীরের প্রাচীন সীমা-রেখা চিহ্নিত করিতেছে। যখন কা'বাঃ প্রাঙ্গণ বিস্তৃত করা হইয়াছিল তখন কা'বাঃ এবং স্তম্ভের উপরিস্থিত প্রাচীন খিলান শ্রেণীর সমরেখায় অবস্থিত দ্বারটি, যাহা বর্তমানে 'বাবু'স-সালাম'-রূপে কথিত, তাহা 'বাব বানী-শায়বাঃ' নামে অভিহিত হইত (সম্পূর্ণ বিষয়ের উপর দেখুন ঃ Gaudefroy-Demombynes, Le Pelerinage a la Mecque, Paris 1923, p. 57 প.)।

Gaudefroy-Demombynes (S.E.I.)/আবুল কালাম মুস্তাফা

(আশ)-শায়বানী (الشيباني) আবূ 'আব্দিল্লাহ্ মুহ'ম্মাদ ইব্নু'ল-হ'াসান ইব্ন ফার্ক'াদ', বানূ শায়বানের মাওলা (আশ্রিত), হ'ানাফী মায্'হাবের একজন ফিক্'হ বিশারদ 'আলিম, ১৩২/৭৪৯—৫০ সনে ওয়াসিত'-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং কূফাতে প্রতিপালিত হন। ১৪শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর নিকট অধ্যয়ন করেন এবং আইন সম্বন্ধীয় যুক্তি-তর্কের মূলনীতি শিক্ষা লাভ করেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি কূফার মসজিদে বক্তৃতা করিতেন বলিয়া শোনা যায়। হা'দীছে'র জ্ঞান তিনি সুফয়ান আছ'-ছা'ওরী (মৃ. ১৬১ হি.), আল-আওযা'ঈ (মৃ. ১৫৭ হি.) এবং অন্যান্য 'আলিম, বিশেষ করিয়া মালিক ইব্ন আনাসের নিকট হইতে লাভ করেন। তিন বৎসর ধরিয়া তিনি মদীনায় শেষোক্ত দরসে হা'দীছ' (হা'দীছে'র ক্লাসে) যোগদান করেন। যাহা হউক, ফিক্'হশাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে তিনি প্রধানত আবূ য়ূসুফের নিকট ঋণী। কিন্তু শীঘ্রই খ্যাতিমত্তায় তিনি আবূ য়ূসুফকে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। ফলে আবূ য়ূসুফ (র) তাঁহার জন্য সিরিয়া বা মিসরের বিচারপতির একটি পদ প্রদানের চেষ্টা করেন। কিন্তু শায়বানী উক্ত পদ প্রত্যাখ্যান করেন। ১৭৬/৭৯২-৩ সনে খলীফা হারূনু'র-রাশীদ তাঁহার সহিত যায়দী ইমাম য়াহ্'য়া ইব্ন 'আব্দিল্লাহ্র ব্যাপারে আলোচনা করেন। এই উপলক্ষে তিনি স্বীয় স্পষ্টবাদিতার জন্য খলীফার অনুগ্রহ হারাইয়া বসেন এবং তাঁহাকে 'আলীপন্থী বলিয়া সন্দেহ করা হয় (ত'াবারী, ৩খ, ৬১৯; কারদারী, ২খ, ১৬৩ প.)। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি মুরজি'আঃ (দ্র.)-পন্থী ছিলেন। (ইব্ন কু'তায়বাঃ, মা'আরিফ, পৃ. ৩০১; শাহরাস্তানী, সম্পা. Cureton, পৃ. ১০৮)। তবে তিনি শী'আঃ কর্মতৎপরতার সহিত জড়িত ছিলেন না বলিয়া মনে হয় (ফিহ্রিস্ত, পৃ. ২০৪)। খলীফা হারূন ১৮০/৭৯৬ সনে আল-রাক্'ক'াকে রাজধানীতে পরিণত করিয়া-ছিলেন এবং উক্ত সনেই তিনি শায়বানীকে আল-রাক্'ক'ার কায-ী নিযুক্ত করিয়াছিলেন (ত'াবারী, ৩খ, ৬৪৫); ১৮৭/৮০৩ সনে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়। খলীফা হারূনের সঙ্গে খুরাসান যাওয়া (১৮৯/৮০৫) পর্যন্ত তিনি বাগদাদে অবস্থান করেন। খলীফা তাঁহাকে খুরাসানের কায-ী নিযুক্ত করেন [আবূ হা'খিম (মৃ. ২৯২ হি.)-এর কারদারীতে (২খ, ১৪৭) বর্ণিত মতে]। সেখানে তিনি উক্ত বৎসরই আর-রা'য়ের নিকটবর্তী রান্বুয়েতে ইনতিকাল করেন।

তিনি মধ্যমপন্থী যুক্তিবাদী (আহ্লুর-রা'য়) ছিলেন এবং তাঁহার

List>

মতামতকে যথাসম্ভব হ'াদীছ'ভিত্তিক বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইতেন। তিনি একজন দক্ষ ব্যাকরণবিদও ছিলেন। তাঁহার শাগরিদ-বৃন্দের মধ্যে ইমাম শাফি'ঈ (র.)-র নাম উল্লেখ করা হয়। ইমাম শাফি'ঈ তাঁহার বিরুদ্ধে একখানা বিতর্কমূলক গ্রন্থ রচনা করেন (কিতাবু'র-রাদ্দ 'আলা মুহ'াম্মাদ ইব্নি'ল-হ'াসান, কিতাবু'ল-উম্ম-এ Cairo 1325, vii, 277 পৃ.)। শায়বানী ও আবু য়ুসুফের নিকটই হ'ানাফী মাষ'হাব প্রাথমিক পর্যায়ে ইহার জনপ্রিয়তার জন্য ঋণী। তাঁহার রচনাবলীর উপরে প্রায়শ ব্যাখ্যা ও টীকা লিখিত হইয়াছে। তাঁহার এই রচনাবলীর সাহায্যেই আমরা ইমাম আবু হ'ানীফাঃ (র)-এর শিক্ষাধারার বিচার করিতে সমর্থ হই। অবশ্য এই রচনাবলী কোন কোন ব্যাপারে ইমাম আবু হ'ানীফাঃ (র)-এর ভাবধারায় বিরোধিতা করে। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে নিম্নোক্তগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণঃ কিতাবু'ল-আস্'ল ফি'ল-ফুরূ' বা আল-মাব্সূত'; কিতাবু'য-যিয়াদাত; কিতাবু'ল-জামি' আল-কাবীর (কায়রো ১৩৫৬ হি.); কিতাবু'ল-জামি' আস'-স'াগ'ীর (বুলাক' ১৩০২ হি., আবু য়ুসুফের কিতাবু'ল-খারাজের হ'াশিয়ায়); কিতাবু'স-সিয়ারি'ল-কাবীর (৪ খণ্ডে, আস-সারাখ্সীর ভাষ্য সম্বলিত, হায়দ্রাবাদ, ১৩৩৫—৩৬ হি.); কিতাবু'ল-আছ'ার (ভারতে লিথো); কিতাবু'ল-মাখারিজ ফি'ল-হি'য়াল (J. Schacht সম্পা. Leipzig 1930)। শেষোক্ত পুস্তকটি তাঁহার রচিত কিনা এই সম্পর্কে তৃতীয় শতকে বিতর্ক উঠিয়াছিল (তু. Probster, in Isl. v. 581, প. vi. 260 প.)।

তাঁহার শিক্ষক মালিক ইব্ন আনাসের মুওয়াত্ত'া'র বহু সমালোচনামূলক সংযোজন সমন্বিত একটি সংস্করণের জন্যও আমরা তাঁহার নিকট ঋণী। উহা সাধারণ সংস্করণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক (দ্র. Goldziher. Muh. Studien, ii, 222, কাযান-এ মুদ্রিত, ১৯০৯ খৃ.)। ইহা 'মাত্ত'া ইমাম মুহ'াম্মাদ' নামে পরিচিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ed. Sachau, ৭/২, ৭৮; (২) ইব্ন কু'তায়বাঃ, কিতাবু'ল-মা'আরিফ, ed. Wustenfeld, পৃ. ২৫১; (৩) আত'-ত'াবারী, ed. de Goeje, ৩খ, ২৫২১; (৪) আন-নাওয়াব'ীর জীবনীকোষ, পৃ. ১০৪-এ সংক্ষিপ্ত-সার আছে); (৫) ফিহ্রিস্ত, পৃ. ২০৩ প.; (৬) আল-খাত'ীব আল-বাগ'দাদী, তা'রীখ; (৭) আস্-সাম্'আনী, কিতাবু'ল-আন্সাব, GMS, xx. পত্র ৩৪২ ক; (৮) নাওয়াব'ী, পৃ. ১০৩ প.; (৯) আস-সারাখ্সী, শারহ'স-সিয়ারি'ল-কাবীর, ভূমিকা; (১০) ইব্ন খাল্লিকান, নং ৫৭৮; (১১) আল-কু'রাশী, আল-জাওয়াহির, হায়দ-রাবাদ ১৩৩২ হি., ২খ, ৪২-৪৪; (১২) আল-কারদারী, মানাকি'বু'ল-ইমামি'ল-আ'জ'াম. হায়দরাবাদ ১৩২১ হি., ২খ, ১৪৬-১৬৭; (১৩) ইব্ন কু'তু'লুবুগ'া, ed. Flugel, নং ১৫৯; (১৪) Barbier de Meynard, Notice sur Moh. b. Hasan, in JA, 4th Ser., xx. 1852, p. 406—419; (১৫) Flugel, Classen der hanafit. Rechtsgelehrten, p. 283; (১৬) Dimitroff, Asch-Schaibani und Sein corpus iuris, in MSOSAs., xi. 1908. p. 75—98; (১৭) Brockelmann. GAL, i. 178 প., Suppl. i. 288; (১৮) Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950.

W. Heffening (S.E.I.)/আবুল কালাম মুস্তাফা

শাহ্ জালাল (شاه جلال), (র) পূর্ণনাম জালালু'দ-দীন। তিনি ছিলেন য়ামানের অধিবাসী, ৫৯৬/১১৯৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মুহ'াম্মাদ—যিনি আবু সা'ঈদ তাব্রীযীর খলীফা ছিলেন। মুহ'াম্মাদ মুর্শিদের তাব্রীযী উপাধি ধারণ করিয়া মুহ'াম্মাদ তাব্রীযী নামে খ্যাত ছিলেন। শাহ্ জালাল চিরকুমার ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে মুজাররাদ (অবিবাহিত) বলা হয়। তাঁহার পিতৃপুরুষ কু'রায়শ বংশীয় ছিলেন। মাতা ছিলেন সায়্যিদাঃ। পিতা ও মাতার ইনতিকালের পর মামা সায়্যিদ আহ'মাদ কাবীরের তত্ত্বাবধানে শারী'আত ও মা'রিফাতের বিদ্যা হাসিল করেন। পরে পিতা মুহ'াম্মাদের মুর্শিদ আবু সা'ঈদ তাবরীযীর মুরীদ হন ও খিলাফাত লাভ করেন। এই কারণে তাঁহার পিতার ন্যায় তাঁহারও একটি উপাধি হয় 'তাব্রীযী'। আবু সা'ঈদ তাব্রীযীর ইনতিকালের পর তিনি শিহাবু'দ-দীন আস-সুহ্রাওয়ার্দীর মুরীদ হন। তিনি মুর্শিদের সঙ্গে প্রতি বছর হ'াজ্জ করিতেন। সফরের সময় মুর্শিদের খিদমাতের জন্যে জ্বলন্ত চুল্লী বহন করিতেন এবং গরম খাবার সরবরাহ করিতেন। তিনি বাহ্যা'উ'দ-দীন যাকারিয়্যার সঙ্গে মুলতানের পথে নীশাপুরে ফারীদু'দ-দীন 'আত্ত'ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। খুরাসানে তিনি খাজাঃ মু'ঈনু'দ-দীন চিশতীর সঙ্গে মিলিত হন এবং বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া কু'ত'বু'দ-দীন বাখতিয়ার কাকীকে শিহাবু'দ-দীন আস-সুহরাওয়ার্দীর খানক'াহ্-এ দেখিতে পান। এখানে তিনি জানিতে পান যে, খাজাঃ মু'ঈনু'দ-দীন চিশতী হিন্দুস্তানে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বাখতিয়ার কাকী তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া হিন্দুস্তানের পথে মুলতান পৌঁছেন এবং উভয়ে বাহ্যা'উ'দ-দীন যাকারিয়্যার সঙ্গে কিছু-দিন অবস্থান করেন। এই সময়ে নাস'ীরু'দ-দীন কু'বাচা মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। ত'াবাক'াতে নাসি'রীর মতে ৬২৫/১২২৭-২৮ সাল পর্যন্ত কু'বাচার শাসনকাল ছিল। সুলত'ান শামসু'দ-দীন ইলতুতমিশের (১২১০-৩৬ খৃ.) রাজত্বকালে তিনি দিল্লী আগমন করেন। সুলত'ান ইলতুতমিশ তাঁহাকে সাদর সম্বর্ধনা জানান। এই কারণে এই সাক্ষাৎকার ১২১০ খৃস্টাব্দে ইলতুতমিশের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে হইতে পারে না। বাখতিয়ার কাকী ৬১৩/১২১৬ সালে খাজাঃ মু'ঈনু'দ-দীনের নিকট মুরীদ হন বলিয়া দালীলু'ল-'আরিফীন গ্রন্থে উল্লেখ থাকায় ইহার পরেই, সাক্ষাতকার হওয়া সম্ভবপর। নাজমু'দ-দীন সুগ'রার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া শাহ জালাল বাদায়ূন হইয়া বাংলাদেশে আগমন করেন। এখানে স্বল্পকাল অবস্থান করিয়া মুর্শিদের খিদমতের জন্য তিনি আবার বাগদাদ প্রত্যাগমন করেন। শিহাবু'দ-দীন আস-সুহ্রাওয়ার্দীর ইনতিকালের (৬৩২/১২৩৪-৩৫) পর তৎপুত্র ও খলীফা বাহ্যা'উ'দ-দীন আস-সুহরাওয়ার্দীর খিদমাতে আগের মতই পঁচিশ বৎসর নিয়োজিত থাকেন (৬৩২+২৫=৬৫৭ হিজরী পর্যন্ত)। ফারীদু'দ-দীন গাঞ্জে শাকারের এক বর্ণনায় এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ণনাটি নিম্ন-রূপ: "শায়খ জালালু'দ-দীন তাবরীযী তাঁহার পীর শায়খ বাহ্যা'উ'দ-দীন-এর সহিত সর্বদাই থাকিতেন। তিনি শায়খ বাহ্যা'-উ'দ-দীনের এতটা সেবা-শুশ্রূষা করিতেন যে, অন্য কোন মুরীদ ততটা করিতেন না। একদা তিনি জ্বলন্ত চুল্লী মাথায় করিয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় যাইতে-ছেন?' তিনি উত্তর করিলেন, 'হ'াজ্জে'। তাঁহার খিদমতের পদ্ধতি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। আশেপাশের লোক-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কতদিন যাবত তিনি এইভাবে (এই) পীরের খিদমত করিতেছেন? তাহারা বলিল, পঁচিশ বৎসর যাবত আমরা এমনই দেখিতেছি" [দ্র. ইসরারু'ল-আওলিয়া,

পৃ. ৪৫]। ৬৫৬/১২৫৮ সালে বাগদাদের 'আব্বাসী খিলাফাত যখন দুর্ধর্ষ হলাগু খানের বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয় এবং খলীফা মু'তাসি'ম বিল্লাহ্ নিহত হন তখনও শাহ্ জালাল বাগদাদে উপস্থিত ছিলেন—এই কথার প্রমাণ ইব্নে বাতূ'তার সফরনামা (رحلة)-য় পাওয়া যায়। এইভাবে সমসাময়িক দুইটি প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে, শাহ্ জালাল ৬৫৬-৫৭ হিজরী সালেও বাগদাদে ছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তিনি মক্কা হইতে জন্মভূমি য়ামান আগমন করেন। সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় মুর্শিদ একমুষ্ঠি মৃত্তিকা প্রদান করিয়া অনুরূপ (বর্ণ, গন্ধ, স্বাদবিশিষ্ট) মাটি যে স্থানে পাওয়া যাইবে সে স্থানে বসতি স্থাপনের হুকুম দেন। এই মাটি শাহ্ জালালের একজন অনুসঙ্গীর [পরবর্তীকালে চাশ্নীপীর নামে খ্যাত] নিকট মাওজুদ রাখা হয়। তিনি পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানের মাটির স্বাদের সহিত এই মাটির স্বাদ জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া পরীক্ষা করিতেন। শাহ্ পরান, হ'াজ্জী য়ূসুফ, বুরহানু'দ-দীন ক'াত্তাল, তাজু'দ-দীন কু'রায়শী প্রমুখ শাহ্ জালালের অনুসঙ্গী ছিলেন। য়ামান রাজ শাহ্ জালালকে পরীক্ষা বা জব্দ করার জন্য বিষমিশ্রিত শরবত পান করিতে দিয়াছিলেন। শাহ্ জালাল 'বিসমিল্লাহ্' বলিয়া এই শরবত পান করেন। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় বিষের কোন প্রতিক্রিয়াই হইল না। এই সময়ে য়ামানের রাজা ইন্তিকাল করেন। শাহ্ জালাল য়ামান ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলে য়ামানের শাহ্যাদাও তাঁহার অনুসঙ্গী হইতে চাহিলেন। কিন্তু শাহ্ জালাল তাঁহাকে ইসলামী ন্যায়-নীতি অনুযায়ী দেশ শাসনের জন্য উপদেশ দান করিয়া উপমহাদেশের পথে য়ামান ত্যাগ করেন। কিন্তু রাজ্য শাসন য়ামান-যুবরাজের পসন্দ হইল না। তিনি পথিমধ্যে শাহ্ জালালের অনুসঙ্গী হইলেন। য়ামান, বাগদাদ, গযনী, মুলতান প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু সংখ্যক দরবেশ তাঁহার অনুসঙ্গী হইলেন। এইবার দিল্লীতে নিজ'া-মু'দ-দীন আওলিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইলেন। দিল্লী ত্যাগের সময় তিনি শাহ্ জালালকে একজোড়া নীল কবুতর উপহার দিয়াছিলেন। এইগুলির বংশধর অদ্যাবধি 'জালালী কবুতর' নামে সুপরিচিত। জালালু'দ-দীন গাজে শাক্রের জীবদ্দশায় শাহ্ জালাল বদায়ূন হইয়া লাখনৌতি আগমন করেন এবং কিছুদিন পর পাণ্ডুয়ায় আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। এইখানে তিনি জমি খরিদ করিয়া ওয়া-ক্'ফ করিয়া দেন। এই সম্পত্তির আয় বাইশ হাজার টাকা ছিল বলিয়া ইহা বাইশ হাজারী এস্টেট নামে খ্যাত ছিল। এখানে তিনি খানক'াহ্ও স্থাপন করেন এবং লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। বাইশ হাজারী এস্টেটের আয় হইতে ইহার ব্যয় নির্বাহ হইত। এই লঙ্গর-খানায় আগন্তুক মুসাফির, নও-মুসলিম, ফকীর-মিসকীন সকলেই বিনা পয়সায় খাবার পাইত। খানক'াহ্ ও মসজিদে তাস'াওউফ সহ দীনী-শিক্ষা দান করা হইত। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী দেওতলায়ও শাহ্ জালালের চিল্লাহ্খানাহ্ ছিল। এই এলাকার নামকরণ হয় কসবা তাবরীযাবাদ বা বিলাদে শায়খ জালাল—অর্থাৎ শায়খ জালালের শহর। পাণ্ডুয়ার কয়েকটি শিলালিপিতে শাহ্ জালালু'দ-দীন তাব্রীযী এবং দেওতলা বা তাব্রীযাবাদের কতিপয় শিলালিপিতে শায়খ জালাল বা শায়খ জালাল (ইব্ন) মুহ'াম্মাদ তাবরীযী-র উল্লেখ পাওয়া যায়। দেওতলা বাইশ হাজারী এস্টেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাণ্ডুয়া, দেওতলাকে কেন্দ্র করিয়া শায়খ জালাল উত্তর বাংলা অবধি দীর্ঘকাল ইসলাম প্রচার করেন। অতঃপর স্বপ্নযোগে তিনি পূর্ব-বাংলায় আগমন করেন এবং সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করিয়া ইসলাম প্রচার করিতে থাকেন। ৭০৩/১৩০৩ সালে তাঁহার নেতৃত্বে সিলেট বিজিত হয়।

সিলেট বিজয়ের ঘটনাটি নিম্নরূপঃ সিলেটে তখন রাজা গৌর গোবিন্দের রাজত্ব ছিল। এই রাজা ছিল ঘোরতর জালিম। প্রচলিত কাহিনীমতে বুরহানু'দ-দীন নামীয় এক মুসলিম তাঁহার পুত্র সন্তানের 'আক'ীক'াঃ উপলক্ষে গরু যবেহ্ করিলে রাজা তাঁহার পুত্রটিকে হত্যা করে ও তাঁহার ডান হাত কর্তন করে। অন্যায়ের প্রতিকারের আশায় বুরহানু'দ-দীন ফীরূয শাহের দ্বারস্থ হন। তিনি দিল্লীর সুলত'ান 'আলাউ'দ-দীন খালজীর (১২৮৬-১৩১৬ খৃ.) অধীনস্থ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। ফীরূয শাহ্ সিকান্দার খানকে সিলেট অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু গৌর গোবিন্দের যাদুর প্রভাবে তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। এই সময়ে শাহ্ জালাল সোনার-গাঁওকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব বাংলায় ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সিকান্দার খানের অনুরোধে বাংলার সুলত'ান নাসি'রু'দ-দীনের নেতৃত্বে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁহারা উভয়ে শাহ্ জালালের দু'আ ও সাহায্য প্রার্থী হন। শাহ্ জালাল ৩৬০ জন আওলিয়া' ও বহু ভক্ত মর্দে মুজাহিদসহ জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। শাহ জালালের উপস্থিতি ও আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে মুসলিম বাহিনীর নৈতিক বল ও সাহস বৃদ্ধি পায় এবং গৌর গোবিন্দের বাহিনী পরাস্ত হয়। ৭০৩/১৩০৩ সালে এইভাবে সিলেটে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহ্ জালাল সিলেটে বসতি স্থাপন করেন। কারণ মুর্শিদের দেওয়া 'আরবীয় মাটির স্বাদ এখানকার মাটির সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিলিয়া যায়। তাঁহার অনুসারী (বৈজ্ঞানিক) চাশনী পীরের পরীক্ষায় ইহা প্রমাণিত হয়। চাশনী পীরের মাযার সিলেট শহরে অবস্থিত। শাহ জালালের প্রভাবে সিলেট বিজিত হওয়ায় সিলেটের অপর নাম হয় জালালাবাদ। সিলেট বিজয়ে ৩৬০ আওলিয়ার প্রভাব থাকায় সিলেট ৩৬০ আওলিয়ার মুলুক নামেও খ্যাত। শাহ্ জালাল সিলেট বা জালালাবাদকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানেও তিনি লঙ্গরখানা চালু করেন। সিকান্দার খান সিলেটের প্রথম মুসলিম শাসক। শাহ জালাল (র)-এর নির্দেশে তিনি ইসলামী শাসন কায়েম করেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি লাভ করিয়া সিকান্দার খান সিকান্দার শাহ নামে খ্যাত হন। শাহ্ জালাল তাঁহার অনুসঙ্গী ৩৬০ আওলিয়ার অনেককেই বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতা অতুলনীয় ছিল। তিনি স'া'ইমু'দ-দাহ্র ছিলেন অর্থাৎ নিষিদ্ধ দিনগুলি বাদে সারা বৎসর স'াওম পালন করিতেন। তিনি সারা রাত স'ালাতে অতিবাহিত করিতেন। গরীব-দুঃখী, সূ'ফী-দরবেশ মুসাফির, নও-মুসলিম সকলেই তাঁহার খানক'াহতে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করিত। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই তাঁহাকে বিশেষ-ভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার কারামাত সম্বন্ধে বহু ঘটনার কথা শুনা যায়। তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলা ও আসামে ইসলামের বাণী দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে।

ইব্ন বাতূ'ত'াঃ তাঁহার সঙ্গে ৭৪৫-৪৬/১৩৪৫ সালে সিলেটে সাক্ষাত করেন এবং তাঁহার কথা তদীয় সফরনামাতে উল্লেখ করেন। এই বর্ণনামতে শাহ্ জালাল ১৫০ বৎসর বয়সে (৭৪৬

হিজরীর ১৯ যি'ল-কা'দাঃ মুতাবিক ১৪ মার্চ, ১৩৪৬ সালে) সিলেটে ইনতিকাল করেন। সিলেট শহরে তাঁহার মাযার অবস্থিত। যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে নিত্যই সেখানে বহু লোকের সমাগম হয়। ইব্‌নে বাত্তূ'তা'ঃ তাঁহাকে জালালু'দ-দীন তাবরীযী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফারীদু'দ-দীন গাঞ্জে শাকরের মালফূজ'াত ইসরারি'ল-আওলিয়া' সহ সমসাময়িক বহু মালফূজ'াত গ্রন্থে এই নামেই তাঁহার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

এখানে বিতর্কিত কয়েকটি বিষয়ের ফয়সালা হওয়া দরকার। গুলযারে আবরার নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, শাহ্ জালাল তুর্কিস্তানজাত বাংগালী ছিলেন। এস. এম. ইকরাম ১৯৫৭ সনের এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে এই প্রসঙ্গটি উত্থাপনকালে বলেন, “Unluckily the Urdu version Contains some material errors, and even a perfectly accurate manuscript Copy of the Persian original is not available”, vid. J. A. S. P. 1957; এরূপ অনির্ভরযোগ্য একটি বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিয়া শাহ জালালকে তুর্কিস্তানজাত বাংগালী বলিয়া মানিয়া নিয়া তাঁহার সঙ্গে আগত ৩৬০ আওলিয়া'র ‘আরবীয়/য়ামানী অনুসঙ্গীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহার ঐতিহ্য সমৃদ্ধ অন্যান্য জনপ্রিয় ইতিহাসকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। উল্লেখ আবশ্যক যে, ৩৬০ আওলিয়া'র তালিকায় তুর্কিস্তানজাত কোন আওলিয়া'র নাম পাওয়া যায় না, অপরপক্ষে ‘আরবীয়/য়ামানী প্রখ্যাত কয়েকজন আওলিয়া'র মাযার সিলেট সহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে অদ্যাবধি দেখা যায়। গুলযারের মতে শাহ জালাল তুর্কিস্তান হইতে এই দেশে আসেন অথচ তাঁহার ‘আরব হইতে য়ামান হইয়া সিলেট আগমনের কথা একটি স্বীকৃত ঘটনা।

গুলযারে আবরার-এর উর্দূ অনুবাদ ‘আয'কার আল-আবরার’-এ বর্ণিত হইয়াছে, “আপ তুর্কিস্তানী থে, মগর পায়দায়েশ বাঙ্গালা কী হো।” (উদ্ধৃত, এস. এম. ইকরাম, আবে কাওছ'ার (উর্দূ), পৃ. ৩৫৬)। শাহ্ জালাল কখনও বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

হলায়ুধ মিশ্র প্রণীত সেক শুভোদয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, শাহ্ জালাল ভারতীয় উপমহাদেশের ইটোয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজা লক্ষণ সেনের আমলে তিনি এই দেশে আসেন। পক্ষান্তরে দিল্লীর সুলত'ান ইলতুতমিশের সিংহাসনে আরোহণের তারিখ ১২১০ খৃস্টাব্দের পরে (এমন কি ১২১৬ খৃস্টাব্দের পরেই) শাহ্ জালাল এই উপমহাদেশে আগমন করেন বিধায় সেক শুভোদয়ার বৃত্তান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রায় সকল গবেষক, পণ্ডিত ব্যক্তিই এই কথা স্বীকার করেন।

৯১১ হিজরীর হোসেন শাহী একটি শিলালিপির বরাতে এইচ. ব্লকম্যান হযরত শাহ্ জালালকে ‘আরবের কূ'নিয়ার অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করিলেও আধুনিক কোন কোন গবেষক তাঁহাকে তুর্কিস্তানের কূ'নিয়ার অধিবাসী বলিয়া দাবী করেন। এই কূ'নিয়ার প্রখ্যাত দরবেশ মুহ'াম্মাদ ৭১৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন অথচ শাহ্ জালাল ৭০৩ হিজরীতে সিলেটের জিহাদে নেতৃত্বদান করেন। সুতরাং কূ'নিয়ার এই মুহ'াম্মাদ সিলেটের শাহ্ জালালের পিতা নহেন। এইরূপ বহুবিধ কারণে শাহ্ জালালকে জন্মগতভাবে তুরস্কের কূ'নিয়ার অধিবাসী বলিয়াও মানিয়া নেওয়া যায় না। উল্লেখ্য, ৩৬০ আওলিয়া'র তালিকায় কূ'নিয়াব'ী উপাধিধারী একজন দরবেশেরও নাম পাওয়া যায় না। ইসরারু'ল-আওলিয়া' ও ইব্‌ন বাত্তূ'ত'ার সফরনামার সমসাময়িক প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ৬৫৬—৫৭ হিজরী সনেও শাহ্ জালাল-এর জীবিত থাকার নিশ্চিত প্রমাণ থাকায় ৬২২, ৬২৩, ৬৩২ বা ৬৪২ হিজরী সনে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সঠিক হইতে পারে না।

সুলত'ান ‘আলা'উ'দ-দীন ‘আলী শাহ্ হযরত শাহ্ জালালের নির্দেশে পাণ্ডুয়ায় তাঁহার চিল্লাহ্খানায় স্মৃতিসৌধ/জাওয়াব সমাধি নির্মাণ করেন। তৎকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শাহ্ জালালের আস্তানা বা চিল্লাহ্খানা থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার কবর (মাযার) সিলেটেই অবস্থিত।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হযরত শাহ্জালাল (র), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৭ খৃ.; (২) ঐ লেখক, জালালাবাদের কথা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ.; (৩) বাদরু'দ-দীন ইসহ'াক', ইসরারু'ল-আওলিয়া' (ফার্সী), পৃ. ২৭-২৮, বাংলা অনু. আবদুল জলীল, ফেরদৌস পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৩৭৯ বাংলা, পৃ. ৪৫; (৪) কু'ত্'বু'দ-দীন বাখতিয়ার কাকী, দালীলু'ল-‘আরিফীন, বাংলা অনু. কফিলউদ্দীন আহমদ চিশতী, দরগাহে চিশতীয়া, ঢাকা ১৯৮১ খৃ.; (৫) ফারীদু'দ-দীন গাঞ্জ-ই শাকর, ফাওয়ায়েদু'স্-সালিকীন, বাংলা অনু. প্রাগুক্ত; (৬) ইব্‌ন বতুতার সফরনামা, বঙ্গানুবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৮ খৃ.; C. Defremery, ET LE Dr. B R. Sanguinetti, Voyages d' ibn battuta, Paris 1854, p. 216-20, urdu tr. Noajish Ali Khan, Lahore 1930, p. 140-43; (৭) Ameer Hasan Ala Sijji, Fawaid Al-Fuwad, 725, A. H. (Persian), Ed. Muhammad Latif Mulk, Lahore 1966, p. 55, 71, 172, 185, 196, 227, 228, 245, 255, 278, 302, 303, 340, 401, 402 427; (৮) Abdul Huq Dehlavi, Akhbarul Akhyar (Persian), Delhi, 1283. A. H. p. 47-49 urdu tr. Iqbaluddin Ahmad, Karachi 1963; (৯) মিনহাজ-ই-সিরাজ, ত'াবাক'াত নাসি'রী, বাংলা অনু. আ. ক. ম. যাকারিয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৭৫; (১০) Ghulam Husain Salim, Riyazus-Salatin. (Persian), Calcutta 1890, pp. 49, 94 Tr. English, Maulavi Abdus Salam, Calcutta 1904, p. 97, বাংলা অনু. বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭৫-৭৬; (১১) Muhammad Kashim Firishta, Tarikh-i-Firishta (Urdu), pp. 576-77; (১২) Munsif Nasiruddin Haider, Suhl-i-Yaman (Persian), 1860; (১৩) Khan Saheb Abid Ali Khan Bahadur, Memoirs of Gour and Pandua, ed. H. E. Stepleton, Calcutta 1931; (১৪) E. A. Gait, History of Assam, Calcutta 1906, p. 270; (১৫) B. C. Allen, Assam District Gazetteer, vol. ii, Sylhet 1905, pp. 23-24; (১৬) Fakir Md. Chetnavi Lahoree, Hedayaqul Hanfia (urdu), Lacknow 1891; (১৭) S. M. Ikram, Abe Kausar, Lahore 1958; (১৮) আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক, ই. ফা. ঢাকা, প্রভৃতি; (১৯) Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. Lxiv, Calcutta 1895; (২০) Dr. Mahdi Husain, The Rehla of Ibn Battuta, Boroda, India 1953, pp. 238-41; (২১) S. N. H. Rizvi, District Gazetteer, Sylhet, Dhaka 1970; (২২)

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ই. ফা. ঢাকা, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৪৪০; (২৩) শামসুল আলম, হযরত শাহ্ জালাল, ই. ফা. বা., ঢাকা; (২৪) দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, শাহজালাল [দুষ্পাপ্য উৎসসমূহ] পাণ্ডুলিপি।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী

শাহ্ মাখদূম রূপোশ (شاہ مخدوم روپوش), (র) তাঁহার নাম সায়্যিদ 'আবদু'ল-কু'দ্দূস; শাহ্ মাখদূম রূপোশ নামে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে শাহ মাখদূম কাহারও নাম নহে; এক শ্রেণীর সূফীসাধক এই নামে পরিচিত। 'আরবী 'খিদমাত' শব্দ হইতে খাদিম, মাখদূম ইত্যাদি শব্দের উৎপত্তি। 'মাখদূম' অর্থ যাহার খিদমত করা হয়। রূপোশ শব্দটি ফারসী; ইহার অর্থ মুখ আবরণকারী, অন্য অর্থে ছদ্মবেশী। এক শ্রেণীর সূফীসাধক একটি কাল পর্দায় মুখ ঢাকিয়া রাখিতেন। ইহা হইতে রূপোশ নাম হইতে পারে। অবশ্য শাহ্ মাখদূম সম্পর্কে প্রকাশ যে, তিনি নাকি বিভিন্ন ছদ্ম রূপ ধারণ করিতে পারিতেন। ইহা তাঁহার একটি কারামাত (অলৌকিক কাজ) বলিয়া মনে করা হয়। তাই তিনি রূপোশ নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, শাহ মাখদূমের দরগাহ সংক্রান্ত প্রাচীন কাগজ-পত্রে তাঁহাকে 'রূপোশ আওলিয়া' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জানা যায়, তিনি বড় পীর 'আবদু'ল-ক'াদির জীলানী (র)-এর আপন পৌত্র এবং আযাল্লা শাহ-এর পুত্র ছিলেন। ইঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন সমকালীন বিখ্যাত দরবেশ সায়্যিদ আহ'মাদ তান্নূরী, 'উরফে মীরান শাহ (র)। কথিত আছে, মীরান শাহ ও তাঁহার এক ভগ্নি মাস্ত্‌-যূবাঃ বীবী (র) ইসলাম প্রচারার্থে নোয়াখালী জিলার কাঞ্চনপুর গ্রামে আসেন। সেখানেই তাঁহাদের মাযার রহিয়াছে। শাহ্ মাখদূমও সমকালে নোয়াখালী জিলার রামগঞ্জ থানার অধীন শামপুর এলাকায় দায়রা স্থাপন করিয়া প্রায় দুই বৎসর অবস্থান করেন ও ইসলাম প্রচার করেন (৬৮৫—৬৮৭/১২৮৭—১২৮৯)। শামপুর দায়রা সূত্রে জানা যায়, দায়রার প্রতিষ্ঠাতা য'াকীউ'দ্-দীন হ'সায়নী শাহ মাখদূমের মুরীদ ছিলেন। শাহ মাখদূম য'াকীউদ্দীনকে দায়রার দায়িত্ব প্রদান করিয়া চারজন সঙ্গী দরবেশ লইয়া গৌড় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন এবং বর্তমান রাজশাহী জিলার চারঘাট থানার অন্তর্গত বাঘা নামক স্থানে গমন করেন (৬৮৭/১২৮৯)। মাখদূম সাহেবদের স্মৃতিযুক্ত হওয়ায় বাঘার নিকটবর্তী পদ্মাতীর ভূমির একটি এলাকা পরে 'মাখদুম নগর' বা 'মাখদুমপুর' নামে পরিচিত হয়। তাঁহার সহিত যে চারজন দরবেশ মাখদুম নগরে আসেন, তাঁহাদের নাম: সায়্যিদ শাহ 'আব্বাস (মাযার মাখদুম নগর, বাঘা, রাজশাহী), শাহ সুলত'ান (সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ীর নিকট, রাজশাহী), শাহ করাম 'আলী (বিড়ালদহ, নাটোর রোড, রাজশাহী) এবং সায়্যিদ দিলাল শাহ বুখারী (দিলালপুর, রাজশাহী)। এতদ্ব্যতীত শাহ মাখদূমের অন্যতম ভ্রাতা মুনীর আহ'মাদ শাহ-এর জনৈক বংশধর শাহ নূর (র) ষোল শতকের শেষদিকে বাগদাদ হইতে দিল্লী আগমন করেন। অতঃপর তিনি সম্রাট হুমায়ুন প্রদত্ত মাদাদ মা'আশ ('আত'া'-ই-বাদশাহী) সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হিসাবে মাখদূম দরগাহের খিদমতে নিযুক্ত হন। শাহ নূরের মাযার শাহ মাখদূমের মাযারের পার্শ্বে অদ্যাপি বিদ্যমান। ইঁহার জীবনকাল অনুমিত হইয়াছে ৮৯১-- ১০০৮/১৪৭৮—১৫৯২। দরগাহের প্রাচীন দলীল-দস্তাবেয হইতে জানা যায়, শাহ মাখদূমের পূর্বেই তুরকান শাহ নামে এক দরবেশ কতিপয় শাগরিদসহ ইসলাম প্রচার করিতে আসিয়া রাজশাহী, (রামপুর বা মহাকালগড়) অধিপতি অংশুদেও চান্দভণ্ডী বর্মভোজ ও অংশুদেও খের্জুর চান্দ খড়্গবর্ম গুজন্ত ভোজ নামক দুই রাজভ্রাতার হাতে নির্যাতিত ও নিহত হন। এই দুর্ঘটনা ঘটে আনুমানিক ৬৭৭/১২৭৯ সালে। কেননা এই ঘটনার দশ বৎসর পরে বাগদাদ হইতে শাহ মাখদূম রূপোশ বড়পীর সাহেবের রূহ'ানী নির্দেশে এই হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাংলায় আসেন ৬৮৭/১২৮৯ সালে। প্রথমে কিছুদিন নোয়াখালীর শামপুর দায়রায় অবস্থানের পর শাহ মাখদূম উপরিউক্ত চারজন দরবেশসহ মাখদুম নগরে আসিয়া স্থায়ী আবাস নির্মাণ করেন।

কথিত আছে, বাঘার নিকটে তিনি একটি ছোট কিল্লা নির্মাণ করিয়া সেখানে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মুজাহিদ তৈয়ারীর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরে এখান হইতেই মাওলা' ফাক'ীর বাহিনী লইয়া রামপুর মহাকালগড় আক্রমণ ও দখল করেন (৭২৬/১৩২৬)। এই বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ নির্মিত একটি বিজয় তোরণের ধ্বংসাবশেষ এখনও মাখদুম নগরের পদ্মা তীরে বিদ্যমান। কিংবদন্তী মতে শাহ মাখদূম হঠাৎ এই বিজয় অভিযান প্রেরণ করেন নাই। ইহার জন্য তাঁহাকে বহু বৎসর যাবত প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। রামপুর রাজ্যের মহাকাল মন্দিরে নরবলি সহযোগে মহাকাল দেবের পূজা হইত। বৎসরের এক নির্দিষ্ট দিনে এই বলিদান করা হইত। রাজার নির্দেশে প্রতি বৎসর কোন না-কোন প্রজার এক যুবক পুত্রকে বলি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। পিতা রাজী না হইলে জোরপূর্বক এই বলিদান কার্যকর করা হইত। সেই বৎসর এক নাপিতের একমাত্র পুত্রকে বলি দেওয়ার হুকুম হয়। ইতিপূর্বেও তাহার অন্য এক পুত্রকে বলি দেওয়া হইয়াছিল। নাপিত দম্পতি অস্বীকৃত হইলে দেওরাজ জোরপূর্বক এই বলিদানের হুকুম জারী করে। ফলে অসহায় নাপিত দম্পতি মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজা জানিয়া মাখদূম সাহেবের শরণাপন্ন হয়। মাখদূম সাহেব আশ্বাস দেন যে, এই নিষ্ঠুর বলিদান প্রথার বিরুদ্ধে তিনি অবশ্যই অভিযান করিবেন এবং নাপিত পুত্রের প্রাণ রক্ষার প্রয়াস পাইবেন। সেই অজুহাতে তাঁহার মুজাহিদ বাহিনী লইয়া তিনি রামপুর রাজ্য আক্রমণ করিয়া জয় করেন এবং নাপিতপুত্রকে উদ্ধার করেন। এইভাবে রাজশাহী হইতে নিষ্ঠুর নরবলি প্রথা বিলুপ্ত হয়। কথিত আছে, এই মুজাহিদ বাহিনীর অনেকেই অশ্বারোহী ছিলেন; রামপুরের যুদ্ধে তাঁহাদের বহু অশ্ব নিহত হয়। আজও রাজশাহীর সদর থানার কেন্দ্রস্থলে ঘোড়ামারা নামক মহল্লাটি এই নিহত ঘোড়াগুলির স্মৃতি বহন করিতেছে। ঘোড়ামারার পার্শ্ববর্তী মহল্লা মিয়াঁপাড়া, পাঠানপাড়া ইত্যাদিও শাহ মাখদূমের সঙ্গী এবং অনুসারীদের আবাসভূমি বলিয়া কথিত।

প্রাচীন দলীল-পত্র হইতে আরও জানা যায়, শাহ মাখদূম কর্তৃক অধিকৃত রামপুর-বোয়ালিয়া বা শুধু বোয়ালিয়া নামে পরিচিত হয়। রাজশাহী নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহার পূর্বনাম রামপুর বোয়ালিয়াই অধিক পরিচিত। বোয়ালিয়ার অর্থ বূ-ই-আওলিয়া' বা আওলিয়া'র সুবাসযুক্ত স্থান। নোয়াখালীর শামপুর দায়রার একটি তাম্রলিপি সূত্রে জানা যায়, শাহ মাখদূম বোয়ালিয়া মোকামে চারিজন দরবেশসহ ৬৮৭/১২৮৯ সালে আগমন করেন। তাম্রলিপির তারিখ দেওয়া হইয়াছে ৯৯০/৯৫৮২। এই সময়ে মুগল সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৫৫৬-১৬০৫)। মূল তাম্রলিপিটি ফারসী ভাষায় লিখিত। উহার বাংলা করা হয় ১৮৯৮ খৃ.। উহাতে দরগাহের মুতাওয়াল্লীর নাম বলা হইয়াছে না'ঈমু'দ-দীন

হ'সায়নী। তাম্রলিপিটি এইরূপ : (বাংলা অনুবাদ) "বিসমিল্লাহি'র-রাহ'মানি'র-রাহ'ীম, পীরানপীর দস্তগীর বড়পীর হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর জনৈক সন্তান হজরত আযালা শাহ (রঃ)-এর তিন পুত্র হযরত সৈয়দ আহমদ তন্নূরী ওরফে মিরান শাহ (রঃ) হযরত আবদুল কুদ্দুস শাহ মখদুম এবং হযরত মুনীর আহমদ শাহ (রঃ)।

"হযরত মিরান শাহ (রঃ) এবং হযরত সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস (রঃ) বাগদাদ শরীফ থেকে আসেন হি. সন ৬৮৫। হযরত মিরান শাহ তাঁর অনুচরসহ কাঞ্চনপুরে আস্তানা করেন। হযরত আবদুল কুদ্দুস (রঃ) তাঁর সঙ্গীসহ শ্যামপুর এলাকায় আস্তানা করেন। দুই বৎসরের অধিককাল শ্যামপুর এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে দীন ইসলাম প্রচার করেন এবং হযরত কুদ্দুস শাহ (রঃ) তাঁর মুরীদ হযরত জকিম উদ্দীন হোসেনী (রঃ) সাহেবকে শ্যামপুর মোকামের খলীফা নিযুক্ত করেন এবং হঠাৎ ৪ জন কামেল দরবেশসহ হযরত কুদ্দুস শাহ (রঃ) কুমীর বাহনে নদীবক্ষে গৌড়রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করেন। হযরত দিলাল বোখারী, হযরত সৈয়দ আব্বাস (রঃ), হযরত সুলতান শাহ (রঃ) ও হযরত করম আলী শাহ (রঃ) দরবেশের সঙ্গী হন।

"পনেরো শতাব্দীর শেষভাগে জানা যায়, হযরত আবদুল কুদ্দুস শাহ মখদুম রূপোশ (রঃ)-এর সহোদর ভ্রাতা হযরত মুনির আহমদ শাহ-এর বংশধর হযরত শাহ নূর (রঃ) বোয়ালিয়ার দরগাপাড়া অঞ্চলে তাঁর মোকররী খলিফা পদে আছেন। আরও জানা যায় যে, হযরত কুদ্দুস শাহ বোয়ালিয়া আস্তানায় এন্তেকাল করেন হি. ৭৩১ সন, রজব। এই মহান দরবেশের স্মৃতি রক্ষার্থে শ্যামপুর দায়রা শরীফে তাঁর বিবরণী রক্ষা করা গেল (হিজরী ৯৯০ সন)। স্বাক্ষর : সৈয়দ নঈমুদ্দীন হোসেনী মোতাওয়াল্লী, শ্যামপুর দায়রা শরীফ, জেলা নোয়াখালী ১০/৮/১৮৯৮ ইং। 'তাম্রলেখের প্রতিষ্ঠাকাল—৯৯০ হি. ১৫৮২ খৃ.। এর বাংলা অনুবাদ হয় খৃস্টীয় ১৮৯৮ সালে। সাইজ ১৪"—৩২" (শ্যামপুর দায়রা শরীফ থেকে প্রাপ্ত)।"

এই তথ্যাবলীর সমর্থন মিলিয়াছে সম্প্রতি রাজশাহী শহর হইতে প্রাপ্ত হযরত শাহ মাখদূমের জীবনী 'তোয়ারিখ' নামে একখানি বাংলা কলমী পুঁথি হইতে। বইখানি মূলে ফারসী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। সম্রাট আওরঙ্গযেবের রাজত্বকালে বাদশাহের অবগতির জন্য এই দীর্ঘ জীবন কথা রচিত হয় (১০৭৬/১৬৬৬) বলিয়া অনুবাদকের বক্তব্য হইতে জানা যায়। ১২৪৫ বাংলা/১৮৩৮ ইং সালে এই বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়। দরগাহ গাত্রে অংকিত কতিপয় শিলালিপির বরাত দিয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে বলিয়া অনুবাদক দাবী করিয়াছেন। উহাতে আছে, "দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের লস্কর বহর এই নদীপথে যাইবার সময় মাযার শরীফ দর্শন ও রসদ সংগ্রহার্থে জাহাজ এই নদী ঘাটে ছিল। বাদশার লস্করদার মহাসমারোহে মখদুম আস্তানা যিয়ারৎ ও হাজৎ নেওয়াজ উপস্থিত করেন। এই সময় শাহ মখদুমের মজমুন (বিবরণ) বাদশাহ সমীপে দাখীলের জন্য তলব করিলে সেজরা নামা ও তোয়ারিখ আদি . . . . দৃষ্টে নিজ জ্ঞানে ও জানা শোনা দেখা ঘটনাবলী হইতে যথাসাধ্য বৃত্তান্তসমূহের মেস্তফাক . . . হযরত শাহ মখদুম বিবরণী বর্তমান ওয়ারিশগণের ও খাদেমগণের দস্তখত ও মোহর যুক্ত মতে দাখিল করা গেল ও অনুরূপ অত্র নকল মখদুম সেরেস্তায় সামিল করা হইল। ইতি হি. ১০৭৬/২২শে সোয়াল।" দরগাহ গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালেখ হইতেও এই বিষয়ের সমর্থন মিলিতেছে। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য গ্রন্থে উল্লিখিত তিনখানি শিলালিপির মধ্যে একখানি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। সম্রাট হুমায়ূনপ্রদত্ত ২৫০০ (আড়াই হাজার) বিঘা মাদাদ মা'আশ সম্পত্তির বিবরণ সম্বলিত শিলালিপিখানির উল্লেখ থাকিলেও বর্তমানে তাহার অস্তিত্ব নাই। উল্লেখ্য, সম্রাট হুমায়ূন শেরশাহ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া পারস্য সম্রাটের কাছে আশ্রয় প্রাপ্ত হন এবং পরে পারস্য সম্রাটের সহায়তায় স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তাই কৃতজ্ঞ সম্রাট এই দানপত্র দান করেন। ঐতিহ্য সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়, হযরত শাহ মাখদূমের স্বপ্ন নির্দেশে সম্রাট হুমায়ূন পারস্য সম্রাটের মাদাদ (সাহায্য) লাভে সমর্থ হন। তাই তিনি এই সম্পত্তি দান করেন (৯৬২/১৫৫৫)। 'জীবনী তোয়ারিখ'-এ সে সম্পর্কে নিম্নরূপ উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে : "আস্তানা মাজারের গুম্বজঘরের দরজার উপর প্রথম পাথর ফলকে তোগরা অক্ষরে আল্লাহ রসূল (দঃ) গুণগান—তাহার নিম্নে দ্বিতীয় খণ্ড পাথর ফলকে গুম্বজ কোবা নির্মাণকারী পারস্য বাদশাহের নাম-পরিচয় ও তারিখ। তাহার নিম্নে তৃতীয় ফলকে শাহ নূরের নাম ও সম্পত্তি দানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। গৌড় নগরের বাদশাহ হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের দেশ পর্যটন কালে বিখ্যাত মখদুম নগরে উঠিয়া সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া একটি দীঘি ও কারুকার্যখচিত প্রকাণ্ড বিখ্যাত মসজিদ ৯৩০ হিজরীতে নির্মাণ করিয়া দেন। তৎপর দিল্লীর বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পুত্র শাজাহানের পরিভ্রমণ কালে বিখ্যাত বাবা মখদুম নগরে উঠিয়া শাজাহানের ভ্রমণ রোয়েদাদ অনুসারে ঐ মসজিদ আদি কীর্তি রক্ষার্থে ও ধর্মকার্যের জন্য জায়গীর ৪২ খানা মৌজা হুকুম দেন এবং ১০৩৩ হিজরীতে দান করেন এবং মখদুম নগরে কিছু লস্কর রাখিয়া আল্লা বকস (বিন) বস্ব খোদারকে লস্করী পদে নিযুক্ত করিয়া ঐ সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া দেন ইতি—হিজরী ১০৭৬ সালে (২২শে সফর)।"

প্রথম শিলালেখে উল্লিখিত কোব্বা ও গুম্বজ নির্মাণকারীর নাম মির্যা 'আলী কু'লী বেগ। পারস্যের তৎকালীন স'াফাব'ী সুলত'ান শাহ 'আব্বাসের ভৃত্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি শাহ 'আব্বাস ও শাহ মাখদূমের প্রশংসা করিলেও সমকালীন রেওয়াজ মুতাবিক সমকালীন দিল্লীর সুলত'ান (সম্রাট শাহজাহান)-এর নামমাত্রও উল্লেখ করেন নাই। 'আলী কু'লী নিজেও স'াফাব'ী সুলত'ানের মত দ্বাদশ ইমামের অনুসারী শী'আঃ ছিলেন। শিলালেখখানির স্থাপনকাল ১০৪৫/১৬৩৫-৩৬। পারস্য সুলত'ান শাহ 'আব্বাসের রাজত্বকাল ১৫৮৭-১৬২৯ খৃ.। Inscriptions of Bengal, Vol. IV-এর লেখক বাংলাদেশের প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ জনাব শামসুদ্দীনের মতে শিলালেখে উল্লিখিত ব্যক্তির নাম শাহ মাখদূম রূপোশ নয়, 'শাহ মাখদূম দরবেশ'। সেই সূত্রে তিনি তাঁহাকে সমকালীন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই পাঠটিকে নিতান্ত ভ্রান্ত এবং তাঁহার কাল অনুমানকেও যথার্থ বলিয়া মনে করা যায় না। কেননা শাহ দরবেশ নামে কোন ব্যক্তির পরিচয় শাহ মাখদূম দরগাহের কাহিনী হইতে মিলে নাই এবং দরগাহ সংক্রান্ত সকল দলীল-পত্রেই শাহ মাখদূমকে শাহ মাখদূম রূপোশ আওলিয়া' বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর ২৭ রাজাব তারিখে শাহ মাখদূমের ইনতিকাল উপলক্ষে

বার্ষিক 'উর্স অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ভক্ত এই উপলক্ষে শাহ মাখদূমের দরগাহে সমবেত হইয়া ফাতিহা'ঃ পাঠ করে। শাহ মাখদুমের ইতিহাস যে তাঁহার ওয়ারিশানের কাছে সুপরিচিত ছিল, তাহা পূর্বোক্ত মাখদূম জীবনীতেই সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন : "হযরত আদম হইতে শাহ মাখদূম এবং শাহ মাখদূম শাহ নূর হইতে আসিয়া উপস্থিত বংশাবলী পর্যন্ত শেজরানামা পাঠ করিতে হয়। তৎপর শাহ মাখদূমের সময় হইতে শাহ নূর পর্যন্ত তাবোৎ আওহাল ও কার্যাবলী বুজর্গী কেরামত আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ পাঠ করা হয়।" অদ্যাবধি এই প্রথা প্রচলিত আছে। তাই আশা করা যায়, শাহ মাখদূম তোয়ারিখ বর্ণিত কাহিনীকে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য বলা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুহম্মদ আবু তালিব (সম্পা.), জীবনী তোয়ারিখ, ২য় সং, ঢাকা ১৯৭৯ খৃ., পৃ. ৭৩—৭৪; (২) Shamsuddin Ahmad, Inscriptions of Bengal, Vol. IV, Varendra Research Society, Rajshahi 1960, p. 274; (৩) ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ঢাকা ১৯৪৮ খৃ.; (৪) খোন্দকার আখতার আলী, হযরত শাহ মখদুম ও মহাকালগড়ের ইতিকথা, রাজশাহী ১৯৬৮ খৃ.; (৫) Dr. M. Enamul Haq, Sufism in Bengal, Asiatic Society of Bengal, Dhaka 1975; (৬) ডঃ গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী-সাধক, ২য় সং, ঢাকা ১৯৮১ খৃ.।

মুহম্মদ আবু তালিব

শাহাদাঃ (شهادة) সাক্ষ্য, চাক্ষুস দেখা বিষয় বর্ণনা, সাধারণ অর্থে (শাহাদা, প্রত্যক্ষ করিয়াছে) অথবা ধর্মীয় কিংবা আইনগত অর্থে।

১। ইসলামী পরিভাষাগত অর্থে ইহা দ্বারা আল্লাহ্র ওয়াহ্'দানিয়্যাঃ (একত্ব) ও রাসূলের রিসালাঃ [মুহ'ম্মাদ (স') আল্লাহ্র রাসূল) সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله উচ্চারণ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে] বুঝায় (দ্র. তাশাহ্হুদ); সম্প্রসারিত অর্থে ইহা দ্বার জিহাদ (দ্র.)-এ অংশ গ্রহণ করা ও বিশেষত জিহাদে নিহত হওয়া বুঝায়। যে মুসলিম জিহাদে মারা যান, তিনি শহীদ (দ্র.)।

২। সামাজিক এবং আইনগত অর্থে সাক্ষীকে শাহিদ (দ্র.) বলা হয়, যেমন বিবাহের সাক্ষী, মামলা-মুক'দ্দামায় সাক্ষী।

গ্রন্থপঞ্জী : ফিক্'হ গ্রন্থসমূহ দেখুন : (১) d'Ohsson, Tableau general de l'Empire Othoman, Paris 1778, i., p. 176; ii., p. 319—324, 348—350; (২) Carra de Vaux, Les Penseurs de l'Islam, iii., Paris 1923, Chap. on Tradition; (৩) Wensinck, The Muslim Creed, index.

B. Carra de Vaux (S.E.I.)/নুরুদ্দীন আহমদ

শাহিদ (شاهد) ব. ব. শুহূদ, সাক্ষী। সাক্ষীর যবানবন্দী (শাহাদা'ঃ), বিবদমান দুই দলের এক পক্ষের অনুকূলে অপর পক্ষের প্রতিকূলে ঘোষণা; যে ঘোষণা ঘটনার পূর্ণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারিত নিয়মে (اشهد بكذا و كذا) বিচারকদের সম্মুখে পেশ করা হয়। কু'রআন, হা'দীছ' এবং সকল মায্'হাবের সাধারণ নীতির ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত প্রধান সূত্রগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। অবশ্য খুঁটিনাটির ব্যাপারে ইহাতে বহু মতভেদ রহিয়াছে। সেগুলি এখানে আলোচনার অবকাশ নাই।

সাক্ষ্য গ্রহণ এবং দান (শাহাদাঃ) ফার্দ' 'আলা'ল-কিফায়াঃ (সাধারণের জন্য কর্তব্য, কেহই যদি সাক্ষ্য না দেয় তবে সকলেই গুনাহগার হইবে), কিন্তু যদি ঘটনাস্থলে মাত্র একই ব্যক্তি উপস্থিত থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান ব্যক্তিগতভাবে অপরিহার্য (ফার্দু''ল-'আয়ন)। হ'াক্কু'ল্লাহ্র ব্যাপারে অপরাধীকে কায-ীর সম্মুখে উপস্থিত করার অথবা মুসলিমকে অব্যাহতি দানের অভিপ্রায়ে চুপ থাকা তাহার বিবেচনা সাপেক্ষ; এই শেষোক্ত পন্থাই অধিকতর শ্রেয় বলিয়া সচরাচর অনুমোদিত।

সাক্ষীকে অবশ্যই—১। ঘটনা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ('ইল্ম)-এর অধিকারী হইতে হইবে এবং সে যাহা বলিতে যাইতেছে তাহা চক্ষে দেখা এবং কানে শোনা চাই, (তু. সূরাঃ ৫ : ৮); ২। বয়স্ক (মুকাল্লাফ)এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হইতে হইবে; ৩। আযাদ (حر) ব্যক্তি হইতে হইবে; ৪। মুসলিম হইতে হইবে (যদি সে কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সাক্ষ্য দেয়); ৫। তাহার বাকশক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকিতে হইবে; ৬। তাহাকে ন্যায়পরায়ণ ('আদিল দ্র.) হইতে হইবে [৫ : ১০৬ এবং ৬৫ : ২ (ذوا عدل), সে যেন মিথ্যা অপবাদ দানের কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত না হয় (২৪ : ৪)]; ৭। নীতিবান ও পবিত্র জীবন (مروءة) যাপনকারী হইতে হইবে; দৃষ্টান্তস্বরূপ অশোভন ও অশালীন কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য; ৮। তাহাকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে হইতে হইবে। যেমন, তাহার সাক্ষ্য দ্বারা সে যেন নিজের কোন সুযোগ গ্রহণ না করে অথবা নিজের কোন অনিষ্ট নিবারণ না করে; অভিযুক্তের সহিত তাহার কোন শত্রুতা না থাকে, যদি তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। যাহাদের লালন-পালনের দাবী আছে তাহাদের একে অপরের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। যেমন, মাতাপিতা এবং সন্তান, স্বামী ও স্ত্রী, মনিব এবং ভৃত্য।

সাক্ষীর সংখ্যা সম্পর্কে বিধান নিম্নরূপ : ১। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারিজন পুরুষ সাক্ষী আবশ্যক (সূরাঃ ২৪ : ২, এবং ৪ : ১৫) ২। ব্যভিচার ব্যতীত হ'দুদ ও কি'সা'স'-এর ক্ষেত্রে দুইজন পুরুষ সাক্ষী আবশ্যক (সূরাঃ ২ : ২৮২ প., এবং ৫ : ১০৬ প.)। কতক গুলি ক্ষেত্রে সাক্ষ্য শুধু নারীর সহিত সংশ্লিষ্ট (যথা : প্রসব, নারীর দৈহিক অযোগ্যতা প্রভৃতি)। এই ক্ষেত্রে শাফি'ঈ মায'হাব অনুসারে সাক্ষীর জন্য চারিজন স্ত্রীলোক আবশ্যক, মালিকী মতে দুইজন এবং হ'ানাফী ও যায়দী মায'হাব মতে একজন নারীই যথেষ্ট; ৩। যে সকল মামলা অর্থের সহিত জড়িত (যেমন, চুক্তি এবং অঙ্গীকার পত্র অথবা অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি) তাহাতে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য আবশ্যক (সূরা ২ : ২৮২ প.)।

ফৌজদারী ব্যতীত অন্যান্য ঘটনায় একজন মূল সাক্ষীর (شاهد الاصل) বদলে দুইজন পুরুষ গৌণ সাক্ষীর (شاهد الفرع) সাক্ষ্য বিশেষ অবস্থায় গ্রহণযোগ্য। এইরূপ সাক্ষ্যকে "শাহাদাঃ 'আলা শাহাদাঃ" (شهادة على شهادة) বলা হয়। কিন্তু ইহা মাত্র তখন গ্রহণযোগ্য হইবে যখন মূল সাক্ষী মৃত অথবা সাংঘাতিক অসুস্থতার দরুন 'আদালতে উপস্থিত হইতে অপারগ অথবা তিন কিংবা ততোধিক দিনের দূরত্ব প্রবাসে অবস্থিত থাকে।

সাক্ষী আদালতের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করিতে পারে ; কিন্তু দণ্ডাদেশ প্রদানের পরে প্রত্যাহার করিলে ক্ষতির জন্য দায়ী হইবে। ব্যভিচারের সাক্ষ্য প্রত্যাহার সাক্ষী অপবাদ (ক'য্'ফ) দানের জন্য শাস্তি (হ'দ্দ) ভোগ করিবে। মিথ্যা সাক্ষ্যের (شهادة الزور) প্রতি কু'রআনে (২৫ ঃ ৭২) এবং হ'াদীছে' তিরস্কার আসিয়াছে।

উপরিউক্ত বিধানগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা জটিল হইতেছে নির্ভরযোগ্যতা ('আদালাঃ) নির্ধারণ প্রণালী। সাক্ষিগণকে ব্যক্তিগতভাবে কায-ীর নিকট 'আদিল (নির্ভরযোগ্য) রূপে পরিচিত থাকিতে হইবে অথবা সর্বাগ্রে তাহাদের নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। দ্বিতীয় (অষ্টম/শতাব্দীর শেষদিকে কায-ীর জনৈক সহকারী 'স'াহি'বু'ল-মাসাইল' অথবা 'মুযাক্কী' সময় সময় দীর্ঘ মামলাগুলি পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হইত। মুসলিম মামলা পরিচালনা ক্ষেত্রে চাক্ষুষ দেখা ঘটনার মৌখিক বিবরণ ছাড়া সাক্ষ্য হিসাবে গ্রাহ্য নয়। আইন সম্পর্কিত বিষয় নির্ধারণের জন্য কেবল সেই সকল লোককেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে, যাহাদের 'আদালাঃ (নির্ভরযোগ্যতা) পূর্বাহ্নেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এইভাবে স্থায়ী সাক্ষীর উদ্ভব হয়। সময় সময় ইহাদের সংখ্যা সহস্রের অধিক হইত; কিন্তু সচরাচর তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল। তাহারা কায-ীর কর্মচারী ছিল এবং কায-ী কর্তৃক নিযুক্ত ও বরখাস্ত হইত। এইরূপে দলীল প্রত্যয়নকারী (Notary) রাজ-কর্মচারিগণের উদ্ভব ঘটে। কায়রো এবং বাগদাদে তাহারা শুহূদ (সাক্ষীসমূহ) এবং 'আরবের পূর্ব ও পশ্চিমদেশসমূহে 'উদূল (নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ) নামে অভিহিত হইতেন। আইনঘটিত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ধারণ করা ছাড়াও তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধগুলি স্বাধীনভাবে নিষ্পত্তি করিতেন। তাঁহারা সাধারণত শিক্ষানবিশ ছিলেন এবং যথাসময়ে বিচার বিভাগীয় পদে নিযুক্ত হইতেন। মুসলিম লেখকবৃন্দ তাঁহাদের দুর্নীতির বিষয় প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়/অষ্টম শতাব্দীতে এই মুযাক্কী নিয়োগ ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয় (প্রথম উল্লেখ, কায়রো ১৭৪ হিজরীতে ঃ আলকিন্দী, Governors and Judges, ed, Guest, পৃ. ৩৮৬) এবং ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতে ইহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। এই 'সাক্ষিগণকে' রোমান বায়যান্টাইন নোটারী প্রথার পুনঃপ্রবর্তন বলিয়া প্রধানত মনে করা হইত। উহার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দ্র. Lane, পূ. গ্র., ch. iv ; Vassel, Uber Morokkanische Procespraxis, in MSOS As., 1902, v., 175 প.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ হ'াদীছ' ও ফিক্'হ গ্রন্থসমূহের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহ, বিশেষত ঃ (১) আল-কাসানী, কিতাবু'ল-বাদাই' ওয়া'স'-স'ানাই', কায়রো ১৯১০ খৃ., ৬ষ্ঠ, ২৬৬-৯০ ; (২) খালীল, মুখ্'তাস'ার ; (৩) van don Berg, Principes du droit musulman, Algiers 1896, p. 216, প. ; (৪) Th. W. Juynboll, Handbuch des Islam. Gesetzes, Leiden 1910, p. 315 প., fourth (Dutch) ed. 1930, p. 318 প.; (৫) M. Moraud, Etudes de droit musulman, Algiers 1910, p. 313 প. ; (৬) W. Heffening, Islam. Fremdenrecht, Hanover 1925, 26 ; (৭) G. Bergstrasser, Grundzuge des Islamischen Rechts, 1935, index দ্র. ; (৮) Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence, p. 167 প., 187 প., 311 প.; (৯) Amedroz, The office of Kadi, in JRAS, 1910, p. 779 প. ; (১০) Bergstrasser in ZDMG, lxviii. 1914, p. 409 প. ; (১১) Mez, Renaissance des Islams, Heidelberg 1922, p. 218-220 ; (১২) E. Tyan, Le Notariat et le Regime de la preuve par ecrit (Annales de l' Ecole francaise de Droit de Beyrouth, 1945, No. 2)।

W. Bjorkman (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

আশ-শিবলী (الشبلي) (র) আবূ বাকর দুলাফ ইব্ন জাহ'দার, একজন সূফী সাধক। বাগদাদে [মা ওয়ারা আ'ন-নাহ্র (Transoxiana) হইতে আগত এক পরিবারে] ২৪৭/৮৬১ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে ৩৩৪/৯৪৫ সনে ইনতিকাল করেন। প্রথম জীবনে একজন সরকারী কর্মচারী (এবং দিমাবি'ন্দের ওয়ালী বা শাসনকর্তা) ছিলেন। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জুনায়দ (দ্র.)-এর অন্যতম বন্ধু খায়র নাস্সাজ-এর প্রভাবে সু'ফীবাদে দীক্ষিত হন। বাগদাদের সু'ফীমহলে তিনি সৌখিন তার্কিকের উদ্যম আমদানী করেন, যাহা কাজ অপেক্ষা কথায় অধিকতর দুঃসাহসী ছিল। তাঁহার বন্ধু আল-হ'াল্লাজ (দ্র.)-এর বিচারের শোচনীয় পরিণতি তাঁহাকে ভীতসন্ত্রস্ত করিয়া তোলে, তিনি উযীরের সম্মুখে হ'াল্লাজের মতবাদ অস্বীকার করেন। কথিত আছে, ফাঁসি মঞ্চের কাছে হ'াল্লাজকে অভিযুক্ত করিতে তিনি গমন করেন (৩০৯/৯২২)। পরিশেষে স্বেচ্ছায় (অনুতপ্ত হইয়া অথবা সম্ভাব্য নির্যাতন এড়াইবার জন্য) কিংবা অজ্ঞানে (অত্যধিক সাধনার দরুন) শিবলী উন্মাদের জীবন যাপন করিয়াছেন, উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় উক্তি ও কাজের দরুন তাঁহাকে শেষে বাগদাদের পাগলা গারদে অন্তরীণ হইতে হয়; সেখানে তিনি বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে সু'ফী-তত্ত্ব সম্পর্কে উপস্থিত আলোচনা করিতেন।

তিনি কোন গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই, তবে শাত্'হ্' (দ্র.) সম্পর্কীয় প্রাচীন সংকলনগুলিতে তাঁহার উক্তিসমূহ (অথবা 'পরোক্ষ উল্লেখ'— ইশারাত) সংরক্ষিত আছে, অনুরূপভাবে তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত অদ্ভুত আচরণগুলি, তাঁহার হাস্যকর (অবমাননাকর কিংবা কষ্টদায়ক) যথাঃ ঘুম হইতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য চক্ষে লবণ দেওয়া ইত্যাদিও উহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। আল-হ'াল্লাজের কাহিনীতে শিবলীর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। জনসমক্ষে হ'াল্লাজকে অস্বীকার করিয়া গোপনে সম্ভবত তাঁহাকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। 'আক'ীদায় তিনি জুনায়দের ভাব-শিষ্য ছিলেন। ফিক্'হে তিনি মালিকী মায'হাবের অনুসারী ছিলেন; ইহা তাঁহাকে নির্যাতন হইতে রক্ষা করে এবং ইহাতে সু'ফীবাদ বিরোধী ফাক'ীহ মহলে মৃত্যুর পর তিনি শ্রদ্ধা লাভ করেন। শিবলী প্রাচীন সিল্সিলাতে (দ্র. ত'ারীক'াঃ) জুনায়দ ও নাস্'রাবায'ীর মধ্যে সংযোগসূত্র ছিলেন। নাস্'রাবায'ী তাঁহার একজন শাগরিদ।

বাগদাদের আ'যামীয়াঃতে ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর মাযারের সন্নিকটস্থ তাঁহার সমাধি আজও লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সার্রাজ, লুমা', ed. Nicholson, p. 395-406 and index (দেখুন বাক্'লী, শাত'হি'য়াত) ; (২) আল-কু'শায়রী, রিসালাঃ, কায়রো ১৩১৮ হি., পৃ. ৩০ ; (৩) আল-মা'আর্রী, গু'ফ্রান, কায়রো, পৃ. ২০৬ ; (৪) আল-হুজব'ীরী, কাশ্ফ ; (৫) ইব্নু'ল-জাওযী, তাল্বীস ইব্লীস, কায়রো ১৩৪০ হি., পৃ. ২১৬, ২৬৮, ৩৬১—৩৬২, ৩৮৩—৩৮৬ ; (৬) 'আত্ত'ার, তায্'কিরাঃ, ed. Nicholson, ii, 160-182 ; (৭) L. Massignon, Passion d' AL-Hallaj, p. 41-43, 306-310 and index ; (৮) do,

Mission en Mesopotamie, Cairo 1912, ii. p. 80-81.
L. Massignon (S.E.I.)/[illegible] আবদুল মান্নান

শিব্‌লী নু'মানী (شبلی نعمانی), 'আল্লামাঃ মুহ়াম্মাদ, আ'জমগড় (ভারত) জিলার বিনদাওল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শায়খ হ়াবীবুল্লাহ প্রসিদ্ধ উকীল, বড় জমিদার ও শিল্পপতি ছিলেন। শিব্‌লী ছিলেন একাধারে শ্রেষ্ঠ ধর্মবিদ, চিন্তানায়ক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সংস্কারক, সমালোচক, জীবনীকার, প্রবন্ধকার, আযাদী আন্দোলনের অগ্রনায়ক, বিশিষ্ট ফার্সী ও উর্দূ কবি এবং সর্বোপরি গবেষণানিষ্ঠ ঐতিহাসিক।

তিনি নিজ বাড়ীতে মাওলাবী শুকরুল্লাহ্‌র নিকট ফার্সী ও 'আরবীর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর প্রখ্যাত ইসলামী দার্শনিক ও সাহিত্যিক মাওলাবী মুহ়াম্মাদ ফারূক চিড়িয়াকুটির নিকট গাযীপুরে 'আরবী সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। ইঁহারই শিক্ষার ফলে শিব্‌লীর মন-মুকুরে ইসলামী ঐতিহ্যবোধের ছাপ অংকিত হয়। ইহার পর তিনি রামপুরের প্রখ্যাত 'আলিম 'আবদু'ল-হ়াক্ক খায়রাবাদীর নিকট ইসলামী দর্শন এবং মাওলাবী ইরশাদ হ়ুসায়ন মুহ়াদ্দিছে'র নিকট হ়াদীছ ও ফিক্‌হ শিক্ষা করেন। তৎপর সাহারানপুরে মাওলাবী আহ়মাদ 'আলীর নিকট উচ্চ পর্যায়ের হ়াদীছ শিক্ষা সমাপ্ত করেন। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে উনিশ বৎসর বয়সে তিনি হ়াজ্জ করেন (১৮৭৬ খৃ.) এবং আজমগড়ে শিক্ষা-দীক্ষা অব্যাহত রাখেন। বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে তিনি আইন পরীক্ষায়ও পাস করেন এবং কিছুদিন আজমগড়ে ওকালতি করেন। আমীনরূপে তিনি কিছুদিন সরকারী চাকুরীতেও নিয়োজিত ছিলেন।

১৮৮৩ হইতে ১৮৯৮ খৃ. পর্যন্ত শিব্‌লী 'আলীগড় কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই সময় স্যার সায়্যিদ আহ়মাদের চিন্তাধারায় তিনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। পক্ষান্তরে তাঁহার সক্রিয় সহযোগিতায় স্যার সায়্যিদের 'আলীগড় আন্দোলনও অনেকটা ত্বরান্বিত হয়। স্যার সায়্যিদের জাতীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও তিনি তাঁহার পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত শিক্ষানীতি, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক মতবাদ নির্বিচারে মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাই তিনি 'আলীগড় আন্দোলনের ভাবধারার সমালোচনা করিতেও কুন্ঠাবোধ করেন নাই। 'আলীগড়ের পরিবেশে তিনি স্যার সায়্যিদের যুক্তিবাদ, মাওলানা হ়ালীর যুগধর্মের শিক্ষা এবং ইসলামী ভাবাপন্ন অধ্যাপক আর্নল্ডের (Arnold) য়ুরোপীয় আধুনিক সমালোচনা-পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। গবেষণা ও সমালোচনা ক্ষেত্রে আর্নল্ডের অনুসন্ধান কৌশল ও তাঁহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ শিব্‌লীকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি আর্নল্ডের আধুনিক গবেষণা প্রণালী অবলম্বন করত পূর্ণ উদ্যমে জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং ইসলামের অতীত শৌর্য-বীর্য ও বর্তমান অবস্থা চিত্রণে আত্মনিয়োগ করেন। 'আলীগড়ের পরিবেশে রচিত তাঁহার 'মাছ়নাবী-ই-সুব্‌হ়-ই-উম্মীদ' (আশার ঊষা) ১৮৮৪ খৃ. এবং 'মুসলমানূঁ কী গুযাশ্‌তাহ তা'লীম' (মুসলমানদের অতীত শিক্ষা) (১৮৮৭ খৃ.) শীর্ষক প্রবন্ধ সুধী সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইহাতে তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞান ও মনীষার খ্যাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উর্দূ সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম জাতীয় ঐতিহ্য ও অতীত মহাপুরুষদের মহিমা বর্ণনায় হাত দেন এবং নিখুঁত ও আধুনিক পদ্ধতিতে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পান। 'আলীগড়েই তিনি 'আল-মা'মূন' ও 'সীরাতু'ন-নু'মান' রচনা করেন এবং 'আল-ফারূক' রচনা আরম্ভ করেন। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে তিনি মিসর, তুরস্ক, সিরিয়া প্রভৃতি মুসলিম দেশ সফর করিয়া মুসলিম জাতির পুরাতন কীর্তির নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করেন এবং এই বিষয়ে 'সাফার নামাহ-ই-মিস্‌র ওয়া রূম ওয়া শাম' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন (১৮৯২ খৃ.)। স্যার সায়্যিদের মৃত্যুর পর (১৮৯৮ খৃ.) তিনি 'আলীগড় হইতে আজমগড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে তিনি কাশ্মীর ভ্রমণ করেন এবং তথায় তাঁহার আরব্ধ অসমাপ্ত 'আল-ফারূক' রচনা সমাপ্ত করেন।

১৯০১ খৃ. শিব্‌লী হায়দরাবাদের (ভারত) দাইরাতু'ল-মা'আরিফ নামক ইসলামী গবেষণা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। উর্দূ ভাষায় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এখানে তিনি সাড়ে তিন বৎসর অতিবাহিত করেন এবং 'আল-গ়াযালী,' 'আল-কালাম,' 'ইল্‌মু'ল-কালাম' (দর্শন বিষয়ক), 'সাওয়ানিহ় মাওলানা রূম' (জীবন চরিত), 'মুওয়াযানা-ই-আনীস ওয়া-দাবীর' (সমালোচনামূলক) শীর্ষক পাঁচখানা গ্রন্থ রচনা করেন। হায়দরাবাদে অবস্থানকালে তিনি সেখানে একটি প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। সেখানে থাকাকালে 'আঞ্জুমান-ই-তারাক্কী-ই-উর্দূ'-র সেক্রেটারী পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৯০৫ সালে শিবলী হায়দরাবাদ ত্যাগ করেন এবং লখনৌস্থ নাদ্‌ওয়াতু'ল-'উলামা' ('উলামা' পরিষদ, ১৮৯৪ খৃ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত দারু'ল-'উলূম মাদ্‌রাসায় শিক্ষাবিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হন। পূর্ব হইতেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং তাঁহার প্রস্তাবানুসারেই নাদ্‌ওয়ার আওতায় ১৮৯৮ খৃ. প্রাথমিক পর্যায়ের একটি মাদ্‌রাসা স্থাপিত হইয়াছিল। দারু'ল-'উলূম মাদ্‌রাসার শিক্ষা বিভাগীয় প্রধান থাকিলেও মূলত তিনিই ছিলেন নাদ্‌ওয়ার প্রাণকেন্দ্র। তিনি এই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় কল্যাণের উৎসরূপে গড়িয়া তোলেন এবং মাদ্‌রাসার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় দারু'ল-'উলূম মাদ্‌রাসাটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তিনি মাদ্‌রাসার পাঠ্য তালিকা হইতে প্রাচীন মানতি়ক (যুক্তিবিদ্যা) ও হি়কমাত (বিজ্ঞান)-কে খারিজ করেন এবং ইসলামী দর্শন ও 'আরবী সাহিত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইংরেজীকে তিনি বাধ্যতামূলক বিষয়রূপে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেন। মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে উপমহাদেশের মুসলমানদের সম্পর্ক আরও নিবিড় করিয়া গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করত উপমহাদেশের মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যার সমাধানে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। কলেজ ও দেওবান্দ মাদ্‌রাসার বিপরীতমুখী শিক্ষাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ছিল এই প্রতিষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য।

নাদ্‌ওয়াতু'ল-'উলামা'র কর্তৃত্বাধীনে 'আন-নাদওয়া' নামক উচ্চমানের একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি ১৯০৩ হইতে ১৯১২ খৃ. পর্যন্ত ইহার সম্পাদনা করেন। মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ দেড় বৎসর এই পত্রিকার সহ-সম্পাদকরূপে কাজ করেন। এই পত্রিকায় অনেক জ্ঞানগর্ভ ইসলাম ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ হইতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি সংগ্রহ করত একটি বিরাট গ্রন্থাগার গড়িয়া তোলা হয়। এই শিক্ষাকেন্দ্রে থাকাকালে শিব্‌লী তাঁহার বিখ্যাত ফার্সী কাব্যের ইতিহাস 'শি'রু'ল-'আজাম' রচনা করেন (১৯০৬ খৃ.)। এই সময় তিনি আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

List>

সহকর্মীদের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে শিব্লী ১৯১৩ খৃস্টাব্দে নাদ্ওয়াঃ ত্যাগ করেন এবং একই বৎসর আজমগড়ে 'দারু'ল-মুস'ান্নিফীন' (লেখক সংঘ) প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী বিষয়ে গবেষণা করা এবং আধুনিক চাহিদার প্রেক্ষিতে গ্রন্থাদি রচনা করাই ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। জীবনের শেষ অধ্যায়ে শিব্লী তাঁহার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'সীরাতু'ন-নাবী' রচনা আরম্ভ করেন। ইহার প্রথম খণ্ড রচনার পর তাঁহার ইন্তিকাল হয়। তাঁহার বিশিষ্ট ও প্রিয় ছাত্র সায়্যিদ সুলায়মান নাদাব'ী ইহার অবশিষ্টাংশ সমাপ্ত করেন। মহানবী (স')-এর জীবন-বৃত্তান্ত ও তাঁহার শিক্ষার বিশদ আলোচনা করাই এই গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে শিব্লী ছিলেন জামালু'দ-দীন আফগ'ানীর অনুসারী ও 'প্যান ইসলাম'পন্থী। উপমহাদেশীয় রাজনীতির বেলায় তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সমর্থক। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ছিল তাঁহার কাম্য। কৃষ্টি-বিচ্যুতি ও নীতি পরিবর্তনের জন্য তিনি মুসলিম লীগ নেতাদের সমালোচনা করিতেন। মিলনধর্মী রাজনীতির পক্ষপাতী হইলেও ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদিগকে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়াই গণ্য করিতেন।

স্যার সায়্যিদ ও মাওলানা হ'ালী মনে করিতেন যে, আর্থিক অবনতির ফলেই মুসলমানদের অবনতি ঘটিয়াছে। কিন্তু শিবলীর ধারণা ছিল : তাহাদের জীবনে দুর্গতির যে ঘনঘটা নামিয়া আসিয়াছে, ইসলামী আদর্শের প্রতি উদাসীনতাই হইল ইহার কারণ। 'ইসলামে অবনতির মূল কারণ' শীর্ষক কবিতায় তিনি এই কথাটি ফুটাইয়া তোলার প্রয়াস পান। তাঁহার ধারণা ছিল, মুসলিম জাতি যেইভাবে অতীতে উন্নতি সাধন করিয়াছিল ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইলে আবার তাহারা অনুরূপ উন্নতি বিধানে সক্ষম হইবে।

শিবলীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কতখানি সফল হইয়াছে তাহা বিতর্কমূলক হইলেও তিনি যে উপমহাদেশীয় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি পরিবর্তন আনিতে সক্ষম হন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁহার রচনাবলীর ফলে সুধী মহলে মানসিক বিপ্লবের সৃষ্টি হয় এবং স্যার সায়্যিদের অপরিমিত যুক্তিবাদে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার সায়্যিদ পার্থিব উন্নতির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু শিব্লী দীন ও দুনিয়া উভয়ের গুরুত্ব সমানভাবে অনুধাবন করেন। স্যার সায়্যিদ যুক্তি ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোকে কু'রআান ও হ'াদীছে'র মর্ম অনুধাবন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু শিব্লী পূর্ববর্তী ইমামদের ব্যাখ্যাকে য়ুরোপের আধুনিক চিন্তাধারার সহিত সমন্বিত করার প্রয়াস পান।

১৯১০ হইতে ১৯৩৫ খৃ. পর্যন্ত যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয়, তাহা অনেকাংশে শিব্লীর প্রাচীন ও আধুনিকের সমন্বয় সাধনেরই ফল। দারু'ল-মুস'ান্নিফীন-এর লেখকগণ শিবলীর সমন্বয়ধর্মী নীতি অনুসরণ করিয়াই জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করেন। ইঁহাদের মধ্যে সায়্যিদ সুলায়মান নাদাব'ী, মাওলানা 'আবদু'ল-মাজিদ দারয়াবাদী, মাওলানা 'আবদু'স-সালাম, মাওলানা 'আবদু'ল-বারী ও সায়্যিদ আবু'ল-হ'াসান 'আলী নাদাব'ীর নাম উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) সায়্যিদ সুলায়মান নাদাব'ী, হ'ায়াত-ই-শিব্লী, আজমগড় ১৯৪৩ খৃ.; (২) এস. এম. ইকরাম, শিবলীনামাহ, বোম্বাই; (৩) আফতাব আহমদ সিদ্দীক'ী, শিবলী-এক দাবিস্তান, ঢাকা; (৪) ঐ, মাওজ-ই-কাওছ'ার, লাহোর ১৯৬৮ খৃ.; (৫) হ'ামীদ হ'াসান ক'াদিরী, দাস্তান-ই-তারীখ-ই-উর্দূ, সিন্ধু; (৬) সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ, স্যার সায়্যিদ আওর উনকে রুফাক'া', লাহোর ১৯৬০ খৃ.; (৭) মুহ'াম্মাদ মীর্যা 'আসকারী, তারীখ-ই-আদাব-ই-উর্দূ, লখনৌ ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৬৪-৭৫; (৮) সায়্যিদ হাশিমী ফারীদাবাদী, তারীখ-ই-মুসালমানান-ই-পাকিস্তান ওয়া ভারত, আঞ্জুমান-ই-তারাক্ক'ী-ই-উর্দূ, করাচী, ১৯৫৩ খৃ., পৃ. ৫১৪—১৫; (৯) Smith. W. C., Modern Islam in India. London 1946, pp. 38—40; (১০) Ram Babu Saksena, History of Urdu Literature, London 1932, pp. 88—89.

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ

শির্ক (شرك) (এবং ইশ্রাক) অর্থ সংযুক্তি, বিশেষত আল্লাহ্র সঙ্গে একজন সঙ্গী জুড়িয়া দেওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়াও অন্যের পূজা করা, বহু ঈশ্বরবাদ। মক্কা যুগীয় কু'রআানের প্রাচীন সূরাঃগুলিতে কোন কোন স্থানে শির্ক ও মুশ্রিকূনের উল্লেখ আছে (সূরাঃ ৯৮ : ১, ৬); কু'রআানের শেষ অংশগুলিতেও বারবার উহার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং কখনও মুশ্রিকগণের সঙ্গে নিয়মিত তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, বিশেষ করিয়া তাহাদিগকে অনবরত শেষ বিচারের ভয় দেখান হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, মুশ্রিকগণ (অংশীবাদিগণ) তখন শাস্তি ভোগ করিবে (সূরাঃ ২৮ : ৬২ প.)। তাহারা মনে করে, তাহাদের প্রতিমাসমূহ তাহাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করিবে, কিন্তু এইগুলি দ্বারা তা'হা কখনও সম্ভব নহে (সূরাঃ ৬ : ৯৪; ১০ : ১৮; ৩০ : ১৩; ৩৯ : ৩ ও ৩৮); বরং বিপরীতক্রমে সেগুলি শেষ দিবসে উহাদের উপাসকবৃন্দকে দোষারোপ করিবে (সূরাঃ ১৯ : ৮১ প., ১০ : ২৮ প.) এবং পূজক ও পূজিত উভয়ই সেইদিন জাহান্নামের জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হইবে (সূরাঃ ২১ : ৯৮ প.)। মুশ্রিকগণ বিপদের সময় যথা : সমুদ্র যাত্রায় ঝড় উঠিলে তাহাদের অন্যান্য দেবতাকে ছাড়িয়া একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহ্কে ডাকে; যখন আল্লাহ্ তাহাদের বিপদমুক্ত করেন তখন তাহারা অংশীবাদে প্রত্যাবর্তন করে (সূরাঃ ২৯ : ৬৫)। বিশ্বাসিগণকে তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইবে এবং তাহারা মুশ্রিকাত (মুশরিক রমণীদিগকে) বিবাহ করিতে পারিবে না (সূরাঃ ২ : ২২১), তাহারা অবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে কটূক্তি করিবে না এবং আল্লাহ্কে আক্রমণ না করা পর্যন্ত তাহাদের আচরণ বরদাশ্ত করিবে (সূরাঃ ৬ : ১০৮)। হি. ৯ সালে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') আল্লাহ্র আদেশে মুশ্রিকগণের সহিত শেষবারের মত সম্পর্কচ্ছেদ করেন [বারাা'আঃ] (সূরাঃ ৯ : ৩, তু. সূরাঃ ১৫ : ৯৪ প.)। মুশ্রিকগণ অপবিত্র (সূরাঃ ৯ : ২৮); বিশ্বাসিগণ তাহাদের জন্য ইস্তিগ্'ফার করিবে না, এমন কি তাহারা তাহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গ হইলেও (সূরাঃ ৯ : ১১৩ প.)। কু'রআানে আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছেন, শির্ক এমন মহাপাপ যে, আল্লাহ কোনক্রমেই তাহা ক্ষমা করিবেন না (সূরাঃ ৬ : ৫১, ১১৬; ৩১ : ১৩) এবং উহাকে তিনি নির্বুদ্ধিতার কাজ বলিয়া বাতিল করিয়াছেন (সূরাঃ ২১ : ২২)।

কু'রআানে এই ধারণার বিকাশ কাফির (দ্র.) ধারণার অনুরূপ। কাফির অবিশ্বাসীদের জন্য অতি সাধারণ পরিভাষা এবং মুশরিকগণ ও অবিশ্বাসী 'গ্রন্থধারিগণ' (আহ্ল কিতাব) উভয় শ্রেণী উহার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সূরাঃ ৯৮ : ৬-এ উক্ত হইয়াছে, "কিতাবীদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাসী এবং যাহারা অংশীবাদী তাহারা সকলেই

জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে চিরকাল বাস করিবে।" কু'রআনের সর্বত্র আল্লাহ্‌র একত্বের সরাসরি বিপরীতে শির্ক ব্যবহৃত হইয়াছে, আল্লাহ্‌র একত্বের পূর্ণরূপ ১১২তম সূরাঃ (সূরাঃ আত-তাওহ'ীদ অথবা সূরাঃ আল-ইখলাস')-তে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। কাহারও কাহারও ব্যাখ্যা অনুসারে সূরাটির প্রতিটি আয়াত দ্বারা বিভিন্ন রকমের শির্ক-এর পথরুদ্ধ করা হইয়াছে।

হ'াদীছে' শির্ক সাধারণত একই অর্থে ব্যবহৃত; তাহা হইল "আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বিশ্বাসের প্রকাশ্য বিরোধিতা।" উপরি-উল্লিখিত কু'রআনের অংশগুলিতে উক্ত হইয়াছে যে, মুশরিকূন আল্লাহ্‌র কৃতঘ্ন বান্দা; তাহারা বৃথা বলিয়া থাকে, "আমাদের দেব-দেবী না থাকিলে আমরা বিনষ্ট হইয়া যাইব।" এই ধরনের আরও অনেক কিছু তাহারা বলিয়া বেড়ায়। ইসলামের বিজয়কালে মুশ্‌রিকূনের প্রতি বৈরীভাব হ'াদীছে' প্রতিফলিত হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে মুশরিকূনকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ করা হইত; কোন কোন সময় হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালনার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিতেন; খন্দকের যুদ্ধের সময় তিনি তাহাদের বাসগৃহ ও সমাধি ধ্বংস হওয়ার অভিশাপ দিয়াছিলেন। হ'াদীছ' অনুসারে বিশ্বাসিগণ শির্কে জড়িত হইতে পারে না। মহানবী (স') পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলেন, "আমার উম্মাতের মধ্যে শির্ক অবলোকন করা ঘোর অন্ধকার রজনীতে কঠিন প্রস্তরের উপর একটি কালো রঙের বীজ দেখা হইতেও অধিকতর দুঃসাধ্য" অথবা যেমন আবূ বাক্‌র (রা)-কে বলেন, "আমি তোমাকে একটি বাক্য বলিব, যাহার উচ্চারণ যে কোন শির্ক হইতে তোমাকে রক্ষা করিবে; হে আল্লাহ! আমি যাহাতে সজ্ঞানে তোমার সঙ্গে শির্ক না করি সেজন্য তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি এবং অজ্ঞতাবশত উহা করিয়া থাকিলে সেজন্য তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি।"

ফিক্'হের গ্রন্থাবলীতে মুশরিক অবিশ্বাসীদের জন্য আইনানুগ পারিভাষিক শব্দ, যদিও ক্যাফির শব্দও প্রায়শ দেখা যায়। ফিক্'হ অনুসারে অবিশ্বাসিগণ সাধারণভাবে আইন-বহির্ভূত ও অল্প মর্যাদার অধিকারী হিসাবে বিবেচিত হয়। বৈরীভাবাপন্ন অবিশ্বাসীকে হত্যা করার জন্য কোন মুসলিমকে শাস্তি দেওয়া হইবে না, কিন্তু যি'ম্মীকে অথবা নিরাপত্তা প্রদত্ত মুসলিম রাজ্যের মুশরিক অধিবাসীকে কোন মুসলিম হত্যা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। এই বিষয়ে সাধারণভাবে দ্রষ্টব্য ক্যাফির শীর্ষক প্রবন্ধ এবং বিশেষ বিশেষ বিষয় যথাঃ যুদ্ধ-সংক্রান্ত আইনের জন্য জিহাদ ও দারু'ল-হ'ারব প্রবন্ধ এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের জন্য দ্র. যি'ম্মাঃ, খারাজ ও জিয্‌য়াঃ শীর্ষক প্রবন্ধাবলী। কোন কোন ক্ষেত্রে অবিশ্বাসীদের নিজেদের মধ্যে আইনগত ব্যবস্থাপনার অনুমতি রহিয়াছে, যথাঃ বিবাহ আইন, অবিশ্বাসিগণ নিজেদের ছেলেমেয়ের বিবাহের ব্যাপারে স্বাধীন; বিশ্বাসীদের বিবাহে অবিশ্বাসিগণ সাক্ষী হইতে পারে; অবিশ্বাসী স্বামী-স্ত্রীর যে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে অন্যজন পরিত্যক্ত হইবে। উত্তরাধিকার আইনঃ এক অবিশ্বাসী কর্তৃক অন্য অবিশ্বাসীকে উইল করিয়া সম্পত্তি প্রদান, তাহারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও সম্পূর্ণ বৈধ, তদ্রূপ উইলকারী অথবা যাহার স্বপক্ষে উইল করা হয় সে মুসলিম হইলেও তাহা বৈধ হইবে, কিন্তু একজন অবিশ্বাসী শত্রুপক্ষীয়কে কোনক্রমেই কিছু উইল করিয়া দান করা যাইবে না। উইল কার্যকরী করার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসাবে কোন অবিশ্বাসীর নিয়োগে কায-ীর বাধা দিতে হইবে। ক্রীতদাস সংক্রান্ত আইনের জন্য 'আবদ শীর্ষক প্রবন্ধ দ্র.; এবং জরুরী অবস্থায় যখন কোন বিশ্বাসী তাহার বিশ্বাস গোপন রাখিতে পারে, সেজন্য দ্র. তাক'ীয়াঃ শীর্ষক প্রবন্ধ।

বিজয় অভিযানসমূহে মুসলিমদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী একথাই প্রমাণ করে যে, সকল মুশরিকূন একরূপ নহে; সুতরাং সকলের সঙ্গে একইরূপ ব্যবহার করা চলে না। মিলাল্ ওয়া নিহ'াল্ (ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়) সংক্রান্ত গ্রন্থাবলীতে আমরা ইসলাম-বহির্ভূত বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদ সম্বন্ধে কমবেশী পূর্ণ বিবরণ দেখিতে পাই। এই পরিভাষায় দার্শনিক, নক্ষত্রপূজারী ও নাস্তিকগণও শামিল হইয়াছে। আত্মসমর্থনমূলক (apologetic) সাহিত্যেও আমরা প্রায়শ ইসলাম-বহির্ভূত বিভিন্ন ধর্মের ধারাবাহিক বর্ণনা দেখিতে পাই। মূর্তি-পূজার উদ্ভব কিভাবে হয় তাহার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রচেষ্টারও অভাব নাই। এইরূপ আলোচনার ফলে শির্কের ধারণা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে সম্পর্কে আলোচনা এখানে করা যাইবে না। কিন্তু এই সকল গবেষণার এতখানি বাস্তব আইনগত গুরুত্ব রহিয়াছে যে, সেইগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের সদস্যদের নিকট হইতে গৃহীত শপথ-বাণী সম্পর্কে জানা যায়। এই সব শপথবাণী দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে অবশ্য পালনীয় অঙ্গীকার আদায়ের 'কসম' গ্রহণ করা হয়, বিশেষত মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকারের ক্ষেত্রে। মাম্‌লূক যুগের এরূপ শপথ বাক্যসমূহের একটি চিত্তাকর্ষক সংকলন ক'াল্‌ক'াশান্দী কর্তৃক সু'বুহ''ল-আ'শা, ১৩খ, ২০০ প.-তে প্রদত্ত হইয়াছে।

মু'তাযিলীগণ তাহাদের প্রতিপক্ষকে মুশ্‌রিক বলিয়া অভিহিত করে, কারণ তাহারা (প্রতিপক্ষরা) আল্লাহ্‌র কতকগুলি চিরস্থায়ী গুণের অবতারণা করিয়া আল্লাহ ছাড়া কতিপয় চিরস্থায়ী সত্তার অবস্থান স্বীকার করিয়া লইয়াছে। মু'তাযিলীদের মতে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই; বরং তাহা অবিচ্ছেদ্যরূপে আল্লাহ্‌র সঙ্গে এককভাবে জড়িত রহিয়াছে (উহা 'আয়নু'য'-য'াত), তাহা হইতে গুণাবলী পৃথক নহে এবং 'আল্লাহ সর্বজ্ঞ', 'আল্লাহ শক্তিশালী', 'আল্লাহ জীবন্ত' প্রভৃতি বাক্যাংশের অর্থ সাধারণভাবে 'আল্লাহ আছেন'। প্রকারান্তরে তাঁহারা আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে স্বীকার করিতে চাহেন না।

ঠিক তেমনি আল্-মুওয়াহ্'হি'দগণ, যাহাদের নির্ধারিত বিশেষ নীতি হইতেছে তাওহ'ীদ, তাহাদের প্রতিপক্ষকে শির্কের দোষারোপ করে, কারণ আল-মুওয়াহ্'হি'দগণ কু'রআনকে অসৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করে এবং উহার অসৃষ্টত্ব স্বীকারের দাবী তাহাদের তাওহ'ীদের অন্তর্ভুক্ত; কেবল এই উপায়েই কু'রআনকে আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় চিরস্থায়ী বস্তু হওয়ার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত করা সম্ভব। যাহারা আল্লাহ্‌কে নরমূর্তিধারী বা নরসুলভ গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করে তাহারাও তাহাদের মতে মুশ্‌রিক। কারণ অনুরূপ ধারণা দ্বারা তাহারা ওয়াহ্'দানিয়্যাঃ (একত্ব)-কে ক্ষুণ্ন করে। তাহাদের সঠিক মতানুসারে কেবল তাহারাই আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সত্যিকার প্রবক্তা (মুওয়াহ্'হি'দূন) আর অবশিষ্ট সমগ্র মুসলিম-জগত তাহাদের নিকট মুশ্‌রিকূন্ এবং খৃস্টানগণ আহ্‌লু'ল-কুফ্‌র্ (ইসমা'ঈলিয়্যাঃগণও নিজেদেরকে 'মুওয়াহ্'হি'দূন্' নামে অভিহিত করিতে আগ্রহী, কিন্তু ইহা তাহাদের জন্য স্বাতন্ত্র্যসূচক নাম নহে। তাহাদের মতে যে কেহ তাহার ইমামের সঙ্গে অন্য কাহাকেও অংশীদার করিবে, সে আল্লাহ অথবা রাসূলের সঙ্গে অংশীদার স্থাপনকারীর সদৃশ অর্থাৎ অপবিত্র)।

ওয়াহ্হাবীদের শির্ক-নীতি চরম পর্যায়ের। তাঁহাদের বিরোধিতা সরাসরি শির্কের বিরুদ্ধে। তাঁহাদের মতে শির্ক সমগ্র সুন্নী ইসলামে পয়গম্বর, দরবেশ ও মাযারের পূজার আকারে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য এই ব্যাপারে সুন্নী ইসলামে এবং অন্যত্রও এমন লোকের অভাব নাই যাহারা তাওহ'ীদের কারণে পীরপূজা প্রথার নিন্দা করে, কিন্তু কেবল সাধারণ্যে ইহা অত্যধিক পরিমাণে প্রচলিত থাকায় সহনীয় হইয়া গিয়াছে (Goldziher, Zahiriten, p. 189, তু. Strothmann, Kultus der Zaiditen, p. 67 প.)। ওয়াহ্হাবীগণও নিজদিগকে একমাত্র মুওয়াহ্'হি'দূন বলিয়া মনে করেন, এবং নিজেরা নিজেদের মতানুসরণকে ইহ্'য়াউ'স-সুন্নাঃ বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে প্রকৃত প্রস্তাবে সনাতন সুন্নাত ও মহানবী (স')-এর আদর্শকে তথা ইসলামের মর্মমূলকে পীরপূজা দ্বারা বিনষ্ট করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা সুন্নী ও শী'ঈদের প্রবর্তিত ইসলামের পবিত্রতম স্থানগুলির সমালোচনা করিয়া থাকেন, কারণ এগুলি তাঁহাদের দৃষ্টিতে নিয়মিত মূর্তিপূজার শক্তিশালী কেন্দ্র।

ওয়াহ্হাবী তত্ত্ববিদ্গণের মতে তাহাদের বিরোধিতা নিম্নলিখিত বিষয়ে পরিচালিত : (১) শির্কু'ল-'ইল্ম : নবী-রাসূল ও পীরগণ 'ইলমু'ল-গ'ায়বের অধিকারী নহেন, কেবল আল্লাহ তাঁহাদিগকে যাহা অবহিত করান তাহাই তাঁহারা জানিতে পারেন। অতএব তাঁহাদের দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী ও স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীদের সেই জ্ঞান আছে বলিয়া বিশ্বাস করা কিংবা তাহাদিগকে উক্ত জ্ঞানে ভূষিত করা শির্ক। (২) শির্কু'ত্-তাস'ার্রুফ : আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও বিশ্বের কিছু পরিবর্তন ঘটাইবার ক্ষমতা আছে বলিয়া কল্পনা করা। সুতরাং কেহ কোন পীরকে আল্লাহ্‌র মধ্যস্থরূপে মনে করিলে সে শির্কে জড়িত হইবে, এমন কি সে যদি কেবল এতটুকু ধারণা করে যে, উক্ত পীর তাহাকে আল্লাহ্‌র নিকটস্থ করিতে সক্ষম তবুও তাহা শির্কে পরিগণিত হইবে। অতএব যে কোন প্রকার সুপারিশ (শাফা'আঃ, দ্র.) সূরাঃ ৩৯ : ৪৪ অনুসারে অমূলক ; স্বয়ং মহানবী (স') কেবল শেষ দিবসে সুপারিশ করণার্থে আল্লাহ্‌র অনুমতি লাভ করিবেন, তাহার পূর্বে নহে। (৩) শির্কু'ল-'ইবাদাত : যে কোন সৃষ্ট বস্তু, নবী ও রাসূলের কবর ও কোন পীরের মাযারকে আনত মস্তকে সম্মান প্রদর্শন, প্রদক্ষিণ, অর্থ দান, মানত, উপবাস ও তীর্থযাত্রা ইত্যাদির মারফত শ্রদ্ধা নিবেদন, কোন পীরের নাম উল্লেখ করিয়া তাহার সমাধিতে প্রার্থনা করা, (হ'াজ্র আস্ওয়াদ ব্যতীত) কোন প্রস্তর চুম্বন করা ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। (৪) শির্কু'ল-'আদাতঃ ইস্তিখারাঃ (দ্র.) ব্যতীত অন্যান্য কুসংস্কারমূলক প্রথা, যথা : শুভ বা অশুভসূচক পূর্বলক্ষণ বিশ্বাস কিংবা শুভ বা অশুভ দিনে বিশ্বাস এবং 'আবদু'ন-নাবীর ন্যায় ব্যক্তিগত নামে বিশ্বাস স্থাপন এবং ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট উপদেশ চাওয়া প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। (৫) শির্ক্ ফি'ল-আদাব : মহানবী (স'), 'আলী (রা), ইমামগণ অথবা পীরদের নামে শপথ গ্রহণ ইহার আওতাধীন।

মুসলিম নীতিশাস্ত্রে শির্কের একটি বিশেষ অর্থ রহিয়াছে এবং তাহা আল্-গ'াযালীতে বেশ লক্ষণীয়। সূক্ষ্ম নীতিবোধের মানদণ্ডে "আল্লাহ্‌র যে কোনও প্রকার উপাসনা যদি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অনুষ্ঠিত না হয়" তবে তাহা শির্ক। সুতরাং পুরস্কারের লোভে অর্থাৎ লোকের শ্রদ্ধা কিংবা প্রশংসা কুড়াইবার উদ্দেশ্যে যে ভণ্ডামীপূর্ণ ধর্মচর্চা করা হয় তাহা শির্ক, কারণ ইহাতে আল্লাহ্‌র ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মানবীয় বিবেচনাকে অংশীদার করা হয়। অনুরূপভাবে ঔদ্ধত্য ও অহংকার এক প্রকার শির্ক। এই শির্কের অসংখ্য স্তর বাহির করা হইয়াছে এবং ইহা বহু-ঈশ্বরবাদ শির্ক 'আজ'ামের (বড় অংশীবাদিতার) পাশাপাশি শির্ক স'াগ'ীর (ক্ষুদ্র অংশীবাদিতা) অথবা শির্ক আস্'গ'ার (ক্ষুদ্রতর অংশীবাদিতা) নামে অভিহিত। যে সংশ্রব অথবা ত্রুটি-বিচ্যুতি দ্বারা বিশুদ্ধ সংকল্প বা ইখলাস' (দ্র.) আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে তাহার মাত্রার উপর কার্যের নৈতিক মান নির্ভর করে।

সূ'ফীদের কাছে ইখ্লাস'-এর অর্থ হইতেছে "আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ আরাধনা"; সেই হিসাবে তাহাদের নিকট শির্ক অর্থ তাঁহার একনিষ্ঠ আরাধনা হইতে কোন কিছু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। উদাহরণত বলা যায়, শুধু প্রবৃত্তির (নাফ্স) এতটুকু বিভ্রম যে তাহাতে ভাল কিছু আছে এবং তাহার কিছু মূল্য আছে, ইহাও একটি গোপন শির্ক্ বিশেষ (শির্ক্ খাফী)। 'আমি আল্লাহ্‌কে জানি' এরূপ দাবীও অনুরূপ শির্কের আওতাভুক্ত, কারণ এখানে জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যে দ্বৈতবাদের স্বীকৃতি বিদ্যমান। কেননা যে সূ'ফী আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলন কামনা করে, তাহার নিকট আচার ও ধর্মের পার্থক্য গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাতে ইসলামকে বাদ দেওয়া হয় না।

গ্রন্থপঞ্জী : কু'রআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফ্সীর, হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহের কিতাবু'ল-ঈমান ও সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহ; (১) Goldziher, Muhammedan Studien, ii. 280 প., (২) Wensinck, Handbook, দ্র. Polytheism; (৩) Pedersen, Der Eid . . . p. 208, 28; (৪) Fagnan, Additions, p. 88; (৫) Noldeke-Schwally, Geschichte des Qorans, i. 129, 225, 229; (৬) Weitbrecht-Stanton, The Teaching of the Qoran, index under Idolatry and Idols; (৭) Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 60 প.; (৮) Hamilton, Hidaya, index দ্র. infidels; (৯) আবূ য়ূসুফ, কিতাবু'ল-খারাজ, বূলাক' ১৩০২ হি., পৃ. ৭৩ প., ১১৮ প.; (১০) খালীল, মুখ্তাস'ার; (১১) আন্-নাফ্সী, ক'ালাতি'রু'ল-খায়রাত, ১খ, ২২৭, ২৩১, ২৫২, ২৮৯; (১২) আল্-মাক্'রীযী, তাজরীদু'ত-তাওহ'ীদ, কায়রো ১৩৪৩ হি.; (১৩) Houtsma, De Strijd over het Dogma in den Islam tot op el-Ash'ari. p. 16 প.; (১৪) Goldziher, Materialien zur Kenntnis der Al-Mohadenbewegung, ZDMG, xli, 68; (১৫) Hughes, Dict. of Islam, দ্র. Mushrik, Shirk, Wahhabi; (১৬) H. Bauer, Islamische, Ethik, i. p. 45 প., 64 প., 68 প.।

W. Bjorkman (S.E.I.)/মুহ'ম্মদ আবদুল মান্নান

শী'আঃ (شيعة) মুসলমানদের কতকগুলি দলের মধ্যে এক বৃহৎ দলের নাম। রাসূল কারীম (স')-এর মৃত্যুর পর 'আলী (রা) ন্যায়ত খলীফা হওয়ার দাবীদার ছিলেন, এই মতবাদের ভিত্তিতে এই দলের উদ্ভব হয়।

শী'আঃ মতবাদের কারণ ও প্রাথমিক যুগ

তিনটি প্রধান মুসলিম ফিরকা'ঃ (দল) বিশেষ উল্লেখযোগ্য : সুন্নী, খারিজী ও শী'আঃ। মুসলিম উম্মাঃ ও মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্ব

কে করিবে—এই প্রশ্নে সুন্নীদের নীতি ছিল যে, এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে মত প্রকাশ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের (اصحاب الحل و العقد) নির্বাচিত প্রতিনিধিই রাসূল (স')-এর খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং তিনি কু'রায়শ বংশীয় হইবেন। ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালক জনসাধারণের আস্থাভাজন হইবেন—এই ধারণাটি প্রথম চারি খলীফা নির্বাচনের মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। প্রথম খলীফা আবূ বাক্‌র (রা) খলীফা পদে নির্বাচিত হইবার পর তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, খলীফা যতদিন পর্যন্ত কু'রআন ও সুন্নার ভিত্তিতে রাষ্ট্র এবং সমাজ পরিচালনা করিবেন ততদিন পর্যন্ত তিনি জনগণের আনুগত্যের অধিকারী থাকিবেন। পরবর্তী খলীফাগণও এই নীতি মানিয়া লইয়াছিলেন, এমন কি যখন খিলাফাত রাজতন্ত্রের রূপলাভ করিল তখনও এই নীতির প্রতি মুসলিম শাসকগণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ক্রমে আরও দুইটি মতবাদ গড়িয়া উঠে। একটি মতবাদ ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধের সূত্রে উদ্ভূত খারিজী (দ্র.)-গণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচার লাভ করে। তাঁহাদের মতে খলীফার বংশ পরিচয় নিতান্ত গুরুত্বহীন, এমনকি একজন হা'বশী ক্রীতদাসও খলীফা হইতে পারেন। খারিজীগণ আসলে সি'ফ্‌ফীনের যুদ্ধের পর খিলাফাতের প্রশ্নে সালিসী ব্যবস্থা বিশেষত অপ্রত্যাশিত সালিসী রা'য়ের বিরুদ্ধে খিলাফাতের বৈধতা অস্বীকার করে। অপর ফির্‌ক'াঃ অর্থাৎ শী'আঃ খিলাফাত বনাম গণসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচিত খলীফার আনুগত্য স্বীকার করিতে রাযী নহে—এমন কি কু'রায়শ হইলেও না। তাঁহাদের মত হইল—আহ্‌লু'ল-বায়ত (নবী-পরিবার) অর্থাৎ 'আলী ও ফাতি'মাঃ (রা)-এর বংশোদ্ভূত-গণই ইমামাত (খিলাফাত নহে)-এর অধিকারী; পূর্ববর্তী ইমাম তাঁহার উত্তরাধিকারী পরবর্তী ইমামের মনোনয়ন দান করিবেন। শী'আঃ ধর্মপুস্তকসমূহে দেখা যায়, "যে ব্যক্তি তাহার সময়ের প্রকৃত ইমাম কে, তাহা না জানিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় সে কাফিররূপে মৃত্যুবরণ করে।" شيعة على অর্থাৎ 'আলীর দল হইতে সংক্ষেপে 'শী'আঃ' নামের প্রচলন হইয়াছিল।

শী'আদের বর্ণনানুসারে প্রাথমিক শী'আঃ ছিলেন তিনজন,—সাল্‌মান আল্‌-ফারিসী (রা), আবূ য'ার (রা) এবং আল-মিক্‌'দাদ ইব্‌নু'ল-আসওয়াদ আল-কিন্দী (রা)। তাঁহারাই (কোন কোন বর্ণনামতে আরও কয়েক ব্যক্তি) রাসূল (স')-এর ইনতিকালের পর 'আলী (রা)-এর নেতৃত্বের পক্ষপাতী ছিলেন; কাজেই তাঁহারা ধর্মভ্রষ্ট হন নাই। অধিকাংশ শী'আদের মতে এই তিনজন ব্যতীত অন্য স'াহ'াবীগণ আবূ বাক্‌র (রা)-কে খলীফা মনোনীত করায় ধর্মভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এই সকল গল্প বিশেষত সাল্‌মান ফারিসী (রা) সম্পর্কীয় গল্প একেবারেই কাল্পনিক; পরবর্তী যুগের বহু সংখ্যক শী'আঃ-হ'াদীছ' এবং 'আলী বংশীয়গণের ভবিষ্যত সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী শী'আঃ সূত্রের বর্ণনা মতে সাল্‌মান আল-ফারিসী (রা)-এর নামের সহিত সম্পর্কিত।

ইসলামের বিগত ইতিহাসে ইমামাত আহ্‌ল-বায়ত বা রাসূল (স')-এর পরিজন নামে পরিচিত 'আলী (দ্র.) বংশীয়গণের মধ্যে রক্ষিত হইবে—এই বাসনা কখনও সফল হয় নাই। ৩৫—৪০/৬৫৬-৬৬১ এই সময়ের মধ্যে 'আলী (রা)-এর অল্পকাল স্থায়ী খণ্ডিত খিলাফাত ছিল অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বিক্ষুব্ধ এবং তাঁহার পুত্র হ'াসান (দ্র.) (রা)-কে খলীফা বলাই কঠিন। প্রথম 'আলী-বংশীয় স্বাধীন রাজ্য ১৭২/৭৮৯ সালে মরক্কোতে হ'াসান বংশীয় ১ম ইদ্‌রীস ইব্‌ন 'আব্‌-দিল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার রাজ্যের অধিবাসী ছিল সুন্নী; সেইজন্য ইহাকে শী'আঃ রাজ্য বলা যায় না; বরং 'আলী বংশীয় রাজ্য বলা চলে। 'আলী বংশীয় শাসনকর্তাদের অধীনে যে কয়েকটি রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল তন্মধ্যে য়ামানের ইমাম ছিলেন শী'আঃ, বিশেষত যায়দী (নীচে দেখুন)।

রাজনীতিক্ষেত্রে শী'আঃগণকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, সেজন্য তাঁহারা ধর্মীয় বিষয় অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। শী'আঃগণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এই কার্যের প্রসারে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। 'আলী বংশীয়গণ একের পর এক শহীদ হইয়াছেন। জনৈক খারিজীর হস্তে নিহত হযরত 'আলী (রা)-এর রক্ত অপেক্ষা সরকারী সেনা (য়াযীদ) বাহিনীর হস্তে নিহত তাঁহার পুত্র হ'সায়ন (রা)-এর রক্তই শী'আঃ মতবাদের ভিত্তি স্থাপনে বেশী সহায়তা করিয়াছিল। এই ঘটনা হইতেই শী'আঃগণের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ প্রবণতার (Passion) আবির্ভাব হয়। এই ঘটনার ফলে ঐতিহাসিক অসঙ্গতিপূর্ণ বহু কিংবদন্তীর সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং অনেক অখ্যাত-নামা 'আলী বংশীয়গণের জীবনকেও শহীদের জীবনরূপে দেখান হইয়াছে। সাধারণত সমসাময়িক খলীফার প্ররোচণায় বিষ প্রয়োগে তাঁহাদের জীবনাবসানের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে, বিশেষত ইমাম হ'াসান (রা), ইমাম জা'ফার আস'-স'াদিক', ইমাম 'আলী আর-রিদ'া এবং মোটামুটিভাবে শী'আদের ইছ'না' 'আশারিয়্যাঃ শাখার প্রত্যেক ইমামের মৃত্যু এইভাবে সংঘটিত হইয়াছে, বলা হয়। ইহা নিছক একটা পার্থিব ব্যাপার হইতে পারে এবং সুন্নীদের ন্যায় যায়দীগণের নিকট ইহা একেবারেই পার্থিব ব্যাপার। কিন্তু অধিকাংশ শী'আঃ-র নিকট ইহা সম্পূর্ণ ধর্মীয় ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে।

কোন কোন শী'আঃ দল ইমামের মধ্যে আল্লাহর অংশও কল্পনা করে। কিন্তু হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কখনও কোন ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার কথা কল্পণাও করেন নাই; তাঁহার নিজের সম্বন্ধেও না। কু'রআন তাঁহাকে একজন মানুষ (بشر) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং কুত্রাপি তাঁহার ইলাহী সত্তার আভাস তাহাতে নাই। শী'আগণের ধর্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য এই-রূপ: (১) "আমি এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস করি; (২) আমি অনাদি অসৃষ্ট কু'রআনের অবতীর্ণ হওয়াতে বিশ্বাস করি, (৩) আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্‌র বিশেষভাবে মনোনীত তাঁহার সত্তার অংশী ইমামই মুক্তির পথ প্রদর্শক।" অনেক শী'আঃ-এর মতে ইমামের মৃত্যু হয় না; বরং তিনি অন্তর্হিত হন এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পুনঃপ্রেরিত হইবেন; তিনিই মাহ্‌দী (দ্র.)। ইমাম দেহত্যাগ করেন কিন্তু তাঁহার ইলাহী সত্তা পরবর্তী ইমামের মধ্যে প্রবেশ (حلول) করে। ইহা আত্মার দেহান্তরে গমন (تناسخ) মত-বাদের ন্যায়। মানুষের মধ্যে ঐশ্বরিক সত্তার অংশের প্রবেশ সম্বন্ধে বিশ্বাস-প্রবণতা ইমামের পুনরাবির্ভাবের আশার সঞ্চার করে, শাহাদাত দ্বারা সেই আশা দৃঢ়তর হয়। তবে ইমাম মুহ'াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হ'ানাফিয়্যার উদাহরণ হইতে দেখা যায় যে, শাহাদাত ব্যতীতও পুনরাবির্ভাব আশা করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শী'আঃ মতবাদের সংমিশ্রণের ইতিহাস সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহের পক্ষে আমাদের উৎস (source materials) যথেষ্ট নহে। 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন সাবা সম্বন্ধে প্রচারিত বিবরণসমূহের সত্যতা যদিও সন্দেহাতীত নহে তথাপি সমকালীন শী'আঃভাবাপন্ন অনেক কবির কবিতায় 'আলী (রা)-এর মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসায় তাঁহার ব্যক্তিত্বে ঐশী-সত্তা আরোপের

নমুনা পাওয়া যায়। আবু'ল-আসওয়াদ আদ-দু'আলী সি'ফ্ফীনের যুদ্ধে 'আলী (রা)-এর পাশাপাশি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি গভীর অনুরাগে তাঁহার প্রশংসায় বলেন ঃ "যখন আমি আবু'ল-হ'সায়ন ['আলী (রা)]-এর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম তখন দেখিলাম যে, উহা একটি পূর্ণ চন্দ্র, যাহা দর্শকের মন ভক্তিপূর্ণ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করে। কু'রায়শ এখন জাত হইয়াছে যে, যেখানেই আপনি অবস্থান করুন, আপনি সদ্‌গুণে এবং ধর্মে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ।" 'আলী (রা)-এর প্রতি এই মনোভাব ধর্মভাবপ্রসূত। আদ্-দু'আলীর নামে প্রচলিত একটি বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিনি 'আলী (রা)-কে আমাদের مولی" (প্রভু) এবং وصی (স্থলাভিষিক্তরূপে মনোনীত) আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। "আমি 'আলী (রা)-এর প্রতি ভালবাসার মাধ্যমে আল্লাহ এবং আখিরাতের অন্বেষণ করি," এইরূপ কথা প্রায়ই শী'আঃগণের মুখে শোনা যায়। কুছ'ায়্যির (মৃ. ১০৫/৭২৩) মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হ'ানাফিয়্যার পুনরাবির্ভাব (رجعة)-এর আশা প্রকাশ করিয়াছেন; কুমায়ত (মৃ. ১২৬/৭৪৩) তাঁহার কবিতায় যে নূর (জ্যোতি) আদাম ('আ) হইতে মুহ'াম্মাদ (স')-এর মধ্যবর্তিতায় আহ্‌লু'ল-বায়তের মধ্যে বর্তিয়াছে তাহার প্রশস্তি গাহিয়াছেন। 'আব্বাসী যুগে রাজনৈতিক ব্যর্থতার কারণে শী'আঃদের এই ধর্মাবেগ বর্ধিত হইয়াছিল। সায়্যিদ আল-হি'ম্‌য়ারী এই বিষয়ে কবিতা লিখিয়াছেন। দি'বিলী "আহ্‌লু'ল-বায়তের স্তুতিকার" কবি শাসকগোষ্ঠীর প্রতি অশিষ্ট কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন, "পাপিগণ একের পর এক খিলাফাতের উত্তরাধিকারী হইতেছে।" তাঁহার এরূপ কটূক্তির কারণ, সমসাময়িক 'আলী আর-রিদ'া তাঁহার বিশ্বাস মতে ছিলেন ইমাম হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। হু'সায়ন (রা)-এর সম্বন্ধে একটি মারছি'য়্যাঃ (শোক প্রকাশক) কবিতায় তিনি তাঁহাকে 'ক'াইম' (অমর) বলিয়াছেন। অনুরূপ আরও মারছি'য়্যায় তিনি লিখিয়াছেন ঃ "যদি আজ বা কাল সম্বন্ধে আমার মনে একটি আশা না থাকিত তবে আমার অন্তর দুঃখে ভাঙ্গিয়া যাইত। সে আশাটি এই যে, একজন ইমাম আসিবেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি আসিবেন, তিনি সমস্ত কল্যাণ সহকারে আল্লাহ্‌র নামে আসিবেন।" তাঁহার মতে হু'সায়ন (রা) সেই প্রতীক্ষিত ইমাম। এই সময়ে 'আলী বংশীয়গণের হস্তে রাজনৈতিক নেতৃত্বও ছিল না। তাঁহারা তাঁহাদের অনুসারিগণ কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হইতেন। যেমন হু'সায়ন (রা) কূফাবাসিগণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। যায়দ ইব্‌ন 'আলীকে যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তেমনি মুখতারের হস্তে মুহ'াম্মদ ইব্‌নু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ এবং আবু'স-সারায়ার হস্তে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ত'াবা-ত'াবা এবং মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন যায়দ রাজনৈতিক দাবার গুটিস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ 'আলী বংশীয়গণের চারিপার্শ্বে প্রায়ই আসিয়া জুটিতেন ধর্মোৎসাহী এবং রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ। 'আলী (রা)-এর পার্শ্বে আসিয়া যাঁহারা দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার মাওলা ক'ান্‌বার-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার প্রভুর মধ্যে "আল্লাহ্‌র কালামের জিহ্বা" চিহ্নিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এই কথাটি আপত্তিকর পর্যায়ের বিবেচিত হয় নাই, কারণ বিবৃত আছে যে, ক'ান্‌বার নিজেই যে সমস্ত অবিবেচক শী'আঃ 'আলী (রা)-এর প্রতি রুবুবিয়্যাত (ربوبية)-এর প্রতিপালন ক্ষমতা আরোপ করিয়াছিল তাহাদের বিরোধিতা করিয়াছেন এবং 'আলী (রা) ও ক'ান্‌বার উভয়েই তাহাদিগকে জাহান্নামী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

জাবির ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ আল-আনস'ারী (রা) হু'সায়ন (রা)-এর পুত্র যায়নু'ল-'আবিদীন ও তৎপুত্র মুহ'াম্মাদ আল-বাকি'র-এর সহিত যুক্ত ছিলেন। প্রথম 'আক'াবাঃ-র বায়'আতে যে সমস্ত মদীনাবাসী রাসূল কারীম (স')-এর হস্তে বায়'আত গ্রহণ করেন, জাবির (রা) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। কথিত আছে, তিনি মুহ'াম্মদ আল-বাকি'রকে আহ্‌ল বায়ত-এর ইমামাতের দাবীর ধারাবাহিকতার রক্ষক হিসাবে প্রভাবান্বিত করেন। আল-বাকি'র এবং তাঁহার পরবর্তী জা'ফার আস'-স'াদিক' ও মূসা আল-কাজি'মের সহিত জাবির ইব্‌ন য়াযীদ আল-জু'ফী, হিশাম ইব্‌নু'ল-হ'াকাম, হিশাম ইব্‌ন সালিম আল-জাওয়ালীক'ী (তিনি একজন যুদ্ধবন্দী) এবং য়ূনুস ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্'মান (আল-য়াক্‌'ত'ীন ইব্‌ন মূসার মাওলা)-এর ন্যায় 'আলিমগণের সম্বন্ধ ছিল। য়ূনুস 'আলী আর-রিদ'ারও অন্যতম সহচর ছিলেন।

শী'আঃ মতবাদের বাহক কতগুলি হ'াদীছে'র মর্ম এইরূপ ঃ 'আলী (রা) হইলেন হারূন ('আ) স্বরূপ; 'আলী (রা) হইলেন ওয়াস'ী (وصی) যিনি আল্লাহ ও রাসূল (স')-এর মনোনীত। তিনি মাওলা; আহ্‌লু'ল-বায়ত যেন নূহে'র নৌকা; আহ্‌লু'ল-বায়ত এবং কু'রআন যেন পৃথিবীর দুইটি রত্ন ভাণ্ডার। মুহ'াম্মাদ, 'আলী, ফাতি'মাঃ, হ'াসান ও হু'সায়ন নিষ্পাপ এই পঞ্চ ব্যক্তি (پنج تن پاک)। "আল্লাহ্‌র অনন্য ইচ্ছা, তোমাদের মধ্য হইতে অপবিত্রতা দূর করা হে আহ্‌লু'ল-বায়ত! এবং তোমাদিগকে সম্যক্‌রূপে পবিত্র করা" (৩৩ ঃ ৩৩)। শী'আঃ মতবাদের সমর্থনে কু'রআনের কতিপয় আয়াতের (১৭ ঃ ৯৩, ১৮ ঃ ১১০, ৪১, ৬) ব্যাখ্যা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে।

শী'আঃ মতবাদের তিনটি প্রধান রূপ দেখা যায় ঃ (১) যায়দী—ইঁহারা সুন্নীগণের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। তাঁহারা ইমামের মধ্যে 'আল্লাহ্‌র অভিব্যক্তি'-মূলক মতবাদের নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দান করেন এবং বলেন, ইহার অর্থ "আল্লাহ হইতে সত্যপথের নির্দেশ লাভ করা।" তাঁহারা 'আলী বংশীয় ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে অলৌকিকভাবে ঐশ্বরিক আলোকের প্রবাহ স্বীকার করেন না। ইমামগণের শাহাদাত লাভ সম্বন্ধে আলোচনা তাঁহারা প্রধানত রাজনীতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখেন অর্থাৎ শাহাদাতকে ধর্মীয় 'আক'াইদ-এর রূপ দান করেন না। এই যায়দী দলের সবকালের প্রচেষ্টা হইল মানুষের তরবারীর বলে এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যে 'আলী বংশীয়গণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। ইমাম মাহদীর আবির্ভাব সম্বন্ধে নানা প্রকার মতবাদের উদ্ভব তাঁহারা সাফল্যের সহিত নির্ধারণ করিয়াছেন। (২) চরমপন্থী (غلاة, একবচনে غالی) শী'আঃদের মতে ইমামের মধ্যে ঐশ্বরিক সত্তা সম্পূর্ণরূপে স্থিতি লাভ করে। এই অবস্থাকে সম্পূর্ণ 'হু'লূল' বলা হয়। ইমামের লৌকিক সত্তা তখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং অবশেষে তাঁহার কাছে স্বয়ং আল্লাহ্‌রও কোন স্থান থাকে না। (৩) মধ্যমপন্থী ইমামীগণ (এবং যায়দী দল) এই মতবাদের অনুসারিগণের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের মতে এই 'গু'লাত'ই শী'আঃ মতবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং তাঁহারা ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। ইমামীগণের মতে 'ইমাম মরণশীল কিন্তু একটি অলৌকিক জ্যোতি (নূর) আংশিক ('হু'লূল' ক্রমে ইমামের মধ্যে অবস্থান করে। চরমপন্থীদের, যথাঃ দ্রুজ [Druse ফির্‌ক'াঃ] মতে ইমামের মৃত্যু হইল দেবত্ব প্রাপ্ত সত্তার বিলোপ—কিন্তু ইমামীগণের মতে ইহা একটি ধর্মীয় শক্তি, যাহা মৃত্যুকে

ইমামের পক্ষে একটি আনন্দের বিষয় করিয়া তোলে। ইমামের মৃত্যু তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে—এই 'আক'ীদাঃ তাহাদের মনে বদ্ধমূল। কারবালার যুদ্ধে আল্লাহ্ বিজয়ের ফিরিশ্‌তাকে হ'সায়ন (রা)-এর নিকট পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র নিকট যাওয়াই পসন্দ করিলেন।

ইতিহাসের ধারায় শী'আঃগণের এই তিনটি সম্প্রদায় আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া যায়। যায়দী আন্দোলনের ফলে ত'াবারিস্তান ও দায়লাম-এ ২৫০/৮৬৪ হইতে এবং য়ামান-এ ২৮৪/৮৯৭ হইতে ছোট ছোট রাজ্য গড়িয়া উঠে। পরস্পরের মধ্যে দূরত্বের জন্য এই রাজ্যগুলি রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করিতে পারে নাই এবং ধর্মীয় মতবাদের ঐক্য স্থাপনও সম্ভব হয় নাই। ইরাকের যায়দীগণ নিজেদের বাসভূমিতে কখনও স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারা প্রায়ই খলীফার সাম্রাজ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া নিজেদের এই অক্ষমতার ক্ষতি পূরণ করিয়া লইত এবং স্থানীয় অবস্থার চাপে তাহারা অনেক সময় নিজেদের সত্তা এবং মতবাদ গোপন (তাক'ীয়াঃ দ্র.) করিতে বাধ্য হইত। ক'ারমাত'ী (দ্র.) দলগুলির মধ্যে, ইসমা'ঈলী (দ্র.) ও দুরূয (দ্র.)-দের মধ্যে এবং অবশেষে নুস'ায়রী (দ্র.) ও 'আলী ইলাহী (দ্র.) বা আহ্‌ল-ই-হ'াক্ক' (দ্র.)-দের মধ্যে গু'লাত মতবাদ বিভিন্নভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই দলগুলি বহুলাংশে আহ্‌ল বায়ত হইতে নিজদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; কায়সানিয়্যাঃ (দ্র.)-গণের ক্ষেত্রেও ইহা দেখা যায়। তাঁহাদের ইমাম মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ রাসূল কারীম (স')-এর বংশধরই নহেন, অন্যপক্ষে তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত একটি হ'াদীছে' বলা হইয়াছে, "সালমান আল-ফারিসী (রা) আহ্‌ল বায়তের অন্তর্গত।" ৯ম/১৬শ শতকে হ'রূফী (দ্র.)-গণ 'আলী বংশীয় ইমামগণের পরিবর্তে 'অবতাররূপী' ফাদ'লুল্লাহ্ আল-আস্‌তারাবাদীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে। ইমামিয়্যাঃগণের নীতির অভ্যন্তরেই বিভেদের বীজ নিহিত ছিল। কারণ তাঁহাদের মতে ইমাম ও আল্লাহ্‌র মধ্যে বিশেষ সম্পর্কটি কোন বিশেষ ইমামের সহিত নহে; বরং ধারাবাহিকভাবে ইমাম শ্রেণীর সহিত। প্রতি যুগে অনুপ্রেরণাপ্রাপ্ত পিতা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ইমাম মনোনীত করেন, মতান্তরে তাঁহার সত্তার ঐশী অংশটি সরাসরি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সত্তায় অনুপ্রবেশ লাভ করে এবং এই পুত্রের মাতাও আহ্‌ল বায়ত হইতে উদ্ভূত হয়। ইমামের আনুগত্য এত প্রগাঢ় হইতে পারে যে, মৃত্যুর পরও তাঁহাকে পরিত্যাগ করা যায় না, কারণ তিনি যে মৃত ইহা অবিশ্বাস্য অথবা এমনও হইতে পারে যে, ইমামের উত্তরাধিকারী অত্যন্ত অসৎ চরিত্রের লোক অথবা শিশু কিংবা একেবারে অপরিণত মনোবৃত্তিসম্পন্ন। ইত্যাকার মতবাদে মতানৈক্য স্বাভাবিক এবং এই কারণেই ওয়াকি'ফিয়্যাঃ এবং কি'ত্ত'ী'ইয়্যাঃ অথবা কি'ত'ইয়্যাঃ নামক উপদলগুলির সৃষ্টি হয়। প্রথমোক্ত দলটি ইমামের মৃত্যু সম্বন্ধে ইতস্তত করে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে মাহ্‌দীরূপে গণ্য করিয়া তাঁহার পুনরাবির্ভাবের 'প্রতীক্ষা' করে। শেষোক্ত দলটি ইমামের মৃত্যু 'নিশ্চিত' বলিয়া স্বীকার করে; সুতরাং উত্তরাধিকারসূত্রে ইমাম-পরম্পরায় বিশ্বাস করে। এইরূপ ওয়াকি'ফিয়্যাঃপন্থী কয়েকটি দল আছে যেমন জা'ফার আস'-স'াদিকে'র সহিত সম্পর্কিত জা'ফারিয়্যাঃ, মূসাবি'য়্যাঃ, রিদ'াবি'য়্যাঃ ইত্যাদি। কিন্তু নানা কারণে এমন কি কি'ত্ত'ী'ইয়্যাঃ দলের পক্ষেও অবিচ্ছিন্ন এই ইমাম-পরম্পরা বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই। একাদশ ইমাম হ'াসান আল-'আস্‌কারী তাঁহার মৃত্যুর সময় (২৬০/৮৭৩) আদৌ কোন শিশু পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু ইমামীগণের এই বিশ্বাস প্রচলিত হইয়াছে যে, মুহ'াম্মাদ হ'জ্জাতুল্লাহ্ নামক মাহ্‌দী প্রকৃতিবিশিষ্ট তাঁহার এক পুত্র ছিলেন এবং অলৌকিকভাবে এই পুত্রটি অন্তর্হিত হইয়াছেন। এইভাবে ইমামীগণ 'দ্বাদশপন্থী' (ইছ্'না' 'আশারিয়্যাঃ)-তে পরিণত হইয়াছিলেন। তবে একজন ত্রয়োদশ ইমাম ছিলেন কিনা এ বিষয়ে কিছুদিন বাদানুবাদ চলিয়াছিল।

ইমামাত-এর প্রশ্ন ছাড়া অন্যান্য 'আক'াইদ সংক্রান্ত প্রশ্নের বিচারে দেখা যায়, শী'আগণের মধ্যে মু'তাযিলী (দ্র.)-ও আছে, অদৃষ্টবাদীও আছে; যেমন যায়দী সম্প্রদায়ের সুলায়মান ইব্‌ন জারীর, আবার আল্লাহ্‌তে নরত্বারোপকারী (anthropomorphists) ও আছে, যেমন পূর্বোল্লিখিত ইমামী হিশাম ইব্‌ন সালিম আল-জাওয়ালীক'ী। কু'রআনের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ শী'আঃগণের মধ্যেও কতখানি বিভেদ সৃষ্টির কারণ হইয়াছে, তাহা ইমাম জা'ফার কর্তৃক য়ূনুস ইব্‌ন 'আবদি'র-রাহ্'মানের নিকট বর্ণিত একটি বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। ইমাম জা'ফারের কথায় "কু'রআন স্রষ্টাও নহে, সৃষ্টও নহে। ইহা এক স্রষ্টার বাণী।" দর্শনশাস্ত্রের প্রতি শী'আঃগণের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উভয়ই সুন্নীগণের অপেক্ষা প্রবলতর ছিল। একদিকে তাঁহাদের মতবাদগুলি প্রতিষ্ঠা করার জন্য দার্শনিক শ্রেণী বিভাগ (categories) এবং যুক্তিতর্কের বহুল প্রয়োজন ছিল; অন্যদিকে ইমামাতের প্রশ্নে দার্শনিক আক্রমণের মুখে তাঁহাদের অবস্থান ছিল দুর্বল। উস্'লু'দ-দীন এবং উস্'লু'ল-ফিক্'হ-এর ব্যাপারেও শী'আদের মধ্যে সুন্নীগণের মতপার্থক্যের ব্যবধান দেখা যায়। যেমন সুন্নীদের মধ্যে হ'ানাফী হইতে জ'াহিরী পর্যন্ত মায'হাবগুলির মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দুইটি বিতর্কমূলক প্রশ্নের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথাঃ খাবারু'ল-আহ'াদ এবং কি'য়াসের অর্থাৎ দলীলরূপে এই দুইটির মর্যাদার প্রশ্ন। শী'আদের সকল গোষ্ঠীর মধ্যে ইমাম এবং শহীদগণের মাযারের প্রতি যতটা সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করার প্রবল প্রবণতা দেখা যায়, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রবর্তিত শারী'আতে ততটা সম্মানের অবকাশ নাই।

পারস্যবাসিগণের ন্যায় বিজিত প্রদেশের মুসলমানগণ যে প্রথম হইতেই শী'আঃ দলে যোগ দিয়াছিলেন, এ কথাটি সত্য হইলেও প্রথম দিকে শী'আঃ দলের নেতৃবৃন্দ যে দক্ষিণ 'আরবের লোক ছিলেন একথাও সত্য। ইমামগণের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে য়ূনুস ও হিশাম নামক দুই ব্যক্তি ছিলেন মাওলা (অর্থাৎ 'আরব গোত্রের আশ্রিত অনারব), কিন্তু দি'বিল ছিলেন জাত্যাভিমানী দক্ষিণ 'আরব এবং উত্তর 'আরবগণের বিরোধী। আল-মুখতার যখন মাওলা ও ক্রীতদাসগণকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমবেত করেন, তখন হইতেই শী'আঃগণের মধ্যে সামাজিক বিভেদ আরম্ভ হইয়াছিল। ক'ারমাত'ীগণের ন্যায় কোন কোন গু'লাত (চরমপন্থী) সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদিতার তীব্রতা সাম্যবাদের সীমা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু ইমাম অথবা তাঁহার প্রতিনিধির প্রতি আনুগত্য ধর্মত বাধ্যতামূলক ছিল, সুতরাং সমাজতন্ত্রবাদিতা একটি গোষ্ঠীর শাসনের অনুকূলেই কার্যকরী ছিল। 'আব্বাসী দরবারে ইহা অপেক্ষাও সুস্পষ্ট একটি অভিজাত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার সংগঠক

ছিলেন 'আব্বাসীদের উচ্চ কর্মচারিগণ যাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইরানী ছিলেন এবং ইমামাতের প্রতি প্রবল আনুগত্য বন্ধনে সংঘবদ্ধ ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ নাওবাখ্ত পরিবারের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

স্ত্রীজাতির প্রতি শী'আঃ মনোভাবও বৈচিত্র্যময়। কোন কোন ক'রামাত'ীয় বিনাবিবাহে সাধারণভাবে নারী উপভোগের মতবাদী ছিলেন, এরূপ অভিযোগ শোনা যায়। ইমামীগণ মী'আদী বা অস্থায়ী বিবাহ সমর্থন করেন (মুত'আঃ দ্র.)। যায়দীগণ সুন্নীদের সমর্থিত অনধিক চার বিবাহের বৈধতা সমর্থন করেন। 'আলী ইলাহীগণ এক বিবাহের পক্ষপাতী।

পরবর্তী যুগ

হি. ৩য়/খৃ. ৯ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিভিন্ন শী'আঃ দলগুলির বাঁধন দৃঢ় হইয়া উঠিতে থাকে। ইহার সূচনা দেখা যায় প্রথম যায়দীগণের মধ্যে। আল-ক'াসিম ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন ত'াবাত'াবাা আর-রাস্সী (মৃ. ২৪৬/৮৬০) একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মানসে শী'আঃ 'আক'াইদ ও ফিক'হী আইনের ভিত্তি রচনা করেন। তাঁহার পৌত্র য়াহ'য়াা ইবনু'ল-হ'সায়ন ২৮৪/৮৯৭ অব্দে য়ামানে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ২৫০/৮৬৪ সনে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন যায়দী রাষ্ট্রেও ইব্ন ত'াবাত'াবাার শিক্ষা আংশিকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। ২৯৭/৯০৯ সনে ইস্মা'ঈলী ফাতি'মীগণের রাজ্য আফ্রিকাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সময়ে ক'ারমাত'ী দলের কয়েকটি শাখার হস্তে উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ 'আরবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি ভূভাগের কর্তৃত্ব ছিল। এইখানে শী'আঃদের প্রধান শাখা 'ইমামী' বা 'ইছ্'নাা' 'আশারিয়্যাঃগণের' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে আলোচনা হইবে। অপ্রধান শাখাগুলি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধ পাঠ করিলেই চলিবে। শী'আঃ কথাটি সাধারণভাবে ইমামীগণের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয় এবং তাঁহারাই অর্থাৎ ইরানের অধিকাংশ অধিবাসী, ইরাকের অর্ধাংশের বেশী অধিবাসী এবং অন্যান্য স্থানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গোষ্ঠীগুলি ছাড়াও বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইমামী শী'আঃ-ই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁহাদের সাহিত্যই অন্যান্য শী'আঃ সম্প্রদায়ের সাহিত্যের তুলনায় সর্বাপেক্ষা সহজপ্রাপ্য। ইমামীগণ মধ্যমপন্থী বলিয়া তাহাদের সাহিত্য শী'আঃ মতবাদ ও সমস্যাসমূহ অনুধাবনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সূত্র বিশেষ।

ইমাম জা'ফার আস'-স'াদিক' অথবা ইমাম 'আলী আর-রিদ'া-এর ন্যায় প্রাচীন 'আলী বংশীয় ব্যক্তিগণও অনেক সময় নিজেরা প্রকৃত নেতার ভূমিকা পালন করেন নাই—তাঁহাদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ওয়াকীলগণ (ব. ব. ওয়াকালাা') তাঁহাদের পক্ষে অথবা তাঁহাদের নামের আড়ালে কার্য করিতেন। যখন ইমাম অন্তহিত হইলেন, তখন সাফীর (ব. ব. সুফারাা') অর্থাৎ দূতের পদ অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করিল। তিনি দাবী করিতেন যে, একমাত্র তিনিই অন্তহিত ইমামকে চিনেন। ২৬০/৮৭৩ সন হইতে মাত্র চারি ব্যক্তি তাহাদের এই দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন' যখন চতুর্থ সাফীর 'আলী ইব্ন মুহ'াম্মাদ আস'-সামুর্রী ৩২৯/৯৪০ সনের কাছাকাছি দেহত্যাগ করেন তখন হইতে 'ছোট গ'ায়বাঃ' শেষ হইয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রচলিত 'বড় গ'ায়বাঃ' আরম্ভ হইয়াছে যাহার ফলে এই সময়ে ইমামের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে জুমু'আর স'ালাাত মুলতবী থাকিবে। এখন হইতে এক অভিজাত যাজকগোষ্ঠী নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অনেকেই এই দাবী করিতেন যে, তাঁহারা অন্তহিত 'যুগ-নেতা'-র সহিত অলৌকিকভাবে সাক্ষাত করিয়া যে জ্ঞান লাভ করেন তাহাই শিক্ষা দেন। ইহা সত্য যে, একজন আধুনিক ইরানী ধর্মনেতা মুজতাহিদ (দ্র.)-এর মর্যাদা দাবী করিতে পারিতেন কিন্তু সমস্ত মৌলিক ব্যাপারে তিনি পূর্ববর্তিগণের প্রতিষ্ঠিত মতের অনুসরণ করেন। নীতি নির্ধারণ প্রয়াসের পথে ধর্মতত্ত্ব ও সমালোচনামূলক অনেক গ্রন্থও রচিত হয়। স'াফাব'ী আমলে শায়খু'ল-ইসলাম নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থ এক প্রকার ধর্মীয় সমালোচকের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

সামানী শাসকগণ নিজেরা শী'আঃ ছিলেন না; কিন্তু পরমতসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁহাদের উত্থানের পর হইতে, বিশেষত ইসমা'ঈল কর্তৃক ২৯০/৯০৩ সনে খুরাসান বিজয়ের পরে এবং ৩১৭/৯২৯ সনে মাওসি'ল-এর হ'ামদানীগণের উত্থানের পর হইতে শী'আঃদের মনে রাজনৈতিক অভিলাষের উন্মেষ ঘটে। যখন বুওয়াহী শাসক আহ্'মাদ মু'ইয্যু'দ-দাওলাঃ ৩৩৪/৯৪৫ সনে বাগদাদে প্রবেশ করেন তখন হইতে শী'ঈগণের উন্নতির একটি বিশেষ যুগ আরম্ভ হয়—যাঁহারা বহুদিন যাবত এই রাজধানী (উদাহরণত সম্পূর্ণ কারখ্ অঞ্চল) জুড়িয়া বাস করিয়া আসিতেছিলেন। বাহ্যিক প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অভ্যন্তরীণ উন্নতিও এই সময়ে হইয়াছিল। শী'আদের মতে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য হ'াদীছে'র 'পুস্তক চতুষ্টয়' এই আমলে প্রণীত হয়ঃ (১) আল-কাফী (মুদ্রণ, তেহ্রান ১৩১২—১৩১৮ হি.), গ্রন্থকার হইলেন কুলায়নী (মৃ. ৩২৮/৯৩৯ অথবা ৩২৯/৯৪০); ইহাতে উস্'ল ও ফুরা' শীর্ষক পরিচ্ছেদসমূহে ১৬,০০০-এর বেশী হ'াদীছ' স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে ৫০৭২টি হ'াদীছ' পরবর্তী পণ্ডিতগণের মতে 'স'াহ'ীহ'', ১৪০টি 'হ'াসান', এবং ১১১৮টি 'মুসনাদ', ৩০২টি 'আালী', এবং ৯৪৮৮টি 'দ'া'ঈফ'রূপে চিহ্নিত হইয়াছে। এই হ'াদীছ' গ্রন্থের একটি জনপ্রিয় টীকা খালীল ইব্ন গ'াযী আল-ক'ায্ব'ীনীকৃত আশ-শাফী। উহার প্রণয়ন ১০৫৭/১৬৪৭ সনে মক্কায় আরম্ভ হয়। গ্রন্থকার নিজেই ইহা ফারসী ভাষায় আস'-স'াফী নামে প্রকাশ করেন। (২) 'মান্ লাা য়াহ্'দু'রুহ'ল-ফাক'ীহ' নামক ২য় পুস্তকটি আল-কাফী হইতে ক্ষুদ্র কলেবরের (মুদ্রণ, তেহরান ১৩২৪ হি.), গ্রন্থকার হইলেন ছোট ইব্ন বাবুয়াঃ (মৃ. ৩৮১/৯৯১-২), ইহাতে প্রায় ৬০০০ হ'াদীছ' আছে। তন্মধ্যে প্রায় ৪০০০ হ'াদীছে'র সম্পূর্ণ ইস্নাাদ আছে, আধুনিককালে মুহ'াম্মাদ তাক'ী আল-মাজ্লিসী ইহার একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন (ইঁহারই পুত্র 'বিহ'াারু'ল-আনওয়াার' গ্রন্থের রচয়িতা)। এই ভাষ্যটির দুইটি সংস্করণ আছে, 'আরবী সংস্করণ রাওদ'াতু'ল-মুত্তাক'ীন এবং ফারসী সংস্করণ লাওয়ামি' স'াহি'ব-কি'রাানী নামে পরিচিত। মান লাা য়াহ্'দু'রুহ্'ল-ফাক'ীহ পুস্তকের অপর ভাষ্য 'মান্ লাা য়াহ্'দু'রুহুন্ নাবীহ' (লেখক 'আবদুল্লাহ ইব্ন স'ালিহ্' আস-সামাহীজী, মৃ. ১১৩৫/১৭২২—৩) অসমাপ্ত রহিয়াছে। (৩) আল-ইস্তিব্স'াার ফীমা'খ্তুলিফা মিনা'ল-আখ্বাার (লখনৌ, তা. বি.) এবং (৪; অধিকতর ব্যাপক তাহ্য'ীবু'ল-আহ্'কাম (তেহরান ১৩১৪ হি.) এই দুইখানি পুস্তক শী'আঃ ফিহ্রিস্ত-এর বিখ্যাত লেখক আবু জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হ'াসান আত'-তূ'সীর লিখিত। এই পুস্তকদ্বয় মূলত মুফীদ (মৃ. ৪১৩/১০২২)-কৃত 'আল্-মুক্'নি'আঃ ফি'ল-ফিক্'হ' পুস্তকের ভাষ্য হিসাবে লিখিত হয়। এই দুই পুস্তকে বিভিন্ন সূত্র-পরম্পরায় প্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক হ'াদীছের যাচাই বাছাই করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় যদিও এই প্রয়াস সূক্ষ্ম সমালোচনার ভিত্তিতে হয় নাই; বরং প্রচলিত মতের সহিত

মাহাত্ম্যের গুরুত্ব অনুসারে করা হইয়াছে। ভুলক্রমে এই তাহ্'যীব পুস্তকটিকে মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌নি'ল-জুনায়দ আল-ইস্‌কাফী (মৃ. ৩৮১/৯৯১-২)-কৃত তাহ্‌যীবু'শ-শী'আঃ মনে করা ঠিক নহে। শেষোক্ত গ্রন্থের রচয়িতা কিয়াসের অত্যধিক প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া ইহা জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ইব্‌ন বাবুয়াঃকৃত মাদীনাতু'ল-'ইল্‌ম নামক বৃহৎ পুস্তকটি কদাচিৎ উপরিউক্ত চারিটি পুস্তকের সহিত 'পঞ্চম পুস্তক' হিসাবে স্বীকৃত হইতে দেখা যায়।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর শী'আঃ ইমামী নেতাগণের মধ্যে কুলায়নী (মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন য়া'কূ'ব আর-রাযী)-এর নাম উল্লেখ-যোগ্য। তিনি হি. চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের সংস্কারক (মুজাদ্দিদ) হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে ১০০ হি.-তে পঞ্চম ইমাম মুহ'াম্মাদ আল-বাকি'র, ২০০ হি.-তে অষ্টম ইমাম 'আলী আর-রিদ'া এবং ৪০০ হি.-তে শারীফ আল-মুরতাদ'া সংস্কারকরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ৫০০ হি.-তে ইমাম আল-গ'াযালীর সমকক্ষতা করিতে পারে এমন কেহ ছিল না। অনেক শী'আঃ সংস্কারক হিসাবে গ'াযালীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কুলায়নীর এক মামা 'আল্লান রা'য়-তেহরান অঞ্চলের একজন নেতৃস্থানীয় শী'আঃ ছিলেন। তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল বাগদাদে। সেখানে তাঁহার কবর ইমামের কবর হিসাবেই সম্মানিত হইত। ইব্‌ন বাবুয়াঃ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আশ-শায়খু'স-স'াদূক' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি দাবী করিতেন যে, অন্তর্হিত দ্বাদশ ইমামের সুপারিশের ফলে তিনি তাঁহার পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কু'ম্ম্ (কোম)-এর শী'আঃগণের শায়খ ছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই স্থানটিতে বিশেষভাবে 'আলী পক্ষীয়দের প্রভাব ছিল এবং চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে ইরানে সাধারণ ধর্মীয় ভাবের বিবেচনায় এই স্থানটি একটি ব্যতিক্রমরূপে গণ্য ছিল। কারণ ইরানে তখন প্রধানত সুন্নী মতবাদই প্রচলিত ছিল। ইব্‌ন বাবুয়াঃ-এর গ্রন্থাদির মধ্যে তাঁহার পুত্রের নিকট লিখিত রিসালাঃ ফি'শ-শারাই'-এ তাঁহার পুত্র মান্ লা য়াহ্'দু'রুহু'ল-ফাকী'হ নামক পুস্তক রচনার কাজে ব্যবহার করেন। বাগদাদে তাঁহার এই পুত্র বুওয়ায়হী শাসক রুক্‌নু'দ-দাওলাঃ-এর সাহচর্যে ছিলেন। ইমামাত সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদকে রুক্‌নু'দ-দাওলাঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেন। ছোট ইব্‌ন বাবুয়াঃ-এর বহু ছাত্রের মধ্যে নাজ্জাশী-র পিতা একজন। রায়-এ তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু বর্তমানে সম্মানিত। তেহরানে অবস্থিত তাঁহার সমাধিটি ১২৩৮/১৮২৩ সনে ফাত্‌হ' 'আলী শাহের পারিষদবর্গ কর্তৃক কথিত একটি অলৌকিক ঘটনার ফলে আবিষ্কৃত হয়।

ছোট ইব্‌ন বাবুয়া-র লিখিত প্রায় ৩০০ পুস্তকের মধ্যে অনেকগুলিই মুদ্রিত হইয়াছে। যথা: সৎ ও অসৎ স্বভাব সম্বন্ধে আল-খিস'াল (তেহরান ১৩০২ হি.), 'ইলালু'শ-শারাই' এবং মাহ্‌দীর অন্তর্ধান সম্বন্ধে কামালু'দ-দীন ওয়া তামামু'ন্-নি'মাঃ (তেহরান ১৩০১ হি.; শেষোক্ত পুস্তক সম্বন্ধে দ্র. E. Moller, Beitrage zur Mahdilehre des Islams, Heidelberg 1901)। তাঁহার লিখিত 'মাজালিস' এবং 'উয়ূন আখ্‌বারি'র-রিদ'া (তেহরান ১৩১৭ হি.) পুস্তকদ্বয় বেশ জনপ্রিয়। এই সমস্ত পুস্তকে ধর্মতত্ত্ব, কিংবদন্তী, উপদেশ, বহু আইনগত প্রশ্ন এবং বিতর্ক-মূলক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মুফীদ মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইবনি'ন-নু'মান ইব্‌ন 'আবদি'স-সালাম আল-'উক্‌বারী আল-'আরাবী কর্তৃক একটি ব্যাপক এবং বৃহৎ 'ফিক্'হ'র-রিদ'া' (২ খণ্ড, তাব্‌রীয ১২৭৪ হি.) সর্বপ্রথম সংকলিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার 'আরবী আভিজাত্য সম্বন্ধে সচেতন থাকিলেও তাহা বুওয়ায়হী সুলতান 'আদু'দু'দ-দাওলাঃ-র সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নাই। তাঁহার জানাযার স'ালাতে ইমামতি করিয়াছিলেন শারীফ আল-মুর্‌তাদ'া 'আলামু'ল-হুদা আবু'ল-ক'াসিম 'আলী ইবনু'ল-হু'সায়ন। শেষোক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বে বাগদাদে শী'আগণ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। তিনি সপ্তম ইমাম মূসা আল-কাজি'ম-এর সরাসরি বংশধর ছিলেন। নাকী'ব পদে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে তিনি 'আলী বংশীয়গণের সর্বজনস্বীকৃত প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি হ'াজ্জীগণের কাফিলার প্রধান কর্মাধ্যক্ষ এবং নেতা ছিলেন। তাঁহার পদমর্যাদার দরুন তাঁহার বক্তৃতাসমূহ এবং রাজ-দরবারে তাঁহার দায়িত্ব পালন বিশেষ ধর্মীয় এবং রাজ-নৈতিক গুরুত্ব লাভ করিত। তিনি মাওসি'ল, দায়লাম জুরজান এবং সিরিয়ার সুদূর হ'ালাব (আলেপ্পো) ও ত্রিপোলী অঞ্চলের মুসলিম-গণের সহিত প্রায়শ পত্র যোগাযোগ করিতেন। সমসাময়িক লেখক নাসি'র-ই-খুস্‌রাও-এর সাক্ষ্য (সাফারনামাঃ, সম্পা. Schefer, 12 ult.) অনুসারে ত্রিপোলী সম্পূর্ণভাবেই শী'আঃ অধ্যুষিত ছিল।

একবার মক্কার পথের মান্‌যিলে মান্‌যিলে শাগরিদগণের সহিত তাঁহার আলোচনাসমূহ 'গু'রারু'ল-ফারা'ইদ' ওয়া দুরারু'ল-ক'লা'ইদ' নামে পুস্তকের রূপ লাভ করিয়া ১৩১২ হি. তেহরানে মুদ্রিত হয়। তৎপ্রণীত 'ইনতিস'ার' উযীর 'আমীদু'দ-দীন-এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইয়াছিল এবং ১৩১৫-হি.-তে তেহরানে মুদ্রিত হয় এবং তাঁহার রচিত 'আমালী' কায়রোতে ১৩২৫ হি.-তে মুদ্রিত হয়। তিনি শী'আঃ-দের মৌলিক প্রশ্ন প্রথম তিন খলীফার বিষয়ে আক্রমণাত্মক আলোচনা তাঁহার আশ্-শাফী গ্রন্থে প্রকাশ করেন (তেহরান ১৩০১ হি.)। মুর্‌তা-দ'ার মৃতদেহ আল-কাজি'মায়ন-এ তাঁহার পৈতৃক গোরস্থানে দাফন করার পূর্বে আন-নাজ্জাশী ইহার শেষ গোসল সম্পন্ন করেন। মুর্‌তাদ'া ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার এবং মুফীদ-এর শাগরিদ আত্'-তূ'সী আবূ জা'ফার মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াসান ২৮ বৎসর যাবত মুর্‌তাদ'ার সহিত বাগদাদে কাজ করেন। তিনি (তূ'সী) 'শায়খ' বা 'শায়খু'ত'-ত'াইফাঃ' (অর্থাৎ শী'আঃ দলের শায়খ) নামে অভিহিত হইতেন। যখন সাল্‌জূক' তুগ্'রিল বেগ বাগদাদে প্রবেশ করেন (৪৪৭/১০৫৫) তখন শী'আদের অবস্থান দুর্যোগপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহা তূ'সীকে নাজাফে চলিয়া যাইবার প্রেরণা যোগায় এবং সেইখানে ৪৫৮ অথবা ৪৬০ (১০৬৫—১০৬৮)-তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীর বিরাট শী'আঃ সাহিত্য প্রথম দৃষ্টিতে নিতান্ত একদেশদর্শী বলিয়া মনে হয়। এই প্রবন্ধে সেই সময়ের কোন কোন লেখক ও কয়েকটি মাত্র পুস্তকের উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত দুই শতাব্দীর শী'আঃ সাহিত্যে একই বিষয়বস্তু বারবার আলোচিত হইয়াছে। যেমন, ইমামাতের প্রশ্ন, ধর্মীয় এবং আইনের দৃষ্টিতে প্রথম তিন খলীফার প্রসঙ্গ, উষ্ট্রের যুদ্ধ ও সি'ফ্‌ফীনের যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সমালোচনা, গ'ায়বাঃ এবং অন্তর্হিত ইমামের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ ইত্যাদি। সাধারণভাবে ফিক্'হের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ 'ইমামী' বিষয়সমূহের আলোচনা, যথা: মুত'আঃ বিবাহ প্রসঙ্গ অথবা মুত্'আতান (দুই প্রকারের মুত'আঃ) অর্থাৎ মুত'আঃ বিবাহ এবং তামাত্তু' (تمتع) হ'াজ্জ (দ্র.), কু'রআনের সম্পূর্ণ ভাষ্যের সহিত শী'আঃ মতবাদ সমর্থনে ব্যবহৃত কু'রআনের

List>

কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অংশের ব্যাখ্যা দান, যেমন সূরাঃ ৪২ ঃ ২৩, ৩৩ ঃ ৩৩ এবং বিশেষত ২৪ ঃ ৩৫ (সূরাঃ নূরের আয়াত)-এর শী'আঃ মতবাদমূলক ব্যাখ্যা; সর্বশেষ খোদ শী'আঃগণের মধ্যে ক্রমাগত বিতর্কিত বিষয়সমূহের সমালোচনার বিস্তর পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু ইহার মানে কিছুটা উন্নতিও অস্বীকার করা যায় না। প্রধান প্রসঙ্গ অর্থাৎ ইমামাতের আলোচনা হইতে ইহা বুঝা যায়। ছোট ইব্ন বাবূয়াঃ-র লেখায় দেখা যায়, নবী এবং ইমামগণের পক্ষে অপ্রধান বিষয়ে অনবধানতা (سهو) সম্ভব এবং ইহার বিপরীত মতকে তিনি غلو (ধর্মীয় বাড়াবাড়ি)-এর প্রথম পদক্ষেপ মনে করিতেন। তাঁহার মতের বিপক্ষে মুফীদ একটি বিশেষ পুস্তিকায় নবী এবং ইমামগণের সম্পূর্ণ পাপ-শূন্যতার (عصمة) মতবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পরে অনেকেই এই বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি চরম মতবাদ প্রচারের দ্বার একেবারে রুদ্ধ হয় নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, ইস্মা'ঈলীগণের প্রধান পুস্তক 'দা'আইমু'ল-ইসলাম' বহুদিন যাবত সম্মানিত হইয়া আসিয়াছে। ইহার লেখক নু'মান ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন মান্সূ'র ইব্ন হ'ায়্যান (মৃ. ৩৬৩/৯৭৩) 'শী'আঃগণের আবূ হ'ানীফাঃ' নামে প্রসিদ্ধ।

পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়া আবূ 'আলী আল-ফাদ্'ল'ত'-ত'াবারসী (মৃ. ৫৪৮ ও ৫৫২/১১৫৩—১১৫৮-এর মধ্যে) কৃত কু'রআনের বিরাট ভাষ্য গ্রন্থদ্বয় (তেহরানে) মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাদের নাম 'মাজ্মা'উ'ল-বায়ান' এবং 'জামি'উ'ল-জাওয়ামি''। এই গ্রন্থ দুইটি 'আলী ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন হাশিম আল-কু'ম্মীকৃত সংক্ষিপ্ত তাফ্সীর (তেহরান ১৩০১ হি.)-সহ এখনও প্রচলিত আছে। এই সংক্ষিপ্ত তাফসীরটি কুলায়নীর সময়ে লিখিত এবং ইহাতে বিশিষ্ট শী'আঃ মতগুলি ছোট কলেবরে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। আল-ফাদ্'ল একটি শিক্ষিত সাহিত্যসেবী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তূ'স শহরে থাকিতেন। তূ'স শহর তখন শী'আঃ গোষ্ঠীর একটি শিক্ষিত কেন্দ্র ছিল, যেখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য ইব্ন শাহ্রাশূব এবং আবূ ফাদ্'ল শায'ান ইব্ন জিব্রীলের ন্যায় লেখকগণও সেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেষোক্ত আবূ ফাদ্'ল শায'ান 'কিতাবু'ল ফাদা'ই'ল ওয়া'ল-মানাকি'ব' নামক শী'আঃ গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটির (তাব্রীয ১৩০৪ হি.) রচয়িতা ছিলেন। আবূ 'আলী আল-ফাদ'ল তূ'স হইতে সাবযাওয়ার নামক স্থানে গমন করিয়া ইরানে শী'আঃদের প্রসার ও প্রতিষ্ঠা কার্যে সাহায্য করেন। কিন্তু তিনি তূ'সে ইমাম রিদার পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত হন। পরবর্তী শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন জা'ফার ইব্নু'ল-হ'াসান ইব্ন য়া'কূ'ব ইব্ন সা'ঈদ আল-হি'ল্লী (মৃ. ৬৭৬/১২৭৭)। তিনি আল-মুহ'াক্কি'ক' নামে অভিহিত হন। বাগদাদে তাঁহার প্রভাব শেষ 'আব্বাসী খলীফা আল্-মুস্তা'সি'মের নিকটতম অনুচরবর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার সহচরবর্গের মধ্যে বানূ ত'া'উস-এর সান্নিধ্য পরিবারের কয়েক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা বিদ্যাচর্চার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত ছিলেন। তৎকালীন নাক'ীব আবু'ল-ক'াসিম 'আলী ইব্ন মূসা আত্'-ত'া'উসীও এই পরিবারের লোক ছিলেন। তিনি এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকার রচয়িতা ছিলেন। এইগুলি 'ইবাদাত, তা'যিয়্যাঃ, তা'ব'ীয' এবং হ'াজ্জ সম্বন্ধীয় বিষয়ে লিখিত। এইরূপ দুইটি পুস্তক হইল 'আল-মুজ্তানা' মিনা'দ-দু'আ' (বোম্বাই ১৩১৭ হি.) এবং 'আল-ইক্'বাল' (তেহরান ১৩১৪ হি.)। আধুনিক শী'আঃগণ তাঁহাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় পুস্তিকা 'শারা'ই'উ'ল-ইসলাম'-এর জন্য জা'ফার আল-হি'ল্লীর নিকট ঋণী। এই পুস্তকখানির অনেক ভাষা 'আরবীতে ও ফারসীতে লেখা হইয়াছে (কলিকাতা ১৮৩৯ খৃ., তেহরান ১২৭৪ হি., ১খ, ক'াসিম বেগ কর্তৃক সম্পাদিত এবং অনূদিত, St. Petersburg 1862)। জা'ফার আল-হি'ল্লী যেমন ফুরূ' (فروع — শাখাবিধান) বিষয়ক পুস্তকের জন্য চিরস্থায়ী গুরুত্ব অর্জন করিয়াছেন তেমনি তাঁহার দেশবাসী হ'াসান ইব্ন য়ূসুফ ইবনি'ল-মুত'াহ্'হার আল-হি'ল্লী (যিনি সংক্ষেপে আল-'আল্লামাঃ নামে পরিচিত) উস্'ল (মূলনীতি) বিষয়ে একজন বিশিষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। হূলাগূ'-র বার্তাবাহক হিসাবে যখন নাস'ীরু'দ-দীন তূ'সী বহুকাল ব্যাপী শী'আঃ-প্রধান শহর (বাবিলের নিকটস্থ) হি'ল্লাঃ-তে গমন করেন, তখন জা'ফারের উপস্থিতিতে আল-হি'ল্লীর পিতাও একজন উস্'লের বিশিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থকার হিসাবে এই দার্শনিক, গাণিতিক, জ্যোতিবিদ এবং উৎসাহী শী'আঃ (তূ'সী)-র নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। নাস'ীর তূ'সী প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ধর্মীয় রচনাবলীর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই যদিও তাঁহার দুর্বোধ্য ধর্মীয় রচনাবলীর অধ্যয়ন শী'আঃগণের মধ্যে এখনও প্রচলিত। কিন্তু তিনি শী'আঃ রাজনীতিতে একজন চমকপ্রদ বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবেই পরিচিত। তিনি হূলাগূ খানকে হ'াশ্শাশীন (Assassins)-দের দুইটি সুরক্ষিত দুর্গ—যাহা আলামূত এবং মায়মূনদীয-এ অবস্থিত ছিল, তাহা জয় করিতে সাহায্য করেন; তিনি এই খানের সৈন্যদলের সহিত বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং শেষ 'আব্বাসী খলীফাকে হত্যা করিবার জন্য এই কাফিরকে প্ররোচিত করেন। শী'আদের দৃষ্টিতে তূ'সীর দুইটি অবদান হইল যে, তিনি শী'আদের দুইটি সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য শত্রুকে ধ্বংস করিয়াছেন, একটি হইল গু'লাত (চরমপন্থিগণ) এবং অন্যটি (তাহাদের কথায়) রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর পরিবারের প্রতি বিশ্বাসঘাতক 'উদ্ধত' 'আব্বাসী বংশ। শী'আঃ মতবাদের উন্নতিকল্পে তাঁহার গঠনমূলক কার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁহার পরে ইব্ন মুত'াহ্হার। তাঁহারই মধ্যস্থতায় ইব্ন মুত'াহ্হার খান পরিবারের সহিত সম্পর্কিত হন এবং পরবর্তীতে শী'আদের নেতা হিসাবে খান উলজাইতু-র সহিত সংযুক্ত হন। ইব্ন মুত'াহ্হার খান উলজাইতু-র সমক্ষে আশ্'আরীপন্থী ও কূটতার্কিক (Sophists)-দের সহিত তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তাহাদের এবং সুন্নী ফাক'ীহদের বিরুদ্ধে পুস্তিকাদি প্রণয়ন করেন এবং উলজাইতুকে ইমামী শী'আঃ মতে দীক্ষিত করেন। পরিশেষে উলজাইতু হ'ানাফী এবং তৎপরে শাফি'ঈ মতাবলম্বী হইয়া পড়েন। ইব্ন মুত'াহ্হারের রচনাগুলির মধ্যে প্রায় কুড়িখানি পুস্তক এখনও প্রচলিত আছে, যেমন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক 'নাহ্জু'ল-মুস্তারশিদীন' (বোম্বাই ১৩০৩ হি., দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত আল-মিক্'দাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আস-সুয়ূরী-কৃত টীকাসহ) এবং 'কাশ্-ফু'ল-ফাওয়া'ইদ' (তেহরান ১৩০৫ হি.)। শেষোক্ত পুস্তকটি তাঁহার শিক্ষক নাস'ীরু'দ-দীনের রচিত 'ক'াওয়া'ইদু'ল-'আক'াইদ' নামক পুস্তকের টীকা। শী'আঃ মধ্যপন্থী সম্প্রদায় সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ইব্ন মুত'াহ্হারের রচিত মুখ্তাসারু'শ-শী'আঃ (তেহরান ১৩২৪ হি.) গ্রন্থের দুইটি খণ্ড পড়িতে হইবে।

ইব্ন মুত'াহ্হার মৌলিক উস্'ল (নীতি)-কে ধর্মীয় আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টিপথে রাখিয়াছিলেন। তবে তিনিই এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম নহেন, সর্বশেষও নহেন। সুন্নীগণ অপেক্ষা শী'আঃগণের

মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী অধিকতর কার্যকরী বলিয়া মনে হয়। কারণ তাঁহাদের মতে ইজ্তিহাদ-এর দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায় নাই। ইরানে মুফ্তী প্রাচীন প্রামাণ্য মতসমূহের ভিত্তিতেই ফাতওয়া দিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানবান ফাক'ীহ মুজ্তাহিদের মর্যাদা দাবী করেন।

ইব্‌ন মুত'াহ্‌হার তর্কযুদ্ধ চলাকালীন নিজ মতবাদগুলিকে রূপ দান করেন, বিশেষত প্রাচীন শায়খ তূ'সীর এক দৌহিত্র মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন আহ'মাদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস আল-হি'ল্লী আল-ইজ্‌লীর সহিত বিতর্কের মাধ্যমে। এই ব্যক্তি সুন্নাঃকে প্রত্যাখ্যান করাতে ইব্‌ন মুত'াহ্‌হার মনে করেন যে, তিনি ইজ্তিহাদকে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত করিয়া ফেলিবেন। ১১শ/১৭শ শতাব্দীতে ইহার বিপক্ষে মুল্লা মুহ'াম্মাদ আমীন আল-আস্তারাবাদী (মৃ. আনুমানিক ১০৩৩/১৬২৬)-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এখনও তাঁহার মতবাদ বিশেষভাবে বিতর্কিত রহিয়াছে। তিনি কু'রআনের পর কেবল শী'আঃ সুন্নাঃকেই আইনের একমাত্র উৎস মনে করেন। তিনি 'চারি কিতাব'-এর টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি এবং তাঁহার অনুসারিগণ উস্'লীদের বিরুদ্ধতামূলকভাবে আখবারীগণের পদ্ধতিকেই পূর্ণতা দান করিয়াছেন। উস্'লীগণ ছিলেন ইজ্তিহাদ পদ্ধতির পক্ষপাতী। মক্কা হইতে তিনি খুব কঠোর বিতর্ক পরিচালনা করিতেন, ইজ্‌মা'কে তিনি য়াহূদী, খৃস্টান ও দার্শনিকগণের সম্মিলিত অভিমতের উচ্চে স্থান দিতে চাহেন না। যাহা হউক, তাঁহার কার্যকলাপ কি'য়াস, ইস্‌তিহ্'সান ও ইস্‌তিস্'হ'াব এবং خبر آحاد (একক বর্ণনা)-র আইনগত মূল্যের উপর আলোচনাকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিল—যেমন সুন্নীদের মধ্যে ইব্‌ন হ'াযাম অথবা দাউদ আজ'-জ'াহিরী-এর আক্রমণের ফলে সজীবতা দেখা গিয়াছিল। শী'আঃগণের মধ্যকার বিতর্কিত নীতিগুলি অবশ্য শী'আঃ মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার তাকীদে পরিবর্তিত হয়। এইভাবে মৃত ব্যক্তিগণের কর্তৃত্ব স্বীকার করার বা তাক'লীদু'ল-মায়্যিত-এর পক্ষে তিনি যে দাবী করেন, তাহার অর্থ হইল—পবিত্র ইমামগণের মূলনীতির প্রত্যাখ্যান, যাহা সুন্নাঃ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস।

শী'আঃগণের মধ্যে শহীদগণের মৃত্যু-যন্ত্রণা স্মরণে তাঁহাদের প্রতি আবেগপূর্ণ আসক্তি প্রকাশের (passion) ধারা সর্বদাই সজীব ছিল। সেইজন্য বিপুল সংখ্যক শী'আঃ লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা লেখকের সুনামের সহিত শাহাদাতের গৌরব লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই অধিকতর সম্মানের পাত্র। চারিজন শহীদ বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। প্রথম শহীদ ছিলেন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন মাক্কী আল-'আমিলী আল-জিয্‌যীনী। তিনি 'আল-লুমা'উ'দ-দিমাশ্‌কি'য়াঃ' নামক ফিক্'হ পুস্তকের লেখক। দলত্যাগিগণ কর্তৃক প্রতারিত হইয়া তিনি দামিশ্‌কে কারারুদ্ধ হন এবং শাফি'ঈ ও বিশেষত মালিকী কাদ'ীগণের ফতওয়ার ভিত্তিতে তরবারি দ্বারা নিহত, শূলে বিদ্ধ ও অগ্নিদগ্ধ হন। অধিকাংশ লেখকের মতে এই ঘটনা ৭৮৬/১৩৮৪ সনে ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় শহীদ হইলেন যায়নু'দ-দীন ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আহ্'মাদ ইব্‌ন তাক'ী আল-'আমিলী আল-শামী। দামিশ্‌ক, বা'আলাবাক্ এবং হ'ালাবে সার্থকভাবে প্রচারকার্য করিবার এবং অনেক পর্যটন করিবার পর ৯৬৬/১৫৫৮ সনে ইস্তাম্বুলে অথবা ইস্তাম্বুল অভিমুখে ভ্রমণের পথে শী'আঃ-মতে একটি ফাতওয়া প্রচারের অপরাধে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ফিক্'হ, আখিরাততত্ত্ব (eschatology) এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী বিষয়ক তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থসহ লুমা' গ্রন্থের তৎকৃত ভাষ্য (দুই খণ্ডে) মুদ্রিত হইয়াছে (তাব্‌রীয ১২৮৭ হি.)। তৃতীয় শহীদ বলা হয় সাধারণত সায়্যিদ নূরুল্লাহ (অথবা নূরু'দ-দীন) ইব্‌ন শারীফি'দ-দীন আল-মার'আশী আল-শুশতারীকে। ফারসী ভাষায় লিখিত তাঁহার 'মাজালিসু'ল-মু'মিনীন' একখানি প্রসিদ্ধ জীবনী গ্রন্থ (তেহরান ১২৬৮ হি. ইত্যাদি)। উহা Ethe এবং Horn কর্তৃক Grundriss der iranischen philologie (vol. ii, 214, 252) পুস্তক প্রণয়নে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার 'ইহ্'ক'াকু'ল-হ'াক্ক' (তেহরান ১২৭৩ হি.) নামক আক্রমণাত্মক বরং আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক গ্রন্থটি শাফি'ঈ ইব্‌ন হ'াজার আল-হায়্‌ছ'মীকৃত 'আস-স'াওয়া'ইকু'ল-মুহ্'রিক'াঃ 'আলা আহ্‌লি'র-রাফ্‌দ' ওয়া'য-যানাদাক'াঃ' (কায়রো ১৩০৭, ১৩০৮ হি.) নামক সুন্নী পুস্তকের বিরুদ্ধে লিখিত হয়। উহাই তাঁহার শাহাদাতের কারণ হইয়াছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১০১৯/১৬১০ সনে তাঁহাকে বেত্রাঘাতে হত্যা করা হয় (দ্র. also Horovitz, Der Islam, iii. 63)। তাঁহার স্বধর্মিগণ অধুনা আকবরাবাদে (আগ্রা) তাঁহার কবর যিয়ারাত করিয়া থাকেন। চতুর্থ শহীদের সম্মান দেওয়া হয় মুহ'াম্মাদ মাহ্‌দী ইব্‌ন হিদায়াতিল্লাহ আল-ইস'ফাহ'ানী'কে। কিন্তু তাঁহার ছাত্র সায়্যিদ দিলদার 'আলী ইব্‌ন মু'ঈন আল-নাস্'রাবাদী (মৃ. ১২৩৫/১৮১৯-২০) মর্যাদায় তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন। আন-নাস্'রাবাদী তাঁহার 'ইমাদু'ল-ইসলাম' (ভারতে মুদ্রিত, ১৩১৯ হি.) নামক গ্রন্থে তাঁহার 'আক'াইদের ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মুল্লা মুহ'াম্মাদ তাক'ী আল-ক'াযব'ীনী শাহাদাত লাভ করিয়াছেন। তিনি শায়খ আহ'মাদ আল-আহ্'সা'ঈ (পরে দ্র.) এবং বাবীগণের বিপক্ষে ছিলেন। ১২৬৩/১৮৪৭ সনে বাবীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে হত্যা করে।

প্রথম দুইজন শহীদ সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তৃতীয় জন ভারতে বাস করিতেন। কিন্তু ৯০৭/১৫০২ হইতে স'াফাব'ী বংশীয়দের অধীনে পারস্য শী'আঃগণের কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১১৩৫-৪২/১৭২২-২৯ সন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আফ্‌গ'ানদের নির্যাতন, ১১৪৮-৬০/৩৬-১৭৪৭ সনের মধ্যবর্তী সময়ে নাদির-এর সাময়িক উৎপীড়ন ইহাতে কোন তারতম্য সৃষ্টি করে নাই। ধর্মতাত্ত্বিক হ'সায়ন ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-হ'াক্ক আল-আর্‌দাবীলী আল-ইলাহী নূতন শাসকবর্গের পূর্বপুরুষের ন্যায় একই দেশের অধিবাসী এবং একই সূ'ফী প্রবণতাবিশিষ্ট একটি পরিবারের লোক ছিলেন। তিনি প্রথম ইসমা'ঈলের আমলে তাঁহার পুস্তিকাবলী এবং টীকাসমূহ ফারসী ভাষায় লিখিয়া জনগণের ফারসী ভাবাবেগের প্রতি সরাসরি আবেদন জানান। তখনও পারস্যে সুন্নী প্রাধান্য বর্তমান ছিল যেমন তাব্‌রীয, শীরায, হিরাত ইত্যাদিতে। সেই সকল অঞ্চলে মুহাজিরের জীবন যাপন করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। পারস্যের শী'আঃ আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনী-শক্তির আমদানী করা হইয়াছিল বাহির হইতে। পারস্য বনাম শী'আঃ এই সমস্যাটি বুঝিবার পক্ষে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ছিলেন প্রধানত সিরিয়ার 'আমিলাঃ পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী (দ্র. মাক'দিসী, পৃ. ১৬১/১২; ১৬২/৩; ১৮৪/৮; উহাকে 'আমিলাও বলা হয়)। কথিত আছে, সাবযাওয়ারের অধিবাসী শেখ 'সারবেদার' 'আলী মু'আয়্যাদ প্রথম শহীদ, যিনি একজন 'আমিলীকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। এই গ্রাম্য পণ্ডিতগণ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় স'াফাব'ী রাজ্যে আসিতেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে শুরু করিতেন। এইরূপ ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা তাঁহারা সেখানে তাঁহাদের আদি বাসভূমির ঐতিহ্য

বজায় রাখিতেন। অন্য শী'আঃগণ বাহ্'রায়ন হইতে আসিয়াছিলে। এই কারণে পারস্যবাসী শী'আঃগণের নিস্বাঃ (نسبة)-তে প্রায়ই আমিলী অথবা বাহ্'রায়নী শব্দের ব্যবহার অথবা তাহাদের বংশ পরিচয়ে অধিকতর নির্দেশক শব্দ যেমন প্রথম ক্ষেত্রে কারাকী এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আহ্'সাঈ শব্দের সংযোগ দেখা যায়। এই প্রবন্ধে পরবর্তী যুগের খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তির নামের উল্লেখ করা যাইতেছে। মুহ'াম্মাদ ইব্ন হাসান ইবনি'ল-হ'ুর্র আল-'আমিলী আল-মাশ্গ'ারী, তাঁহার প্রথম পুস্তক 'আল-জাওয়াহিরু'স-সানিয়্যাঃ' (তেহরান ১৩০২ হি.) রচনা করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কারণ ইহাতে তিনি সর্বপ্রথম শী'আঃ 'হ'াদীছ' কু'দ্সী' (অর্থাৎ আল্লাহ্র বাণী যাহা কু'রআনে উল্লিখিত হয় নাই) সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু পরে তাঁহার ভাষায় অতিরঞ্জন রচনার অমিত পরিমাণ এবং গতিবেগের জন্য তাঁহাকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এমন কি যেই ধর্মবিদগণ সাহিত্য সৃষ্টিতে অভ্যস্ত, তাঁহারাও সমালোচনায় মুখর হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ছয় খণ্ডে সমাপ্ত আল-মাশ্গ'ারী-কৃত 'তাফ্স'ীল ওয়াসাইলি'শ-শী'আঃ ইলা মাসাইলি'শ-শারী'আঃ' (তেহরান ১২৮৮ হি.) গ্রন্থ এবং ইহার পরিশিষ্ট-স্বরূপ 'মান্ লা য়াহ্দু'রুহু'ল-ইমাম' পুস্তক এখনও মূল্যবান, কারণ ইহাতে তিনি বিপুল সংখ্যক হ'াদীছ' এবং বিশেষত তাহাদের বর্ণনাকারিগণের নাম সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে ভ্রমণে বাহির হন এবং দীর্ঘ দিন বায়তুল্লাহ্ যিয়ারাতান্তে তু'স্ এবং ইস্'ফাহানের বাসিন্দা হন। পারস্যের বাসিন্দাগণের মধ্যে মাজলিসী পরিবার ছিল সেই সময়ের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই পরিবারের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মুহ'াম্মাদ বাকি'র ইব্ন মুহ'াম্মাদ তাকি'ী (মৃ. ১১১০ বা ১১১১/১৬৯৮—১৭০০) ১ম শাহ সুলায়মান কর্তৃক শায়খু'ল-ইসলাম নিযুক্ত হন। তিনি জনগণের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার প্রায় অর্ধেক রচনা ফারসীতে। তিনি আবু'ল-ক'াসিম আত'-ত'াউসী-কৃত নৈতিকতা বিষয়ের পুস্তকসমূহের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের বৃহত্তম গ্রন্থের নাম 'বিহ'ারু'ল-আনওয়ার'। ইহা ফিক্'হ এবং 'আক'াইদ সম্বন্ধে ২৫ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিশ্বকোষস্বরূপ, তাবরীয ও তেহরানে মুদ্রিত। ইহার কয়েক খণ্ড ফারসীতে অনূদিত হইয়াছে, যেমন শাহ্ নাসি'রু'দ-দীনের আদেশে মাহ্দী সম্বন্ধীয় ত্রয়োদশ খণ্ড।

সূ'ফীগণ আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে মধ্যস্থরূপে একজন ইমামের প্রয়োজন মনে করেন না। তাঁহাদের মতে প্রত্যেক বিশ্বাসী প্রেমিকের পক্ষে আল্লাহ্র সহিত মিলন সম্ভবপর। সুতরাং শী'আঃগণের বিশ্বাস যথাঃ মনোনীত ইমামের মধ্যে আল্লাহ্র খানিকটা সত্তার অবস্থিতি এবং সূ'ফীগণের বিশ্বাসের মধ্যে প্রায় দুই বিপরীত মেরুর দূরত্ব বিদ্যমান। অন্যপক্ষে মুসলিম সাধু পুরুষগণের প্রতি এই দুই দলের সম্মান প্রদর্শনের মূল এবং উদ্দেশ্যও অনেকাংশে বিভিন্ন। সুতরাং তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত ও সংঘর্ষের। এই দুই দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ ঘটে হ'াল্লাজ-এর হত্যার ব্যাপারে ইমামী শী'আঃ আবু সাহ্ল আন-নাওবাখ্তী (মৃ. ৩১১/৯২৩)-এর সক্রিয় অংশ গ্রহণে। হ'াল্লাজের এই দাবী যে, তিনি সেই যুগের গুপ্ত ইমামের ওয়াকীল শী'আঃগণকে গুরুতর-ভাবে আঘাত করিয়াছিলেন (দ্র. হ'াল্লাজ প্রবন্ধ এবং L. Massignon, al-Hallaj, martyr mystique de l' Islam, Paris 1922, i. 138 প.)।

শী'আঃগণ দার্শনিকগণকে অন্তত পক্ষে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। 'গু'লাত'-এর ব্যাপারে সমস্ত ইমামীগণ মনে করিতেন দার্শনিক মতবাদ ('কালাম' Scholasticism) শী'আঃ মতবাদের ভিত্তিমূলে আঘাত হানিতে পারে। তবে এমন অনেক যুক্তবাদী এবং দার্শনিকও আছেন যাঁহারা খাঁটি শী'আঃ বলিয়া পরিচিত এবং শুধু প্রচলিত বিতর্কের ধারায় তাঁহাদিগকে শী'আঃ দলের বহির্ভূত বলা চলিবে না। শী'আঃ, সূ'ফী এবং দার্শনিকদের মধ্যে পারস্পরিক অনুরাগ ও বিরাগ এবং আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দৃষ্টান্ত পাশাপাশি বিরাজমান দেখা যায় প্রতি শতাব্দীর লেখকদের লেখায় ও আচরণে। উদাহরণস্বরূপ খাওয়াজাঃ নাস'ীরু'দ-দীনের উল্লেখ করা যায়। তিনি হ'াল্লাজ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন যদিও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শী'আঃ 'আলিমগণ তাঁহার বিরুদ্ধবাদী এবং তাঁহার রচনা 'আওস'াফু'ল-আশ্রাফ,' (তেহরান ১৩২০ হি.) বেশী সূ'ফী ভাবাপন্ন। রাজাব ইব্ন মুহ'াম্মাদ আল-হ'াফিজ' আল-বুর্সী সূ'ফী মরমীবাদের পুনঃপ্রবর্তক-রূপে চিহ্নিত হইয়াছেন। মীর দামাদ যদিও হ'াল্লাজকে ভক্তি করিতেন, তথাপি তাঁহার 'আর-রাওয়াশিহ''স-সামাবি'য়্যাঃ ফী শারহি''ল-আ'হাদীছি''ল-ইমামিয়্যাঃ' (মুদ্রণ ১৩১১ হি.) পুস্তকে নিজেকে একজন যথার্থ শী'আঃরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 'আল-ক'াবাসাত' (তেহরান ১৩১৪ হি.) পুস্তকে তিনি তাঁহার দার্শনিক মতবাদের সহিত প্রচলিত শী'আঃ ধর্মমতের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। দার্শনিক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ধর্মতাত্ত্বিক সমস্যাসমূহ ওতপ্রোতভাবে গ্রথিত হইয়াছিল বলিয়া দার্শনিক আলোচনা আরও জীবন্ত হইয়া উঠিত। এই কারণে ধর্মতাত্ত্বিক (মুতাকাল্লিমূন)-গণের মধ্যে উসূ'লী এবং আখবারী দুই প্রকারের পণ্ডিতই শামিল ছিলেন। নিকট অতীতে গত শতাব্দীতেও এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল প্রবল। এইরূপ দ্বন্দ্বের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন শায়খ আহ'মাদ ইব্ন যায়নু'দ-দীন আল-আহ'সাঈ। তাঁহার নাম হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি বাহ'রায়নের অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন ধর্মতাত্ত্বিক কবি, জ্যোতিবিদ ও গাণিতিক ছিলেন এবং সূ'ফী ও দার্শনিকগণের বিরুদ্ধে এবং বিশেষত ইজ্তিহাদ এবং ইজ্মা'-র অনুকূলে আখবারী-গণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন (তু. তৎকৃত জাওয়ামি'উ'ল-কালাম অথবা হ'য়াতু'ন-নাফ্স, তাবরীয ১২৭৬ হি.)। তিনি কিয়ামতের এক অতিমাত্রায় দার্শনিক ব্যাখ্যা দান করেন। কঠোর নিষ্ঠাবান ব্যক্তি-গণের মতে ইহা ভিত্তিহীন। এই ব্যাখ্যার কারণে তাঁহার এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দলের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ করা হয় এবং পরবর্তীকালে 'বাবী'গণের ধর্মভ্রষ্টতার দায়িত্বের অপবাদ দেওয়া হয়। বাবীগণ এবং তাঁহাদের প্রশাখা 'বাহাঈ'গণ চেষ্টা করিতেন, এমন কি আধুনিককালেও করেন যাহাতে এই দ্বন্দ্ব কর্মে ও কলমে তুমুলভাবে চলিতে থাকে। অন্য প্রকার বিতর্কমূলক সাহিত্যেরও অভাব ছিল না। য়াহূদীদিগের বিরুদ্ধে যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মাজ্লিসীই শেষ লেখক নহেন। ১১৯৫/১৭৮১ সনে H. Martyn হইতে শুরু করিয়া খৃস্ট ধর্ম প্রচারকগণের আগমনের সময় হইতে খৃস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে এবং পরে C. G. Pfander-এর ধর্মপ্রচারমূলক পুস্তিকা 'মীযানু'ল-হ'াক''-এর বিরুদ্ধে এবং আধুনিক সময়ে বাইবেল বিতরণকারী সমিতিসমূহের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছিল।

জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত শী'আঃ মতবাদের রূপরেখা দেখা যায় মাক'াতিল বা শহীদগণের সম্বন্ধে উদ্ভূত কিংবদন্তীসমূহে,

জামাতু'ল-খুলদ বা হ'াজ্জীগণের পত্রিকাতে এবং তা'যিয়াঃ (শোক প্রকাশ) সংক্রান্ত আবেগমূলক কার্যকলাপে। এইগুলির মধ্যে অপ্রামাণ্য বা প্রক্ষিপ্ত বিষয়ও অনেক আছে। সমগ্র মুসলিম জগতে যে সমস্ত বিষয় জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, যেমন 'আলী (রা)-র কবিতা ও বাণী (তু. Fleischer, Ali's 100 Spruche, Leipzig 1837) এবং শায়খ মুরতাদ'ার ভ্রাতা মুহ'াম্মাদ আর-রিদ'া-র 'নাহ্‌জু'ল-বালাগ'াঃ' নামক 'আলী (রা)-র বাণী সংগ্রহ গ্রন্থ এইগুলি আমাদের লক্ষ্যবস্তু নহে। কিন্তু অনেক ক্ষুদ্র পুস্তিকা আছে, যেমন 'আলী (রা)-র 'স'াহ'ীফাঃ' নামক প্রার্থনা পুস্তক, চতুর্থ ইমাম 'আলী যায়নু'ল-'আবিদীনের প্রার্থনা পুস্তক এবং অষ্টম ইমাম 'আলী আর-রিদ'ার প্রার্থনা পুস্তক, বাহ্‌াঈ আল-'আমিলী কর্তৃক সংগৃহীত 'আলী (রা) কর্তৃক বর্ণিত বলিয়া কথিত 'হ'াদীছ' কু'দ্‌সী' এবং পরিশেষে কু'রআনের তাফ্‌সীরসমূহ, যথাঃ ষষ্ঠ ইমাম জা'ফার আস্‌'-স'াদিকে'র নামে প্রচলিত তাফসীর অথবা একাদশ ইমামের নামে প্রচলিত তাফ্‌সীরু'ল-'আস্‌কারী (তেহরান ১৩১৫ হি.) যাহা ছোট ইব্‌ন বাবূয়াঃ অবাধে ব্যবহার করিতেন; কিন্তু পরবর্তীকালের বহু সংখ্যক গণ্যমান্য পণ্ডিত এইগুলির প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন—এই সমস্তের আলোচনাও এই প্রবন্ধে অবান্তর।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে যেই সমস্ত পুস্তকের নামোল্লেখ করা হইয়াছে এবং যে সমস্ত প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে উল্লিখিত পুস্তকসমূহ এবং 'আরবী ও ফার্‌সী পুস্তকসমূহের তালিকা দেখুন, তদুপরি : (১) Brockelmann, Gesch. d. Arab. Litt.; (২) E. G. Browne, A History of Persian Literature in Modern times, 1924, p. 353 প.; যাহাতে শী'আঃ জীবনী গ্রন্থসমূহ এবং পুস্তক তালিকাদি ব্যবহৃত হইয়াছে; (৩) Strothmann, Die Zwolfer-Schi'a, Leipzig 1926; (৪) Goldziher, Vorlesungen, ed. Babinger, Heidelberg 1925, p. 196 প.; (৫) Gobineau, Les riligions et les philosophies dans l'Asie Centrale[2], Paris 1866, p. 63 প.; (৬) Mez, Die Renaissance des Islams, Heidelberg 1922, p. 55 প.; (৭) Babinger, in ZDMG, lxxvi. 126 প.; (৮) Noldeke in Isl. xiii. 70 প.; (৯) Andrae, Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, 1918, দেখুন Index; (১০) Buhl, Alidernes Stilling til de shi'itiske Bevaegelser under Umajjaderne (Kgl. Danske Vidensk. selskabs Forhandlinger, 1910, No. 5)। সুষ্ঠু পরিচয় লাভের জন্য প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্রগুলির অতিরিক্ত : (১১) আন্‌-নাওবাখ্‌তী, ফিরাকু'শ্‌-শী'আঃ, ed. Ritter (Bibliotheca Islamica 4); (১২) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'উমার আল-কাশ্‌শী, মা'রিফাতু আখ্‌বারি'র-রিজাল, শায়খ তূ'সী কর্তৃক নির্বাচিত, বোম্বাই ১৩১৭ হি.; (১৩) আন্‌-নাজাশী (মৃ. ৪৫০/১০৫৮), মা'রিফাতু 'ইল্‌মি'র-রিজাল, বোম্বাই ১৩১৭ হি.; (১৪) আত্‌'-তূ'সী, আসমা'উ'র্‌-রিজাল, তেহরান ১২৭১ হি.; (১৫) ফিহ্‌রিস্ত কুতুবি'শ-শী'আঃ, ed. by Sprenger এবং মাওলাব'ী 'আবদু'ল-হ'াক্ক', কলিকাতা ১৮৫৩-৫৫ খৃ.; (১৬) ইব্‌ন শাহ্‌রাশূব (মৃ. ৫৮৮/১১৯২), মা'আলিমু'ল-'উলামা', সম্পা. 'আব্বাস ইক্‌'বাল, তেহরান ১৩৫৩/১৯৩৪; (১৭) ইব্‌ন মুত'াহ্‌হার আল্‌-হি'ল্লী, খুলাস'াতু'ল-আক'ওয়াল (অন্য নাম কিতাবু'র-রিজাল), তেহরান ১৩১০ হি.; (১৮) মীর্‌যা মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আলী আল-আসতারাবাদী (মৃ. ১০২৮/১৬১৯ সনের কাছাকাছি), মানহাজু'ল-মাক'াল, তেহরান ১৩০৭ হি.; (১৯) মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হ'াসান আল-'আমিলী, আমালু'ল্‌-'আমিল ফী যি'ক্‌রি 'উলামা' জাবাল 'আমিল, ঐ ১৩০৭ হি.; (২০) খাওয়ানদামীর, হ'াবীবু'স-সিয়ার (ফার্‌সী, ৯২৯/১৫২৩ সনে লিখিত), বোম্বাই ১২৭৩ হি.; (২১) আত্‌-তাফরীশী, নাক্‌দু'র্‌-রিজাল (১০১৫/১৬০৬ সনে লিখিত), তেহরান ১৩১৮ হি.; (২২) য়ূসুফ ইব্‌ন আহ'মাদ আল্‌-বাহ্‌'রানী (মৃ. ১১৮৭/১৭৭৩), লু'লুআতু'ল-বাহ্‌'রায়ন, তেহরান ১২৬৯ হি., বোম্বাই n. d.; (২৩) মুহ'াম্মাদ বাকি'র আল-খাওয়ানসারী, রাওদ'াতু'ল-জান্নাত (১২৮৭/১৮৭০ সনে লিখিত), তেহরান ১৩০৬ হি.; (২৪) মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন স'াদিক ইব্‌ন মাহ্‌দী, নুজূমু'স-সামা' (ফার্‌সী), লখনৌ ১৩১৩ হি.; (২৫) ই'জায হ'সায়ন আল্‌-কেন্‌তূরী (মৃ. ১২৮৬/১৮৭০), কাশ্‌ফু'ল-হ'জুব ওয়া'ল-আস্‌তার, সম্পা. হিদায়াত হ'সায়ন, কলিকাতা ১৩৩০ হি.। ইমামগণ সম্বন্ধে লেখা : (২৬) আবু'ল-ফারাজ আল-ইস্‌'বাহানী, মাক'াতিলু'ত'-ত'ালিবিয়্যীন, তেহরান ১৩০৭ হি.। ইহার প্রথমার্ধ ফাখ্‌রু'দ-দীন আহ'মাদ ইব্‌ন 'আলী আন্‌-নাজাফী, আল-মুন্‌তাখাব ফি'ল-মারাছ'ী ওয়া'ল-খুত'াব-এর হ'াশিয়্যাঃতে, বোম্বাই ১৩১৪ হি.; (২৭) আহ'মাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন মুহান্না (মৃ. ৮২৮/১৪২৪), 'উম্‌দাতু'ত-ত'ালিব ফী আন্‌সাবি আলি-ই আবী ত'ালিব, বোম্বাই ১৩১৮ হি.; (২৮) 'আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন নূরুল্লাহ (১২৪০/১৮২৪ সনে লিখিত), মাক্‌'তালু'ল্‌-'আওয়ালিম, মুদ্রণ ১২৯৫ হি.। হ'াদীছ' সম্বন্ধে লেখা : (২৯) য়াহ্‌'য়া ইবনু'ল-হ'াসান ইবনি'ল-বিত্‌'রীক (মৃ. ৬০০/১২০৪), খাস'াইস' ওয়াহ্‌'য়ি'ল-মুবীন ফী মানাকি'বি আমীরি'ল-মু'মিনীন, মুদ্রণ ১৩১১ হি.; (৩০) ঐ লেখক, আল-'উম্‌দাঃ ফী 'উয়ূন সি'হ'াহি''ল-আখ্‌বার, বোম্বাই ১৩০৯ হি.। নু'স' সম্বন্ধীয় মতবাদ বিষয়ে লিখিত আধুনিক পুস্তকসমূহ : (৩১) আল-হ'সায়ন ইব্‌ন মুর্‌তাদ'া আল-য়ায্‌দী আত'-ত'াবাত'াবাঈ, আর্‌-রাহ্‌'ল-মান্‌শূর ওয়া লাওয়ামি'উ'জ্‌'-জু'হূর, বোম্বাই ১৩০৩ হি.। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সুন্নী বিতর্কমূলক সাহিত্য : (৩২) মাহ'মূদ শুক্‌রী আল-আলূসী (মৃ. ১২৭০/১৮৫৩), মুখ্‌তাস'ারু'ত্‌-তুহ্‌'ফাঃ আল-ইছ'না 'আশারিয়্যাঃ, মুদ্রণ ১৩০১ হি.; (৩৩) C. van Arendonck, De opkomst van het Zaidietische Imamaat in Yemen, Leiden 1919; (৩৪) Dwight M. Donaldson, The shi'ite Religion, London 1933.

শীছ' (شيث) ('আ), হিব্রু Sheth, ইংরেজী সেথ, হযরত আদাম ('আ) ও বিবি হ'াওওয়া-র তৃতীয় পুত্র (Gen. iv. 25, 26 and v. 3—8), পিতার ১৩০ বৎসর বয়সের সময় এবং হ'াবীল হত্যার পাঁচ বৎসর পর জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আদাম ('আ) মৃত্যুকালে তাঁহাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী এবং ওয়াস'ী মনোনীত করেন। তাঁহাকে তিনি দিন ও রাত্রির সময় নিরূপণ পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন, নূহ' ('আ)-এর তুফানের (বন্যার) সংবাদ দিয়াছিলেন এবং দিনের প্রতি প্রহরান্তে নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

সমগ্র মানব জাতি প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই বংশধর, কারণ হযরত আদাম ('আ)-এর অপর দুই পুত্রের মধ্যে হ'াবীল কোন সন্তান রাখিয়া যান নাই এবং কা'বীলের বংশধর সকলেই নূহ' ('আ)-এর সময়-

কার বন্যায় প্রাণ হারাইয়াছিল। কথিত আছে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় বসবাস এবং হা'জ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করিতেন। হযরত আদাম ('আ)-ও স্বয়ং তাঁহার নিকট অবতীর্ণ বাণীগুলি (স'াহ'ীফাঃ সংখ্যায় পঞ্চাশটি) সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করেন। তিনি প্রস্তর ও কর্দম সমন্বয়ে কা'বাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি নিজের পুত্র আনূশ্ (Enoch)-কে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান; আবূ কু'বায়স্ পর্বতের গভীর গহ্বরে তাঁহাকে স্বীয় জনক-জননীর পার্শ্বদেশে দাফন করা হয়; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৯১২ বৎসর। ইব্ন ইস্হা'াকে'র মতে তিনি তাঁহার ভগ্নী হা'যূরাঃকে বিবাহ করিয়াছিলেন। (সৃষ্টির প্রথম দিকে ভগ্নী বিবাহ বৈধ ছিল)।

আল-মুক'ান্না', যে ৭৮০ খৃ.-এর দিকে খুরাসানে নুবুওয়াতের দাবী করিয়াছিল, সে মনে করিত যে, আল্লাহ্‌র আত্মা হযরত আদাম ('আ) হইতে শীছে'র নিকট স্থানান্তরিত হইয়াছিল (মুত'াহ্‌হার ইব্ন ত'াহির আল-মাক্'দিসী, কিতাবু'ল-খাল্ক', Huart কর্তৃক সম্পাদিত ও অনূদিত, ৬ : ৯৬)। এই ধারণাটি নসটিক (Gnostic-মর্মজ্ঞ) নামীয় একটি সম্প্রদায় হইতে বিস্তার লাভ করিয়াছে, যাহারা শীছ'ীয় সম্প্রদায় এবং যাহাদিগকে চতুর্থ শতাব্দী হইতে মিসরে দেখা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, তা'রীখ, ১খ, ১৫২-১৬৮, ১১২২, ১১২৩; (২) ইব্নু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল, সম্পা. Tornberg, ১খ, ৩৫, ৩৯; (৩) ছা'লাবী, 'আরাইসু'ল-মাজালিস, লিথো সং. ১২৭৭, পৃ. ৪২; (৪) মীরখোন্দ, রাওদা'াতু'স-স'াফা, বোম্বাই ১২৭১ হি., ১খ, ১২ প.।

C.L. Huart (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

শু'আয়ব (**شعيب**) ('আ), কু'রআনে উল্লিখিত একজন নবী, তিনি সূরাঃ ১১ : ৮৯ অনুসারে হূদ, স'ালিহ' ও লূত' ('আ)-এর পর আবির্ভূত হন; মক্কা যুগের মাঝামাঝি সময়ে অবতীর্ণ সূরাঃ ২৬ : ১৭৬—১৮৯ অনুসারে তিনি 'জঙ্গলের অধিবাসী' (আস্'-হা'াবু'ল-আয়কাঃ) সমীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন; সূরাঃ ৫০ : ১৩; ১৫ : ৭৮; ৩৮ : ১৩-তেও ইহা পুনরুল্লিখিত হইয়াছে। মক্কা যুগের শেষভাগে অবতীর্ণ সূরাঃ ১১ : ৮৪—৯৫; ২৯ : ৩৬ প.; ৭ : ৮৫-৯৩-তে মাদ্‌য়ানবাসীদের মধ্যে তাহাদের ভাই শু'আয়ব ('আ) প্রেরিত হইয়াছিলেন; (প্রকৃতপক্ষে শু'আয়ব ('আ) এই উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই প্রেরিত হইয়াছিলেন)। কু'রআনে (২৮ : ২৩—২৮) হযরত মূসা ('আ)-এর শ্বশুর হিসাবে মাদয়ানবাসী একজন বৃদ্ধের উল্লেখ আছে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে তিনি হইতেছেন শু'আয়ব ('আ)। কু'রআন মাজীদে শু'আয়ব ('আ)-এর সংক্ষিপ্ত ইতিকাহিনীতে দুইটি এমন ঘটনার উল্লেখ আছে যাহা মুহ'াম্মাদ (স')-এর জীবনে প্রায় হুবহু ঘটিয়াছিল। প্রথমত শু'আয়ব ('আ)-এর গোত্রের লোকের সমর্থনের কারণে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা তাঁহাকে হত্যা করিতে সাহসী হয় নাই নতুবা তাহারা তাঁহাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার সংকল্প করিয়াছিল (১১ : ৯১)। যেমন বানূ হাশিম ও বানূ মুত্ত'ালিবের সমর্থনের জন্য কু'রায়শ দুরাচারগণ হযরত (স')-কে হত্যার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়ত যখন শত্রুরা অবশেষে রাতের অন্ধকারে গোপনে হযরত শু'আয়ব ('আ)-কে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিল তাহাদের মন্ত্রণাও ছিল একই রূপ, যেমন কু'রায়শ মুহ'াম্মাদ (স')-এর হত্যার গোপন মন্ত্রণা করিয়াছিল অর্থাৎ শত্রুদের নয়টি গোষ্ঠীর (تسعة رهط) প্রতিনিধি সমবায়ে হত্যাকারী দল গঠন করা হইল যাহাতে শু'আয়ব ('আ)-এর সমর্থক গোত্রটি সম্মিলিত নয়টি দলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে সাহসী না হয়। কু'রআনে বর্ণিত শু'আয়ব ('আ)-এর কাহিনীর এই দুইটি ঘটনা মুহ'াম্মাদ (স')-এর শত্রুদের দুইটি পরিকল্পনার পূর্বাভাস বহন করে। আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচার ছাড়াও তিনি তাঁহার দেশবাসীকে প্রধানত ওজন (ওয়াযন) ও পরিমাপে সাধুতার পরিচয় দেওয়ার অনুরোধ করিতেন। আর দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন। কিন্তু দেশের নেতৃবর্গ তাঁহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার অনুসারীবৃন্দকে দেশান্তরিত করার হুমকি প্রদান করে। তাহাদের কাছে তাঁহার কোন মর্যাদা ছিল না এবং তাঁহার স্বজনবর্গ না থাকিলে তাহারা অবশ্যই তাঁহাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিত (১১ : ৯১)। অবশেষে একটা শাস্তিস্বরূপ মহানাদ ধ্বনিত হইল এবং শু'আয়ব ('আ) ও তাঁহার অনুসারিগণ ব্যতীত অন্য সকলকে তাহাদের বাসগৃহে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল (১১ : ৯৪)।

সিরিয়ার ক'ারূন হ'াত্তীনের নিকটে শু'আয়ব ('আ)-এর কবর আছে বলিয়া একটি কিংবদন্তীতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ছা'লাবী, কি'স'াস'ু'ল-আম্বিয়া'; (২) Dalman, Palastina Jahrbuch, x. 41 প.; (৩) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin and Leipzig 1926, p. 119 প.; (৪) কু'রআনের উপরিউক্ত আয়াতের তাফ্সীর।

F. Buhl (S E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

শুরাত (**شراة**) এ. ব. শারী. চরমপন্থী খারিজী (দ্র.)-রা নিজদিগকে এই নামে অভিহিত করে। ধর্মীয় ফির্ক'াঃ বিশেষের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি প্রযোজ্য এই নামটি কু'রআন (৪ : ৭৪) হইতে গৃহীত। ইহার অর্থ শত্রুর বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের পণ করিয়া "যাহারা নিজের পার্থিব জীবন আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছে।"

হযরত 'আলী (রা) কর্তৃক নুখায়লাঃর যুদ্ধে প্রথম শুরাত দলের মূলোৎপাটিত হয়। ঐ যুদ্ধে নিহত শুরাত দলের রাবী'আঃ গোত্রের আবূ বিলাল মিরদাস ইব্ন আওদার বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। নিরাশার মধ্যেও তাহাদের বিশ্বাস মতে তাহারা ন্যায়ের জন্য "যতক্ষণ তাহাদের কেবল তিনটি লোক বাঁচিয়া থাকে" ততক্ষণ যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। শিয়া কথাটিতে যে তীব্র রাজনৈতিক অনুভূতির অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহা খারিজী পরিভাষাগত শব্দ জু'হূর (জয়যুক্ত হওয়া), দাফ' (প্রতিরক্ষা) এবং কিত্মান (গোপনীয়তা রক্ষা) ইত্যাদিতে প্রতিভাত অনুভূতির সহিত তুলনা করা যায়।

শুরাত অর্থের সম্প্রসারণ করিয়া শিয়া নীতি সমর্থক খারিজী লেখক ও আইনবিদদের প্রতিও শুরাত আখ্যাটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। মালয়ের আমোক (amok) প্রথা কোন কোন সময় ফিলিপাইনী মুসলিমদের মধ্যে শিরার রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-মুবাররাদ, কামিল (ed. Wright), পৃ. ৫৭৭; (২) ইব্নু'ন-নাদীম, ফিহ্রিস্ত (ed. Flugel), p. 236—237, (৩) আবূ যাকারিয়্যা শাম্মাখী, তা'রীখ, Transl. Masqueray, Algiers 1878, p. 279—335; (৪) ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহি, আল-'ইক'দু'ল-ফারীদ, কায়রো ১৩১৬ হি., ২খ, ১৩৮।

L. Massignon (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

শুশ্তারী (شُشْتَرِى) সায়্যিদ নূরুল্লাহ ইব্‌ন শারীফ মার্'আশী একজন শী'ঈ লেখক। ইনি ইমামী মতবাদের পক্ষ হইতে সুন্নী তাকিকদের এবং একই সময় সূ'ফীবাদের পক্ষ হইতে সূ'ফীবাদ বিরোধী অধিকাংশ ইমামী পণ্ডিতবর্গের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছেন; লাহোরের কাযী ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীর কর্তৃক একজন ধর্ম-দ্রোহীরূপে নিন্দিত হন এবং তাঁহারই নির্দেশে ১০১৯/১৬১০ সালে কশাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ইমামীদের তৃতীয় শহীদ (শাহীদ ছ'ালিছ')। তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ দুইখানি গ্রন্থ রহিয়াছে। একটি ফারসী ভাষায় বিরচিত 'মাজালিসু'ল-মু'মিনীন' (১০৭৩/১৬০৪ সালে লাহোরে সমাপ্ত হয়); নির্ভরযোগ্য উৎস হইতে সংগৃহীত ইমামী ও মুসলিম তাপসকুলের প্রখিতযশা শহীদগণের একখানি জীবনী সংকলন; এবং আর একটি 'আরবী ভাষায় রচিত 'ইহ'ক'াকু''ল-হ'াক্ক'' নামক ইমামীদের সমর্থনমূলক গ্রন্থ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Rieu, Catal. Persian MSS. British Museum, London 1879. i. p. 337; (২) Godziher, Beitrage zur Literaturgeschichte der Shi'a und der sunnitischen Polemik, Vienna 1874; (৩) GAL., Suppl. ii. 607 প.।

L. Massignon (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

শেখ মুজিবুর রহমান (شيخ مجيب الرحمن ঃ শায়খ মুজীবু'র-রাহ্'ম্যান) একজন রাজনীতিবিদ, আওয়ামী লীগ দলের নেতা, বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ও স্বাধীন বাংলাদেশের যথাক্রমে রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধান মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি। তাঁহার জন্ম হয় ১৯২০ খৃ. ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। তাঁহরা পিতার নাম শেখ লুৎফুর রহমান ও মাতার নাম সাহেরা খাতুন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট, ভোর রাতে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি সপরিবারে ঢাকায় নিহত হন।

স্থানীয় স্কুলে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি ১৯৪২ খৃস্টাব্দে গোপালগঞ্জ মিশন হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৯৪৭ খৃ. কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ হইতে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল আইন অধ্যয়ন করেন।

ছাত্র জীবন হইতেই শেখ মুজিব রাজনীতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার প্রবেশ ঘটে সুহ্‌রাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য হিসাবে। কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সুহরা-ওয়ার্দীর সাহচর্যে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কলিকাতা ও বিহারের দাঙ্গায় বিপন্ন মুসলমানদের রক্ষাকার্যে এবং ১৯৪৬ খৃ. নির্বাচনে সুহরাওয়ার্দীর আত্মনিবেদিত কর্মী হিসাবে দেশ ও জাতির সেবা করেন। ১৯৪৬ খৃ. তিনি কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ খৃ. গঠিত পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক লীগ এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বিভিন্ন সময়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁহাকে কয়েকবার বিভিন্ন মেয়াদী কারা ভোগ করিতে হয়। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনে ও ১৯৪৯ খৃস্টাব্দের হরতালে যোগদান করিয়া শেখ মুজিব গ্রেফতার হন। ১৯৪৯ সালের দুর্ভিক্ষের সময় মাওলানা ভাসানী (দ্র.)-এর সঙ্গে 'ভুখা মিছিলে' নেতৃত্ব দানের জন্য তাঁহাকে আবার কারারুদ্ধ করা হয়।

১৯৪৯ খৃস্টাব্দে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক, ১৯৫৩ খৃ. সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৫৪ খৃ. পূর্ববাংলার আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন; ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা সরকারের সমবায় ও কৃষি-ঋণ বিষয়ক মন্ত্রী নিযুক্ত হন; ১৯৫৫ খৃ. পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৬ খৃ. পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য, শ্রম, শিল্প ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৫২ খৃ. পিকিং ও Stockholm শান্তি সম্মেলনের ডেলিগেট এবং ১৯৫৭—৫৮ খৃ. পাকিস্তান চা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহ'ম্মাদ আয়্যুব খানের আমলে কারারুদ্ধ হন (১৯৫৮—৫৯; ১৯৫৯—৬১ অন্তরীণ)। ১৯৬৩ খৃ. হইতে ১৯৬৬ খৃ. পর্যন্ত আওয়ামী লীগ দলের পুনর্গঠনে নিয়োজিত থাকেন। এই সময় তিনি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য তৎকালীন পাকিস্তানের শাসন সংস্কারের ভিত্তিস্বরূপ 'ছয় দফা' দাবী পেশ করেন। তাঁহার এই ছয় দফা পরবর্তীকালে সুবিদিত ও ঐতিহাসিক 'ছয় দফা'-র রূপ লাভ করে। দফাগুলি সংক্ষেপিত ঃ (১) লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া পাকিস্তানকে প্রকৃত ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে; (২) প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় বিষয় ছাড়া সমস্ত ক্ষমতা স্টেটসমূহের হাতে থাকিবে; (৩) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি পৃথক মুদ্রার প্রচলন থাকিবে অথবা একটি মুদ্রার প্রচলন থাকিবে, কিন্তু একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও দুইটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এক অঞ্চলের মুদ্রা অন্য অঞ্চলে স্থানান্তর বন্ধ করিতে হইবে; (৪) সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্যকরণ ও আদায় আঞ্চলিক সরকারের উপর ন্যস্ত থাকিবে, তবে সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে ইহার একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা দিতে হইবে; (৫) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের হিসাব পৃথক পৃথক থাকিবে এবং ইহা অঞ্চলের ইখতিয়ারে থাকিবে। ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় মুদ্রা উভয় অঞ্চল হইতে সমানভাবে দেওয়া হইবে। দেশজাত পণ্যদ্রব্য বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে। বাণিজ্য সম্পর্কিত বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন ও বিদেশে বাণিজ্য মিশন স্থাপন সংক্রান্ত ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে; (৬) পূর্ব পাকিস্তান মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিশিয়া রক্ষী-বাহিনী গঠন করিতে হইবে। এই 'ছয় দফা' কর্মসূচী প্রচারের জন্য শেখ মুজিব ১৯৬৬ খৃ. মে মাসে কারারুদ্ধ হন। ১৯৬৮ খৃ. তাঁহাকে 'আগরতলা' ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামীরূপে অভিযুক্ত করা হয়। এই মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয় তাহা এই ঃ "কতিপয় পূর্ব পাকিস্তানী সি. এস. পি. অফিসার, সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন শাখায় কর্মরত ও প্রাক্তন কতিপয় অফিসার এবং কতিপয় বেসামরিক লোক ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে। তাহারা ভারতীয় এলাকা আগরতলা সফর করিয়া লে. কর্নেল মিত্র, মেজর মেনন প্রভৃতি কতিপয় ভারতীয় সামরিক অফিসারের সঙ্গে তাঁহাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ করেন। অভিযুক্তদের কয়েকজন ইতিমধ্যে বেশ কিছু অর্থও সংগ্রহ করিয়াছেন।" এই মামলার বিচারকগণ এবং সরকার পক্ষের কৌশলী ছিলেন সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী। বেশ কিছুদিন মামলা চলিবার পর ১৯৬৯ সালে ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে এই মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিসহ

শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং মামলা প্রত্যাহার করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে শেখ মুজিব একজন জনপ্রিয় নেতারূপে সমাদৃত হন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ 'ছয় দফা'-র ভিত্তিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সকলেই ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানী। অন্য পক্ষে যু'ল-ফিক'ার 'আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পাকিস্তান পিপল্স পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। যাহাই হোক, পার্লামেন্টে নির্বাচিত মোট সদস্যের মধ্যে শেখ মুজিবের দলই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সেই সুবাদে কোন এক উপলক্ষে পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল মুহ'ম্মাদ য়াহ'য়া খান শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধান মন্ত্রী বলিয়াও স্বীকার করেন। 'ছয় দফা' সম্পর্কে আলোচনার জন্য তিনি শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের রাজধানীতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। শেখ মুজিব ইহাতে অসম্মতি জানান। ইতিমধ্যে ঢাকায় আহূত জাতীয় পার্লামেন্টের বৈঠকে যোগ দিতে ভুট্টো অস্বীকার করায় এবং পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য দুইজন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগের দাবী করায় পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে সংঘাত চরমে উঠে। ইতিমধ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য পার্লামেন্টের সভা প্রেসিডেন্ট য়াহ'য়া হঠাৎ স্থগিত ঘোষণা করায় ১৯৭১ খৃস্টাব্দের ১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে স্বাধিকার আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠে। এই পটভূমিতে ১৯৭১ খৃস্টাব্দের ৭ মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতা সংগ্রামের ধ্বনি তোলেন। তখন হইতে পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃত্ব কার্যত শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া গেল। পরবর্তীকালে ভুট্টোসহ জেনারেল য়াহ'য়া ঢাকায় আসিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে বাহ্যত রাজনৈতিক আলোচনা চালাইতে থাকিলেও গোপনে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকেন। য়াহ'য়া খান বিক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানকে পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেন। ১৯৭১ খৃস্টাব্দের ২৫ মার্চ রাত্রে পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পাকিস্তানী বাহিনী সামরিক হামলা চালায়। ঐ রাত্রিতেই শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। রাজনৈতিক নেতাসহ বহু লোক ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে এবং দেশে মুক্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতে থাকে। শেখ মুজিবকে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ সালেরই আগস্ট মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে গঠিত এক সামরিক আদালতের গোপন বিচারে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। এইদিকে পাকিস্তানে বন্দী শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করিয়া কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথ তলায় (ভারতের সীমান্ত এলাকায়) অস্থায়ী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয় (এপ্রিল, ১৯৭১ খৃ.)। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী এবং সদ্য গঠিত মুক্তি বাহিনীর মধ্যে গেরিলা যুদ্ধ চলিতে থাকে। ৩ ডিসেম্বর ভারত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান করিলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৭১ খৃস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে জন্মলাভ করে। এদিকে য়াহ'য়া খান পদচ্যুত হন এবং যু'ল-ফিক'ার 'আলী ভুট্টো খণ্ডিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। তিনি ১৯৭২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শেখ মুজিবকে মুক্তি দান করেন। ১০ জানুয়ারী শেখ মুজিব লণ্ডন ও দিল্লী হইয়া বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলে দেশবাসী তাঁহাকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অতঃপর ১২ জানুয়ারী (১৯৭২) তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের পদ ত্যাগ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ খৃস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতি শাসন-ভিত্তিক আইন (সংশোধনী) পাস করাইয়া ২৫ জানুয়ারী তিনি স্বয়ং রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুক্তি যুদ্ধোত্তর বিশৃংখলাকে নিয়ন্ত্রণে আনার প্রয়োজনে এবং স্বীয় ক্ষমতাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে তিনি দেশের সকল রাজনৈতিক দলের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন এবং বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ) গঠন করিয়া একদলীয় শাসন প্রবর্তন করেন। কিন্তু লোকের হাতে বিস্তর আগ্নেয়াস্ত্র থাকার কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইলেও উহাদের সুপরিচালনা সম্ভব হইল না। ইহাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ইহাছাড়া, তাঁহার দলের অনেকের দুর্নীতি এবং মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষবাদকে অন্যতম মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ, ভারতের সহিত বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ এবং বাংলাদেশ দেশরক্ষা বাহিনীর প্রতি অবহেলার প্রশ্নে অনেকেই শেখ মুজিবের সমালোচক হইয়া উঠেন। এই অবস্থায় ১৯৭৫ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি সপরিবারে নিহত হন ও আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে।

১৯৭৩ খৃ. শেখ মুজিব সোভিয়েট পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত বিশ্বশান্তি পরিষদের উদ্যোগে জুলিও কুরী শান্তি পদকে (Juliet Curio Peace Medal) ভূষিত হন। তাঁহার শাসনামলেই বাংলাদেশ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যপদ লাভ করে। তাঁহার আমলের শেষদিকে (২২ মার্চ, ১৯৭৫) ইসলামিক একাডেমী (দ্র. আবুল হাশিম) ও বায়তুল মুকাররম মসজিদ সোসাইটিকে একত্র করিয়া একটি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ (দ্র.) গঠন করা হয়। ইহার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ডঃ মাযহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৩ ইং; (২) বাংলা বিশ্বকোষ, প্রথম প্রকাশ, ৪খ, ৪৮২—৪৮৫, ২খ, ৪৭৩—৪৭৪; (৩) Bangladesh Gezette, Dhaka, Friday, March, 28, 1975; (৪) The Islamic Foundation Ordinance No. XVII, Dhaka 1975; (৫) International Who's Who, Europa Publications limited, London 1975—76.

এ. এন. এম. মাহবুবুর রহমান ভূঞা

স

সাওদাঃ বিন্‌ত যাম্'আঃ (سودة بنت زمعة) (রা) ইব্‌ন ক'ায়স ছিলেন হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর দ্বিতীয়া সহধর্মিণী। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম দীক্ষা গ্রহণকারিণী মহিলাগণের অন্যতমা। মক্কা হইতে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী দ্বিতীয় দলটির সহিত তিনি তদীয় প্রথম স্বামী আস্-সাক্‌রান ইব্‌ন 'আম্‌র এবং ভ্রাতা মালিকের সঙ্গিনী হন। মদীনায় হিজরতের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং আস্-সাক্‌র্যান কিছুদিন পরে মক্কায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। 'সাক্‌রানের ঔরসে সাওদাঃ (রা) একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন, তাঁহার নাম 'আবদু'র-রাহ্'মান। তিনি মুসলমান হন এবং পরবর্তীকালে জালুলা-র যুদ্ধে শহীদ হন।

অতঃপর হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সহিত সাওদাঃ (রা)-এর বিবাহ [রাসূলুল্লাহ্ (স'-র) এক খালা] খাওলাঃ বিন্‌ত হ'াকীমের মধ্যস্থতায় স্থিরীকৃত হয়। খাদীজাঃ (রা)-এর বিয়োগে রাসূলুল্লাহ (স')-কে সান্ত্বনাদানের আগ্রহে তিনি নিজকে এই মধ্যস্থতার কাজে নিয়োজিত করেন। খাদীজাঃ (রা)-এর মৃত্যুর এক মাস পর হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নুবুওয়াতের দশম বর্ষে রমযান মাসে ত'া'ইফ ভ্রমণে বহির্গত হওয়ার পূর্বে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়।

হিজরী প্রথম বর্ষে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর কন্যাগণসহ (সকল কন্যা নহে) হযরত সাওদাঃ (রা) মদীনায় তাঁহার সহিত মিলিত হন। মদীনার মসজিদ সংলগ্ন হ'জ্‌রাসমূহের মধ্যে সাওদাঃ (রা) এবং 'আাইশাঃ (রা)-র হ'জরাই (কামরা) সর্বপ্রথম নির্মিত হয়।

দ্বিতীয় বিবাহের সময় সাওদাঃ (রা) আর যুবতী ছিলেন না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থূলকায় হইতে লাগিলেন এবং চলাফেরায় মন্থরগতি হইয়া পড়িলেন; ফলে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') হ'াজ্জ (হি'জ্জাঃ-আল-বি'দা') পালন কালে মীনায় ফাজ্‌রের স'ালাত আদায়ের সুবিধার্থে অধিক ভিড়ের চাপ হইতে রক্ষার জন্য জনসাধারণের যাত্রার পূর্বেই তাঁহাকে মীনায় পৌঁছার অনুমতি ও সুযোগ প্রদান করেন। সাওদাঃ (রা) যখন বৃদ্ধা হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি তাঁহার পালার দিবস 'আাইশাঃ (রা)-র স্বপক্ষে সমর্পণ করেন, "কেননা তিনি বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহার একমাত্র কামনা তিনি যেন বিচার দিবসে রাসূলুল্লাহ (স')-এর স্ত্রীরূপে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পান।" নবী কারীম (স') ইহাতে সম্মত হন।

সাওদাঃ (রা) ছিলেন দানশীলা ও খোশমেযাজী মহিলা। হযরত 'আাইশাঃ (রা) বলিতেন, "সাওদাঃ ভিন্ন আর কোন নারী এমন নাই যাহার সহিত আমার একাত্ম হইয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়।"

হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর ইন্‌তিকালের পর সাওদাঃ (রা) সম্বন্ধে খুব কম বিবরণ পাওয়া যায়। শুধু একটি কথা জানা যায়, তিনি হযরত 'উমার (রা) হইতে উপঢৌকনস্বরূপ কিছু অর্থ লাভ করেন। তাঁহার যাহ্‌দ সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। খায়বারের ভূমি সম্পদ হইতে আয়ের অংশ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্থ সংকটে নিপতিতা ছিলেন, কারণ তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন।

মু'আাবি'য়াঃ (রা)-এর খিলাফাত যুগে সাওদাঃ (রা) ৫৪ হি. সালে শাওওয়াল মাসে মদীনায় ইন্‌তিকাল করেন (ভিন্ন মতে তিনি হযরত 'উমার (রা)-র সময়ে ২৬ কিংবা ২৭ হি. সনে মারা যান)। মু'আাবি'য়াঃ (রা) মসজিদ সংলগ্ন তাঁহার প্রকোষ্ঠ স'াফিয়্যাঃ (রা)-এর প্রকোষ্ঠসহ ১,৮০,০০০ দিরহাম দিয়া ক্রয় করিয়া লন।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স') উম্মু'ল-মু'মিনীন সাওদাঃ (রা)-কে ত'ালাক' প্রদান করিয়াছিলেন এই মর্মে একটি রিওয়ায়াত কোন একটি দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই রিওয়ায়াতের সনদগুলি সমস্তই মুর্‌সাল অর্থাৎ সনদ-সূত্রের গোড়ায় প্রত্যক্ষদর্শী বা সমসাময়িক স'াহ'াবী বর্ণনাকারীর নাম নাই। গোড়ার সূত্রই যেখানে এরূপ ছিন্ন তেমন রিওয়ায়াতের প্রতি মুহ'াদ্দিছ'গণ গুরুত্ব আরোপ করেন না। সাওদাঃ (রা)-র তথাকথিত ত'ালাক' সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কতিপয় মন্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

হ'াফিজ' যায়লা'ঈ বলেন, রাসূলুল্লাহ (স') সাওদাঃ (রা)-কে ত'ালাক' দিয়াছিলেন—আমরা (স'াহ'ীহ') হ'াদীছে' এরূপ কোন তথ্যের সন্ধান পাই নাই (নাস্‌বু'র-রায়াঃ, ৩খ, ২১৬)।

'আল্লামাঃ ইব্‌ন হ'াজার বলেন, ত'ালাক' সংক্রান্ত যাবতীয় হ'াদীছ'ই মুরসাল-গোড়ায় ছিন্ন সূত্র (আল-ইস'াবাঃ ফী মা'রিফাতি'স'-স'াহ'াবাঃ, সাওদাঃ নিবন্ধ)।

ইব্‌ন হ'াযম বলেন, (هذا كذب موضوع) অর্থাৎ এই ঘটনা (সাওদার ত'ালাকে'র বিবরণ) কল্পিত ও মিথ্যা। বরং আসল ঘটনা এই যে, সাওদাঃ (রা) যখন বৃদ্ধা হইয়া পড়েন তখন তাঁহার পালার দিবস-রজনী তিনি 'আাইশাঃ (রা)-র স্বপক্ষে সোপর্দ করিয়া দেন (মুহ'াল্লা (১০), কায়রো, ত'ালাক' অধ্যায়, পৃ. ১৯১—১৯২; বুখারী, করাচী সং., ১ : ২৭০; মুসলিম, দেওবান্দ সং, ১ : ৩৮৩)।

রাসূল কারীম (স')-এর প্রত্যেক সহধর্মিণী খায়বারের ভূ-সম্পদের আয় নিয়মিতভাবে প্রাপ্ত হইতেন। তদুপরি হযরত 'উমার (রা) তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য [সাওদাঃ (রা)-এর জন্যও] মোটা অংকের বার্ষিক ভাতা মঞ্জুর করিয়াছিলেন (ইব্‌ন সা'দ, ৮খ, ৩৮; নিয়ায ফাতহ'পুরী, স'াহ'াবিয়াত, পৃ. ৩৫)।

গ্রন্থপঞ্জী: প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও দ্র.: (১) ইব্‌ন হিশাম, ed. Wustenfeld, পৃ. ২১৪, ২৪২, ৪৫৯, ৭৮৭ ১০০১; (২) ইব্‌ন সা'দ, ৮খ, ৩৫—৩৯; (৩) আত'-ত'াবারী, ed. de Goeje, ১খ, ১৭৬৭, ১৭৬৯; ৩খ, ২৪৩৭—২৪৪০; (৪) আগ'ানী, ৪খ, ৩২; (৫) Caetani, Annali dell' Islam, i. 378—379; (৬) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 198; (৭) G. H. Stern, Marriage in Early Islam, 1939, দ্র. index.

V. Vacca (S.E.I.)/মোহাম্মদ আবদুর রহমান

List>

সফি উল্লাহ্ (صفى الله : সা'ফিয়্যু উল্লাহ) মাওলানা, শাম্সু'ল-'উলামা', (খৃ. ১৮৭০—১৯৪৭) ছিলেন সাধারণত 'মোল্লা সাহেব' নামে অভিহিত ; তিনি তাঁহার ভক্তগণ কর্তৃক 'দাদাজী' বলিয়া সম্বোধিত হইতেন (তারীখ-ই-মাদ্রাসাঃ-ই-'আলিয়াঃ, পৃ. ১৭২ ; বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ ; পৃ. ১৭৫) ; ভারত উপমহাদেশের এক প্রখ্যাত 'আলিম, ওয়ালিয়্যুল্লাহ্ ও শিক্ষক। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মারদান জিলার সাওয়াত (Swat) স্টেটের টাঁরা গ্রামে তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের বাসস্থান ছিল। পরবর্তীকালে তাঁহারা ঐ স্টেটের তোরবাঁণ্ডা নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকেন। তোরবাঁণ্ডার পার্শ্বেই পাহাড়, পাহাড়ের অপর পার্শ্বে মারতুম পল্লী। এইখানেই মাওলানা সাহেবের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম শাহ 'আবদু'র-রাহ'মান যিনি সাধারণত জাওয়াদ শাহ্ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই ওয়ালী ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার পিতার দু'আ' নিশ্চিতভাবে কবূল হইত (বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, পৃ. ১৭৫)।

তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হইয়াছিল তদীয় মাতুল এবং যোগ্য 'আলিম সূ'ফী গা'লিব শাহীদ-এর কাছে। এই মহান শিক্ষকের প্রভাবে তিনি তাস'াওউফ-এর দিকে আকৃষ্ট হন। অল্পদিন পরে এই শিক্ষক ইন্তিকাল করেন, কিন্তু তাঁহার প্রভাব সুদূর-প্রসারী হইয়াছিল। অতি অল্প সময়ে তিনি ধর্মশাস্ত্রের কয়েকটি শাখায় শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শৈশব হইতেই ধর্মকর্মে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল।

ওয়ালী-দরবেশদের সাহচর্য তাঁহার খুবই প্রিয় ছিল। মাত্র আট/নয় বৎসর বয়স হইতেই তিনি ওয়ালী-দরবেশের সন্ধানে ভ্রমণে বাহির হইতেন। এইভাবেই ভ্রমণ করিতে করিতে এক কবরস্থানে 'হাম্যাঃ বেগম (চুড়ি পরিয়া থাকিতেন বলিয়া এই নামে পরিচিত) বাবা' নামে এক দরবেশের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৬ কি ১৭ বৎসর। এই দরবেশের নিকট তিনি সূ'ফীতত্ত্বের গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন (পূ. গ্র., পৃ. ১৭৭)। অতঃপর আনুমানিক ১৮ বৎসর বয়সে পেশাওয়ার জিলার বাম্খিল গ্রামে শাহ সূ'ফী 'আবদু'ল-হ'াক্'ক' (লালাহ্জী নামে খ্যাত)-এর হস্তে তিনি বায়'আত হন। লালাহ্জী ছিলেন অতি উঁচু মর্যাদা-সম্পন্ন ওয়ালী। মাওলানা তাঁহার নিকট ক'াদিরিয়্যাঃ ত'ারী-ক'ায় মা'রিফাতের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করেন। লালাহ্জীর ইন্তি-কালের পর তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শাহ্ সূ'ফী 'আবদু'ল-ক'ায়্যূম-এর নিকট আরও আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। হ'াজ্জী ইমদাদুল্লাহ (র)-এর খালীফাঃ মাওলানা মুহি'ব্বু'দ-দীন-এর নিকট তিনি চিশ্তিয়্যাঃ ত'ারীক'ার তা'লীম লাভ করেন (পূ. গ্র. পৃ. ১৭৭, ১৮২)।

প্রায় ২৭ বৎসর বয়সে তিনি রামপুর (যুক্তপ্রদেশ, ভারত) গমন করেন। তৎকালে রামপুর ধর্মীয় শিক্ষার, বিশেষত মা'কু'লাত (বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান, যথাঃ মান্তি'ক', ন্যায়শাস্ত্র, হি'কমাত, দর্শন ও বিজ্ঞান ইত্যাদি)-এর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি সেখানে পাঁচ বৎসর অবস্থান করেন, ইসলামী 'উলূম এবং মা'কু'লাতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মাওলানা মুনাওওয়ার 'আলী (র) হ'াদীছে' তাঁহার উস্তাদ ছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে হ'াদীছ' শিক্ষা দানের অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন (তারীখ-ই-মাদ্রাসাঃ-ই-'আলিয়াঃ, পৃ. ১৭২—৭৩)।

১৯০২ খৃ. প্রায় ৩২ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা আগমন করেন এবং এন্টনী বাগান লেইনে ঢাকা জিলার অধিবাসী জনাব 'আলীমু'দ-দীন নামে এক দরজেখপার ব্যক্তির বাড়ীতে অবস্থান করেন। তখন হইতে ১৯০৪ খৃ. পর্যন্ত কলিকাতার কয়েকটি মাদ্রাসায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত শিক্ষকতা করেন। ফলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার তৎকালীন অধ্যক্ষ Sir Edward Denison Ross তাঁহাকে মাদ্রাসার এডিশনাল মাওলাব'ী পদে নিযুক্ত করেন। ১৯০৪ খৃ. ২০ এপ্রিল তিনি উক্ত পদে যোগ দেন।

কু'রআন ও হ'াদীছ' অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার উপর তিনি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করিতেন। তাঁহার মতে কু'রআনের এক আয়াতের অর্থ যথাসম্ভব অন্য আয়াতের আলোকে করাই যুক্তিসঙ্গত ; খেয়াল-খুশী মত বা কেবল বুদ্ধির সাহায্যে কু'রআনের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া অনুচিত [আবদুল ওহহাব, হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (রঃ), পৃ. ২২]। মানতি'ক' ও হি'ক্মাত-এ খুবই পারদর্শী ছিলেন বলিয়া মাদ্রাসায় এই দুই বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা দানের দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল (তারীখ-ই-মাদ্রাসাঃ-ই-'আলিয়াঃ, পৃ. ১৭৩)। উপরন্তু তিনি ছিলেন অতি পারদর্শী এবং অভিজ্ঞ ফাক'ীহ ; তিনি অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের সঠিক উত্তর অনায়াসে এবং তৎক্ষণিকভাবে দিতে পারিতেন [হযরত মওলানা সফিউল্লাহ (রঃ), পৃ. ৭, ৪৩]।

মাওলানার চরিত্র ছিল অত্যন্ত মহান। আকর্ষণীয় শিশুসুলভ সারল্য, নিরহঙ্কার স্বভাব, সৎসাহস, মানুষের জন্য প্রাণ-ভরা দরদ, এমনই বহু মহৎ গুণের জন্য তিনি সকলের প্রিয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। স্বভাবত মানুষের মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। কিন্তু তাঁহার নিকট মানুষের ভীড় জমুক ইহা তিনি পসন্দ করিতেন না। তাহা সত্ত্বেও দু'আ' প্রার্থীদের ভীড় লাগিয়াই থাকিত। যাহারা তাঁহার কাছে যাইত, ধনী-দরিদ্র, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তিনি সকলের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেন, তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইতেন ও তাহাদের জন্য দু'আ' করিতেন। তাঁহার দু'আ'য় অনেকে রোগ এবং বিপদমুক্ত হইত ও তাহাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইত এইরূপ জনশ্রুতিতে তাঁহার নিকট লোকের ভীড় ক্রমে বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ লোক ক্ষুদ্র পার্থিব বাসনা পূরণের জন্যই তাঁহার নিকট যাইত এবং তিনি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার মহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কিছুদিন যাতায়াতের পর একেবারে অধার্মিক ও অনুন্নত চরিত্রের ব্যক্তিরাও ক্রমে চরিত্রবান এবং দীনদার হইয়া উঠিত।

তাঁহার প্রতি মাত্রাতীত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন তিনি পসন্দ করিতেন না। তিনি কদমবুসী নিষেধ করিতেন। কেহ তাঁহাকে 'হযরত' বা 'হযুর' বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন, রাসূল কারীম (স') ও স'াহ'াবা (রা)-গণের জন্যই এ ধরনের সম্মানসূচক শব্দের ব্যবহার শোভনীয়। প্রচলিত পীর-মুরীদী প্রথা তাঁহার অপসন্দ ছিল, তিনি কাহাকেও মুরীদ করিতে চাহিতেন না। অতি অল্প সংখ্যক লোক অবশ্য তাঁহার হাতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি এবং তাঁহার মুরীদ উভয়ই ব্যাপারটি গোপন রাখিতে যত্নবান থাকিতেন। ইহার সহিত কোন বৈষয়িক স্বার্থের সম্পর্ক থাকিত না।

তিনি প্রায় সারাটি রাত্র জাগিয়া 'ইবাদাত করিতেন। তিনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন অন্তর্দৃষ্টি (كشف)-র অধিকারী। আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁহার দু'আ' প্রায় ক্ষেত্রে কবূল হইত বলিয়া সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনীকারগণ তাঁহার বহু কারামাত-এর উল্লেখ করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিকভাবে আহূত জনসমাবেশে তিনি ওয়া'জ-নাস'ীহ'াত করিতেন

না। তবে দর্শনপ্রার্থী ও ভক্তদের সমাবেশে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিতেন এবং উপদেশ দান করিতেন। তিনি বলিতেন: (১) আল্লাহ পাকের হা'ক্ক' পূর্ণভাবে আদায় করা মানুষের সাধ্যের বাহিরে, তিনি রাহ'মান ও রাহ'ীম; তাঁহার হা'ক্ক' পূর্ণভাবে আদায় না হইলে তিনি যেমন শাস্তি দিতে পারেন তেমনি মা'ফ করিতেও পারেন। কিন্তু মানুষের হা'ক্ক'-এর উপর মানুষেরই অধিকার। মানুষ যদি তাহা ক্ষমা না করে, আল্লাহ তাহা ক্ষমা করিবেন না; কাজেই তোমরা বিশেষ যত্ন সহকারে মাতা-পিতা, ছেলেমেয়ের, আত্মীয়-স্বজনের ও পাড়া-প্রতিবেশীর হা'ক্ক' আদায় করিও। (২) প্রত্যেক কর্মচারী নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের শ্রম বিক্রয় করিয়া দেয়; সুতরাং সে কাজে হাযির না থাকিলে তাহার রূযী হা'লাল হইবে না। রূযী অবশ্যই হা'লাল হওয়া চাই, তাহা না হইলে 'ইবাদাত কবুল হইবে না। (৩) অন্যের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হওয়ায় লাভ নাই, ইহাতে শুধু নিজের মনের অশান্তিই বাড়ে, আর নিজের ক্ষুদ্রতাও প্রকাশ পায়। আল্লাহ পাকের ভাণ্ডারে কি কোন অভাব আছে? তিনি যাহাকে যেমন খুশী দেন। তিনি কাহাকেও পর্যাপ্ত পরিমাণ কিছু দিলে অন্যের তাহাতে কি বলিবার থাকিতে পারে? [হযরত মওলানা সফিউল্লাহ (র), পৃ. ৩০, ৩১, ৮৪, ৮৫]। (৪) প্রকৃত মু'মিন মিথ্যা বলিতে বা কাহাকেও ঠকাইতে পারে না (পূ. গ্র., পৃ. ১০)। (৫) যাঁহারা আল্লাহ্র পথে আছেন তাঁহাদের উপর বিপদ আসে তাঁহাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য (পূ. গ্র., পৃ. ১৮)। তিনি নিজে যেমন ছিলেন অত্যধিক ধৈর্যশীল, অন্য সকলকেও বিপদে ধৈর্যধারণ করিতে বলিতেন। তিনি ছিলেন শারী'আতের পুরাপুরি অনুসারী; শারী'আত-বিরোধী কাজ-কর্ম ও বিদ্'আতের সামান্যতম স্পর্শও তিনি সহ্য করিতেন না।

মাওলানা তাঁহার স্বকীয় উপায়ে সমাজ সেবা করিতেন, সমাগত রোগাক্রান্ত, শোকার্ত ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে তিনি সাহায্য করার চেষ্টা করিতেন; কখনও দু'আ'র মাধ্যমে, কখনও আল্লাহ্র কালাম পড়িয়া ফুঁক দিতেন, আবার কখনও ঔষধ হিসাবে বিশেষ নিয়মে কালজিরা, মৌরি, কিশমিশ, বাদাম ইত্যাদি খাইতে বলিয়া দিতেন। এইজন্য কোন হাদিয়াঃ বা তুহ'ফাঃ তিনি গ্রহণ করিতেন না। সমাজ সেবার এই বিশেষ ধরনটি অতীতের অনেক ওয়ালী-দরবেশ-দিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

তিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতেন না বটে, তবে গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্ন বা আন্দোলন সম্পর্কে ভক্তদের নিকট তাঁহার ব্যক্তি-গত মতামত কখনও কখনও প্রকাশ করিতেন। তাঁহার অন্যতম বিশিষ্ট শাগরিদ ফেনী 'আলিয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মাওলানা ওবায়দু'ল হক সাহেবের বর্ণনায় (নিবন্ধকারের নিকটে) দেখা যায়, স্বাধীন পাকিস্তানের জন্মের কিছুকাল পূর্বে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, 'আমি দেখিতেছি এক অতি বৃহৎ বৃক্ষ, উহা এই দেশে মুসলমানদিগকে ছায়া প্রদান করিবে, তোমরা উহার সমর্থন করিও, বিরোধিতা করিও না।'

তিনি দুইবার (১৯২২ ও ১৯২৬ খৃ.) হা'জ্জ সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপমহাদেশের নানা জায়গায় তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ১৮/১, হকু খানসামা লেইনের নিজস্ব বাড়ীতে ১৯১৪ খৃ. হইতে তিনি ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত বাস করিয়াছেন (পূ. গ্র., পৃ. ১৮১)।

১৯১০ খৃ. বৃটিশ সরকার তাঁহাকে শাম্সু'ল-'উলামা' খিতা'াব প্রদান করেন। ১৯২৭ খৃ., ২৮ জুলাই তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার হেড মাওলাব'ী পদ লাভ করেন। ১৯২৯ খৃ. তিনি চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন (তারীখ-ই-মাদ্রাসাঃ-ই-'আলিয়াঃ, পৃ. ১৭৩)।

জীবনের শেষের দিকে তিনি বেরিবেরী, বহুমূত্র ও অর্শরোগে ভুগিয়াছেন। ১৯৪৭ খৃ., জুন মাসে তাঁহার শরীরে অনেকগুলি বড় আকৃতির, ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক স্ফোটক দেখা দেয়। কিন্তু তিনি স্থির ছিলেন, মোটেই ধৈর্যহারা হন নাই। রোগমুক্তির জন্য দু'আ' করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন, "এইগুলি আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রেরিত মেহমান, মেহমানকে তাড়াইতে আমি কি করিয়া বলিব?" অবশেষে আল্লাহ্র এই প্রিয় বান্দা ১৮ শা'বান, ১৩৬৬/৮ জুলাই, ১৯৪৭-এ ইন্তিকাল করেন। কলিকাতায় ৫৩ নং আপার সার্কুলার রোডের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

তিনি পর পর চারি স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী ছিলেন এক ধর্মপরায়ণা কাশ্মীরী পরিবারের মহিলা। এই পরিবার কলিকাতার নিকট ব্যারাকপুরে বসতি স্থাপন করে। এই স্ত্রীর ইন্তিকালের পর সিলেটের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে মরহূম মুখলিছু'র-রাহ্'মানের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। ইনিও কিছু-দিন পরে ইন্তিকাল করিলে তাঁহার আত্মীয় মাওলাব'ী 'আবদু'র-রাহ'মান-এর কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। এই স্ত্রী সন্তানাদিসহ ঢাকায় বসতি স্থানান্তর করেন। শেষ বয়সে মানবিক কারণে মাওলানা এক প্রৌঢ়া বিধবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই মহিলা ছিলেন হযরত 'আবদু'ল-ক'াদির জীলানী (র)-র বংশধর। ইনি খৃ. ১৯৭১ সনে ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের সময় তাঁহার চার পুত্র ও দুই কন্যা জীবিত ছিলেন। বড় পুত্র শাহ আবুল মুহসিন আবদুল গফূর ঢাকায় শান্তি নগর এলাকায় বাস করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ ও বিদ্বান ব্যক্তি এবং সাধারণত 'বড় ভাইয়া' নামে পরিচিত ছিলেন। অন্য তিনজন হইলেন: মরহূম আবুল হাসান আবদুস সবুর (মৃ. ফেব্রু., ১৯৭৩), মুঈনুল-হক হুসামু'দ-দীন ও জিয়াউল হক কুতুবুদ্দীন।

দুই কন্যার স্বামীদের মধ্যে একজন ছিলেন ২৪ পরগণার প্রখ্যাত ডাঃ সমীরুদ-দীন আহমদ সিদ্দীকীর সুযোগ্য পুত্র বিখ্যাত সমাজসেবী ও ওয়াকী মরহূম ডাঃ আবুল খায়ের, যাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসলামী চিন্তাবিদ মরহূম এ. টি. এম. মুস্তফা। ইনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের আইন মন্ত্রী ও পরে পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার অপর কন্যার স্বামী কুমিল্লার চৌদ্দ-গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের অবসরপ্রাপ্ত জজ, পরবর্তীকালে ঢাকার শান্তি নগরের বাসিন্দা জনাব আবদুল মান্নান।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) মাওলানা এম ওবাইদুল হক, বাংলাদেশের পীর আউলিয়াগণ, ফেনী, ১৩৮১/১৯৬৯, পৃ.—১৭৫—২৩৬; (২) আবদুল ওহহাব, হযরত মাওলানা সফিউল্লাহ (রঃ), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৪০৩/১৯৮৩; (৩) 'আবদু'স-সাত্তার, তারীখ-ই-মাদ্রাসাঃ-ই-'আলিয়াঃ, ঢাকা ১৯৫৯ খৃ., পৃ. ১৭২—৭৩।

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন

সবর (صبر : সা'ব্র) বাংলায় ও পশ্চিম য়ুরোপীয় ভাষায় 'সা'ব্র' শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এক শব্দে ব্যক্ত করা সহজ নয়। নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দ্বারা উহা অনুধাবন করা যাইবে: 'আরবী অভিধান সংকলকদের মতে স'—ব—র (ص-ب-ر) ধাতুর নাম-বাচক বিশেষ্য সব্র, উহার অর্থ সংযত করা, বন্ধন করা, বাধা

করা ; সুতরাং "ক'তালাহু স'াবরান" অর্থ কাহাকেও বাধ্য করা এবং হত্যা করা, এই অর্থে হত্যাকারীকে যথাক্রমে 'স'াবির' এবং নিহতকে 'মাস্'বুর' বলা হয়। 'য়ামীনু স'াব্‌রিন' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হয়, উহার অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শপথ ; সুতরাং উহা অনিচ্ছাকৃতভাবে গৃহীত (আল-বুখারী, মানাকি'বু'ল-আন্‌স'ার, অধ্যায় ২৭ ; আয়মান, অধ্যায় ১৭ ; মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ১৭৬)।

কু'রআনে সচরাচর সব্‌র ধাতু হইতে নির্গত শব্দ সর্বাগ্রে ধৈর্যের অর্থেই গৃহীত হইয়াছে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে তাঁহার পূর্ববর্তী নবীগণের ন্যায় ধৈর্য ধারণ করিতে আদেশ করা হইয়াছে (৩৮ : ১৭, ৪৬ : ৩৫, "কারণ আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী কার্যকরী হইবে", এই অংশ ৩০ : ৬০-এ সংযুক্ত হইয়াছে।) ধৈর্য ধারণকারীর জন্য দ্বিগুণ পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে (২৩ : ১১১, ২৮ : ৫৪ ; তু. ২৫ : ৭৫)। ৩৯ : ১০ আয়াতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, (স'াবিরূন) ধৈর্যশীলকে অজস্র পুরস্কার দেওয়া হইবে। জিহাদের সঙ্গে সব্‌র-এর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান (যথাঃ ৩ : ১৪৬, ৮ : ৬৫)। এই সকল ক্ষেত্রে ধৈর্য, দৃঢ়তা প্রভৃতি ইহার অর্থ করা যাইতে পারে।

পরবর্তী ক্ষেত্রে এই শব্দটি (বিপদ) মানিয়া লওয়া অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথাঃ সূরাঃ য়ুসুফ (১২ : ১৮), যেখানে হযরত য়া'কূ'ব ('আ) নিজ পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করত উক্তি করিয়াছিলেন. "এখন সুন্দরতম (অবিচলিত) ধৈর্যই শ্রেয়" (ফাস'াব্‌রুন জামীলুন)।

সবর কখনও কখনও স'ালাত শব্দের সহযোগে (কু'রআনে) উক্ত হইয়াছে (২ : ৪৫, ১৫৩)। স'াওম-এ সবরের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী ; সেই কারণে রমযান মাসকে "শাহ্‌র আস'-স'াব্‌র" (ধৈর্যের মাস) বলা হয়।

কু'রআনে বিশেষণ হিসাবে 'শাকূর' শব্দের সঙ্গে 'স'াব্‌বার' শব্দ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় (সূরাঃ ১৪ : ৫) ; (তু. ত'াবারী, তাফ্‌সীর, "যে বিপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সম্পদে কৃতজ্ঞ থাকে সেই ব্যক্তি উত্তম", মুসলিম, যুহ্‌দ, হ'াদীছ' ৬৪) ; "মু'মিনের মনোভাব অতি চমৎকার, যে কোন অবস্থাই তাঁহার নিকট উত্তম ; যখন তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকে, তখন সে কৃতজ্ঞ, ইহাই তাহার পক্ষে উত্তম হওয়ার প্রমাণ ; আবার যখন তাহার উপর দুঃখ দেখা দেয় তখন সে আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করে, পুনঃ ইহাও তাহার জন্য উত্তম হওয়ার প্রমাণ।"

এই শব্দের পরবর্তীকালীন ব্যাপকতাও অবশ্য কু'রআনের তাফ্‌সীরগুলিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা তাফ্‌সীরকারগণের বহু ব্যাখ্যার মধ্যে এখানে কেবল ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযী (মাফাতীহ'ু'ল-গ'ায়ব, কায়রো ১২৭৮ হি., সূরাঃ ৩, ২০০) উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার মতে সবর প্রধানত চারি প্রকার : (১) ধর্মমত সম্পর্কিত জটিল বিষয়ে সহিষ্ণু সাধনা ; যথাঃ তাওহ'ীদ, 'আদ্‌ল, নুবুওয়াঃ, মা'আদ এবং বিতর্কমূলক বিষয় ; (২) বল প্রয়োগে বাধ্য হইয়া অথবা আইনগতভাবে অদিষ্ট হইয়া কোন কাজ সমাধা করার সহিষ্ণুতা ; (৩) নিষিদ্ধ কাজকর্ম হইতে দৃঢ়ভাবে আত্মসংযম করা এবং (৪) দুঃখ-কষ্ট মানিয়া লওয়া প্রভৃতি। তাঁহার মতে 'মুস'াবারাঃ' অর্থ অন্য মানুষের প্রতি (যেমন প্রতিবেশী, কিতাবধারী) প্রতিহিংসা হইতে বিরত থাকা, আম্‌র বি'ল-মা'রূফ ওয়া'ন-নাহী 'আনি'ল-মুন্‌কার প্রভৃতি। 'সবর' শব্দের প্রতি আরোপিত উচ্চমানের আর একটি নিদর্শন এই যে, 'স'াবূর' আল্লাহ্‌র সুন্দর নামসমূহের অন্যতম। লিসানের মতে (স'-ব-র ধাতু দ্র.) 'স'াবূর' হ'ালীমের সমার্থক। পার্থক্য এই যে, হ'ালীমের নিকট হইতে কোন প্রতিশোধের জন্য ভীত হওয়ার প্রয়োজন নাই, কিন্তু 'স'াবূরের' অর্থে সেই পরিমাণ নিশ্চয়তা নাই। আল্লাহ্‌র ধৈর্য সম্পর্কে হ'াদীছে' উক্ত হইয়াছে যে, যে সব বাক্য আল্লাহ্‌র নিকট পীড়াদায়ক (যথা : আল্লাহ্‌র পুত্র বলা) তাহা সহ্য করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ ধৈর্যশীল কেহ নাই (আল-বুখারী, তাওহ'ীদ, বাব ৩)।

হ'াদীছে' 'সব্‌র' শব্দ প্রথমত নিম্নলিখিত সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যেমনঃ যে 'সব্‌র' করিতে চাহে আল্লাহ্ তাহাকে সেই ক্ষমতা দান করেন, যেহেতু সবর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য (আল-বুখারী, যাকাত, বাব ৫০ ; রিক'াক', বাব ২০ ; আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৩ খ ৩২৫) ; অন্যান্য অনুচ্ছেদে ধৈর্যের অর্থে সব্‌র ব্যবহৃত হইয়াছে. আল-বুখারী, রিক'াক' বাব ৫৩, ফিতান, বাব ২, তু. আহ'কাম, বাব ৪ : মুসলিম, ইমারাঃ, হ'াদীছ' ৫৩, ৫৬ প্রভৃতি)। সচরাচর বর্ণিত হ'াদীছে' 'সবর' সহনশীলতা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা : (প্রকৃত) সহনশীলতা প্রথম আঘাতে বুঝা যায় (আল-বুখারী জানা'ইয, বাব ৩২, ৪৩ ; মুসলিম, জানা'ইয, হ'াদীছ' ১৫ ; আবূ দাউদ, জানা'ইয, বাব ১২ প্রভৃতি)। আত্মসংযমের (ইহ্‌তিসাবের) অর্থেও এই শব্দ কখনও কখনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে (আল-বুখারী, আয়মান, বাব ৯ ; মুসলিম, জানা'ইয, হ'াদীছ' ১১), ইহার সহিত নিম্নলিখিত হ'াদীছ' কু'দসীটির তুলনা করা যায় : "যদি আমার বান্দা তাহার দুই চক্ষের দৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত হয় আমি তাহাকে বেহেশত দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিব" (আল-বুখারী, মারদ'া, বাব ৬৭ ; আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৩ : ২৮৩)।

উপসংহারে আমরা এই মন্তব্য করিতে পারি যে, আধ্যাত্মিক মরমী সাহিত্যে সব্‌র শব্দের যে বৈরাগ্য অর্থ অসামান্য গুরুত্ব লাভ করিয়াছে তাহা স'াহ'ীহ' হ'াদীছে' অতি বিরল (দ্র. উপরে সূরাঃ ২ : ৪৫, ১৫৩-তে উল্লেখ করা হইয়াছে)। আল-বুখারী, রিক'াক', বাব ২০-এর তরজমা অংশে আছে : 'উমার বলিয়াছেন, স'াব্‌রের মধ্যে আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছি।

কু'রআন এবং হ'াদীছে' 'সব্‌র' সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে ধর্মীয়-দর্শন সাহিত্যে উহার আংশিক পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। বলিতে হয় মৌলিক গুণ হিসাবে সব্‌র অতি উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছে। অন্যান্য মৌলিক ধারণার ন্যায় (দ্র. সূ'ফী এবং সূ'ফীবাদের সংজ্ঞাবলী, নিকল্‌সনের প্রবন্ধ, JRAS, 1905) আমরা 'সব্‌রের' বহু ব্যাখ্যা দেখিতে পাই, এইগুলি সব্‌র সম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দান করা অপেক্ষা চিন্তার উৎকর্ষ নির্দেশ করে, অধিকন্তু যেই সকল সংজ্ঞা বিষয়বস্তুর উপর স্পষ্ট আলোকসম্পাত করিয়াছে উহা খুবই মূল্যবান। আল-বুখারী তাঁহার রিসালায় (বূলাক' ১২৮৭, পৃ. ৯৯ প.) নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাগুলি উল্লেখ করিয়াছেন :

প্রসন্ন বদনে দুঃখ-যন্ত্রণা বরণ করা (আল-জুনায়দ), অবৈধ কার্যাবলী হইতে বিরত থাকা, অদৃষ্টের আঘাত নীরবে সহ্য করা, দারিদ্র্যের মধ্যে মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখা, অদৃষ্টের কশাঘাতে জর্জরিত অবস্থায়ও যথোপযুক্ত ব্যবহারে (হু'স্নু'ল-আদাব) দৃঢ় থাকা (ইব্‌ন 'আত'া'), নীরবে নির্দ্বিধায় বিপদ বরণ করিয়া লওয়া, সেই ব্যক্তিই স'াব্‌বার যে আকস্মিকভাবে নিষিদ্ধ বস্তুর মুকাবিলা

করার ব্যাপারে অ'ক্ত (আবূ 'উছ'মান), রোগ-ব্যাধিকে এমন প্রফুল্ল মনে গ্রহণ করা যেন উহাই স্বাস্থ্য, আল্লাহ্র প্রতি আস্থার দৃঢ়তা এবং তৎকর্তৃক প্রদত্ত বিপদ হাসিমুখে পরম ধৈর্যের সহিত গ্রহণ করা ('আম্‌র ইব্‌ন 'উছ'মান), কু'রআন ও হ'াদীছে'র বিধি-নিষেধের প্রতি অবিচল থাকা (আল-খাওওয়াস'), সূ'ফী-গণের 'সবর' দরবেশগণের সবরের তুলনায় অধিকতর দুঃসাধ্য (য়াহ'য়া' ইব্‌ন মু'আয'), অভিযোগ করা হইতে বিরত থাকা (রুওয়ায়ম), আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা (যু'ন-নূন) ও 'স'াবির আল্লাহ্র নামের ন্যায় (আবূ 'আলী আদ-দাক্কা'াক')। সবর তিন প্রকার: মুতাস'াব্বিরের সবর, স'াবিরের সবর এবং স'াব্বারের সবর (আবূ 'আব্দিল্লাহ ইব্‌ন খাফীফ), সবর এমন একটি অশ্ব, যাহা কখনও হোঁচট খায় না ('আলী ইব্‌ন আবী তা'লিব); সবর হইল সৌভাগ্যের এবং দুঃখের মধ্যে কোন পার্থক্য না করা; বরং উভয় অবস্থাতেই মনে শান্তি বজায় রাখা ও ভীষণ বিপদের মধ্যে যখন কেহ নিজেকে পরীক্ষায় আপতিত মনে করে তখন মনকে প্রশান্ত রাখার নাম তাস'াব্বুর (আবূ মুহ'াম্মাদ আল-জুরায়রী)।

আল-গ'াযালী 'স'াবর' সম্পর্কে ইহ'য়া'র ৪র্থ ভাগে আলোচনা করিয়াছেন। উহার বিশদ আলোচনায় দ্বিতীয় পুস্তক বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। আমরা ইতিপূর্বেই কু'রআনে দেখিতে পাইয়াছি যে, সবর এবং শুক্‌র পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট, আল-গ'াযালী উক্ত দুইটি ধারণার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখাইয়া পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ঈমান দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগ সবর আর এক ভাগ শুক্‌র। ইহা হ'াদীছ' হইতে গৃহীত: "সবর ঈমানের অর্ধেক।" তাঁহার আলোচনা হইতে এখানে শুধু নিম্ন বিষয়টুকু উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধর্মীয় অন্যান্য মাক'ামাতের ন্যায় সবর তিন ভাগে বিভক্ত: মা'রিফাঃ, হ'াল এবং 'আমাল। মা'রিফাঃ বৃক্ষসদৃশ, হ'াল-(এর ব. ব. আহ'ওয়াল) শাখা-প্রশাখা এবং 'আমাল ফলস্বরূপ। তিন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে কেবল মানুষই 'সবর' অর্জন করিতে পারে। কেননা ইতর প্রাণী প্রবৃত্তি এবং মানসিক তাড়না দ্বারা পরি-চালিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ফিরিশতাগণ আল্লাহ্র প্রতি আসক্তিতে পরিপূর্ণ, সুতরাং বাসনা তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারে না, কাজেই উহা দমন করিবার জন্য কোন সবরও তাহাদের প্রয়োজন হয় না। অন্যপক্ষে মানুষের মধ্যে দুইটি আবেগ (বা'ইছ') পরস্পর সংগ্রামরত রহিয়াছে। উহার একটি বাসনার এবং অপরটি ধর্মীয়, প্রথমটি শায়ত'ান কর্তৃক এবং দ্বিতীয়টি ফিরিশ্‌তা কর্তৃক উদ্দীপিত। সবর হইতেছে প্রবৃত্তির তাড়না দমিত করিয়া ধর্মীয় আবেগকে গ্রহণ করা।

সবর দুই প্রকার: (ক) দৈহিক (যেমন শারীরিক পীড়া সহ্য করা ইত্যাদি) তাহা প্রত্যক্ষই হউক (যেমন কষ্টসাধ্য কাজ সমাধা করা) কিংবা পরোক্ষ (যেমন আঘাত সহ্য করা ইত্যাদি)। এই শ্রেণীর ধৈর্য খুবই প্রশংসার্হ। (খ) আত্মিক, উহা প্রবৃত্তির তাড়নাকে সংযতকরণ। সবরের এই ব্যাপক তাৎপর্যের আলোকে আমরা নিম্নোক্ত হ'াদীছ'টি অনুধাবন করিতে পারি: "ঈমান হইল সবরের নাম।" এই শ্রেণীর সবর উচ্চ প্রশংসনীয় (মাহ'মূদ তাম্ম)।

সবরের শক্তির তারতম্যভেদে মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: (ক) অতি অল্প সংখ্যক, যাহাদের মধ্যে সবর স্থায়ী গুণ হিসাবে অবস্থিত; তাঁহারা সি'দ্দীকূ'ন এবং মুকাররাবূন নামে অভি-হিত; (খ) যাহাদের মধ্যে পাশব প্রবৃত্তি অধিক শক্তিশালী; (গ) যাহাদের দুইটি পরস্পরবিরোধী বাসনা অনবরত সংগ্রামরত রহিয়াছে; এই শ্রেণী মুজাহিদূন নামে অভিহিত; আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন।

আল-গ'াযালী (র) তাঁহার পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন যে, মু'মিনদের জন্য সর্বাবস্থায় 'সবর' প্রয়োজন। (ক) সুস্থ এবং সচ্ছল অবস্থায়, এই ক্ষেত্রে ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা গিয়াছে। (খ) অন্যান্য অবস্থা যাহা এই পর্যায়ে পড়ে না; যেমন আইনগত বাধ্যবাধকতা, নিষিদ্ধ বিষয় হইতে বিরত থাকা; আর আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহা কিছু সংঘটিত হয়, তাহা আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই হউক কিংবা মানুষের দ্বারাই হউক।

যেহেতু 'সবর' দুইটি পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে সংগ্রামের অভিব্যক্তি; সুতরাং উহার কল্যাণকর প্রভাব ধর্মীয় অনুভূতিকে শক্তিশালী করে এবং পাশবিক বৃত্তিকে দমন করে। কঠোর সংযম দ্বারা এবং কুপ্রবৃত্তি উদ্দীপক সমস্ত কিছু পরিহার করিয়া পাশবিক তাড়নাকে দুর্বল করা যায়।

ধর্মীয় আবেগকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজন, (ক) মুজাহাদার ফল লাভ করার ইচ্ছা জাগ্রত করা, যেমন দরবেশ এবং নবীগণের জীবনী পাঠ দ্বারা; (খ) বিপরীত কামনার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকা, যাহাতে পরিণামে কুপ্রবৃত্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আনন্দবোধ জাগরিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী: প্রবন্ধে উল্লিখিত সূত্রগুলি ছাড়া: (১) Sprenger, Dictionary of the Tech. Terms, i, 823 প.; (২) M. Asin Palacios, La mystique d'al Gazzali, in MFOB, vii. 75 প.; (৩) R. Hartmann, al-Kuschairis Darstellung des Sufitums, Turk. Bibl., xviii., Berlin 1914, Index; (৪) L. Massignon, Al-Hallaj, martyr mystique de l' Islam, Paris 1922, Index; (৫) do., Essai sur les origines . . . . de la mystique Musulmane, Paris 1922, Index.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

সলিমুল্লাহ, নওয়াব খাজা (نواب خواجه سليم الله ; নাওওয়াব খাওয়াজাঃ সালীমুল্লাহ)। নওয়াব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ বাহাদুর জি. সি. আই. ই. বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের প্রখ্যাত মুসলিম রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক। তাঁহার জন্ম হয় ১৮৭১ খৃ. ঢাকার বিখ্যাত নওয়াব পরিবারে। তাঁহার পিতামহ নওয়াব খাজা আবদুল গনী দানশীলতা ও সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। পিতা নওয়াব আহসানুল্লাহও বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও ধর্মীয় বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। নওয়াব আহসানুল্লাহর তিন পুত্রের মধ্যে সলিমুল্লাহ ছিলেন দ্বিতীয়।

পারিবারিক পরিবেশে সলিমুল্লাহর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। শৈশব হইতে জ্ঞান চর্চার দিকে তাঁহার অসাধারণ ঝোঁক ছিল। কু'রআন, হ'াদীছ', ইতিহাস, ভূগোল ও মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পাঠে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও ইংরেজী, 'আরবী ও উর্দূ ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

শৈশব হইতেই সলিমুল্লাহ গভীর ধর্মানুরাগী ছিলেন। কৈশোরে কখনও কখনও তাঁহার প্রায় সারাদিন মসজিদে কাটিয়া যাইত।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আদর্শে উজ্জীবিত সলিমুল্লাহ কিশোর বয়স হইতেই নওয়াব বাড়ীর শান-শওকত ও আভিজাত্যের প্রাচীর ডিঙাইয়া বড়-ছোট সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করিতেন এবং বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে নিজকে ব্যাপৃত রাখিতেন।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দে সলিমুল্লাহ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী গ্রহণ করিয়া ময়মনসিংহ গমন করেন। চাকুরী ব্যাপদেশে তিনি দেশের জনসাধারণের সঙ্গে মিশিবা। এবং তাহাদের সমস্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত হইবার বৃহত্তর সুযোগ লাভ করেন। ১৯০১ খৃ. পিতার ইনতিকালের পর সলিমুল্লাহ চাকুরী ত্যাগ করিয়া নওয়াব এস্টেট পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সলিমুল্লাহ পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের এবং বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের অবহেলিত জনগণের উন্নতিকল্পে গভীরভাবে চিন্তা করিতেন। নওয়াবী গ্রহণ করিয়াই সলিমুল্লাহ সর্বপ্রথম শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ মুসলিম-প্রধান পূর্ববঙ্গের উন্নতিকল্পে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা চিন্তা শুরু করেন। ১৯০৪ খৃস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ঢাকা 'মুসলিম সুহৃদ সংঘ', রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সহিত আসামকে সংযুক্ত করিয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব দেয়। ১৯০৪ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন ঢাকায় আগমন করিলে সলিমুল্লাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া প্রশাসনিক সুবিধা ও অন্যান্য কারণে নূতন প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর ঢাকাকে রাজধানী করিয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হইলে পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদ জনগণের উন্নতির নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসসহ হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেসের আক্রমণাত্মক তৎপরতার মুকাবিলায় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করার লক্ষ্যে সলিমুল্লাহ পূর্ব হইতেই একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিনে এই উদ্দেশ্যে সলিমুল্লাহর সভাপতিত্বে ঢাকায় 'প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান ইউনিয়ন' নামক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। অতঃপর মুসলমানদের শিক্ষাসহ বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকায় একটি সর্ব-ভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ যাহাতে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিয়া আসিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাদের নিকট বিস্তারিত প্রস্তাবসহ একটি সার্কুলার পত্র (circular letter) প্রেরণ করেন। পত্র প্রেরণের পর এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য এ. কে. ফজলুল হক (দ্র.)-সহ তাঁহার কতিপয় সহযোগীকে উপমহাদেশের বিভিন্ন মুসলিম নেতার নিকট প্রেরণ করেন। সলিমুল্লাহর এই আহবানে বিপুল সাড়া পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৬ খৃস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় নওয়াবের শাহবাগস্থ সুরম্য বাগিচায় নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন শুরু হয়। উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশ এবং সোমালিল্যাণ্ড, ন্যাটাল প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে আগত প্রায় আট হাজার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন নাওওয়াব ওয়াক'ারু'ল-মুল্ক, নাওওয়াব মুহ'সিনু'ল-মুল্ক, পাতিয়ালার মুহ'াম্মাদ হ'সায়ন, মাওলানা মুহ'াম্মাদ 'আলী, মাওলানা শাওকাত 'আলী, ডঃ দি'য়া'উ'দ্-দীন আহ'মাদ, হ'াসান ইমাম, লখনৌর রাজা নাওশাদ 'আলী, ভুপালের মাওলাব'ী নিজ'ামু'দ-দীন, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শারীফু'দ্-দীন, নওয়াব আলী চৌধুরী, নাওওয়াব ফায়্যাদ' 'আলী খান, হ'াকীম আজমাল খাঁ, 'আল্লামাঃ শিবলী নু'মানী, মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ, শায়খ 'আবদুল্লাহ, আলত'াফ হ'সায়ন হ'ালী, সায়্যিদ ওয়াযির হ'াসান, জাফরুল্লাহ খান, নাওওয়াব স্যার স'াদিক' 'আলী খান, সায়্যিদ গু'লামু'ছ-ছ'াক'লায়ন, ডঃ স্যার রিয়াদু'দ'-দীন, জাস্টিস শাহাবু'দ-দীন প্রমুখ। ৩০ ডিসেম্বর সকালে শাহবাগ শিক্ষা সম্মেলন শেষ হইবার পর প্রতিনিধিবৃন্দ মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর প্রস্তাবক্রমে নাওওয়াব ওয়াক'ারু'ল-মুল্ক-এর সভাপতিত্বে এক বিশেষ সভায় মিলিত হন। এই সভায়ই ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'।

পরবর্তীকালে সলিমুল্লাহ উপমহাদেশের অন্যান্য মুসলিম নেতার সহিত মিলিয়া স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথার দাবীতে বড়লাট লর্ড মিন্টোর সহিত সাক্ষাত করেন।

উপ-মহাদেশের পূর্বাঞ্চলের জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহার অন্যতম দাবী। হিন্দু সম্প্রদায়ের আন্দোলনের মুখে সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করিলে মুসলমানদের মধ্যে যে গভীর ক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তাহা আংশিকভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী মানিয়া লয়। স্যার সলিমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেখিয়া যাইতে না পারিলেও ইহার জন্য ভূমিসহ যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি সম্পন্ন করিয়া যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে সলিমুল্লাহর বিরাট অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম নির্মিত হলের নাম রাখা হয় 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল'। ইহা ছাড়া আহ্সানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল (বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়), আহ্সানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেল (বর্তমানে ফজলুল হক হল), মিটফোর্ড হাসপাতালের আমাতুন নিসা ভবন বা ওয়ার্ড (তাঁহার দাদীর স্মরণে) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও নওয়াব সলিমুল্লাহর অবদান। সলিমুল্লাহর চেষ্টাতেই শিক্ষা বিভাগে মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শক পদ সৃষ্টি হয়—যাহার ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঢাকা শহর ও ইহার আশেপাশে সলিমুল্লাহ বহু মক্তব, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। মুসলমান অনাথ বালক-বালিকাদের লালন-পালনের জন্য তিনি আজিমপুরে যে মুসলিম য়াতীমখানাটি গড়িয়া তোলেন তাহাই পরবর্তীকালে 'সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানা' নামে পরিচিতি লাভ করে।

মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন মহল্লায় তিনি বহু মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। সলিমুল্লাহ ১২ রাবী'উ'ল-আওওয়াল মহাধুমধামের সহিত 'ঈদ-ই-মীলাদুন্নাবী উদযাপন ও 'শাবীনাঃ' খতমের প্রথা চালু করেন।

বঙ্গভঙ্গ রদের পর ১৯১২ খৃ. সলিমুল্লাহ সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। পরদিন বিশেষ লঞ্চযোগে তাঁহার মৃতদেহ ঢাকায় আনিয়া বেগমবাজারস্থ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবি-

স্থান, ঢাকা ১৯৭৭ খৃ.; (২) ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, নওয়াব স্যার সলিম উল্লাহ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮০ খৃ.; (৩) ডঃ এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ.; (৪) আবু'ল-মোহা নূর আহমদ, উনিশ শতকের ঢাকার সমাজ জীবন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ.; (৫) আবদুল গফুর, নবাব সলীমুল্লাহ (প্রবন্ধ, ঢাকা ডাইজেস্ট, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৭৭ খৃ.; (৬) বাংলা বিশ্বকোষ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ., ৪র্থ, ৫৫৫; (৭) Dr. Hasan Zaman & Dr. Sajjad Hosain, Pakistan : An Anthology, Dacca 1970; (৮) Kamruddin Ahmad, A Socio-Political History of Bengal, 4th ed., Dacca, 1675; (৯) S. A. Siddique, The Forgotten History, Dacca, 1975; (১০) নিলুফার আখতার, নওয়াব সলিমুল্লাহ, বি. এন. আর., ঢাকা।

আবদুল গফুর

সা'ঈ (سعى) হা'জ্জব্রত উদ্‌যাপনকারী অথবা 'উমরাঃ পালনকারী কা'বাঃ গৃহের তা'ওয়াফ সমাপন করিয়া শেষবারের মত কৃষ্ণ প্রস্তরে (হা'জ্‌র আস্‌ওয়াদ) চুম্বন প্রদান এবং যাম-যামের পানি পান করার পর হা'রাম শারীফ হইতে বহির্গত হওয়ার জন্য বাব সা'ফা-র দিকে অগ্রসর হইবে—এই নিয়মে, যেন হা'রাম হইতে প্রথমে বাম পা, পরে ডান পা উত্থিত হয়। বাব সা'ফা হইতে বাহির হওয়ার সময় নির্দিষ্ট দু'আ' পাঠ উত্তম। অতঃপর সা'ঈ অনুষ্ঠান পালনের সম্বন্ধে নির্ধারিত দু'আ' আবৃত্তি করা হয়। ইহার পর অনুষ্ঠান পালনকারী ৫০ গজ দূরবর্তী পাহাড়ের সোপানগুলি একের পর এক অতিক্রম করিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকিবে। তথায় আরোহনের পর কা'বার দিকে মুখ করিয়া স্কন্ধ বরাবর দুই হাত তুলিয়া করতল আকাশের দিকে রাখিয়া আর একটি দু'আ' আবৃত্তি করিবে। সা'ফার পর মারওয়াঃ নামক আর একটি ছোট পাহাড় আছে। এই দুই পাহাড়ের মধ্যে একটি সুপ্রশস্ত সড়ক রহিয়াছে। ইহাই হইতেছে মাস্‌'আ যেখানে হা'জ্জযাত্রীদিগকে সা'ঈ বা নিয়মমাফিক দৌড় অনুষ্ঠান পালন করিতে হয়। বর্তমানে সড়কটির উপর ছাদ নির্মিত হইয়াছে।

স্বাভাবিক গতিতে হা'জ্জব্রতী বা 'উম্‌রাঃ পালনকারীকে সা'ফা হইতে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় (মাসীল) অবতরণ করিতে হয়। এখানে কা'বাঃ গৃহের বাম পার্শ্বে দুইটি স্তম্ভ এবং উহার বিপরীতদিকে কিছুটা দূরে আর দুইটি স্তম্ভ রহিয়াছে। দুইদিকের এই চারি স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানটি বাত্‌'ন মাসীল (উপত্যকাতল) নামে অভিহিত (মুওয়াক্কা'') অনুষ্ঠান পালনকারীকে কিঞ্চিৎ দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া এই স্থান অতিক্রম করিতে হয়। এই দৌড়কে বলা হয় হার্‌ওয়াল অথবা খাবাব। ইহা তা'ওয়াফের রামালের অনুরূপ। স্তম্ভচিহ্নিত স্থান পার হওয়ার পর পুনরায় ধীরে সুস্থে চলিয়া মারওয়াঃ পাহাড়ে পৌঁছিতে হয়। সা'ফা-র ন্যায় এখানে একটি পাথরের মিম্বার রহিয়াছে। এখানে দাঁড়াইয়া অনুষ্ঠান পালনকারীকে পুনরায় নির্দিষ্ট দু'আ' পাঠ করিতে হয়। এখানেই সপ্ত সা'ঈ-এর এক সা'ঈ সম্পূর্ণ হয়। মাত্র একটি অভিমত ভিন্ন আর সকল শারী'আঃ বিশেষজ্ঞের ঐকমত্য এই যে, এইরূপ ৭টি সা'ঈ দ্বারা সা'ফা-মারওয়াঃ পরিক্রমণ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

সাধারণত সা'ঈর পরই মুহ্‌'রিম তাহার চুল কামাইয়া কিংবা ছাঁটিয়া তাহার ইহ্‌'রাম ভঙ্গ করে। এই কারণেই মাস্‌'আর (পরিক্রমণের স্থানে) সন্নিকটে কিছু সংখ্যক ক্ষৌরকার অপেক্ষমান দেখিতে পাওয়া যায়।

কা'বাঃ প্রদক্ষিণ হা'জ্জ এবং 'উম্‌রাঃ নিরপেক্ষ অনুষ্ঠানরূপেও একটি পুণ্য কাজ। কোন মু'মিন উক্ত দুই অনুষ্ঠান ছাড়াই যত ইচ্ছা কা'বাঃ শারীফ তা'ওয়াফ করিতে পারেন এবং তাহা প্রদক্ষিণকারী আধ্যাত্মিক মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়করূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু সা'ঈ-এর তেমন অনুরূপ নিজস্ব কোন মূল্য নাই। উহা 'উম্‌রাঃ বা প্রথম উপস্থিতির (কু'দূম) তা'ওয়াফ অথবা ইহ্‌'রাম খোলার অনুষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মরূপে গণ্য। শারী'আঃ বিশেষজ্ঞগণ ইহার গুরুত্ব সম্পর্কেও একমত নহেন। ইহা ফরয, ওয়াজিব না সুন্নাত সে সম্পর্কেও সর্বসম্মত অভিমত নাই। তা'ওয়াফের বেলায় যে শাস্ত্রসিদ্ধ দৈহিক পবিত্রতার কঠোর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, সা'ঈ পালনকারীর উপর শারী'আঃ তাহা চাপায় নাই।

সা'ঈ স্বল্প সাময়িক দৌড়ের একটি প্রদক্ষিণ অনুষ্ঠান, ইহা তা'ওয়াফ, 'আরাফাত ও মুযদালিফার ইফাদা'ঃ প্রভৃতির সদৃশ। নিঃসন্দেহে জাহিলী যুগে ইহা ছিল একটি পৃথক অনুষ্ঠান, 'আরাফাত এবং মুযদালিফার অনুষ্ঠানাদির সহিত, যেমন 'ইফাদা'ঃ', সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে তেমনি কা'বার সহিত ইহার সংযোগ ঘটিয়াছে (দ্র. আস্‌-সা'ফা)।

সা'ফা মারওয়া-র সা'ঈ ইব্‌রাহীম ('আ) ও বিবি হাজিরার ঘটনার সহিত সংযুক্ত। হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) কর্তৃক তদীয় স্ত্রী হাজিরা এখানে নির্বাসিতা হন। পিপাসায় কাতর ও মৃতপ্রায় শিশু ইস্‌মা'ঈলের জন্য পানির খোঁজে হাজিরাঃ এক পাহাড় হইতে অপর পাহাড় ('আ)-এর দিকে ৭ বার ছুটাছুটি করেন। সা'ফা-মার্‌ওয়ার সা'ঈ তাঁহার এই ব্যাকুল ছুটাছুটির স্মৃতি।

জাহিলী যুগে সা'ফা ও মার্‌ওয়াঃ পাহাড়দ্বয়ে দুইটি মূর্তি ছিল, তীর্থযাত্রিগণ সা'ঈ-র সময় মূর্তি দুইটি প্রদক্ষিণ করিত। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মূর্তিগুলি ধ্বংস করা হয়। কোন কোন সা'হ'াবী মূর্তিপূজার সঙ্গে সা'ঈ-র সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ইহা করিতে দ্বিধাবোধ করেন। তখন কু'রআনের ২ ঃ ১৫৮ আয়াতে নাযিল হয় ঃ "সা'ফা কিংবা মারওয়াঃ আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের অন্যতম। সুতরাং যে কেহ কা'বাগৃহের হা'জ্জ ও 'উম্‌রাঃ সম্পন্ন করে, এই দুইটি প্রদক্ষিণ করিলে তাহার কোন পাপ নাই।"

গ্রন্থপঞ্জী ঃ হা'জ্জ এবং কা'বাঃ প্রবন্ধদ্বয় দ্র.। আরও দ্র. ঃ (১) Gaudefrey-Demombynes, Le Pelerinage de la Mekke, p. 225—234; বিশেষ করিয়া দ্র. ঃ (২) আল-আয়রাক'ী, কু'ত্‌'বু'দ-দীন ইবন জুবায়র, নাসি'র খুস্‌রাও, মুহ'ম্মাদ আস্‌-সা'াদিক', আল-বাতানূনী, Burckhardt ইত্যাদি।

Gaudefroy-Demombynes (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহমান

সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ (سعيد بن زيد) (রা) ইব্‌ন 'আম্‌র ইব্‌ন নুফায়ল আল-'আদাবী আল-কু'রাশী ছিলেন একজন বিশিষ্ট সা'হ'াবী ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের (আল-'আশারাতু'ল-মুবাশ্‌শারাঃ) একজন। তিনি দ্বিতীয় খলীফা হযরত 'উমার (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভগ্নিপতি। নুফায়লের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'আম্‌র হযরত সা'ঈদ (রা)-এর পিতামহ এবং হযরত 'উমার (রা)-এর পিতৃব্য ছিলেন। তাঁহার মাতা ফাতি'মাঃ বিন্‌ত বা'জাঃ খুযা'আঃ গোত্রোদ্ভূত ছিলেন।

ত'াবাক'াত (১/৩ ঃ ২৭৬) গ্রন্থে তাঁহার বংশতালিকা বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার উপনাম (কুনয়াঃ) ছিল আবু'ল-আ'ওয়ার।

সা'ঈদ (রা)-এর পিতা যায়দ ছিলেন ইসলাম-পূর্ব 'আরবের একজন প্রসিদ্ধ একত্ববাদী (موحد)। জাহিলিয়্যাতের যুগেও তিনি পৌত্তলিকতার বিপরীতে দীন-ই-ইব্রাহীমী-র অনুসারী ছিলেন। স'াহ'ীহ' বুখারীর কিতাবু মানাকি'বি'ল-আনস'ার' নামক অংশের বাবু হ'াদীছি' যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল নামক অধ্যায়টি তাঁহার পিতার জন্য নির্দিষ্ট। তিনি রাসূলুল্লাহ (স')-এর আবির্ভাবের পাঁচ বৎসর পূর্বে ইন্তিকাল করিয়াছিলেন (সীরাতু'ন-নাবী)। এই সময় কু'রা-য়শ বংশীয়গণ কা'বার মেরামতের কাজে ব্যাপৃত ছিল।

হযরত সা'ঈদ (রা) এমনই একজন বিশিষ্ট স'াহ'াবী ছিলেন যে, স'াহ'ীহ' বুখারীতে হযরত আবু বাক্র (রা) হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্'ক'াস' (রা) এবং হযরত আবু য'ার্র আল-গি'ফারী (রা)-এর ন্যায় তাঁহার ইসলাম গ্রহণকে কেন্দ্র করিয়া একটি পৃথক অধ্যায় (৩৪তম) রাখা হইয়াছে (কিতাবু মানাকি'বি'ল-আনস'ার); যেমন ৩৫তম অধ্যায়ের বিষয় হইল হযরত 'উমার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ। স'াহ'ীহ' বুখারীর বর্ণনানুযায়ী (কিতাবু মানাকি'বি'ল-আনস'ার) সা'ঈদ (রা) এবং তাঁহার স্ত্রী ফাতি'মাঃ (রা) 'উমার (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বুখারীর হ'াদীছে' দেখা যায়, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'উমার (রা) তাঁহার ভগ্নি ফাতি'মাঃ (রা) ও ভগ্নিপতি সা'ঈদ (রা) উভয়কে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে প্রহার করিতেন। হযরত সা'ঈদ (রা)-এর স্ত্রীর নামের ব্যাপারে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। দারু-কু'তৃ'নী-র-বর্ণনানুযায়ী (কিতাবু'ল-উখু-ওওয়াঃ) তাঁহার নাম ছিল ফাতি'মাঃ; ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনা-নুযায়ী তাঁহার নাম রামলাঃ এবং উপনাম উম্মে জামীল। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাম ছিল উমায়মাঃ। বর্ণনাগুলির সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে হযরত যুবায়র (রা) বলেন, হয়ত তাঁহার নাম ছিল ফাতি'মাঃ. উপনাম উম্মে জামীল এবং উপাধি ছিল উমায়মাঃ। ইসলামের জন্য এই দম্পতিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার এবং কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

হযরত সা'ঈদ (রা)-এর ঊর্ধ্বতন পুরুষ 'আদীর বংশের সহিত দৌত্যকর্মের সংশ্রব ছিল বলিয়া এই পরিবারে বাগ্মিতার চর্চা ছিল। এই বংশোদ্ভূত খাত্'ত'াব ছিলেন প্রসিদ্ধ বক্তা এবং তৎপুত্র 'উমার (রা) ছিলেন 'আরব দেশের শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের অন্যতম। এই গোত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল। সা'ঈদ (রা) এবং ফাতি'মাঃ (রা) উভয়েই লেখাপড়া জানিতেন। বর্ণনা পাওয়া যায় (ইব্ন মাজাঃ, ১/৩ ঃ ১৯২), যখন অগ্নিশর্মা 'উমার (রা) তাঁহাদের বাড়ীতে যান তখন তাঁহাদের হাতে পাইয়াছিলেন কু'র-আনের সূরাঃ طه-র অনুলিপি। ইব্ন সা'দ (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী হযরত রাসূলুল্লাহ (স')-এর দারু'ল-আরক'াম-এ বসিয়া গোপনে প্রচারের কাজ শুরু করার পূর্বে সা'ঈদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সীরাতু'ন-নাবী গ্রন্থে সংযোজিত প্রবীণতম স'াহ'াবীদের নামের তালিকায় সা'ঈদ (রা)-এর স্থান ছিল ২৮তম এবং ফাতি'মাঃ (রা)-এর স্থান ২৭তম। সম্ভবত তাঁহারা একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন (সীরাতু'ন-নাবী)। সা'ঈদ (রা)-এর পিতা যায়দ একত্ববাদী ছিলেন। সুতরাং তাওহ'ীদের বাণী এই দম্পতির কাছে অশ্রুত কিছু ছিল না।

সা'ঈদ (রা) এবং 'উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স')-এর পর একই দলে মদীনায় হিজরত করেন (ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩২১)। স্ত্রী ফাতি'মাঃ (রা)-ও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন (তাহয'ীবু'ত-তাহয'ীব)। তাঁহারা সকলেই রিফা'আঃ ইব্ন 'আবদি'ল-মুন্যি'র-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার গৃহ 'আমর ইব্ন 'আওফ গোত্রের এলাকায় অবস্থিত ছিল।

মদীনায় হিজরতের পর তাঁহার ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন (اخوة) স্থাপিত হইয়াছিল রাফি' ইব্ন মালিক-এর সহিত। তিনি ছিলেন মদীনার প্রথমদিকের আনস'ার মুসলিম এবং বায়'আতু'ল-'আক'াবাঃ-র বার সদস্যের প্রতিনিধিদলের একজন (ইব্ন সা'দ, পৃ, ২৭৮)। সীরাঃ ইব্ন হিশাম (পৃ. ২৮৭, ২৯৭) এবং উসদু'ল-গ'াবাঃ (২খ, ৩০৬) গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার ইসলামী ভ্রাতার নাম উবায়্যি ইব্ন কা'ব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু কোন বরাত উল্লেখ করা হয় নাই।

হযরত সা'ঈদ (রা) নিঃসন্দেহে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। স'াহ'ীহ' বুখারীর তালিকায় তাঁহার উল্লেখ ছাড়াও (কিতা-বু'ল-মাগ'াযী, বাব—১৩) ইব্ন 'উমার (রা) এক প্রসঙ্গে তাঁহাকে বদ্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ইব্ন সা'দ (পৃ. ২৭৮)-এর এই বর্ণনা যে, সা'ঈদ (রা)-কে ত'ালহ'াঃ (রা)-এর সহিত আবু সুফয়ানের কাফিলার অবস্থান সম্বন্ধে গুপ্তচরের কাজে সিরিয়ার দিকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, ইহা সঠিক বলিয়া মনে হয় না; কেননা তাহা হইলে ত'ালহ'াঃ (রা)-এর নামও বুখারীর তালিকায় উল্লেখ থাকিত এই কারণে যে, গুপ্তচরবৃত্তিও জিহাদী তৎপরতার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বুখারীর তালিকায় ত'ালহ'াঃ (রা)-এর নাম নাই।

বদর যুদ্ধ ছাড়াও সা'ঈদ (রা) উহ'দ, খন্দক প্রভৃতি প্রতিটি যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (স')-এর সঙ্গে ছিলেন। 'উমার (রা)-এর খিলাফত-কালে সিরিয়ায় অভিযান প্রেরিত হইলে সা'ঈদ (রা)-কে ফাহ'ল-এর যুদ্ধে পদাতিক বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। সমগ্র বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন আবু 'উবায়দাঃ (রা)।

১৪ রাজাব দামিশ্ক' বিজিত হয়। ইহার অবরোধে সা'ঈদ (রা) পূর্ণোদ্যমে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে আবু 'উবায়দাঃ (রা) সা'ঈদ (রা)-কে দামিশ্কে'র গভর্নর নিযুক্ত করেন। সা'ঈদ (রা) দামিশ্কে' গেলেন বটে কিন্তু জিহাদের প্রেরণায় তিনি অস্থির থাকেন। আব 'উবায়দাঃ (রা)-কে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ "আপ-নারা জিহাদ করিবেন আর আমি তাহা হইতে বঞ্চিত হইব, ইহা কি ঠিক হইবে? বরং চিঠি পাওয়ামাত্রই আমার স্থলে অপর একজনকে পাঠাইয়া দিন, যাহাতে আমি আপনাদের সঙ্গে জিহাদে শরীক হইতে পারি।" চিঠি পাওয়ামাত্রই আবু 'উবায়দাঃ (রা) য়াযীদ ইব্ন আবী সুফয়ানকে দামিশ্কে' প্রেরণ করেন এবং সা'ঈদ ইবন যায়দ (রা) পুনরায় জিহাদে শরীক হন (মুহাজিরীন, ১খ, ১৭৪)।

১৫ রাজাব, য়ারমূক-এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ যখন সরগরম তখন ইব্ন ক'ানাত'ীর মায়সারাঃ (বাসবু'হ)-এর উপর আক্রমণ চালায়। এই অংশে ছিল লাখ্ম এবং গ'াস্সান গোত্রের মুসলিম সৈন্য। তাহাদের অন্তরে রোমীয় সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে কিছুটা ভীতি ছিল। ফলে প্রথম আক্রমণেই মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইল। কিন্তু অধিনায়কগণ নিজ নিজ স্থানে অবিচল রহিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সা'ঈদ (রা)-ও ছিলেন। রোমক বাহিনী তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইতেই তিনি তাহাদের

List>

উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং অগ্রগামীদের নায়ককে ভূপাতিত করেন (আল-ফারূক', ১খ, ১২২-২৩)। য়ার্মূক-যুদ্ধের অভিযানে গেলে আবূ 'উবায়দাঃ (রা) সা'ঈদ (রা)-কে দামিশকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন (ত'াব., ৫/১ঃ ৪০৪)।

২৩ হিজরীতে যখন 'উমার (রা) আহত হন, তখন সা'ঈদ (রা) 'উমার (রা)-এর গৃহে উপস্থিত ছিলেন। তিনি খলীফাকে বলিলেন ঃ "আপনি যদি কোন ব্যক্তিকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করেন, তাহা হইলে জনসাধারণ আপনার মনোনয়ন মানিয়া লইবে।" 'উমার (রা) যে ছয়জনকে খিলাফাত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মনোনয়ন দান করেন, সমমর্যাদার সা'হ'াবী হওয়া সত্ত্বেও সা'ঈদ (রা)-এর নাম তন্মধ্যে ছিল না। 'উছ'মান (রা)-এর শাহাদাত-এর পর কূফার মসজিদে দাঁড়াইয়া সা'ঈদ (রা) এই বলিয়া মুসলমানদেরকে তিরস্কার করিয়াছিলেনঃ 'উমার (রা) তাঁহার কুফ্‌রী অবস্থায় আমাকে এবং তাঁহার বোন ফাতি'মাকে শুধু রশি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, আর তোমরা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও 'উছ'মান (রা)-এর সহিত যে ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে উহ'দের পাহাড় বিদীর্ণ হইলে যথার্থ বলিয়া মনে হইবে।

'উরওয়াঃ বিন্ত উওয়ায়স একবার মারওয়ানের দরবারে অভিযোগ করেন যে, সা'ঈদ (রা) তাঁহাকে তাঁহার কোন প্রাপ্যের কম প্রদান করিয়াছেন। সা'ঈদ (রা) বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, "আমি কি তাঁহার প্রাপ্য কম করিতে পারি? আমি রাসূলুল্লাহ (স')-কে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে গ্রাস করে আল্লাহ কি'য়ামাতের দিন সাত স্তর জমি তাহার গলায় পরাইয়া দিবেন" (বুখারী, কিতাবু বাদ'ই'ল-খালক', অধ্যায় ২)।

সা'ঈদ (রা) 'আক'ীক' নামক স্থানে বসবাসরত অবস্থায় কোন শুক্রবারে ইনতিক'াল করেন (৫০/৫১ হি.)। সংবাদ পাইয়া 'আব-দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমার (রা) মদীনায় জুমু'আর সা'লা'াত সমাপন করিয়া তাঁহার কাফন-দাফনের উদ্দেশ্যে 'আক'ীক' রওয়ানা হইয়া যান। সা'ঈদ (রা)-এর লাশ মদীনায় আনিয়া দাফন করা হয়। তাঁহার জানাযায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ইব্‌ন 'উমার (রা), সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্'ক'াস' (রা) প্রমুখ গণ্যমান্য সা'হ'াবী। সা'ঈদ (রা) ১৪ পুত্র এবং ২০ কন্যা রাখিয়া যান।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন সা'দ, ত'াবাক'াত, বৈরূত ১৩৮৮/১৯৫৭; (২) সা'হ'ীহ' বুখারী, কিতাবু মানাকি'বি'ল-আনস'ার, বাব ৩৪; (৩) ইব্‌ন হিশাম, সীরাঃ, স্থা.; (৪) ইব্‌নু'ল-আছ'ীর, উস্‌দু'ল-গ'াবাঃ, কায়রো ১২৮৬ হি. ২খ, ৩০২; (৫) ত'াবারী, তা'রীখু'র-রুসুলে ওয়া'ল-মুলূক, সম্পা. M. J. Degoeje, the Netherlands, 1885-87, 5/1 ঃ 2404; (৬) সায়্যিদ সুলায়মান নাদাব'ী, সীরাতু'ন-নাবী, স্থা.; (৭) দারু-কু'ত'নী, কিতাবু'ল-উখুওয়াঃ, (৮) মুহাজিরীন, ১খ, ১৭৫; (৯) তাহয'ীবু'ত-তাহয'ীব, ৪খ, ৩৪।

সা'ঈদ আনসা'ারী (দা. মা. ই.)/মাহবুবুর রহমান ভূঞা

সা'ওম (صوم) এবং সি'য়াম মাস্'দার, ص-و-م ধাতু হইতে গঠিত। দুইটি মাস্'দারই নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়। 'আরবী ভাষার অভিধানে শব্দটির মৌলিক অর্থ—আরাম করা, বিশ্রাম লওয়া (Th. Noldeke, Neue Beitrage zur sem. Sprachw., Strassburg 1910, p. 36, note 3; দ্র. previously S. Frankel, De vocab......in Corano Peregrinis, Leiden 1880, p. 20; "quiescere")। সা'ওম (রোযা) কোন না-কোন আকারে বিশ্বের সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ইসলাম-পূর্ব ধর্মগুলি যথা ঃ খৃস্ট ও য়াহূদী ধর্মেও সা'ওম-এর প্রচলন ছিল। এই দুইটি ধর্মই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে বিধিবদ্ধ ধর্ম, যদিও ঐগুলিতে পরবর্তীকালে বিকৃতি ঘটিয়াছে। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের উপর সা'ওম ফরয করা হইল যেমন ফরয করা হইয়াছিল তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর, যেন তোমরা সাবধান হইয়া চলিতে পার" (২ ঃ ১৮৩) সূরাঃ মার্‌য়ামের ২৬ আয়াতে সা'ওম শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তবে সেখানে ইহার অর্থ মৌনতা অবলম্বন। রাসূল কারীম (স') হিজ্‌রতের পরেই য়াহ্‌দীদের মধ্যে মদীনায় মুহ'ার্‌রামের 'আশূরাঃ পালনের প্রথা দেখার পর [মূসা (আ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য] মুসলিমদিগকে উক্ত দিবসে [১০ই মুহ'ার্‌রামে মূসা (আ) বানী ইসরাঈলকে ফির'আওনের জু'লুম হইতে মুক্ত করিয়া আনিতে সক্ষম হন] সা'ওম পালনের নির্দেশ প্রদান করেন। হিজ্‌রীর দ্বিতীয় সালে, বিশুদ্ধ হ'াদীছ' অনুসারে অতঃপর সূরাঃ বাক'ারার ১৮৩-১৮৫ আয়াত দ্বারা রমযান (রামাদ'ান) মাসে সা'ওম পালনকে ফরয বা অবশ্য কর্তব্যরূপে নির্ধারিত করিয়া 'আশূরার সা'ওম পালনের অপরিহার্যতা নাকচ করা হয় (দ্র. রমযান প্রবন্ধ)।

সা'ওমের নিয়ম-কা'নুন ২ ঃ ১৮৩—১৮৫ আয়াতত্রয়ে প্রথম প্রদত্ত হইয়াছে; এই আয়াতগুলি একই সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে (Noldeke-Schwally, i. p. 178; in opposition to Th. W. Juynboll, Handbuch des Islamichen Gesetzes, Leiden-Leipzig 1910, p. 114, ইনি মনে করেন ১৮৫ নম্বর আয়াতটি পরবর্তী সময়ের প্রত্যাদেশ; বায়দ'াব'ীরও ধারণা এই যে, উহা পৃথকভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে) ঃ সুনির্দিষ্ট দিবসসমূহে—আরও স্পষ্টভাবে চান্দ্রমাস রমযানে—'যে মাসে কু'রআন অবতীর্ণ করা হয়'—সা'ওম পালন করিতে হইবে। যাহারা রোগে অক্ষম অথবা যাহারা ভ্রমণরত, তাহাদের জন্য সা'ওম না রাখার অবকাশ দেওয়া হইয়াছে—এই শর্তে যে, তাহারা সুস্থ হইলে অথবা গৃহে ফিরিলে উহা পালন করিবে। উপরিউক্ত শ্রেণী নির্দেশাবলীর আনুগত্যে মুসলিমগণ রমযান মাসে সা'ওম পালন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিক ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ এক সূর্যাস্তের পর হইতে অপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌন-সম্ভোগ হইতে বিরত থাকিয়া সি'য়াম পালন করিতেন বলিয়াও উল্লেখ পাওয়া যায়। ২ ঃ ১৮৭ আয়াতে সা'ওমের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ উহা শুধু দিবাভাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে (বুখারী, সা'ওম, বাব ১৫ প্রভৃতি)। ২ ঃ ১৯৬ আয়াতেও সা'ওমের উল্লেখ রহিয়াছে। এখানে নির্দেশিত কর্মসূচীর কোন কোনটি বিশেষ ওযরের কারণে সম্পন্ন করিতে না পারিলে সি'য়াম পালনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। ৪ ঃ ৯২ আয়াতে বলা হইয়াছে, ঘটনাক্রমে কেহ মিত্র জাতির কোন মু'মিনকে হত্যা করিয়া ফেলিলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাহাকে একাদিক্রমে ২ মাস সা'ওম পালন করিতে হইবে (ক'াত্‌ল প্রবন্ধ দ্র.)। কেহ শপথ ভঙ্গ করিলে একাদিক্রমে তাহাকে ৩ দিবস সা'ওম পালন করিতে হইবে (৫ ঃ ৯২), হ'াজ্জ পালনকালে কোন শিকার (প্রাণী) হত্যা করিলে উহার পরিবর্তে সা'ওম পালন করিতে হইবে (৫ ঃ ৯৮), কেহ জা'হিলী যুগের প্রথায় তাহার স্ত্রীকে তাহার মাতার সহিত তুলনা

করিয়া সম্পর্ক অর্ধছিন্ন অবস্থায় ঝুলাইয়া রাখিলে উক্ত অন্যায়াচরণ নাকচ করিয়া স্বাভাবিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে তাহাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ২ মাস সা'ওম পালন করিতে হইবে (৫৮ : ৪), নিম্নে কাফ্ফারার বিধি-বিধান দ্র.। সেই সব একনিষ্ঠ মুসলিম, যাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র মাগ্'ফিরাত এবং মহাপুরস্কারের অঙ্গীকার বিঘোষিত হইয়াছে, তাহাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সহিত তাহাদিগকে সা'ওম পালনকারী ও পালনকারিণীরূপেও বিঘোষিত করা হইয়াছে (৩৩ : ৩৫)।

ফুক'াহা' বা ব্যবহারশাস্ত্রবিদগণ সূরাঃ বাক'ারার ১৮৩ হইতে ১৮৫ আয়াত এবং ১৮৭ আয়াতের নির্দেশাবলীকে মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া সা'ওম সম্পর্কিত বিস্তৃত নিয়মাবলী রচনা করিয়াছেন। হ'াদীছ' হইতে সা'ওম সম্পর্কিত বিস্তৃততর খুঁটিনাটি নিয়ম-ক'ানূন গ্রহণ করা হইয়াছে। সা'ওম সম্পর্কিত শাফি'ঈ মায্'হাবের যে নিয়মাবলী আবূ শুজা' আল-ইস্'ফাহানী (হিজরী ৫ম শতাব্দী) তদীয় 'মুখ্'তাস'ার ফি'ল-ফিক্'হ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ইব্ন ক'াসিমু'ল-গা'য্যী (৯১৮/১৫২২) উহার ব্যাখ্যা এবং ইবরাহীমু'ল-বাজূরী উহার হ'াশিয়াঃ (টীকা) রচনা করিয়াছেন তাহাই নিম্নে (অনুবাদে) উদ্ধৃত হইল :

সা'ওম কিভাবে পালন করিতে হইবে এবং কাহার জন্য সা'ওম ফরয

শারী'আতের পরিভাষায় সু'বহ' সা'াদিক' হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসম্ভোগ হইতে বিরত থাকার নামই সা'ওম। প্রতিটি সা'ওমের জন্য বিশেষ নিয়্যাত (সংকল্প) অপরিহার্য। সা'ওম পালনকারী অবশ্যই মুসলিম, 'আকি'ল (সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন), বালিগ' (পরিণত বয়স্ক) এবং নারী হইলে হায়দ' (মাসিক ঋতু) এবং নিফাস (সন্তান প্রসবোত্তর রক্তস্রাব) হইতে পবিত্র হইতে হইবে। উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে সা'ওম সা'হ'ীহ' (শুদ্ধ) বলিয়া গণ্য হইবে। পূর্ণবয়স্ক (বালিগ') পুরুষ ও নারী শারীরিক সক্ষম হইলে তাহার উপর সা'ওম ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। একজন নও-মুসলিমকে ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার সা'ওম পালন করিতে হইবে না। কিন্তু মুরতাদ্ (যে ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে) অবস্থায় যে সা'ওম ক'াদা'' হইয়াছে, তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে। নাবালিগ' (অপ্রাপ্তবয়স্ক) যদি মুমায়্যিয অর্থাৎ ভাল-মন্দের বিচার-ক্ষমতাসম্পন্ন হয় তবে তাহার সা'ওম সিদ্ধ হইবে। দশম বর্ষ হইতে বালক-বালিকাদিগকে সা'ওম পালনে অভ্যাস করান উচিত।

সা'ওমের আর্কানের (স্তম্ভসমূহের) মধ্যে নিয়্যাত (সঙ্কল্প) এবং মুফ্তি'রাত (যে কাজ সা'ওম ভাঙ্গিয়া দেয়) হইতে নিবৃত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি সা'ওমের জন্য সা'া'ইম (রোযাদার)-কে প্রত্যহ নিয়্যাত করিতে হইবে। মালিকী মায্'হাব অনুসারে পহেলা রমযানের পূর্বরাত্রে সমগ্র রমযান মাসের জন্য নিয়্যাত করিলে সা'ওম শুদ্ধ হইবে। শাফি'ঈ মায্'হাবের কেহ এই পন্থা অনুসরণ করিলে তাহার জন্য উহা সিদ্ধ হইবে। নাফ্ল (ঐচ্ছিক) সা'ওমের জন্য নিয়্যাত দ্বি-প্রহরের পূর্বে করিলেও চলিবে। হ'ানাফী মায্'হাব মতে রাত্রি হইতে শুরু করিয়া দ্বি-প্রহর পর্যন্ত যে কোন সময় নিয়্যাত করিলে রমযান এবং নির্দিষ্ট মানতের সা'ওম সিদ্ধ হইবে (দ্র. শারহ' আল-বি'ক'ায়াঃ, দিল্লী ১৯০৯ খৃ., ১খ, ৩০৫ ও ৩০৬)।

মুফ্তি'রাত (যদ্দ্বারা সা'ওম ভঙ্গ হয়)

১। জ্ঞাতসারে কোন পরিহারযোগ্য জড় বস্তু শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করান; উদাহরণস্বরূপ—কোন খাদ্য এবং পানীয় গিলিয়া ফেলা, তামাক, সিগারেট, বিড়ি প্রভৃতির ধূম পান বা গ্রহণ করা, (মুখাগত বমি এবং) যে থুথু ফেলিয়া দেওয়া যায় তাহা গলাধঃকরণ। অনুরূপভাবে সা'ওম নষ্ট হইবে যদি কেহ শরীরের বিভিন্ন ছিদ্রপথে সূক্ষ্মধারায় পানি ছিটায় অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ ঢালিয়া দেয় অথবা (ইন্জেক্শন প্রভৃতি) যন্ত্রাদি দ্বারা শরীরে কিছু প্রবিষ্ট করে, তদ্রূপ যাহা প্রাকৃতিক উপায়ে নিষ্কাশিত হইতে চায় তাহা জোর করিয়া যদি কেহ আটকাইয়া রাখে; ২। ইচ্ছাপূর্বক বমি করা। চিকিৎসকের পরামর্শে এইরূপ বমি করা যাইতে পারে; কিন্তু সে অবস্থায় সা'ওম ক'াদা'' (অন্য সময়ে পূরণ) করিতে হইবে; ৩। যৌন মিলন; ৪। ইচ্ছাপূর্বক শুক্রপাত ঘটান। স্বপ্নদোষ অথবা অনুরূপ কারণে রেতঃপাত সা'ওম ভঙ্গ করে না; ৫। রজঃস্রাবকালে সা'ওম পালন হারাম; ৬। প্রসবোত্তর রক্তস্রাব; ৭। বিকারগ্রস্ত মন। ৮। নেশা—নেশায় বুদ্ধি বিহ্বলতা। (৭ ও ৮ নং কারণদ্বয় যে কোন 'ইবাদাত করার জন্য বাধাস্বরূপ। ইহার সহিত, ৯। সন্তান প্রসব যোগ করা যায় তবে ইহা কিছু সংখ্যক ফাক'ীহের মত)।

সা'ওম তখনই ভঙ্গ হইবে যখন সা'া'ইম (রোযাদার)-এর মধ্যে সংকল্প, সজ্ঞানতা অথবা স্বীয় স্বাধীন ইচ্ছা (ইখ্তিয়ার) পাওয়া যাইবে; অন্য কথায় অসাবধানতায়, কৃতকর্মের ফল সম্বন্ধে জ্ঞানহীনতায় অথবা অপরের বল প্রয়োগে উপরিউক্ত 'মুফ্তি'রাতের' কোন একটি ঘটিলে সা'ওম নষ্ট হইবে না। ভুলক্রমে কিছু পানাহার করিলে সা'ওমের কোন ক্ষতি হইবে না।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য

১। সূর্যাস্ত সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার পরক্ষণেই ইফ্ত'ার করা উত্তম। খোরমা-খেজুর দ্বারা, পানি দ্বারা, (যাম্যামের পানি দ্বারা, যদি পাওয়া যায়) অথবা মুখরোচক কোন কিছু দ্বারা ইফ্ত'ার করা উত্তম; ২। শেষ রাত্রির আহার (সাহ'ার) বৈধ সময়ের মধ্যে (পূর্ব দিগন্তে শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হইতে সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, ২ : ১৮৬) যতদূর সম্ভব বিলম্ব করিয়া খাওয়া উত্তম; ৩। সা'ওম অবস্থায় রোযাদারের অশ্লীল বাক্যালাপ, অপরের নিন্দাবাদ, কুৎসা প্রচার, মিথ্যা কথন এবং কাহারও মনে আঘাত বা কাহাকেও অপদস্থ করা নিষিদ্ধ; ৪। এমন সিদ্ধ কাজও পরিহার করা উচিত যাহা নিজের অথবা অপরের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে পারে; ৫। সিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত মোক্ষণ অথবা অন্য কোন উপায়ে রক্তক্ষরণ নিষিদ্ধ; ৬। কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ, ও ৭। কোন বস্তু চর্বনও নিষিদ্ধ, ৮। দিবাভাগে সা'ওম পালন করিয়া রাত্রি যোগে তারাবী'হের সা'লাত আদায় করা এবং ৯। নিজে কু'রআন তিলাওয়াত করা অথবা অপরের তিলাওয়াত শ্রবণ করা উত্তম; ১০। ২ : ১৮৭ আয়াতের মর্মানুসারে রমযানের শেষ দশ দিবস ই'তিকাফ করা (মসজিদে নির্জন পরিবেশে সংসারের ঝামেলা মুক্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌র 'ইবাদাত-বন্দেগী, তাস্বীহ্'-তাহ্'লীল ও যি'ক্র-আয্'কারে নিবিষ্ট চিত্তে নিয়োজিত থাকা) ছ'াওয়াবের কাজ। রমযান মাসে দানখায়রাত করা অতীব ফযীলতের কাজ।

১। (ক) রমযান মাসের সা'ওম ফরয, (খ) উক্ত সা'ওম ছাড়িতে বাধ্য হইলে অপর সময় উহার ক'াদা'' আদায় করা ফরয; ২। (ক) নায্'রের সা'ওম আদায় করা ওয়াজিব, (খ) কোন সীমা লঙ্ঘনমূলক অন্যায়ের কাফ্ফারাঃস্বরূপ যে সা'ওমের বিধান রহিয়াছে, তাহাও ওয়াজিব।

রামাদা'ান মাসে সা'ওম পালন করা ইসলামের চতুর্থ রুক্ন (স্তম্ভ)। যে ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিবে সে কাফির—তবে, যদি সে সদ্য ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাকে এবং শারী'আতের হুকুম-আহ'কাম সম্বন্ধে সম্যক্ ওয়াকিফহাল হওয়ার সুযোগ না পাইয়া থাকে অথবা 'আালিমগণের সংস্পর্শ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া থাকে, তবে সে কুফ্রীর অভিযোগে অভিযুক্ত হইবে না। রামাদা'ান মাসের সা'ওমের ফারদি-য়্যাত (অবশ্য কর্তব্য হওয়া) অস্বীকার না করিয়াও যে ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে সা'ওম পালন না করে, তবে তাহাকে কয়েদ করিয়া জোরপূর্বক পানাহার প্রভৃতি হইতে বিরত রাখিয়া সা'ওম পালন করিতে বাধ্য করিতে হইবে। মুসলিম জনসাধারণের উপর সাধারণভাবে ('আলা সাবীলি'ল-'উমূম) ৩০ শা'বানের পর অথবা ২৯ শা'বানে যদি হা'াকিম (কাদ়ী) একজন ন্যায়বান ('আাদিল) মুসলিমের এই মর্মে ঘোষিত সাক্ষ্য গ্রহণ করেন যে, সে সত্য সত্যই রামাদা'ানের হিলাল (নব চন্দ্র) স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছে, তবে পহেলা রামাদা'ান হইতে সা'ওম পালনের বাধ্য-বাধকতা শুরু হইবে। কেহ স্বচক্ষে ২৯ শা'বানের পর রামাদা'ানের হিলাল দর্শন করিলে তাহার সাক্ষ্য গৃহীত না হইলে সেই দর্শক পরবর্তী দিবসে নিজে সা'ওম শুরু করিবে। অনুরূপভাবে সাক্ষ্য (চন্দ্রোদয় সম্পর্কে) গৃহীত হয় নাই এমন ব্যক্তিকে যে (চন্দ্রোদয়ের ব্যাপারে) বিশ্বাস করে, যদিও সে (সাক্ষী) 'আাদিল নয়—তাহার উপরও (সেই বিশ্বাসকারীর উপর) ২৮ শা'বানের পরই সা'ওম পালনের ব্যক্তিগত বাধ্য-বাধকতা ('আলা সাবীলি'ল-খুসূ'স) বর্তিবে।

রামাদা'ানের শুভ সূচনা জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইতে হইবে প্রচলিত স্থানীয় প্রথা অনুসারে (বন্দুকের গুলী ছোঁড়ার আওয়াজ, মিনারে প্রদীপ ঝুলাইয়া রাখিয়া, জাভায় 'বেদুগ' বাজাইয়া, আধুনিক-কালে সর্বত্র প্রচলিত রেডিও-টিভি ঘোষণার মাধ্যমে)। নব চন্দ্র উদয়ের ঘোষণা ঠিক সময়ে যদি কেহ শুনিতে না পায় অথবা যদি ভুল তথ্য শুনিয়া থাকে, তবে সে অবস্থায় নিয়্যাত এবং ক'াদ'াা' সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য হইবে।

সা'ওমের বিরতির অনুমতি

নিম্নবর্ণিত অবস্থা ও পরিস্থিতিতে রামাদা'ানের সা'ওমের বিরতির অনুমতি রহিয়াছে :

(ক) যাহারা বার্ধক্যের এমন পর্যায়ে এবং যে রুগ্ন ব্যক্তি রোগের এমন অবস্থায় উপনীত যে, তাহারা সা'ওমের সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিয়াছে এবং ভবিষ্যতে শক্তির পুনরুদ্ধার অথবা রোগ মুক্তির আশা তিরোহিত—তাহারা সা'ওম পরিহার করিতে পারে (কিন্তু এই অবস্থায় রামাদা'ান মাসে একজন মিস্কীনকে ফিদ্য়াঃস্বরূপ আহার করাইতে হইবে)। (খ) গর্ভবতী অথবা স্তন্যদায়ী নারীর যদি আশংকা হয় যে, সা'ওমের উপবাসে তাহার বিপদের আশংকা রহিয়াছে তবে তাহার জন্য সা'ওম ভঙ্গ করার অনুমতি আছে এবং পরে ক'াদ'া' আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। (গ) যে পীড়িত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব, সে এই শর্তে সা'ওম সাময়িকভাবে পরিহার করিতে পারে যে, সে অনাদায়কৃত সা'ওম পুনঃসম্পূর্ণ করিবে। (ঘ) যে মুসাফির সু'ব্হি' সা'াদিকে'র পূর্বে গৃহ ত্যাগ করিয়া ভ্রমণ শুরু করিয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে সা'ওম ভাঙ্গিতে পারে,—তাহাকে পরে ক'াদ'াা' আদায় করিতে হইবে; কিন্তু যে উহার পরে ভ্রমণ শুরু করিয়াছে সে ভাঙ্গিতে পারিবে না। (ঙ) যে ব্যক্তির কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় সেও রাত্রিকালে সা'ওমের নিয়্যাত করিবে (এবং সা'ওম রাখিবে); কিন্তু উপবাস যদি সহ্যের অতীত হইয়া পড়ে তবে সা'ওম ছাড়িতে পারিবে। সা'ওমের দিবসে সা'ওমের পরিহারের শর্ত এবং যুক্তি-সঙ্গত কারণ অপসৃত হইলে—দিবসের অবশিষ্ট অংশ উপবাসে কাটাইতে হইবে।

নাফ্ল সা'ওম (সা'ওমু'ত-তাত'াওউ')

বিবাহিতা নারীর জন্য নফল (ঐচ্ছিক) সা'ওম শুধু তখনই পুণ্য কার্যরূপে পরিগণিত হইবে যখন উহা পালনে তাহার স্বামী রাযী থাকিবে। উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কোনরূপ শাস্তি নাই তবে পরে উহার ক'াদ'াা' করিতে হইবে। দ্বি-প্রহর পর্যন্ত যে কোন সময় নিয়্যাত করা যাইতে পারে, নিয়্যাতে সংশ্লিষ্ট সা'ওমের নির্দিষ্টভাবে নামের উল্লেখ অপরিহার্য নয়—অবশ্য একটি মতে 'সুনান রাওয়াতি'ব' সা'ওমের জন্য নাম নির্দেশ বাঞ্ছনীয়। নিম্নবর্ণিত দিবসগুলিতে সা'ওম পালনকে 'সুনান রাওয়াাতি'ব' সা'ওম বলা হয় :

(ক) 'আাশূরাা' দিবস (মুহ'াররাম মাসের দশম দিবস)

(খ) 'আরাফাঃ দিবস (৯ যু'ল-হি'জ্জাঃ)

(গ) শাওয়াল মাসের প্রথম ৬ দিবস।

'আরাফাঃ দিবসের সা'ওম পালন বিশেষভাবে তাহাদের উপর প্রযোজ্য, যাহারা উক্ত দিবসে 'আরাফায় উপস্থিত থাকে না। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এই দিবস সা'ওম পালন করিয়াছিলেন কিনা সে সম্পর্কে হ'াদীছ' বিতর্কমূলক। শাওয়াল মাসের পৃথক পৃথক ৬ দিবসও শাওয়ালের সা'ওমের জন্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'ঈদের পর দিবস হইতে একযোগে অর্থাৎ ২ হইতে ৭ শাওয়াল পর্যন্ত উক্ত ৬ দিবসের সা'ওম পালন অতি উত্তম।

নফল সা'ওমের জন্য নিম্নলিখিত দিবসগুলিও অনুমোদিত

১। 'আাশূরাার পূর্ব ও পরদিবস; ২। প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার (আল-বাজূরীর মতে সুন্নাত-ই-মু'আক্কাদাঃ); কারণ হ'াদীছে' বলা হইয়াছে, এই দুই দিবসে মানুষের কর্মসমূহ আল্লা-হ্র নিকট পেশ করা হয়; ৩। বুধবার, বাজূরী বলেন—কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই দিবস সা'ওম পালন বাঞ্ছনীয়, কারণ আল্লাহ এই দিবসে এই উম্মাতকে অন্যান্য উম্মাতের ন্যায় ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করেন নাই; ৪। আয়্যাম বীদ' অর্থাৎ প্রতি চান্দ্রমাসের তিন শুক্ল দিবস ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ, এবং সম্ভব হইলে ১২ তারিখও, পুনঃ উক্ত শুক্ল দিবসের বিপরীত দিবসসমূহ—কৃষ্ণ দিবসত্রয়—অর্থাৎ ২৮, ২৯ ও ৩০ (অথবা ১লা) তারিখ এবং সম্ভব হইলে ২৭ তারিখও; ৫। এতদ্ব্যতীত অন্য যে কোন দিবস—যদি তাহা সা'ওম পালনের উপযোগী বিবেচিত হয়। আল-গ'াযালী (র) আরও অতিরিক্ত কতিপয় দিবসে সা'ওম পালনের ফযীলাতের কথা বলিয়াছেন। উহা এই : প্রতি মাসের প্রথম, মধ্যবর্তী এবং সর্বশেষ দিবস। তিনি আশহুরু'ল-হ'ুরুম (পবিত্র মাস) অর্থাৎ মুহ'াররাম; রাজাব, যু'ল-হি'জ্জাঃ এবং যু'ল-ক'া'দাঃ) সা'ওম পালনের ছ'াওয়াবের কথা বলেন। তাঁহার মতে সারা জীবন সা'ওম পালন (সা'ওমু'দ-দাহ্র) উত্তম। তিনি বলেন, তাঁহার সমসাময়িক সালিকগণ বিভিন্ন পন্থায় সা'ওমু'দ-দাহ্রে অভ্যস্ত ছিলেন (ঠিক যেমন ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংসারবিরাগিগণ উহা পালন করিতেন)। কিন্তু একদিন পর পর সা'ওম পালনের অভ্যাসকে বেশী করিয়া উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। ইমাম গাযালী (র) এই ধরনের সা'ওমকে অধিকতর কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে করেন। এই

প্রসঙ্গে রাসূল কারীম (স') বলিয়াছেন : সর্বাপেক্ষা উত্তম স'াওম হইতেছে আমার ভ্রাতা দাাউদ ('আ)-এর স'াওম, যিনি একদিন স'াওম পালন করিতেন, পরদিবস ভাঙ্গিতেন, এইভাবে একদিন পর পর সারা বৎসর স'াওম পালন করিতেন। 'যে ব্যক্তি গোটা বৎসর স'াওম পালন করিয়াছে সে মূলত স'াওম পালন করে নাই' (বুখারী, মুসলিম)।

কখন স'াওম পালন হ'ারাম

দুই 'ঈদ দিবস, তাশ্রীক' দিবসগুলিতে (আয়্যামু'ত-তাশরীক', ১১, ১২, এবং ১৩ যি'ল-হ'াজ্জ, নারীদের হ'ায়দ' এবং নিফাসের সময়ে এবং পূর্বোল্লিখিত সেই সব সময়ে, যখন স'াওম পালন বিপজ্জনক।

বিভিন্ন মায'হাবের মধ্যে স'াওমের বিধি-বিধান সম্পর্কে খুঁটিনাটি মত-পার্থক্য

শাফি'ঈ মায'হাবের সহিত অপর তিন মায'হাবের স'াওমের বিধি-বিধান ও হু'কুম-আহ'কাম সম্পর্কে খুঁটিনাটি ব্যাপারে যেসব মত-পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহা 'ইখ্তিলাফ' গ্রন্থসমূহে সংকলিত হইয়াছে। 'আবদু'ল-ওয়াহহাব আশ-শা'রানীর 'কিতাবু'ল-মীযান' গ্রন্থ হইতে নিম্নবর্ণিত মতভেদসমূহ সংকলিত হইল (২খ, ২০-৩০, কায়রো ১২৭০ হি.) :

১। ইমাম আবু হ'ানীফাঃ (র)-এর মতে ছোট বালক-বালিকার (৭ বৎসরের অনূর্ধ্ব) স'াওম বৈধ নয়। তাঁহার মতে মুরাহি'কের (কিশোরের) স'াওম বৈধ এবং মুরতাদ্দের পক্ষে তাহার নব-দীক্ষার পর স'াওমের ক'াদ'া' ওয়াজিব নহে।

২। ইমাম আবু হ'ানীফাঃ (র) বলেন, রামাদ'ানের স'াওমের নিয়্যাতে সুনির্দিষ্টভাবে স'াওমের নামোল্লেখের প্রয়োজন নাই। কোন নেক কাজ করার জন্য নিয়্যাতই যথেষ্ট।

৩। খাদ্যের (দুই দাঁতের মাঝে অবস্থিত) কোন ক্ষুদ্র কণা কেহ ইচ্ছাপূর্বক গিলিয়া ফেলিলে স'াওম ভঙ্গ হয় না—ইহা আবু হ'ানীফাঃ (র)-এর অভিমত। অপর তিন ইমামের মতে উপরিউক্ত খাদ্য কণা গিলিয়া ফেলিলে স'াওম বাতিল হইয়া যাইবে। ইমাম মালিক (র)-এর বলিয়া কথিত এক মতে স'া'ইমের দেহের কোন ক্ষত-স্থানে মলম লাগাইলে স'াওম নষ্ট হয় না।

৪। ইমাম আবু হ'ানীফাঃ (র) এবং ইমাম আহ'মাদ ইবন হ'াম্বাল (র)-এর মতে ইচ্ছাক্রমে নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত বমি করিলে স'া'ইমের স'াওমের কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। কিন্তু বমনের পরিমাণ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। হ'ানাফী মতে মুখ ভর্তি বমন করিলে স'াওম নষ্ট হইবে। (ইমাম শাফি'ঈ এবং মালিক (র)-এর মতে ইচ্ছা করিয়া বমন করিলে, পরিমাণ কমবেশী যাহাই হউক, স'াওম বাতিল হইয়া যাইবে)।

৫। যৌন-চিন্তার ফলে (শা'রানীর মীযানে আছে, কামাবিষ্ট হইয়া দৃষ্টিপাতের ফলে) প্রকৃত যৌন-মিলনের পূর্বেই রেতঃপাত ঘটিলে ইমাম মালিকের মতে স'াওম নষ্ট হইয়া যাইবে না।

৬। সকল ইমামের (ইমাম মালিকসহ চারি ইমামের) সর্বসম্মত অভিমত এই যে, যে ব্যক্তি স'াওম পালন অবস্থায় বিনা ওযরে ইচ্ছাপূর্বক যৌন-সঙ্গমে লিপ্ত হইল, সে মহাপাপ করিয়া বসিল এবং তাহার স'াওম বাতিল হইয়া গেল। স'াওম বাতিল হইলেও দিনের অবশিষ্টভাগ তাহাকে পানাহার এবং যৌন-মিলন হইতে বিরত থাকিতে হইবে এবং তাহাকে বড় কাফ্ফারাঃ আদায় করিতে হইবে; আর বড় কাফ্ফারাঃ হইতেছে দাসকে মুক্তি দেওয়া, যদি তাহা না পারে, তবে বিরতি ভিন্ন একাদিক্রমে ২ মাস স'াওম পালন এবং তাহাও না পারিলে ৬০ জন মিস্কীনকে খাওয়ান ('আবদু'ল-ওয়াহ্হাব শা'রানী, মীযান, ২খ, ২০)। স'াওম পালন অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক নারী-সম্ভোগ বা যৌন মিলনের ব্যাপারে সকল ইমামই এই মত পোষণ করেন। ৬টি বিশুদ্ধ হ'াদীছ' গ্রন্থে এবং মুওয়াত্ত'া' ইমাম মালিক, মুসনাদ আহ্'মাদ, মুওয়াত্ত'া' মুহ'াম্মাদ প্রভৃতি হ'াদীছ' গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রাঃ (রা) কর্তৃক বর্ণিত এই মর্মে স্পষ্ট হ'াদীছ' রহিয়াছে।

নফল স'াওম পালন করিয়া পানাহার সম্বন্ধে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম শাফি'ঈ, ইমাম আহ্'মাদ (এক রিওয়ায়াতে) এবং মুহ'াদ্দিছ'গণের অভিমত এই যে, এই অবস্থায় স'াওম নষ্ট হইলে ক'াদ'া' আদায় করিতে হইবে (দ্র. শারহ' মুওয়াত্ত'া', ইমাম মুহ'াম্মাদ (উর্দু অনু. লাহোর,) পৃ. ১৩৯। শা'রানীর মীযানে বলা হইয়াছে—"আবু হ'ানীফাঃ (র) এবং মালিক (র)-এর মতে, যে ব্যক্তি রামাদ'ান মাসের দিবাভাগে কিছু আহার ও পান করিল এই অবস্থায় যে, সে সুস্থ ও মুক'ীম (গৃহে অবস্থানকারী) তবে তাহার উপর ক'াদ'া' ও কাফ্ফারাঃ উভয় হুকুম প্রযোজ্য হইবে (মীযান, ২খ, ২৬)।

আবু হ'ানীফাঃ (র) এবং শাফি'ঈ (র)-এর মতে যে ব্যক্তি ভুলক্রমে (রামাদ'ান দিবসে) আহার কিংবা পান করিল অথবা যৌন-মিলনে লিপ্ত হইল, তাহার স'াওম নষ্ট হইবে না। কিন্তু মালিকের মতে স'াওম নষ্ট হইবে, আর আহ'মাদের মতে শুধু যৌন মিলনে স'াওম নষ্ট হইবে (ভুলক্রমে পানাহার করিলে স'াওম নষ্ট হইবে না), যৌন মিলনের জন্য শুধু ক'াদ'া' আদায় করিলে চলিবে না, কাফ্ফারাঃও দিতে হইবে (ঐ, ২খ, ২৭)।

৭। ইমাম মালিক (র) বলেন, স'াওম থাকাকালীন সর্বাবস্থায় চুম্বন হ'ারাম।

অন্যান্য ইমাম ও মুহ'াদ্দিছ'গণের মতে চুম্বন বৈধ। ইমাম আবু হ'ানীফাঃ (র) বলেন, চুম্বনের ফলে যদি যৌন মিলনের প্রতি আকর্ষণ-বোধের আশংকা না থাকে তবে তাহা বৈধ, যে ব্যক্তির চুম্বনের ফলে নিজেকে সংযত রাখিতে পারিবে না বলিয়া আশংকা রহিয়াছে, তাহার বিরত থাকাই শ্রেয় (মুওয়াত্ত'া' ইমাম মুহ'াম্মাদ, কিতাবু'স'-স'াওম)।

ইমাম আহ্'মাদ (র) বলেন, শিঙ্গার সাহায্যে রক্ত মোক্ষণকারী এবং যাহার রক্ত মোক্ষণ করা হয় উভয়ের স'াওম নষ্ট হইয়া যায়। ইমাম আবু হ'ানীফাঃ (র)-এর মতে নষ্ট হয় না। তবে উহার ফলে স'া'ইমের দুর্বল হওয়ার আশংকা থাকিলে উহা মাক্রূহ হইবে (মুওয়াত্ত'া' ইমাম মুহ'াম্মাদ; কিতাবু'স'-স'াওম)। ইমাম মালিক এবং আহ্'মাদ ইবন হ'াম্বাল (র)-এর মতে সুরমা গ্রহণ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করা উচিত। যদি সুগন্ধি গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তবে স'াওম নষ্ট হইয়া যাইবে।

৮। ইমাম মালিক (র) বলেন, রামাদ'ানের প্রারম্ভ সাব্যস্ত করার জন্য দুইজন 'আদিল (বিশ্বাসযোগ্য লোক) কর্তৃক রামাদ'ানের হিলাল দর্শনের সাক্ষ্য অবশ্যই পাইতে হইবে। ইমাম আবু হ'ানীফাঃ (র)-এর মতে একজন হইলেই চলিবে। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে বহু লোকের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইবে।

৯। (বার্ধক্য নিবন্ধন) দুর্বল লোকদের জন্য তাহাদের আরোগ্য

লাভের পর ক'াদ'া' অবশ্য কর্তব্য নয়। ইমাম মালিক (র)-এর রা'য় ইহার বিপরীত। আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর উভয় প্রকার অভিমতসম্বলিত রিওয়ায়াত পাওয়া যায়।

১০। চারি ইমাম শুধু রামাদ'ানের স'াওমের যৌনাচারকারীর জন্য গুরু কাফ্ফারাঃ বিধান ঘোষণা করেন। কোন কোন ফাক'ীহ বলেন, রামাদ'ানের ক'াদ'া' স'াওম (যাহা অন্য সময়ে রাখা হয়) ভাঙিয়া ফেলিলেও অনুরূপ কাফ্ফারাঃ দিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট বিধানের যে কোন একটি ভঙ্গ করিলে আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে প্রতিটির জন্য একটি করিয়া কাফ্ফারাঃ আদায় করিতে হইবে, যদিও কতিপয় বিধান একই দিবসে ভঙ্গ করা হয়। দ্বিতীয়বার বিধান ভঙ্গের জন্য দোষী নারীর উপরও বাধ্য-বাধকতা আরোপিত হইবে। কিন্তু আবূ হ'ানীফাঃ (র) এই সকল ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত কম কঠোর।

১১। গর্ভবতী নারী এবং স্তন্যদাত্রী মাতা সন্তানের এবং নিজেদের স্বাস্থ্যের ক্ষতির আশংকায় স'াওম ভঙ্গ করিলে আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর মতে ক'াদ'া' করিতে হইবে, কিন্তু ফিদ্য়াঃ দিতে হইবে না। আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর মতে সক্ষম হইলে শুধু ক'াদ'া'ই করিবে। অপরদের মতে ক'াদ'া' নয়, শুধু ফিদ্য়াঃ আদায় করিতে হইবে।

১২। যেসব রোগীর আরোগ্য লাভের আশা নাই এবং যাহারা অতি বৃদ্ধ, ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) এবং শাফি'ঈগণের একদলের মতে তাহাদিগকে শুধু ফিদ্য়ার (প্রতি স'াওমের জন্য একজন মিস্কীনকে একদিনের আহার্য দান) ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু ইমাম মালিক (র)-এর মতে তাহাদের স'াওমও নাই, ফিদ্য়াও নাই।

১৩। ইমাম আহ্'মাদ ইবন হাম্বাল (র) বলেন, মুসাফির (বিদেশ ভ্রমণকারী) স'াওম পালন অবস্থায় যদি ভ্রমণে বহির্গত হয়, তবে সেই স'াওম ভ্রমণ অবস্থায় ভঙ্গ কারিতে পারে—কিন্তু অপর তিন ইমামের মতে তাহা পারে না। ইমাম আহ্'মাদ (র) বলেন, এই অবকাশের সুযোগ পানাহারেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ তাঁহার মতে সেই মুসাফির পানাহার করিতে পারিবে; কিন্তু স্ত্রী-সম্ভোগ করিতে পারিবে না। এই নিয়ম লংঘন করিয়া কেহ যদি দিবাভাগে যৌনমিলনে লিপ্ত হয় তবে তাহাকে তজ্জন্য কাফ্ফারাঃও দিতে হইবে।

১৪। ইমাম মালিক (র) বলেন, শাওয়ালের ৬ দিবস স'াওম পালন মানদূব (প্রশংসনীয়) নহে। তাঁহার এবং ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর মতে নফ্ল স'াওম শুরু করিলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

১৫। ইমাম আহ্'মাদ (র)-এর মতে ২৯ শা'বানের সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে এবং চাঁদ দেখা না গেলে পরের দিন স'াওম পালন করিতে হইবে। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার থাকিলে এবং চাঁদ দেখা না গেলে স'াওম পালন করা মাক্রূহ হইবে (অপর তিন ইমামের মতে স'াওম ঐ অবস্থায় সিদ্ধ হইবে না)।

১৬। সর্বশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ই'তিকাফ অবস্থায় স'াওম পালন হ'ানাফী ও মালিকী মায্'হাব অনুসারে অবশ্য কর্তব্য (দ্র. আবূ দাউদ, স'াওম, বাব ৮০, আরও দ্র. হিদায়াঃ, কিতাবু'স্'-স'াওম)।

স'াওম সম্পর্কে শী'আদের বিধি-বিধান উহার বিভিন্ন খুঁটিনাটিতে সুন্নীগণ হইতে কিছুটা ভিন্ন (A. Qaerrys' edition of the Shara'i' al-Islam fi-masa'il al-halal wa' l-haram of Nadjm al-Din al-Muhakkik, entitled Recueil de Lois concern. les Musulmans Schyites, Paris 1871-72, i. 182-209, ii. 75-77, 197-199, 203-205)।

আল-গ'াযালী (র) তাঁহার ইহ্'য়া' গ্রন্থের কিতাব আস্রারু'স'-স'াওম অধ্যায়ের সূচনায় স'াওমের মূল্যায়নের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিয়াছেন। তিনি কতিপয় সুপরিচিত হ'াদীছে'র উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন, আল্লাহ্র নিকট স'াওমের মর্যাদা কত ঊর্ধ্বে! এই উচ্চ মর্যাদার কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স'াওম একটি নিষ্কাম ধর্মকর্ম, আল্লাহ ছাড়া আর কেহই বান্দার সি'য়ামের কৃচ্ছ্র সাধনা প্রত্যক্ষ করে না, দ্বিতীয়ত ইহা আল্লাহ্র দুশ্মনকে পরাভূত করার মোক্ষম উপায়। কারণ আল্লাহ্র দুশ্মন শয়তানের অশুভ উদ্দেশ্য হাসিলের বাহন মানুষের যে প্রবৃত্তি, তাহা পানাহার এবং যৌন-সম্ভোগের দ্বারাই উদ্দীপিত ও উত্তেজিত হয়; প্রবৃত্তিপরায়ণতার আখড়াগুলিতেই শয়তানের প্রাচুর্য এবং এখানেই উহার পরিস্ফুট ও শক্তি-বৃদ্ধি সাধিত হয়। যতক্ষণ এইগুলি সরগরম থাকে এবং ফলদায়ক বিবেচিত হয় ততক্ষণ উহাতে শয়তানের গতিবিধি অব্যাহত থাকে। উক্ত ক্ষেত্রে শয়তানের পর্যটন যত অধিক হইতে থাকিবে, আল্লাহ্র মহিমা তাঁহার বান্দা হইতে তত বেশী ঢাকা পড়িবে। ফলে সেই বান্দার পক্ষে আল্লাহ্র দীদার (দর্শন) লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে। আল্লাহ্র নবী সত্য সত্যই বলিয়াছেন, "শয়তান যদি মানবতার চতুষ্পার্শে ঘুরিয়া না ফিরিত, তবে আল্লাহ সম্বন্ধে মানুষের ধ্যান-ধারণা দুর্বার হইয়া উঠিত।" এইজন্য যথার্থ বলা হইয়াছে, "স'াওমের কৃচ্ছ্র-সাধনা আল্লাহ্র 'ইবাদাতের তোরণ।"

উক্ত অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ইমাম আল-গ'াযালী (র) শারী'আতের বাধ্য-বাধকতার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়া স'াওমের পালনীয় কার্যসমূহের মধ্যে যাহা করা বাঞ্ছনীয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে তিনি শাফি'ঈ মায্'হাবের অনুসরণ করিয়াছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি একজন ব্যবহারশাস্ত্রবিদের (ফাক'ীহ) মতই স'াওমের দিবসসমূহের ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি বলেন, স'াওমের বাহ্যিক বিধি-বিধানসমূহের আনুষ্ঠানিক প্রতিপালনই উহার মর্মকথা বা সারবস্তু নয়। তিনি স'াওমের ভিতরে তিনটি পৃথক পৃথক স্তরের উল্লেখ করিয়া বলেন, প্রথম স্তরটি (সাধারণ লোকের জন্য) ব্যবহারশাস্ত্রের, তৃতীয় স্তরটি নবীগণ (আম্বিয়া'), সত্যসাধকবৃন্দ (সি'দ্দীকূ'ন) এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারিগণের (আল-মুক'াররাবূন) জন্য। শেষোক্ত শ্রেণীর স'াওম সর্বপ্রকার নীচ বাসনা এবং পার্থিব কামনা হইতে মুক্ত। দ্বিতীয় স্তরের সংযমমূলক কার্যক্রম ধর্মপরায়ণদের জন্য যথেষ্ট। এই সংযম হইতেছে দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পাপাচার হইতে মুক্ত রাখা এবং সেই কার্য ও আচরণ হইতে আত্মরক্ষা করা—যাহা তাহাদিগকে আল্লাহ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। স'াওমের ফলশ্রুতিকে আঘাত করিতে পারে এমন কাজ পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইফ্তারের সময় ধার্মিক ব্যক্তির অতি আহার, স্বাভাবিক আহার হইতে উত্তমতর আহার পরিহার্য (কিন্তু ইহা ব্যবহারশাস্ত্রের নিয়ম সীমা-বহির্ভূত নয়)। ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের (ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতি হইতে বাঁচার জন্য) দিবানিদ্রার আশ্রয়

লওয়া উচিত নহে। কারণ এই ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাই স'াওমের 'রূহ'' এবং গূঢ় রহস্য (সির্‌র্)। কেননা এই সংযমই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া থাকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি হইতে বিরতিই স'াওমের উদ্দেশ্য নহে; উহার মাধ্যমে প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণই আসল উদ্দেশ্য। কারণ এই নিয়ন্ত্রণই আত্মাকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে লইয়া যায়। গ'াযালী (র) সেই সব ব্যক্তির স'াওমকে মূল্যহীন বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, যাহাদের ইফ্‌ত'ারকালীন (অতি লোভী) আচরণ স'াওমের সম্ভাব্য ফল বিনষ্ট করিয়া দেয়। ইহাদের সম্বন্ধে হ'াদীছে' মন্তব্য করা হইয়াছে : "কতক স'া'ইম এমন আছে যাহারা শুধু পানাহার হইতেই বিরত থাকিল" কিন্তু আসল উদ্দেশ্যের দূরেই রহিল (আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ২খ, ৩৭৩)।

আল-গ'াযালী (র) স'াওমের নৈতিক গূঢ় তত্ত্বের যে ধারণা পোষণ করেন তাহা তিনি উক্ত অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়া বলেন, এই নৈতিক তত্ত্ব ফাক'ীহদের শুষ্ক নিয়ম-কানুনের পরিপূরক। আমরা হ'াদীছ'শাস্ত্রে স'াওম সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর এইরূপ বহু উক্তি দেখিতে পাই যাহাতে নৈতিক তত্ত্বকথার সন্ধান পাওয়া যায়। আল-গ'াযালী (র) সেই সব হ'াদীছ' তাঁহার অভিমতের সমর্থনে উদ্ধৃত করিতে বিস্মৃত হন নাই। ইহা ছাড়া হ'াদীছে'র গ্রন্থসমূহে স'াওম সম্পর্কে অসংখ্য হ'াদীছ' আমরা দেখিতে পাই। এইগুলি Wensinck-এর সংকলিত Handbook of early Mohammadan Tradition গ্রন্থের স'াওম পরিচ্ছেদে বিভিন্ন উপ-শিরোনামে সুবিন্যস্তভাবে পাওয়া যাইবে। আমরা উহা হইতে নিম্নে এমন কতিপয় হ'াদীছে'র উদ্ধৃতি প্রদান করিতেছি যদ্দারা বুঝিতে পারা যাইবে, প্রথম যুগের মুসলিমগণ স'াওমের কৃচ্ছ্র সাধনাকে কিরূপ মূল্যবান মনে করিতেন। অনুরূপভাবে অদ্যকার দিনেও এই ধারণা মুসলিম জগতের সর্বত্র অতি ব্যাপক যে, স'াওম বিশেষ করিয়া রামাদ'ান মাসের স'াওম সারা বৎসরে কৃত স'াগ'ীরাঃ গুনাহ (ছোটখাট পাপ)-সমূহ হইতে নাজাত পাওয়ার সর্বোত্তম উপায়। এইজন্যই স'াওম মোটামুটি ব্যাপকভাবেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। অবশ্য ফাক'ীহগণ যেরূপ কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত উহার পালন কামনা করেন, সর্বদা সেরূপ হয় না (দ্র. রমযান প্রবন্ধ; আরও দ্র. বুখারী, ঈমান, বাব ২৮; স'াওম, বাব, ৬; তিরমিয'ী, স'াওম, বাব ১ এবং অন্যান্য হ'াদীছ' গ্রন্থ)। বিভিন্ন হ'াদীছে' এক সময়ের স'াওমের সহিত অন্য সময়ের স'াওমের মূল্য ও মর্যাদার তুলনা করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করা চলে, পবিত্র মাসসমূহের স'াওম অপর মাসগুলির স'াওম অপেক্ষা উত্তম এবং রামাদ'ান মাসের স'াওম পবিত্র মাসসমূহের স'াওম অপেক্ষাও শ্রেয়। 'আশূরা' দিবস, যু'ল-হি'জ্জাঃর ৯ম দিবস ('আরাফার দিবস) এবং বিশেষ করিয়া রামাদ'ানের স'াওমের ফযীলাত সম্পর্কে বহু হ'াদীছ' বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য হ'াদীছ' হইতে জানা যায়—স'া'ইম স'াওম অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট কত প্রিয়! উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত হ'াদীছ' পেশ করা যায় :

"স'া'ইমের মুখের দুর্গন্ধ মিশ্‌ক-'আম্বারের সুগন্ধি অপেক্ষাও আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর প্রিয়" (আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ২খ, ২৩২ প.)। বেহেশ্‌তে স'া'ইমের আনন্দ এবং তাহার সম্মান প্রাপ্তির বিষয় এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে : "সে আর-রায়্যান নামীয় একটি বিশেষ তোরণ দিয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভের পুরস্কারে পুরস্কৃত হইবে" (বুখারী, স'াওম, বাব ৪; মুসলিম, সি'য়াম, হ'াদীছ' নম্বর ১৬৬ প্রভৃতি)। ইহাই তাহার বেহেশ্‌তী আনন্দ, আর তাহার পার্থিব আনন্দ হইতেছে ইফ্‌ত'ার (বুখারী, তাওহ'ীদ, বাব ৩৫, আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১খ, ৪৪৬ প্রভৃতি) এবং ইফ্‌ত'ার তাড়াতাড়ি করার তাকীদ আছে।

মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণের জন্যই আল্লাহ্ স'াওমের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন এবং রামাদ'ান মাসের স'াওম ফরয করিয়া দিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হ'াদীছ', ফিক্'হ ও ইখ্‌তিলাফ গ্রন্থসমূহের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহ দ্র.; (২) আল-গ'াযালী, ইহ্‌য়া' 'উলূমি'দ্-দীন, কায়রো ১৩৪৬ হি., ১খ, ২০৭—২১৪।

C. C. Berg (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহমান

সাকীনাঃ (سكينة) ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ মানসিক স্থৈর্য, চিত্তের প্রশান্তি। কু'রআনে 'সাকীনাঃ' শব্দটির ব্যবহারের দৃশ্যপট ইহার অর্থ পরিস্ফুট করে। অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এবং সংকটময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। যথা :

(১) হু'দায়বিয়্যার সন্ধিপত্রে কু'রায়শ কিছুতেই "মুহ'াম্মাদুর্-রাসূলুল্লাহ", (محمد رسول الله) লিখিতে দেয় না; বরং তাহা কাটিয়া "মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ" লিখিতে জিদ ধরে; সন্ধি শর্তে লিখিতে হয়, "মুসলিমগণের সেই বৎসর 'উম্‌রাঃ সম্পন্ন না করিয়াই মদীনায় ফিরিয়া যাইতে হইবে, পরবর্তী বৎসর তাঁহারা 'উম্‌রাঃ করিবার অনুমতি পাইবেন"; "মক্কাবাসীদের কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় চলিয়া গেলে তাহাকে অবশ্যই ফেরত দিতে হইবে, অপরপক্ষে মক্কাবাসীরা কাহাকেও ফেরত দিতে বাধ্য থাকিবে না"; মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী এবং মুসলিমদের পক্ষে অপমানজনক ইত্যাকার শর্তের আরোপ এবং এই ব্যাপারে কু'রায়শের অন্যায় জিদ (حمية الجاهلية) মুসলিম শিবিরে অত্যন্ত ক্ষোভ এবং চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইতঃপূর্বে 'উছ'মান (রা)-কে দূতরূপে মক্কায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। কু'রায়শ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে—এইরূপ একটি গুজব মুসলিম শিবিরে প্রচার লাভ করে। চরম উত্তেজনার মুখে মুসলিমগণ মুহ'াম্মাদ (স')-এর হস্তে হস্ত স্থাপন করিয়া কঠিন শপথ গ্রহণ করেন যে, তাঁহারা কিছুতেই 'উছ'মান (রা)-এর রক্তের প্রতিশোধ না লইয়া গৃহে ফিরিবেন না, এই বাক-বিতণ্ডা, জিদ এবং তীব্র উত্তেজনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাঁহার রাসূলের উপর এবং মু'মিনদের উপর নাযিল করিলেন 'তাঁহার সাকীনাঃ' অর্থাৎ "তাঁহার রহমতরূপী মানসিক স্থৈর্য, প্রশান্তি . . . ."। শান্তির খাতিরে রাসূল কারীম (স') অম্লান বদনে দৃশ্যত অপমানজনক একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিলেন এই অটল বিশ্বাসে যে, পরিণামে আল্লাহ তাঁহাকে জয়যুক্ত করিবেনই। রাসূল (স')-এর নেতৃত্বে পরম আস্থায় মুসলিমগণের মানসিক উত্তেজনা প্রশমিত হইল; উত্তেজনার স্থান গ্রহণ করিল 'সাকীনাঃ' (৪৮ : ৪, ১৮, ২৬)।

(২) হত্যা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ মক্কাবাসী শত্রুদের বেষ্টন এড়াইয়া রাসূল (স') মদীনায় হিজরতের পথে, একমাত্র সঙ্গী আবূ বাক্‌র (রা)-কে লইয়া, অনুসন্ধানরত ক্ষিপ্রগতি কু'রায়শের হস্তে ধৃত হইবার ভয়ে, ছাওর পাহাড়ের গুহায় লুকাইয়াছেন-এমনই এক সময়ে গুহামুখের নিকট অনুসন্ধানকারী কয়েকজন শত্রুর কলরব শুনিয়া আবূ বাক্‌র (রা) ভীত বিচলিত কণ্ঠে আশু পরিণামের

প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে রাসূল (স') বলিলেন, "বিষন্ন হইও না, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সঙ্গে আছেন।" অতঃপর আল্লাহ তাঁহার নবীর উপর 'তাঁহার 'সাকীনাঃ' নাযিল করিলেন . . . ." (৯ঃ ৪০)।

(৩) হ'নায়নের যুদ্ধের প্রথমদিকে মুসলিম বাহিনী ছত্রভংগ হইয়া পড়িলে হযরত (স')-এর জীবন বিপন্ন হইল। পার্শ্বে ছিলেন হযরত 'আব্বাস, আবু সুফ্য়ান এবং দুই-তিনজনমাত্র সা'হা'াবী (রা); অপর দিকে হাওয়াযিন গোত্রের দুর্জয় যোদ্ধারা উন্মুক্ত তরবারী হস্তে ছুটিয়া আসিতেছিল তাঁহার দিকে। এই ঘোর সংকটকালে তিনি অশ্বতর পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করিলেন—অকুতোভয়ে; আল্লাহ্ "তাঁহার সাকীনাঃ নাযিল করিলেন তাঁহার রাসূলের উপর এবং মু'মিনদের উপর" (৯ঃ ২৬)। হযরত (স') পুনরায় তাঁহার অশ্বতরে আরোহণ-পূর্বক একাকী শত্রুর মুকাবিলায় অগ্রসর হইলেন। পার্শ্ববর্তী সা'হা'াবীগণ বাধা দিতে চাহিলে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে অতি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন, (انا النبى لا كذب) 'আমি সত্য নবী, ইহাতে মিথ্যার লেশমাত্র নাই", (انا ابن عبد المطلب) "আমি (বীর) 'আব্দু'ল-মুত্ত'ালিব-এর বংশধর।"

(৪) মূসা ('আ)-এর ইন্তিকালের পর ইস্রাঈল বংশীয়গণ দুর্জয় 'আমালিক'াঃ গোত্রের অত্যাচারে জর্জরিত অথচ উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে অসহায় বোধ করিতেছিল। আল্লাহ ত'ালুত (طالوت ঃ বাইবেলে উক্ত Saul)-কে তাহাদের রাজা মনোনীত করিয়া দিলেন। শারীরিক শক্তি এবং জ্ঞানে বলীয়ান হইলেও সম্পদে ত'ালুত ছিলেন দুর্বল। এই কারণে ইস্রাঈল বংশীয়গণ তাঁহার রাজত্ব এবং 'আমালিক'ার বিরুদ্ধে জিহাদে তাঁহার নেতৃত্ব মানিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। তৎকালীন নবী শামুয়িল (شموئل) ঘোষণা করিলেন, "ত'ালুত আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত নেতা হইবার পক্ষে প্রমাণরূপে তোমাদের কাছে আসিবে تابوت (সিন্দুক) যাহাতে থাকিবে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে সাকীনাঃ এবং যাহার মধ্যে আছে মূসা এবং হারূন বংশীয়দের পবিত্র স্মৃতি চিহ্নসমূহ; ফিরিশতাগণ ইহাকে বহিয়া আনিবে" (২ঃ ২৪৮)। তাবূত আসিল এবং সমস্ত বাক-বিতণ্ডার পরিসমাপ্তি ঘটিল; সকলে তখন অবনত মস্তকে ত'ালূতের নেতৃত্ব তখনকার মত মানিয়া লইল এবং 'আমালিক'াঃ প্রধান জালূত (বাইবেলের Goliath)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিল। য়াহূদী এবং খৃষ্টানদের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাধারণত অনির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তাফসীরকারগণ তাবূত সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, ইহা সন্দেহাতীত যে, তাবূতের অলৌকিক আগমন তদানীন্তন ইস্রাঈল বংশীয়দের মন হইতে তাহাদের সেই জাতীয় বিপর্যয়ের মুহূর্তে সকল সংশয়ের অপসারণ ঘটাইয়াছিল এবং অন্তত সাময়িকভাবে স্থির বিশ্বাসজনিত স্থৈর্য (سكينة) স্থান পাইয়াছিল তাহাদের অন্তঃকরণে, যদিও পরবর্তীকালে অনেকেই ত'ালুতের আনুগত্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

কু'রআন পাঠে রত এক সা'হা'াবী প্রত্যক্ষ করিলেন যেন একখণ্ড মেঘ তাঁহাকে ছায়া দান করিতেছে। শুনিয়া হযরত (স') মন্তব্য করিলেন ঃ ইহা হইল কু'রআনের দৌলতে অবতীর্ণ 'সাকীনাঃ' (বুখারী ও মুসলিম, দ্র. মিশ্‌কাত, বাব ফাদ'াইলু'ল-কু'রআন)।

কু'রআনে সাকীনাঃ-র প্রায় সমার্থবাচক শব্দ طمانينة অথবা اطمئنان-এর বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ইব্রাহীম ('আ) বলিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখাও, কিভাবে তুমি মৃতকে জীবন দান কর।" আল্লাহ বলিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর না?" ইব্রাহীম বলিলেন, "অবশ্যই করি, তবে আমার অন্তঃকরণ যেন প্রশান্ত হয়" (ليطمئن قلبى ২ঃ ২৬০)। ইতঃপূর্বে নামরূদের সহিত তর্কে ইবরাহীম ('আ) আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন ঃ "তিনিই আমার আল্লাহ যিনি জীবন দান করেন এবং হরণ করেন" (يحيى و يميت ২ঃ ২৫৮); সুতরাং অবিশ্বা-সের কোন প্রশ্নই উঠে না। কু'রআনের কথা ঃ "জানিয়া রাখ, আল্লাহ্‌র যি'ক্‌র অন্তঃকরণকে দান করে অনাবিল প্রশান্তি" (১৩ঃ ২৮)।

সংশয়বিহীন প্রতীতি এবং অবিচল বিশ্বাসপ্রসূত যে অনাবিল আত্মিক প্রশান্তি—ইহার অভিব্যক্তি হয় সাকীনায়। নবী ও ওয়ালীগণ সাধারণত সাকীনাঃ-র অধিকারী হন।

প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণের কাহারও মতে হিব্রু 'Shekina' শব্দটি 'আরবীতে 'সাকীনা-য়' রূপান্তরিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহা আল্লাহ্‌র উপস্থিতি সূচনা করে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি সংকেতে, যথাঃ আগুন, মেঘ বা আলোতে ইহা প্রকাশ পায়। শব্দটি 'আরবী, হিব্রু এবং সুরয়ানী ভাষায় সমভাবে ব্যবহৃত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কু'রআনের প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থাদি; (১) I. Goldziher, Uber den Ausdruck 'Sakina' in Abhandlugen zur arabischen Philologie, Leiden 1896; (২) do, in RHR, xxviii. 1—12; (৩) A. Geiger, Was hat Mohammad aus dem Judentume aufgenommen ?², Leipzig 1902, p. 53 প.।

সম্পাদনা পরিষদ

সাজ্জাদাঃ (سجادة) 'আ. নাম, পদ, (ব.ব. সাজ্জাজিদ, সাজ্জাজীদ, সাওয়াজিদ), যাহা স'ালাতের জন্য বিছান হয়—জায়নামায, মুস'াল্লা। শব্দটি কু'রআন শারীফ বা স'াহ'ীহ' হ'াদীছে' না থাকিলেও মুসলিম সমাজে ইহা আদিযুগ হইতেই সুপরিচিত। হ'াদীছে' উক্ত আছে যে, মুষলধারে বারি বর্ষণের অব্যবহিত পরে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এবং তাঁহার স'াহ'াবীগণ মদীনার মসজিদের কাঁচা মেঝেতে স'ালাত আদায় করিয়াছিলেন, ফলে তাঁহাদের নাক ও কপাল কর্দমাক্ত হইয়াছিল (আল-বুখারী, আযা'ান, বাব ১৩৫, ১৫১; মুসলিম, সি'য়াম, হ'াদীছ' ২১৪—২১৬, ২১৮ প্রভৃতি)। ইহা দ্বারা প্রামাণিত হয় যে, সাজ্জাদার ব্যবহার রাসূল কারীম (স')-এর সময়ে প্রচলিত হয় নাই। একটি হ'াদীছে' বর্ণিত আছে যে, অপরাপর নবীগণের সহিত রাসূল কারীম (স)-এর পার্থক্য এই যে, ভূমি তাঁহার জন্য মসজিদ এবং পবিত্রতা সাধনের (তায়াম্মুমের) উপাদান (আল-বুখারী, তায়াম্মুম, বাব ১; স'ালাত, বাব ৫৬ প্রভৃতি; আত-তিরমিয'ী, স'ালাত, বাব ১৩০)। কোন কোন ফাক'ীহ শুধু মাটির উপর স'ালাত আদায় শ্রেয় মনে করেন। আধুনিক মিসর ও মরক্কোতে হীন অবস্থাপন্ন লোকেরা আদৌ কোন মাদুর ব্যবহার করে না।

স'াহ'ীহ' হ'াদীছে' নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় ঃ হযরত মুহ'াম্মাদ (স') স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রের উপর স'ালাত আদায় করিতেন। সিজদাঃ দিবার সময় বাহদ্বয় মাটির উত্তাপ হইতে রক্ষার্থে জামার হাতার কাপড়ের উপর সিজদাঃ করিতেন, হাঁটু রক্ষা করিতেন পরিধেয়ের এক প্রান্ত দ্বারা এবং ললাট রক্ষা করি-

তেন পাগড়ী কিংবা টুপি দ্বারা (আল-বুখারী, স'লাত; আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, ১ : ৩২০)। মুসলিম হইতে উদ্ধৃত অংশের উপর মন্তব্য প্রসঙ্গে আন-নাওয়াব'ী বলেন, শাফি'ঈ মতানুসারে পরিধেয় পোশাকের উপর সিজদাঃ করা অবৈধ। আল-বুখারীর (স'লাত, বাব ২২) হ'াদীছে' আছে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') বিছানার (ফিরাশ) উপর স'লাত আদায় করিয়াছেন।

হ'াদীছে' পাওয়া যায়, স'লাত মাদুরের উপর পড়া হইত; উদাহরণ, আত-তিরমিয'ীর স'লাত, বাব ১৩১-এতে মাদুরের জন্য বিসাত' উল্লিখিত হইয়াছে (অনুরূপ বর্ণনার জন্য দ্র. ইব্‌ন মাজাঃ, ইক'ামাঃ আস'-স'লাওয়াত, বাব ৬৩; আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল ১খ, ২৩২, ২৭৩; ৩খ, ১৬০, ১৭১, ১৮৪, ২১২); শেষোক্ত অংশে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, এই বিসাত' ছিল খেজুর পাতা দ্বারা তৈরী জারীদ আন-নাখ্‌ল। আত্-তিরমিয'ী আরও সংযোগ করিয়াছেন, অধিকাংশ ফাক'ীহ্ তু'নুফুসাঃ বা বিসাতে'র উপর স'লাত আদায় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। খেজুর পাতার বোনা অনুরূপ মাদুরকে হ'াস'ীরও বলা হইত (আল-বুখারী, স'লাত, বাব ২০; আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৩খ, ৫২, ৫৯, ১৩০ প., ১৪৫, ১৪৯, ১৬৪, ১৭৯, ১৮৪, প., ১৯০, ২২৬, ২৯১)। মুসলিমের মাসাজিদ সংক্রান্ত হ'াদীছ' নং ২৬৬-এর উপর আন-নাওয়াব'ী মন্তব্য করিয়া বলেন, ফাক'ীহ্‌গণ সাধারণভাবে এই অভিমত পোষণ করেন যে, যে সকল বৃক্ষ মাটিতে জন্মিয়াছে তাহাদের কোন অংশ দ্বারা নির্মিত বস্তুর উপর স'লাত আদায় জা'ইয। আবূ দাউদ, স'লাত, বাব ৯১ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, হিজরী তৃতীয় শতকের শেষভাগের পূর্ব হইতেই পশুর পাকা চামড়া মুস'াল্লা স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছিল (ফারওয়াঃ মাস্'বূগ'াঃ)।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স') খুম্‌রাঃর উপর স'লাত আদায় করিতেন বলিয়া জানা যায় (আল-বুখারী, স'লাত, বাব ২১; মুসলিম মাসাজিদ, হ'াদীছ' ২৭০; আত-তিরমিয'ী, স'লাত, বাব ১২৯; আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১খ, ২৬৯, ৩০৮ প., ৩২০, ৩৫৮; ২খ, ৯১ প.; আন-নাসাঈ মাস্‌জিদ, বাব ৪৩; ইব্‌ন সা'দ, ১/২ : ১৬০)। খুম্‌রাঃ এবং হ'াস'ীরের মধ্যে উপাদানগত কোন পার্থক্য ছিল না, পার্থক্য ছিল কেবলমাত্র আকারে, "খুমরাতে সিজ্‌দাঃ করার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকিত আর হ'াস'ীরের দৈর্ঘ্য ছিল একজন মানুষের দৈর্ঘ্যের সমান (ইব্‌ন মাজাঃ, ইক'ামাঃ, বাব ৬৩, ৬৪, উহার উপর মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন 'আব্‌দিল্লাহ আল-'আলাব'ীর হ'াশিয়াঃ)।

স'াহ'ীহ' হ'াদীছ'সমূহের সংকলন সমাপ্ত হওয়ার এক শতাব্দী পরে সাজ্জাদাঃ শব্দটি মুস'াল্লার জন্য ব্যবহার হইতে দেখা যায়। আজ-জাওহারী 'স'াহ'াহ'' গ্রন্থে বলেন, সাজ্জাদাঃ শব্দ খুম্‌রাঃ শব্দের সমার্থক। Dozy তাঁহার Supplement-এ ইব্‌ন বাত্তূ'তা'ঃ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন, কায়রোর কোন মাবি'স্থার লোকদের রীতি ছিল তাহারা শুক্রবারে সকলেই মসজিদে যাইত, সেখানে এক ভৃত্য তাহাদের প্রত্যেকের জন্য সাজ্জাদাঃ বিছাইয়া রাখিত (সং. প্যারিস, ১খ, ৭৩; তু. ৭২)। এই পর্যটক মাজ্রী অঞ্চল সম্বন্ধেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করেন, সেখানে প্রত্যেকেই ভৃত্যকে সাজ্জাদাঃসহ মসজিদে প্রেরণ করিত উহা পাতিয়া রাখিবার জন্য। তিনি আরো বলেন, খেজুর গাছের ন্যায় এক প্রকার গাছের পাতা দ্বারা উহা প্রস্তুত করা হইত (৪খ, ৪২২)।

মক্কা নগরীতে কা'বাঃ প্রাঙ্গণে প্রত্যেকেই সাজ্জাদাঃর উপর স'লাত আদায় করেন, উহা সাধারণত ছোট কার্পেট, ঠিক এতটুকু লম্বা যাহাতে সিজ্‌দাঃ আদায় করা চলে। স'লাতের পর উহা গুটাইয়া রাখা হয়। একদল অজ্ঞ লোকের ধারণা, স'লাতের পর উহা গুটাইয়া না রাখিলে ইব্‌লীস উহার উপর স'লাত আদায় করিবার সুযোগ গ্রহণ করে। ধনীরা কখনও কখনও মসজিদের খাদিমের হিফাজতে সাজ্জাদাঃ রাখিয়া দেয়, অবশ্য ইহা খুবই বিরল। কার্পেটের বদলে কখনও কখনও তোয়ালে ব্যবহার করা হয়, যাহা উযূর পর হাত-মুখ মোছার জন্য ব্যবহার করা হয়। কি'বলাঃ (দ্র.)-র দিকে যে অংশটি পাতা হয়, সেই অংশটিতে কিছু অংকন করিয়া দেওয়া হয়। দ্র. নিম্নের Lane's 'niohe'। মরক্কোর সাধারণ লোক সাজ্জাদাঃ ব্যবহার করে না; মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যানবাহনে যেরূপ জিনের সহিত সংলগ্ন গদী থাকে, সেইরূপ ছোট পশমের তৈরী কার্পেট (লাব্‌দাঃ) পসন্দ করে, উহা সিজ্‌দাঃ দিবার উপযোগী দীর্ঘ হয়। ফাক'ীহ্‌গণ উহা সচরাচর ব্যবহার করেন, সেইজন্য উহা তাঁহাদের বিশেষত্বে পরিণত হইয়াছে। আলজিরিয়াতে উহা কদাচিৎ ব্যবহার করা হয়। ত'ারীক'াঃ (দ্র.) এবং বিভিন্ন মুরাবিত' (দ্র.) প্রধানগণ উহার উপর স'লাত আদায় করেন। এখানকার সাজ্জাদাঃ সাধারণত ছাগল বা হরিণের চামড়া দ্বারা তৈরী। সাধারণ লোকেরা ঐ চামড়ায় অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, সাজ্জাদায় বসিয়া তাহারা মক্কায় স্থানান্তরিত হয় অথবা পানির উপর দিয়া চলিয়া যায়। এই প্রকারের সাজ্জাদাঃ হ'াজ্জীগণ প্রায়শ মক্কা হইতে স্বগৃহে লইয়া যান। এই সব মোটা জায়'নামায নানা দেশ হইতে আমদানী করা হয়।

Lane বলেন, এশিয়া মাইনর হইতে সাজ্জাদাঃ (কার্পেট) মিসরে আমদানী করা হইত এবং ধনীগণ উহা স'লাত এবং জিনের গদির ঢাকনির জন্য ব্যবহার করিত। ঐসব কার্পেট বাড়ীতে ব্যবহৃত কম্বলের মত চওড়া। উহাতে একটি কুলুঙ্গি অঙ্কিত থাকিত এবং উহার অগ্রভাগ কি'বলামুখী রাখা হইত। দরিদ্র লোকেরা খালি মাটিতে স'লাত আদায় করিত এবং সিজ্‌দাঃ দিবার কারণে নাকে ও কপালে লাগা ধূলা-বালি স'লাতের অব্যবহিত পরেই মুছিয়া ফেলিত না; কাহারও পরিধানে লম্বা জামা বা অন্য কোন পোশাক থাকিলে এবং উহা শরীর বিবস্ত্র না করিয়া ব্যবহারের সুবিধা থাকিলে উহা মাটিতে বিছান হইত।

ইন্দোনেশিয়ার প্রচলিত রীতি Snouck Hurgrunje বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে স'লাত শুরু হইবার পূর্বে অনেকগুলি দীর্ঘ প্রশস্ত মাদুর অথবা কার্পেট চওড়াভাবে মস্‌জিদের মেঝেতে বিছান হয়। স'লাতের পর ঐগুলি পুনরায় উঠাইয়া একপাশে রাখা হয় (De Islam in Nederlandsch-Indie, Baarn 1913, p. 10-Verspreide Geschriften. iv/ii. 366)। নিজ নিজ জায়'নামায সঙ্গে লইয়া যাওয়া এখানে প্রচলিত রীতি।

ইস্তাম্বুলে পূর্বে আয়া সোফিয়ার মেঝে যে কার্পেট দ্বারা আবৃত থাকিত তাহাতে রেখা বা কোন চিহ্ন এমন থাকিত যাহাতে সাজ্জাদাঃগুলি পৃথক পৃথক মনে হইত অর্থাৎ প্রত্যেক মুসল্লীর জন্য যেন আলাদা সাজ্জাদাঃ, অবশ্য স'লাত আদায়ের সময় মুসল্লীগণ তেমন পৃথকভাবে দাঁড়াইত না।

কনস্টান্টিনোপলের সেরাগ্‌লিও মসজিদে নবী কারীম (স')-এর স্মারক সংরক্ষিত আছে, সেখানে আবূ বাক্‌র (রা)-এর প্রখ্যাত সাজ্জাদাঃও সুরক্ষিত (d' Ohsson, Tableau de l' Empire

Othoman. Paris 1787—1820, i. 267)। Barbier de Meynard, Dict. Turcfrancais গ্রন্থে কয়েকটি কতকগুলি তুর্কী বাক্যাংশের মধ্যে সাজ্জাদাঃও পাওয়া যায়।

ধর্মীয় এবং দরবেশ সমাজে সাজ্জাদাঃ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। দরবেশদের মধ্যে অন্ততপক্ষে মিসরে, শব্দটি সংঘের নামের সমার্থক রূপ লাভ করিয়াছে। সুতরাং বলা হয় শায়খু'স-সাজ্জাদাঃ অর্থাৎ সেই সংঘের প্রধান; ফারসী অনুরূপ পদ 'সাজ্জাদাঃ নাশীন'। এই সকল সমাজের পরিভাষা অনুসারে সাজ্জাদার বিকল্প বিসাত' (উপরে দ্র.) এবং আরও কিছু শব্দ।

একটি কিংবদন্তী এই যে, জিব্রাঈল ('আ) হযরত আদাম ('আ)-কে বেহেশতের মেষের চামড়া দ্বারা প্রস্তুত একখানা সাজ্জাদাঃ আনিয়া দিয়াছিলেন, উহার উপর তাঁহাকে 'শাদ্দ' (দ্র.) অনুষ্ঠানের সময় জানু পাতিয়া উপবেশন করিতে বলা হইয়াছিল। ইহাই সাজ্জাদাঃ আল-খিলাফাঃ। পরবর্তীকালে ধার্মিক ব্যক্তিগণ এই ধরনের অনুষ্ঠানে যে সাজ্জাদাঃ ব্যবহার করেন তাহা ঐ ঘটনার স্মৃতি বহন করে বলিয়া ধারণা করা হয়। বিসাতু'ত-ত'ারীক'াঃ সূ'ফী সংঘের সাজ্জাদাঃ, যাহাকে সিংহাসনের সহিত তুলনা করা যায়, 'শাদ্দ' অনুষ্ঠানের পূর্বে নাক'ীব উহা বিছাইয়া দেয়। শায়খ 'শাদ্দ' অনুষ্ঠান পরিচালনের সময় উহার উপর উপবেশন করেন।

বায়'আত হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিমিত্ত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত ব্যক্তি তখন বিসাতু'ল-জাম'-এর উপর দণ্ডায়মান হয় এবং শায়খের নিকট বিশেষ পদ্ধতিতে বায়'আত হয়। সাজ্জাদাঃ শব্দটিকে ঘিরিয়া বহু রহস্যময় ব্যাখ্যামূলক শব্দ প্রচলিত আছে। জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় উহার প্রতি হাত-পা ইত্যাদি অঙ্গেরও আরোপ করা হইয়াছে। শব্দটি চারিটি অক্ষরবিশিষ্ট এবং অক্ষরগুলি প্রাকৃতিক উপাদানের নাম বহন করে। মুক্তিলাভের পথ নির্দেশ সম্পর্কেও সাজ্জাদাঃ শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। তাওহ'ীদের স্বীকৃতি ঈমান ও 'আক'ীদা-র সাজ্জাদাঃ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতি যে সকল বস্তু দ্বারা সাজ্জাদাঃ প্রস্তুত করে এবং উহার যে বিভিন্ন রঙ হয় তাহার বিবরণীও লিপিবদ্ধ আছে (তু. The Picture in Isl., VI. 1916, p. 170)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়া : (১) Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians, Index (দ্র. Seggadeh); (২) J. P. Brown, The Dervishes, London 1868, p. 196; (৩) H. Thorning, Beitr. zur Kenntnis des islam. Vereinswesens, Turk. Bibl., xvi., Berlin 1913, Index; (৪) P. Kahle, Zur Organisation der Derwischorden in Egypten in Isl., vi. 1916. 194 প.; (৫) F. Taeschner, Aufnahme in eine Zunft, পূ. গ্র., p. 169; (৬) illustrations of Sadjdjada's in F. Sarre and F. R. Martin, Die Ausstellung von Meisterwerken Muhammedanischer Kunst in Munchen 1910 (Munchen 1912)।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

সাজ্জাহ্' (سجاح) উম্মু সা'দির বিন্ত 'আওস ইব্ন হি'ক ইব্ন উসামাঃ অথবা বিন্তু'ল-হা'রিছ' ইব্ন সুওয়ায়দ ইব্ন 'উক্'ফান, একজন ভণ্ড মহিলা নবী ও ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল। ধর্ম ত্যাগ (রিদ্দাঃ)-এর প্রাক্কালে ও উক্ত সময়ে 'আরব দেশে যে কয়জন গোত্রীয় নেতা ও ভবিষ্যদ্বক্তার আবির্ভাব হয়, সে ছিল উহাদের অন্যতম। তাহার প্রামাণ্য বংশ তালিকা হইতে জানা যায়, সে বানূ তামীম গোত্রসম্ভূত। মাতৃকুলের দিক দিয়া সে তাগ'লিব গোত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। এই গোত্রের অনেকে খৃস্ট ধর্মাবলম্বী ছিল। সে নিজেও খৃস্টান ছিল অথবা খৃস্ট ধর্ম সম্বন্ধে আত্মীয়-স্বজন হইতে অনেক কিছু শিখিয়াছিল। তাহার ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম বা তৎপ্রবর্তিত ধর্মনীতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সে মিম্বারে দাঁড়াইয়া ছন্দোবদ্ধ গদ্যে ভাষণ দান করিত এবং একজন মুআয্'যি'ন ও একজন হ'াজিব তাঁহার সঙ্গে থাকিত। তাহার মতে আল্লাহর নাম বা একটি নাম ছিল রাব্বু'স-সাহ'াব (বা মেঘের প্রভু)। রাসূল কারীম (স')-এর ওফাতের পর সাজ্জাহ' ১২ হিজরীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাহার দুষ্কার্যের এক বিবরণে তাহাকে একজন তাগ্‌লিবী ভুঁইফোঁড় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সে মেসোপটেমিয়া হইতে রাবী'আঃ, তাগ্'লিব, বানূ'ন-নামির, বানূ ইয়াদ', বানূ শায়বান প্রভৃতি গোত্রের একদল অনুচরসহ আত্মপ্রকাশ করে। সে দেখিতে পায় যে, রাসূল কারীম (স')-এর ওফাতের পর 'আরবের রাজনৈতিক অবস্থা কিছুটা অনিশ্চিত। মুসলিমগণ যদিও সাধারণভাবে মদীনার খিলাফাতের প্রতি অনুগত কিন্তু তাহাদের একদল এমনও আছে যাহারা মদীনার খিলাফাতের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন। আবার নবদীক্ষিত কিছু মুসলিম ইসলাম ত্যাগ করিয়াছে অথবা করিতে উদ্যত। অপরপক্ষে সাজ্জাহ্'-এর নিজ গোত্র তামীমও দ্বিধাবিভক্ত। সুযোগ বুঝিয়া সাজ্জাহ্' হ'ান্‌জ'ালাঃ-র উভয় শাখার (অর্থাৎ বানূ মালিক এবং বানূ য়ারবূ') নিকট তাহার ধর্মমত প্রকাশ করে। তাহারা তাহার ধর্ম গ্রহণ করে ও তাহার নেতৃত্বাধীনে একতাবদ্ধ হয়। তখন সে উহাদিগকে লইয়া মদীনার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিবার ইচ্ছা করে। নানা পার্থিব স্বার্থের জন্যই এই সকল লোক তাহার সমর্থন করিয়াছিল। তাহার গোত্রের অনেকের ইসলাম গ্রহণ ছিল একটি রাজনৈতিক ব্যাপারমাত্র। এই কারণে পরবর্তীতে সামান্য বৈষয়িক সুবিধার লোভে তাহারা সহজেই ধর্মত্যাগ করিতে পারিয়াছিল। সেই সকল ধর্মত্যাগী তামীমীদেরও সহায়তা সাজ্জাহ্' লাভ করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

এক পর্যায়ে সাজ্জাহ্' তাহার অনুসারীদিগকে বলিল যে, সে দৈববাণীর মাধ্যমে বানূ রিবাব গোত্রকে আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছে। তাহারা তাহার প্রদত্ত আশ্বাসে আক্রমণ করিল বটে কিন্তু যুদ্ধে নির্মমভাবে পরাজিত হইল। অতঃপর সে দলবলসহ য়ামামাঃ-র অন্তর্গত আন-নিবাজ নামক স্থানে পশ্চাদপসরণ করিল। সেখানে বানূ 'আম্‌র গোত্রের হস্তে সে দ্বিতীয়বার পরাজয় বরণ করে। ফলে সাজ্জাহ্'কে বাধ্য হইয়া তামীমীদের অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে হয়। বানূ য়ারবূ' গোত্র তাহার সঙ্গে থাকে এবং তাহাদিগকে লইয়া সে ভণ্ড নবী মুসায়লিমাঃ (দ্র.)-র সঙ্গে যোগদান করা স্থির করে—যাহাতে উভয়ের মিলিত শক্তি সফলতা অর্জন করিতে পারে এবং এইভাবে সে নিজের হৃত শক্তি পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। মুসায়লিমাঃ তখনও য়ামামার অধিকাংশ স্থান নিজ দখলে রাখিয়াছিল। আল-আম্‌ওয়াহ্ বা হ'াজ্‌র নামক স্থানে উভয়ের সাক্ষাত ঘটে। মুসায়লিমাঃ তখন মুসলিম বাহিনীর আক্রমণ-আশংকা করিতেছিল এবং তাহার প্রতিবেশী গোত্রগুলি তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের হুমকি দিতেছিল। সুতরাং বহু সশস্ত্র অনুগামীসহ এই পরাজিতা উচ্চাভিলাষিণী দুর্দান্ত নারীর আগমন তাহার নিকট অত্যন্ত এবং

সমস্যাসংকুল প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ে আপোষ করিয়াছিল এবং পরস্পরকে সমর্থন জানাইয়াছিল। দুই ভণ্ড নবীর এই মিলনকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তাহারা পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়। সাজাহ্' মুসায়লিমাঃ-র মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার সঙ্গে ছিল। প্রাচীর বেষ্টিত যে বাগানে মুসায়লিমার মৃত্যু হয়, তাহাদের বিবাহও সেখানে হইয়াছিল। অপর এক বর্ণনামতে, বিবাহের পর মুসায়লিমাঃ সাজাহ্'কে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং সে তাহার আপনজনদের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। তৃতীয় এক বর্ণনায় বিবাহের উল্লেখই পাওয়া যায় না। সেই বর্ণনামতে মুসলিমদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য মুসায়লিমাঃ সাজাহ্'কে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এইভাবে সাজাহ্'-এর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। সাজাহ্' তাহা করিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে চলিয়া যাইতে বলা হয় এবং বিনিময়ে য়ামামার সেই বৎসরের অর্ধেক ফসল দিবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সাজাহ্' পরবর্তী বৎসরের ফসলেরও অর্ধেক দাবী করিয়া বসে। সেই বৎসরের অর্ধেক ফসল সঙ্গে লইয়া সে চলিয়া যায় এবং পরবর্তী বৎসরের ফসলের জন্য নিজের প্রতিনিধিগণকে মুসায়লিমার নিকট রাখিয়া যায়। কিন্তু ফসলের দ্বিতীয় ভাগ কখনও আদায় হয় নাই, কারণ মুসায়লিমাঃ পরাজিত হইয়া পরবর্তী ফসল উঠিবার পূর্বেই খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-এর হস্তে নিহত হয়।

সাজাহ্'-এর সহিত বিবাহ সূত্রে বা অন্য কোনভাবে মুসায়লিমার যে সংযোগ ঘটিয়াছিল, তাহার পরাজয়ের ফলে উহার অকাল পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল। অতঃপর তাহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। অনেকের মতে সে স্বীয় গোত্রে ফিরিয়া গিয়াছিল এবং সেখানে অজ্ঞাতভাবে বসবাস করিয়াছিল। ইবনু'ল-কাল্বীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, যখন তাহার পরিবারবর্গ বস্রায় বসবাস করিবার সিদ্ধান্ত করে তখন সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। বসরা তখন উমায়্যাদের অধীনে বানূ তামীমদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সেখানে মুসলিম হিসাবে সে বাকী জীবন অতিবাহিত করে। তাহার মৃত্যুর পর বসরায় তাহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী (ed. de Goeje), ১খ, ১৯১১-১৯২০ খৃ.; (২) আল-বালাযু'রী (ed. de Goeje), পৃ. ৯৯-১০০; (৩) কিতাবু'ল-আগ'ানী, ১৮খ, ১৬৫; (৪) ইব্ন খাল্দূন, 'ইবার, বূলাক' ১২৮৪ হি., পৃ. ৭৩; (৫) Wallhausen, Skizzen und Vorarb, vi. 13—15; (৬) Caetani, Annali dell' Islam, A. H. 11, 160—164, 170—173, A. H. 12, 92—93; (৭) ফানী, দাবিস্তান, transl. Shea and Troyer (London 1843), Vol. iii.

V. Vacca (S.E.I.)/যিল্লুল করীম

সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (سعد ابن ابی وقاص) (রা) স্বনামধন্য স'াহ'াবী, একজন 'আরব সেনাপতি। তাঁহার পিতার পূর্ণ নাম মালিক ইবন উহায়ব ইব্ন 'আবদ মানাফ ইব্ন যুহ্রাঃ ইবন কিলাব ইব্ন মুর্রাঃ। সা'দ (রা) সতের বৎসর বয়সে ইসলাম ধর্ম কবূল করেন। তিনি ছিলেন নবী (স')-এর পুরাতন স াহ'াবীগণের অন্যতম এবং তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র। যাঁহারা বেহেশ্তে যাইবেন বলিয়া সুসংবাদপ্রাপ্ত, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বদর ও উহ'দের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী জিহাদগুলিতেও শরীক হন। খালিদ ইব্নু'ল-ওয়ালীদ (রা)-এর পর আল-মুছ'ান্না ইব্ন হারিছ' (রা) আল-হি'রায় সেনাপতি পদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া খলীফা 'উমার (রা)-এর নিকট আরও সৈন্য প্রার্থনা করিলে, সম্ভবত মুসলমানদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে খলীফা স্বয়ং সেনাপতির কর্তব্য সম্পাদন করিবার উদ্যোগ নেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া সা'দ (রা)-কে সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। সা'দ (রা) এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর পুরোধা হইয়া পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং পারস্য ও 'আরবের সীমান্ত অঞ্চলে আল-ক'াদিসিয়্যায় শিবির স্থাপন করেন। সেখানে সম্ভবত ১৬ হিজ্রীর প্রথমার্ধে/৬৩৭ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে বিশাল পারস্য বাহিনীর সঙ্গে মুসলিমদের তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ কয়েকদিন যাবত চলিতে থাকে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এই যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অসুস্থতা বিধায় সা'দ (রা) স্বয়ং রণক্ষেত্রে গিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন নাই, কিন্তু এক উচ্চ মঞ্চ হইতে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই ধরনের যুদ্ধ পরিচালনা অবশ্য প্রাচীন 'আরব যুদ্ধরীতি-বিরুদ্ধ। সাসানীয় বীর রুস্তম যুদ্ধে পরাস্ত হইলে পারস্য সৈন্যবাহিনী পরাজয় স্বীকার করে এবং সা'দ (রা) সমগ্র 'ইরাক' আল-'আরাবী দখল করেন। পারস্যবাসিগণ তাইগ্রীস নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত রাজধানী মাদাইনও রক্ষা করিতে পারে নাই। সাসানীয় সম্রাট য়াযদাজিরূদ্ বাধ্য হইয়া স্বীয় রাজধানীও সা'দ (রা)-এর হস্তে ফেলিয়া পলায়ন করেন। নগরীতে প্রবেশ করিয়া সা'দ (রা) বিপুল ধন-সম্পদ লাভ করেন এবং আল-মাদাইনকে তখনকার মত তাঁহার সরকারী কর্মকেন্দ্রে পরিণত করেন।

এই সময়ই কূফার ভিত্তি স্থাপিত হয়। সা'দ (রা) সেখানে একটি সুদৃঢ় সামরিক শিবির নির্মাণের কৃতিত্ব লাভ করেন। কালক্রমে কূফা একটি প্রসিদ্ধ নগরীরূপে গড়িয়া উঠে এবং তিনিই এই দ্রুত বর্ধিষ্ণু এলাকার সর্বপ্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। খলীফা 'উমার (রা) সর্বত্র পুরাতন যুগের অনাড়ম্বর জীবনধারা বজায় রাখিতে প্রচেষ্টা চালান; কিন্তু মনে হয় সা'দ (রা) উহার প্রতি যথাযোগ্য আগ্রহ দেখান নাই। কথিত আছে যে, তিনি আল-মাদাইনে অবস্থিত ত'াক'-ই-খুস্রাও-এর অনুকরণে কূফায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করান। পাছে পারস্যের বিলাসিতা সাদাসিধা 'আরব চরিত্রে কোন প্রকার অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করে, এইজন্য 'উমার (রা) সাতিশয় সন্ত্রস্ত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি এই প্রাসাদের কথা শ্রবণমাত্র সা'দ (রা) কে তীব্র ভর্ৎসনা করেন এবং মুহ'াম্মদ ইব্ন মাস্লামাঃ (রা)-কে পাঠাইয়া উক্ত প্রাসাদ ভস্মীভূত করান। ২০/৬৪০-১ সনে সা'দ (রা)-কে পদচ্যুত করা হয়, কারণ অস্থিরচিত্ত দুর্দান্ত কূফাবাসিগণ তাঁহাকে অন্যায়প্রবণ ও অত্যাচারী বলিয়া অভিযুক্ত করে। মুহ'াম্মাদ ইব্ন মাস্লামাঃ (রা) যখন খলীফার নির্দেশে কূফায় উপস্থিত হইয়া সা'দ (রা)-এর অফিসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত শুরু করেন, তখন কিন্তু দুই-একজন ব্যতীত অন্য কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় নাই। এতদ্সত্ত্বেও সা'দ (রা)-কে পদচ্যুত করিয়া তৎস্থলে 'আম্মার ইব্ন য়াসির (রা)-কে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তিনি স্বল্পকালমাত্র উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মুগ'ীরাঃ ইব্ন শু'বাঃ (রা) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। পরবর্তীকালে হযরত 'উমার (রা) সা'দের সামরিক এবং প্রশাসনিক কার্যাবলীর যোগ্য স্বীকৃতি দান করেন। মৃত্যুশয্যায় তিনি রাসূল কারীম (স')-এর ছয়জন অতি বিশ্বস্ত স'াহ'াবীকে তিনদিনের মধ্যে একজন নূতন খলীফা নির্বাচনের ক্ষমতা অর্পণ করেন। ছয় সদস্যের এই দলে তিনি সা'দ (রা)-কেও অন্তর্ভুক্ত করেন। কথিত আছে, এমন কি তিনি সা'দ (রা) সম্পর্কে বলেন যে,

যদি সা'দ খলীফা পদে মনোনীত না হন তবে পরবর্তী খলীফা যেন সা'দকে কোনও স্থানের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করিয়া ইহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। কারণ কোন প্রকার অযোগ্যতা বা বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয় নাই। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৫/৬৪৫-৬ সালে 'উছ'মান (রা) তাঁহাকে কূফার শাসন-কর্তার পদে পুনর্নিয়োগ করেন। কিছুদিন উক্ত পদে সমাসীন থাকার পর তাঁহাকে পুনরায় পদচ্যুত করা হয়। হযরত 'উছ'মান (রা) বিদ্রোহীদের হস্তে শহীদ হইলে সা'দ (রা)-কে খলীফা পদের দাবী করিতে অনুরোধ করা হয়; কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করেন। তিনি ঝঞ্ঝাটহীন শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হযরত 'উছ'মান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। হযরত 'আলী (রা) খলীফা পদে বরিত হইলে তিনি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন নাই এবং 'আক'ীক'-এ গিয়া স্বীয় ভূ-সম্পত্তিতে অবস্থান করিতে থাকেন। রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া তিনি আমরণ সেখানেই বসবাস করেন। এবংবিধ জীবন ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত তাঁহার জনৈক পুত্র তাঁহার নিন্দা করেন। প্রচলিত বিবরণ হইতে জানা যায়, তিনি ৫০/৬৭০-১ সনে অথবা ৫৫/৬৭৪-৫ সনে ৭০ বা ৭৫ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রভূত ধন-সম্পদ রাখিয়া যান। তাঁহাকে মদীনায় দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ইব্ন সা'দ, ৩/১, ৯৭ প., ৬খ, ৬; (২) ইব্ন হিশাম, স্থা.; (৩) আল-বালাযু'রী (ed. de Goeje), নির্ঘণ্ট দ্র.; (৪) আত'-ত'াবারী (ed. de Goeje), স্থা.; (৫) ইব্নু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল (ed. Tornberg), নির্ঘণ্ট দ্র.; (৬) ঐ লেখক, উস্দু'ল-গ'াবাঃ, ২খ, ২৯০ প.; (৭) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবাঃ, ২খ, সংখ্যা ৪০৮৬; (৮) আন-নাওয়াব'ী (ed. Wustenfeld), পৃ. ২৭৫ প.; (৯) আল-য়া'কূ'বী (ed. Houtsma), নির্ঘণ্ট দ্র.; (১০) আল-ওয়াকি'দী, অনু. Wellhausen, নির্ঘণ্ট দ্র.; (১১) মুহি'ব্বু'দ-দীন আত'-ত'াবারী, আর-রিয়াদু'ন-নাদি'রাঃ (কায়রো ১৩২৭ হি.), ১খ, ৯৭ প., ২খ., ২৯২ প.; (১২) আল-বুখারী, বাব ৩১ মানাকি'বু'ল-আনস'ার,; (১৩) ইব্ন মাজাঃ, সুনান, মুক'াদ্দিমাঃ, বাব ১১; (১৪) মুস্লিম, গু'দূদ, হ'াদীছ' নং ১১; (১৫) আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, ১খ, ১৬৮, ১৭৭—১৯৩; ২খ, ২২২; (১৬) Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, vi. 70 প., 95 প.; (১৭) Caetani, Annali dell' Islam, see Index.

K. V. Zettersteen (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

সা'দ ইব্ন 'উবাদাঃ (سعد بن عبادة) (রা) ইব্ন দুলায়ম ইব্ন হ'ারিছ'াঃ ইব্ন আবী হ'াযীমাঃ ইব্ন ছ'া'লাবাঃ ইব্ন ত'ারীফ আল-খায্রাজী, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর স'াহ'াবী। যশস্বী ও ধনাঢ্য এই সা'দ (রা) তখন 'আরব দেশের মুষ্টিমেয় লিখন-জ্ঞানসম্পন্নদের অন্যতম ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি একজন ভাল সাঁতারু ও তীরন্দাজ ছিলেন (ইসলামের ইতিহাসে তাঁহার নাম প্রথম উল্লিখিত হয় আল-'আক'াবাঃ দ্বিতীয় অঙ্গীকারের কার্য-বিবরণীতে। সেই অঙ্গীকার গ্রহণকালে যে নয়জন খায্রাজীকে নও-মুসলিমদের সরদার (নাক'ীব) হিসাবে নির্বাচন করা হয় তিনি তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তৎপর তিনি মক্কাবাসীদের হস্তে পতিত হইলে নির্দয়-ভাবে নির্যাতিত হন। দুইজন মক্কাবাসী বন্ধুর সহায়তায় তিনি উহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। কোনও এক সময়ে তিনি এই বন্ধুদের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স') যখন আল-আব্ওয়া'র জিহাদ পরিচালনা করেন তখন সা'দ (রা)-কে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে মদীনায় রাখিয়া যান। বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে, বদরের যুদ্ধে তিনি কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি উহ'দের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন ও রাসূল-কারীম (স') আহত হইলে তিনি সা'দ ইব্ন মু'আয' (রা)-এর সহিত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করেন। রাসূল কারীম (স')-এর অন্যান্য জিহাদে অংশ গ্রহণপূর্বক ইসলামের একজন অত্যন্ত উৎসাহী প্রবক্তা বলিয়া তিনি নিজকে প্রমাণিত করেন। বহুবার তিনি এই সকল জিহাদে পতাকাবাহী ছিলেন। বদান্যতার জন্য তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বানূ নাদ'ীর গোত্রের দুর্গ অবরোধ করা হইলে তিনি মুসলিমগণের মধ্যে নিজ ব্যয়ে খুরমা বিতরণ করিয়াছিলেন। বানূ কু'রায়জ'াঃ-র দুর্গ অবরোধকারী সেনাবাহিনীর মধ্যেও তিনি নিজ ব্যয়ে রসদ যোগাইয়াছিলেন। তাবূক অভিযানেও তিনি মুক্ত হস্তে দান করিয়াছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় আগামী মাওসুমের খেজুর উঠিলে উহার এক-তৃতীয়াংশ দিবার অঙ্গীকারে মদীনা হইতে অবরোধ উত্তোলন করিবার জন্য হযরত মুহ'াম্মাদ (স') 'উয়ায়না ইব্ন হি'স্'ন এবং আল-হ'ারিছ' ইব্ন 'আওফ নামীয় গ'াত'ফানদের দুই প্রধানের সহিত গোপনে যে কথাবার্তা চালাইতেছিলেন ইহাতে তাহারা রাযী হইয়া অবরোধ উত্তোলনের সম্মতিও জানাইয়াছিল। সেই সময় মুসলিমগণের মধ্যে যাঁহারা ইহার বিরোধিতা করেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন সা'দ ইব্ন 'উবাদাঃ, সা'দ ইব্ন মু'আয' এবং উসায়দ ইব্ন হ'দ'ায়র (রা)। ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূল কারীম (স') 'উমরাঃ করিবার জন্য মক্কা যাত্রা করিলে কু'রায়শগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইবার ফলে হ'দায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সন্ধির শর্তগুলি আপাতদৃষ্টিতে হীনতাসূচক হওয়ার কারণে সা'দ (রা) উহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মুনাফিক' সরদার 'আব্দুল্লাহ ইব্ন উবায়্যি-এর মৃত্যু হইলে সা'দ খায্রাজীদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হইলেন। রাসূল কারীম (স')-এর ইন্তিকালের খবর মদীনায় প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'আওস ও খায্রাজ গোত্রদ্বয় একত্রে মিলিত হয়। সা'দ তাহাদের সম্মুখে এক ভাষণ দানপূর্বক আনস'ারদের মধ্য হইতে একজন নেতা মনোনীত করার প্রস্তাব করিলেন। উপস্থিত লোকদের অধিকাংশ তখন তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। অতঃপর অন্যান্য মুসলিম (মুহাজিরগণ)-সহ হযরত আবূ বাক্র (রা) ও হযরত 'উমার (রা) সেখানে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর হযরত 'উমার (রা) হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর নাম প্রস্তাব করিলে সকলেই তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লন, ফলে আবূ বাক্র (রা) খলীফা হইলেন। সেই অবধি সা'দ (রা) রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও পরবর্তীকালে আল-হ'াওরানে গমন করেন। হযরত 'উমার (রা) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হইবার আড়াই বৎসর পর (১৫/৬৩৬-৭) তিনি সেখানে ইন্তিকাল করেন।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ইব্ন সা'দ, ৩/২খ, ১৪২—১৪৫; ৭/২খ ১১৫ প.; (২) ইব্ন হিশাম, স্থা.; (৩) ত'াবারী (ed. de Goeje), স্থা.; (৪) ইব্নু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল (ed. Tornberg), নির্ঘণ্ট দ্র.; (৫) ঐ, উস্দু'ল-গ'াবাঃ, ২খ, ২৮৩-২৮৫

(৬) ইব্ন হ'াজার, আল-ইস'াবাঃ, ২খ, সংখ্যা ৪০৬৬; (৭) নাওয়াব'ী (ed. Wustenfeld), পৃ. ২৭৪ প.; (৮) ওয়াকি'দী, অনু. Wellhausen, নির্ঘন্ট দ্র.; (৯) য়া'কূ'বী (ed. Houtsma), ১খ, ২৬৭; ২খ, ১৩৬, ১৩৭; (১০) Caetani, Annali-dell' Islam, নির্ঘন্ট দ্র.।

K. V. Zettersteen (S.E.I.)/মিজুল করীম

সা'দ ইব্ন মু'আয' (سعد بن معاذ) (রা) ইব্ন নু'মান ইব্ন ইমরু'ল-ক'ায়স ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আব্দি'ল-আশ্হাল আল্-আন্সা'রী আল-আওসী, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর স'াহ'াবী। তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ বানূ 'আব্দি'ল-আশ্হাল গোত্রের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন এবং মুস্'আব ইব্ন 'উমায়র (রা) কর্তৃক ইসলামে দীক্ষিত হন। আল-'আক'াবার প্রথম সম্মেলনের পর মুস্'আব মদীনায় প্রেরিত হন এবং সাফল্যের সহিত তথায় ইসলামের প্রচারকার্য পরিচালনা করেন। প্রথম হইতেই সা'দ (রা) ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রদর্শন করেন। জানা যায় যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স) যখন বুওয়াত' অভিযানে যান তখন সা'দ (রা)-কে মদীনায় তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। তিনি বদরের যুদ্ধে পতাকাবাহক ছিলেন এবং উহ'দের যুদ্ধে রাসূল কারীম (স') আহত হইলে সা'দ ইব্ন 'উবাদাঃ (রা)-সহ তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। সা'দ ইব্ন 'উবাদাঃ ও উসায়দ ইব্ন হু'দ'ায়র (রা)-এর ন্যায় তিনি খন্দকের যুদ্ধে গ'াত'ফানদের সহিত সন্ধি স্থাপনের আলোচনার বিরোধিতা করেন। কিন্তু অচিরেই সা'দ (রা) জনৈক কু'রায়শের নিক্ষিপ্ত তীরে সাংঘাতিকভাবে আহত হন। মিত্রশক্তিগুলির প্রস্থানের পর হযরত মুহ'াম্মাদ (স') গোলযোগ সৃষ্টিকারী বানূ কু'রায়জ'াঃ গোত্রকে শাস্তি দিবার সিদ্ধান্ত করেন এবং তাহাদের দুর্গ অবরোধ করেন। উহারা খন্দকের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে কোন সাহায্যই করে নাই, উপরন্তু শত্রুদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। অচিরেই তাহারা রাসূল কারীম (স')-এর সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উহার ফলে তাহারা বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করে। তাহাদের আশা ছিল যে, এককালের মিত্র-গোত্র আওসীদের হস্তক্ষেপের ফলে তাহাদের প্রাণ রক্ষা পাইতে পারে। সেইজন্য তাহারা রাসূল কারীম (স')-এর নিকট প্রস্তাব করে যে, তাহারা সা'দ ইব্ন মু'আযে'র সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবে। সা'দ ঐ সময় মারাত্মকভাবে আহত হইয়া মস্জিদে অবস্থান করিতেছিলেন। নবী (স')-এর তত্ত্বাবধানে সেখানে তাঁহাকে একজন মহিলা পরিচর্যা করিতেছিলেন। বানূ কু'রায়জ'ার বিচার সম্বন্ধে তাঁহাকে বলা হইলে তিনি রাসূল কারীম (স') ও উপস্থিত সমবেত সকল ব্যক্তির নিকট ওয়াদা আদায় করিয়া লইলেন যে, তাঁহার রায়ের কোন প্রকার নড়চড় হইবে না। অতঃপর তিনি রায় দিলেন যে, উহাদের মধ্যে সকল পুরুষকে হত্যা করা হইবে, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হইবে এবং তাহাদের সম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ মালরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। পরদিনই এই রায় কার্যকরী করা হইল। ইহার ফলে স'াহ'ীহ' হ'াদীছ' অনুযায়ী চারি শত য়াহূদীকে হত্যা করা হয় (তিরমিয'ী, নাসাঈ)। খন্দকের সেই যখমের দরুন এই ঘটনার কিছুদিন পরেই সা'দ (রা) ইনতিকাল করেন। হযরত (স')-এর বর্ণনা মতে তিনি ইসলামের একজন কৃতি সন্তান ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন সা'দ, ৩/২, ২—১৩; (২) ইব্ন হিশাম, পৃ. ২৯০, ৩২২, ৩৪৪, ৪৩৩, ৪৩৯, ৪৪৫, ৬৭৪, ৬৯৭; (৩) আত'-ত'াবারী, স্থা.; (৪) ইব্নু'ল-আছ'ীর, কামিল (ed. Tornberg), নির্ঘন্ট দ্র.; (৫) ঐ, উস্দু'ল-গ'াবাঃ, ২খ, ২৯৬ প.; (৬) ইব্ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, ২খ, নং ৪০৯৬; (৭) আন-নাওয়াব'ী, (ed. Wustenfeld), পৃ. ২৭৬ প.; (৮) আল-য়া'কূ'বী (ed. Houtsma), ২খ, ৫২ প.; (৯) আল-ওয়াকি'দী, অনু. Wellhusen, নির্ঘন্ট দ্র.; (১০) Caetani, Annali dell' Islam, দ্র. index; (১১) A. J. Wensinck, Mohammed en de Joden te Medina, (Leiden, 1908), p. 171 প.; (১২) F. Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 186, 275.

K. V. Zettrsteen (S.E.I.)/মিজুল করীম

স'াদাক'াঃ (صدقة) ভিক্ষা, দান, খায়রাত। 'আরবী ভাষাবিদগণ বলেন, শব্দটি صدق ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন, উহার অর্থ সত্য কথা বলা। ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা যায়, মুসলিমদিগের দান-খয়রাত ধর্মের প্রতি তাহাদের যে সত্যই বিশ্বাস আছে উহা প্রমাণ করে। শব্দটি বাস্তবে হিব্রু Sedaka শব্দের অনুরূপ, মূলত উহার অর্থ 'সততা'। ফারিসীগণ (Pharisee) ধার্মিক ইস্রাঈলীদের প্রধান পবিত্র কর্তব্য দান-খয়রাত বলিয়া মনে করিত এবং এই অর্থে সে'দাকা' শব্দের ব্যবহার করিত। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর আবির্ভাবের সময় এবং পরেও স'াদাক'াঃ শব্দটি ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উহার প্রকৃত অর্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত দান অথবা সহজ ভাষায় খয়রাত (খায়রাত)।

'আরবী গ্রন্থসমূহে স'াদাক'াঃ শব্দটিকে দুইটি অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথম অর্থে স'াদাক'াঃ প্রায়শ যাকাত (দ্র.) শব্দের প্রতিশব্দরূপে প্রযোজ্য যাহা আইনত দরিদ্রের জন্য দেয় কর, অবশ্য পালনীয় এবং যাহার পরিমাণ নির্ধারিত। কু'রআন শারীফে এতদর্থে শব্দটি ব্যবহৃত ৯ঃ ৫৮ প., ১০৩ প., (দ্র. Lane, উক্ত শব্দ)। মালিক ইব্ন আনাস (র) তাঁহার মুওয়াত্ত'া' গ্রন্থে কিতাবু'য-যাকাত অধ্যায়ে স'াদাক'াঃ শব্দটি যাকাত শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতীয়মান হয় যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তুর (মাওয়াশী ঃ উট, ভেড়ার পাল, পশুর দল) যাকাত দান প্রসঙ্গে এরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অন্যান্য ক্ষেত্রেও স'াদাক'াঃ শব্দের এরূপ প্রয়োগ তিনি করিয়াছেন। বুখারীতে স'াদাক'াঃ শব্দ যাকাত শব্দের পরিবর্তে কোনরূপ পার্থক্য না করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং একই সঙ্গে স'াদাক'াঃ এবং যাকাত সমার্থজ্ঞাপক শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমাম মালিক (র) যেখানে স'াদাক'াঃ ব্যবহার করিয়াছেন ইমাম বুখারী (র) সেখানে যাকাত ব্যবহার করিয়াছেন (উদাহরণঃ যাকাত, বাব ৪৩); বুখারী হ'াদীছ' রিওয়ায়াত করিয়াছেন, "পাঁচ য'াওদ (তিন হইতে দশ) উষ্ট্রীর কম হইলে স'াদাক'াঃ দিতে হইবে না।" মালিকও একই প্রকারের হ'াদীছ' রিওয়ায়াত করিয়াছেন; কিন্তু বুখারী যেখানে স'াদাক'াতু'ল-ফিত্'র শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, মালিক সেখানে যাকাতু'ল-ফিত্'র শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তী লেখকগণও শব্দ দুইটির মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই, এমন কি আইন গ্রন্থেও নহে, ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকেও নহে (উদাহরণ ঃ ইব্নু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল, ৩খ, ৭২, ত'াবারীর অনুসরণ)। স'াদাক'াঃ এবং যাকাত শব্দদ্বয়ের অভিন্নতা সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসনের জন্য আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যে আট শ্রেণীর লোকের

জন্য উহা ব্যয় করার বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহারা উভয় ক্ষেত্রেই অভিন্ন; তাহারা যথাক্রমে নিঃস্ব (ফাক'ীর), দরিদ্র (মিস্‌কীন), স'াদাক'াঃ এবং যাকাত সংগ্রহ ও বন্টনে নিযুক্ত ব্যক্তি, আল-মু'আল্লাফাতু'ল-কু'লূব অর্থাৎ যাহাদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি কাম্য, বন্দী মুক্তি, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, জিহাদে লিপ্ত ব্যক্তি, দুঃস্থ মুসাফির (৯ ঃ ৬০)।

স'াদাক'াঃ শব্দটির প্রয়োগ ঐচ্ছিক দান-খয়রাত প্রদানের অর্থেও প্রচলিত। এই অর্থে উহার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে উহাকে বলা হয় স'াদাক'াতু'ত-তাত'াওউ' (স্বতঃপ্রণোদিত দান)। ইবনু'ল-'আরাবী স'াদাক'াঃর সংজ্ঞায় বলেন যে, স'াদাক'াঃ এমন একটি 'ইবাদাত যাহা স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায় এবং নিরংকুশ অধিকারের আও-তায় দেওয়া হয়, কোন মানুষের আদেশের আওতায় বা বাধ্য-বাধকতায় নহে। উপরে উদ্ধৃত দুইটি ক্ষেত্র (৯ ঃ ৫৮ প., ১০৩ প.) ব্যতীত কু'রআন মাজীদে অন্যত্র স'াদাক'াঃ শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (তু. ২ ঃ ২৬৩, ২৬৪, ২৭১, ২৭৬; ৪ ঃ ১১৪; ৯ ঃ ৭৯; ৫৮ ঃ ১২)। পরবর্তী লেখকগণ কু'রআনের উল্লিখিত আয়াতগুলির উপর ভিত্তি করিয়া স'াদাক'াঃ শব্দের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

ইমাম মালিক (র) তৎকৃত পুস্তকের শেষাংশে স'াদাক'াঃ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অপরাপর বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আলোচনা করি-য়াছেন। তিনি স'াদাক'াতু'ত-তাত'াওউ' বলিয়া কোন বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক পদ প্রয়োগ করেন নাই। তিনি 'দান-খয়রাত আদায়ে উৎসাহ দান' শীর্ষক প্রবন্ধে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর একটি উক্তি লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন ঃ "যদি কেহ সদুপায়ে অর্জিত বস্তু হইতে কিছুমাত্র দান করে (আল্লাহ কেবলমাত্র এইরূপ দান কবূল করেন) তবে সে উহা দয়ালু আল্লাহ্‌র হাতেই ন্যস্ত করে এবং তিনি ঐ দান ক্রমাগত তাহার জন্য বৃদ্ধি করিতে থাকেন, যেমন দুধ-ছাড়ান অশ্ব শাবক বা উষ্ট্র শাবক ক্রমে ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে পাহাড়ের মত বিরাট আকার ধারণ করে।" আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) প্রায়ই বলিতেন ঃ আবূ ত'াল্‌হ'াঃ (রা) ছিলেন মদীনায় সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। তিনি মসজিদ সংলগ্ন কূপটিকে তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পদ হইতেও মূল্যবান মনে করিতেন। কারণ হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এই কূপের পানি পান করিতেন। যখন এই আয়াত, "তোমরা কদাচ পুণ্য লাভ করিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু ব্যয় কর" (৩ ঃ ৯২) নাযিল হয় তখন তিনি এই কূপটি দান করিতে মনস্থ করেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এই কূপটি ত'ালহ'া (রা)-কে তাঁহার পারিবারিক গণ্ডিতে সীমিত রাখিতে বলেন। যাহারা সদা সর্বদা হযরত মুহ'া-ম্মাদ (স')-এর নিকট দান প্রার্থনা করিত তাহাদিগকে তিনি বলিতেন, "সহনশীলতাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান।" খয়রাত সম্বন্ধে এবং ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে উপদেশ দানকালে তিনি সচরাচর বলিতেন, "উপরের হাত নীচের হাত হইতে উত্তম।" এই হ'াদীছে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম মালিক বলেন, "যেই হাত ভিক্ষা দেয়, সেই উপরের হাত আর যেই হাত ভিক্ষা চায় ও গ্রহণ করে সেই নীচের হাত।" হযরত মুহ'াম্মাদ (স') আরও বলিয়াছেন ঃ "যাহার হাতে আমার জীবন তাঁহার নাম করিয়া বলিতেছি, যে কোন লোকের পক্ষে একগাছি দড়ি লইয়া জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া পিঠে করিয়া বহন করা বহু গুণে শ্রেয় এমন লোকের নিকটও যাচঞা করা অপেক্ষা, আল্লাহ যাহাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করিয়াছেন, সে উহা হইতে দান করিতে ইচ্ছা করুক বা না করুক।" 'স'াদাক'াঃ সম্বন্ধে যাহা নিন্দনীয়' শীর্ষক অধ্যায়ে মালিক (র) বলেন, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর পরিবার-পরিজনের পক্ষে স'াদাক'াঃ গ্রহণ অসিদ্ধ; কারণ খয়রাতী দ্রব্য শরীরের ময়লাস্বরূপ (আওসাখু'ন-নাস)।

পরবর্তী শতাব্দীতে বুখারী (র) তাঁহার স'াহ'ীহে'র ২৪তম অধ্যায়ে যাকাত প্রসঙ্গে স'াদাক'াঃ উভয় অর্থেই ব্যবহার করেন। ঐচ্ছিক খয়রাতী সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আলোচনা করেন এবং বলেন যে, দান করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। কাহারও দান করিবার সঙ্গতি না থাকিলে সে অবশ্য কাজ করিয়া সেই ক্ষমতা অর্জন করিবে ও পরে দান করিবে। যদি সে কোন কাজ না পায় তবে সে অন্যায় কার্য হইতে বিরত থাকিবে, এই বিরতি তাহার জন্য দান বলিয়া গণ্য হইবে। দাতার সঙ্গতি অনুসারে খয়রাত করিতে হইবে এবং দাতা তাহার সম্পদের উদ্বৃত্তাংশ হইতে দান করিবে। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দিবে এবং খয়রাত গ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করিবে না। স্ত্রী স্বামীর সম্পদ হইতে এবং ক্রীতদাস তাহার মনিবের সম্পদ হইতে দান করিতে পারিবে। ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করা উচিত নয়। কিন্তু ধনীর নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়া দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করা বৈধ। দান-খয়রাত করিলে পাপ মার্জনা করা হয়।

আল-গ'াযালী (র) ইহ্'য়া' পুস্তকের কিতাবু আসরারি'য-যাকাত অধ্যায়ে বিশেষভাবে অষ্টম ওয়াজ'ীফাঃ বা পরিচ্ছেদে দান-খয়রাত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি খয়রাত গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তির সংজ্ঞা দিয়াছেন। খয়রাত গ্রহণকারী হইবে দরবেশ, 'আলিম, সত্যবাদী, ধৈর্যশীল, অভাবগ্রস্ত এবং দাতার সহিত সম্পর্কযুক্ত। চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি স'াদাক'াতু'ত-তাত'াওউ' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এবং অন্যদের উক্তি উদ্ধৃত করি-বার পর তিনি কু'রআন শারীফে উল্লিখিত প্রশ্নটি উত্থাপন করেন, খয়রাত গোপনে কি প্রকাশ্যে করা ভাল। উভয় প্রকারে খয়রাত দেওয়া সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যাইতে পারে বলিয়া তিনি সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন, উহার সব কিছুই অবস্থা এবং উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল।

ইবনু'ল-'আরাবী ফুতূহ'াতু'ল-মাক্কিয়্যাঃ পুস্তকের সত্তর নম্বর অধ্যায়ে যাকাতের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনিও প্রকাশ্য ও গোপন খয়রাতের বিষয় পর্যালোচনা করিয়াছেন। ঐচ্ছিক দানের তৎপ্রদত্ত সংজ্ঞা উপরে লিখিত হইয়াছে।

শী'আগণ সুন্নীগণের ন্যায় স'াদাক'াঃ এবং যাকাত সম্বন্ধে অনুরূপ মতামত পোষণ করেন। উভয়েই নবী (স')-এর বংশ অর্থাৎ হাশিমীগণকে যাকাত গ্রহণের পাত্র মনে করেন না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহে যাকাত অধ্যায় দ্র.; (২) আল-গ'াযালী, ইহ'য়াউ 'উলূমি'দ-দীন, (কায়রো ১৩২৬ হি.), ১খ, ১৪৯ প.; (৩) ইবনু'ল-'আরাবী, আল-ফুতূহ'াতু'ল-মাক্কিয়্যাঃ (কায়রো ১৩৩৯ হি.), ১খ, ৫৬২ প.; (৪) আল-মারগ'ীনানী, হিদায়াঃ (বাবু স'াদাক'াতি'স-স'াওয়াইম); (৫) আন-নাওয়াব'ী, মিন্‌হাজু'ত-ত'ালিবীন (ed. v. d. Berg), ১খ, ২৮৮; (৬) T. W. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes (Leiden and Leipzig 1910), p. 109 প.; (৭) A. Querry, Recueil de lois concernant les musulmans schyites (Paris 1871)।

T. H. Weir (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

সা'দিয়্যাঃ (سعدية) বা জিবাবি'য়্যাঃ একটি দরবেশ সংঘ। উহার প্রবর্তক সা'দু'দ-দীন আল্‌-জিবাবি'ীর নামানুসারে উহার

নাম সা'দিয়্যাঃ। জিবাা হা'ওরাান ও দামিশ্কের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম। তাঁহার মৃত্যু তারিখ বিভিন্ন সূত্রে ৭০০ বা ৭৩৬ হিজরী সন বলিয়া পাওয়া যায়। তাঁহার যে জীবনালেখ্য আমরা পাই তাহা নিছক কাল্পনিক। খুলাাস'াতু'ল-আছ'ার (১ঃ ৩৪)-এ আছে, তাঁহার পিতার নাম শায়খ য়ূনুস আশ-শায়বানী। তিনি ছিলেন সাতিশয় ধর্মানুরাগী ব্যক্তি। বাল্যকালে পুত্র ছিলেন তাঁহার অবাধ্য এবং হা'ওরাানের এক দস্যুদলের সর্দার। পিতার দু'আর ফলে স্বপ্ন-যোগে তাঁহার জীবনে পরিবর্তন আসে। Depont ও Coppolani যে মূল গ্রন্থ অনুসরণ করেন সেই গ্রন্থ অনুযায়ী তিনি কঠোর বৈরাগ্য সাধনা করেন এবং মক্কা ও অন্যান্য পবিত্র স্থান যিয়াারাত করেন। তৎপর তিনি সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং দামিশ্কে স্বীয় নামে প্রখ্যাত সংঘ স্থাপন করেন। এই সংঘ জুনায়দ, সারী সাক'াত'ী এবং মা'রূফ আল-কারখীর মাধ্যমে নবী (স')-এর পরিবারের সহিত সিল্সিলাঃযুক্ত।

খুলাাস'াতু'ল-আছ'ার-এর প্রণেতা ১০৯২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বানূ সা'দি'দ-দীন নামে একটি সম্প্রদায় (ত'া'ইফাঃ) দামিশ্কে বাস করিত। সম্প্রদায়টি ধর্মানুরাগের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। জুমু'আর সালাাতের পর তাহারা উমায়্যাঃ মসজিদে ধর্মালোচনা করিত। কু'বায়বাাত জিলায় তাহাদের একটি যাাবি'য়াঃ ছিল, সেইজন্য স্থাপয়িতার সন্তান-সন্ততি কু'বায়-বাাতী বলিয়া খ্যাত (১খ, ৩৩ এবং ২খ, ২০৮)। মুহ'াম্মাদ ছিলেন ইব্ন সা'দি'দ্-দীন নামে সুপরিচিত এবং তিনি ৯৮৬ হিজরীতে (ঐ, ৪খ, ১৬০) উক্ত সম্প্রদায়ের শায়খ হন। তাঁহার জীবনচরিতে পাওয়া যায়, প্রতিষ্ঠানটি তিনিই স্থাপন করেন। উহাতে বর্ণিত আছে যে, তিনি কর্মজীবন ব্যবসায়ী হিসাবে আরম্ভ করেন। সঙ্গে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন এবং দুইজনে নেতৃত্বের দায়িত্ব-ভার ভাগ করিয়া বহন করেন। অনতিকাল মধ্যে পারিবারিক গোলযোগ শুরু হয় এবং মুহ'াম্মাদ সম্প্রদায়ের একক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দামিশ্কের অতিশয় প্রভাবশালী ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন। ১০২০ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। তদীয় পুত্র সা'দু'দ-দীন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন; ১০৩৬ হিজরীতে হা'জ্জব্রত উদ্যাপনকালে তিনি ইনতিকাল করেন।

এই বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, বানূ সা'দি'দ-দীন মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগ নিরাময় করিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এক টুকরা কাগজে তাঁহারা কতকগুলি রেখা অংকন করিয়া উহা দ্বারা রোগীর রোগ নিরাময় করিতেন (পানিতে ঐ কাগজের টুকরাটা ভিজাইয়া সেই পানি রোগীকে পান করান হইত)। পানি পান করিয়া চিকিৎসাধীন থাকাকালে রোগীকে মাদক দ্রব্য সেবন করিতে দেওয়া হইত না। তাঁহারা একটি তাবিজ (তা'ব'ীয') লিখিয়া দিতেন। এই পানি পান করিবার পরে এই তাবিজ ধারণ করিতে হইত। রেখাগুলির সাহায্যে যে শব্দ তৈয়ার করা হইত এবং তাবিজে যাহা লিখা হইত তাহা হইল 'বাস্মালাঃ' অর্থাৎ বিস্মিল্লাাহি'র্-রাহ্'মাানি'র্-রাহ'ীম।

পরবর্তীকালে কোন এক সময় সম্প্রদায়টি মিসর এবং তুরস্কে ছড়াইয়া পড়ে। Depont এবং Coppolani কন্স্টান্টিনোপল এবং উহার উপকণ্ঠে স্থাপিত তাহাদের সম্মেলনস্থলগুলির একটি দীর্ঘ তালিকা প্রণয়ন করেন। তাঁহারা সা'দিয়্যাঃ ফিরক'াকে রিফা-'ঈয়াঃ ফিরক'ার একটি শাখা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু J. P. Brown-এর গ্রন্থে উহা একটি মৌলিক সম্প্রদায় বলিয়া উল্লিখিত এবং তালিকায় দ্বিতীয় স্থানীয়। তিনি বলেন (পৃ. ৫৬): "সা'দীগণ টুপিতে ১২টি তবক (terks) ব্যবহার করেন, হলুদ রংয়ের পাগড়ী পরিধান করিয়া এবং দণ্ডায়মান থাকিয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিপালন করেন। মস্তকাবরণ টুপির কাপড়ে ছয় পাল্লা বা ছয়টি ত্রিকোণাকার অংশ আছে (পৃ. ২১৪)। তাঁহারা লম্বা চুল রাখেন। লোকের ধারণা সাপের উপর তাঁহারা বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।"

Lane-এর সময় এই ফিরক'ার বহু লোক মিসরে বাস করিত। মাওলিদের পূর্বরাত্রে তাহারা 'দোসাহ' (দ্র. দাওসা) অনুষ্ঠান সম্পাদন করিত। দোসাহ অনুষ্ঠানে দরবেশগণ মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিত এবং শায়খকে অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া তাহাদের পিঠের উপর দিয়া অতিক্রম করিতে দিত। উহাতে কাহার কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিত না বলিয়া অনুমান করা হইত। খেদীভ তাওফীক' 'দোসাহ' অনুষ্ঠানটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। 'দোসাহ' অনুষ্ঠানের পর মাহ্'ফিল বসিত এবং কোন কোন দরবেশ সেখানে জীবন্ত সর্প ভক্ষণ করিত। Lane বলেন, সাপগুলির বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হইত অথবা অন্য-ভাবে অক্ষম করিয়া দেওয়া হইত। দরবেশের বৃদ্ধাঙ্গুলী সাপের মাথায় যে স্থান ধরিত সেই স্থানের নীচে দুই ইঞ্চি পরিমাণ স্থান পর্যন্ত মাথাটি খাওয়া হইত। Lane যখন দ্বিতীয়বার মিসর ভ্রমণে গমন করেন তখন লক্ষ্য করেন যে, শায়খের হুকুমে অবৈধ খাদ্য বিধায় সর্প ভক্ষণ প্রথা রহিত হইয়াছে। এই পর্বের পরে 'দোসাহ' অনুষ্ঠানের যি'ক্র করা হইত। যি'ক্রের মূল কথা ছিল, 'আল্লাাহ হা'য়্যু' এবং 'য়াা দাা'ইম'।

দোসাহ অনুষ্ঠানটি বহু পূর্ববর্তী যুগের সূ'ফীগণের অনুষ্ঠানের অনুরূপ। সূ'ফীগণ বিভিন্ন প্রকারে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন বলিয়া কথিত হয়। মিসরীয় ঐতিহাসিকগণ এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া কোন নজীর পাওয়া যায় না। একমাত্র আল-জাবারতী খাল্ওয়াাতিয়্যাঃ পদ্ধতির প্রশস্তি প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, ফিরক'ার (দলের) কোন ব্যক্তির উপর এমন কিছু বলপূর্বক চাপান উচিত নয় যাহা সে বহন করিতে পারে না (১খ, ২৯৪)। সুতরাং এই প্রকার কার্য কবে কাহার দ্বারা প্রচলিত, তাহা বলা যায় না। সাপ-ধরা ব্যবসায় মিসরে উক্ত ত'ারীক'ার অনুগামিগণ জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং এখনও উহা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ত'ারীক'ার সংস্থাপকের জীবনেতিহাসের সাথে এই সাপ-ধরা রীতির সম্পর্ক আছে এরূপ বলা হয়। তাঁহার ধর্মজীবন গ্রহণের ঘটনার সঙ্গে সর্প-কাহিনী জড়িত।

সূ'ফীতত্ত্ববিদ্ লেখকগণ সা'দিয়্যাঃ ফির্ক'াঃ সম্পর্কে উদাসীন। জামি'উ'ল্-উস্'ল কিতাবে এই সম্পর্কে নামমাত্র উল্লেখ আছে, উহার মতবাদ বা রীতিনীতি বিষয়ে কোন বিবরণ নাই। শা'রাানীর ত'াবা-ক'াত গ্রন্থে বা আল্-জাামীর নাফাহ'াতু'ল-উন্স কিতাবে এই ত'ারী-ক'ার সংস্থাপক সম্পর্কে কোন উক্তি নাই। শেষোক্ত জন শুধু সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে, সা'দু'দ-দীন আল-হা'মাব'ী নামক এক ব্যক্তি ৬৩০ হিজরীতে ইনতিকাল করেন এবং তিনি একটি ত'ারীক'ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী (১) আল-মুহি'ব্বী, খুলাাস'াতু'ল্-আছ'ার, কায়রো ১২৮৪ হি.; (২) Depont and Coppolani, Confreries religieuses musulmanes, Algiers 1897; (৩) E. W. Lane, Manners and Customs of the Modern Egyptians,

London 1871; (৪) J. P. Brown, The Dervishes, London 1886.

D. S. Margoliouth (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

আস্-সানূসী (السنوسى) আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ (মুহ'াম্মাদের স্থলে) ইব্ন য়ূসুফ ইব্ন 'উমার ইব্ন শু'আয়ব ছিলেন তিলিম্‌সেনের একজন জ্ঞানী আশ্'আরী ধর্মবিদ। উক্ত স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ এবং ৬৩ বৎসর বয়সে ১৮ জুমাদা'ল-ছ'-ছ'ানিয়াঃ, ৮৯৫/৯ মে, ১৪৯০ রবিবার ইনতিকাল করেন। তাঁহার সমাধি-ফলকে মাসের নাম ও দিবসের উল্লেখ নাই।

তিনি তাঁহার জন্ম-শহরেই মুসলিম ধর্মশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। এখানে তাঁহার শিক্ষকগণের মধ্যে তাঁহার পিতা আবূ য়া'কূ'ব য়ূসুফ, তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 'আলী আত্‌-তালূতী, আবূ 'আবদিল্লাহ আল-হ'াব্বাক, আবু'ল-হ'াসান আল-ক'াল্‌াসাদী, ইব্ন মার্‌যূক', ক'াসিম আল-উক'বানী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, তিনি আলজিয়ার্সে গিয়া 'আবদু'র-রাহ্'মান আছ'-ছ'া'আলিবীর নিকট শিক্ষা লাভ করেন। মাগ্'রিবের বিদ্বানমণ্ডলীর দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন নবম হিজরী) শতাব্দীর শুরুতে ইসলামের মুজাদ্দিদ। তাঁহারা সকলেই সম্মিলিতভাবে তাঁহার মেধা, তাঁহার বিদ্যাবত্তা, বিশেষ করিয়া ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতা, তাঁহার তাক্'ওয়া এবং ধর্মানুরাগের প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ।

তাঁহার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ইব্নু'ল-হ'াজ্জ আল-য়াবদারী, ইব্নু'ল-'আব্বাস আস্'-স'াগ'ীর, ইব্ন সা'দ এবং আবু'ল-ক'াসিম আল-যাওয়াব'ীর নাম উল্লেখযোগ্য। আবূ 'আবদিল্লাহ মুহ'াম্মাদ আস্-সানূসীর অসংখ্য গ্রন্থরাজির মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সুপরিচিত :

১। 'আক'ীদাতু আহ্'লি'ত-তাওহ'ীদ আল-মুখরিজাঃ মিন্-জু'লুমাতি'ল-জাহ্'ল ওয়া রিব্'ক'াতি'ত-তাক'লীদ অথবা সংক্ষেপে 'আক'ীদাতু'ল-কুব্‌রা।

২। 'উম্‌দাতু আহ্'লি'ত-তাওফীক' ওয়া'ত-তাসদীদ্। ইহা পূর্ব-বর্তী গ্রন্থের ভাষ্য, উহারই সহিত একত্রে ১৩১৭ হিজরীতে কায়রো হইতে প্রকাশিত।

৩। 'আক'ীদাতু আহ্'লি'ত-তাওহ'ীদ আস্'-সু'গ'রা অথবা সংক্ষেপে উম্মু'ল-বারাহীন এবং আরও সংক্ষেপে আস-সানূসিয়্যাঃ। উহা কয়েক দফায় কায়রো এবং ফাস্-এ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি Ph. Wolff কর্তৃক ১৮৪৮ খৃ. Leipzig হইতে El Senusi's Begriffsentwicklung d. mohammedanishen Glaubensbekenntnisses, ar. u. deutsch mit Anm., নামে জার্মান ভাষায় এবং Luciani কর্তৃক ১৮৯৬ খৃ. আলজিয়ার্স হইতে Petit traite de thelogie Musulmane নামে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। তু. Delphin, La philosophie du Cheikh Senousi d'apres son Aqida es-sor'ra, JA, Ser. 9, x. 356; Luciani, A propos de la trad. de la senoussia, in the Revue Afr., 1898, xiii., No 231.

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-মাল্লালী মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'উমার আত-তিলিম্‌সানী, আল-মাওয়াহিবু'ল-কুদ্দূসিয়্যাঃ ফি'ল-মানাকি'বি'স-সানূসিয়্যাঃ, পাণ্ডু. আলজিয়ার্স, নং ১৭০৬; (২) ইব্ন 'আস্-কার, দাওহ'াতু'ন-নাশির, Fas 1309, হি. p. 89; (৩) আহ'মাদ বাবা, নায়লু'ল-ইব্‌তিহাজ, ফাস ১৩০৯ হি., পৃ. ৩৪৬, আল-হাফ্‌নাব'ী কর্তৃক তা'রীফু'ল-খালাফ বি-রিজালি'স-সালাফ গ্রন্থে, প্রবন্ধটি পুনঃ প্রকাশিত, আলজিয়ার্স ১৯০৭, ১ খ, ১৭৬; (৪) ঐ, কিফায়াতু'ল-মুহ'তাজ (ms. আলজিয়ার্স মাদ্‌রাসাঃ), পত্র ১৮১; (৫) ইব্ন মার্‌য়াম, আল-বুস্‌তান, আলজিয়ার্স ১৯১০ খৃ., পৃ. ২৭০; (৬) Brosselard, Tombeau de Cid Mohammed es-Senouci et de son frere le Cid et-Tallouti in the Rev. afr., 1858, iii. 245; (৭) do., Retour a Sidi Senouci in the Rev. afr., 1861. v, 241; (৮) Abbe Barges, Compl. de l'Histoire des Beni-Zeiyan, Paris 1887, p. 366; (৯) Cherbonneau, Documents inedits sur El-Senouci, son caractere et ses ecrits, JA. 1854. p. 175, 442, 443; (১০) Brockelmann, GAL², ii. 323, Suppl. ii. 352 প.; (১১) Moh. Ben Cheneb, Etude sur les pers, mentionnees dans l'Idjaza du Cheikh 'Abd el-Kadir el-Fasy, Paris 1907, No. 55.

Moh. ben Cheneb (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহমান

আস-সানূসী (السنوسى) সীদী মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী আস-সানূসী মুজাহিরী আল-হ'াসানী আল-ইদ্‌রীসী মুস্‌তাগ'ানিমের (আলজিরিয়া) উপকণ্ঠে তুরশ-এ ১২০৬/১৭৯১ সালে য়ায়য়ানী বারবার বংশে খাত'াতি'বা (উলাদ সীদী য়ূসুফ) পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২৭৬/১৮৫৯ সালে জাগ্'বূবে (সাইরেনাইকায়) ইনতিকাল করেন। তিনিই আধুনিক সানূসিয়্যাঃ ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

তিনি নিজ দেশে সর্বপ্রথম আবূ রাস (মৃ. ১৮২৩ খৃ.) এবং বেল্‌গান্দুয (Belganduz, মৃ. ১৮২৯ খৃ.)-এর নিকট শিক্ষা লাভের পর ফাসে গমন করেন। তথায় ১৮২১ হইতে ১৮২৮ খৃ. পর্যন্ত কু'রআনের তাফ্‌সীর, হ'াদীছ'শাস্ত্র, উস'ূল-ই-ফিক্'হ ও ফারাই'দ' অধ্যয়ন করেন। অতঃপর দক্ষিণ তিউনিসিয়া এবং কায়রো হইয়া মক্কা শারীফে গিয়া হ'াজ্জ পালন করেন। ১৮৩০ হইতে ১৮৪৩ খৃ. পর্যন্ত তিনি মক্কায় অবস্থান করেন। অবশ্য এই সময়ের মধ্যে কিছুকাল তিনি সাবিয়ায় কাটান। মক্কায় তিনি আবূ কু'বায়স পাহাড়ের উপর তাঁহার নিজস্ব ত'ারীক'ার প্রথম যাবি'য়াঃ স্থাপন করেন।

মাগ্'রিবে প্রত্যাবর্তনের পর কায়রোতে অবস্থানের পরিবর্তে তিনি সাইরেনাইকায় বসতি স্থাপন করেন। এখানে প্রথমে তিনি রাফ্‌া'আর যাবি'য়াঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, তারপর সাইরেনির সন্নিকটে আল-বায়দায়, অতঃপর তেমেস্‌সায় এবং সর্বশেষে জাগ্'বূবের (১৮৫৫ খৃ.) যাবি'য়াঃ প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করেন। শেষোক্ত যাবি'য়ায় তিনি দাসত্ব হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বসতির ব্যবস্থা করেন, এখানেই তিনি ইনতিকাল করেন এবং সমাধিস্থ হন।

তাঁহার দুই পুত্র ছিল : ১। সীদী মুহ'াম্মাদ আল-মাহ্‌দী (জ. ১৮৪৪ খৃ., মৃ. ১৯০১ খৃ. গুরো নামক স্থানে), ইনিই তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন এবং ২। সীদী মুহ'াম্মাদ আশ-শারীফ (জ. ১৮৪৬, মৃ. ১৮৯৬ খৃ.)। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুই পুত্র রাখিয়া যান : ১। সীদী মুহ'াম্মাদ ইদ্‌রীস (জ. ১৮৮৩, মৃ. ১৯০৯ খৃ., মাগ্'রিবে তাঁহাকে একটি জমিদারী প্রদত্ত হয়; ১৯১৬ হইতে ১৯২৩ খৃ. পর্যন্ত ইতালীয় আশ্রয়াধীনে আমীর পদে নিয়োজিত থাকেন) এবং ২। সীদী আর-রিদ'া। এই কনিষ্ঠ পুত্র ৬টি পুত্র-সন্তান রাখিয়া যান।

উক্ত ছয় পুত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই : ১। সীদী আহ্'মাদ শারীফ—জ. ১৮৮০ খৃ., ১৯০১ হইতে ১৯১৬ খৃ. পর্যন্ত ভ্রাতৃসংঘের প্রধান। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি জার্মানী হইয়া তুরস্কে

চলিয়া যান এবং কিছুদিনের জন্য আংকারা হইতে একটি প্যান-ইসলামিক অভিযান পরিচালনা করেন; ২। সীদী মুহ'ম্মাদ আল-'আবিদ (দক্ষিণ ফেয্যানে তাঁহাকে একটি জমিদারী দেওয়া হয়)। ১৯১৬ হইতে ১৯১৮ খৃ. পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সাহারা বিদ্রোহ পরিচালনা করেন; ৩। সীদী 'আলী আল-খাত্'তাব; ৪। সীদী সা'ফীউ'দ-দীন, ১৯২১ খৃস্টাব্দে সাইরেনাইকার ইতালীয় পার্লামেন্টের সভাপতি ছিলেন; ৫। সীদী আল-হ'িলাল এবং ৬। সীদী আর-রিদ'া।

এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম কর্মক্ষেত্র ছিল জাগ্'বুবে (১৮৫৫-১৮৯৫ খৃ.), অতঃপর উহা কুফ্রায় স্থানান্তরিত হয় (১৮৯৫ খৃ.), তথা হইতে গুরোতে (১৮৯৯ খৃ.) এবং পুনঃ কুফ্রায় (১৯০২ খৃ.) প্রত্যাবর্তিত হয়। ১৮৫৯ খৃ. যাবি'য়ার সংখ্যা ছিল ২২, উহা বর্ধিত হইয়া ১৮৮৪ খৃ. ১০০-তে উন্নীত হয়।

সীদী মুহ'ম্মাদ ইবন 'আলী আস-সানূসী তাঁহার প্রতিষ্ঠানে জামা-'আঃ দীক্ষা গ্রহণের নিয়মাবলী (বিভিন্ন প্রকরণের বি'রূদ, সিরূর, য়া লাত'ীফ—সহস্রবার উচ্চারণ) ছাড়াও ৪টি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। উহার একটি উস্'ল বা মৌলনীতি সম্পর্কে, একটি কু'রআান এবং হ'াদীছে'র সামঞ্জস্য ও সমীকরণ সম্পর্কে (চারি মায'হাবের কোন একটিরও তাক্'লীদ না করিয়া এই সামঞ্জস্য করা হয়; গ্রন্থকার নিজেকে মায'হাবের দিক দিয়া মালিকী প্রকাশ করিয়াও ইজ্তিহাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ও উহার দ্বার সদা উন্মুক্ত মনে করেন) এবং দুইটি গ্রন্থ মরমীতত্ত্ব সম্পর্কে। শেষোক্ত বিষয়ের উপর লিখিত গ্রন্থের একটির নাম 'ফাহ্রাসা', উহাতে তাঁহার পূর্ববর্তী সেই সকল শায়খের 'সিল্সিলাঃ' বর্ণিত হইয়াছে যাহাদের সহিত তাঁহার যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সিল্সিলায় রহিয়াছেন ১৫০ জন ধর্মনেতা, তন্মধ্যে ৬৪ জনই গূঢ়তাত্ত্বিক সূ'ফী বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানবিভূষিত। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার ত'ারীকা'র বিশুদ্ধ মূলনীতি ঘোষণা করেন। উক্ত বিষয়ে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম—আস্-সাল্সাবীলু'ল-মু'ঈন ফি'ত'-ত'ারাাইকি'ল-আর্বা'ঈন। ইহাতে পূর্ববর্তী চল্লিশটি ত'ারীকা'র যি'ক্র পদ্ধতি সন্নিবেশিত (ত'ারীকা'ঃ প্রবন্ধ দ্র.) হইয়াছে। আর তাঁহার মতে তাঁহার ত'ারীকা'ঃ উক্ত ৪০ ত'ারীকা'র সার সমাবেশ। তাঁহার শেষোক্ত গ্রন্থটি সর্বাধিক কৌতূহলোদ্দীপক। যদিও এই গ্রন্থের বিবরণসমূহ ত'ারীকা'র দীক্ষা গ্রহণকালীন মৌখিকপ্রাপ্ত রচনাবলীরূপে কথিত, তবুও লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি উহা হ'াসান 'উজায়মী (১১১৩/১৭০২)-র রিসালাঃ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন যাহা সীদী মুরতাদ'া আয-যাবীদী তদীয় 'ইক্'দু'ল-জুমান-এ নকল করিয়াছেন। হ'াাজিয়্যাঃ ত'ারীকা'র যি'ক্র সম্পর্কে পরিচ্ছেদটি হুবহু আবূ সা'ঈদ আল-কা'াদিরীর আদাবু'য-যি'ক্র-এ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থ ১০৯৭/১৬৮৬ সালে ভারতবর্ষে লিখিত হয় (MS. Calcutta 1280 হি., তু. Catalogue by Ivanov)। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, উৎস এক এবং সম্ভবত সেই উৎসটি হইতেছে আহ'মাদী আস-সিন্নাব'ীর (মৃ. ১০২৮/১৬১৯) 'ইদ্রাকাত'।

আইনশাস্ত্রে তাঁহার ইজ্তিহাদের দাবীকে ১৮৪৩ খৃ. কায়রোতে মালিকী বিদ্বান মুহ'ম্মাদ আল-'আয়শ কুফররূপে অভিহিত করিয়া বাতিল করিয়া দেন। আস-সানূসীর অনুসারিগণ মালিকীদের অনুসৃত 'ইস্বাল' (স'ালাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় হস্তদ্বয় ঝুলাইয়া রাখার নিয়ম) পালন করেন না।

মুস্তাগ'ানিমে কা'াদিরিয়্যাঃ ত'ারীকা'র সূফীতত্ত্ব এবং ফাসে তিজানিয়্যাঃ মতে বায়'আত গ্রহণের পর আস-সানূসীর মতবাদ মক্কায় তদীয় উস্তাদ ও শায়খ আহ'মাদ ইব্ন ইদ্রীস আল-ফাসীর (মৃ. সাবিয়ায় ১৮৩৭ খৃ.) প্রভাবাধীনে সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। আহ'মাদ ইব্ন ইদ্রীস ছিলেন কা'াদিরিয়্যাঃ ইদরীসিয়্যাঃ ত'ারী-কা'র প্রতিষ্ঠাতা এবং আধুনিককালের দুইটি ভ্রাতৃসংঘ রাশীদিয়্যাঃ এবং আমীরগ'ানিয়্যার শিক্ষক। ইহা বিশেষ লক্ষণীয় যে, সানূসী মতবাদ ইমাম ইব্ন তায়মিয়্যার মতবাদ দ্বারা কিয়ৎপরিমাণ প্রভা-বান্বিত হইয়াছিল, কেননা শায়খ সানূসী এবং ইব্ন তায়মিয়্যাঃ উভয়ই প্রচলিত চারিটি মায'হাবের কোন একটি বিশেষ মায্'হাব মানিয়া চলার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা একমাত্র কু'রআান ও হ'াদীছে'র আলো-কেই ধর্মোপদেশ দিতেন। তবে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই ছিল যে, ইব্ন তায়মিয়্যাঃ সূ'ফীদিগকে কঠোরভাবে নিন্দা করিতেন অথচ সানূসীগণ নিজেরাই একটি বিশেষ শ্রেণীর সূ'ফী ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) H. Duveyrier, La confrerie Musulmane de Sidi Muhammed ben 'Ali es-Senousi, in Bull. de la Soc. Geogr. de Paris, 7th series, V. (1884) p. 145-226 (Separate ed. 1886 and Rome 1918); (২) Rinn, Marabouts et Khouans, 1884, p. 481-515; (৩) Muhammad ben-Otomane el Hachaichi, Voyages au pays des Senoussia, Paris 1912; (৪) A. Le Chatelier, Les confreries Musulmanes du Hedjaz, Paris 1887, p. 257—258; (৫) E. Insabato, Rassegna contemporanea, vi/ii., Rome 1913; (৬) E. Graefe in Der Isl., iii. 141-150, 312-313; (৭) C. A. Nallino, Raccolta di Scritti, vol. ii (Rome 1940) pp. 387-410; (৮) E. E. Evans-Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica, Oxford 1949.

D. S. Margoliouth (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

(আস'-) স'াফা (الصفا) মক্কায় অবস্থিত একটি পাথরের টিলা। বর্তমানকালে উহা প্রায়ই মাটির সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। এই নামের তাৎপর্য ইহার বিপরীতদিকে অবস্থিত আল-মারওয়াঃ-র অনুরূপ অর্থাৎ 'প্রস্তর' বা 'প্রস্তরখণ্ডগুলি' (দ্র. আত'-ত'াবারী, সূরাঃ ২ ঃ ১৫৩-এর তাফ্সীর)।

ইহা সর্বজনবিদিত যে, মুসলিমগণ স'াফা এবং মারওয়াঃ পাহাড়ের মধ্যে সা'ঈ (দ্র.) সম্পাদন করেন ইহা স্মরণ করিয়া যে, এই দুই পাহাড়ের মধ্যে এমনি করিয়া সাতবার দৌড়াইয়াছিলেন বিবি হাজিরা (রা.) তাঁহার তৃষ্ণার্ত পুত্রের জন্য পানির উৎস সন্ধানে (দ্র. বুখারী, আম্বিয়া', বাব ৯)। পৌত্তলিক যুগেও স'াফা এবং মারওয়াঃ-র সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠান বিজড়িত ছিল। অধিকাংশ বর্ণনামতে সেখানে দুইটি প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত ছিল, আস'-স'াফার উপর ইসাফ এবং মারওয়ার উপর নাইলাঃ, সা'ঈকালে পৌত্তলিক 'আরবগণ এই দুই মূর্তি স্পর্শ করিত। মূর্তি দুইটির আদি ইতিবৃত্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গল্প প্রচলিত আছে। আখ্যানটি নায়সাবূরী সূরাঃ ২ ঃ ১৫৮ আয়াতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উল্লেখ করেন এবং আশ-শাফি'ঈ (র) উহা সমর্থন করেন। ইসাফ এবং নাইলাঃ কা'বাগৃহে কুকর্ম করিবার ফলে প্রস্তরে রূপান্তরিত হয় এবং সর্বসাধারণকে সতর্ক

করিবার উদ্দেশ্যে স'াফা এবং মারওয়াঃ-র উচ্চ স্থানে ঐ মূর্তিদ্বয় বসান হয়। কালক্রমে মানুষ তাহাদের আদি ইতিহাস ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতে থাকে। অপর একটি কিংবদন্তীতে পাওয়া যায়—মূর্তি দুইটি ছিল প্রস্তর-নির্মিত (দ্র. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest, p. 26); তৃতীয় আখ্যানে পাওয়া যায় যে, এই দুইটি পাহাড়ে দানব বাস করিত এবং তাহারা রাত্রে চীৎকার করিত (দ্র. ত'াবারী, তাফসীর)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) য়াকূ'ত, মু'জাম (ed. Wustenfeld), ৩খ, ৩৯৭; (২) Juynboll, Hanbuch des islamischen Gesetzes (Leiden-Leipzig 1910), p. 136-37; (৩) Sonuck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest (Leiden 1880), p. 114-Verspr. Geschriften, i. 76 প.; (৪) Wellhausen, Reste arabischen Heidentums, Berlin 1897, p. 77.

B. Joel (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

স'াফিয়্যাঃ (صفية) (রা) বিন্‌ত হু'য়ায়্যি ইব্‌ন আখ্‌ত'াব হযরত মুহ'াম্মদ (স')-এর একাদশ স্ত্রী; মদীনায় বানূ নাদ'ীর নামক য়াহূদী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার আসল নাম ছিল যায়নাব। 'আরবে যুদ্ধে লব্ধ সম্পদের উৎকৃষ্টতম অংশকে স'াফিয়্যাঃ বলা হয়। খায়বারের যুদ্ধে বন্দিনী হইয়া হযরত (স) কর্তৃক বিবাহিতা হন বলিয়া তিনি এই নামে অভিহিতা (শিব্‌লী, সীরাত; ২খ, ৪২০)। তাঁহার পিতা এবং পিতৃব্য আবূ য়াসীর হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর চরম শত্রু ছিল। ৪র্থ হিজরীতে উক্ত য়াহূদী গোত্র মদীনা হইতে বিতাড়িত হইলে হু'য়ায়্যি ইব্‌ন আখ্‌ত'াব খায়বারে কিনানাঃ ইব্‌নু'র-রাবী'র সহিত বসবাস করে। ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষে অথবা ৭ম হিজরীর প্রথম ভাগে কিনানাঃ-র সহিত স'াফিয়্যাঃ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। তখন তাঁহার বয়স ছিল সতের বৎসর। কথিত আছে, পূর্বে সাল্লাম ইব্‌ন মাশ্‌কামের সহিত স'াফিয়্যার বিবাহ হইয়াছিল। সাল্লাম তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল।

স'াফার মাসের সাত তারিখ খায়বারের পতন ঘটিলে স'াফিয়্যাঃ তাঁহার দুই জ্ঞাতি ভ্রাতাসহ আল-ক'ামূস অথবা নিযার দুর্গে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন। খায়বার যুদ্ধে তাঁহার স্বামী নিহত হয়। তিনি তাঁহার দুই জ্ঞাতি ভ্রাতাসহ মুসলিম বাহিনীর হস্তে বন্দিনী হন। গ'নীমাঃ বণ্টনের সময় দিহ্'য়াঃ ইব্‌ন খালীফাঃ আল-কালবী (রা) একজন বাঁদী প্রার্থনা করেন। হযরত (স') বন্দিনিগণের মধ্য হইতে একজনকে পসন্দ করিতে বলিলে তিনি স'াফিয়্যাঃকে পসন্দ করেন এবং হযরত (স) তাঁহাকে দিহ্'য়াঃ (রা)-কে প্রদান করেন। কিন্তু এক স'াহ'াবী বলিলেন, "হযরত! আপনি বানূ নাদ'ীর ও কু'রায়জ'ার নেতৃস্থানীয়া মহিলাকে দিহ'য়াঃ-র হস্তে বাঁদী হিসাবে সমর্পণ করিলেন। তিনি তো শুধু আপনার যোগ্য।" তখন হযরত (স') দিহ্'য়াঃ-কে অপর একটি বাঁদী প্রদান করিলেন এবং স'াফিয়্যাঃ-কে স্বাধীনতা প্রদান করত বিবাহ করিলেন। খায়বার হইতে যাত্রা করিয়া 'আস-স'াহ্‌বা' নামক স্থানে বিবাহের অনুষ্ঠান পালন করা হয় এবং ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রার সময় হযরত (স') স'াফিয়্যাঃ (রা)-কে নিজের উটের উপর উপবেশন করান এবং স্বীয় চাদর দ্বারা পরদা করেন (শিব্‌লী, সীরাত, ২খ, ৪২১)। স'াফিয়্যাঃ-র মুক্তিই ছিল তাঁহার বিবাহের মাহ্‌র। এইভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স')-এর গৃহিণীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

মদীনায় স'াফিয়্যাঃ সামান্য মৌখিক সমর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। হযরত 'আইশাঃ (রা) এবং হযরত (স')-এর অপরাপর স্ত্রীগণ য়াহূদী বলিয়া হযরত স'াফিয়্যার প্রতি ঈর্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত (স') তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। একদা যায়নাব (রা) ও 'আ'ইশাঃ (রা) তাঁহাকে য়াহূদী বলিয়া অবজ্ঞা করিলে এবং নিজদিগকে হযরত (স') সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিতা হওয়ার জন্য তাঁহাপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্না বলিলে হযরত (স') তাঁহাকে বলেন, "তুমি কেন বলিলে না, হারূন আমার বাপ, মূসা আমার চাচা এবং মুহ'াম্মাদ আমার স্বামী; সুতরাং তোমরা আমা অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্না কিসে?" নবী কন্যা ফাতি'মাঃ (রা)-র সহিত অবশ্য স'াফিয়্যাঃ-র সম্পর্ক মধুর ছিল।

৩৫ হিজরীতে খলীফা হযরত 'উছ'মান (রা) যখন স্বগৃহে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন স'াফিয়্যাঃ (রা) তখন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং সুযোগমত খাদ্য এবং পানীয় তাঁহার জন্য সরবরাহ করিয়াছিলেন। হযরত 'আলী, ত'াল্‌হ'াঃ এবং যুবায়র (রা)-এর সহিত সর্বশেষ সাক্ষাতকারের বৈঠকে হযরত 'আ'ইশাঃ (রা) হযরত স'াফিয়্যাঃ (রা)-কে আহ্বান করিয়াছিলেন। স'াফিয়্যাঃ (রা) উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং বিপন্ন খলীফার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

তিনি ৫০ অথবা ৫২ বৎসর বয়সে মু'আবিয়া (রা)-র খিলাফত-কালে এক লক্ষ দির্‌হাম মূল্যের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া ইনতিকাল করেন। উহার এক-তৃতীয়াংশ তিনি তাঁহার ভগ্নী-পুত্রকে (যিনি তখনও য়াহূদী ছিলেন) দান করিয়া যান। এক লক্ষ আশি হাজার দির্‌হাম মূল্যে মু'আবিয়াঃ হযরত স'াফিয়্যাঃ (রা)-র বাসগৃহ খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন।

কায়রোতে ১৮ শতাব্দীর একটি মসজিদ হযরত স'াফিয়্যার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। মসজিদের সন্নিহিত এলাকা উক্ত নামেই পরিচিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্‌ন হিশাম, ed. Wustenfeld, পৃ. ৩৫৪, ৬৫৩, ৭৬২, ৭৬৬; (২) ইব্‌ন সা'দ, ৮খ, ৮৫-৯২; (৩) L. Caetani, Annali dell' Islam, i. 379, 415; ii/i. 29, 34; viii. 223; (৪) আত'-ত'াবারী, ১খ, ৭৩; (৫) Lammen, Mo'awia, p. 246; (৬) G. H. Stern, Marriage in Early Islam, 1939, দ্র. নির্ঘণ্ট; (৭) নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ৪২০—২১।

V. Vacca (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

সাব্'ইয়্যাঃ (سبعية) সাত ইমামে বিশ্বাসী, যে সমস্ত শী'ঈ দল প্রকাশ্য শী'ঈ ইমামগণের সংখ্যা সাতে সীমাবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করে, নামটি তাহাদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়। শী'ঈগণ মনে করে যে, খিলাফাত ন্যায়ত 'আলী বংশীয়গণেরই প্রাপ্য এবং ইমামের গুণাবলী আল্লাহ তা'আলার বিধানে পিতা হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্রে বর্তায়। ১৪৫/৭৬২ সালে ষষ্ঠ ইমাম জা'ফার-এর (জ্যেষ্ঠ) পুত্র ইস্‌মা'ঈল তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তাহারা এক সমস্যার সম্মুখীন হইল। তাহাদের অধিকাংশ ইস্‌মা'ঈলের পরিবর্তে ইমাম জা'ফারের অন্য পুত্র মূসা আল-কাজি'মকে ইমামরূপে গ্রহণ করিল। দ্বাদশ ইমামে বিশ্বাসী বা ইছ'না'-'আশারিয়্যাঃ (দ্র.)-গণ তাঁহাকে সপ্তম ইমাম বলিয়া স্বীকার করে। আর একদল শী'ঈ ইমাম জা'ফারের অন্যান্য পুত্র মুহ'াম্মাদ, 'আবদুল্লাহ এবং 'আলীর পক্ষ অবলম্বন করে কিন্তু চরমপন্থী বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারবাদিগণ ইস্‌মা'ঈলের প্রতি আনুগত্যে অবিচল থাকে। তাহারা অস্বীকার করিল যে, ইস্‌মা'ঈল তাঁহার

পিতার পূর্বে ইনতিকাল করিয়াছেন। এই মতের সমর্থনে তাঁহারা যে প্রমাণ উপস্থিত করিল তাহাতে তাহাদের বিপক্ষগণও কিছুটা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। তাই তাহারা ইস্‌মা‘ঈলের দাবীকে নস্যাৎ করিবার জন্য তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছে যে, তাঁহার অসাধু জীবনযাত্রার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহার উত্তরাধিকার বাতিল করিয়াছেন, পূর্বে যদিও ইহা তাঁহারই জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই সমস্ত অভিযোগের, বিশেষত মদ্যপানের অভিযোগের কারণ ইহা হইতে পারে যে, সমসাময়িক সাব্‘ইয়্যাগণের মধ্যে যে আইনগত শিথিলতা আসিয়াছিল তাহাই তাহাদের ইমামের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

প্রথম হইতেই সাব্‘ইয়্যাঃ আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে চলে নাই। ‘মুবারাকিয়্যাঃ’ নামক একটি দল ইস্‌মা‘ঈলের প্রতি আনুগত্যে অটল রহিল। তাহারা ইস্‌মা‘ঈলকেই শেষ ইমাম এবং মাহ্‌দী মনে করে। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ ইস্‌মা‘ঈলের পুত্র মুহ'ম্মাদ-কেও ইমাম বলিয়া স্বীকার করে। ইনি হইলেন ‘ক'া’ইমু’য-যামান’ এবং তাঁহার উপাধি হইল ‘আত্‌-তাম্ম’ অর্থাৎ শেষ ইমাম। অথচ দেখা যায় কোন কোন উপদলের লোক মুহ'ম্মাদের পর গুপ্ত ইমামগণকে স্বীকার করে এবং এই ইমামগণের নাম কেবল দীক্ষিত ব্যক্তিগণই জ্ঞাত ছিল। এইভাবে মুহ'ম্মাদ আত্‌-তাম্ম-কে শেষ ইমামরূপে স্বীকৃতি দান সত্ত্বেও প্রধান দলগুলি কিন্তু ইস্‌মা‘ঈলকেই শেষ ইমাম বলিয়া গ্রহণ করিল। ইমাম সম্বন্ধীয় মতবাদে সাব্‘ইয়্যাঃগণের অধিকাংশই ‘ওয়াকি'ফিয়্যাঃগণের, অর্থাৎ ‘প্রতীক্ষাবাদী’দের অন্তর্গত। তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে ইহার কারণ আংশিকভাবে পাওয়া যায়। ১৪৫/৭৬২-৩ সালে ‘আব্বাসী খলীফা আল-মানসূ'র মদীনায় বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নাফ্‌সু'য-যাকিয়্যাঃ মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন ‘আব্‌দিল্লাহ ইব্‌নি'ল-হ'াসান ইব্‌নি'ল-হ'াসান ইব্‌ন ‘আলী। পর বৎসর তাঁহার ভ্রাতা ইব্‌রাহীমও নিহত হন। এইভাবে আপাতত ‘আলী বংশীয় সমস্যাটি চাপা পড়ে। তবে সেইসব সক্রিয় মহল (যাহারা ‘আলী বংশীয় কোন যোদ্ধাকে ইমাম মনোনীত করিতেন) তাহাদের মধ্যে ‘জারূদিয়্যাঃ’ নামক একটি দল নাফ্‌সু'য-যাকিয়্যাঃ-কে গুপ্ত মাহ্‌দী হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। ইমামের প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা ‘আলী বংশীয় সমর্থকদের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাদের মতবাদ অনুযায়ী তাহারা তাহাদের ভাবী ইমামরূপে ব্যক্তিবিশেষকে কল্পনা করিত। ইসমা‘ঈলের ভ্রাতাগণের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু অনুগত সমর্থক জুটিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মূসাবি'য়্যাঃগণ কিছুটা গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল; তাহারা ‘মামতূ'রাঃ’ (অর্থাৎ ‘বর্ষণসিক্ত’) অথবা ওয়াকি'ফিয়্যাঃ নামেও পরিচিত হইত। যথার্থভাবে বলিতে গেলে এই সকল উপদলও সাব্‘ইয়্যাঃগণের অন্তর্গত, কিন্তু সাধারণত ‘সাব‘ইয়্যাঃ’ কথার দ্বারা ইস্‌মা‘ঈলিয়্যাঃগণকে বুঝায়। তাহাদের মতে আনুগত্যে অবিচলিত থাকার সহিত রাজনৈতিক অভিলাষ পরিত্যাগ করা অপরিহার্য নহে, কিন্তু এক শতাব্দীরও অধিক বিগত না হওয়া পর্যন্ত ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। তাহাদের মধ্যে ইমাম সম্পর্কীয় কার্যকর ধারণা পরবর্তীতে বিকাশ লাভ করে। তাহারা পূতজন্মবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ইমামরূপে গ্রহণ করিত বটে, কিন্তু হযরত ‘আলী (রা) এবং হযরত হুস'ায়ন (রা)-এর বংশোদ্ভূত প্রথম জাত কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে ইমামপদে মনোনীত করিত না। এইভাবে সাব‘ইয়্যাঃ আন্দোলন গুপ্ত সপ্তম ইমাম মুহ'ম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌মা‘ঈলের দা‘ঈগণের (দ্র.) প্রচেষ্টায় ধর্মীয় ইতিহাসের বাহিরেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। এই দা‘ঈগণের মধ্যে ছিলেন হ'াম্‌দান ক'ার্‌মাত', ফাতি'মীয় সা‘ঈদ ইব্‌ন ‘আব্‌দিল্লাহ ইব্‌ন মায়মূন অথবা গুপ্ত ইমামের নিজের আত্মপ্রকাশ (ত'াবারী, ৩খ, ২২১৮-এ ক'ারমাত'ীয় ধর্মপ্রচারক যাহ্'য়া ইব্‌ন যি'ক্‌রাওয়াহ সম্বন্ধীয় রহস্য তুলনীয়)। ক'ার্‌মাত'ী, ফাতি'মী, হ'াশ্‌শাশীন এবং ভারত, ইরান ও মধ্য এশিয়ার ইস্‌মা‘ঈলীগণ কর্তৃকই সাব্‘ইয়্যাঃ আন্দোলন ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুরূয এবং কতকাংশে মাতাবি'লাঃ ও নুস'ায়রীগণকে মূল সাব‘ইয়্যাঃ দল হইতে উদ্ভূত বলা হয়।

সাব্‘ইয়্যাঃ আন্দোলনটি একাধারে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক। ইহাতে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইহার ইমামের সংখ্যা সাত। ষষ্ঠ ইমাম জা'ফার (র)-এর কোন না কোন পুত্রকে সপ্তম ইমামরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। রাজনৈতিক কারণ ব্যতীত আর একটি ধারণা ইহাতে পরিস্ফুট। উহা এই যে, মহাজাগতিক এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যে কালপর্যায়ে সংঘটিত হয় তাহার সংখ্যা-বাচক মান হইল সাত। খাত্ত'াবিয়্যাঃগণ ইসমা‘ঈলের পিতা ইমাম জা‘ফারের পূজা করিত। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, সাব্‘ইয়্যাঃ আন্দোলনের প্রাথমিককালে ইমাম পূজা কল্পনাতীত ছিল না। এখানে সাব্‘ইয়্যাঃ ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নহে। অবশ্য নানা সূত্রে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও অস্পষ্ট। কারণ এইগুলি প্রধানত তাহাদের বিপক্ষগণের বর্ণনা হইতে লব্ধ। তবে একথা বলা যায় যে, ধর্মতত্ত্বে সাব্‘ইয়্যাঃগণের দান হইল বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক মতবাদ। কিন্তু ইহাতে বস্তু এবং নামসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। নিঃসরণের (emanation) পর্যায়গুলি এইরূপ : ১। আল্লাহ; ২। বিশ্বপ্রজ্ঞা (‘আক্'ল); ৩। জগদাত্মা (নাফ্‌স); ৪। আদিম বস্তু; ৫। স্থান (মাকান); ৬। কাল (যামান); এবং ৭। পৃথিবী ও মানব জগত। এই সাত সংখ্যাটি নিম্ন জগতে মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির ইতিহাসে নবী বা নাতি'ক' (বক্তা)-গণের সংখ্যাও নির্দেশ করে। তাঁহারা হইলেন আদাম (‘আ) প্রথম নাতি'ক', তৎপরে নূহ' (‘আ), ইব্‌রাহীম (‘আ), মূসা (‘আ), ‘ঈসা (‘আ), মুহ'ম্মাদ (স') এবং মুহ'ম্মাদ আত্‌-তাম্ম; এই নাতি'ক'গণের প্রতি দুইজনের মধ্যে সাতজন স'ামিত (নীরব ব্যক্তি) আছেন এবং ইঁহাদের প্রথম জন নাতি'কে'র সাহায্যকারী হিসাবে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ফাতিক' (উন্মোচনকারী) অথবা আসাস (ভিত্তি) নামে পরিচিত। কারণ ইহাদের প্রদত্ত গূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা দ্বারাই নাতি'কে'র প্রদত্ত শিক্ষা ও নিয়মাবলীর প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটিত হয়। এইরূপ নাতিক' হইতেছেন সেছ' (‘আরবী শীছ') [ইহা সেছি'য়ানদের (Sethians) কথা স্মরণ করাইয়া দেয়], শেম (‘আরবী সাম), ইস্‌মা‘ঈল (হাজিরার পুত্র), হারূন, পিটার, ‘আলী এবং সপ্তম জন হইলেন সাব্‘ইয়্যাঃ দলের প্রতিষ্ঠাতা ‘আবদুল্লাহ ইব্‌ন মায়মূন। স'ামিতের পাশা-পাশি নিম্নতর পদসমূহ সাত অথবা ১২ সংখ্যায় সজ্জিত আছে। হ'জ্জাঃ এবং দা‘ঈ ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যবস্থাটি অবতার মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইহাতে সপ্তম ইমামকে খোদা মনে করা হয়। ‘আবদু'ল-ক'াহির আল-বাগ্'দাদী (পৃ. ২৮৮) ইস্‌মা‘ঈলী আন্দোলনে কিছুকাল যাবত নিযুক্ত এক ব্যক্তির নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইসমা‘ঈলীগণ হযরত মূসা (‘আ)-এর নিকট যিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাকে মুহ'ম্মাদ আত-তাম্ম-

-এর মধ্যে দেখিবার আশা করেন। কোন কোন দলের নিকট, যেমন ভারতীয় ইস্মা'ঈলীগণের মধ্যে বিশ্বের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় তাঁহাদের বিশেষ মতবাদ এবং তৎসহ সপ্তম সংখ্যার 'কাল-পর্যায়' (Periodicity) নগণ্য হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুত তাঁহাদের নিকট 'আলী প্রথম ইমাম হিসাবে খোদা বলিয়া গণ্য। ধারণার বিবর্তন এইভাবে সাব্'ইয়্যাঃ হইতে আহলু'ল-হা'ক্ক' (দ্র.) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। খোজাগণ হযরত 'আলী (রা) হইতে বর্তমান ৪৮ শ ইমাম কারীম আগা খান পর্যন্ত গণনা করে। ইমামের পরেই হইতেছেন হু'জ্জাঃ. ইতিহাসে তাঁহার গুরুত্ব ইমামের গুরুত্বকেও অনেক স্থলে অতিক্রম করিয়াছে। হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-কে তাঁহারা হযরত 'আলী (রা)-এর হু'জ্জাঃ বলিয়া মনে করে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-এর নামের পরিবর্তে হযরত সাল্মান ফারিসী (রা)-এর নাম ব্যবহার করা হয়। শেষোক্ত জনই তাহাদের ঈপ্সিত ব্যক্তি। পারলৌকিক মুক্তির (নাজাত) জন্য গুপ্ত ইমামকে স্বীকার করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই ইমামের পরিচয় কেবল দীক্ষিত ব্যক্তিকেই জানান হয়। এইজন্য সাব'ইয়্যাঃ ধর্মমতে 'শিক্ষাদান' ব্যাপারটি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। এরূপ মতবাদিগণ তা'লীমিয়্যাঃ নামে পরিচিত। তাহাদের দীক্ষা সাত অথবা নয় পর্যায়ে সাধিত হয়। আল-বাগ্'দাদী (পৃ. ২৮২ প.) লিখিয়াছেন: (১) তাফার্‌রুস অর্থ 'সঠিক অনুসন্ধান'। ইহা একটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি। যাহাকে দলভুক্ত করিতে হইবে তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করিবার এবং তাহার সহিত নিজেকে একই ভিত্তিতে স্থাপন করিবার ইহা একটি বিশেষ পন্থা। অতঃপর তাহাকে (২) তা'নীস পর্যায়ে তাহার পূর্বের বিশ্বাসের "সৌন্দর্য দেখান হয়"। তাহাকে ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, তাহার পূর্ব বিশ্বাসকে সে যেরূপ সুন্দর মনে করিত ইহা (সাব্'ইয়্যাঃ মতবাদ) তদপেক্ষাও সুন্দর। অতঃপর (৩) তাশকীক পর্যায়, ইহাতে সে এই 'সন্দেহ দ্বারা অস্থির হয়' যে, সে কখনও তাহার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয় নাই। এইরূপ মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শনের পর একটি সময় আসে যখন শিক্ষানবীশ গুপ্ত কর্তৃত্বের সহিত 'যুক্ত' এবং 'সম্পর্কিত' হয়। ইহা এই সূত্র অনুযায়ী হয় যে, প্রকৃত জ্ঞান কেবল গুপ্ত ইমামের মাধ্যেই (৪) রাব্‌ত' (যোগ) এবং (৫) তা'লীক' (সম্পর্ক)-এর মাধ্যমে বিদ্যমান আছে। (৬) 'তাদ্‌লীস' পর্যায়ে প্রকৃত মরমী অর্থ অক্ষরের বাহ্যিক আবরণ হইতে রূপক ব্যাখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এই আবরণের অন্তরালে সমস্ত ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং আইন 'আচ্ছন্ন হইয়া আছে।' অতঃপর (৭) ভিত্তি স্থাপন (তা'সীস)-এর কার্য আরম্ভ হয়। ইহা শেষ হইলে শিষ্য দেহমনে শপথসহ চুক্তিবদ্ধ হয়। (৮) মাওয়াছি'ক' বি'ল-আয়মান (শপথ পালনে নিষ্ঠা)। ইহার পরিবর্তে সে, (৯) খাল্' এবং সুল্খ পর্যায় পূর্বারোপিত সর্বপ্রকার ধর্মীয় বিধি-নিষেধ এবং উহার বাহিরের সমস্ত বাহ্যিক নিয়ম-কানুনের প্রতি আনুগত্য হইতে মুক্তি লাভ করে।

সমগ্র সাব্'ইয়্যাঃ মতবাদের বাহ্যিক কাঠামোর জন্য কু'রআনের আয়াতসমূহ হইতে সমর্থন সংগ্রহ করা হইয়াছে। কু'রআনের দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের (متشابهات) রূপক ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাহারা ইহা সমাধা করিয়াছে। ১৫ : ৯৯ আয়াতে বলা হইয়াছে, 'যাবৎ তোমার য়াক'ীন (নিশ্চিত বিশ্বাস) না হয় তাবৎ তোমার প্রভুর উপাসনা কর।' ইহাতে শিক্ষার্থীর এরূপ মনে হইতে পারে যে, তাহার পূর্বেকার উপাসনা তাহার সাধনার প্রাথমিক পর্যায়মাত্র। যে সমস্ত আয়াতে 'বাতি'ন' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহারা রূপক অর্থ উদ্ভাবনে অত্যুৎসাহী তাহারা সেইগুলিকে অকাট্য দলীলরূপে গ্রহণ করে। ইহাতে তাহারা বর্ণের (حرف) গুপ্ত রহস্য-জ্ঞানকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়। রহস্য সন্ধান প্রচেষ্টায় তাহারা কু'রআনের কতিপয় সূরার প্রারম্ভে ব্যবহৃত বিচ্ছিন্ন বর্ণসমূহে (مقطعات), কিংবা শী'আঃ ইমামগণের নাম-রহস্যে কিংবা কোন মূলনীতি (اصول) এবং 'আক'াইদে সীমাবদ্ধ থাকে না।

মুসলিম দল-উপদলগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ পরিস্ফুট করার ব্যাপারে সাব্'ইয়্যাঃ আন্দোলনের কোন দান নাই। কখনও কখনও কোন বিশেষ দল ইহার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পরিচিত হয়; যেমন সাব'ইয়্যাঃগণকে ভিন্ন মতবাদ পোষণকারী খুর্‌রামী (দ্র. খুর্‌রামিয়্যাঃ) ও মায্‌দাকীগণের সহিত বাতি'নিয়্যাঃগণের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। আবার কখনও সাব্'ইয়্যাঃগণকেই বাতি'নিয়্যাঃ বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। এই কারণে বাতি'নিয়্যাঃগণের প্রতিপক্ষ তাহাদিগকে 'মু'আত্তি'লাঃ' (ইসলামী বিধি-নিষেধ বিলোপকারী) নামে অভিহিত করে।

সাব্'ইয়্যাঃগণের মতবাদের আসল উৎপত্তি কোথা হইতে তাহা এখনও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় নাই। মুসলিম লেখকগণ তাহাদের প্রতি স্বাভাবিক কারণে বিরূপ ভাবাপন্ন ছিলেন। সুন্নী তত্ত্বব্যাখ্যাকারিগণ সাধারণত য়াহূদী, খৃস্টান, সা'াবি'আঃ এবং বিশেষভাবে পার্‌সী উৎস হইতে তাহাদের মতবাদের উৎপত্তি মনে করেন। পক্ষান্তরে গ্রীক দর্শন এবং মধ্যযুগীয় হারমেটিক রচনাবলীর সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে বলিয়া সন্দেহ পোষণ করা হয়। মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলে সাব্'ইয়্যাঃ দার্শনিক মতবাদসমূহ 'ইখওয়ানু'স'-সা'ফা' (পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ)-সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছে।

সুন্নীগণ, এমন কি শী'ঈগণও সমস্ত সাব্'ইয়্যাঃ দলগুলির অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা করেন। তাঁহারা সাব্'ইয়্যাঃগণকে গু'লাত (চরমপন্থী) বলিয়া অভিহিত করেন (দ্র. গ'ালী) এবং সাধারণত তাহাদিগকে ইসলামের বহির্ভূত মনে করেন। কোন কোন তত্ত্বব্যাখ্যাকারী তাহাদের নামোল্লেখই করেন না। কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব (রাবুবিয়্যাঃ)-কে এবং হযরত মুহা'ম্মাদ (স') যে শেষ নবী, এই বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করে। ইহাদিগকে অনেক সময় দাহ্‌রিয়্যাঃ (দ্র.) নামেও অভিহিত করা হয় এবং জড়বাদিগণের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। কিন্তু জড়বাদিগণ তাহাদিগের হইতে ভিন্ন। তাহাদের সম্বন্ধে এই ধরনের বিরূপ মনোভাবের কারণ হইল তাহাদের বিপ্লবাত্মক মতবাদের বিরুদ্ধে তিক্ত মনোভাব এবং সপ্তম ইমামের নামে তাহাদের প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রচার, এতদ্ব্যতীত তাহাদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ উপেক্ষাকে নিছক অসচ্চরিত্রতা বলিয়া মনে করা হয়। সাধারণত পানোন্মত্ত নৈশ উচ্ছৃঙ্খলতা ও সমকামিতা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত গুপ্ত সংঘগুলির বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ আনা হয় সাব্'ইয়্যাঃগণের বিরুদ্ধেও অনেকাংশে তাহাই প্রয়োগ করা হয়। ধর্মীয়, নৈতিক এবং রাজনৈতিক বিধি-নিষেধ বিলোপ সাধন প্রচেষ্টায় তাহারা যে সকল কর্মকাণ্ড করিয়াছে বলিয়া কথিত হয় সেইগুলি য়ুরোপীয় সাহিত্যেও স্থান লাভ করিয়াছে। সাব্'ইয়্যাঃগণের কোন কোন দল যেমন হা'শশাশীন, ক'ারমাত'ী প্রভৃতি নিশ্চিতভাবেই অন্য মুসলমানগণের প্রতি অতিমাত্রায় অসহিষ্ণু ছিল। কিন্তু অন্যপক্ষে দেখা যায়, মিসরে অনেক ফাতি'মী শাসকই বিশেষ সহিষ্ণুতা এবং বিজ্ঞতার সহিত শাসন

করিয়াছেন। সাব্'ইয়্যাঃগণের কোন কোন দলকে সাম্যবাদী বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা কোনক্রমেই তাহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল না। মুসলিম লেখকগণ হিজরী চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে সাব্'ইয়্যাঃগণ পৃথিবীর চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যে প্রচারণামূলক কার্যকলাপ চালাইয়াছিল তাহার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুরাতন দলগুলি ততদিন সেকেলে হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাদের প্রচারিত ভাবধারা তখনও ক্রিয়াশীল ছিল এবং পারস্য হইতে সুদূর উত্তরে এবং হিন্দুস্তান হইতে বিশেষত পূর্ব আফ্রিকায় নীত হইয়াছিল। প্রাচীন সাব্'ইয়্যাঃগণের সহিত আধুনিক সাব্'ইয়্যাঃগণ (ইস্মা'ঈলী)-এর সম্পর্ক পুরাপুরি ছিন্ন হয় নাই, তবুও বর্তমানে তাহাদের বিশ্বাসের প্রকৃতি মূলত বদলাইয়া গিয়াছে। তাহাদের রাজনৈতিক সম্ভাবনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং ধর্মীয় মনোভাবও তেমন আক্রমণমূলক আর নাই। ইহা লক্ষ্যণীয় যে, আধুনিক সাব্'ইয়্যাঃগণ (ইস্মা'ঈলীগণ) ইসলামে একতার মনোভাবকে জোরের সহিত সমর্থন করেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আবদু'ল-ক'াহির ইব্ন ত'াহির আল্-বাগ'দাদী, আল-ফার্‌ক' বায়না'ল-ফিরাক' (কায়রো ১৩২৮ হি.), পৃ. ২৫৬ প.; (২) ইব্ন হ'াযম, আল-মিলাল ওয়া'ন-নিহ'াল (কায়রো ১৩২১ হি.), ২খ, ১১৬; (৩) ইবনু'ল-জাওযী, নাক্'দু'ল-'ইল্ম ওয়া'ল-'উলামা' ওয়া তাল্বীস ইব্লীস (কায়রো ১৩৪০ হি.), পৃ. ১০২—১০৮; (৪) নাওবাখ্তী, ফিরাকু'শ-শী'আঃ (সম্পা. Ritter), পৃ. ৫৭; (৫) শাহ্রাস্তানী (সম্পা. Cureton), পৃ. ১৬, ১২৬ প., ১৪৫ প.; (৬) আরও দ্র. Haarbrucker-এর অনুবাদ, ২খ, ৪১৫; (৭) গুহ্ফুর ইব্ন ত'াহির আল-ইস্ফারাইনী (Ms. Berl. 2801), ইমামিয়্যাঃ (অধ্যায় ৮), ইসমা'ঈলিয়্যাঃ, মুবারাকিয়্যাঃ এবং বাতি'নিয়্যাঃ (অধ্যায় ১৩); (৮) আল-ঈজী, মাওয়াকি'ফ (সম্পা. Soerensen), পৃ. ৩৪৮ প.; (৯) Guyard, Fragments relatifs a la doctrine des Ismaelis, in the NE, xxii (1874), 177 প.; (১০) Ivanow, Ismaelitica in the Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, viii (1922), 1-76; (১১) do., A Guide to Ismaili Literature (London 1933); (১২) do., A Creed of the Fatimids (Bombay 1936); (১৩) do., উম্মু'ল-কিতাব, in Isl. xxiii (1936), p. 1-132; (১৪) হ'ামদান হামদানী, রাসা'ইল ইখ্ওয়ানু'স'-স'ফা in literature of the Isma'ili Taiyibi Da'wat, in Isl., xx (1932), p. 218-300; (১৫) B. Lewis, The Origins of Ismaei'lism (Cambridge 1940); (১৬) আল-গ'াযালী, ফাদ'াইহ'ু'ল-বাতি'নিয়্যাঃ in Goldziher, Streitschrift des Gazali gegen die Batinijja-sekte (Leiden 1916); (১৭) do., Vorlesungen uber den Islam, p. 247 প.; (১৮) De Boer, Geschichte der Philosophie im Islam, p. 76 প.; (১৯) দ্র. De Sacy, Expose de la religion des Druzes i. pl. xiii প.।

R. Strothmann (S.E.I.)/মুহ'ম্মদ রেযাউর রহীম

স'াবি'উন (الصابئون) : আস'-স'াবি'উন বা الصابئة আস'-স'াবি'আঃ) দুইটি সম্প্রদায়ের নাম : ১। মান্দীয়গণ অথবা সুব্বগণ। ইহারা য়াহূদী-খৃস্টান মিশ্র সম্প্রদায়, ইহারা ইরাকের অধিবাসী এবং ব্যাপ্টিসম্ (স্নান দ্বারা দীক্ষা) পালন করে [জন ব্যাপ্টিস্ট-এর (হযরত য়াহ্'য়ার) দলভুক্ত খৃস্টান]; ২। হ'ার্‌রানের স'াবি'ঈগণ। ইহারা নক্ষত্রপূজক সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় ইসলামের অধীনে বেশ দীর্ঘকাল যাবত টিকিয়াছিল। ইহাদের মতবাদ কৌতূহলজনক এবং এই সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের জন্যই ইহাদের গুরুত্ব।

কু'রআনে (২ : ৬২, ৫ : ৬৯, ২২ : ১৭) স'াবি'ঈনদের উল্লেখ আছে। তিন স্থানে ইহাদিগকে য়াহূদী ও খৃস্টানগণের সহিত আহ্লি'ল-কিতাব অর্থাৎ কিতাবীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাদিগকে অনেক সময় য়াহূদী-খৃস্টানদের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হইয়াছে। ইহাদের নাম নিশ্চয়ই হিব্রু ص-ب-ع ধাতু (অর্থ ডুব দেওয়া, অবগাহন করা) (ع অক্ষর পরিত্যক্ত) হইতে, ইহার অর্থ দাঁড়ায় যাহারা অবগাহন দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ করে। নক্ষত্রপূজক স'াবি'ঈগণ এই অনুষ্ঠান জানিত না। ইহারা মুসলিম শাসকদের নিকট য়াহূদী ও খৃস্টানগণের অনুরূপ কু'রআনপ্রদত্ত সুবিধা পাইবার জন্য ইহা গ্রহণ করিয়াছিল।

হিজরী চতুর্থ শতক হইতে 'আরব লেখকগণ পুনঃপুন আগ্রহ সহকারে হ'ার্‌রানের স'াবি'ঈগণের উল্লেখ করিয়াছেন। আশ্-শাহ্রাস্তানী তাঁহার গ্রন্থে ইহাদের ও ইহাদের ধর্মমত সম্পর্কে একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে রূহ'ানিয়্যাপন্থীদের (আর্-রূহ'ানিয়্যুন) বিশেষত তারকারাজির মধ্যে মহান আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসিগণের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। তাহারা তাহাদের প্রথম শিক্ষকরূপে দুইজন দার্শনিক নবীকে স্বীকার করে : (১) 'আয'ায়ুন (Agathodemon-পুণ্যাত্মা) এবং (২) হারমিস (Hermes)। এই দুইজনকে যথাক্রমে শীছ' ও ইদ্রীস ('আ)-এর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়। অর্ফিউস্ (Orpheus) ও তাহাদের একজন নবী ছিলেন। তাহারা বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন বলিয়া বিশ্বাস করে। তিনি জ্ঞানী, পবিত্র, অপর কর্তৃক উৎপন্ন নহেন এবং তিনি অগণ্য মর্যাদার অধিকারী, মধ্যস্থ আত্মাসমূহের সাহায্যেই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ সম্ভব। তাহাদের মতে মধ্যস্থ আত্মাগুলি উপাদান, কার্য ও অবস্থা হিসাবে অমিশ্র এবং পবিত্র, তাহারা স্বভাবত দেহধারী নহে, তাহাদের মধ্যে বস্তুগত গুণ নাই এবং স্থান ও সময়ভেদে কোন পরিবর্তনও নাই। তাহারা আমাদের প্রভু, দেবতা এবং পরম প্রভু সৃষ্টিকর্তার নিকট সুপারিশকারী। আত্মাকে বিশুদ্ধ করিয়া এবং রিপুকে নিগ্রহ করিয়া মানুষ তাহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। তাহারা বস্তু উৎপাদন করে, নবরূপে সৃষ্টি করে এবং বস্তুর অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরিবর্তন করে। তাহারা মহান সৃষ্টিকর্তার শক্তিকে নিম্নশ্রেণীর জীবের প্রতি প্রবাহিত করে এবং ইতর জীবের প্রত্যেককে প্রথম সৃষ্টির সময় হইতে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়। তাহাদের মধ্যে সপ্তগ্রহের পরিচালকও আছে। গ্রহগুলি তাহাদের মন্দিরস্বরূপ। প্রতিটি আত্মার একটি মন্দির আছে, প্রতি মন্দিরের একটি পরিবেশ বা মণ্ডল আছে। সুতরাং দেহের যেমন আত্মা, সেইরূপ এই সূক্ষ্ম দেহধারিগণও মন্দিরের আত্মাস্বরূপ। অনেক সময় স'াবি'ঈগণ গ্রহগুলিকে পিতা ও উপাদানসমূহকে মাতা বলে। সূক্ষ্ম দেহধারীদের কাজ হইল এই সমস্ত মণ্ডল বা পরিবেশকে সঞ্চালিত করা এবং উহাদের প্রভাবে উপাদানসমূহ ও বস্তুজগতের উপর ক্রিয়া করা। ইহার ফলেই মিশ্রিত বস্তু এবং দৈহিক গুণ উৎপন্ন হয়। সাধারণ সৃষ্টি সাধারণ সূক্ষ্ম দেহধারী হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং সমগ্রভাবে সৃষ্টির সূক্ষ্মদেহ আছে, উহার সূক্ষ্ম দেহধারী প্রভু

আছে এবং সৃষ্টির প্রতিটি ফোঁটারও একটি সূক্ষ্ম দেহ আছে। এই সমস্ত সূক্ষ্ম দেহধারীর বায়ু, ঝটিকা, ভূমিকম্প প্রভৃতি জাগতিক ব্যাপারের উপর কর্তৃত্ব করে, প্রতিটি সৃষ্টিকে উহার কার্যকরী শক্তি প্রদান করে এবং উহার জন্য নিয়ম প্রস্তুত করে। তাহাদের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক এবং ফিরিশতাগণের অনুরূপ।

যে সব স'াবি'ঈ প্রত্যক্ষভাবে 'মন্দির' বলিয়া কথিত নক্ষত্রের পূজা করিত এবং যাহারা তারকাদের প্রতীক মানুষের নিজের হাতে প্রস্তুত মূর্তি (আশ্খাস', ব্যক্তিগণ)-গুলিকে মনুষ্য-নির্মিত মন্দিরে পূজা করিত সেই সমস্ত স'াবি'ঈর মধ্যে আশ-শাহরাস্তানী পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছেন। শামসু'দ-দীন আদ-দিমাশক'ীর নুখবাতু'দ-দাহ্‌র ফী 'আজাইবি'ল-বাররি ওয়া'ল-বাহ্'র (ed. A. F. Mehren. 1866) গ্রন্থে স'াবি'ঈদের মন্দির, মূর্তি এবং উৎসব অনুষ্ঠান প্রভৃতির চমকপ্রদ বর্ণনা রহিয়াছে।

গ্রহভেদে মন্দিরের আকার, সিঁড়ির ধাপের সংখ্যা, অলংকারের রং, মূর্তি গঠনের উপাদান এবং পূজা ও উৎসর্গকৃত বস্তুর পার্থক্য হইত। ইহা এই সম্প্রদায়ের ইতিহাসের জন্য বিশেষ কৌতূহলপ্রদ। এখানে এবং অন্যত্র আমরা নরবলির অভিযোগও পাই। ইহা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নহে। য়াহূদী দার্শনিক মায়মূনী বলেন, তিনি দিমাশ্ক'ীর বর্ণনার অনুরূপ প্রতিমূর্তি দেখিয়াছিলেন। আশ-শাহ্‌রাস্তানী আরও বলেন যে, সকল স'াবি'ঈদের তিনবার উপাসনা ছিল। তাহারা মৃতদেহ স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া পবিত্র হইত। তাহাদের জন্য শূকর, কুকুর, নখরযুক্ত পাখী এবং কবুতরের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। তাহারা খাতনা করিত না। বিচারকের সিদ্ধান্ত মারফত ত'ালাক' দিতে পারিত এবং তাহাদের এক স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল।

স'াবি'ঈগণ প্রথমত ইরাকের উত্তরাঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত এবং হ'ার্‌রানে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। তাহাদের ধর্মীয় ভাষা ছিল সিরীয় ভাষা। খলীফা মা'মূন তাহাদিগকে নির্মূল করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কীয় যোগ্যতার জন্য তাহারা সহিষ্ণু ব্যবহারপ্রাপ্ত হয়। ২৫৯/৮৭২-এ বিখ্যাত ছ'াবিত ইব্‌ন কু'ররাঃ তাহার সহধর্মাবলম্বীদের সহিত বিবাদ করিয়া হ'ার্‌রানে সমাজচ্যুত হন এবং বাগদাদে আগমন করেন। সেখানে তিনি স'াবি'ঈদের আর একটি শাখা স্থাপন করেন। বাগদাদের স'াবি'ঈ সম্প্রদায় কিছুকাল শান্তিতে বাস করে। কিন্তু খলীফা আল-ক'াহির তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে শুরু করেন এবং ছ'াবিতের পুত্র সিনানকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ৩৬৪/৯৭৫-এর কাছাকাছি সময় খলীফা আল-মুতী' এবং আত'-ত'া'ই'-এর কর্মাধ্যক্ষ স'াবি'ঈ আবূ ইসহ'াক' ইব্‌ন হিলাল হ'াররান, রাক্ক'াঃ এবং দিয়ার মুদ'রের স'াবি'ঈদের প্রতি সহিষ্ণু ব্যবহারের একটি সনদ লাভ করেন এবং বাগদাদের স'াবি'ঈদের রক্ষার ব্যবস্থা করেন। ৪র্থ/১০ম শতাব্দীতেও বাগদাদ ও হ'াররানে বহু স'াবি'ঈ বিদ্যমান ছিল। ৪২৪/১০৩৩ সালে হ'াররানে শুধু একটি চন্দ্রমন্দির অবশিষ্ট ছিল এবং উহা একটি দুর্গেরও কাজ দিত। ঐ বৎসরই এই মন্দির মিসরের ফাতি'মীগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ৫ম/১১শ শতকের মধ্যভাগের পর হ'াররানের স'াবি'ঈদের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও আমরা তাহাদিগকে বাগদাদে দেখিতে পাই।

যে সমস্ত মহৎ ব্যক্তি এই সম্প্রদায়কে খ্যাতিসম্পন্ন করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন: ছ'াবিত ইব্‌ন কু'ররাঃ, বিখ্যাত জ্যামিতিবিদ, মৌলিক জ্যোতির্বিদ, অনুবাদক এবং দার্শনিক; সিনান ইব্‌ন ছ'াবিত, চিকিৎসাবিদ ও আব-হাওয়াবিদ। এই বংশের অন্যান্য চিকিৎসাবিদ এবং জ্যোতির্বিদ হইলেন: ছ'াবিত ইব্‌ন সিনান এবং হিলাল ইব্‌ন মুহ'াসসিন, দুইজনই ঐতিহাসিক ছিলেন; আবূ ইসহ'াক' ইব্‌ন হিলাল ছিলেন মন্ত্রী এবং এই পরিবারের অন্য ব্যক্তিগণ হইলেন: আল-বাত্তানী (Albategnus) বিখ্যাত জ্যোতির্শাস্ত্রবিদ, আবূ জা'ফার আল-খাযিন গণিতশাস্ত্রবিদ এবং কিতাবু'ল-ফিলাহি'ন-নাবাতি'য়্যাঃ গ্রন্থের রচয়িতা ইব্‌নু'ল-ওয়াহ্'শিয়্যাঃ, ইনি নিজকে মুসলিম বলিয়া প্রকাশ করিলেও আসলে স'াবি'ঈ সম্প্রদায়ভুক্তই ছিলেন। অবশেষে উল্লেখ করা যায় যে, দিমাশ্ক'ীর গ্রন্থে এই সমস্ত পণ্ডিতের রচনা হইতে খনিজবিদ্যা সম্পর্কে উদ্ধৃতি রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ স'াবি'আঃ সম্পর্কে কু'রআনের বিভিন্ন তাফসীর; (১) Horovitz, Koranische untersuchungen. 121-2; মান্দীয়দের সম্পর্কে দ্র.: (২) W. Brandt, Die mandaische Religion (Leipzig 1889); (৩) do., Mandoische Schriften (Gottingen 1893); (৪) do, Die Mandaer (Verh. Ak. Amst. new Series, xvi., No. 3); (৫) F. Scheftelowitz, Die Entstehung der manichaischen Religion und des Erlosungsmysteriums (Giessen 1922) and H. H. Schaeder in Isl., xiii (1223), p. 320-333; (৬) Pedersen in Oriental Studies presented to E. G. Browne (Cambridge 1922), আল-কাসীদের (Elkasaites) সম্পর্কে: (৭) W. Brndt, Elchasai (Leipzig 1912); হ'াররানের স'াবি'ঈদের সম্পর্কে: (৮) D. Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus, 2 vols. (St. Petersburg 1856); (৯) de Goeje, Memoire posthume de Dozy contenant de nouveaux documents pour l' etude de la religion des Harraniens (Travaux de la 6^e session du Congres int. des Orientalistes, tenu en 1883 a Leyden), ii. 291-366; (১০) মুহ'াম্মাদ আশ-শাহ্‌রাস্তানী (ed. Cureton, 1846), ২খ, ২০২-২৫১; (১১) আদ-দিমাশ্ক'ী, নুখবাতু'দ-দাহ্‌র ফী 'আজাইবি'ল-বাররি ওয়া'ল-বাহ্'র (ed A. F. Mehren, St. Petersburg 1866), পৃ. ৩৯-৪৮; (১২) আল-মাস'উদী, মুরূজ, ৪খ, ৬১—৭১।

B. Carra de Vaux (S.E.I.)

(আস)-সামিরী (السامرى) বানূ ইস্‌রাঈলের লোকজনকে যে ব্যক্তি স্বর্ণ নির্মিত গো-বৎসের পূজায় প্রলুব্ধ করিয়াছিল কু'রআন মাজীদের ২০তম সূরায় (ত'াহা) ৮৫-৮৭ এবং ৯৫ আয়াতে তাহার নাম 'সামিরী' (The Samaritan) বলা হইয়াছে। বানূ ইস্‌রাঈলের প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শনের দৃষ্টান্তস্বরূপ রাসূল কারীম (স')-এর মাদানী জীবনের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাঃ বাক'ারাঃ-র ৪৫—৪৮ আয়াতে এই অন্যায় আচরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

মক্কী জীবনের শেষের দিকে অবতীর্ণ ৭ম সূরায় (আল-আ'রাফ), ১৪৮ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, "মূসা ('আ)-এর অনুপস্থিতিকালে (যখন তিনি বানূ ইস্‌রাঈলের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত গ্রন্থ আনিতে যান) তাঁহার ক'াওমের লোকজন তাহাদের অলংকারগুলি (গলাইয়া

উহা) দ্বারা (পূজার উদ্দেশ্যে) এমন একটি গো-বৎস মূর্তি তৈয়ার করিল যাহা হইতে যেন 'হাম্বা হাম্বা' রব বাহির হইতে লাগিল।" ২০শ সূরার ৮৫--৯৯ আয়াতগুলিতে এই সম্পর্কে বিস্তৃততর বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ২০শ সূরার (তা'হা) ৮৫-৯৯ আয়াতের অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

৮৫ : (তুর প্রান্তরে সমুপস্থিত হযরত মূসা ('আ)-কে লক্ষ্য করিয়া) আল্লাহ বলিলেন, "তোমার (চলিয়া আসার) পর আমি তোমার কাওমকে পরীক্ষা করিয়াছি আর সামিরী তাহাদিগকে বিপথগামী করিয়া ফেলিয়াছে।"

৮৬ : "মূসা তখন ক্রুদ্ধ বিক্ষুব্ধ অবস্থায় তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রব্ব কি তোমাদিগকে একটি কল্যাণপ্রদ ওয়া'দা প্রদান করেন নাই? সেই ওয়া'দা কি তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছিল? না আল্লাহর গযব তোমাদের উপর নিপতিত হউক ইহাই তোমরা কামনা করিয়াছিলে? আর সেজন্যই কি তোমরা আমার সহিত তোমাদের অঙ্গীকারের খিলাফ কাজ করিয়া বসিলে?"

৮৭ : "তাহারা বলিল: আমরা স্বেচ্ছায় আপনার সহিত আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করি নাই। প্রকৃত অবস্থা এই যে, সম্প্রদায়ের যে অলঙ্কারাদির বোঝা আমাদিগের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল আমরা সেইগুলিই আগুনে নিক্ষেপ করি। আর সামিরীই আমাদিগকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিল।"

৮৮ : "অতঃপর (সামিরী) উহা দ্বারা একটি গো-বৎস বানাইয়া আনিল, সেই বাছুরটির ছিল একটি দেহ (মাত্র) যাহা গরুর ন্যায় শব্দ করিত। ইহা দেখিয়া তাহারা বলিল, ইহাই তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য, কিন্তু মূসা ভুলিয়া গিয়াছে।"

৮৯ : "তাহারা কি ভাবিয়া দেখিল না যে, গো-বৎস মূর্তিটি তাহাদের কথার উত্তরে একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারে না,— অধিকন্তু তাহাদের ক্ষতি করার বা উপকার করার কোনও ক্ষমতা বা অধিকার তাহার নাই।"

৯০ : 'অবশ্য হারূন পূর্বেই তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছিল : "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এই ব্যাপারের মাধ্যমে একটি পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছ, প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের প্রভু হইতেছেন করুণাময় আল্লাহ, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ করিয়া চল এবং আমার হুকুম মান্য কর।"

৯১ : তাহারা বলিল, "মূসা আমাদের নিকট যে পর্যন্ত ফিরিয়া না আসিতেছে, সে পর্যন্ত আমরা উহার পূজা কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না।"

৯২ : তখন মূসা (ফিরিয়া আসিয়া) বলিলেন, "হে হারূন! যখন তুমি দেখিলে যে, ইহারা পথভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করিল—

৯৩ : "আমার অনুসরণ করা হইতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করিলে?"

৯৪ : (হারূন বলিলেন,) "হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি ধরিবেন না, আমার মাথা (-র চুল) ধরিয়াও টানিবেন না, আমার এই আশংকা হইয়াছিল যে, আপনি আসিয়া বলিবেন : তুমি বানূ ইসরাঈলকে দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছ এবং আমার কথার মর্যাদা রক্ষা কর নাই।"

৯৫ : মূসা অতঃপর বলিলেন, "হে সামিরী! তোমার বক্তব্য কি?"

৯৬ : সে বলিল, "অন্যেরা যাহা দেখিতে পায় নাই, এমন একটি ব্যাপার আমি দেখিতে পাই। অতঃপর আমি দূতের (জিব্রাঈলের) পদচিহ্ন (-এর স্থান) হইতে একমুষ্টি (মৃত্তিকা) গ্রহণ করি এবং তাহা (গো-বৎসের দিকে) নিক্ষেপ করি—এবং এই কাজে আমার প্রবৃত্তি আমাকে প্ররোচিত করিয়াছিল।"

৯৭ : (তখন মূসা) বলিলেন: (মানুষের সংশ্রব হইতে) "দূর হইয়া যাও তুমি। ইহজগতে তোমার শাস্তি এই যে, তুমি বলিয়া বেড়াইবে, 'আমি অস্পৃশ্য'—ইহাই তোমার জন্য নির্ধারিত, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। তোমার যে উপাস্য দেবতার পূজারী তুমি সাজিয়াছিলে, তাহার অবস্থানটিও দেখ। আমরা উহা জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিব। অতঃপর সাগরে নিক্ষেপ করিব।"

৯৮ : (তোমরা বলিয়া রাখ) একমাত্র আল্লাহই হইতেছেন তোমাদের উপাস্য প্রভু, তিনি ভিন্ন আর কোনই উপাস্য নাই। তাঁহার জ্ঞান সর্ব বিষয়ে ব্যাপ্ত।

৯৯ : "অতীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার ঘটনাবলী তোমার নিকট এইভাবে বিবৃত করিয়া উপদেশপুস্তক কু'রআন প্রদান করিয়াছি।"

সামিরীয়দের বিচ্ছিন্নতার যে গল্প প্রচলিত রহিয়াছে এবং তাহার ফলে 'সামিরীয়বাদ' নামীয় যে মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছে Goldziher সামিরীকে উহারই প্রতীকরূপে দাঁড় করান। বাইবেলের পুরাতন বিধানের Sirach ১ : ২৫-এ, গস্‌পেলের লুক ৯ : ৫২ ও জন ৪ : ৯-এ ইহার (বিচ্ছিন্নতাবাদের) দৃষ্টান্ত দেখা যায়। Goldziher য়াহূদী, খৃস্টান ও মুসলিম-উৎস হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সামিরীয়গণ তাহাদের বংশবহির্ভূত লোকের সংস্পর্শে আসা অপবিত্র কাজ মনে করিত।

Goldziher-এর যুক্তিসমূহ কু'রআনের প্রাচীন ভাষ্যের দ্বারাও সমর্থিত হয়। তাবারী স্বয়ং (তাফসীর, ২০শ সূরা:, ৮৫ হইতে ৯৭ আয়াত) একটি হা'দীছে'র অনুসরণ করিয়া সামিরীকে বানূ ইসরাঈলের সামিরীয় গোত্রের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে উল্লেখপূর্বক বলেন, সামিরীর পাপকীর্তির শাস্তিস্বরূপ মূসা ('আ) বানূ ইসরাঈলের লোকদিগকে তাহার সহিত সামাজিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখা নিষিদ্ধ করিয়া দেন এবং তাঁহার "সে আদেশ কার্যকর হয়।" অনুরূপভাবে যামাখশারী বলেন, সামিরী ছিল সামিরাঃ নামে এক য়াহূদী গোত্রের লোক। এই গোত্রের ধর্মক্রিয়া মূল য়াহূদী ধর্মক্রিয়া হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ছিল। সামিরীর জন্য অপরাপর লোকের সহিত সামাজিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, আজও তাঁহার বংশাবলী এই নিষেধাজ্ঞা মানিয়া চলে।

পরবর্তী যুগের উপাখ্যানে সামিরীর কাহিনী ডালপালায় সুসজ্জিত হইয়া উঠে। তাবারীর বিবরণে আমরা ইতিপূর্বেই তাহা দেখিতে পাইয়াছি (Annals, i. 489)। সামিরী লোকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে সক্ষম হয় যে, তাহাদের জন্য লুটের মাল সিদ্ধ নয়। ইস্রাঈলীয়গণ তাহার পরামর্শমতেই মিসরীয়দের নিকট হইতে সংগৃহীত অলংকারাদি আনয়ন করে। সামিরী জিব্রাঈল ('আ)-এর পদচিহ্ন হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া উহাতে (সেই অলংকারাদিতে) নিক্ষেপ করে, ফলে উহা একটি গো-বৎসের আকার প্রাপ্ত হয় এবং হাম্বা হাম্বা রব করিতে থাকে। ছা'লাবীতে ইহার আরও বিস্তারিত তথ্যাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে (কায়রো ১৩২৫ হি., পৃ. ১৩১—১৩৩)।

জিব্‌রাঈল ('আ) তদীয় বাহন অশ্ব দ্বারা ফির'আওনের ঘোড়ার পালে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেন। এই সময় সামিরী জিবরাঈল ('আ)-এর ঘোড়ার ক্ষুর চিহ্নিত স্থান হইতে মৃত্তিকা আহরণ করে। (বানূ ইসরাঈলের লোকদের মধ্যে) একমাত্র সামিরীই স্বর্গীয় দূত জিব্‌রাঈলকে চিনিতে পারে, কারণ মিসরে অবস্থানকালে ইস্‌রাঈল গোত্রের নবজাত শিশু পুত্রদিগকে (ফির্'আওনের জারীকৃত হত্যার ফরমানের ভয়ে) যখন তাহাদের মাতাপিতাগণ গুহাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখে তখন ফিরিশতাগণ কর্তৃক উক্ত শিশুগণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে শিশু সামিরীর স্বয়ং জিব্‌রাঈল ('আ)-এর নিকট শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে। এই পূর্ব পরিচিতির জন্যই সে জিব্‌রাঈল ('আ)-কে চিনিতে পারে। তাঁহার অশ্বের ক্ষুরচিহ্নিত স্থান হইতে সংগৃহীত সেই এক মুষ্টি মৃত্তিকা সে স্বর্ণ-নির্মিত গো-বৎসের উপর নিক্ষেপ করে। ফলে উহা রক্তমাংসের বাছুরে রূপান্তরিত হয়, হাম্বা হাম্বা রব করিতে থাকে এবং হাঁটিতে সক্ষম হয়। কোন কোন মতে গো-বৎসের অভ্যন্তর হইতে ইব্‌লীস-ই কথা বলে। সামিরী লোকদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় যে, আল্লাহ স্বয়ং বাছুরের ভিতর হইতে কথা বলিতেছেন, যেমন তিনি ঝোপের আড়াল হইতে মূসা ('আ)-এর সহিত কথা বলিয়াছেন। মূসা ('আ) ফিরিয়া আসিয়া এই অনাচার দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া সামিরীকে গো-বৎসটি নষ্ট করিয়া ফেলিতে বাধ্য করেন। অধিকন্তু তাহাকে তিনি অভিশাপ প্রদান করেন: 'লা-মিসাসা' তুমি অস্পৃশ্য হইয়া থাকিবে। স্পর্শের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে দ্র. Lev. xiii. 45; Is. liv. ii; Lam. iv. 15.

ইসলামী কল্পকাহিনী পরবর্তীকালের মিদ্‌রাশ (Midrash)-এ অনুপ্রবেশ করে। Pirke R. Elieser, Tanhuma ki Tisza-তেও এই অনুপ্রবেশ পরিদৃষ্ট হয়। ছ'া'লাবী এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোগসূত্র দেখাইয়া দেন।

কু'রআনে বর্ণিত সামিরীর কাহিনীতে এইভাবে মূল কারণ নির্দেশের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সামিরীয় গোত্র অন্যান্য লোক-সমাজ হইতে কেন এবং কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে তাহার কারণ উহাতে নির্দেশিত হয়। য়াহূদীদের উপর যেমন খাদ্য সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয় (সূরাঃ ৪ : ১৫৬), সামিরীয়দের উপরেও (তেমনই সামিরীর স্বর্ণ-গোবৎস পাপের জন্য) এই অস্পৃশ্যতার শাস্তি নামিয়া আসে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আত'-ত'াবারী, তাফ্‌সীর, এবং আয-যামাখ্‌শারী, আল-কাশ্‌শাফ, কু'রআনের অন্যান্য তাফ্‌সীর, ২০ : ৮৫-৯৫; (২) আছ'-ছ'া'লাবী, কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া', কায়রো ১২৮২ হি., পৃ. ৮২; (৩) Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?, Frankfurt 1902, p. 162-165; (৪) S. Fraenkel, Der Samiri, in ZDMG, 1902, lvi. 73; (৫) I. Goldziher, La Misasa, in Revue Africaine, No. 268, Algiers 1908, p. 23, 28; (৬) Speyer, Die Bibl. Erzahlungen im Qoran, p. 330.

B. Heller (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুর রহমান

সায়্যিদ (سيد) (ব. ব. সাদাঃ), দলপতি, প্রভু, প্রধান, মালিক; যিনি নিজস্ব গুণপনা, সম্পদ বা বংশ-মর্যাদায় উন্নত। শেষোক্ত অর্থে সমগ্র মুসলিম জগতে কেবল হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বংশধরগণকে নির্দেশ করে (শারীফ প্রবন্ধ দ্র.)। এই শব্দটি কু'রআন শারীফে দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে: ধর্ম-প্রবণ ব্যক্তির প্রসঙ্গে (৩ : ৩৯) এবং যুলায়খার স্বামী প্রসঙ্গে (১২ : ২৫)। 'আরববাসীরা এই শব্দটি মানুষ, জিন্ন, জীবজন্তু এবং অপ্রাণীবাচক বস্তুর সম্পর্কেও শ্রেষ্ঠত্বসূচক অর্থে ব্যবহার করে। আল-যাজ্জাজ কু'রআনকে সায়্যিদু'ল-কালাম অর্থাৎ 'অত্যুত্তম বাণী' নামে আখ্যায়িত করেন। অমুসলিমদের প্রসঙ্গে শব্দটির প্রচলিত প্রয়োগের প্রকৃষ্ট উদাহারণের জন্য দ্র. Rodrigo Diaz, "el Cid Campeador." আধুনিক 'আরবী ভাষায় জনাব বা মিস্টার অর্থে সায়্যিদ শব্দের ব্যবহার আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : E. W. Lane, Lexicon দ্র.।

T. W. Haig (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

সায়্যিদ কু'তু'ব, শাহীদ, 'আল্লামাঃ (سيد قطب، شهيد، علامة) মিসরের একজন প্রখ্যাত 'আলিম, সুলেখক, দক্ষ সংগঠক ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিক। তাঁহার প্রকৃত নাম সায়্যিদ। কু'তু'ব তাঁহার বংশীয় উপাধি। পিতার নাম হ'াজ্জী ইব্‌রাহীম কু'তু'ব এবং মাতার নাম ফাতি'মাঃ হু'সায়ন 'উছ'মান। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ 'আরব দেশ হইতে হিজরত করিয়া মিসরের উত্তরাঞ্চলে আস্‌য়ূত' জিলায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই আসয়ূত' জিলারই মূশা নামক গ্রামে ১৯০৬ খৃ. সায়্যিদ কু'তু'ব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হ'াজ্জী ইব্‌রাহীম চাষাবাদ করিতেন। মাতা-পিতা উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, আল্লাহ্‌ভীরু ও চরিত্রবান। কু'রআন কারীমের প্রতি ছিল তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি। তাই দেশের শ্রেষ্ঠ ক'ারীগণকে নিজেদের গৃহে দা'ওয়াত দিয়া আনিয়া তাহাদের তিলাওয়াত মনোযোগ সহকারে নিজেরাও শ্রবণ করিতেন এবং সন্তানদিগকেও শুনাইতেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল সন্তানদিগকে হ'াফিজ' ও 'আলিম-রূপে গড়িয়া তোলা।

সায়্যিদ কু'তু'ব ছিলেন তাঁহার পাঁচ ভাইবোন (অন্যরা হইলেন মুহ'াম্মাদ কু'তু'ব, আমিনাঃ কু'তু'ব ও হ'ামীদাঃ কু'তু'ব, সর্ব-কনিষ্ঠ জনের নাম জানা যায় না)-এর মধ্যে জ্যেষ্ঠ। মাতা-পিতার ইচ্ছানুযায়ী তিনি অতি অল্প বয়সেই কু'রআন কারীম হি'ফ্‌জ' করিয়া অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মাদরাসায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষাও সমাপ্ত করেন। ইহার পর 'তাজহিযিয়াঃ দারু'ল-'উলূম' মাদরাসা হইতে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি ১৯২৯ খৃ. কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৩৩ খৃ. কৃতিত্বের সহিত বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অসাধারণ জ্ঞান, বিশেষ প্রতিভা ও উচ্চতর শিক্ষার কারণে তাঁহাকে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর তাঁহাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্কুল ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হয় যাহা মিসরে একটি সম্মানজনক পদ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সময়েই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হইতে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি অধ্যয়ন এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য তাঁহাকে আমেরিকা প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি ওয়াশিংটনস্থ উইলসন টিচার্স কলেজ, টিচার্স কলেজ গ্রিলী কোলরাড ও স্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে দুই বৎসর যাবত আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির উপর ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। এইখানেই তিনি আমেরিকার ভোগবাদী ও বস্তুবাদী সমাজের বাহ্যিক চাকচিক্যের অন্তরালে লুক্কায়িত মনুষ্যত্বের করুণ অবনতি লক্ষ্য করেন। তিনি বুঝিতে পারেন যে, একমাত্র ইসলামই এহেন চরম অবনতি ও নৈতিক অবক্ষয় হইতে উদ্ধার করিয়া সমাজকে প্রকৃত কল্যাণ ও উন্নতির

শীর্ষ শিখরে আরোহণ করাইতে পারে। তাই দেশে ফিরিয়া তিনি শায়খ হ'াসানু'ল-বান্না (র.) প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ইখ্ওয়ানু'ল-মুসলিমূন (র.)-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা যাচাই করিতে শুরু করেন। অবশেষে উহার সহিত ঐকমত্য পোষণ করত ১৯৪৫ খৃ. উক্ত সংগঠনে যোগদান করেন। তাঁহার ন্যায় প্রভাবান ব্যক্তিত্বের যোগদানের ফলে সংগঠনের কর্মতৎপরতা দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ শক্তি ওয়াদা করিয়াছিল যে, যুদ্ধ শেষে মিসরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিবে। এই ভিত্তিতেই মিসর বৃটিশের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই শর্ত ও অঙ্গীকারানুযায়ী বৃটিশের মিসর ত্যাগের দাবীতে 'ইখ্ওয়ান' দল প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করে। ইহাতে দলের জনপ্রিয়তা আরও বাড়িয়া যায়। দলের সক্রিয় কর্মীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ লক্ষ ছাড়াইয়া যায়। সমর্থক ও সহানুভূতিশীলদিগের সংখ্যা ইহারও অধিক ছিল। ফলে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকার এবং মিসরের তৎকালীন রাজা ফারূক'র সিংহাসন টলটলায়মান হইয়া উঠে। ভীত হইয়া তাহারা সম্মিলিতভাবে ইহাকে বিলুপ্ত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১২ ফেব্রুয়ারী (মতান্তরে মার্চ বা জানু.) ১৯৪৯ খৃ. একটি কর্মী সভায় বক্তৃতা দিয়া ফিরিবার পথে দলের প্রধান (মুরশিদ-ই-'আম) হ'াসানু'ল-বান্নাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হয় এবং ইখ্ওয়ানকে 'বেআইনী' ঘোষণা করা হয়। জুলাই, ১৯৫২-এ এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে রাজা ফারূক বিতাড়িত হন। এই বৎসরই 'ইখ্ওয়ান'-এর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়। তখন ডঃ হ'াসান আল-হুদা'য়বী দলের প্রধান নির্বাচিত হন এবং সায়্যিদ কু'তু'ব দলের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন। তাঁহার দক্ষ ও বলিষ্ঠ পরিচালনাধীনে দলের আদর্শ প্রচার এবং আন্দোলনের সম্প্রসারণ বিভাগ দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। ১৯৫৪ খৃ. 'মাজলিস দা'ওয়াত ইসলামী' (مجلس دعوت اسلامی) সায়্যিদ কু'তু'বকে সংগঠনের মাসিক পত্রিকা 'ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূন'-এর প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত করে। সেই সময়ে জামাল 'আবদু'ন-নাসি'র-এর সরকার ও বৃটিশদের মধ্যে এক নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থবিরোধী উক্ত চুক্তির বিরুদ্ধে 'ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূন' পত্রিকায় তীব্র সমালোচনা করা হয়। ফলে ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ তারিখে উক্ত পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এইখান হইতেই কর্ণেল নাসি'র ও ইখ্ওয়ানের মধ্যে তিক্ততার সূচনা হয়। ফলে ইখ্ওয়ানের উপর আবারও সাম্রাজ্যবাদীদের খড়্গ নামিয়া আসে। একটি বানোয়াট হত্যা-ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে 'ইখ্ওয়ান'কে পুনরায় 'বেআইনী' ঘোষণা করা হয় এবং উহার প্রায় পঞ্চাশ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। তাহাদের সঙ্গে সায়্যিদ কু'তু'বও গ্রেফতার হন। গ্রেফতারের সময় তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। সামরিক কর্মকর্তা অত্যন্ত নির্দয়ভাবে এই অবস্থায় তাঁহাকে বেড়ী পরাইয়া ঘর হইতে জেল পর্যন্ত হাঁটাইয়া লইয়া যায়। জ্বরের প্রকোপ এবং নিদারুণ কষ্টের ফলে পথে বারবার তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন। যখনই হুঁশ ফিরিয়া আসিতেছিল তখনই তিনি বলিতেছিলেন الله اكبر و لله الحمد (আল্লাহ মহান, সকল প্রশংসা তাঁহারই)। জেলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই একাধারে দুই ঘণ্টা যাবত তাঁহাকে মারপিট করা হয়। পুলিশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর লেলাইয়া দেওয়া হয়। সেই কুকুর তাঁহাকে কামড়াইয়া ধরিয়া জেলের আঙ্গিনায় টানিয়া লইয়া বেড়াইতে থাকে। ইহার পর একটানা সাত ঘণ্টা যাবত তাঁহাকে জেরা করা হয়, জেলে তাঁহাকে লৌহশলাকা গরম করিয়া দাগ দেওয়া হইত। তাঁহার মাথায় অনবরত কখনও ঠাণ্ডা পানি আবার কখনও গরম পানি ঢালা হইত। রাতে অন্ধকার কুঠরীতে তালাবদ্ধ রাখিয়া দিনের বেলায় তাঁহাকে প্যারেড করান হইত। অনবরত তাঁহাকে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করা হইত। মোটকথা সুপরিকল্পিতভাবে তাঁহাকে শারীরিক ও মানসিক আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করা হইত, কিন্তু ঈমানের বলে বলীয়ান হইয়া অকাতরে তিনি এই অত্যাচার সহ্য করেন এবং সর্বক্ষণ الله اكبر و لله الحمد বলিতে থাকেন। ক্রমাগত এহেন নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচারের ফলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। বক্ষপীড়া, হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা এবং সর্বাঙ্গে জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহাকে মিসরের বিভিন্ন জেলে রাখিবার পর অবশেষে ১৩ জুলাই, ১৯৫৫ তারিখে তথাকথিত 'গণ আদালত'-এর বিচারে ১৫ (পনের) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এক বৎসর পর তাঁহাকে সরকারের পক্ষ হইতে ক্ষমার আবেদন করিতে পরামর্শ দেওয়া হয়। এমন কি ক্ষমার আবেদন করিলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হইবে—এই মর্মে প্রলোভনও দেওয়া হয়। কিন্তু অত্যন্ত ঘৃণাভরে তিনি ইহা প্রত্যাখ্যান করত নির্ভীক চিত্তে উত্তর দেন, "আমি এই প্রস্তাব শুনিয়া বিস্মিত না হইয়া পারিতেছি না যে, মজ'লূমকে জালিমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলা হইতেছে। আল্লাহ্র কসম! ক্ষমার কয়েকটি শব্দ যদি আমাকে ফাঁসি কাষ্ঠ হইতেও রেহাই দেয়, তবুও আমি তাহা করিব না। আমি আল্লাহ্র দরবারে এমন অবস্থায় হাজির হইতে চাই যে, আমি তাঁহার প্রতি রাযী এবং তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।" যতবারই তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে ততবারই তিনি বলিয়াছেন, "আমাকে যদি হকভাবে বন্দী করা হইয়া থাকে তবে আমি হকের ফয়সালার উপর রাযী আছি। আর যদি বাতিল শক্তি আমাকে গ্রেফতার করিয়া থাকে তবে বাতিলের নিকট কিছুতেই আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিব না।"

দীর্ঘ দশ বৎসর কারাভোগের পর ১৯৬৪ খৃ. ইরাকের প্রেসিডেন্ট 'আবদু'স-সালাম 'আরিফ যখন মিসর সফরে আসেন তখন তাঁহার সুপারিশক্রমে সায়্যিদ কু'তু'বকে মুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু কড়া পুলিশ প্রহরায় তাঁহাকে গৃহবন্দী করিয়া রাখা হয়।

এক বৎসর অতিক্রান্ত না হইতেই ১৯৬৫ খৃ. পুনরায় 'ইখ্ওয়ান' কর্মীদিগকে ব্যাপক হারে গ্রেফতার করা হয়। ডেইলী টেলিগ্রাফ ১১ অক্টোবর, ১৯৬৫ সংখ্যার রিপোর্ট মতে প্রায় পঁচিশ হাজারেরও অধিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়, যাহাদের মধ্যে সাতশত ছিল মহিলা। এই সময় সায়্যিদ কু'তু'ব, তাঁহার ভ্রাতা মুহ'াম্মাদ কু'তু'ব এবং ভগিনী আমিনাঃ কু'তু'ব ও হ'ামীদাঃ কু'তু'বকেও গ্রেফতার করিয়া জেলে প্রেরণ করা হয়। জেলে তাঁহাদিগের উপর অকথ্য নির্যাতন চালান হয়। কিছুদিন পর তাঁহাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনয়ন করা হয়। বিশেষ সামরিক আদালতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে তাঁহাদের বিচার শুরু হয়। অভিযুক্তগণকে কোনরূপ আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ দান করা হয় নাই। তাঁহাদের পক্ষের কোন উকীল ছিল না। অন্য দেশ হইতে আইনজীবিগণ আসামীদিগের পক্ষ সমর্থনের আবেদন করেন, কিন্তু তাঁহাদের সে আবেদন না-মঞ্জুর করা হয়। ফরাসী বার এসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সভাপতি William Thorp এবং মরক্কোর দুইজন আইনজীবী আসামী পক্ষ সমর্থনের

জন্য আবেদন করেন কিন্তু তাঁহাদের সে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। সুদানের দুইজন আইনজীবী কায়রো পৌঁছিয়া সেখানকার বার এসোসিয়েশনে রীতিমত নাম রেজিস্ট্রী করিয়া আদালতে হাজির হন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আদালত হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং মিসর ত্যাগে বাধ্য করা হয়। বিচার চলাকালে সায়্যিদ কু'তু'ব ও অন্য আসামিগণ ট্রাইবুনালের সামনে অভিযোগ করেন যে, অপরাধ স্বীকার করার জন্য তাঁহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালান হয়; কিন্তু ট্রাইবুনালের সভাপতি এই অভিযোগের প্রতি কোনরূপ কর্ণপাতই করেন নাই। অবশেষে আগস্ট, ১৯৬৬ সালে সামরিক ট্রাইবুনালের পক্ষ হইতে সায়্যিদ কু'তু'ব ও তাঁহার দুইজন সঙ্গীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। সমগ্র বিশ্বে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন, পত্র-পত্রিকা এই দণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের জোর দাবী জানায়। কিন্তু সব কিছু উপেক্ষা করিয়া সামরিক জান্তার পক্ষ হইতে ২৫ আগস্ট, ১৯৬৬ তারিখে উক্ত দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।

সায়্যিদ কু'তু'ব-এর সাহিত্যকর্ম **:** সায়্যিদ কু'তু'ব ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক ও কবি। ঐতিহাসিক ও ইসলামী ভাবধারাসমৃদ্ধ শিশু সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়। শিশুদিগকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল ভাষায় নবীগণের কাহিনী ও জীবনচরিত রচনা করেন যাহার নাম **:** (১) আল-কি'স'াস'ু'দ-দীনিয়্যাঃ, ইহা তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। এই সময়ে তিনি ইসলামী ভাবধারায় সমৃদ্ধঃ (২) আল-আশওয়াক (কণ্টকরাজী); (৩) তি'ফলুম-মিনা'ল-ক'ারয়াঃ (গ্রামের এক বালক); (৪) আল-মাদীনাতু'ল-মাসহ্'রাঃ, (যাদুর শহর) নামক তিনখানি উপন্যাস রচনা করেন। তি'ফলুম-মিনা'ল-ক'ারিয়াঃ গ্রন্থখানি রচনার সময় তিনি মিসরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ ত'াহা হ'সায়ন (দ্র.)-এর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলেন। তাই এই রচনায় তাঁহার 'আল-আয়্যাম' গ্রন্থের প্রভাব বিদ্যমান। ইহা ছাড়া শিশুদের জন্য তিনি ইসলামী ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীতও রচনা করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে সর্ববৃহৎ গ্রন্থ হইল কু'রআনু'ল-কারীম-এর তাফসীর (৫) ফী জি'লালি'ল-কু'রআন। ৮ খণ্ডে প্রকাশিত এই তাফসীরখানি ১৯৫৪ খৃ. গ্রেফতারীর পূর্বে তিনি রচনা শুরু করেন এবং কারাগারেই ইহা সমাপ্ত করেন। ইহা তাঁহার একটি অনবদ্য অবদান। ইহা ঠিক তাফসীর নহে, বরং কু'রআন কারীম অধ্যয়নকালে তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রতিটি আয়াতের ভিতরের প্রচ্ছন্ন দা'ওয়াত, সংশোধনের উপায়, সতর্কীকরণ এবং আল্লাহ্‌র পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ে সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহার অন্যান্য রচনা হইল **:** (৬) মাশাহিদু'ল-কি'য়ামাঃ ফি'ল-কু'রআন, ইহাতে কু'রআন কারীমের ৮০টি সূরার ১৫০ স্থানে বর্ণিত কিয়ামতের বিবরণ পেশ করা হইয়াছে। ইহাতে তিনি হ'াশরের ময়দান, জান্নাত ও জাহান্নামের চিত্র অতি নিখুঁতভাবে অঙ্কন করিয়াছেন; (৭) আত-তাস'-ব'ীরু'ল-ফান্নী ফি'ল-কু'রআন, দুইশত পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থখানিতে তিনি কু'রআনের ভাষা, রচনাশৈলী, অলংকার ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাভঙ্গীর আলোচনা করিয়াছেন; (৮) আল-'আদালাতু'ল-ইজতিমা'ইয়্যাঃ ফি'ল-ইসলাম, ইহা তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আমেরিকা সফর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার মধ্যে "একমাত্র ইসলামই জীবন সমস্যার সমাধান" এই চেতনার উন্মেষ হয়। সেই চিন্তাধারাই অত্যন্ত যুক্তি সহকারে ইহাতে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। ১৯৪৮ খৃ. ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইংরেজী, ফারসী, উর্দু, ইন্দোনেশীয় ও বাংলা ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; (৯) আন-নাক্‌'দু'ল-আদাবী উস্'লুহ ওয়া মানাহিজুহ, আধুনিক চিন্তাধারায় সাহিত্য সমালোচনার মূলনীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কীয় গ্রন্থ; (১০) নাক'দু কিতাব মুসতাক'বিলি'ছ-ছ'াক'াফাঃ, ডঃ ত'াহা হ'সায়ন-এর মুসতাক'বিলু'ছ-ছ'াক'াফাঃ গ্রন্থের সমালোচনা; (১১) আমরীকা আল্লাতী রা'আয়তু, আমেরিকার সমাজ ও সভ্যতার বিবরণ; (১২) মা'রিকাতু'ল-ইসলাম ওয়া'র-রা'সু মালিয়্যাঃ (ইসলাম ও পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব); (১৩) আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতু'ল-হ'াদ'ারাঃ, (ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার দ্বন্দ্ব); (১৪) আস-সালামু'ল-'আলামী ওয়া'ল-ইসলাম, (বিশ্বশান্তি ও ইসলাম); (১৫) দিরাসাত ইসলামিয়্যাঃ, (ইসলামী প্রবন্ধরাজী); (১৬) নাহ্'ও মুজতামি' আল-ইসলামী (ইসলামী সমাজের চিত্র); (১৭) কিতাব ওয়া শাখসি'য়্যাঃ (গ্রন্থ ও ব্যক্তিত্ব); (১৮) আল-আত'য়াফু'ল-আরবা'আঃ, চার ভাই বোনের চিন্তাধারা, সায়্যিদ কু'তু'ব, মুহ'াম্মাদ কু'তু'ব, আমিনাঃ কু'তু'ব ও হ'ামীদাঃ কু'তু'ব-এর রচনাবলী হইতে সংকলিত হইয়াছে; (১৯) মুহিম্মাতু'শ-শা'ইর ফি'ল-হ'ায়াঃ (জীবনে কবির প্রধান কাজ); (২০) মু'আলিমুন ফি'ত্-ত'ারীক' (পথের দিশা)। এই গ্রন্থখানি হইল তাঁহার রচিত সর্বশেষ গ্রন্থ। ইহাতে তিনি ইসলামী চিন্তাধারা এবং ইসলামী সংগঠনের বুনিয়াদী রূপরেখার বিবরণ দিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি রচনার কারণেই তাঁহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয় এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া তাঁহার (২১) ক'াফিলাতু'র-রাক'ীক'; (২২) হ'লমু'ল-ফাজ্‌র ও (২৩) আশ্‌-শাতি'উ'ল-মাজহূল নামক তিনখানি কবিতার সংকলনও প্রকাশিত হইয়াছে।

সায়্যিদ কু'তু'ব কতিপয় পত্রিকারও সম্পাদনা করেন। আমেরিকা যাওয়ার পূর্বে তিনি 'আল-'আলামু'ল-'আরাবী'-এর সম্পাদক ছিলেন। ইহা ছাড়া 'আল-ফিকরু'ল-জাদীদ' নামে তিনি নিজেই একখানি মাসিক পত্রিকা চালু করেন।

গ্রন্থপঞ্জী **:** (১) সায়্যিদ ক'াসিম মাহ'মূদ, সম্পা. ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া (উর্দু), করাচী তা. বি., পৃ. ১২৫৫—১২৫৭; (২) মাহ'মূদ 'আবদু'ল-মাজীদ', ইখওয়ানু'ল-মুসলিমূন আহ'দাছ' স'ান্‌-'আত'ত-তা'রীখ, আল-ইসকানদারিয়্যাঃ তা. বি., প্রথম সং, ১খ, ১৯০, শিরো. বাস'াইরাতু'ন-নাফিস'াঃ ওয়া রা'য়ুন মুলহি'ম হ'াওলা সায়্যিদ কু'তু'ব; (৩) সায়্যিদ কু'তু'ব, অনু. আবদুল খালেক, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা ১৪০০/১৯৮০, ২য় সং, ভূমিকা।

আবদুল জলীল

সাল্‌মান আল-ফারিসী (سلمان الفارسي) (রা) ছিলেন রাসূল কারীম (স')-এর একজন স'াহ'াবী (দ্র. স'াহ'াবাঃ) এবং মুসলিম ইতিহাসের অত্যন্ত জনপ্রিয় চরিত্রসমূহের অন্যতম। একটি হ'াদীছে'র বিভিন্ন রিওয়ায়াতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রিওয়ায়াত অনুসারে সাল্‌মান আল-ফারিসী (রা) ছিলেন [যাহার বর্ণনা-শৃঙ্খলের (সনদ) গোড়ায় রহিয়াছেন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন ইসহ'াক'] পারস্যের জায়ী গ্রামের অথবা পুরাতন ইসফাহানের এক দিহ্‌ক'ানের পুত্র।

অন্য বিবরণমতে তাঁহার আদি বাসস্থান ছিল রাম্‌হুরমুযের উপকণ্ঠে এবং তাঁহার ইরানী নাম ছিল মাহ্‌বেহ্ (মায়েহ্) অথবা রায়্‌বেহ (দ্র. Justi, Iran, Namenbuch p. 217, 277)।

বাল্যকালেই তিনি খৃস্টীয় মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পিতৃগৃহ ছাড়িয়া এক খৃস্টান যাজকের অনুসরণ করিতে থাকেন। অতঃপর তাঁহার সাহচর্য পরিত্যাগ করত একের পর অপরকে শিক্ষা-দাতারূপে বরণ করিয়া অবশেষে সিরিয়ায় উপনীত হন। সেখান হইতে তিনি মধ্য 'আরবের ওয়াদিউ'ল-কু'রা-য় গমন করেন। ইতিপূর্বেই তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, ইব্‌রাহীম ('আ)-এর খাঁটি তাওহ'ীদ ধর্মের পুনরুদ্ধারের জন্য এক নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং তাঁহার সন্ধানেই উক্ত স্থানে তাঁহার আগমন। তাঁহার সর্বশেষ শিক্ষক মৃত্যুশয্যায় উক্ত নবীর শুভ আবির্ভাব এবং তাহার মহান তাৎপর্যের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান। মরুভূমির অপরিচিত পথে যে সব কাল্‌ব গোত্রীয় বেদুঈন সালমানের পথ-প্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহারা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁহাকে এক য়াহূদীর নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলে। উক্ত য়াহূদী ঘটনাচক্রে য়াছ্‌'রিব (মদীনা) গমন করে, সঙ্গে থাকেন সাল্‌মান আল-ফারিসী। ইহার অত্যল্পকাল পরেই রাসূল কারীম (স') মক্কা হইতে হিজ্‌রত করিয়া মদীনায় শুভ পদার্পণ করেন। সালমান খৃস্টান সন্ন্যাসী শিক্ষকের বর্ণিত নুবুওয়াতের লক্ষণসমূহ হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর মধ্যে দেখিতে পাইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহার য়াহূদী প্রভুর দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহা হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হয় এবং তদ্দ্বারা সাল্‌মান (রা) তাঁহার স্বাধীনতা ক্রয় করিয়া লন।

খন্দকের যুদ্ধে মক্কাবাসিগণের আক্রমণ সাফল্যজনকভাবে প্রতি-রোধ করার ঘটনার সহিত সাল্‌মান (রা)-র নাম বিশেষভাবে জড়িত। কারণ এই সংকটকালে তিনিই খন্দক (পরিখা) খননের পরামর্শ দেন এবং এই খন্দকের সাহায্যেই মুসলিমগণ দুশমনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সাফল্য অর্জন করেন। Horovitz ১৯২২ খৃস্টাব্দে তাঁহার গবেষণাপ্রসূত নিবন্ধে বলেন যে, খন্দকের যুদ্ধের সর্বপ্রাচীন বিবরণে যেহেতু সাল্‌মানের হস্তক্ষেপের কোন উল্লেখ নাই, সুতরাং মূলত পারসিক এই প্রতিরক্ষা পদ্ধতিটির প্রয়োগ একজন পারস্যবাসীর প্রতি আরোপের জন্যই এই কাহিনীর অবতারণা করা হয়। অপরপক্ষে Massignon অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সমগ্র মূল তথ্যাবলীর বিচার-বিবেচনার পর ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরিখা যুদ্ধে সাল্‌মান ফারিসীর সম্পর্কীয় উপাখ্যানের মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাসূল কারীম (স')-এর অন্যতম খাদিম হিসাবে সাল্‌মান (রা) কূফার মাওয়ালীদের সহানুভূতি লাভে হয়ত প্রথমদিকেই সাফল্য অর্জন করেন এবং এইজন্যই (যদিও তাঁহার নামটি 'আরবীয়, অন্ততপক্ষে সেমিটীয় তবুও) ধর্মান্তরিত পারসিকদের আদর্শ পুরুষরূপে অভিষিক্ত হন,-ঠিক যেভাবে বিলাল (রা) হ'াব্‌শীদের এবং সু'হায়ল (রা) গ্রীকদের আদর্শরূপে পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন। ইসলামের সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় সাল্‌মান আল-ফারিসী (রা) মুসলিম পারস্যের জাতীয় বীর এবং ত'উবিয়্যাঃগণের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন (দ্র. Goldziher, Muh. Studien, i. 117, 136, 153, 212)।

সাল্‌মান (রা)-র মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে মূল লেখকগণের মধ্যে মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। 'উছ্‌'মান (রা)-এর খিলাফাতকালের প্রথম ৫ বৎস-রের মধ্যে তিনি ইনতিকাল করেন—এই অভিমতটিই সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য। ইহাও কথিত আছে যে, তিনি হযরত 'উমার (রা) কর্তৃক মাদাইনের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন এবং সেইখানেই ইনতিকাল করেন। Massignon মনে করেন যে, তাঁহার ইরাকে আগমনের কারণ ছিল 'আব্‌দু'ল-ক'ায়স গোত্রের রাবী'আঃ শাখার সহিত তাঁহার মিত্রতা। এই গোত্র-শাখা উত্তরকালে কূফায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার মৃত্যু প্রকৃত প্রস্তাবে যেখানেই ঘটিয়া থাকুক মাদাইনে ত'াক্-ই-কিস্‌রার উত্তর-পশ্চিমে তাঁহার কবর নির্দেশিত হইয়া থাকে। তাঁহার নামানুসারে উক্ত কবর সাল্‌মান-পাক (পবিত্র সালমান)-রূপে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। আল-য়া'কূ'বী তৃতীয় শতাব্দীতেই তাঁহার বিবরণে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন (BGA. vii. 322)। ১৬১৭ খৃস্টাব্দে Pietro della Valle তাঁহার কবর সংলগ্ন মস্‌জিদটি উহার পুরাতন আকারে দেখিতে পান (Viaggi, ed. Gancia, Brighton 1843, i. 394)। সুলত'ান চতুর্থ মুরাদ (১৬২৩-১৬৪০ খৃ.) কর্তৃক উহার নব রূপায়ণ সুসম্পন্ন হয়। পুনঃ ১৩২২/১৯০৪—৫ সালে উহার পুনঃসংস্কার সাধিত হয় (Herzfeld-Sarre, Archaol, Reise im Euphra-tesund Tigrisgebiet, ii. 262)। উক্ত সমাধি ক্ষেত্রে অসংখ্য যিয়ারাতকারীর সমাগম হয়। শী'আঃদিগকে এই ব্যাপারে সমধিক উৎসাহী দেখা যায়। কারবালা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহারা উহা যিয়ারাত না করিয়া ফিরেন না (দ্র. Aubin, La Perse d'aujourd'hui, Paris 1908, p. 426-28)। অপরাপর বর্ণনায় তাঁহার সমাধি অন্যত্র নির্দেশিত হয়; ইস্‌'ফাহানের সন্নিকট (য়াকূ'ত, মু'জাম, ২খ, ১৭০), ফিলিস্তিনের দামগান, সুদূদ, জেরুযালেম, লীডডা। অপর পক্ষে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভের পর আর যে সব ব্যক্তি ইসলাম কবূল করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, তাঁহাদের ন্যায় সাল্‌মান আল-ফারিসী (রা)-ও অনন্যসাধারণ দীর্ঘ জীবন লাভে ধন্য হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয় (Goldziher, Abhandlungen, ii)।

সূ'ফী মতবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠানরূপে আস্'হাবু'স-সু'ফ্‌ফাঃ-র সহিত সালমান (রা)-র নামও উল্লিখিত হয় (কিতাবু'ল-লুমা', ed. Nicholson, পৃ. ১৩৪ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়া : (১) ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১৩৬—১৪২ ; (২) ইব্‌ন সা'দ, ৪/১খ, ৫৩—৫৭ ; (৩) ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুস্‌নাদ, ৫খ, ৪৪১—৪৪৪ ; (৪) আল-মাক'দিসী, কিতাবু'ল-বাদ' ওয়া'ত-তা'রীখ, ed. Cl. Huart, p. 110-113, 345, 673, 677 ; (৫) আত্'-ত'াবারী, ed. de Gooje, index দ্র. ; (৬) ইব্‌নু'ল-আছ্‌'ীর, উস্‌দু'ল-গ'াবাঃ, ২খ, ৩২৮-৩৩২ ; (৭) L. Caetani, Annali dell' Islam, v. 339-419 (35 A. H., 541-598) and index to vols. i.—ii., iii—v. ; (৮) do., Chronographia Islamica, i. 383 (35 A. H. 73) ; (৯) C. Huart, Selman du Fars in Melanges H. Derenbourg, Paris 1909, p. 297-310 ; (১০) do., Nouvelles recherches sur la legende de Selman du Fars in the Annuaire de l' Ecole pratique des Hautes Etudes, Section des sciences reli-gieuses, 1913 ; (১১) J. Horovitz, in Isl., 1912 xii., 178-183 ; (১২) L. Massignon, Salman Pak et les pre-

mises spirituelles de l'Islam Iranien (=Publications of the Societe des Etudes Iraniennes, No. 7), Tours 1934.

G. Levi della Vida (S. E. I.)/মুহম্মদ আবদুর রহমান

সালসাবীল (سلسبيل) বেহেশতের একটির ঝর্ণার নাম। কু'রআনে মাত্র একবার সূরাঃ দাহ্‌র (৭৬ঃ ১৮ আয়াত)-এ এই শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতের বাংলা অনুবাদ এইরূপঃ

"এবং সেখানে (বেহেশতে) তাহাদিগকে (পুণ্যাত্মাদিগকে) যান্‌জাবীল মিশ্রিত পানীয় পান করিতে দেওয়া হইবে, ইহা সেখানকার সালসাবীল নামক প্রস্রবণ।"

ব্যাকরণবিদগণ এই শব্দের গঠন-তত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ তিন অক্ষরবিশিষ্ট স-ব-ল (س - ب - ل)-কে উহার মূল ধাতুরূপে আখ্যায়িত করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ উহাকে চারি মূল অক্ষর হইতে উদ্ভূত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আর উহা হইতে একমাত্র এই শব্দটি নিষ্পন্ন (উহার স্ত্রীলিঙ্গের রূপ ছাড়া)। কেহ কেহ ইহার অর্থ করিয়াছেনঃ যাহা গলদেশের অভ্যন্তরে নিঃসৃত হইতে থাকে অথবা অন্তর্হিত হইয়া যায় (সালসাল্), এই অর্থ গ্রহণ করিলে উহার মূল অক্ষর হইবে মাত্র দুইটি, সীন ও লাম। 'সাল্‌সাবীলান' হইতে ইহার উৎপত্তি ধরিয়া যাহারা ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেঃ "سل ربك سبيلا الى هذه العين" (এই ঝর্ণার দিকে পথ প্রাপ্তির জন্য তোমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাও) তাঁহাদের মত কষ্টকল্পিত ও ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। উক্ত শব্দের ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয়, 'সহজ', 'অবাধ' (পানীয় হিসাবে), "যাহাতে নাই কোন রুক্ষতা, সহজে গলনালীতে প্রবেশক্ষম"। ইহা দুগ্ধ, পানি এবং শরাবের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কু'রআন মাজীদে ইহা দ্বারা শুধু সেই পানীয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাহা বিহিশতে পরিবেশিত হইবে।

কোন কোন বৈয়াকরণ ইহাকে একটি নির্দিষ্ট ঝর্ণার বিশিষ্ট নামরূপেও গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইজন্যই পরোক্ষভাবে ইহার তানব্‌ঈন অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পূর্ববর্তী আয়াতে زنجبيلا শব্দের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার জন্য এই শব্দে তানব্‌ঈন প্রদত্ত হইয়াছে।

স'হীহ্' মুস্‌লিমে 'হ'ায়দ' অধ্যায়ে ৩৭ নং হ'াদীছে' বলা হইয়াছে, বেহেশতের যে ফোয়ারা হইতে মু'মিনগণ পানীয় পান করিবে তাহার নাম সালসাবীল। হ'াদীছে'র এই সূত্র হইতেই মুসলিম সম্প্রদায়ে এই ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়া যায় যে, সালসাবীল একটি নামবাচক শব্দ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আদর্শ অভিধানসমূহ ও কু'রআনের তাফ্‌সীরসমূহ।

T. W. Haig (S. E. I.)/মুহম্মদ আবদুর রহমান

স'লাত (صلوة অথবা صلاة) শারী'আঃ নির্দেশিত প্রার্থনা এবং আল্লাহ্‌র 'ইবাদাতের সাধারণ 'আরবী নাম। স্পষ্টতর ব্যাখ্যা ব্যতীত শুধু প্রার্থনা দ্বারা শব্দটির যথার্থ অনুবাদ হয় না। 'আরবী দু'আ' শব্দ প্রার্থনার সমার্থবোধক। Snouck Hurgronje এই পার্থক্যের প্রতি কতিপয় স্থানে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, (Verspreide Geschriften, i. 213 প., ii. 90, iv. 56, 63 প.)। ফারসী, উর্দূ ও বাংলায় ইহার ফারসী প্রতিশব্দ 'নামায' ব্যবহৃত হয়।

কু'রআনের পূর্ববর্তী 'আরবী সাহিত্যে এই অর্থে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় না। কূফী অক্ষরে লিখিত কু'রআনের অনেক অনুলিপিতে এবং কু'রআন সংক্রান্ত বহু সাহিত্যে ইহ صلوة-রূপে লিখিত আছে। উক্ত বানান অনেক সময় বিতর্কমূলক বলিয়া মনে করা হয় (Noldeke, Geschichte des Qorans, p. 255, Wright-de Goeje, Arabic Grammar, i. 12 A; Brockelmann, Arabische Grammatik, p. 7)। কু'রআনে صلوة এবং زكوة বরাবর এই বানানেই লিখিত হইয়াছে। واو উভয় ক্ষেত্রে অনুচ্চারিত থাকে। صلاة এবং زكاة এই বানানেরও প্রচলন আছে, কিন্তু বহুবচনে واو উচ্চারিত হয়, যথাঃ زكوات/صلوات, শেষোক্তটির ব্যবহার বিরল। صلوة زكوة এবং প্রভৃতিতে আরামীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইহা সন্দেহজনক (দ্র. Frankel, De vocabulis in antiquis Arabum carminibus et in Corano peregrinis, p. 21; দ্র. C. Rabin, Ancient West—Arabian, p. 105 প.)। আরামীয় Selota শব্দের ব্যুৎপত্তি অতি স্পষ্ট। আরামীয় ধাতু s-l-' অর্থ নত হওয়া, অবনত করা, বিস্তৃত করা, উক্ত ধাতু হইতে নিষ্ক্রান্ত Selota ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং উহার অর্থ অবনত হওয়ার কাজ প্রভৃতি। ধর্মীয় প্রার্থনা অর্থে কতিপয় আরামীয় উপভাষায় ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যদিও ইহার অর্থ ব্যক্তিগত স্বতঃস্ফূর্ত উপাসনাও হইতে পারে,—সিরীয় ভাষায় অন্তত যাহাকে ব্যা'উত'া বলা হয়। স'াল্লা ক্রিয়াপদ স'লাত শব্দ (مصدر) হইতে নিষ্পন্ন, ইহার অর্থ স'লাত সম্পন্ন করিল।

নুবুওয়াতের কিছুদিন পূর্ব হইতে রাসূল কারীম (স') হি'রা' পর্বতের গুহায় গিয়া আল্লাহ্‌র ধ্যান করিতেন (বুখারী, বাদ্'উ'ল-ওয়াহ'য়ি)। এই আরাধনা কিরূপ ছিল তাহা জানা যায় না। অতঃপর তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ৯৬ নম্বর সূরার প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়। সাধারণ মতে উহাই ছিল হযরতের নিকট সর্বপ্রথম ওয়াহ্'য়ি (যামাখ্‌শারীর মতে সূরাঃ ফাতিহ'াঃ সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পূর্ণ সূরাঃ)। রাসূল কারীম (স') নুবুওয়াত প্রাপ্তির পরও স'লাত আদায় করিতেন। তবে মি'রাজ-এর সময় হইতে পাঁচ ওয়াক্ত স'লাত ফরয হয়। তিনি আত্মীয়-স্বজন লইয়া স'লাত পড়িতেন (সূরাঃ ৭৩'ঃ ২), তবে এই স'লাতেরও আনুষ্ঠানিক রূপ কেমন ছিল তাহা পুরাপুরি জানা যায় না। এই সূরাতেই কু'রআন হইতে যাহা সহজ তাহা পাঠ করিতে আদেশ করা হইয়াছে (৭৩ ঃ ২০)। মি'রাজে তিনি নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত স'লাত পড়িতে আদিষ্ট হন। যদিও কু'রআনে স'লাত কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় নাই, তথাপি ইহা নিশ্চিত যে, প্রার্থনার নিয়মাবলীতে ক্রমোন্নয়ন লক্ষিত হইলেও ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যের কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। কু'রআনে বহু স্থানে ইহার আনুষঙ্গিক অংশের উল্লেখ হইতে এই ধারণা পাওয়া যায়। দাঁড়ানো অবস্থা, রুকূ' এবং সিজ্‌দাঃ সর্বত্র একই রকম। মক্কী-জীবনেও কু'রআন আবৃত্তি ও স'লাত যে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল তাহা সূরাঃ ১৭ ঃ ৭৮-এ বর্ণিত প্রভাতের স'লাতকে কু'রআনা'ল-ফাজ্‌র হিসাবে উল্লেখ হইতেই বুঝা যায়। পক্ষান্তরে সিজ্‌দঃ সহযোগেও কু'রআনের আবৃত্তি করা হয় (যথাঃ সূরাঃ ৮৪ ঃ ২১)।

সেই প্রাথমিক যুগেও আল্লাহ্‌র স্তুতি যে স'লাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে পরিণত হইয়াছিল তাহা কু'রআনের সূরাঃ ২০ ঃ ১৩০ এবং ২৪ ঃ ৪১ যাহাতে তাহ্'মীদ এবং তাস্‌বীহ্' এই দুই শব্দ স'লাতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে উল্লেখ দ্বারা স্পষ্টত বুঝা যায়।

প্রাচীনতম অবতীর্ণ সূরাঃ (যথাঃ ৭৫ ঃ ৩১, ৭০ ঃ ২৩, ১০৭ ঃ ৫, ৭৪ ঃ ৪৩, ১০৮ ঃ ২)-সমূহে স'লাত ক্রিয়ার উল্লেখ হইতে আমরা ধারণা করিতে পারি যে, নুবুওয়াতের প্রথম সময় হইতেই ইসলামে এই স'লাতবিধি চলিয়া আসিতেছিল। এই বিষয়ে Caetani-র সন্দিগ্ধ ধারণা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, কু'রআনী প্রমাণের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব তিনি আরোপ করেন নাই (দ্র. Annali, Introduzione, 219 note—in part in connection with similar views of Grimme)। স'লাত উচ্চ শব্দ করিয়া পড়া অথবা অতি নীরবে পড়া যে ঠিক নহে বরং মধ্যম প্রকারে সম্পন্ন করাই উত্তম তাহা ১৭ ঃ ১১০ আয়াতে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হ'াদীছে' উহার ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, হযরত (স')-এর অবিশ্বাসী প্রতিবেশিগণ উচ্চ শব্দে প্রার্থনা করার ব্যাপারে তাঁহাকে বিরক্ত করিত। ইহা স্বীকার্য যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') পূর্ববর্তী নবীগণকে বিপদে ধৈর্যধারণ ব্যাপারে অনুসরণ করিতেন এবং নিজকে সহনশীলতার আদর্শে পরিচালনা করিতেন। তদ্রূপ স'লাতের জন্য মানুষকে আহ্বান করার ব্যাপারেও তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন। কু'রআনে এই বিষয়ে বিবরণ রহিয়াছে (যথাঃ সূরাঃ ১৪ ঃ ৩৭, ১৯ ঃ ৩১, ৫৫ ; ২১ ঃ ৭৩ ; ২০ ঃ ১৩২)।

কু'রআনে প্রায় স্থানেই স'লাত শব্দের সঙ্গে 'যাকাতের' উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় কার্যই আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় (যথাঃ সূরাঃ ২ ঃ ৮৩, ১১০, ১৭২, ২৭৭ ; ৪ ঃ ৭৭, ১৬২ ; ৫ ঃ ১২, ৫৫ ইত্যাদি)। ২য় সূরাঃ (৪৫, ১৫৩)-তে মু'মিনদিগকে স'লাত এবং স'াব্র দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। স'লাতকে ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম বলিয়া ধরা হয়। এই পাঁচ স্তম্ভ, যথাঃ ঈমান, স'লাত, স'াওম, যাকাত ও হ'াজ্জ সম্পর্কে কু'রআনে এক স্থানে উল্লেখ না থাকিলেও উহাদের প্রতিটিই পৃথকভাবে অতিশয় গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত হইয়াছে। স'লাত নম্রতার অভিব্যক্তি (সূরাঃ ২৩ ঃ ২)। যথাসময়ে স'লাত পালন করার জন্য (মুহ'াফাজ'াঃ) বারংবার নির্দেশ আসিয়াছে (৬ ঃ ৯২ ; ২৩ ঃ ৯ ; ৭০ ঃ ৩৪ ; তু. ৭০ ঃ ২২, ২৩) এবং উহাতে অবহেলার প্রতি বিশেষ তিরস্কার আসিয়াছে ও শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে (১০৭ ঃ ৫)। ৪ ঃ ১০৩-এ বলা হইয়াছে, স'লাত হইতেছে 'কিতাব মাওকূ'ত' (كتابا موقوتا) অর্থাৎ ধর্মের বিধিবদ্ধ নির্দেশ। মুনাফিক'গণের (দ্র.) এইভাবে নিন্দা করা হইয়াছে যে, তাহারা অন্যমনস্কভাবে স'লাত সম্পন্ন করে এবং শুধু লোক দেখাইবার জন্যই উহা করে (৪ ঃ ১৪২)।

মদ্যপান নিয়ন্ত্রণ এবং পরে নিষিদ্ধ করার অন্যতম কারণ ছিল অতিরিক্ত পানাসক্তি স'লাতে ব্যাঘাত ঘটাইত (৪ ঃ ৪৩)।

উক্ত আলোচনা হইতে আমরা এই ধারণা করিতে পারি যে, স'লাতের বর্তমান মূল বৈশিষ্ট্য প্রথম হইতেই ইসলামে বিদ্যমান ছিল। স'লাতের পূর্বে শারী'আত সম্মত প্রক্ষালন ক্রিয়ার বিষয় (দ্র. প্রবন্ধ গোসল, ত'াহারাত, উযূ) সূরাঃ ৫ ঃ ৬-এ বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। সূরাঃ ৫ ঃ ৫৮-এ স'লাতের জন্য এবং ৬২ ঃ ৯-এ শুক্রবারে জুমু'আর স'লাতের জন্য আযানের (দ্র.) উল্লেখ আছে। আসন্ন বিপদের সময় বিশেষ স'লাতের কথা ৪ ঃ ১০২ (দ্র. স'লাতু'ল-খাওফ, নিম্নে) আয়াতে পাওয়া যায়।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর প্রশংসা এবং সালাম দ্বারা স'লাতের উপসংহার সূচিত হয়। এই রীতি সূরাঃ ৩৩ ঃ ৫৬ দ্বারা প্রমাণিত। সেখানে উল্লেখ আছে যে, "আল্লাহ এবং তাঁহার ফিরিশ্তাগণ নবীর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। হে ঈমানদারগণ ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁহাকে উত্তমরূপে সালাম জানাও।" সূরাঃ ৬২ ঃ ৯-এ নিম্নের বাক্যে শুক্রবারের স'লাত উল্লিখিত হইয়াছে, "হে মু'মিনগণ ! শুক্রবার দিবসে যখন স'লাতের আয'ান ঘোষিত হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে (যি'ক্র) দ্রুত ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত রাখ ; ইহা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা অনুধাবন কর।"

উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সহজেই বোধগম্য হয় যে, ইসলাম গ্রহণের সংগে সংগে স'লাতের সবক প্রদান করা হইত। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') স'লাতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। হ'াদীছ' সূত্রে জানা যায় যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') আস্'আদ ইব্ন যুরারাঃ অথবা মুস্'আব ইব্ন 'উমায়র (রা)-কে মদীনাবাসীদের নিকট এই জরুরী কার্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি সর্বপ্রথমে তাঁহাদিগকে জুমু'আর স'লাত পড়াইয়াছিলেন (দ্র. A. J. Wensinck, Muhammad en de Joden te Medina, পৃ. ১১১ প.)। 'আরবের গোত্রসমূহের উদ্দেশ্যে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বাণীতে স'লাত মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্যরূপে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. J. Sperber, Die Schreiben Muhammads an die Stamme Arabiens in MSOS As., xix, reprint, p. 16, 19, 38. 58. 77 etc.)। হ'াদীছে' পাওয়া যায়, দৈনিক পাঁচবার স'লাত সম্পাদনের বিষয়টি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর মি'রাজ গমনের সহিত সম্পর্কিত (দ্র. প্রবন্ধ মি'রাজ)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') যখন সর্বোচ্চ আসমানে নীত হন তখন তাঁহার উম্মাতগণের প্রতি আল্লাহ প্রত্যহ পঞ্চাশ ওয়াক্'ত স'লাত অবধারিত করেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') এই দায়িত্বভার বহন করত আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। পথে হযরত মূসা ('আ)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাত ঘটে এবং আল্লাহ তাঁহার উম্মাতগণের প্রতি কি কর্মভার দিয়াছেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন। হযরত মূসা ('আ) ঘটনা শ্রবণ করত বলিলেন, "আপনি আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরিয়া যান ; কারণ আপনার উম্মাত ইহা পালন করিতে অসমর্থ হইবে।" আল্লাহ অতঃপর পঞ্চাশ ওয়াক্'ত স'লাতের পরিবর্তে পঁচিশ ওয়াক্'ত স'লাত নির্দেশ করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে হযরত (স') মূসা ('আ)-কে এই পরিবর্তনের কথা জানান এবং পুনঃ সেই একই উত্তর লাভ করেন। এই প্রক্রিয়া পুনঃপুনঃ চলিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত স'লাত পাঁচ ওয়াক্'তে আসিয়া দাঁড়ায় (আল-বুখারী, স'লাত, বাব ১ ; মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ২৫৯, ২৬৩ ; আত-তিরমিয'ী, মাওয়াকী'তু'স-স'লাত, বাব ১ ; ইব্ন মাজাঃ, ইক'ামাঃ, বাব ১৯৪ ; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বল, ১খ, ৩১৫, ৩খ, ১৪৮ প., ১৬১ ; তু. ইব্ন সা'দ, ১/১খ, ১৪৩ ইত্যাদি)। পক্ষান্তরে এক বহুল প্রচারিত হ'াদীছে'র সূত্রে আমরা অবগত হই যে, জিব্রাঈল ('আ) একদিনে পাঁচবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সম্মুখে স'লাত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ওয়াক্'তের ব্যাপারে হযরত (স') জিবরাঈল ('আ)-এর অনুসরণ করিয়াছিলেন (আল-বুখারী, মাওয়াকী'ত, বাব ১, ১০, ১৭ ; ইব্ন মাজাঃ, স'লাত, বাব ১ ; আদ্-দারিমী, স'লাত, বাব ২ ; মালিক, উকূ'ত, হ'াদীছ'. ১ ইত্যাদি)। হ'াদীছে' বর্ণিত বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত এবং ঐতিহাসিক পর্যালোচনাও ইহা সমর্থন করে। মক্কায় কিভাবে 'স'লাত' অনুষ্ঠিত

হইত তাহা সূরাঃ ১১ ঃ ১১৪ আয়াতে লক্ষ্য করা যায়, "এবং দিবা-ভাগের দুই প্রান্তে 'স'লাত' সম্পন্ন কর এবং রাত্রির প্রথম ভাগে"। এতদ্‌সহ সূরাঃ ১৭ ঃ ৭৮, ৭৯-এ সূর্য যখন ঢলিয়া পড়ে, তখন (জু'হ্‌র ও 'আস্'রের) স'লাত, রাত্রি অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত (মাগ'রিব ও 'ইশা) এবং ফজ্‌রের স'লাত প্রতিষ্ঠিত কর। আর রাত্রিতে তাহাজ্জুদ অতিরিক্ত পাঠ কর। সূরাঃ ২৪ ঃ ৫৮-এ স'লাতু'ল-ফাজ্‌র এবং স'লাতু'ল-'ইশা'র কথা উল্লেখ আছে। অতঃপর আমরা সূরাঃ ২ ঃ ২৩৮-এ মধ্যবর্তী স'লাত (আল-উস্‌তা) সম্পর্কে উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহা নূতন কোন ওয়াক্'তের স'লাত নহে; বরং ইহা পূর্বোল্লিখিত 'আস্'র স'লাতেরই অন্য নাম (বুখারী, মুসলিম, মিশ্-কাত, ফাদ'াইলু'স'-স'লাত)। এইরূপ আমরা হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর জীবনে মি'রাজের পর হইতেই পাঁচবার স'লাতের পরিচয় পাই। প্রত্যহ পাঁচবার স'লাত কু'রআন ও হ'াদীছ' দ্বারা অকাট্য-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে গুরুতর প্রয়োজনবোধে জু'হ্‌র ও 'আস্'র এবং মাগ'রিব ও 'ইশা' একত্রে কখনও কখনও পড়া হইত। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর হ'াদীছ' দ্বারা তাহা জানা যায় এবং অদ্যাপি হ'াজ্জের সময় ইহা প্রচলিত আছে (মুসলিম, মুসাফিরীন, হ'াদীছ' ৫৯)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কি কারণে ইহা করিয়াছিলেন এই বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) উত্তর করিলেন যে, তিনি তাঁহার উম্মাতগণের উপর অধিক বোঝা চাপাইয়া তাহাদিগকে বিপদে ফেলিতে ইচ্ছুক ছিলেন না (ঐ, হ'াদীছ' ৫০; তু. ৫৪, ৫৫)। একই হ'াদীছে'র অন্য উক্তিতে জানা যায় যে, হযরত (স')-এর জীবনকালে (প্রয়োজনবোধে) দুই দুই স'লাত (জুহ্'র+'আস্'র, মাগ্'রিব+'ঈশা') একত্রে পড়া হইত (ঐ, হ'াদীছ' ৫৮)।

অসংখ্য স'াহ'ীহ' হ'াদীছে' পাঁচবার স'লাতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শারী'আতের বিধানে এই সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই। সুতরাং মি'রাজের পর হইতেই পাঁচবার স'লাতের রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা নিশ্চিত।

প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে বাধ্যতামূলক পাঁচ স'লাতের নাম যথাক্রমে (দ্র. প্রবন্ধ মীক'াত) স'লাতু'স'-সু'ব্‌হ' (ফজ্‌রের স'লাত) কখনও ইহাকে স'লাতু'ল-ফাজ্‌রও বলা হয়, স'লাতু'জ'-জু'হ্‌র, স'লাতু'ল-'আস্'র, স'লাতু'ল-মাগ'রিব, স'লাতু'ল-'ঈশা' ('আরবগণ কখনও কখনও ইহাকে স'লাতু'ল-'আতামাঃও বলিত)। তবে পরবর্তী নাম যথার্থ নয় বলিয়া বিবেচিত হয় (মুসলিম, মাসাজিদ, হ'াদীছ' ২২৮, ২২৯; আবূ দাউদ, হ'দূদ, বাব ৭৮; আন-নাসাঈ, মাওয়াক'ীত, বাব ২৩, ইত্যাদি)।

(২) মুসলিম মাত্রই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতি দৈনিক পাঁচ-বার স'লাত বাধ্যতামূলক (আল-মাক্‌তূবাঃ বা ফরয, ঐচ্ছিক স'লাত ব্যতীত, উহা স'লাতু'ন-নাফিলাঃ অথবা তাত'াওউ' নামে পরিচিত)। রুগ্ন ব্যক্তি স'লাতের বাধ্যবাধকতা হইতে বিশেষ শর্তে অব্যাহতি ভোগ করিবে। ক'াদ'া স'লাতসমূহ পুনঃসম্পন্ন করিতে হইবে (দ্র. ক'াদ'া')। এই সম্পর্কে শাফি'ঈ মত (মুসলিম, মুসাফিরীন, হ'াদীছ' ৩০৯-৩১৬, ২খ, ১৭৮ প.) নাওয়াব'ীর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। শারী'আতের সিদ্ধান্ত মুতাবিক যে ব্যক্তি ইহা ধর্মের অপরিহার্য বিধান ফরয মনে না করিয়া স্বেচ্ছায় বর্জন করে সে কাফির বলিয়া গণ্য হইবে। এমন কি গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত স্বেচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য হইবে (তু. কত্‌ল, দ্র. আন-নাওয়াব'ী, মিন্‌হাজু'ত্‌-ত'ালিবীন, ed, v. d. Berg, ১খ, ২০২; তু. আবূ ইস্‌হ'াক' আশ-শীরাযী, কিতাবু'ত-তানবীহ ফি'ল-ফিক্'হ, ed. Juynboll, পৃ. ১৫)।

স'লাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় প্রাথমিক কর্তব্য সম্পন্ন করিতে হয়। প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত পবিত্রতার জন্য নিয়মানুযায়ী উযূ (দ্র.), গোসল (দ্র.) অথবা তায়াম্মুম (দ্র.) করিতে হইবে। পরিধেয় বস্ত্র শারী'আতসম্মত হওয়া চাই, যাহার লক্ষ্য লজ্জাস্থান আবৃত করা (সাত্‌রু'ল-'আওরাত)। উহার অর্থ হইল পুরুষের বেলায় নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত এবং স্বাধীনা (ক্রীতদাসী নয় এমন) স্ত্রীলোকের বেলায় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় ব্যতীত সর্বাঙ্গ অবশ্যই আবৃত করা। শেষোক্ত বিধানটি লক্ষণীয়। মুসলিম মহিলাদের বাধ্যতা-মূলক আচ্ছাদন সম্পর্কে প্রচলিত য়ুরোপীয় মতামত সম্পূর্ণ ভিন্ন (তু. Snouck Hurgronje, Twee populaire dwalingen, in Verspreide Geschriften, i. 295 প.)।

অন্যান্য বহু বিষয়ের মধ্যে পোশাকের প্রশ্নেও হ'াদীছ' আলো-চনা করিলে দেখা যায়, ইসলাম এই বিষয়ে সর্বনিম্ন যে সাধারণ নীতি নির্ধারিত করিয়াছে তাহা হইল সাত্‌রু'ল-'আওরাত বা লজ্জা নিবারণ। মানুষের অবস্থানুসারে এই উদ্দেশ্যে সুবিধামত যে কোন ধরনের পোশাক ব্যবহার করা যায়। তবে পুরুষের জন্য রেশম ও গর্বব্যঞ্জক পোশাক নিষিদ্ধ (আল-বুখারী, স'লাত, বাব ১০)। কখনও হযরত মুহ'াম্মাদ (স') হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কাঁধও আবৃত করিতে হইবে (মুসলিম, স'লাত, হ'াদীছ' ১৭৫); কখনও বা ক্ষুদ্র 'স'াম্মা'র কথা এই প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, কারণ উহা সর্বনিম্ন মানের ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট (আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৩খ, পৃ. ৩২২ ইত্যাদি)। ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, স'লাত একখানি মাত্র বস্ত্রে অথবা এমন কি যে কোন বস্ত্রে অনুমোদিত (আবূ দাউদ, স'লাত, বাব ৭৭, ৮০-৮২)। পক্ষান্তরে বলা হইয়াছে যে, যাহার দুইখানি মাত্র বস্ত্র আছে সে উহা পরিধান করিয়া স'লাত আদায় করিবে (আবূ দাউদ, স'লাত, বাব ৮২; আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ২খ, ১৪৮)। এই হ'াদীছ'গুলিতে বুঝা যায় যে, এই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে অভাবের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।

স'লাত মসজিদে সম্পন্ন করা জরুরী নহে; বরং ইহা বাসগৃহে এবং অন্যান্য যে কোন স্থানে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, ইহার প্রামাণ্য ভিত্তি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর উক্তি ঃ "আমাকে এই অধিকার মঞ্জুর করা হইয়াছে যে, সমগ্র পৃথিবীই আমার জন্য মসজিদ ও পাক" (আল-বুখারী, স'লাত, বাব ৫৬)। মন্দির, কসাইখানা প্রভৃতির ন্যায় অপবিত্র স্থান ইহার ব্যতিক্রম (আত-তিরমিয'ী, মাওয়াক'ীতু'স'-স'লাত, বাব ১৪১)। তবে মসজিদে জামা'আতের সহিত ফরয স'লাত পড়া অন্যত্র পড়া অপেক্ষা ২৫ অথবা ২৭ গুণ বেশী ছ'াওয়াবের। মতান্তরে ইহা ওয়াজিব এবং সাধারণত সুন্নাত-ই-মু'আক্কাদাঃ গণ্য করা হয়।

স'লাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থান, খোলা জায়গায় হইলে সম্মুখে অর্থাৎ কি'ব্‌লার দিকে একটি সুত্‌রাঃ অর্থাৎ অন্তত অর্ধহস্ত পরি-মিত দীর্ঘ বস্তু খাড়া করিয়া রাখিবে (দ্র. প্রবন্ধ সুত্‌রাঃ, সাজ্জাদাঃ)। স'লাত আদায়কারীর মুখমণ্ডল মক্কা অভিমুখী হওয়ার প্রতি অবশ্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে (দ্র. প্রবন্ধ কি'ব্‌লাঃ)।

নিম্নলিখিত উপকরণ দ্বারা মূল স'লাত গঠিত। আমাদের বর্ণনা শাফি'ঈ মায্'হাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। হ'ানাফী মায্'হাবের মতানৈক্য বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

নিয়্যাত (সংকল্প; দ্র. নিয়্যাত) উচ্চ শব্দে অথবা চুপে চুপে উদ্দিষ্ট স'লাাতের নামসহ উচ্চারণ করা হয়; য়াহূদী রীতি কাওওয়ানাা ইহার অনুরূপ (তু. Mittwoch, op. cit., A. J. Wensinck, De intentie in recht, ethiek en mystiek der semietische volken, in VMAW, series 5, vol. iv.)। অতঃপর আল্লাহ আকবার (الله أكبر) শব্দে তাকবীরাতু'ল-ইহ্'রাাম উচ্চারণ করা হয় এবং এই সঙ্গে স'লাাতে আত্মনিবেদিত অবস্থা শুরু হয় (তু. প্রবন্ধ ইহ্'রাাম)। Mittwoch ইহাকে য়াহূদী Tefilla-র স্বস্তিবচনের সহিত তুলনা করিয়াছেন (Zur Ent. des islam. Gebets und Kultus, Abd. Pr. Ak. W., 1913, No. 2, p. 16 sq.)। কোন অসুবিধা না থাকিলে স'লাাত দাঁড়াইয়া পড়িতে হয়। Mittwoch বলেন যে, য়াহূদী তিফিল্লাকে 'আমীদাা বলা হয় (পূ. গ্র., পৃ. ১৬)। তাক্বীরের পরে কোন দু'আা' অথবা তা'আওউয' পাঠ করা সুন্নাত (দ্র. মিন্হাাজ, ১খ, ৭৮)। ইহার পরে সাধারণত সূরাঃ ফাাতিহ'াঃ পড়িয়া তাহার সহিত অন্য কোন আায়াত বা সূরাঃ পাঠ করিতে হয়। হ'াদীছে' এইভাবে কি'রাাআত পাঠের কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ আছে। লাা স'লাাতা লিমান্ লাম্ য়াক্'রা' বি-ফাাতিহ'াতি'ল-কিতাাব (অর্থাৎ যে সূরাঃ ফাাতিহ'াঃ পড়িল না তাহার স'লাাত হইল না; দ্র. বুখাারী, আয'াান, বাাব ৯৫; মুসলিম, স'লাাত, হ'াদীছ' ৩৪-৩৬, ৪২)। জামাা'আতের স'লাাতে ইমাামের পশ্চাতে সকলেই সূরাঃ ফাাতিহ'াঃ পড়িবে (হ'ানাফী মতে মুক্'তাদীগণ পড়িবে না; (মাালিকী ও হ'াম্বালী মতে শুধু নীরব স'লাাতে মুক্'তাদীগণ ফাাতিহ'াঃ পড়িবে)। ইমাাম যখন পরবর্তীতে কু'রআান পাঠ শুরু করেন তখন উপস্থিত মুস'ল্লীগণ মনোযোগ দিয়া তাহা শ্রবণ করিবে (তু. মিন্হাাজ, ১খ, ৮০)। কি'রাাআত উচ্চ শব্দে অথবা নিঃশব্দে পাঠ করিবে এই সম্পর্কে হ'াদীছে' বহু সংখ্যক বর্ণনা আছে। যথা: বুখাারী, কুসূফ, বাাব ১৯; আবূ দাাউদ, ত'াহাারাঃ, বাাব ৮৯; আন-নাসাাঈ, ইফ্তিতাাহ', বাাব ২৭-২৯, ৮০-৮১ ইত্যাদি; তু. বুখাারী, আয'াান, বাাব ৯৬, ৯৭, ১০৮; মুসলিম, স'লাাত, হ'াদীছ' ৪৭—৪৯ (দিবাভাগের দুই স'লাাতে কি'রাা'আত নিঃশব্দে পাঠ করা সাধারণ নিয়ম)।

ইহার পরে রুকূ' অথবা পৃষ্ঠদেশ এই পরিমাণ অবনত করা যেন দুই হাত হাঁটুর সমতলে আসে (য়াহূদীদের কেরী'আা, দ্র. Mittwoch, পূ. গ্র., পৃ. ১৭ প.; তু. also the pictures of the various attitudes in the Salat in Lane's Manners and Customs and in Juynboll, Handbuch, p. 76.)। অতঃপর সোজা হইয়া দাঁড়াইবে (ই'তিদাল); রুকূ'র পরে মস্তক উত্তোলন করার সাথে সাথে হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করিবে এবং ইমাাম বলিবে سمع الله لمن حمده "যে কেহ আল্লাহ্র প্রশংসা করে আল্লাহ্ তাহা শ্রবণ করেন" (হ'ানাফী মতে হস্ত উত্তোলন নিষিদ্ধ)। হ'াদীছে' এই দু'আা'র উল্লেখ রহিয়াছে (বুখাারী, আয'াান, বাাব ৫২, ৭৪, ৮২; মুসলিম, স'লাাত, হ'াদীছ' ২৫, ২৮, ৫৫, ৬২—৬৪ ইত্যাদি)। আর মুক্'তাদীগণ বলিবে, রাব্বানাা লাকা'ল-হ'াম্দ (আমাদের প্রভু! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য)।

স'লাাতে এবং দু'আা'য় হস্তোত্তোলন (رفع اليدين) সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') স'লাাতের মধ্যে হস্ত উত্তোলন করিতেন (দ্র. বুখাারী, আয'াান, বাাব ৮৩-৮৬; মুসলিম, স'লাাত, হ'াদীছ' ২১-২৬; আবূ দাাউদ, স'লাাত, বাাব ১১৪—১২৬; আন-নাসাাঈ, ইফ্তিতাাহ', বাাব ১-৬, ৮৫—৮৭; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ১খ, পৃ. ১৩, ২৫৫, ইত্যাদি)। হস্ত কি পরিমাণ ঊর্ধ্বে উত্তোলন করা বৈধ উহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মতান্তরে তাক্বীর তাহ'রীমাঃ-র সময় ব্যতীত হস্ত উত্তোলন করিতে হইবে না। হস্ত উত্তোলন করার সহিত হস্তের বিস্তারও ঘটে (বুখাারী, আয'াান, বাাব ১৩০)। উদ্ধৃত হ'াদীছ' হইতে ইহাও স্পষ্ট হইয়াছে যে, হস্ত উত্তোলন কেবল রুকূ'র পরেই নহে; বরং স'লাাতের অন্যান্য অংশেও রহিয়াছে। এই বিধিসম্মত অঙ্গ-ভঙ্গী বৃষ্টি প্রার্থনার স'লাাতে (আল-ইস্তিস্ক'াা) বিশেষ গুরুত্ব সহকারে করা হইয়াছিল (বুখাারী, জুমু'আঃ, বাাব ৩৪, ৩৫; মুসলিম, ইস্তিস্ক'াা, হ'াদীছ' ৫-৭; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩খ, পৃ. ১০৪, ১৫৩, ১৮১ ইত্যাদি)। কখনও কখনও হস্ত উত্তোলন ইস্তিস্ক'াা ব্যতীত অন্য কোন দু'আা'য় বৈধ নয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (যথা: নাসাাঈ, কি'য়াামু'ল-লায়ল, বাাব ৫২, আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২খ, ২৪৩)। এই বিধির গুরুত্ব এই দৃষ্টান্ত দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে যে, দু'আা'য় হস্তোত্তোলনের পূর্বে হযরত (স') উদূ' করিতেন (বুখাারী, মাগ'াাযী, বাাব ৫৫)। যখন এই চিন্তা করা যায় যে, দু'আা'য় হস্তোত্তোলন মানুষ কর্তৃক উপাস্যের প্রতি একটি বাধ্যতা-মূলক ক্রিয়া, তখন বিষয়টি বুঝা সহজ হইয়া উঠে। বিষয়টি Goldziher তাঁহার Zauberelemente im islamichen Gebet রচনায় প্রদর্শন করিয়াছেন (Noldeke-Festschrift, i. 320)। এতদ্ব্যতীত রুকূ'র সহিত কু'নূত (দ্র.)-এর সংযোজনও সুন্নাঃ দ্বারা অনুমোদিত। (এই বিধানটি সকল স'লাাতের সময় প্রযোজ্য নহে। সাধারণত বি'ত্‌রের স'লাাতেই কু'নূত পড়া হয়। তাহা ছাড়া মতান্তরে ফাজ্‌রের স'লাাতেও কু'নূত পড়ার নিয়ম আছে)। ইহাও আংশিক-ভাবে হস্তোত্তোলনের পর্যায়ে পড়ে। ইহাও Goldziher তাঁহার উপরিউক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন।

ক্রমানুসারে স'লাাতের পরবর্তী রুক্ন (স্তম্ভ) হইতেছে আ-ভূমি প্রণত হওয়া (সুজূদ)। য়াহূদী (Mittwoch, পূ. গ্র., পৃ. ১৭ প. hishtahawaya) এবং খৃস্টানদের (Wensinck, Mohammad en de Joden te Medina, p. 104 প.) উপাসনায় এই ধরনের কিছু নিয়ম ছিল। অতঃপর প্রার্থনাকারী হাঁটু গাড়িয়া বামপদ বিছাইয়া উহার উপর উপবেশন করিয়া থাকে। 'আরবী পরিভাষায় ইহাকে 'জুলূস' বলে (তু. Juynboll. পূ. গ্র., পৃ. ৭৬, Fig. 7)। অতঃপর দ্বিতীয় সিজ্দাঃ আসে। ফাাতিহ'াঃ পাঠ হইতে দ্বিতীয় সিজ্দাঃসহ এক রাক'আত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, হ'াদীছ'শাস্ত্রে এই শব্দটি (রাক্'আঃ) বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কখনও কখনও রাক্'আঃ সিজ্দাঃ-র অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া মনে হয়। কখনও রাক্'আঃ পূর্বোল্লিখিত সমগ্র স'লাাতের মধ্যভাগের প্রতি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়। (শেষোক্ত অর্থেই পরবর্তীকালে নিয়মিত ব্যবহার দৃষ্ট হয়) ইসলাামী শারী-'আতের ইতিহাসই (যাহা অদ্যাবধি লিখিতব্য) ইহার যথার্থ তাৎপর্য নির্ণয় করিতে পারিবে।

সর্বাপেক্ষা প্রচলিত পরিভাষা (হ'াদীছে'ও) সূত্রে প্রতি স'লাাতের রাক্'আতগুলি জানা যায়। যথা: স'লাাতু'ল-ফাজরে ২, স'লাাতু'জ'-জু'হ্‌রে ৪, স'লাাতু'ল-'আস্'রে ৪, স'লাাতু'ল-মাগ'রিবে ৩, স'লাাতু'ল-'ঈশাাতে ৪। হ'াদীছে' ইহারও উল্লেখ আছে যে, স'লাাত মূলে দুই রাক্'আত দ্বারা গঠিত, ভ্রমণকালীন স'লাাতের জন্য

উহাই রহিয়াছে, তবে চারি রাক'আত স্বাভাবিক অবস্থার জন্য নির্ধারিত হইয়াছে (বুখারী, স'লাত, বাব ১; মুসলিম, স'লাতু'ল-মুসাফিরীন, হ'াদীছ' ১—৩, ইত্যাদি)।

স'লাতের রাক'আত সম্পর্কে বর্ণনার অর্থ এই যে, প্রথম কি'রাআতের পূর্বের প্রারম্ভিক পঠিতব্য বিষয় (ছ'ানা, তা'আওউয', তাস্মিয়াঃ) এবং দ্বিতীয় রাক'আতের দ্বিতীয় সিজ্দার পরের পঠিতব্য বিষয় (তাশাহ্হুদ), আলোচ্য স'লাতে একবারই করণীয় (নিম্নে দ্র.)। পক্ষান্তরে ইহার মধ্যবর্তী অনুষ্ঠানগুলি বারংবার আচরিত হয়।

দ্বিতীয় রাক'আতের দ্বিতীয় সিজ্দার পরের বিধি হইল তাশাহ্হুদ (ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান), যাহা উপবেশন অবস্থায় করা হয়। স'লাতের কোন কোন অংশের পুনরাবৃত্তির নীতি হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কর্তৃক বর্ণিত একটি হ'াদীছে' আছে। যথা ঃ তাশাহ্হুদ প্রতি দুই রাক'আতের পরে পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ১খ, ২১১)।

অতঃপর নবী (স')-এর প্রতি দুরূদ (অনুগ্রহ প্রার্থনা) বা স'লাত পাঠ করিতে হয়। স'লাত শেষ করিবার উদ্দেশ্যে স'লাত পাঠকারীকে বসিয়া থাকিতে হইবে। সালাম অথবা তাস্লীমাতু'ত-তাহ্'লীল দ্বারা স'লাতের অনুষ্ঠান শেষ করিতে হইবে। ইহার পূর্ণ বাক্য হইল ঃ (আন-নাওয়াব'ীর মতে, পূ. গ্র., পৃ. ৯১ প.) السلام عليكم ورحمة الله—আস-সালামু 'আলায়কুম ওয়া রাহ্'মাতুল্লাহ। তবে ইহা সংক্ষিপ্তও করা যাইতে পারে। ইহা দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়; প্রথমবার ডানদিকে এবং দ্বিতীয়বার বামদিকে মুখ ঘুরাইয়া বলিতে হইবে। ইহা মু'মিনদিগের প্রতি সালাম বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে উপস্থিত ফিরিশ্তাগণকেও উদ্দেশ্য করা হইয়া থাকে।

ফারীয-াঃ এবং সুন্নাতের গুরুত্বের তারতম্য হিসাবে স'লাতের মধ্যস্থ অনুষ্ঠানগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। আন-নাওয়াব'ী (পূ. গ্র., পৃ. ৭৪ প.) অপর পৃষ্ঠায় লিখিতগুলিকে আর্কানু'স-স'লাত হিসাবে গণনা করিয়াছেন ঃ নিয়্যাৎ, তাক্বীরাতু'ল-ইহ্'রাম, কি'য়াম, কিরাা'আত, রুকূ', ই'তিদাল, (স'লাতের বিভিন্ন অবস্থাগুলি যথাযথ পালন) সুজূদ, জুলূস, তাশাহ্হুদ, কু''উদ, আস'-স'লাত 'আলা'ন-নাবী, সালাম এবং (১৩) সঠিক ক্রমপর্যায় (তার্তীব)। অন্যান্য কার্য (যাহার কতকগুলি উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে) তিনি সুন্নাঃ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন (তু. আবূ ইস্হ'াক' আশ-শীরাযী, আত-তান্বীহ, পৃ. ২৫)।

বিবিধ সুন্নাত অনুষ্ঠান (যেগুলির সংক্ষেপে অথবা বিস্তারিত উল্লেখ রহিয়াছে) প্রতি স'লাতকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। জামা'আতের স'লাত দীর্ঘায়িত না করার তাকীদ রহিয়াছে। এই ব্যাপারে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নিকট একটি অভিযোগ করা হইয়াছিল এবং উল্লেখ আছে যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সতর্ক করত বলিয়াছিলেন, "স'লাতে তোমাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ এবং কর্মব্যস্ত লোক রহিয়াছে" (বুখারী, 'ইল্ম, বাব ২৮; মুসলিম, স'লাত, হ'াদীছ' ১৭৬—১৯০; আবূ দাউদ, স'লাত, বাব ১২২, ২২৩ ইত্যাদি)। তিনি সংশ্লিষ্ট ইমামকে ফাত্তান (গোলযোগ সৃষ্টিকারী) বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন (বুখারী, আযান, বাব ৬০; আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩খ, ৩০৮)। কেহই হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর তুলনায় অল্প সময়ে অধিক সুষ্ঠুভাবে স'লাত সম্পন্ন করিতে পারিতেন না বলিয়া তিনি প্রশংসাভাজন ছিলেন (দ্র. আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল ৩খ, ২৭৯, ২৮২ এবং অন্যান্য অধ্যায়ে)।

স'লাতের মধ্যস্থিত করণীয় কার্যগুলির সঠিক ক্রমপর্যায় উহার একটি স্তম্ভরূপে (ركن) ফাক'ীহ্গণ কর্তৃক বিবেচিত হইয়া থাকে। নীতিগুলি নিয়মিত শৃঙ্খলার সহিত এবং ক্রমপর্যায়ের ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম না করিয়া পালনীয়। এই সম্পর্কে ফিক্'হ ও হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহে আলোচিত হইয়াছে। ফিক্'হ এবং হ'াদীছ'—উভয়ের মতে এই সকল লঘু বিষয়ের অনিচ্ছাকৃত বিচ্যুতি অতিরিক্ত সিজ্দাঃ (সিজ্দাঃ সাহ্ও) দ্বারা পূরণীয়। কত দুরূহ নিপুণতার সহিত ফিক্'হ এই সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছে উহার দৃষ্টান্ত আন-নাওয়াব'ী (পূ. গ্র., পৃ. ৯০ প.) হইতে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে হ'াদীছ' অবশ্য যথারীতি এতটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত যে, হযরত (স') দুইটি অতিরিক্ত সিজ্দাঃ সম্পন্ন করিতেন, যাহা সিজ্দাঃ সাহ্ও নামে অভিহিত (মুসলিম, মাস্জিদ, হ'াদীছ' ৮৫; আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩খ, ১২, ৩৭, ৪২; বুখারী, স'লাত, বাব ৮৮, সাহ্ও, বাব ৪ ইত্যাদি)। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে সকল কাজ এবং সম্ভাব্য যে সকল আচরণ দ্বারা স'লাতের বৈধতা বিনষ্ট হয়—ফিক্'হ উহা অতি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়াছে (আন-নাওয়াব'ী, পূ. গ্র., পৃ. ১০৩ প.; আবূ ইসহ'াক' আশ-শিরাযী, পৃ. ২৮ প.)। হ'াদীছে' উল্লেখ আছে যে, প্রথমাবস্থায় মু'মিনগণ স'লাতের মধ্যে পরস্পরে অবাধে কথোপকথন করিতেন, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে এবং নিজেদেরকে পরস্পর সালাম করিতেন। হযরত (স') পরে ইহা নিষেধ করিয়া দেন (বুখারী, আল-'আমালু ফি'স'-স'লাত, বাব ২)।

যায়নাব (রা)-র শিশু কন্যাকে কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়া হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কিভাবে স'লাত সম্পাদন করিতেন এই সম্পর্কে কথিত আছে যে, যখন তিনি সিজ্দায় যাইতেন তখন শিশুটিকে কাঁধের উপর হইতে নামাইয়া রাখিতেন এবং যখন মস্তক উত্তোলন করিতেন তখন শিশুটিকে আবার কাঁধের উপর তুলিয়া লইতেন (দ্র. বুখারী, স'লাত, বাব ১৯)। অন্য একটি হ'াদীছে' হ'াসান এবং হু'সায়ন (রা) হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সিজ্দার সময় কিভাবে তাঁহার পিঠের উপর লম্ফ দিয়া পড়িতেন, তাহা বর্ণিত আছে (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২খ, ৩১৫)।

(৩) দৈনিক পাঁচবার স'লাত ব্যতীত আরও কতিপয় স'লাত রহিয়াছে, যেগুলি বাধ্যতামূলক নয়। আল-গ'াযালী উহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ সুন্নাত, মুস্তাহ'াব এবং তাত'াওউ' (ইহ্'য়া', কায়রো ১৩০২ হি., ১খ, ১৭৪); সেইগুলিতে বাধ্যবাধকতার জোর দেওয়া হয় নাই। এইগুলি হযরত (স')-এর জীবনকালেই প্রচলিত হইয়াছিল। স'লাতু'ল-লায়লের জন্য কু'রআনে তাহাজ্জুদ (সূরাঃ ১৭ ঃ ১৯) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত শব্দের ধাতুগত অর্থ জাগ্রত থাকা। খৃস্টানদের নৈশ জাগরণের এবং বিশেষত বিনিদ্র রাত্রি যাপন প্রথার (সিরীয় তাপস-সাহিত্যে) বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে নিছক রাত্রি জাগরণই অতি পুণ্যজনক, সাধারণত সেই সঙ্গে ধর্মপুস্তক অধ্যয়ন, ধ্যান এবং বিধিসম্মত প্রার্থনা করা হয়। 'লায়লাতু'ল-ক'াদ্র' এবং সাধারণভাবে রমযান মাসের নৈশ অনুষ্ঠানসমূহের বর্ণনায় বহু স্থলে স'লাত অর্থে কি'য়াম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত রাত্রিসমূহে দাঁড়াইয়া স'লাত আদায় করা এবং জাগরিত থাকিয়া কু'রআন তিলাওয়াত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

List>

প্রারম্ভিক অবস্থা হইতেই মুসলিম-সমাজ যে এই ধরনের নৈশ 'ইবাদাতে উৎসাহী ছিলেন হ'াদীছ' সূত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকতর বিস্তারিত বিবরণের জন্য তাহাজ্জুদ প্রবন্ধ দ্র.। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর জীবনকালেও এই সকল 'ইবাদাত উম্মাতের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না (আবু দাউদ, তাত'াওউ', বাব ১৭, ২৬; আন-নাসাঈ, কি'য়ামু'ল-লায়ল, বাব ২; আদ-দারিমী, স'লাত, বাব ২৬৫)। নৈশ স'লাত বি'ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বি'ত্র শব্দের অর্থ বেজোড়। ইহা সম্পর্কে বিধান এই যে, রাত্রির জোড়া রাক্'আতের সাথে এক রাক্'আত যোগ করা (অতিরিক্ত বিবরণের জন্য 'বি'ত্র' প্রবন্ধ দ্র.)। প্রাথমিক মুসলিম সমাজে দৈনন্দিন স'লাত অনুষ্ঠানে খুঁটিনাটি ব্যাপারে কিছু তারতম্য ছিল। পূর্বাহ্নের স'লাতু'দ'-দু'হ'া আলোচনা প্রসঙ্গে আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ১খ, ১৪৭-এ নিম্নলিখিতভাবে ইহার সময় নিরূপিত রহিয়াছে: উদয়াচল হইতে সূর্য যখন বেশ কিছুটা উপরে উঠে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তখন দু'হ'ার স'লাত সম্পন্ন করিতেন। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') স'লাতু'দ'-দু'হ'া পড়িতে আদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন (আন-নাসাঈ, কি'য়ামু'ল-লায়ল, বাব ২৮; সি'য়াম, বাব ৮১, আদ-দারিমী, স'লাত, বাব ১৫১; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২খ, ১৭৫, ২৬৫, ২৭১ ইত্যাদি)। হযরত (স') ইহা নিয়মিত পাঠ করিতেন (আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ১খ, ৮৯, ২খ, ৩৮)। ইহাও জানা যায় যে, ইহা তাঁহার জন্য ফরয এবং অন্যান্য মুসলমানের জন্য সুন্নাত ছিল (ঐ, ১খ, ২৩১, ২৩২, ৩১৭)। কেহ কেহ বলেন যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') একবার মাত্র এই স'লাত পাঠ করিয়াছিলেন অথবা সংশ্লিষ্ট বর্ণনাকারী তাঁহাকে একবার মাত্র এই স'লাত আদায় করিতে দেখিয়াছিলেন (বুখারী, আয'ান, বাব ৪১; মুসলিম, স'লাতু'ল-মুসাফিরীন, হ'াদীছ' ৮০, ৮১; আবু দাউদ, তাত'াওউ', বাব ১২; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩খ, ১৫৬) অথবা হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কোন ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই স'লাত পাঠ করিয়াছিলেন (মুসলিম, স'লাতু'ল-মুসাফিরীন, হ'াদীছ' ৭৫, ৭৬)। হযরত আবু বাক্র, 'উমার এবং ইব্ন 'উমার (রা)-র ন্যায় অনুসরণীয় স'হ'াবীগণ স'লাতু'দ'-দু'হ'া পাঠ করিতেন না বলিয়া যে সকল হ'াদীছে' উল্লেখ আছে উহা দ্বারা উপরিউক্ত বর্ণনার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে (বুখারী, তাহাজ্জুদ, বাব ৩১; আদ-দারিমী, স'লাত, বাব ১৫২)। . . . শেষোক্ত গ্রন্থে এমন কি ইহাকে বিদ্'আঃ (নূতন প্রবর্তিত) বলা হইয়াছে (মুসলিম, হ'াজ্জ, হ'াদীছ' ২২০, আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২খ, ১২৮ প., ১৫৫)। মতান্তরে সূর্যোদয়ের কিছু পরে স'লাতু'ল-ইশ্রাক' এবং এক প্রহরের পরে দ্বি-প্রহরের কিছু পূর্ব পর্যন্ত স'লাতু'দ'-দু'হ'া। বাধ্যতামূলক স'লাতসমূহের পূর্বে এবং পরে দুই রাক্'আত-বিশিষ্ট স'লাতের সংখ্যাই অধিক। স'লাতু'ল-ফাজ্রের পূর্বে (বুখারী, আয'ান, বাব ১৫; আবু দাউদ, তাত'াওউ', বাব ৬), স'লাতু'জ'-জু'হ্রের পূর্বে এবং পরে (বুখারী, তাহাজ্জুদ, বাব ২৫; মুসলিম, স'লাতু'ল-মুসাফিরীন, হ'াদীছ' ১০৫, ১০৬), 'আস্'রের স'লাতের পূর্বে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সূর্যাস্তের সমকালে যেন না হইয়া পড়ে; মতান্তরে ফাজ্রের পরে সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং 'আস্'রের পরে সূর্যাস্তের পূর্বে কোনও স'লাত নাই (মীক'াত প্রবন্ধ দ্র.; আবু দাউদ, তাত'াওউ', বাব ৮; বুখারী, 'মাওয়াকীত', বাব ৫৩); মাগ্'রিবের স'লাতের পরে (বুখারী, তাহাজ্জুদ, বাব ৩৫, ২৫; মাগ্'রিবের পরে ছয় রাক'আত, আত-তিরমিয'ী, মাওয়াকীত, বাব, ২০৩); 'ইশা'র স'লাতের পরে (বুখারী, তাহাজ্জুদ, বাব ২৫)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই সকল স্বেচ্ছামূলক স'লাতের সবই প্রত্যহ আদায় করিতেন না; উহার রাক'আত সংখ্যা সচরাচর ১৬ অথবা ১২ নির্ধারিত (আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ১খ, ১১১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭ প.)। সাধারণত ফরয স'লাতের পূর্বে ও পরে যে স'লাত পড়া হইয়া থাকে তাহা এই:

সুন্নাতে মু'আক্কাদাঃ	ফাজ্রের পূর্বে	২
	জু'হ্রের পূর্বে	৪
	ও পরে	২
	মাগ্'রিবের পরে	২
	'ইশা'র পরে	২
		১২
সুন্নাতে গ'ায়র মু'আক্কাদাঃ	'আস্'রের পূর্বে	৪
	'ইশা'র পূর্বে	৪
		৮

মোট ২০ রাক্'আত। ইব্নে 'উমার (রা) কর্তৃক বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের অপর হ'াদীছে' জু'হ্রের ৪ রাক্'আত সুন্নাতের স্থলে দুই রাক্'আত উল্লেখ আছে (মিশকাত, নূর মোহাম্মদ আজমী অনূদিত, ৩খ, ১১৯)। ইহা ছাড়া সপ্তাহের এবং মাসের বিভিন্ন দিনে (আল-গ'াযালী, ইহ্'য়া,' ১খ, ১৭৪ প., স'লাত অধ্যায়ের ৭ম বাব) এবং মসজিদে প্রবেশ, প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি উপলক্ষে স'লাতসমূহ রহিয়াছে (বুখারী, স'লাত, বাব, ৬০; মুসলিম, মুসাফিরীন, হ'াদীছ' ৭৪)। ফাজ্র এবং 'আস্'র স'লাতের পর এবং মাগ্'রিবের স'লাতের পূর্বে কোন নাফ্ল স'লাত নাই। তবে ফাজ্র ও 'আস্'র স'লাতের পর ঐ স'লাতের পূর্ববর্তী নাফ্লের ক'ায-া পড়ার উল্লেখ হ'াদীছে' আছে।

(৪) প্রাত্যহিক স'লাত কেহ ইচ্ছা করিলে একা একাও পড়িতে পারে, তবে জামা'আতে পড়ার জন্যই সুপারিশ করা হইয়াছে (এই বিষয়ে মতভেদ সম্পর্কে দ্র. আন-নাওয়াব'ী, পূ. গ্র., ১খ, ১২৬ প.)। যে কোন ক্ষেত্রে আন-নাওয়াব'ীর মতে স্ত্রীলোকদের প্রতি জামা'আতে যোগদানের কোন বাধ্য-বাধকতা নাই, এমন কি তাহাদের সম্পর্কে সুপারিশও করা হয় নাই। হ'াদীছে' সম্মিলিতভাবে (জামা-'আতে) স'লাত সম্পন্ন করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে (যথা: বুখারী, আয'ান, বাব ২৯-৩১, ৩৪; মুসলিম, মাসাজিদ, হ'াদীছ' ২৪৫-২৫৯, ২৭১-২৮২, আন-নাসাঈ, আইম্মাঃ, বাব ৪২, ৪৫, ৪৮, ৫০, ৫২)। একই সঙ্গে মসজিদে জামা'আত কায়েম করার সুপারিশ করা হইয়াছে। যদিও ইহা বাধ্যতামূলক নয় এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের উপস্থিতির প্রতি স'লাতের বৈধতা নির্ভরশীলও নয়। আবু ইসহ'াক' আশ-শীরাযী (তান্বীহ, পৃ. ৩১; তু. ইব্ন মাজাঃ, ইক'ামাঃ, বাব ৫)-এ বলা হইয়াছে যে, দুই ব্যক্তি হইলেই স'লাতের জন্য জামা'আত হইবে। প্রায়ই তিন জনে স'লাত সম্পন্ন করার কথা বর্ণিত আছে (যথা: মুসলিম, মাসাজিদ, হ'াদীছ' ২৬৯)। স'লাতের উদ্দেশ্যে ধীরস্থির ও নীরবে গমন করার সুপারিশ করা হইয়াছে (বুখারী, আয'ান, বাব ২০,

২১, ২৩ ; মুসলিম, মাসাজিদ, হা'দীছ' ১৫১—১৫৫)। সা'লাত শুরু হইবার কিছুক্ষণ পূর্বে স্থান গ্রহণ এবং শেষ হইবার পরে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকা খুবই পুণ্যজনক বিবেচিত হইয়া থাকে (আহ'মাদ ইব্ন হা'ম্বাল, ২খ, ২৬৬, ২৭৭, ২৮৯ প., ৩০১)। যদি কেহ এইরূপ বিলম্বে উপস্থিত হয় যে, মাত্র এক রাক'আতে জামা'আতভুক্ত হয় সে জামা'আতে শামিল হওয়ার পুণ্য লাভ করিবে (বুখারী, মাওয়াক'ীত, বাব ২৯ ; মুসলিম, মাসাজিদ, হা'দীছ' ১৬১—১৬৫ ইত্যাদি)। ইমাম মালিক ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন (উক্ত, হা'দীছ' ১৬)। এমন কি কেহ যদি নিজের সা'লাত পূর্বেই সম্পন্ন করত মসজিদে প্রবেশ করে তবে সে মসজিদে জামা'আতের সা'লাতে শামিল হইবে (আবূ দাঊদ, সা'লাত, বাব ৫৬ ; আত-তিরমিয'ী, মাওয়াক'ীত, বাব ৪৯)। ইহার বিপরীত মতেরও সমর্থনকারী রহিয়াছে (আবূ দাঊদ, সা'লাত, বাব ৫৭)। সচরাচর বর্ণিত রীতি এই যে, কেহ জামা'আতে যে কয়েকটি রাক'আত হারাইয়াছে সেইগুলি সে একাকী পূরণ করিবে (আহ'মাদ ইব্ন হা'ম্বাল, ২খ, ১৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৭০ ইত্যাদি)।

মুসা'ল্লীগণ নিজেরা পাশাপাশি শৃঙ্খলার সহিত সারিবদ্ধ (সা'ফ্ফ) হইবে, এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে (বুখারী, আযা'ন, বাব ৭১, ৭২, ৭৪—৭৬ ১১৪ ; মুসলিম, সা'লাত, হা'দীছ' ১২২—১২৮ ; আবূ দাঊদ, বাব ৯৩—১০০ ; আহ'মাদ ইব্ন হা'ম্বাল, ৩খ, ১১২ প., ১১৪, ১২২ ইত্যাদি)। সম্মুখের সারিতে যোগ দেওয়াতে বিশেষ ছ'ওয়াব রহিয়াছে (বুখারী, আযা'ন, বাব ৯, ৭৩ ; মুসলিম, সা'লাত, হা'দীছ' ১২৯—১৩২)। আবার এই সারির মধ্যে ইমামের ডান দিকের স্থানগুলির জন্য বিশেষ সুপারিশ করা হইয়াছে (ইব্ন মাজাঃ, ইক'ামাঃ, বাব ৩৪)। ইহা অবশ্য পুরুষদের বেলায় প্রযোজ্য ; স্ত্রীলোকগণের সর্বশেষ সারিতে স্থান গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে (আহ'মাদ ইব্ন হা'ম্বাল, ২খ, ২৪৭, ৩৩৬, ৩৫৪, ৩৭০)। অল্পবয়স্ক শিশুগণ পুরুষদের কাতারের পশ্চাতে এবং স্ত্রীলোকদের কাতারের সম্মুখে দাঁড়াইবে।

জামা'আতের সা'লাত একজন ইমাম পরিচালনা করিবেন। তিনি সম্মুখ সারির অগ্রে স্থান গ্রহণ করিবেন অথবা যদি ইমাম ব্যতীত মাত্র দুইজন উপস্থিত থাকে সেই দুইজনের মধ্যে একজন ইমামের পিছনে ডান দিকে এবং অপরজন সোজা পিছনে দাঁড়াইবে (আবূ দাঊদ, সা'লাত, বাব ৯৪ ; আন-নাসাঈ, তাত'বীক', বাব ১ ; আহ'মাদ ইব্ন হা'ম্বাল, ১খ, ৪৫১)। মুসা'ল্লী একজন হইলে ইমামের ডান দিকে এবং একাধিক হইলে ইমামের পশ্চাতে দাঁড়ানই বিধান। বর্ণিত আছে যে, মুসা'ল্লী ইমামের হুবহু অনুসরণ করিবে (বুখারী আযা'ন, বাব ৫১—৫৩, ৭৪, ৮২ ইত্যাদি)। যে কেহ এই নিয়মের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিবে সে আল্লাহ্র নিকট হইতে শাস্তি ভোগ করিবে (আহ'মাদ ইব্ন হা'ম্বাল, ২খ, ৪২৫ ; মালিক, নিদা, হা'দীছ' ৫৭)।

ইসলামে যে কোন যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিম ইমামের কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে। হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-এর জীবনকালে মদীনায় হযরত (স') স্বয়ং সা'লাত পরিচালনা করিতেন। তাঁহার অন্তিম রোগাক্রান্ত অবস্থায় এবং অন্যান্য কারণ উপলক্ষে যখন তিনি অনুপস্থিত থাকিতেন তখন হযরত আবূ বাক্র (রা) সচরাচর হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-এর প্রতিনিধিত্ব করিতেন বলিয়া বর্ণনা আছে। এই প্রসঙ্গে হা'দীছে' বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে। (স্ত্রীলোক পুরুষদের ইমাম হইতে পারে না এবং মতান্তরে নাবালিগ' বয়স্কদের ইমাম হইতে পারে না)। সা'লাত পরিচালনা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। ইমাম শব্দের তাৎপর্য হইতে উহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। নবী (স')-এর মসজিদের ইমাম স্বাভাবিকভাবে জাতির রাজনৈতিক নেতাও হইতেন। ক্রমান্বয়ে দায়িত্ব বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু খলীফা এবং নেতার ন্যায় ক্ষুদ্রতম পল্লীর মসজিদের ইমামেরও একই রূপ ইমাম উপাধি রহিয়া গিয়াছে।

কিছু সংখ্যক লোক জামা'আতের জন্য সমবেত হইলে কখনও কখনও বলা হইত, যে (বুখারী, আযা'ন, বাব ১৭, ১৮, ৩৫, ৪৯, ১৪০ ; জিহাদ, বাব ৪২ ; আন-নাসাঈ, আযা'ন, বাব ৭ ইত্যাদি) তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তি, কখনও বলা হইত, যে কু'রআনে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তি সে সা'লাত পরিচালনা করিবে (মুসলিম, মাসাজিদ, হা'দীছ' ২৮৯—২৯১ ; আন-নাসাঈ, আযা'ন, বাব ৪ ; আহ'মাদ ইব্ন হা'ম্বাল, ৩খ, ২৪, ৩৪, ৩৬)। কু'রআনে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তি অথবা সুন্নাঃ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তিই ইমাম হইবার যোগ্য বিবেচিত হন। এই সকল বিষয়ে সমান অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একাধিক ব্যক্তি থাকিলে সেখানে সর্বাপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তি ইমামতি করিবেন। যে হা'দীছে'র হা'ওয়ালাঃ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কু'রআন ও সুন্নায় সমান অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া এইরূপ আদেশ করা হইয়াছে। দাস এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইমামের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবে (বুখারী, আযা'ন, বাব ৫৪)। যায়দীদের হা'দীছে' এমন কি স্ত্রীলোকদের ইমামাতের কথাও উল্লেখ আছে (মুসনাদ-ই-যায়দ ইব্ন 'আলী, ed. Griffini, No. 189)। কাহার পশ্চাতে সা'লাত সম্পন্ন করা বিধেয় এই বিষয়টি ফিক্'হ কিতাবে আলোচিত হইয়াছে এবং হা'দীছ' সংকলনেও (আন-নাওয়াব'ী, পূ. গ্র., পৃ. ১৩১ প. ; বুখারী, আযা'ন, বাব ৫৬ ; আবূ দাঊদ, সা'লাত, বাব ৬৩)।

ইমামের দায়িত্ব (আহ'মাদ ইব্ন হা'ম্বাল, ২খ, ২৩২, ২৮৪, ৩৭৭ প. ইত্যাদি) এবং তাঁহার পারলৌকিক পুরস্কার সম্পর্কে জোর দেওয়া হইয়াছে (আবূ দাঊদ, সা'লাত, বাব ৫৮ ; ইব্ন মাজাঃ, ইক'ামাঃ, বাব ৪৭)। ধর্ম বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুকূলে ইমামতি ছাড়িয়া দেওয়া উচিত (আন-নাসাঈ, আইম্মাঃ, বাব ৩, ৬)। কাহারও পক্ষে জোর করিয়া সা'লাতের ইমামতি গ্রহণ করা উচিত নহে (আবূ দাঊদ, সা'লাত, বাব ৬২ ; আত-তিরমিয'ী, মাওয়াক'ীত, বাব ১৪৯)। ইমাম অপরিচিত লোক না হইয়া স্থানীয় লোক হওয়া বাঞ্ছনীয় (আবূ দাঊদ, সা'লাত, বাব ৬৫ ; আত-তিরমিয'ী বাব ১৪৭ ; মালিক, সা'লাতু'ল-জামা'আঃ, হা'দীছ' ১৫)।

জামা'আতের পরিচালনা ক্রমশ একজন দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারীর উপর ন্যস্ত হয়। মিসরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অথবা শিক্ষকগণ যোগ্যতার ভিত্তিতে ইমাম হইতেন (Lane, Manners and Customs, p. 96 প.)। বৃহৎ মসজিদগুলিতে দুইজন ইমাম নিযুক্ত হন এবং তাঁহাদিগকে মসজিদের তহ্বিল হইতে বেতন দেওয়া হয়। মক্কায় প্রসিদ্ধ বিদ্বান ব্যক্তিরা ইমামাতের দায়িত্ব পালন করেন।

ইন্দোনেশিয়ায় পাঙ্গুলু (pangulu) (দ্র.) কর্তৃক প্রায়ই ইমামের কার্য পরিচালিত হয়। তাঁহারা বিচার বিভাগীয় কাজও সম্পাদন করিয়া থাকেন (তু. উক্ত প্রবন্ধ এবং Snouck Hurgronje, Verspr. Geschr. 2 : 116 প., 117 ; De Atjehers, i. 89 আরও দ্র. প্রবন্ধ মসজিদ)।

List>

দৈনন্দিন পাঁচবার স'লাত ছাড়াও বিশেষ কোন উপলক্ষে মুসলিম-গণ বিশেষ স'লাত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে শুক্রবার দিনের স'লাত সর্বাগ্রগণ্য, ইহার বিস্তারিত বিবরণের জন্য জুম'আঃ প্রবন্ধ দ্র.। দুইটি উৎসবের ('ঈদের) স'লাতের জন্য দ্র. 'ঈদ' বৃষ্টি প্রার্থনার স'লাতের জন্য দ্র. ইস্‌তিস্‌ক'া' এবং স'লাতু'ল-কুসূফের জন্য দ্র. 'কুসূফ'।

সফরকালে চারি রাক'আত-বিশিষ্ট ফরয স'লাতগুলির স্থলে দুই রাক্'আত পড়িতে হয়। ভ্রমণের সংজ্ঞা সম্পর্কে ফাক'ীহগণ যথেষ্ট মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়াছেন।

আর এক ধরনের সংক্ষিপ্তকরণ হইল ভ্রমণকালীন দুই স'লাত একই সময়ে সম্পন্ন করা (জাম্')। হ'াদীছে' এই বিষয়ের যথেষ্ট তত্ত্ব রহিয়াছে (যথা: আল-বুখারী, তাক্‌স'ীরু'স'-স'লাত, বাব ৬, ১৩—১৯; মুসলিম, স'লাতু'ল-মুসাফিরীন, হ'াদীছ' ৪২—৫৮ প.)। পরিচ্ছেদ ১ (এক)-এর বর্ণনা মতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মদীনায় কতিপয় স'লাত একত্রে আদায় করিয়াছিলেন (দ্র. সেখানে যাহা কিছু বলা হইয়াছে এবং আন-নাওয়াব'ী, পূ. গ্র., পৃ. ১৫৯ প.)।

কু'রআনে এক বিশেষ ধরনের স'লাত (স'লাতু'ল-খাওফ)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে আসন্ন যুদ্ধের আশংকায় বিশেষ ব্যবস্থায় জামা'আতে যে স'লাত আদায় করা হয় তাহাকে স'লাতু'ল-খাওফ বলা হয়। কু'রআনের ৪ : ১০১—১০৩ আয়াতে রাসূল কারীম (স')-এর উপস্থিতিতে এবং তাঁহার ব্যক্তিগত ইমামাতে এই স'লাতের নির্দেশ রহিয়াছে। ইমাম আবূ য়ূসুফ (র)-এর মতে উক্ত নির্দেশ হযরত (স')-এর ইন্‌তিকালের পর আর বলবৎ নাই। কিন্তু অধিকাংশ স'াহ'াবী (রা) ভিন্ন মতের পোষক এবং কোন কোন যুদ্ধে তাঁহারা স'লাতু'ল-খাওফের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। স'লাতু'ল-খাওফের জন্য হযরত (স') সেনাদলকে দুইভাগে ভাগ করিয়া প্রথম ভাগকে সশস্ত্রভাবে শত্রুর সম্মুখীন থাকিবার জন্য মোতায়েন করিতেন এবং দ্বিতীয় ভাগকে লইয়া এক রাক্'আত (চার বা তিন রাক্'আত-বিশিষ্ট স'লাতে সম্ভবত দুই রাক্'আত) স'লাত আদায় করিতেন। প্রত্যেক সেনানী পরবর্তীতে তাঁহার অবশিষ্ট স'লাত নিজ নিজ অবস্থায় ও অবস্থানে যেমনভাবে সম্ভব আদায় করিতেন। আনুষ্ঠানিক অবয়বে আদায় করা বাধ্যতামূলক নহে। হ'াদীছে'র একক রিওয়ায়াতে দেখা যায়, হযরত (স') এক ক্ষেত্রে প্রথম দলের সহিত এক রাক্'আত পড়িলেন এবং অপেক্ষা করিতে থাকিলেন; ইতিমধ্যে সৈনিকগণ নিজেরা দ্বিতীয় রাক্'আত পড়িয়া সালামান্তে চলিয়া গেলে দ্বিতীয় দল আসিয়া হযরতের সহিত তাঁহার দ্বিতীয় রাক্'আতে যোগদান করিলেন। হযরত (স')-এর সালামান্তে দ্বিতীয় দল নিজেরা আর এক রাক্'আত শেষ করিলেন। মাত্র এক রাক্'আত-বিশিষ্ট স'লাতু'ল-খাওফেরও উল্লেখ আছে (আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১খ, ২৩৭, ২৪৩)।

জানাযাঃ-র স'লাত আস'-স'লাত 'আলা'ল-মায়্যিত, ফরয কিফায়াঃ অর্থাৎ যাহা ব্যক্তিগত হিসাবে ফরয নহে কিন্তু সমষ্টিগত-ভাবে ফরয। কোন কোন হ'াদীছে' প্রত্যেক মৃত মুসলমানের জন্য জানাযাঃ স'লাত পড়ার নির্দেশ আছে (ইব্‌ন মাজাঃ, জানাইয, বাব ৩১; আন-নাসাঈ, জানাইয, বাব ৫৭)। হ'াদীছে' (আল-বুখারী, জানাইয, বাব ২৩, ৮৫; তাফ্‌সীর, সূরাঃ ৯, বাব ১২, ১৩; মুসলিম, ফাদ'াইলু'স'-স'াহ'াবাঃ, হ'াদীছ' ২৫ প.) হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কর্তৃক মুনাফিক' সরদার 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়্যি-এর জানাযাঃ স'লাত পড়ার এবং হযরত 'উমার (রা) কর্তৃক ইহার প্রতিবাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনা উপলক্ষে কু'রআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়:

"তাহাদের (অর্থাৎ মুনাফিক্'দের) মধ্যে কেহ মারা গেলে তাহার জন্য (জানাযাঃ-র) স'লাত পড়িও না এবং তাহার কবরে দাঁড়াইও না। কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁহার রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী; তাহারা ফাসিক'রূপে (মহাপাপীরূপে) মৃত্যুবরণ করে" (৯ : ৮৪)। (ফাসিক' কথার আইনগত সংজ্ঞার জন্য দ্র. Snouck Hurgronje, Versper. Geschr., ii. 97)।

হ'াদীছে' বলা হইয়াছে যে, কেহ আত্মহত্যা করিলে রাসূল কারীম (স') তাহার জানাযাঃ-র স'লাত পড়িতেন না (মুসলিম, জানাইয, হ'াদীছ' ১০৭; আবূ দাউদ, খারাজ, বাব ৪৬)। কিন্তু আন-নাওয়াব'ী (পূ. গ্র., পৃ. ২২৫) বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হইত না। হ'াদীছ' হইতে আরও জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা না হইলে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তাহার জন্য জানাযাঃ-র স'লাত পড়িতেন না (আল-বুখারী, হ'াওয়ালাত, বাব ৩; আবূ দাউদ, বুয়ূ', বাব ৯। আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ২খ, ২৯০, ৩৯৯)। আইনে সেইজন্য মৃতের জন্য শোক-কারিগণকে মৃতের ঋণদান শীঘ্র নিষ্পত্তি করিতে বলা হইয়াছে (আন-নাওয়াব'ী, ১খ, ২২১)। যাহারা ইসলামী আইনের দণ্ডবিধানে নিহত, হ'াদের জানাযাঃ-র স'লাত রাসূল কারীম (স') পড়িয়াছেন কিনা সে বিষয়ে মতানৈক্য দেখা যায় (আবূ দাউদ, জানাইয, বাব ৪৭; আন-নাসাঈ, জানাইয, বাব ৬৩, ৬৪)। আবূ ইসহ'াক' আশ-শীরাযীর (ed. Juynboll, p. 47,) বর্ণনানুসারে জানাযাঃ-র স'লাত এইভাবে পড়া হয়: ইমাম পুরুষের শবাধারের শীর্ষভাগে এবং স্ত্রীলোকের শবাধারের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান হন (ইহাই প্রাচীন হ'াদীছ', তু. বুখারী, জানাইয, বাব ৬৩; মুসলিম, জানাইয, হ'াদীছ' ৮৭, ৮৮ প.; আবূ দাউদ, জানাইয); অতঃপর ইমামের নিয়্যাত পাঠান্তে হাত তুলিয়া তাক্‌বীর উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে স'লাত শুরু হয়, প্রথম তাক্‌বীরের পরেই তিনি ছ'ানা' পাঠ করেন, দ্বিতীয় তাক্‌বীর বলিয়া দুরূদ পাঠ করেন, তৃতীয় তাক্‌বীরের পরে মৃতের জন্য দু'আ' এবং চতুর্থ তাক্‌বীরের পর সালাম ফিরাইয়া স'লাত শেষ করেন (মতান্তরে প্রথম তাক-বীরের পর ফাতিহ'াঃ, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ, তৃতীয় তাকবীরের পর জানাযাঃ-র দু'আ ও চতুর্থ তকবীরের পর সালাম ফিরান হয়)।

জানাযাঃর স'লাতের স্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে। জনা যায় যে, প্রাচীন মদীনায় আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজাশীর জানাযাঃ-র জন্য মুস'াল্লা (দ্র.) ব্যবহৃত হইয়াছিল (বুখারী, জানাইয, বাব ৪; মুসলিম, জানাইয, হ'াদীছ' ৬৩, ৬৪)। ইব্‌ন সা'দ ১/২খ, ১৪-তে বলা হইয়াছে যে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') জানাযাঃর স'লাত মৃতের বাসগৃহেই পড়িতেন। যখন হযরত 'আইশাঃ (রা) অথবা রাসূল করীম (স')-এর স্ত্রীগণের অনুরোধে হযরত সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্ক'াস' (রা)-এর মৃতদেহ মসজিদে আনা হয় তখন লোকেরা ইহাকে একটি নূতন প্রথা (বিদ'আত) বলিয়া মনে করে। ইহাতে হযরত 'আইশাঃ (রা) উত্তর দিয়াছিলেন: "লোকের স্মরণ শক্তি কত দুর্বল! রাসূল কারীম (স')ত মসজিদেই এই স'লাত পড়িতেন" (মুসলিম, জানা-ইয, হ'াদীছ' ৯৯-১০১)। মুসলিমের ভাষ্যকার নাওয়াব'ী এই

হ'াদীছে'র আলোচনায় বিভিন্ন মায'হাবের মত এই স'লাত মসজিদে পড়া শারী'আতের আইনের কোন্ পর্যায়ভুক্ত তাহার বর্ণনা দিয়াছেন (এই প্রসঙ্গে তু. Semitic Rites of Mourning and Religion, p. 2—4)। মুসলিম জগতের বিভিন্ন অংশে বর্তমানে জানাযাঃ মসজিদে পড়াই প্রথা (Lane, Manners and Customs, p. 526; Snouck Hurgronje, Mekka, ii. 189)। পক্ষান্তরে এই স'লাত আত্‌জেহ, জাভা এবং বাংলাদেশ ও পাক-ভারতে মৃতের বাসগৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে, কবরের নিকট মসজিদ প্রাঙ্গণে অথবা যে কোন সুবিধাজনক স্থানে পড়া হয় (Snouck Hurgronje, The Achehnese, i. 423; do., Verspr. Geschr, iv./i. 242)। শারী'আতের আইনে ইহার বিধান না থাকিলেও অন্ততপক্ষে ইহার অনুমতি আছে (এই বিষয়ে বিভিন্ন মায্'হাবে বিভিন্ন ব্যবস্থা)।

কোন কোন মায'হাবে জানাযাঃ-র স'লাতে মৃতদেহ উপস্থিত থাকা প্রয়োজনীয় নহে। মক্কায় প্রবাসে মৃত ব্যক্তির জানাযাঃ দেশবাসিগণ কর্তৃক পড়ার রীতি আছে (Mekka, ii. 189)। হযরত মুহ'ম্মাদ (স') কর্তৃক নাজাশীর জানাযাঃ মদীনায় পড়ার নজীর হইতে এই প্রথার সমর্থন পাওয়া যায়। হ'নাফী মতে মৃতদেহ জানাযাকারীদের সম্মুখে থাকা প্রয়োজন। সুতরাং জানাযাঃ-ই-গ'ায়িব তাঁহাদের মতে বৈধ নহে, আরও দ্র. জানাযাঃ প্রবন্ধ।

(৫) স'লাতের তাৎপর্যের প্রশ্নটি য়ুরোপীয় সমালোচকগণ কর্তৃক সাধারণত পক্ষপাত সহকারে আলোচিত হইয়াছে। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা Ranke-এর অনুসরণে একটি শৃঙ্খলা বিধানকারী ব্যবস্থা হিসাবে স'লাতের প্রতি উচ্চ মর্যাদা আরোপ করেন। প্রাথমিক মুসলমানদের সমাজ জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-এর জীবদ্দশায় মদীনায় স'লাতকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পরবর্তীকালে এই স'লাত মুসলিম-মানসিকতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল। আরও পরে মুসলিম শাসনামলে এই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছিল। মুসলিম সমাজ গঠনে স'লাত একটি বিশেষ কার্যকরী উপকরণ ছিল।

পক্ষান্তরে য়ুরোপীয়গণ তাঁহাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি হইতে স'লাতের তাৎপর্য বিচার করেন। Protestant-গণ স'লাতের মধ্যে যে অনুভূতির তীব্রতা আছে, তাহা লক্ষ্য করেন না এবং Roman Catholic-গণ ইহার চিত্তাকর্ষক আনুষ্ঠানিক দিকটা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এই উভয় প্রকার মনোভাবই ভুল। কেহ স'লাত সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে চাহিলে তাঁহাকে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইবে: মুসলমানদের নিকট ইহার অর্থ কি?

মিসরে স'লাত সম্বন্ধে Lane-এর মন্তব্য (Manners and Customs, p. 98) প্রণিধানযোগ্য। "মুসলিমদের জুমু'আর স'লাত বেশ গাম্ভীর্য ও শালীনতার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। মসজিদে তাঁহাদের চোখ, মুখ এবং ভাব-ভঙ্গি হইতে ভক্তির আতিশয্য প্রকট হয় না বটে; তবে শান্ত এবং বিনম্র ধার্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। স'লাতের সময় তাঁহারা কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে বাজে কথা বলার বা বাজে কাজ করার অপরাধ করেন না। তাঁহারা সাধারণ জীবনে বা স্বধর্মীয় বা বিধর্মীয় লোকদের সহিত কথাবার্তায় যে গর্ব এবং ধর্মান্ধতার পরিচয় দেন তাহা তাঁহারা মসজিদে প্রবেশ করিলে ত্যাগ করেন বলিয়া মনে হয়। সেখানে তাঁহারা সৃষ্টিকর্তার চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন মনে হয়। তাঁহারা বিনীতভাবে মাথা নীচু করিয়া থাকেন; তবে কৃত্রিম বিনয় দেখাইয়া বা মুখমণ্ডলে কৃত্রিমতার ভাব লইয়া ইহা করেন না।"

মুসলিমগণের ধর্মীয় জীবনে স'লাতের তাৎপর্য গবেষণার একটি সমৃদ্ধ ক্ষেত্র হইল সাহিত্য। প্রাথমিক দুই শতাব্দীর জন্য আমাদিগকে প্রধানত হ'াদীছ'ই ব্যবহার করিতে হইবে। ইসলামের পাঁচ রুক্‌ন (স্তম্ভ)-এর মধ্যে স'লাত দ্বিতীয় স্থানীয় (বুখারী, ঈমান, বাব ২; মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ১৯-২২; প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, প্রথম স্তম্ভটির বর্ণনা বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়)। প্রায়শ উল্লিখিত এক অশিক্ষিত বেদুঈনের গল্পে বলা হয় যে, সে হঠাৎ হযরত মুহ'ম্মাদ (স')-কে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কিরূপে মুক্তি লাভ করিব?" ইহার উত্তরে তিনি ইসলামে একজন ধর্ম-বিশ্বাসীর প্রতি নির্ধারিত ধর্মীয় কর্তব্যগুলির উল্লেখ করেন। সেইগুলি হইল, দৈনিক পাঁচবার স'লাত কায়েম করা, রমযান মাসে সি'য়াম পালন করা এবং যাকাত দান করা (বুখারী, ঈমান, বাব ৩৪; মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ৮)। অন্যান্য হ'াদীছে'ও, যেমন হযরত মুহ'ম্মাদ (স') কর্তৃক য়ামানে প্রেরিত মু'আয' ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে প্রদত্ত উপদেশ, তাওহ'ীদ বা আল্লাহ্ তা'আলার একত্বে বিশ্বাস ব্যতীত পাঁচ ওয়াক্'ত স'লাত ও যাকাতের উল্লেখ দেখা যায় (যেমন, বুখারী, যাকাত, বাব ১; মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ২৯—৩১)। এখানে হ'াজ্জ এবং রমযানের সি'য়ামের উল্লেখ নাই। সর্বাধিক ছ'াওয়াবের কাজ অর্থাৎ পুণ্যজনক কাজের মধ্যে সাধারণত স'লাতের স্থান সর্বপ্রথম (বুখারী, মাওয়াক'ীত, বাব ৫; তু. ইব্‌ন মাজাঃ, ত'াহারাঃ, বাব ৪; আদ-দারিমী, উযূ-, বাব ২)। দৈনিক নিয়মিত পাঁচবার স'লাত পালন জান্নাত লাভ সুনিশ্চিত করে (আন্-নাসা'ঈ, ইক'ামাঃ, বাব ৬; মালিক, স'লাতু'ল-লায়ল, হ'াদীছ' ১৪ প.)। স'লাত ত্যাগ করিলে কুফ্‌রীর সহিত সংযোগ স্থাপিত হয় (মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ১৩৪; তু. আন-নাসা'ঈ, স'লাত, বাব ৮)।

স'লাতের আত্মা-পরিশোধক শক্তির বিষয় হ'াদীছে' রূপকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, "স'লাত একটি মিষ্ট জলস্রোতের ন্যায় যাহা তোমাদের প্রত্যেকের গৃহদ্বারের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, যদি প্রতিদিন তোমরা পাঁচবার ইহাতে অবগাহন কর, তোমরা কি মনে কর যে, ইহার পরও তোমরা অপরিষ্কৃত থাকিবে?" (মালিক, ক'াস্'রু'স'-স'লাত ফি'স-সাফার, হ'াদীছ' ৯১; তু. আহ্'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ১খ, ৭১ প., ১৭৭; ২খ, ৩৭৫, ৪২৬, ৪৪১; ৩খ, ৩০৫, ৩১৭ প.)। অনুরূপ প্রসিদ্ধ আর একটি হ'াদীছে' রূপকভাবে বলা হইয়াছে: এক ফরয স'লাত হইতে পরবর্তী ফরয স'লাতের মধ্যে যে গুনাহ করা হয়, স'লাতের দ্বারা তাহা স্খলিত হয় (পূ. গ্র., ২খ, ২২৯)। ইহা সুপরিজ্ঞাত যে, কাবীরাঃ গুনাহ্ স'লাতের দ্বারা স্খলিত হয় না (পূ. গ্র., ২খ, ৩৫৯)।

যে হ'াদীছে' বলা হইয়াছে যে, দৈনিক পাঁচবার স'লাত জান্নাত লাভ সুনিশ্চিত করে—তাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, পরবর্তী হ'াদীছ'টি ঐ জাতীয়: 'যে ব্যক্তি স'লাতকে একটি ফরয কর্তব্য বলিয়া জানে, সে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করিবে' (পূ. গ্র., ১খ, ৬০)। শেষ বিচারের দিনে যথাযথভাবে স'লাত পালন করা হইয়াছে কিনা তাহাই

List>

সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হইবে। "সর্বপ্রথম স'লাাতের হিসাব হইবে। যদি এই বিষয় ঠিক থাকে তবে সে মুক্তি লাভ করিবে; যদি তাহা না হয় তবে তাহার মুক্তি হইবে না (তু. আন্-নাসাা'ঈ, স'লাাত, বাব ৯; আত্-তিরমিয'ী, মাওয়াাক'ীত, বাব ১৮৮; আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ১খ, ১৬১ প., ১৭১, ২খ, ২৯০ প.)।

স'লাাত নিষ্ঠার সহিত একাগ্র মনে সম্পাদন করিতে হইবে। বর্ণিত আছে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') একবার একটি পরিধেয় জামা অন্যকে দান করিয়াছিলেন, কারণ ইহার উপর অংকিত নক্শা স'লাাতের সময় তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল (বুখারী, স'লাাত, বাব ১৪; আন্-নাসাা'ঈ, কি'ব্লাঃ, বাব ২০; তু. বাব ১২)।

স'লাাত কেবল একটি কর্তব্যকার্য মাত্র নহে, যদিও কখনও কখনও এইরূপই বলা হয়। ইহার মধ্যে অন্তরের যোগ থাকা প্রয়োজন। নিম্নলিখিত হ'াদীছ' হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') বলিয়াছেন, "পার্থিব বস্তুসমূহের মধ্যে স্ত্রীলোক এবং সুগন্ধ দ্রব্য আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং স'লাাত আমার চক্ষুর শান্তি" (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩খ, ১২৮, ২৮৫)। স'লাাতের সময় রোদনের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে (আবূ দাাউদ, স'লাাত, বাব ১৫৬; আন্-নাসাা'ঈ, সাহ্ও, বাব ১৮; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২খ, ১৮৮, ৪খ, ২৫, তু. ২৬)।

স'লাাতের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হইতেছে যে, ইহা বান্দা এবং আল্লাাহ্র মধ্যে কথোপকথনতুল্য। যে হ'াদীছে' স'লাাতের মধ্যে কি'ব্লার দিকে থুথু নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ইহার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, স'লাাত হইল আল্লাাহ্র সহিত অন্তরঙ্গ কথোপকথন (বুখারী, সা'লাাত, বাব ৩৯; মাওয়াা-ক'ীত, বাব ৮; মুসলিম, মাসাাজিদ, হ'াদীছ' ৫৪; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২খ, ১৪ প., ১৪৪; ৩খ, ১৭৬, ১৮৮, ১৯৯ প., ২৩৪, ২৭৩, ২৭৮, ২৯১ প.)। অন্য একটি হ'াদীছে' দেখা যায়: "যদি তোমাদের মধ্যে কেহ স'লাাতে রত থাকে তবে সে আল্লাাহ্র সহিত কথোপ-কথনে রত আছে এবং তাহার কর্তব্য যে, সে তাহার প্রভুর নিকট যাহা বলিতেছে, তাহার যথার্থ মর্ম অনুধাবন করা। অতএব কেহই তাহার কু'রআান পাঠের শব্দে অন্যের কণ্ঠস্বর ডুবাইয়া দিবে না" (আহ্'-মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২খ, ৩৬, ৬৭, ১২৯)। এই উক্তির উদাহরণ নিম্নলিখিত হ'াদীছে' কু'দ্সীতে পাওয়া যায়; আল্লাাহ বলেন, 'আমি স'লাাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে দুই ভাগে ভাগ করিয়া নিয়াছি। একভাগ আমার জন্য এবং অপর ভাগ আমার বান্দার জন্য এবং সে যাহা চায় তাহা পাইবে।' আল্লাাহ্র রাসূল (স') বলিলেন, পাঠ কর, বান্দা যখন বলে, 'সকল প্রশংসা আল্লাাহ তা'আলাার প্রাপ্য,' তখন আল্লাাহ্ বলেন, 'বান্দা আমার প্রশংসা করিল।' যখন বান্দা বলে, 'যিনি দয়াময় ও পরম দয়ালু', তখন আল্লাাহ্ বলেন, 'আমার বান্দা আমার গৌরব ঘোষণা করিল।' যখন বান্দা বলে, 'যিনি বিচার দিনের প্রভু,' তখন আল্লাাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করিল।' যখন বান্দা বলে, "আমরা তোমারই 'ইবাাদাত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি,' তখন আল্লাাহ বলেন, 'এই আয়াত আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে। সে যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে।' যখন বান্দা বলে, 'আমাদিগকে সরল পথে চালিত কর, যে পথ তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্তগণের পথ, তোমার ক্রোধগ্রস্ত এবং পথভ্রান্তদিগের পথ নহে', তখন আল্লাাহ বলেন, 'ইহা আমার বান্দার জন্য, সে যাহা চায় তাহা পাইবে" (আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২খ, ৪৬০)।

স'লাাত যে রোগ চিকিৎসার উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হইত ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। কারণ অন্যান্য ধর্মেও এইরূপ করা হইত (ইব্ন মাাজাঃ, তি'ব্ব, বাব ১০; আহ্'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ২খ, ৩৯০, ৪০৩)। এই প্রসঙ্গে স'লাাতু'ল-হ'াজাতের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন ঈপ্সিত বিষয় লাভের জন্য এই স'লাাত পড়া হয় (আত-তিরমিয'ী, বি'ত্র, বাব ১৭)। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে স'লাাতু'ল-ইস্তিখারাঃ (দ্র. ইস্তিখারাঃ) পড়া হয় (বুখারী, তাহাজ্জুদ, বাব ২৫; আবূ দাাউদ, বি'ত্র, বাব ৩১; আত্-তিরমিয'ী, বি'ত্র, বাব ১৮; আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল, ৩খ, ৩৪৪ প.)। স'লাাতকে মুনাজাতরূপে বর্ণনা করা হয়, ইহা প্রাচীনতম যুগের 'ইবাাদাত কালে ধ্যান প্রবণতার বৈশিষ্ট্যের কথা মনে করাইয়া দেয় (এই বিষয়ে দ্র. L. Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, Paris 1922)। ইহা ইসলামের মরমীবাদের প্রতি ইঙ্গিত করে।

আল-মুহ'াসিবী (মৃ. ২৪৩/৮৫৭) ইসলামের একজন প্রাচীন সূ'ফী। তিনি স'লাাতের তাৎপর্য বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখেন (তু. Massignon, পূ. গ্র., পৃ. ২৫৯, টীকা ১)। দার্শনিক আত্-তিরমিয'ী (মৃ. ২৮৫/৮৯৮) স'লাাতের মরমী দিক সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ৪২টি সারগর্ভ প্রবচন রচনা করিয়াছেন (L. Massignon, পূ. গ্র., পৃ. ২৫৯-এ এইগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে)। কু'শায়রী তাঁহার রিসাালাঃ পুস্তকে স'লাাতের জন্য স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ লিখেন নাই। আল-হুজ্ব'ীরী তাঁহার পুস্তকে স'লাাতকে নব শিক্ষার্থিগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়াছেন। কারণ ইহার মধ্যে তাহারা সূ'ফীবাদের একটা প্রতিফলন দেখিতে পাইবে। সূ'ফীদের মতে ত'াহাারাতের অর্থ ইসলাম অবলম্বনে আত্মশুদ্ধি, কি'ব্লার অর্থ আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের উপর নির্ভরতা, কু'রআান আবৃত্তির অর্থ যি'ক্র বা আল্লাাহ তা'আলাার স্মরণ, রুকূ'র অর্থ নম্রতা, সিজ্দার অর্থ আত্মজ্ঞান, তাশাহ্হুদ হইল উন্স্ এবং তাস্লীমের অর্থ দুনিয়াদারী ত্যাগ। প্রকৃত সূ'ফীগণের প্রত্যেকেই স'লাাতের মধ্যে নূতন কিছু দেখেন। একজনের মতে ইহা হইল আল্লাাহ্ তা'আলাার সমীপে হ'যূ-র (উপস্থিতি), অপর একজনের মতে গ'ায়বাঃ (অনুপস্থিতি) (আল্-হুজ্ব'ীরী, কাশ্ফু'ল-মাহ্'জূব, অনু. Nicholson, p. 301 প.)। আল-হুজ্ব'ীরী বিভিন্ন সূ'ফীর স'লাাতের প্রতি অনুরাগের কথা বিশেষভাবে জোর দিয়া বলিয়াছেন।

দার্শনিকগণের মধ্যে কেবল ইব্ন সীনাার নামোল্লেখই প্রয়োজন। তিনি স'লাাতের উপর একটি নিবন্ধ লিখিয়াছেন (ফি'ল-কাশফ্ 'আন মাাহিয়্যাতি'স'-স'লাাত ওয়া হি'ক্মাতি'ত-তাশ্রী'ইহ'া, জাামি'উ'ল-বাদাা'ই', কায়রো ১৩৩৫/১৯১৭, পৃ. ২—১৪)। তাঁহার মতে স'লাাতের মূল বস্তু হইল আল্লাাহ তা'আলাার অস্তিত্ব এবং ইহার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি। মুস'াল্লীর প্রকৃতি অনুযায়ী এই অনুভূতি প্রকাশ্যরূপ গ্রহণ করে অথবা গোপন থাকে গূঢ় রহস্য হিসাবে। সব লোকই আধ্যাত্মিকতার সোপান শ্রেণী অতিক্রম করার ক্ষমতাসম্পন্ন নহে। কাজেই সকল মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত রাখার জন্য প্রয়োজন একটি এমন 'ইবাাদাত, যাহা তাহাদের দেহ-মনে শৃঙ্খলা বিধান করিবে এবং যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম সহজ হইবে। ইহাই হইল

সালাতের বাহ্যিক বা প্রকাশ্য দিক। ইহার গূঢ় তাৎপর্য হইল মুশাহাদাতি'ল-হাক্ক অর্থাত সত্য দর্শন। ইহা পবিত্র অন্তর এবং কামনা (আমানী) মুক্ত আত্মা কর্তৃক সাধিত হয়। অতঃপর ইব্ন সীনা সালাতরত মানুষ তাঁহার প্রভুর সহিত কথোপকথনে রত (উপরে দ্র.) এই কথার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা কেবল জড় জগতের বাহিরেই ঘটিতে পারে। যাঁহারা এই মানসিক অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন তাঁহারা আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ তা'আলার সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্রকৃত দর্শনের দৃষ্টি লইয়াই আপন উপাস্য প্রভু (আল-ইলাহ)-কে দেখেন। সালাত তখন হয় একটি বাস্তব মুশাহাদাঃ বা দর্শন এবং প্রকৃত উপাসনা। অন্য কথায় ইহা হইল প্রকৃত প্রেম এবং আধ্যাত্মিক দর্শন।

আল্-গাযালীর ইহ্য়া' পুস্তকে রুব' আল-'ইবাদাত অংশে তাহারাঃ এবং যাকাতের মধ্যে সালাতের পরিচ্ছেদ সংস্থাপিত হইয়াছে (যেমন ফিক্‌হের পুস্তকে করা হয়)। অন্যান্য 'ইবাদাত বিষয়ের ন্যায় আল-গাযালী সযত্নে ও নির্ভুলভাবে সালাতের আইনগত নিয়মাবলীর বর্ণনা দিয়াছেন (ed. Cairo 1302, i. 140 প.)। আবার অন্যদিকে সালাতকে তিনি নৈতিক এবং সূফীতাত্ত্বিক পর্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ আলোচনায় সালাত সম্পর্কে মুসল্লীর গভীর অনুভূতির তীব্রতা মোটেও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বক্ষ্যমান প্রবন্ধের ২য় এবং ৩য় বিভাগের বক্তব্যের পর এখানে আল-গাযালীর বিশ্লেষণের শেষাংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনাই যথেষ্ট। যে অন্তর্নিহিত অর্থ (মা'আনী) সালাতের প্রাণকে পরিপূর্ণ করে তাহা হইল ছয়টি, যথাঃ (১) হুদূর-ই-কাল্ব্ (অন্তরের উপস্থিতি), (২) তাফ্হীম (বোধগম্যতা), (৩) তা'জীম (সম্মানার্হ বিবেচনা করা), (৪) হায়বাঃ, (ভয়মিশ্রিত ভক্তি), (৫) আশা, (৬) হায়া' (লজ্জা)।

সালাতে অন্তরের উপস্থিতি সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন (পৃ. ১৫) সেইগুলি সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। ফাকীহ-গণের মতে তাক্বীরের সময়ই অন্তরের উপস্থিতি প্রয়োজন, কিন্তু ফুকাহা' আল-মুতাওয়াররি'উন (শুদ্ধাচারপন্থী ইসলামী আইনবেত্তাগণ) এবং 'উলামা' উল-আখিরাঃ (আখিরাত বিষয়ে বিদ্বানগণ)-এর মতে সমস্ত সালাতেই অন্তরের উপস্থিতি প্রয়োজন। কিন্তু খুব কম সংখ্যক মুসল্লীই ইহা পালন করিতে পারেন। আদর্শ সালাতের উদাহরণ হাতিম আল-আসাম্ম্-এর সালাত। তিনি বলিয়াছেনঃ যখন সালাতের সময় হয় তখন আমি ভাল করিয়া উযূ করিয়া যেখানে আমি সালাত আদায় করিতে চাই সেখানে যাই। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থৈর্য প্রাপ্ত না হয় ততক্ষণ আমি সেখানে বসিয়া থাকি। তারপর আমি দণ্ডায়মান হই। মনে করি কা'বাঃ আমার সম্মুখে এবং সিরাত আমার পদতলে, জান্নাত আমার দক্ষিণ-দিকে এবং জাহান্নাম আমার বামদিকে এবং মৃত্যুর ফিরিশ্তা 'আয্রাঈল আমার পশ্চাতে। আর আমি মনে করি ইহাই আমার জীবনের শেষ সালাত। তখন আমি আশা ও ভীতির মধ্যে দোদুল্যমান হইতে থাকি এবং তাক্বীর (আল্লাহু আক্বার ধ্বনি দ্বারা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ঘোষণা করা) এবং তাহ্‌কীক (আল্লাহ তা'আলার সত্যতা ঘোষণা করা)-এ যোগদান করি এবং তার্তীলের (যথাযথ নিয়মে) সহিত কুরআন আবৃত্তি করি এবং অনুগতভাবে রুকূ' এবং বিনীতভাবে সিজ্দাঃ করি। তৎপরে আমি উপবেশন করিয়া বাম পদ বাম উরুর নীচে রাখি এবং ইহার অঙ্গুলিগুলি বিছাইয়া দেই এবং দক্ষিণ পদ দক্ষিণ উরুর পার্শ্বে স্থাপন করি এবং ইহাকে ইহার বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর খাড়া রাখি। এই সমস্ত ক্রিয়া আমি ইখ্লাস (আন্তরিকতা) সহকারে করি। ইহার পরও আমি জানি না আমার সালাত আল্লাহ তা'আলার সমীপে কবূল (গৃহীত) হইয়াছে কিনা (পৃ. ১৩৯ প.)।

আল-গাযালী নিম্নলিখিত কথায় সালাত সম্বন্ধে তাঁহার নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করিয়াছেন। যদি কাহারও সালাত তাহাকে পাপ এবং মন্দ কার্য হইতে দূরে রাখিতে না পারে তবে সালাত তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা হইতে কেবল দূরে লইয়া যায় (তু. কুরআন, ৬ঃ ৯২)।

"হুদূরু'ল-কাল্ব অর্জনের জন্য ফলপ্রদ ব্যবস্থাসমূহ", শীর্ষক পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, চিত্তবিক্ষেপকারী চিন্তাই, যাহা সালাত হইতে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন রাখে, প্রধান অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত। এই সবের মূল কারণসমূহের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই শত্রুদিগকে দমন করিতে হইবে। এই কারণগুলি দুই প্রকারের, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক। চিত্ত বিক্ষেপের (গাফ্লাঃ, সিরীয় মরমীবাদিগণের ফেহ্য়া) বাহ্যিক কারণগুলি ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে উদ্ভূত। অতএব এইগুলির বিক্ষেপ নিবারণ করিতে হইবে। সেইজন্য মুতা'আব্বিদগণ ('ইবাদাতে বিশেষভাবে মনোযোগী) অন্ধকার কক্ষে সালাত পড়েন; সেখানে শুধু সিজ্দা করার উপযোগী স্থান আছে। কথিত আছে যে, ইব্ন 'উমার (রা) এইরূপ কক্ষে কোন জিনিস রাখিতে দিতেন না। সালাতে মন বিক্ষিপ্ত হওয়ার আভ্যন্তরিক কারণ অধিকতর প্রভাব-শালী। এইগুলির উৎস হইল পার্থিব ভাবনা-চিন্তা ও কর্ম-ব্যাপৃতি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রভাব হইল বাসনার। পরকাল চিন্তা দ্বারা বাসনার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা যায়। সালাতের সমুদয় কার্যাদি আখিরাতের সহিত সম্পর্কিত হইবে। আযান শুনিয়া মনে করিতে হইবে যে, ইহা কিয়ামতের দিনের নিদা (আহ্বান)। 'আওরাত (গোপনীয় অঙ্গ) আবৃত করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা জাগা উচিতঃ অভ্যন্তরীণ 'আওরাত বলিয়া কিছু নাই কি? ইত্যাদি।

সালাতের শেষ লক্ষ্য হইল নিজেকে হেয় করিয়া আল্লাহ্‌তে সম্পূর্ণ-ভাবে তন্ময় হইয়া যাওয়া। কথিত আছে, সুফ্য়ান আছ-ছাওরী (র) বলিয়াছেন, "যে নিজেকে হেয় জ্ঞান করিতে জানে না তাহার সালাত নিষ্ফল।" এই সব আলোচনা দুইটি বিশেষ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (বায়ান ইশ্তিরাতি'ল-খুশূ' ওয়া হুদূরি'ল-কাল্ব, পৃ. ১১৫ প. এবং হিকায়াত ওয়া আখ্বার ফী সালাতি'ল-খাশি'ঈন, পৃ. ১৫৭)। শেষোক্ত অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র প্রেমিক বান্দাগণ (আওলিয়া') কিরূপভাবে সালাতে নিমগ্ন থাকিতেন তাহা তিনি দৃষ্টান্ত সহকারে দেখাইয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে বরাতের উল্লেখ আছে।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ ও মুহম্মদ জিয়াউর রহীম

সালাম (سلام) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, অক্ষত হওয়া। সালিমা ক্রিয়াপদ হইতে উৎপন্ন। অর্থ সুস্থ হওয়া, বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে উহার অর্থ "শান্তি, স্বাস্থ্য, অভিবাদন, সাদর সম্ভাষণ।"

কুরআন শারীফে শব্দটি বহু স্থানে পাওয়া যায়, বিশেষত মক্কায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগে অবতীর্ণ সূরাঃসমূহে। সর্বপ্রথম যে আয়াতে সালাম শব্দটি পাওয়া গিয়াছে তাহা সূরাঃ ৯৭ঃ ৫ আয়াত। উক্ত আয়াতে লায়লাতু'ল-কাদ্‌র সম্বন্ধে বলা হইয়াছেঃ উষা না আসা পর্যন্ত শান্তি বিরাজমান। শান্তি অর্থে শব্দটি কুরআনে আরও বহু

List>

স্থানে ব্যবহৃত, ১১ : ৪৮; ১৫ : ৪৬; ২১ : ৬৯; ৫০ : ৩৪। 'দারু'স্-সালাম' অর্থ শান্তির আবাস, ইহা বেহেশ্ত অর্থে (সূরাঃ ১০ : ২৫, ৬ : ১২৭) ব্যবহৃত হইয়াছে।

কু'রআন শারীফে শব্দটি অভিবাদন বচন হিসাবে প্রায়শ ব্যবহৃত। সূরাঃ ৫৬ : ৯১ আয়াতে বেহেশ্তবাসিগণের পরস্পর সালাম বিনিময়ের উল্লেখ আছে। সালাম (সূরাঃ ৩৬ : ৫৮; ১৪ : ২৩; ১০ : ১০, ৩৩ : ৪৪) অথবা সালামুন 'আলায়কুম (১৬ : ৩২; ৩৯ : ৭৩; ১৩ : ২৪) স্বাগতম বচন; বেহেশ্তবাসিগণকে অথবা বেহেশ্তে প্রবেশ কালে সালাম জানান হয় (তু. ২৫ : ৭৫)। ইবরাহীম ('আ)-এর মেহমানগণ তাঁহাকে সালাম (অভ্যর্থনা বাণী) জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার উত্তরও ছিল 'সালাম' (৫১ : ২৫; ১১ : ৬৯ তু. ১৫ : ৫২)। সূরাঃ ২০ : ৪৭ আয়াতে মূসা ('আ) ফির'আওনকে সম্বোধন করিয়া যে উক্তি প্রয়োগ করেন উহা আস-সালামু 'আলা মানি'ত্-তাবা'আ'ল-হুদা (السلام على من اتبع الهدى) অর্থাৎ যে সত্য পথে চলিতেছে তাঁহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। মু'মিনগণের সম্মুখে নবী (স') যে সংবাদ প্রদান করেন উহার প্রথমেই আছে, "সালামুন 'আলায়কুম—তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক" (সূরাঃ ৬ : ৫৪ আয়াত)। আশিস-বাণী হিসাবে সালাম শব্দ বার বার সূরাঃ ৩৭-এ ব্যবহার করা হইয়াছে। উক্ত সূরাঃ-তে প্রত্যেক নবীর নামোল্লেখের পর পরই সালাম উচ্চারণ করা হইয়াছে (আয়াত ৭৯, ১০৯, ১২০, ১৩০, ১৮১, তু. ১৯ : ১৫, ৩৩)। সূরাঃ ৫৯ : ২৩ আয়াতে (মাদানী) 'আস-সালাম' শব্দটি আল্লাহ্‌র নামগুলির অন্যতম। আল-বায়দ'াবী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, শব্দটি মাস'দার সি'ফাতরূপে ব্যবহৃত; উহার অর্থ 'নির্দোষ' (অপরাপর ভাষ্যের জন্য তু. লিসানু'ল-'আরাব, ১৫ : ১৮২ এবং আল্লাহ প্রবন্ধ)। 'আস্-সালামু 'আলায়কুম' অভিবাদনের এই বাক্যটিতে সালাম শব্দটি আল্লাহ্‌র সি'ফাতী নাম 'সালাম-এর দিকে ইঙ্গিত করে' (ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযী, মাফাতিহু'ল-গ'ায়ব, সূরাঃ ৬ : ৫৪, সং. কায়রো ১২৭৮ হি., ৩খ, ৫৪; লিসানু'ল-'আরাব, ১৫খ, ১৮২)।

রাসূল কারীম (স') কর্তৃক ইসলাম প্রচারের প্রারম্ভ হইতেই মুসলমানদের মধ্যে সালাম করিয়া সাদর সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রথার ভিত্তি হইল কু'রআন শারীফের মক্কায় অবতীর্ণ একটি আয়াত এবং মদীনায় অবতীর্ণ দুইটি আয়াত, যাহাতে এই প্রকার অভিবাদন অনুমোদিত। সূরাঃ ৬ : ৫৪ আয়াতে নবী (স')-কে নির্দেশ করা হইয়াছে : "আমাদের নিদর্শনে যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহারা আপনার নিকট আসিলে বলুন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক (সালামুন 'আলায়কুম); তোমাদিগের প্রভু নিজেই অনুগ্রহ প্রদর্শন তাঁহার কর্তব্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন।" আরও সূরাঃ ২৪ : ২৭ আয়াতে আছে, 'হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কাহারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না লইয়া এবং তাহাদিগকে সালাম না করিয়া প্রবেশ করিও না।" ঠিক এমনিভাবে সূরাঃ ২৪ : ৬১ আয়াতে আছে : "কোন গৃহে প্রবেশকালে পরস্পর সালাম বিনিময় কর" (ফাসাল্লিমূ) ইত্যাদি (তু. অনুরূপ ব্যবস্থা Matth. x. 12, Luk. x. 5)। 'আরবী স-ল-ম (س-ل-م) শব্দ স'াফাব'ী লিপিলিপিতে সচরাচর আশীর্বাদ-সূচক পদরূপে ব্যবহৃত। তু. F. Littmann, Zur Entzifferung der Safa-Inschriften, Leipzig. 1901; do., Semitic Inscriptions, New York-London 1905, Safaitic Inscriptions.

ইসলাম সালাম বচনের উপর অত্যন্ত বেশী ধর্মীয় মূল্য আরোপ করিয়াছে। ফিরিশতারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সালাম বলিয়া অভিবাদন করেন এবং পূর্বগামী নবীগণকেও এই শুভাশিসপূর্ণ বচন দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করা হয়। সালাম তাশাহ্‌হুদের (যে শান্তি বাণী দ্বারা স'ালাত শেষ করা হয়) অন্তর্ভুক্ত, উহার সমতুল্য বাক্য হইতেছে য়াহূদী তাফিল্লা শব্দ (তু. E. Mittwoch, Zur Entstehungsgeschichte des islam. Gebets und Kultus, in the Abh. Pr. Ak. W., ph.-h. Kl., 1913, No. 2, p. 18)। ইহা প্রথম হইতেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গরূপে প্রচলিত হইয়াছে।

স'ালাতের তাশাহ্‌হুদে নবীর জন্য দুরূদ, মুস'াল্লীদের নিজের ও আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দাদের জন্য দু'আ' পঠিত হয়; উহা এই :

السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -

স'ালাতে অবশ্য করণীয় অনুষ্ঠানের অন্যতম কর্তব্য সর্বশেষে 'তাস্‌লীম' পাঠ করা। মুস'াল্লী বসিয়া মাথা ডাইনে এবং বামে ঘুরাইয়া প্রতি দিকেই বলে, "আস-সালামু 'আলায়কুম ওয়া রাহ্'মাতুল্লাহ্"।

কু'রআন শারীফে সালামকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে উহা একচেটিয়াভাবে মুসলমানদের অভিবাদন বাক্যরূপে ব্যবহার করা হইতেছে (তাহি'য়্যাতু'স-সালাম)। নবী (স')-এর উপর সালাম করা কু'রআনে বিধিসম্মত করা হইয়াছে (৩৩ : ৫৬)। হ'াদীছে' আছে, নবী (স') সালাম পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চালান (ইব্‌ন হিশাম, সম্পা. Wustenfeld, পৃ. ৪৭২ প.; ত'াবারী, সম্পা. de Goeje, ১খ, ১৩৩৫ প.)। তাঁহার স'াহ'াবীগণ এই অভিবাদন প্রবর্তনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন (ইব্‌ন সা'দ ত'াবাক'াত, ৫খ, ৩৬১; Sprenger, Das leben..des Mohammad, iii. 482, 485; Goldziher, Moh. Stud., i. 264)।

অভিবাদন হিসাবে বলা যায় সালাম বা সালামুন 'আলায়কুম (-কা) বা আস্-সালামু 'আলায়কুম। কু'রআন শারীফে 'সালামুন 'আলায়কুম' অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অনির্দিষ্ট আকারে সালাম-অভিবাদন শ্রেয় এবং উহা দ্বারা পরিপূর্ণ অভিবাদন তাৎপর্য সূচিত হয় (পূ. গ্র., ২খ, ৫০০, ৩খ, ৫১২)। আস্-সালামু 'আলায়কুম কথাই অভিবাদন হিসাবে অত্যধিক প্রচলিত। প্রত্যাভিবাদনে স্বাভাবিকভাবে ওয়া 'আলায়কুমু'স-সালাম (وعليكم السلام) বলা প্রচলিত (এই বিকল্পতার বিস্তৃত বিবরণীর জন্য দ্র. ফাখ্‌রু'দ-দীন আর-রাযী, পূ. গ্র., ২খ, ৫০০; ৩খ, ৫১২)।

কোন কোন হ'াদীছে' বর্ণিত আছে, হযরত মুহ'াম্মাদ (স') মৃতদিগকে সালাম দিবার ক্ষেত্রে 'আলায়কা'স-সালাম উক্তি করিয়াছেন এবং আস-সালামু 'আলায়কা বলিয়া তিনি নিজে সম্বধিত হইতে পসন্দ করিয়াছেন (ত'াবারী, ৩খ, ২৩১৫; ইব্‌নু'ল-আছী'র, আন-নিহায়াঃ ফী গ'ারীবি'ল-হ'াদীছ' ওয়া'ল-আছ'ার, কায়রো ১৩১১ হি.,

২খ, ১৭৬ নীচে)। বহু হ'াদীছে' আছে, নবী (স') কবরস্থানে মৃতকে (আস-) সালাম বলিয়া অভিবাদন করিয়াছেন (তাবারী, ৩খ, ২৪০২; ইবনু'ল-আছ'ীর এবং লিসানু'ল-'আরাব, পৃ. স্থা.)।

সেই যুগেই সালামের পরে শব্দসমষ্টি বৃদ্ধি করিয়া বলা হইত ওয়া রাহ'মাতুল্লাহ (ورحمة الله) অথবা ওয়া রাহ'মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রথমোক্ত সম্প্রসারিত উক্তি তাসলীমাত এবং দ্বিতীয়টি তাশাহ্হুদে প্রযোজ্য (তু. উপরের উক্তি)। কু'রআন শারীফের ৪ঃ৮৬ আয়াতে আছে ঃ "তোমাদিগকে যখন অভিবাদন করা হয়, তখন তোমরাও উহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করিবে অথবা উহারই অনুরূপ করিবে।" সুন্নাত হইল সালামের জওয়াবে আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা সংযোগ করা; সময় সময় সালামের জওয়াবে শুধুমাত্র তাহার উক্তির পুনরুল্লেখ করা হয় (তু. বুখারী, ইসতি'য'ান, বাব ১৮, ১৯)

Lane-এর মতে (Manners and Customs, 1 : 229, note) সালামের প্রত্যুত্তরে তিন প্রকার উক্তি মিসরে প্রচলিত ছিল (তু. also Nallino, L'arabo parlato in Egitto², Milan 1913, p. 121)। মক্কা নগরীতে এইরূপ ব্যবহারের প্রচলন অপেক্ষাকৃত কম। উত্তরে সাধারণত বলা হয়, ওয়া 'আলায়কুমু'স্-সালাম ওয়া রাহ'মাঃ (ওয়া রাহ'মাতুল্লাহ অথবা ওয়া'ল-ইকরাম); তু. Snouck Hurgronje, Mekkanische Sprichworter und Redensarten, Verspr. Geschr. v. 112)।

চিঠি সমাপ্ত করিবার সময় ওয়া'স-সালাম ('আলায়ক, 'আলায়কুম) সচরাচর লিখা হয় (উদাহরণ, ইব্ন সা'দ, পৃ. গ্র., ১/২খ, ২৭, ২৮, ২৯)। ওয়া'স্-সালাম উক্তির তাৎপর্য 'এখানে সমাপ্তি" (Snouck Hurgronje, op. cit., p. 88)।

কু'রআনের নির্দেশ অনুসারে (সূরাঃ ২০ঃ ১৬) "আস-সালামু 'আলা মানি'ত্-তাবা'আ'ল-হুদা" এই প্রকারে প্রয়োজনবশত অমুসলমানকে সাধারণত অভিবাদন জানান হইত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর লিখিত যে, লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এইরূপ আছে। ৯১/৭১০ সালের প্যাপিরাসে লিখিত পত্র উহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে, (Papyri Schott-Reinhardt, i., ed. by C. H. Becker, Heidelberg 1906, i. No. 29, ii. 40; iii. 87; x. 11; xi. 7; xviii. 9)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নিকট হইতে মাক্'না-র য়াহূদীদের নিকট লিখিত পত্রের সর্বশেষে ওয়াস-সালাম (و السلام) লিখা আছে (ইবন সা'দ, পৃ. গ্র., ১/২, ২৮); অনুরূপ আয়লার খৃস্টানদের নিকট লিখিত পত্রেও পাওয়া যায়।

সালামের অর্থ স'লাওয়াত (প্রার্থনা)-ও হয়। শুক্রবার আয'ানের পূর্বে জুমু'আর স'লাতের অর্ধঘণ্টা পূর্বে উহা মিনার হইতে কোথাও কোথাও বলা হয়। এই শব্দটি স'লাতের পূর্বে মসজিদের ভিতরে কয়েকজন সুকণ্ঠ ব্যক্তি একটি দিক্কার (দ্র. মসজিদ) উপর দণ্ডায়মান হইয়া বার বার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে (Goldziher, Uber die Eulogien etc. in ZDMG, i. 103 প.; তু. Lane, op. cit., I, 117)। রমযান মাসে রাত্রি দ্বি-প্রহরের প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে মিনারে নবী (স')-এর উপর যে দুরূদ পাঠ করা হয় তাহাও উপরিউক্ত নামে অভিহিত (Lane, op. cit., ii. 264)।

যে শুভ উক্তি 'আলায়হি'স্-সালাম' সুন্নী মুসলিমগণের মতে তাস'লিয়ার ন্যায় কেবল নবীগণের নামের পরে বলা হয়, তাহা প্রথম যুগের ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় এবং শী'আঃগণ উহা হযরত 'আলী (রা) এবং তাঁহার বংশধরগণের নামের পরে দ্বিধাহীনচিত্তে ব্যবহার করে।

ভারত উপমহাদেশের সুন্নী মুসলমানগণ 'সাত সালাম' দু'আ' হিসাবে পাঠ করেন। উহা কু'রআনের সূরাঃ ৩৬ঃ ৫৮; ৩৭ঃ ৭৯, ১০৯, ১২০, ১৩০; ৩৯ঃ ৭৩; ৯৭ঃ ৫ হইতে গৃহীত। আখিরী চাহার শোম্বাঃ উৎসবের দিন প্রত্যূষে কেহ কেহ জাফরানী পানি, কালি অথবা গোলাপ পানি দ্বারা আম পাতা, ডুমুর পাতা অথবা কলা পাতার উপর সাত সালাম লিখেন অথবা কাহাকেও দিয়া লিখাইয়া লন, তৎপর উক্ত লেখা পানিতে ধুইয়া ঐ পানি সুখ-শান্তি ভোগের আশায় পান করেন (Dja'far Sharif-Herklots, Islam in India or the Qanun-i-Islam, নূতন সং. সম্পা. W. Crooke কর্তৃক লণ্ডন ১৯২১ খৃ., পৃ. ১৮৬ প.)।

মুদ্রার উপর অংকিত সালাম (কখনও কখনও সংক্ষেপে س) শব্দের তাৎপর্য 'পূর্ণ ওজনবিশিষ্ট,' তু. J. G. Stickel, Das grossherz. Orientalische Munzkabinett zu Jena (Handb. der Morgenl. Munzkunde), Leipzig 1845, i. 43 প.; O. Codrington, A Manual of Musulman Numismatics, London 1904, p. 10.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াঃ (১) ইব্ন 'আব্দ রাব্বিহি, আল-'ইক্'দু'ল-ফারীদ, বুলাক' ১২৯৩ হি., ১খ, ২৭৬ প.; (২) Lane, op cit., i, 298 প.; (৩) Landberg, Etudes sur les dialectes de l'Arabie meridionale, Leiden 1905—1913, ii. 776—781, 786-789; (৪) D. Kunstlinger, 'Islam,' 'Muslim,' 'aslama' im Kuran, in RO. xi, (1936), p. 130 প.; (৫) H. Ringgren, Islam, aslama and muslim, Uppsala 1949.

C. van Arendonk (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

স'লাহু'দ-দীন (صلاح الدين) একজন ইতিহাস বিখ্যাত মহাবীর। তিনি আয়্যূবী সুলত'ান আমীর নাজমু'দ-দীন আয়্যূব-এর পুত্র, ৫৩২/১১৩৮ সালে তাক্রীত দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তাঁহার জন্মের পর পরই (অন্যান্যের মতে কয়েক বৎসর পর) সিরিয়ায় চলিয়া যান। 'ইমাদু'দ-দীন যাঙ্গী তথায় তাঁহাকে বা'লাবাক্ক-এর গভর্নর নিযুক্ত করেন। বুরী আতাবিক আবাক' শহরটি দখল করিয়া নিলেও তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকেন। শহরটির এক-তৃতীয়াংশ ও ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকা তিনি জায়গীর হিসাবে লাভ করেন। স'লাহু'দ-দীন ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতা সেইখানেই লালিত-পালিত হন। তিনি সতর বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার সঙ্গে নূরু'দ-দীনের দরবারে গমন করেন। নূরু'দ-দীন ৫৪৯/১১৫৪ সালে দামিশ্ক' অধিকার করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, স'লাহু'দ-দীনের যৌবন ও শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনা অজ্ঞাত।

শীরকূহ-র সঙ্গে প্রথমবার (৫৫৯/১১৬৪) মিসর অভিযানে অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই স'লাহু'দ-দীনের খ্যাতির সূচনা হয়। খলীফা আল-'আদি'দ স্বীয় উযীর শাওয়ার-এর স্থলে অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী দি'রগ'াম-কে উযীর মনোনীত করিলে শাওয়ার আতাবিক

নূরু'দ-দীন-এর নিকট সাহায্যকারী সেনাদল প্রেরণের প্রার্থনা করেন এবং ইহার বিনিময়ে নূরু'দ-দীনকে মিসরের এক-তৃতীয়াংশ আয় প্রদান করার অঙ্গীকার করেন। অপরপক্ষে দি'রগাম জেরুযালেমের বাদশাহ প্রথম Amaury-র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং উচ্চহারে কর প্রদানের অঙ্গীকার করেন। কিন্তু Amaury-র সাহায্য পৌঁছার পূর্বেই দি'রগাম পরাজিত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। শাওয়ারকে উযীর পদে পুনর্বহাল করা হয়। কিন্তু শাওয়ার তাঁহার পূর্ব অঙ্গীকার পূরণ করেন নাই। অতএব শীরকূহ অঙ্গীকার পূরণে শাওয়ারকে বাধ্য করার জন্য সা'লাহু'দ-দীনকে নির্দেশ দেন তিনি যেন বেলবিস শহর অবরোধ করিয়া তথা হইতে কর আদায় করেন। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। শাওয়ার নিজের সমূহ বিপদ লক্ষ্য করিয়া Amaury-র নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। ফলে শীরকূহ এবং সা'লাহু'দ-দীন বেলবিস-এর দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহারা এমন বীরত্বের সহিত আক্রমণ প্রতিহত করিলেন যে, শাওয়ার এবং Amaury-র পক্ষে দুর্গ জয় করা সম্ভব হইল না। এই সময়ে নূরু'দ-দীন হারিম-এর গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলি অধিকার করিয়া নিলেন এবং বানিয়াস-এর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। নূরু'দ-দীনের জয়যাত্রা রোধ করার জন্য Amaury সিরিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। তিনি শীরকূহ-এর সঙ্গে এই মর্মে সন্ধি করেন যে, শীরকূহ মিসর ত্যাগ করিবেন এবং উহার কর্তৃত্ব শাওয়ার-এর হাতে ছাড়িয়া দিবেন।

৫৬০ হিজরীর শুরুর দিকে (১১৬৪ সালের শেষ দিকে) শীরকূহ সা'লাহু'দ-দীনকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় সৈন্যবাহিনীসহ নিরাপদে সিরিয়ায় ফিরিয়া আসেন। এই যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম এই যে, নূরু'দ-দীন ও তাঁহার সঙ্গিগণ মিসরের সম্পদ ও শক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করিতে সক্ষম হন। শীরকূহ-এর অন্তরে মিসর জয় ও তথায় আবাস স্থাপনের আগ্রহ জাগে। কিন্তু ক্রুসেড যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নূরু'দ-দীন তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে বিক্ষিপ্ত হইতে দিতে চাহিলেন না। ইহার মাত্র তিন বৎসর পর শাওয়ার Amaury-র সঙ্গে একটি নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ইহার পর দ্বিতীয়বার মিসর আক্রমণ করার জন্য শীরকূহ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়। শীরকূহ এইবারও সা'লাহু'দ-দীনকে (অনীহা সত্ত্বেও) সঙ্গে লইলেন (অক্টোবর, ১১৬৮ খৃ.)। তাঁহার প্রথম লক্ষ্য ছিল নীল নদের উপকূল অধিকার করা, যাহাতে সৈন্য চলাচলের পথের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করা যায় এবং ফিরিঙ্গীদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাওয়া যায়। শীরকূহ সহজেই এই অঞ্চলটি অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি তাঁহার বাহিনীসহ কায়রোর দক্ষিণ দিকে Djize (জীযা)-র নিকটে একটি শক্তিশালী ঘাটি স্থাপন করেন। শীঘ্রই Amaury-ও তাঁহার বাহিনী লইয়া সেখানে আসিয়া উপনীত হন এবং শীরকূহ-র ঘাঁটির বিপরীত দিকে ফুসতাত নামক স্থানে তাঁবু ফেলিলেন। এই সময় Amaury স্বয়ং খলীফার সঙ্গে সাহায্য-বিষয়ক একটি চুক্তি করেন এবং শীরকূহ-কে আক্রমণ করেন। ইহাতে শীরকূহ পশ্চাদপসরণ করিয়া মিসরের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু Amaury আল-বাবীন নামক স্থানে শীরকূহকে মুকাবিলা করিতে বাধ্য করেন। শীরকূহ কিছু চিন্তা-ভাবনার পর সা'লাহু'দ-দীন এবং অন্যান্যের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি Amaury-কে পরাভূত করিতে সক্ষম হন। সা'লাহু'দ-দীন খলীফার বাহিনীকে পলায়নে বাধ্য করেন।

এই বিজয়ের পর শীরকূহ অপর কোন সামরিক তৎপরতা পরিচালনা করিতে পারেন নাই। সেইখানে অর্ধেক সৈন্যসহ সা'লাহু'দ-দীনকে রাখিয়া তিনি নিজে খারাজ আদায়ের জন্য মিসর চলিয়া যান। ইহাই ছিল সা'লাহু'দ-দীনের জন্য স্বাধীনভাবে সামরিক নেতৃত্বের প্রথম সুযোগ। Amaury স্বকীয় এবং মিসরীয় বাহিনীসহ আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করেন। ক্রুসেড যোদ্ধাদের সামুদ্রিক বাহিনী উপকূল প্রতিরক্ষার নির্দেশ প্রাপ্ত হয়। দুর্গ বিধ্বংসী বড় বড় কামানে সজ্জিত ফিরিঙ্গী অবরোধকারীদের মুকাবিলায় শহরের প্রতিরক্ষা করিতে গিয়া সা'লাহু'দ-দীন বিপদের সম্মুখীন হইলেন। তিনি তখন শীরকূহ-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। শীরকূহ অনতিবিলম্বে সরাসরি কায়রো আসিয়া পৌঁছেন। অতঃপর তিনি Amaury-র সঙ্গে সন্ধির আলোচনা শুরু করেন। হিজরী ৫৬২ সালের শাওওয়াল মাসের মাঝামাঝি/১১৬৭ খৃস্টাব্দের শুরুর দিকে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। শীরকূহ এই মর্মে সন্ধি করেন যে, তিনি সা'লাহু'দ-দীনের সঙ্গে সিরিয়ায় ফিরিয়া যাইবেন। উভয় পক্ষ বন্দী বিনিময় করে। Amaury-র শিবিরে সা'লাহু'দ-দীনকে ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। উভয় পক্ষই বিজয়ের দাবীদার ছিল। Amaury কায়রোতে একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী সন্নিবেশ এবং খারাজ আদায়ের জন্য একটি দফতর স্থাপন করেন।

এই সন্ধির প্রধান কারণ ছিল সম্ভবত নূরু'দ-দীনের বিজয় অভিযানের ভীতি। Amaury চুক্তি রক্ষা করেন নাই; বরং চৌদ্দ মাস পরেই তাঁহার পরামর্শদাতাগণ তাঁহাকে মিসর আক্রমণ করিতে উৎসাহিত করে। তাঁহার আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোর রক্ষীবাহিনী মিসর অধিকারের নির্দেশ দানের জন্য তাঁহার উপর চাপ সৃষ্টি করে। Amaury বেলবিস আক্রমণ করেন এবং ২৯ মুহ'াররাম, ৫৬৪/২ নভে., ১১৬৮ সালে শহরটি অধিকার করেন। ইহার পর কায়রো হামলা করার উদ্দেশ্যে তিনি ফুসতাত-এর শহরতলীতে অগ্নিসংযোগ করেন। ধোঁয়ার কারণে Amaury সুবিধাজনক স্থান হইতে কায়রো অবরোধ করিতে পারিলেন না। খলীফা আশু সাহায্যের জন্য ইতিপূর্বেই নূরু'দ-দীনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময় শাওয়ার Amaury-র সঙ্গে আলোচনা চালাইতে থাকেন। নূরু'দ-দীন তখন শীরকূহকে প্রেরণ করেন। তাঁহার সঙ্গে সা'লাহু'দ-দীনকেও রণসজ্জাসহ পাঠান হয়, যদিও তিনি যাইতে সম্মত ছিলেন না। Amaury পথিমধ্যে শীরকূহ-কে প্রতিরোধের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ১ রাবী'উ'ছ-ছানী, ৫৬৪/২ জানুয়ারী, ১১৬৯ সালে Amaury পিছনে হটিতে শুরু করেন। ইহার কিছুদিন পরই শীরকূহ কায়রোর সামনে আসিয়া উপনীত হন। স্থানীয় জনসাধারণ মুক্তিদাতারূপে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু শাওয়ার বিরোধীই থাকিয়া যান। সুতরাং শীরকূহ ও তাঁহার উমারা'কে দা'ওয়াত ছলে বন্দী করার ষড়যন্ত্র করেন। শীরকূহ ও তাঁহার সঙ্গিগণ এই ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত হইলে সা'লাহু'দ-দীন উহা হইতে উদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি শাওয়ারকে কায়রোর সন্নিকটে তাঁহার সহিত অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণের সময় গ্রেফতার করেন এবং তাঁহাকে হত্যা করেন। খলীফা অত্যাচারী উযীরের অপসারণে খুবই খুশী হন এবং তদস্থলে ১৭ রাবী'উ'ছ-ছানী, ৫৬৪/১৮ জানুয়ারী, ১১৬৯ সালে শীরকূহকে স্বীয় উযীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুই মাস পরেই শীরকূহ ইনতিকাল করেন। অতঃপর সা'লাহু'দ-দীনের সৎ-স্বভাব ও আনুগত্যে প্রীত হইয়া খলীফা

তাঁহাকে 'আল-মালিকু'ন-নাসি'র' উপাধি দিয়া প্রধান উযীর নিযুক্ত করেন (২৫ জুমাদা'ছ'-ছা'নী, ৫৬৪/২৬ মার্চ, ১১৬৯)। নূরু'দ-দীন একটি অভিনন্দন পত্রে স'লাহ'দ-দীনকে সিরীয় বাহিনীর সেনাপতি বলিয়া স্বীকৃতি দেন। সেই সময় হইতে স'লাহ'দ-দীনের বীরত্ব বিকশিত হইতে থাকে। পরবর্তী ক্রিয়াকর্মের দ্বারা প্রমাণ করেন যে, তিনি অতুলনীয় যোগ্যতার অধিকারী।

তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ফাতি'মী খিলাফাত-এর বিলুপ্তি এবং খৃস্টানদিগের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ, যাহাদের সামরিক তৎপরতায় মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বিঘ্নিত হইয়াছিল এবং হ'জ্জের রাস্তাও নিরাপদ ছিল না। সত্যই স'লাহ'দ-দীন তাঁহার উভয় লক্ষ্য অর্জনে সফল হন। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য সেনাপতি ও উচ্চস্তরের রাজনীতিবিদ। তিনি যোগ্য পরামর্শদাতাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। অধিকন্তু স্বীয় সহকর্মী নির্বাচনে সতর্কতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন। কিন্তু ক্ষমতাকে সর্বদাই তিনি স্বীয় হস্তে কেন্দ্রীভূত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। আল-ক'াদ'ী আল-ফাদি'ল এবং 'ইমাদু'দ-দীন আল-কাতিব আল-ইস'ফাহানী যাঁহারা—রাজকীয় চিঠিপত্রের এবং ফরমান রচনার রীতি, পদ্ধতিতে ব্যুৎপত্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, এই দুই পণ্ডিতের একজন স'লাহ'দ-দীনের উযীর এবং অপরজন দীওয়ানু'র-রাসা'ইল (চিঠিপত্র ও ফরমান বিভাগ)-এর দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। স'লাহ'দ-দীনের সরকারী নির্দেশ বিষয়ক অসংখ্য চিঠিপত্র রহিয়াছে—যদ্দ্বারা তাঁহার রাজনৈতিক কলাকৌশল ও প্রজ্ঞা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। ৫৮৪/১১৮৮ সালে তাঁহার জীবনীকার ক'াদ'ী ইব্‌ন শাদ্দাদ তাঁহার অধীনে বিশ্বস্ত সহকারীরূপে চাকুরী গ্রহণ করেন।

স'লাহ'দ-দীন প্রবল প্রতাপে মিসর শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু কাফ্রী প্রাসাদরক্ষীরা বিদ্রোহে লিপ্ত থাকে। খলীফার প্রধান কর্মাধ্যক্ষ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া Amaury-র নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু দূত ধরা পড়ে এবং তাঁহার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। ফিরিঙ্গীগণ স'লাহ'দ-দীনকে সর্বদাই কন্টক বলিয়া মনে করিত, তাহারা স'লাহ'দ-দীনের বিরুদ্ধে সাহায্য চাহিয়া ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড ও বায়যান্টাইন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করে। কনস্টান্টিনোপল ও ইতালী দুইটি সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করে। ফিরিঙ্গী ও বায়যান্টাইনগণ পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে প্রথমে দিময়াত' অধিকার ও পরে কায়রো আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। স'লাহ'দ-দীনকে একদিকে ফিরিঙ্গী ও বায়যান্টাইন, অপরদিকে কলহপ্রিয় মিসরীয়দিগকে দমন করিতে হয়। এমতাবস্থায় তিনি নূরু'দ-দীনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি আবেদন করেন যে, তাঁহার (স'লাহ'দ-দীন-এর) পিতার নেতৃত্বে একটি সাহায্যকারী দল প্রেরণ করা হউক। কেননা তিনি তাঁহার বংশের সকল সদস্যকে কায়রোতে নিজের কাছে রাখার প্রয়াসী ছিলেন। দীর্ঘদিন অবরোধের ফলে বায়যান্টাইন বাহিনীর রসদের অভাব দেখা দেয়, Amaury-ও বিজয় সম্পর্কে সংশয়াপন্ন হইয়া পড়েন। তিনি স'লাহ'দ-দীনের সঙ্গে আলোচনা এবং সমস্ত অংকের করদানের অঙ্গীকারে সন্ধি-স্থাপন অধিকতর সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন। এই সময় নূরু'দ-দীন হ'াওরান আক্রমণ করেন এবং ফিরিঙ্গীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা-আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু ৫৬৫/১১৭০ সালের গ্রীষ্মকালে এক ভয়ংকর ভূমিকম্পে সিরিয়ার শহরগুলির বহু ক্ষতি সাধিত হয়। ইহাতে ফিরিঙ্গী ও মুসলমান উভয়েই অস্ত্র পরিহার করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর তাহারা বিধ্বস্ত শহরগুলির পুনর্নির্মাণে আত্মনিয়োগ করে।

পরবর্তী বৎসর স'লাহ'দ-দীন ফিলিস্তীন আক্রমণ করিয়া রামলাঃ ও 'আসক'লান পর্যন্ত অগ্রসর হন। অতঃপর লোহিত সাগর (বাহ'র-কু'লযুম)-এর বন্দর আয়লাঃ আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ এবং মিসর ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী অঞ্চল অধিকার করার জন্য মিসর গমন করেন। সেই বৎসরই তিনি আয়লাঃ জয়ে সফলতা লাভ করেন। পরের বৎসর তিনি জুমু'আর খুত'বায় ফাতি'মী খলীফার নামের বদলে 'আব্বাসী খলীফার নাম চালু করিয়া নূরু'দ-দীনের বহুদিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ইহার অল্পদিন পরেই খলীফা আল-'আদি'দ ইনতিকাল করেন।

স'লাহ'দ-দীন ও নূরু'দ-দীনের মধ্যকার সম্পর্কে শীঘ্রই অবনতি ঘটিতে থাকে। কায়রোতে স'লাহ'দ-দীন মোটেই নূরু'দ-দীন-এর মুখাপেক্ষী ছিলেন না। স'লাহ'দ-দীনের পার্শ্বে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু নূরু'দ-দীনের পার্শ্বে এমন কোন সহায়ক ছিলেন না। স'লাহ'দ-দীন যখন ফিলিস্তীন ও মিসরের মধ্যবর্তী এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন তখন তিনি শাওবাক ও কারক অধিকারের জন্য নূরু'দ-দীনের নিকট প্রস্তাব করেন এবং এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নূরু'দ-দীন কারক-এর দিকে যাত্রা করিলে স'লাহ'দ-দীনকে তাঁহার সভাসদগণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে বাধা দেন, কারণ মিসরের অবস্থা সংকটজনক হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে নূরু'দ-দীন স'লাহ'দ-দীনের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। স'লাহ'দ-দীনের দরবারে এই সংবাদ আসিলে তাঁহার কোন কোন আত্মীয় তাঁহাকে নূরু'দ-দীনের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাঁহার পিতা তাঁহাকে নূরু'দ-দীনের কাছে একখানি আনুগত্য পত্র প্রেরণের পরামর্শ দেন। এই নাযুক পরিস্থিতিতে স'লাহ'দ-দীন নূরু'দ-দীনকে সন্তুষ্ট করার একটি কৌশল উদ্ভাবন করেন। ৫৬৯/১১৭৩—৭৪ সালে তিনি তাঁহার ভ্রাতা তূরান শাহ-কে য়ামান দখলকারী শী'আঃ মতাবলম্বী 'আবদু'ন-নাবীর মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। তূরান শাহ তাহাকে বিতাড়িত করিয়া য়ামান অধিকার করেন এবং নিজকে জুমু'আঃ-র খুত'বা'য় খলীফার প্রতিনিধি বলিয়া প্রকাশ করেন। তিনি স'লাহ'দ-দীনের নিকট দূত প্রেরণ করেন, যদিও ইহার পূর্বেই তিনি নূরু'দ-দীন ও খলীফাকে এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতেও স'লাহ'দ-দীনের প্রতি নূরু'দ-দীনের বৈরীভাব দূর হইল না। ক্রুসেডারদের তৎপরতা বৃদ্ধিতে তিনি মানসিক দিক দিয়া খুবই অস্থির ছিলেন। নূরু'দ-দীন তাহাদের মুকাবিলার জন্য সৈন্য যোগাড় করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি দামিশ্‌কে' কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং ইহার কিছুদিন পর (১১ শাওওয়াল/১৫ মে) ইনতিকাল করেন।

স'লাহ'দ-দীন নূরু'দ-দীনের কমবয়সী পুত্র 'আল-মালিক স'ালিহ' ইসমা'ঈলকে বাদশাহ হিসাবে স্বীকৃতি দেন। তিনি নিজে (৫৬৯/১১৭৩—৭৪ সালে) একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীসহ আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণে উপনীত সিসিলী-র নর্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। নর্মানগণ (Normans of Sicily) জাহাজের সকল আরোহীকে স্থলভাগে নামাইয়া দেয়, কিন্তু তিনদিন যুদ্ধের পরই তাহারা পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের বেশীর

List>

ভাগ সৈন্যই নিহত হয়। যুদ্ধলব্ধ অনেক মাল স'লাহ'দ-দীনের হস্তগত হয়। ইহার কিছুদিন পর Amaury-ও মৃত্যুবরণ করেন। ফলে স'লাহ'দ-দীন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হইয়া উঠিলেন। এখন তিনি তাঁহার পূর্ণ শক্তি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিবার সুযোগ লাভ করেন।

স'লাহ'দ-দীন সিরিয়া হইতে তাঁহার কাজ শুরু করেন। দামিশ্কে'র আমীরগণ ৫৭০/১১৭৪ সালে তাঁহাকে সেখানে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। তখন সিরিয়ার অবস্থা ছিল খুবই বিভ্রান্তিকর। সেখানে মুসলমানদের কোন নেতা ছিল না। এমতাবস্থায় স'ালিহ' ইসমা'ঈল-এর সামন্ত হিসাবে হইলেও স'লাহ'দ-দীন তথায় শক্তি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ইসমা'ঈল-এর চাচা আল-গ'াযী ইরাক হইতে সৈন্য আনয়ন করিলেন। স'লাহ'দ-দীন স'ালিহ' ইসমা'ঈল-এর আরোপিত শর্ত মুতাবিক সন্ধি করিতে রাযী হইলেন; কিন্তু তাঁহার (স'লাহ'দ-দীনের) আরোপিত শর্তাবলী মান্য করা হইল না। অতএব স'লাহ'দ-দীন যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। খুত'বাঃ হইতে স'ালিহ' ইসমা'ঈলের নাম বিলুপ্ত করিয়া তিনি নিজেকে স্বাধীন সুলত'ান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে প্রতিপক্ষ পরাজিত হয়। স'লাহ'দ-দীন এই সময় বিশেষ নম্রতার পরিচয় দেন। আলেপ্পো (حلب)-কে তিনি স'ালিহ' ইসমা'ঈল-এর কর্তৃত্বাধীনে ছাড়িয়া দেন। হ'ামাঃ, হি'ম্স' এবং বা'আলাবাক্ক, যাহা বিনাযুদ্ধে বিজিত হইয়াছিল, আত্মীয়-স্বজনের কাছে জায়গীর হিসাবে দান করেন। আবার যু'ল-ক'া'দাঃ ৫৭০/১১৭৫ সালে খলীফা তাঁহাকে মিসর, সুদান, য়ামান, আল-মাগ'রিব প্রদান করেন এবং মিসর হইতে ত্রিপোলি, ফিলিস্তীন এবং সিরিয়া শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তাঁহাকে সুলত'ানু'ল-ইসলাম ওয়া'ল-মুসলিমীন বলা হয়। আলেপ্পোর তৃতীয় অবরোধ ৫৭১ হিজরীর (জুন, ১১৭৬) শেষ দিকে সন্ধির মাধ্যমে মীমাংসিত হয়। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গিগণ স'লাহ'দ-দীনকে তাঁহার বিজিত অঞ্চলগুলি তাঁহার কর্তৃত্বে ছাড়িয়া দেয়।

জুমাদা'ল-উলা, ৫৭৩/নভে., ১১৭৭ সালে তিনি সৈন্যবাহিনীসহ দ্রুত ফিলিস্তীনে আসিয়া উপনীত হন এবং গ'াযযাঃ ও 'আস্ক'ালান-এর আশেপাশের অঞ্চলগুলি বিধ্বস্ত করেন। চতুর্থ Baldwin তাঁহার মুকাবিলা করেন, কিন্তু স'লাহ'দ-দীনের অসামান্য রণ-কৌশলের সম্মুখে টিকিতে পারিলেন না। Baldwin কারক-এর Raynald-এর নেতৃত্বাধীন বহু টেমপ্লার (Templars-মধ্যযুগের খৃস্টীয় ধর্মযোদ্ধা) ও যুদ্ধবাজ ক্রুসেডার একত্র করেন এবং তাহা-দিগকে লইয়া পুনরায় যুদ্ধের ময়দানে উপনীত হন। স'লাহ'দ-দীন প্রথমে তাঁহার সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে একত্র করেন। রামলাঃ-র দক্ষিণে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে খৃস্টানগণ বিজয়ী হয়। ইহার ফলে পর বৎসর (৫৭৪/১১৭৮) Baldwin জর্ডান নদীর সেতু 'বানাত য়া'কূ'ব'-এর নিকট একটি কিল্লা নির্মাণ করেন এবং ইহার ফলে জর্ডান নদী হইতে বানিয়াস পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল বিনা-সংঘর্ষে তাঁহার অধীন হইয়া পড়ে। স'লাহ'দ-দীন তাঁহার যোগ্যতম সেনাপতি ও ভ্রাতুষ্পুত্র 'ইয্যু'দ-দীন ফারুখ শাহকে Baldwin-এর মুকাবিলা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ৫৭৪ হি.-র শেষ ভাগে/১১৭৯ সালের মে মাসে 'ইয্যু'দ-দীনের পরাজয় হয়। এক বৎসর পর ২ মুহ'াররাম, ৫৭৫/১০ জুন, ১১৭৯ সালে স'লাহ'দ-দীন মারজু'ল-'উয়ূন নামক স্থানের যুদ্ধে Baldwin-কে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন ও বহু বিশিষ্ট ফিরিঙ্গীকে বন্দী করেন। পর বৎসর উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধ হয় নাই। মুহ'াররাম, ৫৭৬/জুন, ১১৮০ সালে স'লাহ'দ-দীন ও Baldwin-এর মধ্যে দুই বৎসরের একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পর বৎসর আলেপ্পোর আমীর ইসমা'ঈল ইব্ন নূরু'দ-দীন ইনতিকাল করেন। তাঁহার ওয়াসি'য়্যাত মুতাবিক যোগ্য সেনানী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র 'ইয্যু'দ-দীন মাস'উদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার মানসে স্বীয় ভ্রাতা দ্বিতীয় যাঙ্গীকে আলেপ্পো প্রদান করিয়া ইহার বিনিময়ে সিন্জার প্রদেশ গ্রহণ করেন।

এই সময় মিসরগামী কাফিলার উপর কারক-এর শাসক Raynald-এর একটানা আক্রমণের ফলে ফিরিঙ্গী এবং স'লাহ'দ-দীনের মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধে। অপরপক্ষে দ্বিতীয় যাঙ্গী ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে সন্ধি করেন। কিন্তু স'লাহ'দ-দীন কোন শরীক ব্যতিরেকেই মুসলিম এলাকার উপর আপন শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেষ্ট থাকেন। তিনি সিরিয়ার অবশিষ্ট অঞ্চল (আলেপ্পো) এবং ইরাকের উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় কয়েকটি বৎসর অতিবাহিত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রধান প্রধান শহর জয় করিয়া এই সমস্ত শহরের সাবেক শাসকদিগকে জায়গীরদাররূপে বহাল রাখেন। ক্রুসেডারগণের সহিত কোন দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ হয় নাই। পক্ষদ্বয় বড় যুদ্ধ পরিহার করিয়া চলেন। এই বৎসর পঞ্চম Baldwin এবং স'লাহ'দ-দীনের মধ্যে চারি বৎসরের একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার কিছুদিন পরই Baldwin-এর মৃত্যু হয়। তখন পুনরায় বিশৃঙ্খলা ছড়াইয়া পড়ে। কারক-এর শাসক Raynald মিসরগামী একটি বৃহৎ যাত্রীদলের উপর হামলা করে, কিন্তু কৈফিয়ত দিতে অথবা ইহার ক্ষতি পূরণ করিতে অস্বীকার করে। ইহাতে স'লাহ'দ-দীন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি ৫৮২ হিজরীর শেষদিকে (ফেব্রুয়ারী, ১১৭৮) কারক আক্রমণ করেন এবং মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনকারী হ'াজ্জীদের নিরাপত্তার জন্য মিসরীয় সৈন্য-বাহিনীকে তলব করেন। তদুপরি তাঁহার সিরীয় বাহিনী হ'ারিম-এ একত্র হয়। ক্রুসেডারগণ অবস্থার ভয়াবহতা বুঝিতে পারিয়া জেরুযালেমের রাজা গাই (Guy) এবং Raymond-এর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। চতুর্দিক হইতে সৈন্য আসিতে থাকে। এমন কি গাই নিজেই বিশ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী লইয়া যুদ্ধের জন্য স'াফফূরিয়্যাঃ নামক স্থানে উপস্থিত হন। ১৭ রাবী'উ'ছ্-ছ'ানী, ৫৮৩/২৬ জুন, ১১৮৭ সালে স'লাহ'দ-দীন মাজ্রা'ল-খালীল-এর দক্ষিণ দিকে উপনীত হন। ছয়দিনের অবরোধের পর ত'াবারিয়াঃ (Tiberias) শহরটি হস্তগত হয় কিন্তু দুর্গটি হস্তগত করা সম্ভব হইল না। Raymond-এর শত্রুগণ তাঁহাকে সুলত'ানের উপর আক্রমণের পরামর্শ দেয়। তিনি (Raymond) ত'াবারিয়াঃ-র দিকে অগ্রসর হইবার এবং রাত্রিতে হি'ত্ত'ীন নামক স্থানে (যেখানে সেনা-দলের জন্য পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না) তাঁবু ফেলিবার নির্দেশ দেন। উভয় পক্ষের মধ্যে তখন তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ক্রুসেডারগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। রাজা ও তাঁহার বহু সংখ্যক আমীর বন্দী হন। স'লাহ'দ-দীন রাজাকে বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা প্রদান করিলেও তিনি হ'াজ্জ কাফিলা লুন্ঠনকারী Raymond-কে নিজ হস্তে হত্যা করেন। ১১৮৭ খৃ. ৭ জুলাই, ত'াবারিয়াঃ দুর্গের উপর স'লাহ'দ-দীনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কু'রূন-হ'াম্মাঃ-এর যুদ্ধের পর স'লাহ'দ-দীন যেমন সিরিয়াঃ

কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি হিত্ত'ীন-এর যুদ্ধের পর ফিলিস্তীন ও জেরুযালেমের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ত'াবারিয়াঃ-র সামরিক দুর্গ, আন-নাসি'রাঃ, আস-সামিরাঃ, সায়দা, বৈরূত, বাতরূন, 'আক্কাঃ, রাম্লাঃ, গ'ায্যাঃ এবং হি'ব্রূন (Hebron) একে একে বিজিত হয়। ইহার পর তিনি জেরুযালেম আক্রমণ করেন এবং রাজাব, ৫৮৩/১১৮৭ সালে বায়তু'ল-লাহ'ম (বেথেলহাম), বায়্যানিয়্যাঃ এবং কুহ যায়তুন অধিকার করেন। সর্বপ্রথমে স'ালাহ'দ-দীন শহরের পূর্বদিকে তাঁবু ফেলেন। শহরের বাসিন্দাগণ প্রচণ্ড বাধা প্রদান করে। কিন্তু স'ালাহ'দ-দীন উত্তরদিকের একটি অধিকতর সুবিধাজনক স্থান হইতে মানজানীক' এবং 'আররাদাঃ-র সাহায্যে গোলা নিক্ষেপ শুরু করিলে উক্ত মাসের শেষের দিকে শহরবাসিগণ অস্ত্র সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এক শতাব্দী পূর্বে খৃস্টানগণ জেরুযালেম অধিকার করিয়া মুসলিম অধিবাসীদের উপর হত্যা এবং অত্যাচারের যে বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিল ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে স'ালাহ'দ-দীন ঘোষণা করিলেন যে, চল্লিশ দিনের মধ্যে খৃস্টানগণ অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারে এই শর্তে যে, প্রত্যেক পুরুষকে ১০ দীনার, প্রত্যেক স্ত্রীলোককে ৫ দীনার এবং প্রত্যেক শিশুর জন্য ১ দীনার হারে মুক্তিপণ দিতে হইবে। অনেককে মুক্তিপণ ছাড়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সুলত'ান নিজেই দশ হাজার লোকের মুক্তিপণ আদায় করেন। তিনি তাহাদের কয়েক হাজার গোলামকে দাসত্বমুক্ত করিয়া দেন। স'ালাহ'দ-দীনের প্রশংসায় Stanely Lane Poole বলেন, কোন খৃস্টানের উপর অত্যাচারের একটি ঘটনাও ঘটে নাই। কুব্বাতু'স-স'াখরাঃ (قبة الصخرة) এবং মাসজিদু'ল-আক'সা'া-র যথার্থ সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মরণে জেরুযালেমে অনেক ডাক্তারখানা ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। স'ালাহ'দ-দীনের আমীরগণ সুন্দর সুন্দর ইমারত নির্মাণ করিয়া শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। বলা যায় যে, জেরুযালেম বিজয় উৎসবে সারা ইসলামী দুনিয়া শরীক ছিল। কারণ এই বিজয়ের সংবাদ শুনিবার জন্য সারা মুসলিম জাহান উদ্গ্রীব ছিল। এই বিজয়ের ফলে তখন পর্যন্ত যে সমস্ত শহর ও দুর্গ খৃস্টানদের অধিকারে ছিল, স'ালাহ'দ-দীন সেইগুলিকে শক্তি প্রয়োগে বা অধিবাসীদের সম্মতিক্রমে দখল করিয়া লইলেন। কেবলমাত্র আনত'াকিয়াঃ (Antioc), ত'ারাবুলিস (ত্রিপলী), সু'র (Tyre) এবং কয়েকটি ছোট ছোট শহর ও দুর্গ খৃস্টানদের দখলে থাকিয়া গেল। রাবী'উ'ছ-ছ'ানী, ৫৮৪/জুন, ১১৮৮ সালে স'ালাহ'দ-দীন একটি নূতন অভিযানের উদ্দেশ্যে সিরিয়া ও ইরাকের মুসলিম আমীরগণকে তাঁহাদের সৈন্যসহ উপস্থিত হইতে নির্দেশ দেন। এই অভিযানে লায'কি'য়াঃ, জাবালাঃ স'াহ্যূন, সারিয়ান এবং বারযুব'ইয়াঃ অধিকৃত হয় এবং আনত'াকিয়ার শাসনকর্তা তৃতীয় Bohemund সাত মাস মিয়াদী একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই বৎসরই স'ালাহ'দ-দীন (১ রামাদ'ান) দামিশ্ক' ফিরিয়া যান এবং ইরাক হইতে আগত মিত্র বাহিনীকে বিদায় দেন। তথাপি স'াফাদ, কাওকাব, কারূব এবং শাওবাক জয়ের উদ্দেশ্যে স্বীয় বাহিনী লইয়া স'ালাহ'দ-দীন অভিযানে বাহির হন। এই অভিযান দীর্ঘদিন স্থায়ী হইলেও তিনি সফল হন। ১ যু'ল-কা'দাঃ, ৫৮৫/১১ ডিসেম্বর, ১১৮৯ সালে উপরিউক্ত সমস্ত অঞ্চলের বিজয়ের পর অভিযান সমাপ্ত হয়।

পোপ অষ্টম গ্রেগরী জেরুযালেমের পতনের সংবাদ পাইয়া ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পোপ তৃতীয় ক্লিমেন্ট এই প্রচেষ্টা চালাইয়া যান। মুসলিম শক্তির মুকাবিলা করিতে গিয়া য়ুরোপীয় শাসকদের পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয়। ফ্রান্সের ২য় ফিলিপ এবং ইংল্যান্ডের প্রথম রিচার্ড-এর মধ্যে পুনরায় পারস্পরিক সমঝোতার চেষ্টা চলে। সিসিলীর শাসক William কর্তৃক প্রেরিত এই নূতন ক্রুসেড যোদ্ধাদের প্রথম বাহিনী ছিল একটি নৌবহর। বাহিনী ত্রিপলীর অবরোধ ভাঙ্গিয়া দেয় এবং ফিলিস্তীনের বন্দরগুলির রক্ষক প্রতিপন্ন হয়। ক্রমে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে ক্রুসেডারদের সাহায্যকারী ছোট-বড় বাহিনী বায়তু'ল-মাক'দিস-এর পথে রওয়ানা হয় এবং Tyre নামক স্থানে অবতরণ করিতে থাকে। রাজা প্রথম ফ্রেডারিক অসংখ্য সৈন্যসহ ক্রুসেড শুরু করেন। তিনি স'ালাহ'দ-দীনকে জেরুযালেম ফিরাইয়া দেওয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ফ্রেডারিক কনস্টান্টিনোপল-এর পথে যাত্রা শুরু করেন। ক্রমাগত সাহায্য-প্রাপ্ত ফিরিঙ্গীগণ ১৪ রাজাব, ৪৮৫/২৮ আগস্ট, ১১৮৯ তারিখে 'আক্কাঃ অবরোধ শুরু করে। ইহাই ছিল মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সামরিক অভিযান, যে উপলক্ষে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে সাহায্যকারী দল অবিরত তথায় আসিয়া পৌঁছিতেছিল। এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে স'ালাহ'দ-দীনের রণকৌশল পূর্ণ প্রকাশ লাভ করে এবং ক্রুসেডারদের কাছে এই সুলত'ানের মাহাত্ম্য ও বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্যক পরিস্ফুট হয়।

দুইমাস যাবত প্রস্তুতির পর জেরুযালেমের রাজা গাই-এর নেতৃত্বে ফিরিঙ্গীগণ 'আক্কাঃ-র নিকটে গিয়া উপনীত হয়। দ্বিতীয় দিন স'ালাহ'দ-দীনও তথায় আসিয়া পৌঁছান এবং ফিরিঙ্গীদের চতুর্দিকে বেষ্টনী রচনা করেন। শহরটি অধিকারের জন্য ক্রুসেডারগণ জল-স্থল উভয় পথেই আক্রমণ চালায়। ইহার ফলে কিল্লার সৈন্যবাহিনী সমুদ্র হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং খাদ্য সংকট দেখা দেয়। অপরপক্ষে যদিও প্রথম ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর কয়েকজন জার্মান নেতা 'আক্কাঃ-র আক্রমণ পরিচালনা করিতে থাকেন, তথাপি ফিলিপ ও বিশেষত প্রথম রিচার্ড-এর আগমন এবং নৌপথে অনবরত সৈন্য ও রসদ উপনীত হইবার ফলে ক্রুসেডারগণের অবস্থা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষা সুবিধাজনক। তাহা ছাড়াও তাহাদের কাছে অবরোধ করিবার উপযোগী গোলাবর্ষণ-যন্ত্র নির্মাণের কারখানা ছিল। মুসলিম বাহিনীতেও অগ্নিবোমা প্রস্তুতকারী দক্ষ কারিগর ছিল। স'ালাহ'দ-দীনের সুবিধা ছিল এই যে, তিনি তাঁহার বাহিনীর একক সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু ক্রুসেডার শিবিরে ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং নেতৃত্বের কোন্দল। অবিরত কয়েক বৎসর যুদ্ধ করার ফলে মুসলিম বাহিনী কিছুটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তবুও মুসলমানগণ প্রচণ্ডভাবে শত্রুদের মুকাবিলা করিতে থাকে।

সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের অবস্থা মুসলিম বাহিনীর কিছুটা অনুকূলে আসিয়া পড়ে। 'আক্কাঃ-র এই অবরোধ ৫৮৫/১১৮৯ হইতে ৫৮৭/১১৯১ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অবরোধ বেষ্টনীর বাহিরে হাজার হাজার ফিরিঙ্গী নিহত হয়। তথাপি 'আক্কা-য় অবরুদ্ধ মুসলিম বাহিনীর সংকট বাড়িতেই থাকে। ফলে ১৭ জুমাদা'ল-উলা, ৫৮৭/১২ জুলাই, ১১৯১ তারিখে এই মুসলিম রক্ষীবাহিনী আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ফিরিঙ্গীগণ শহরবাসীদের সঙ্গে এই মর্মে সন্ধি করে যে, শহরবাসিগণ (১) সমস্ত অস্ত্র সমর্পণ করিবে, (২) মুক্তিপণ হিসাবে ২ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিবে এবং (৩) নিজেদের সন্তান-সন্ততি লইয়া তাহারা শহর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। মুসলিমগণ দাবী করিল যে,

Templar-গণকে তাহাদের মুক্তির যিম্মাদার হইতে হইবে। Templar-গণ যিম্মাদারী লইতে অস্বীকার করিলে মুসলিমগণ বুঝিতে পারিল, খৃস্টানগণ মুক্তিপণের টাকা দিবে; কিন্তু পরিণামে সন্ধির শর্ত পালন করিবে না। মাসাধিক সময়ের মধ্যে মুসলিমগণ মুক্তিপণ দিতে ব্যর্থ হইলে রিচার্ড তিন হাজার বন্দীকে হত্যা করেন। খৃস্টান ঐতিহাসিকগণও এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।

অতঃপর রিচার্ড উপসাগরীয় অঞ্চল অধিকার করার জন্য দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন এবং আরসূফ নামক স্থানে আর একটি সফলতা অর্জন করেন। এইদিকে স'লাহু'দ-দীন বাধ্য হইয়া মিসরের সীমান্তবর্তী শহরগুলি ধ্বংস করিতে থাকেন। খৃস্টানগণ যেন বিজয়ী হইলে তাহাদেরকে অবরুদ্ধ করিতে না পারে। ইহার পর তিনি বায়তু'ল-মাক'দিসে উপনীত হইয়া সেখানে তাঁহার শাসন সুদৃঢ় করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, ফিরিঙ্গীদের জন্য উপসাগরীয় অঞ্চল ছাড়িয়া দিয়া আসল যুদ্ধ করিবেন দেশের অভ্যন্তরে। এই সময় মারকুইস কনরাড এবং রিচার্ড আপন আপন অবস্থানে থাকিয়া সন্ধির আলোচনায় লিপ্ত হন। কনরাডের ইচ্ছা ছিল স'য়দা এবং বৈরূত তাঁহার শাসনাধীনে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, যাহাতে তিনি মুসলমানগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে পারেন। অপরদিকে রিচার্ড চাহিতেছিলেন বায়তু'ল-মাক'দিস দখল, ক্রুস প্রত্যর্পণ এবং জর্দান নদী ও উপসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপর ফিরিঙ্গীদের অধিকার। কনরাডের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন ছিল স'লাহু'দ-দীনের ব্যক্তিগত ইচ্ছা। কিন্তু ইতিমধ্যে কনরাড নিহত হন।' ৫৮৮/১১৯৪ সালে রিচার্ড বায়তু'ল-মাক'দিস-এর দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁহার অভিযান ব্যর্থ হয় এবং ফিরিঙ্গী বাহিনী উপকূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অবশেষে ২২ শা'বান, ৫৮৮/সেপ্টেম্বর, ১১৯৪ সালে রামলাঃ-র চুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয়ঃ 'আক্কাঃ হইতে য়াফাঃ পর্যন্ত অঞ্চল রিচার্ডের ভাগিনের হেনরীর শাসনাধীন এবং 'আস্ক'ালান হইতে দক্ষিণের উপসাগরীয় অঞ্চল স'লাহু'দ-দীনের শাসনাধীন থাকিবে। এই চুক্তির ফলে খৃস্টানগণ নিরস্ত্র অবস্থায় বায়তু'ল-মাক'দিসের পবিত্র স্থানগুলি যিয়ারাতের অনুমতি লাভ করে। রিচার্ডের অসুস্থতা, ইংল্যান্ডে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার বাসনা এবং য়ুরোপ হইতে সাহায্য বাহিনীর আগমন বন্ধ হইয়া যাওয়া—এই তিনটি ছিল রিচার্ডের দিক হইতে সন্ধি স্থাপনের সিদ্ধান্তের আসল কারণ। সমগ্র য়ুরোপের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উপসাগরের সামান্য অঞ্চল ছাড়া সমস্ত ফিলিস্তীনই ইসলামের পতাকাতলে আসিয়া পড়ে। এইভাবে মিসর ও ফিলিস্তীনের মধ্যবর্তী যোগাযোগের পথ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত হইল। স'লাহু'দ-দীন ও আনত'াকিয়ার রাজা Bohemund-এর মধ্যে সম্প্রীতি ছিল।

স'লাহু'দ-দীন তাঁহার জীবনের পরবর্তী কয়েকটি মাস নিরাপদে অতিবাহিত করিবার সুযোগ লাভ করেন। তিনি জেরুসালেমে আপন শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং দামিশ্কে ফিরিয়া যান। তথাকার জনসাধারণ মহাসমারোহে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানায়। সন্তান-সন্ততিসহ পূর্ণ শীতকাল তিনি সেইখানেই অতিবাহিত করেন। স'ফার, ৫৮৯/ফেব্রু., ১১৯৫ সালে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। ইহার চৌদ্দ দিন পর পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দামিশ্ক', ২য় পুত্র আলেপ্পো, ৩য় পুত্র মিসর ও উত্তর 'আরবের অধিকারী হন। তাঁহার ভ্রাতা আল-'আদিল-এর অংশে পড়ে ইরাক। তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, সহৃদয়তা ও ধন-সম্পত্তির প্রতি অনাসক্তি স'লাহু'দ-দীনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। ফাতি'মী খলীফা আল-'আদি'দ এবং নূরু'দ-দীনের মৃত্যুর পর অগাধ ধন-সম্পদ তাঁহার হস্তগত হয়। খলীফার ধনভাণ্ডারের সমস্ত ধন তিনি সিপাহী ও কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন এবং নূরু'দ-দীনের সমস্ত সম্পদ তাঁহার পুত্রের কাছে সমর্পণ করেন। ক্রুসেডারদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়াও তিনি কোনরূপ আত্মম্ভরিতা বোধ করেন নাই; বরং তাঁহার শাসনামলে খৃস্টানগণের যথোচিত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি আহলু'স-সুন্নাত ওয়া'ল-জামা'আতের অনুসারী ছিলেন। সুলত'ান বায়বারুস এবং হারূনু'র-রাশীদের ন্যায় তিনিও এক অনন্য ব্যক্তিত্বরূপে গণ্য হইয়া থাকেন। বীরত্বের ক্ষেত্রে য়ুরোপে তাঁহাকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়। গোটা মুসলিম বিশ্বে পরম সম্মানের সহিত স'লাহু'দ-দীনের নাম স্মরণ করা হয়। অতুলনীয় বীরত্বের জন্য ইতিহাসে তিনি চিরদিন মুসলমানদের জন্য প্রেরণার উৎস হইয়া থাকিবেন। তিনি ছিলেন মহৎ চরিত্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতীক এবং জ্ঞানী-গুণীদের পৃষ্ঠপোষক। জেরুযালেমে তিনি অনেক মসজিদ ও ইমারত নির্মাণ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) Historiens coccidentaux, i. 6, Paris ১৮৪৪—১৮৮৬ খৃ., খণ্ড ১—৬; (২) Reinaud, Extraits des historiens arabes relatifs aux guerres des caproisades; (৩) Michaud, Bibliotheque des Croisades, Paris ১৮২৯ খৃ., ২খ.; (৪) Rohricht, Geschichte des Konigreichs Jerusalem, Innsbruck ১৮৯৮ খৃ.; (৫) Van Berchem, Notes sur les Croisades, in Journ. As., Series, ৯, ১৯০২ খৃ., ১৯খ, ৩৮৫ প.; (৬) বাহাউ'দ-দীন, The Life of Saladin, C. W. Wilson, কর্তৃক প্রকা. London ১৮৯৭ খৃ.; (৭) Staneley Lane-Poole, Saladin and the fall of the Kingdom of Jerusalem, (Heroes of the Nations Series), London ১৮৯৮ খৃ.; (৮) Kate Norgate, Richard Lion-Heart, London ১৯২৪ খৃ.; (৯) Gastan Paris, La Legende de Saladin, in Journal des Savants, ১৮৯৩ খৃ.; (১০) আবু শামাঃ, কিতাবু'র-রাওদ'াতায়ন ফী আখবারি'দ-দাওলাতায়ন, কায়রো ১২৮৮ হি.; (১১) 'ইমাদু'দ-দীন, আল-ফাত্‌হু'ল-ক'াসী ফি'ল-ফাত্‌হি'ল-কু'দসী, Leiden ১৮৮৮ খৃ.; (১২) মুহ'াম্মাদ ফারীদ আবু জাদীদ, স'লাহু'দ-দীন আল-আয়্যূবী, কায়রো ১৯৫৯ খৃ.; (১৩) Runciman, History of Crusades, ৩ খণ্ডে, Cambridge ১৯৫৪ খৃ.।

Sobernheim/দা. মা. ই. হইতে সংক্ষেপিত

সালিমিয়্যাঃ (سالمية) 'আক'াইদ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট মত পোষণ করেন এমন একদল ধর্মবিদের নাম সালিমিয়্যাঃ। হিজরী তৃতীয় হইতে চতুর্থ শতাব্দী কালীন বসরায় মালিকী মায'হাবপন্থীদের মধ্যে এই মতের উদ্ভব ঘটে।

এই মতের প্রতিষ্ঠাতার নাম সাহল আত-তুস্তারী (র.)। ২৮৩/৮৯৬-এ তাঁহার ইনতিকাল। তাঁহার প্রধান ছাত্র আবু 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালিম (মৃ. ২৯৭/৯০৯) এবং তদীয় পুত্র ও উত্তরসূরি আবু'ল-হ'াসান আহ্'মাদ ইব্‌ন সালিম (মৃ. ৩৫০/৯৬০)-এর

List>

নামানুসারে এই মতবাদের নামকরণ হয়। ইঁহারা পর্যায়ক্রমে দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন। দ্বিতীয় ইব্ন সালিম ছিলেন কু'রআনের ভাষ্যকার ইব্ন মুজাহিদের বন্ধু। তিনি তাঁহার ছাত্র এবং উত্তরাধিকারী আবূ ত'ালিব মাক্কী (মৃ. ৩৮০/৯৯০) কর্তৃক তাঁহার প্রশংসা কীর্তনের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি অর্জন ও পরিচিতি লাভ করেন। এই প্রশংসা আবূ ত'ালিব তাঁহার কূ'তু'ল-কু'লূব গ্রন্থে করেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবূ নাস্'র আস্-সার্রাজ (মৃ. ৩৭৭/৯৮৭) তৎপ্রণীত লুমা' গ্রন্থে তাঁহার সমালোচনা করায়ও তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

সালিমিয়্যাদের মূল তত্ত্বকথা পরবর্তীদের জন্য সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের হ'াম্বালী প্রতিদ্বন্দ্বিগণ—বিশেষ করিয়া আবূ য়া'লা ইব্নু'ল-ফার্রা' (মৃ. ৪৫৮/১০৬৬)। তিনি তাঁহাদের ১৬টি বিশিষ্ট মতের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (তন্মধ্যে শায়খ 'আব্দু'ল-ক'াদির আল-জীলানীর নামে প্রচলিত গু'ন্য়াতু'ত-ত'ালিবীনে ১০টির উল্লেখ রহিয়াছে)।

সালিমিয়্যাদের মতবাদের মোটামুটি পরিচিতি নিম্নরূপ :

(ক) আল্লাহ্‌র সৃজনশীলতা এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ থাকে না। এইভাবে তাঁহার শাশ্বত কর্মশক্তি (তাক্'ঈন) অসৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সর্বত্র সমভাবে সমুপস্থিত ও সক্রিয়, বিশেষত প্রত্যেক কু'রআন তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াতের সময়।

(খ) আল্লাহ্‌র অসৃষ্ট শাশ্বত ইচ্ছা (مشيئة) এবং সৃষ্ট সিদ্ধান্ত (ارادة) উভয়ই আছে। সৃষ্ট সিদ্ধান্ত সৃষ্ট জীবসমূহের দূষণীয় কাজের কারণ হইলেও সে কাজ সংঘটনের ফলে যে অপরাধ হয় উহা তাঁহার শাশ্বত ইচ্ছার অনুযায়ী নহে। শয়তান শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌কে মান্য করিয়াছিল। মহাবিচার দিবসে আল্লাহ নিজেকে মানবীয় আকারে রূপায়িত করিয়া (তাজাল্লী) জ্যোতির্ময় হইয়া প্রকাশ করিবেন, তখন সমুদয় সৃষ্ট জীব তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবে (এই মতবাদ আল-কু'রআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত)।

(গ) শারী'আতের কাজ মানুষের স্বাধীন-কর্ম উপার্জন-(ইক্তিসাব) প্রচেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হয় (ইহা কার্‌রামিয়্যাদের নিষ্ক্রিয় মতবাদের বিপরীত)। সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা আনন্দ উপভোগ অপেক্ষা শ্রেয়, নবীগণ ওয়ালী-দরবেশগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। প্রজ্ঞা আর বিশ্বাস সমার্থবোধক।

(ঘ) আদিতে (ازل) মু'মিনের জন্য যে পরিমাণ তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার যোগ্যতা অনুযায়ী নির্ধারিত হইয়াছে, ঐশী সত্তা (Divine Ego) সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিসচেতনতা সেই পরিমাণ অগ্রগতি লাভ করে। এই পদ্ধতিতেই তাহার আধ্যাত্মিক মিলন সম্ভব।

ইব্নু'ল-ফার্‌রা' হইতে শুরু করিয়া ইব্নু'ল-জাওযী এবং ইব্ন তায়মিয়্যাঃ পর্যন্ত হ'াম্বালী 'উলামা' তাঁহাদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্ধ মু'তাযিলী মতবাদ এবং অদ্বৈতবাদী (وحدة الوجود) প্রবণতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। হ'াল্লাজ, আল-আশ'আরী এবং ইব্ন খাফীফও প্রথমাবধি কমবেশী ইহার সমালোচনা করিয়াছেন।

যেহেতু সালিমিয়্যাঃ এবং সুন্নী ধর্মবেত্তাগণের মধ্যে একমাত্র কার্‌রামিয়্যাগণই আত্মার ব্যক্তিক উদ্বর্তন মতবাদের (মৃত্যু হইতে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়ের জন্য) সমর্থক, তাই আবূ বাক্‌র আল-ওয়াসিত'ী হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সকল সুন্নী মরমী ভাবুক নিজদিগকে ইহাদের সহিত সম্পর্কিত রাখিয়াছেন। আল-গ'াযালী (র) তাঁহার দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যতম সালিমিয়্যাঃ মতবাদী আবূ ত'ালিব আল-মাক্কীর 'কূ'ত' গ্রন্থের অনুকরণে তদীয় 'ইহ্'য়া'-উল-'উলূম' রচনার পরিকল্পনা করেন। ইব্ন তায়মিয়্যাঃ দেখাইয়াছেন যে, আল-বার্‌রাজান (Barradjan, মৃ. ৫৩৬/১১৪১) এবং ইব্ন ক'াসী হইতে ইব্নু'ল-'আরাবী (র.) পর্যন্ত ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আন্দালুসীয় অর্ধ ইস্মা'ঈলী মরমী প্রবক্তাগণের কতিপয় অদ্বৈতবাদী মতবাদ সালিমিয়্যাঃগণের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। সালিমিয়্যাঃ মতবাদের অপরাপর তত্ত্বকথা শাযি'লিয়্যাঃ (র.) ত'রীক'ার ঐতিহ্যবাহী উত্তরাধিকাররূপে সুরক্ষিত রহিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবূ ত'ালিব মুহ'াম্মাদ আল-মাক্কী, কূ'তু'ল-কু'লূব, কায়রো ১৩১০ হি., ২খ, ; (২) ইব্নু'ল-ফার্‌রা', মু'তামাদ ফী উসূলি'দ্-দীন, পাণ্ডু. Damuscus, জ'াহিরিয়্যাঃ লাইব্রেরী, তাওহ'দ'ী খণ্ড, সংখ্যা ৪৫ ; (৩) 'আব্দু'ল-ক'াদির আল-জীলানী, গু'ন্য়াঃ লি-ত'ালিব ত'ারীকি''ল-হ'াক্ক', কায়রো ১২৮৮ হি., ১খ, ৮৩-৮৪ ; (৪) আল-মাক্'দিসী, in BGA, ৩খ, ১২৬ ; (৫) ইব্নু'দ্-দা'ঈ, তাব্‌সি'রাতু'ল-'আওয়াম্ম্, লিথো, তেহরান ১৩১৩ হি., পৃ. ৩৯১ ; (৬) Goldziher, ZDMG, 1907, lxi. 73—80 ; (৭) Amedroz, JRAS, 1912, p. 572—575 ; (৮) Massignon, Essai sur les origines .... de la mystique musulmane, 1922, p. 264—270 ; (৯) do, Passion d'al-Halladj, index দ্র. ; (১০) A. S. Tritton, Muslim Theology, 1947, p. 136.

L. Massignon (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহমান

স'ালিহ' (صالح) ('আ) 'আরব জাতির অন্তর্ভুক্ত ছ'ামূদ গোত্রের প্রতি প্রেরিত নবী। কু'রআনের ভাষায় সাধারণত একটি নিদর্শন ও হুঁশিয়ারীর প্রতীকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার দেশের অধিবাসীবৃন্দকে তাঁহার কথা শ্রবণ করিতে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌কেই উপাস্য, প্রভু, প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করিতে আহ্বান জানান (সূরা : ৭ : ৭৩ ; ১১ : ৬১ ; ২৬ : ১৪১)। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রাপ্ত কল্যাণের প্রতি তিনি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (৭ : ৭৩)। এই নিঃস্বার্থ আহ্বানের জন্য তিনি কাহারো নিকট কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা করেন নাই। কু'রআনের ভাষায় : "আমি এইজন্য তোমাদের নিকট কোনই পারিতোষিক চাহি না, আমার পারিতোষিকের প্রত্যাশা একমাত্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট (২৬ : ১৪৫)। কিন্তু তাহারা সরাসরি তাঁহার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল এবং তাঁহাকে 'ভূতগ্রস্ত' বলিয়া আখ্যায়িত করিল (২৬ : ১৫৩) এবং জানাইয়া দিল : তুমি ত আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু নও—সুতরাং আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির দাবী করিতে পার না" (২৬ : ১৫৪ ; ৫৪ : ২৪)। তাহারা তাহাদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করিতে পারিল না (১১ : ৬২)। তাহারা বিচার দিবসের মতবাদকে বিদ্রূপ করিল (৭৯ : ৪)। তিনি তদীয় গোত্রের লোকদিগকে আল্লাহ্‌র আনুগত্য কবরে আহ্বান জানাইলেন ; কিন্তু তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পারস্পরিক ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইল (২৭ : ৪৫)। দুর্বলরূপে কথিত ব্যক্তিগণ স'ালিহ' ('আ)-কে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল আর উদ্ধত, গর্বিত ব্যক্তিগণ তাঁহার পয়গামকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাকে উপহাস করিল (৭ : ৭৫)। কিন্তু তাহাদের পিতৃপুরুষগণ যেসব বস্তু বা মূর্তির পূজা করিয়া আসিয়াছে তাহা হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করার পূর্বে স'ালিহ্

('আ)-কে তাহারা আশাস্থলরূপে গ্রহণ করিয়াছিল (১১ : ৬২) অর্থাৎ তাহারা তাঁহাকে অতীব বিশ্বস্ত ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল।

অতঃপর এই নবী [সা'লিহ্' ('আ)]-এর বিশেষ ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে। আল্লাহ ছা'মূদ জাতির প্রতি নিদর্শনস্বরূপ একটি উষ্ট্রী প্রেরণ করিলেন তাহাদের চক্ষু উন্মোচনের জন্য (১৭ : ৫৯)। সা'লিহ্' ('আ) তাহাদের নিকট এই আবেদন জ্ঞাপন করিলেন: উহার কোন অনিষ্ট না করিয়া আল্লাহ্র যমীনে চারণভূমিতে নির্বিঘ্নে উহাকে ঘাস খাইতে দাও (৭ : ৭৩ ; ২৬ : ১৫৫ ; ৫৪ : ২৮)। কিন্তু তাহারা উক্ত উষ্ট্রীকে খোঁড়া করিয়া দিল এবং অবশেষে হত্যা করিল (৭ : ৭৭ ; ১১ : ৬৫ ; ২৬ : ১৫৭)। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক দুষ্ট ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার মারফত তাহারা এই কাজ সমাধা করিল (৯১ : ১২, ৫৪ : ২৯) এবং সা'লিহ্' ('আ)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, "তোমাদের প্রতিশ্রুত শাস্তি লইয়া আইস, যদি তুমি সত্য সত্যই আল্লাহ্র অন্যতম রাসূল হইয়া থাক" (৭ : ৭৭)। তিনি [সা'লিহ্' ('আ)] তাহাদিগকে তিন দিবস গৃহে অবস্থান করিয়া গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ গ্রহণ করিতে বলিলেন (১১ : ৬৫)। (কিন্তু তাহাদের মতিগতির পরিবর্তন না ঘটায়) এক প্রচণ্ড ঝড় উত্থিত হইল (১১ : ৬৭ ; ৫১ : ৪৪ ; ৭ : ৭৮ আয়াত অনুসারে একটি ভূমিকম্প-ঝড় এবং ভূমিকম্প উভয়ই সংঘটিত হইয়াছিল; আরও দ্র. ৫৪ : ৩১ ; ৬৯ : ৫)। পরবর্তী প্রভাতে দেখা গেল তাহারা তাহাদের নিজ নিজ গৃহে অধোমুখে ভূপাতিত অবস্থায় মৃত। পরবর্তীকালে রচিত নবী-উপাখ্যানসমূহে বিভিন্ন উপায়ে এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের বিস্তৃতি সাধন করা হয়।

উপরিউক্ত উপাখ্যানের বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে কু'রআন মাজীদের ৭ম সূরার ৭৪তম আয়াতে, 'আদ জাতির উত্তরাধিকারীরূপে যে ছা'মূদ জাতির কথা বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ছিল একটি প্রাচীন 'আরব গোত্র, অপরাপর সূত্র হইতেও ইহা জানা গিয়াছে (দ্র. ছা'মূদ প্রবন্ধ)।

ছা'মূদ জাতি পর্বতগাত্রের পাথর কাটিয়া তাহাদের জন্য যে (মযবূত ও নিপুণ শিল্পকর্মের নমুনাস্বরূপ) বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিল কু'রআনে বিভিন্ন স্থানে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে (যথা: ৮৯ : ৯, ৭ : ৭৪ ; ২৬ : ১৪৯); (এবং উহার সত্যতার প্রমাণ-স্বরূপ) পর্বত-গাত্র খোদিত সেই সব গৃহের নিদর্শন তখনও [রাসূল কারীম (স')-এর সময়েও] দৃষ্টিগোচর হইত। সেই নিদর্শনগুলি হইতেছে আল-'ওলা (al-'ola) পর্বতগাত্রে খোদিত সমাধি, যাহার অভ্যন্তরে মৃত মানুষের হাড় রক্ষিত রহিয়াছে। 'আদ এবং ছা'মূদ গোত্রের প্রতি যথাক্রমে প্রেরিত হূদ ('আ) এবং সা'লিহ্' ('আ)-এর কথা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাঃগুলিতে অধিক এবং পুনঃপুনঃ পরিদৃষ্ট হয় (যথা: ৫৩ : ৫০ প., ৭৫ : ১৭ প., ৭৯ : ৯, ৯১ : ১১)। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাতে কদাচিত এবং অতি সংক্ষিপ্তভাবে উহা দেখিতে পাওয়া যায় (৯ : ৭০)। ছা'মূদ জাতির পর্বতগাত্রে খোদিত গুহাদির আলোক চিত্রের জন্য দ্র. সায়্যিদ আবু'ল-আ'লা মাওদূদী, তাফহীমু'ল-কু'রআন, ৩খ।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে উল্লিখিত আয়াতগুলির তাফ্সীর বিভিন্ন তাফ্সীর গ্রন্থ: (১) আত-ত'াবারী, ed. de. Goeje, ১খ, ২৪৪—২৫১, (২) আল-মাস'উদী, মুরূজু'য্-যাহাব (প্যারিস ১৮৬১—১৮৭৭ খৃ) ৩খ, ৮৫—৯০ ; (৩) আছ-ছা'লাবী, কি'সাসু'ল-আম্বিয়া' অথবা 'আরাইস'ল-মাজালিস, কায়রো ১২৯০ হি., পৃ. ৫৮, খৃ.; (৪) Grimme, Mohammed, Munster 1892—95, ii. 80 ; (৫) Philippe Berger, L' Arabie avant Mahomet d'apres les inscriptions, Paris 1885 ; (৬) Caetani, Annali dell' Islam, ii/i. A. H. 9, 34, তু. Register ; (৭) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 123.

F. Buhl (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহমান

সাহ্ল আত্-তুস্তারী (سهل التستري) আবূ মুহ'াম্মাদ সাহ্ল ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন য়ূনুস, একজন সূফী ধর্মতত্ত্ববিদ সূ'ফী ছিলেন। তিনি ২০৩/৮১৮ অব্দে তুস্তার (আল-আহ্ওয়ায) নামীয় স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং নির্বাসিত অবস্থায় ২৮৩/৮৯৬ সালে বসরায় ইনতিকাল করেন।

তিনি তাঁহার মনিব ইব্ন সাওওয়ার-এর মধ্যস্থতায় আছ'-ছ'াওরী ও আবূ 'আম্র ইবনু'ল-'আলা'-র ন্যায় নিষ্ঠাবান সূফীর শাগরিদ হইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন কঠোর সংযমী সূ'ফী এবং গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ধর্মতত্ত্ববিদ।

তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশদ কিছু জানা যায় না। বাহ্যত তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন নির্জনতা পসন্দ করিতেন। প্রায় ২৬০/৮৭৪ সালে যানজদের বিদ্রোহকালে তিনি বস্রায় নির্বাসিত হন। সেই সময় আহ্ওয়াযের 'আলিমগণ "তাওবাঃ ফারদ" সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার পুস্তিকাখানির নিন্দা করেন।

সাহ্ল 'সহস্র বাণী' নামক একখানা পুস্তক রচনা করেন। উহা তাঁহার শাগরিদ মুহ'াম্মাদ ইব্ন সালিম (মৃ. ২৯৭/৯০৯) সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেন। উহাতে ধর্মীয় নীতিগুলির এমন সুন্দর সমন্বয় সাধন করা হইয়াছিল যে, উহার ফলে সালিমিয়্যাঃ নামীয় একটি ধর্মীয় সংঘের উদ্ভব হয়। এই ধর্মীয় সংঘ সাহ্ল হইতেই ইহার বৈশিষ্ট্য লাভ করে। তাহারা সজ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি লইয়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে এবং কতকগুলি অদ্বৈতবাদসূচক অর্ধ-মরমী পরিভাষা ব্যবহার করে।

সাহ্লের যুক্তি মুতাকাল্লিমদের ন্যায় তর্কমূলক (ইস্তিদলাল; আস্'ল, ফার্'')। তিনি গ্রীকদের ন্যায় মান্তি'ক'ী যুক্তিতর্কের অবতারণা করেন নাই, যাহা তাঁহার শাগরিদ হ'াল্লাজ (দ্র.) তাঁহাকে ছাড়িয়া যাওয়ার পর করিয়াছিলেন। দেহ-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষা এই যে, মানুষ হ'ায়াত, রূহ্', নূর ও মৃত্তিকা—এই চারিভূতে তৈয়ারী। তাঁহার মতে মানুষের রূহ' তাহার 'নাফ্স' বা রিপু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ইহা গ্রীক মতবাদের বিরোধী)। রূহ্' মানুষের মৃত্যুর পরও বাঁচিয়া থাকে (এই মতবাদ মুবার্রাদের মতবাদের বিরোধী)।

তাঁহার মতে কু'রআনের ব্যাখ্যায় প্রতিটি আয়াতের চারি প্রকার অর্থ রহিয়াছে। সেইগুলি হইল আক্ষরিক (জ'াহিরী), গুপ্ত (বাতি'ন), নৈতিক (হ'দ্দ) এবং রূপক (মুত্তালা')। তিনি জা'ফার (দ্র.)-এর ইমামী মতবাদ স্বীকার করেন। তাঁহার মতে আমাদের উচিত নবী-রাসূলগণের আদর্শ সম্বন্ধে ধ্যান করা যেন আমরা ক্রমশ তাঁহাদের আত্মার অবস্থা লাভ করিতে পারি। সাহ্ল (ইব্ন কার্রাম এবং আল-আশ'আরীর ন্যায়) মত পোষণ করিতেন, যে সকল মু'মিন কি'বলার' দিকে মুখ করিয়া সালাত আদায় করে তাহাদের সকলের সমষ্টিতে মুসলিম উম্মাঃ গঠিত। ইহা সুন্নী মতবাদ এবং মু'তাযিলাঃ ও ইমামী মতবাদের বিরোধী। ঈমান বা বিশ্বাস বলিতে মুখে স্বীকার করা (ইক্'রার), তদনুযায়ী কার্য করা ('আমাল),

তদনুযায়ী সংকল্প (নিয়্যাত) এবং দৃঢ় বিশ্বাসজনিত অভ্যন্তরীণ শান্তি (য়াক্'ীন) বুঝায়।

যিনি আল্লাহ্র প্রকৃত 'ইবাদাতকারী হইবেন তিনি প্রথমে আনুগত্যের ভাবে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করিবেন এবং নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠানগুলি পালন করিবেন। তিনি বলেন, প্রেমের অর্থই হইতেছে আনুগত্য প্রকাশ। এইরূপ ব্যক্তির উচিত সব সময় রাসূল কারীম (স)-কে অনুসরণ করা (ইহা অর্থ-মু'তাযিলী ইক্তিসাবের ধারণা এবং শাক'ীক' ইব্ন কারুরামের কর্মহীন নির্ভরশীলতার বিপরীত)। তদুপরি তাহাকে সর্বদাই ক্লান্তিহীন তাওবাঃ (আত-তাওবাতু ফারুদু'ন ফী কুল্লি ওয়াক্'তিন) সহকারে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে (আল্লাহ, কি'বুলাঃ, আন-নিয়্যাঃ)। স্বেচ্ছামূলক কার্যের বিভিন্ন স্তরের যে বিশ্লেষণ তিনি করিয়াছেন তাহা তিনি আল-মুহ'াসিবীর নিকট হইতে পাইয়াছেন। ইহা পরবর্তীকালে আল-গ'াযালী (র) কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই বিশ্লেষণ এখনও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। সর্বোপরি যে তাপস দুনিয়ার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন তিনি আল্লাহ তা'আলার সত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত (য়াক'ীনসম্পন্ন) হইবেন এবং উহা বাহ্যিক উপাসনার ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত সম্পর্কশূন্য হইবে (গ'ায়বাঃ বি'ল-মায্'কূর 'আনি'য-যি'ক্র), হ'াল্লাজী শিক্ষার সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

পরকালতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সাহ্ল ইমামী শী'আদের মারফতী মতবাদ সম্পর্কিত তথ্যসমূহের ব্যবহার করিয়াছেন বিশেষ সাবধানতার সহিত। ইহাতে পরবর্তী পর্যায়ের সূ'ফীগণের উদ্ভাবিত 'নূর মুহ'াম্মাদিয়্যাঃ' মতবাদের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। সমস্ত ভাবী ফাক'ীর-দরবেশগণের আত্মার (সাধারণ মানুষের নহে), অস্তিত্ব-পূর্ব উপাসনাসমন্বিত যে আলোক-স্তম্ভের ('উমূদু'ন-নূর, 'আদ্ল মাখ্লূক' বিহী) রূপ পরিগ্রহ করে ইহা তাঁহার আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। এই মতবাদ অনুযায়ী কেবলমাত্র আওলিয়া'-উল্লাহ-ই রুবূবিয়্যাতের রহস্যের (সির্রু'র-রুবূবিয়্যাঃ, আল্লাহ্র সার্বভৌম সত্তার রহস্য) অথবা অহম জ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বের (সির্রু 'আনা' বা 'আমি' বলিবার) অধিকার শ্রেণী নির্ধারণ-ক্রমে পাইয়া থাকেন। ইহাতে 'হওয়া হওয়া' (তিনিই তিনি) মতবাদের অভিব্যক্তি রহিয়াছে। ইহা হইতে সাহ্ল পরিণামে শয়তানের উচ্চ-মর্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশংকা অনুমান করেন। এই ধারণা পরবর্তীকালে ইব্নু'ল-'আরাবী এবং 'আবদু'ল-কারীম জীলী (দ্র.) সম্যক বিকশিত করেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) সাহ্ল আত-তুস্তারী, তাফ্সীর, সম্পা. না'সানী, কায়রো ১৩২৬ হি.; (২) আবু'ল-ক'াসিম আস-সাক'াল্লী (যিনি ক'ায়রাওয়ানে ৩৯০/৯৯৯ সালে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সি'ফাতু'ল-আওলিয়া' তাঁহারই রচনা), শার্হ' ওয়া বায়ান লিমা আশ্কালা মিন্ কালামি সাহ্ল এবং কিতাবু'ল-মু'আরাদা'ঃ ওয়া'র-রাদ্দ 'আলা আহ্লি'ল-ফিরাক' মিন কালামি সাহ্ল, MS. Kopr. ৭২৭; (৩) আল-হুজ্ব'ীরী, কাশ্ফু'ল-মাহ'জূব; (৪) R. Hartmann, al-Kuschairis Darstellung des Sufitums, Berlin 1914, Index. দ্র.; (৫) L. Massignon, Essai sur les origines . . . de la mystique Musulmane, Paris 1922, p. 264—70; (৬) do, La Passion d' al Hallaj, Paris 1922, Index দ্র.।

L. Massignon (S.E.I.)/মিজুল করীম

সাহ'াবাঃ (صحابة) صاحب (সাহি'ব)-এর ব. ব. অর্থ সহচর, ইসলামী পরিভাষায় শব্দটির অর্থ 'নবী (স)-এর সহচরগণ'। ইসলামের প্রাথমিক যুগে পদটির অর্থ সীমাবদ্ধ ছিল। যাহারা নবী (স)-এর প্রত্যক্ষ সাহচর্যে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই সাহ'াবাঃ বলা হইত। পরবর্তীকালে সাহ'াবার পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। যাঁহারা তাঁহাকে স্বল্পকালের জন্য অথবা বাল্যকালে দেখিয়াছেন তাঁহারাও সাহ'াবাঃ নামে আখ্যায়িত (তু. Goldziher, Muh. Stud. ii. 240)। 'আমির ইব্ন ওয়াছি'ল আল-কিনানী আবু'ত্'-তু'ফায়ল ১০০ হিজরীর কিছুদিন পরেই ইন্তিকাল করেন, তাঁহাকে সর্বশেষ সাহ'াবী বলা হয়, (উস্দু'ল-গ'াবাঃ, ৩খ, ৯৭; ৫খ, ২৩৩)। তিনি যখন হযরত মুহ'াম্মাদ (স)-কে দেখেন তখন শিশু ছিলেন।

সুন্নী মতবাদ অনুযায়ী সাহ'াবাঃ উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন। তাঁহাদের মারফত হ'াদীছ' প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহাদের নিজস্ব রীতিনীতির প্রত্যায়িত বিবরণী সুন্নার বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য। ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের নিমিত্ত প্রাথমিক যুগ হইতেই তাঁহারা নিষ্ঠাবান মুসলিমগণের শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, সেই অপরাধের শাস্তি বেত্রাঘাত এবং অত্যধিক একগুঁয়েমির ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড।

সাহ'াবার ক্রমপর্যায়ে প্রথম চারি খলীফা উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী। আরও ছয়জন সাহ'াবাঃসহ তাঁহারা মুহ'াম্মাদ (স)-এর নিকট বেহেশ্ত প্রাপ্তির সুসংবাদ লাভের নিমিত্ত শীর্ষস্থানীয় সাহ'াবাঃ বলিয়া প্রখ্যাত (দ্র. আল-'আশারাতু'ল-মুবাশ্শারাঃ)। সাহ'াবার অপরাপর শ্রেণী নবী (স)-এর কার্যে অংশ গ্রহণের প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত ঃ মুহাজিরূন (দ্র.), আনস'ার (দ্র.), বাদরিয়্যূন (যাঁহারা বদরের যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন) এবং অন্যান্য গুণপনার তারতম্য অনুসারে তাঁহাদের মর্যাদা এবং পর্যায়ক্রম সম্পর্কে মতামত আন-নাওয়াব'ী কর্তৃক রচিত 'মুসলিম' (সাহ'ীহ', ৫খ, ১৬১)-এর ভাষ্যগ্রন্থে সংগৃহীত রহিয়াছে।

শী'আদের মতে প্রথম তিন খলীফা সাহ'াবাগণের সমর্থনক্রমেই হযরত 'আলী (রা) ও তাঁহার বংশধরের অধিকার হরণ করিয়াছিলেন। এই ভিত্তিহীন ধারণাই শী'আগণের সাহ'াবাঃ বিদ্বেষের কারণ। অন্যপক্ষে সুন্নীগণ সাহ'াবাদের কাহারও নাম উল্লেখমাত্রই সর্বদা তারদি'য়াঃ (প্রশংসাবাণী) রাদি'য়াল্লাহ 'আন্হু (رضي الله عنه) অর্থাৎ 'আল্লাহ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হউন' ব্যবহার করেন। সুন্নীদের ধর্মীয় সাহিত্য গ্রন্থে তাঁহাদের গুণাবলী সংক্রান্ত হ'াদীছ' সংগ্রহের (مناقب অথবা فضائل اصحاب—ফাদা'ইল অথবা মানাকি'বু'ল-আস্'হ'াব) প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া হয়। সুবিন্যস্ত হ'াদীছ' গ্রন্থের অধিকাংশেই এই সম্পর্কে একটি অধ্যায় সংযুক্ত থাকে। সাহ'াবগণের জীবনী বিষয়ক সর্বপ্রথম গ্রন্থ ইব্ন সা'দ (দ্র.) রচিত আত'-ত'াবাক'াত'ু'ল-কুব্রা, এতদ্ব্যতীত আরও বহু গ্রন্থে সাহ'াবাগণের নাম একত্রে লিপিবদ্ধ আছে। নামের সঙ্গে প্রত্যেকের জীবনী এবং তৎবর্ণিত হ'াদীছে'র সনদ (প্রমাণসূত্র) সংযোজিত। 'আবদু'ল-বাকি'ী ইব্ন ক'ানি' (মৃ. ৩৫১/৯৬২) কর্তৃক রচিত একখানি মু'জামু'স-সাহ'াবা-র উল্লেখ আছে (Brockelmann, SI. 279)। সাহ'াবাঃ সম্বন্ধে লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের রচয়িতা ছিলেন আবূ 'আব্দিল্লাহ ইব্ন মান্দাঃ (মৃ. ৩৯৫/১০০৪-৫), আবূ নু'আয়ম আহ্'মাদ আল-ইস্'ফাহানী (মৃ. ৪৩০/১০৩৮-৯), আবূ 'উমার ইব্ন 'আব্দি'ল-বার্র

List>

আন-নামারী আল-কু'র্তু'বী (মৃ. ৪৬৩/১০৭০-১, কিতাবু'ল-ইসতী-'আব ফী মা'রিফাতি'ল-আস্'হ'াব, ২ খণ্ডে, হায়দরাবাদ ১৩১৮ হি., তু. সুবকীর ত'াবাক'াতু'শ-শাফি'ঈয়াঃ, ৬খ, ১৩৫ উহার সমালোচনা), আবু মূসা মুহ'াম্মাদ ইব্ন আবী বাক্র আল-ইস'ফাহানী (মৃ. ৫৮১/১১৮৫-৬)। এই সকল পূর্ববর্তিগণের বিষয়বস্তু যুক্তিযুক্তভাবে প্রণয়ন, শুদ্ধিকরণ এবং পরিপূরণ করিয়াছেন ইবনু'ল-আছ'ীর (মৃ. ৬৩০/১২৩২—৩) তাঁহার বৃহদায়তন উসদু'ল-গ'াবাঃ ফী মা'রিফাতি'স'-স'াহ'াবাঃ কিতাবে (৫ খণ্ডে, কায়রো ১২৮৬ হি.) এবং য'াহাবী, তাজ্রীদু উস্দি'ল-গ'াবাঃ (তাজরীদ আসমাই'স'-স'াহ'াবাঃ নামে পরিচিত, ২ খণ্ডে, হায়দরাবাদ ১৩১৫ হি., ৮৮০৯টি জীবনী)। অধিকতর বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশন করেন ইব্ন হ'াজার আল-'আসক'ালানী (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮-৯) তাঁহার রচিত আল-ইস'াবাঃ ফী তাময়িযি'স'-স'াহ'াবাঃ (৪ খণ্ডে, কলিকাতা ১৮৫৩ খৃ., ১৮৯৪ খৃ.; ৮ খণ্ডে, কায়রো ১৩২৩-১৩২৫ হি.)।

I. Goldziher (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

আস'-সি'দ্দীক' (الصديق) প্রথম খলীফা হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর উপাধি, অর্থ 'সবিশেষ সত্যবাদী' এবং 'যে সর্বদা সত্য গ্রহণ কিংবা বিশ্বাস করে'।

ইব্ন ইসহ'াকে'র মতে হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর এই উপাধি লাভের কারণ হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর মি'রাজের বিবরণের ফলে তাঁহার সম্পর্কে বিধর্মীরা বিদ্রূপাত্মক কথা বলিতে থাকে ও দুই-একজন মুসলিমের বিশ্বাসও বিচলিত হয় তখন আবূ বাক্র (রা) মহানবী (স')-এর বর্ণনাকে নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। আর একটি হ'াদীছ' অনুসারে একদা হযরত মুহ'াম্মাদ (স') জিবরাঈল ('আ) সমীপে তাঁহার লোকের বিশ্বাসহীনতার অভিযোগ করিয়াছিলেন; তদুত্তরে ফিরিশতা বলিয়াছিলেন: "আবূ বাক্র আপনাকে বিশ্বাস করেন (য়ুস'াদ্দিকু'কা), কারণ তিনি আস'-সি'দ্দীক'।"

সূরাঃ ৩৯ : ৩৩ (و الذى جاء بالصدق و صدق به) অর্থাৎ 'আর যে সত্য আনয়ন করিয়াছে এবং উহাকে যে সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।' হযরত 'আলী (রা) ইব্ন আবী ত'ালিব কর্তৃক বর্ণিত এক হ'াদীছে' ইহা যথাক্রমে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') ও হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কু'রআনে একমাত্র হযরত য়ূসুফ ('আ)-কে সত্যবাদী অর্থে আস'-সি'দ্দীক' বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে (১২ : ৪৬)। নবীর সঙ্গে যুক্তভাবে সি'দ্দীক' হযরত ইদরীস ('আ) (১৯ : ৫৬) ও হযরত ইব্রাহীম ('আ) (১৯ : ৪১)-এর প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছে। কুমারী মারয়াম ('আ) সি'দ্দীক'াঃ (৫ : ৭৫) এবং সাধারণভাবে প্রকৃত বিশ্বাসিগণ আস'-সি'দ্দীকূ'ন (৫৭ : ১৯ ও ৪ : ৬৯) নামে অভিহিত। কু'রআন শারীফে (৪ : ৬৯) বলা হইয়াছে, "তাহারা যাহাদিগকে আল্লাহ অনুগ্রহ দান করিয়াছেন সেই নবীগণ, সি'দ্দীক'-গণ, শহীদগণ এবং স'ালিহ' (নেক্কার)-গণের সহিত থাকিবে, আর তাহারা উত্তম সঙ্গী।" এখানে মর্যাদা অনুসারে বর্ণনা করা হইয়াছে, (১) নবী, (২) সি'দ্দীক', (৩) শহীদ এবং (৪) স'ালিহ'।

যাহারা হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর বংশধর বলিয়া দাবী করেন তাহারা সাধারণত আল-বাক্রী আস'-সি'দ্দীক'ী উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সংক্ষেপে কেবল একটি নাস্ব ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেওয়ায় বর্তমানে আস'-সি'দ্দীক'ী অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হিশাম, পৃ. ২৬৪; (২) ত'াবারী, ১খ, ২১৩৩; (৩) ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ৩/১খ, ১২০; (৪) Lane, Lexicon, iv, 1667, a এবং 1668, b, c; (৫) Barbier de Meynard, Surnoms et sobriquets dans la litterature arabe, in JA., series 10, x. 62; (৬) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, Berlin and Leipzig 1926, p. 49; (৭) A. Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, p. 194 প.।

V. Vacca (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

সি'দ্দীক' হ'াসান (صديق حسن) আবু'ত্-ত'ায়্যিব সায়্যিদ খান বাহাদুর নাওয়াব সি'দ্দীক' হ'াসান খান-এর পিতার নাম ছিল মাওলাব'ী সায়্যিদ 'আলী হ'াসান ক'ান্নোজী। ১২৪৮/১৮৩২ সনে তিনি কনৌজে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুফ্তী স'াদ্রু'দ্-দীন খান দিহ্লাব'ীর নিকট তৎকালীন প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি হি'জাযে গিয়া তাফ্সীর, হ'াদীছ' প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন কাদ'ী হ'সায়ন ইব্ন মানসূ'র আনস'ারী, শায়খ আব্দু'ল-হ'াক্ক' ইব্ন ফাদ'লিল্লাহ হিন্দী, শাহ 'আব্দু'ল-'আযীয ইব্ন শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ-এর দৌহিত্র ও শায়খ মুহ'াম্মাদ ইস্হ'াক' দিহ্লাব'ীর ভ্রাতা শায়খ মুহ'াম্মাদ য়া'কূ'ব দিহ্লাব'ী মুহাজির (মৃ. ১২৮৩/১৮৮ হি.) প্রমুখ বিখ্যাত 'আলিমের নিকট। এতদ্ব্যতীত তিনি স্বয়ং বিভিন্ন বিষয়ের উচ্চতর জ্ঞানের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। নানা স্থান ভ্রমণান্তে তিনি ভূপাল আগমন করেন। এখানে তিনি দুইবার চাকুরীতে নিযুক্ত হন এবং দুইবারই ঊর্ধ্বতন কতিপয় ব্যক্তির পরশ্রীকাতরতার ফলে পদচ্যুত হন। অবশেষে তৃতীয় বার ১২৭৬/১৮৫৯ সনে তিনি তদানীন্তন শাসনকর্ত্রী কর্তৃক ভূপালে আহূত হইয়া তথায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। এখানে তিনি পর্যায়ক্রমে মন্ত্রী, শাসনকর্ত্রীর প্রতিনিধি প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশেষে ভূপালের বেগম নাওয়াব শাহজাহান বেগমের সহিত ১২৮৮/১৮৭১ সনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বেগম তাঁহাকে মু'তামাদু'ল-মাহাম্ম (معتمد المهام), নাওয়াব ও খান বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। তুরস্কের সুলত'ান 'আবদু'ল-হ'ামীদ খানও তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিশান-ই-মাজীদী খিত'াব প্রদান করেন।

ভূপালে অবস্থানকালে নাওয়াব সি'দ্দীক' হ'াসান খান ভূপালে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মুদ্রণ শুরু করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থকারের বহু মূল্যবান গ্রন্থ বহু অর্থ ব্যয়ে মিসর ও তুরস্ক হইতে ছাপাইয়া প্রকাশ করেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে উহার স্বত্ব প্রদান করিতেন যেন তাহারা উহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারে। তাঁহার সময় ভূপাল ছিল ভারত উপমহাদেশের ইসলামী বিদ্যানুশীলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। নাওয়াব সি'দ্দীক' হ'াসান খান ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের মুজাহিদ আন্দোলনের অতিশয় উৎসাহী সমর্থক। তিনি গ্রন্থ রচনা দ্বারা এই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত বিপ্লবী শিক্ষা প্রচার করেন। পরবর্তীকালে তিনি তথাকথিত ওয়াহ্হাবী আন্দোলন প্রচারের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন। নাওয়াব শাহজাহান বেগমের ইনতিকালের পর তাঁহার কন্যা

List>

কু'দ্সিয়্যাঃ বেগম সিংহাসনে আরোহণ করিলে ব্রিটিশের প্ররোচনায় নাওয়াব সি'দ্দীক' হ'াসান খানকে ২৮ আগস্ট, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে তাঁহার যাবতীয় পদ ও উপাধি হইতে বঞ্চিত করা হয়। তিনি ১৩০৭ হিজরীর ২৯ জুমাদা'ছ'-ছ'ানিয়্যাঃ/১৮৯০ খৃস্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারী ইনতিকাল করেন এবং ভূপালে তাঁহার পারিবারিক গোরস্তানে সমাহিত হন।

তাঁহার পূর্ব স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা হইলেন ১। মীর নূরু'ল-হ'াসান খান ত'ায়্যিব এবং ২। মীর 'আলী হ'াসান খান ত'াহির। শেষোক্ত ব্যক্তি মা'আছি'র সি'দ্দীক'ী (ماثر صدیقی) নামে জীবনীকোষ রচনা করেন।

নাওয়াব সি'দ্দীক' হ'াসান খান ৪ শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাওলাব'ী আবূ য়াহ্'য়া খান তাঁহার 'তারাজিম-ই-'উলামা-ই-হ'াদীছ'' গ্রন্থে ছোট বড় ২২২ খানা গ্রন্থের নাম ও আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাফ্সীর ও উস্'ল-ই-তাফ্সীর সম্পর্কে ৬টি, হ'াদীছ' সম্পর্কে ৩৩টি, 'আক'াইদ সম্পর্কে ৩০টি, ফিক্'হ সম্পর্কে ২২টি, রাদ্দ-ই-তাক'লীদ সম্পর্কে ১১টি, শাসনতন্ত্র ও রাজনীতি সম্পর্কে ৬টি, ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ ২২টি, লুগ'াত ও মানাকি'ব প্রভৃতি বিষয়ে ১৩টি, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে ২২টি, চরিত্র গঠন সম্পর্কে ৩৮টি, তাস'াওউফ সম্পর্কে ১৭টি এবং রাদ্দ-ই-শী'আঃ সম্বন্ধে ১টি পুস্তক রহিয়াছে। 'আরবী, ফারসী এবং উর্দূ—এই তিন ভাষাতেই তিনি বহুবিধ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। উল্লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :

১। আবজাদু'ল-'উলূম (গ্রন্থ বিবরণী); ২। ফাতহু''ল-বায়ান ফী মাক'াসি'দি'ল-কু'রআন (তাফ্সীর, 'আরবী); ৩। তার্জুমানু'ল-কু'রআন (তাফসীর, উর্দূ); ৪। 'আওনু'ল-বারী লি হ'াল্লি আদিল্লাতি'ল-বুখারী; ৫। আস-সিরাজু'ল-ওয়াহ্হাজ (হ'াদীছে'র শারহ', 'আরবী); ৬। মিস্কু'ল-খিতাম (ঐ, ফারসী); ৭। ফাতহ'ল-'আল্লাম ফী শারহি' বুলুগি''ল-মারাম (ঐ, 'আরবী); ৮। ইক্সীর ফী উস্'লি'ত-তাফ্সীর (উস্'ল-ই-তাফ্সীর, ফারসী); ৯। আল-হি'ত্ত'াঃ ফী যি:ক্রি'স'-সি'হ'াহ' আস-সিত্তাঃ ('আরবী); ১০। ইত্তিহ'াফু'ন-নুবালা' (জীবনীকোষ, ফারসী); ১১। ইব্'কা'উ'ল-মিনান (ইতিহাস ও জীবনী, উর্দূ); ১২। আল-বুল্গ'াঃ ফী উস্'লি'ল-লুগ'াঃ ('আরবী অভিধান রচনার ইতিবৃত্ত)। তাঁহার রচিত ও অনূদিত সমস্ত গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। তাঁহার বহু গ্রন্থ সমগ্র মুসলিম জাহানে সমাদৃত হইয়া অসিতেছে।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আবূ য়াহ্'য়া খান, তারাজিম-ই-উলামা'-ই-হ'াদীছ'-ই-হিন্দ; (২) মীর 'আলী হ'াসান খান, মা'আছি'র সি'দ্দীক'ী; (৩) রাহ'মান 'আলী, তায্'কিরাঃ-ই-'উলামা'-ই-হিন্দ; (৪) যুবায়দ আহ্'মাদ, India's Contribution to Arabic literature; (৫) জুর্জী যায়দান, তা'রীখ আদাবি'ল-লুগ'াতি'ল-'আরাবিয়্যাঃ, ৪খ, ২৬৪; (৬) দা'ইরাঃ-ই-মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়্যাঃ, ১ম সং, লাহোর, ১২খ, ১০৩-৫।

আ. কা. মু. আদমুদ্দীন ও মুহাম্মদ আবদুর রহমান

সি'ফাত (صفت) গুণ, কু'রআনে সি'ফাত শব্দটির ব্যবহার নাই, তবে ওয়াস্'ফ্ একবার (৬ : ১৩৯) এবং وصف ধাতু হইতে গঠিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার আছে 'গুণান্বিত বা বর্ণনারূপে প্রকাশ করা বা আরোপকরণ' অর্থে, তবে সবক্ষেত্রেই মিথ্যা আরোপের সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথাঃ ৬ : ১০০; ২৩ : ৯১; ৩৭ : ১৫৯, ১৮০; ৪৩ : ৮২। রাগি'ব আল-ইস্'ফাহানী তৎকৃত 'মুফ্রাদাত' গ্রন্থে (পৃ. ৫৪৬) এই শব্দসমষ্টির অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে যত বর্ণনা আছে, সবই অসম্পূর্ণ।

আল্লাহ্র সি'ফাত (গুণাবলী) তাঁহার নাম (আস্মা') হইতে পৃথক। কু'রআনে প্রদত্ত নামগুলি বর্ণনামূলকভাবে তাঁহার প্রতি প্রয়োগকৃত বিশেষণ বিশেষ, অনুরূপ বিশেষণ প্রাচীন কাব্যে বহুল প্রচলিত ছিল। এই সকল নামের জন্য বিশেষরূপে আল-গ'াযালী (র) কৃত আল-মাক্'স'াদ আল-আস্না দ্র.। কিন্তু তাঁহার সি'ফাত মোটেই বিমূর্ত নহে এমন ভাবাত্মক (abstract) গুণ যাহা এই সকল বিশেষণের মধ্যে নিহিত আছে, যথাঃ ক'াদীর-এর পশ্চাতে কু'দ্রাঃ, এবং 'আলীম-এর পশ্চাতে 'ইল্ম। ধর্মশাস্ত্রের একটি প্রকট সমস্যা হইল তাঁহার য'াত-এর সঙ্গে এই সকল সি'ফাতের সম্পর্ক। দীর্ঘ বিতর্কের পর শেষ সিদ্ধান্ত এই হইয়াছে যে, উহারা শাশ্বত, তাঁহার সত্তাতে চিরবিরাজমান এবং এই গুণসমষ্টি তাঁহার সত্তা নহে; আবার তাঁহার সত্তার বাহিরেও নহে (লা হুওয়া 'আয়নুহু ওয়া লা গ'ায়রুহ্); দ্র. অতিরিক্ত ব্যাখ্যাসহ নাসাফীর আল-'আক'াইদের ব্যাখ্যায় তাফ্তাযানী, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ৬৭ প. এবং আল-ঈজীকৃত মাওয়াকি'ফের জুর্জানীকৃত ব্যাখ্যা, বুলাক' ১২৬৬ হি., পৃ. ৪৭৯ প.। 'আক'াইদবেত্তাগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হইলেন তাহার তিনটি দিক (dimension) রহিয়াছে : (১) আল্লাহ্র সত্তার একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা; (২) কু'রআনে আল্লাহ্র বর্ণনামূলক কথাগুলির সম্যক ব্যাখ্যা করা যাহাতে উহা আল্লাহ্র সত্তার ঐক্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয়; (৩) আল্লাহ্র সি'ফাত-এর মধ্যে কোন্গুলি কেবল আল্লাহ্র সত্তার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত এবং কোন্গুলি বস্তুজগতের সহিতও সম্পর্কযুক্ত তাহা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা। এই সমস্যা ঘোরতর দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। নিষ্ঠাবান কালাম-শাস্ত্রবিদগণ অবিশ্বাস-প্রবণ দার্শনিকদের সহিত এবং যুক্তিবাদী মু'তাযিলীদের সহিত ঘোর তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অন্যপক্ষে নিষ্ঠাবানদের মধ্যে দুইদল অর্থাৎ আশ'আরী এবং মাতুরীদীগণ পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। দ্র. Louis Massignon, La Passion d' al-Hallaj, পৃ. ৫৬৮, ৫৭১ এবং বিশেষরূপে ৬৪৫ প. এবং Macdonald-কৃত Development of Muslim Theology, পৃ. ৩০৯, ৩১৯ প., নাসাফী ও ফাদ'ালীর অনুবাদ। পুনশ্চ সানূসী-কৃত Prolegomenes Theologiques, Luciani কর্তৃক অনূদিত ও সম্পা. পৃ. ১৬২—২১৬। সি'ফাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র স্বীয় গুপ্ত রহস্য প্রকাশের উপর দ্র. Massignon, পৃ. ৫১৪ এবং R. A. Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, পৃ. ৯০, ৯৮।

B. D. Macdonald/S.E.I.

সিহ্'র (سحر) যাদু, ইন্দ্রজাল। ইসলামী মতে অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্ব আছে, অনুভূতির বাস্তব জগতের পশ্চাতে একটি আধ্যাত্মিক জগত রহিয়াছে। ইন্দ্রজাল অথবা ধর্মের মাধ্যমে ইহার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশ্ন এই যে, এই ধরনের আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ফলে আল্লাহ্র সহিত মানুষের সম্পর্কের অবনতি এবং তাহার চিরস্থায়ী মুক্তির সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে কি না? হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সময়কার

List>

'আরবে, খৃস্ট ও য়াহূদী ধর্ম কর্তৃক প্রভাবান্বিত বিষয়গুলি বাদ দিলে আল্লাহ্ উপজাতীয় দেবদেবী ও জিন্ন-এর সমন্বয়ে প্রেতলোক গঠিত ছিল এবং মানুষ ও উহার মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ছিল কাহিন, যাদুকর, ভবিষ্যদ্বক্তা, কবি ও উন্মাদ ব্যক্তিবৃন্দ। মুরতাদ'া আল-যাবীদী 'ইহ্'য়া'-র টীকাতে (১খ, ২১৭ হ'াশিয়াঃ) তাজু'দ-দীন আস-সুব্কীর এই বাণীটির উদ্ধৃতি দিয়াছেন, "সিহ্'র, কাহানাঃ, জ্যোতিষ ও সীমিয়া' (অলৌকিক শক্তি বিজ্ঞান) সবই এক ওয়াদী (উপত্যকা) হইতেই উৎপন্ন।" 'আরবের বাহিরে যখন ইসলামের বিস্তৃতি ঘটে তখন ইহা বিভিন্ন বিজিত দেশ ও জাতির অতি-প্রাকৃত বিশ্বাস এবং ঐন্দ্রজালিক কলা-কৌশল ও আচার-ব্যবহারের সংস্পর্শে আসে এবং তাহা 'আরবীয় ধারণা ও নিয়ম-পদ্ধতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে। ফলে দুইদিকে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়ঃ (১) 'আরবের কুসংস্কার ও নামকরণপদ্ধতি (nomenclature) অনারব এমন কি অসেমিটীয় (-non-semitic) লোকদের প্রতিও প্রয়োগ করা হয় এবং (২) মৌলিক ইসলামও বিদেশী বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। সিহ্'রের খাঁটি শাব্দিক অর্থ 'যাদু' নামক একটি বিশেষ ঐন্দ্রজালিক ব্যবস্থা। অভিধান অনুযায়ী ইহা হইতেছে বস্তুর আসল প্রকৃতি (হ'াকী'কা'াঃ) বা রূপ (সু'রাঃ) হইতে প্রতিসারিত হইয়া এমন এক বস্তুতে পরিবর্তন (স'ারফ্) যাহা অবাস্তব কিংবা মায়া-সদৃশ (খায়াল)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') ও তাঁহার সহচরগণের ধারণায় সিহ্'র অবাস্তব নয়, অবশ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে উহার সাহায্যে প্রাপ্ত সংবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সমগ্র বিষয়টির উপর কু'রআনের অতি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হইতেছে ২ ঃ ১০২ ঃ "এবং তাহারা (সাধারণভাবে অবিশ্বাসী এবং বিশেষরূপে য়াহূদীগণ) সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানেরা যাহা আবৃত্তি করিত তাহা অনুসরণ করিত। আর সুলায়মান কখনও অবিশ্বাসী (যাদুকর) ছিলেন না; বরং শয়তানগুলি অবিশ্বাসী ছিল। তাহারা মানুষকে যাদুবিদ্যা (সিহ্'র) শিক্ষা দিত; যাহা বাবিলে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল; এবং তাহারা 'আমরা একটি পরীক্ষা (ফিতনাঃ) মাত্র, সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যান করিও না' এই কথা না বলিয়া কাহাকেও শিক্ষা প্রদান করিত না। অনন্তর তাহারা (শিক্ষার্থিগণ) ফিরিশতাদ্বয়ের নিকট স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী বিষয় শিক্ষা করিত, অথচ আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত তাহারা কাহারও ক্ষতি সাধন করিতে পারিত না। তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদের ক্ষতি সাধন করিত এবং কোন উপকারে আসিত না, আর তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিত যে, যে ব্যক্তি উহা ক্রয় করে পরজগতে তাহার কোন অংশ নাই।" ২ ঃ ১০২ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যার উপর সিহ্'র (যাদু) সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

আল-বায়দ'াব'ী ও আয-যামাখশারী তাহাদের তাফসীরে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য তাফসীরেও যাদুবিদ্যার উপর দীর্ঘ টীকা বিদ্যমান, উদাহরণস্বরূপ আত'-ত'াবারীর তাফসীর, ১ঃ ৩৩৪—৩৫৩ এবং আর-রাযীর মাফাতীহ্' ১ ঃ ৪২৭—৪৪০ (কায়রো ১৩০৭ হি.)। উক্ত তাফসীরকারকগণ বলেন, "শয়তানেরা যাদুর উৎস, তাহারা আসমানে আড়ি পাতিয়া ফিরিশতাদের আলোচনা শুনিত এবং উহার সহিত মিথ্যা সংমিশ্রণ করিত; অতঃপর কাহিন্দের নিকট তাহা পরিবেশন করিলে তাহারা পুস্তক প্রণয়ন করিত।" য়াহূদীগণ এমনও বলিয়াছে যে, সুলায়মান ('আ) নবী ছিলেন না, ছিলেন একজন যাদুকর (রাযী, পৃ. ৪২৮)। আলোচ্য আয়াতটি ইহার উত্তর। কু'রআনের অন্যান্য স্থানে উক্ত হইয়াছে (৩৭ ঃ ৬; ৪১ ঃ ১২; ৬৭ ঃ ৫; ৭২ ঃ ৮৯), জিন্ন নিকটবর্তী আকাশের নিকট গিয়া ফিরিশ্তাদের (আল-মালা'উ'ল-আ'লা) আলোচনা শোনে, তখন প্রহরারত ফিরিশ্তাগণ শোভার নিমিত্ত আকাশে স্থাপিত দীপরাশি তাহাদের দিকে নিক্ষেপ করেন। এইভাবে শয়তানেরা শ্রবণ করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু এখন (আল-আ্যানা ৭২ ঃ ৯)—স্পষ্টত হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর আবির্ভাবকাল হইতে—তাহারা ফিরিশ্তাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ তৎপর দেখিতে পায়। কিরূপে শয়তানেরা মহামিথ্যাবাদীদের (আফফাক্) নিকট আগমন করে এবং নিজেদের শ্রুত বিষয় উহাদিগকে শোনায় সে সম্পর্কে কু'রআনের ২৬ ঃ ২২১—২২৫ আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে। তবঘুরে কবিগণও তাহাদের অনুকরণ করে। তাহারা প্রান্তরে প্রান্তরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং মুখে যাহা বলে তাহা কার্যত কখনও করে না। জিন্নের এরূপ প্রভাবান্বিত কবিতার জন্য দ্র. Goldziher, Abh. zur arab philologie i., pp. 1-121 এবং এই অংশের জন্য বিশেষরূপে. পৃ. ২৭, নোট ২।

পরবর্তীকালে মুসলিম লেখকগণ সকল বৈধ ইন্দ্রজালকে সুলায়মান ('আ)-এর সঙ্গে জড়িত করিয়াছেন (উপরে দ্র.)। সিহ্'রের অন্যান্য ঘটনাবলী এবং উহার সমপর্যায়ের বিষয়সমূহ হযরত মূসা ও 'ঈসা ('আ)-এর কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। হযরত মূসা ('আ) এবং ফির'আওনের যাদুকরদের সঙ্গে তাঁহার প্রতিযোগিতার বৃত্তান্ত কতিপয় সূরাঃতে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিছু আয়াত আবার হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সহিত সংশ্লিষ্ট, যথাঃ ৬ ঃ ৭, ১০ ঃ ২ ইত্যাদি। এই সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাংশ এবং প্রচলিত কথা রহিয়াছে ঃ ২০ ঃ ৭৫, ৭৬; ৪৩ ঃ ৩০, ৪৬ ঃ ৭ আয়াতে সিহ্'র উল্লিখিত হইয়াছে আল-হ'াক্ক' 'বাস্তবতার' বিপরীতে এবং ৫২ ঃ ১৫ আয়াতে তাহা জাহান্নামের বাস্তবতার বিপরীতে। ২১ ঃ ৩ প. আয়াতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের উল্লেখ রহিয়াছে, যথাঃ তাঁহার নিকট অবতীর্ণ বাণী সিহ্'র, উহা 'অসংলগ্ন স্বপ্ন' ইত্যাদি এবং ৭৪ ঃ ২৪ আয়াতে কু'রআনের আয়াতকে سحر يؤثر অর্থাৎ অন্যের কাছে 'শিক্ষা করা যাদু' নামে অভিহিত হইয়াছে। কু'রআনের আয়াত ও প্রমাণকে অবিশ্বাসীরা ইন্দ্রজাল নামে আখ্যায়িত করিয়াছে, ১১ ঃ ৭, ৩৪ ঃ ৪৩, ৪৩ ঃ ৩৪ ইত্যাদি। কিন্তু হযরত মুহ'াম্মাদ (স') অবিশ্বাসীদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ইন্দ্রজাল কিংবা অলৌকিক কোন নিদর্শন দেখান নাই।

পরবর্তীকালে সিহ্'র সম্পর্কে বিতর্ক উপস্থিত হইলে হ'াদীছ'-এর মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু এইগুলির নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা মুশ্কিল। মুসলিমের স'াহ'ীহ' (সালাম, হ'াদীছ' ৪০ প.) হইতে ঔষধ (তি'ব্ব) ও কু'রআনের আয়াতের সাহায্যে চিকিৎসা (রুক্'য়াঃ), বৈধ ও অবৈধ ইন্দ্রজাল, বিষ, শয়তান, গু'ল, ক'াহানাঃ ত'াইরাঃ এবং ফা'ল সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বপ্নযোগে মহানবী (স')-এর দর্শন লাভ এবং সাধারণভাবে স্বপ্ন বিষয়ের জন্য দ্র. মুস্লিম, রু'য়া, হ'াদীছ' ১ প.। স'াহ'ীহ' হ'াদীছ' অনুসারে সিহ্'রের বাস্তবতা স্বীকৃত তাহা যাদু হিসাবেই হউক কিংবা অবিশ্বাসী জিন্নের বিকৃত বাণী হিসাবেই হউক, কিন্তু মু'তাযিলীরা এই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করিতেন, [ইব্ন কু'তায়বাঃ (মৃ. ২৭৬/৮৮৯), মুখ্তালিফু'ল-হ'াদীছ', কায়রো ১৩২৬ হি., পৃ. ২২০—২৩৫; এতদ্ব্যতীত আরও দ্র.

Goldziher, Moh. stud. ii. 136 প.]। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-কে যাদু করা হইয়াছিল বলিয়া যে সকল হ'াদীছ উক্ত হইয়াছে, মু'তাযিলীগণ সেইগুলির কঠোর ভাষায় সমালোচনা করিয়াছেন। কারণ তাহাদের মতে একজন রাসূলের পক্ষে, যিনি আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থাকেন (মাস্'ম) যাদুগ্রস্ত হওয়া অসম্ভব। তাহারা কু'র্আনে উল্লিখিত যাদু [যথা : হযরত মূসা ('আ)-এর কাহিনীতে সূরাঃ ২ : ১০২-এ উল্লিখিত] সম্পর্কেও সন্দিহান, তাঁহাদের মতে উহা কৌশল বা 'তাখয়ীল' ব্যতীত কিছু নহে।

ফিহ্‌রিস্ত (৩৭৭—৪০০/৯৮৭—১০১০ সালে রচিত) পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরবর্তীকালে মায়াবিদ্যার প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল এবং সে সম্পর্কে এক বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এতদ্-সংক্রান্ত প্রধান অংশটি ৮ম মাক'ালাঃ-র দ্বিতীয় ফান্নে (অধ্যায়) বিদ্যমান (সম্পা. Flugel. 308 প.)। উক্ত লেখকের মতে বৈধ এবং অবৈধ সকল ঐন্দ্রজালিকের বিশ্বাস যে, ঐন্দ্রজালিকের প্রতি অশরীরী জীবের আনুগত্যের ফলে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হইয়া থাকে। বৈধ ঐন্দ্রজালিকগণ (আল-মু'আযযিমূন) বলেন, তাঁহারা আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকার এবং তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া অশরীরী জীবদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন। পক্ষান্তরে অবৈধ ঐন্দ্রজালিকদের (আস-সাহ'ারাঃ) ধারণা, তাহারা অনেক চেষ্টা-তদবীর দ্বারা এবং আল্লাহ্‌র অপ্রিয় মন্দ কার্য দ্বারা অশরীরী জীবদিগকে করায়ত্ত করিয়াছে। উক্ত লেখক কয়েক প্রকার ইন্দ্রজালের, বিশেষ করিয়া তখন মিসরে (ঐন্দ্রজালিকদের বাবিল) যাহা প্রচলিত ছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গে দার্শনিক ও নক্ষত্র-উপাসক, ভারতীয়, চীনা এবং তুর্কীদেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদ ('আ) যিনি সর্বপ্রথম জিন্ন জাতিকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করিয়াছেন, বৈধ ইন্দ্রজালের (আত'-ত'ারীক'া-তু'ল-মাহ্'মূদাঃ) প্রবর্তক বিবেচিত। জামশীদের পারসিক ইন্দ্রজাল সম্পর্কেও অনুরূপ উক্তি করা হইয়াছে; পারসিক পৌরাণিক কাহি-নীতে তাঁহার স্থান এবং সুলায়মান ('আ)-এর সঙ্গে তাঁহার পরিচয়-বিভ্রাটের বিবরণের জন্য বিশেষরূপে দ্র. E. G. Browne. Lit. Hist. of Persia, ১খ, ১১২—১১৪। হযরত সুলায়মান ('আ)-এর রচিত বলিয়া কথিত ঐন্দ্রজালিক সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ আল-জাওবারী-কৃত 'কিতাব ফী কাশ্‌ফি'ল-আস্‌রার'-এ প্রদত্ত হইয়াছে (দ্র. de Goeje in ZDMG, xx. 486 প. এবং Fleischer in ZDMG, xxi 274)। পরিশেষে ফিহ্‌রিস্ত জিন্ন জাতীয় জীবের ৭০টি নামের এক তালিকা পেশ করিয়াছে। ক'াযব'ীনীর 'আজা-'ইবু'ল-মাখলূক'াত (ed. Wustenfeld, p. 371 প.) এবং দামীরীর হ'ায়াতু'ল-হ'ায়াওয়ান (কায়রো ১৩১৩ হি., ১খ, ১৭৭-১৮৭) গ্রন্থদ্বয়ে আরও অধিক তালিকা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অনুরূপভাবে অবৈধ ইন্দ্রজালের (আত'-ত'ারীক'াতু'ল-মায্'মূমাঃ) প্রবর্তক দেখানো হইয়াছে স্বয়ং ইব্‌লীসকে—ইব্‌লীস-তনয়া অথবা তাহার পুত্র তনয়া বায়দাখের মাধ্যমে। ফিহ্‌রিস্তে কয়েকটি ব্যক্তিগত নামের এবং তাহাদের কতিপয় পুস্তকের উল্লেখও রহিয়াছে।

ফিহ্‌রিস্ত প্রণেতা আসলে বাস্তব ইন্দ্রজালে সন্দিহান ছিলেন, তবে তিনি সাধারণভাবে গ্রন্থাবলীতে প্রাপ্ত জীবনচরিত ও গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, কিন্তু আল-গ'াযালী (মৃ. ৫০৫/১১১১) অনুরূপ কোন সন্দেহ পোষণ করিতেন না। তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক জগত একেবারে বাস্তব ছিল; সমগ্র ইহ্'য়াতে তিনি জিন্ন, শয়তান এবং তাহাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (দ্র. Macdonald, Religious Attitude in Islam, 274 প.)। এ ব্যতীত স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কেও তিনি লিখিয়াছেন (আত্-তাহ্‌বীর ফী 'ইল্‌মি'ত-তা'বীর, আলেপ্পো ১৩২৮ হি.)। আল-গ'াযালীর এতদ্‌সম্পর্কীয় আরও আলোচনার জন্য দ্র. Goldziher's introduction to his Livre d'Ibn Toumert, Alger. 1903, পৃ. ১৫ প.। তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারায় তিনি প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ঐ সকল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি দিয়া-ছিলেন এবং তাঁহার যৌক্তিকতাও খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। একজন নিষ্ঠাবান দার্শনিক হিসাবে ঐন্দ্রজালিকদের বিবেচনা ও শ্রেণীবিভাগ তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহা ইহ্'য়া' (কায়রো ১৩৩৪ হি., ১খ, ১৫, ২৬)-র প্রাথমিক পর্যায়ে করিয়াছেন। যে সকল বিদ্যা নবীগণ কর্তৃক প্রদত্ত হয় নাই তন্মধ্যে কতিপয় নিন্দার্হ এবং সেই নিন্দনীয়-গুলির উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ইন্দ্রজাল (মন্ত্র, কবচ) এবং ভোজবাজীর ধেত-বিজ্ঞান। তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেইগুলি মানুষের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক করিয়া থাকে, তাই এত নিন্দার্হ (সুপরিচিত মুসলিম উপযোগবাদ অনুসারে)। আল-গ'াযালীর সমালোচনায় পণ্ডিতবর্গের অভিমত এই যে, কেবল অসদ্-উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যাদুবিদ্যাই নিন্দার্হ; অন্যপক্ষে ইন্দ্রজালের প্রভাব এবং নবীদের মু'জিযাঃ ও আল্লাহ্‌র ওয়ালীগণের কারামাতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য ইন্দ্রজালের জ্ঞান অত্যাবশ্যক (আল-বায়দ'াব'ী, সম্পা. Fleischer, i. 76)।

আর-রাযী সূরাঃ ২ : ১০২-এর টীকায় (মাফাতীহ্', কায়রো ১৩০৭ হি., ১খ, ৪২৭ প.) এক উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রজালকে দেহের উপর মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার প্রভাবরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। আর-রাযীর এই ধারণাকে ইব্‌ন খাল্‌দূন এতটা উন্নত ও সম্প্রসারিত করিয়াছেন যে, তাহা বাস্তবক্ষেত্রে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক স্বয়ংক্রিয় মতবাদের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিল (মুক'াদ্দিমাঃ, সম্পা. Quatremere, ১খ, ১১১-৯৫; ৩খ, ১২১ প.)। তাঁহার মতে ইন্দ্রজালের প্রয়োজনীয় শক্তি ঐন্দ্রজালিকের 'নাফ্‌স'-এর মধ্যে নিহিত। আল-বূনী (মৃ. ৬২২/১২২৫)-র ঐন্দ্রজালিক 'শামসু'ল-মা'আরিফ'-এ (দ্র. GAL, i. 655) (যাহা অদ্যাবধি বহুল পরিমাণে সমাদৃত, লেখক বৈধ ইন্দ্রজাল নির্ধারণনীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইব্‌ন খাল্‌দূনের মতে এইসব ইন্দ্রজাল অবৈধ, কারণ দাবী করা হয় যে, এইসব ইন্দ্রজালের উৎস হইতেছে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ, আল্লাহ নহেন। পূর্ববর্তী নবীদের অলৌকিক ক্ষমতার কাছে অবিশ্বাসী জিন্ন এবং অবিশ্বাসী ঐন্দ্রজালিকদের পরাজয়ের বহু কাহিনী প্রচলিত আছে।

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে উদ্ধৃত আল-বূনীর গ্রন্থ ছাড়াও যাদুর অসংখ্য গ্রন্থ প্রচলিত আছে। আরও দ্র. : (১) A. Guillaume, Prophecy and Divination (London 1938), (২) Bousquet, Fiqh et sorcellerie, in AIEO, viii. এবং জাফ্‌র, জিন্ন, গূ'ল, হ'ামাইল, হারূত ওয়া মারূত, 'ইফ্‌রীত, কাহিন, শয়তান প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্র.।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

সীরাত (سيرة ; সীরাঃ) ক্রিয়াপদ سار-يسير-سير-এর مصدر। ইহার অর্থ : (১) যাওয়া, যাত্রা করা, চলা; (২) মায্'হাব বা ত'ারীক'াঃ; (৩) সুন্নাঃ; (৪) আকৃতি; (৫) অবস্থা; (৬) কীর্তি;

(৭) কাহিনী, প্রাচীনদের জীবন ও ঘটনাবলীর বর্ণনা ; (৮) মুহ'াম্মাদ (স')-এর গ'াযওয়াসমূহের বর্ণনা, (৯) অমুসলিমগণের সহিত সম্পর্কে—যুদ্ধ এবং শান্তির সময়ে, মুহ'াম্মাদ (স') যাহা বৈধ বা অবৈধ মনে করিতেন তাহার বর্ণনা কিংবা মুহ'াম্মাদ (স')-এর জীবন চরিত, সম্প্রসারিত অর্থে বীরপুরুষদের কীর্তির বর্ণনা। যথা : سيرة عنترة এবং سيرة سيف بن ذى يزن এবং তাহাদের জীবন চরিত। প্রথমোক্ত কয়েকটি অর্থের জন্য لسان العرب ,تاج العروس এবং Lane দ্র.।

এই শব্দটি কু'রআনে 'আকৃতি বা অবস্থা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولٰى—২০ : ২১)। শব্দটির পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে থানাব'ীর كشاف اصطلاحات الفنون গ্রন্থে বলা হইয়াছে : আসলে سير-এর অর্থ ছিল চলা, যাওয়া ; পরে শারী'আতের পরিভাষায় ইহার অর্থ হইয়া যায় কাফির, বিদ্রোহী, আশ্রয়প্রার্থী, যি'ম্মী ও ইসলামত্যাগীদিগের সহিত সম্পর্কে মু'মিনগণের পন্থা বা রীতি (দ্র. جامع الرموز এবং البرجندى) এবং এই অর্থটি প্রবল হইয়া পড়ে। فتح القدير বর্ণিত মতে ইহার অর্থ বিশেষভাবে কাফিরদের সহিত যুদ্ধ (غزوة) রীতির সহিত সম্পর্কিত হয়। বিশেষভাবে মুহ'াম্মাদ (স')-এর যুদ্ধের (مغازى) রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে এই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু ইহার সাধারণ অর্থ طريقة فى الامور سنة فى المعاملات (যথাক্রমে কর্মপদ্ধতি এবং পারস্পরিক সম্পর্কের রীতি), যেমন বলা হয় : سار ابو بكر رض بسيرة رسول الله صلى الله عليه و سلم [আবূ বাক্র (রা) অনুসরণ করিলেন রাসূল কারীম (স')-এর রীতি]।

مغازى-কে سير এই কারণে বলা হয় যে, ইহার প্রথম পদক্ষেপ السير الى الغزوة (গ'াযওয়াঃ যাত্রা)। كتاب السير বলিতে বুঝায় এমন গ্রন্থ যাহাতে গ'াযীদের, তাঁহাদের সহায়কগণের এবং যুদ্ধরত কাফিরদিগের সহিত মু'মিনদের আমীরের ব্যবহার, সম্পর্ক ও লেনদেনের আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। مناسك বলিতে যেমন প্রধানত হ'াজ্জের আহ্'কামকে বুঝান হয়, তদ্রূপ سير বলিতে পারিভাষিকভাবে প্রধানত গ'াযওয়ার আহ্'কাম বুঝা যায়। ফিক্'হের পরিভাষায় ইহার অর্থ আন্তর্জাতিক আইন। ইমাম মুহ'াম্মাদ ইবনু'ল-হ'াসান আশ-শায়বানী (র)-কৃত গ্রন্থ السير الكبير-এর ইহাই বিষয়বস্তু (দ্র. শিবলী নু'মানীকৃত সীরাতু'ন-নু'মান এবং মুহ'াম্মাদ হ'ামীদুল্লাহ রচিত اسلام كا بين الاقوامى قانون)।

রাসূল কারীম (স')-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ আর জীবন চরিত অর্থেই পারিভাষিকভাবে প্রধানত সীরাত শব্দের ব্যবহার হয়। তাঁহার চরিত্র এবং রীতি-পদ্ধতি সংক্রান্ত হ'াদীছ'সমূহের অর্থে সীরাত শব্দটির ব্যবহার ভ্রমাত্মক। বস্তুত প্রমাণিত হওয়ার বিবেচনায় হ'াদীছে'র মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ। সীরাত গ্রন্থসমূহে উদ্ধৃত রিওয়ায়াতগুলি হ'াদীছে'র মুকাবিলায় অনেক নিম্নমানের। এই কারণে হ'াদীছ'বেত্তাগণ, যাঁহারা হ'াদীছে' যাচাই-বাছাই (جرح و تعديل) করিয়াছেন, তাঁহারা মুহ'াদ্দিছ'গণ এবং চরিতকারগণকে দুইটি পৃথক দলে (বরং কখনও বিপরীতধর্মী দলে) বিভক্ত করিয়াছেন। কারণ বর্ণনা (رواية) গ্রহণের বেলায় মুহ'াদ্দিছ'গণ যতখানি সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, চরিতকারগণ তদ্রূপ সাবধানতা সহকারে বর্ণনার প্রামাণ্যতা যাচাই করেন নাই। মুহ'াদ্দিছ'গণ হ'াদীছে'র যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষার মানদণ্ডস্বরূপ যে নীতিমালা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, যাহা اصول حديث-রূপে খ্যাত হইয়াছে, তাহার নিরিখে বিচার করিয়া হ'াদীছ' গ্রহণ বা বর্জন করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা اسماء الرجال নামে খ্যাত চরিতাভিধান সংকলন করিয়াছিলেন যাহাতে হ'াদীছ' বর্ণনাকারিগণের পরিচয়, ব্যক্তিগত চরিত্র, যাঁহাদের নিকট তাঁহারা হ'াদীছ' অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগকে তাঁহারা হ'াদীছ' শিক্ষা দিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্যক্ বর্ণনা, বর্ণনাকারীদের স্মরণশক্তি, হ'াদীছ' সংরক্ষণে তাঁহাদের কৃতিত্ব এবং যত্ন ইত্যাদি বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। হ'াদীছে'র প্রামাণিকতা পরীক্ষায় তাহা খুবই সহায়ক হইয়াছে। চরিতকারগণ এত আয়াশ স্বীকার করেন নাই। এতদসত্ত্বেও এইরূপ মনে করা ঠিক হইবে না যে, চরিতকারগণের কৃত গ্রন্থগুলি সবই অনির্ভরযোগ্য ও অপ্রামাণ্য। ইহাদের রিওয়ায়াতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাচাই-বাছাইয়ের নীতিমালার নিরিখে প্রামাণ্য।

সীরাত বা চরিতগ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করা হইয়াছিল এইজন্য যে, হযরত (স')-এর চরিত্র, কর্ম, অভ্যাস এবং তাঁহার জীবনের অন্যান্য ব্যাপার সম্বন্ধে তথ্যগুলি হ'াদী'ছের সংকলনগুলিতে সংরক্ষিত আছে। এই তথ্যগুলি সময়ানুক্রমে (Chronologically) সজ্জিত নহে। সীরাত রচনায় একটি সুস্পষ্ট বিন্যাস অনুসৃত হয়, সুতরাং ইহাও জ্ঞানের একটি শাখা। ইব্ন ইসহ'াকে'র কিতাবকে যেমন 'মাগ'াযী' বলা যায় তেমনি 'সীরাত'ও বলা যাইতে পারে। তদ্রূপ মুহ'াদ্দিছ'গণের পরিভাষায় হযরত (স')-এর বিশিষ্ট গ'াযওয়াগুলির বর্ণনাসম্বলিত গ্রন্থকে 'মাগ'াযী' এবং 'সীরাত' উভয়ই বলা যায়। মাগ'াযী গ্রন্থের বিষয়বস্তু বেশীর ভাগ আসলে জীবন চরিতই। পরবর্তীতে ফাক'ীহ্দের পরিভাষায় 'সীরাত' অর্থে গ'াযওয়াঃ এবং জিহাদের নীতি-পদ্ধতিকে বুঝান হইতে লাগিল।

এই ধারণাটিও ভ্রমাত্মক যে, হযরত (স')-এর হ'াদীছ' হিজরী তৃতীয় শতক পর্যন্ত কেবল মৌখিকভাবেই রক্ষিত হইয়াছিল। বস্তুত বহু সংখ্যক হ'াদীছ' শুরুতেই লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। উদাহরণত (১) 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র ইবনি'ল-'আস', আবূ হুরায়রাঃ, আনাস (রা) প্রমুখ অনেক স'াহ'াবী (রা) বহু হ'াদীছ' লিখিয়া লইয়াছিলেন ; (২) আদেশ-উপদেশমূলক ফরমান, যাহা প্রশাসন-কর্মচারীদের নিকট প্রেরিত হইত ; (৩) চুক্তিপত্রাদি ও প্রদত্ত বিধানাদি (احكام), (৪) রাজা-বাদশাহদের কাছে প্রেরিত হযরত (স')-এর পত্রাবলী ইত্যাদি—সবই লিপিবদ্ধভাবে রক্ষিত হইত। ক্রমেই এই লিখিত সম্ভারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল এবং উমায়্যাঃ খিলাফাতের প্রথমদিকে এইগুলিকে পুস্তকাকারে সংকলিত করা হইয়াছিল। অবশেষে সংগ্রহ, সংকলন ও পুস্তকাকারে সংরক্ষণ ব্যাপক হইয়া পড়িল।

এই উক্তি সত্যভিত্তিক নহে যে, 'আরবদের পুরাতন গোত্রগাথা কীর্তনের রীতি অনুযায়ী রাসূল কারীম (স')-এর গ'াযওয়াঃগুলিও অহমিকা প্রকাশের জন্য কীর্তিত হইয়াছিল (দ্র. Encyclo. of Islam, Leiden, Article SIRA)। বাস্তব কথা এই যে, যখন কু'রআন হযরতের জীবনাদর্শকে মুসলিমগণের অনুকরণীয় আদর্শ (اسوة حسنة ৩৩ : ২১)-রূপে স্থাপন করিল, তখন হইতে মুসলিমগণ তাঁহাদের নবীর জীবনের প্রতিটি তথ্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন তাঁহার আদর্শ অনুসরণের গৌরব অর্জনের উদ্দেশ্যে। মাগ'াযী অর্থাৎ হযরত (স')-এর যুদ্ধ-সংগ্রামও স্বভাবত এই তথ্য-সংগ্রহ প্রচেষ্টার আওতাভুক্ত হইল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মাগ'াযীর ক্ষেত্রে হযরত (স')-কে কেবল একজন সেনাধ্যক্ষের ভূমিকায় দেখেন, তাঁহার নুবুওয়াতের দাবীর কথা ভুলিয়া যান। হযরত (স')-এর অনুসারিগণ তাঁহাদের রাসূল মুহ'াম্মাদ (স')-এর জীবনের পরিপূর্ণরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য

হ'াদীছ' সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সেনাপতি মুহ'াম্মাদ (স') স্বাভাবিকভাবে ইহার আওতায় আসেন। সুতরাং হ'াদীছে'র মধ্যে মাগ'াযীও অন্তর্ভুক্ত হয়। মুহ'াম্মাদ (স')-এর সৈন্য পরিচালন নৈপুণ্যের বড়াই করার উদ্দেশ্য থাকিলে মাগ'াযী-জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি পড়িত বহু পূর্বে অথচ জ্ঞানের একটি আলাদা শাখারূপে মাগ'াযীর প্রতি মনোসংযোগ হইয়াছিল অনেক পরে। এমন কি সাধারণ লোকের মধ্যে মাগ'াযী লেখকদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে তাঁহাদের নির্ভরযোগ্যতা অনেক নিম্নধাপে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল—ওয়াকি'দীকে ত তাঁহারা মিথ্যুকই বলিয়াছেন (দ্র. শিব্লী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, মুক'াদ্দামাঃ)।

উমায়্যাঃ বংশের আমলে মাগ'াযী জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। 'উমার ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয (র) মাগ'াযীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাঁহারই আদেশে 'আসি'ম ইব্ন 'উমার ইব্ন ক'াতাদাঃ (মৃ. ১২১ হি.) দামিশ্ক'-এর মসজিদে মাগ'াযী এবং মানাকি'ব (কৃতিত্ব)-এর শিক্ষা দান করিতেন। এই সময়কালে ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী (মৃ. ১২৪ হি.) মাগ'াযী সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেন এবং তাঁহারই প্রভাবে মাগ'াযীর প্রতি লোকের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাপকতা লাভ করে, এমন কি কয়েকজন লেখক صاحب المغازى অর্থাৎ মাগ'াযীবিশারদরূপে আখ্যায়িত হন। ইব্ন ইস্হ'াক'ও (মৃ. ১৫১/৮৬৭) যুহ্রী-র শাগরিদ ছিলেন, যেমন ছিলেন মূসা ইব্ন 'উক্'বাঃ আল-আসাদী (মৃ. ১৪১/৭৮৫)। শেষোক্ত লেখক মাগ'াযীমূলক লেখার সমালোচনা ও ইহার নীতি-মালার প্রচলন করেন। এই ব্যাপারে ইবন ইস্হ'াক' এত খ্যাতি লাভ করেন যে, তিনি মাগ'াযী-বিদ্যার ইমামস্বরূপে কীর্তিত হইতে থাকেন যদিও ইমাম বুখারী (র) প্রমুখ মুহ'াদ্দিছ' তাঁহাকে আদৌ গ্রাহ্য করেন নাই। ইব্ন ইস্হ'াক'-কৃত 'কিতাবু'ল-মাগ'াযী' এখন দুষ্প্রাপ্য, পাওয়া যায় শুধু ইব্ন হিশাম (মৃ. ২১৮/৮৩৪)-কৃত 'সীরাত' গ্রন্থ, কোথাও সংক্ষিপ্ত এবং কোথাও পরিবর্ধিত আকারে। অবশ্য ত'াবারী তাঁহার 'তা'রীখ' এবং 'তাফ্সীর'-এ ইব্ন ইস্হ'াকে'র রিওয়ায়াত-এর বিস্তর উদ্ধৃতি দিয়াছেন। ইব্ন হিশাম কৃত 'সীরাত' খুবই প্রসিদ্ধ; ইহাতে তিনি সীরাত সংক্রান্ত পারি-ভাষিক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইব্ন ইসহ'াক'-কৃত 'সীরাত রাসূলিল্লাহ ওয়া'ল-মাগ'াযী' হস্তলিখিত কপি (য়ূনুস ইব্ন বুকায়র মৃ. ১৯৯/৮১৪-এর বর্ণনায়) مكتبة القرو يين' فاس-এ বিদ্যমান আছে (দ্র. আহ্'মাদ আমীন, ضحى الاسلام, ২খ, ৩৩; Brockelmann, تاريخ الادب العربى (تعريب) ৩খ, ১১-১২)।

সীরাত ইব্ন হিশাম সম্ভবত সর্বপ্রথম গ্রন্থ যাহাকে 'মাগ'াযী'-র পরিবর্তে 'সীরাত' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। Wustenfeld কর্তৃক সম্পাদিত কপির প্রথম পৃষ্ঠায়-هذا كتاب سيرة رسول الله (ص) এই কথাটি দৃষ্ট হয়। ওয়াকি'দীতেও এই শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. ইব্ন সা'দ, ত'াবাক'াত, ২/১, ১৮: من روى السيرة)। ওয়াকি'দীর শাগরিদ ইব্ন সা'দও এবংবিধ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যথা: هؤلاء اعلم بالسيرة و المغازى من غيرهم (ত'াবাক'াত, ৩/২খ, ১৫২)। অধিকন্তু 'সীরাত' শব্দটি এই কাল পর্যন্ত সাধারণভাবে রাসূল ভিন্ন অন্যদের জীবন চরিত অর্থেও ব্যবহার করার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। উদাহরণ: 'আওয়ানাঃ আল-কাল্বী (মৃ. ১৫৮ হি.) অথবা মিন্জাব ইব্ন হ'ারিছ' তামীমী (মৃ. ২৩১ হি.) রচিত একটি কিতাব-সীরাত মু'আবি'য়াঃ ওয়া বানী উমায়্যাঃ—ইহার উল্লেখ দেখা যায় الفهرست পৃ. ৯১, س ১৮-তে। Brockelmann-এ এইরূপ বহু উদাহরণ বিদ্যমান, যথা: سير السلطان الملك الظاهر، بيبرس ' سيرة عمر بن عبد العزيز و سيرة العمرين ইত্যাদি। ইব্ন সা'দ-এর গ্রন্থ ত'াবাক'াত-এর দুইটি খণ্ডে হযরত (স')-এর জীবনী আলোচিত হইয়াছে (মোট ১২ খণ্ড, Leiden হইতে প্রকাশিত)।

'আল্লামাঃ শিব্লী নু'মানী তাঁহার রচিত সীরাতু'ন-নাবী-র মুক'াদ্দামাঃতে সীরাতে বিশেষজ্ঞ 'উলামা'র একটি দীর্ঘ তালিকা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'আরবীতে লিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সীরাত গ্রন্থের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল: আহ্'মাদ ইব্ন য়াহ্'য়া আল-বালাযু'রী (মৃ. ২৭৯ হি.)-কৃত انساب الاشراف, ১খ.; ইব্ন হ'াযম (মৃ. ৪৫৬ হি.)-কৃত جوامع السيرة; ইব্ন 'আব-দি'ল-বার্র (মৃ. ৪৬৩ হি.)-কৃত الدرر فى اختصار المغازى و السير; আবদু'র-রাহ্'মান আস-সুহায়লী (মৃ. ৫৮১ হি.)-কৃত الروض الانف (সীরাত ইব্ন হিশামের ভাষ্য), সুলায়মান ইব্ন মূসা আল-কালা'ঈ আল-উন্দুলুসী (মৃ. ৬৩৪ হি.)-কৃত الاكتفاء فى مغازى رسول الله (ص); 'আবদু'ল-মু'মিন আদ-দিম্য়াত'ী (মৃ. ৫০৭ হি.)-কৃত المختصر فى سيرة سيد البشر; ইব্ন সায়্যিদ আন-নাস (মৃ. ৭৩৪ হি.)-কৃত عيون الاثر; ইব্নু'ল-ক'ায়্যিম (মৃ. ৭৫১ হি.)-কৃত زاد المعاد فى هدى خير العباد; ইব্ন কাছ্'ীর (মৃ. ৭৭৪ হি.)-কৃত السيرة النبوية, চারি খণ্ডে; ইব্-রাহীম ইব্ন মুহ'াম্মাদ (মৃ. ৮৪১ হি.) কৃত نور عيون الاثر, النبراس-এর ভাষ্য; আল-মাক্'রীযী (মৃ. ৮৪৫ হি.)-কৃত امتاع الاسماع; আল-ক'াসত'াল্লানী (মৃ. ৯২৩ হি.)-কৃত المواهب اللدنية. শাম্সু'দ-দীন আশ-শামী (মৃ. ৯৪২ হি.)-কৃত سبيل الهدى و الارشاد فى سيرة خير العباد = السيرة الشامية নূরু'দ-দীন আল-হ'ালাবী (মৃ. ১০৪৪ হি.)-কৃত السيرة الحلبية (=انسان العيون), আয্-যার্ক'ানী (মৃ. ১১২২ হি.)-কৃত شرح المواهب اللدنية—।

সমষ্টিগতভাবে লিখিত ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থাদিতে সন্নিবিষ্ট রাসূল কারীম (স')-এর বিস্তারিত জীবন বৃত্তান্ত ছাড়াও বিভিন্ন ভাষায় আলাদাভাবে হযরতের বহু জীবনী গ্রন্থ রহিয়াছে এবং ক্রমাগত রচিত হইতেছে। য়ুরোপীয় নানা ভাষায়ও হযরতের জীবনী লেখা হইয়াছে এবং এখনও লেখা চলিতেছে। প্রথমে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং ধর্ম-তাত্ত্বিক বিতর্ক হইতে ইহার সূত্রপাত হয়। অতঃপর গবেষণা ও অনুসন্ধানের নামে হযরতের জীবন-চরিত রচিত হইতে থাকে, কিন্তু ইহাতেও রাজনৈতিক কোন্দল এবং ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের ছায়া পড়ি-য়াছে। এইরূপ পক্ষপাতদুষ্ট লেখকগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: William Muir, Goldziher, Margoliouth, Sprenger, Lammens, Caetani। শেষোক্ত দুইজন লেখকের সীমাহীন অতিরঞ্জন এবং দায়িত্বহীন বর্ণনার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায় Noldeke-এর লেখায়। আধুনিক লেখক মণ্টগোমারী ওয়াট তাঁহার রচিত Muhammed at Mecca গ্রন্থের ভূমিকায় ঐ দুই লেখকের গবেষণা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। এই সম্পর্কে শিব্লী নু'মানী তাঁহার রচিত 'সীরাত'-এ, মুহ'াম্মাদ হ'সায়ন হায়কাল তাঁহার কৃত 'হ'য়াত মুহ'াম্মাদ'-এর ভূমিকায় এবং আবু'ল-আ'লা মাওদূদীর 'সীরাত সারওয়ারি 'আলাম,' ১/১খ, পৃ. ৪৭৩-৮৮-তে প্রজ্ঞাপূর্ণ সমালোচনা

করিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থে য়ুরোপীয় প্রাচ্যবিদগণের পক্ষপাত ছাড়াও তাঁহাদের অবলম্বিত জীবনী-রচনা নীতির ভুল-ত্রুটির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

হযরত (স')-এর জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যত রচনা ও লেখা হইয়াছে তাহার পরিপূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করা প্রায় অসম্ভব। উপরি-উল্লিখিত শিব্‌লী ও হায়কালের রচনাদ্বয়ে কতেক reference দেওয়া হইয়াছে। মন্টগোমারী ওয়াটের রচনার উপক্রমণিকায়ও কতেক বই-পুস্তকের তালিকা সংযোজিত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য প্রতিটি ইসলামের ইতিহাস এবং রাসূল (স')-এর জীবনী গ্রন্থে হ'াওয়ালা পাওয়া যায়। ফলকথা, মুসলিম গবেষক ও অনুসন্ধানকারিগণ তাঁহাদের রাসূলের জীবনের প্রতিটি তথ্য এত সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত-ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইহার ফলশ্রুতিতে যে বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কোন তুলনা মিলে না। বস্তুত হযরত (স')-এর বচন ও কর্মের বিবরণের সত্যতা নিরূপণের জন্য যাঁহারা হযরত (স')-এর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এমন প্রায় তের হাজার ব্যক্তির নাম ও বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বিরূপ সমালোচক স্বয়ং Sprenger-এর মতে "পৃথিবীতে এমন কোন সম্প্রদায় হয় নাই, এখনও নাই, যাহারা তাহাদের (মুসলিমদের) মত বারটি শতাব্দী যাবত প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে। যদি মুসলিমগণের রচিত জীবনচরিতমূলক গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা হয় আমরা খুব সম্ভব পাঁচ লাখ কৃতী পুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত লাভ করিব (দ্র. আল-ইস'াবাঃ-এর Sprenger লিখিত ভূমিকা)।" তিনি ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে এই মন্তব্য করিয়াছেন। এই সময়ের পর আরও বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ নিবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থাদি ছাড়া ঃ (১) মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোস্তফা চরিত, সংশোধিত ও পরিমার্জিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৫ খৃ. ; (২) Syed Ahmed Khan, Life of Muhammad, Lahore 1968.

সুজূদ (দ্র. স'ালাত)

সুত্‌রাঃ (سترة) আচ্ছাদন, প্রতিরক্ষা, আশ্রয় বিশেষত স'ালাতে, যেখানে সুত্‌রাঃ অর্থ এমন একটি বস্তু, যথাঃ লাঠি, যাহাকে মুস'াল্লী তাহার সম্মুখে কি'ব্‌লাঃ-র দিকে স্থাপন করে। সে ইহার সাহায্যে নিজেকে একটি কল্পিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখে। ইহার প্রয়োজন এইজন্য যে, কোন লোক যেন এই সুত্‌রাঃ ও মুস'াল্লীর মধ্য দিয়া যাতায়াত করিয়া স'ালাতে মুস'াল্লীর একাগ্রতায় ব্যাঘাত না ঘটায়। একটি হ'াদীছ' অনুসারে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এই সুত্‌রাঃ-র মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সে প্রকৃত প্রস্তাবে শয়তান নামে অভিহিত (বুখারী, স'ালাত, বাব ১০০; দ্র. আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুস্‌নাদ, ৪খ., ২; ত'ায়ালিসী, মুস্‌নাদ, হায়দরাবাদ ১৩২১ হি., সংখ্যা ১৩৪২)।

শব্দটি কু'রআনে দৃষ্ট হয় না। হ'াদীছে' ইহা প্রায়ই আনুষ্ঠানিক গোসলের বর্ণনা প্রসঙ্গে সাতারা (তাসাত্তারা, ইসতাতারা) বি-ছ'াওব-এর সঙ্গে উক্ত হয়, যেখানে গোপন অঙ্গ ঢিলা জামা কিংবা পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয় (যথাঃ বুখারী, স'ায়দ, বাব ১৪, গু'সূল, বাব ২০, মুস্‌লিম, হ'ায়দ', হ'াদীছ' ৭০, ৭১; আবূ দাঊদ, ত'াহারাঃ, বাব ৯২৩; মানাসিক, বাব ৩৭)। অনুরূপভাবে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') আপন স্ত্রীগণকে মানুষের দৃষ্টি হইতে যে পর্দা দ্বারা গোপন রাখিতেন উহার নাম দেওয়া হয় সিত্‌র (বুখারী, মাগ'াযী, বাব ৫৬; নিকাহ', বাব ৬৭)। আরও বলা হইয়াছে যে, মানুষ একটি লক্ষ্যবস্তুর দিকে মুখ করিয়া স'ালাত আদায় করে, সে বস্তুটি তাহাকে জনতা হইতে এরূপ বিচ্ছিন্ন রাখে (রাস্‌তুরুহ মিনা'ন-নাস) যে, সে তাহাদের দ্বারা স'ালাতের একাগ্রতা ভঙ্গ হইতে নিরাপদে থাকে (যথা ঃ বুখারী, হ'াজ্জ, বাব ৫৩; মুস্‌লিম, স'ালাত, হ'াদীছ' ২৫৯; আবূ দাঊদ, মানাসিক, বাব ৫৩)।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স') সুত্‌রাঃ মনোনয়ন ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত-ভাবে যে কোন বস্তু ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন, যথা ঃ ভারবাহী উট, ঘোড়া, গাছ, পশুর পৃষ্ঠোপরি আরোহীর আসন (হাওদাঃ) (বুখারী, স'ালাত, বাব ৯৮), কৌচ (ঐ, বাব ৯৯), বর্শা (হ'ারবাঃ, বাব ৯২), ছড়ি (আনাযাঃ, বাব ৯৩) এবং মসজিদের স্তম্ভসমূহ (বাব ৯৫) ঐ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। সুত্‌রাঃ সম্পর্কে দুইটি অভিমত পাওয়া যায়, একটি অভিমতে খুঁটিনাটি নিয়ম দেওয়া হইয়াছে এবং অপরটি ভিন্নতর।

সুত্‌রাঃ এবং স'ালাত আদায়কারীর মধ্যে কতটুকু দূরত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় তাহা প্রথমোক্ত অভিমত অনুযায়ী এইরূপ ঃ (মামারুরি'শ-শাত) "একটি মেষ অতিক্রমের স্থান", (বুখারী, স'ালাত, বাব ৯১, মুস্‌লিম, স'ালাত, হ'াদীছ' ২৬৩, ২৬৪ ইত্যাদি)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') স্পষ্টরূপে ঘোষণা করিয়াছেন, স'ালাতরত কোন ব্যক্তি এবং তাঁহার সুত্‌রাঃ-র মধ্য দিয়া কাহাকেও অতিক্রম করিতে দেওয়া যাইতে পারে না (বুখারী, স'ালাত, বাব ১০০, ১০১; মুস্‌লিম, স'ালাত, হ'াদীছ' ২৫৮-২৬২ ইত্যাদি)। পথিক, বিশেষত কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক স'ালাতকে (নামাযের একাগ্রতাকে) বিনষ্ট করিয়া দেয়। রাসূল কারীম (স') বলেন ঃ "কোন ব্যক্তি তাহার সম্মুখে কিছু, যথা ঃ ভারবাহী পশু-পৃষ্ঠের আসনের শেষভাগ কিংবা মধ্যভাগ না রাখিয়া স'ালাত আদায় করিলে গমনরত কুকুর, গাধা অথবা স্ত্রীলোক তাহার স'ালাত বিনষ্ট করিয়া দিবে" (তিরমিযী, মাওয়াকী'ত, বাব ১৩৬; আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ৬ ঃ ৮৬)। হ'াদীছ'টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ উল্লিখিত জীব ও নারিগণ স'ালাতের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিলে স'ালাত নষ্ট হয় না।

অন্যমতে স'ালাত কখনও পথিকদের দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না [তিরমিযী, মাওয়াকী'ত, বাব ১৩৫-এর টীকা অনুসারে, ইহা শাফি'ঈ (র) ও অভিমত]। হযরত 'আইশাঃ (রা) ক্রোধস্বরে বলেন ঃ "তোমরা আমাদিগকে গাধা এবং কুকুরের সমপর্যায়ে রাখিয়াছ, আল্লাহর শপথ! মহানবী (স') স'ালাত আদায় করিতেন অথচ আমি তাঁহার ও কি'ব্‌লাঃ-র মধ্যে শয্যায় শায়িত থাকিতাম" (বুখারী, স'ালাত, বাব ১০৫)। হযরত ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর একটি ক্ষুদ্র ঘটনাতে অনুরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ "একদা আমি একটি গর্দভীর পৃষ্ঠে আল্-ফাদ্'লের পশ্চাতে আরোহণ করিয়া আসিতেছিলাম। আমরা মহানবী (স')-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি তাঁহার সঙ্গীগণসহ মিনাতে স'ালাত আদায় করিতেছেন। আমরা তখন অবতরণ করিয়া সারি মধ্যে নিজেদের স্থান দখল করিয়া লই, আর পশুটি লোকের মধ্যে ছোটাছুটি করিতে থাকে, অথচ তাহাতে কাহারও স'ালাত বিনষ্ট হয় নাই" (তিরমিযী, মাওয়াকী'ত, বাব ১৩৫; দ্র. আহ'মাদ ইব্‌ন

হ'াম্বাল, ২খ, ১৯৬)। উপরিউক্ত হ'াদীছ'গুলির তাৎপর্য স'ালাতে একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়া, মূল স'ালাত নহে।

শাফি'ঈগণ সুত্রাঃ-কে সুন্নাত বলেন। ফাক'ীহদের এতদ্‌সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত মুসলিমের স'াহ'ীহ'-এর উপর আন-নাওয়াবী'র ব্যাখ্যাতে প্রদত্ত হইয়াছে, কায়রো ১২৮৩ হি., ২খ, ৭৬ প.; আরও দ্র. তিরমিযী'র মাওয়াক'ীতু'স-স'ালাত অধ্যায়ের বাব ১৩৩-১৩৬-এর উপর তাঁহার মন্তব্য।

আবু ইসহ'াক' আশ-শীরাযী (সম্পা. Juynboll, পৃ. ২৯) নিম্নরূপ লিখিয়াছেন: "কোন ব্যক্তি স'ালাত আদায়রত কাহারও সম্মুখ দিয়া গমন করিলে উভয়ের মাঝখানে যদি এক বাহু পরিমাণ দীর্ঘ সুত্রাঃ কিংবা লাঠি থাকে, তবে তাহা মাকরূহ নহে; এমন কি লাঠির অনুপস্থিতিতে মুস'াল্লী যদি তিন হাত দূর দিয়া দাগ কাটিয়া থাকে, তবুও তাহা মাকরূহ নহে; আর সেখানে যদি এই ধরনের একেবারে কিছুই না থাকে তবে তাহার (সম্মুখ দিয়া গমন) মাকরূহ হইবে; কিন্তু স'ালাত বৈধ থাকিবে।"

উপসংহারে উল্লেখযোগ্য যে, স'ালাতে ইমামের সুত্রাঃ যাহারা তাঁহার সঙ্গে স'ালাত আদায় করে তাহাদের (মুক'তাদীদের) জন্য যথেষ্ট (বুখারী, স'ালাত, বাব ৯০)।

গ্রন্থপঞ্জী: উপরের উদ্ধৃত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও দ্র.: (১) A. J. Wensinek, Handbook; (২) ইবন হ'াজার আল-হায়ছ'ামী, তুহ'ফাঃ, কায়রো ১২৮২ হি., ১খ, ১৮০ প.; (৩) Rhodokanakis, in Worter und Sachen, 1912, p. 124 প.।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

সুন্নাত (سنة — سنن: সুন্নাত, সুন্নাঃ) অর্থ পথ, প্রথা, ব্যবহার ও অভ্যাস এবং সংবিধি। অনেক ব্যাপারে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে কেবল নিম্নোক্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইবে: কু'রআন শারীফে সাধারণত সুন্নাত দুইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে: সুন্নাতু'ল-আওওয়ালীন, 'প্রাচীনদের সুন্নাত' (৮:৩৮; ১৫:১৩; ১৮:৫৫; ৩৫:৪৩); সুন্নাতুল্লাহ, 'আল্লাহ্‌র সুন্নাত' (১৭:৭৭; ৩৩:৬২; ৩৫:৪৩; ৪৮:২৩)। যে সকল প্রাচীন জাতির নিকট নবী প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং যাহারা তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিল তাহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র শাস্তির কথা উল্লেখের ক্ষেত্রে বাক্যাংশদ্বয় সমার্থবোধক। এইজন্য এই বাক্যাংশগুলি প্রধানত মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলিতে দৃষ্ট হয়, যেগুলির প্রধান বিষয়বস্তু নবীদের কাহিনী। ৩য় সূরার ১৩৭ আয়াতে বিচার অর্থে বহুবচন সুনান-এর উল্লেখ রহিয়াছে। সূরাঃ ৩৩:৩৮-এ সুন্নাতুল্লাহ দৃষ্ট হয়, সেখানে ইহার অর্থ প্রাচীন নবীদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুমোদিত বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদি।

হ'াদীছে' সুন্নাত বলিতে সাধারণত হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সুন্নাত বুঝায়; আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থ দ্বারা এবং মুহ'াম্মাদ (স') আপন সুন্নাত দ্বারা মিল্লাত-এর সঙ্গে জড়িত (দ্র. মুসলিম, ঈমান, হ'াদীছ' ২৪৬; "আল্লাহ্‌র গ্রন্থ এবং তোমার নবীর সুন্নাত")। সাধারণ ব্যাখ্যানুসারে হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর কর্ম, উক্তি ও সমর্থন (ফি'ল, ক'াওল ওয়া তাক'রীর)-কে সুন্নাত বলা হয়। সুন্নাতের নির্দেশ পালন "মুহ'াম্মাদ (স')-এর আদর্শ" পালন নামে অভিহিত করা হয়।

ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার সুন্নাতের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা: জাহিলিয়্যাঃ-র মন্দ সুন্নাঃ-র কথা (বুখারী, দিয়াত, বাব ৯)। মুহ'াম্মাদ (স') ভবিষ্যদ্বাণী করেন: "নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্বে যাহারা ছিল তাহাদের সুনানের ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে, হাতে হাতে এবং বিঘতে বিঘতে অনুকরণ করিবে; যদি তাহাদিগকে কোন সরীসৃপের গর্তেও হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ করিতে দেখিতে পাও তবে তোমরাও তাহাদের অনুসরণে তদ্রূপ করিবে" (আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, ২খ, ৩২৭)।

নিম্নের হ'াদীছে' ভাল ও মন্দ সুন্নাতের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে: "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নাত প্রবর্তন করে, আর তাহা তাহার মৃত্যুর পরেও জনগণ কর্তৃক পালিত হয়, তাহাকে উহার পালনকারীদের সমান পুরস্কার দেওয়া হইবে—কিছুমাত্র হ্রাস না করিয়া। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ সুন্নাত প্রবর্তন করে, আর তাহা তাহার মৃত্যুর পরেও জনগণ কর্তৃক পালিত হয়, তাহার উপর উহার পালনকারীদের তুল্য পাপ চাপান হইবে—কিছু মাত্র হ্রাস না করিয়া" (মুসলিম, 'ইল্‌ম, হ'াদীছ' ১৫)।

আস-সুন্নাঃ সুন্নী মুসলিমদের নীতি ও কর্মের বৈশিষ্ট্যমূলক পরিভাষায় পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা নীতি ও কর্ম পরিত্যাগ করে না, তাঁহারা আহ্‌লু'স-সুন্নাঃ ওয়া'ল-জামা'আঃ বা "সুন্নাঃ ও দলের লোক" বলিয়া অভিহিত। নামটি বিশেষরূপে শী'আঃ বিরোধী অর্থে ব্যবহৃত হয়। "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাঃ পালন করে না তাহার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই" (বুখারী, নিকাহ', বাব ১)। "ফরয স'ালাত, জুমু'আঃ ও রমযান পরবর্তী স'ালাত, জুমু'আঃ ও রমযান পর্যন্ত সময়ের জন্য পাপ বিনষ্টকারী কিন্তু শির্‌ক, ওয়া'দা খেলাফ এবং সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তাহা ব্যতিক্রম·····, আর সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন দল (জামা'আঃ) ত্যাগ-স্বরূপ" (আহ'-মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ২খ, ২২৯)। আল্লাহ, মুহ'াম্মাদ (স') ও সকল নবী কর্তৃক অভিশপ্ত ছয় শ্রেণীর মধ্যে মুহ'াম্মাদ (স')-এর সুন্নাত পরিত্যাগকারী অন্যতম (তিরমিযী', ক'াদার, বাব ১৭)। সুন্নাতের জ্ঞান স'ালাতে ইমাম হওয়ার অন্যতম মানদণ্ড (তিরমিযী', স'ালাত, বাব ৬০, নাসাঈ, ইমামাঃ, বাব ৩)।

স'াহ'াবীগণ সুন্নাতের প্রচারক (মুসলিম, ইমারাঃ, হ'াদীছ' ৮০); কোন কোন সময় শব্দটি স'াহ'াবী এবং ইসলামের প্রাচীনতম ব্যক্তিদের উদাহরণ ক্ষেত্রে উল্লিখিত হয়; বুখারী, আহ'কাম, বাব ৫৩-এ আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং দুইজন খলীফার সুন্নাতের উল্লেখ রহিয়াছে; তিরমিযী', 'ইল্‌ম, বাব ১৬-এ মুহ'াম্মাদ (স') এবং সৎপথে পরিচালিত খলীফাদের সুন্নাঃ-র কথা বিদ্যমান

সুতরাং শব্দটি একটি মানদণ্ডের অর্থ ধারণ করে; এরূপ উক্ত হইয়াছে যে, মুহ'াম্মাদ (স') এ সকল নির্দেশ দানকালে বলিয়াছেন: "সতর্কতার সঙ্গে, যেন (লোকের দুর্বহ) কোন সুন্নাতের উদ্ভব না হয়" (বুখারী, তাহাজ্জুদ, বাব ৩৫)। নীতিগতভাবে কিংবা কার্যত সুন্নাতের বিপরীত শব্দ বিদ্'আঃ (দ্র. তিরমিযী', 'ইল্‌ম, বাব ১৬)।

হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর সুন্নাত তাঁহার উক্তি, কর্ম এবং নীরব সমর্থনের অনুসারে মৌখিকভাবে এবং হ'াদীছ' (দ্র.) গ্রন্থে লিখিতভাবে নির্ধারিত রহিয়াছে। তত্ত্বগতভাবে সুন্নাত ও হ'াদীছ' দুইটি পৃথক বস্তু, কিন্তু উহারা প্রায় অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, সম্ভবত ইহা কিছু সংখ্যক হ'াদীছ' গ্রন্থের সুনান নাম ধারণের ফল (যথা: আবু দাউদ, ইব্‌ন মাজাঃ ও আন-নাসাঈর সংকলনসমূহ)।

ইসলামে সুন্নাতের নীতিগত ও বাস্তব গুরুত্ব অনুধাবন করিতে হইলে ইহা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, একদিকে কু'রআন

একটি উৎস যাহা হইতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এক প্রধান অংশ নিঃসৃত, অন্যদিকে মুহ়াম্মাদ (স') আল্লাহ্‌র কু'রআনের বাণী ছাড়াও প্রয়োজনমত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধান দিয়াছেন এবং তাঁহার এই সব উক্তি ও কর্ম তাঁহার জীবদ্দশাতেই 'উত্তম আদর্শ'-রূপে অনুমোদন লাভ করিয়াছিল, এই অনুমোদনের ফলেই হযরত (স')-এর সুন্নাত সংগৃহীত এবং নির্দিষ্টরূপে লিপিবদ্ধ হয়। হ়াদীছ'ই হযরত মুহ়াম্মাদ (স')-এর সুন্নাতের এই দিকটিতে আলোকসম্পাত করিয়াছে। হযরত (স')-এর নিকট লোকজন আসিয়া অনুরোধ করিল, "আমাদিগকে কু'রআন ও সুন্নাত শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের নিকট লোক প্রেরণ করুন" (মুসলিম, ইমারাঃ, হ়াদীছ' ১৪৭)। "বিশ্বাস মানুষের অন্তরের গভীরে স্থান লাভ করিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা কু'রআন ও সুন্নাত শিক্ষা করিয়াছে" (বুখারী, রিক'াক', বাব ৩৫)। 'উমার ইব্‌নি'ল-খাত্ত'াব (রা) বলেন: "মানুষ তোমাদের নিকট কু'রআনের দুরূহ বিষয়ে বিতর্ক করিতে আসিবে। এমতাবস্থায় সুনান দ্বারা তাহাদের জওয়াব দাও, কারণ সুনানের অধিকারিগণই কু'রআন সম্পর্কে মীমাংসাদানের উত্তম যোগ্যতার অধিকারী (দারিমী, মুক'াদ্দিমাঃ, বাব ১৬)।"

কু'রআনেই হযরত মুহ়াম্মাদ (স')-এর সুন্নাতের গুরুত্বের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়, যেমন আল্লাহ্ ও মুহ়াম্মাদ (স')-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ (সূরাঃ ৭ঃ ১৫৮; ৬৪ঃ ৮) এবং মক্কায় ইব্‌রাহীম ('আ) কর্তৃক কা'বাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার প্রার্থনা, "হে প্রভু! তাহাদের নিকট তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদিগকে তোমার আয়াত পড়িয়া শুনাইবার জন্য এবং গ্রন্থ ও জ্ঞান শিক্ষা দানের জন্য আর তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করার জন্য একজন রাসূল প্রেরণ কর" (সূরা ঃ ২ ঃ ১২৯ এবং অনুরূপ অংশসমূহ)।

অতঃপর ইহা সুস্পষ্ট যে, ইসলামে কু'রআনের পাশাপাশি সুন্নাত আচরণের মানদণ্ডে পরিণত হইয়াছিল এবং ইসলামের প্রতিনিধিগণও এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কমূলক প্রশ্নের জওয়াব দিতেন। এই প্রশ্ন হ়াদীছে' আলোচিত হইয়াছে। সুন্নাতকে কু'রআনের সমমর্যাদা দানের ধারণা ভুল। আসলে সুন্নাত কু'রআনের পরিপূরক ও ব্যাখ্যা। কু'রআনে যাহা নাই অথবা যাহা শুধু নীতি হিসাবে বা অতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতরূপে বর্ণিত, সুন্নাত তাহা পরিপূরণ করে এবং ব্যাখ্যা করে। যেহেতু রাসূল কারীম (স') আল্লাহ্‌র নির্দেশ-ভিন্ন কিছু বলেন না, যথাঃ কু'রআনে আছে (৫৩ ঃ ৩), "তিনি নিজের প্রবৃত্তি হইতে কিছু বলেন না"; সেইজন্য ধারণা করা হয় যে, রাসূল কারীম (স')-এর প্রতিটি বাণীই ওয়াহ়্‌য়ি। সুন্নাত কখনও কু'রআনের কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করিতে পারে না। কু'রআন ওয়াহ়্‌য়ি মাতলূ (শাব্দিক বা পঠিত প্রত্যাদেশ) এবং হ়াদীছ' বা সুন্নাত ওয়াহ়্‌য়ি গ'ায়র মাতলূ (অপঠিত প্রত্যাদেশ)।

কু'রআন ও সুন্নাত সম্পর্কে উসূ'ল গ্রন্থসমূহে পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে। শাফি'ঈ(র) তাঁহার রিসালাঃ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, কু'রআনে কিছু সংখ্যক ব্যবস্থা সাধারণভাবে দেওয়া আছে যাহার সুনির্দিষ্ট রূপরেখা কেবল হ়াদীছে'ই বিবৃত হইয়াছে (পৃ. ১২), যথাঃ চুরি অপরাধের কু'রআনে বর্ণিত শাস্তি (৫ঃ ৩৮) সম্পর্কে হ়াদীছে'র সিদ্ধান্ত এই যে, চুরির দ্রব্য নগণ্য মূল্যের হইলে সেক্ষেত্রে উক্ত শাস্তি প্রযোজ্য হইবে না (দ্র. বুখারী, হ'দূদ, বাব ১৩)। ইহা সর্বজনবিদিত যে, হযরত মুহ়াম্মাদ (স') যিনার জন্য একজন বিবাহিত ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন (দ্র. বুখারী, জানাা'ইয, বাব ৬১), অথচ সূরাঃ ২৪ ঃ ২ ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারিণীকে শাস্তিস্বরূপ ১০০ চাবুক ঘোষণা করিয়াছে। [প্রস্তরাঘাতে নিহত ব্যভিচারী বিবাহিত ছিল। পক্ষান্তরে সূরাঃ নূরে উল্লিখিত শাস্তি অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের জন্য।]

কু'রআনের সঙ্গে সুন্নাঃ-র সম্পর্ক তিন প্রকারের হইতে পারেঃ (১) কু'রআনের সহিত সম্পূর্ণ মিল থাকা, (২) পবিত্র কালামের ব্যাখ্যা হওয়া, (৩) কালাম পাকের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কহীন হওয়া (রিসালাঃ, পৃ. ১৬)। কু'রআনের সহিত সুন্নাতের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, শেষোক্তটি তাহাদের অনুমোদিত নহে। পরিস্ফুট হয়, কু'রআন ও সুন্নাতের সম্পর্ক দুইভাবে, প্রথমত নাস্‌খ নীতির (বাতি'লকরণ নীতির) প্রেক্ষিতে, দ্বিতীয়ত কু'রআনের আদেশ ও নিষেধ সংক্রান্ত অন্যান্য উদাহরণ দ্বারা। উল্লেখ্য যে, অন্য পণ্ডিতদের বিপরীতে আশ-শাফি'ঈ সুন্নাত দ্বারা কু'রআনের নির্দেশ রহিত হওয়ার কথা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে কু'রআন কেবল কু'রআন দ্বারা এবং সুন্নাত কু'রআন ও সুন্নাত দ্বারা রহিত হইতে পারে (পৃ. ১৬ প.)। কিন্তু কু'রআনে কতিপয় আয়াত রহিয়াছে যাহার রহিতকারী বৈশিষ্ট্য কেবল সুন্নাঃ (পৃ. ১৮-২১) অথবা সুন্নাঃ এবং ইজ্‌মা'-এর সাহায্যে পরিস্ফুট হয় (পৃ. ২১ প.)।

উসূ'লু'ল-ফিক্'হ অবশ্য কু'রআন ও সুন্নাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। তথাপি কোন কোন মহলে ইসলামী জীবন বিধানের দুইটি মৌলিক উৎসের (কু'রআন ও সুন্নাঃ) সহিত ইজ্‌মা' অথবা কি'য়াসের সংযোগ সাধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

এই প্রক্রিয়া মায'াহাব চতুষ্টয় কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইজ্‌মা' এবং কি'য়াস উসূ'লু'ল-ফিক্'হে নিজেদের স্থান অধিকার করিয়াছে। চারিটি মৌলিক বিষয়কে শী'আঃ-সহ খারিজী এবং ওয়াহহাবীগণও অনুমোদন করে নাই।

উসূ'লে বর্ণিত পঞ্চ শ্রেণীভুক্ত (ফারদ', সুন্নাত, মুবাহ়', হ়ারাম ও মাকরূহ) 'সুন্নাতের' সহিত হ়াদীছ'শাস্ত্রের পারিভাষিক 'সুন্নাঃ' একার্থবোধক নহে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Th. W. Juynboll, Handleiding tot de kennis van de mohammedaansche wet, Leiden 1925, p. 34 প.; (২) I. Goldziher, Hadith and Sunnah, in Muh. Studien. ii. 1—27; (৩) C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, i. 249, ii. 36 প., 72 প.; (৪) মাওলাব'ী মুহ়াম্মাদ আ'লা ইব্‌ন 'আলী, Dictionary of Techn. Terms, p. 703 প.; (৫) A. J. Wensinck, Handbook of Early Muhammadan Tradition, Leiden 1927; (৬) ইব্‌নু'স-সুবকী, জাম'উ'ল-জাওয়ামি', বানানীর শারহ়'সহ, কায়রো ১৩১৮ হি., ২খ, ৫৮-১০৯; (৭) মুল্লা খুসরাও, মির্'আতু'ল-উসূ'ল, পৃ. ১৮২-২২৬; (৮) ইব্‌ন আমীর আল-হ়াজ্জ, আত-তাক'রীর ওয়া'ত-তাহ়্‌বীর ফী শারহ়' কিতাবি'ত-তাক্'রীর ইব্‌ন হুম্মাম, বূলাক' ১৩১৬ হি., ২খ, ২২৩ প.; (৯) বায্‌দাব'ী, মিন্‌হাজু'ল-উসূ'ল, ২খ, ২৩ প.।

(আস্)-সুলামী (السلمي) সূ'ফীবাদের কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-লেখক আস-সুলামী, আবূ 'আবদি'র-রাহ়্‌মান মুহ়াম্মাদ ইব্‌নু'ল-হ়ুসায়ন ইব্‌ন মূসা আল-আয্‌দী আন-নীসাবূরী ৩৩০/৯৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন, স্বীয় মাতামহ ইব্‌ন নুজায়দ (মৃ. ৩৬৬/

List>

৯৭৬)-এর অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং আবু'ল-কাসিম আন্-নাস্'রাবাযী হইতে তাস্'াওউফের খির্কা'হ লাভ করেন। শা'বান, ৪১২ হি./নভেম্বর, ১০২১ খৃ. তাঁহার মৃত্যু হয়। M. Hartmann আস্-সুলামী সম্বন্ধবাচক পদটি সুল্লাম (sc. Scala perfectionis) হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্ধারিত করিয়াছেন। এই উৎপত্তি অবশ্য সর্বজনস্বীকৃত নহে, তবে প্রধান 'আরব গোত্র সুলায়ম [ইব্ন মানস্'র] হইতে এই নামের উৎপত্তি বলিয়া আস্-সাম্'আনী যে দাবী করিয়াছেন (কিতাবু'ল-আন্সাব, পত্র ৩০৩ ক) তাহা সম্ভাব্য। ইব্নু'ল-'ইমাদ (শায'রাতু'য-য'াহাব, ৩খ, ১৯৬) বলেন: তাঁহার সর্বমোট গ্রন্থসংখ্যা ১০০টি; তাঁহার অদ্যাপি বর্তমান গ্রন্থ তালিকার জন্য দ্র. Brockelmann. GAL, i. 218; Suppl. 361. সূ'ফী-তত্ত্বের জন্য তাঁহার বহু খণ্ডে বিভক্ত কুরআনের ব্যাখ্যা (হ'াকা'াই-কু'ত-তাফসীর) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইবন নাসি'রু'দ-দীন (দ্র. ইব্নু'ল-'ইমাদ-এর গ্রন্থ, ৩খ, ১৯৭) তাঁহার আল-হ'াল্লাজ সংক্রান্ত লেখাকে বাজে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। L. Massignon কর্তৃক উহা প্রকাশিত হইয়াছে, Eassai sur les origines, appendix, পৃ. ২৩—৭৬। সূ'ফীবাদের ইতিহাসে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ত'াবা-ক'াতু'স'-সূ'ফিয়্যীন (প্রথমদিকের পৃষ্ঠাসমূহ J. Pedersen কর্তৃক প্রকাশিত, প্যারিস ১৯৩৮ খৃ.); উক্ত গ্রন্থ আন্‌স'ারীর ফারসী ত'াবা-ক'াতের মূল ভিত্তি, সেজন্য দ্র. W. Ivanow, Catalogue of the Persian Manuscripts in the Collection of the Asiatic Society of Bengal, পৃ. ৭৮—৮৩; JRAS, ১৯২৩ খৃ., পৃ. ১—৩৪, ৩৩৭—৩৮২; আবার আন্‌স'ারীর ত'াবাক'াত পর্যায়-ক্রমে জামীর নাফাহ'াতু'ল-উন্‌সের ভিত্তিরূপে নির্ধারিত হইয়াছে। মালামাতীদের সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধ (উস্'লু'ল-মালামাতিয়্যাঃ) R. Hartmann কর্তৃক Isl., ৮খ, ১৫৭—২০৪-এ পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে উক্ত প্রবন্ধের কায়রো পাণ্ডুলিপিতে একটি পরিশিষ্টও রহিয়াছে। উহা আস-সাররাজের রচনার হুবহু নকলমাত্র; দ্র. JRAS, ১৯৩৭, পৃ. ৪৬১—৫। 'উয়ুবু'ন-নাফ্স, আত্মার পাপ সম্পর্কে লিখিত আধ্যাত্মিক নিয়ম-শৃংখলা সংক্রান্ত তাঁহার একটি জনপ্রিয় পুস্তিকায় ইব্ন যার্রূক' (মৃ. ৮৯৯/১৪৯৩) কাব্যে ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন এবং আল-খারূবী (মৃ. ৯৬৩/১৫৫৬) ইহার একটি টীকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা সন্দেহাতীত যে, আস-সুলামী সূ'ফী ও সূ'ফী জবীনীকার হিসাবে সূ'ফীবাদের ইতিহাসে এক প্রথিতযশা ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার প্রতি এখনও যথাযোগ্য দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : গ্রন্থের বরাত প্রবন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে।

A. J. Arberry (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

সুলায়মান ইব্ন দাউদ (سليمان بن داود) ('আ) বাইবেলে উল্লিখিত রাজা সুলায়মান ইব্ন দাউদ ('আ) মুসলিম শাস্ত্রে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী। 'আরব ইতিহাসের বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীতে চারিজন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বশাসক ছিলেন, তন্মধ্যে নামরূদ ও নেবুকাদ্‌নেযযার দুইজন নাস্তিক এবং মহামতি যু'ল-ক'ারনায়ন ও সুলায়মান ('আ) দুইজন ধর্ম-বিশ্বাসী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার শেষোক্ত জন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সময়ে বিস্ময়কর যাদু ও তাঁহার দৈব শক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। অতি প্রহেলিকাময় ও দুর্বোধ্য বিষয়গুলি তাঁহার জ্ঞান-সীমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বচ্ছ দৃষ্টি ও উপলব্ধি ক্ষমতা তাঁহার চক্ষে বিরাজমান এবং বিচক্ষণতা ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁহার কপালে অংকিত ছিল। তাঁহার জ্ঞান ছিল জর্দান উপত্যকা হইতেও গভীর। কুরআনের কিছু আয়াতে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে। যু'ল-ক'ারনায়ন ও তাঁহার মধ্যে পার্থক্য এই যে, তিনি আল্লাহ্‌র একজন প্রকৃত রাসূল এবং হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর পূর্বগামী। বাল্যকালে তিনি কিরূপে আপন পিতা দাউদ ('আ)-কে বিচার কার্যের দক্ষতায় হার মানাইয়াছিলেন কুরআনে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে (২১ : ৭৮, ৭৯)। হযরত দাউদ ('আ)-এর ইনতিকালের পর সুলায়মান ('আ) তাঁহার পুত্রদের মধ্য হইতে উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত হন (২৭ : ১৬)। তাঁহার প্রশংসনীয় গুণাবলী ছিল। আল্লাহ্ তাঁহাকে দিব্যজ্ঞান দান করিয়াছিলেন। তিনি পশু-পক্ষীর ভাষা বুঝিতেন (২৭ : ১৬, ১৯)। এইরূপ বৃত্তান্ত য়াহূদীদিগের ধর্মপুস্তকেও (১ রাজাবলী, ৪/৩৩) পাওয়া যায়। প্রবল বায়ু তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল (২১ : ৮১; ৩৮ : ৩৭)। তিনি বায়ুতে প্রভাতে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিতেন এবং তাঁহার জন্য একটি গলিত তামার ঝরনা প্রবাহিত করা হইয়াছিল (৩৪ : ১২)। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করার জন্য অবাধ্য জিন্ন-এর এক বিরাট বাহিনী তাঁহার অধীনে ছিল। তাহারা উদাহরণ মুক্তা আহরণের কার্যে নিয়োজিত ছিল (২১ : ৮২; ৩৮ : ৩৭)। জিন্ন তাঁহার ইচ্ছা পূরণের জন্য বাধ্য ছিল। অবাধ্যতার ক্ষেত্রে তাহাদিগকে নরক শাস্তির ভীতি দেখান হইত (৩৪ : ১২)। উহারা তাঁহার জন্য মসজিদ, প্রস্তরমূর্তি ও দামী দামী পাত্র নির্মাণ করিয়াছিল (৩৪ : ১৩)। মানুষ, জিন্ন ও পাখী হইতে তাঁহার সৈন্য সংগৃহীত হইত। সাবা রাজ্য ও তাঁহার স্বনামধন্যা রাণী বিল-ক'ীসের সংবাদ সর্বপ্রথম হুদ্‌হুদ্ পাখী তাঁহার নিকট পরিবেশন করিয়াছিল। অতঃপর সুলায়মান ('আ) একজন নবী হিসাবে তাঁহার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছিলেন। বিলক'ীস তাঁহার ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন (১৭ : ২০—৪৪)। শয়তান প্রায়ই সুলায়মান ('আ)-কে ধর্মদ্রোহিতার ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয় (২ : ১০২)। কোন এক সময় তিনি আপন অশ্বরাজির প্রশংসা করিতে গিয়া স'ালা-তের কথা ভুলিয়া যান। পরে ইহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি সেই সমুদয় অশ্বের পা ও গলা কাটিয়া কুরবানী দিয়াছিলেন (৩৮ : ৩০—৩৩)। তিনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি পান (৩৮ : ৪০)। লাঠিতে ভর দিয়া বিশ্রাম গ্রহণকালে সকলের অগোচরে তাঁহার ইনতিকাল হয়, কীট উক্ত লাঠি খাইয়া ফাঁপা করিয়া দিলে দেহটি পড়িয়া যায়। অতঃপর জিন্নগণ তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে জানিতে পারে (৩৪ : ১৪)।

পরবর্তীকালে লোককাহিনী এই সকল বিষয়কে অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। জিন্নের উপর হযরত সুলায়মান ('আ)-এর প্রভাব এবং তাহাদিগকে তাঁহার অট্টালিকা নির্মাণ কার্যে নিয়োগ সংক্রান্ত বিবরণ Midrash on Ecclesises, ২খ, ৮-এ পাওয়া যায়। মিসর যে জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ, 'সে জ্ঞান' অর্থাৎ যাদুবিদ্যা তাঁহার আয়ত্তে ছিল। পিথাগোরাস্ (Pythagoras) মিসরে সুলায়মান ('আ) হইতে তাঁহার জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে (সুয়ুত'ী, হ'সনু'ল-মুহ'াদ'রাঃ ফী আখ্‌বার মিস্'র, ১খ, ২৭)। সুলায়মান ('আ) মিসরীয় ঐন্দ্রজালিক ম্যামব্রেসের শাগরিদ ছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে (G. R. S. Mead, Thrice-Greatest Hermes, ৩খ, ২৮৩, পাদটীকা)। এই কারণেই যাদুকর হিসাবে তাঁহার প্রসিদ্ধি। তাঁহার এই যাদুশক্তি আল্লাহ্‌র 'সর্বশ্রেষ্ঠ নাম' (ইস্‌ম আ'জ'াম)

অংকিত একটি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন আংটির বদৌলতে কার্যকরী হইত। চোখের এক পলকে দাবা্যা হইতে জেরূযালেমে বিলক'ীসের সিংহাসন আনয়নকারী তাঁহার উযীর আসাফ ইব্ন বারখিয়্যাঃ-ও তাহা ব্যবহারের অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন। সুলায়মান ('আ) উযূ-র সময় আঙ্গুল হইতে আংটি খুলিয়া তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী আমীনার নিকট রাখিতেন। একদা স'াখ্র নামক এক শয়তান বাদ্শাহের রূপ ধরিয়া সেই অলৌকিক আংটিটি হস্তগত করে। সুলায়মান ('আ)-কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ভবঘুরে জীবন যাপনে বাধ্য করাইয়া সে চল্লিশ দিন যাবত রাজত্ব করিয়াছিল। তখন সুলায়মান ('আ) ভবঘুরে নির্বাসিত জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে শয়তান সমুদ্র মধ্যে আংটিটি হারাইয়া ফেলে এবং সুলায়মান ('আ) উহা একটি মাছের পেট হইতে পুনরুদ্ধার করেন। এইরূপে তিনি পুনরায় সিংহাসন লাভ করেন। কথিত আছে, সিডোনিয়ার রাজকন্যা মহিষী জারাদাঃ-র পৌত্তলিকতার জন্য তিনি এই শাস্তি ভোগ করিয়াছিলেন। মাসের ১৩ তারিখে সুলায়মান ('আ) আল্লাহ কর্তৃক নির্বাসিত হইয়াছিলেন, এজন্য ঐ দিবসটি অমঙ্গলজনক বিবেচিত হইয়া থাকে। পারস্যের নাওরোয উৎসব ও উহার প্রথা সুলায়মান ('আ)-এর রাজ্য পুনরুদ্ধারের দিন হইতে উদ্ভূত বলিয়া কথিত (আল-বীরূনী, তা'রীখ, সম্পা. Sachau, পৃ. ১৯৯)। তিনি দম্ভোক্তি করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ১০০০ পত্নী ১০০০ বীর সন্তান জন্ম দিবে; এই কারণে তাঁহার এক হাত, এক চোখ, এক কান ও এক পা-বিশিষ্ট মাত্র একটি বিকলাঙ্গ পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পরে তিনি অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করিলে তাঁহার পুত্রের দৈহিক ত্রুটি বিদূরীত হয়। তিনি (সুলায়মান) বীরত্ববলে অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন (বায়দ'াবী, ৫খ, ১৯)।

সুলায়মান ('আ)-এর কতকগুলি বিস্ময়কর কার্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সিংহাসন প্রাপ্তির কিছুদিন পরেই তিনি হেব্রান ও জেরূযালেমের মধ্যবর্তী এক উপত্যকায় অবস্থানকালে বায়ু, পানি, দৈত্য ও প্রাণীজগতের উপর কর্তৃত্ব লাভ করেন; উহাদের চারিজন নিয়ন্ত্রক ফিরিশতা হইতে উক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের প্রত্যেকে তাঁহাকে একটি করিয়া মণি প্রদান করিলে তিনি মণি চতুষ্টয় আংশিক পিতল ও লৌহনির্মিত একটি আংটিতে স্থাপন করেন। ভাল জিন্নের প্রতি তাঁহার নির্দেশনামায় পিতল দ্বারা এবং মন্দ জিন্নের প্রতি নির্দেশনামায় লৌহ দ্বারা মোহরাংকিত করিতেন। সুলায়মান ('আ)-এর মোহর (খাতাম সুলায়মান) একটি সাধারণ তা'ব'ীয'। উহা ছয় কোণবিশিষ্ট নক্ষত্রের আকারে গঠিত। ইহার আকৃতি প্রায়শ পানপাত্রে এবং প্রাথমিক উমায়্যাঃ যুগ হইতে মাঝে মাঝে মুসলিম মুদ্রায় উৎকীর্ণ ছিল। সুলায়মান ('আ)-এর দস্তরখান (মা'ইদাতু সুলায়মান) এবং অন্যান্য বিস্ময়কর ধ্বংসাবশেষ কিংবদন্তী অনুসারে ত'ারিক' কর্তৃক টলেডো বিজয়কালে স্পেনে আবিষ্কৃত হয়। সেখানে উহা জেরূযালেম হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্য হিসাবে নীত হইয়াছিল (ইব্নু'ল-আছ'ীর, Annales du Maghreb, ed. Fagnan p. 37 প.; ত'াবারী, তা'রীখ, ed. Zotenberg, ৪খ, ১৮৩; Dozy, Researches, i. 52)। দস্তরখানটি সবুজ বেরিল প্রস্তর দ্বারা নির্মিত, ৩৬০টি পা-বিশিষ্ট এবং মণি-মুক্তা ও চুনি খচিত ছিল। সেখানে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আয়নাও ছিল, যদ্দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হইত (Carra de Vaux Abrege des Merveilles, পৃ. ১২২)।

স'াখ্র নামক দৈত্য সামুদ্রিক ঈগল হইতে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সমুর (শামির) নুড়ি সংগ্রহ করিত এবং এই নুড়ির সাহায্যে মন্দির ভবনের জন্য সংগৃহীত প্রস্তর কর্তিত হয়। সুলায়মান ('আ) সূর্যের তাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বায়ুমণ্ডলের সমুদয় পাখীর সমন্বয়ে গঠিত একটি চাঁদোয়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। আকাশপথে ভ্রমণকল্পে তাঁহার জন্য একটি সবুজ রেশমের ঐন্দ্রজালিক গালিচা বোনা হইয়াছিল। উহার উপর তিনি নিজের সমুদয় সাজ-সরঞ্জাম লইয়া প্রাতে সিরিয়া ত্যাগ করত সন্ধ্যায় আফগানিস্তানে পৌঁছিতে পারিতেন। মূল্যবান প্রস্তর, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বর্ণনাতীত সম্পদ আজ্ঞাবহ জিন্নের সহায়তায় সঞ্চিত হইয়াছিল। তাহারা তাঁহার জন্য প্রাসাদ, দুর্গ, হ'াম্মাম ও দীঘি নির্মাণ করিত। এইসবের ধ্বংসাবশেষ ফিলিস্তীন, 'আরব ও অন্যান্য স্থানে দৃষ্ট হয় (দ্র. Revue des traditions populaires, ৯খ., ১৯০; নাসি'র-ই-খুস্রাও, সাফার-নামাঃ, পৃ. ৫৬, ৭৬, ৮৪, ৮৫)। তাঁহার ৭০০ পত্নী ও ৩০০ শয়নের শয্যাসম্বলিত ১,০০০ কাঁচের ছাদবিশিষ্ট ভবন ছিল (ছ'া'লাবী, কি'স'াস', পৃ. ২০৪)। মন্দির ভবন ব্যতীত মাস্জিদু'ল-আক্'স'াকেও তাঁহার কীর্তি বলিয়া দাবী করা হয় (মীর খোন্দ, রাওদ'াতু'স'-স'াফা, ২/১খ, ৭৬)। তিনি আলেকজান্দ্রিয়াতেও একটি মসজিদ নির্মাণের খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন (সুয়ূত'ী, পূ. গ্র., ১খ, ৩৭)। তাঁহার অবসর সময়ের একাংশ ঝুড়ি নির্মাণের কলাকৌশল শিক্ষার কার্যে ব্যয়িত হইত, যেন তিনি প্রয়োজন হইলে জীবিকা উপার্জনে সক্ষম হন (মীর খোন্দ, ঐ, পৃ. ৭৯)। এই সমস্ত কিংবদন্তী য়াহূদী উপকথা হইতে সংগৃহীত বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার সিংহাসন খাঁটি স্বর্ণনির্মিত ছিল। সমগ্র প্রাকৃতিক জগত তাঁহার এতটা শাসনাধীনে ছিল যে, একদা তাঁহার বৈকালের স'ালাত পড়ার জন্য সূর্য আপন গতি বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। দুশ্চরিত্র জিন্নকে তিনি সীসক পাত্রে বন্দী করিয়া রাখিতেন (দ্র. Zechariah, ৫খ, ৮)। লোহিত সাগরের 'আয়য'াব-কে তিনি দৈত্য অবরুদ্ধ রাখার স্থান হিসাবে নির্ধারিত করিয়াছিলেন (নাসি'র-ই-খুস্রাও, ঐ, পৃ. ২৯৭)। প্রাণী জগতের ভাষাজ্ঞান তাঁহাকে সময় সময় সহৃদয়তার পরিচয় প্রদানের সুযোগ দিয়াছিল। একদা তিনি কোন এক পাখীর ডিম্বসমূহ রক্ষা করার জন্য তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে অন্য পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন, আর এক সময় একটি পিপীলিকা বসতির উপর করুণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন (আল-বীরূনী, পূ. গ্র, ১৯৯; কু'রআন, সূরাঃ ২৭ : ১৭, ১৮)।

তিনি 'আরবী ও প্রাচীন সিরীয় বর্ণমালার আবিষ্কারক এবং যাদু-বিদ্যা সংক্রান্ত অনেক 'আরবী পুস্তকের রচয়িতা বলিয়া দাবী করা হয়। তাঁহাকে জাম্শীদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। নিঃসন্দেহে সুলায়মান ('আ)-এর রূপকাহিনীতে ইরানী প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁহার চেহারা বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথাঃ "অশ্বপৃষ্ঠে আরোহী একজন বৃহৎ মস্তকবিশিষ্ট ব্যক্তি" (মীর খোন্দ, ঐ, ২/১খ, ৮৩); "সুন্দর, সুগঠিত, দ্যুতিময় প্রচুর কেশের অধিকারী এবং শ্বেত পোশাক পরিহিত" রূপে (ছ'া'লাবী, ঐ, পৃ. ২৫৪)। চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁহার সমাধির প্রকৃত স্থান অনিশ্চিত। কেহ কেহ ইহা জেরূযালেমে কু'ব্বাতু'স'-স'াখ্রাঃ-তে বলিয়া মনে করেন, অন্যদল তিবেরিয়াসে সমুদ্রের নিকটে উল্লেখ করেন। কথিত আছে, মহানবী (স') বলিয়াছেন (ত'াবারী, তা'রীখ, ১খ, ৬০ অনুসারে), ইহা সমুদ্রের মধ্যস্থলে…

পাহাড় খুঁড়িয়া নির্মিত একটি প্রাসাদে অবস্থিত। এই প্রাসাদে আসলে রাজকীয় আংটিসহ একটি সিংহাসনের উপর তাঁহাকে স্থাপন করা হইয়াছে, দেখিলে মনে হইবে উহা জীবন্ত। দিবারাত্র খাদেম রক্ষী ইহার প্রহরায় নিয়োজিত। 'আফ্ফান ও বুলুকি'য়াঃ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার মাযারে আসে নাই (Lane, ঐ ২০; ৯৬; দ্র. মীর খোন্দ, ঐ, পৃ. ১০২—১০৩)। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও তাঁহার সমাধির কথা কেহ কেহ বলেন ('আজাইবু'ল-হিন্দ, পৃ. ১৩৪)। মালয়ী লোক-কাহিনীতে সুলায়মান ('আ)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। পক্ষী শিকারিগণ পায়রা ফাঁদে আটকাইবার জন্য তাঁহার নাম ব্যবহার করিয়া থাকে (Frazer, Golden Bough, iii. 418; Folk-lore in the O. T., ii 476 প.)। সুলায়মান ('আ) ও বদ-নজর সংক্রান্ত ব্যাপারে দ্র. W. B. Stevenson in Studia Semitica et Orientalia, Glasgow 1920, p. 104 প. এবং তন্মধ্যস্থিত গ্রন্থপঞ্জী। সুলায়মান ('আ) ও 'আযীব-এর রাণী মাকিদা সংক্রান্ত ইথিওপীয় কিংবদন্তীর জন্য Bezold, Kebra Negast এবং Wallis Budge-এ সেবার রাণী ও তাঁহার একমাত্র পুত্র মেনিয়েলিক (Menyelik) সম্পর্কে দ্রষ্টব্য বিলক'ীস্ শীর্ষক প্রবন্ধ। সুলায়মানীয় ধাঁধার উদাহরণের জন্য দ্র. ছা'লাবী, পূ. গ্র., পৃ. ২০২; Jacques de Vitry, PPTS, p. 17.

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও দ্র. : (১) কু'র-আনের তাফ্সীরসমূহ; (২) ছা'লাবী, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া', পৃ. ২০০ প.; (৩) ত'াবারী, ed. de Goeje, index; (৪) তা'রীখ, ed. Zotenberg, index ; (৫) ইদ্রীসী, Description de l'Afrique, পৃ. ১৪০, ১৭৩, ১৮৮; (৬) মাস'ঊদী, মুরূজ, ১খ, ১১০ প.; (৭) দীনাওয়ারী, কিতাবু'ল-আখ্বার আত'-তি'ওয়াল, ed. Guirgass, p. 9, 14, 22—26, 29, 43 ; (৮) দামীরী, হ'ায়াতু'ল-হ'ায়াওয়ান, অনু. Jayakar, ১খ, পৃ. ১০৬, ৪৯৪-৬, ৭৪৬—৯; (৯) আল-হ'ামদানী, সি'ফা, ed. Muller, p. 141; (১০) আবু'ল-ফিদা', তা'রীখ, পৃ. ২৫, ৬৭; (১১) Weil, Biblische Legenden der Musulmanner, p. 247 প.; (১২) Grunbaum, Neue Beitrage zur semitischen Sagenkunde, p. 189 প.; (১৩) Salzberger, Die Salomo-Sage in der semit. Lit; (১৪) do., Salomos Tempelbau und Thron in der semit. Sagenliteratur; (১৫) R. Farber, Konig Salomon in der Tradition; (১৬) A. Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen ? Bonn, 1833, p. 184—189; (১৭) W. A. Clouston, Flowers from a Persian Garden, p. 125 প.; (১৮) Baring-Gould, Myths of the Middle Ages, index; (১৯) Hanauer, Folklore of the Holy Land; (২০) Wallis Budge, Alexander the Great, index; (২১) Seymour, Tales of Solomon; (২২) J. C. Mardrus, The Queen of Sheba; (২৩) John Freeman, Salomon and Balkis; (২৪) De Vogue, Le Temple de Jerusalem, p. 13; (২৫) R. Basset, Mille et Un Contes, Recits et Legendes Arabes, i. 356; (২৬) do., Contes populaires berberes, p. 27 ; (২৭) J. Horovitz, Koranische untersuchungen, p. 82, 102, 116—118, 167; (২৮) A. J. Wensinck, Handbook, p. 222 ; (২৯) Speyer, Die biblischen Erzahlungen im Qoran, p. 372 প. ; (৩০) J. Walker, Bible Characters in the Koran, p. 123—129; (৩১) F. Lexa, La Magie dans l' Egypte antique; (৩২) D. G. Marta, Les Tombeaux de David et de Salomon d'apres les auteurs arabes, in al-Mashriq 1909, p. 897—906; (৩৩) G. Le Strange, Lands of the Eastern Caliphate, p. 68; (৩৪) Numismatic Chronicle, 1933, p. 263; (৩৫) C. C. Torrey, Jewish Foundation of Islam, p. 49, 70, 113—115; (৩৬) D. Sidersky, Les Origines des Legendes Musulmanes, p. 112—126; (৩৭) M. Asin Palacios, Abenmasarra y su Escuela, Madrid 1914, p. 42; (৩৮) T. Canaan, Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine, p. 37—38, 52, 81.

J. Walker (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

সুলূক (سلوك) 'আ., অর্থ 'পরিভ্রমণ', আল্লাহ্র পথে সাধকের অগ্রগতি অর্থে সূ'ফীদের ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক শব্দ, শায়খের পরিচালনাধীনে ত'ারীক'াঃ-তে (পথে) তাহার অনুপ্রবেশ হইতে ইহার আরম্ভ এবং শক্তি অনুযায়ী সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভে তাহার পরিসমাপ্তি। সুলূক-এর তাৎপর্য হইতেছে সংকল্পের সহিত অনুসন্ধান করা এবং নিষ্ঠা সহকারে স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা করা। এই পথের পথিক (সালিক)-কে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের পূর্বে যি'ক্র, আল্লাহ-নির্ভরতা, দারিদ্র্য, প্রেম, জ্ঞান ইত্যাদির প্রতিটি 'স্তর' বা 'পর্যায়' (মাক'ামাত) পরিপূর্ণ যোগ্যতার সহিত অতিক্রম করিতে হয়। সুতরাং সুলূক এবং জায্'বাঃ—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) জামী, নাফাহ'াতু'ল-উন্স, কলিকাতা ১৮৫৯ খৃ., পৃ. ৭. প.; (২) R. A. Nicholson, The Mystics of Islam, p. 28 প.; (৩) E. H. Palmer, Oriental Mysticism, p. 65 প.।

R. A. Nicholson (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

সূ'ফীতত্ত্ব (দ্র. তাস'াওউফ)

সূরাঃ (سورة) কু'রআন মাজীদের অধ্যায়সমূহের নাম। কু'র-আনে শব্দটির অর্থ হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নিকট মক্কা ও মদীনায় এক এক সময় অবতীর্ণ বাণীর পৃথক পৃথক অংশ। সুতরাং কু'রআনেই ইসলামবিরোধীদিগকে অনুরূপ একটি সূরাঃ (২ : ১৩, ১০ : ৩৮) অথবা স্বরচিত দশটি সূরাঃ রচনায় জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আহবান করা হয় (১১ : ১৩)। শুরুতে পরিচয় হিসাবে সূরাঃ ২৪ : ১-এ ইহার উল্লেখ রহিয়াছে : (ইহা) "একটি সূরাঃ যাহা আমরা নাযিল করিয়াছি এবং ইহাতে দিয়াছি অবশ্য পালনীয় বিধান, ইহাতে আমরা নাযিল করিয়াছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাহাতে তোমরা সতর্ক হও।" মুনাফিকূ'ন এরূপ ভয় করিত যে, কোন সূরাঃ হয়ত তাহাদের মনের কথা সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিতে পারে (৯ : ৬৪); ৯ : ৮৬ আয়াতে "যখন কোন সূরাঃ তাহাদের প্রতি বিশ্বাস এবং যুদ্ধের নির্দেশ থাকিয়া নাযিল হয় ইত্যাদি।" সূরাঃ ৯ : ১২৪, ১২৭ ও ৪৭ : ২০-এ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের প্রতি একটি সূরাঃ-র বিভিন্ন

প্রকমের প্রভাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া সূরাঃ ও কু'রআান শব্দদ্বয় আদি অর্থে এক কিন্তু পরবর্তী ব্যবহারে উহারা পৃথক পৃথক অর্থ ধারণ করে। কু'রআান গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ অবতীর্ণ বাণীর সংকলনের নাম অর্থে, আর সূরাঃ সেই পবিত্র গ্রন্থের অধ্যায় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কু'রআানের তাফসীরকারগণ এবং 'আরবী অভিধান সংকলকগণ সূরাঃ শব্দের অর্থ নগর প্রাচীর বলিয়াছেন। সুতরাং কু'রআানের অধ্যায়সমূহকে সূরাঃ বলার তাৎপর্য এই যে, অধ্যায়গুলি কতগুলি আয়াতকে যেন ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

কু'রআানে ১১৪ টি সূরাঃ রহিয়াছে, প্রথমটি সূরাঃ ফাতিহ'াঃ এবং শেষটি সূরাঃ আন-নাস। সূরাঃ তাওবাঃ ব্যতীত অন্য সব সূরার প্রারম্ভে بسم الله الرحمن الرحيم লিপিবদ্ধ। কু'র-আানের সূরাসমূহ চারিভাগে বিভক্ত : (১) দীর্ঘতর সাতটি সূরাকে (বাক'ারাঃ, আল-'ইম্‌রান, নিসা', মা'ইদাঃ, আন্'আাম, আ'রাফ, কাহ্ফ) আত'-তি'ওয়াল বলা হয়। (২) এক শত বা তদূর্ধ্ব আয়াত-সম্বলিত (কিন্তু আত'-তি'ওয়াল হইতে ছোট) সূরাসমূহকে আল-মিউন বলা হয়, (৩) এক শতের কম আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহের সাধারণ নাম আল-মাছ'ানী (এই শব্দটি সূরাঃ ফাতিহ'াঃ ও সমগ্র কু'রআান সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়)। (৪) তবে হ'জুরাত হইতে নাস পর্যন্ত সূরাসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, যথাঃ সূরাঃ হ'জুরাত হইতে সূরাঃ নাবা' পর্যন্ত তি'ওয়াল মুফাস্'স'াল, সূরাঃ নাবার পর হইতে সূরাঃ দুহ'া পর্যন্ত আওস'াত মুফাস্'স'াল, এবং সূরাঃ দুহ'ার পর হইতে শেষ পর্যন্ত কি'স'ার মুফাস্'স'াল বলা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Noldeke, Geschiohte des Qorans, 2nd ed. by Schwally, i. 30 প., II/i., 30 প.; (২) H. Hirschfeld, New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran, 1902, p. 2; (৩) A. Jeffery, Materials for the History of the Text of the Qur'an, Leiden 1937; (৪) D. Kunstlinger, Eine rabbinische Parallele zu Sura, BSOS, 1934, p. 599 প.; (৫) সুয়ূত'ী, ইত্‌ক'ান; (৬) উদ্ধৃত আয়াতসমূহের, তাফসীর বিশেষত ত'াবারী, বায়দ'াব'ী ও কাশ্‌শাফ; (৭) আল-মুন্‌জিদ, 'সূরাঃ' শব্দ।

F. Buhl (S.E.I.)/সম্পাদনা পরিষদ

সূ'রাত (صورة : সূ'রাঃ) অর্থ প্রতিমূর্তি, প্রতিরূপ, আকৃতি (সূ'রাতু'ল-আরদ' অর্থ বিশ্ব-মানচিত্র) অথবা চেহারা ও মুখমণ্ডল (নিম্নে দ্র.)। তবে তাস'ব'ীর, বহুবচন তাস'াব'ীর অর্থ ছবি।

আল্লাহ্‌র সে'লেমে অর্থাৎ আকৃতিতে (হিব্রু সেলেম, image) মানব সৃষ্টির বিশ্বাস বাইবেলে (আদি পুস্তক ১ : ২৭) আছে। কারণ বাইবেলে আল্লাহ্‌র যে ধারণা দেওয়া হয় তাহা সাকার। ইসলাম এইরূপ ধারণার বিরোধী। বুখারী, ইস্‌তি'য'ান, বাব ১-এ (দ্র. মুসলিম, জান্নাঃ, হ'াদীছ' ২৮) যে হ'াদীছ' আছে, "আল্লাহ্ মানুষকে তাঁহার সূ'রাত অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন : মানুষের দৈর্ঘ্য ছিল ৬০ গজ" তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ক'াস্‌ত'াল্লানী (৯খ, ১৪৪) বলেন : "তাহার দ্বারা আদাম ('আ)-কে বুঝান হইয়াছে, সুতরাং অর্থ হইবে এইরূপ : "আল্লাহ আদামকে তাঁহার অর্থাৎ আদামের আকৃতি অনুসারে অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ও সুসমঞ্জসরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।" কিন্তু ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যাও রহিয়াছে। এতদ্‌সংক্রান্ত হ'াদীছে'র দ্বিতীয় উল্লেখ রহিয়াছে মুসলিমে, বির্‌র, হ'াদীছ' ১১৫ : "কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলে ভাইয়ের মুখ-মণ্ডল বাদ দিয়া আঘাত করা উক্ত সংগ্রামী ব্যক্তির উচিত। কারণ আল্লাহ মানুষকে তাঁহার সূ'রাত অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন।" নাওয়াব'ীকৃত এই হ'াদীছে'র ব্যাখ্যার উপরিউক্ত ক'াস্‌ত'াল্লানীর ব্যাখ্যার সঙ্গে আংশিক মিল রহিয়াছে। তিনি আল-মাাযিরীর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন : হ'াদীছ'টির শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করিয়া ইবন কু'তায়বাঃ ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : "আল্লাহ্‌র সূ'রাত আছে, কিন্তু তাহা অন্যান্য সূ'রাতের মত নহে। এইরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ সূ'রাতের ধারণার সঙ্গে গঠনের প্রশ্ন বিজড়িত এবং যাহা গঠিত তাহাই সৃষ্ট (মুহ্'দাছ')। কিন্তু আল্লাহ সৃষ্ট নহেন, সুতরাং তিনি গঠিত নহেন, আর মুস'াওওয়ারও নহেন।" আল্লাহ্‌র সূ'রাত 'আালিমগণ সি'ফাত অর্থাৎ গুণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রতিমূর্তির অবৈধতা প্রসঙ্গে, যাহাকে পাশ্চাত্যের ধারণামতে অনেক মুসলিম বিধানের নায় ভুলবশত কু'রআান হইতে নিঃসৃত করা হইয়াছে, সূ'রাত লইয়া আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রতিমূর্তির অবৈধতা যে কু'রআানের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। কু'রআানের শাব্দিক ব্যবহারে 'স'াওওয়ারা' গঠন করা বা আকার দান করা এবং 'বারাআ' 'সৃষ্টি করা' সমার্থবোধক শব্দ, দ্র. সূরাঃ ৩ : ৩, ৭ : ১১, ৪০ : ৬৬। সূরাঃ ৫৯ : ২৪-এ আল্লাহ আল-খালিক', আল-বারী এবং আল-মুস'াওবি'র নামে অভিহিত হইয়াছেন, বায়দ'াব'ীর মতে ইহার অর্থ : "যিনি স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী বস্তু সৃষ্টি করার সংকল্প পোষণ করেন, যিনি নিখুঁতভাবে তাহা সৃষ্টি করেন এবং যিনি আপন ইচ্ছানুযায়ী উহাদের আকার ও গুণের বাস্তব রূপ দান করেন, তিনিই আল্লাহ।"

সুতরাং কু'রআান অনুসারে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ আকৃতিদাতা। তারপর হ'াদীছে' উক্ত হইয়াছে, যেহেতু সকল মানবিক আকৃতিদাতা আল্লাহ্‌র অনুকরণকারী তাই তাহারা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য : "যে কেহ প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে, আল্লাহ তাহাকে শাস্তিস্বরূপ উহাতে জীবনদানের আদেশ করিবেন, কিন্তু সে তাহা করিতে সক্ষম হইবে না" (বুখারী, বুয়ূ', বাব ১০৪; মুসলিম, লিবাস, হ'াদীছ', ১০০)। যাহারা এই সকল মূর্তি নির্মাণ করে তাহারা বিচার দিবসে এইরূপ আদিষ্ট হইয়া শাস্তি ভোগ করিবে : "যাহা তোমরা সৃষ্টি করিয়াছ এবার তাহাদিগকে জীবন্ত কর" (বুখারী, তাওহ'ীদ, বাব ৫৬)। যে সকল গৃহে মূর্তি, কুকুর এবং অপবিত্র লোক অবস্থান করে, (রাহ'মাতের) ফিরিশ্‌তাগণ সেগুলিকে এড়াইয়া চলেন (বুখারী, বাদা'উ'ল-খাল্‌ক', বাব ১৭ ইত্যাদি)। শেষোক্ত বাণীটি হয়ত 'আাইশাঃ (রা)-এর একটি ঘটনা দ্বারা প্রতিভাত হইয়াছে, কিরূপে তিনি একদা ছবিওয়ালা একটি তাকিয়া (নুমরুক'াঃ) ক্রয় করিয়া-ছিলেন; মুহ'াম্মাদ (স') উহা গৃহের বাহির হইতে দেখিতে পাইয়া ভিতরে না ঢুকিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া পড়েন। তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তখন উত্তরে বলেন : এই সকল মূর্তির নির্মাতাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে : "যাহা তোমরা নির্মাণ করিয়াছিলে এবার তাহাতে জীবন দাও।" অতঃপর তিনি আরও বলেন : "যে গৃহে মূর্তি থাকে তাহাতে ফিরিশ্‌তাগণ প্রবেশ করে না" (মুসলিম, লিবাস্, হ'াদীছ' ৯৬; দ্র. ৮৫, ৮৭, ৯১-৯৯; বুখারী, লিবাস্, বাব ৯২; আহ'মাদ ইবন হ'াম্বাল, ৬খ ১৭২)।

মুহ'াম্মাদ (স') প্রতিকৃতি ও মূর্তিগুলিকে কা'বাঃ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন (বুখারী, মাগ'াযী, বাব ৪৮)।

আইন অনুসারে জীবন্ত প্রাণী অর্থাৎ রূহ'ওয়ালা কোন কিছুর প্রতিমূর্তি অংকন বা নির্মাণ করা নিষিদ্ধ। মুসলিমের স'াহ'ীহ', লিবাস, হ'াদীছ' ৮১ (কায়রো ১২৮৩, ৪র্থ, ৪৪৩ হি.)-এর নাওয়াব'ীর ব্যাখ্যা হইতে প্রমাণিত হয়, কাপড়, গালিচা, মুদ্রা, মৃৎপাত্র অথবা প্রাচীর ইত্যাদির প্রতিমূর্তি যাহাতেই অংকিত হউক না কেন—কোন পার্থক্য নাই। বৃক্ষ, উষ্ট্রের পৃষ্ঠোপরি গদি এবং (সজীব বস্তু ব্যতীত) অন্যান্য জিনিসের প্রতিকৃতি নির্মাণ নিষিদ্ধ নহে। প্রাণীর ছবি প্রাচীরে টাঙ্গানো কিংবা পরিধেয় বস্ত্রে বা পাগড়ীতে অংকিত বা মুক্ত রাখা হ'ারাম। কিন্তু গালিচায় (যাহার উপর দিয়া হাঁটা হয়) এবং ব্যবহারের তাকিয়া ও বালিশে প্রাণীর ছবি থাকিলে তাহার ব্যবহার হ'ারাম নহে। আয-যুহ্রীর মতে কোন রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রতিকৃতি নির্মাণ নিষিদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকৃতিযুক্ত জিনিসপত্রের ব্যবহার এবং যে গৃহে প্রতিকৃতি আছে উহাতে প্রবেশও নিষিদ্ধ। অন্যরা বলেন, চিত্রাংকিত কাপড়, তাহা সাধারণ ব্যবহারের জন্য হউক বা না হউক, প্রাচীরে টাঙ্গানো হউক বা না হউক, ব্যবহারের অনুমতি আছে। কেহ কেহ শিশুদের খেলার পুতুলকে ইহার ব্যতিক্রম মনে করেন। নাওয়াবী অনুরূপ বিষয়ের আরও অনেক যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

ধর্মশাস্ত্রবিদ ও আইনবিদগণের অভিমত সত্ত্বেও উহার বরখেলাফ কাজ বিরল নহে, উদাহরণস্বরূপ 'কু'স'ায়র 'আম্রাঃ-র গোসলখানার প্রাচীর-গাত্রের অংকিত চিত্র, 'সামর্রার' নৃত্যরতা বালিকা, পশু ও পাখী ইত্যাদির ছবি, পারসী ও তুর্কী পাণ্ডুলিপির এবং তুর্কী ও মিসরীয় টিকিটের ক্ষুদ্রাকার চিত্র, দশম শতাব্দীর শেষভাগে মিসরের শাসনকর্তা খুমারাওয়াহ্ তাঁহার নিজের, স্ত্রীদের এবং গায়িকা বালিকাদের মূর্তি নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং স্পেনে তৃতীয় 'আব্দু'র-রাহ্'মান তাঁহার প্রিয় মহিষী আয-যাহ্রা'র একটি মূর্তি তাঁহার নামে অভিহিত প্রাসাদে স্থাপন করিয়াছিলেন। তবে ইহা সত্য যে, মুসলিমদের মধ্যে চিত্রাংকন অথবা ভাস্কর্যবিদ্যার বিশেষ প্রসার হয় নাই। দীর্ঘ দিন যাবত ফটো তোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইয়াছিল (দ্র. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschr. ii. 432 প.), কিন্তু অধুনা কোন কোন মহলে তাহা আর তেমন জোরালো নহে। উল্লেখ করা যায় যে, য়াহূদী শাস্ত্রেও প্রাণীর চিত্রাংকন নিষিদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Th. W. Juynboll, Handleiding, Leiden 1925, p. 157 প.; (২) Chauvin, La defense des images chez les Musulmans, in Annales de l'Ac. d' arch. de Belgique, 4. serie, viii. 229 প.; (৩) Snouck Hurgronje, Kusair 'Amra und das Bilderverbot, in ZDMG, lxi. 186 প., (৪) do., Mekka, ii. 219 and note 3; (৫) A. J. Wensinck, The second commandment, in Med. Ak. Amst. vol. lix. Ser. A. Nr. 6; (৬) Lammens, L'attitude de l'Islam primitif en face des arts figures, in JA, 1915, 239-79; (৭) Goldziher, Zum islamischen Bilderverbot, in ZDMG, lxxiv (1920), 288; (৮) the material of classical Hadith in Wensinck's Handbook, under Images; (৯) Legal : আবূ ইস্হ'াক' আশ-শীরাযী, কিতাবু'ত-তান্বীহ, ed. Juynboll, Leiden 1879, পৃ. ২০৬।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহম্মদ আবদুল মান্নান

হ

হক্ক (حق : হ'াক্ক') হিব্রু ভাষায় ইহার অনুরূপ ধাতুর অর্থ cut in-হস্তক্ষেপ করা, বাধা দেওয়া, cut on-তাড়াতাড়ি করা বা চলা, ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির অর্থ করা হয় "নির্দেশ করা, নির্ধারণ করা, আদেশ বলে কিছু নির্দিষ্ট করা" (Brown-Driver-Briggs, Hebrew Lexicon, p. 349 প.)। 'আরবীতে উক্ত শব্দের অর্থ প্রাথমিক ধারণা অনুসারে 'স্থায়িত্ব', 'দৃঢ়তা' (ছু'বূত) দ্বারা প্রকাশ করা যায় এবং 'সামঞ্জস্য', 'অনুরূপ' (মুত'াবাক'াঃ, মুওয়াফাক'াঃ) দ্বারা নহে, যাহা মূলত গৌণ এবং অলংকারশাস্ত্রবিদগণের (আহলু'ল-মা'আনী) আবিষ্কার (জুরজানী, তা'রীফাত, কায়রো ১৩২১ হি., পৃ. ৬১ প.)। আল-হ'াক্ক' অর্থ যাহা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট, চিরস্থায়ী, প্রকৃত। কু'রআনের তাফসীরসমূহে সাধারণত ইহার অর্থ 'আছ'-ছ'াবিত' (স্থায়ী) দেওয়া হইয়াছে। তদনুসারে আল-বায়দ'াব'ী আল-হ'াক্ক'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ (আছ'-ছ'াবিতু রুবূবিয়্যাতুহ) যাঁহার প্রভুত্ব স্থায়ী, খাঁটি (সূরাঃ ১০ : ৩২; বায়দ'াব'ী, ed. Fleischer, ১খ, ৪১৪)। অনুরূপভাবে যাঁহার উলূহিয়্যাত স্থায়ী (আছ'-ছ'াবিতু ইলাহিয়্যাতুহ); যিনি সেই সকল ইলাহের বিপরীত যাহারা বাতিল, বৃথা, অপ্রকৃত (সূরাঃ ৩১ : ৩০; বায়দ'াব'ী, ২খ, ১১৬) সূরাঃ ২০ : ১১৪ আয়াতে তিনি তাঁহার সত্তা এবং গুণে 'ছ'াবিত' (বায়দ'াব'ী, ১খ, ৬০৭); ইহা ব্যতীত সূরাঃ ২২ : ৬-এর বায়দ'াব'ী ব্যাখ্যা করিতেছেন (১খ, ৬২৮), 'যেহেতু তিনি নিজে নিজেই 'ছ'াবিত', তাঁহার দ্বারা বস্তুনিচয় বাস্তব রূপ লাভ করে ("বিহি তাতাহ'াক্ক'-কু'ল-আশয়াউ")। এই সর্বশেষ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যায় রাযী বলিয়াছেন (মাফাতীহ', ৬খ, ১৪৪, ১৩০৮ হি.), তিনি 'আল-মাওজূদ, আছ'-ছ'াবিত।' স'াহ'াহ্' গ্রন্থকার 'হ'াক্ক'' শব্দটিকে বাতি'ল-এর বিপরীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াই সন্তুষ্ট রহিয়াছে। কু'রআনে ও অন্যত্র এই নির্দিষ্ট অর্থেই উহা প্রযুক্ত হইয়াছে। জাহিলী যুগে ইহা এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। লাবীদের প্রসিদ্ধ কবিতায়

উহার প্রমাণ রহিয়াছে (Huber, Diwan des Lebid, xli, verse 9) : الا كل شئى ما خلا الله باطل "একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুই বাতিল।" সামী (Semitic) মনস্তত্ত্বে হিব্রু ধারণানুযায়ী শূন্যতা, নিষ্ফলতা, অনিশ্চয়তাবোধের বিপরীত যাহা কিছু নিশ্চিত, বাস্তব এবং নির্ভরযোগ্য উহার সহিতও 'হা'ক্ক' কথাটি সম্পর্কিত।

সুতরাং 'আরবীতে 'বাতি'ল' শব্দটি 'হা'ক্ক'-এর বিপরীত অর্থজ্ঞাপক। আল-হা'ক্ক' আল্লাহ্র একটি গুণবাচক নাম। আল্লাহ নিজেই বাস্তব (বায়দা'বা'ী, সূরাঃ ২২ : ৬২, ১খ, ৬৩৮)। পক্ষান্তরে অন্যান্য সৃষ্টি তাহাদের অস্তিত্বের জন্য তাঁহারই উপর নির্ভরশীল (দ্র. বায়দা'বা'ী, সূরাঃ ২২, ৬-এর আলোচনায়)। 'হা'ক্ক' শব্দটি যখন আল্লাহ্র অন্যতম নাম (আস্মা' দ্র. প্রবন্ধ আল্লাহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়, যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'সত্য' (the Truth)-রূপে উহার ব্যাখ্যা করা হয়, কিন্তু ইহা ঠিক নয়। ইহার নিকটতম প্রতিশব্দ 'বাস্তব' অথবা 'বাস্তবতা'। মুসলিম পণ্ডিতগণ 'হা'ক্ক' এবং 'সি'দ্ক'-এর মধ্যে সতর্কতার সহিত পার্থক্য করিয়া থাকেন, 'সি'দ্ক'-এর' বিপরীতরূপে 'কিয্'ব'-কে গণ্য করেন এবং এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করেন যে, হা'ক্ক' তখনই 'সি'দ্ক'-এর সমার্থক, যখন ইহা কোন সিদ্ধান্ত (হু'কুম) সম্পর্কে হয়। সে অর্থে কোন ঘটনা (ওয়াকি'আঃ) যখন প্রকৃতই ঘটে, তখন ইহাকে বলা হয় 'হা'ক্ক', কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত বা কোন বর্ণনার ক্ষেত্রে ইহা 'সি'দ্ক', যদিও বর্ণনার ক্ষেত্রে এই অর্থে ইহাকে হা'ক্ক'-ও বলা হয়। আল্লাহ্র অন্যতম নাম হিসাবে ব্যবহৃত 'আল-হা'ক্ক' শব্দটি মাঝে মাঝে সৃষ্টিকর্তারূপেও অর্থ করা হয়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আল-খালক' (সৃষ্টি)-এর সহিত ইহার সম্পর্কের যে বৈপরীত্য আছে তাহাই উহার ভিত্তি বলিয়া মনে হয় (উদাহরণ : ইত্হা'াফ আল-সাদাঃ, ১০খ, ৫৫৬, আল-সিনাতু'ল-খাল্ক' আক্'লামু'ল-হা'ক্ক' : 'Vox populi, vox dei!')। আল-হা'ল্লাজের কিতাবু'ত'-ত'াওয়াসীন (ed. Massignon), পৃ. ১৭৪-এ আর একটি ব্যাখ্যার অবতারণা দ্র.। উপরে বর্ণিত 'বাস্তব' শব্দের অর্থসমূহ মুখ্যত আল্লাহ অর্থে এবং ব্যুৎপত্তিগতভাবে তাঁহার সৃষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে কোন বিবরণ সত্য হওয়া সম্পর্কেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তাহা ছাড়া 'হা'ক্ক' শব্দ বিধি-বিধানের ধারণা হইতে উৎপন্ন 'অধিকার', 'কর্তব্য' অর্থও সূচিত করে। সুতরাং 'হা'ক্কু'ন লী' অর্থ 'আমার দাবী বা অধিকার'; 'হা'ক্কু'ন 'আলায়্যা' অর্থ আমার উপর দাবী বা অধিকার। ইহা হইতেই 'হা'ক্কুল্লাহ্-এর' উৎপত্তি, যাহা 'হা'ক্ক' আদামী' বা 'হা'ক্কু'ন-নাস' হইতে স্বতন্ত্র। হা'ক্কুল্লাহ্-র অর্থ আল্লাহ্র হা'ক্ক', মানুষের দাবীর সহিত যে হা'ক্ক'-এর সম্পর্ক নাই (দ্র. Juynboll, Handbuch des islam. Ges., p. 292 and index)। আল-হা'ক'ী'কা'ঃ (দ্র.) সু'ফীগণ কর্তৃক পরিক্রমার সর্বশেষ স্তর এমন কি ইহা মা'রিফাঃ-রও পরবর্তী স্তর। সুতরাং 'হা'ক্কু'ল-য়াক'ীন' (৫৬ : ৯৫) হইল এইরূপ প্রকৃত নিশ্চয়তা, যাহা প্রত্যক্ষ বিশ্বাস, ('আয়নু'ল-য়াক'ীন) এবং জ্ঞানগত বিশ্বাস ('ইলমু'ল-য়াক'ীন) লাভ করিবার পরে হা'াল-এর অবস্থায় বাস্তব সত্তায় বিলীন (ফানা') হওয়ার পরে মানুষ অর্জন করে। (এই বিষয়ে দ্র. 'কাশফু'ল-মাহ্'জুব' অনু. পৃ. ৩৮১ প.; কু'শায়রী, রিসালাঃ, 'আরুসী এবং যাকারিয়্যা-এর টীকাসহ, ২খ, ৯৯ প.; জুরজানী, পৃ. দ্র.)। সু'ফীগণের মতে হু'কু'কু'ন-নাফ্স হইল সেই সকল বিষয়, যাহা জীবন ধারণ এবং জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় এবং ইহা হু'জু'জ'-এর বিপরীত। হু'জু'জ' অর্থ যাহা নফ্স কামনা করে, কিন্তু তাহার অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় নয় (Dict. of techn. terms, p. 311, 330 and 427)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) হুজ্'বীরী, কাশ্ফু'ল-মাহ্'জুব, transl. Nicholson, index; (২) আল্-হা'ল্লাজ, কিতাবু'ত-ত'াওয়াসীন, ed. Massignon, index; (৩) রাগি'ব, মুফ্রাদাত, পৃ., ১২৪ প.; (৪) Horten, Theologie des Islam, পৃ. ১৫২ প., ২৯৫ প.; (৫) ইহা ছাড়া প্রবন্ধে উল্লিখিত বরাতসমূহ।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

হজ্জ (حج : হা'জ্জ) আভিধানিক অর্থ সংকল্প করা, কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা করা। শারী'আতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট তারিখে মক্কার কা'বাঃ ঘর প্রদক্ষিণ, 'আরাফাত ময়দানে অবস্থান, সা'ফা-মারওয়াঃ পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সা'ঈ (দৌড়ান), মিনায় অবস্থান প্রভৃতি কতিপয় কার্য যেভাবে হযরত মুহা'ম্মাদ (স) নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন সেইভাবে সম্পাদন করার নাম হা'জ্জ। ইহা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের পঞ্চম।

পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র 'ইবাদাতের জন্য নির্মিত প্রথম 'ইমারত কা'বাঃগৃহ (৩ : ৯৬) যাহাকে বায়তুল্লাহ (আল্লাহ্র ঘর) বলা হয়। আল্লাহ্র হুকুমে এই ঘর হযরত ইব্রাহীম ('আ) তাঁহার পুত্র ইসমা'ঈল ('আ)-সহ পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন (২ : ১২৭)। আল্লাহ হযরত ইব্রাহীম ('আ)-কে হুকুম করিয়াছিলেন, "এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদের জন্য, যাহারা তা'ওয়াফ (দ্র.) করে এবং যাহারা সা'লাতে দাঁড়ায়, রুকূ' করে ও সিজ্দাঃ করে। এবং মানুষের নিকট হা'জ্জের ঘোষণা করিয়া দাও, উহারা তোমার নিকট আসিবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উষ্ট্রের পিঠে, উহারা আসিবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া (২২ : ২৬, ২৭)।" এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইব্রাহীম ('আ) সর্বপ্রথম কা'বাঃকে কেন্দ্র করিয়া আল্লাহ্র নির্দেশিত নিয়মে হা'জ্জের প্রবর্তন করেন। তাঁহার পূর্বে কোন নবী হা'জ্জ বা অনুরূপ কোন 'ইবাদাতের প্রচলন করার নির্দেশ পাইয়াছিলেন বলিয়া কু'রআনে কোন ইঙ্গিত নাই। হযরত মূসা ('আ)-এর উম্মাতদের কি'ব্লাঃ (দ্র.) জেরুযালেমের আল-মাস্জিদু'ল-আক'সা'া। তাহাদের ধর্মে তীর্থযাত্রার বিধান রহিয়াছে বলিয়া জানা যায় (Exodus ২৩ : ১৪); কিন্তু হা'জ্জের সঙ্গে উহার কোন সাদৃশ্য নাই।

হযরত ইব্রাহীম ('আ)-এর আহ্বানে লোকেরা মক্কায় হা'জ্জ সমাধা করিতে আসিতে থাকে। অতঃপর প্রতি বৎসর 'আরবে সকল এলাকা হইতে লোকজন এখানে এই উদ্দেশ্যে সমবেত হইত। কিন্তু তাওহ'ীদের কেন্দ্র এই কা'বায় কালক্রমে ৩৬০টি দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এক আল্লাহ্র 'ইবাদাতের পরিবর্তে ইহাদের 'ইবাদাত হইতেছিল। তদ্রূপ হা'জ্জ অনুষ্ঠানে শির্ক ছাড়াও অনেক অন্যায় ও অশালীন অনুষ্ঠান প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। যথাঃ (১) চান্দ্র বৎসরের মাসসমূহকে নিজেদের সুবিধার্থে অগ্রপশ্চাৎ করিয়া হা'লাল (যুদ্ধ-বৈধ) মাসকে হা'রাম (যুদ্ধ-নিষিদ্ধ) ও হা'রাম মাসকে হা'লাল মাস করা (২ : ২১৭), কোন এক বৎসরে ১৩ মাস গণনা করা ইত্যাদি যাহা 'নাসী' (৯ : ৩৬) নামে অভিহিত। এই মাসগুলিকে নিরূপিত সময় হইতে সরাইবার কারণে নবম হিজরীতে হা'জ্জ যু'ল-

ক'দাঃ মাসে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। (২) কু'রায়শ ব্যতীত অন্যান্য গোত্রের লোকেরা হ'ারাম (حرم)-এর সীমানায় প্রবেশ করিয়া উলঙ্গ হইয়া যাইত ও কা'বার ত'াওয়াফ এই অবস্থায় সমাধা করিত। নারীদের জন্যও এই নিয়ম ছিল। নবম হিজ্রীতে রাসূল কারীম (স') এই সব কারণে নিজে হ'াজ্জ পালন করিতে যান নাই (শিবলী নু'ম্যানী, সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ১২৪)। আবু বাক্র (রা)-এর নেতৃত্বা-ধীনে তিন শত স'াহ'াবীর একটি দল সেই বৎসর হ'াজ্জের জন্য প্রেরিত হন, পরে নাক'ীব বা ঘোষণাকারী হিসাবে 'আলী (রা) এই দলে যোগদান করেন। অতঃপর মিনা প্রান্তরে ই'লান (ঘোষণা) করা করা হয় ঃ (ক) ভবিষ্যতে মুশরিকগণ কা'বায় হ'াজ্জ করিতে পারিবে না (৯ ঃ ২৮); (খ) উলঙ্গ অবস্থায় কোন ব্যক্তি কা'বায় ত'াওয়াফ করিতে পারিবে না। এমনিভাবে জাহিলী যুগের 'আরবরা হ'াজ্জ করিতে আসিয়া আল্লাহ্র যি'ক্র বাদ দিয়া নিজেদের পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাথা আবৃত্তি করিয়া গৌরব করিত। এইজন্য আল্লাহ্র নির্দেশ নাযিল হয়, "অতঃপর যখন তোমরা (হ'াজ্জের) অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিবে তখন আল্লাহ্কে এমনভাবে স্মরণ করিবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করিতে (২ ঃ ২০০)।" য়াছ'রিবের (মদীনা) অধিবাসীরা মানাত দেবীর ত'াওয়াফ করিত এবং হ'াজ্জ করিতে যাইয়া স'াফা ও মারওয়াঃ পাহাড়দ্বয়ে গমন করিত না। অথচ ইহা হযরত ইসমা'ঈল ('আ)-এর স্মৃতি রক্ষার্থে হ'াজ্জের একটি অনুষ্ঠান হিসাবে গণ্য ছিল। ফলে আয়াত নাযিল হইল, "স'াফা ও মারওয়াঃ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম, সুতরাং যে কেহ কা'বায় হ'াজ্জ কিংবা 'উমরাঃ সম্পন্ন করে, এই দুইটিরও ত'াওয়াফ করা তাহাদের উচিত" (২ ঃ ১৫৮; বুখারী, বাবু'ল-হ'াজ্জ)। কু'রায়শগণ হ'াজ্জ করিতে গিয়া 'আরাফাতে ওয়াকূ'ফ (দ্র.) করিত না, যদিও ইহা ছিল হ'াজ্জের ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য ('আবদু'ল-মাজিদ দারয়াবাদী, তাফ্সীর, পৃ. ৮০, টীকা ৭৪০)।

ষষ্ঠ হিজ্রীতে সর্বপ্রথম হযরত মুহ'াম্মাদ (স') প্রায় ১৫০০ স'াহ'াবীসহ মক্কায় 'উম্রাঃ উদ্যাপন করিতে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে কু'রায়শগণ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন এবং হু'দায়বিয়ার সন্ধির শর্ত মুতাবিক সেই বৎসর মদীনায় ফিরিয়া যান। হযরত (স') এবং স'াহ'াবীগণ হু'দায়বিয়াতেই কুরবানী করিয়া ইহ্'রাম হইতে মুক্ত হন। এই কারণে উহাকে 'উম্রা'ল-হু'দায়বিয়াঃ বলা হয় (ইব্ন কাছ'ীর, ৪থ, ৩৬৫)। হিজ্রী সপ্তম বর্ষে রাসূল কারীম (স') পুনরায় মক্কায় গমন করিয়া 'উম্রাঃ সম্পন্ন করেন। ৮ম হিজ্রীতে মক্কা বিজয়ের পর হ'নায়ন হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পথে রাসূল কারীম (স') আর একবার 'উম্রাঃ সম্পাদন করেন। এই 'উম্রার পূর্বেই কা'বাঃগৃহ হইতে সব দেব মূর্তি অপসারিত হইয়াছিল।

১০ম হিজ্রীতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') স্বয়ং হ'াজ্জের নেতৃত্ব করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ বিদায়-হ'াজ্জ সম্পর্কে হ'াদীছে' বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। হ'াজ্জ কিভাবে সম্পন্ন করা উচিত তাহা রাসূল কারীম (স') এই হ'াজ্জে নির্দিষ্ট করিয়া দেন। তাই হ'াজ্জের ইতি-হাসে বিদায়-হ'াজ্জ এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই বৎসর যু'ল-হি'জ্জাঃ মাসে হ'াজ্জ সম্পন্ন হয়। এখন হইতে 'নাসী' প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া খাঁটিভাবে চান্দ্র বৎসরের প্রচলন করা হয় এবং যু'ল-হি'জ্জার নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন হ'াজ্জের ওয়াক্'ত হিসাবে নির্ধারিত হয়।

(ক) হ'াজ্জ নবম হিজ্রীতে ফরয হয় (ইব্নু'ল-ক'ায়্যিম, যাদু'ল-মা'আদ, ১খ, ১৮০)। শারী'আতের বিধান মুতাবিক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য তাহার জীবনে অন্তত একবার হ'াজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয) যদি সে উহা সম্পাদনে সক্ষম হয় (৩ ঃ ৯৭)। হ'াজ্জ ফরয হওয়ার শর্তগুলি নিম্নরূপ ঃ (১) সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া (পাগল নয়); (২) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া; (৩) স্বাধীন (গোলাম নয়) হওয়া; (৪) সুস্থ সবল হওয়া (অন্ধ, খোঁড়া প্রভৃতির উপর হ'াজ্জ ফরয নয়); (৫) যাতায়াত ও মক্কায় অবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ থাকা; (৬) পথ নিরাপদ হওয়া এবং (৭) ফিরিয়া আসা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের (যাহাদের ভরণ-পোষণ তাহার উপর ওয়াজিব) প্রয়োজনীয় খরচের ব্যবস্থা থাকা। মহিলাদের জন্য স্বামী অথবা এমন কোন আত্মীয় যাহার সঙ্গে বিবাহ হ'ারাম, সহ-যাত্রী থাকা আবশ্যক। হ'াজ্জ ফরয হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বৎসরই হ'াজ্জ করা ওয়াজিব। শাফি'ঈদের মতে এই শর্তে বিলম্ব করা যায় যে, তাহার মৃত্যু ঘটিলে একজন তাহার প্রতিনিধি হিসাবে তাহার অর্থে হ'াজ্জ করিবে। হ'াজ্জ করিতে পারে নাই এমন ব্যক্তি বদলী হ'াজ্জের ওয়াসি'য়্যাত করিয়া মারা গেলে তাহার সম্পূর্ণ সম্পত্তি হইতে দাফন-কাফনের খরচ ও তাহার ঋণ থাকিলে তাহা আদায়ের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা যদি হ'াজ্জের সম্পূর্ণ খরচ নির্বাহ সম্ভব হয় তবে ওয়ারিছ'দের উপর তাহার পক্ষে বদলী হ'াজ্জ করান ওয়াজিব, নতুবা নহে।

হ'াজ্জের ফরয হইল ঃ (১) ইহ্'রাম (দ্র.), (২) 'আরাফাতে উকূ'ফ (দ্র.) ও (৩) ত'াওয়াফু'ল-ইফাদ'াঃ (দ্র. ত'াওয়াফ)। ত'াওয়াফু'ল-ইফাদ'াঃ ১০ বা ১১ বা ১২ যু'ল-হি'জ্জাঃ তারিখে করা হয়। প্রথম দিবসে সম্পন্ন করা উত্তম; (৪) উপরিউক্ত ফরয কাজগুলি পর পর যেইভাবে সমাধা করার নিয়ম রহিয়াছে সেইভাবে তার্তীব মত সমাধা করা (অর্থাৎ ইহ'রামকে উকূ'ফের পূর্বে এবং উকূ'ফকে ত'াওয়াফু'ল-ইফাদ'া-র পূর্বে সম্পন্ন করা) এবং (৫) যে স্থানে ও যে সময়ে যে কাজ করার হুকুম সে স্থান ও সময়ে সে কাজ করা।

হ'াজ্জের ওয়াজিব ছয়টি ঃ (১) মুয্দালিফাতে উকূ'ফ; (২) সা'ঈ (দ্র.); (৩) রাম্য়ি (কংকর নিক্ষেপ); (৪) বহিরাগতদের জন্য ত'াওয়াফু'স্'-স'াদ্র; (৫) হ'াল্ক' (কেশ মুণ্ডন) বা তাক্'স'ীর (কেশ ছোট করা) ও (৬) কি'রান ও তামাত্তু' হ'াজ্জে কুরবানী করা। ইহ্'রাম, ত'াওয়াফ ও উকূ'ফ সংক্রান্ত আরও কিছু কাজ ওয়াজিব বলিয়া গণ্য।

হ'াজ্জ তিন প্রকারে আদায় করা যায় ঃ (১) ইফ্রাদ, অর্থাৎ শুধু হ'াজ্জের ইহ্'রাম করা ও 'উম্রাঃ ব্যতীত হ'াজ্জ করা; (২) কি'রান, ইহাতে 'উম্রাঃ ও হ'াজ্জ উভয়ের ইহ্'রাম একসঙ্গে করা হয়, 'উম্রাঃ সম্পাদন করিয়া পরে হ'াজ্জ করিতে হয় এবং (৩) তামাত্তু', ইহাতে প্রথমে শুধু 'উম্রার ইহ্'রাম করা ও 'উম্রাঃ শেষ করিয়া ইহ্'রাম হইতে মুক্ত হওয়া এবং পরে পুনরায় হ'াজ্জের ইহ্'রাম করা ও হ'াজ্জ সম্পাদন করা।

হ'াজ্জের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানা এলাকা হইতে মুসলিমগণ মক্কায় গমন করেন। প্রাচীন ও আধুনিক সকল প্রকার পরিবহন ব্যবস্থা এই কাজে ব্যবহৃত হয়। এমনকি অনেক দূরবর্তী অঞ্চল হইতে কেহ কেহ পদব্রজেও হ'াজ্জ করিতে গমন করেন। অধিকাংশ হ'াজ্জযাত্রীই হ'াজ্জের কিছুকাল পূর্বে মক্কায় উপস্থিত হইয়া থাকেন। অনেক হ'াজ্জযাত্রী রমযান মাস মক্কায় অতিবাহিত করিয়া থাকেন

এবং ইহাকে বিশেষ নেক কাজ মনে করা হয়। শী'আঃ-সুন্নী সকলেই হ'াজ্জ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

হ'াজ্জের অনুষ্ঠানগুলি পবিত্র পরিবেশ ও অবস্থার মধ্য দিয়া সমাধা করিতে হয়। এই পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই ইহ্'রাাম (দ্র.) প্রয়োজন। তাই মক্কা হইতে দূরে যাহাদের বাড়ী হ'াজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা যাইবার পথে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে তাহাদিগকে সেখান হইতে অবশ্যই ইহ্'রাাম সম্পাদন করিতে হয়। এই নির্দিষ্ট স্থানকে হ'াজ্জের মীক'াাত (দ্র.) বলা হয়। হ'াজ্জযাত্রীকে ইহ্'রাাম অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করিতে হয়। অনন্তর হ'াজ্জের তারিখ আগত হইয়া না থাকিলে তাঁহাকে 'উম্রাঃ (দ্র.) সম্পাদন করিতে হয়। প্রায় প্রত্যেক হ'াজ্জযাত্রীই 'উম্রাঃ ও হ'াজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ কোন একজন নির্দেশকের (শায়খ, দালীল, মুত'াওয়া-বি'ফ) সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। নির্দেশকগণ প্রতিটি ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে (দু'আ') আবৃত্তি করেন এবং হ'াজ্জযাত্রীগণ উহা পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকেন। হ'াজ্জযাত্রিগণের অনেকেই প্রচলিত স্থানীয় ভাষাজ্ঞানের অভাবে প্রায় ক্ষেত্রেই অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হইতে বাধ্য হন এবং ঐ নির্দেশকগণ হ'াাজ্জীদিগকে সকল ব্যাপারে সাহায্য করিয়া থাকেন। কা'বাঃগৃহের সাতবার ত'াওয়াাফ (দ্র.) এবং স'াফাা ও মারওয়ার সাতবার দৌড় (সা'ঈ দ্র.) সম্পন্ন হইলেই 'উম্রাঃ সম্পাদিত হইয়া যায়। তখন পথিমধ্যে হ'াজ্জযাত্রী হ'াজ্জের উদ্দেশ্যে যে ইহ্'রাাম করিয়াছিলেন তাহা হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন অথবা তিনি যদি এক সঙ্গে 'উম্রাঃ এবং হ'াজ্জের (হ'াজ্জে কি'রাান) উদ্দেশ্যে ইহ্'রাাম করিয়া থাকেন তাহা হইলে হ'াজ্জ পর্যন্ত ইহ্'রাাম অবস্থায় থাকিয়া হ'াজ্জ সমাধা করিবার পরে ঐ ইহ্'রাাম হইতে মুক্ত হইতে পারেন (দ্র. ইহ্'রাাম)।

(খ) হ'াজ্জের অনুষ্ঠান

যু'ল-হি'জ্জাঃ মাসের সাত তারিখে জু'হ্র স'ালাাতের পরে কা'বার মসজিদে ইমাাম (বা সুলত'াান) একটি ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে মিনাা গমন, 'আরাফাাতে স'ালাাত ও অবস্থান এবং 'আরাফাাত হইতে প্রস্থান প্রভৃতি হ'াজ্জের কাজগুলি জানানো হয়। সেইমতে হ'াজ্জযাত্রীগণ হ'াজ্জ আদায় করার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। অনন্তর পরদিন ফাজ্র স'ালাাত মক্কায় সম্পন্ন করিয়া হ'াজ্জ-যাত্রীগণ মক্কা ত্যাগ করেন। এই অষ্টম তারিখকে য়াওমু'ত্-তার্বি'য়াঃ বলা হয়। 'তার্বি'য়াঃ' শব্দের অর্থ পরিতৃপ্ত করিয়া পান করান। একটি ব্যাখ্যামতে এই দিবসে পরবর্তী কয়েক-দিনের জন্য হ'াজ্জযাত্রিগণ তাঁহাদের উটগুলিকে পরিতৃপ্ত করিয়া পানি পান করান বলিয়া এই দিবসটির এই নাম হইয়াছে। অতঃপর বিভিন্ন শ্রেণীর হ'াাজ্জীগণ পদব্রজে, উষ্ট্র পৃষ্ঠের শিবিকায়, গর্দভ পৃষ্ঠে, অশ্বারোহণে বা বাস ও মোটরযোগে অবিরাম গতিতে অগ্রসর হইতে থাকেন। 'আরাফাাতের ময়দানে অবস্থান (উকু'ফ) হ'াজ্জের অন্যতম ফরয কাজ। 'আরাফাাতে পৌঁছিবার জন্য মিনাা এবং মুয্দালিফাঃ (ইহাকে জাম' এবং মাশ্'আরু'ল-হ'ারাাম-ও বলা হয়) হইয়া যাইতে হয়। এখানে বাদশাহের প্রতিনিধি একটি পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। হ'াজ্জের কালে এই 'আরাফাত প্রান্তরের সর্বত্র তাঁবু ও অস্থায়ী কুটিরে আচ্ছন্ন হইয়া যায় (দ্র. C. Snouck Hargronje, Bilder aus Mekka, No. 13—16, তু. also 10—12)। অনন্তর হ'াাজ্জীদের অনেকেই 'আরাফাাতে অবস্থিত জাবালু'র-রাহ্'মাত-এ আরোহণ করেন এবং উহার যেখানে যে দু'আা' আবৃত্তি করিতে শায়খ তাঁহাদিগকে নির্দেশ দেন, তাঁহারা তাহা আবৃত্তি করিয়া থাকেন। সর্বত্র উচ্চ 'লাব্বায়ক' (দ্র. তালবিয়াঃ ধ্বনি শ্রুত হইতে থাকে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এইভাবে অতিবাহিত হয়। যু'ল-হি'জ্জাঃ-র নবম তারিখ হইতেছে 'আরাফাাতে অবস্থানের (উকু'ফ) দিন এবং এই অবস্থানের নির্ধারিত সময় হইতেছে ঐ তারিখের দ্বিপ্রহরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। নবম তারিখে জু'হ্র স'ালাাতের পূর্বে ইমাাম জুমু'আঃ-র খুত্'বাঃ-র মত দুই খুত্'বাঃ দেন। ইমাাম পর্বতের উপরে অবস্থিত মঞ্চে আরোহণ করেন এবং সেখান হইতে তিনি সচরাচর ব্যবহৃত ধর্মবাণী শোনান আর হ'াাজ্জীগণ ভাবাবেগে অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমাগত উচ্চৈঃস্বরে লাব্বায়্ক ধ্বনি করিতে থাকেন।

সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ইফাাদ'াঃ (দাফ', নাফ্র) অর্থাৎ মুয্দালিফার দিকে প্রস্থান শুরু হইয়া যায়। দ্রুত ধাবমান ভীড়ের মধ্যে হ'াাজ্জীগণ সকলে মুয্দালিফার দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। 'আলামায়ন বা হ'ারাম (দ্র.)-এর সীমা অতিক্রম করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসে এবং প্রদীপসমূহ জ্বলিয়া উঠিতে থাকে। এইরূপে সকলে মুয্দালিফায় গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে মাগ'রিব এবং 'ইশাা'র স'ালাাত এক সঙ্গে পর পর সমাধা করা হয়। রাত্রি অতিবাহিত হইলে দশম তারিখে (য়াওমু'ন-নাহ্'র) সু'ব্হ' স'াাদিকে'র সঙ্গে সঙ্গে ফাজ্রের স'ালাাত সম্পন্ন করা হয়। তারপর ইমাাম পুনরায় একটি খুত্'বাঃ দান করেন। প্রাতঃ'ইবাাদাত সমাধা করিয়া হ'াাজ্জীগণ এখান হইতে মিনাা-র দিকে যাত্রা করেন।

মিনাায় পৌঁছিয়া প্রত্যেক হ'াাজ্জীকে এই দিন 'জাম্রাঃ' (দ্র.) নামে অভিহিত তিনটি স্তম্ভের যে স্তম্ভটিকে জাম্রাতু'ল-'আক'াবাঃ বলা হয় উহার দিকে লক্ষ্য করিয়া সাতটি কংকর নিক্ষেপ করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে পূর্বেই তাঁহাকে মুয্দালিফাঃ হইতে কংকর সংগ্রহ করিতে হয়। মিনাা উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এই জাম্রাতে ভীষণ ভীড় এবং ব্রস্ততার মধ্যে কংকর নিক্ষেপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথম কংকর নিক্ষেপ করার পর 'তাল্বিয়াাঃ' বলা বন্ধ হয়। শারী-'আতের বিধান অনুসারে এই জাম্রাঃ-র প্রতি কংকর নিক্ষেপ এই দিনের জন্যই নির্ধারিত। অপর জাম্রাঃ দুইটির প্রতি কংকর নিক্ষেপ পরবর্তী দিবসে শুরু হয়। পরবর্তী ১১ ও ১২ তারিখে তিনটি জাম্রাঃ-র প্রতিটির প্রতি সাতটি করিয়া কংকর নিক্ষেপ করিতে হয়।

এই কংকর নিক্ষেপ প্রকৃতপক্ষে শয়তানের প্রতি কংকর নিক্ষেপের প্রতীকরূপে করা হয়। কথিত আছে যে, শয়তান হযরত ইসমাা'ঈল ('আ)-কে প্রতারণা করিবার জন্য এখানে আবির্ভূত হয় এবং তিনি শয়তানকে উক্তরূপে বিতাড়িত করেন। তারপর হ'াাজ্জীকে দশম তারিখেই অথবা ১১ বা ১২ তারিখে মক্কা ফিরিয়া গিয়া কা'বাঃ ঘরের ফরয ত'াওয়াাফ করিতে হয়। এই ত'াওয়াাফের নাম ত'াওয়াাফু'ল-ইফাাদ'াঃ বা যিয়াারাঃ। এই ত'াওয়াাফ সমাপ্ত হইলেই হ'াজ্জ সম্পূর্ণ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত হ'াাজ্জীদিগকে আরও কয়েকটি অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে হয়। যথাঃ দশম তারিখে জাম্রাতু'ল-'আক'াবাঃ-র প্রতি কংকর নিক্ষেপের পরে নিজের তরফ হইতে পশু কুরবানী করা, মস্তক মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা। কুরবানীর পশু যাহাতে সহজলভ্য হয় এই উদ্দেশ্যে মিনাা-র বাজারে যথেষ্ট সংখ্যায় উট, ভেড়া, দুম্বা, ছাগ প্রভৃতি কুরবানীর পশু বিক্রয়ের জন্য আনা হয় এবং হ'াাজ্জীগণ উহা ক্রয় করিয়া কুরবানী করিয়া থাকেন। হ'াাজ্জীগণ সাধারণত নিজেদের পশু নিজেরাই য'াব্হ' করিয়া থাকেন। যে হ'াাজ্জী নিজ হাতে কুরবানী করিতে পারেন না তিনি কোন কসাই দ্বারা উহা য'াব্হ'

করাইয়া থাকেন। মিনাতে যে কোন স্থানে কুরবানী করিলেই উহা সিদ্ধ হয়; উহার জন্য বিশেষ কোন স্থান শারী'আতে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। তবুও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধারণত মিনা উপত্যকার পূর্ব প্রান্তে নির্দিষ্ট একটি স্থানে কুরবানী করা হয়। কাফ্ফারার জন্য কুরবানীকৃত পশুর গোশ্ত দরিদ্রকে স'াদাক'াঃ হিসাবে দান করা হয়। অবশ্য কুরবানীর (হাদ্য়ি) গোশ্ত হ'াজ্জ-যাত্রী নিজে বা তাঁহার বন্ধু-বান্ধবও খান এবং দরিদ্রদিগকেও দান করেন। কিন্তু এত অধিক কুরবানী হয় যে, তাহার অধিকাংশই সেইখানে পড়িয়া থাকে। এই দিন সারা মুসলিম জাহানে যে কুরবানী অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়, উহা ওয়াজিব, মতান্তরে সুন্নাত (দ্র. প্রবন্ধ 'ঈদু'ল-আদ্'হা')। হ'াজ্জে কুরবানী করিতে অক্ষম হইলে উহার ক্ষতিপূরণ স'াওম পালন দ্বারা করা যাইতে পারে।

কুরবানী সম্পাদনের পরে সচরাচর কেশ মুণ্ডন করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক ক্ষৌরকার মিনায় উপস্থিত থাকে। ক্ষৌরকার এবং হ'াজ্জী উভয়কে এই ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়, যথাঃ হ'াজ্জীর কা'বাঃমুখী হইয়া বসা ইত্যাদি। মস্তক মুণ্ডনের স্থলে চুল ছাঁটারও অনুমতি রহিয়াছে। স্ত্রীলোকগণ মস্তক মুণ্ডন করিবেন না, সেই স্থলে তাঁহারা চুলের অগ্রভাগ সামান্য ছাঁটিবেন। মস্তক মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা হইলেই ইহ্'রাম শেষ হইয়া যায়; কিন্তু তখনও প্রাত্যহিক জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম তাঁহার জন্য অনুমোদিত হয় না। কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী করা, কেশ মুণ্ডন—এই কাজগুলি সুন্নাত (মিনহাজ, ১খ, ৩৩১)। এই কাজগুলির মধ্যে 'আক'াবার কংকর নিক্ষেপ ও মস্তক মুণ্ডন দশম তারিখে অবশ্যই করিতে হইবে, কিন্তু কুরবানী ১১ বা ১২ তারিখে করিলেও বৈধ হইবে।

সচরাচর দশম তারিখেই কা'বাঃ ঘরের ত'াওয়াফ সম্পন্ন করিবার জন্য মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। এই সময় নূতন আবরণে আবৃত কা'বার দর্শন ঘটে। কোন হ'াজ্জী মিনাতে তাঁহার ইহ্'রামের পোশাক পরিবর্তন করিয়া না থাকিলে এখানে তাঁহাকে সাধারণ পোশাক পরিধান করিতে হয়। এই ত'াওয়াফ করিবার পরে হ'াজ্জীগণ যামযাম কূপের পানি পান করিয়া থাকেন।

১১—১৩-যু'ল-হি'জ্জাঃ পর্যন্ত দিনগুলিকে আয়্যামু'ত-তাশ্রীক' বলা হয় (ইহার ব্যাখ্যার জন্য নিম্নে দ্র.)। এই দিনগুলি মিনায় অতিবাহিত হয়। প্রতিটি জামরায় প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের পরে সাতটি করিয়া কংকর নিক্ষেপ করিতে হয়। শারী'আতে (দ্র. সূরাঃ ২ : ২০৩) ১২ যু'ল-হি'জ্জাঃ তারিখে মিনা হইতে বিদায় গ্রহণ করা অনুমোদিত। স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য হ'াজ্জ এখানে সমাপ্ত হয়, কিন্তু অন্যদের হ'াজ্জ শেষ হয় মক্কায় গিয়া বিদায়ী ত'াওয়াফ সম্পন্ন করার পর। হ'াজ্জ সমাপন করিবার পরে কেহ কেহ মক্কায় কিছুদিন অবস্থান করেন এবং ঐ সময়ে তাঁহারা মাঝে মাঝে 'উমরাঃ করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে হ'াজ্জীগণ ইহ্'রাম করিবার জন্য হ'ারাম-এর সীমার বাহিরে অবস্থিত তান্'ঈম নামক স্থানে গমন করিয়া থাকেন। এই কারণে তান্'ঈমকে আল্-'উমরাঃ-ও বলা হইয়া থাকে। অতঃপর কয়েক দিনের মধ্যে কাফিলাগুলি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া হযরত (স')-এর রাওযা-মুবারাক যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে মদীনা রওয়ানা হয়।

হ'াজ্জযাত্রীদের সংখ্যা মোটামুটি পাওয়া যায়; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে হ'াজ্জযাত্রীদের সংখ্যা ৩৬,০০০ হইতে ১,০৮,০০০ এবং পরে ৭০,০০০ পর্যন্ত ছিল। বর্তমানে হ'াজ্জযাত্রীদের সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

হ'াজ্জব্রতী ব্যতীত অন্য ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে 'আরাফাতের দিন নাফ্ল স'াওম রাখিতে পারেন; উহা ছ'াওয়াবের কাজ। কিন্তু হ'াজ্জে লিপ্ত ব্যক্তিগণ 'আরাফাত দিবসে স'াওম রাখিবে না। 'আরাফাতের দিন রাসূল কারীম (স') পানি পানের জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং পান করিয়াছিলেন। হ'াজ্জের দিনসমূহে সংযম পালনের নীতি ইহ'রামের বাধ্য-বাধকতার দ্বারাই স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। ১০ যু'ল-হি'জ্জাঃ কা'বাঃ-র ত'াওয়াফ করার পর পূর্ণরূপে ইহ্'রাম ভঙ্গ হয়।

৯ যু'ল-হি'জ্জাঃ-র মধ্যাহ্নের পর মুহূর্ত হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উকূ'ফের সাধারণ নির্ধারিত সময়। তবে কেহ ঐ সময়ের মধ্যে 'আরাফাতে উপস্থিত হইতে না পারিলে ১০ তারিখে সু'বহ' স'াদিকের পূর্ব পর্যন্ত উকূ'ফ করিতে পারিলেও হ'াজ্জ সিদ্ধ হয়। হ'াদীছে' উল্লিখিত আছে, হযরত (স') নির্দেশ করিয়াছেন যে, সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত 'আরাফাত পরিত্যাগ করিবে না। জাহিলী যুগে (জাহিলিয়্যাঃ দ্র.) সূর্যাস্তের পূর্বেও 'আরাফাত পরিত্যাগ করার নিয়ম ছিল। কিন্তু নবী (স') শুধু সময়ই পরিবর্তন করেন নাই; বরং মুয্দালিফাঃ-র দিকে পূর্ব প্রচলিত দ্রুত দৌড়াইবার প্রথাও বন্ধ করিয়া দেন। ধীর গতিতে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দান করিয়া তিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটিকেই সংযত করেন। জাহিলী যুগে সূর্য দৃশ্যমান হওয়ার পরে মিনার দিকে প্রস্থান করার প্রথা ছিল। মুহ'াম্মাদ (স') সেই স্থলে নির্দেশ দেন যে, ইহা সূর্যোদয়ের পূর্বে করিতে হইবে।

কথিত আছে যে, জাহিলী যুগে ইফাদা'র সময় "আশ্রিক্' ছ'াবীর কায়মা নুগ'ীর" এই বলিয়া ধুয়া তোলা হইত। ইহার অর্থ এই, "হে ছ'াবীর পাহাড়! প্রভাতের সূর্য-কিরণে আলোকিত হইয়া উঠ, যাহাতে আমরা দ্রুত প্রস্থান করিতে পারি।" ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তৎকালে হ'াজ্জীগণ সূর্যোদয়ের পরে মুয্দালিফাঃ হইতে বাহির হইতেন। পূর্বকালেও হ'াজ্জীগণ মিনায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে কুরবানী করিতেন। ১০ যু'ল-হি'জ্জাঃ-কে এখনও 'য়াওমু'ল-আদ'াহ'া' অর্থাৎ কুরবানীর দিন বলা হয়।

জাহিলী যুগে কুরবানীর উটে বিশেষ চিহ্ন দেওয়ার নিয়ম ছিল, এমন কি হ'ারাম-এর যাত্রাপথেও উটের দেহে এরূপ চিহ্ন ব্যবহার করা হইত। যেমন দুইখানা জুতা উটের গর্দানের দুই-পাশে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। ইহাকে 'তাক'লীদ' বলা হয়। উটের ইশ্'আর করার প্রথারও উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ইশ্'আর' অর্থ "উটের কুঁজের কোন পার্শ্বে অথবা শরীরের অন্য কোন স্থানে কেবলমাত্র চামড়া চিরিয়া উহা হইতে রক্ত নিঃসারণ।" ইশ্'আর সম্পর্কে উটের শরীরের গোশ্ত যাহাতে বিদ্ধ না হয় তাহা বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। তাক্'লীদ ও ইশ্'আর ছাড়া আর একটি প্রথাও প্রচলিত ছিল। তাহা হইল কুরবানীর পশু-গায়ে একটি বিশেষ আচ্ছাদন দেওয়া।

তাশ্রীক' দিবসসমূহে হ'াজ্জীগণ কুরবানীকৃত পশুর গোশত প্রত্যাবর্তনকালে সঙ্গে লইবার জন্য রৌদ্রে শুকাইয়া থাকেন, এই প্রচলিত নিয়মই তাশ্রীক' শব্দের তাৎপর্য জ্ঞাপন করে। আভিধা-নিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাশ্রীক' শব্দের অর্থ গোশতের টুকরা রৌদ্রে শুকান।

উল্লেখ্য যে, অমুসলিম লেখকগণ হা'জ্জকে প্রাক-ইসলামী ও ইসলামী এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, হযরত মুহা'ম্মাদ (স') 'আরবের মুশরিকদের হা'জ্জকেই কিছু সংস্কার করিয়া পুনরায় প্রবর্তন করিয়াছেন। ইহা একটি ভ্রান্ত মত। প্রকৃত-পক্ষে হযরত ইবরাহীম ('আ) প্রবর্তিত একত্ববাদভিত্তিক হা'জ্জ কালক্রমে পৌত্তলিকতা, অবৈধ ক্রিয়াকলাপ ও অশালীন অনুষ্ঠানাদিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। হযরত মুহা'ম্মাদ (স') ইবরাহীম ('আ)-এর প্রবর্তিত হা'জ্জকে পুনঃ চিরন্তন ইসলামের একত্ববাদী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বাইবেলে যেখানে Abraham-এর উল্লেখ আছে সেখানে হা'জ্জের কোন উল্লেখ নাই। হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-এর পূর্বে পৌত্তলিকতার যুগে পৌত্তলিকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হা'জ্জের আহ'কামের যে রূপরেখা তাহা ঐতিহাসিকরূপে আদি ইবরাহীমী হা'জ্জের স্পষ্ট নমুনা বহন করে। ইবরাহীম ('আ) যে হা'জ্জের প্রবর্তক ইহা কেহ অস্বীকার করেন না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) হা'জ্জের নিয়ম-কানুন ও মাস'আলা-মাসা'ইল সম্পর্কে ঃ কু'রআন ২ ঃ ১৯৬—২০৩ ; ৫ ঃ ১, ২ ; ৫ ঃ ৯৪—৯৬ ; (২) 'উমরাঃ সম্পর্কে ৯ ঃ ৩, ২২ ঃ ২৭ আয়াতসমূহ তাফসীর গ্রন্থসমূহে উহাদের তাফসীর ; (৩) হা'দীছ' গ্রন্থসমূহের কিতাবু'ল-হা'জ্জ, আবওয়াবু'ল-হা'জ্জ অথবা কিতাবু'ল-মানাসিক ; ফিক্'হ গ্রন্থসমূহে কিতাবু'ল-হা'জ্জ অধ্যায়সমূহ দ্র.। য়ুরোপীয় লেখকগণ সাধারণত ছদ্মবেশে হা'জ্জে অংশ গ্রহণকারী য়ুরোপীয় খৃস্টান লেখকগণের একদেশদর্শী বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাহা ছাড়া য়ুরোপীয় লেখকগণ সাধারণত কোন ধর্মেরই ঐশী বা মুনাযযাল হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাসী না হওয়ায় নানা প্রকার কিংবদন্তী ও আজগুবী কাহিনীকেই হা'জ্জের পশ্চাদভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের বর্ণনা অতিশয় সতর্কতার সহিত গ্রহণ করা প্রয়োজন। সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে ; (৪) C. Snouck Hurgronje, Het Mekkaansche Feest (Leyden 1880), ইসলাম সম্পর্কে রচিত একক ও প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীর সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহ; (৫) F. Wustenfeld, Die Chroniken der stadt Mekka, সংশ্লিষ্ট অংশ দ্র.।

অনুচ্ছেদ ১ সম্পর্কে ঃ (৬) C. M. Doughty, Travels in Arabia Deserta (Cambridge 1888), vol. i., (৭) Travels of Ali Bey (London 1816), vol ii., (৮) J. L. Burckhardt, Travels in Arabia (London 1829), (৯) R. F. Burton, Personal Narrative of a pilgrimage to el-Medinah and Meccah (London 1857), vol. ii., (১০) T. F. Keane, Six Months in Meccah (London 1881); (১১) H. V. Maltzan, Meine Wallfahrt nach Mekka (Leipzig 1865); (১২) C. Snouck Hurgronje, Mekka (The Hague 1888), Passim; (১৩) do., Verspreide Geschriften iv², p. 173 প., 307 প, (১৪) Hagikhan and W. Sparroy, With the Pilgrims to Mecca, London and New York 1905; (১৫) Lady Evelyn Cobbold, Pilgrimage to Mecca, London, no year ; (১৬) E. Rutter, The Holy Cities of Arabia, 2 vols., London and New York, 1928, 1930 ; (১৭) J. Eisenberger, Indie en de bedevaart naar Mekka, Leyden 1928; (১৮) Abdoel Patah. De medische zijde van de bedevaart naar Mekka, Leyden 1935, (১৯) মুহা'ম্মাদ লাবীব আল-বাতানূনী, আর-রিহ্'লাতু'ল-হি'জাযিয়্যাঃ (কায়রো ১৩২৯ হি.) ; (২০) রিফ্'আত পাশা, মিরআতু'ল-হা'রামায়ন (কায়রো ১৩৪৯ হি.) ; (২১) ইব্ন জুবায়র, রিহ্'লাঃ (ed. M. J. de Goeje); (২২) শী'আঃ সম্প্রদায়ের হা'জ্জ সম্পর্কে দ্র. কাযিমযাদাঃ, in RMM, xix (1912), 144 প.।

অনুচ্ছেদ ২ সম্পর্কে হযরত মুহা'ম্মাদ (স')-এর জীবনী গ্রন্থসমূহ এবং হা'দীছ' গ্রন্থসমূহ।

অনুচ্ছেদ ৩ সম্পর্কে (২৩) R. Dozy, De Israelieten te Mekka (also in German), (২৪) J. Wellhausen, Reste arab. Heidentums², p. 68 প., (২৫) M. Th. Houtsma, Het Skopelisme en het steenwerpen te Mina (Versl. en Meded. der kon. Akad. v. Wetenschappen, Amsterdam, Afd. Letter-kunde Ser. iv., part vi., p. 185 প.); (২৬) H. Winckler, Altorient. Forschungen, Ser. ii, vol. ii, p. 324—350 ; (২৭) also the articles by v. Vloten and Chauvin quoted in the text; (২৮) Gaudefroy Demombynes, Le Pelerinage a la Mekke (Annales du Musee Guimet, vol. xxxiii), Paris 1923.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

হা'দ্দ (حد) ব. ব. হু'দূদ, চতুঃসীমা, সীমা নির্ধারণ, বাধা-বন্ধন ইত্যাদি। পরিভাষা হিসাবে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কু'রআনে যে সকল স্থানে ইহা বহুবচন আকারে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই সকল স্থানে ইহার অর্থ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অর্থাৎ আইনের বিধান, তাহা আদেশই হউক অথবা নিষেধই হউক। যে সকল আয়াতে আইনের বিধান রহিয়াছে তাহার কতকগুলির শেষে উপরিউক্ত অর্থে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ সূরাঃ ২ ঃ ১৮৭ আয়াতে স'াওম সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের শেষে বলা হইয়াছে ঃ "এইগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র হু'দূদ (আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা)। (পাছে তোমরা উহা অতিক্রম করিয়া বস এই আশংকায়) তোমরা ঐগুলির নিকটবর্তী হইও না।" আরও দ্র. সূরাঃ ২ ঃ ২২৯ প., সেখানে ত'ালাক' সম্পর্কে বিধি-নিষেধ বর্ণিত হওয়ার পরে বলা হইয়াছে ঃ "এইগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র হু'দূদ, তোমরা উহা অতিক্রম করিও না। যাহারা আল্লাহ্‌র হু'দূদ অতিক্রম করে তাহারাই অনাচারী।" আরও দ্র. ৪ ঃ ১৩ ; ৫৮ ঃ ৪ ; ৬৫ ঃ ১।

মুসলিম অপরাধ আইনে হা'দ্দ-এর অর্থ ধর্মানুশাসন বিধান দ্বারা নির্ধারিত এমন অলংঘনীয় শাস্তি যাহা আল্লাহ্‌র অধিকার ও দাবী (হা'ক্কুল্লাহ)-রূপে গণ্য (দ্র. প্রবন্ধ 'আযা'াব)। শাস্তিগুলি এই ঃ

১। অবৈধ সহবাসে (দ্র. যিনা') প্রস্তরাঘাতে হত্যা অথবা বেত্রাঘাত ; ২। সতী স্ত্রীলোক সম্পর্কে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ (দ্র. ক'যি'ক') দেওয়ার জন্য কশাঘাত ; ৩। মদ্য অথবা অন্য কোন মাদক দ্রব্য সেবনের জন্য অনুরূপ শাস্তি ; ৪। চুরির শাস্তিতে হস্ত ছেদন ; ৫। ডাকাতির অপরাধে অবস্থাভেদে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি (দ্র. সূরাঃ ৫ ঃ ৩৩ প.), যদিও উপরিউক্ত অপরাধগুলি খুবই গুরুতর বলিয়া গণ্য, তথাপি অপরাধী আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রত্যাশা

করিতে পারে, যেহেতু সে তাহার বিরুদ্ধে অপরাধ করিয়াছে। যদি সে দোষ অস্বীকার করে এবং তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিতে চায় তাহা হইলে বিচারকদের উচিত তাঁহারা যেন তাহাকে পীড়ন না করেন এবং তাহার নির্দোষ প্রমাণ করার সুযোগ দান করেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Th. W. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, p. 300 প. and the 4th. (Dutch) edition, Leiden 1930, p. 307 প.।

দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষায় হ'াদ্দ্ অর্থ সংজ্ঞা। জুরজানীর তা'রীফাত অনুযায়ী উহা হইতেছে কোন বস্তুর পার্থক্য নির্ণয়সূচক গুণবিশেষ। সংজ্ঞাকে তখনই পূর্ণাঙ্গ (হ'াদ্দ্ তাম্ম্) বলা যাইবে, যখন উহাতে ঐ বস্তুর অব্যবহিত নিকটবর্তী জাতির এবং ঐ বস্তুর বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক গুণ উল্লেখ করা হয়। যথা: মানুষের হ'াদ্দ্ তাম্ম্ হইতেছে এমন প্রাণী যাহার বিবেক আছে। অন্য এক প্রকার সংজ্ঞা আছে, যাহা বস্তুকে উহার উভয় সীমার মধ্যে এমনভাবে পরিচিত করে যাহাতে একটির শেষ এবং আর একটির আরম্ভ সূচনা করে।

বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রারম্ভিক সংজ্ঞাকে হ'দ্দ বলা হয়। যথা ইউক্লিড-এর জ্যামিতির প্রারম্ভে স্বীকৃত বিষয়গুলি (Axioms)। জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলিকে 'মুসা'াদারাত' বলা হয় (Codex Leidensis 399, 1. Euclidis Elementa, ed. Besthorn and Heiberg, 1893)।

জ্যোতির্বিজ্ঞানশাস্ত্রে হ'াদ্দ্-এর অর্থ রাশিচক্রের প্রতিটি চিহ্নের মধ্যস্থিত কিছু পরিমাণ এলাকা। উহার প্রতিটি পাঁচটি গ্রহের কোন একটির মধ্যে বিভক্ত।

সূ'ফীদের মধ্যে হ'াদ্দ্ বিশেষত মাহ্'দূদ শব্দটির অর্থ আল্লাহ্‌র অসীমত্বের তুলনায় সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা। মানুষ স্থান এবং কালের মধ্যে সীমিত ও আবদ্ধ (মাহ্'দূদ)।

গ্রন্থপঞ্জী: প্রবন্ধে বরাতের উল্লেখ আছে।

B. Carra de Vaux (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

হযরত (حضرت: হ'াদ্'রাত) উপস্থিতি, ইহা ধার্মিকগণ কর্তৃক হুযূরের (আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিতির) প্রতীক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার বিপরীতার্থক শব্দ গা'য়বাঃ (দ্র. ইহার গ্রন্থপঞ্জীসহ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল হইতে অনুপস্থিতি বুঝায়; 'হ'াদ্'রাত' অথবা 'গা'য়বাঃ', আল্লাহ সম্পর্কে ইহার কোন্‌টি অধিকতর প্রযোজ্য অর্থাৎ কোন্‌টি অধিকতর সম্পূর্ণ, এই বিতর্কের জন্য বিশেষ করিয়া কাশ্‌ফু'ল-মাহ্'জূব দ্র. (transl., Nicholson, p. 248 প.)। ইব্‌নু'ল-'আরাবী কর্তৃক তাঁহার ওয়াহ্'দাতু'ল-উজূদ (অদ্বৈতবাদ) পরিকল্পনা রচনায় এই শব্দ ব্যাপকতর অর্থে, পাঁচটি খুদাই হ'াদ্'রাত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অবস্থা বা স্তর (দ্র. জাবারাত) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে জুরজানীর 'তা'রীফাত'-এ, (পৃ. ৬ কায়রো ১৩২১ হি.) সংক্ষিপ্ত আলোচনা রহিয়াছে, যাহা Horten Theologie des Islam, p. 294 প.-এ অনুবাদ করিয়াছেন। সেখানে এবং পৃ. ১৫১-তে তিনি শব্দটির কতিপয় গৌণ ব্যবহারও দিয়াছেন। আরও দ্র. আল-হ'াল্লাজ, কিতাবু'ত-তাওয়াসীন (ed. Massignon, p. 183); সেই সঙ্গে দ্র. ইব্‌নু'ল-'আরাবীর ফুসূ'সু'ল-হি'কাম্ এবং Hughes-এর Dict. of Islam, p. 169। পরিমাণে প্রতিনিয়ান (Plotinian)-এর গতিশীল নির্গমনের কাজকে মুসলিমগণ 'মাম্'হাবু'ল-হ'াদ'রাত' (ইব্‌ন খালদূন, মুকা'দ্দিমাঃ, ed. Quatremere, iii., p. 69; De Slane, iii, p. 100) নামে অভিহিত করে। দরবেশগণ তাহাদের শুক্রবারের নিয়মিত ধর্মীয় কাজকে হ'াদ্'রাঃ বলেন। হযরত (হ'াদ্'রাত) শব্দের প্রয়োগ নবী, দরবেশ এবং যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মানের উপাধি অর্থে অভিধানে উল্লিখিত।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

হাওদ (حوض: হ'াওদ') কিয়ামতের দিন হযরত মুহ'াম্মাদ (স') যে জলাশয়ের সন্নিকটে উম্মাতের সহিত সাক্ষাত করিবেন। কু'রআন শারীফে ১০৮: ১ আয়াতে যে কাওছ'ারের উল্লেখ আছে প্রাচীন পণ্ডিতগণের কেহ কেহ উহাকে একটি নদী মনে করেন (বুখারী ২: ৭৪২)। হ'াদীছে' এতদ্‌সম্পর্কে বহুবিধ বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে, উহার মধ্যে নিম্নোক্তগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ:

হযরত মুহ'াম্মাদ (স') উম্মাতদের অগ্রদূত (ফারাত')। কিয়ামতের দিন উম্মাতগণ, প্রথমত নিঃস্ব গরীবগণ, যাঁহারা কোন দিন জীবনে আনন্দ কি, ইহার স্বাদ পান নাই, তাঁহারা জলাশয়ের নিকট মুহ'াম্মাদ (স')-এর সহিত মিলিত হইবেন। যতদূর বুঝা যায়, ইহা বেহেশ্‌তে প্রবেশের পূর্ব লক্ষণমাত্র। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') তদীয় সহচরগণের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশ করিলে তাঁহাকে কাহারও কাহারও সম্পর্কে প্রত্যুত্তরে বলা হইবে: আপনি জানেন না আপনার ইনতিকালের পর তাহারা পৃথিবীতে কি কার্য করিয়াছে। অনেকেই নিজস্ব পূর্ব মতবাদে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে (বুখারী, জানা'ইয, বাব ৭৩, মুসাকা'াত, বাব ১০; রিকা'াক', বাব ৫২; আহ'মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল, ২খ, ১৩২; আত-তা'য়ালিসী, নং ৯৯৫)।

হ'াওদে'র বর্ণনা প্রসঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থিতির প্রশ্ন উঠে। উহার বিস্তৃতি জারবা ও আয্'রুহ্'-এর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান (অন্য বর্ণনায় আয়লা-সা'নৃ'আ, 'আদান-'উম্মান, আল-মাদীনা-সা'নৃ'আ' প্রভৃতি) এবং উহার পাত্রগুলির সংখ্যা আসমানের তারকারাজির ন্যায় অসংখ্য। উহার পানি দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র এবং মধুর ন্যায় মিষ্ট। যে একবার ঐ জলাধারের পানি পান করিবে সে আর কখনও তৃষ্ণা উপলব্ধি করিবে না। বাইবেলেও অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় (তু. St. John's Gospel, iv. 14)।

এই জলাধারের নির্দিষ্ট স্থান নিরূপণ দুরূহ ব্যাপার। সা'হ'ীহ' হ'াদীছে' আছে (তিরমিয'ী, কি'য়ামাঃ, বাব, ৯), "তাঁহাকে [হযরত (স')-কে] যদি পুল-সি'রাতে'র নিকট দেখা না যায় তবে মীযানের নিকট পাওয়া যাইবে অথবা হ'াওদে'র পার্শ্বে পাওয়া যাইবে।" দ্বিতীয়ত ফিক্'হ আকবার নামক কালাম গ্রন্থে আছে, হ'াওদে'র স্থান ঠিক মীযানের পরেই (অনুচ্ছেদ ২১)। আদ-দুররাতু'ল-ফাখিরাঃ কিতাবে গাযালী বা কিতাব আহ্'ওয়ালি'ল-কি'য়ামাঃ-এর গ্রন্থকার উক্ত হ'াওদে'র উল্লেখ করেন নাই। ইহ্'য়া' গ্রন্থে সুপারিশ এবং বেহেশত-দোযখের বর্ণনার অন্তর্বর্তী অংশে উহার বিবরণ আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক উল্লিখিত নাই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হ'াওদ'টি বেহেশতের সঙ্গে, কোন কোন ক্ষেত্রে শেষ বিচার স্থানের সহিত সম্পর্কিত দেখান হয়। ইহার ফলে দুইটি হ'াওদে'র ধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) হ'াদীছ' গ্রন্থসমূহ; (২) Wensinck, Handbook দ্র. Basin; (৩) ত'াবারী, তাফসীর, xxx. 176 প.; (৪) The Muslim Creed, index, দ্র. Basin; (৫) আল-গাযালী, ইহ্'য়া', কায়রো ১৩০২ হি., ৪খ, ৪৭৮।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হাওয়া (حواء : হা'ওওয়া') ('আ) আদি পিতা হযরত আদাম ('আ)-এর স্ত্রী, কু'রআন মাজীদে এই নামের উল্লেখ নাই, زوجك 'তোমার স্ত্রী' এই কথার উল্লেখ রহিয়াছে। বুখারীতে (১খ, ৪৬৯) এই নামের উল্লেখ আছে। বুখারীতে আছে (১খ, ৪৬৯) যে, প্রথম নারীর জন্ম আদাম ('আ)-এর পাঁজরাস্থি হইতে। তাফসীর ত'াবারীতে (১খ, ১০৯) হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত আদাম ('আ)-এর ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁহার বাম পাঁজরাস্থি হইতে হা'ওওয়া'কে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয় যে, হযরত আদাম ('আ)-এর কোন কষ্ট অনুভূত হয় নাই। ঘুম হইতে জাগিয়া হা'ওওয়া'কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' প্রত্যুত্তরে হা'ওওয়া' বলিলেন, 'আমি একজন নারী।' ফিরিশ্তাগণ আদাম ('আ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সকল নাম শিক্ষা দিয়াছেন, বলুন তো ইহার নাম কি?" তিনি উত্তর দিলেন, 'হা'ওওয়া'।" যেহেতু 'হায়্য' (حي) অর্থাৎ জীবন্ত ব্যক্তি হইতে তাঁহার সৃষ্টি, সেহেতু তাঁহার নাম হইয়াছে হা'ওওয়া'।

কু'রআন মাজীদের বাক'ারাঃ, আ'রাফ ও ত'াহা প্রভৃতি সূরাঃ-য় এতদ্সম্পর্কে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার সারাংশ এই: "আল্লাহ তা'আলা আদাম ('আ)-কে বলিলেন, "হে আদাম! তুমি তোমার স্ত্রীসহ জান্নাতে অবস্থান কর এবং তোমরা উভয়ে যাহা ইচ্ছা, তাহা আহার কর। কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তীও হইও না।" শয়তান নিজেকে তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষীরূপে প্রকাশ করত আল্লাহ্র নামে শপথ করিয়া উক্ত বৃক্ষের ফল ভক্ষণের উপকারিতা বর্ণনা করিল ও তাঁহাদিগকে ফল ভক্ষণে প্রলুব্ধ করিতে সক্ষম হইল। তাঁহারা পূর্বের নিষেধাজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া উক্ত বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেন। ফল ভক্ষণমাত্রই তাঁহারা নিজেদের মনে ও শরীরে অভূতপূর্ব পরিবর্তন অনুভব করিতে লাগিলেন; অনুশোচনা ও গ্লানিতে মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। বেহেশ্তের পোশাক খসিয়া পড়িয়া শরীর অনাবৃত হইয়া গেল। তাঁহারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদের শরীর আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ভর্ৎসনা-বাণী শুনিতে পাইলেন: নিষেধ করা সত্ত্বেও কেন তোমরা নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে? যাও। জান্নাত হইতে বাহির হইয়া পৃথিবী বক্ষে অবতরণ কর। তথায় তোমাদের নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান করিতে হইবে এবং সেখানে তোমাদের বংশধরদিগের নিকট আমার বাণী ও হিদায়াত পৌঁছিবে। যাহারা উহার অনুসরণ করিবে, তাহাদের ভয়-ভাবনা থাকিবে না; বরং তাহারা জীবনে সফলকাম হইয়া আবার এই জান্নাতে প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হইবে। আর যে শয়তানের প্ররোচনায় আমার হিদায়াত হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে, কঠিন শাস্তির স্থান জাহান্নামে প্রবেশের মাধ্যমে তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে।"

আদাম ('আ) স্বীয় ভুলের জন্য আল্লাহ্র সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ও আল্লাহ তাঁহাদের তওবা কবুল করিলেন। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে একত্রে পৃথিবীতে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। স'াহ'ীহ' হা'দীছে'র বর্ণনায় এতটুকু জানা যায় যে, পৃথিবীতে মানুষের বসবাস ও মৌলিক চাহিদা খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান ইত্যাদি পূরণের পন্থাসমূহ আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একশতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, উহাদের পারস্পরিক বিবাহের মাধ্যমে পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে মানুষের বিস্তার ঘটে।

আদাম ('আ) ও হা'ওওয়া' সম্পর্কে বহু চমকপ্রদ ঘটনা তাফসীর ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে, উহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত যাহা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নয় (দ্র. আদম প্রবন্ধ)।

কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ

হা'ওয়ারী (حواري) শব্দটি ح-و-ر ধাতু হইতে উৎপন্ন। মূল শাব্দিক অর্থ 'প্রত্যাবর্তন', অন্য অর্থ 'বস্ত্র পরিষ্কার করা।' ইথিওপীয় ভাষার শব্দটি বার্তাবাহক অর্থে ব্যবহৃত (দ্র. Noldeke, Beitrage zur sem. Sprachwiss, p. 48)। 'আরবী ধাতুগত অর্থে 'হা'ওয়ারী' শব্দ দ্বারা 'বস্ত্র পরিষ্কারক' বুঝায়। হযরত 'ঈসা ('আ) যখন অনুভব করিলেন যে, য়াহূদীরা তাঁহার পয়গাম গ্রহণ করিবে না, বরং তাঁহার সহিত শত্রুতা করিবে (কু'রআনের বর্ণনানুযায়ী, ৩ : ৫২; ৬১ : ১৪) তখন তিনি বলিলেন যে, "আল্লাহ্র পথে চলার ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে কাহারা আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ?" তখন উত্তরে হা'ওয়ারীগণ বলিলেন, "আমরা আল্লাহ্র (পথে আপনার) সাহায্যকারী।" এই হা'ওয়ারীগণ ছিলেন ধোপা। যেহেতু তাঁহারা নবীর সাহায্যকারী হইলেন, সুতরাং 'হা'ওয়ারী' শব্দটি কোন নবীর সাহায্যকারী অর্থে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। হযরত আবূ বাক্র (রা)-কে আস্'-সি'দ্দীক', হযরত 'উমার (রা)-কে আল-ফারূক', আয্-যুবায়র ইব্নু'ল-'আওয়াম (রা)-কে আল্-হা'ওয়ারী বলা হয়। এই নামগুলি ইঁহাদিগকে স্বয়ং রাসূল কারীম (স') কর্তৃক প্রদত্ত। এই সঙ্গে বারজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম সমষ্টিগতভাবে (বহুবচনে) হা'ওয়ারিয়্যূন বলিয়া পাওয়া যায়। তাঁহারা হযরত মুহ'াম্মাদ (স') কর্তৃক দ্বিতীয় 'আক'াবাঃ-তে মদীনাবাসিগণের নাক'ীব নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বারজন হা'ওয়ারীর মধ্যে ৯ জন খাযরাজ ও ৩ জন 'আওস বংশীয়। অন্য একটি বিবরণ অনুযায়ী যাঁহাদিগকে হা'ওয়ারিয়্যূন বলা হইত তাঁহারা সকলেই মক্কার কু'রায়শ বংশীয় ছিলেন (তু. হা'লাবী, কি'স'াস'ু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১২৯০ হি., পৃ. ৪২৫)। হযরত 'ঈসা ('আ)-এর হা'ওয়ারিয়্যূন সম্বন্ধে কু'রআনে উল্লেখ আছে, (দ্র. সূরাঃ ৩ : ৫২, ৬১ : ১৪)।

হা'ওয়ালাঃ (حوالة) উহার শাব্দিক অর্থ 'পালা আবর্তন'; মুসলিম আইনে ইহার অর্থ এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকট ঋণ হস্তান্তরকরণ। হা'ওয়ালাঃ একটি চুক্তিপত্র, উহার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে খাতক ঋণমুক্ত হয় (N. Seignette, Code Musulman Par Khalil, p. 173)।

সেইজন্য হা'ওয়ালাঃ শব্দ দ্বারা সেই দলীল বুঝায়, যাহার মাধ্যমে ঋণ হস্তান্তর সম্পাদিত হয়। অতঃপর উহার অর্থ চেক, হুণ্ডি এবং সরকারী তহবীল হইতে অর্থ পরিশোধের আদেশ বুঝায়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) N. de Tornauw, Das muslimische Recht aus den Quellen dargestellt, Leipzig 1855, p. 139 প.; (২) A. Querry, Droit Musulman (shi'i), i. 480; (৩) G. Bergstrasser, Grundzuge des Islamischen Rechts, p. 66 প., 78 প.।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হা'কী'কাত (حقيقة) (ব. ব. হা'কা'ই'ক')। (ক) একটি গুণবাচক বিশেষ্য—যার অর্থ বাস্তবতা। সুতরাং যে জিনিসের বাস্তবতা নাই, তাহাকে বলা হয় "লা হা'কী'কা'ঃ লাহু"। অতএব

কোন জিনিসের বাস্তবতার অর্থ হইল সেই জিনিসের সত্তার প্রকৃত অবস্থা, ('হুবীয়াঃ' অর্থাৎ সত্তা এবং 'মাহীয়াঃ' অর্থাৎ সার-বস্তু এই শব্দদ্বয়ের মধ্যের পার্থক্য), অথবা মূল অর্থে যাহা অন্য বস্তু হইতে কোন কিছুকে পৃথক করে, উহাকে 'যাতীয়াঃ'ও বলা হয়। (খ) যাহা নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে উহার বাস্তবতা অর্থেও হাকীকাঃ শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া বলিতে পারা যায়, 'হাক্কাশ-শায়'—জিনিসটি প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান। 'আহলুল-হাকীকাঃ' কথার অর্থ সেই সকল আধ্যাত্মিক ব্যক্তি যাঁহারা আল্লাহর তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত; কিন্তু 'আহলুল-হাক্ক' কথার অর্থ হইল সুন্নাঃ-র নিষ্ঠাবান অনুসরণকারী। হাকীকাঃ হইল দরবেশগণের তারীকার সর্বশেষ স্তর (W.H.T. Gairdner, The way of a Moh. Mystic, p. 19 and 23)। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্ হইলেন ঐক্যের পর্যায়ে সর্বসত্তার হাকীকাতুল-হাকাইক (حقيقة الحقائق), কারণ তিনিই সর্বসত্তার মিলনক্ষেত্র (حضرة الجمع) এবং সকল বাস্তবের ধারক (حضرة الوجود) (দ্র. প্রবন্ধ হযরত)। আল্লাহর 'হাকীকাঃ' হওয়া এবং তাঁহার 'হাক্ক' হওয়া—এই দুটি কথা সূফীগণের দৃষ্টিতে স্বতন্ত্র। 'হাকীকাঃ' দ্বারা আল্লাহর গুণ (সিফাত) প্রকাশ পায়, পক্ষান্তরে 'হাক্ক' দ্বারা আল্লাহর সত্তা (Dict. of techn. terms, p. 333 প.) বুঝা যায়।

ইবনুল-'আরাবীর তারীকাঃ অনুযায়ী নিম্নোক্ত সংজ্ঞাগুলি স্পষ্টত ইহারই সহিত সম্পর্কিত এবং ইহা হইতেই ইসলামে পরবর্তীকালে সূফীবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে (ইবনুল-'আরাবীর ফুসূসুল-হিকাম, কায়রো ১৩০৯ হি., 'আব্দুর-রায্যাক আল-কাশানীর ভাষ্যসহ, দ্র. এবং জুরজানী, পৃ. ৭২)। আল্লাহর নামসমূহের 'হাকাইক' হইল তাঁহার সত্তার বিশেষ বিশেষ প্রকাশ এবং জাগতিক বস্তুর সহিত তাঁহার বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক। জাগতিক বস্তুর সহিত তাঁহার সম্পর্কসমূহ তাঁহার গুণাবলী (সিফাত)-রূপেও অভিহিত। উহারা সংখ্যায় অগণিত। আল্লাহর সত্তার প্রথম বিশিষ্ট প্রকাশ-রূপে গণ্য করিলে 'হাকীকাতুল-মুহাম্মাদিয়্যাঃ'-ও একটি বেহেশতী সত্তা। ইহা সেই মহত্তম নামও বটে (আল-ইসমুল-আ'জাম; ফুসূস, পৃ. ৪২৮)। (গ) হাকীকাঃ শব্দটি গুণবাচক বিশেষ্য অথবা শব্দসমষ্টির অর্থও প্রকাশ করে যাহা প্রাথমিক অথবা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা রূপক (মাজায)-এর বিপরীত অর্থে প্রযুক্ত হয়। রূপকভাবে বারংবার ব্যবহৃত হইতে হইতে প্রচলিত হইয়া পড়িলে তখন সেই শব্দ বা শব্দসমষ্টিকে হাকীকাঃ 'উরফিয়্যাঃ (Mehren, Rhetorik, p. 31. 78) বলা হয়। 'হাক্ক' প্রবন্ধও দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) জুরজানী, তা'রীফাত, কায়রো ১৩২১ হি. পৃ. ৬ প.; (২) Dict. of tech. terms, p. 330 প.; (৩) আর-রাগিব আল-ইসফাহানী, মুফরাদাত, পৃ. ১২৫; (৪) Lane, Lexicon, p. 609; (৫) Horten, Theologie des Islam, p. 152 প., 295.প.; (৬) হুজবীরী, কাশফুল-মাহজুব, tr. Nicholson, Index; (৭) কুশায়রী, রিসালাঃ, 'আরূসী ও যাকারিয়্যার শারহ-সহ, ২খ, ৯২ প.।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/নুরুদ্দীন আহমদ

হাজ্জী মুহাম্মাদ মুহসিন (حاجى محمد محسن) ১১৪৫/১৭৩২ সালে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আগা ফায়যুল্লাহ এবং মাতার নাম যায়নাব খানাম। পিতৃকুল ও মাতৃকুল—উভয় দিক দিয়াই তিনি ইরানী বংশোদ্ভূত। খুব সম্ভব বাদশাহ 'আলামগীরের রাজত্বের শেষের দিকে মুহসিনের পিতা আগা ফায়যুল্লাহ বাংলাদেশে আসেন। ধনী ব্যবসায়ীর সন্তান মুহসিন গৃহশিক্ষকের নিকট 'আরবী ও ফারসী শিক্ষা শুরু করেন। পরে তিনি ভর্তি হন হুগলী মাদরাসায়। উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি বাংলার সেই সময়ের রাজধানী মুর্শিদাবাদের উচ্চ মাদরাসায় ভর্তি হন। মুর্শিদাবাদ মাদরাসা হইতে পাস করার পর কিছুকাল তিনি স্বগৃহে অবস্থান করেন। কিন্তু অতৃপ্ত জ্ঞান-পিয়াসী মুহসিন পুনরায় জ্ঞানান্বেষণে বাহির হইয়া পড়েন এবং শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলাবী (র)-এর জ্ঞান সাধনার কেন্দ্র দিল্লী গমন করেন। বৈষয়িক জীবনের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ কোন সময়ই ছিল না। ধর্ম ও জ্ঞান পিপাসা তাঁহাকে আরও দেশ ভ্রমণের জন্য উদ্দীপিত করে। দীর্ঘ সাতাশ বৎসর তিনি বিদেশ সফরে কাটান। প্রথমে তিনি আফগানিস্তান, তাহার পর একে একে ইরান, ইরাক, তুরস্ক ও মিসর সফর করেন। মিসর সফর শেষে তিনি হাজ্জ সমাধা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

মান্নুজান নামে মুহসিনের এক বৈপিত্রেয়ী ভগ্নি ছিলেন। এই ভগ্নির স্নেহ-যত্নে তিনি মানুষ হন। মুহসিন যখন দেশে ফিরিলেন মান্নুজান তখন বিধবা। সুতরাং মান্নুজানের বিরাট জমিদারী ও নিজ ধন-সম্পদের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মুহসিনকে মাথায় তুলিয়া লইতে হয়। সন্তানহীনা মান্নুজান ১৮০৩ সালে তাঁহার সকল সম্পত্তি মুহসিনকে লিখিয়া দেন।

মুহসিন বিবাহ করেন নাই। ধর্ম ও জ্ঞান পিপাসা তাঁহাকে মানুষের অভাব ও দুঃখ-দুর্দশা মোচনের চিন্তায় ব্যাকুল করিয়া রাখিত। ১৮০৬ সালে তিনি ধর্ম শিক্ষা ও জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্য তাঁহার বিশাল সম্পত্তি ওয়াক্ফ করিয়া দেন। হুগলীতে তিনি অবৈতনিক মাদরাসা স্থাপন করেন। মসজিদ নির্মাণ, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং দীন-দুঃখীদের দুঃখ মোচনে তিনি মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতে থাকেন। ১২২৭/১৮১২ সালে এই দানবীর ইন্তিকাল করেন।

মুহসিনের ওয়াক্ফকৃত বিশাল সম্পত্তি মুতাওয়াল্লীগণ যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করেন নাই। ১৮১০ সালে এই ব্যাপারে কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। ১৮১৬ সালে মামলা শেষ হইবার পর সরকার স্বয়ং এই ওয়াক্ফ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের কাজে যে অর্থ ব্যয় হইবার কথা, ইংরেজ সরকারের হাতে পড়িয়া তাহা স্কুল-কলেজে কার্যত অমুসলিমদের শিক্ষা বিস্তারেই ব্যয় হইতে লাগিল। ইহার বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ উঠে। ১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার সি. এইচ. ক্যাম্পবেল-এর নেতৃত্বে এবং ১৮৭১ সালের ২৪ মার্চ বিচারপতি নরম্যানের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। তাঁহারা মুহসিন ফাণ্ডের ব্যবহার এবং মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক রিপোর্ট পেশ করেন। বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৮৭৩ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর ২৯ জুলাই বঙ্গীয় সরকারের একটি প্রস্তাব মুতাবিক স্যার জর্জ

ক্যাম্পবেল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, মুহ'সিন ফাণ্ডের সমুদয় টাকা সম্পূর্ণভাবে মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থেই খরচ করিতে হইবে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের পেছনে নাওয়াব 'আবদু'ল-লাত'ীফের অবদান প্রচুর। এই সময় মুহ'সিন ফাণ্ডের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৫,০০০ টাকা। এই টাকা নিম্নলিখিত খাতে খরচ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(১) মুহ'সিন প্রতিষ্ঠিত হুগলী মাদরাসা ছাড়াও ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে তিনটি নূতন মাদরাসা স্থাপন।

(২) ঢাকা কলেজ, হুগলী কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের জন্য ৪২টি মাসিক বৃত্তি প্রদান।

(৩) রংপুর, পাবনা, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জিলা স্কুলের মুসলিম ছাত্রদের মাসিক বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ মুহ'সিন ফাণ্ড হইতে বহন।

(৪) উক্ত সরকারী স্কুলগুলিতে মুহ'সিন ফাণ্ডের টাকায় 'আরবী-ফারসীর শিক্ষকদের বেতনের একাংশ পূরণ।

(৫) মুসলিম ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার জন্যও একটা অংকের ব্যয়।

পরবর্তীকালে পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে 'আরবী ও ফারসীর শিক্ষকদের বেতনসহ সরকার স্কুল-মাদরাসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নাওয়াব 'আবদু'ল-লাত'ীফের চেষ্টায় ১৯১৫ সালে মুহ'সিন ফাণ্ডের টাকা ব্যয়ের খাত পুনর্নির্ধারিত হয়। এই-ক্ষেত্রে নূতন নীতিগুলি হইলঃ (১) মোট বৃত্তির সংখ্যা হইবে ২৪৮টি। (২) সাধারণ কলেজের ছাত্রদেরকে দুই বৎসর মিয়াদী বৃত্তি দেওয়া হইবে ১৬২টি। ইহা ছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৮টি, মেডিকেল কলেজে ১২টি এবং মাদরাসার ছাত্রদের জন্য ৬৬টি বৃত্তি নির্ধারিত হয়।

হ'াজ্জী মুহ'সিনের দান বাংলার মুসলিম সমাজের শিক্ষাক্ষেত্রে অতুলনীয়। মুহ'সিন ফাণ্ডের বৃত্তি বহু মুসলমান শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছে এবং এইভাবে বাংলায় মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণীর গোড়া পত্তন করিয়াছে, এই কথা বলাই বাহুল্য।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Latifa Akhanda, Social History of Muslim Bengal, Dhaka 1981, p. 67, 74, 79, 89, 90; (২) মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, এদেশের এক হাতেম তায়ী; (৩) বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ, ঢাকা ১৯৭৬ খৃ., পৃ., ১০২।

মুহাম্মদ আবুল আসাদ

হ'াদাছ' (حدث) শারী'আত মতে অপবিত্রতা। শারী'আতে অপবিত্রতা দুই প্রকার বলিয়া স্বীকৃত; লঘু এবং গুরু হ'াদাছ', অপবিত্রতা হিসাবে একটি হইতে অপরটি পৃথক। যে কোন মুসলিম হ'াদাছ' হইতে ধর্মসম্মত পবিত্রতা (ত'াহারাঃ) অর্জন করিতে পারে কেবলমাত্র নির্ধারিত শারী'আতসম্মত প্রক্ষালণ (গোসল অথবা উযূ) দ্বারা; দ্র. যথাক্রমে জানাবাঃ, গোসল এবং উযূ। একজন মুহ'দিছ' (অপবিত্র ব্যক্তির)-এর পক্ষে লঘু হ'াদাছ' অবস্থায় স'ালাত আদায় করাই শুধু নিষিদ্ধ নহে, পরন্তু তাহার জন্য কা'বাঃগৃহের চতুর্দিকে ত'াওয়াফ এবং কু'রআন শারীফ স্পর্শ করাও বৈধ নহে; অধিকন্তু মুহ'দিছ'-এর স'ালাত এবং ত'াওয়াফ আইনত বাতিল বলিয়া গণ্য। গুরু হ'াদাছ'-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য তবে পরবর্তী ক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত নিয়ম-কানুন প্রযুক্ত হইয়া থাকে (Th. W. Juynboll, Handleiding, ed. 1930, p. 167 প.; হ'াদীছ' ও ফিক'হ গ্রন্থসমূহের কিতাবু'ত'-ত'াহারাঃ দ্র.)।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

হ'াদীছ' (حديث) অর্থ উক্তি। হ'াদীছ' শব্দের প্রাথমিক অর্থ সাধারণভাবে ধর্মীয় অথবা ধর্ম-নিরপেক্ষ যে কোন সংবাদ বা ঘটনার বর্ণনা। ইসলামী পরিভাষায় শব্দটি প্রথমে রাসূল কারীম (স')-এর বাক্য, কর্ম ও সমর্থন (তাক'রীর বা মৌন সম্মতি) ইত্যাদির বর্ণনার বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। পরবর্তীকালে স'াহ'াবীদের উক্তি, কার্য ও সমর্থনকেও হ'াদীছে'র অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নবী (স') এবং তাঁহার স'াহ'াবীদের বচন ও কর্মের লিখিত বিবরণ হ'াদীছ' নামে কথিত হয়। এই অর্থে হ'াদীছে'র সুবৃহৎ লিখিত সংকলনগুলিও সমষ্টিগতভাবে হ'াদীছ'রূপে গণ্য এবং হ'াদীছ' সম্পর্কিত বিষয়াদির পর্যালোচনা, অনুসন্ধান, গবেষণা ইত্যাদিকে 'ইল্মু'ল-হ'াদীছ' বলা হয়।

১। হ'াদীছে'র বিষয়বস্তু এবং প্রকৃতিগত পরিচয়

মুসলমানগণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবী (স') ও তাঁহার সঙ্গিগণের আদর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য। সুতরাং তাঁহারা এই বিষয়ে তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন।

প্রথমত, স'াহ'াবীগণের [অর্থাৎ যাঁহারা নবী (স')-এর সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন] উক্তি মুহ'াম্মাদ (স')-এর সুন্নাঃ-র সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ এবং তাঁহাদের কর্ম হযরত (স')-এর কর্মের নাজ'ীর-রূপে বিবেচিত হইত। তাঁহারা নবী (স')-এর বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্যাবলী প্রত্যক্ষ এবং অনুকরণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ের মুসলমানগণকে 'তাবি'উন' (تابعون-হযরতের অব্যবহিত পরবর্তী যুগের মুসলমান) যাঁহারা কোন না-কোন স'াহ'াবীর সাক্ষাত পাইয়াছেন তাঁহাদের সংবাদের উপরও নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ইঁহারা স'াহ'াবীগণের নিকট হইতে বর্ণনা শ্রবণ ও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরবর্তী যুগে হ'াদীছে'র উৎস ছিল উক্ত উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধি-কারিগণ যাঁহাদিগকে বলা হইত 'তাবি'উ'ত্-তাবি'ঈন' تابع التابعين [হযরত (স')-এর পরবর্তী দ্বিতীয় যুগের মুসলমান যাঁহারা প্রথম যুগের লোকের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হ'াদীছ' শ্রবণ করিয়াছিলেন], ক্রমান্বয়ে এইরূপ ধারায় হ'াদীছে'র বর্ণনা চলিয়াছিল। কিছুদিন যাবত মৌখিকভাবে এই বর্ণনা চলে, পরে ইহা লিখিত সংকলনের রূপ গ্রহণ করে। স'াহ'াবী ও তাবি'উনের যুগে লিখার তত প্রসার ছিল না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাসূল (স')-এর জীবনকালেই কিছু কিছু লিখিত হ'াদীছ'-সংকলন তৈরী হইয়াছিল (নিম্নে দ্র.)।

প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ হ'াদীছ'-এর দুইটি অংশ রহিয়াছে। প্রথম অংশে থাকে হ'াদীছে'র বর্ণনাকারীদের নাম এবং এই অংশকে 'ইসনাদ' বা সনদ' বলা হয়। সনদ অর্থ অবলম্বন, সমর্থন। ইহা হ'াদীছে'র প্রামাণ্য এবং নির্ভরযোগ্যতার দলীল। হ'াদীছে'র সনদ বর্ণনায় বর্ণনাকারী (যথাঃ 'ক') বলেনঃ আমি 'খ'-এর নিকট শুনিয়াছি অথবা 'খ' আমাকে এই কথা বলিয়াছেন এবং তিনি 'গ'-এর নিকট শুনিয়াছেন—এইভাবে হস্তান্তরের সূত্র প্রথম ব্যক্তি হইতে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হ'াদীছে'র দ্বিতীয় অংশে থাকে মূল বিষয়বস্তুর বর্ণনা ('মাত্ন')। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Goldziher, Muhamm. Stud. ii. 6—8; উল্লেখযোগ্য হ'াদীছ' সংকলনের মুখবন্ধ (مقدمة) যথাঃ মিশকাতের মুক'াদ্দিমাঃ; ইব্ন হ'াজার 'আস্ক'ালানীর 'শারহ' নুখবাতি'ল-ফিক্র'।

প্রথম হইতেই ইসলামের মূলনীতিগুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কারণ কু'রআন, নবী (স')-এর সুন্নাঃ এবং তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাতভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত সা'হা'াবীদের জীবন পরবর্তী মুসলমানদের জন্য নীতি ও আদর্শের উৎসরূপে নিঃসন্দেহে নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু স্বার্থপর ব্যক্তিরা নিজেদের মতবাদের পক্ষে সমর্থন সৃষ্টির উপায়রূপে তথাকথিত হা'দীছে'র আশ্রয় খুঁজিত। এই কারণে পরবর্তীকালে বহু জাল হা'দীছে'র উদ্ভব হইয়াছিল। খৃস্টীয় গ্রন্থাদির মর্ম, খৃস্টীয় Apostle-গণের উক্তি, খৃস্টানদের অপ্রামাণ্য গ্রন্থাদির (Apocrypha) উক্তি, য়াহূদীদের ধারণা, গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ প্রভৃতি যাহা কিছুই কোন সময় কোন মুসলিম এলাকায় কিছুটা প্রচার এবং সমর্থন লাভ করিত, জালিয়াতদের কল্যাণে এইরূপ অনেক কিছুই সরাসরি হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর উক্তিরূপে হা'দীছে'র পোশাকে আবির্ভূত হইত (Goldziher, পূ. গ্র., ii. 382 প.; do, Neutestamentliche Elemente in der Traditionslitteratur des Islam, in Oriens Christianus, 1902, p. 390 প.)। কু'রআনে যে সকল ঘটনা সংক্ষেপে বিধৃত হইয়াছে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া উপাখ্যান সৃষ্টি কিংবা অমুসলিম সূত্রে প্রাপ্ত উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া চমকপ্রদ নূতন মতবাদ এবং ধর্মমতের প্রচার করার নিমিত্ত হযরত (স')-এর নাম জড়িত করার ব্যাপারে জালিয়াতদের দ্বিধা-সংকোচ বোধ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সমস্ত জাল হা'দীছে' সাধারণত অনৈসলামী 'আক'ীদাঃ, কর্মকাণ্ড প্রভৃতিই প্রচারিত হইত। হযরতের প্রতি আরোপিত এই সকল হা'দীছে' সাধারণত শারী'আতের আহ'কাম যথাঃ ধর্মীয় কর্তব্য, হা'লাল এবং হা'রাম, আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা (ত'াহারাঃ), খাদ্য সম্পর্কিত বিধান, অপরাধ, সামাজিক আইন ইত্যাদি মৌলিক ব্যাপারের সাক্ষাত-সম্পর্ক কম থাকিত। কারণ এই সকল বিষয় কু'রআন ও হযরত (স')-এর জীবনাদর্শের আলোকে হযরত (স')-এর জীবদ্দশাতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এইগুলির শাখা-প্রশাখায় এবং আনুষংগিক ব্যাপারে জাল হা'দীছে'র সৃষ্টি হইয়াছিল। সাধারণত উপদেশবাণী এবং নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে জাল হা'দীছে'র ছড়াছড়ি ছিল। নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বে উভয় পক্ষই হা'দীছ' হইতে সমর্থন যোগাড়ের চেষ্টা করিত (Goldziher, Muhamm. Stud, ii. 88 প.)। ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন রাসূল (স') 'আব্বাসী খিলাফাত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। সাধারণভাবে কেবল পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং ধর্মীয় আন্দোলনের গতিধারা সম্পর্কেই নহে; বরং যুদ্ধ জয়ের মধ্য দিয়া যে নূতন সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেক্ষেত্রেও জনসাধারণের সমর্থন লাভের জন্য তথাকথিত ভবিষ্যদ্বাণীসম্বলিত হা'দীছ' পরিবেশিত হইত। হযরত (স')-এর প্রতি আরোপিত এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, সে দেশগুলি পরবর্তীকালে মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল (Goldziher, পূ. গ্র., ii. 128)। এক শ্রেণীর লোক সৎকাজের উৎসাহ সৃষ্টি (ترغيب) এবং অপকর্মের অশুভ পরিণামের ভীতি উদ্রেক (ترهيب) করিবার সরল উদ্দেশ্যে আপ্ত বচনের সহিত উপযোগী সনদ জুড়িয়া তাহাকে হা'দীছে'র পোশাকে প্রচার করিত। অপরপক্ষে নবদীক্ষিত মুসলিমের মুখোশ পরিধান করিয়া ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য চক্রান্তমূলক হা'দীছ' সৃষ্টি করিয়াছিল সুনিপুণভাবে এক শ্রেণীর লোক (যিন্দীক' দ্র.)। মাগ'াযী, সীরাঃ এবং তাফ্সীর গ্রন্থগুলিতে জাল হা'দীছে'র ছড়াছড়ি দেখা যায়। সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে, এই ধরনের হা'দীছে'কে রাসূল (স')-এর সুন্নাঃ-র অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কিছুতেই গণ্য করা যায় না।

প্রকৃত হা'দীছ'সমূহ রাসূল কারীম (স')-এর জীবনকালেই সা'হা'াবীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। মিথ্যা হা'দীছ' রচনা এবং হা'দীছ'কে যথেচ্ছ পরিবর্তন মুসলিম পণ্ডিতগণ সর্বদাই গুরুতর পাপ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহারা মুসলিমগণকে সতর্ক করার জন্য জাল হা'দীছ'গুলির পৃথক সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই ধরনের সংকলনের মধ্যে ইমাম জালালু'দ-দীন আস্-সুয়ূত'ী-র গ্রন্থ 'আল-লাআলি'ল-মাস্নূ'আঃ', ইবনু'ল-জাওযীর 'আল-মাওদূ''আত', মুল্লা 'আলী ক'ারীর 'আল-মাওদূ''আতু'ল-কাবীর' প্রভৃতি প্রধান। সাম্প্রতিককালে নাসি'রু'দ-দীন আল-আলবানী রচিত 'সিলসিলাতু'ল-আহ'াদীছি'দ-দা'ঈফাঃ ওয়া'ল-মাওদূ''আঃ' নামক বৃহৎ গ্রন্থের তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

সমগ্র মুসলিম জাহানে কু'রআনের পরেই হা'দীছ' বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। কু'রআনের আয়াত ও হা'দীছ' মিশিয়া যাওয়ার আশংকায় রাসূল কারীম (স') প্রথমদিকে হা'দীছ' লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেও পরবর্তীতে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি অনুমতিও দিয়াছিলেন। উদাহরণত হযরত 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আম্র ইবনি'ল-'আস' এবং আবূ শাহ (রা)-কে প্রদত্ত অনুমতি উল্লেখযোগ্য। হযরত 'আলী (রা) প্রমুখ অনেকেই কিছু কিছু হা'দীছ' লিপিবদ্ধ করেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, রাসূল (স')-এর বাণী হা'দীছ' ঠিক কু'রআনের মতই বিশুদ্ধ রহিয়াছে। যে সকল হা'দীছ' 'আল্লাহ বলিয়াছেন'—এই শব্দ দ্বারা আরম্ভ হয়, তাহা মুসলিম পণ্ডিতগণের নিকট 'হা'দীছ' কু'দ্সী' (অর্থাৎ পবিত্র বা পবিত্র নিঃসৃত হা'দীছ') বলিয়া আখ্যায়িত। এই ধরনের হা'দীছ'সমূহের একটি তালিকা ইবনু'ল-'আরাবী কর্তৃক মিশ্কাতু'ল-আনওয়ার-এ প্রদত্ত হইয়াছে (হ'ালাব, হি. ১৩৪৬)।

২। মুসলিমদের হা'দীছ' পর্যালোচনা

মুসলমানের দৃষ্টিতে একটি হা'দীছ' তখনই কেবল বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, যখন উহার একটি অবিচ্ছিন্ন 'ইস্নাদ' থাকিবে এবং এই ইস্নাদে উল্লিখিত রাাব'ীগণ (বর্ণনাকারীরা) নির্ভরযোগ্য হইবেন। ইসনাদসমূহের পর্যালোচনামূলক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য মুহ'াদ্দিছ'গণকে বিশেষ গবেষণা করিতে হইয়াছিল। ইস্নাদে উল্লিখিত রাাব'ীগণের জন্ম-মৃত্যু, তাঁহারা কখন কোথায় বসবাস করিতেন, তাঁহাদিগকে কাহারা ব্যক্তিগতভাবে চিনিতেন, কখন কোথায় বর্ণনাকারী তাঁহার শায়খ বা উর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর সাক্ষাত লাভ করিয়াছিলেন ইত্যাদি নির্ণয় করার জন্য মুহ'াদ্দিছ'গণ তাঁহাদের নাম-ধাম এবং অবস্থাদি অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাই শুধু চালান নাই; বরং তাঁহাদের বিশ্বস্ততা (ثقة), সত্যবাদিতা (صدق) এবং মূল উক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে নির্ভুলতা ইত্যাদিও পরীক্ষা করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য, হা'দীছে'র নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ। এই ধরনের পর্যালোচনাকে বলা হয় الجرح و التعديل অর্থাৎ জেরা ও অকৃত্রিমতা স্থাপন (Goldziher, Muhamm. Stud, ii. 143 প.)। লোকপরিচিতি (معرفة الرجال) অর্থাৎ হা'দীছে'র রাাব'ীদের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হা'দীছে'র প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য অপরিহার্য বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং হা'দীছে'র সংকলন গ্রন্থসমূহের ভাষ্যকারগণ তাঁহাদের রচনায় প্রতিটি হা'দীছে'র

List>

ব্যাখ্যার সাথে বর্ণনাকারীদের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রাাব'ীগণের পরিচয় এবং বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ত'াবাক'াত (طبقات) জাতীয় গ্রন্থে (যে গ্রন্থে বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞগণের জীবন-চরিত বিবৃত হয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত অবস্থায় তাহাকে বলা হয় ত'াবাক'াত; তু. O. Loth, Ursprung und Bedeutung der Tabakat, in ZDMG, xxiii. 593—614)। যথাঃ ইব্ন সা'দ-এর (মৃ. ২৩০/৮৪৪) বিখ্যাত ত'াবাক'াত পুস্তক, এবং আয্‌-য'াহাবী (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৭)-কৃত ত'াবাক'াতু'ল-হ'ফ্‌ফাজ'। দুর্বল রাাব'ীদের সম্পর্কে লিখিত নাসাঈ-কৃত كتاب الضعفاء (Goldziher, ii. 141 প.) এবং স'াহ'াবীদের জীবনী, যথাঃ ইব্‌ন হ'াজার 'আসক'ালানী (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮)-র 'আল্‌-ইস'াবাঃ ফী তাম্‌ঈযি স্‌-স'াহ'াবাঃ' এবং ইব্‌নু'ল-আছ'ীর (মৃ. ৬৩০/১২৩২)-কৃত 'উস্‌দু'ল-গ'াবাঃ ফী মা'রিফাতি'স্‌-স'াহ'াবাঃ' ইত্যাদি পুস্তক 'ত'াবাক'াত' ও 'রিজাল' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

হ'াদীছ' বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে মতবিরোধ থাকা খুবই স্বাভাবিক। ফাক'ীহ্‌ বিশেষের দৃষ্টিতে একই বর্ণনাকারী সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত বিবেচিত হইলেও অন্য কোন ফাক'ীহ-এর মতে গ্রহণযোগ্য নাও হইতে পারেন। দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতবাদের পার্থক্যের ভিত্তিতেও মতবিরোধ ঘটিত। হ'াদীছ' সম্পর্কে যাঁহাদিগকে প্রামাণ্য বিশেষজ্ঞরূপে গণ্য করা হইত, যথাঃ মালিক ইব্‌ন আনাস, আশ্‌-শাফি'ঈ এবং তাঁহাদের সমকক্ষ অন্য ইমামদের অনুসন্ধান, গবেষণা ও রচনায় কতক নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন হইতে কালক্রমে হ'াদীছ' সম্পর্কিত পুরাতন বাক-বিতণ্ডা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে এবং লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, বিতর্কমূলক অধিকাংশ হ'াদীছ' আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হইলেও প্রায়ই নিপুণ বিশ্লেষণ দ্বারা এইগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হইয়াছে। হ'াদীছ'বেত্তাগণ সমস্ত হ'াদীছ'কে পরস্পর সমমানের মনে করেন না। তাঁহারা ইস্‌নাদের পূর্ণত্ব, রাাব'ীদের নির্ভরযোগ্যতা ইত্যাদির বিবেচনায় হ'াদীছ'কে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং প্রতিটি শ্রেণীর জন্য আলাদা পারিভাষিক আখ্যার প্রণয়ন করিয়াছেন।

৩। হ'াদীছে'র শ্রেণী বিভাগ

(ক) নিম্নোক্ত তিনটি প্রসিদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে সর্বপ্রধান শ্রেণী হইলঃ (১) সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত হ'াদীছ' যাহার ইস্‌নাদে কোন علة (দুর্বলতা) নাই এবং সর্বসম্মত নীতি বা সাধারণভাবে গৃহীত মতের সঙ্গে যাহার কোন বিরোধ নাই, এই সকল হ'াদীছ'কে 'স'াহ'ীহ'' (নিখুঁত) নাম দেওয়া হইয়াছে। (২) যে হ'াদীছ' সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নহে; যথাঃ তাহার ইসনাদ পূর্ণাঙ্গ নহে অথবা ইহার বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা সর্বসম্মত নহে—এইরূপ হ'াদীছ'কে 'হ'াসান' (উত্তম) নাম দেওয়া হইয়াছে। (৩) যে হ'াদীছে'র কোন রাাব'ী হ'াসান হ'াদীছে'র রাাব'ীর গুণসম্পন্ন নহেন তাহাকে ضعيف (দুর্বল) হ'াদীছ' বলা হয়।

(খ) তদুপরি এইরূপ হইতে পারে যে, হযরত (স')-এর উক্তির সাথে বর্ণনাকারী নিজের কথা এমনভাবে যোগ করিয়াছেন যাহাতে বক্তব্যের দুইটি অংশকে নিশ্চিতরূপে পৃথক করা সম্ভব হইতেছে না, ফলে বর্ণনার মূল্য অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় হ'াদীছ'টি 'মুদ্‌রাজ' বলিয়া কথিত হয়। যে হ'াদীছ' শুধু এমন একজন রাাব'ী দ্বারা বর্ণিত যাহার বর্ণনা দুর্বল বলিয়া গণ্য, সে হ'াদীছ'টি 'মাত্‌রূক' (পরিত্যক্ত), যদি কোন হ'াদীছ' সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া গণ্য হয়, তবে উহা موضوع (জাল, মনগড়া) আখ্যায়িত।

(গ) কতিপয় হ'াদীছ' সরাসরিভাবে রাসূল কারীম (স')-এর বাক্য বা কর্মসংক্রান্ত নহে। স'াহ'াবী এবং তাবি'ঈগণের সহিত সম্পর্কিত তথ্যও হ'াদীছে' পাওয়া যায়। সনদের প্রকৃতি অনুসারে হ'াদীছ'কে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছেঃ ১। যে হ'াদীছে'র সনদ হযরত (স') পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে উহা 'মারফূ'' (مرفوع); ২। যে হ'াদীছে' কোন স'াহ'াবীর উক্তি এবং কার্যের উল্লেখ আছে অর্থাৎ যাহার সনদ শুধু কোন স'াহ'াবী পর্যন্ত পৌঁছে তাহা 'মাওকূফ' (موقوف) নামে অভিহিত; ইহার অপর নাম আছ'ার; ৩। যাহা হযরত (স')-এর যুগের পরবর্তী প্রথম যুগের উর্ধ্বে যায় না এবং কোন তাবি'ঈর উক্তি এবং কার্য সংক্রান্ত উহা 'মাক'তূ'' (مقطوع) নামে পরিচিত।

(ঘ) ইসনাদের সম্পূর্ণতার দিক দিয়া হ'াদীছ'সমূহ নিম্নলিখিতরূপে বিভক্তঃ যে হ'াদীছে'র সনদ নির্ভরযোগ্য রাাব'ীগণের অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরায় স'াহ'াবী পর্যন্ত পৌঁছে, তাহাকে মাসনাদ (مسند) অর্থাৎ সমর্থিত বলা হয়। যদি উপরিউক্ত ক্ষেত্রে রাাব'ীগণ সম্পর্কে কোন বিশেষ মন্তব্যের উল্লেখ থাকে (যথাঃ যদি হ'াদীছ' হস্তান্তরের বেলায় প্রত্যেক রাাব'ীর স্পষ্ট ভাষায় শপথ করার কথা উল্লেখ থাকে অথবা তাঁহারা প্রত্যেকে অপরের হস্ত ধারণ পূর্বক হ'াদীছ' বর্ণনা ও গ্রহণ করিয়াছেন—এই কথার উল্লেখ থাকে) তবে হ'াদীছ'টি মুসালসাল (مسلسل) (প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে মুসালসাল আল-হ'াল্‌ফ, পরবর্তী ক্ষেত্রে মুসালসাল আল-য়াদ বলিয়া আখ্যায়িত হয়)। তু. W. Ahlwardt, Katal. der arab. HSS. der Kgl Bibliothek zu Berlin, ii. 267—273.

ইসনাদে পূর্ণাঙ্গ হওয়া ছাড়াও যদি উহা তুলনামূলকভাবে খুব সংক্ষিপ্ত হয় এই অর্থে যে, সর্বশেষ বর্ণনাকারী মূল বর্ণনাকারী হইতে অল্প কয়েকজনের মধ্যস্থতায় হ'াদীছ'টি লাভ করিয়াছেন, তবে হ'াদীছ'টি 'আ'লী (عالى) বলিয়া কথিত হইবে। ইহা একটি বিশেষ গুণরূপে বিবেচিত হয়, যেহেতু এইরূপ ক্ষেত্রে হ'াদীছে'র মধ্যে ত্রুটি অনুপ্রবেশের আশংকা অত্যন্ত কম। দীর্ঘজীবী হ'াদীছ'-রাাব'ীদের সম্পর্কে দ্র. Goldziher, পূ. গ্র., ii. 170, 174.

রাাব'ীদের সূত্র-শৃঙ্খল অবিচ্ছিন্ন এবং পূর্ণাঙ্গ হইলে হ'াদীছ'টিকে মুত্তাসি'ল (متصل) বলা হয় এবং ইহার বিপরীত ক্ষেত্রে হ'াদীছ'টি সাধারণভাবে মুনক'াতি'' (منقطع), কিন্তু নিয়মানুসারে বিশেষ অর্থে মুন্‌ক'াতি'' হইতেছে সেই হ'াদীছ' যাহার ইসনাদে দ্বিতীয় যুগের রাাব'ী অর্থাৎ তাবি'ঈ অনুপস্থিত। আর সেই হ'াদীছ'কে বলা হয় মুরসাল (مرسل) যাহাতে হযরত (স') সম্পর্কে কোন তাবি'ঈ কর্তৃক বর্ণিত কথা থাকে এবং যাহাতে বর্ণনাকারী স'াহ'াবীর নাম অনুল্লিখিত থাকে। এই ধরনের হ'াদীছ' গ্রহণযোগ্য কিনা এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্নভাবে দেওয়া হইয়াছে। আবূ হ'ানীফাঃ এবং মালিক ইব্‌ন আনাস (র) প্রমুখ পূর্ববর্তী ইমামগণ ইহার উত্তরে 'হাঁ' বলিয়াছেন, কিন্তু পরবর্তিগণ 'না'-সূচক উত্তর দিয়াছেন (তু. e.g. ZDMG. xxiii. 595, note 3)। যদি কোন হ'াদীছে'র ইসনাদে দুই অথবা ততোধিক বর্ণনাকারী অনুল্লিখিত থাকে (কোন কোন ইমামের মতে যদি তাঁহারা পাশাপাশি পর্যায়ের

(Consecutive) হন তবে হ'াদীছে'টি মু'দ'াল (معضل) বলিয়া আখ্যায়িত হইবে। যদি ইসনাদের বর্ণনাকারিগণ শুধু "আন" (عن হইতে) অব্যয় যোগে সংযুক্ত হয় (যথাঃ حدثنى زيد عن عمرو عن احمد) তবে এই ক্ষেত্রে হ'াদীছ'টিকে "মু'আন'আন' বলা হইবে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. Goldziher, Muhamm. Stud., ii. 248)। যে হ'াদীছে' কোন রাবী' শুধু 'অনেক ব্যক্তি'-রূপে উল্লিখিত রহিয়াছে এবং তাঁহার নাম উল্লেখিত হয় নাই, সেই হ'াদীছ'টি 'মুব্হাম' নামে পরিচিত।

(চ) 'তু'রুক" (طرق—বর্ণনা-শৃঙ্খল) অর্থাৎ রাবী'দের বিভিন্ন সূত্র হিসাবে নিম্নোক্ত শ্রেণীসমূহ উল্লিখিতঃ (১) মুতাওয়াতির (متواتر) হইতেছে সেই ধরনের হ'াদীছ' যাহা এত অধিক বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত যে, তাঁহাদের সকলের পক্ষে একযোগে মিথ্যা বলা অসম্ভব। (২) রাবী'র সংখ্যা কমবশত যে সমস্ত হ'াদীছ' মুতাওয়াতির পর্যায়ে পড়ে না, সেইগুলির নাম আহ'াদ (খবরে ওয়াহি'দ)। আহ'াদের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছেঃ (ক) মাশ্হূর (مشهور) যে হ'াদীছ' প্রতি স্তরে অন্তত তিনজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী সূত্রে প্রাপ্ত অথবা অন্য মতে যে হ'াদীছ' পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু মূলত প্রথম যুগে মাত্র একজন রাবী' কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল। (খ) 'আযীয (عزيز): প্রতি স্তরে অন্তত দুই জন রাবী' কর্তৃক এবং যাহা মুতাওয়াতির বা মাশ্হূর হ'াদীছে'র মত এত ব্যাপকভাবে বর্ণিত নহে। (গ) গ'ারীব (غريب): যে হ'াদীছ' সর্বস্তরে মাত্র একজন রাবী' কর্তৃক বর্ণিত, উহাকে গ'ারীব বলা হয়। ইসনাদের হিসাবে যে হ'াদীছ' দ্বিতীয় যুগে মাত্র একজন তাবি'ঈ কর্তৃক বর্ণিত, উহা 'গ'ারীব মুত্'লাক'' নামে পরিচিত; পরবর্তী যুগে কোন কোন হ'াদীছ' এক ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত হইলে উহাকে غريب بالنسبة الى شخص معين অর্থাৎ এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে গ'ারীব বলা হয়। যে হ'াদীছে'র ভাষায় বিদেশী বা বিরল বচনভঙ্গি দেখা যায় উহাও 'গ'ারীব' নামে অভিহিত।

উপরিউক্ত পরিভাষাগুলিকে মুহ'াদ্দিছ'গণ সর্বদা সমঅর্থে গ্রহণ করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ইমাম শাফি'ঈ (র) مقطوع এবং منقطع-এর মধ্যে পারিভাষিক কোন পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। পরবর্তী গ্রন্থাবলীতেও উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি চূড়ান্ত মতৈক্য লাভ করে নাই। বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্র. F. Risch, Commentar des 'Izz al-Din Abu Abd Allah uber die Kunstausdrucke der Traditionswissenschaft nebst Erlauterungen, Leipzig (dissertation) 1895; তু. জুরজানী, কিতাবু'ত-তা'রীফাত (ed. G. Flugel) and : A Dictionary of Technical Terms (ed. A. Sprenger and others)। হ'াদীছে'র শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে 'ইল্মু'র-রিওয়ায়াঃ' (علم الرواية—হ'াদীছ' বর্ণনা-বিজ্ঞান) সম্পর্কে লিখিত সাধারণ পরিচিতিমূলক গ্রন্থসমূহে। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ (১) ইব্নু'স-স'ালাহ' (মৃ. ৬৪৩/১২৪৫), 'উলূমু'ল-হ'াদীছ' (তু. Goldziher, পূ. গ্র., ii. 187 প.; Brockelmann, GAL[2], i. 440, Suppl. i. 610 প.); (২) আন-নাওয়াবী' (মৃ. ৬৭৬/১২৭৭) রচিত আত-তাক্'রীব ওয়া'ত-তায়সীর (التقريب و التيسير) এবং সুয়ূত'ী (মৃ. ৯১১/১৫০৫) কর্তৃক রচিত এই গ্রন্থের ভাষ্য (شرح) 'তাদ্রীবু'র-রাবী'', (৩) ইব্ন হ'াজার (মৃ. ৮৫২/১৪৪৮) রচিত নুখ্বাতু'ল-ফিক্র ও স্বয়ং গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত উহার ভাষ্য

Published by N. Lees in the Bibl. Indica, No. 37 of the second series, Calcutta 1862.

৪। হ'াদীছ' সংগ্রহ

বিভিন্ন মুহ'াদ্দিছ' হ'াদীছে'র অনেক সংকলন বা সংগ্রহগ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই সব সংকলনের মধ্যে কয়েকটিকে পরবর্তী মুসলিমগণ অবিসংবাদিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সরকারীভাবে কোন সংকলন প্রকাশ করা হয় নাই; হইলে ইহা গ্রহণযোগ্য হওয়া অপেক্ষা পক্ষপাতদুষ্ট হইবার আশংকা ছিল বেশী। সংকলনগুলি সংকলকদের নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার পরিষ্কার সাক্ষ্য বহন করে। বর্ণনা গ্রহণ সংক্রান্ত নীতিমালার প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য মনে হইলে তাঁহারা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী এমন কি নিজস্ব মতের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে এমন অনেক হ'াদীছ'কেও নিরপেক্ষভাবে তাঁহাদের সংকলনে স্থান দিয়াছেন। হ'াদীছে'র সংগ্রহ ও সংকলন গ্রন্থ প্রস্তুতির মধ্যবর্তী সময়ে বহু মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সরকার এই সব মতবাদের ব্যাপারে উদাসীন থাকিতে পারে নাই, নিরপেক্ষও ছিল না। সুতরাং সরকারী প্রভাবে হ'াদীছে'র সংকলন হইলে তাহাকে সুনিশ্চিতভাবে সন্দেহের চোখে দেখা হইত। সৌভাগ্যক্রমে নিষ্ঠাবান নিরপেক্ষ মুহ'াদ্দিছ'গণের নিজস্ব প্রচেষ্টায় হ'াদীছ' সংগৃহীত এবং সংকলিত হইয়াছিল।

প্রথমদিকে হ'াদীছ'সমূহকে ইহার বিষয়বস্তু হিসাবে বিন্যস্ত করা হয় নাই, বরং কেবলমাত্র বর্ণনাকারীদের ('আসমা'র-রিজাল) নামের অনুক্রমে সজ্জিত করা হইয়াছিল। যেই হ'াদীছে'র সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ ইস্নাদ সংযুক্ত থাকিত উহা মুস্নাদ নামে অভিহিত হইত। পরবর্তীতে হ'াদীছে'র গোটা সংকলন সম্পর্কেও ঐ নাম (মুস্নাদ) ব্যবহৃত হয়। মুস্নাদ হ'াদীছে'র সংকলনগুলির মধ্যে আহ'মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)-এর (মৃ. ২৪১/৮৫৫) মুস্নাদই সর্বাধিক পরিচিত। এই সংকলনের বিস্তারিত জ্ঞাতব্যের জন্য দ্র. Goldziher, Neue Materialien zur litteratur des Uberlieferungswesens bei den Muhammedanern, in ZDMG, l. 465—506.

পরবর্তী সময়েও এই ধরনের মুস্নাদ হ'াদীছে'র সংকলন তৈরী হইয়াছে এবং এইগুলির মধ্যে কয়েকটি বৃহত্তর সংকলন রহিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত বৃহত্তম সংকলনগুলির অন্তর্ভুক্ত হ'াদীছ'কে অধিকতর সুবিধার জন্য বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ মালিক ইব্ন আনাস (র) কর্তৃক সংকলিত "মুওয়াত্তা'' হইতে এবং অন্য যে সকল সংকলনের হ'াদীছ'গুলি সুসজ্জিত নহে, তাহা হইতে হ'াদীছ' সংগ্রহ করিয়া পৃথক সংকলনে সুসংবদ্ধ করিয়াছেন (দ্র. Goldziher, Muhamm. Stud, ii. 226)। তবে পরবর্তীকালে সংগ্রহগুলি প্রায় ক্ষেত্রে হ'াদীছে'র বিষয়বস্তুর ক্রমে সজ্জিত হইয়াছিল, যেমন ফিক্'হ পুস্তকগুলিতে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের সন্নিবেশ দেখা যায়। বিষয়বস্তুর ক্রমে বিন্যস্ত হ'াদীছে'র সংকলনগুলিকে মুস'ান্নাফ (সজ্জিত) বলা হয়। এই ধরনের ছয়টি মুস'ান্নাফ সুন্নী মুসলিমগণ কর্তৃক সর্বাধিক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই সমস্ত সংগ্রহ মোটামুটিভাবে তৃতীয় হিজরী শতকে সংকলিত হয়। এই ছয়টি প্রামাণ্য কিতাবের সংকলক হইলেনঃ (১) বুখারী (মৃ. ২৫৬/৮৭০); ২। মুসলিম (মৃ. ২৬১/৮৭৫); ৩। আবূ দাঊদ (মৃ. ২৭৫/৮৮৮); ৪। তিরমিযী' (মৃ. ২৭৯/৮৯২); ৫। নাসাঈ (মৃ. ৩০৩/৯১৫) এবং ৬। ইব্ন মাজাঃ (মৃ. ২৭৩/৮৮৬)। এই গ্রন্থগুলি সংক্ষেপে ষড়-গ্রন্থ (الكتب الستة) অথবা ছয়খানি স'াহ'ীহ' অর্থাৎ সঠিক গ্রন্থ (الصحاح الستة) নামে পরিচিত। কু'রআনের পরই এই

গ্রন্থগুলির স্থান। বুখারী ও মুসলিমের গ্রন্থদ্বয় সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। এই দুইখানিকে 'সা'হ'ীহ' গ্রন্থদ্বয়' (الصحيحان) বলা হয়। ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম (র) হা'দীছে'র গ্রহণযোগ্যতা স্থির করিবার জন্য কয়েকটি মাপকাঠি নির্ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে সকল রিওয়ায়াত সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই মাপকাঠি অনুসারে সেইগুলির পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই মাপকাঠিগুলিকে পরিভাষাগতভাবে شروط বা শর্তমালা বলা হয়। এই শর্তমালার প্রয়োগে যে হা'দীছ'গুলিকে প্রামাণ্য বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, কেবল সেইগুলিকেই তাঁহাদের দুই সা'হ'ীহ' গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। বুখারী কর্তৃক অবলম্বিত হা'দীছ' পর্যালোচনার শর্তাবলী মুসলিমের শর্তাবলী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথক ছিল (দ্র 'আস্কালানী, نزهة النظر شرح نخبة الفكر)। এতদ্ব্যতীত ইমাম বুখারী (র) তাঁহার সা'হ'ীহে'র পরিচ্ছেদের শুরুতে ترجمة الباب অর্থাৎ পরিচ্ছেদ শিরোনামের অধীনে প্রচুর টীকা ও মন্তব্য যোগ করিয়াছেন; মুসলিমে ترجمة নাই। উভয়ে বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে মূল উৎস হইতে হা'দীছে'র উদ্ভব যথাসম্ভব নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা শুধু শারী'আতের বিধান যথা : হা'লাল হা'রাম ইত্যাদি সম্পর্কীয় হা'দীছ'ই সংগ্রহ করেন নাই; বরং উভয়েই এমনও অনেক হা'দীছ' সংগ্রহ করিয়াছেন যাহা ঐতিহাসিক তথ্যসম্বলিত, নৈতিকতা এবং ধর্মতত্ত্বমূলক (দ্র. বুখারীর শারহ' ফাতহ'ুল-বারীর মুক'াদ্দিমাঃ, النووى-কৃত মুসলিমের শারহে'র ভূমিকা)।

صحاح ছয়টির মধ্যে অন্য চারিখানি গ্রন্থে প্রায় সম্পূর্ণভাবে শুধু সুন্নাঃ অর্থাৎ অনুমোদিত কর্মরীতি ও পদ্ধতি সংক্রান্ত হা'দীছ'গুলিই সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইজন্য ঐগুলিকে একত্রে সুনান্ চতুষ্টয় (سنن اربع) বলা হয়। অন্যপক্ষে তাঁহারা শুধু সা'হ'ীহ' হা'দীছ'ই উহাতে লিপিবদ্ধ করেন নাই, কিছু কিছু হা'সান হা'দীছ'কেও তাঁহাদের সংগ্রহে স্থান দিয়াছেন। কারণ এই সকল হা'দীছে' সামান্য ত্রুটি থাকিলেও সা'হ'ীহ' হা'দীছে'র অভাবে ঐ প্রকার হা'দীছ'কেও বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হইয়াছে—যখন একাধিক সূত্রে বর্ণনার সমর্থনে ত্রুটিপূর্ণ হা'দীছে'র ত্রুটি শোধরাইয়া গিয়াছে এবং ইহার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

ইমাম বুখারী (র) তাঁহার শর্তমালার প্রয়োগ করিয়া তাঁহার সংগৃহীত ছয় লক্ষ হা'দীছে'র মধ্য হইতে মাত্র ৭২৭৫টি তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন।

হিজরী তৃতীয় শতকে আরও কতিপয় হা'দীছ' সংগ্রহ সংকলিত হইয়াছিল [যথাঃ 'আবদুল্লাহ আদ-দারিমী (মৃ. ২৫৫/৮৬৮)-এর সুনান]; কিন্তু এই সকল গ্রন্থ ছয়খানি বিশ্বস্ত গ্রন্থের ন্যায় দীর্ঘকাল লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এমন কি ইবন মাজাঃ (র)-র গ্রন্থেও কিছু দুর্বল হা'দীছ' থাকার কারণে উহা সি'হ'াহ' আস-সিত্তাঃ-র অন্তর্ভুক্ত কিনা এই বিষয়ে কাহারও কাহারও সন্দেহ ছিল। কেহকেহ ইবন মাজাঃ-র পরিবর্তে ইমাম মালিকের মুওয়াত্ত'াকে সি'হ'াহ' সিত্তাঃ-র অন্তর্ভুক্ত গণ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন।

পরবর্তীকালেও বহু পণ্ডিত কর্তৃক হা'দীছে'র নূতন নূতন সংকলন প্রণীত হইয়াছে। এই সংকলকদের কাজ প্রধানত ব্যাপকভিত্তিক সম্পাদনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উহাতে তাঁহারা সি'হ'াহ' সিত্তাঃ-র (এবং কখনও সেই সঙ্গে অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংকলন যেমন ইবন হাম্বালের মুসনাদের) হা'দীছ'গুলিকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিকভাবে বিন্যস্ত করিয়াছেন। উহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে بغوى (মৃ. ৫১০/১১১৬)-এর একখানি সংকলন, ইহা مصابيح السنة (অর্থাৎ সুন্নাঃ-র প্রদীপ) নামে পরিচিত এবং পূর্ণতা ও সুষ্ঠুতার বিচারে মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইহাতে তিনি তাঁহার নির্বাচিত হা'দীছ'গুলিকে ইস্নাদ বাদ দিয়া সাজাইয়াছেন। ওয়ালীয়ু'দ-দীন তিব্রীযী কর্তৃক ইহার সংশোধিত সংস্করণ বিশেষভাবে খ্যাত এবং উহা 'মিশ্কাতু'ল-মাসা'াবীহ'' নামে পরিচিত (নামটি কু'রআন ২৪ : ৩৫ হইতে গৃহীত, ইহার অর্থ প্রদীপের তাক)। পরবর্তীকালীন বৃহৎ সংকলনগুলির মধ্যে আস-সুয়ূত'ীর الجامع الصغير এবং جمع الجوامع নামক দুইখানা সংকলনের উল্লেখ করা যায়। সুয়ূত'ীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তদানীন্তন সংগ্রহগুলির একটা পূর্ণাঙ্গ সংকলন (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. W. Ahlwardt, Katalog der Arab. HSS. der kgl Bibliothek zu Berlin, ii. 155 প.)। অন্য সংকলকগণ বৃহত্তর সংকলনগুলি হইতে নির্বাচিত কোন বিশেষ অধ্যায়ের উপর (যথাঃ নৈতিক উপদেশ) তাঁহাদের কার্য সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। অসংখ্য 'আরবা'ঈন' (অর্থাৎ ৪০টি বিশেষ হা'দীছ' গ্রন্থ) প্রণীত হইয়াছে।

সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে মুহ'াদ্দিছ'বর্গ হা'দীছে'র বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অপ্রচলিত শব্দ এবং অস্পষ্ট উক্তির ব্যাখ্যা, বিশেষ করিয়া আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হা'দীছে'র ব্যাখ্যা ও সমন্বয় আবশ্যক হইয়াছিল। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী হা'দীছ' হইতে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ 'আলিম কর্তৃক প্রকাশিত সেই সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতের পর্যালোচনা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা-গ্রন্থগুলির মধ্যে সা'হ'ীহ' বুখারীর উপরে ইব্ন হা'জার আল-'আসক'ালানীর এবং আল-ক'াসত'াল্লানীর (মৃ. ৯৩২/১৫১৭) ব্যাখ্যাদ্বয় এবং সা'হ'ীহ' মুসলিমের উপর النووى-এর (মৃ. ৬৭৬/১২৭৭) গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যায় (দ্র. C. Brockelmann, GAL², i. 163 প., Suppl. i. 255 প.)।

শী'আঃ মতাবলম্বীরা তাঁহাদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে হা'দীছ' বিচার করিয়াছেন এবং একমাত্র সেই সকল হা'দীছ'ই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন যেগুলি হযরত 'আলী (রা) এবং তাঁহার অনুরক্তজনের সূত্রে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং হা'দীছ' সম্পর্কে তাঁহাদের সংকলনগুলি স্বতন্ত্র এবং তন্মধ্যে নিম্নোক্ত পাঁচখানা উন্নত ধরনের : ১। মুহ'াম্মাদ ইব্ন য়া'কূ'ব আল-কুলীনী (মৃ. ৩২৮/৯৩৯)-কৃত আল-কাফী; ২। মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন বাবূয়া আল-কু'ম্মী (মৃ. ৩৮১/৯৯১)-কৃত মান্ লা য়াস্তাহ'দি'রুহ'ুল-ফাক'ীহ (من لا يستحضره الفقيه); ৩। তাহ্‌যীবু'ল-আহ'কাম; ৪। মুহ'াম্মাদ আত'-তূ'সী (মৃ. ৪৫৯/১০৬৭)-কৃত الاستبصار فيما اختلف فيه الاخبار (উদ্ধৃত বিবরণী); ৫। নাহ্‌জু'ল-বালাগা'ঃ [হযরত 'আলী (রা)-র উক্তি বলিয়া কথিত], 'আলী ইব্ন ত'াহির আশ-শারীফ আল-মুরতাদ'া (মৃ. ৪৩৬/১০৪৪) অথবা তদীয় ভ্রাতা রাদ'ীয়ু'দ-দীন আল-বাগ্‌দাদী কৃত (তু. C. Brockelmann, GAL², i. 199, 510 প., Suppl. i. 321, 704 প.; E. Sell, The Faith of Islam, London 1880, p. 69, note 2; Goldziher, op. cit., ii. 148, note 4; do, Beitrage zur Literaturgesch. der Shi'a, in Sitz-Ber., Wiener Akad, phil-hist. Cl. lxxviii. (1874), p. 508)।

৫। হ'াদীছ' বর্ণনা

রাসূল কারীম (স')-এর সময়ে এবং তাঁহার ইন্তিকালের পর মুসলিম অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলে, ক্রমেই অধিকতর দূর-দূরান্তরে, স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনার্থে স'াহ'াবী, তাবি'ঊন ও তাব' তাবি'ঈন ছড়াইয়া পড়েন। সুতরাং হ'াদীছ' সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধিৎসুকে প্রায়শ সফরে যাইতে হইত। সংগ্রহকারিগণ হ'াদীছে'র ধারক (حملة) অর্থাৎ প্রসিদ্ধ উস্তাদ রাাব'ীগণের নিকট হইতে সাক্ষাতে মৌখিক শ্রবণের উপর বিশেষ এবং অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। এই কারণে শিক্ষার্থিগণকে বহু দূর-দূরান্তর ভ্রমণ করিতে হইত। মৌখিক শ্রবণ ও রাাব'ীর চারিত্রিক গুণাগুণ পর্যবেক্ষণ হ'াদীছে'র গুণগত বিচারে সহায়ক হইত। হযরত (স')-এর অনেক উক্তিতে "ফী ত'ালাবি'ল-'ইল্ম" (জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য) ভ্রমণ করা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধায়ক কার্য বলিয়া অনুমোদিত হইয়াছে।

বর্ণনাকালে উস্তাদ হ'াদীছ'টি মৌখিকভাবে বর্ণনা করিতেন। সচরাচর এরূপ ঘটিত যে, কোন শিক্ষার্থী লিখিত পাণ্ডুলিপি উচ্চ শব্দে পাঠ করিতেন এবং অন্য সকলে শ্রবণ করিতেন, উস্তাদ প্রয়োজন-বোধে সংশোধন করিতেন এবং ব্যাখ্যা দান করিতেন। এই সব ক্ষেত্রেও অর্জিত হ'াদীছ' নিম্নোক্তরূপে অন্যের নিকট বর্ণিত হইত : "বর্ণনা-কারী (শিক্ষক) আমাকে বলিলেন" (হ'াদ্দাছ'ানী অথবা আখ্‌বারানী, কি'রাাআতান্ 'আলায়হি অর্থাৎ হ'াদীছ' যখন তাঁহার সম্মুখে পাঠ করা হইত), উস্তাদের সাক্ষাতে শিক্ষার্থী এইভাবে যে হ'াদীছ' শ্রবণ করিতেন তিনি তাহা আবার অপরের নিকট বর্ণনা করিতে পারিতেন এবং তাঁহার উস্তাদের নিকট হইতে এই উদ্দেশ্যে ইজাাযাত (উক্ত হ'াদীছ' অপরের কাছে বর্ণনা করার অনুমতি) লাভ করিতেন। কাগজ ও লিখিবার উপাদান সহজলভ্য হওয়ায় হ'াদীছ' বর্ণনার প্রাচীন পদ্ধতির প্রচলন ক্রমে লোপ পায়। তখন নকল করা এবং লিখিত পাণ্ডুলিপি তুলনাকরণ প্রায় ক্ষেত্রে মুখ্য হইয়া দাঁড়াইল এবং পরবর্তীকালে মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হওয়ায় ও মুদ্রিত গ্রন্থ সহজলভ্য হওয়ায় মৌখিক বর্ণনার রীতি প্রায় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর হ'াদীছ'সমূহ লিখিত হইতে লাগিল এবং চিরাচরিত প্রণালী 'হ'াদ্দাছ'ানী' (অর্থাৎ বর্ণনাকারী আমাকে বলিয়াছেন যোগে বর্ণনা করার অনুমতি তখনও গ্রহণ করা হইত। ইজাাযাত এবং প্রচলিত প্রথার বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে দ্র. Goldziher, পূ. গ্র., ii. 188—193, A. Sprenger, in ZDMG, x. 9 প.; W. Ahlwardt, Katal. der arab. HSS. der Kgl. Bibliothek zu Berlin, i. 54—95।

কোন কোন মহলে হ'াদীছ' লিপিবদ্ধ করা প্রথম দিকে নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত। একমাত্র সেই সকল হ'াদীছ', যাহা নির্ভর-যোগ্য লোকের স্মৃতিতে রক্ষিত থাকিত এবং তাঁহাদের মৌখিক বর্ণনাসূত্রে গৃহীত হইত, তাহাই বিশ্বস্ত বলিয়া গণ্য হইত। যে সকল হ'াদীছ' অনির্ভরযোগ্য দলীল হইতে লিপিবদ্ধ হইত উহার কোন গুরুত্ব দেওয়া হইত না। ইব্‌ন 'আসাকির এই মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন : "হ'াদীছ' সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা কর এবং উহা লোকের নিকট হইতে উদ্ধার কর, লিখিত দলীল হইতে গ্রহণ করিও না। কারণ লিখিত বিষয়বস্তুতে ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিতে পারে" (Goldziher, পূ. গ্র., ii. 200)। ইহা সত্ত্বেও যে সকল পণ্ডিত কাগজ এবং পুস্তক সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া চলিতেন তাঁহারা ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য হইতেন। হ'াদীছে'র লিখিত কপি সংরক্ষণ সেই প্রাচীনকালেও প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্মরণ রাখার সাহায্যার্থেই লিখনের ব্যবস্থা করা হইত; কিন্তু জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে অন্তরেই সংরক্ষণ করা হইত, কাগজে নয়। হ'াদীছ' লিপিবদ্ধকরণ এবং উহার বিরুদ্ধে আপত্তি সম্পর্কে দ্র. Goldziher, পূ. গ্র., ii. 194-202; do., in ZDMG. l. 475, 489, lxi. 862; A. Sprenger, পূ. স্থা., x. 1 প.; do. in JASB, xxv. 303—329.

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও দ্র. : (১) আল-বুখারী, (২) ইমাম মালিক, মুওয়াত্ত'া'; (৩) নাওয়াব'ী, তাক্'রীব, (৪) J. Schacht, Der Islam, in Religions-geschichtliches Lesebuch, 16, Tubingen 1931, p. 1—24; (৫) Th. Noldeke, Zur tendenziosen Gestaltung der Urgeschichte des Islam's, in ZDMG, lii. 16—33; (৬) I. Goldziher, Die Religion des Islam (Kultur der Gegenwart, T. I. Abt. III. 1. Halfte, p. 99 প.); (৭) do., Vorlesungen uber den Islam, Heidelberg 1910, p. 40 প.; (৮) A. Guillaume, The Traditions of Islam, Oxford 1924; (৯). H. A. R. Gibb, Mohammedanism, London 1949, p. 72—87; (১০) M. Mubammad Ali, A. Manual of Hadith (Lahore s. d.); (১১) J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1950; (১২) A. J. Wensinck, A Handbook of early Muhammadan traditon, alphabetically arranged, Leyden 1927; (১৩) do., Concordance et indices de la tradition musulmane; (১৪) les six livres, le Musnad d'al-Darimi, le Muwatta' de Malik, le Musnad de Ahmad ibn Hanbal, vol. i, ii. Leyden 1933—1936—1943 (Continued by J. P. M. Mensing)।

Th. W. Juynboll (S.E.I.)/সম্পাদনা পরিষদ

হ'ান্‌বালী (দ্র. আহ'মাদ ইব্‌ন মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াম্বাল (র))।

হ'ানাফিয়্যাঃ (حنفية) ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) (দ্র.)-এর নামানুযায়ী মায'হাব। আবূ য়ূসুফ য়া'কূ'ব (মৃ. ১৮২/৭৯৮) এবং মুহ'াম্মাদ ইব্‌ন হ'াসান আশ-শায়বানী (মৃ. ১৮৯/৮০৫) ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র)-এর শাগরিদ বলিয়া পরিচিত। আবূ য়ূসুফ য়া'কূ'ব রাখিয়া গিয়াছেন কিতাবু'ল-খারাজ (ফরাসী অনুবাদ E. Fagnan কর্তৃক, Paris 1921), গ্রন্থখানি কর-প্রকরণ বিধান এবং গঠনতন্ত্র সম্পর্কিত সমস্যার উপর লিখিত। আশ-শায়বানী-ই এই মায'হাবের পুনঃপুনঃ ব্যাখ্যাকৃত প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি রচনার জন্য প্রসিদ্ধ, যথা : কিতাবু'ল-আস্'ল অথবা আল-মাব্‌সূত', আল-জাামি'উ'স'-স'াগ'ীর এবং আল-জাামি'উ'ল-কাবীর। এই ছাত্রদ্বয় ইমাম আবূ হ'ানীফাঃ (র) অপেক্ষাও এই মায'হাবের শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তৃতিতে অধিকতর অবদান রাখিয়াছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই তিন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মধ্যে মতভেদও পরিলক্ষিত হয়। অন্যান্য মায'হাবের ইমামগণের মধ্যে যেরূপ মতৈক্য পরিস্ফুট হ'ানাফী মায'হাবে সেইরূপ নয়। সুতরাং হ'ানাফীদিগকে অন্যায়ভাবে নিন্দা করা হয় যে, তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষের মতামতের (রায়) ভিত্তিতে অপরাপর মায'হাব হইতে স্বতন্ত্র। হ'ানাফী মায'হাব ইরাকে জন্মলাভ করে এবং 'আব্বাসী খলীফাগণের

রাজত্বকালে উহা সরকারী মায'হাবরূপে প্রচলিত ছিল। উহা পূর্বদিকে প্রসার লাভ করে, বিশেষভাবে খুরাসানে ও ট্রান্সঅক্সা-নিয়াতে। সেখানে এই মায'হাবের অসংখ্য মাশ্হূর ফাক'ীহ (ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ) ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে। পঞ্চম শতক হইতে মোঙ্গলদের সময় পর্যন্ত ইব্ন মাজাঃ পরিবার 'স'াদ্র' উপাধিতে বিভূষিত থাকিয়া শহরের বংশানুক্রমিক হ'নাফী রাঈস (প্রধান)-রূপে বুখারায় রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা পরিচালনা করেন। তৃতীয় শতকে হ'নাফীগণ খুরাসানে তাঁহাদের নিজস্ব পানি-নিষ্কাশন আইন প্রবর্তন করিয়া নিজেদের খাল-বিলের ব্যাপারে উহা প্রয়োগ করেন (দ্র. নারদীখী, যায়নু'ল-আখবার, পৃ. ৮)। মাগ্'রিব প্রদেশেও মালিকী-দের পাশাপাশি তাহাদের বহু অনুসারী হিজরী পঞ্চম শতকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সিসিলীতে তাহারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ (মাক্'-দিসী, পৃ. ২৩৬ প.)। 'আব্বাসী খিলাফাতের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে হ'নাফী মায'হাবের শক্তিও হ্রাস পায় কিন্তু তুরস্কের 'উছ'মানী সাম্রাজ্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবার হ'নাফী মায'হাব নব জীবন লাভ করে। 'উছ'মানীদের শাসনকালে যে সকল অঞ্চলের অধিবাসি-গণ অন্য মায'হাব অনুসরণ করিত সে সকল স্থানেও হ'নাফী বিচারকগণ বিচারাসন অলংকৃত করিতেন। প্রাক্তন 'উছ'মানী প্রদেশগুলিতে অদ্যাবধি হ'নাফী মায'হাব প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে; উদাহরণত হ'নাফী মায'হাব তিউনিসিয়ার মালিকী মায'হাবের সমান প্রভাবশালী। মিসরেও ইহা সরকার স্বীকৃত ও অনুমোদিত মায'হাব। ভারত ও মধ্য এশিয়ায়ও (আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, বুখারা, সামারক'ান্দ) উহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

এই মায'হাবের প্রাচীন ফাক'ীহগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতে-ছেন: আল্-খাস্'স'াফ (মৃ. ২৬১/৮৭৪) যিনি ব্যবহারশাস্ত্রীয় কৌশল সম্পর্কিত পুস্তকের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ (হি'য়াল) দ্র. Schacht, Die. arab. hiyal-Literatur, in Isl. xv. p. 211—32); আত'-ত'াহ'াব'ী (মৃ. ৩২১/৯৩৩); আল-হ'াকিম (মৃ. ৩৩৪/৯৪৫), আবু'ল-লায়হ' আস-সামারক'ান্দী (মৃ. ৩৭৫/৯৮৫) এবং প্রখ্যাত আল-কু'দূরী (মৃ. ৪২৮/১০৩৬)। শেষোক্ত জনের মুখ্তাস'ার হইতে পরবর্তী গ্রন্থসমূহে বহু কিছু গ্রহণ করা হইয়াছে। তৎপর উল্লেখ করিতে হয় শামসু'ল-আইম্মাঃ আস-সারাখ্সী (মৃ. ৪৮৩/১০৯০)-এর কথা তাঁহার বৃহৎ 'মাব্সূত''সহ। উহাতে কিছুটা স্বাধীন চিন্তা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং উহা আল-হ'াকিমকৃত শায়বানীর মাব্সূতে'র সারাংশের এবং আল-কাসানীর (মৃ. ৫৮৭/১১৯১) বাদাই'উ'স'-স'ানা'ই'-এর ব্যাখ্যা। ইহা বিশেষভাবে সুবিন্যস্ত। এই সকল প্রাচীন গ্রন্থের স্থান পরবর্তী গ্রন্থসমূহ এবং উহাদের ভাষ্যসমূহ দখল করিয়াছে এই সবের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কিতাবগুলির অন্যতম হইতেছে আল-মারগ'ীনানীর (মৃ. ৫৯৩/১১৯৭ খৃ.) হিদায়াঃ (ইংরেজী অনুবাদ C. Hamilton. লণ্ডন, ১৮৭০); উক্ত গ্রন্থের প্রধান প্রধান ব্যাখ্যা পুস্তক হইতেছে আস-সিগ্'নাক'ীর নিহায়াঃ (সংকলিত ৭০০/১৩০০-এ), আল-বাবারতীর (মৃ. ৭৮৬/১৩৮৪) 'ইনায়াঃ এবং আল-কুরলানীর (হি. ৮ম শতক) কিফায়াঃ। বি'কায়াঃ নামে হিদায়াঃ-র সারসংক্ষেপ রচনা করেন মাহ'মূদ ইব্ন স'াদ্রি'শ-শারী'আঃ আল-আওওয়াল (হি. ৭ম শতক), আর ইহার ভাষ্য লিখেন স'াদ্রু'শ-শারী'আঃ আছ'-ছ'ানী (মৃ. ৭৪৭/১৩৪৬) এবং তিনি নুক'ায়াঃ নামে উহার একখানি সংক্ষিপ্তসারও লিখেন। নুক'ায়াঃ-এর উপর জামি'উ'র-রুমূয নামে উচ্চতর ভাষ্য লিখেন আল-কুহিস্তানী (মৃ. ৯৫০/১৫৪৩)। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরবর্তী গ্রন্থ কানযু'দ-দাক'া'ইক', রচনা করেন আন-নাসাফী (মৃ. ৭১০/১৩১০); উহা উক্ত গ্রন্থকর্তার ওয়াফী গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার। উহার সমধিক প্রসিদ্ধ ভাষ্যগ্রন্থঃ (ক) তাব্য়ীনু'ল-হ'াক'া'ইক', রচয়িতা আয-যায়লা'ঈ (মৃ. ৭৪৩/১৩৪২), (খ) রামযু'ল-হ'াক'া'ইক', গ্রন্থকার আল-'আয়নী (মৃ. ৮৫৫/১৪৫৫); (গ) তাব্য়ীনু'ল-হ'াক'া'ইক', লেখক মুল্লা মিস্কীন আল-হারাব'ী (লিখিত ৮১১/১৪০৮), (ঘ) তাওফীকু''র-রাহ্'মান, গ্রন্থকর্তা আত'-ত'াঈ (মৃ. ১১৯২/১৭৭৮); (ঙ) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আল-বাহ্'রু'র-রা'ইক', লেখক ইব্ন নুজায়ম (মৃ. ৯৭০/১৫৬২)। 'উছ'মানী তুরস্ক সাম্রাজ্যে মুল্লা খুস্রাও (মৃ. ৮৫৫/১৪৮০) কর্তৃক রচিত দুরারু'ল-হ'ক্কাম বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। আল-ওয়ানকু'লী (মৃ. ১০০০/১৫৯১) ইহার একটি ভাষ্য রচনা করেন এবং ইহার আরও অনেক শব্দকোষ রচিত হয়। আল-হ'ালাবী (মৃ. ৯৫৬/১৫৪৯) মুল্তাক'া'ল-আব্হ'র (ইহার ফরাসী অনুবাদ/H. Sauvaire, Marseille 1882) রচনা করেন; তৎসহ শায়খযাদাঃ (মৃ. ১০৭৮/১৬৬৭) লিখিত মাজমা'উ'ল-আন্হুর নামে একটি ভাষ্য তিমুরতাশী (মৃ. ১০০৪/১৫৯৫) রচিত তান্ব'ীরু'ল-আব্স'ার, তৎসহ আল-হ'াস'কাফী (মৃ. ১০৮৮/১৬৭৭) বিরচিত ভাষ্য গ্রন্থ আদ-দুররু'ল-মুখ্তার এবং উহার ভাষ্যের উপর ইব্ন 'আবিদীন (মৃ. ১২৫২/১৮৩৬) কর্তৃক রচিত একখানা উচ্চতর ভাষ্য। সর্বশেষে উল্লেখ করা যায় মাজাল্লাঃ-র; উহা সংকলিত হয় তান্জ'ীমাত যুগে একটি বিশেষ কমিশন কর্তৃক, উহার নেতৃত্ব করেন আহ্'মাদ জাওদাত পাশা (ফরাসী অনু. in Young, Corps de droit ottoman, Oxford 1906. vi. 169 প.), তৎসহ উহার তুর্কী ব্যাখ্যা পুস্তক দুরারু'ল-হ'ক্কাম, উহার লেখক 'আলী হ'ায়দার (সং ১৯১২ খৃ.)। মিসরের বিচার বিভাগের মন্ত্রী মুহ'াম্মাদ ক'াদ্রী পাশা সম্পাদনা করেন পুস্তকাকারে লিখিত ব্যক্তিগত বিধানসমূহঃ আল-আহ্'কামু'শ-শার্'ইয়্যাঃ ফি'ল-আহ্'ওয়ালি'শ-শাখ্সি'য়্যাঃ, ফরাসী, ইতালীয় এবং ইংরেজীতে সরকারী অনুবাদসহ (ইংরেজী অনুবাদ প্রণয়ন করেন W. Sterry এবং N. Abcarius, Code of Moh. Personal Law নামে, London 1924)। উভয় গ্রন্থ সাধারণ অর্থে 'কোড' নয় কিন্তু বিচারকের জন্য শারী'আতের উপর তথ্যসম্বলিত (Codification সম্পর্কে প্রশ্নের জন্য দ্র. Snouck Hurgronje, Verspr. Gescher., vi/ii, 260 প.)।

প্রসিদ্ধতম ফাত্ওয়া গ্রন্থসমূহ হইল বুরহানু'দ-দীন ইবন মাজাঃ (মৃ. প্রায় ৫৭০/১১৭৪) কর্তৃক রচিত য'াখীরাতু'ল-বুর্হানিয়্যাঃ, ক'াদ'ীখান (মৃ. ৫৯২/১১৯৬) কর্তৃক রচিত আল-খানিয়্যাঃ, সিরাজু'দ-দীন আস্-সাজাওয়ান্দী (ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে) কর্তৃক রচিত আস-সিরাজিয়্যাঃ, ইব্ন 'আলা'উ'দ-দীন (মৃ. ৮০০/১৩৯৭) কর্তৃক রচিত আত্-তাতারখানিয়্যাঃ, আল-বায্যাযী (মৃ. ৮২৭/১৪২৪) কর্তৃক রচিত আল-বায্যাযিয়্যাঃ; ইব্ন নুজায়ম (মৃ. ৯৭০/১৫৬৩) কর্তৃক রচিত আল-যায়নিয়্যাঃ, হ'ামিদ এফেন্দি আল-কু'নাব'ী (মৃ. ৯৮৫/১৫৭৭) কর্তৃক রচিত আল-হ'ামিদিয়্যাঃ, খায়রু'দ-দীন আল-ফারূক'ী (মৃ. ১০৮১/১৬৭০) কর্তৃক রচিত আল-খায়রিয়্যাঃ; অন্যান্য গ্রন্থ প্রণেতা শায়খু'ল-ইসলাম আবু সু'উদ (মৃ. ৯৮২/১৫৭৪), শায়খু'ল-ইসলাম আল-আন্ক'ারাব'ী (মৃ. ১০৯৮/১৬৮৭), শায়খু'ল-ইসলাম 'আলী এফেন্দী (মৃ. ১১০৩/১৬৯১) এবং মুগল সম্রাট আওরাঙ্গযীব 'আলামগীর (১০৬৯-১১১৮/১৬৫৯-

১৭০৭)-এর নির্দেশক্রমে প্রণীত গ্রন্থ আল-ফাতাওয়া আল-'আলামগীরিয়্যাঃ প্রসিদ্ধ।

বিখ্যাত উস্'ল গ্রন্থ ঃ কানযু'ল-উস্'ল, রচয়িতা আল-পাযদাব'ী (মৃ. ৪৮২/১০৮৯), মানারু'ল-আনওয়ার, রচয়িতা আন্-নাসাফী (মৃ. ৭১০/১৩১০), তাওদ'ীহ', রচয়িতা আল-মাহ'বুবী (মৃ. ৭৪৭/১৩৪৬), উহার ভাষ্য তাল্ব'ীহ', রচয়িতা শাফিঈ আত-তাফতাযানী (মৃ. ৭৯২/১৩৯৮), তাহ'রীর, রচয়িতা ইবনু'ল-হুমাম মৃ. ৮৬১/১৪৫৭), উহার ভাষ্য তাক'রীর, রচয়িতা ইবনু আমীরি'ল-হ'াজ্জ (মৃ. ৮৭৯/১৪৭৪)।

গুরুত্ব সত্ত্বেও হ'নাফী মায'হাবের রচনাবলীর প্রতি য়ুরোপের দৃষ্টি তেমন আকর্ষিত হয় নাই। নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যাসমূহ সেখানে বিদ্যমান ঃ L. Blasi. Instituzioni di diritto musulmano, Citta di Castello 1914, এবং G. Bergstrasser কর্তৃক রচিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ Grundzuge des islamischen Rechts, ed. by J. Schacht, Berlin 1935 (উভয় গ্রন্থে 'ইবাদাত সম্পর্কীয় বিধানগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে)। তুরস্কে ব্যবহারশাস্ত্রের আইনগত মর্যাদার বিবরণ প্রদান করেন M. d'Ohsson তদীয় গ্রন্থ Tableau de l' Empire Othoman, Paris 1787—1820। পক্ষান্তরে ভারতে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ের জন্য প্রণীত ইংরেজী পুস্তকাদির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ N. B. E. Baillie, A Digest of mohammadan Law, London 1865 (দ্বিতীয় সং. ১৮৮৭ খৃ.); Abdur Rahman, Institutes of mussulman law, Calcutta 1907; A. C. Gosha, The principles of Anglo-Moh. law. Calcutta 1917; Ameer Ali, Mahommedan Law, 2 vols, Calcutta 1911—1929; R.K. Wilson, Anglo-Muh. Law, London 1930.

গ্রন্থপঞ্জী ঃ হ'নাফীদের বিস্তার লাভ সম্পর্কে ঃ (১) ইবন খাল্দূন, মুক'াদ্দিমাঃ, কায়রো ১৩২৭ হি., পৃ. ৫০০; (২) A. Mez, Die Renaissance des Islam, Heidelberg 1922, p. 202-6; (৩) আহ্'মাদ তায়মূর, নাজ'রাঃ তা'রীখিয়্যাঃ ফী হ'দূছি'ল-মায'াহিবি'ল-আরবা'আঃ, কায়রো ১৩৪৪ হি., পৃ. ৮ প.।

W. Heffening (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হ'নীফ (حنيف) ব. ব. হ'নাফা', কু'রআন শারীফে বারংবার ব্যবহৃত হইয়াছে। যাহারা প্রকৃত সত্য ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের নাম হ'নীফ, কু'রআনের সূরাঃ ১০ ঃ ১০৫; ২২ ঃ ৩১; ৩০ ঃ ৩০; ৯৮ ঃ ৪ প্রভৃতি। নির্দিষ্টভাবে ইবরাহীম ('আ) সম্পর্কে 'হ'নীফ' শব্দ ব্যবহৃত হয়, কারণ তিনি এক আল্লাহর 'ইবাদাতকারীদের প্রতিনিধি। বিশুদ্ধ 'ইবাদাত হেতু তিনি পুতুল পূজারীদের বিপরীত আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা, সূরাঃ ৩ ঃ ৯৫; ৬ ঃ ৭৯, ১১৬; ১০ ঃ ১০৫; ১৬ ঃ ১২০, ১২৩; ২২ ঃ ৩১। দুই-এক জায়গায় বলা হইয়াছে, তিনি য়াহূদী বা খৃস্টান ছিলেন না; দ্র. সূরাঃ ২ ঃ ১৩৫, "তাহারা (আহ্লু'ল-কিতাব) বলে, তোমরা য়াহূদী অথবা খৃস্টান হও, যাহাতে তোমরা সৎপথে চালিত হইতে পার। তুমি বল, বরং ইবরাহীমের ধর্ম হ'নীফ, তিনি বহু দেবদেবীর উপাসকদের মধ্যে নহেন। সূরাঃ ৩ ঃ ৬৭, "ইব্রাহীম য়াহূদী বা খৃস্টান ছিলেন না, একজন হ'নীফ মুসলমান ছিলেন এবং বহু দেবদেবীর উপাসকদের মধ্যে ছিলেন না।" এই স্থলে হ'নীফ এবং মুসলিম শব্দের সহজ বিন্যাসই যথোপযুক্ত প্রমাণ যে, কু'রআনে ব্যবহৃত শব্দটি কোন নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম নহে। উহা আরো স্পষ্টতর হইয়াছে 'হ'নাফা'-লিল্লাহি' এই উক্তি হইতে (দ্র. সূরাঃ ২২ ঃ ৩১)। সুতরাং Sprenger-এর উক্তি যে, হ'নাফী মতবাদ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংঘ—উহার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ কু'রআন শারীফে কোথাও নাই। সূরাঃ ৩০ ঃ ৩০ আয়াত কু'রআনে ব্যবহৃত এই শব্দটির অর্থ বুঝিবার নিমিত্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অত্র আয়াতে বলা হইয়াছে, "তোমার মুখ ধর্মের দিকে ফিরাও হ'নীফরূপে, উহাই আল্লাহর সৃষ্টি (ফিত্'রাঃ) বা প্রকৃতি অনুসারে তিনি মানব সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নাই" (তু. সূরাঃ ৬ ঃ ৭৯; ১০ ঃ ১০৫)। এখানে শব্দটির সুস্পষ্ট অর্থ হইতেছে মূল, স্বভাবজাত, আদিম ধর্ম এবং উহা পরবর্তীকালে উদ্ভূত নির্দিষ্ট ধর্মের বিপরীত। পক্ষান্তরে ইহার একদিকে বহু দেবদেবীর পূজার ধর্ম অন্যদিকে কিতাবীগণের অংশত বিকৃত ধর্ম। উপরে উদ্ধৃত কু'রআন শারীফের আয়াতগুলির অবতীর্ণ কাল সম্বন্ধে বলা যায়, উহাদের অধিকাংশ মদীনায় নাযিল হইয়াছিল; তবে সূরাঃ ৬ ঃ ৭৯; ১০ ঃ ১০৫ ঃ ৯৮ ঃ ৪ মক্কায় অবতীর্ণ।

শব্দটির পরবর্তীকালের প্রয়োগ কু'রআন শারীফের ভাষায় উহার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। হ'নীফিয়্যাঃ (কদাচিৎ হ'নাফিয়্যাঃ) বলিলে ইবরাহীম ('আ)-এর ধর্ম বুঝায়, (দ্র. ইবন হিশাম পৃ. ১৪৩, ১৪৭, ৮২২)। যেহেতু হযরত মুহ'াম্মাদ (স') ইব্রাহীম ('আ)-এর বিশুদ্ধ ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, তাই হ'নীফ সচরাচর মুসলমান অর্থে ব্যবহৃত। দ্র. ইবন হিশাম, পৃ. ৯৮২, ৯৯৫; তু. পৃ. ৮৭১, এখানে হ'নীফ শব্দ 'বিশুদ্ধ, সনাতন' অর্থে ব্যবহৃত। দ্র. ফারাযদাকে'র কবিতা নাক'া'ইদ, ১খ, ৩৭৮, সেখানে শ্লোকের কিছুটা পাঠভেদ আছে।

বিভিন্ন হ'াদীছে' নবী (স') বলেন, তদীয় ধর্ম আল্-হ'নীফিয়্যাঃ আল-সামহ'াঃ, কোমল বা উদার সরল মত, সংসারত্যাগী আন্দোলনের বিপরীত (দ্র. ইব্ন সা'দ, ১/১খ, ১২৮; ৩/১খ, ২০৭)। তাহ'ান্নুফ ক্রিয়াপদ, কোন কোন সময় পৌত্তলিক যুগে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ধর্মীয় আচরণ বুঝায় (Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten, iv. 156), কোন কোন সময় বাস্তবপক্ষে ইসলাম গ্রহণের সমার্থজ্ঞাপক [কামিল, পৃ ৫২৬ (জারীর কর্তৃক লিখিত একটি কবিতা); LA, x, 404], ইহা তাহ'ান্নুছ' ক্রিয়ার অনুরূপ। Hirschfeld ও Lyall এবং তাঁহাদের পূর্বে E. Deutsch হিব্রু Tehinnoth পদ হইতে উদ্ভূত বলিয়া মত প্রকাশ করেন, কিন্তু ইহা সম্ভবত তাহ'ান্নুফ হইতে উদ্ভূত (তু. Noldeke, Neue Beitrage zur semit. Sprachwissenschaft, p. 72); তাহ'ান্নুফ-এর ব্যাখ্যা করেন ইব্ন হিশাম, (পৃ. ১৫২) এবং ত'াবারী, (১খ, ১১৪৯) 'তাবারুর' শব্দ দ্বারা—যাহার অর্থ সদানুষ্ঠান করা, অন্য অর্থ মুসলমান হওয়া (ত'াবারী, ১খ, ২৮২৭)।

উপরে উল্লিখিত অংশের (সূরাঃ ৩০ ঃ ৩০) হ'নীফ শব্দের অর্থ স্বভাবজাত ধর্ম; পরবর্তী 'আরবী গ্রন্থকারগণের গ্রন্থেও ঐ অর্থে শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়; উদাহরণত কামিল, পৃ. ২৪৪; "হ'নীফ 'আলা'ল-ফিত'রাঃ" .... ? অথবা দিয়ারবাকরী, ২খ, ১৭৭ ঃ "যদি আমি মরি 'আলা ফিত্'রাল্লাহি'; সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে সংশোধিত করিয়া কোন কোন গ্রন্থকার শব্দটি প্রয়োগ করেন পবিত্র আদিম ধর্ম নামে নয়, বরং প্রাচীন পৌত্তলিক

ধর্মরূপে, আর এই ধর্ম পরবর্তী স্বতন্ত্র ধর্মগুলির পূর্ববর্তী রূপ। এইজন্য য়া'কূ'বী ফিলিস্তীনীদিগকে, যাহারা ত'ালূত ও দাঊদ ('আ)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল, হ'নাফা' বলেন। তিনি আরো বলেন যে, তাহারা নক্ষত্রের উপাসনা করিত। বিশেষভাবে মাস্'ঊদী তদীয় গ্রন্থ তান্‌বীহ-তে এই শব্দটি স'াবিউনদের (দ্র. স'াবিউন) সমার্থকরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্যের স'াবিউনরা যায়্‌দাকী এবং খৃস্টধর্ম গ্রহণের পূর্বে এই নামে অভিহিত হইত। তিনি ধর্মীয় বিকাশের এই স্তরকে হ'ানীফ ধর্ম নামে আখ্যায়িত করেন। তিনি আরো বলেন, হ'ানীফ শব্দটি সিরিয়ার হ'ানীফু শব্দের 'আরবী রূপ। এতদসম্পর্কে স্মর্তব্য যে, সিরিয়ার হ'ানফে (hanfe) শব্দটি প্রকৃতপক্ষে স'াবিয়ান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. Barhebraeus, Chronic, p. 176)।

হ'ানীফ শব্দটির মূল এবং আদি ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। যথা ঃ Wellhausen মনে করেন, হ'ানীফ মূলত খৃস্টান সংসার-বিরাগী সাধু পুরুষ; de Goeje শব্দটির ব্যাখ্যা করেন 'খৃস্ট ধর্মে অবিশ্বাসী' বলিয়া; D. S. Margoliouth-এর মতে সর্বত্রই শব্দটির অর্থ মুসলমান। শেষোক্ত অর্থ নিঃসন্দেহে হিজরী প্রথম শতাব্দীতে বহুল উদ্ধৃত কবিতাংশে পরিস্ফুট (য়াকূ'ত, ২খ, ৫১; কিতাবু'ল-আগ'ানী, ১৬খ, ৪৫ প্রভৃতি), এই সকল স্থলে হ'ানীফ, খৃস্টান ধর্মযাজক ও য়াহূদী পুরোহিত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পক্ষান্তরে সন্দেহ হয়, "বাক্‌রী খৃস্টান বিস্‌ত'ামের" মৃত্যু কাহিনীতেও এই অর্থ প্রযোজ্য কিনা, কারণ তাহার মৃত্যু উত্তর-পূর্ব 'আরবে ঘটে [ক্যামিল, পৃ. ১৩১; নাক'া'ইদ (ed. Bevan), ১খ, ৩১৪]। স'াখ্‌রের কবিতায় (Hudhailiten, ed. Kosegarten, xviii. 11) যে স্থলে মদ্যপায়ী খৃস্টানগণ একজন হ'ানীফের চতুর্দিকে গণ্ডগোল করিতেছিল, সেখানে একজন ভাষ্যকার হ'ানীফের অর্থ করেন মুসলিম; কিন্তু অংশটুকু সমভাবে মদ্য পান পরিত্যাগকারী সাধু পুরুষ অর্থেও প্রযোজ্য। 'হ'ানীফ' শব্দটি এই একই অর্থ বহন করিতেছে যু'রুম্মা-এর কবিতায়, (LA, xiii, 206), তিনি উপাসনাকালে পশ্চিমদিকে মুখ ফিরান, উহা খৃস্টানদের বিপরীত (তু. টীকা)। হুয'ায়লীর কবিতায় (LA, vi. 133) যে স্থলে একজন হ'ানীফ উপাসনা করিবার জন্য অবস্থান করার উল্লেখ আছে সেখানে শব্দটি সম্পূর্ণ সাধারণ। কতিপয় কবিতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যাইতে পারে, যেখানে তাহ'ান্নুফ ক্রিয়া উপাসনা সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। একটি কবিতা লিখিয়াছেন নাজ্‌দের অন্তর্গত নুমায়র-এর অধিবাসী হাওয়াযিন্ বংশের মুশ্‌রিক কবি জিরানু'ল-'আওদ (LA, x. 404; তু. খিযানাত, iv. 198)। তিনি উল্লেখ করেন, "আল্-'আবিদু'ল-মুতাহ'ান্নিফ" অর্থাৎ যিনি স'ালাত পড়েন, আর ইহা দ্বারা তিনি 'আরবের কোন এক দরবেশকে বুঝাইয়াছেন। আওসী কবি আবু ক'ায়স ইবনু'ল-আস্‌লাতের মুখ হইতে যে কবিতা বাহির হইয়াছে উহার মর্ম অনিশ্চিত। সেখানে তিনি দীন হ'ানীফ অর্থাৎ বিশুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১৮০) প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তিনি এই সত্য ধর্ম-বিশ্বাসের সহিত খৃস্ট ও য়াহূদী ধর্মের পার্থক্য করেন (ঐ, পৃ. ২৯৩)। উমায়্যাঃ ইব্‌ন আবি'স্‌-স'াল্‌তের সেই কবিতার অকৃত্রিমতা বলিতে গেলে অত্যন্ত সন্দেহজনক—যাহাতে দীনু'ল-হ'ানীফিয়্যাঃ কিয়ামতের পরেও একমাত্র বিদ্যমান ধর্ম বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে (দ্র. Schulthess, BA, viii. 3)। ইহা নিশ্চিত যে, ইসলামী পরিভাষায় এই শব্দটির ব্যবহারে প্রচলিত ভাষারীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। বর্তমানকালের কোন কোন মনীষী অনুমান করেন, দক্ষিণ 'আরবের কোন ধর্মীয় আন্দোলনের সহিত উহার সম্পর্ক ছিল কিন্তু ইহা নিশ্চিত নয়, কারণ সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য কবিতাসমূহ রচিত হয় উত্তর 'আরবে।

শব্দটির উদ্ভব সম্পর্কে ইতোপূর্বেই আলোচনা হইয়াছে, এই বিষয়ে মাস্'ঊদীর ধারণা হইল, উহা আরামাইক হইতে গৃহীত শব্দ। আধুনিক যুগে তাঁহার মতের বহু সমর্থক জুটিয়াছেন। তাঁহারা উহার উদ্ভব মনে করেন কান্'আনী আরামী (Aramaic) হ'ানেফ শব্দ হইতে—যাহার অর্থ "কপট, ধর্মহীন, খৃস্ট ধর্মে অবিশ্বাসী।" তৎপর শব্দটি ধর্মে অবিশ্বাসী অর্থে একটি বিদেশী নাম বুঝায়; শব্দটির অর্থের পরিবর্তনের মাধ্যমে 'আরব দেশে ভাল অর্থে উহার প্রচলন প্রবর্তিত হয়। আরামাইক হইতে যে শব্দটির উৎপত্তি সে সম্পর্কে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। অপরপক্ষে ইথিওপিয়ায় উদ্ভূত অনুরূপ শব্দ, যে শব্দ হইতে আসিয়াছে বলিয়া H. Winckler প্রস্তাব করেন, তাহা বিদেশ হইতে ধারকরা একটি শব্দ এবং একমাত্র সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। Schulthess ভিন্ন মত পোষণ করিয়া বলেন, আরামাইকে ব্যবহৃত 'হ'ানেফ, হ'ান্‌ফা' 'আরবী ভাষায় ব্যবহৃত হ'ানীফ শব্দ হইতে পারে না। কিন্তু উহা দ্বারা শুধু বুঝা যায় যে, সম্ভবত উহার একটি মধ্যবর্তী রূপ আছে। অবশ্য 'আরবী শব্দ হ'ানাফা 'বিচ্ছিন্ন করা' হইতে ইহার অর্থ 'দলত্যাগী' গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) LA. x. 402—405; (২) য়া'কূ'বী, ১খ, ৫১ প.; (৩) মাস্'ঊদী, তান্‌বীহ, ৮খ, ৬, ৯০ প., ১২২ প., ১৩৬; (৪) Sprenger, Leben Muhammads, i. 46 প.; (৫) Kuenen, National Religions and Universal Religions (Hibbert Lectures), 1882, p. 19 প.; (৬) Wellhausen, Reste arab. Heidentums[2], p. 238 প.; (৭) Noldeke, in ZDMG, xli. 721; (৮) ঐ, Neue Beitrage z. semit. Sprachwissensch, p. 30; (৯) H. Winckler, Arabisch-Semitisch-Orientalisch, p. 79; (১০) H. Grimme, Mohammed, i. 13; ii. 59 প.; (১১) D. S. Margoliouth, in JRAS, 1903, p. 467—493; (১২) Lyall, ঐ, p. 771-781; (১৩) Schulthess, Orient. Studien (Festschrift Noldeke), 86—88; (১৪) ঐ, in BA, viii, 3, 5; (১৫) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 56 প.; (১৬) R. Bell, Origin of Islam in its Christian Environment (London 1926); (১৭) A. Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, p. 112—5.

F. Buhl (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হ'াফ্‌স'াঃ (حفصة) (রা) খলীফা 'উমার (রা)-এর কন্যা এবং হযরত নবী কারীম (স')-এর সহধর্মিণী। তিনি প্রথমে কু'রায়শী খুনায়স ইব্‌ন হ'য'াফাঃ-র সঙ্গে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। খুনায়স বদ্‌র যুদ্ধে আহত হইয়া কোন সন্তানাদি না রাখিয়া মদীনায় ইনতিকাল করেন। হ'াফ্‌স'াঃ (রা) তখন বিংশতিবর্ষীয়া ছিলেন। এই সময় হযরত রুক'ায়্যাঃ (রা)-এর ইনতিকাল হইলে হযরত 'উমার (রা) তাঁহাকে হযরত 'উছ'মান (রা)-এর সহিত বিবাহ দিতে চাহেন।

কিন্তু তিনি 'ভাবিয়া দেখি' বলিয়া এড়াইয়া যান। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করেন। তিনি নীরব অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তখন স্বয়ং রাসূল কারীম (স') তাঁহাকে উহ'দ যুদ্ধের পরদিনই বিবাহ করেন। ইসলামের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং স'লাত, সি'য়াম প্রভৃতিতে অনুরক্তির কারণে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। অন্য সহধর্মিণিগণের ন্যায় তিনি খায়বার যুদ্ধের গ'নীমাতের অংশ এবং হযরত (স')-এর ইনতিকালের পর কোষাগার হইতে বাৎসরিক প্রায় ১০,০০০ দিরহামের ভাতা লাভ করিতেন। তিনি সাধারণত নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করিতেন এবং কোন ব্যাপারে পক্ষ অবলম্বন করিতেন না। কু'রআন সংগ্রহে হযরত হ'াফ্স'াঃ (রা)-র ভূমিকা সম্পর্কে 'কু'রআন' প্রবন্ধ দ্র.। রাসূল কারীম (স')-এর সহিত বিবাহে তাঁহার কোন সন্তান জন্মে নাই। হযরত হ'াফ্স'াঃ (রা) হযরত মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর খিলাফাতকালে ৪৫ হি. সনে ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি কিছু সম্পত্তি ওয়াক্'ফ ও কিছু দান-খয়রাত করেন। মদীনার তৎকালীন শাসনকর্তা মার্ওয়ান ইব্নু'ল-হ'াকাম তাঁহার জানাযাঃ পড়ান এবং তাঁহার খাটুলি কিছুদূর কাঁধে করিয়া বহন করেন। উহা কবর পর্যন্ত হযরত আবূ হুরায়রাঃ (রা) অন্যদের সঙ্গে বহন করেন। তাঁহার ভ্রাতা 'আব্দুল্লাহ, 'আসি'ম, সালিম, হ'াম্যাঃ প্রমুখ ও হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমারের পুত্রগণ তাঁহাকে কবরে নামান।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন সা'দ, ৩/১খ, ২৮৫—২৮৬; ৮খ, ৫৬—৬০; (২) ইব্ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, ৪খ, ২৭৩—২৭৪; (৩) ইব্ন হ'াম্বাল, মুসনাদ, ৬খ, ২৮৩-২৮৮; (৪) শিবলী নু'মানী, সীরাতু'ন-নাবী, ২খ, ৪০৯; (৫) H. Lammens, Le triumvirat Abu Bakr, 'Omar et Abu Obaida (extract from the MFOB, iii. 120); (৬) ঐ, Fatima et les filles de Mahomet, p. 15, 23, 46, 56, 86; (৭) Sprenger, Das Leben des Mohammad³, iii, 74 প.; (৮) Buhl, Das Leben Muhammeds. p. 261; (৯) ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩২১ ১০০১।

H. Lammens (S.E.I.)/নুরুদ্দীন আহমদ

হ'াবীব আন্-নাজ্জার (حبيب النجار) (আন-নাজ্জার অর্থ সূত্রধর) আন্ত'াকিয়ার একজন বুযর্গ ব্যক্তি। বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইত বলিয়া সিল্পিয়াস পাহাড়কে 'আরবগণ তাঁহার নামে নামকরণ করিয়াছিল। এই মহান ব্যক্তি, কোন কোন য়ুরোপীয় লেখকের মতে Acts, ১১খ, ২৭—৩০ এবং ২১খ, ১০ প.-এ বর্ণিত আগাবুস (Agabus), কিন্তু ইহা মুসলিম মত নহে। সূরাঃ ৩৬ : ১৩ প.-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁহার সম্পর্কে উপাখ্যানের উল্লেখ আছে কিন্তু উহাতে তাঁহার নাম বর্ণিত হয় নাই। খৃস্টীয় সূত্র হইতে এই বর্ণনার উপাদান সংগৃহীত না হইলেও উহার মূল হয়ত খৃস্টীয়। সেখানকার বর্ণনানুসারে আল্লাহ যখন দুইজন নবী প্রেরণ করিলেন এবং পরে আরও একজনকে (ভাষ্যকারগণ তাঁহাদের বিভিন্ন নাম উল্লেখ করিয়াছেন) ঐ শহরের অধিবাসিগণকে দীক্ষিত করার জন্য পাঠাইলেন তখন সেখানকার অধিবাসিগণ তাঁহারা প্রচার বন্ধ না করিলে তাঁহাদিগকে হত্যা করিবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল। সেই সময় নগরীর দূর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া নগরবাসীদিগকে সাবধান করত নবীগণের প্রতি ঈমান আনিতে বলিলেন এবং তিনি নিজেকে একজন ঈমানদার বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জনতার ক্রোধ তখন তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল এবং তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার সময় বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিল, 'যাও, এইবার বেহেশ্তে যাও।' কিন্তু তিনি শহীদের উচ্চ সম্মান লাভ করার গৌরবে আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। আল্লাহ তখন সেই সকল ধর্মদ্রোহীকে ধ্বংস করিলেন। তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে কোন সৈন্য প্রেরণ করেন নাই; বরং একটি মাত্র গর্জনে (আকাশ হইতে একটি গর্জন শ্রুত হইল) তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কু'রআনের ভাষ্যকারগণের মতে এই ব্যক্তি হ'াবীব আন-নাজ্জার। তিনি সূত্রধর ছিলেন এবং পুতুল তৈয়ার করিতেন, নবীগণের অলৌকিক কার্য দেখিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কু'রআনের ভাষ্য হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হ'াবীবই সম্ভবত শহীদ হওয়ার পরে তাঁহার শাহাদাত প্রাপ্তির জন্য গৌরব বোধ করিয়াছিলেন। আল-দিমাশ্ক'ীর নুখ্বাতু'দ-দাহ্র (মেহ্রেন সম্পা., পৃ. ২০৬)-এ এক কাল্পনিক কাহিনী দেখিতে পাওয়া যায়। হ'াবীব তাঁহার বিচ্ছিন্ন মস্তক বাম হাতে তুলিয়া ডান হাতে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিন দিন তিন রাত্রি ঐ অবস্থায় নগরীর মধ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন আর তখন তাঁহার ছিন্ন মস্তক উচ্চ শব্দে কু'রআনে উল্লিখিত আয়াত পাঠ করিতেছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : ৩৬ সংখ্যক সূরাঃ-র তাফ্সীর : (১) ত'াবারী, ১খ, ৭৯০ প.; (২) ছা'লাবী, 'আরাইসু'ল-মাজালিস (কায়রো ১৩১২ হি.), পৃ. ২৩৯।

Anonymus (S.E.I.)/নুরুদ্দীন আহমদ

হাবীবুর রহমান খান আখুনযাদা, হাকীম (حبيب الرحمن خان اخوندزاده حكيم ; হ'াবীবু'র-রাহ'মান খান আখুন্দযাদাঃ, হ'াকীম) ১৮৮১ খৃ.-এর ২৩ মার্চ ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন মাওলানা মুহ'াম্মাদ শাহ আখুন্দযাদাঃ। ইনি সাবেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের চাজেলী (চাংলাই) নামক স্থান হইতে ঢাকায় আসেন। তিনি ছিলেন সীমান্তের প্রাচীন য়াগি'স্তা এলাকার য়ুসুফযাঈ গোত্রের লোক।

হাকীম সাহেব ১৩ বৎসর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া উচ্চ শিক্ষার্থে কানপুর যান। কানপুরে ইসলামী শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়নের পর তিনি সেখানে য়ুনানী চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। অতঃপর লাখনৌতে তিনি হ'াকীম আগ'া হ'াসানের নিকট উচ্চতর য়ুনানী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। এখান হইতে তিনি দিল্লী গমন করেন এবং সেখানে হ'াকীম 'আবদু'ল-মাজীদের নিকট কিছুকাল চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ১৮৯৯ খৃ. আগ্রা যান। এইখানেই তিনি য়ুনানী চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্র পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। চিকিৎসক হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি য়ুনানী চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৯২১ খৃ. এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া হ'াকীমী প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যাবলী লক্ষ্য করেন। অবশেষে ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খৃ. মাত্র ৮ জন ছাত্র ও ২ জন শিক্ষক লইয়া তিনি ঢাকার ছোট কাটারার নিকট 'তিব্বিয়া হাবীবিয়া কলেজ' নামে এই অঞ্চলের সর্বপ্রথম য়ুনানী চিকিৎসা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। হাকীম সাহেব পেশাগতভাবে চিকিৎসক হইলেও ইতিহাসের প্রতি তাঁহার গভীর অনু-

রাণ ছিল। তিনি বহু ঐতিহাসিক পুঁথিপত্র, মুদ্রা, দলীল ও পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সংগৃহীত ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহের কিছু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ও দুইশত বত্রিশটি দুর্লভ প্রাচীন মুদ্রা ঢাকা যাদুঘরকে দান করেন। সাহিত্যিক হিসাবে হাকীম সাহেবের যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি উর্দূতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন: ১। ঢাকা আজ সে পঁচাস বরস পহেলে; ২। মাসাজিদ-ই-ঢাকা; ৩। আসূদগান-ই-ঢাকা প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত মুগল আমলের আওলিয়া' ও ইতিহাস সম্বন্ধে এবং ঢাকার প্রাচীন পরিবারসমূহ ও তাহাদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলার 'আরবী, ফারসী ও উর্দূ কবি ও সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে তিনি 'তু'লাআ'ঃ শা'সুসাআঃ' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পাণ্ডুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে। তিনি 'আল-মাশরিক' ও 'জাদ্' নামে দুইটি উর্দূ পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হাকীম সাহেব ১৯০৬ খৃ. গঠিত মুসলিম লীগের যুগ্মসম্পাদক নির্বাচিত হন এবং শিক্ষা সমিতির সদস্য হন। ১৯২৭ সালের ঢাকার দাঙ্গায় তিনি যথেষ্ট জনসেবা করেন। হাকীম হাবীবু'র-রহমান ১৯৪৭ খৃ., ২৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। তাঁহাকে আজীমপুর দায়রা শরীফে তাঁহার পিতার কবরের নিকট দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ওয়াফা রাশিদী, বাঙ্গালা মেঁ উর্দূ, হায়দরাবাদ ১৯৫৫ খৃ., পৃ. ২৯০; (২) মুহ'াম্মাদ তা'াহির ফারূক'ী খাতি'র গা'যনাব'ী, পাকিস্তান মেঁ উর্দূ, পেশাওয়ার ১৯৬৫ খৃ., পৃ. ৮০, (৩) মাসিক মা'আরিফ, আ'জ'ামগড়, এপ্রিল, ১৯৪৭ খৃ., পৃ. ৩১১-৩১৬; (৪) মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, হাকিম হাবিবুর রহমান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১ খৃ.।

হাবীল ও ক'াবীল (هابيل و قابيل), তাহাদের কথা কু'র-আনে উল্লেখ আছে কিন্তু নাম উল্লেখ নাই। বাইবেলে তাহাদের নাম Cain ও Abel। 'আরব দেশে এই নাম ক'াবীল ও হাবীলে রূপান্তরিত হয়। উভয়ই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানী করিয়াছিল। একজনের (ক'াবীলের) কুরবানী অগ্রাহ্য হইয়াছিল, সে ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যজনকে (হাবীলকে) হত্যা করিল এবং ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে লুকাইয়া রাখিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না। তখন আল্লাহ্‌র হুকুমে একটি কাক অন্য একটি কাকের মৃতদেহ মাটিতে পুঁতিয়া রাখিল। ইহা হইতে ক'াবীল মৃতদেহ কবরস্থ করার ইঙ্গিত লাভ করিল (সূরাঃ ৫ : ২৭—৩২)। কু'রআনে এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রহিয়াছে, কিন্তু টীকাকারগণ বাইবেল লেখকদের ন্যায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বহু উপাখ্যানের বর্ণনা দিয়াছেন। এক বর্ণনানুসারে আদাম ('আ)-এর প্রত্যেকটি পুত্র সন্তান এক-একটি যমজ কন্যার সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিত। ক'াবীলের (কখনও কখনও তাহাদের ক'াবিন, ক'াইন এবং ক'ায়িন বলা হইত) যমজ ভগ্নীর নাম ছিল আক্'লীমাঃ এবং তাহার দুই বৎসরের কনিষ্ঠ হাবীলের যমজ ভগ্নীর নাম ছিল লাবূদা (নামগুলি বিভিন্নভাবে উল্লিখিত আছে)। প্রাচীন ধর্ম-গ্রন্থাদির পণ্ডিত (সম্ভবত Genesis বাইবেলের আদি পুস্তক) বর্ণনানুসারে ক'াবীল বেহেশতে এবং হাবীল পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (য়াহূদীদিগের) Pirke de R. Elieser, 21-এও ইহা দেখা যায়। আদাম ('আ) এক পুত্রের সঙ্গে অপরজনের যমজ ভগ্নীর বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ক'াবীল নিজের যমজকেই বিবাহ করিতে চাহিল, কারণ সে অধিকতর সুন্দরী ছিল। অতঃপর একটি কুরবানী দ্বারা ইহা স্থির করা সাব্যস্ত হইল (দ্র. Jebamoth, 62; Gen. R., 22 etc.)। অন্য একটি বর্ণনা অনুসারে ভগ্নী-বিবাহ বীভৎস বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় সাব্যস্ত হয় যে, হাবীল বেহেশতের এক হূ'রকে এবং ক'াবীল এক জিন্ন কন্যাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু ক'াবীল ইহাতে রাযী হইল না। তাহার কুরবানী উপেক্ষিত হওয়ার কারণ হইল সে মাঠের নিকৃষ্ট শ্রেণীর শস্য উৎসর্গ করিয়াছিল, পক্ষান্তরে হাবীল তাহার প্রিয় ভেড়া উৎসর্গ করিয়াছিল (ত'াবারী, ১খ, ১৪৪)। তখন ক্রোধে সে তাহার বিশ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। অপর এক বর্ণনামতে সে ইহা ইবলীসের দৃষ্টান্ত অনুসরণে করিয়াছিল। ইবলীস একটি পাখী হাতে লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল এবং উহার মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল (অনুরূপ ঘটনা Sanhedrin, 30-এ উল্লিখিত আছে)। হাবীল যেহেতু সর্বপ্রথম মৃত ব্যক্তি ছিল সেইজন্য হত্যাকারী জানিত না লাশ লইয়া সে কি করিবে। সুতরাং সে উহা পাখী এবং হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি থলিয়াতে বৎসরকাল যাবত বহন করিয়াছিল। এক সময় সে দেখিতে পাইল যে, একটি কাক অন্য একটি কাকের সহিত লড়াই করিতে করিতে একটিকে হত্যা করিয়া ফেলিল এবং তৎপর মাটি খুঁড়িয়া তাহাকে পুঁতিয়া রাখিল। ক'াবীলও তাহার ভাইয়ের লাশ লইয়া সেই ব্যবস্থাই করিল। (অনুরূপ বর্ণনা Pirke de R. Elieser, 21-এ আছে; পক্ষান্তরে Gen. R., 22-এ আছে যে, পাখী এবং পশুরা হাবীলকে দাফন করিয়াছিল)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, ১খ, ১৩৭ প.; (২) ইব্নু'ল-আছ'ীর, পৃ. ৩০ প.; (৩) আল-য়া'কূ'বী, ১খ, ৪; (৪) আছ'-ছ'া'লাবী, কি'সা'সু'ল-আম্বিয়া' (ed. কায়রো ১৩২৫ হি.), পৃ. ৩৪—৩৭; (৫) আল-কিসাঈ, কি'সা'সু'ল-আম্বিয়া, ed. Eisenberg, p. 70—75; (৬) Grunbaum, Neue Beitrage etc., p. 68; (৭) Weil, Legenden etc., p. 38—40.

J. Eisenberg (S. E. I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

হ'াম (حام) হযরত নূহ' ('আ)-এর পুত্র, এই নাম বাইবেলে উল্লিখিত। কু'রআনে নূহ' ('আ)-এর পুত্রগণের কাহারও নামের উল্লেখ নাই; কিন্তু এক পুত্র সম্পর্কে ইঙ্গিত রহিয়াছে। নূহ' ('আ)-এর পুত্রদের মধ্যে একজন তাঁহার অনুরোধ সত্ত্বেও পর্বত তাহাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে এই বিশ্বাসে কিশ্‌তীতে আরোহণ করিতে অস্বীকার করে এবং প্লাবনে ডুবিয়া মরে (১১ : ৪২—৪৭)।

প্লাবনে নিহত পুত্রটি ব্যতীত কু'রআনের ব্যাখ্যাকারিগণের মতে সাম, হ'াম এবং য়াফিছ'—নূহ' ('আ)-এর এই তিন পুত্র রক্ষা পাইয়াছিল এবং তাঁহাদের মতে সকল মানব তাঁহাদের বংশধর। ইসলামী সাহিত্যে নূহ' ('আ)-এর ৪র্থ সন্তান উল্লিখিত হইয়াছে। ত'াবারীর (১ খ, ১৯৯) মতে কান্'আন এই চতুর্থ পুত্র। বাইবেলে কান্'আনকে (আদি পুস্তক, ৯ : ১৮) হ'ামের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ত'াবারীর মতে 'আরবগণ হ'ামকে য়াম বলিত (ত'াবারী, ১ খ, ১৯২; ইব্নু'ল-আছ'ীর, ১খ, ৫০)।

বাইবেল এবং হাগ্গাদার কাহিনীতে আরও বলা হইয়াছে যে, নিজ তাঁবুতে নিদ্রিতাবস্থায় নূহ' ('আ) মৃদু বাতাসে উলঙ্গ হইয়া পড়িলে হ'াম দেখিল। কিন্তু তাহা না ঢাকিয়া বাহিরে গিয়া সাম এবং য়াফিছ'কে

সংবাদ দিল। তখন তাহারা উভয়ে মুখ পশ্চাতে রাখিয়া পিতার লজ্জা আবৃত করিল (আদি পুস্তক, ৯ ঃ ২২—২৩)। বাইবেলের বর্ণনামতে নূহ' ('আ)-হ'ামের পুত্র কান্'আনকে অভিসম্পাত করেন যে, সে ভ্রাতৃগণের দাসত্ব করিবে (আদি পুস্তক, ৯ ঃ ২৫)।

পৃথিবী নূহ' ('আ)-এর পুত্রদের মধ্যে বিভক্ত হইল। হ'াম, সূদান, নূবিয়াহ, ইথিওপিয়া এবং য'নজ এবং কাহারও কাহারও মতে হিন্দ-সিন্দও লাভ করিল। তাহার বংশধরগণ সকলেই কৃষ্ণ বর্ণ এবং তাহারা ভ্রাতা-ভগ্নীতে বিবাহের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল (আল-কিসাঈ, পৃ. ১০১)। ইহাদের মধ্যে নাম্রূদ ইব্ন কূশ ইব্ন হ'াম সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিল। বাবিলে যে ৭২ টি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩৬টি য়াফিছে'র, ১৮টি সামের, ১৮টি হ'ামের বংশধর-গণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

নূহ' ('আ)-এর কিশ্‌তী এবং প্লাবনের সংবাদ যথার্থভাবে জানার জন্য তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহচরদের অনুরোধে হযরত 'ঈসা ('আ) কর্তৃক হ'ামকে জীবিত করা হইয়াছিল (ত'াবারী, ১খ, ১৮৭)।

B. Heller (S. E. I.)/নূরুদ্দীন আহমদ

হ'ামদান ক'ারমাত' (حمدان قرمط) ইব্নু'ল-আশ'আছ' একজন ইস্মা'ঈলী ধর্মপ্রচারক, ক'ার্মাত'ী দলের সংস্থাপক। তিনি কূফার উপকণ্ঠবাসী একজন কৃষক; তাঁহার ডাকনাম কারমীছ'া। শব্দটি আরামায়িক কথ্য ভাষা হইতে গৃহীত, উহার অর্থ "লাল অথবা অগ্নিবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট লোক" (ত'াবারী, ৩খ, ২১২৫)। তিনি বাগদাদের সন্নিকটে কাল্ওয়াযা'ায় বসতি স্থাপন করেন, সেখান হইতে খুরাসানে অবস্থিত প্রচার সংস্থা এবং 'আস্কার-মুক্রামে বসবাসকারী দল প্রধানের (২৬১/৮৭৫) সহিত তিনি সহজে যোগা-যোগ রাখিতে পারিতেন; কূফার সন্নিকটে আন্দোলনের কেন্দ্ররূপে ব্যবহারের জন্য 'দারু'ল-হিজ্রাঃ' নামে একটি বাসভবন নির্মাণ করেন। উহার চতুর্দিকে তাঁহার অনুগামিগণ বসতি স্থাপন করত অভিযান পরিচালনা করিত (২৭৭/৮৯০)। পরে তিনি সিরিয়া গমন করেন এবং কিছুদিন পরে সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। তাঁহার ভগ্নী-পতি 'আব্দান (যিনি দলের জন্য অধিকাংশ ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন) যিক্রাওয়ায়হ নামক বিরোধী দলের এক সদস্য কর্তৃক অল্পদিন পরে নিহত হন। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ক'ার্মাত' বহুবিধ শ্রেণীর কর প্রবর্তন করেন, প্রতিটি প্রকার কর পূর্ববর্তী কর অপেক্ষা পরি-মাণে অধিক হইত। প্রথম কর ফিত্'রাঃ মাথাপ্রতি একটি রজত মুদ্রা, তৎপর হিজ্রাঃ মাথা প্রতি একটি স্বর্ণ মুদ্রা, পরে মাথা-পিছু বুলগ'াঃ বা সপ্ত স্বর্ণ মুদ্রার প্রবর্তন করেন। পরিশেষে তিনি দাবী করেন উল্ফাঃ অর্থাৎ রমণী ও সম্পত্তির সাধারণ অধিকার।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ ক'ার্মাত'ী প্রবন্ধ দ্র.।

Cl. Haurt (S. E. I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হ'াম্দালাঃ (حمدلة) অর্থ 'আল-হ'াম্দু লিল্লাহ্' উচ্চারণ করা (দু. দি, দা প্রভৃতি বিভিন্ন উচ্চারণের জন্য দ্র. লিসানু'ল-'আরাব, ২খ, ৭প.)। "প্রশংসা (সকল জাতীয় এবং সকল প্রকার) আল্লাহ্‌র নিমিত্ত", কারণ তাঁহারই নিকট হইতে সমস্ত প্রশংসার যোগ্যতা উৎসারিত হয় এবং তাঁহারই নিকট উহা প্রত্যাবর্তিত হয়। হ'াম্দ শব্দের বিপরীত শব্দ য'াম্ম। হ'াম্দ এমন কিছুর জন্য প্রশংসা, যাহা যাঁহার প্রশংসা করা হয় তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এই কারণে শব্দটির অর্থ মাদ্‌হ' শব্দের অর্থ হইতে স্বতন্ত্র। মাদ্‌হ' শব্দের অর্থ এতটা সীমাবদ্ধ নয়। মাদ্‌হ' শব্দ যদিও শুক্র প্রকাশক উক্তি তথাপি উহা 'কৃতজ্ঞতা'-বোধক নহে। শুক্‌র-এর বিপরীত শব্দ হইতেছে কুফ্‌র। ছ'ানা' সাধারণত 'প্রশংসা' ও বিবেচনা অর্থে ব্যবহৃত হয়; শেষোক্ত অর্থে নিন্দাও ইহার শামিল। সাধারণত বাক্যাংশটি ইখ্‌বারী অথবা খাবারী অর্থাৎ বর্ণনাত্মক। কিন্তু প্রয়োগ-ক্ষেত্রে বাক্যটি ইন্শাঈ (আদেশ, নিষেধ, প্রার্থনা ও আবেগ প্রকাশক)। কারণ সরাসরি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই বাক্যটি উচ্চারিত হয় (মুহ'াম্মাদ 'আব্দুহ, তাফ্‌সীরু'ল-ফ্যাতিহ'াঃ, কায়রো ১৩২৩ হি., পৃ. ২৮; এই প্রসঙ্গে আরও দ্র. ফাদ'ালীর কিফায়াতু'ল-'আওয়াম্ম-এর হ'াশিয়াঃ-য় বায়জূরী কর্তৃক বিস্তারিত ব্যাখ্যা, পৃ. ৩ প., কায়রো সংস্করণ ১৩১৫ হি.)। Lane-এর অনুবাদে 'প্রশংসা হউক' (Lexicon, p. 638) কথা দ্বারা তিনি জোরদার স্বীকৃতি বুঝাইতে চাহেন; কোন প্রকার দু'আ' বুঝাইতে চাহেন নাই। 'তাবারাকা' ইত্যাদির অনুবাদ সম্পর্কে Fleischer-এর নিকট লিখিত তাঁহার পত্রে বিশদভাবে ইহা পরিস্ফুট (ZDMG, xx, p. 187)। এই বাক্যাংশটি কু'রআন শারীফে চব্বিশ জায়গায় ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যান্য শব্দ, যেমন লাহু'ল-হ'াম্দ ভাষায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল-হ'াম্দু লিল্লাহ্ বাক্য স্বাভাবিকভাবে মুসলমানদের বাকরীতিতে গৃহীত হইয়াছে। সব কিছুই আসে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে, সুতরাং সুখকর অথবা দুঃখজনক সকল কিছুর জন্যই তাঁহার প্রশংসা করা কর্তব্য। এতদ্‌সত্ত্বেও ক্রিয়াপদ হ'াম্দালা শব্দটি ভাষার প্রাচীন ব্যবহার পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয় নাই; উহার ব্যবহার শুরু হয় বাস্‌মালাঃ-র পরে, এই শব্দটি (বাস্‌মালাঃ) জাহিলী যুগেরও হইতে পারে। স'াহ'াহ' এবং লিসান গ্রন্থে শব্দটি পাওয়া যায় না; অথচ উভয় গ্রন্থে বাস্‌-মালাঃ শব্দটি আছে। পরবর্তী গ্রন্থে উহার অস্তিত্ব 'উমার ইব্ন আবী রাবী'আঃ-র একটি পদ দ্বারা সমর্থিত (Schwarz, দীওয়ান, ৪১৩ নং, ২খ, ২৪১; ছত্রটির প্রমাণ এবং প্রয়োগ পুরাপুরিভাবে আছে তাজু'ল-'আরূসে)। মিস্'বাহ' গ্রন্থে (সমাপ্ত ৭৮৪ হি.) হ'াম্দালাঃ শব্দটির উল্লেখ আছে, কিন্তু উহা বাস্‌মালাঃ শব্দের প্রসঙ্গে, শব্দটির স্বকীয় অন্তর্ভুক্তি নাই। শব্দটি ক'ামূসেও স্থান লাভ করিয়াছে; সুতরাং ধীরে ধীরে উহা একটি শব্দ বলিয়া স্বীকৃতি অর্জন করিয়াছে। উহার ব্যাপক ধর্মীয় প্রয়োগ ছাড়াও বাক্যাংশটি (আল্-হ'াম্দু লিল্লাহ্) স'ালাতের এবং নাফ্‌ল তাস্‌বীহে'র একটি অংশ। তাস্‌বীহ'-এ উহা তেত্রিশবার উচ্চারণ করা হয় (Lane, Modern Egyptians, Chap. iii; Lexicon, p. 1290)। সূরাঃ ফাতিহ'াঃ-র আয়াতে বিদ্যমান থাকাতে উহা সপ্ত মাছ্'ানী-এর অন্যতম, ফাতিহ'াঃ-র সঙ্গে সঙ্গে উহা মরমী অর্থে এবং রুক্'য়াঃ (মন্ত্র) হিসাবে ব্যবহৃত। এইরূপে উহা একটি মাছ্'না এবং রিফা'ঈ ত'ারীক'াঃ-র সপ্ত স্তরের প্রথম স্তর বলিয়া পরিগণিত (W. H. T. Gairdner, Way of a Mohammedan Mystic, p. 12, 23)। হ'াদীছে' ফাতিহ'াঃ-র রোগ আরোগ্যকারী শক্তি আছে বলিয়া স্বীকৃত (তু. বুখারী, কিতাবু'ত-তাফ্‌সীর, বাব ফাতিহ'াতি'ল-কিতাব)। একজন স'াহ'াবী উহা বিষাক্ত প্রাণীর দংশন জ্বালা নিবারক দু'আ' (রুক্'য়াঃ) হিসাবে ব্যবহার করিয়া-ছেন এবং নবী (স') উহা অনুমোদন করিয়াছেন (বুখারী, ২খ, ৮৫৪ প.)। পরবর্তীকালে রুক্'য়াঃ হিসাবে ব্যাপক বিকাশের জন্য দ্র. আল-বূনী, শাম্সু'ল-মা'আরিফ, ফাস্'ল ১০; এবং আধুনিক মিস-রীয় যাদুকর আহ্'মাদ আয-যার্ক'াব'ীর মাফাতীহ''ল-গ'ায়ব, পৃ. ১৭৫। কিন্তু হ'াম্দালাঃ শব্দের ব্যবহার যাদুবিদ্যাতে বাস্‌মালাঃ-র

ন্যায় এককভাবে প্রযোজ্য নয়। হ'াদীছে' উল্লিখিত রহিয়াছে যে, কোন উক্তি বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহ্‌র প্রশংসা দ্বারা শুরু করা না হইলে তাহা অসম্পূর্ণ (তু. বাস্‌মালাঃ) এইরূপ 'হ'াম্‌দালাঃ' যে কোন আনুষ্ঠানিক উক্তি বা রচনার প্রারম্ভে তিনটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্যতম বিবেচিত হয়। কারণ হযরত রাসূল কারীম (স') সর্বদাই তাঁহার বক্তৃতা হ'াম্‌দালাঃ দ্বারাই শুরু করিতেন (বুখারী ১খ, ১২৬)। অন্যপক্ষে রাসূল কারীম (স')-এর আবির্ভাবের পূর্বেও বাস্‌মালাঃ-র প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। তবে ইহা ফরয বা ওয়াজিব নহে বলিয়া কেহ কেহ হ'াম্‌দালাঃ পরিত্যাগ করত শুধু বাস্‌মালাঃ ব্যবহার করিয়াছেন। আবার কাহারও মতে লিখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে মুখে আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন করত বাস্‌মালাঃ লেখা দ্বারা শুরু করা যায়। সুতরাং এ বিষয়ে বিভিন্ন রীতি দেখিতে পাওয়া বিচিত্র নহে। ইমাম মালিক (র)-এর মুওয়াত্ত'া', ইব্‌ন হিশামের সীরাঃ ও স'াহ'ীহ' বুখারীতে হ'াম্‌দালাঃ সংযোগ আমরা দেখিতে পাই না, কিতাবু'ল-আগ'ানী বা ফিহ্‌রিস্ত-এও নহে। এবংবিধ প্রয়োগ এবং উহার সমর্থনকারী হ'াদীছ' সম্পর্কে সায়্যিদ মুরতাদ'া কর্তৃক রচিত ইহ্'য়াার ব্যাখ্যা-পুস্তক দ্র., ১খ, ৫৩ প.। এই উক্তির মহৎ গুণ সম্পর্কে বিশেষভাবে দ্র. পূ. গ্র., ৫খ, ১৩ প. (কিতাবু'ল-আয'কার), সম্পা'. Fleischer.

গ্রন্থপঞ্জী : উপরে উদ্ধৃত গ্রন্থাবলী, (১) বায়দ'াব'ী, ১খ, ৫, ২খ, ২৬; (২) ত'াবারী, তাফসীর, ১খ, ৪৫ প.; (৩) রাযী, মাফাতীহ', ১খ, ১১৫ প. (কায়রো ১৩০৭ হি.)।

D. B. Macdonald (S. E. I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হ'াম্‌যাঃ (রা) (حمزة بن عبد المطلب) ইব্‌ন 'আব্‌দি'ল-মুত্ত'ালিব নবী (স')-এর চাচা এবং দুধ-ভাই। যেহেতু হ'াদীছে' তাঁহার নাম ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের প্রধান নায়ক হিসাবে মহিমান্বিত, সেই কারণে তিনি সুপরিচিত। স্তুতিকারক কবিগণ বলিয়াছেন, তিনি ফিজার যুদ্ধসমূহে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই উক্তি কিতাবু'ল-আগ'ানীর লেখকের মতে নিছক কাল্পনিক। অন্য হাশিমীদের ন্যায় তিনি প্রথমে ইসলাম গ্রহণ না করিলেও কখনও হযরত (স')-এর বা মুসলমানগণের সহিত শত্রুতা করেন নাই। আবু জাহ্‌লের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়া প্রথম ওয়াহ'য়ি নাযিল হইবার দুই বৎসর পর তিনি নবী (স')-এর প্রতি ঈমান আনেন। তিনি তাঁহার সহিত মদীনায় হিজরত করেন।

হ'াম্‌যাঃ (রা) ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। সাহসিকতার জন্য তিনি 'আল্লাহ ও রাসূলের সিংহ' উপাধি অর্জন করেন। এই উপাধি কাব্যেও স্থান লাভ করে। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর নির্দেশে তিনি ইসলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একটি বাহিনীর পুরোধা হিসাবে কু'রায়শদের মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি লক্ষ্য করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বদ্‌রের যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে এবং তিনি ও 'আলী (রা) উভয়েই বিশেষ সম্মান অর্জন করেন। মদীনার য়াহূদী গোত্র ক'ায়নুক'া'-র অবরোধকার্যে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। উহ'দের যুদ্ধে তিনি অসীম সাহস প্রদর্শন করিয়া শাহাদাত বরণ করেন। নিগ্রো ওয়াহ্'শী বর্শাবিদ্ধ করিয়া তাঁহার বক্ষ চিরিয়া ফেলে এবং তখন তাঁহার স্পন্দনশীল হৃৎপিণ্ড মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর জননী হিন্দ-এর নিকট লইয়া আসা হয়। হিন্দ উহাতে দাঁত বসাইয়া চিবাইতে থাকে। হ'াম্‌যাঃ (রা) তখন ৫৭-৫৯ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। হ'াম্‌যাঃ (রা)-র সন্তান-সন্ততিগণ কোন বংশধর রাখিয়া যান নাই।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন সা'দ, ৩/১খ, ৩—১১; (২) ইব্‌ন হ'াজার, ইস'াবাঃ (কায়রো), ১খ, ৩৫৩—৩৫৪; (৩) H. Lammens, Fatima et les filles de Mahomet, p. 23, 25, 30, 45, 46, 138; (৪) ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৬৯, ১২০, ১৮৪, ২৩২, ৩২২, ৩৪৪, ৪১৯, ৪৩৩, ৪৪২, ৪৮৫, ৫১৬, ৫৬৩, ৬৫৭; (৫) ইব্‌ন ক'ায়স আর-রুক'ায়্যাত, দীওয়ান (ed. Rhodokanakis), No. xxxiv, 20; (৬) আগ'ানী, ৪খ, ২৫; ১৪খ, ১৫, ২২; ১৯খ, ৮১—৮২; (৭) Sprenger, Das Leben des Mohammad[2], ii. 69, 81, 88; iii. 100, 120, 172, 180; (৮) H. Lammens, L'age de Mahomet et la chronologie de la Sira (JA, 1911, p. 209—250); (৯) Buhl, Das Leben Muhammeds, p. 115, 257.

H. Lammens (S. E. I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হ'াম্‌যাঃ ইব্‌ন 'আলী (حمزة بن على) ইব্‌ন আহ্'মাদ, দুরূয (দ্র.) ধর্ম পদ্ধতির সংস্থাপক এবং বহু পুস্তকের রচয়িতা। পুস্তকগুলি দুরূযদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত কিছুই জানা যায় নাই। আন-নুওয়ায়রীর মতে তিনি পারস্যের যাওযান (যূযান)-এর অধিবাসী ছিলেন এবং পশমের দ্রব্য (লাব্বাদ) প্রস্তুত করা ছিল তাঁহার পেশা। ৪১০/১০১৯ অব্দে তিনি প্রকাশ্যে তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার স্বীয় বিবৃতি অনুসারে তিনি এই কার্য আরও দুই বৎসর পূর্বে (৪০৮/১০১৭) আরম্ভ করেন। উক্ত বৎসর হইতে দুরূযগণ ফাতি'মী খলীফা আল-হ'াকিম বি-আম্‌রিল্লাহ-এর মধ্যে আল্লাহ্‌র বিকাশ ঘটে বলিয়া বিশ্বাস করে এবং এই বৎসর হইতে দুরূযদের সন গণনা শুরু হয়। তিনি কখন মিসরে যান, তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নাই। সম্ভবত ৪০৫ বা ৪০৬ হি.-তে তিনি সেইখানে যান। কায়রোর কোন এক মসজিদে তিনি তাঁহার মতবাদ ঘোষণা করিলে একটি দাঙ্গার সূত্রপাত হয় এবং তিনি খলীফার আশ্রয়ে কিছুকাল আত্মগোপন করেন। খলীফার মৃত্যুর (৪১১/১০২০) পরে তাঁহার ভাগ্যে কি ঘটিল, তাহা অপরিজ্ঞাত। দুরূযদের ধর্ম-পদ্ধতিতে তিনি অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি ক'াইমু'য-যামান বা 'আক্'ল-ই-কুল্লের শেষ অবতার বলিয়া দুরূযগণের নিকট স্বীকৃত। আল-মাকীন এবং অন্য গ্রন্থকারদের মতে তাঁহাকে সাধারণত বলা হইত 'আল-হাদী' বা "হাদিউ'ল-মুস্‌তাজীবীন্‌" অর্থাৎ যাহারা স্বর্গীয় আহ্বানে সাড়া দেয় তাহাদের নেতা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) De Sacy, Expose de la religion des Druzes, Introduction, p. 387 প.; (২) Texte, i. 98 প., ii. 2 প.; (৩) Blochet, Le Messianisme, p. 94 প.; (৪) দুরূয প্রবন্ধটিও দ্র.।

Anonymus (S. E. I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হ'ামা'ইল (حمائل) অর্থ কবচ, মাদুলি, তা'ব'ীয'। তা'ব'ীযে'র ব্যবহার মুসলিম দেশসমূহে সাধারণ লোকদের মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত। উত্তর আফ্রিকায় তা'ব'ীয'কে হ'রুয বলা হয়, প্রাচ্যে 'আরবরা বলে হ'ামায়াঃ বা হ'াফিজ', 'উয'াঃ বা মা'আয'াঃ এবং তুরস্কে বলা হয় য়াফ্‌তা, নুসখাঃ বা হ'ামা'ইল

এবং বাংলাদেশে তাবিজ। প্রায়ই ক্ষুদ্র থলি কোষ বা জেকেটে পুরিয়া তা'বী'য গলায় পরা হয় অথবা বাহু বা পাগড়ীতে বাঁধা হয়। ধনী লোকেরা সোনা বা রূপার তৈয়ারী মাদুলী ব্যবহার করে। শিশুর চল্লিশ দিন বয়স হইলেই তাহাকে এইরূপ তা'বী'য দেওয়া হয়। শঙ্খ, ঝিনুকের খোলা বা অস্থিখণ্ডের ন্যায় নিতান্ত সাধারণ বস্তুও চামড়ার ভিতর সেলাই করিয়া তা'বী'য-রূপে বাম বাহুর নীচে বাঁধিয়া রাখা হয় (দ্র. Emily Ruete, Memoirs of an Arabian Princess, অনু. L. Strachye, New York 1904, p. 68)। বেদুঈন বালিকারা হ'রয নামে এক প্রকার তা'বী'য বহু মূল্যবান মনে করিয়া ব্যবহার করে, ইহা সাত সেন্টিমিটার লম্বা ও চারি কি পাঁচ সেন্টিমিটার চওড়া দু'আ'র পুস্তিকা, ইহা সোনা বা রূপার আধারে বদ্ধ করিয়া ব্রোচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তা'বী'যে ব্যবহৃত এই সকল দু'আ', সংকেত ও চিহ্ন নক্সাগুলি বিভিন্ন ধরনের সূত্র হইতে প্রাপ্ত এবং তাহা অনুসন্ধান করাও নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় আল্লাহ্‌র নাম, ফিরিশ্‌তাদের নাম, কু'রআনের আয়াত, ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সাংকেতিক চিহ্ন, কাব্বালী (গুপ্ত) বিদ্যার অক্ষর, যাদুবিদ্যার বর্গাকার নক্শা, খড়ি-গণনাবিদ্যার চিহ্ন এবং প্রাণী ও মানুষের চিত্র। আল্লাহ্‌র নামগুলি (Doutte, Magie et Religion dans l'Afrique du Nord, p. 200; see also Redhouse, in JRAS, 1880) যাহার যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে অথবা নামের অক্ষরগুলির গাণিতিক মূল্য অনুসারে সাজাইয়া ব্যবহার করা যায়। এই সকল ছাড়া সাধারণ লোকের অজ্ঞাত আল্লাহ্‌র এক নাম আছে যাহা প্রকাশ করা হয় না। তাহা শুধু নবী-দরবেশগণই জানেন বলিয়া ধারণা করা হয়।

ফিরিশতাদের নামও অসংখ্য। তবে প্রধান ফিরিশতা জিব্‌রাঈল, মীকাঈল, 'আয্‌রাঈল ও ইস্‌রাফীল ('আ)-এর সুপরিচিত নাম অনেক তা'বী'যে দেখা যায়। ইঁহারা ছাড়া আরও বহু ফিরিশতা আছেন, তাঁহাদের নাম ফিরিশতা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। 'আরবী ভাষায় এই ধরনের কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। উহা কাল্পনিক গ্রন্থকার অন্দরূন বা অন্দাহ্‌রিউশের লিখিত বলিয়া মনে করা হয়। গ্রন্থগুলিতে খৃস্টান রহস্যবাদী (gnostic) শক্তিধরদের ধারণা হইতে গৃহীত মতবাদ আছে। কিছু সংখ্যক ফিরিশতা গ্রহাদির উপর কর্তৃত্ব করেন, কিছু-সংখ্যক মাসের উপর বা সাপ্তাহিক দিনের উপর কর্তৃত্ব করেন। প্রতি দিনের জন্য সাত ফিরিশতা আছেন। তাঁহাদের অদ্ভুত নামগুলি প্রায়ই জোড়ায় জোড়ায় দেখা যায়, যেমন: তা'জীশ ও ইলীশ, কা'য়্‌তা'র ও মায়্‌তা'র, কি'তাশ ও ম্যাকি'নতাশ। মিত্'আত্'রোন নামক ফিরিশতা যাদু জগতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, তিনি বৃহস্পতি গ্রহের উপর কখনও বুধ গ্রহের উপর আধিপত্য করেন। মনে হয় 'আরবরা কখনও কখনও তাঁহাকে মীকাঈল ('আ) বলিয়া ভুল করে। তথাকথিত ম্যান্ডি'নী সাহিত্যে তিনি প্রধান চরিত্রগুলির অন্যতম (তু. Renan, Vie de Jesus, p. 247, note 4; Les Apotres, p. 270; Schwab, Vocabulaire de l'angelologie, p. 170)। হারূত ও মারূত (দ্র.) নামে অন্য দুইজন ফিরিশতার স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে, কু'রআনে তাঁহাদের উল্লেখ আছে; তাঁহাদের নামও তা'বী'যে দেখা যায়। ফিরিশতা ছাড়া কতকগুলি পৌরাণিক ব্যক্তি, বিখ্যাত গুহাবাসীদের (আস্'হা'বুল-কাহ্‌ফ দ্র.)-ও সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

কু'রআনের আয়াতগুলির মধ্যে তা'বী'যরূপে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ দুইটি ছোট সূরাঃ ১১৩ ও ১১৪। এই দুইটি সূরাকে আল-মু'আওবি'-য'তান (দুই রক্ষাকারী) বলা হয়। প্রথমটিতে গিরায় ফুৎকার-কারিণী কুকর্মী স্ত্রীলোকদের উল্লেখ আছে। ইহা শারীরিক অসুস্থতায় বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া মনে করা হয়। অন্য সূরাটি মানসিক ব্যাধির প্রতিকারে অধিক সক্ষম বলিয়া ধারণা করা হয়। ইহা ছাড়া সূরাঃ য়াসীন ধার্মিক মুসলমানদের নিকট উচ্চ সম্মান পায়। সূরাঃ ফাতিহা'ঃ, আয়াতুল-কুরসী (সূরাঃ ২ঃ ২৫৫) এবং সিংহাসনের আয়াত অর্থাৎ আয়াতুল-'আরশ (সূরাঃ ৯ঃ ১২৯) সম্বন্ধেও কথাটা খাটে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই সকল ছাড়া অন্যান্য আয়াতও ব্যবহৃত হয়।

ফলিত জ্যোতিষ এবং গ্রহাদি ও রাশিচক্রের চিহ্নগুলি সুপরিচিত; সেইগুলি স্বভাবতই তা'বী'য-রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের কতকগুলি বেশ অদ্ভুত ম্যান্ডি'নী অক্ষর হইতে উদ্ভূত বলিয়া ধারণা করা হয়। প্রায় ক্ষেত্রে সেইগুলি হিব্রু বা কূফী অক্ষরের পরিবর্তিত বা বিকৃত রূপ। ইব্‌নু'ল-ওয়াহ্‌শিয়্যাঃ প্রণীত কিতাবু শাওকি''ল-মুস্তাহাম গ্রন্থে ম্যান্ডি'নী অক্ষরগুলি দেওয়া হইয়াছে। হিব্রু অক্ষরের পশ্চাতে প্রায়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত অথবা চক্র বা আলংকারিক নক্শা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সবকে ক্ষুদ্র চন্দ্র বা মুকুট বলে। সেফের য়িস'ইরা গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, তা'বী'যের প্রতিটি অক্ষরে মুকুট থাকিতে হইবে (Sepheryesira, transl. by Mayer Lambert, p. 114)।

বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত বিন্দু দ্বারা গঠিত রহস্যবাদী নকশাগুলিও কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়। খড়ি গণনাবিদ্যায় ('ইল্‌মু'র-রাম্‌ল) বালির উপর বিন্দু আঁকিয়া ভবিষ্যত গণনা করা হয়। বালির উপর চারিটি রেখা টানা হয়, তাহাতে সমদূরে কতকগুলি বিন্দু চিহ্নিত করিয়া উহার কতক এলোমেলোভাবে মুছিয়া ফেলা হয়। বাকীগুলিতে যে সব নক্শা তৈয়ার হয় তাহাতে নাম ও বিভিন্ন অর্থ আরোপিত করা হয়। এই সকল নক্শা তা'বী'যে ব্যবহৃত হয়।

যাদুর বর্গাকার নক্শাও (ওয়াফ্‌ক', বি'ক্‌ক') তা'বী'যে দেখা যায়। উহাতে ৯ বা ১৬টি কামরা থাকে। এই ৯ বা ১৬ সংখ্যায় প্রতিটির সঙ্গে একই সংখ্যা যোগ করা হয়। তাহাতে বিষয়টি বেশ পাণ্ডিত্যব্যঞ্জক দেখায়। এইভাবে সংখ্যাগুলি ১-এর পরিবর্তে ৯ হইতে আরম্ভ হয় এবং ১ হইতে ১৬-এর স্থলে ৯ হইতে ২৪ পর্যন্ত লেখা হয়। বর্গাকার ক্ষেত্রগুলিতে সংখ্যার পরিবর্তে প্রায়ই অক্ষর লেখা হয়, যেমন আল্লাহ (الله) নামের চারিটি অক্ষর ا-ل-ل-ه বিভিন্ন বিন্যাসে চারিবার লেখা হয়। যাদুর বর্গক্ষেত্র সম্পর্কিত বিষয় 'আরবরা পুরাপুরিভাবেই আয়ত্ত করিয়াছিল। কারণ ইখ্‌ওয়ানু'স-স'াফা-তে দেখা যায় যে, ৯ স্তম্ভের বর্গক্ষেত্রগুলি তাঁহাদের জানা ছিল। আল-বূনী-কৃত শারহ' ইস্‌মিল্লাহি'ল-আ'জ'ম (কায়রো) নামক পুস্তিকায় এই সমস্যার অতি সুন্দর সাধারণ সমাধান আছে। তবে ইহাতে ফারসী শব্দ থাকাতে বুঝা যায় যে, এই সমাধান আল-বূনীর নিজের নহে।

উত্তর আফ্রিকায় তা'বী'যে মানুষ ও প্রাণীর চিত্র কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু প্রাচ্যে তা'বী'য ও যাদুতে এইগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্যের শিল্পকলার প্রভাবে ঐগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। যেই সকল আয়না, পেয়ালা ও সিলমোহরে যাদু আরোপ করা হয় তাহাও ঐ ধরনের চিত্রে ভূষিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ফিরিশতা ও Griffin

নামক কাল্পনিক প্রাণীর চিত্র, বিশেষত মানুষের মস্তক অথবা রাশিচক্রের সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। Herklots, The Customs of the Musulmans of India, p. 339 প. গ্রন্থে আরও কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

মুসলিমদের মধ্যে মানুষের হাত একটি জনপ্রিয় নিদর্শন। ইহা স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত অথবা পদকে খোদিত থাকে এবং কুদৃষ্টি এড়াইবার রক্ষাকবচরূপে গলায় ব্যবহার করা হয়। ইহাকে সচরাচর 'ফাতি'মার হাত' বলা হয়। শী'ঈরা পাঁচটি অঙ্গুলিকে পঞ্চ মহাপুরুষ—মুহ'াম্মাদ (স'), 'আলী, ফাতি'মাঃ, হ'াসান ও হ'সায়ন (রা)-এর প্রতীক মনে করেন।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে এরূপ বলা যায় যে, কু'রআনের আয়াতগুলি ব্যতীত যে সকল বস্তু ব্যবহার করা হয় তাহার অধিকাংশের সঙ্গে খৃস্টান মরমী মতবাদ অথবা য়াহূদী তালমূদী মতবাদের যোগাযোগ দৃষ্ট হয়। 'আরব জনশ্রুতি অনুসারে আদাম ('আ) নিজেই রক্ষাকবচের আবিষ্কারক কিংবা প্রকাশক। Abrege des Merveilles (transl. Carra de Vaux, p. 142) গ্রন্থ অনুসারে আদাম ('আ)-এর কন্যা 'আনাক' হ'াওওয়ার ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁহার প্রেতবশকারী কবচগুলি চুরি করিয়া লয়। কিন্তু সে উহাদের অপব্যবহার করে। য়াহূদীদের তালমূদী উপকথায় এবং 'আরবীয় কথা-কাহিনীতে সুলায়মান ('আ)-এর অঙ্গুরী বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। আরবা উপন্যাসের ধীবরের কাহিনীতে যে দৈত্যটিকে দেখা যায় উহাকে একটি পাত্রে আবদ্ধ করিয়া তাহার মুখে সুলায়মান ('আ)-এর অঙ্গুরীর সীলমোহর করা ছিল। যে কবচ এখনও সুলায়মান ('আ)-এর সীলমোহর বলিয়া পরিচিত এবং য়াহূদী ও মুসলিমগণ সমভাবেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহা ছয় কোণবিশিষ্ট তারকা আকারে গঠিত।

'আরবী সাহিত্যে কবচবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক পুস্তক আছে। এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হইলেন মাসলামাঃ আল-মাজ্‌রীতী (মৃ. ৩৯৮/১০০৭), যিনি ইখওয়ানু'স'-স'াফা-র রচনাদি স্পেনে লইয়া গিয়াছিলেন, 'জালিয়াত' ইব্‌নু'ল-ওয়াহ্'শিয়্যাঃ (আল-ফিলাহ'াতু'ন-নাবাতি'য়্যাঃ-এর রচয়িতা) এবং আল-বূনী। ইব্‌ন খালদূনের মুক'াদ্দিমার ৪র্থ পর্বের ৪র্থ পরিচ্ছেদে কবচ ব্যবহারের নিন্দা করা হইয়াছে।

মুসলিম ধর্মতত্ত্বে যাদু (সিহ্'র দ্র.) নিষিদ্ধ হইলেও কু'রআনের আয়াতসম্বলিত তা'ব'ীয' ব্যবহারে বাধা নাই। তা'ব'ীয' সাধারণত বিভিন্ন ভ্রাতৃসংঘের দরবেশদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয় এবং কেবল তাঁহাদের হাত হইতে গ্রহণ করিলেই উহা ফলবতী হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Reinaud, Monumens arabes, persans et turcs du Cabinet du Duc de Blacas, 2 vol., Paris 1828; (২) E. Doutte, Magie et religion dans l' Afrique du Nord, Algiers 1909; (৩) Ismael Hamet, Les Amulettes en Algerie, in Bulletin des seances de la societe philologique, 1905; (৪) Magasin pittoresque, reproductions of talismans, 1872, p. 64 and 272; (৫) Depont and Coppolani, Confreries religieuses, p. 140; (৬) Abdes Selam b. Cho'aib, Notes sur les amulettes chez les indigenes algeriens (Tlemcen 1905); (৭) Westermarck, Ritual and Belief in Morocco, i. 208 প.; (৮) E. W. Lane, Modern Egyptians; (৯) M. Masse, Croyances et coutumes persanes, Paris 1938, P. 325 প.। On magic squares: (১০) Paul Tannery, Le Traite manuel de Moschopoulos sur les carres magiques, Greek Text and translation, Paris 1886. on kabbalistic alphabets: (১১) Gottheil, in JA, 1907. on the processes of incantation: (১২) Carra de Vaux, in JA, 1907; (১৩) সিহ্'র প্রবন্ধও দ্র.।

B. Carra de Vaux (S. E. I.)/শইখ শরফুদ্দীন

হামান (هامان), বাইবেলের Esther পুস্তকে বর্ণিত আছে যে, সম্রাট আহাসিউরাসের পারসিক মন্ত্রী হামান য়াহূদীদের দুশমন ছিল। কু'রআনে (৪০ : ২৪) বর্ণিত হইয়াছে যে, হামান, ক'ারূন (কো'রাহ')-এর সঙ্গে মিসর সম্রাট ফির'আওনের রাজসভার সদস্য এবং প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিল। ইহারা মূসা ('আ)-এর জন্ম নিকটবর্তী জানিতে পারিয়া ফির'আওনকে পরামর্শ দেয় যে, বানূ ইস্‌রাঈলের নবজাত বালিকাদিগকে জীবিত রাখিয়া বালকদিগকে হত্যা করা হউক। যখন মূসা ('আ) আল্লাহ্‌র নবীরূপে আবির্ভূত হইলেন তখন ইহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে। ফির্‌'আওন বলিল, "ওহে হামান! আমার জন্য একটা উচ্চ মিনার তৈয়ার কর যাহাতে আমি আকাশে আরোহণের অবলম্বন পাই, অনন্তর দেখি মূসার ইলাহ্ কে" (সূরা : ৪০ : ৩৬ প.। তু. ২৮ : ৩৮)। এই বৃত্তান্ত এবং কু'রআনে বর্ণিত আরও কতকগুলি বিষয় প্রচলিত বাইবেলে বর্ণিত ইতিহাসের অনুরূপ নহে। তাল্‌মূদে (Sanh. 106) এবং মিদ্‌রাশেও (Exodus R. 18) এরূপ অসামঞ্জস্য দেখা যায় যে, বালআম, জোব (আয়্যুব) ও জেথ্রো (শু'আয়ব), ইহারা সকলেই ফির্‌'আওনের মন্ত্রী সভার সদস্য ছিল এবং তাহারা মূসা ('আ)-কে হত্যার পরামর্শ দিয়াছিল। কু'রআনের উক্ত আয়াতগুলির তাফ্‌সীরে বর্ণিত (৪০ : ২৪ ; ২৮ : ৩৮) হামান কর্তৃক উচ্চ স্তম্ভ নির্মাণের কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক। বাইবেলের Esther পুস্তকে বর্ণিত হামান সম্বন্ধে কু'রআন, তাফসীর বা 'আরব ঐতিহাসিকগণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। তবে ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, হামানের কাহিনী 'আরবদেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। বাইবেলে উল্লিখিত হামান কু'রআনে উল্লিখিত হামান হইতে পৃথক ব্যক্তি।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) যামাখ্‌শারী ও বায়দ'াব'ীর তাফসীর; (২) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু''ল-আম্বিয়া', কায়রো ১২৯৩ হি., পৃ. ১১০-১১১; (৩) আস-কিসাঈ, কিস'াসু''ল-আম্বিয়া', ed. Eisenberg, পৃ. ২১২-২১৪; (৩) Horowitz, Koranische Unters., p. 149.

L. Eisenberg (S. E. I.)/শইখ শরফুদ্দীন

হায়য (حيض : হ'ায়দ'), মাসিক ঋতুস্রাব। হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর পূর্ববর্তী সময়ে য়াহূদী, খৃস্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে ঋতুবতী স্ত্রীলোকগণ (হ'াইদ', অন্য প্রতিশব্দের জন্য দেখুন Wellhausen, Reste Arab. Heidentums, p. 170, note) কোন ভোজন কিংবা কুরবানীতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত না, এমন কি স্ত্রীলোককে তখন স্পর্শও করা হইত না। ইসলাম আসার পরে এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। তাহারা শুধু নিম্নলিখিত কয়েকটি কাজ যাহার

List>

জন্য দৈহিক পবিত্রতা অত্যাবশ্যক, তাহাই করিতে পারে না। স্ত্রীলোক ঋতুবতী অবস্থায় শারী'আত অনুসারে অপবিত্র এবং স'লাত, ত'াওয়াফ, সি'য়াম পালন, কু'রআন স্পর্শ করা, এমন কি উহার একটি আয়াত পাঠ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অবৈধ (দ্র. Juynboll, Handbuch des Islam. Gesetzes, p. 174 প.)। ঋতুবতী স্ত্রীলোককে রাসূল কারীম (স) 'ঈদগাহে গিয়া মুসলিমগণের সহিত শুধু দু'আয় শরীক হইতে আদেশ ক'রেন। ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস হ'রাম, এতদ্ব্যতীত তাহাকে স্পর্শ করা, তাহার হাতে পানাহার (য়াহূদী ধর্মে ইহা জা'ইয নহে), তাহার সহিত এক শয্যায় শয়ন প্রভৃতি জা'ইয। এমন কি ঋতুবতী স্ত্রীলোকের গায়ে যদি চাদরের এক প্রান্ত থাকে অপর প্রান্ত বিছা-ইয়া বা গায়ে দিয়া স'লাত আদায় করা জা'ইয।

সে একমাত্র তখনই শারী'আত মতে পবিত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে, যখন ঋতুকাল শেষ হওয়ার পরে সম্পন্ন শুচিস্নান করে (গোসল দ্র.)। সূরা ঃ ২ ঃ ২২২ অনুসারে ঋতুকালে স্ত্রীর সহিত সহবাস নিষিদ্ধ ; কিন্তু ইসলামে য়াহূদী ধর্মের ন্যায় (Lev, xv 14) তাহাকে সাত দিন পৃথক রাখার বিধান নাই।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) বুখারী, কিতাবু'ল-হ'ায়দ' ; (২) তির্‌মিয'ী, আবওয়াবু'ত'-ত'াহারাঃ, বাবু'ল-হায়দ' ; (৩) ফিক্‌'হ গ্রন্থসমূহের হ'ায়দ' সংক্রান্ত বাব।

Anonymous (S. E. I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হ'র্‌রান (حران) অতি প্রাচীন শহর, মেসোপটেমিয়ার জাযীরাঃ প্রদেশে, বালীখ নদীর উৎস সন্নিকটে এবং রা'স 'আই'ন-এর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইব্‌রাহীম ('আ) ও লাবানের বাসভূমি বলিয়া ইহা পরিচিত, কিন্তু স'াবিয়ান ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রধান আবাসভূমি হিসাবেও ইহা সবিশেষ প্রসিদ্ধ। গ্রীকদের নিকট ইহার নাম Kharram, রোমানদের নিকট Carrhae, কোন কোন গির্জায় পাদ্রীদের নিকট Hellenopolis (ধর্মহীন নগরী), মুসলিমদের নিকট হ'র্‌রান বা আর্‌রান। Chwolsohn ইহার সুদীর্ঘ ইতিহাস পাঁচটি স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত করেন ঃ বাইবেলীয়, গ্রীক, রোমান, খৃস্টান এবং মুসলিম। নামটির বানান তীরাক্ষর শিলালিপিতে (Cuneiform) 'হ'র্‌রানু'রূপে পাওয়া যায়। উহার অর্থ 'পথ' (route)। ইহা দ্বারা বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে স্থানটির গুরুত্ব নির্দেশিত হয়। ইহার ইতিবৃত্তের সর্বযুগে স্থানটি প্রধানত চন্দ্রদেবতা 'সিন'-এর উপাসনা কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত। এই মন্দিরটি একাধিক আন্তরীয় রাজন্যবর্গ কর্তৃক সুশোভিত হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের সময় হইতে বহু সংখ্যক ম্যাসিডনবাসী উত্তর মেসোপটেমিয়ায় বসতি স্থাপন করে। সেখানে যে সকল দেবদেবীর অর্চনা করা হইত তাহাদিগকে গ্রীক নামে অভিহিত করা হইত। খৃস্টীয় বৎসর আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে উত্তর মেসোপটেমিয়ার আদিম সিরীয় জনগণ ম্যাসিডনীয়, গ্রীক, আর্মেনীয় এবং 'আরব জনগণের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া পড়ে। হ'র্‌রান সীমান্তবর্তী শহর বিধায় সে যুগের সম্রাটগণ ইহার শাসন ব্যবস্থায় শিথিলতা প্রদর্শন করেন। পরবর্তীকালে খৃস্টধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে পরিগণিত হইলে হ'র্‌রানের পূর্ব ধর্মমত দমন করিবার প্রচেষ্টা চালান হয়। প্রচেষ্টা অবশ্য চরম পর্যায়ে পৌঁছে নাই, কারণ হ'র্‌রানের লোক অন্যান্য স্থানের জনগণের ন্যায় জীবিকা নির্বাহের জন্য মন্দিরের উপর নির্ভর করিত। এইজন্যই গির্জার পাদ্রিগণ হ'র্‌রানকে ধর্মহীন শহর বলিয়া অভিহিত করেন। অবশ্য তখন সেখানে একজন বিশপ নিযুক্ত থাকিতেন। তথাপি সেই স্থান বহুদিন পৌত্তলিকতার কেন্দ্রস্থল ছিল, এমন কি ঐ অঞ্চলটি খিলাফাতের অধীনে আসার পরেও। একই বাণিজ্যিক প্রয়োজনের তাকীদে ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভ হইতে একটি Monophysite (যীশুতে আংশিকভাবে ঐশ্বরিক এবং আংশিকভাবে মানবিক একই প্রকৃতি বিরাজমান ছিল, এই বিশ্বাস যাহাদের) সম্প্রদায়ের কর্ণধার হিসাবে একজন বিশপ থাকিলেও দেশের অধিকাংশ অধিবাসী তখনও ছিল পৌত্তলিক, খৃস্ট ধর্মে অবিশ্বাসী।

৬৩৯খৃস্টাব্দে হ'র্‌রান 'ইয়াদ' ইব্‌ন গ'ান্‌ম-এর নিকট সন্ধি শর্তে আত্মসমর্পণ করে। তৎকালে ইহা 'দিয়ার মুদ'ার' অঞ্চলের প্রধান শহর ছিল। এই স্থানটি সর্বশেষ উমায়্যাঃ খলীফা মারওয়ান (৭৪৪—৭৫০ খৃ.)-এর প্রিয় বাসস্থান ছিল। এখানে 'আব্বাসী ইব্‌রাহীমকে বন্দী করিয়া নিহত করা হয়। জনগণকে তখনও পূর্ব প্রথানুযায়ী ধর্মানুষ্ঠান প্রতিপালন করিতে দেওয়া হইত। ৮৮০ খৃস্টাব্দে মা'মূন হ'র্‌রানবাসিগণকে নিম্নের যে কোন একটি নির্বাচন করিবার সুযোগ দান করেন ঃ ইসলাম গ্রহণ, যে কোন স্বীকৃত ধর্ম গ্রহণ অথবা মৃত্যু বরণ। তাহারা দাবী করিল যে, তাহারা স'াবিয়ান। এই কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহারা মৃত্যুর হাত হইতে মুক্তি লাভ করিল (দ্র. স'াবিউন)। বর্তমানকালে উক্ত শহরের অবস্থান নির্দেশ করিতেছে একটি গ্রাম, সেখানে সূক্ষ্মাগ্র ছোট ছোট কুটীর এবং প্রাচীন সৌধমালার ধ্বংসস্তূপ পড়িয়া আছে। হ'র্‌রান তাহার খ্যাতনামা দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে ছ'াবিত ইব্‌ন কু'র্‌রাঃ ও তাঁহার পুত্র, পৌত্রগণ এবং আল্‌-বাত্তানী সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Chwolsohn, Die Ssabier und der Ssabismus i., cap. x. ; (২) ইব্‌ন জুবায়র (ed. de Goeje), পৃ. ২৪৪ প ; (৩) Chesney, Expedition to Euphrates and Tigris, vol. i., p. 112 প. ; (৪) Sachau, Reise in Syrien und Mesopotamien, p. 417 প. ; (৫) G. Le Strange, The lands of the Eastern Califate, p. 103.

T. H. Weir (S.E.I.)

হ'রাম (حرام), অর্থ নিষিদ্ধ, সুরক্ষিত, সম্মানিত, ইহার সমার্থক শব্দ মুহ'র্‌রাম (ব. ব. মুহ'র্‌রামাত), হ'রাম করা হইয়াছে অর্থে। মাহ'ারিম (محارم) ঐ সমস্ত কিছু যাহা আল্লাহ নিষেধ করিয়াছেন বা হ'রাম সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক-ভাবেই হ'লাল (দ্র.)-এর বিপরীত। শারী'আতে যাহা সুস্পষ্টভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ এবং যাহা করিলে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার কারণে শাস্তির যোগ্য হয় তাহা হ'রাম। কাহারও মতে যাহা করিলে শাস্তি দেওয়া হইবে এই সংবাদ রাসূল (স')-এর মারফত দেওয়া হইয়াছে তাহা হ'রাম ('আল্লামাঃ আল-খাদি'রী, উসূ'লু'ল-ফিক্‌'হ, পৃ. ৫২ প.)।

ফিক্‌'হশাস্ত্রবিদগণ হ'রামের কয়েকটি শ্রেণী নির্ধারণ করিয়া-ছেনঃ কু'রআন ও হ'াদীছ' দ্বারা যাহা নিশ্চিতভাবে ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তাহা সকল ফাক'ীহ্‌র মতে হ'রাম। হ'ানাফী মতে কুর'আন, মুতাওয়াতির হ'াদীছ' (হ'াদীছ' দ্র.) ও উম্মাঃ (দ্র.)-এর ইজ্‌মা' দ্বারা যাহা হইতে বিরত থাকার সুস্পষ্ট নির্দেশ জানা যায় তাহা হ'রাম। করণীয় কার্যসমূহের মধ্যে ফরয-এর যে স্থান, নিষিদ্ধ কার্যসমূহের মধ্যে হ'রামের সেই স্থান। খাবার-ই ওয়াহি'দ (হ'াদীছ' দ্র.) ও কি'য়াস (দ্র.) দ্বারা যাহা নিষেধ করা হইয়াছে,

তাহা মাকরূহ তাহ্'রীমী। শাস্তিযোগ্য কার্য নয় অথচ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে তাহা মাকরূহ তান্যীহী।

হ'ারাম দুই প্রকার ; (১) হ'ারাম লি-য'াতিহি অর্থাৎ শারী'আতের বিধানে যাহা মূলগতভাবে হ'ারাম এবং যাহা করিলে পাঁচটি প্রয়োজনীয় বস্তু (আদ-দ'ারূরাতু'ল-খাম্সাঃ) যথা ঃ দেহ, বংশধর, ধন-সম্পদ, জ্ঞান-বুদ্ধি ও দীন (দ্র.) প্রভাবান্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, উদাহরণ ঃ মৃত জীব ভক্ষণ, মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি ; (২) হ'ারাম লি-গ'ায়রিহি অর্থাৎ যাহা প্রকৃতপক্ষে হ'ালাল কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশেষ কারণে হ'ারাম হইয়াছে, যথাঃ গ'ায়র মুহ'াররাম (যাহাদিগকে বিবাহ করা জা'ইয) কোন মহিলার যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবৃত রাখার নির্দেশ রহিয়াছে তাহা অনাবৃত অথবা প্রায় অনাবৃত অবস্থায় দর্শন, কারণ ইহা ব্যভিচারের বাসনা উদ্রেক করে ; অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক দখলকৃত স্থানে স'ালাত আদায় ; জুমু'আর স'ালাতের আয'ানের পর বেচাকেনা ; চুরি করা কোন প্রাণীর (যাহা হ'ালাল, যথা ঃ গরু, ছাগল) গোশ্ত জানা সত্ত্বেও খাওয়া ইত্যাদি (আবূ যুহ্রাঃ, উস্'লু'ল-ফিক্'হ, পৃ. ৪২ প.)।

শারী'আতের দৃষ্টিভঙ্গিতে হ'ারাম কাজ ও বস্তুসমূহকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায় ঃ (১) মুসলিমগণের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে যে সব হ'ারামের সম্পর্ক রহিয়াছে, যথা ঃ মৃত জীব ভক্ষণ, হ'ালাল পশু যবেহ্ করার সময়ে ও পর-পরেই যে রক্ত নির্গত হয় (দাম্ মাস্ফূহ') তাহা পান, মদ্যপান, পুরুষের রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণের অলংকার পরিধান ইত্যাদি ; (২) পারিবারিক জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হ'ারাম কাজ, যথা ঃ যাহাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না তাহাদের বিবাহ, ত'ালাক' ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ ইত্যাদি ; (৩) ঐ সমস্ত হ'ারাম যাহার সম্পর্ক সমাজ জীবনের সঙ্গে রহিয়াছে, যথা ঃ কাজ-কারবার ও লেন-দেন, খেলাধুলা, মুসলিমদের পরস্পরের সম্পর্ক বা অমুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক সংক্রান্ত আইন-সমূহ লঙ্ঘন ইত্যাদি (আল-ক'ারদ'াব'ী, পৃ. ১৮৪ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কু'রআন, এই বিষয়ের আয়াত ; (২) তিরমিয'ী, আল-জা'মি'উ'স'-স'াহ'ীহ' ; (৩) রাগি'ব, মুফ্রাদাতু'ল-কু'রআন ; (৪) তাহানাব'ী, কাশ্শাফ ইস'তি'লাহ'াতি'ল-ফানূন ; (৫) য়ূসুফ আল-ক'ারদ'াব'ী, আল-হ'ালাল ওয়া'ল-হ'ারাম, কায়রো ১৯৬২ খৃ.।

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন

হ'ারাম শারীফ (حرم) নিষিদ্ধ, পবিত্র ; মক্কা ও মদীনার নির্দিষ্ট সীমান্থিত পবিত্র স্থানের নাম হ'ারাম (প্রায়শ দ্বিত্ব আকারে হ'ারামান ও হ'ারামায়ন), উভয় স্থানে (হ'ানাফী ফিক্'হ মতে কেবল মক্কায়) কিছু কিছু কাজ নিষিদ্ধ, যথা ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ, বৃক্ষ কর্তন, জীবজন্তু শিকার বা হত্যা ইত্যাদি। জেরুযালেমের পবিত্র স্থানের নামও হ'ারাম। রমণিগণের বসবাসের জন্য নির্ধারিত গৃহের অংশকেও হ'ারাম (বা হ'ারেম) বলে ; এখানে অপরিচিত লোকের যাতায়াত নিষিদ্ধ, হ'ারামের অধিবাসিনীকেও হ'ারাম বা হেরেম বলে, ইহা হ'ারীম (নিষিদ্ধ) শব্দের অর্থে ব্যবহৃত। হ'ারাম বহির্ভূত স্থানকে হি'ল্ল (حل) বলে।

Anonymous (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হ'ারীম (حريم) নিষিদ্ধ, বিশেষত মহিলাদের অন্তঃপুর এবং অন্তঃপুরের অধিবাসী (হ'ারেম)। ভূমির যে সকল অংশ মালিকের স্বীকৃতি ব্যতিরেকে কর্ষণ অথবা বাড়ীঘর নির্মাণ হইতে মুক্ত রাখা হয়, তাহাকে হ'ারীম বলে, যথা ঃ হ'ারীম দারি'ল-খিলাফাঃ এবং বাগদাদের হ'ারীমু'ত'-ত'াহিরী ; সমগ্র বাগ্দাদ শহরাঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ইহ্'রাম অবস্থায় পরিহিত ও পরে পরিত্যক্ত বস্ত্রকেও হ'ারীম বলা হয়।

রাজপ্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সংরক্ষিত এলাকাও হ'ারীম নামে পরিচিত।

Anonymous/(S.E.I.)

হারূত ওয়া মারূত (هاروت و ماروت) কু'রআনে উল্লিখিত দুইজন ফিরিশ্তা। ইহাদের সম্বন্ধে কু'রআনে (২ ঃ ১০২) এইরূপ উল্লেখ আছে, "এবং সুলায়মান সত্য প্রত্যাখ্যান করেন নাই কিন্তু শয়তানেরাই সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিত এবং বাবিল শহরে দুই ফিরিশ্তা হারূত ও মারূতের নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাও শিক্ষা দিত। 'আমরা (আমাদের আগমন) শুধু পরীক্ষাস্বরূপ (তোমাদের জন্য), সুতরাং কাফির হইও না' ইহা না বলিয়া তাহারা (ফিরিশ্তাদ্বয়) কাহাকেও শিক্ষা দিত না। তাহারা ফিরিশ্তাদের নিকট হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত।" ইহার সঙ্গে বহু প্রাচীন কাহিনী সংশ্লিষ্ট। সেইগুলির মোটামুটি বিষয়বস্তু এইরূপ ঃ বেহেশ্তের ফিরিশ্তারা পাপী মনুষ্য সন্তানদের দেখিয়া আল্লাহ্র সম্মুখে তাহাদের সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক কথাবার্তা বলিল। কিন্তু আল্লাহ বলিলেন, "তোমরা যদি ঐ অবস্থায় থাকিতে তবে তোমরাও উহাদের অপেক্ষা ভাল হইতে না।" তাহারা ইহাতে সায় দিল না ; বরং তাহাদের মধ্য হইতে দুইজনকে পরীক্ষাচ্ছলে দুনিয়াতে পাঠাইবার অনুমতি লইল। মনোনীত দুইজন হইল হারূত ও মারূত। তাহাদের নির্দেশ দেওয়া হইল, প্রতিমা পূজা, ব্যভিচার, নরহত্যা ও মদ্যপান—এই সব মহাপাপ (কাবীরাঃ গুনাহ) হইতে বিরত থাকিতে হইবে। কিন্তু একটি অপূর্ব রূপবতী রমণী দেখিয়া তাহারা অচিরেই বিপথগামী হইল এবং ধরা পড়িল। যে লোকটি ধরিয়াছিল তাহারা তাহাকে হত্যা করিল। আল্লাহ তখন ফিরিশ্তা-দিগকে ডাকিয়া দুনিয়ায় তাহাদের বন্ধুদ্বয়ের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিতে বলিলেন। তখন তাহারা বলিল, "সত্য সত্যই আপনার কথাই ঠিক ছিল।" ইহাদের উভয়কে ইহজগতের অথবা পরজগতের শাস্তি বাছিয়া লইতে বলায় তাহারা ইহজগতের শাস্তি বাছিয়া লয়। বাবিল শহরে তখন হইতে তাহাদিগকে নিদারুণ নির্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে।

মদীনার য়াহূদীরা কু'রআন মাজীদ প্রত্যাখ্যান করিয়া যাদু-বিদ্যার পুস্তকাদি পাঠ করিত ও তাহা কার্যত ব্যবহার করিয়া লোকের ক্ষতি সাধন করিত। তাহারা বলিত যে, এই যাদুবিদ্যা হযরত সুলায়মান ('আ)-এর নিকট হইতেও বাবিল শহরের হারূত ও মারূত নামক দুই ফিরিশ্তার নিকট হইতে প্রাপ্ত। তাহারা আরও বলিত যে, হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয় লোকদিগকে যাদু শিক্ষা দিয়া উপদেশ-স্বরূপ বলিয়া দিত, "দেখ, আল্লাহ আমাদিগকে পরীক্ষাস্বরূপে পাঠাইয়াছেন। তোমরা যাদুবিদ্যা কাজে ব্যবহার করিলে কাফির হইবে। সাবধান! যাদু ব্যবহার করিয়া কাফির হইও না। এই সঙ্গে য়াহূদীরা আরও বলিত যে, যুহ্রাঃ নামক এক অপূর্ব রূপবতী যুবতীর মোহে পড়িয়া হারূত ও মারূত ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং পরে যুহ্রাঃ শুক্রগ্রহে পরিণত হয়। কু'রআন মাজীদে য়াহূদীদের এই কাহিনীকে ভিত্তিহীন বলিয়া খণ্ডন করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে

যে, সুলায়মান ('আ) কখনও যাদু শিক্ষা দিয়া কাফির হন নাই এবং ফিরিশ্তাদের উপরেও যাদুবিদ্যা নাযিল করা হয় নাই। প্রকৃত কথা এই যে, শয়তান প্রকৃতির লোকদের নিকট হইতেই য়াহূদীরা যাদু শিক্ষা করিয়াছিল।

A. Geiger ইতিপূর্বেই লিখিয়াছেন যে, এই সমস্ত বিষয় মোটামুটি য়াহূদীদের মিদ্রাশেও পাওয়া যায়। এখন একথাও বলা যায় যে, ইহার অনেকগুলি New Testament-এর যুগে (2 Petr., ii. 4, Jude, v. 6) এবং Genesis vi-এর সংস্রবে Book of Enoch-এর যুগেও পাওয়া যায়। কোন কোন মুসলিম গ্রন্থকারের মতানুযায়ী এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এমন সময় যখন "মানুষ সংখ্যায় বাড়িতেছিল এবং পাপে লিপ্ত হইতেছিল।" Genesis vi-এ দেখা যায় যে, অনুরূপ অবস্থাতে খোদার পুত্রগণ পৃথিবীতে নামিয়া আসেন, 'এবং তাঁহারা স্ত্রী গ্রহণ করেন।' মিদ্রাশে ফিরিশ্তা দুইটির নাম বলা হইয়াছে শামহ'যাই ও 'আযায়েল। এই নাম দুইটি Book of Enoch-এও বিকৃত আকারে দেখা যায়। ছ''লাবী নীচের কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন: তিনজন ফিরিশ্তা অবতরণ করেন, হারূত বা 'আযা, মারূত বা 'আয্যাবা এবং আয্রিয়াঈল। শেষোক্ত জন প্রথম দিনেই পার্থিব প্রলোভনে নিজকে এত দুর্বল মনে করিল যে, তাঁহার এখানে থাকা চলিল না। তাঁহার নিজের অনুরোধেই তাঁহাকে বেহেশ্তে ফিরাইয়া লওয়া হইল। এক মতে বলা হয় যে, প্রতি দিনের শেষে হারূত ও মারূত উড়িয়া বেহেশতে চলিয়া যাইত, কিন্তু পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পর হইতে তাহাদের পাখা অচল হইয়া যায়। ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট একটি ব্যাপার Schatzhohle (ed. Bezold, p. 68-69)-এ দেখা যায়। সেখানে বলা হইয়াছে যে, শীছ' ('আ)-এর পুত্রদিগকে পাপ করার পর আর কখনও পবিত্র পর্বতে আরোহণ করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহাও বলা হইয়াছে যে, ঐ পাপাচারীরা তাহাদের সমসাময়িক ইদ্রীস ('আ)-কে আল্লাহ্র নিকট তাহাদের জন্য সুপারিশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। কা'য়্ব'নীর গ্রন্থানুসারে (ed. Wustenfeld, i. 61) হারূত ও মারূত যখন মানুষের প্রতি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করিয়াছিল তখন হযরত আদাম ('আ) জীবিত ছিলেন। হারূত ও মারূত বাবিলে থাকিয়া যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিত (তু. Enoch, Chap. viii. 8; ix. 7)। ইহাও বর্ণিত আছে যে, তাহাদিগকে দিমাওয়ান্দের একটি কূপ-গহবরে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। তাহাদের উপর নির্যাতন ভীষণভাবে চলিতেছে; তাহাদিগকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে; Book of Enoch-এ (Chap. xiv. 5; lxix. 28) এবং Jubilees-তে (v. 6) পতিত ফিরিশ্তা সম্বন্ধে এই-সব বর্ণনা আছে (আরও তু. The Syriac Apokalypse of Baruch, ed. Ceriani, p. 152, col. a., ult.-Chap. 56, v. 13)।

মিসরের একটি পৌরাণিক উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে, হারূত ও মারূত মিসরের রাজা 'আয়্য়াক'-এর আমলে জীবিত ছিল, এই উপাখ্যানটি Orient and Occident (i. 329)-এ Wustenfeld কর্তৃক অনূদিত হইয়াছে। de Lagarde-এর মতে হারূত ও মারূত নাম দুইটির সঙ্গে (প্রাচীন পারসী) Haurvatati ও Ameretati-এর সম্বন্ধ আছে। কু'রআনে বর্ণিত অন্যান্য জোড়া নামের সঙ্গে প্রবল সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, যেমনঃ য়া'জূজ ও মা'জূজ, ত'ালূত ও জালূত। মারূত শব্দটি বেশ পরিচিত, সিরীয় ভাষার শব্দ, ইহার অর্থ শক্তি। সম্ভবত ইহা হিব্রু عزائل ('আযা'ইল)-এর স্মারক। এই দুইটি নাম যাদুবিদ্যায় ব্যবহার সম্পর্কে দ্র. Doutte, Magie et Religion, p. 391. ফারসী ভাষায় হারূত যাদুকর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

তাফ্সীরকার বায়দ'াবী'র একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, হারূত ও মারূত ফিরিশ্তা ছিলেন না। তাঁহারা মানুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ফিরিশ্তাসুলভ চরিত্রের জন্য তাঁহাদিগকে ফিরিশ্তা বলা হইত। 'মালাকায়ন' শব্দের পাঠান্তর 'মালিকায়ন' (দুইজন রাজা) উক্ত বর্ণনা সমর্থন করে। কু'রআনের বিবরণ অনুযায়ী ফিরিশ্তারা আল্লাহ যাহা আদেশ করেন তাহাই করেন, তাঁহার অন্যথা করিতে পারেন না। সুতরাং উপাখ্যানে বর্ণিত হারূত ও মারূতকে ফিরিশ্তা বলা অসঙ্গতিপূর্ণ হইয়া পড়ে। আর তাহাদিগকে ফিরিশ্তা ধরিয়া লইলে তাহারা পাপকার্য করিতে অপারগ। প্রচলিত উপাখ্যানটি গ্রীক দেবদেবী সম্পর্কীয় উপাখ্যানের ন্যায় একটি প্রাচীন উপকথামাত্র। কেহ কেহ ইহাকে রূপক হিসাবে গ্রহণ করিয়া হারূত ও মারূতকে রূহ' ও ক'াল্ব এবং মায়াবিনী যুহ্রাঃ-কে নাফ্সরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী: কু'রআন, ২ : ১০২-এর তাফসীর; (১) ছ'া'লাবী, কি'স'াস'ু'ল-আম্বিয়া' (১২৮২ হি.), পৃ. ৫২ প.; (২) আল-কিসাঈ, কি'স'াস'ু'ল-আম্বিয়া', ed. Eisenberg, পৃ. ৪৫ প.; (৩) Geiger, Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen, p. 104—106; (৪) Grunbaum, in ZDMG, xxxi. 224 প.; (৫) de Lagarde, Gesammelte Abhandlungen, p. 14 প.; (৬) আবু'ল-ফিদা' (ed. Fleischer), p. 232; (৭) E. W. Lane, The 1001 Nights, Chapter iii., note 14; (৮) Littmann, in Festschrift f. Andreas, 1916; (৯) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 146 প.।

A. J. Wensinck (S.E.I.)/শইখ শরফুদ্দীন

হারূন ইব্ন 'ইমরান (هارون بن عمران)

হারূন ইব্ন 'ইমরান (هارون بن عمران) ইংরেজী বাইবেলে তাঁহার নাম Aaron, মূসা ('আ)-এর জন্মের তিন বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন, তখন ফির'আওন হুকুম করিয়াছিল ইস্রাঈল বংশীয় পুরুষ শিশুদিগকে বধ করিতে (ছা'লাবী, পৃ. ১০০; ত'াবারী, ১খ, ৪৪৮)। মূসা ('আ) যখন ফির'আওনকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের নির্দেশ পাইলেন, তখন তিনি স্বীয় আত্মীয়দের মধ্য হইতে হারূন ('আ)-কে সঙ্গীরূপে চাহিলেন (সূরাঃ ২০ : ২৯—৩৩)। হারূন ছিলেন তখন ফির'আওনের পরিষদ সদস্য (আল-কিসাঈ, পৃ. ২১১ এবং Tanchuma Exodus); তাঁহাকে হযরত মূসা ('আ)-এর সহকারীর দায়িত্ব দেওয়া হইল। তিনি ছিলেন সুবক্তা, তাই তিনি মূসা ('আ)-এর মুখপাত্র হইলেন (সূরাঃ ২৮ : ৩৪—৩৫)। হযরত মূসা ('আ)-এর সাময়িক অনুপস্থিতিকালে তিনি সোনার বাছুর নির্মাণ কার্যে বানূ ইস্রাঈলকে বাধা দিতে অক্ষম হইয়াছিলেন (অথবা তিনি মৌখিক নিষেধ করিয়াছিলেন)। কারণ ইস্রাঈলীগণ তাঁহাকে হত্যা করিবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল এবং তিনি তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির আশংকা করিয়াছিলেন। হযরত মূসা ('আ) এইজন্য তাঁহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন (৭ : ১৪৮—১৫০; ২০ : ৮৭—৯৪)। বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, হযরত মূসা ('আ)-এর অনুপস্থিতিতে হারূন

নিজেই স্বর্ণের গো-বৎস তৈয়ার করিয়াছিলেন; ইহা সত্য নহে। কু'রআন অনুযায়ী সামিরী-ই ইসরাঈলীদিগকে এই পাপ কার্যে প্রলুব্ধ করিয়াছিল (২০ : ৮৭, ৯৬)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, ১খ, ৪৪৮, ৪৭১—৪৯৩, ৫০২; (২) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩১২ হি., পৃ. ১০০, ১২৩-১২৫, ১৪৬; (৩) আল-কিসাঈ, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া', পৃ. ২২২ প., ২৩৮; (৪) Eisenberg, Moses in der arabischen Legende (1910), p. 48; (৫) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen, p. 148 প.।

J. Eisenberg (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হ'াল ও হ'ালাত (حال و حالة) ব. ব. আহ্'ওয়াল, হ'ালাত, অর্থ একটা 'অবস্থা' যাহা সাধারণত বর্তমান, ক্ষণস্থায়ী এবং পরিবর্তনীয় হিসাবে গণ্য। ব্যাকরণে ইহার প্রয়োগ সম্পর্কে দ্র. Wright, ii. 112 প.; মুফাস্'স'াল, ed. Broch. পৃ. ২৭ প.; আলফিয়্যাঃ, ed. Dieterici, পৃ. ১৭০ প., Fleiscner, Kl. Schr. i, index; অলংকারশাস্ত্রে (ইল্মু'ল-মা'আনী) ইহার অর্থ আলোচ্য অবস্থা অথবা বিষয় এবং অলংকারশাস্ত্রের কাজ হইল 'অবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী' বাচনিক প্রকাশভঙ্গী স্থির করা (মুক'তাদা'ল-হ'াল, দ্র. ক'াযব'ীনী কৃত তালখীস'র ভূমিকা; Mehren, Rhetorik, p. 3, 47)। ইহার তুলনা করুন লিসানু'ল-হ'াল অর্থাৎ বর্তমান অবস্থা স্বতঃই যাহা ব্যক্ত করে।

দর্শনশাস্ত্রে কায়ফিয়্যাতু'ন-নাফ্সানিয়্যাঃ (নাফ্সের স্বরূপ) হইতেছে হ'ালাত যতক্ষণ উহা ক্ষণস্থায়ী। যখন উহা মনে স্থায়ীরূপ গ্রহণ করে, তখন উহা মালাকাত (Dict. of techn. terms, p. 1257; জুরজানী, তা'রীফাত, পৃ. ১২৭)। 'আক'া'ইদশাস্ত্র (কালাম)-এ হ'াল হইল একটি গুণ (صفة) যাহা অস্তিত্বশীল (موجود) বস্তুর সহিত সম্পর্কিত, কিন্তু উহার নিজের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কিছুই নাই। সেই হিসাবে বস্তু চারি প্রকার: অস্তিত্বসম্পন্ন, অস্তিত্বহীন, অবস্থা ও সম্বন্ধ (اعتبارات) (ফাদ'ালী-কৃত কিফায়াতু'ল-'আওয়াম্ম-এর বায়জুরী-কৃত ভাষ্য, পৃ. ৫৯, কায়রো সংস্করণ ১৩১৫ হি. এবং Macdonald, Muslim Theology etc. p. 159 প., 201 প., 241 প.)। সুতরাং আহ্'ওয়াল এক ধরনের সার্বিক সত্তা যাহা বিশেষ ও সাধারণ সব কিছুকেই ইহার অন্তর্ভুক্ত করে। এই আহ্'ওয়াল আল্লাহ্র সত্তাতেও বিরাজমান এবং ইহা তাঁহারই গুণাবলী অর্থাৎ জ্ঞানী হওয়ার অবস্থা (عالمية), শক্তিমান হওয়ার অবস্থা (قادرية) ইত্যাদি (ইব্ন খালদূন, মুক'াদ্দিমাঃ, ed. Quatremere, ৩খ, ৩১৪; de Slane's transl. iii, 157 প.)। আহ্'ওয়ালের মতবাদ যে সিদ্ধান্তের বিপরীত সে সম্পর্কে দেখুন Horten, তিনি উহাকে ZDMG, lxiii, 308 প. এবং তাঁহার Philos. Systeme (P. 412 প. এবং স্থা.)-তে ইহাদিগকে modi বলিয়াছেন। উস্'ল (মূলনীতি বিষয়ক) শাস্ত্রে হ'াল অর্থ একটা আইনসঙ্গত মর্যাদা যাহা ইস্তিস'হ'াব (Juynboll, Handbuch des Islam. Gesetzes, p. 53 প.; Goldziher, in WZKM, i. 228 প.)-এর নীতি অনুসারে বিপরীত কোন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত আইনত অপরিবর্তনীয় হিসাবে গণ্য (Dict. of Techn. terms, p. 809)। চিকিৎসা শাস্ত্রে আহ্'ওয়াল তিন প্রকার; স্বাস্থ্য, রোগ এবং এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। এই বিষয়ে Dict. of techn. terms, p. 813 প.-এ সিহ্'হ'াঃ প্রবন্ধে ইব্ন সীনা এবং অন্যান্য লেখক কর্তৃক দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

তাস'াওউফে হ'াল হইল একটি মানসিক অবস্থার নাম, যাহা সহসা ক্ষণিকের জন্য আল্লাহ্র অনুগ্রহে উদ্ভূত হয়; ইহা প্রার্থনা বা চেষ্টা দ্বারা লাভ করা যায় না; ইহা হর্ষ, বিষাদ, অবসাদ, উল্লাস প্রভৃতি দ্বারা সম্পৃক্ত। নাফ্সের শক্তি প্রবলতর হইলে এই অবস্থার অবসান ঘটে। কিন্তু পরক্ষণেই অন্য একটি হ'ালের উদ্ভব হইতে পারে। জুরজানী বলেন (তা'রীফাত, পৃ. ৫৬) যে, বাহ্যত 'হ'াল'প্রাপ্ত মুরীদের স্বকীয় প্রচেষ্টায় হ'ালের অবস্থা বজায় থাকিতে পারে এবং উহা তাহার আয়ত্তে (ملك) আসিয়া পড়িতে পারে। তখন উক্ত হ'ালকে 'মাক'াম' বলা হয়। কিন্তু সচরাচর মাক'ামাত আহ্'ওয়াল হইতে স্পষ্টভাবেই ভিন্ন। আহ্'ওয়াল আল্লাহ্র অনুগ্রহের দান আর মাক'ামাত মুরীদের প্রচেষ্টাপ্রসূত। মাক'ামাত আল্লাহ্তে আশ্রয় প্রাপ্তির পথে (تمكين) মুরীদের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর। মুরীদের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা দ্বারা এই মাক'ামাত অর্জিত হয় এবং ইহাদের একটি নির্দিষ্ট ক্রম আছে (কাশ্ফ, অনু. Nicholson, p. 180, 370)। আহ্'ওয়ালের স্থায়িত্ব (دوام)-এর সম্ভাবনা সম্পর্কে অনেক মতভেদ রহিয়াছে। হ'াল এবং ওয়াক্'ত-এর মধ্যেও পার্থক্য করা দরকার। ওয়াক্'ত হইল বর্তমানের সেই 'এখন' যাহা আল্লাহ্র সামীপ্য অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিরূপ আধেয়সহ বর্তমান। সূ'ফীকে কেবল ইহা লইয়াই লিপ্ত থাকিতে হইবে। ইহা একান্ত মুরীদের ব্যাপার এবং ইহা তাহার প্রতি মুহূর্তে নবায়িত 'এখন'-এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত এক আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। পক্ষান্তরে হ'াল হইল আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং সেই 'এখন'-এর মধ্যে ইহা শরীরে যেমন আত্মা প্রবেশ করে তেমনভাবে প্রবেশ করে (কাশ্ফ, অনু. পৃ. ৩৬৭ প.; কু'শায়রী, রিসালাঃ, ২খ, ২১ প.)।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী ছাড়াও দ্র.: (১) Dict. techn. terms., p. 359 প.; (২) Horten, Theologie des Islam, p. 156, 298; (৩) Macdonald, Emotional Religion in Islam, in JRAS, 1901—1902, স্থা.; (৪) E. Blochet, L'Esoter isme musulman, p. 181 প.; (৫) Macdonald, Religious Attitude, p. 182, 188 প.; (৬) Fr. Meier, Vom Wesen der islamischen Mystik, Basel 1943, p. 10 প.।

D. B. Macdonald (S. E. I.)

আল-হ'ালাবী (الحلبي) নূরু'দ-দীন ইব্ন বুরহ'ানি'দ-দীন 'আলী ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আহ্'মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন 'উমার আল-ক'াহিরী আশ-শাফি'ঈ, একজন 'আরব গ্রন্থকার। ৯৭৫/১৫৬৭ সনে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাদ্রাসাঃ আস-স'ালাহি'য়্যার একজন অধ্যাপক ছিলেন এবং সেখানেই ৩০ শা'বান, ১০৪৪/১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৬৩৪-তে ইনতিকাল করেন। তিনি অনেক পুস্তকের ভাষ্য এবং ভাষ্যের ভাষ্য ও তৎকালীন বহু পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু তৎকৃত অসংখ্য পুস্তকের মধ্যে ইনসানু'ল-'উয়ূন ফী সীরাতি'ল-আমীনি'ল-মা'মূন নামে হযরত (স)-এর জীবনীই শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। উহা সচরাচর সীরাতু'ল-হ'ালাবিয়্যাঃ নামে খ্যাত। ইহা শামসু'দ-দীন আশ-শা'মী (মৃ. ৯৪২/১৫৩৬)-কৃত আস-সীরাতু'শ-শা'মীয়্যাঃ গ্রন্থের উদ্ধৃতি মাত্র। উহা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত করিয়া ১০৪৩/১৬৩৩ সনে সমাপ্ত করা হয়।

List>

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুহি'ব্বী, খুলাস'াতু'ল-আছ'ার, ৩খ, ১২২ প.; (২) Wustenfeld, Die Geschichtschreiber der Araber, No. 560; (৩) Brockelmann, GAL² ii. 395, Suppl. ii. 418.

হ'লাল (حلال) অর্থ জা'ইয (দ্র.), বৈধ, মুবাহ' (যাহা করিলে পুরস্কার, না করিলে শাস্তি নাই), নিষিদ্ধ নয় ইত্যাদি, (লিসানু'ল-'আরাব, ح-ل-ل ধাতু হইতে গঠিত শব্দ দ্র.)। শারী-'আতের পরিভাষায় যাহার বৈধ (হ'লাল) হওয়া কু'রআন ও সুন্নাঃ দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত। ইহার আর একটি সংজ্ঞা হইল যাহাতে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা পাওয়া যায় না এবং অন্য কাহারও অধিকারও নষ্ট হয় না। ইহা হ'ারাম (দ্র.)-এর বিপরীত। কোন কোন ফাক'ীহের মতে মুবাহ' হ'ারামের বিপরীত, কারণ হ'লালের তুলনায় মুবাহ' আরও ব্যাপক।

যাহার হ'লাল হওয়া সম্পর্কে কু'রআন ও সুন্নাঃ-য় অকাট্য দলীল রহিয়াছে অথবা যাহার হ'লাল হওয়া সম্বন্ধে ফাক'ীহগণ একমত হইয়াছেন তাহাকে 'হ'লাল বায়্যিন' (حلال بين) বলে। কু'রআন ও সুন্নার দলীল যাহার হ'লাল হওয়া সম্বন্ধে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বা ফাক'ীহগণ যাহার হ'লাল বা হ'ারামের ব্যাপারে একমত নহেন তাহা 'মুশতাবিহ'' (مشتبه) বলিয়া অভিহিত। মুশতাবিহের উদাহরণ হিসাবে ঘোড়ার গোশ্‌ত ও নাবীয' (দ্র.)-এর উল্লেখ করা যায়।

হ'লাল ও হ'ারামের বিধানদাতা হইলেন একমাত্র আল্লাহ, কোন মানুষ হ'লাল ও হ'ারাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিতে পারে ইহা স্বীকার করা শির্ক (দ্র.)। রাসূলগণ একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট হইতে ওয়াহ'য়ি পাইয়াই হ'লাল-হ'ারামের নির্দেশ দান করিয়াছেন। য়াহূদী ও খৃস্ট ধর্ম-যাজকগণ নিজেরাই হ'লাল-হ'ারামের নির্দেশ দিত (৯ : ২৯, ৩১, ৩৭; ১০ : ৫৯; ১৬ : ১১৬)। মুশ্‌রিকগণও ঐ একইভাবে নিজেদের ইচ্ছামত হ'লাল-হ'ারাম নির্ধারণ করিত (৫ : ১০৩, ৬ : ১৪৩, ১৪৪; ৭ : ৩২)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) আল-কু'রআন, এই বিষয়ের আয়াতসমূহ; (২) আশ-শাফি'ঈ, কিতাবু'ল-উম্ম, কায়রো ১৯৬১ খৃ.; (৩) ইব্‌ন মানজু'র লিসানু'ল-'আরাব, حلل ধাতুর শব্দসমূহ; (৪) আবূ বাক্‌র আল-জাস্‌'সাস', আহ্‌'কামু'ল-কু'রআন, কায়রো; (৫) য়ূসুফ আল-ক'ারদ'াব'ী, আল-হ'লাল ওয়া'ল-হ'ারাম।

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন

আল-হ'ল্লাজ (الحلاج : ধুনকর) আবু'ল-মুগ'ীছ' আল-হ'সায়ন ইব্‌ন মানসূ'র ইব্‌ন মাহ'ম্মা আল-বায়দ'াব'ী একজন পারস্যবাসী সূ'ফী এবং ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি 'আরবীতে পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিতেন। তিনি আনুমানিক ২৪৪/৮৫৮ সনে বায়দ'া (ফারি্‌স)-এর নিকটবর্তী আত'-তূ'র-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জনৈক অগ্নিপূজকের পৌত্র কিংবা মতান্তরে স'াহাব'ী আবূ আয়্যূব (রা)-এর বংশধর। ২৬০/৮৭৩ হইতে ২৮৪/৮৯৭ পর্যন্ত তিনি তুস্‌তারী, 'আম্‌র মাক্কী, জুনায়দ প্রমুখ সূ'ফী শিক্ষকদের সহিত নির্জনবাস (খাল্‌ওয়াঃ) অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং বৈরাগ্য সাধন ও অধ্যাত্মবাদ প্রচারের (দা'ওয়াঃ) জন্য বাহির হইয়া পড়েন এবং এই উদ্দেশ্যে ক'ারমাত'ী দা'ঈ-এর ন্যায় খুরাসান (ত'ালিকান), আহ্‌ওয়ায, ফারি্‌স, ভারত (গুজরাট) এবং তুর্কিস্তান পরিভ্রমণ করেন। ২৯৬/৯০৮ সনে তিনি মক্কা হইতে বাগদাদে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার অনুসারিগণ (হ'ল্লাজিয়্যাঃ) অবিলম্বে তাঁহার পার্শ্বে সমবেত হন। অতঃপর তিনি মু'তাযিলীগণ কর্তৃক একজন বাক্‌চতুর এবং ইমামিয়্যাঃ ও জ'াহিরিয়্যাঃগণ কর্তৃক একজন সমাজচ্যুত ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হন। 'আব্বাসী খলীফা কর্তৃক তিনি দুইবার ধৃতও হইয়াছিলেন। তিনি উযীর ইব্‌ন 'ঈসার সমীপে নীত হইলে তাঁহাকে ৩০১/৯১৩ সনে বিশেষ ধরনের দৈহিক শাস্তি প্রদান করা হয়। তিনি বাগদাদের কারাগারে আট বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। আল-মুক'তাদিরের মাতা শাগ'াব এবং হ'াজিব নাস্‌'রের অভিভাবকত্বের কালে উযীর হ'ামিদ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হন এবং মালিকী ক'াযী আবূ 'উমার কর্তৃক সমর্থিত একটি ফাতওয়া অনুসারে সাত মাস মামলা পরিচালনার পর তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মঙ্গলবার ২৪ যু'ল-ক'া'দাঃ, ৩০৯/২৬ মার্চ, ৯২২ সালে বাগদাদের নূতন কারাগারের মুক্ত প্রাঙ্গণে (নদীর ডান তীরে) বাবু'ত-ত'াক'-এর বিপরীত দিকে আল-হ'ল্লাজকে বেত্রাঘাত দণ্ড ও অঙ্গচ্ছেদের পর ক্রুশবিদ্ধ (মাস্‌'লূব) করা হয় এবং সর্বশেষে তাঁহার মস্তক ছেদন করত তাঁহার দেহ পোড়াইয়া দেওয়া হয়। নির্যাতিত শাগরিদগণ আল-আহওয়াযে আবূ 'উমারাঃ আল-হাশিমী এবং খুরাসানে ফারিস্‌ আদ-দীনাওয়ারীর পার্শ্বে সমবেত হইয়াছিলেন। এই শেষোক্ত দলভুক্ত আবূ সা'ঈদ কর্তৃক পারস্যে এবং আহ্‌'মাদ য়েসেব'ী এবং নেসীমী কর্তৃক তুরস্কে মরমী কবিতার পুনর্জাগরণ সংঘটিত হইয়াছিল।

হ'ল্লাজীয়দের মায্‌হাব (মতবাদ)

(ক) ফিক্‌'হের পাঁচটি ফরয, এমন কি হ'াজ্জ-ও অন্য কাজ দ্বারা পরিবর্তিত হইতে পারে (ইসক'াতু''ল-ওয়াসা'ইত'); (খ) কালামশাস্ত্রে : আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব (তান্‌যীহ) সৃষ্টি সীমার (তূ'ল, 'আরদ') ঊর্ধ্বে হওয়া; অসৃষ্ট খুদায়ী শক্তি (রূহ' নাতি'ক'াঃ)-র অস্তিত্ব স্বীকার, যাহা সাধকের সৃষ্ট রূহে'র (আত্মার) সহিত মিলিত হয় (হ'লূলু'ল-লাহূত ফি'ন-নাসূত), সাধক (ওয়ালী) তখন আল্লাহ্‌র সত্তায় বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত হয় আনা'ল-হ'াক্ক'—"আমিই সত্য" (দ্র. ত'াওয়াসীন, ৬, ৩২); (গ) তাস'াওউফ-এ : দুঃখ-দুর্দশা বহনের এবং তাহাতে আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়া আল্লাহ্‌তে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হওয়া ('আয়নু'ল-জাম')।

হ'ল্লাজের দণ্ডবিধান সম্পর্কে বিচারকমণ্ডলী একমত হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের ইতিহাসে তিনিই সম্ভবত সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তি। কামিল দরবেশ হিসাবে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় এবং ভক্তির পাত্র ছিলেন। নিম্নোক্ত পণ্ডিতগণ তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি অর্জনে সহায়তা করিয়াছিলেন। [ك–তাক্‌ফীর (=কাফির বলা), و– বি'লায়াঃ (=ওয়ালী হওয়া), ت–তাওয়াক্কু'ফ (= চুপ থাকা)]।

(ক) ফুক'াহা' : জ'াহিরিয়্যাঃ (ك : ইব্‌ন দাউদ, ইব্‌ন হ'াযম); ইমামিয়্যাঃ (ك : ইব্‌ন বাবূয়াঃ, তূ'সী, হি'ল্লী, و : শুশ্‌তারী, 'আমিলী), মালিকিয়্যাঃ (ك : তুরতূ'শী, 'ইয়াদ', ইব্‌ন খাল্‌দূন, و : 'আব্‌দারী, দুলুন্‌জাব'ী), হ'াম্বালীগণ [ك : ইব্‌ন তায়মিয়্যাঃ, و : ইব্‌ন 'আক'ীল (মত পরিবর্তন করেন), ত'ূওফী], হ'ানাফি'য়্যাঃ (ت : ইব্‌ন বাহ্‌লূল, و : নাবুলুসী); শাফি'ঈয়্যাঃ, (ت : ইব্‌ন সুরায়জ, ইব্‌ন হ'াজার, সুয়ূত'ী,

'উম্রদ'ী ; ک ঃ জুওয়ায়নী, য'াহাবী, و ঃ মাক্'দিসী, য়াফি'ঈ, শা'রাবী, হায়ছ'ামী, ইব্ন 'আক'ীলাঃ, সায়্যিদ মুর্ত'াদ'া)।

(খ) মুতাকাল্লিমূন ঃ মু'তাযিলাঃ (ک ঃ জুব্বাঈ, ক'াযি্ব'ীনী) ; ইমামিয়্যাঃ (ک ঃ মুফীদ, و ঃ নাস'ীর তূ'সী, মায়বুয'ী, আমীর দামাদ) ; আশা'ইরাঃ (ک ঃ বাকি'ল্লানী, و ঃ ইব্ন খাফীফ, গ'াযালী, ফাখ্র রাযী) ; সালিমিয়্যাঃ (و) ; মাতুরীদিয়্যাঃ (ک ঃ ইব্ন কামাল পাশা ; و ঃ ক'ারী)।

(গ) হ'কামা' ঃ و ঃ ইব্ন তু'ফায়ল, সুহ্রাওয়ার্দী, হ'াল্লাবী।

(ঘ) সূ'ফিয়্যাঃ-ک ঃ 'আম্র মাক্কী এবং নিম্নলিখিতগণ ব্যতীত অধিকাংশ প্রাচীন লেখক (و) ঃ ইব্ন 'আত'া', শিব্লী, ফারিস, কালাবায'ী, নাস্'রাবায'ী, সুলামী এবং (ت) ঃ হ'স্'রী, দাক্ক'াক', কু'শায়রী ; অতঃপর و ঃ স'ায়দালানী, হুজ্ব'ীরী, আবূ সা'ঈদ, হারাব'ী, ফারমায'ী, 'আব্দু'ল-ক'াদির জীলানী, বাক্'লী. 'আত্ত'ার, ইব্নু'ল-'আরাবী, রূমী এবং অধিকাংশ পরবর্তী সূফী'গণ ; আহ্'মাদ রিফা'ঈ এবং 'আবদু'ল-কারীম জীলী (ت) ব্যতীত।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। A. Muller এবং d'Herbelot তাঁহাকে একজন ছদ্মবেশী খৃস্টান বলিয়া মনে করেন ; Reiske তাঁহাকে আল্লাহ্র নিন্দুক বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। Tholuck তাঁহাকে দুর্বোধ্য ও আপাত-বিরোধী, Kremer তাঁহাকে অদ্বৈতবাদী, Kazanski তাঁহাকে স্নায়ুরোগী এবং Browne তাঁহাকে বিপজ্জনক এবং সুপটু ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

আল্-হ'াল্লাজ একজন তর্কশাস্ত্রবিদ এবং ভাবপ্রবণ সূ'ফী ছিলেন (তু. Lullius, Swedenborg)। তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে ধর্ম বিশ্বাসকে গ্রীক দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সূ'ফীগণ তাঁহাকে প্রকৃত শহীদের মর্যাদা দান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে (দ্র. কিতাবু'ল-ফিহ্রিস্ত, ১ম, ১৯২) কিতাবু'ত-ত'াওয়াসীন (ed. Massignon, Paris 1913), ২৯০/৯০২ সালের ২৭টি রিওয়ায়াত, ৪০০ পদ্যাংশ রচনা এবং ১৫০টি দুর্লভ অনন্যসুন্দর পদ্যাংশ রচনা পাওয়া যায়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) L. Massignon, La Passion d'al-Hallaj, martyr mystique de l' Islam, Paris 1922 ; (২) RMM, lviii (1924), 261-267, do, in Isl. iii (1912) ; (৩) Diwan d'al-Hallaj, ed. Massignon in JA, 1931 (i) p. 1—58 ; (৪) আখ্বারু'ল-হ'াল্লাজ, ed. Massignon and Kraus, Paris 1936 ; (৫) articles by Massignon in REI, 1941—46.

L. Massignon (S.E.I.)/নুরুদ্দীন আহমদ

হ'াশাবি'য়্যাঃ (حشوية) বা আহ্লু'ল-হ'াশ্ও, 'আরবী হ'াশ্ও শব্দের অর্থ পূতিকরণ অর্থাৎ কোন কিছু অন্য বস্তু দিয়া ভরিয়া দেওয়া। কু'রআান-হ'াদীছে' যে ক্ষেত্রে আল্লাহ সম্বন্ধে মানবসুলভ আকৃতি বা গুণের উল্লেখ আছে সেইগুলিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করিয়া যাহারা আল্লাহ্কে দেহধারী সত্তারূপে কল্পনা করে, তাহাদিগের প্রতি বিদ্রূপাত্মকভাবে এই আখ্যাটির (হ'াশাবি'য়্যাঃ বা আহ্লু'ল-হ'াশ্ও) প্রয়োগ করা হয়. এই অর্থে যে, আল্লাহ্-তে যাহা নাই তাহারা তাহাই আল্লাহ্র সত্তার মধ্যে প্রক্ষেপণ করে। শাহ্রাস্তানী ৭৭ পৃষ্ঠায় তাঁহাদের নামের তালিকা উল্লেখ করিয়াছেন। সালিমিয়্যাঃগণও তাহাদের অন্তর্গত (তু' Goldziher, ZDMG, lxi, 79)। মু'তাযিলীগণ সমগ্র আস্'হ'াবু'ল-হ'াদীছ'কে হ'াশ্বি'য়্যাঃ বলিয়া নিন্দা করেন, কারণ তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আালার মানবসুলভ গুণ প্রকাশক হ'াদীছ'গুলির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেন যদিও তাঁহাদের উক্তিতে খাঁটি হ'াশ্বি'য়্যাদের মাজ্জিত রুচি প্রতিফলিত হয় না ; বরং অনেক সময় 'কিরূপে' (বিলা কায়ফ্-بلاكيف) এই জিজ্ঞাসার অবতারণা তাঁহারা করেন না।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) Van Vloten, in Actes du IIe Congres internation des Oriental. 3e Session, p. 99 প. ; (২) M. Th. Houtsma, in ZA, xxxvi. 196 প. ; (৩) A. S. Halkin, The Hashwiyya, JAOS liv. 128.

Anonymous (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হ'াশ্শাশীন (حشاشين) যে সকল ইস্মা'ঈলিয়্যাঃ ক্রুসেডের সময় সিরিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশের বিভিন্ন গিরিদুর্গ দখলে রাখিয়া গুপ্ত হত্যা দ্বারা তাহাদের শত্রু নিপাত করিত, তাহাদিগকে এই নাম দেওয়া হয়। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ফরাসী ভাষায় ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত লেখকদের দ্বারা 'আরবী হ'াশ্শাশীন শব্দের ফরাসী অনুলিখন হইতে ইংরেজী আস্সাস্সিন (Assassin) শব্দটির উৎপত্তি। হ'াশ্শাশ-এর অর্থ, যে হ'াশীশ (ভাং) খায়। ইহা ভাং হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্য। প্রাচ্যের কিছু সূ'ফী মত্ত হওয়ার জন্য ভাবাবেশ উৎপাদন করিতে সময় সময় ইহা সেবন করিতেন। কথিত আছে যে, হ'াশ্শাশীন মুর্শিদগণ যাহাদিগকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্য, যথা ঃ গুপ্তহত্যা সম্পাদনের জন্য তথাকথিত ফিদাঈ হিসাবে নির্বাচন করিতেন তাহাদিগকে ইহা সেবন করাইতেন যাহাতে তাহারা যে কোন কার্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারে। ফিদাঈ হইতে ইব্ন খাল্দুন সাধারণভাবে গুপ্তঘাতকদিগকে ফিদাবি'য়্যাঃ বলিয়াও অভিহিত করেন। কিন্তু প্রাচ্য উৎসগুলিতে তাহাদিগকে শুধু ইসমা'ঈলিয়্যাঃ না বলিয়া অনেক সময় মালাহি'দাঃ (ধর্মবিরোধী) বা নিযারী নামে অভিহিত করা হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর সিরীয় পুস্তক ভিন্ন অন্যত্র হ'াশীশিয়ূন আখ্যা কদাচিৎ পাওয়া যায়।

হ'াশ্শাশীন শব্দটি ইস্মা'ঈলিয়্যাদের নিযারী শাখার অনুচরদের প্রতি প্রয়োগ করা প্রচলিত প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমে হ'াসান ইব্ন স'াব্বাহ' ছিলেন তাহাদের নেতা। ৪৮৩/১০৯০ সনের কিছু পূর্বে মিসর হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি তাহাদের সংগঠিত করেন। তাঁহার শাসনে সিরিয়ার কয়েকটি দুর্গও নিযারীদের দখলে আসে।

ইস্মা'ঈলিয়্যাদের শাখা হিসাবে হ'াশীশীদের যে সকল নীতি ইস্মা'ঈলিয়্যাদের সহিত অভিন্ন সেগুলি ইস্মা'ঈলিয়্যাঃ সম্পর্কীয় প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যান্য ইস্মা'ঈলিয়্যার সহিত তাহাদের বিশেষ পার্থক্য যতটা রাজনৈতিক সংগঠনে, ততটা নীতিতে নহে। তাহারা ছিল একটা গুপ্ত সংঘের সদস্য এবং প্রত্যেকেই অন্ধভাবে তাহাদের মুর্শিদের হুকুম পালন করিত। তাহারা তাহাদের শত্রুদের হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য হত্যাকাণ্ডকে কাজে লাগাইত, অবনতিগ্রস্ত মুসলিমদের মধ্যে তৎকালে ইহা অভিনব ছিল না। আবূ মান্সূর আল-'ইজ্লী ও মুগ'ীরাঃ ইব্ন সা'ঈদ ইতোপূর্বেই ইহার আশ্রয় লইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের অনুচরদিগকে 'গলা টিপিয়া হত্যাকারী' (খান্নাক') নামে অভিহিত করা হয়। তাহারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গুপ্ত হত্যাকে ধর্মীয় পুণ্য কার্যের

মর্যাদা দিত। অন্যান্য ব্যাপারে হ'াশ্শাশীনের যে সকল ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক মত ইস্মা'ঈলিয়াদের গ্রন্থে নাই, সে সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট ওয়াকিফহাল নহি।

৪৮৩/১০৯০-১ সনে হ'াসান ইব্ন স'াব্বাহ' কর্তৃক আলামূত গিরিদুর্গের বিজয় হইতে হ'াশ্শাশীনের ইতিহাসের শুরু। তিনি সেখানে তাঁহার বাসস্থান সরাইয়া লইয়া সেই দুরধিগম্য স্থান হইতে তাঁহার প্রচার কার্য চালাইতে থাকেন। ইহা ছিল দুই প্রকারের: প্রথমত, তাঁহার অনুচরেরা পারস্যের সমস্ত অংশে বহু সংখ্যক গিরিদুর্গ অধিকার করে; দ্বিতীয়ত, তাহারা গুপ্ত হত্যার মারফতে তাহাদের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক শত্রুদিগকে অপসারিত করে। প্রথমদিকে বিখ্যাত উযীর নিজ'ামু'ল-মুল্ক ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম শিকার (৪৮৫/১০৯২)। অল্পকাল পরেই সুলত'ান মালিক শাহের মৃত্যু হয় এবং বিভিন্ন দাবীদারের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বিবাদ দেখা দেয়। অল্পকাল পরেই ক্রুসেডারগণ ইসলামী দেশগুলি আক্রমণ করায় মুসলিম জগতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইহার ফলে হ'াশ্শাশীন দলের বিরাট সাফল্য লাভের সুবিধা হয়। কাজে কাজেই অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অবশেষে সাল্জুক' সুলত'ান ১ম মুহ'াম্মাদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া হ'াশ্শাশদের সহিত যুদ্ধ করার জন্য সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন। ইস্ফাহানের নিকটস্থ দিযকূহ দুর্গকে মালিক শাহের নামানুসারে শাহ্দীয বলা হইত। উহা ছিল তখন ইব্ন 'আত্ত'াশ নামে হ'াশ্শাশদের একজন বিখ্যাত নেতার অধিকারে। হ'াসান ইব্ন স'াব্বাহ' ছিলেন তাঁহার অন্যতম শিষ্য। কঠোর প্রতিরোধের পর শাহ্দীয অধিকৃত হয় (৫০০/১১০৭, Amedroz সম্পা. ইব্ন ক'ালানিসীতে ইহার সরকারী বিবরণ, পৃ. ১৫২ প. দ্র.)। অতঃপর তুর্কী আমীর আনুশ্তিগীন শীরগীরকে হ'াশ্শাশীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার ভার প্রদত্ত হয়; কয়েকটি সফলতা লাভের পর তিনি খোদ আলামূত দুর্গ অধিকারের উপক্রম করেন, এমন সময় মুহ'াম্মাদের মৃত্যুতে (৫১১/১১১৮) অবরোধ উঠাইতে বাধ্য হন। এই সঙ্কটের পরে হ'াসান প্রায় আরও ৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। কায়াবুযুর্গ উম্মীদ রূদ্বারীর হাতে হ'াশ্শাশীন দলের নেতৃত্ব ভার দিয়া ৫১৮/১১২৪ সনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। রূদ্বারী তাঁহার বংশধরদের হস্তে পুরুষ পরম্পরাক্রমে কার্য পরিচালনার ভার দিয়া যান।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আলামূতের শাসনকর্তা ছিলেন: হ'াসান ইব্ন স'াব্বাহ' ৪৮৩—৫১৮ (১০৯০—১১২৪); বুযুর্গ উম্মীদ রূদ্বারী ৫১৮—৫৩২ (১১২৪—১১৩৮); মুহ'াম্মাদ ইব্ন বুযুর্গ উম্মীদ ৫৩২—৫৫৭ (১১৩৮—১১৬২); হ'াসান ইব্ন মুহ'াম্মাদ ৫৫৭—৫৬১ (১১৬২—১১৬৬); নূরু'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ৫৬১—৬০৭ (১১৬৬—১২১০); জালালু'দ-দীন হ'াসান ইব্ন মুহ'াম্মাদ ৬০৭—৬১৮ (১২১০—১২২০); 'আলা'উ'দ-দীন মুহ'াম্মাদ ৬১৮—৬৫৩ (১২২০—১২৫৫); রুক্নু'দ-দীন ইব্ন মুহ'াম্মাদ ৬৫৩—৬৫৪ (১২৫৫—১২৫৬)।

এই সকল প্রধান নেতা (শায়খ)-র শাসনকালেই হ'াশ্শাশীন দলের একাধিকবার নিদারুণ উৎপীড়ন ভোগ করিতে হয়; কিন্তু খলীফা বা সাল্জুক' সুলত'ানগণের কেহই তাহাদের শক্তি বিনষ্ট কিংবা তাহাদের দস্যুবৃত্তির আড্ডা ধ্বংস করিতে সমর্থ হন নাই। তাহারা কৌশলে গুপ্তহত্যা দ্বারা তাহাদের সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ শত্রুদের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিত এবং মহোৎসাহে তাহাদের প্রচারণা চালাইত। হ'ালাবের সাল্জুক' (ভূপতি) রিদ্'ওয়ান তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করায় তাহারা সিরিয়ায় বিশেষভাবে জাঁকিয়া বসে। আবু ত'াহির নামে এক ব্যক্তি ছিল সম্ভবত ব্যবসায়ে স্বর্ণকার। এজন্য তাহাকে আস-স'াইগ' বলা হইত। গুপ্তচররূপে সিরিয়ায় প্রেরিত হইয়া সে বিশেষভাবে হ'ালাবে বহু অনুচর সংগ্রহে সমর্থ হয়। ৪৯৯/১১০৫-৬ সনে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আপামিয়ার শাসনকর্তাকে অপসৃত করিবার ব্যবস্থা করে। তাহার ইচ্ছা ছিল নিজেই শহরের মালিক হওয়ার; কিন্তু ক্রুসেডাররা অল্প পরেই ইহা অধিকার করায় তাহাকে নিরাশ হইতে হয়। ৫০৭/১১১৩ সনে রিদ্'ওয়ানের মৃত্যুর পর হ'ালাবে হ'াশ্শাশীনের প্রতি নিষ্ঠুর উৎপীড়ন চলে, তাহার কয়েক বৎসর পরে বাহ্রাম নামক তাহাদের একজন পারসিক গুপ্তচর বহু সংখ্যক অনুচর সংগ্রহ করে এবং বানিয়াস শহরের অধিকার লাভে (৫২০/১১২৬) সমর্থ হয়। তিন বৎসর পরে ক্রুসেডারেরা ইহা দখল করে। হ'াশ্শাশীন প্রায়ই খৃস্টানদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিত এবং চাতুর্যের সহিত রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ লইয়া নিজেদের অবস্থান দৃঢ়তর করিত। ৫৩৫/১১৪০-১ সনে তাহারা গিরিদুর্গ হি'স্নু'ল-মাস্'য়াদ (মাসয়াফ) এবং ক'াহ্ফ, ক'াদ্মূস, 'উল্লায়ক'া, আল-খাওয়াবী প্রভৃতি উত্তর সিরিয়ায় অবস্থিত বিভিন্ন দুর্গ অধিকার করে। সিরিয়ার সমসাময়িক হ'াশ্শাশীন সর্দারকে সাধারণত শায়খু'ল-জাবাল বলা হইত (খৃস্টানদের নিকট পর্বতের বৃদ্ধ "le Vieux de la Montagne"-রূপে অভিহিত)। সুতরাং এই শব্দটি পারসিক প্রধান নেতা অর্থাৎ হ'াশ্শাশীন সার্বজনীন নেতাকে বুঝায় না। সময় সময় এইরূপ বর্ণিত হইলেও তাহা ঠিক নহে। রাশীদু'দ-দীন সিনান ছিলেন সিরিয়ার একজন সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত শাসনকর্তা।

যে মঙ্গোলরা এশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থায় এত বিরাট পরিবর্তন সংঘটিত করে, তাহারাই হ'াশ্শাশীন দলের পতন ঘটায়। সর্বশেষ প্রধান নেতা রুক্নু'দ-দীন সবেমাত্র নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন, এমন সময় হুলাগু' আলামূতের বিরুদ্ধে তাঁহার সৈন্য চালনা করেন। বাধা দান অসম্ভব দেখিয়া রুক্নু'দ-দীন বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন (৬৫৪/১২৫৬)। তাঁহাকে প্রধান খানের নিকট লইয়া যাওয়ার কথা; কিন্তু সেখানে লইয়া যাওয়ার পথেই তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। হ'াশ্শাশীন অধিকৃত দুর্গগুলি অধিকার করিয়া উহাদের কয়েকটা ভূমিসাৎ করা হয়। ৬৫৮/১২৬০ সনে মাস্'য়াদ প্রভৃতি সিরিয়ার দুর্গগুলি আপাতত মোঙ্গলদের হস্তগত হয়; কিন্তু হ'াশ্শাশদিগকে শেষ আঘাত হানিবার (৬৭১/১২৭২) গৌরব সংরক্ষিত থাকে মামলূক সুলত'ান বায়বার্সের জন্য। ইনিই চিরতরে এই ভীতিপ্রদ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক শক্তির সমাপ্তি ঘটান। তবে নুস'ায়রীদের পর্বতমালায় এবং পারস্যে ও ভারতে হ'াশ্শাশীন দলের বংশোদ্ভূত কিছু ইস্মা'ঈলিয়াঃ ছিল এবং এখনও আছে।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ইব্নু'ল-আছ'ীর, ইব্ন খালদূন, আবু'ল-ফিদা' প্রমুখের সাধারণ ইতিহাসে হ'াশ্শাশীনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেখুন: (২) জুওয়ায়নী, তা'রীখ-ই জিহানগুশা, Leiden 1937, ৩য়; (৩) মীর্খোন্দ, তা'রীখ-ই-গুযীদাঃ; (৪) de Sacy, Memoire sur la dynastie des Assassins; (৫) Quatremere, Notice historique sur les Ismailiens (Mines de l'Orient, iv.); (৬) von Hammer, Geschichte der Assassinen aus morgenlandischen Quellen;

(৭) Defremery, Nouvelles recherches sur les Ismaeliens, in JA, Series 4, xiii.; 5, ii. iii. v. viii. xi.; (৮) St. Guyard, Fragments relatifs a la doctrine des Ismaelis (Notices et Extraits, xxiia), (৯) do, Un grand-maitre des Assassins, in JA, series 7, ix (1877), p. 324—489, (১০) van Berchem, Epigraphie des Assassins de Syrie (ঐ. 1897); (১১) Browne, A Literary History of Persia, ii. 193 প.; (১২) W. Ivanow, A Guide to Ismaili Literature, London 1933, (১৩) Gaudefroy-Demombynes, La Syrie a l'epoque des Mamelouks, p. 114—116.

Anonymous (S.E.I.)/ডঃ এম. আবদুল কাদের

হ'াসান (الحسن بن على بن ابى طالب) (রা), উপনাম আবূ মুহ'াম্মাদ, রাসূল কারীম (স')-এর কনিষ্ঠা কন্যা ফাতি'মাঃ (রা)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ১৫ রমযান, ৩/১ এপ্রিল, ৬২৫ সনে মদীনায় জন্ম, ম'াহাবীর মতে শা'বান মাসে জন্ম (সিয়ার আ'লামি'ন-নুবালা', ৩খ, ১৬৬)। তিনি তাঁহার মাতামহের বিশেষ আদরের পাত্র ছিলেন। আবূ বাক্রাঃ হ'াক'াফী (রা) বলিয়াছেনঃ একদা আমি দেখিলাম রাসূল কারীম (স') মিম্বরের উপর উপবিষ্ট এবং তাঁহার পার্শ্বে রহিয়াছেন হ'াসান; তখন রাসূল কারীম (স') একবার উপস্থিত লোকদের দিকে ও একবার হ'াসানের দিকে তাকাইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেনঃ "আমার এই সন্তান একজন বড় নেতা; আশা করা যায় আল্লাহ তাঁহার দ্বারা মুসলিমদের দুইটি দলের পারস্পরিক বিরোধ দূর করিয়া মিলন ঘটাইবেন" (বুখারী, কিতাবু'স্'-সু'ল্হ')। আনাস (রা) বলিয়াছেন, "হাসান অপেক্ষা রাসূল কারীম (স')-এর সঙ্গে আকৃতিতে এত অধিক সাদৃশ্য আর কাহারও ছিল না" (বুখারী, ফাদ'া'ইল আস্'হ'াবি'ন্-নাবী)। তাঁহার শৈশবকাল পিতা-মাতা ও মাতামহের স্নেহ-ছায়ায় অতিবাহিত হয়। তিনি প্রায়ই রাসূল কারীম (স')-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। রাসূল কারীম (স') মসজিদে নাবাব'ীতে যাহা কিছু বলিতেন তিনি ঘরে আসিয়া তাঁহার মাতাকে সেই সব কথা শুনাইতেন। তাঁহার আট বৎসর বয়সে রাসূল কারীম (স')-এর ইন্তিকাল হয়। প্রথম তিনজন খালীফাও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। হযরত 'উমার (রা)-এর খিলাফাতকালে বায়তু'ল-মাল হইতে ভাতা প্রদানের জন্য ভাতাপ্রাপ্তদের নামের তালিকা একটি দফতরে (দীওয়ান) লিখিত হইয়াছিল, ইহাতে হ'াসান (রা)-এর নাম ছিল তৃতীয়, হযরত 'আব্বাস (রা) ও হযরত 'আলী (রা)-এর নাম ছিল যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়। তাঁহাকে বদ্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী স'াহ'াবীগণের সমান ভাতা (বৎসরে ৫০০০ দির্হাম) প্রদান করা হইয়াছিল (আল-বালাযু'রী, ফু'তূহ''ল-বুল্দান, যি'ক্র 'আতাউ'ল-'আত'া' ফী খিলাফাতি 'উমার (ইবনি'ল-খাত্ত'াব)। হযরত 'উছ'মান (রা)-এর খিলাফাতকালে হ'াসান (রা) ত'াবারিস্তা-নের অভিযানে (হি. ৩০) অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন (ইব্নু'ল-আছ'ীর, আল-কামিল, ৩খ, ৮৪)। 'উছ'মান (রা)-এর বাসগৃহ বিদ্রোহীরা অবরোধ করিলে 'আলী (রা) হ'াসান (রা)-কে তাহাদের বাধা প্রদান করিতে প্রেরণ করেন। তিনি বাসগৃহের ফটকে আরও কয়েকজন যুবকসহ প্রহরায় মোতায়েন ছিলেন। বিদ্রোহীরা ভিতরে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে ও হ'াসান (রা) বাধা দিতে যাইয়া আহত হন, কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তাঁহারা ফটক ছাড়িয়া দেন নাই। বিদ্রোহীরা তখন প্রাচীর টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। 'উছ'মান (রা)-এর শাহাদাতের পর 'আলী (রা) খিলাফাতের জন্য অনুরুদ্ধ হইলে হ'াসান (রা) পিতাকে এই পরামর্শ দিয়াছিলেনঃ "মুসলিম সাম্রাজ্যের সকল অংশের লোক না চাহিলে আপনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।" হযরত 'আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর পরই উষ্ট্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। পিতার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা ও সক্রিয় সাহায্য আদায় করার জন্য হ'াসান (রা) কূফায় গমন করিয়াছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি কূফার জামি' মসজিদে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় কূফাবাসীরা হযরত 'আলী (রা)-র পক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয় এবং ৯৬৫০ ব্যক্তির একটি দল হ'াসান (রা)-এর সঙ্গে য'ীক'ার নামক স্থানে গমন করিয়া 'আলী (রা)-র সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয় (আল-আখবারু'ত'-তি'ওয়াল, পৃ. ১৫৪)। সি'ফ্ফীনের যুদ্ধে হ'াসান (রা) উপস্থিত ছিলেন এবং যুদ্ধ বিরতির চুক্তিতে সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষর দান করিয়াছিলেন।

হযরত 'আলী (রা) গুপ্তঘাতক ইব্ন মুল্জাম কর্তৃক আহত হইয়া শাহাদাত বরণ করিলে হ'াসান (রা) ইরাক প্রদেশে খলীফা (৪০ হি.) নির্বাচিত হন। খলীফা হওয়ার চার মাস পর আমীর মু'আবি'য়াঃ (রা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হ'াসান সসৈন্যে বাহির হইয়াছিলেন। আমীর মু'আবি'য়াঃও প্রস্তুত ছিলেন। দুই দল মাস্কান নামক স্থানে সামনাসামনি হইলে হ'াসান সন্ধির প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কারণ তিনি মনে করিতেন এই দুই দলের যুদ্ধ পরিণামে মুসলিম মিল্লাতের জন্য ধ্বংস আনয়ন করিতে পারে (আল-ইস্তী'আব, ১খ, ১৪০)। কাহারও মতে সন্ধির প্রস্তাব মু'আবি'য়াঃর পক্ষ হইতেই প্রথম দেওয়া হইয়াছিল (আল-কামিল, ৩খ, ৩৪২)। অতঃপর আমীর মু'আবিয়াঃ-র প্রতিনিধিদল হ'াসানের নিকট গমন করিয়া সন্ধির শর্তগুলি চূড়ান্ত করেন। আল-আখ্বারু'ত'-তি'ওয়াল-এর বর্ণনানুযায়ী শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপঃ (১) কোন ইরাকবাসীকে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে অথবা হিংসার বশবর্তী হইয়া গ্রেফতার করা যাইবে না; (২) কোনরূপ পূর্বশর্ত ব্যতীতই সকলকে নিরাপত্তা দিতে হইবে; (৩) আহ্ওয়ায প্রদেশের পূর্ণ রাজস্ব (১০ লাখ দির্হাম) হ'াসানের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে; (৪) হ'সায়নকে তদুপরি বাৎসরিক দুই লাখ দির্হাম দিতে হইবে; (৫) সরকারী তহবিল হইতে প্রদত্ত ভাতা ইত্যাদিতে হাশিম বংশীয় লোকদিগকে উমায়্যাঃ বংশের লোকদের উপর প্রাধান্য দিতে হইবে। মু'আবি'য়াঃর অনুরোধে হ'াসান কূফার মসজিদে, ভিন্নমতে আযরুহে, এক জনসভায় ক্ষমতা পরিত্যাগের কথা ঘোষণা করেন (উস্দু'ল-গ'াবাঃ)। এই সন্ধির ব্যাপারে হ'াসান (রা) হাশিম বংশীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন। হ'সায়ন (রা) প্রথমে অমত প্রকাশ করিলেও পরে রাযী হইয়াছিলেন।

হ'াসানের খিলাফাতকাল ছিল মাত্র ৭ মাস ২৬ দিন (দা.মা.ই. আল-হ'াসান)। ইরাক ছাড়া হি'জায এবং খুরাসানও তাঁহার শাসনাধীনে ছিল বলিয়া প্রকাশ (সিয়ারু'স-স'াহ'াবাঃ, আজমগড় ১৯৩২ খৃ., ৬খ, আল-হ'াসান)।

অতঃপর হ'াসান (রা) মদীনায় চলিয়া যান এবং বাকী জীবন সেখানে অতিবাহিত করেন। তিনি অধিকাংশ সময় 'ইবাদাতে মশ্গুল থাকিতেন; ই'তিকাফ ও ত'াওয়াফ পরিত্যাগ করিয়াও মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে; মুক্ত হস্তে দান করিতেন। দুইবার সমস্ত ও তিনবার অর্ধেক ধন-সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিয়াছিলেন (উস্দু'ল-গ'াবাঃ)। হ'াসান (রা) মহৎ চরিত্রের অধিকারী

List>

ছিলেন, ক্ষমতালোভী ছিলেন না। মুসলিমদের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য বজায় থাকুক, তিনি মনে-প্রাণে ইহা চাহিতেন। তিনি তাঁহার মনের এই ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত করিয়া চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহার তিন স্ত্রীর নাম জানা যায়; (১) আবূ মাস্'উদ আনস'ারী (রা)-এর কন্যা উম্মু বাশীর, (২) খাওলাঃ ও (৩) জা'দাঃ। এই তিন-জন ছাড়া আরও দুইজন স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থে তাঁহার বহু বিবাহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে; তিনি বিবাহ করিতেন ও ত'ালাক' দিতেন, তাঁহার স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় নব্বইতে পৌঁছিয়াছিল। এইজন্য তাঁহাকে 'মিত্'লাক'' আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মতে ইহা অতিরঞ্জিত (সিয়ারু'স'-স'াহ'াবাঃ, ৬ষ্ঠ, আল্-হ'াসান; দা.মা.ই. আল-হ'াসান)। আল-য়া'কূ'বীর তা'রীখে তাঁহার পুত্রদের নাম উল্লেখ আছে: আল-হ'াসান, যায়দ, 'উমার, আল-ক'াসিম, আবূ বাক্র, 'আব্দু'র-রাহ্'মান, ত'াল্হ'াঃ, 'উবায়দুল্লাহ।

হ'াসান (রা) শী'আঃ সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ইমাম। তাঁহাদের বিশ্বাস-মতে তিনি নিষ্পাপ, রাসূল (স')-এর খলীফা ও 'আলী (রা)-এর উত্তরাধিকারী। তাঁহার আদেশ অবশ্য পালনীয়।

তিনি ১৩টি হ'াদীছ' রিওয়ায়াত করিয়াছেন (তাহ্য'ীবু'ত-তাহ্য'ীব, ২খ, ১২৯৫), কিছু ফাত্ওয়া (দ্র.)-ও প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর বাগ্মী ছিলেন। কিছু কবিতার রচয়িতা (ইব্নু'র-রাশীক', কিতাবু'ল 'উম্দাঃ) বলিয়াও উল্লেখ পাওয়া যায়।

হ'াফিজ' ইব্ন হ'াজার আল-'আস্ক'ালানীর মতে তিনি হি. ৫০, রাবী'উ'ল-আওওয়াল মাসে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। তাঁহার বয়স তখন ৪৬ অথবা ৪৭ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া (একটি মতে ক্ষয় রোগে) মারা যান (দীনাওয়ারী), অন্যান্য মতে বিষ প্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার স্ত্রী জা'দাঃ বিন্তু'ল-আশ্'আছ' এই বিষদাত্রী। আবার কাহারও মতে আমীর মু'আবি'য়াঃ-র ইঙ্গিতে এই বিষ প্রদান করা হয়, কিন্তু এই মতটি কল্পিত ও বানূ উমায়্যাঃ-র শত্রুদের দ্বারা রচিত বলিয়া বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ মন্তব্য করিয়াছেন (সিয়ারু'স'-স'াহ'াবাঃ, ৬খ, ৯৩—১০৩; ইব্ন খালদূন, ২খ, ১৮২; ইব্ন তায়মিয়্যাঃ, মিন্হাজু'স-সুন্নাঃ, ২খ, ২২৫)। স্ত্রী জা'দাঃ সতীনদের প্রতি ঈর্ষাবশত এই কাজ করিয়াছেন বলিয়া অধিকাংশ ঐতিহাসিকের ধারণা।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হ'াজার, ইস'াবাঃ, মিসরী সংস্করণ, ১খ, ৩২৮—৩৩১; (২) আগ'ানী, ১১ খ, ৫৬, ৫৭; ১৫খ, ৪৭; য়া'কূ'বী, ২খ, ২৫৪—২৫৬; (৩) ত'াবারী, ২খ, ১—১০; (৪) দীনাওয়ারী, আল-আখ্বারু'ত'-তি'ওয়াল (ed. Guirgass), পৃ. ১৫৩, ১৫৪, ১৬৩, ১৯৪, ২০৯; (৫) আল-মাস্'উদী, মুরূজু'য'-য'াহাব, মিসর ১৩৪৬ হি.; (৬) আয'-য'াহাবী, তা'রীখু'ল-ইসলাম, ২খ, মিসর ১৩৬৮ হি.; (৭) নাওবাখ্তী, ফিরাকু''শ-শী'আঃ, ১৯৩১ খৃ.; (৮) আল-বালাযু'রী, ফুতূহ''ল্-বুল্দান; (৯) মু'ঈনু'দ-দীন আহ'মাদ নাদাব'ী, সিয়ারু'স'-স'াহ'াবা ৬খ, দারু'ল-মুস'ান্নিফীন, আজামগড় ১৯৩২ খৃ.; (১০) ইব্ন 'আব্দি'ল-বার্র, আল-ইস্তী'আব; দা.মা.ই. (উর্দু), লাহোর, ৮খ, দ্র. শিরো. এবং শী'আঃ ইতিহাস ও সম্প্রদায় সম্পর্কিত অন্যান্য গ্রন্থ; (১১) ইব্ন সা'দ ৩খ, ২৬; (১২) H. Lammens, Etudes sur le regne du calife Omaiyade Mo'awia I[a], p. 127, 140—154, 443; (১৩) do., Fatima et les filles de Mahomet, index; (১৪) do., Le Berceau de l'islam; (১৫) do., L'Arabie occidentale a la veille de l' Hegire, i. 98; (১৬) D. M. Donaldson, The Shi'ite Religion, London 1933, p. 66 প.।

শইখ শরফুদ্দীন

হাসান জামান, ডক্টর, পুরা নাম আবুল হাসান মুহাম্মদ নূরুজ্জামান (أبو الحسن محمد نور الزمان; আবু'ল-হ'াসান মুহ'াম্মাদ নূরু'য-যামান) ছিলেন শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও লেখক। তাঁহার পৈতৃক বাড়ী ছিল বর্তমান মাগুরা জিলার তারা উজিয়াল গ্রামে। যশোহর শহরের পুরাতন কসবায় তাঁহার একটি পৈতৃক বাড়ী আছে এবং সেখানে তাঁহার পিতার কবর আছে। তাঁহার পিতা ছিলেন রেজিস্ট্রার অব এ্যাসুরেন্সেস (Registrar of Assurances)। হাসান জামান ১৯২৮ সালের ১ জানুয়ারী যশোহর জিলার ঝিনাইদহ মহকুমার কাঁচেরকোল গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

কথিত আছে, হাসান জামানের পূর্বপুরুষগণ সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে ইরানের খুরাসান হইতে ভারতে আসেন। প্রথমে দিল্লীতে, পরে লক্ষ্ণৌতে এবং পলাশীর যুদ্ধের পরপরই কলিকাতায় বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তাঁহারা যশোহরের স্থায়ী বাসিন্দা হন। তাঁহারা ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ কু'রআন শারীফ স্বহস্তে লিখিয়া বিক্রয় করিতেন। হাসান জামানের পূর্বপুরুষের হাতে-লেখা একখানি কু'রআন শারীফ এখনও তাঁহার পরিবারে রক্ষিত আছে। তাঁহাদের ভারত আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম প্রচার। তাঁহার প্রপিতামহ মুন্শী গ'ায়রাতুল্লাহ একজন আইনজীবী ছিলেন। তিনি যশোহর পৌর কমিটির একমাত্র মুসলিম সদস্য ছিলেন (১৮৬৪ খৃ.)। তাঁহার একমাত্র পুত্র মুন্শী 'আবদু'র-রাহ'ীম একাধিকবার হ'াজ্জ করেন এবং প্রায় ২০ বৎসর মধ্যপ্রাচ্যে কাটান। মুন্শী 'আবদু'র-রাহ'ীমের কনিষ্ঠ পুত্র মুহ'াম্মাদ মূসা হাসান জামানের পিতা। মুহাম্মাদ মূসার আট পুত্র ও তিন কন্যা ছিল।

হাসান জামান নড়াইল হাই স্কুলে, যশোহর জিলা স্কুল ও কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে এ্যাস্টারিক্স (Asterisx) নম্বর (৭৫%-এর অধিক নম্বর) এবং কয়েকটি বিষয়ে লেটার মার্কসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথম গ্রেডের বৃত্তিও লাভ করেন। কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে ১৯৪৬ সালে তিনি কৃতিত্বের সহিত আই. এ. পাস করিয়া প্রথম গ্রেডের বৃত্তি ও কলেজের সেরা ছাত্র হিসাবে এ্যাণ্ডারসন গোল্ড মেডেল অর্জন করেন। ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের বি. এ. (সম্মান) (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। অতঃপর তৃতীয় বৎসরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি. এ. (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International Relations) বিষয়ে দ্বিতীয় বিভাগে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। রকফেলার ফাউণ্ডেশনের ফেলো (১৯৬১—৬৪) হিসাবে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Rise of the Muslim Middle Class as Political Factor in India and Pakistan (1858—1947) শীর্ষক

গবেষণামূলক সন্দর্ভ রচনার জন্য পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁহার গাইড ছিলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এইচ. আর. টিংকার (Prof. H. R. Tinker)।

১৯৫২ সালের ২২ জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করার মধ্য দিয়া ডঃ জামানের কর্মজীবন শুরু হয়। ১৯৫৪ সালের ২১ জানুয়ারী তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার পদে যোগদান করেন এবং ১৯৬৫ সালের ১০ অক্টোবর 'রিডার' পদে উন্নীত হন। ১৯৬৭ সালের ১০ এপ্রিল হইতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি ডেপুটেশনে (deputation) তৎকালীন পাকিস্তান কাউন্সিলের ঢাকাস্থ অফিসে ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৬৮ সালের ১ জানুয়ারী পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৬৯ সালের ১২ মে তিনি ডেপুটেশনে তৎকালীন জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার (Bureau of National Reconstruction) পরিচালক পদে যোগদান করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কারারুদ্ধ হন এবং ১৯৭২ সালের ১২ মে তাঁহাকে ভিন্ন মতাদর্শের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই সময় তাঁহাকে নিদারুণ অর্থ কষ্ট ও মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হয়। ১৯৭৪ সালে তিনি সৌদী 'আরব গমন করেন এবং জেদ্দায় অবস্থিত বাদশাহ 'আবদু'ল-'আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগের পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসোসিয়েট (Associate) মনোনীত হন। তিনি মাঝে মাঝে গবেষণাকার্য উপলক্ষে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিতেন। তদ্রূপ এক কার্যে তিনি ১৯৮১ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়াছিলেন। তথা হইতে জেদ্দা প্রত্যাবর্তনের পথে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ২৪ আগস্ট (১৯৮১) লণ্ডনে ইনতিকাল করেন এবং ২৯ আগস্ট তাঁহাকে পবিত্র মক্কা শহরে দাফন করা হয়।

তিনি কতিপয় পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি যখন স্কুলের ছাত্র তখন তাঁহার উদ্যোগে 'চিন্তা' ও 'কথিকা' নামক দুইটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। দৈনিক 'জিন্দেগী' ও 'মিল্লাত' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। পূবালী, সমাজ, পাকিস্তান স্টাডিজ, কারেন্ট নিউজ ও ওয়ার্লড নিউজ ডাইজেস্ট পত্রিকাগুলির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

একজন মননশীল গবেষক, লেখক ও সুবক্তা হিসাবে সুধীমহলে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন। দেশী-বিদেশী পত্রিকায়ও তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার উল্লেখযোগ্য পুস্তকের মধ্যে রহিয়াছে : Human Impact of Technological Change in East Pakistan (ch. iv.), Oxford University Press, Dacca 1951; Political Science and Islam, Tamaddun Majlis, Dacca 1952; Fourteen Points on Islamic Constitution, Dacca 1953; The Secular State and Islam, Dacca 1954; Islamic Economics, Dacca 1959; Bengali as a Vehicle of Abstract Thought (Contemporary Literature in East Pakistan), University of Dacca in Collaboration with the Rockefeller Foundation, Dacca 1959; ইসলামের দৃষ্টিতে শান্তি ও যুদ্ধ (অনুবাদ), দারুল উলূম ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা ১৯৬০; Basis of the Ideology of Pakistan, Society for Pakistan Studies, Dacca 1961; ইসলাম ও কমিউনিজম, জীনাত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা ১৯৬১ খৃ., পরবর্তী সংস্করণ : কমিউনিস্ট শাসনে ইসলাম, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ১৯৭০ খৃ.; Pakistan : An Anthology (Compilation), Society for Pakistan Studies, Dacca 1964; Education and Ideology, Society for Pakistan Studies, Dacca 1969; Arab Discovery of America (ed.), P. P. P. P. and Publishers, Dacca, 1970; The Menace of Farakka, Society for Pakistan Studies, Dacca 1970; সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৭, ইসলামী অর্থনীতি, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা ১৯৭০; East Pakistan Crisis and India (ed.), Pakistan Academy, Dacca 1971; শতাব্দী পরিক্রমা (সম্পাদনা) নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৭১; অমর একুশে (সম্পাদনা), সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা ১৯৭১; ইসলামী শিক্ষা অগ্রগতির পথে, পাকিস্তান একাডেমী, ঢাকা ১৯৭১; Produce or Perish (ed.), Society for Pakistan Studies, Dacca 1971; আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮০; Concept of Minority, 1981. ইহাছাড়া তাঁহার বহু পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁহার পঠিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ : Political Science and Islam, Islamic Culture Conference, Dacca 1952; Religion and Political Freedom, International Conference on Cultural Freedom, Karachi 1956; The Writer and Freedom, Cultural Freedom Symposium, Dacca 1957; The Basis of Islamic Philosophy, Pakistan Philosophical Congress, Dacca 1957; The Muslim Movements before 1957, Symposium on Freedom Struggle, 1957; Trends of our Literature and Culture, Cultural Symposium, Dacca 1955।

তমদ্দুন মজলিসের সদস্য হিসাবে বাংলা ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। তিনি ইসলামিক একাডেমী ও বাংলা একাডেমীর সদস্য ছিলেন। 'সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ' নামে তিনি একটি সংগঠন গড়িয়া তোলেন।

ব্যক্তি হিসাবে হাসান জামান ছিলেন নিরহংকার, সদালাপী, নিরলস কর্মী ও নিষ্ঠাবান মুসলিম। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি যে কোন মতাদর্শের লোককে সাদরে গ্রহণ করিতেন এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় যোগ দিতেন। তিনি সব সময় বাঙালী মুসলমানদের স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং এই ব্যাপারে তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন, জাগতিক ঐক্য ও মানসিক ঐক্য, সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি তাওহ'ীদ হইতে উৎসারিত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ডঃ হাসান জামান (সম্পা.), ওয়ার্লড নিউজ ডাইজেস্ট, Research and Documentation, London 1982; (২) ডঃ হাসান জামান, সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য, ঢাকা ১৯৬৭ খৃ.;

List>

(৩) মোহাম্মদ আশরাফ, ডঃ হাসান জামান (প্রবন্ধ), সচিত্র স্বদেশ, ঢাকা, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ খৃ.।

আবু জাফর

হ'াসান বাস্'রী (الحسن البصرى) (র) ইব্ন 'আলী আল-হ'াসান (আল-য়াসার) প্রথম হিজরী শতকের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইরাক বিজয় অভিযানকালে তাঁহার পিতাকে মায়সান হইতে ক্রীতদাসরূপে মদীনায় আনয়ন করা হয়। তিনি খ্যাতনামা স'াহ'াবী যায়দ ইবন ছ'াবিত (রা)-এর আশ্রিত ব্যক্তি ছিলেন এবং খায়রাঃ নাম্নী উম্ম সালামাঃ (রা)-র এক আশ্রিতা মহিলার পাণি গ্রহণ করেন। এই দাম্পত্য বন্ধনের ফলে ২১/৬৪২ সনে হ'াসান (র) জন্মলাভ করেন। ওয়াদি'ল-কু'রায় প্রতিপালিত হইয়া তিনি পরবর্তীকালে বসরায় বসতি স্থাপন করেন। সেখানে নৈতিকতা, ধর্মপরায়ণতা, বিদ্যাবত্তা এবং বাগ্মিতার জন্য তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। তদানীন্তন অন্যান্য খ্যাতিমান ব্যক্তি, যথা : ইবন সীরীন ও আশ-শা'বীকে খলীফাদের খিলাফাতের অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তাঁহারা নিজস্ব মত প্রকাশ করিতে সাহস পান নাই কিন্তু হ'াসান (র) অকপটে খলীফাদের খিলাফাত অস্বীকার করেন। 'আব্দু'ল-মালিক ও আল-হ'াজ্জাজের নিকট লিখিত পত্রে তিনি অনুরূপ বাক-স্বাধীনতা প্রদর্শন করেন। ফলে পরবর্তীকালীন গ্রন্থকারগণ (যেমন শাহ্রা-স্তানী) ঐ সকল পত্রে স্বাধীন ইচ্ছার প্রতি হ'াসান (র)-এর অত্যধিক প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া ঐগুলি ওয়াসি'ল ইব্ন 'আত'া' (র.)-র লিখিত পত্র বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার সমকালীন আল-হ'াজ্জাজের সমকক্ষ বাগ্মী বলিয়া তিনি স্বীকৃত। হ'াদীছ' বর্ণনার জন্যও তাঁহার খ্যাতি সুপরিব্যাপ্ত। সকলেই বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার মূল সূত্র আনাস ইব্ন মালিক (রা) (র.) হইলেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে সত্তর-জন বদ্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী স'াহ'াবীর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সূ'ফী মতবাদের ক্রমবিকাশে তাঁহার স্থায়ী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে সাংসারিক ভোগ-বিলাস অনুপ্রবেশ লাভ করিয়াছিল, অথচ তিনি কঠোর সংযম এবং ধর্মপরায়ণ-তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বহু সদুক্তি তাঁহার মুখ-নিঃসৃত বলিয়া গৃহীত হয়। সূ'ফীগণ তাঁহাকে একজন প্রথম যুগের সূ'ফী হিসাবে গণ্য করেন এবং সুন্নীদের ন্যায় তাঁহারাও প্রায়শ উদ্ধৃত করেন। মু'তাযিলীগণও তাঁহাকে তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া গ্রহণ করেন। কারণ 'আম্র ইব্ন 'উবায়দ ও ওয়াসি'ল ইবন 'আত'া' প্রমুখ মু'তাযিলী নেতা তাঁহার শাগরিদ ছিলেন এবং স্বয়ং তিনিও 'স্বাধীন ইচ্ছা' মতবাদের প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট ছিলেন। ওয়াসি'ল ইব্ন 'আত'া' পরবর্তীকালে তাঁহার নিকট হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। ইসলামের অধিকাংশ ধর্মীয় আন্দোলনের মূল উৎসরূপে হ'াসনাকে চিহ্নিত করা হয়। ১ রাজাব ১১০/১০ অক্টোবর, ৭২৮ তারিখে তিনি সম্মানের উচ্চ শিখরে থাকিয়া ইনতিকাল করেন। বস্রা নগরীর সকল নাগরিক তাঁহার জানাযায় উপস্থিত হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন সা'দ, ৭খ, ১৩৩ স্থা. ; (২) ফিহ্রিস্ত, পৃ. ১৮৩ ; (৩) ইব্ন খাল্লিকান, নং ১৫৫ ; (৪) আহ্'মাদ ইব্ন য়াহ্'য়া, আল-মু'তাযিলাঃ, ed. Arnold. p. 12 প. ; (৫) শাহ্রাস্তানী, পৃ. ৩২ ; (৬) আল-হুজ্ব'ীরী. ৮৬ প. ; (৭) ফারীদু'দ-দীন 'আত্তার, তায্কিরাতু'ল-আওলিয়া', ed. Nioholson, i, 24 প. ; (৮) V. Kremer. Geschichte aer herrschenden Ideen des Islam, p. 22 প., 56 প. ; (৯) Horten, Die philosophischen Systeme, etc. p. 120 প. ; (১০) Massignon, Essai sur les origines etc., p. 152 প. ; (১১) H. H. Schaeder, in Isl., xiv. 1 প. ; (১২) H. Ritter, ঐ, xxi. 1 প.।

Anonymous (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

আল-হ'াসান ইব্ন স'াব্বাহ' (الحسن بن الصباح) হ'াশ্শাশীন (দ্র.) সংঘের স্থাপয়িতা। সারগুয'শ্‌ত-ই সায়্যিদিনা-ভিত্তিক জামি'উ'ত্-তাওয়ারীখ অনুসারে তাঁহার পরিচয় : আল-হ'াসান ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহ'ম্মাদ ইব্ন জা'ফার ইব্নি'ল-হ'সায়ন ইবনি'স্'-স'াব্বাহ' আল-হি'ম্য়ারী। হ'াসান দাবী করেন যে, তিনি প্রাচীন হি'ম্য়ারী রাজবংশ হইতে উদ্ভূত। এতদ্বিষয়ে নিজ'ামু'ল-মুল্ক-এর একটি বিবৃতি অনুসরণে মীর খাওয়ান্দ বলেন, তূ'সের নাগরিকগণ উহার বিপরীত কথা বলেন যে, তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সেই দেশের কৃষক ছিলেন। হ'াসান সম্বন্ধে আরো জানা গিয়াছে যে, তাঁহার পিতা কু'ম শহরে হিজরত করেন। তাঁহাকে সাধারণত রাযী অর্থাৎ রায় নামক স্থানের অধিবাসী নামে সম্বোধন করা হইত। এই তথ্য পাওয়া যায় ইবনু'ল-আছ'ীরের গ্রন্থে। তাঁহার জন্ম তারিখ অপরিজ্ঞাত। যৌবনেই তিনি ফাতি'মী প্রচারকদের দলভুক্ত হন। পারস্যে তদানীন্তন দা'ঈ ছিলেন ইব্ন 'আত্ত'াশ। ৪৬৪/১০৭২ সনে 'আত্ত'াশ তাঁহাকে ফাতি'মী খলীফা আল-মুস্তান্সি'রের নিকট কায়রো প্রেরণ করেন। ৪৭১/১০৭৮ সনে (ইবনু'ল-আছ'ীর, ৯খ, ৩০৪-এর মতে ৪৭৯ হি.) পারস্য, মেসোপটেমিয়া এবং সিরিয়া ভ্রমণান্তে তিনি মিসরে উপনীত হন। বয়োবৃদ্ধ শাসনকর্তার উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তিনি উহাতে নিযার-এর পক্ষাবলম্বন করেন, অন্যরা মুস্তান্সি'রের অপর এক পুত্রকে সমর্থন এবং দ্বিতীয় দাবীদারই আল-মুস্তা'লী নামে ধারণ করিয়া পিতার মৃত্যুর পর মিসরের সিংহাসন অধিকার করেন। তৎপর আল-হ'াসান পূর্বাঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করিয়া উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত নিযারের দাবীর যৌক্তিকতা বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া বেড়ান। অবশেষে (৪৮৩/১০৯০-১) তিনি আলা-মুতের পার্বত্য দুর্গ অধিকার করেন। সারগুয'শ্‌ত-ই-সায়্যিদিনা গ্রন্থে এই আখ্যানটি কাল্পনিক বলিয়া অভিহিত। ইবনু'ল-আছ'ীর (১০খ, ২১৬) বলেন, তিনি 'আলী বংশীয় একজন সেনাপতির বিশ্বাসভাজন হন, তৎপর তাঁহাকে তাঁহারই লোক দ্বারা ধৃত করাইয়া দামাগ'ান প্রেরণ করেন। একই উপায় অবলম্বন করা হয় অপরাপর দুর্গ সম্পর্কেও, সম্ভবত ইব্ন 'আত্ত'াশের নির্দেশানুযায়ী। ইব্ন 'আত্ত'াশের পুত্র যিনি জনগণের নিকট ইব্ন 'আত্ত'াশ বলিয়া পরিচিত, তিনি নিজেও ইস'ফাহানের নিকটবর্তী শাহ্দিয দুর্গে বাস করিতেন। ইব্ন 'আত্ত'াশ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হ'াসান কোন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই, তথাপি মিসরের প্রচারক সম্প্রদায়ের সহিত ঘন ঘন সাক্ষাতকারের কারণে সাল্জুক' উযীর নিজ'ামু'ল-মুল্ক তাঁহাকে দীর্ঘ দিন যাবত সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছিলেন। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে বাল্যবন্ধুত্বের যে গল্প প্রচলিত আছে এবং 'উমার খায়্যাম যাহার তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন তাহা সুপরিচিত গল্প হইলেও এবং অধ্যাপক ব্রাউন (Browne)-এর মতে রাশীদু'দ-দীন কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও উহা কাল্পনিক গল্পমাত্র (তু. Houtsma, Recueil

de textes rel. a l'histoire des Seldjoucides, ii., Introduction, p. 14, note)। সম্ভবত এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে নির্বীয করিবার জন্য হ'াশ্শাশীন নরহত্যার পন্থা গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তাহারা এই হাতিয়ার বহুবার প্রয়োগ করে। নিজ'ামু'ল-মুল্ক সর্বপ্রথম তাহাদের কবলে নিপতিত হন এবং ৪৮৫/১০৯২ সনে নিহত হন। সম্ভবত এই যুগেই হ'াশ্শাশীন দল একটি গুপ্ত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তাহাদের সংগঠন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে হ'াশ্শাশীন প্রবন্ধ দ্র.। উহাতে দেখান হইয়াছে যে, অবস্থা তখন তাহাদের অনুকূল ছিল। বার্কি'য়ারুকে'র মৃত্যুর পর সুলত'ান মুহ'াম্মাদ হ'াশ্শাশীন দলের সন্ত্রাস সৃষ্টির অবসানকল্পে গভীর মনোনিবেশ করেন। ৫০০/১১৭৭ সনে শাহদিয দুর্গ অধিকার এবং ইব্ন 'আত্ত'াশ-কে হত্যা করার পর দসুদের অন্যান্য আড্ডা একটির পর একটি করিয়া ধ্বংস করা হয়। কিন্তু আলামুত অবরোধকালে মুহ'াম্মাদ মৃত্যুমুখে পতিত হন (৫১১/১১১৮) এবং তাঁহার সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ইব্ন 'আত্ত'াশের মৃত্যুর পর হ'াসান খুব সম্ভব ঘাতক সংঘের দলপতিরূপে স্বীকৃত হন। এই সকল সংঘর্ষের মধ্যে হ'াসান প্রাণে বাঁচিয়া যান। সাত বৎসর পর (৫১৮/১১২৪) কায়া বুযুর্গ উম্মীদ রূদ্বারীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি মৃত্যুর কবলে পতিত হন।

হ'াশ্শাশীন নিবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, হ'াসানের বহু পূর্ব হইতেই কোন কোন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ নরহত্যা ধর্মীয় কর্তব্যরূপে অনুমোদন করিতেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের স্বল্পদিন পূর্বেও সামগ্রিক নরহত্যা বিশেষভাবে ইস্'ফাহানে প্রচলিত ছিল (তু. ইবনু'ল-আছ'ীর, ১০খ, ২১৪)। হ'াসানের প্রধান ভূমিকা হইল, তিনি হ'াশ্শাশীন শক্তি আলামুতের সুদৃঢ় কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেন, ফলে তাঁহার মৃত্যুর পরেও সেখানে উহা প্রাণবন্ত থাকে। গ্রন্থ প্রণয়ন কার্যেও তিনি মনোনিবেশ করেন। ফারসী ভাষায় তিনি কতিপয় পুস্তক রচনা করেন। দুর্ভাগ্যবশত মোঙ্গলগণ কর্তৃক আলামুত অধিকারকালে তৎপ্রণীত সকল পুস্তকই বিনষ্ট হইয়া যায়। শাহ্রাস্তানী ও অন্যান্য লেখক তাঁহার গ্রন্থ হইতে যে সকল উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহা সুপ্রসিদ্ধ শী'ঈ মতবাদ অপেক্ষা উন্নততর নয়। বিশেষজ্ঞগণ যে ব্যাপারটির উপর জোর দিয়াছেন তাহা হইল যে, তিনি প্রকাশ্যে জনগণকে কোন উপদেশ দান করেন নাই। উহাও সমগ্রভাবে শী'আঃ মতবাদের তাক'ীয়াঃ নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যান্য শী'ঈর সহিত তাঁহার মতানৈক্য শুধু একটি ব্যাপারে। তাহা হইল, আল-মুস্তান্সি'রের পুত্র নিযার অপর পুত্র আল-মুস্তা'লী কর্তৃক ৪৮৮/১০৯৫ সনে কারারুদ্ধ হইবার পরেও তিনি তাঁহাকে ইমাম বলিয়া স্বীকৃতি দেন। বিশদ বিবরণের অভাবে গুপ্তঘাতক সম্প্রদায় সংগঠনে তাঁহার দায়িত্ব কতটুকু তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। তাঁহার অনুগামিগণ তাঁহাকে সায়্যিদিনা বা 'আমাদের প্রধান' আখ্যায় ভূষিত করে এবং ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তাহারা তাঁহার প্রতি কত গভীর শ্রদ্ধা রাখিত।

গ্রন্থপঞ্জী : প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থপঞ্জী ছাড়াও : (১) শাহ্রাস্তানী, পৃ. ১৫০ প.; (২) Schefer, Siasset Nameh, Supplem., p. 48 প.; (৩) Muller, Der Islam, ii. 97 প.; (৪) Blochet, Le Messianisme dans l'heterodoxie musulm., p. 105 প.; (৫) Browne, A Literary History of Persia, i. 201 প.; (৬) জুওয়ায়নী, তা'রীখ-ই-জিহানগুশা, (GMS, old Ser. xvi., 3), 3 : 186 প.।

Anonymous (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হ'াসানু'ল-বান্না', শহীদ (حسن البناء شهيد) ১৯০৬ খৃস্টাব্দে মিসরের মাহ্'মূদিয়্যাঃ নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী শহরে এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শায়খ আহ্'মাদ 'আবদু'র-রাহ্'মান আল-বান্না'। ঘড়ি নির্মাণ তাঁহার পেশা হইলেও তিনি একজন খ্যাতিমান 'আলিম, বিশেষত 'ইল্ম-ই-হ'াদীছ' ও 'ইল্ম-ই-ফিক্'হ-এ গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হ'াসানু'ল-বান্না' প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিজ গৃহে তাঁহার পিতার নিকট পুরাপুরি ইসলামী পরিবেশের মধ্যেই লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি 'আরব সমাজের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী কু'রআন মাজীদ হি'ফ্জ' করেন। অতঃপর তিনি ইসমা'ঈলিয়্যাঃ-র মাদ্রাসাতু'র-রাশাদ আদ-দীনিয়্যাঃ (مدرسة الرشاد الدينية)-তে ভর্তি হন। তিনি জন্মগতভাবেই দীনী ব্যাপারে অত্যন্ত তীব্র অনুভূতিশীল ছিলেন। ইহা তাঁহার বাল্যকালের একটি ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়। একদা তিনি মাহ্'মূদিয়্যাঃ নদীর তীরে একটি নৌকার ছাদের উপর একটি কাষ্ঠনির্মিত নগ্ন মূর্তি দেখিতে পাইয়া বিশেষভাবে মর্মাহত হন এবং ঈমানী চেতনার তাকীদে উদ্বুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে উপস্থিত হন। ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারী এই নিষ্পাপ বালকের শালীনতাবোধ ও নৈতিকতার তীব্র অনুভূতি দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অশালীন কর্মের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হ'াসানু'ল-বান্না' তাঁহার এই স্বভাবসিদ্ধ চারিত্রিক গুণ-গরিমা ও প্রতিভার কারণে প্রথম জীবন হইতেই একদিকে যেমন তাঁহার উস্তাদগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন, অপরদিকে জনগণের স্নেহ-শ্রদ্ধামিশ্রিত দৃষ্টিও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৯২০ খৃস্টাব্দে ১৪ বৎসর বয়সে হ'াসানু'ল-বান্না' দামানহূর (دمنهور)-এর শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই শিক্ষায়তনে অধ্যয়নকালে আত'-ত'ারীক'াতু'ল-হ'াস'াফিয়্যাঃ (الطريقة الحصافية) নামক এক অধ্যাত্মবাদী ত'ারীক'া-র সহিত সম্পর্কিত এক শায়খ-এর সহিত হ'াসানু'ল-বান্না-র পরিচয় ঘটে। এই ত'ারীক'াঃপন্থীগণ 'ঈশা'-র স'ালাতের পর মস্জিদে যি'ক্র-এর মজলিস বসাইতেন। হ'াসানু'ল-বান্না' এই মজলিসসমূহে শরীক হইয়া الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر। (ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ)-এর প্রেরণা লাভ করেন। এই উপায়ে আল্লাহ তাঁহার কিশোর বয়সেই আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। হ'াস'াফিয়্যাঃ ত'ারীক'ার অনুশীলন তাঁহাকে অধ্যাত্ম সাধনার কোন একটি বিশেষ পদ্ধতির গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করিতে পারিল না; বরং সেই বয়সেই তাঁহার মনে এই অনুভূতি জাগিল যে, ইসলামের কোন প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াই বিশেষ কোন ধরন বা পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না হইয়া উদার, উন্মুক্ত ও সর্বসাধারণের গ্রহণ-উপযোগী হওয়া আবশ্যক। তদুপরি তিনি ইহাও মনে করিতেন যে, ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রশিক্ষণ জিহাদের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

এই চিন্তার ফলে উত্তরকালে তিনি উক্ত হ'াস'াফিয়্যাঃপন্থীদের সমন্বয়ে جمعية الحصافية الخيرية (জাম'ইয়্যাতু'ল-হ'াস'াফিয়্যাতু'ল-খায়রিয়্যাঃ) নামে একটি জনকল্যাণমূলক সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং তিনি উহার সেক্রেটারী জেনারেল পদে বরিত হইয়াছিলেন।

এই জাম'ইয়্যার লক্ষ্য ছিল প্রধানত দুইটি : (১) উম্মতমানের নৈতিক চরিত্র গঠনের আহ্বান জানান এবং (২) খৃস্টান মিশনারীসমূহের বিনামূল্যে শিক্ষা দান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি বাহ্যিক

ও দৃশ্যত কল্যাণমূলক কার্যক্রমের অন্তরালে মুসলমানদিগকে খৃস্টান বানানোর চক্রান্তের প্রতিরোধ। এই সময় হ'াসানু'ল-বান্না'-র বয়স চৌদ্দ বৎসরের অধিক ছিল না।

দামানহূর শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির পর হ'াসানু'ল-বান্না' কায়রোস্থ দারু'ল-'উলূম হইতে শিক্ষা সমাপ্তির সনদ লাভ করেন (১৯২৭ খৃ.)। এখানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মনোবিদ্যা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও গণিতবিদ্যার উচ্চতর শিক্ষার সাথে সাথে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কেও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা প্রদান করা হইত। দারু'ল-'উলূম-এ অধ্যয়নকালে হ'াসানু'ল-বান্না' ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করেন। পুঁথি-গত বিদ্যার্জনের সাথে সাথে স্বীয় মন-মানসিকতা ও নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের উপরও তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই সময় কায়রো নগরের অধিবাসীদের নৈতিক, সামাজিক, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া হ'াসানু'ল-বান্না বিশেষভাবে চিন্তিত ও অস্থির হইয়া পড়েন। তিনি তখনকার সময়ের নৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকামী সংগঠন জাম'ইয়্যাতু'ল-মাকারিমি'ল-আখলাকি'ল-ইসলামিয়্যাঃ (جمعية المكارم الأخلاق الإسلامية) -এর একজন সদস্য হিসাবে কাজ করিতে শুরু করেন। এই জাম'ইয়্যাতের অধিবেশনসমূহ সাধারণত মসজিদে অনুষ্ঠিত হইত। হ'াসানু'ল-বান্না তাহাতে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু জনগণের নৈতিক অধঃপতন ও পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে কেবলমাত্র মসজিদকেন্দ্রিক সংশোধনী প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন আশার সঞ্চার হয় নাই। তিনি চিন্তা করিলেন, যে সকল লোক মসজিদে আসে না, ওয়া'জ'-নাস'ীহ'াত তাহাদের জন্যই অধিক প্রয়োজন এবং তাহাদের সংখ্যাই অনেক বেশী। অতএব তাহাদের মধ্যেও দীনী দা'ওয়াত, প্রচার ও নৈতিক সংশোধনী প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া একান্তই আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে তিনি দারু'ল-'উলূম ও আল-আয-হার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমন্বয়ে একটি কর্মী বাহিনী গঠন করেন এবং তাহাদিগকে শহরস্থ কফিঘরসমূহে—যেখানে শুধু সান্ধ্যকালীন বিহার ও চিত্তবিনোদনের লক্ষ্যে হাজার হাজার মানুষ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসিয়া থাকে—উপস্থিত হইয়া কুর'আন ও হ'াদী-ছে'র দারস দান ও ওয়া'জ'-নাস'ীহ'াতের জন্য প্রস্তুত করেন। তিনি নিজেও এই কাজে পুরাপুরি অংশ গ্রহণ করিতেন।

প্রথম পর্যায়ে কিছু লোক এই কাজে বাধার সৃষ্টি করিলেও শেষ পর্যন্ত ইহা সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং ইহা শহর-নগর ছাড়াইয়া গ্রাম ও পল্লী অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়ে। পরবর্তীকালে এই ছাত্র সংগ-ঠনটিই ইসলামী দা'ওয়াত প্রচারের একটি বড় মাধ্যম হইয়া উঠে। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে ইহা বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিত। তখন কর্মীরা গ্রামে-গঞ্জে ছড়াইয়া পড়িতেন। হ'াসানু'ল-বান্না' ও তাঁহার সঙ্গী-সাথি-গণ এই দা'ওয়াতী প্রচেষ্টা হইতে দুইটি বড় জরুরী গুণ অর্জন করিতে সক্ষম হন। একটি প্রবল আত্মবিশ্বাস ও অপরটি জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় দীনী দা'ওয়াতমূলক বক্তৃতা ও ভাষণের বিশেষ ভঙ্গী ও স্টাইল। দারু'ল-'উলূম-এর ছাত্রদের جمعية الأخلاق الأدبية নামক অপর একটি সংগঠনের তিনি رئيس নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু তুরস্কে মুস্'তাফা কামালের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর উহার প্রভাবে মিসরে যে নাস্তিকতা ও নৈতিক বন্ধন-হীনতার স্রোত প্রবাহিত হইল, তাহার মুকাবিলায় হ'াসানু'ল-বান্না' ও তাঁহার সঙ্গী, সহকর্মী ছাত্রদের সীমিত প্রচেষ্টা তৃণখণ্ডের ন্যায় মনে হইল। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অন্তরালে এমন সব পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইতেছিল, যাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল দীনী দা'ওয়াত পর্যায়ের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া এবং জনগণের মন হইতে দীন ইসলামের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার সমাপ্তি ঘটান। এতদ্ব্যতীত পূর্বে ইসমা'ঈলিয়্যায় অবস্থানকালে তিনি যে সাম্রাজ্যবাদীদের তৎপরতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি গভীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইসমা'ঈলিয়্যাঃ ছিল ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার লীলাকেন্দ্র এবং সেনানিবাস। এই নগরীতে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, পীড়ন-লুণ্ঠন ও জন-গণের উপর অমানুষিক নির্যাতন তাঁহার দরদী অন্তরকে শুধু ব্যথিত, বিক্ষুব্ধ ও কান্নায় ভারাক্রান্তই করে নাই, সেই সমস্তের প্রতিরোধে অবিলম্বে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণেও উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

এই অনুভূতির তাগিদেই তিনি সমসাময়িক প্রধান ও প্রভাবশালী 'আলিম, সূফী ও মাশাইখগণের সহিত এই জাতীয় সমস্যা লইয়া ব্যাপক আলোচনা শুরু করেন। তিনি মাজাল্লাতু'ল-মানার (مجلة المنار)-এর সম্পাদক খ্যাতনামা মনীষী ও ইসলামী চিন্তানায়ক সায়্যিদ রাশীদ রিদ'া' ও আল-মাকতাবাতু'স-সালাফিয়্যাঃ (المكتبة السلفية)-র স্বত্বাধিকারী মুহিব্বু'দ-দীন আল-খাত'ীব-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া সমস্যার ব্যাপকতা ও নাযুকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আল-আযহারের প্রখ্যাত 'আলিম শায়খ দরজভী এবং আল-আয-হার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শায়খ মুহ'াম্মাদ খিদি'র হ'সায়ন-এর নিকট অবস্থার নাযুকতার ব্যাখ্যা করেন। প্রখ্যাত লেখক দার্শনিক ফারীদ ওয়াজদীর সহিতও চিন্তার আদান-প্রদান করেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকটই একটি দৃঢ় ও ব্যাপক ভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রচার ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি আকুল আহ্বান জানান। তাঁহার এই অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে প্রথমে আল-ফাত্হ' (الفتح) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং পরে জাম'ইয়্যাতু'শ-শুব্বানি'ল-মুসলিমীন' (جمعية الشبان المسلمين) নামে একটি যুব সংগঠন গঠিত হয়।

আল-ফাত্হ' পত্রিকাটি মুহি'ব্বু'দ-দীন আল-খাত'ীব-এর সম্পাদনায় নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতাবাদী চিন্তা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জিহাদ চালাইয়া যাইতে থাকে। আর জাম'ইয়্যাতু'শ-শুব্বানি'ল-মুসলিমীন ডঃ 'আব-দু'ল-হ'ামীদ সা'ঈদ-এর নেতৃত্বে যুব সমাজকে ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা ও কার্যকলাপ হইতে বিরত রাখার ও সেই সাথে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শের ধারক ও প্রতীকরূপে গড়িয়া তুলিবার ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করে। হ'াসানু'ল-বান্না' এই জাম'ইয়্যাত-এর শুধু সদস্যই ছিলেন না, মূলত উহার প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতারূপেও গণ্য হইতেন। এই সময় তিনি দারু'ল-'উলূমের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

দারু'ল-'উলূম-এর পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে শিক্ষা সমাপনী সন্দর্ভ লিখিতে বলা হইয়াছিল উহার শিরোনাম ছিল : শিক্ষা সমাপনীর পর আপনি কি কাজ করার বাসনা পোষণ করেন এবং সেইজন্য কি কি উপায়-উপকরণ অবলম্বন করিবেন? হ'াসানু'ল-বান্না' তাঁহার এই সন্দর্ভে লিখিয়াছিলেন : আমি শিক্ষকতা ও ইসলামের প্রতি দা'ওয়াতী আন্দোলনের কাজ করিতে ইচ্ছা রাখি। দিনের বেলা ও বৎসরের বেশীর ভাগ সময় আমি নূতন বংশধরদিগকে শিক্ষা দান করিব এবং রাত্রিবেলা ও অন্য সময়ে তাহাদের পিতামাতা ও পরিজনকে দীন-ইসলাম ও উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করিব। এইজন্য

আমি বক্তৃতা, ভাষণ, মজলিসী কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, প্রবন্ধ রচনা, গ্রন্থ প্রণয়ন ও গ্রাম-গঞ্জের সফর ইত্যাদি যাহা কিছুই আমার পক্ষে সম্ভব হইবে সবই প্রয়োগ করিব।

১৯২৭ খৃস্টাব্দে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ডিগ্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শিক্ষা সমাপ্তির পর পরই তিনি ইসমা'ঈলিয়্যায় অবস্থিত আল-মাদ্‌রাসাতু'ল-আমীরিয়্যাঃ (المدرسة الأميرية) নামক সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ২১ বৎসর। এই শিক্ষকতার সময় তিনি অসাধারণ প্রজ্ঞা, ইসলামের প্রতি দৃঢ় ঈমান, আন্তরিক দরদ ও ইসলামী আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। আর এই সময়েই তিনি ইসলাম সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধরাজি রচনা করিতে ও বিভিন্ন সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাহা প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে শুরু করেন।

তিনি স্পষ্টভাবে জানিতেন যে, ইসলাম কতগুলি বিধি-নিষেধ ও নৈতিক আদর্শ-উপদেশসম্বলিত একটি ধর্মমাত্র নয়। উহা মূলত একটি পূর্ণাঙ্গ দীন বা জীবন ব্যবস্থা। শুধু মৌখিক বা লেখনীর মাধ্যমে ইহা প্রচার করিলেই দায়িত্ব পালিত হইতে পারে না। উহাকে বাস্তব এবং বিপ্লবাত্মক কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবন, সমাজ এবং রাষ্ট্রে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিতও করিতে হইবে। অন্যথায় মুসলমানদের জীবন সর্বতোভাবে ইসলামসম্মত হইতে পারিবে না। জনগণের জীবনকে সর্ব প্রকারের পাপ-পংকিলতা, অন্যায়-অনাচার এবং বৈদেশিক শক্তির দাসত্বের অভিশাপ হইতে মুক্ত করা সম্ভবপর হইবে না। অতএব উক্ত লক্ষ্যে একটি বিপ্লবী আন্দোলন গড়িয়া তোলা একান্তই আবশ্যক এবং উহা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

মিসরে তখন ক্ষয়িষ্ণু রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। ফারূক' ছিলেন নামেমাত্র বাদশাহ। দেশ শাসনের সমস্ত কর্তৃত্ব ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির করায়ত্ত। আর সেই শক্তিগুলির সহিত বাদশাহ ফারূক এমন কতগুলি চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যাহার ফলে মিসর কার্যত একটি স্বাধীনতাবঞ্চিত নিতান্ত পরাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশীয় খৃস্টান সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সহিত যোগসাজসে মুসলিম জনগণের জীবন অতিষ্ঠ ও অতিশয় সংকটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল এবং য়াহূদী ব্যবসায়ীরা উহাদেরই ছত্রছায়ায় দেশের গোটা অর্থব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থানুকূল্যে নিয়ন্ত্রণ করিতেছিল।

মুসলিম জনগণ যাহাতে তাহাদের এই মর্মান্তিক ও অপমানকর অবস্থা অনুধাবন করিতে না পারে এবং তাহাদের চরম দৈন্যদশার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কখনই সচেতন হইয়া না উঠে, সেইজন্য সর্ব প্রকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যেই দেশের সর্বত্র নৈশ ক্লাব, মদের দোকান, নারী-পুরুষের অবাধ মিলনকেন্দ্র ও আনন্দ-স্ফূর্তির নির্বিঘ্ন নিকেতনসমূহ গড়িয়া তোলা হইয়াছিল।

আসলে মিসরকে পুরাপুরি করায়ত্ত করাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চরম লক্ষ্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগের প্রধান সূত্র ছিল সুয়েজ প্রণালী। উহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী হওয়ার কথা ছিল মিসরের। এই দেশের জমির উর্বরতার কারণে কৃষিক্ষেত্রেও এদেশের অবদান ছিল বিরাট। মিসরের উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির লোলুপ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার এই সবই ছিল প্রধান কারণ।

মিসরের এই ভয়াবহ অবস্থার তীব্র অনুভূতির প্রেক্ষিতেই হ'াসানু'ল-বান্না' ১৯২৯ সনে ইসমা'ঈলিয়্যাঃ নগরে 'জাম্'ইয়্যাতু ইখওয়ানি'ল-মুসলিমীন (جمعية اخوان المسلمين) নামে একটি ইসলামী গণ-আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দীন পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত করাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে ঘোষিত হয়। এই কাজে প্রথম দিন হইতেই যাঁহারা সহকর্মীরূপে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হইলেন হ'াফিজ' 'আবদু'ল-হ'ামীদ, 'আবদু'র-রাহ'মান, হ'াসবুল্লাহ, যাকীউ'ল-মাগ্'রিবী, আমানু'ল-হাজ্‌রী, ইসমা'ঈল 'ইজ্জ ও ফুওয়াদ ইব্‌রাহীম প্রমুখ ইসলাম-দরদী ব্যক্তি এবং হ'াসানু'ল-বান্না'ই নির্বাচিত হইয়াছিলেন এই সংগঠনের প্রথম 'আল-মুরশিদু'ল-'আম' (المرشد العام)।

১৯৩৩ সনে হ'াসানু'ল-বান্না রাজধানী কায়রো নগরে বদলী হইয়া যান। এই সময় পর্যন্ত মিসরের বিভিন্ন শহর ও পল্লী অঞ্চলে আন্দোলনের শাখা সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য তখনও উহার কেন্দ্রীয় দফতর ইসমা'ঈলিয়্যাঃতেই অবস্থিত ছিল। সংগঠনের কর্মীগণ তখন ব্যাপক সমাজ সংস্কারমূলক অভিযান চালাইয়া যাইতেছিলেন। এই বদলীর ফলে কায়রো শহরে আন্দোলনের সংগঠন ও সম্প্রসারণ নবতর পর্যায়ে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সূচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মিসরের বাহিরের কয়েকটি 'আরব দেশেও এই সংগঠনের কয়েকটি শাখা গঠিত হয়। ফলে সংগঠনটি জাতীয় পর্যায় অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিক ইসলামী আন্দোলনের মর্যাদা লাভ করে। ইহার দরুন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে স্পষ্ট কথা বলা এবং মিসরের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করা কেবলমাত্র এই সংগঠনের পক্ষেই সম্ভবপর হইয়াছিল।

১৯৩৬ সনে ফিলিস্তিন সমস্যা অত্যন্ত সংগীন হইয়া দেখা দেয়। ইখওয়ান সংগঠন সর্বতোভাবে ফিলিস্তীনী মুসলমানদের সমর্থনে আগাইয়া যায়। ফলে সমগ্র 'আরব দেশেই ইখওয়ান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইখওয়ানীদের ফিলিস্তীন নীতি ছিল বৃটিশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। এই সব কারণে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ ইখওয়ানের প্রতি প্রবল শত্রুতা পোষণ করিতে শুরু করে।

১৯৩৮ সনে ইখওয়ানু'ল-মুসলিমীন-এর পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক দা'ওয়াত জনগণের সম্মুখে প্রকাশিত হয়। এই বৎসর কায়রো শহরে দলের পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে হ'াসানু'ল-বান্না' একটি দীর্ঘ ও মূল্যবান ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি ইখওয়ানু'ল-মুসলিমীন-এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মপন্থার বিশদ ব্যাখ্যা পেশ করেন। তাঁহার ভাষণের একটি অংশের সংক্ষিপ্তসার ভাষান্তরিত করিয়া এখানে উদ্ধৃত করা হইল। তিনি বলেন, "ইখওয়ান একটি সালাফী দা'ওয়াত অর্থাৎ উহা ইসলামের আসল ও প্রকৃত রূপের দিকে প্রত্যাবর্তন করার আহ্বান জানায়। আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত ইসলামের এই আসল ও মূল উৎস হইতে ইসলামকে গ্রহণ করিতে বলে। ইহা সুন্নী ত'রীকাঃও বটে। কেননা সমস্ত ব্যাপারে ও 'ইবাদাত-বন্দেগীতে রাসূল কারীম (স)-এর মহান সুন্নাতকে ইহা অনুসরণ করিয়া চলে। ইহা তাস'ওউফেরও একটি পন্থা। কেননা ইখওয়ান মনে করে, মনের পবিত্রতা ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা, অবিশ্রান্ত কর্মপ্রচেষ্টা, গ-য়োদা (غير الله)-র প্রতি পূর্ণ অনীহা ও বিমুখতা, আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেম-ভালবাসা, আকর্ষণ-আগ্রহ এবং সকল ভাল কাজে সহযোগিতাই সকল নেক 'আমলের ভিত্তি। ইখওয়ান একটি রাজনৈতিক দলও। কেননা ইখওয়ান একদিকে

List>

ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক যাবতীয় ব্যাপার পুনর্গঠনের দাবী জানায় এবং সেই সাথে দেশবাসীকে আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বকীয়তা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেয়। ইহা একটি সামরিক বাহিনীও। কেননা ইখওয়ান দৈহিক সুস্থতার জন্য শরীরচর্চার কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে ও সেইজন্য স্পোর্টস্ গ্রুপ গঠন করে। ইহা একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীও বটে, কেননা শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিবেক-বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন, আত্মার পরিশুদ্ধি ইত্যাদি উদ্দেশ্যে স্থাপিত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানই ইখওয়ানী আদর্শের অনুশীলন কেন্দ্র। ইহা একটি অর্থনৈতিক কোম্পানীও, কেননা ইসলাম এক বিশেষ দৃষ্টিকোণে অর্থোপার্জনের নির্দেশ ও উপদেশ দিয়াছে। ইখওয়ান ইসলামের শিক্ষানুযায়ী জাতীয় অর্থব্যবস্থাকে দৃঢ়ভিত্তিক করার লক্ষ্যে ব্যবসায়ী কোম্পানী ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন করিয়াছে। ইহা একটি সামষ্টিক মতাদর্শও। কেননা ইহা সমাজের সর্বপ্রকারের দোষ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার চায়, সেইজন্য ইহা বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সমগ্র বিশ্ব-মুসলিম উম্মাহকে সকল প্রকার হীনতা, অধীনতা ও দাসত্ব হইতে মুক্ত করার জন্যই ইখওয়ানের জিহাদ।

মোটকথা, ১৯৩৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইখওয়ান-এর সংগঠন ও আন্দোলন পুরাপুরিভাবে হ'াসানু'ল-বান্নার নেতৃত্বে ছিল। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়া যাওয়ার সাথে সাথেই ইখওয়ানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তৎপরতা ব্যাপকতর হইয়া পড়ে। এই সময় সমাজের বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক লোক ইখওয়ানের সদস্যভুক্ত হন। ফলে আল-ইখওয়ানু'ল-মুসলিমীন সমগ্র 'আরব জাহানের একমাত্র ইসলামী রাজনৈতিক দলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে (১৯৩৯-৪৫) মিসর নানা দিক দিয়া চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া যায়। এই সময়েই ইখওয়ানের ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করে। তখন ইংরেজদের ইচ্ছা ও ইঙ্গিতে এবং তাহাদের স্বার্থানুকূলে মিসরীয় সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলে বারবার পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে মন্ত্রীমণ্ডল জনগণের আস্থা হারাইয়া ফেলে। সরকারের সঙ্গে ইখওয়ানের সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্ন তিক্ত হইয়া পড়ে।

যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার পর ইসমা'ঈল সি'দ্কী পাশার মন্ত্রী-মণ্ডল ক্ষমতায় থাকাকালে ১৯৪৬ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত ইখওয়ান ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন পরিচালনা করে। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ (পরে শহীদ) সায়্যিদ কুত্'ব এই সময়েই আমেরিকা হইতে উচ্চ শিক্ষা লাভের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইখওয়ানের ব্যাপক ইসলামী গণ-আন্দোলনের সহিত পরিচিত হইয়া কার্যকরভাবে উহাতে যোগদান করেন। ইহাতে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়।

মহাযুদ্ধ সূচিত হওয়ার পর ইংরেজরা মিসরে স্বাধীনতা ফিরাইয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। যুদ্ধাবসানের সাথে সাথে সেই প্রতি-শ্রুতি পূরণের জন্য ইখওয়ান বলিষ্ঠ দাবী উত্থাপন করে। ইহার পরে একদিকে ইখওয়ানের জনপ্রিয়তা ও সমর্থন অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া উঠে, অপরদিকে ইখওয়ানের বিরুদ্ধে বৃটিশের শত্রুতা আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠে। ফলে ইখওয়ান ইংরেজের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অসহযোগিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং মিসর হইতে ইংরেজ বাহিনীর শর্তহীন অপসারণের দাবী জানায়। সেই সাথে মিসর সরকারের উপর এই দাবীতে চাপ প্রয়োগ করে যে, ইংরেজদের সহিত কোনরূপ আলাপ-আলোচনা চলিবে না এবং অবি-লম্বে উহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করিতে হইবে।

ইখওয়ানের কার্যকলাপ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের জন্য ছিল অসহনীয়। মিসরস্থ বৃটিশ দূতাবাস ও মিসরে অবস্থানরত ইংরেজ সেনাবাহিনী-প্রধান মিসরে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী হ'সায়ন সিররী পাশার উপর ইখওয়ানকে দমন করার জন্য চাপ দেয়। ফলে মিসরীয় সরকার বাধ্য হইয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে। প্রথমে সরকার ইখওয়ান-এর সাপ্তাহিক পত্রিকা আত-তা'আরুফ (التعارف) ও আশ-শু'আ' (الشعاع) এবং মাসিক পত্রিকা আল-মানার (المنار) বন্ধ করিয়া দেয়। প্রচারপত্র বা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশের বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় এবং ইখওয়ানের নিজস্ব প্রেস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অপরদিকে আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে দেশের বিভিন্ন স্থানে চলিয়া যাইতে বাধ্য করা হয়। হ'াসানু'ল-বান্না'কে ক'ানা (قنا) এবং তাঁহার প্রধান সহকারী আহ'মাদ আস্-সুক্‌রীকে দিম্‌য়াত (دمياط)-এ পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের মূল নেতৃত্বকে ছত্রভঙ্গ করিয়া আন্দোলনকে খতম—অন্তত নিস্তেজ করিয়া দেওয়াই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু পরে মিসরীয় পার্লামেন্টে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠিলে সরকার উক্ত নির্দেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়। ইহার কিছুদিন পর উক্ত দুইজন প্রধান নেতাকে গ্রেফতার করা হয়, যদিও প্রবল গণ-বিক্ষোভের মুখে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে সরকার বাধ্য হয়।

হ'সায়ন সিররী পাশার পর মুস্'ত'াফা নাহ'াস পাশা প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব লইয়া নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। প্রধান মন্ত্রী ইখওয়ান-এর প্রতি দ্বৈত নীতি অবলম্বন করেন। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের জাতীয় সম্মেলনে ইখওয়ান জাতীয় নির্বাচনসমূহে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। ফলে এই সময় যে নির্বাচন ঘোষিত হয়, তাহাতে ইখওয়ান-এর মুরশিদ-ই-'আম হ'াসানু'ল-বান্না' একজন প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহা সরকারের পক্ষে মারাত্মক হইবে ভাবিয়া প্রধান মন্ত্রী তাঁহাকে বিরত থাকিতে অনুরোধ করেন। তিনি প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা পরিহার করিলে ইখওয়ান-এর প্রতি সরকার দৃশ্যত নমনীয় নীতি অবলম্বন করে। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই এই নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে ও ইখওয়ান-এর প্রতি অত্যন্ত কঠোর নীতি কার্যকর করা হয়।

নাহ'াস পাশার পর আহ'মাদ মাহির প্রধান মন্ত্রী হন। এই সময় দেশে নির্বাচন ঘোষিত হইলে ইখওয়ানও উহাতে যোগদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। হ'াসানু'ল-বান্না' এই নির্বাচনে ইসমা'ঈলিয়্যাঃ নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রার্থী হন। জনগণ বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে তাঁহার পক্ষে রায় দেয়। শত বিরোধিতা ও শত্রুতা সত্ত্বেও বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করেন। কিন্তু পরে ষড়যন্ত্রমূলক উপায়ে এই নির্বাচনকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। আহ্'মাদ মাহির পাশা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে জার্মানী ও ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে মিসরীয় জনতা বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। দেশের এই চরম অশান্ত অবস্থায় আহ'মাদ মাহির পাশা আততায়ীর গুলীতে নিহত হন। অতঃপর মাহ্'মূদ ফাহ্‌মী নুকরাশী পাশা প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। হ'াসানু'ল-বান্না' ও ইখওয়ান-এর সেক্রেটারী জেনারেল এবং আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত থাকিবার অভিযোগে গ্রেফতার হন। এই গ্রেফতারীকে

List>

ইখওয়ান-এর পক্ষ হইতে উক্ত আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়। ফলে নেতৃবৃন্দ মুক্তি লাভ করেন।

১৯৪৮ খৃস্টাব্দে ইখওয়ান-এর হাজার হাজার মুজাহিদ 'আরব লীগের পতাকাতলে ফিলিস্তীন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়া তুলনাহীন সাহসিকতা, বীরত্ব ও অকাতরে শাহাদাত বরণের অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মুজাহিদরূপে জনগণ কর্তৃক সমর্থিত হন। তাঁহাদের চেষ্টা নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিল না, বরং সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমেও ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব, এই কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইল।

১৯৪৮ খৃস্টাব্দে ইখওয়ান ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণার দাবীকে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে পুনরায় প্রবলভাবে উত্থাপন করে। এই গণ-দাবীর প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ফিলিস্তীন যুদ্ধজনিত অবস্থার সুযোগে একদিকে ইংরেজকে সন্তুষ্ট করার এবং অপরদিকে সরকারের স্থিতি বিধানের লক্ষ্যে এই সনের ডিসেম্বর মাসে ইখওয়ানু'ল-মুসলিমীন-কে মিসরের সরকার সম্পূর্ণ বে-আইনী ঘোষণা করে ও উহার সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া দেয়। সংগঠনের অসংখ্য কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য হইতে প্রায় ২৫,০০০ লোককে বন্দী করা হয়। কিন্তু সংগঠনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হ'াসানু'ল-বান্না'-কে এইবার গ্রেফতার করা হইল না। কারণ কুচক্রীরা তাঁহাকে দুনিয়া হইতে চিরদিনের জন্য সরাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল।

১৯৪৯ খৃস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী (অপর এক বর্ণনামতে ১২ জানুয়ারী) হ'াসানু'ল-বান্না' সন্ধ্যার পর একটি কর্মী সভায় বক্তৃতা দিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার ট্যাক্সীকে লক্ষ্য করিয়া পরপর কয়েক রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নশ্বর দেহ লুটাইয়া পড়ে। অতঃপর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পথে ইসলামী বিপ্লবী মুজাহিদদের আন্তরিক শ্রদ্ধাভাজন নেতা হ'াসানু'ল-বান্না' শাহাদাত বরণ করেন।

হ'াসানু'ল-বান্না গ্রন্থ প্রণয়ন পর্যায়ে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া যান নাই। শিক্ষকতা জীবনের শুরু হইতে আন্দোলন পরিচালনায় খুব বেশী ব্যস্ত ছিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ইখওয়ানু'ল-মুসলিমীন-এর সংগঠন ও বাস্তবক্ষেত্রে আন্দোলনের নেতৃত্ব দানের ব্যাপারে তিনি এতই ব্যস্ততার মধ্যে দিনাতিপাত করিয়াছেন যে, গ্রন্থ প্রণয়নের অবকাশই তিনি পান নাই। তবে আন্দোলনকে সুসংবদ্ধ করা এবং আগাইয়া লইয়া যাইবার জন্য যে সমস্ত হিদায়াত, উপদেশ ও নাস'ীহ'াতনামাহ রচনা করিয়াছিলেন এবং কর্মীদের নিকট পেশ ও প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার রচনাবলীরূপে বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু ইখওয়ান-এর উপর বারবার সরকারী রোষ নামিয়া আসার দরুন উহারও খুব সামান্য পরিমাণ রচনা রক্ষা পাইয়াছে।

তবে তাঁহার লিখিত ডায়েরী খুবই মূল্যবান সম্পদরূপে রক্ষিত আছে এবং তাহা দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া বিপ্লবী আদর্শবাদী মুসলিমদের মনে ও জীবনে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। ইসলামের জিহাদী ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) উর্দূ দা'ইরা-ই-মা'আরিফ-ই-ইসলামিয়্যাঃ, লাহোর; (২) শহীদ হাসানুল বান্নার রচনাবলী, ১ম খণ্ড, মদীনা পাবলিকেশন, ঢাকা ১৯৭৭ খৃ.; (৩) দা'ওয়াত (অর্ধ সাপ্তাহিক, উর্দূ), দিল্লী, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ খৃ.; (৪) মাওলানা খালীল হ'ামিদী, তারীখ-ই-দা'ওয়াত, খাদামাত, লাহোর; (৫) তারজুমানু'ল-কু'রআন (মাসিক), খণ্ড ৬৬, ২য় সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৬৬ খৃ.।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

হি'জ্'ক'ীল (حزقيل) (Ezekiel) ইব্ন বূযী, তাঁহার মাতা বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ' করেন এবং সেই দু'আ' কবূল হয়। তিনি কালিবের বংশধর ছিলেন। কু'রআনে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু তাফসীরকারগণ আয়াত ২ : ২৪৩-এ তাঁহার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লন। আয়াতটিতে বলা হইয়াছে, "তুমি কি ভাবিয়া দেখ নাই উহাদের সম্বন্ধে, মৃত্যুভয়ে যাহারা হাজারে হাজারে বাড়ীঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল।" অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদের মৃত্যু হউক।" তারপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে জীবিত করিয়াছিলেন।

ছ'া'লাবী, পৃ. ১৪৮ এবং ত'াবারী, ১খ, ৫৩০, ৫৩৮-তে যে সব জনশ্রুতির বর্ণনা আছে তাহার মধ্যে তালমূদ হইতে গৃহীত জনশ্রুতিটি এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। হি'জ্'ক'ীলের যুগে একবার মহামারীতে অসংখ্য ইস্রা'ঈলী মারা যায়। বহু লাশ দাফন করিতে পারা গেল না, ফলে উহারা পশুপক্ষীর খাদ্য হইল। আল্লাহ্র আদেশে হি'জ্'ক'ীল ঘোষণা করিলেন, "হে মৃত অস্থিপুঞ্জ! তোমাদের যে গোশ্তের আবরণ ছিল আল্লাহ্র হুকুমে তোমরা আবার তাহা গ্রহণ কর।" তৎক্ষণাৎ অস্থিগুলি গোশ্তের আবরণ ফিরিয়া পাইল। আবার চর্ম, রক্ত, শিরা ও ধমনী লাভ করিল। হি'জ্'ক'ীল বলিলেন, "হে জীবনবায়ু! এই সব লাশকে আবার জীবিত কর।" তখন তাহাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার হইল। তাহারা কাফনসহ জাগিয়া উঠিল এবং স্বজনদের নিকট ফিরিয়া গেল। পরে বিবাহ-শাদী করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিল (Sanh., 92, Gen. R., 14, Cant. R, 7)।

ছ'া'লাবীর গ্রন্থানুসারে (পৃ. ১০১) ফির'আওনের মিসরীয় রাজ্যসভার অন্যতম সদস্যের নামও ছিল হি'জ্'ক'ীল, কিন্তু কিসাঈ তাঁহার নাম দিয়াছেন হি'যবিল। তিনি মূলত ছিলেন সূত্রধর। হযরত মূসা ('আ)-এর মাতা তাঁহার নবজাত পুত্রকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ইঁহাকে একটি ছোট বাক্স তৈয়ার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি সম্পর্কে রাজকীয় পুলিশে সংবাদ দিতে যান। তখন তাঁহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যায় এবং তিনি বাক্শক্তি হারাইয়া ফেলেন। তিনি কিছুই প্রকাশ করিবেন না এইরূপ শপথ করিলে বাক্শক্তি ফিরিয়া পান। তখন হইতে তিনি গোপনে মূসা ('আ)-কে ভক্তি করিতেন এবং সব রকম বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন (তু. সূরাঃ ৪০ : ২৮)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ত'াবারী, ২খ, ৫৩০—৫৩৮; (২) ছ'া'লাবী, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া', কায়রো ১৩১২ হি., পৃ. ১০১, ১৪৮; (৩) আল-কিসাঈ, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া', পৃ. ২০২, (৪) Eisenberg, Moses in der arab. Legenede, 1910, p. 20.

J. Eisenberg (S.E.I.)/শইখ শরফুদ্দীন

আল-হি'জ্র (الحجر) (Hadjer, Hadscher, Hodscher, Al-Hhegr in Ritter) 'আরবের একটি শহর, তায়মার দক্ষিণস্থ ওয়াদি'ল-কু'রা হইতে একদিনের যাত্রা পথ, ইহা প্লিনি (Pliny) কর্তৃক উল্লিখিত এগরা (Egra) এবং টলেমী (Ptolemy) কর্তৃক উল্লিখিত 'এগরা' নামক প্রাচীন বাণিজ্য শহরের

সহিত অভিন্ন। বর্তমানে শহরটির চিহ্নমাত্র নাই। এখন বেদুঈনগণ মাব্‌রাকু'ন-নাকাঃ (মাবৃহ'াম) এবং ৰীক'ল-গ'নাম-এর মধ্যবর্তী সমতল উপত্যকাকে আল-হি'জ্‌র নামে অভিহিত করে। উপত্যকাটি বহু মাইল বিস্তীর্ণ, উহার ভূমি উর্বর, উহার বুকে বহু কূপ বিদ্যমান। কূপের পার্শ্বে অগণিত বেদুঈন তাঁবু খাটাইয়া পশুপালসহ বসবাস করে। আল-হি'জ্‌র হইতে মক্কা পর্যন্ত দুইটি রাস্তা গিয়াছে: ১। নাজ্‌দ সড়ক আধুনিক হ'াজ্জযাত্রীদের পথ এবং ২। মারুও সড়ক, যে রাস্তা ধরিয়া প্রাচীনকালে হ'াজ্জীগণ মক্কা গমন করিতেন। আল-হি'জ্‌রের পশ্চিমে পাঁচটি পৃথক পৃথক বালুকাময় প্রস্তরের টিলা রহিয়াছে যাহা আছ'াালিহ' নামে অভিহিত (Doughty-র Trabels গ্রন্থে সর্বদা Ethlib লিখিত), উহাদের উপর বহু সংখ্যক স্মৃতিস্তম্ভ দেখা যায়, যেগুলিতে সুন্দর ভাস্কর্য খোদিত রহিয়াছে। Ch. M. Doughty সর্বপ্রথম য়ুরোপীয় পর্যটক যিনি হি'জ্‌র ভ্রমণ করিতে গিয়া টিলাগুলির খোদাই কাজ গভীর মনোনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করত আবিষ্কার করেন যে, টিলাগুলির প্রায় সবগুলিই সমাধি (পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র)। উহাতে কুলুঙ্গি এবং মনুষ্য দেহাবশেষ রহিয়াছে। মক্কার পথে তীর্থযাত্রিগণ আছ'াালিহ' অঞ্চলে একদিন বিশ্রাম করিয়া সেখানে প্রার্থনা করেন।

কু'র্‌আান শারীফে আল-হি'জ্‌র নামক সূরাঃ-র ৮০—৮৪ আয়াতে ধর্মজ্ঞানহীন উদ্ধত গুহাবাসী এক জাতির কথা বলা হইয়াছে। তাহারা এই স্থানে বাস করিত, কু'রআানের অন্যান্য স্থলে তাহাদিগকে ছ'ামূদ (দ্র.) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাহারা পাথর কাটিয়া ঘর-বাড়ী নির্মাণ করিত। তাহাদিগকে সত্য ধর্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ স'ালিহ' ('আ) নামে তাহাদের এক আত্মীয়কে নবীরূপে তাহাদের নিকট প্রেরণ করেন। তফ্‌সীরকারদের মতে তিনি নুবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ পাহাড়ের ফাটল হইতে বাচ্চাসহ একটি উষ্ট্রী বাহির করেন। তাহারা পুতুল পূজায় লিপ্ত ছিল। উষ্ট্রীটিকে প্রাণে বাঁচাইবার জন্য স'ালিহ' ('আ)-এর বহু অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তাহারা উহাকে বধ করিয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তাহাদের জন্য এক ভূ-কম্পন সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করেন। বেলে পাথরে তৈরী হি'জ্‌রের টিলাগুলি খোদাই করা স্মারক চিহ্নসহ স'ালিহ' ('আ)-এর নামানুসারে মাদাাইন-স'ালিহ' (স'ালিহ'-এর শহর) নামে অভিহিত।

নবী (স')-এর জীবন ইতিহাসে আল-হি'জ্‌র স্থান লাভ করিয়াছে। ৯/৬৩১ সনে তাবূকের দিকে যাত্রাকালে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') স'াহ'াাবীগণসহ আল-হি'জরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। স'াহ'াাবীগণ কূপের নিকট বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া শ্রান্তি দূর করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নবী কারীম (স') আল্লাহ্‌র ক্রোধে নিপতিত এই স্থানে তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে বারণ করেন। আধুনিককালে ওয়াহ্‌হাাবী প্রধান শাহ সা'ঊদ এইখানে একটি শহর নির্মাণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত স্থানে পুনরায় নির্মাণকার্য শুরু করিবার বিরুদ্ধে 'আালিমগণ তীব্র প্রতিবাদ তুলিলে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়।

মক্কার কা'বার নিকটবর্তী হি'জ্‌রের জন্য কা'বাঃ নিবন্ধ দ্র.। কথিত আছে, মক্কার এই হি'জ্‌রে হযরত ইসমা'ঈল ('আ)-এর সমাধি বিদ্যমান।

গ্রন্থপঞ্জী: (১) ত'াবারী, ১খ, ২১৫, ২১৭, ২৪৪—২৫১, ২৭৮—৭৯, ৩৫২; (২) ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৮৯৮—৯৯; (৩) হাম্‌দাানী, জাযীরাঃ (ed. Muller), p. 131; (৪) য়াকূ'ত, মু'জাম, ২খ, ২০৮; (৫) K. Ritter, Erdkunde, ১২খ, ১৫৪—৫৭, ১৬২, ১৩খ, ২৬৫—৬৬, ৪১৮, ৪৩৬, ৪৪০—৪২; (৬) Caussin de Perceval, Essai sur l' histoire des Arabes avant l'islamisme (Paris 1847—1848), i. 24—25, 212; iii. 285; (৭) W. Muir, The Life of Mahomet (London 1858), i. 138, note, (৮) A. Sprenger, Die alte Geographie Arabiens, Index দ্র.; (৯) Jaussen and Savignac. Mission archeol. en Arabie. i. 107 প., 144; (১০) J. Euting, Tagebuch einer Reise in Inner-Arabien, ii. 215 প.; (১১) E. Renan, Documents epigraphiques recueillis dans le nord de l' Arabie par M. Charles Doughty, Paris 1884 (in a special volume of the Academie des Inscr. et Belles Lettres), (১২) Doughty, Travels in Arabia Deserta, i. 23, 81-83, 93-96, 102-123, 133-136, 180-188 এবং Index, দ্র. el-Hejr and Medain Salih.

J. Schleifer (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হিজ্‌রত (هجرة : হিজ্‌রাঃ) নবী (স')-এর মক্কা হইতে মদীনায় প্রস্থান।

হিজরী সন গণনার প্রারম্ভিক ভিত্তি

নবী (স') ও মুসলিমগণের উপর কু'রায়শদের উৎপীড়ন সীমা অতিক্রম করিয়াছিল এবং ইতিমধ্যে মদীনার জনগণের এক বড় অংশ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। ইসলাম প্রচারের সুবিধার্থে ও মুসলিমগণের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে নবী (স') আল্লাহ্‌র নির্দেশে মদীনায় প্রস্থান করিতে কৃতসংকল্প হন। 'আরবী শব্দ হিজরাঃ ভাষান্তরকালে 'পলায়ন' শব্দ দ্বারা অনুবাদ অনুচিত, কারণ হাজারা ক্রিয়া পদ দ্বারা পলায়নের ধারণা প্রকাশ পায় না। এই ক্রিয়া পদের অর্থ, "সম্পর্কচ্ছেদ করা, দল বর্জন করা, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে গমন করা।" হযরত মুহ'াম্মাদ (স')-এর মদীনায় হিজ্‌রত সম্পর্কিত ঘটনাপঞ্জীর জন্য মুহ'াম্মাদ (স') ও আল-মুহাাজিরূন প্রবন্ধদ্বয় দ্র.।

প্রামাণিক গ্রন্থকর্তাগণ হিজ্‌রতের সঠিক তারিখ সম্পর্কে একমত নহেন। সর্বাপেক্ষা প্রচলিত বিবরণী অনুযায়ী ৮ রাবী'উ'ল-আওওয়াল (২০ সেপ্টেম্বর, ৬২২) হিজ্‌রত সংঘটিত হয়। ঐ তারিখ মক্কা পরিত্যাগের দিন নহে, মদীনা পৌঁছার দিন। অপরাপর উক্তিতে পাওয়া যায়, ঐ তারিখ ২ বা ১২ রাবী'উ'ল-আওওয়াল। আল-বীরূনী বলেন, য়াহূদীগণ যেদিন 'আাশূরাা' উৎসব উদ্‌যাপন করিতেছিল (পাপ মোচনের প্রায়শ্চিত্তের দিন) ঠিক সেই দিন মুসলমানগণ মদীনায় উপস্থিত হন (দ্র. তা'রীখ)।

৮ তারিখ বহুজন স্বীকৃত, কারণ ঐ দিন সোমবার ছিল। একটি হ'াদীছে' আছে, নবী (স')-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল তিনি কি কারণে সোমবারটি বিশেষভাবে পালন করেন। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন: "ঐদিন আমি জন্মগ্রহণ করি, ঐ দিন আমি নুবুওয়াত লাভ করি, ঐ দিন আমি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া মদীনাভিমুখে যাত্রা করি।"

হিজ্‌রত মুসলমানদের দিনপঞ্জী গণনার প্রারম্ভ হিসাবে নির্ধারিত হয় খলীফা হযরত 'উমার (রা)-এর সময় হইতে। যে সকল জনশ্রুতি দ্বারা উহার নবী (স')-এর সময় হইতে নিরূপণ সমর্থিত, সেইগুলি ভিত্তিহীন বলিয়া পরিগণিত হয়। অপর একটি কিংবদন্তীতে পাওয়া যায়, হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর যামানায় শাসনকর্তা য়া'লা ইবন উমায়্যাঃ এই তারিখ প্রবর্তন করেন, কিন্তু 'উমার (রা) উহা প্রবর্তন করিয়াছেন বলিয়া মতটি বহুল প্রচলিত।

বিভিন্নভাবে কথিত আছে যে, অর্থ-ব্যবস্থা পরিচালনা সুসংহত করত নথিপত্র প্রস্তুত ও কর ধার্য করিবার পর কর আদায়ের তারিখ নির্দিষ্ট করা সম্পর্কে হযরত 'উমার (রা) বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হন। উপরন্তু দলীল-পত্রে তারিখ উল্লেখ না থাকায় নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আল-বীরূনী কর্তৃক উদ্ধৃত একটি বিবরণীতে আছে, আবূ মূসা আল-আশ্‌'আরী (রা) হযরত 'উমার (রা)-এর নিকট লিখিত এক পত্রে বলেন, "আপনি আমাদের নিকট চিঠি-পত্র পাঠাইতেছেন কিন্তু ইহাতে কোন তারিখের উল্লেখ নাই।" খলীফা বিষয়টি কর্মচারিগণের সহিত আলোচনা করেন এবং গ্রীস ও পারস্যে প্রচলিত পদ্ধতি পরীক্ষান্তে কাল গণনায় দিনপঞ্জী প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে, নবী (স')-এর জন্মদিন হইতে ঐ তারিখ গণনা করা হউক, কিন্তু ঐ তারিখ নিশ্চিত নহে। কথিত আছে, তখন হযরত 'আলী (রা) প্রস্তাব করেন যে, হিজ্‌রতকে দিনপঞ্জীর প্রারম্ভ তারিখরূপে গ্রহণ করা হউক, কারণ বস্তুতপক্ষে ঐ দিন হইতে হযরত মুহ'াম্মাদ (স') শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিতে শুরু করেন এবং সেইজন্য দিনটি চিরস্মরণীয়। হিজ্‌রতের ১৭ বা ১৮ এবং কেহ কেহ বলেন ১৬ বৎসর পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় কিন্তু সাধারণ স্বীকৃত মতে ১৭ বৎসর পরে। এই অব্দ নির্ধারণের পূর্বে মুসলমানগণ বিশেষ বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বৎসরগুলির নামকরণ করিতেন। যথাঃ 'অনুমতির বৎসর', 'ভূমিকম্পের বৎসর', 'বিদায়ের বৎসর' প্রভৃতি (তু. আল-বীরূনী, Chronology, পৃ. ৩৫)। হযরত মুহ'াম্মাদ (স') যখন ইসলাম প্রচার করিতে শুরু করেন, 'আরববাসিগণ তখন 'হস্তীর বৎসর' হইতে কাল গণনা করিতেছিল। ইহা আব্‌রাহাঃ (দ্র.) কর্তৃক মক্কা আক্রমণের বৎসর।

হিজ্‌রতের বৎসরটি তৎপর হিজ্‌রী অব্দের প্রথম বৎসর নির্ধারিত হইল। মাসগুলি যেমন প্রচলিত ছিল তেমনই রহিল এবং মুহ'ার্‌রামকে বৎসরের প্রথম মাস হিসাবে ধরা হইল। সুতরাং হিজ্‌রী সনের শুরু ধরা হইল ঠিক হিজ্‌রতের দিন হইতে নয়, তৎপরিবর্তে এই বৎসরের ১ মুহ'ার্‌রাম হইতে। প্রথম দিনটি ছিল জুমু'আঃ বার মুতাবিক ১৬ জুলাই ৯৩৩ সেলুকেসীয় (Seleucid) বৎসর এবং জুলিয়ান দিনপঞ্জীর ৬২২তম অব্দ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) L. Lacoine, Table de concordance des dates des calendriers, Paris 1891; (২) Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, Berlin 1826; (৩) Ulysse Bouchet, Hemerologie, Paris 1868; (৪) Ginzel, Handbuch der math. und techn. Wissenschaften, Leipzig 1906, i. 258 প.; (৫) E. Mahler, Vergleichungstabellen der Muhammedanischen und christlichen Zeitrechnung, Leipzig 2nd. ed. 1926.

B. Carra de Vaux (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হি'জাব (حجاب) যে যবনিকা বা প্রাচীর দুইটি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করে। কু'রআান শারীফে উহার অর্থ 'পর্দা, অবগুণ্ঠন'। যথাঃ কোন মহিলার সহিত বাক্যালাপ করিতে হইলে পর্দার অন্তরাল হইতে উহা করা উচিত (সূরাঃ ৩৩ : ৫৩); জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে রহিয়াছে হি'জাব (৭ : ৪৬), এখানে শব্দটি আল-আ'রাফ শব্দের সমার্থক বলিয়া মনে হয় এবং এই কারণে প্রথমত ইহার অর্থ করা হইত 'প্রাচীর' শব্দ দ্বারা (ত'াবারী, তাফ্‌সীর, ৮খ, ১২৬; বায়দ'াবী, ২খ, ৩২৬) কু'রআানের ৫৭ : ১৩ আয়াতের বরাতে। অবিশ্বাসিগণ নবী (স')-কে বলিয়াছিল : তোমার এবং আমাদের মধ্যে হি'জাব রহিয়াছে (৪১ : ৫)। ওয়াহ্'য়ি (দ্র.) ব্যতীত অথবা পর্দার অন্তরাল হইতে ব্যতীত মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র কথা শ্রবণ করা সম্ভব নহে (৪২ : ৫১); হযরত মূসা ('আ)-এর সহিত ঐরূপ ঘটিয়াছিল (আস্‌বাত', সুদ্দীর অভিমতে; ত'াবারী, তাফ্‌সীর, ২৫খ, ২৫)। সূ'ফীদের মতানুযায়ী হি'জাব শব্দের অর্থ 'যাহা কিছু পরম লক্ষ্যকে আড়াল করিয়া রাখে'। এই উক্তির তাৎপর্য হইতেছে দৃশ্যমান জগৎ মানব হৃদয়ে যে ছাপ সৃষ্টি করে তাহা মানব হৃদয়কে সত্যের অনুধাবনে বাধা দেয় (জুর্‌জানী, তা'রীফাত, পৃ. ৮৬; 'আবদু'র-রায্‌যাক' আল-কা'শানী, Technical Terms, ed. Sprenger, পৃ. ৩৫, নং ১১৬)। প্রবৃত্তির তাড়না (নাফ্‌স) এইরূপ তিমিরাবরণের প্রধান কারণ। প্রতিটি অঙ্গ একটি বিশেষ কামনার অধিকারী এবং উহাই অন্তরে বিশেষ পর্দা সৃষ্টি করিয়া থাকে। পদার্থ, অস্থায়ী গুণ, উপাদান, দেহ আকৃতি এবং গুণরাজি বিভিন্ন প্রকার পর্দা; এই সকল পর্দাই আধ্যাত্মিক গুপ্ত রহস্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। দরবেশ (ওয়ালী) ব্যতীত অন্য মানুষের নিকট উচ্চতর সত্য লুক্কায়িত। হি'জাবের বিপরীত শব্দ কাশ্‌ফ (উন্মোচন); উল্লিখিত হি'জাবের অধীন আধ্যাত্মিক অবস্থার নাম ক'াব্‌দ' (সংকোচন) এবং অপর (কাশ্‌ফ) অবস্থার নাম বাস্‌ত' (সম্প্রসারণ)। প্রথমোক্ত অবস্থায় সংঘটিত বিরোধী প্রতিবন্ধকের (আচ্ছন্নকরণ) কারণে মরমী প্রেম (ওয়াজ্‌দ) উদ্বুদ্ধ হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে (প্রকাশ) ধ্যান মাধ্যমে পরিতুষ্টি লাভ ঘটে। গূঢ় রহস্যবাদীদের (Gnostics) পরিভাষা হইতে এই সকল পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে (Pistis Sophia in E. de Faye, Gnostiques et gnosticisme, 1913, p. 269)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) 'আলী ইব্‌ন 'উছ'মান আল-জুল্লাবী আল-হুজ্‌ব'ীরী, কাশ্‌ফু'ল-মাহ্'জূব; (২) Hirschfeld, New Researches into the Exegesis of The Qoran, p. 43.

Cl. Huart (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হি'য্‌ব (حزب) ইথিওপীয় অথবা দক্ষিণ 'আরবী শব্দ, উহার অর্থ সম্প্রদায় বা গোত্র, কু'রআান শরীফেও ধর্মীয় দল বা সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত (Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an, 108)। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই শব্দটি "একটি অংশ, একটি বিভাগ" অর্থ পরিগ্রহ করে এবং বি'র্‌দ (অর্থাৎ কু'রআানের একটি বিশেষ অংশ অথবা যে কোন দু'আ' যাহা আবৃত্তি করা হয়) অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন মুসলিম দেশে এইরূপ রীতি (যেমন মিসরে, তু. Lane, Modern Egyptians, chapter xxvii) অনুযায়ী কু'রআান শারীফ ষাটটি আহ্'যাব (হি'য্‌ব-এর ব. ব.)-এ বিভক্ত। পাশাপাশি অপর এক বিভাগ অনুযায়ী কু'রআান শারীফ ত্রিশ বা জুয্‌' বা পারায় বিভক্ত। বোধ হয় সর্বত্র একইরূপ

List>

বিভাগ ছিল না, এখনও নাই। আল-শা'মালী তাঁহার ইহ'য়া' পুস্তকে (প্রথম চতুর্থাংশ, অষ্টম অধ্যায়, বাব ২) ত্রিশ জুয' (পারা) সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি হি'য্ব্ শব্দটি কিছুটা অনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করেন। দরবেশ ভ্রাতৃসংঘের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল সমাজে শব্দটি বিশেষ অর্থ পরিগ্রহ করে। মিসরে প্রতিটি ভ্রাতৃ-সংঘকে হি'য্ব বলে (Lane, পৃ. দ্র., xviii); হি'য্ব দ্বারা সংঘের অনুষ্ঠান কর্মও বুঝা যায়, উহা শুক্রবারে স'লাতের পর যাবি'য়াঃ অথবা তাক'ইয়াঃ-তে নিয়মিত আবৃত্তি করা হইত, উহাতে কু'রআান শারীফের দীর্ঘ অংশ এবং অন্যান্য দু'আা' থাকিত (দ্র. যি'ক্র)। এখান হইতেই শুরু হইল শব্দটির সংকুচিত অর্থে প্রয়োগ অর্থাৎ দু'আা' অর্থে প্রয়োগ। এই ধরনের দু'আা' খ্যাতনামা দরবেশগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত এবং উহা নিয়মিতভাবে অথবা বিশেষ পর্বো-পলক্ষে আবৃত্তি করা হয়। Brokelmann (GAL, index, দ্র. hizb) এবং হ'াজ্জী খালীফাঃ (২খ, ৫৬-৬০) কর্তৃক রচিত পুস্তক তালিকার নামগুলি বিবেচনা করিলে উপলব্ধি করা যায় যে, শব্দটি দু'আা' অর্থে হি. ষষ্ঠ শতকের পূর্বে প্রয়োগ করা হয় নাই। এই সমস্ত দু'আা'র মধ্যে আশ-শাযি'লী (মৃ. ৬৫৬/১২৫৮; দ্র. শাযি'লিয়্যাঃ)-এর হি'য্বু'ল-বাহ্'র, উহার অপর নাম আল-হি'যবু'স-স'াগী'র সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ভ্রমণকারিগণ, বিশেষভাবে সমুদ্র ভ্রমণ-কারিগণ, এই দু'আা'র প্রতি খুব অনুরক্ত; উহার পূর্ণ পাঠ ইব্ন বাত্তু'তা'র গ্রন্থে আছে (১খ, ৪০ প.; তু. ZDMG, vii, 25)।

D. B. Macdonald (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হুকুম (حكم : হু'কুম) ব. ব. আহ্'কাম, মূলত উহার ধাতু ح-ك-م; সুতরাং উহা হি'কমাঃ শব্দের অনুরূপ। উহার অর্থ সংযত করা, দমন করা ইত্যাদি। প্রাচীন ভাষায় হি'কমাঃ হইল হু'কুম, কিন্তু হু'কুম শব্দটি নিম্নোক্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়:

১। রা'য় বা আইনসম্মত সিদ্ধান্ত (কু'রআান ২১ : ৭৮), বিশেষত আল্লাহ্‌র বিচারের রা'য় (১৩ : ৪১) বুঝায়; ২। যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত যাহা পূর্ণ বাক্যে প্রকাশ করা হয় (ইসনাদু আমরিন্ ইলা'ল-আখার, তু. Lanes' Lexicon এবং বায়জুরীর হ'াশিয়াঃ, সং কায়রো ১৩২৬ হি., ২খ, ৯৩); ৩। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ, শাসন অথবা রাজ্য পরিচালনা (অনুরূপভাবে হু'কূমাঃ); ৪। অধ্যাদেশ বা নির্দেশ, ক'াদা' শব্দের সমার্থক (কু'রআান ১৮ : ২৬); ৫। ব্যাকরণের নিয়ম বা সূত্র, তৎপর সাধারণ নিয়ম (আরো দ্র. Dozy, Supplement)। ধর্মীয় বিধানের পাঁচটি আহ্'কাম সম্পর্কে তু. শারী'আঃ প্রবন্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) Lees Dictionary of Technical Terms, Pt. i., p. 372 প; (২) Juynboll, Handbuch des isl. Gesetzes, p. 54, 59; (৩) L. Gauthier, La racine arabe h-k-m, et ses derives (Homenaje a D. Francisco Codera, Saragossa 1904, p. 435—454)।

T. H. Weir (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হুবাল (هبل) একটি মূর্তির নাম। কা'বাঃ গৃহে উহার পূজা হইত। শুধু একটি নাবাতী শিলালিপি হইতে উহার সম্বন্ধে জানা যায় (Corp. Inscr. Semit., ii., no 189-Jaussen and Savignac, Mission Archeol. en Arabie, i. 169, 170)। সেখানে দুশারা এবং মানুতু-এর সঙ্গে উহার উল্লেখ আছে। যে কিংবদন্তীতে আছে যে, 'আম্র ইব্ন লুহ'ায়্যি এই মূর্তিটি মুআব বা মেসোপটেমিয়া হইতে সঙ্গে করিয়া আনে তাহা সম্ভবত সত্য; কারণ উহা দ্বারা হুবালের বিদেশী অর্থাৎ আরামী (Aramaic) মূল সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে এই কিংবদন্তীটির মূল বিষয়বস্তু কাল্পনিক। 'আরবী ভাষার সহায়তায় নামটির ব্যাখ্যা দান সম্ভব নহে, কারণ য়াকূ'ত এবং অন্যরা এই শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা গৃহীত হয় নাই। অপরপক্ষে Pocock-এর অনুমান যে, উহা হিব্রু হ'াবাআল শব্দ হইতে উদ্ভূত এবং যদিও DOZY উহা সমর্থন করেন, তথাপি উহা সুপ্রতিষ্ঠিত মত নহে। অপর এক কিংবদন্তী অনুসারে হুবাল বানু কিনানাঃ-র আরাধ্য প্রতিমূর্তি। কু'রায়শগণও উহার পূজা করিত। খুযায়মাঃ ইব্ন মুদ্রিকাঃ উহা কা'বাগৃহে স্থাপন করেন। সেই কারণে উহাকে হুবাল খুযায়মাঃ বলা হইত। আরও বলা হইয়াছে, মূর্তিটি লাল বর্ণের মূল্যবান বস্তুর ('আক'ীক') দ্বারা মানুষের আকৃতিতে গঠিত; উহার দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া গেলে কু'রায়শগণ উহার পরিবর্তে একটি স্বর্ণের হস্ত লাগাইয়া দেয়; তীর যোগে ভবিষ্যত নির্ধারণের জন্য এই দেবতার পরামর্শ গ্রহণ করার রীতি ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'আব্দু'ল-মুত্ত'ালিব তাঁহার পুত্র 'আবদুল্লাহ্‌র সম্পর্কে এরূপ করিয়াছিলেন। আমরা উক্ত মূর্তি সম্পর্কিত ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হইতে পারি নাই। প্রচলিত আখ্যানগুলি এই দেবতার প্রকৃত প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় না। মক্কা বিজয়ের পর মূর্তিটি কা'বাঃ হইতে বিদূরিত করিয়া বিনষ্ট করা হইয়াছিল।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্ন হিশাম, ১খ, ৫০ প.; (২) Wustenfeld, Die Chroniken der Stadt Mekka, i. 58, 73, 107, 133; (৩) য়াকূ'ত, মু'জাম, ৪খ, ৯৪৯ প., (৪) য়া'কূ'বী, ১খ, ২৯৫; (৫) ত'াবারী, ১খ, ১০৭৫ প.; (৬) Pocock, Spec. Hist. Arab., ed. White, p. 98; (৭) Krehl, Uber die Religion der vorisl. Araber, p. 90; (৮) Osiander, in ZDMG, vii. 493; (৯) Caussin de Perceval, Essai sur l'hist. des Arabes avant l'islamisme, i. 215 প.; (১০) Wellhausen., Reste arab. Heidentums[2], p. 75, 221.

Anomymous (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হু'লূল (حلول) দর্শনশাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ, হ'াল্লা (حل) হইতে উহার উদ্ভব; ইহার অর্থ শিথিলকরণ, বিকশিত বা উন্মুক্তকরণ, অবরোহণ, কোন স্থানে বসতি স্থাপন (মাহ'াল্লাঃ), শরীর ও উহার অবস্থান স্থলের মধ্যে সম্পর্ক, দর্শনশাস্ত্রে সত্তা (জাওহার) ও গুণের ('আরাদ') সম্পর্ক। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত অর্থেও ব্যবহার করা হয়:

১। শরীর ও আত্মার মিলন; হু'লূলু'র-রূহ' ফি'ল-বাদান; ২। আল্লাহ্‌র সহিত মানবাত্মার মিলন; হু'লূলু'ল-'আক'লি'ল-ফা'আাল ফি'ল-ইনসান (ফারাবী, আরাা' আহ্লি'ল-মাদীনাঃ আল-ফাদি'লাঃ, সং. কায়রো ১৯০৬ খৃ., পৃ. ৮৬), হু'লূলু'ল-লাহূত ফি'ন-নাসূত (তু. আল-হ'াল্লাজ)। পরমানুবাদ অনুসারিগণ আল-আশ্'আারীসহ প্রথম প্রকার হু'লূল স্বীকার করেন। কারণ তাঁহারা বলেন যে, রূহে'র মধ্যে একটি সূক্ষ্মদেহ আছে, এমন কি ফিরিশতা ও জিন্নেরও ঐরূপ দেহ আছে; কিন্তু তাঁহারা দ্বিতীয় প্রকার হু'লূল অস্বীকার করেন। কারণ উহাতে ইলাহী সত্তার বিভাগ (তাজায্যু')

এবং দেহান্তর (তানাসুখ) নিহিত রহিয়াছে। এই হেতু সুন্নী ও শী'আঃগণ নিম্নলিখিত ফিরক'গুলিকে হ্'লূলিয়্যাঃ বলিয়া সমাজচ্যুত করেন ; (ক) চরমপন্থী শী'আঃ (গু'লাত) ঃ সাবা'ইয়্যাঃ, বায়া-নিয়্যাঃ, জানাহি'য়্যাঃ, খাত্ত'াবিয়্যাঃ, নামীরিয়্যাঃ (নুস'ায়রিয়্যাঃ), মুক'ান্না'ইয়্যাঃ, রিযামিয়্যাঃ, বাত্তি'নিয়্যাঃ, 'আযাক্বি'রাঃ এবং দুরূযগণ ; (খ) সুন্নী সূ'ফীদের মধ্যে হ্'লমানিয়্যাঃ, ফারিসিয়্যাঃ (তু. আল-হ'াল্লাজ), শাব্বাসিয়্যাঃ ; (গ) অদ্বৈতবাদী ঃ ইত্তিহ'াদিয়্যাঃ (ইব্ন তায়মিয়্যাঃ তাহাদের 'ওয়াহ্'দাতু'ল-উজূদ' মতবাদকে বলেন, 'হ্'লূল মুত'লাক'', তু. তাজাস্সুদু'ল-আ'মাল, ফারগানী-র মতে, মুনতাহা'ল-মাদারিক (সং. কায়রো ১২৯৩ হি, ২খ, ৮৪—৮৬ ; তু. ইবনু'ল-'আরাবী)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আস্-সুলামী, গ'লাত'াতু'স'-সূ'ফিয়্যাঃ, কায়রো পাণ্ডু., ফিহ্রিস্ত, ৭খ, নং ১৭৮ প., ৭৭-৭৯ ; (২) আল্-হুজ্ব'ীরী, কাশ্ফু'ল-মাহ্'জুব, trans. Nicholson, p. 260—4 ; (৩) গ'াযালী, আল-মাক্'স'াদু'ল-আসনা, কায়রো ১৩২৪ হি, পৃ. ৭৬ ; (৪) ইবনু'দ-দা'ঈ, তাব্সি'রাঃ, লিথো, তেহরান, পৃ. ৪০৬, ৪১৯ ; (৫) ইব্ন তায়মিয়্যাঃ, কাওয়াকিব, পাণ্ডু. দামিশ্ক' ২৬ (উহার কিছু উদ্ধৃতি আলূসী, জালা' গ্রন্থের ৫৪-৬১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত) ; (৬) আল-হায়ছ'ামী, ফাতাওয়া হ'াদীছি'য়্যাঃ, পৃ. ২৩৮—৯ ; (৭) ক'াদ'ী 'ইয়াদ', আশ-শিফা', ৪খ, ৩, হ'াশিয়াঃ ৫, আদ-দালাজী ও আল্-খাফাজীর শারহ্'সহ ; (৮) থানাব'ী, কাশ্শাফ ইস'তি'লাহ'াতি'ল-ফুনূন, ed. Sprenger, পৃ. ৩৪৯—৩৫২ ; (৯) Friedlander, in JAOS, xxviii, 34, 36, 65-72 ; xxix, 13, 52, 90, 96.

L. Massignon (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

আল-হ্'সায়ন (الحسين) (রা) হযরত 'আলী (রা) ও হযরত ফাতি'মাঃ (রা)-এর দ্বিতীয় পুত্র। হি. চার কিংবা পাঁচ সালে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ'াসান (দ্র.)-সহ এই দুই ভ্রাতা একত্রে আল্-হ'াসানান (দুই হ'াসান) বলিয়া প্রসিদ্ধ। হ'াদীছে' আছে, মাতামহ হযরত মুহ'াম্মাদ (স') বালক হ'সায়নকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। হযরত 'আলী (রা)-এর দুর্যোগময় খিলা-ফাতের সময় হ'সায়ন (রা) কোন ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নাই। হযরত 'আলী (রা)-এর মৃত্যুর পর তিনি তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মদীনায় নির্জন জীবন যাপন করেন। মু'আবি'য়াঃ-এর রাজত্ব-কালে হ'াসান (রা)-এর মৃত্যুর পর হযরত 'আলীর অনুগতদের নেতৃত্ব পদ গ্রহণের জন্য তদীয় 'ইরাকী সমর্থকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ গ্রাহ্য না করিয়া তিনি (হ'সায়ন) উমায়াদের প্রতি হ'াসান অপেক্ষা অধিকতর সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সম্মানজনক মনোভাব প্রদর্শন করেন। য়াযীদের সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁহার মতের পরিবর্তন ঘটে। তাঁহাদের সমর্থক 'ইরাকীগণ পুনরায় আবেদন করিলে তিনি উহাতে সাড়া দেন, কিন্তু কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে তদীয় জ্ঞাতি-ভ্রাতা মুস্লিম ইব্ন 'আক'ীলের সাহায্যে পরিস্থিতি যাচাই করিবার সংকল্প করেন। মুসলিম 'ইরাকে উপস্থিত হইলে হাজার হাজার শী'আঃ তাঁহার সমক্ষে সমবেত হইয়া হ'সায়নের প্রতি আনুগত্যের শপথ করে। মুস্লিম 'আলী-তনয়কে সেখানে গমনপূর্বক আন্দোলনের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখেন। ইতিমধ্যে 'ইরাকে নবনিযুক্ত শাসনকর্তা 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন যিয়াদ মুস্লিমকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন। য়াযীদের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া হ'সায়ন মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এইবার মুসলিমের উপদেশক্রমে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া কূফার পথে বাহির হইলেন। কূফা শহর হইতে কয়েক মন্যিল দূরে থাকিতেই তিনি তদীয় দূতের শোকাবহ মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। 'উবায়দুল্লাহ হি'জায হইতে 'ইরাক পর্যন্ত রাস্তার সর্বত্র ফাঁড়ি স্থাপন করেন এবং অশ্বারোহী সেনাবাহিনীকে প্রহরায় নিযুক্ত করেন। হ'সায়নের দুর্বল আত্মীয়, সহচর এবং কতিপয় অনুরক্ত অনুগামী প্রহরারত সেনাবাহিনীর একটি দলের মুকাবিলায় আসিয়া পড়ে। তাঁহারা মাঝ পথে যাত্রা বন্ধ করিতে অস্বীকার করিলে 'উবায়-দুল্লাহ্র বাহিনী তাঁহাদের সহিত কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়। এইভাবে তাহারা 'কারবালা' প্রান্তরে আসিয়া পৌঁছেন। ভাগ্যের বিধানে এই কারবালা' দশ দিন পরেই হ'সায়নের মৃত্যুশয্যায় পরিণত হয়। 'উবায়-দুল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর আবেষ্টনীতে তিনি পরিবেষ্টিত হন। উমায়্যাঃ শাসনকর্তা তাঁহাকে আত্মসমর্পণে রাযী করিতে অথবা বাধ্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সুতরাং ফুরাত নদীর পানির নিকট যাইবার সকল পথ রুদ্ধ করিয়া তিনি হ'সায়নকে তৃষ্ণায় কষ্ট দিতে চাহিলেন। হ'সায়ন (রা) আশা করিয়াছিলেন যে, কূফার যে সকল সৈন্য গোপনে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে তাহারা তাঁহার পক্ষ সমর্থনে আগাইয়া আসিবে। ১০ মুহ'াররাম, ৬১/১০ অক্টোবর, ৬৮০-এর সকাল বেলা 'উমার ইব্ন সা'দ (ইব্ন আবী ওয়াক্ক'াস') কারবালা' প্রান্তরে সমবেত চারি হাযার উমায়্যাঃ সৈন্যের সেনাপতি। হ'সায়নকে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে আহ্বান জানান হইল। হ'সায়ন (রা) ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না, ফলে সংঘর্ষ বাঁধিল। তাঁহার দলীয় লোকজন আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হ'সায়ন (রা) গুরুতররূপে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন, তাঁহার মস্তক ছেদন করা হইল। "এই অবস্থা অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। একটি উট যবেহ করিতে যতটুকু সময় লাগে কিংবা স্বল্প দিবা-নিদ্রা যতটুকু স্থায়ী হয় মাত্র ততক্ষণ ধরিয়া ইহা চলিয়াছিল," এইরূপ মৌখিক বিবরণ য়াযীদের নিকট দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। য়াযীদ এইরূপ শোচনীয় পরিণতির জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করেন, এমনটি তিনি আশা করেন নাই, তজ্জন্য কোন নির্দেশও দেন নাই ; তাঁহার আদেশ ছিল হ'সায়নকে সশরীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে এবং তৎকৃত বিপজ্জনক আন্দোলন স্তব্ধ করিয়া দিতে। 'আলী (রা)-র বংশধরদের যাঁহারা কারবালা বিপর্যয়ের পর জীবিত ছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত তিনি সম্মানজনক ব্যবহার করেন, মুক্ত হস্তে তাঁহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করেন এবং একজন রক্ষকসহ তাঁহাদিগকে সসম্মানে মদীনায় পৌঁছাইয়া দেন। অতঃপর হ'সায়ন (রা)-এর বংশধরগণ সেখানে অনেকটা নিভৃতে বসবাস করিতে থাকেন।

শী'আঃ মতবাদে হ'সায়ন (রা)-এর শাহাদাতের তাৎপর্য বুঝিবার নিমিত্ত মুহ'াররাম প্রবন্ধ দ্র.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ ; (২) H. Lammens, Etudes sur le regne de Mo'awia Ierp. 132—183 ; (৩) বিশেষ করিয়া ঐ., Le Califat de Yazid Ier, p. 138—182 ; (৪) Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, p. 89, 91—92 ; (৫) Snouck Hurgronje, Mekka, i. 32 ; (৬) D. M. Donaldson, The Shi'ite Religion, London 1933, p. 79 প.।

H. Lammens (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হ্'সায়ন আহ্'মাদ (حسين احمد), শায়খু'ল-ইসলাম সায়্যিদ হ'সায়ন আহ্'মাদ আল-মাদানী ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম

শ্রেষ্ঠ মুহ'াদ্দিছ' ও ওয়ালী, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা, শাহ ওয়ালিয়ুল্লাহ (র.), সায়্যিদ আহ্'মাদ বেরলাব'ী (র.), শাহ ইসমা'ঈল শহীদ (র.) ও শায়খু'ল-হিন্দ মাহ'মূদ হ'াসান (রা) (র.)-এর রাজনৈতিক চিন্তাধারার ধারক ও বাহক।

তিনি শাওওয়াল, ১২৯৬/১৮৭৯ সালে যুক্ত প্রদেশের আনাউ জিলার অন্তর্গত বাঙ্গার মাউ-এর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মারহ'ম সায়্যিদ হ'াবীবুল্লাহ তথাকার একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার ঊনিশতম পূর্বপুরুষ ভারতে আগমন করেন। তিনি হু'সায়নী সায়্যিদ ছিলেন। তাঁহার তারীখী নাম (যে নাম দ্বারা আবজাদী সংখ্যানুসারে জন্মতারিখ বাহির করা হয়) ছিল চিরাগ'-ই-মুহ'াম্মাদ।

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর ১৩০৯/১৮৯১ সালে উচ্চ শিক্ষা-লাভের উদ্দেশ্যে তিনি এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র দারু'ল-'উলূম দেওবন্দ (র.)-এ অধ্যয়ন শুরু করেন এবং তথা হইতে ১৩১৬/১৮৯৮ সালে অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত হ'াদীছ'শাস্ত্রের উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। একই সালে তাঁহার শ্রদ্ধেয় পিতা যখন সপরিবারে হি'জায-এ হিজরত করেন তখন তাঁহার মুর্শিদ ইমাম-ই-রাব্বানী রাশীদ আহ্'মাদ গাংগূহী (র)-এর নির্দেশক্রমে তিনি মক্কায় হ'াজ্জী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির-ই-মাক্কী (র)-এর সান্নিধ্যে কয়েক মাস অবস্থান করত মদীনায় চলিয়া যান।

তখনকার যুগে মাস্জিদ-ই-নাবাব'ী-তে তথাকার বিশিষ্ট 'আলিম-গণ কু'রআন, হ'াদীছ' ও ফিক্'হ-এর উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা দিতেন। তিনিও মাসজিদ-ই-নাবাব'ী-তে একাধারে আঠার বৎসর (১৩১৬—১৩৩৫/১৮৯৯—১৯১৬) সি'হ'াহ' সিত্তাঃ, তাফসীর ও ফিক্'হ শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদির দার্স দান করেন এবং 'শায়খু'ল-হ'ারাম' উপাধিতে আখ্যায়িত হন। মদীনায় অবস্থানকালে তিনি সেখানকার খ্যাতনামা সাহিত্যবিশারদ 'শায়খু'ল-আফিন্দী'র নিকট উচ্চ পর্যায়ের 'আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৩৩৮/১৯১৯ সালে তিনি মাতৃভূমি ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং জামি'আঃ ইসলামিয়্যাঃ আমরূহা ও মাওলানা আবু'ল-কালাম আযাদ (র.)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরি-চালিত দারু'ল-'উলূম কলিকাতায় কিছুকাল স'াদ্রু'ল-মুদাররিসীন-এর দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৩৯/১৯২০ সালে তিনি সিলেট শহরে (শাহ জালাল [র]-এর মাযার-এর অর্ধ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে) অবস্থিত জামি'আঃ ইসলামিয়ায় হ'াদীছ' বিভাগের প্রধান (শায়খু'ল-হ'াদীছ') হিসাবে প্রায় ছয় বৎসর (১৩৩৯—১৩৪৫/১৯২০—১৯২৬) অধ্যাপনা করেন। ১৩৪৫—১৩৭৭/১৯২৫—১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি দারু'ল-'উলূম দেওবন্দ-এ স'াদ্রু'ল-মুদার্রিসীন ও শায়খু'ল-হ'াদীছ'-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন দারু'ল-'উলূম দেওবন্দ-এর স'াদ্রু'ল-মুদার্রিসীনের পরম্পরায় পঞ্চম। কেবলমাত্র দারু'ল-'উলূম দেওবন্দ-এ তাঁহার নিকট ৪৪৮৩ জন ছাত্র স'াহ'ীহ' বুখারী ও জামি' তিরমিয'ী অধ্যয়ন করেন (মুহ'াম্মাদ ত'ায়্যিব, তারীখ-ই-দারু'ল-'উলূম দেওবান্দ, পৃ. ৬৬)। পাক-ভারত-বাংলাদেশে যে সকল প্রবীণ 'আলিম 'ইল্ম-ই-হ'াদীছ'-এর শিক্ষা দানে নিয়োজিত আছেন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার প্রত্যক্ষ শাগরিদ।

যুগশ্রেষ্ঠ ওয়ালী ও মুহ'াদ্দিছ' হওয়ার সংগে সংগে তিনি ছিলেন একজন প্রভাবান ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁহার দান ছিল অপরিসীম। মদীনায় অবস্থানকালে শায়খু'ল-হিন্দ মাহ'মূদ হ'াসান (র.)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত বৃটিশ-বিরোধী প্রসিদ্ধ 'রেশমী রুমাল' আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সহযোগী। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা ছিল তাঁহার প্রধান দায়িত্ব। ঘটনাচক্রে উক্ত আন্দোলন ফাঁস হইয়া যাওয়ায় বৃটিশ সরকার যখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মক্কার শারীফ হু'সায়ন-এর সহযোগিতায় ১৩৩৫/১৯১৬—১৭ সালে শায়খু'ল-হিন্দকে মাল্টা দ্বীপে নির্বাসন দণ্ড প্রদান করে তখন তিনিও শায়খু'ল-হিন্দ-এর সহিত নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেন। ১৩৩৮/১৯১৯—২০ সালে মুক্তি লাভের পর স্বীয় উস্তাদ শায়খু'ল-হিন্দ-এর সহিত তিনিও ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীক হন। শায়খু'ল-হিন্দ (র)-এর ইনতিকালের পর তিনি জাম'ইয়্যাত-ই-'উলামা'-ই-হিন্দ-এর সভাপতি নির্বাচিত হন। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি অন্যান্য নেতার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রসিদ্ধ 'করাচীর মামলা' তাঁহার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯২১ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত খিলাফাত কনফারেন্স-এ বৃটিশ সরকারের সহিত মুসলমান-দের সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক সহযোগিতা হ'ারাম বলিয়া ফাত্ওয়া দেওয়া হয়। ফলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেফতার করত উক্ত মামলা দায়ের করা হয়। মামলা চলাকালে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া তিনি যে অবিস্মরণীয় বক্তব্য আদালতে পেশ করিয়াছিলেন, তাহা একটি প্রামাণ্য দলীল হিসাবে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

দেশ বিভাগের পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ভারতের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় বিধ্বস্ত মুসলমানদের আশ্রয় প্রদানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যান।

অধ্যাপনার সংগে সংগে তিনি তাস'াওউফ শিক্ষা দানে ব্রতী হন এবং আদর্শ ও খাঁটি ইসলামী সমাজ গঠন ও শিক্ষা সম্প্রসারণ করার মহান কাজে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি বাংলাদেশ ও পাক-ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। পাক-ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় তাঁহার হাজার হাজার মুরীদ ও ১৬৭ জন খলীফা রহিয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (স')-এর সুন্নাতের অনুসরণ করিতেন।

তিনি ১৩ জুমাদা'ল-উলা, ১৩৭৭/১৯৫৭ সালে দেওবন্দ-এ ইনতিকাল করেন। দারু'ল-'উলূম দেওবন্দ-এর পার্শ্বে মাক'বারা-ই-ক'াসিমী-তে তিনি সমাহিত হন। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র ও চার কন্যা রাখিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সায়্যিদ আস'আদ আল-মাদানী নিখিল ভারত জাম'ইয়্যাত-ই-'উলামা'-ই-হিন্দ-এর সভাপতি পদে বরিত হন।

মাওলানা মাদানী (র) তাঁহার অধ্যাপনা ও রাজনীতিতে ব্যাপৃত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহা ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ প্রতি-ভার পরিচায়ক। তৎপ্রণীত পুস্তকসমূহের মধ্যে আছে: নাক্'শ-ই-হ'ায়াত (২ খণ্ডে সমাপ্ত আত্মজীবনী), দেওবান্দে মুদ্রিত, ১৯৫৩

খৃ., আশ-শিহাবু'ছ-ছা'াকি'ব ; মুতাহি'দ ; ক'াওমিয়্যাত আওর ইসলাম, ঈমান ওয়া 'আমাল ; জামাল-ই-মু'মিন, লাহোর (প্রকাশের সন অনুল্লিখিত) ; আসীর-ই-ম্যাল্টা ; মাকতুবাত-ই-শায়খু'ল-হিন্দ, সম্পা. নাজমু'দ-দীন ইস'লাহ'ী, দেওবন্দ ১৩৭১ হি.।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) নাজমু'দ-দীন ইস'লাহ'ী, মাক্তুবাত-ই-শায়খু'ল-ইসলাম, দেওবন্দ ১৩৭১ হি., ১ খণ্ড, পৃ. ২৮—৩০, ৪২—৪৩ ; (২) হ'সায়ন আহ'মাদ মাদানী, নাক'শ-ই-হ'ায়াত, দেওবন্দ, ১খ, ৫২ ; (৩) মুহ'াম্মাদ ত'ায়্যিব, তারীখ-ই-দারু'ল-'উলুম দেওবন্দ, দারু'ল-ইশা'আত, করাচী, পৃ. ৬৫—৬৬ ; (৪) মুহ'াম্মাদ মিয়াঁ, 'উলামা'-ই-হ'াক্ক' আওর উনকে মুজাহিদানাহ কারনামে, দিল্লী ১৩৬৫ হি., ১খ, ২৭৭—৩০৪, ২খ, ১১৪—১৯৯ ; (৫) রোযনামাহ আল-জাম'ইয়্যাত, শায়খু'ল-ইসলাম সংখ্যা, দিল্লী, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ খৃ., পৃ. ৬৭।

মুবায়ের আহমদ

হূদ (هود) ('আ) একজন নবী। কু'রআানে বর্ণিত আছে যে, তিনি 'আাদ (দ্র.) বংশে আবির্ভূত হন। তাঁহার আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ৭, ১১, ২৬, ৪৬ ও ৪৯ সূরাঃ-তে এবং নাম পাওয়া যায় উল্লিখিত প্রথম তিনটি সূরাঃ-তে। সূরাঃ ১১-তেও তাঁহার নামোল্লেখ আছে। সেখানে ৫০—৬০ আয়াতে তাঁহার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। তিনি 'আাদের একজন স্বগোত্রীয় (আখ) ভ্রাতারূপে পরিচিত। অংশত 'আাদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আাদের বংশ তালিকা এবং তাঁহার বংশ তালিকা (বিভিন্ন-রূপে প্রচারিত) একই রকম। তাঁহাকে ইস্রাঈলীদের পূর্বপুরুষ 'আাবিরের সহিত অভিন্ন বলা হইয়াছে (বাইবেলে তিনি এবের, হিব্রুদের পূর্বপুরুষ)। অপর এক সূত্রে তাঁহাকে 'আাবিরের পুত্র বলা হইয়াছে। তাঁহার জীবনচরিত অনেকটা অস্পষ্ট এবং প্রত্যেক সতর্ককারীর ন্যায় তিনিও নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। মক্কায় হযরত মুহ'াম্মাদ (স') যেরূপ অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে তাঁহার অবস্থাও হইয়াছিল প্রায় তদ্রূপ অর্থাৎ তাঁহার সম্প্রদায় ছিল অবিশ্বাসী ও অহংকারী এবং তাঁহার অনুগামীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। পরবর্তীকালের উপাখ্যানে বর্ণিত আছে, এই সকল কারণে আল্লাহ্ তিন বৎসর ব্যাপী অনাবৃষ্টি দিয়া তাহাদিগকে ('আাদ জাতিকে) শাস্তি দান করেন। তাহাদের একটি প্রতিনিধি-দল মক্কায় প্রেরিত হইয়াছিল সেখানে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত। আল্লাহ তখন আসমানে তিন রকম মেঘ পাঠান ঃ সাদা, লাল এবং কালো। প্রতিনিধিদলের ক'ায়ল নামক এক ব্যক্তিকে আসমানী বাণী মারফত এই তিন প্রকার মেঘের মধ্য হইতে এক প্রকার মেঘ চাহিতে নির্দেশ দান করা হয়। তিনি কাল মেঘ চাহিলে 'আাদ বংশ ভয়ংকর ঝড়ে নিপতিত হইয়া হূদ ('আ) এবং তাঁহার অনুগামিগণ ব্যতীত অন্য সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কথিত আছে, হূদ ('আ) ১৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার কবর সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তী প্রচলিত আছে ; একমতে হ'াদ'রামাওতের অন্তর্গত বি'র বারাহুতের অনতিদূরে তাঁহার কবর অবস্থিত। van der Meulen এবং v. Wissmann উক্ত কবর পরিদর্শন করেন। ইব্ন বাত্তু'ত'ার গ্রন্থে (সং. প্যারিস, ১খ, ২০৫, ২খ, ২০৩) উল্লেখ আছে যে, হূদ ('আ)-এর কবর দামিশকের বড় মসজিদের অভ্যন্তরে। অপর একটি উক্তিতে পাওয়া যায় অপরাপর আটানব্বইজন নবীর সহিত তিনি কা'বার অনতিদূরে সমাহিত।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ 'আাদ প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও কু'রআান শারীফের তাফ্সীর ঃ (১) ছা'লাবী, কি'স'াসু'ল-আম্বিয়া' (১২৯০ হি.), পৃ. ৬৩ প. ; (২) Sale, The Koran, Preliminary Discourse, p. 8 ; (৩) Maracoi, Refutationes (Patavii 1698), p. 282 ; (৪) Geiger, Was hat Muhammad aus dem Judenthume aufgenommen[2], p. 111. প. ; (৫) v. d. Meulen and von Wissmann, Hadramaut, p. 158 প. ; (৬) J. Horovitz, Koranische Untersuchungen. p. 149.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হূ'র (حور) উহার এক বচন হ'াওরা', আহ'ওয়ার শব্দের স্ত্রী-লিঙ্গ ; আভিধানিক অর্থ, "চক্ষুর শ্বেতাংশ, অতিশয় শ্বেত এবং কৃষ্ণাংশ, অতিশয় কৃষ্ণ বর্ণা গৌরাঙ্গী রমণিগণ।" অন্য কথায় বেহেশ-তের কুমারিগণ, তাহাদের ঘনকৃষ্ণ চক্ষু-তারকা উহার চতুষ্পার্শ্বের শ্বেতাংশের সম্পূর্ণ বিপরীত। পারস্য ভাষায় এক বচন নাম-পদ হূ'রী (হূ'রী-বেহেশ্তী) এবং 'আরবী ভাষায় হূ'রিয়্যাঃ। 'আরবী গ্রন্থসমূহে শব্দটির আর একটি তাৎপর্য পাওয়া যায়, "যাহাদিগকে দেখিলে দর্শকমাত্রই হতবাক হয় (হ'ারা)।"

কু'রআানের বিভিন্ন আয়াতে এই সকল বেহেশ্তী কুমারী সম্পর্কে বর্ণনা রহিয়াছে। সূরাঃ ২ ঃ ২৫, ৩ ঃ ১৫, ৪ ঃ ৫৭ আয়াতে তাহাদিগকে 'অতি পবিত্র সঙ্গিনী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ; তাফ্-সীরকারদের অভিমতে এই উক্তির তাৎপর্য হইতেছে যে, তাহারা সমভাবে দৈহিক অপবিত্রতা এবং চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি বিমুক্ত। সূরাঃ ৫৫ ঃ ৫৬ আয়াতে বলা হইয়াছে—"তাহাদের চোখের দৃষ্টি আনত। কোন মানব বা কোন জিন্ন তাহাদিগকে কখনও স্পর্শ পর্যন্ত করে নাই।" এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, হূ'রগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ এক শ্রেণী মানবসদৃশ এবং অপর শ্রেণী জিন্ন-সদৃশ। তাহারা তাঁবুর মধ্যে (৫৫ ঃ ৭২) অবস্থান করে। তাহারা মুক্তা এবং প্রবাল মণিসদৃশ (৫৫ ঃ ৫৮)।

পরবর্তী সাহিত্যে তাহাদের দৈহিক সৌন্দর্যের আরও বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে।

কোন মু'মিন বেহেশতে প্রবেশকালে হূ'রদের একজন তাঁহাকে স্বাগতম জানাইবে ; বহু সংখ্যক হূ'র একজনের জন্য নির্ধারিত থাকিবে। হূ'রীরা চিরকুমারী (৫৬ ঃ ৩৬), তাহারা সঙ্গীদের সমবয়স্কা হইবে (৫৬ ঃ ৩৭)।

হূ'র ও জান্নাত সম্পর্কে অন্য রকমের ধারণাও পাওয়া যায়। কু'রআানে ব্যবহৃত 'সঙ্গিনী' (২ ঃ ২৫) শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে আল-বায়দ'াবি'ী প্রশ্ন তোলেন, সেখানে (বেহেশ্তে) স্ত্রী-সহবাসের কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? যৌন সহবাসের প্রধান উদ্দেশ্য বংশ সংরক্ষণ কিন্তু সেখানে ত উহার প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন আদৌ উঠে না। এই সমস্যার মীমাংসাকল্পে বলা হয়, "যদিও বেহেশ্তে খাদ্য, নারী প্রভৃতির নাম পার্থিব নামের অনুরূপ, তথাপি উহা রূপক হিসাবে ব্যবহৃত ; বাস্তব পক্ষে তাহারা এক নহে।" আরো একটি আয়াতের (সূরাঃ ৪৪ ঃ ৫৪) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল-বায়দ'াবি'ী বলেন, হূ'রীগণ পৃথিবীর মহিলা কিনা এই প্রশ্নে সকলে একমত নহেন। অনুরূপভাবে সূ'ফী গ্রন্থকারগণ হূ'রীকে রূহ'ানী সত্তা বলিয়া স্বীকার করেন (দ্র. Berthels)

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলির ব্যাখ্যা কু'রআনের তাফসীরসমূহে; বুখারী, স'াহ'ীহ', কিতাব বাদ্‌ই'ল-খাল্‌ক', বাব ফী সি'ফাতি'ল-জান্নাঃ; (২) গ'াযালী, ইহ্‌'য়া' (কায়রো ১২৮২ হি.), ৪খ, ৪৬৪; (৩) কিতাব আহ্‌'ওয়ালি'ল-কি'য়ামাঃ (ed. M. Wolff), পৃ. ১১১ প.; ইসলাম সম্পর্কে য়ুরোপীয় গ্রন্থসমূহ ঃ (৪) T. Andrae, Der Ursprung des Islams und das Christentum, p. 82; (৫) E. Berthels, Die paradiesischen Jungfrauen (Huris) im Islam, in Islamica, i. 263 ff.

A. J. Wensinck (S.E.I.)/মুহাম্মদ আবদুর রহীম

হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী (حسين شهيد سهروردى ঃ হ'সায়ন শাহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী) (১৮৯৩-১৯৬৩ খৃ.), উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও আইনজ্ঞ। ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের মেদিনীপুরের এক সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট মুসলিম পরিবারের এই কৃতী সন্তান ১৮৯৩ খৃ. কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্যার যাহিদু'র-রাহ'ীম যাহিদ (যাহিদ সুহরাওয়ার্দী) কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। মাতা বেগম খুজিস্তাঃ আখতার বানু 'আরবী, ফার্সী, উর্দু ও ইংরেজীতে একজন সুশিক্ষিতা লেখিকা ছিলেন। তাঁহার নানা, খ্যাতনামা পণ্ডিত মাওলানা 'উবায়দুল্লাহ্ আল-'উবায়দী সুহরাওয়ার্দী ঢাকা মুহ'সিনিয়া মাদ্‌রাসার (বর্তমান নাম কবি নজরুল কলেজ) অধ্যক্ষ ছিলেন। সুহ্‌রাওয়ার্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ'াসান শাহিদ সুহ্‌রাওয়ার্দী একজন বিশিষ্ট ভাষাবিদ এবং স্পেনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী বাল্যে মেদিনীপুর শহরে ও কলিকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় (এ্যাংলো-পার্সিয়ান ডিপার্টমেন্টে) লেখাপড়া করেন। পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি. এস. সি. (অনার্স) পাস করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'আরবীতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস. সি. (অনার্স) ও আইনে বি. সি. এল. এবং পরে অর্থনীতিতে এম. এ. ডিগ্রী গ্রহণ করেন। ১৯২০ খৃ. বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া তিনি আইন ব্যবসা ও রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৯২১ খৃ. তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময়ে তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সাহচর্যে আসিয়া তাঁহার উদার নীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি এ. কে. ফজলুল হক ও সি. আর. দাশের সহিত বেঙ্গল প্যাক্ট রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন (এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ২১৬)। ইহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্বরাজ পার্টি কর্তৃক গৃহীত হয় (পৃ. গ্র., ২২৬)। এই চুক্তির শর্তগুলিতে ছিল ঃ লোকসংখ্যার অনুপাতে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হইবে এবং সরকারী দফতরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫টি চাকুরী সংরক্ষিত থাকিবে (পৃ. গ্র.)। চিত্তরঞ্জন দাশ যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, তখন সুহ্‌রাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি কলিকাতার বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। তিনি খিলাফাত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রাদেশিক খিলাফাত কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৩৫ খৃ. তিনি কলিকাতায় খিলাফাত কনফারেন্স-এর আয়োজন করেন। ১৯২১ খৃ. হইতে ১৯৪৭ খৃ. পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। ১৯২৮ খৃ. তিনি কলিকাতায় প্রথম নিখিল বঙ্গ মুসলিম কনফারেন্স-এর আয়োজন করেন। ভারতের ভবিষ্যত শাসন ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য লণ্ডনে আহূত তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী অন্যতম মুসলিম প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন (১৯৩৩)।

১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট অনুসারে পর বৎসর (১৯৩৭ খৃ.) বৃটিশ ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুহ্‌রাওয়ার্দী সেই বৎসরই মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অতঃপর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া কলিকাতার দুইটি নির্বাচন এলাকা হইতে একযোগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক (র.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ-কৃষক-প্রজা পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে সুহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার সদস্য হন। ১৯৩৭—৪১ পর্যন্ত এই মন্ত্রীসভার সদস্যরূপে তিনি জনকল্যাণমূলক এবং শ্রমিকদের জন্য কয়েকটি সংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন করেন। ১৯৪১—৪৩ সালের স্বল্পকালীন শ্যামা-হক মন্ত্রীসভায় যোগদান হইতে বিরত থাকার পরে ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দীন-এর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে সুহ্‌রাওয়ার্দী তাহাতে বেসামরিক সরবরাহ তথা খাদ্য মন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। এই বৎসরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বৃটিশ সরকারের অনুসৃত খাদ্যনীতির ফলে সমগ্র বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তাহাতে আনুমানিক ৫০ লক্ষ মানুষ মারা যায় বলিয়া কথিত আছে। সুহ্‌রাওয়ার্দী এই সময়ে সাধ্যানুরূপ তৎপরতার সঙ্গে দেশে অসংখ্য লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষার চেষ্টা করেন।

১৯৪০ খৃ. মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক মুসলিম প্রধান এলাকাসমূহে স্বতন্ত্র ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাসহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দাবী করিলে সেই প্রস্তাব (লাহোর প্রস্তাব) সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু ইহার স্বল্পকাল পরেই শেরে বাংলা মুসলিম লীগ হইতে পদত্যাগ করিলে সুহ্‌রাওয়ার্দী বাংলা প্রদেশে উক্ত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৫ সালে মরহূম মাওলানা রাগি'ব আহ'সান, মাওলানা আযাদ সুব্‌হ'ানী (র.), ফুরফুরার মাওলানা আবূ বক্‌র সিদ্দীকী (র) (র.) প্রমুখ 'উলামা' নিখিল ভারত জাম'ইয়্যাত-ই-উলামা'-ই-ইসলাম গঠন করিলে সুহ্‌রাওয়ার্দী তাহাতে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন। ১৯৪৬-এ অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পক্ষে পাকিস্তান প্রশ্নের ভিত্তিতে তাঁহার প্রাণপণ প্রচারাভিযানের ফলে মুসলিম লীগ নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম (র.)-এর আন্তরিক সহযোগিতায় তিনি বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা গঠন করেন। উহাই ছিল বৃটিশ-বাংলার শেষ মন্ত্রীসভা। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দের ৭—৯ এপ্রিল দিল্লীতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের আমন্ত্রণে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগের মনোনয়নে যাঁহারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ৪৭০ জনের অধিক এই কনভেনশনে যোগদান করেন। বাংলার সদস্যগণের নেতারূপে সুহ্‌রাওয়ার্দী তাহাতে যোগদান করেন। এই কনভেনশনের বিষয় কমিটিতে তিনি ও আবুল হাশিম বঙ্গ প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই কনভেনশনের এক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে

একত্র করিয়া এবং তদ্রূপ ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত বাংলা ও আসাম প্রদেশদ্বয়ের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিতে হইবে যাহাতে মুসলিমগণ তাহাদের স্বতন্ত্র ভাবধারা অনুযায়ী নিজেদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারে; অন্য কোন প্রকারের ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা মুসলিম ভারতের উপর চাপাইয়া দিলে তাহারা কোনক্রমেই তাহা গ্রহণ করিবে না (Pakistan Movement : Historic Documents, Compiled and Edited by G. Allana, Paradise Subscription Agency, Karachi, 2nd ed., 1968, p. 408—10)। এখানে উল্লেখ্য যে, লাহোর প্রস্তাবে (ঐ, পৃ. ২২৬—২২৭) বলা হইয়াছিল, ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলদ্বয়ের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলির সমন্বয়ে "independent states" অর্থাৎ একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা, কিন্তু উপরিউক্ত কনভেনশন প্রস্তাবে উভয় অঞ্চলের উল্লিখিত প্রদেশসমূহকে একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ভারতীয় কংগ্রেস মুসলিম লীগের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব ব্যতীতই কেবিনেট মিশনের প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সম্মত হইলে মুসলিম লীগ তাহার প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ দিবস (Direct Action Day) ঘোষণা করে। উক্ত দিবসে (১৬ আগস্ট, ১৯৪৬) কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িকতাবাদী সদস্যগণের ইঙ্গিতে কলিকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয় এবং বহু নিরীহ, নিরপরাধ নরনারী সেই দাঙ্গায় প্রাণ হারায়। ইহার শিকার হয় প্রধানত শহরের সংখ্যালঘু মুসলমানগণ। প্রধান মন্ত্রী সুহ্‌রাওয়ার্দী সেই মহাদুর্যোগের সময়ে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর অতিরিক্ত অবাঙ্গালী সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে সংখ্যালঘু মুসলিমগণকে যথাসম্ভব রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ভারতবর্ষের শেষ ইংরেজ বড়লাট লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে যৌথভাবে পরামর্শক্রমে ভারত বিভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করিবার দাবী জানাইলে সুহ্‌রাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম সার্বভৌম বৃহত্তর বাংলা (Greater Bengal অথবা United Bengal)-এর প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং বাংলাকে অবিভক্ত রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন (Shilla Sen, Muslim Politics in Bengal : 1937—47, New Delhi, 1976, Chap. vii, Pakistan Vrs. United Bengal)। কিন্তু তাঁহাদের সকল সদিচ্ছা ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া বঙ্গীয় আইন পরিষদের হিন্দু সদস্যগণ বাংলাকে ভাগ করিবার পক্ষে ভোট দেন। এইভাবেই 'অখণ্ড ও সার্বভৌম বাংলা'-র পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

দেশ ভাগ হইবার পরে পাকিস্তান মোটামুটি শান্তিপূর্ণ থাকিলেও ভারতের পশ্চিম বাংলা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশে মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়ে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল মুসলিমগণ অসহায়ভাবে নিহত হইতে থাকে। এই দুর্যোগের সময়ে সুহ্‌রাওয়ার্দী আত্মরক্ষায় নিরত মুসলিমগণের পাশে গিয়া দাঁড়ান। তিনি সোদপুর আশ্রমে গিয়া গান্ধীজীর সঙ্গে মিলিত হইয়া শান্তি মিশন প্রতিষ্ঠা করেন ও ভারতের দাঙ্গাপীড়িত স্থানসমূহে গিয়া শান্তি স্থাপন করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

১৯৪৯ সালে সুহ্‌রাওয়ার্দী পাকিস্তানে (করাচী) আগমন করেন। প্রথমে তিনি আইন ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (র.) আওয়ামী মুসলিম লীগ পার্টি গঠন করিলে সুহ্‌রাওয়ার্দী তাহাতে যোগদান করেন এবং সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজেদের দলকে দ্রুত সংগঠিত ও জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। ইহার পর ১৯৫৪ সালে তিনি শেরে বাংলা ফজলুল হক ও মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে মিলিত হইয়া যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেন। এই বৎসরই পাকিস্তানের কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অচলাবস্থার সূচনা হয়; সঙ্কট নিরসনের উদ্দেশ্যে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে (২০ ডিসেম্বর, ১৯৫৪) সুহ্‌রাওয়ার্দী আইন মন্ত্রীরূপে তাহাতে যোগদান করেন। ১৯৫৫-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে নির্বাচিত হইলে তাঁহাকে মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানান হয়। তিনি পূর্ব শর্তস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী উত্থাপন করিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম লীগ দল তাহাতে অস্বীকৃতি জানায়। সুহ্‌রাওয়ার্দী প্রধান মন্ত্রীত্বের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া আশ্চর্য রাজনৈতিক সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এক বৎসরের মধ্যেই কেন্দ্রে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং তখন রিপাবলিকান দলের সহযোগিতায় তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করেন (সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)। এই সময়েই তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন এবং গণচীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন।

মাওলানা ভাসানীর উদ্যোগে টাঙ্গাইল জিলার কাগমারী-তে এক বিশাল রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সম্মেলন আয়োজিত হয়; মৈত্রী স্থাপন ও উদারতার প্রকাশস্বরূপ সেখানে অনেক ভারতীয় কংগ্রেস নেতার নামে তোরণ নির্মাণ করা হয় এবং কিছু সংখ্যক বিতর্কিত ভারতীয় কবি-সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ করা হয়। এই সম্মেলনের কিছু কিছু কার্যকলাপ সম্পর্কে মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে সুহ্‌রাওয়ার্দীর মতবিরোধ দেখা দেয়। অতঃপর মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করিয়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) নামে নূতন দল গঠন করেন। তখন হইতে সুহ্‌রাওয়ার্দী এককভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব করিতে থাকেন।

মাত্র তের মাস দেশ শাসনের পরে রিপাবলিকান দলের সমর্থন প্রত্যাহারের ফলে সুহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার পতন ঘটে (অক্টোবর, ১৯৫৭) এবং তাহার পর পরই পাকিস্তানের রাজনৈতিক সঙ্কট চরমে উঠিতে থাকে। ফলে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল (পরবর্তীতে ফীল্ড মার্শাল) মুহাম্মাদ আয়্যুব খান তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার ঘোষণাক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন (৭ই অক্টোবর, ১৯৫৮)। আয়্যুব খান শাসনতন্ত্র বাতিল করেন এবং সুহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগসহ দেশের অন্যান্য সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করিয়া দেন। ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে অন্যান্য নেতাসহ সুহ্‌রাওয়ার্দীকে Elective Bodies Disqualification Ordinance (EBDO)-এর বলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে ৬ বৎসরের জন্য নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। ১৯৬২ সালে জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইনে তাঁহাকে

জেলে অন্তরীণ করা হয়, কিন্তু ১৯শে আগস্ট পুনরায় মুক্তি প্রদান করা হয়। সেই বৎসরই ৫ই অক্‌টোবর তিনি ঢাকাতে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন বৈঠকে যোগদান করেন। কিন্তু বার্ধক্য ও ক্লান্তিতে তাঁহার দ্রুত স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে থাকিলে তিনি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য য়ুরোপ গমন করেন। এই উদ্দেশ্যে নয় মাসকাল জুরিখ ও বৈরূত-এ অবস্থানের পর ১৯৬৩ সালের ৫ অকটোবর বৈরূতের এক হোটেলে তিনি ইনতিকাল করেন। সমগ্র পাকিস্তানবাসী এবং বাঙালীর শোক-সমবেদনার মধ্য দিয়া তাঁহাকে ঢাকাতে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের মাযারের পাশে দাফন করা হয়।

অগাধ বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী সুহ্‌রাওয়ার্দী একজন অত্যন্ত সফল আইনজীবী ছিলেন। তিনি গোটা পাকিস্তানের তথা উপ-মহাদেশের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞদের অন্যতম ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রতিভা-বান বক্তা ছিলেন। তাঁহার বিবাহিত জীবন খুবই স্বল্পস্থায়ী ছিল। ১৯১৯ খৃ. তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার আবদুর রহীমের কন্যা বেগম নিয়ায ফাতিমাকে বিবাহ করেন। মাত্র ৩ বৎসর পরে এক কন্যা (বেগম আখতার সুলায়মান) রাখিয়া এই স্ত্রী মারা যান। দীর্ঘকাল পরে ১৯৪০ সালে তিনি কলিকাতায় বসবাসকারী জনৈক রুশ মহিলাকে বিবাহ করেন এবং এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার একমাত্র পুত্র রাশেদ সুহ্‌রাওয়ার্দীর জন্ম হয়। এই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) শহীদ আশরাফ ও এ. কে. এম. শহীদুল হক, হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দী, শহীদ পাবলিকেশান্স, ঢাকা ১৯৬৪ খৃ.। (২) Elliot F., Dictionary of Politics, 5th ed., Penguin Books Ltd., Harmoudsworth. Middlesex, England; (৩) কাজী আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সোসাইটি অব পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা ১৯৭০ খৃ.; (৪) এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৬ খৃ.।

হুমায়ুন খান

সূচীপত্র

সূচী	পৃষ্ঠা
প	
পাগ্ড়ী	১
পাঙ্গুলু	৫
পান্জ পীর	৭
পাসাঙ্গ্রেন	৮
পার্সী	১০
ফ	
ফকীর	১২
ফকীহ্	১২
ফজলুল হক, আবুল কাসেম	১২
ফজলুল হক সেলবর্সী	১৫
ফত্ওয়া	১৭
ফয়জুন্নেসা, নওয়াব	১৯
ফররুখ আহমদ	১৯
ফরাইয	২০
ফাতিমা (রা)	২১
ফাাতিহ'াঃ	২২
ফানাা'	২৩
ফারাবী	২৩
ফায়	২৪
ফায়য	২৫
ফায়স'াল ইব্ন 'আবদি'ল-'আযীয	২৭
ফারা'ইযীয়া	২৯
ফাসিক	৩১
ফিক্'হ্	৩২
ফিত্রত	৩৮
ফিদ্য়া	৩৯
ফিদাঈ	৩৯
ফুতুওয়া	৪০
ফুরক্'াান	৪১
ফেরদাউস	৪১
ফেরাউন	৪১
ব	
বহীরা	৪৪
বাক্লিয়া	৪৫
বাকী'উল গার্ক'াদ	৪৫
আল-বাগ্দাদী	৪৬
বাতিনীয়াঃ	৪৬
বাতিল	৪৬
বাদা	৪৭
বাদাল	৪৮
বানু নাযীর	৪৯
বাব	৫০
বাবী	৫১
বায়'	৫১
আল-বায়দাবী	৫৩
বায়রাম	৫৪
বায়রামিয়্যাঃ	৫৪
আল-বায়হাক'ী	৫৪
বায়ুমিয়্যা ঃ	৫৫
বারযাখ	৫৫
বাস্ত'	৫৫
বাস্মালাঃ	৫৬
বাহাউল্লাহ	৫৬
বাংলাদেশে ইসলাম	৫৭
বি'ত্র	৬০
বিদ্'আত্	৬১
বির্গেব'ী বা বিরগীলী	৬১
বি'র্দ	৬২
বিল্ক'ীস	৬২
বিলায়ত	৬৩
বিলাল ইব্ন রাবাহ' (রা)	৬৪
আল-বিস্ত'াামী (র)	৬৫
আল-বীরূনী	৬৬
আল-বুখারী (র)	৬৯
বুরাাক'	৬৯
বেকতাশিয়াহ	৭০
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	৭১
বে-নজীর আহমদ	৭৩
বেলায়েত হোসেন, শামসু'ল-'উলামাা	৭৪
বোহরা	৭৫
ম	
মক্কা	৭৭
মজুস	৮৯
আল-মদীনা	৯১
মস্জিদ	১০০
মাওদুদী, সায়্যিদ আবু'ল আ'লাা	১২৫
মাওলাা	১২৬
মাওলাবীয়াঃ	১২৭
মাওলিদ	১২৯
মাকরূহ (দ্র. হুকুম', শারী'আত)	১৩৩
মাক্স	১৩৩
মাক্'সু'রাঃ (দ্র. মস্জিদ)	১৩৪
আল-মাহ'াানী	১৩৪
মাজ্লিস-মু'য়িদি'ল-ইসলাাম	১৩৬
আল-মাাতুরীদী	১৩৭
মাদ্রাসা	১৩৮
মানাাত	১৫২
মাম্লূক	১৫২
মামূন	১৫৩
মাযার	১৫৩
মায়তাঃ	১৫৪
মায়মূনাঃ (রা)	১৫৬
মায়সির	১৫৬
মারয়াম ('আ)	১৫৬
মারাবোত	১৫৯
মাারিস্তাান	১৬১
মা'রূফ আল-কারখী (র)	১৬২
মালাাইকাঃ	১৬২
মাালিক ইব্ন আনাস (র)	১৬৪
মাালিকিয়্যাঃ	১৬৯
মাশ্হাদ	১৬৯
মাশ্হাদ হু'সায়ন	১৭৬
মাস্জিদু'ন-নাবী (স')	১৭৯
আল-মাস্জিদু'ল-আক'স'াা	১৮১
আল-মাস্জিদু'ল-হ'ারাাম	১৮২
আল-মাসীহ'	১৮৩
মাহ্দী	১৮৪
মাহ'মূদ হ'াসান, মাওলাানাা	১৮৭
মাহ্র	১৮৯
মিকাঈল (দ্র. মীকাাল)	১৯১
মিনাা	১৯১
মির্যাা গু'লাাম আহ'মাদ (দ্র. আহ'মাদীয়াঃ)	১৯২
মি'রাাজ	১৯২
মিল্লাত	১৯৩

সূচী	পৃষ্ঠা
মিসওয়াক	১৯৪
মিহ্'নাঃ	১৯৪
মিহ্'রাব (দ্র. মস্জিদ)	১৯৬
মীক'াত	১৯৬
মীকাঈল ('আ)	১৯৮
মীরাছ'	১৯৮
মুজতাহিদ (দ্র. ইজতিহাদ)	২০৫
মু'জিযাঃ	২০৫
মুত্'আঃ	২০৬
মুতা'আর্‌রিবাঃ	২০৭
মুত'াওবি'ফ	২০৭
মুতাওয়াতির	২০৮
মুতাওয়াল্লী	২০৮
আল-মু'তাযিলাঃ	২০৯
মুনকার ওয়া নাকীর	২১৬
আল-মুনাফিক্'ন	২১৭
মুনীরু'য-যামান, ইসলামাবাদী	২১৮
মুমতাযুদ্দীন আহমাদ	২১৮
মু'মিন (দ্র. ঈমান)	২১৮
আল-মুযদালিফাঃ	২১৮
আল-মুরজি'আঃ	২১৮
মুরতাদ	২২০
মুরীদ (দ্র. তরীকা)	২২২
মুশ্‌রিক (দ্র. শির্ক)	২২২
মুস'্আব ইব্ন 'উমায়র (রা)	২২২
মুস্তা'রিব	২২২
মুসতাহ'াব্ব (দ্র. হুকুম, শারী'আত)	২২৩
মুস্নাদ (দ্র. হ'াদীছ')	২২৩
মুসলিম	২২৩
মুসলিম ইব্নু'ল-হ'াজ্জাজ (র)	২২৩
মুসায়লিমাঃ	২২৪
মুস'াল্লা	২২৪
আল-মুহাজিরূন	২২৫
মুহ'াম্মাদ (স')	২২৬
মুহ'াম্মাদ 'আবদুহ্	২৫৯
মুহ'াম্মাদ 'আলী জিন্নাহ'	২৬১
মুহ'াম্মাদ আহ'মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ	২৬৩
মুহ'াম্মাদ ইব্ন 'আবদি'ল-ওয়াহ্হাব (দ্র. ওয়াহ্হাবীয়া)	২৬৫
মুহ'াম্মাদ ইব্ন ক'াসিম (র)	২৬৫
মুহ'াম্মাদ ইব্নু'ল-হ'ানাফিয়্যাঃ (দ্র. ক'ায়সানিয়্যাঃ, শী'আঃ)	২৬৬
মুহাম্মাদ ইমামু'দ-দীন	২৬৬
মুহ'াম্মাদ ইল্‌য়াস, মাওলানা	২৬৮
মুহ'াম্মাদ ক'াসিম নানূতাব'ী (র)	২৭০
আল-মুহ'াম্মাদিয়্যাঃ	২৭১
আল-মুহ'াররাম	২৭২

সূচী	পৃষ্ঠা
আল-মুহ'াসিবী	২৭৩
মূসা ('আ)	২৭৪
মেহেরুল্লাহ, মুন্সী	২৭৬
মোশাররফ হোসেন, মীর	২৭৭
মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী	২৭৯
য	
যবূর	২৮০
যম্‌যম	২৮১
যাকাত	২৮১
যাকারিয়্যা ('আ)	২৮৪
যাবি'য়াঃ	২৮৫
আয্-যামাখ্‌শারী (র)	২৮৬
আয'-য'াহিরিয়্যাঃ	২৮৭
যায়দ ইব্ন 'আম্‌র	২৮৮
যায়দ ইব্ন হ'ারিছ'াঃ (রা)	২৮৮
আয-যায়দিয়্যাঃ	২৮৮
যায়নাব বিন্‌ত খুযায়মাঃ (রা)	২৯১
যায়নাব বিন্‌ত জাহ'শ (রা)	২৯১
যায়নাব (রা) বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (স')	২৯২
যায়নু'দ-দীন	২৯৩
যি'ক্‌র	২৯৪
যিন্দীক'	২৯৪
যিনা	২৯৬
যি'ম্মাঃ	২৯৮
যিয়ানিয়্যাঃ	২৯৮
যিয়ারত	২৯৯
যু'ন-নূন আল-মিস'রী (র)	৩০১
যুবায়র ইব্নু'ল-'আওওয়াম (রা)	৩০২
যু'ল-ক'ারনায়ন	৩০৩
যু'ল-কিফ্‌ল	৩০৫
যুহ্দ	৩০৬
য়	
য়া'কূ'ব ('আ)	৩০৬
য়া'জূজ ওয়া মা'জূজ	৩০৭
য়াতীম	৩০৮
য়াফিছ'	৩০৯
য়াহ্'য়া ('আ)	৩০৯
য়াহূদ বা য়াহূদী	৩০৯
য়ূনুস ('আ) ইব্ন মাত্তা	৩১০
য়ূশা' ('আ) ইব্ন নূন	৩১১
য়ূসুফ ইব্ন য়া'কূ'ব ('আ)	৩১২
র	
রাজাব	৩১৪
রজম	৩১৪
রব্ব	৩১৪
রামাদ'ান	৩১৫
রাতিব	৩১৬

সূচী	পৃষ্ঠা
রাফিদ'ী	৩১৬
রাবি'আঃ বাস'রী (র)	৩১৬
রাদ'া'	৩১৮
আর-রাযী (র)	৩১৯
রাসূল ('আ)	৩২০
রাহ্‌বানিয়্যাঃ	৩২৩
রাহ'মানিয়্যাঃ	৩২৩
রাহিব	৩২৫
রাহ'ীম রাহ'মান (দ্র. আল্লাহ্)	৩২৫
রিদ্দাঃ	৩২৫
আর-রিফা'ঈ (র)	৩২৫
রিবা (সুদ)	৩২৭
রিবাত'	৩৩২
রুক'য়্যাঃ (রা)	৩৩৪
রুহুল আমিন, মাওলানা	৩৩৫
ল	
লাওহ'	৩৩৬
আল-লাত	৩৩৭
লাক'ীত'	৩৩৭
লুক'ত'াঃ	৩৩৮
লুক'মান ('আ)	৩৩৯
লূত ('আ)	৩৪০
শ	
শয়তান	৩৪২
শরাব	৩৪২
শরী'আত	৩৪৩
শরীফ	৩৪৮
শহীদ	৩৫২
শহীদুল্লাহ, ডক্‌টর মুহম্মদ	৩৫৩
শাত্'হ'	৩৫৬
শাত্ত'ারিয়্যাঃ	৩৫৬
শাদ্দাদ	৩৫৭
শাফা'আত	৩৫৭
আশ-শাফি'ঈ (র)	৩৫৯
শা'বান	৩৬৩
শাব্বীর আহ্'মাদ 'উছ'মানী	৩৬৩
শামসিয়্যাঃ	৩৬৪
শামছুল হক, মাওলানা	৩৬৪
শাযি'লিয়্যাঃ	৩৬৫
শায়খ	৩৬৮
শায়খ সা'দী (র)	৩৬৮
শায়খী	৩৭০
শায়খু'ল-ইসলাম	৩৭১
শায়বাঃ	৩৭৪
(আশ)-শায়বানী (র)	৩৭৫
শাহ জালাল (র)	৩৭৬

সূচী	পৃষ্ঠা
শাহ মাখদূম রূপোশ (র)	৩৭৯
শাহাদাঃ	৩৮১
শাহিদ	৩৮১
আশ-শিব্লী (র)	৩৮২
শিবলী নু'মানী, 'আল্লামাঃ	৩৮৩
শির্ক	৩৮৪
শী'আঃ	৩৮৬
শীছ' ('আ)	৩৯৫
শু'আয়ব ('আ)	৩৯৬
শুরাত	৩৯৬
শুশ্তারী	৩৮৭
শেখ মুজিবুর রহমান	৩৯৭
স	
সাওদাঃ বিন্ত যাম'আঃ (রা)	৩৯৯
সফিউল্লাহ, মাওলানা	৪০০
সবর	৪০১
সলিমুল্লাহ, নওয়াব	৪০৩
সা'ঈ	৪০৫
সা'ঈদ ইব্ন যায়দ (রা)	৪০৫
স'াওম	৪০৭
সাকীনাঃ	৪১২
সাজ্জাদাঃ	৪১৩
সাজ্জাহ'	৪১৫
সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্ক'াস' (রা)	৪১৬
সা'দ ইব্ন 'উবাদাঃ (রা)	৪১৭
সা'দ ইব্ন মু'আয' (রা)	৪১৮
স'াদাক'াঃ	৪১৮
সা'দিয়্যাঃ	৪১৯
আস-সানূসী	৪২১
আস-সানূসী	৪২১
(আস')-স'াফা	৪২২
স'াফিয়্যাঃ (রা)	৪২৩
সাব'ইয়্যাঃ	৪২৩
স'াবি'উন	৪২৬
(আস-) সামিরী	৪২৭
সায়্যিদ	৪২৯
সায়্যিদ কু'ত্'ব, শহীদ	৪২৯
সালমান আল-ফারিসী (রা)	৪৩১
সালসাবীল	৪৩৩
স'ালাত	৪৩৩

সূচী	পৃষ্ঠা
সালাম	৪৪৩
স'ালাহ'দ-দীন, সুলত'ান	৪৪৫
সালিমিয়্যাঃ	৪৫০
স'ালিহ' ('আ)	৪৫১
সাহ্ল আত-তুস্তারী (র)	৪৫২
স'াহ'াবাঃ (রা)	৪৫৩
আস'-সি'দ্দীক'	৪৫৪
সি'দ্দীক' হ'াসান, নওয়াব	৪৫৪
সি'ফাত	৪৫৫
সিহ্'র	৪৫৫
সীরাত	৪৫৭
সুজুদ-(দ্র. স'ালাত)	৪৬০
সুত্রাঃ	৪৬০
সুন্নাত	৪৬১
(আস-) সুলামী	৪৬২
সুলায়মান ইব্ন দাঊদ ('আ)	৪৬৩
সুলূক	৪৬৫
সূ'ফীতত্ত্ব (দ্র. তাস'াওউফ)	৪৬৫
সূরাঃ	৪৬৫
সু'রাত	৪৬৬
হ	
হক	৪৬৭
হজ্জ	৪৬৮
হ'াদ্দ	৪৭২
হযরত	৪৭৩
হাওয	৪৭৩
হাওয়া ('আ)	৪৭৪
হ'াওয়ারী	৪৭৪
হ'াওয়ালাঃ	৪৭৪
হ'াক'ীক'াত	৪৭৪
হ'াজ্জী মুহ'াম্মাদ মুহ'সিন	৪৭৫
হ'াদাছ'	৪৭৬
হ'াদীছ'	৪৭৬
হান্বালী [দ্র. আহ'মাদ ইব্ন মুহ'াম্মাদ ইব্ন হ'াম্বাল (র)]	৪৮১
হ'ানাফিয়্যাঃ	৪৮১
হ'ানীফ	৪৮৩
হ'াফ্স'াঃ (রা)	৪৮৪
হ'াবীব আন-নাজ্জার	৪৮৫
হাবীবুর রহমান খান, হাকীম	৪৮৫

সূচী	পৃষ্ঠা
হাবীল ও ক'াবীল	৪৮৬
হ'াম	৪৮৬
হ'ামদান ক'ারমাত'	৪৮৭
হ'ামদালাঃ	৪৮৭
হ'ামযাঃ (রা)	৪৮৮
হ'াম্যাঃ ইব্ন 'আলী	৪৮৮
হ'ামা'ইল	৪৮৮
হামান	৪৯০
হায়য	৪৯০
হ'াররান	৪৯১
হ'ারাম	৪৯১
হ'ারাম শরীফ	৪৯২
হ'ারীম	৪৯২
হারূত ও মারূত	৪৯২
হারূন ('আ) ইব্ন 'ইমরান	৪৯৩
হ'াল ও হ'ালাত	৪৯৪
আল-হ'ালাবী	৪৯৪
হ'ালাল	৪৯৫
আল-হ'াল্লাজ	৪৯৫
হ'াশবি'য়্যা ঃ	৪৯৬
হ'াশ্শাশীন	৪৯৬
হ'াসান (রা)	৪৯৮
হাসান জামান, ডক্টর	৪৯৯
হ'াসান বাস'রী (র)	৫০১
আল-হ'াসান ইব্ন স'াব্বাহ'	৫০১
হ'াসানু'ল-বান্না,' শহীদ	৫০২
হি'জ'ক'ীল ('আ)	৫০৬
আল-হি'জ্র	৫০৬
হিজ্রত	৫০৭
হি'জাব	৫০৮
হি'য্ব	৫০৮
হুকুম	৫০৯
হুবাল	৫০৯
হু'লূল	৫০৯
আল-হু'সায়ন (রা)	৫১০
হু'সায়ন আহ্'মাদ মাদানী	৫১০
হূদ ('আ)	৫১২
হূ'র	৫১২
হোসেন শহীদ সুহরাওয়ার্দী	৫১৩

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/৬৮২৬ (উ)—৩,২৫০